গিরিশ রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

গিরিশ রচনাবলী

সমগ্র রচনাবলী

চার খণ্ডে সম্পূর্ণ

তৃতীয় খণ্ড

ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত
ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত

সাহিত্য সংসদ। ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
১৯৪৬

প্রকাশক। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

প্রকাশকের নিবেদন

বর্তমান খণ্ডের কলেবর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘোষণা অনুযায়ী এই খণ্ডের বিষয়সূচী যথাযথ পালন করা সম্ভব হয় নি, এ জন্য আমরা দুঃখিত। মুদ্রণ-ব্যয়, কাগজের মূল্য ও কলেবর বৃদ্ধির দরুন বর্তমান খণ্ডের মূল্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও পঁচিশ টাকা ধার্য করা হল। পাঠক-সাধারণ আশা করি আমাদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করবেন।

সূচীপত্র

নাটক

অভিশাপ	১
নন্দদুলাল	২৩
ধ্রুব-চরিত্র	৪৭
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	৭৯
প্রহ্লাদ-চরিত্র	১২১
লক্ষ্মণ-বর্জ্জন	১৪১
হর-গৌরী	১৫১
রূপ-সনাতন	১৭৫
কালাপাহাড়	২০৯
শঙ্করাচার্য্য	২৭৫
ছত্রপতি শিবাজী	৩৪৭
চণ্ড	৪৩৯
প্রফুল্ল	৪৮৩
অশোক	৫৪৭
বাসর	৬২৭
মনের মতন	৬৭৯
মলিন মালা	৭৪১
হীরক জুবিলী	৭৫১
যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপন চুম্বন	৭৬৩
ভোটমঙ্গল	৭৬৯
সপ্তমীতে বিসর্জ্জন	৭৭৫
ঝাঁসীর রানী	৭৮৭

গিরিশচন্দ্রের গদ্যরচনা

স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন	৮০৫
নবীনচন্দ্র	৮০৭
কবিবর রজনীকান্ত সেন	৮০৯
সমাজ-সংস্কার	৮১১

স্ত্রী-শিক্ষা ৪১৩
গরুড় ৪১৯
পুরুষ অংশে নারী অভিনেত্রী ৪২০
অভিনেত্রী সমালোচনা ৪২৩
কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয় ঃ ভূমিকা ৪২৭
অভিনয় ও অভিনেতা ৪২৯
বহুরূপী বিদ্যা ৪৪৪
নৃত্য ৪৪৬
সম্পাদক ৪৫০
ভারতবর্ষের পথ ৪৫৪

যৌবনে গিরিশচন্দ্র

পরিণত বয়সে গিরিশচন্দ্র

অভিশাপ

[পৌরাণিক গীতিনাট্য]

(১২ই আশ্বিন, ১৩০৮ সাল, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

বিষ্ণু। নারদ (ঋষি, বৈষ্ণব)। পর্ব্বত (ঐ, শৈব)। অম্বরীষ (অযোধ্যাধিপতি)। কণ্ঠিদাস, তিলকদাস (নারদের শিষ্যদ্বয়)। আগড়ব্যোম, ডমরুবাগীশ (পর্ব্বতের শিষ্যদ্বয়)। দারুক (বিষ্ণু-কিঙ্কর)। মন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

দুষ্টা-সরস্বতী। শ্রীমতী (অম্বরীষ রাজার কন্যা)। বল্লরী, সুষমা (ঐ সখীদ্বয়)। বিষ্ণু-কিঙ্করী (বেশ-কারিণী)। তমঃ। দুষ্টা-সরস্বতীর সহচরীগণ, বিষ্ণু-কিঙ্করীগণ, তমঃ-সঙ্গিনীগণ, শ্রীমতীর অন্যান্য সঙ্গিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন-পথ

দুষ্টা-সরস্বতী ও সহচরীগণ

গীত

আমরা সই ভুবনমোহিনী,—
যার গর্ব্ব মনে তারি সনে রঙ্গে রঙ্গিণী।
অভিমানে বেঁধে মধুর তান,
করি ঘরে ঘরে গান,
অবশ রসে নরনারী মানে মাতায় প্রাণ;
ধরম করম দিয়ে বিসর্জ্জন,
দম্ভভরে ভ্রমের পথে ভ্রমে অনুক্ষণ,
হিতাহিত থাকে কি আর
আমরা হ'লে সঙ্গিনী!

(নারদ ও পর্ব্বত মুনির প্রবেশ)

দুষ্টা-সর। কোথায় চ'লেছ — কোথায় চ'লেছ?

নারদ। কেরে বেটী, তুই হেথা কেন?

পর্ব্বত। কালামুখী, এখানে পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছ?

দুষ্টা-সর। ইস, তোদের যে বড় অহঙ্কার!— এখনি অহঙ্কার ছারখার যাবে।

নারদ। কি বল্‌লি বেটী, আমায় চিনিস নি?

পর্ব্বত। স'রে যা—স'রে যা—নইলে টেরটা পাবি।

দুষ্টা-সর। এই যে সরি,—তোমাদের ঋষি-গিরি বার করি এই।

নারদ। তুই কি ক'রবি? তোর কি ধার ধারি?

পর্ব্বত। খপরদার—খপরদার, স'রে যা,— নইলে জ্ঞান-অগ্নিতে এখনি ভস্ম হবি। আমাদের উপর তোর অধিকার কি?

দুষ্টা-সর। অধিকার কি দেখতে পাবি, বানর সাজিয়ে দড়ি ধ'রে নাচাব।

নারদ। যা, যা, তোরে যে না চেনে, তার কাছে স্পর্ধা করিস। ব্রহ্মার ধ্যানে মা সরস্বতীর জন্ম, ব্রহ্মার কামে তোর সৃষ্টি; যারা কামুক, কুচরিত্র—তাদের প্রতি তোর অধিকার; আমরা নির্ম্মলচরিত্র ঋষি, তোর তোয়াক্কা রাখি নে।

পর্ব্বত। যা—যা স'রে যা,—ঋষির কার্য্যে ব্যাঘাত করিস নি। আমরা গন্ধর্ব্বলোকে—গীত শিক্ষা ক'রতে যাচ্চি,—অলক্ষণা, তুই এসে কেন পথে দাঁড়ালি?

দুষ্টা-সর। গন্ধর্ব্বলোকে কি গান শিখবি, —আমার পূজা করে আমার কাছে শিখবি আয়।

নারদ। আরে বেটী কর্কশকণ্ঠা,—আমরা কি গান শিক্ষা করতে যাচ্চি, গান শেখাতে যাচ্চি।

দুষ্টা-সর। যাও—যাও,—সে এমন জায়গা নয়—গন্ধর্ব্ব-কুমারীরা ভেড়া ক'রে রাখবে।

নারদ। কি, আমরা কামজিৎ পুরুষ,— আমাদের ভেড়া ক'রে রাখবে!

দুষ্টা-সর। আচ্ছা দেখবি, আমার কথা তখন বুঝবি।

পর্ব্বত। চলহে ঋষি,—ও কুৎসিতার সঙ্গে প্রভাতে আর বাক্‌বিতণ্ডা করা ভাল নয়। ওর দর্শনে প্রায়শ্চিত্ত বিধি। আমি শিবলোকে মহাদেবকে দর্শন ক'রে গন্ধর্ব্বলোকে যাব।

নারদ। আমিও ভাবচি, ব্রহ্মলোকে পিতার আদেশ নিয়ে যাব। কামের প্রভাবে স্বয়ং মহাদেবও উচাটন হ'য়েছিলেন! দুষ্টা-সরস্বতীর মুখ দেখা বড় অলক্ষণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

দুষ্টা-সর। যখন অহঙ্কার ক'রেছ, তখন আমার অধিকারে এসেছ। আর তোমাদের ঋষিত্ব নাই। আরে মূর্খ, আমায় জানিস নে—বিদ্যাশক্তি, অবিদ্যাশক্তি আমি, তোদের অযোধ্যায় নিয়ে বানর নাচাব। কামজিৎ হ'য়েছ,—এত অহঙ্কার? আরে অবোধ, ব্রহ্মার মতিভ্রম হ'য়েছিল,—তোরা তো সামান্য ঋষিমাত্র।

গীত

আমি মজিয়েছি সংসার।
তোদের মত কত শত গেছে ছারে খার॥
ভুলে আমার ছলে, ছেলে ফেলে জননী পলায়,
সহোদরে দ্বন্দ্ব করে, গরল দেয় পিতায়;
কুহকিনী কুবচনে মজিয়েছি ঋষি,
যোগ ছেড়ে হ'য়েছে কুক্কুরী প্রয়াসী
মোহিনীতে ব্রহ্মা মাতে অভিলাষী দুহিতার॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রমোদ-কানন

শ্রীমতী, বল্লরী, সুষমা প্রভৃতি সখীগণ

সখীগণ। গীত

হেম বসনে নেহার গগনে,
হাসে ঊষা বিনোদিনী।
বিমল প্রভা, মাখিয়ে বিভা,
আমোদিনী মেদিনী॥
ধীর সমীর খেলে সর-নীরে,
মৃদুল হিল্লোল দোলে ধীরে ধীরে,
অমল ভাতি, ধরে হৃদি পাতি,
নলিনী আমোদিনী॥
মুকুতা ঝরি শিশির বারি,
দুলে দুলে খেলে পল্লব সারি,
ফুলকুল তর তর তরে,
মধুর হাসি বিমল অধরে,
হেরিয়ে বিহগে, গায় অনুরাগে,
বিহগী প্রমোদিনী॥

নারদের প্রবেশ

নারদ। মরি—মরি,—কি চমৎকার সুন্দরী! আহা সুন্দরীর হার রে! আর এটী কে? যেন মণিমালার মধ্যে কৌস্তুভ মণি! ব্রহ্মলোক, শিবলোক, জনলোক, তপলোক ভ্রমণ ক'রলেম,—এমন সুন্দরী তো কোথাও কখনও দেখলেম না! একি অবিবাহিতা?—যদি অবিবাহিতা হয়,—এরে ল'য়ে গৃহী হই! কেন, গৃহী হ'লে কি আর তপ-জপ হয় না?

বল্লরী। ওমা কে গো!—এ জুটে বুড়ীর মত কে গো? আয়, শ্রীমতী, এখান থেকে আমরা চ'লে যাই আয়!

শ্রীমতী। না, না,—বোধ হয় ইনি কোন ঋষি হবেন! তুই তো পিতার আজ্ঞা জানিস,—ঋষি এলে অভ্যর্থনা করতে তিনি আজ্ঞা দিয়েছেন। আমরা এ ঋষির সমাদর না করলে পিতা রাগ করবেন।

সুষমা। ওলো, ওর কোন পুরুষে ঋষি নয়। দেখ না, তোরে যেন হাঁ ক'রে গিলছে!

শ্রীমতী। প্রভু প্রণাম হই! আপনি কে?

নারদ। হাঃ হাঃ!—আমি কে?—আমি দেবর্ষি নারদ। জিজ্ঞাসা ক'রছিলেম, তোমার কি বিবাহ হ'য়েছে?

শ্রীমতী। না প্রভু, আজও আমার বিবাহ হয় নি।

নারদ। তা বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে! আমি কে শুনলে, দেবর্ষি নারদ। আমার বড় সুন্দর কান্তি,—দেখ তপস্যা ক'রে ছাই মেখে বেড়াই, তাইতে এমন দেখছো। যদি জটা কাটি, বিভূতির পরিবর্ত্তে অঙ্গে চন্দন লেপন করি, যদি শ্মশ্রু মুণ্ডন করি, আর গৈরিক বসনের পরিবর্ত্তে পট্টবাস পরিধান করি,—আমার কান্তিতে এই উপবন আলো হয়ে যায়।

বল্লরী। আপনি এমনি সুন্দর পুরুষ! আহা ঠাকুর, যদি জটাগুলি কেটে, দাড়ীটী

মুড়িয়ে একবার দর্শন দেন, তা হ'লে নয়ন মন তৃপ্ত করি।

নারদ। সখি—সখি,—তুমি অতি সুমিষ্ট-ভাষিণী! আমারও মানস তাই—আমারও মানস তাই! তোমার সখীকে বল,—আমায় বরমাল্য প্রদান করুন,—আমিও তুলসীর কণ্ঠী তাঁর গলায় দিচ্চি।

শ্রীমতী। প্রভু আপনি যখন আমার পাণি-গ্রহণ ক'রতে চাচ্চেন, আমার সৌভাগ্যই বটে।

নারদ। তবে আর কি--তবে আর কি—এস না মালা বদল ক'রে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ করে ফেলি।

শ্রীমতী। কিন্তু প্রভু, আমি আমার পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে কেমন করে আপনাকে বরণ ক'রবো?

নারদ। তোমার পিতা কে?

সুষমা। ইনি অম্বরীষ রাজার কন্যা।

নারদ। বটে বটে! তোমার পিতা এখনি সম্মত হবেন,--আমি রাজ-সভায় চ'ল্লেম। তোমার তো পছন্দ হ'য়েছে?

বল্লরী। বুঝতে পাচ্চেন না,—চুপ ক'রে র'য়েছে।

নারদ। দেখ সুন্দরী, রূপের কথাতো এই ব'ল্লেম, তার পর গান-শক্তি আবার বড় চমৎকার! দেবলোকে যখন বীণা-ঝঙ্কার ক'রে যাই,—উর্ব্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি সকলে মুগ্ধা! তোমার কাছে বলি, সকলে প্রেমাকাঙ্ক্ষা করে। তবে কি জান, আমি মনে করি, আমি যেরূপ সুন্দর পুরুষ, সেইরূপ সুন্দরী ভিন্ন মালা গ্রহণ ক'রবো না।

বল্লরী। তবে কি আমার সখীকে পছন্দ হবে?

নারদ। খুব হবে, খুব হ'য়েছে। তোমার দিব্য, পছন্দ হ'য়েছে! আমি মিথ্যা কথার মানুষ নই,—একটি গান গাব, শুনবে? এই বীণার ঝঙ্কার তুলি!

বল্লরী। নৃত্য-গীত তো হবেই; আপনি এখন ক্লান্ত হ'য়েছেন, অতিথি-সৎকার গ্রহণ করুন।

নারদ। আচ্ছা আমি এলুম ব'লে। রাজার সম্মতি ল'য়ে ফিরে আসছি। তোমরা একটু থেকো, যেও না,—আমার মাথার দিব্য যেও না, —আমি এলুম বলে। (প্রস্থানোদ্যত) আর দেখ সুন্দরি, যখন ঢে'কী চ'ড়ে নৃত্য ক'রে,--

সুষমা। আপনি ঢে'কী চড়েন?

নারদ। (স্বগত) ছি! ছি!—ঢে'কীর কথাটা বলা বড় ভাল হয় নাই। (প্রকাশ্যে) সে এ ঢে'কী নয়—এ ঢে'কী নয়! দেবরাজ তার পরিবর্ত্তে ঐরাবত দিতে চেয়েছিল'—গ্রহণ করি নি। কার্ত্তিক ময়ূর দিতে চায়,—তাও গ্রহণ করি নাই। (স্বগত) প্রেমের স্থলে দুটো একটা মিথ্যা কথা চলে,—তাতে দোষ নাই—দোষ নাই! —শাস্ত্রে আছে।

বল্লরী। তবে আসবার সময় ঠাকুর, সেই ঢে'কীটী চ'ড়ে আসবেন,—আমরা দেখে নয়ন সার্থক ক'রব।

নারদ। তা আমি অমনিই নৃত্য ক'চ্চি—অমনিই নৃত্য ক'চ্চি, করতালি দিয়ে তোমরা গাও।

সুষমা। ঠাকুর, আপনি রাজসভা হ'তে আসুন। তার পর আমোদ হবে।

নারদ। সেই ভাল—সেই ভাল।

বল্লরী। শীগগির আসবেন, আমার সখী বড় অধীরা হবেন।

নারদ। এই চকিতের ন্যায় গেলেম কি এলেম।

বল্লরী। আসবার সময় সেই ঢে'কীটে নিয়ে আসবেন, ভুলবেন না।

নারদ। দেখবো—দেখবো, — সে আশ্রমে আছে, সে আশ্রমে আছে,—আমি এলুম ব'লে।

[নারদের প্রস্থান।

শ্রীমতী। সখি, তোরা পরিহাস কচ্ছিস কি? না জানি কি বিভ্রাট ঘটে! পিতা পরম বৈষ্ণব,—পিতা যদি সম্মত হন, আমার তাহ'লে বরণ ক'রতে হবে।

বল্লরী। তুইও যেমন, রাজা তো আর খেপে নি, যে এই পাগলাটার হাতে তোরে ধরে দেবে! শুনেছিলেম, নারদ বড় ঋষি, তা তোমায় দেখে ঋষিগিরি বেরিয়ে গেল, মিথ্যা কথা ব'লে গেল যে—এ ঢে'কী নয়। ঐ দেখ,—বুঝি মুখ-পোড়া ফিরলো।

সখীগণের গীত

ঐ আসছে জ'টে আড় নয়ন ঠেরে।
ওলো আয় স'রে, অবলা কুলের বালা,
শেষে পড়বো কি ফেরে?
ঈষৎ হাসি গোঁপ-দাড়িতে ঢাকা বদনে,
যেন চিতে বাঘ মারচে উঁকি ব'সে শোণ বনে;
শালের দুই খুঁটী, বসান ঢাকাই জালাটী,
আসচে চ'লে হেলে দুলে,
প্রেম ক'রে দেবে সেরে!

পর্ব্বত মুনির প্রবেশ

সুষমা। ওলো না, এ যে আর এক মড়া লো! আজকে তুই মুনি-ঋষিধরা মোহিনী মন্ত্র ক'রেছিস না কি? ও মা, এ মুখপোড়াও যে তোরে খেতে আসচে?

পর্ব্বত। ওঃ পরমা লাবণ্যবতী! আমার সহিত যদি মিলন হয়, হর-গৌরী মিলন হবে। শাস্ত্রে তো সংসার-আশ্রমের বিধি আছে। যোগীশ্বর দেবদেব মহাদেবও পার্ব্বতীকে ল'য়ে সংসারী হ'য়েছেন। দোষ কি?—ওঃ পরমা লাবণ্যবতী!

শ্রীমতী। প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন। আপনি কে?

পর্ব্বত। হোঃ হোঃ আমি কে? আপনার মুখে পরিচয় দেওয়াটা ভাল হয় না। আগড়-ব্যোম, ডমরুবাগীশ যদি থাকতো, শতমুখে ব্যাখ্যা ক'রতো। সে সব ঠিক আছে, তোমায় অবিবাহিতা দেখছি, আমায় বর-মাল্য প্রদান কর।

সুষমা। ঋষিরাজ, ইনি অম্বরীষ রাজার কন্যা। পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে তো আপনাকে বরমাল্য প্রদান করতে পারেন না।

পর্ব্বত। সে তুচ্ছ কথা, তাঁর সম্মতি এখনই ল'য়ে আসচি, সে জন্য চিন্তিত হয়ো না। আমি যোগবলে কামদেব অপেক্ষা সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করতে পারি, আর গান-শক্তি আমার অদ্বিতীয়, একটা প্রেমের গান গাই শোন।

বল্লরী। না না, আপনি রাজার সম্মতি ল'য়ে আসুন,—

পর্ব্বত। না—না, আমি তোমার সখীকে গানের দ্বারা মুগ্ধা ক'রে তবে রাজার অনুমতি ল'তে যাব। কবিতার ছটায়, সুরের ঘটায়, এখনি বিমুগ্ধ ক'চ্চি।

বল্লরী। ঠাকুর, আমরা তবে স'রে যাই, আমরা যদি বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি।

পর্ব্বত। তার আর চিন্তা কি—তার আর চিন্তা কি! আমাদের উভয়ের হর-গৌরী মিলন হ'বে। পার্ব্বতীর সহচরীর ন্যায় তোমরাও সেখানে বিরাজ ক'রবে! কি ক'রবো জান? কৈলাস পর্ব্বতের মতন একটি পর্ব্বতে আশ্রম ক'রবো, আর দিবারাত্র নানা রঙ্গে কালযাপন ক'রবো। বুঝলে কিনা—তবে গানটা শ্রবণ কর!

গীত

প্রেমের বাগানে আমি সদাই দি' সাঁতার।
এক ডুবে হই এপার আর ওপার॥
হ'য়ে প্রেমেরই ভ্রমর,—
পদ্মে বসি দিবানিশি মধুতে বিভোর;
প্রেম-পাহাড়ে প্রেমেরি গহ্বর—
বসি প্রেমের ধ্যানে, প্রেমে হাসি
প্রেমের আড় নজর,
প্রেম প্রেম প্রেম প্রেমাপ্রেম,
ব'য়ে বেড়াই প্রেমের ভার,—
এত কে ধারে প্রেমের ধার,
আমার মত প্রেম আছে আর কার?

(স্বগত) গানটা বড় বেরস হ'ল। আজ প্রাতে দুষ্টা-সরস্বতীর মুখ দেখে সরস্বতী জড়ীভূত হ'য়েছেন। কবিতাটা কেমন বেখাপ্পা হয়ে গেল।

সুষমা। ঋষিরাজ, বড় মুগ্ধ হ'য়েছি।

পর্ব্বত। চিন্তা ক'রো না,—চিন্তা ক'রো না—আমি এলুম ব'লে। রাজকন্যা,—কোথাও যেও না,—আমি আসচি।

[পর্ব্বতের প্রস্থান।

বল্লরী। ওলো, আয় লো আয়। এখান থেকে নাগর না নিয়ে উনি নড়বেন না, তা কোন্‌টিকে নেবে? দু'টি বর তো উপস্থিত।

সুষমা। সখি, তুই ভাবছিস কেন? দু' মড়ায় গণ্ডগোল ক'রবে এখন। রাজা তো আর দু'জনকে দেবে না,—ওরা আপনা আপনি গণ্ডগোল ক'রবে এখন।

শ্রীমতী। সখি, আমার বুক কাঁপচে, আমার মন স্থির হ'চ্ছে না। কি জানি অদৃষ্টে কি আছে, মহারাজের পাছে কোন অনিষ্ট হয়! ঋষিদের ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়, শুনিছি।

বল্লরী। নে নে, ওরা কেমন ঋষি, তা আমি এক আঁচড়ে টের পেয়েছি। ওদের নিয়ে আমি বাঁদর নাচাতে পারি। এখন আয়।

শ্রীমতী। আচ্ছা তোরা যা, রাজসভায় কি হ'চ্চে,—সংবাদটা নিয়ে আয়, আমি এইখানে একটু বসি। আমার ইষ্টপূজা হয় নি,—ইষ্ট-পূজা করি।

বল্লরী। ওলো আয় লো আয়,—নাগর-পূজা হবে লো, নাগরপূজো হবে। তবে তুই থাক,—আমরা চ'ল্লেম।

সুষমা। ওকে রেখে কোথায় যাবি?

বল্লরী। আয় লো - ইদিক ওদিক থাকি,—আমাদের না দেখলেই সুড় সুড় ক'রে চ'লে যাবে এখন।

সুষমা। সত্যি ভাই,—আমারও ভয় হ'চ্চে। দু' মড়ায় কি বিভ্রাট বাধাবে! কি জানি মহারাজ যদি ওদের একজনকে শ্রীমতীকে দান করে—

বল্লরী। হ্যাঁলা—এ কি হয়! নারায়ণের মালা বানরে প'রবে?

সুষমা। দ্যাখ—দ্যাখ, অন্য মনে কি ভাবচে দ্যাখ। ও ভাই, ক'দিন কেমন কেমন হ'য়েছে।

বল্লরী। দূর ছুঁড়ী, ওর রঙ্গ তো জানিস নে। ঐ এক খেলা হ'য়েছে। উনি স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছেন, স্বপ্নে মন্ত্র শুনেছেন।

সুষমা। গানটী কিন্তু ভাই দিব্বি, যখন আমরা গাই, আমার মনে কি হয়!

বল্লরী। তোমার কি মন কম, তুমি কি কম ধনী! তবে আমরা চল্লুম।

[শ্রীমতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শ্রীমতী। (ধ্যানস্থ হইয়া) প্রভু, তুমি আমায় দেখা দাও, তোমার মধুর স্বর শুনেছি, অঙ্গের সৌরভ পেয়েছি, তোমার রূপের জ্যোতি দেখেছি, কিন্তু তোমায় কখনো দেখি নি। তুমি কে, আমায় একবার দেখা দাও, আমার হৃদয়-মাঝে কে বিরাজ ক'চ্চ, একবার দেখে চক্ষু সার্থক করি।

গীত

কিবা সুন্দর হৃদিপর বিহরে।
মন সতত বিমন কেন শিহরে॥
কিবা মাধুরী, মন ক'রেছে চুরি,
কেন মন করে হেন চাতুরি,
ধরি ধরি হারি, ধরিতে নারি,—
উদাসিনী দিবা রজনী
উন্মাদিনী না জানি কার তরে॥

প্রভু, আমি তোমায় মনে মনে বরণ ক'রেছি। তোমা ভিন্ন অপরের হস্তে যদি পিতা অর্পণ করেন, আমি তোমায় স্মরণ ক'রে সরযূতে প্রাণ-ত্যাগ ক'রবো। প্রভু, অনাথিনীকে চরণে স্থান দিও, ভুলো না। যাই, দেখি ঋষিদ্বয় পিতার নিকটে গিয়ে কি বিভ্রাট ঘটালে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্ত্রণা-গৃহ

নারদ ও মন্ত্রী

নারদ। মন্ত্রি, যাও—যাও—মহারাজকে শীঘ্র খপর দাও, বলো—"দেবর্ষি নারদ, মহারাজকে পবিত্র ক'রবার জন্য অযোধ্যায় পদার্পণ ক'রে-ছেন।" যাও—যাও—শীঘ্র যাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

পর্ব্বত মুনির প্রবেশ

পর্ব্বত। কে ও ঋষিরাজ যে হেথায়? তুমি যে আমায় বল্লে,—ব্রহ্মলোকে যাবে?

নারদ। ভাবলেম, অযোধ্যার নিকট এসেছি, অম্বরীষ রাজা বিষ্ণুভক্ত, একবার দর্শন দিয়ে যাই;—তোমার শিবলোকে না গিয়ে যে এদিকে পদার্পণ?

পর্ব্বত। আমিও ঐরূপ মনে ক'রলেম—আমিও ঐরূপ মনে ক'রলেম।—ভাবলেম, রাজা কি মনে ক'রবেন,—যদি সংবাদ পান—আমি এ দিক দিয়ে গেলুম,—আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলুম না।—যদি সংবাদ পান,—আবার ক্ষুণ্ণ হবেন।

নারদ। রাজদর্শনে এখন বিলম্ব হবে। (স্বগত) ঝকমারি করে কেন রাজাকে ডাকতে পাঠালুম। (প্রকাশ্যে) আপনি ক্ষণেক বিশ্রাম

ক'রে আসবেন। আসুন, আপনার বাসাটাসা সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। ভাণ্ডারীর নিকট আমি পরিচিত,—ভাণ্ডারীকে ব'ল্লেই হবে।

পর্ব্বত। নারদ, তোমাকে বিশেষ ক্লান্ত দেখাচ্চে। তুমিই ক্ষণেক বিশ্রাম কর গে! আমি এখন সাত দিন ভ্রমণ করবো, তবু ক্লান্ত হবো না।

নারদ। সে কি হয়, তোমার বৃদ্ধ বয়স, এখন আরামের প্রয়োজন।

পর্ব্বত। কি বল্লে—তুমি কি আপনাকে যুবা পুরুষ মনে কর না কি?

নারদ। আমি যুবা পুরুষ বই কি! এস—এস, বৃদ্ধ মানুষ—মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

পর্ব্বত। তোর মুখ শুকিয়েছে, তোর চক্ষু কোটরে গিয়েছে, নীল বানরের ন্যায় তোর মুখশ্রী হয়েছে!—তোর অপেক্ষা আমি অন্ততঃ বিশ বছরের ছোট।

নারদ। এই সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!—দুষ্টা-সরস্বতী তোমায় পেয়েছে।

পর্ব্বত। তোর স্কন্ধে চেপেছে,—নচেৎ আমায় বলিস তুই বুড়ো! তোর চক্ষুর দৃষ্টি খাটো হ'য়েছে, তোর কথার বাঁধনী নাই, তোর ভীমরতি হবার উদ্যোগ হ'য়েছে।

নারদ। দুষ্টা-সরস্বতী দেখার ফল, তোমাতেই তো ফলে গেছে, এই যে আবল-তাবল ব'কচো,—এই যে স্মৃতি বিভ্রম ঘটেচে, তোমার অঙ্গের মাংস লোলিত হ'য়েছে, তুমি খুব বুড়ো হ'য়েছ, তোমার মরবার বয়স হয়েছে।

পর্ব্বত। তোরে দানোয় পেয়েছে, তুই থুবড়ো হয়েছিস।

নারদ। আহা আহা, — দুষ্টা-সরস্বতী সর্ব্বনাশ করলে, এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সর্ব্বনাশ করলে!

পর্ব্বত। তোর চৌদ্দপুরুষ বৃদ্ধ রে আবাগের ব্যাটা!

নারদ। তুমি আমার পিতামহের প্রপিতামহ।

অম্বরীষ রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ

অম্ব। কি সৌভাগ্য—কি সৌভাগ্য! ঋষি-রাজদ্বয়ের দর্শন পেলেম।

পর্ব্বত। আর মহারাজ, এই নারদটার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। দুষ্টা-সরস্বতী ওর মাথা খেয়েছে।

নারদ। মহারাজ, পর্ব্বতের একেবারে মতি-ভ্রম হ'য়েছে। আজ প্রাতে উভয়ে আসতে আসতে পথে দুষ্টা-সরস্বতীর সহিত সাক্ষাৎ। পর্ব্বত মুনিটা বুড়ো হ'য়েছে, রেগে কতক-গুলো কটু-কাটব্য বল্লে।

পর্ব্বত। বুড়ো হ'য়েছে তোর ঠাকুরদা'—বুড়ো হ'য়েছে তোর ব্রহ্মা বাবা! শোন রাজা, ঐ নারদটা কলহপ্রিয়, দুষ্টা-সরস্বতীর সঙ্গে কলহ ক'রলে, তার ফল হাতে হাতে ফলেছে। দুষ্টা-সরস্বতী যা বল্লে, তাই ক'রলে গা! দুষ্টা-সরস্বতী দম্ভ ক'রে ব'লে গেল,—"আজই আমার প্রভাব টের পাবি।" আমার তপোবল আছে, আমার কি ক'রবে! দুষ্টা-সরস্বতীর কোপ এই নারদটার হাড়ে হাড়ে ফ'লেছে। ও বুড়ো হয়েছে, ওর অঙ্গ লোলিত হ'য়েছে, নাক ব'সে গিয়েছে, চোখ কোটরে প্রবেশ ক'রেছে,—যেন লাঙ্গুলহীন নীল-বানরটী হ'য়েছেন।

নারদ। মহারাজ, দেখছেন — দেখছেন—দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব দেখছেন! ধেড়ে বানরের মত হ'য়েছে,—মুখ পুড়ে গিয়েছে, স্মৃতিভ্রম হ'য়েছে,—আমি এমন যুবা, তা দেখতে পাচ্চে না। ওর দশা কি হবে! দুষ্টা-সরস্বতী না ছাড়লে, কি ভাগাড়ে গিয়ে ম'রবে?

পর্ব্বত। তবে আয়, কে কারে ভাগাড়ে পাঠায় দেখি।

নারদ। আমি বৃদ্ধ ব'লে ক্ষমা ক'রলেম—বৃদ্ধ ব'লে ক্ষমা ক'রলেম! মহারাজ, ওকে বিষ্ণু-তেল মাথায় দিয়ে স্নান করিয়ে দিতে বলুন গে। একটু প্রকৃতিস্থ হোক। নইলে বুড়ো পড়বে আর মরবে।

পর্ব্বত। আর দানা পেয়ে তোর ঘাড় ভাঙ্গবে।

নারদ। ঐ দেখুন মহারাজ, ব'লছে দানোয় পেয়েছে—দানোয় পেয়েছে!—দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব!—দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব!

অম্ব। কি হ'য়েছে বলুন,—কলহের কারণ কি, আমায় আজ্ঞা করুন।

পৰ্ব্বত। মহারাজ, আমাদের মধ্যে কে বুদ্ধ বলুন?

অম্ব। তপঃপ্রভাবে, আপনারা উভয়েই চিরযৌবন।

নারদ। মহারাজ, আমি তো যুবা পুরুষ বটে?

পৰ্ব্বত। যুবা বল্লেন আমায়,—তোর মন রেখে ব'লেছেন।

নারদ। আরে ছ্যাঃ—বুদ্ধির মাথা একেবারে দুষ্টা-সরস্বতী খেয়েছে। ও বাতুলের সঙ্গে আর কলহে কাজ নাই। মহারাজ, শুনুন, আমি দারপরিগ্রহ ক'রবো মনে ক'রেছি।

পৰ্ব্বত। মহারাজ, শুনুন, আমি দার-পরিগ্রহ ক'রবো মনে ক'রেছি।

নারদ। আপনার কন্যা পরমাসুন্দরী।

পৰ্ব্বত। আপনার কন্যার অতি নিৰ্ম্মল লাবণ্য।

নারদ। আমি তার পাণিগ্রহণ ক'রবো, বাসনা ক'রেছি।

পৰ্ব্বত। চোপরাও দাসী-পুত্র! আমি বর-মাল্য গ্রহণ ক'রবো কামনা ক'রেছি।

নারদ। দুষ্টা-সরস্বতীর কোপ আর কারে বলে!

পৰ্ব্বত। উঁহু—রাজার বুদ্ধি আছে—তোর মত বেল্লিক নয়,—তোর—তোর মত চোখে ছানি পড়ে নাই।

অম্ব। প্রভু, আমার একটী কন্যা মাত্র।

উভয়ে। তাকেই তো চাই,—তাকেই তো চাই।

অম্ব। প্রভু, আপনারা রুষ্ট হবেন না। কাল প্রাতে আপনারা উপস্থিত হবেন,—আমার কন্যা যার গলে বরমাল্য দেবে, সেই আমার জামাতা—তারেই আমি কন্যা অর্পণ করবো,—এই আমার প্রতিজ্ঞা।

উভয়ে। সে বেশ কথা—সে বেশ কথা!

পৰ্ব্বত। তবেই তোমার অদৃষ্টে—বুঝলে ভায়া,—দীর্ঘ কদলী!

নারদ। তোমার পোড়া বদনে, পোড়া কাষ্ঠ-খণ্ড—বুঝলে ভায়া!

পৰ্ব্বত। বোঝা যাবে—বোঝা যাবে! (স্বগত) গানে মুগ্ধ ক'রে এসেছি। দুষ্টা-সরস্বতী মন্দ নয়,—কন্যারত্ন লাভ হবে।

নারদ। (স্বগত) আমি নিশ্চয় মন হরণ ক'রেছি,—কথা শুনে নীরব হ'য়ে রইলো। দুষ্টা-সরস্বতী দর্শন অতি শুভ, রমণীর শিরোমণি আমার গৃহিণী হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

অম্ব। মন্ত্রি, সৰ্ব্বনাশ উপস্থিত,—শেষে কি ঋষির রোষে প'ড়বো? যখন কন্যা জন্মে, আমি সূতিকাগারে দেখতে গিয়ে মনে মনে নারায়ণকে অর্পণ ক'রেছিলেম। আমার কন্যা চিরজীবন নারায়ণ-সেবায় রত থাকবে, এই আমার বাসনা।

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনার কন্যাকে যাঁর হস্তে অর্পণ ক'রেছেন, তিনিই রক্ষা ক'রবেন। নারায়ণের হস্তে অর্পণ করেছেন, নারায়ণই রক্ষা ক'রবেন, আপনি চিন্তিত হবেন না।

বিষ্ণু-কিঙ্করীগণের প্রবেশ ও গীত

মনোমত মোহন মাধুরী কিঙ্করী।
মাধুরী অঙ্গিনী, মাধুরী সঙ্গিনী,
পরম মাধুরী হেরি মাধুরী হৃদে ধরি॥
মাধুরী সৌরভ, মাধুরী গৌরব
মাধুরী বৈভব, মাধুরী উৎসব,
যুগল মাধুরী ধারে মাধুরী অর্ণব,
মাধুরী লহরী—
মাধুরী কিরণে, মাধুরী ভুবনে,
মাধুরী সহচরী মাধুরী বিতরি॥

অম্ব। তোমরা কারা?

বিষ্ণু-কি। আমরা বেশকারিণী। আমরা পৃথিবী ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছি। যদি পরমা-সুন্দরী কন্যা দেখি, তার বেশভূষা ক'রে দেব। মদনমোহনী রতিকে দেখেছি, কিন্তু তাঁকেও আমাদের চ'খে ধ'রে নি। মহারাজের কন্যাকে দেখেছি, তাই তাঁরে সাজাতে এসেছি।—এমনি সুন্দর সাজাব, যে নারায়ণের মন মুগ্ধ হবে। তিনি স্বয়ং এসে রাজকুমারীকে আপনার নিকট প্রার্থনা ক'রবেন।

অম্ব। তোমরা কি ব'লছো!

বিষ্ণু-কি। আমাদের কথায় বিশ্বাস ক'চ্চেন না? আপনার অন্তঃপুরেই তো থাকবো, যদি কথা মিথ্যা হয়, তা'হলে যে দণ্ড হয়—দেবেন।

অম্ব। মধুরভাষিণি, তোমার কথায় আমার মন আশ্বস্ত হচ্চে। তোমরা যে হও—আমার অন্তঃপুরে এসো। আমার মনে হচ্চে, আমায় বিপদ্‌সাগর হ'তে উদ্ধার ক'রবার জন্য নারায়ণ তোমাদিগকে পাঠিয়েছেন।

বিষ্ণু-কিঙ্করীগণের গীত

পেলে মনের মত নাগরী,
তারে মনের মতন বেশ করি।
মদনে মোহন করি বিনিয়ে চিকণ কবরী॥
বেশকারিণী আমোদিনী,
যত্নে সাজাই বিনোদিনী,
কুসুম ভূষণে,
বেশের চাতুরী, মন করে চুরি,
মাতায় ভুবনে
অনিমিষে চেয়ে থাকে,
বেশ হেরে নয়ন ভরি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বৈকুণ্ঠ

বিষ্ণু ও নারদ

বিষ্ণু। কি—দেবর্ষি, কি মনে ক'রে?

নারদ। এই প্রভুর দর্শনে এসেছিলেম—আর ব'লছিলেম কি, দারপরিগ্রহ করা ত শাস্ত্রের বিধি আছে।

বিষ্ণু। তা আছে বই কি! কেন তোমার কোন শিষ্যের বিবাহ দেবে না কি?

নারদ। আজ্ঞে না,—বড় বিপদে পড়েছি। গন্ধর্ব্বলোকে শুনেছিলেম নাকি গানবিদ্যার বড় চর্চ্চা, তাই পরীক্ষা ক'রবার জন্য যাচ্ছিলেম, পথে দুষ্টা-সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।—নির্ব্বোধ বেটী আমায় বলে কিনা,—আমি এখন গন্ধর্ব্ব-লোকে গান-শিক্ষার উপযুক্ত হই নি, আমি এখন কামজিৎ হই নি। দুষ্টা-সরস্বতীর দুষ্টবুদ্ধি—আর কত ভাল হবে! আমি কি গান শিক্ষা ক'রতে যাচ্ছিলেম, গান শিক্ষা দিতে যাচ্ছিলেম।—তারপর ব'ল্লে কিনা, আমি কামজিৎ হই নি। আমি বল্লুম,—"আরে বেটী, আমি দেবর্ষি, আমায় তুই কি চিনবি?" কেমন ঠাকুর, ভাল বলি নি?

বিষ্ণু। বাঃ—উত্তম ব'লেছ। তার পর—তার পর—

নারদ। তারপর অযোধ্যা দিয়ে গন্ধর্ব্ব-লোকে যাচ্ছিলেম, ভাবলেম, সরযূতে স্নান ক'রে যাই।

বিষ্ণু। তা উত্তম ক'রেছ—তা উত্তম ক'রেছ।

নারদ। এমন সময় অম্বরীষ রাজা আমায় দেখে, গললগ্নীকৃতবাস হ'য়ে বললেন,—"প্রভু, আমার কন্যাটী গ্রহণ করুন।" তা ঠাকুর, তোমার অনুমতি ভিন্ন আমি তো কিছু করি নি,—তাই আপনার অনুমতি ল'তে এসেছি।

বিষ্ণু। তা ভালই তো! বহুকাল তপস্যা ক'রলে, দিন কতক সুখভোগ কর। সময় অসময় আছে, একটী দেবদাসী তো চাই।

নারদ। না—তার নিমিত্ত নয়,—তার নিমিত্ত নয়, তবে বড় অনুরোধে পড়েছি।

বিষ্ণু। তা অনুরোধ রক্ষা করবে বই কি।

নারদ। আচ্ছা ঠাকুর, দারপরিগ্রহ যুবা বয়সেই উচিত, বৃদ্ধের কি দারপরিগ্রহ করা উচিত?

বিষ্ণু। না তা তো নয়ই—তা তো নয়ই।

নারদ। এই দেখুন, দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব দেখুন,—পর্ব্বতমুনি দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাবে অম্বরীষ রাজার কাছে গিয়ে পড়েছে, বলে—"নারদকে কন্যা না দিয়ে আমায় দান কর।" ঠাকুর দেখ, দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব দেখ।

বিষ্ণু। তাই তো—তাই তো—এ বিষম প্রভাব। পর্ব্বতমুনিও বিবাহ করতে চায় না কি?

নারদ। আজ্ঞে হ্যাঁ!—এই রাজা মহা-বিপদ্‌গ্রস্ত। আমায় বললে,—"দেবর্ষি, একটা উপায় করুন।" এইজন্য প্রভুর কাছে আগমন। প্রভু, এইটী আজ্ঞে করুন যে কাল যেন পর্ব্বত মুনির বানরের ন্যায় মুখ হয়, সভাস্থ সকলে বানরের ন্যায় তার মুখ দেখে।

বিষ্ণু। আচ্ছা তুমি অনুরোধ ক'চ্চ, তোমার অনুরোধ তো ছাড়তে পারিনে, বানরের মুখই হবে।

নারদ। তবে আসি ঠাকুর—তবে আসি। প্রণাম।

বিষ্ণু। মঙ্গল হোক। [নারদের প্রস্থান।

দম্ভটা-সরস্বতীর প্রভাবে ঋষির মনে অহঙ্কারের সঞ্চার হ'য়েছে। অহঙ্কার পতনের মূল। আমার ভক্ত, আমি রক্ষা ক'রবো।

পর্ব্বতমুনির প্রবেশ

পর্ব্বত। এই যে ঠাকুর—একাই আছেন।

বিষ্ণু। কি মুনিবর!

পর্ব্বত। প্রভু, ভাবছি, — দারপরিগ্রহ ক'রবো। মহাদেবও তো দারপরিগ্রহ ক'রেছেন। অম্বরীষ রাজার কন্যা আমারই যোগ্যা, নারদের স্পর্দ্ধা দেখুন, সে কি না বিবাহ ক'রতে চায়!

বিষ্ণু। অ্যাঁ—বল কি মুনিবর!

পর্ব্বত। আজ্ঞে হ্যাঁ! আমায় বলে বৃদ্ধ—ওর বয়সের গাছপাথর নাই। তা প্রভু, আপনি একটা উপায় না ক'রলেই তো নয়!

বিষ্ণু। আমি আর কি উপায় ক'রবো?

পর্ব্বত। অম্বরীষ রাজা ব'লেছেন, কাল সভায় আমরা উভয়ে উপস্থিত থাকবো;—কন্যা আমাদের উভয়ের মধ্যে যারে ইচ্ছে হয়—বরণ ক'রবে। আপনি এই আজ্ঞা করুন, কাল যেন নারদের মুখ নীল-বানরের মুখ হয়।

বিষ্ণু। তাই হবে। তোমার অনুরোধ তো আমি এড়াতে পারবো না।

পর্ব্বত। প্রভু, আসি,—প্রণাম।

বিষ্ণু। তোমার মঙ্গল হোক।

[পর্ব্বতমুনির প্রস্থান।

দেবদেব মহাদেব, তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। আমি শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ত্যাগ ক'রে, দ্বিভুজ হ'য়ে, নর-কলেবরে ধনুর্ব্বাণ ধারণ ক'রবো। শ্রীমতী আমার লক্ষ্মী, ধরণীনন্দিনী হ'য়ে নর-লোকে লীলা ক'রবেন, পতিব্রতার শাপ পূর্ণ হবে। প্রভু, হর, বিশ্বেশ্বর,—তোমার কল্পনা পূর্ণ হোক।

বিষ্ণু-কিঙ্করীগণের প্রবেশ

গীত

গঙ্গাফেন জটাজূট শোভিত,
বিভূতি ছাদিত, ফণিহার ভূষিত,
রজত মধুর হাসি অধরে।
লম্বোদর হর, রজত বৃষভ 'পর,
শিঙ্গাডমরু-ধর, ত্রিনয়ন প্রখর,
শিশু-শশী রজত বরণ শিরে শিহরে॥
অস্থিদাম সিত, বক্ষ বিলম্বিত,
শার্দ্দূল-অম্বর কটিতট বেষ্টিত,
পরমা প্রকৃতি উরুদেশ 'পরে॥
বব ব্যোম বব ব্যোম ভৈরব রব ঘন,
ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি মনমথ মর্দ্দন,
পরম-পুরুষ-বর ভুবন-ভীতি-হর,
পরমেশ্বর বরাভয় করে॥

পঞ্চম দৃশ্য

আশ্রম

নারদ, তিলকদাস ও কণ্ঠিদাস

কণ্ঠি। বাবাজি, আজ তোমার একি বেশ বাবাজি? বড় খুনে রকম মুখের চেহারা হ'য়েছে।

নারদ। এ নাগর বেশ, রাজকুমারীকে মুগ্ধ করতে হবে কি না!

তিলক। বাবাজি, এ দেশের রাজকুমারীদের বড় চূড়ান্ত পছন্দ তো দেখছি।

নারদ। হ্যাঁ বড় রসিকা! বাবা কণ্ঠিদাস, বল দেখি বাবা,—চন্দন মাখবো না তিলক সেবা ক'রবো? কিসে আমায় সুন্দর দেখাবে বল দেখি?

কণ্ঠি। তা যদি ব'ললে বাবাজি, তা'হলে আজ তোমার সিন্দুর ভিন্ন উপায় নাই। আভাং ক'রে মুখময় না মাখালে ও নীলি ধাঁচা ঘুচবে না।

নারদ। কি! বদনমণ্ডলে কি নীলকান্ত মণির আভা হয়েছে রে বাপ!

তিলক। বাবাজি, নীলকান্ত টীলকান্ত বড় জানিনে, যেন নীলবড়ী বে'টে দিয়েছে বাবা।

নারদ। ওরেই বলে নীলকান্ত মণি! বাহ্যিক স্ফটিক নীল, অন্তরে কাঞ্চন-গৌর আভা, এই আমার মুখে যা দেখছো ওরেই বলে। তা কি সিন্দুর দেবে?

কণ্ঠি। হ্যাঁ বাবাজি, তা'হলে কতটা যুত আসবে।

নারদ। আচ্ছা লেপন কর। হ্যাঁরে শ্মশ্রু কি মুণ্ডন করবো?

তিলক। না বাবাজি, ওর ধার দিয়ে যেও না!—ও লোমের মতন এক রকম ঝুলছে, মুখখানা বড় খাপ খেয়েছে।

নারদ। তবে জটায় যে ঝুঁটি বেঁধেছিস—তাতে পুষ্পের মালা জড়িয়ে দে।

কণ্ঠি। না বাবাজি, ছড়া দুই তিন কলা এনে বেঁধে দি'।

নারদ। উঁহু!

তিলক। বাবাজি, বড় নূতন ধরণ হবে বাবাজি—বড় নূতন ধরণ হবে। আমি বলচি বাবাজি, রাজকুমারী দেখলেই ঘুরে পড়বে।

নারদ। তবে গলদেশে পুষ্পমালা দে।

কণ্ঠি। না বাবাজী, না,—কালো জামের মালা গলায় দাও। আর কচি তেঁতুলপাতার বেশ ক'রে কণ্ঠি ক'রে দিচ্চি বাবাজি!

নারদ। তবে চক্ষে কি কাজল দিবি?

তিলক। বাবাজি, সে পিচ্‌কিরী ক'রে দিতে হবে, বড্ড কোটরে গিয়ে চোখ সেঁদিয়েছে,—আর নীলের উপর কালো বেশ খুলবে না। মুখটে সিন্দূরেই চলুক।

নারদ। হ্যাঁরে, কিরূপ এখন হলো?

কণ্ঠি। বাবাজি, খুনে রকম—খুনে রকম!

নারদ।—আহা,—তোদের অদৃষ্ট বড় সু-প্রসন্ন! আমার তপঃসঙ্গিনী আশ্রমে এসে আশ্রম পবিত্র ক'রবে। তোদের জননীর ন্যায় যত্ন ক'রবে। তোদের পরম সৌভাগ্য—তোদের পরম সৌভাগ্য।

কণ্ঠি। হুঃ!

তিলক। বাবাজি, আঁচড়টা কামড়টা তো দেবে না?

নারদ। কি বল্লি,- ব্যঙ্গ করিস নাকি?

তিলক। বাবাজি, যে রূপ ধ'রেছ, আমি মনে কচ্চি, ভাল একটী বাঁদরী ঘরে আনবে। দিব্যি—টুপটাপ ক'রে লাফিয়ে গিয়ে, আগডাল হ'তে ফল পাড়বে।

নারদ। হ্যাঁ, দিব্য সুন্দরী—দিব্য সুন্দরী!

কণ্ঠি। বাবাজি, এ দেশে এসে তোমার পছন্দটা ভারি জমকাল হ'য়েছে।

নারদ। তপোবলে পছন্দ হয়—তপোবলে পছন্দ হয়!

কণ্ঠি। প্রভু, এ তপোবল কি আমাদেরও ফ'লবে?

নারদ। তোদের এরূপ কি কান্তি হয়! আমার মত কি তপস্যা ক'রতে পারবি?

তিলক। হ্যাঁ বাবাজি, এ চেহারা তুমি ক'রলে কি করে?

নারদ। প্রেম চিন্তায়—প্রেম চিন্তায়! প্রেমের মহিমা তোদের একদিন ব্যাখ্যা ক'রে ব'লবো।—এই যে দেখছিস মুখমণ্ডলে ঈষৎ নীলাভা—

তিলক। ঈষৎ নীলাভা নয় বাবাজি,—বেজায় নীলাভা!

নারদ। প্রেমের চিন্তায় মুখ নীলাভা হয়।

কণ্ঠি। বাবাজি, চোখ দুটো অত পেঁছিয়ে যায় কিসে?

নারদ। নয়ন মুদে প্রেমের ধ্যানে।

কণ্ঠি। আর নাকটা বেমালুম হয় কিসে? প্রেমের দেখছি নাসিকার উপর কিছু বেশী জুলুম!

নারদ। কি বল্লি—নায়িকা? নায়িকা—আমার নায়িকা, সেই নায়িকার প্রেমে আমি আচ্ছন্ন! এখন চল, মঙ্গলধ্বনি ক'রতে ক'রতে রাজপুরে যাই চল।

তিলক। রাজপুরী কোন্ বনে বাবাজি?

নারদ। বন কি রে? রাজপুরী—অম্বরীষ রাজার ভবন।

তিলক। বাবাজি, এ বেশে রাজপুরে গেলে, মেয়ে-মদ্দ ছুঁড়ী-বুড়ী সব মূর্চ্ছা যাবে বাবাজি—সব মূর্চ্ছা যাবে!

কণ্ঠি। আমরাও কি সেজেগুজে নেব বাবাজি?

নারদ। তোরা অমনি চল।—এই দেখ, আমি হেলিতে দুলিতে গমন করি। বীণাটা তোরা ভাল ক'রে সাজিয়ে নিয়ে আয়।

[নারদের প্রস্থান।

তিলক। ওরে কণ্ঠিদাস, বড় ভাল গতিক নয়!—ও ধেড়ে বাঁদরী ধ'রে আনবে। বেটী এসে আঁচড়াবেই কামড়াবেই!

কণ্ঠি। নিদেন দু' ঘা ল্যাজের বাড়ি তো মারবেই। এত দেশ থাকতে বাঁদরীর উপর ঝোঁক হ'লো কেন বল দেখি?

তিলক। বোধ হয় ঢেঁকিটে ভাল চ'লতে পারে না।—ঐ বাঁদরী চ'ড়ে বেড়াবে;—গাছের উপর, পাহাড়ের উপর স্বচ্ছন্দে দু'লাফে গিয়ে উঠবে।

কণ্ঠি। ঠিক ব'লেছিস,—তোর বুদ্ধি বড় সাফাই!

তিলক। ওরে বড় ভুল হ'য়ে গেল;—বাবাজীর বাবলা কাঁটার নখ ক'রে দিলে হ'তো। কি জানি বাঁদরী যদি থাবাটা-টাবাটা মারে, বাবাজীও দু'ঘা ঝেড়ে দেবে।

কণ্ঠি। তবে দ্যাখ, ঐ বীণাটা কাঁটা দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে যাই চল।

তিলক। আহা বেশ ব'লেছিস—বেশ ব'লেছিস।

কণ্ঠি। দ্যাখ, আর তপ-জপে কাজ নাই, বাবাজীকে ব'লে ঐ বাঁদর সাজা মন্ত্রটা জেনে নে, তুইও একটা বাঁদরী পুষবি, আমিও একটা পুষবো। দোকান থেকে মিষ্টির থালা নিয়ে সটকাবে, তোফা বনে ব'সে খাওয়া যাবে। হ'লো দাঁত খিঁচিয়ে গিয়ে দোকান থেকে দু'খানা পট্টবাসই নিয়ে আসবে,—হ'লো কারো কাছে কিছু হাতালুম,—ধ'রতে এলো পিঠে চ'ড়ে চম্পট! চ্যালাগিরি ক'রে কে আর নিত্যি বনের ফুল তোলে, ফল পাড়ে, কাট কাটে,—জল আনে! ঐ বাঁদর সাজা মন্ত্রটা মেরে নি আয়।

তিলক। বেশ কথা, আচ্ছা বুদ্ধি দিয়েছিস। চল—দেখি আগে, এ বিয়ের কিরূপ যুত হয়। ঐ বাঁদর রাজকুমারীর যদি দু' একটা সখী থাকে, পারি যদি হাতাবো।

কণ্ঠি। সাবাস মেধা! দ্যাখ তা'হলে আমাদেরও সেজে গুজে নিতে হয়।

তিলক। তাই চল।

উভয়ের গীত

বাবাজীর মুখখানা বড় চটকদার,—
অমন হবে না ভাই, তোর আমার!
বলিস পাল্লা লাগাবি,—
ও বোঁচা নাকের ছাঁচ কোথা পাবি?
কোথায় পাবি অমন রং,
হাড় ভাঙ্গা চক্ষু দুটীর ঢং,
ই-ই-ই দ্যাখ দেখি,
ও ঠোঁটের ভাবটি হ'লো কি?
যদি যোগাড় ক'রে ল্যাজটি পরে,
অঙ্গহীন থাকে না আর।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রমোদ-কানন

শ্রীমতী ও বিষ্ণু-কিঙ্করীগণ

বিষ্ণু-কিঙ্করীগণ। গীত

মালা শুকাল সইলো, সে তো এলো না,—
ছলে ভুলাতে জানে লো ভাল ললনা।
কে জানে স্বজনি হ'য়েছি কেমন,
এত অযতন মানে না ত মন,
অযতনে বাড়ে লো যতন;
মজেছে মন বোঝে না, জেনে জানে না,
ছি ছি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা,
এত সাধি কাঁদি, সে আমার হলো না।

শ্রীমতী। তোমরা ও গান গেও না, আমি যে গানটী শিখিয়ে দিয়েছি, সেই গানটী গাও;—সে গানে আমার হৃদয়েশ্বরের কথা আছে।

বিষ্ণু-কি। আচ্ছা, ও গান তোমার এত মিষ্ট লাগলো কেন?

শ্রীমতী। গানটীতে যেন আমার মনের ছবি তুলেছে।

বিষ্ণু-কি। গানটা তোমায় কে শেখালে?

শ্রীমতী। আমি আমার শোবার ঘরে বসে আছি, সে ব'ল্লে "আমি তোমার স্বরূপ, আমি—তুমি, তোমার দেহে আমি বিরাজ কচ্চি,"—এই বলে গানটী গাইলে।

বিষ্ণু-কি। সে কে?

শ্রীমতী। কে জানে! মনে হয় সে আমি, সেও তাই ব'ল্লে, সে মিথ্যাবাদী নয়। কোথায় গেল, কি ব'লে গেল,—আর আমার মনে নাই। সে একটী নাম শিখিয়ে দিয়েছে, সেই নাম আমি দিবানিশি জপ করি।

বিষ্ণু-কি। আমি ব'লবো—সে কি নাম? এই শোন তোমার কাণে কাণে বলি।

শ্রীমতী। হ্যাঁ ঐ নাম—রাম নাম। তার রূপের কথা বলে ছিল, কিন্তু আমার মনে নাই,—এক একবার যেন আমার মনের ভিতর দেখতে পাই, সে যে কি,—তা বলতে পারি নে।

বিষ্ণু-কি। ব'লেছিল, — 'ধনুধারী নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম।'

শ্রীমতী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমার মনে হ'য়েছে,

—ধনুর্দ্ধারী নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম। আমায় তিনি বলেছেন,—আজ দেখা দেবেন।

গীত

নব দূর্ব্বাদল সুবিমল উজ্জ্বল,
নীল নলিনী জিনি দুনয়ন ঢল ঢল।
বনহারী ধনুর্ধারী,
রক্তোৎপল-কর শোভিত ধনুঃশর,
রঞ্জিত অধর—
মৃদু হাসি চিত বিকাশি,
মধু আশে মধুকর গুঞ্জরি বিকল।
চিকুর চাঁচর দলমল লম্বিত,
তরুণ অরুণ ভাতি আদরে চুম্বিত,
মনোমত বিমোহিত, ব্যাকুল রমণী-চিত,
নাম মধুর, হৃদি-তমো দূর,
শ্যাম সুঠাম, রাম শ্রীরাম,
চরণ-কিরণে ভাতে মানস-শতদল!

আমি কি তাঁর দেখা পাব?

বিষ্ণু-কি। অবশ্য পাবে, সভায় ওই রূপ ধ্যান ক'রো—নিশ্চয় দেখা পাবে।

শ্রীমতী। আমি কি ক'রবো—ভাবচি! আমি মনে মনে তাঁর গলায় মালা দিয়েছি, সভায় মুনিরা আসবে—আমি কি ক'রবো?

বিষ্ণু-কি। তুমি ভেবো না,—তুমি রামের প্রেয়সী। মাতৃজ্ঞানে মুনিরা তোমায় নমস্কার ক'রবে। চল, ফুল তুলিগে চল,—তোমায় মনের মতন ক'রে ফুল দে সাজাব,—তুমি স্বহস্তে মনের মতন মালা গেঁথে রামের গলায় দেবে।

বিষ্ণু-কিঙ্করীগণের গীত

চুলে তোর দেব গোলাপ ফুল।
যেন কাল-ফণিনীর মাথার মণি,
বঁধুর হবে প্রাণাকুল।
বুকে দোলাব বেল-মালা,
যেন সোণার উপর হীরের মালা,
ক'রবে লো খেলা;
নিতম্বে নীলমণির বাহার,
বনফুলের দুলবে চন্দ্র-হার,
বরণে তোর চাঁদের কিরণ সাজবে না সোণা;
চিকণ ফুলের পরাব গয়না,
চামেলি জাতি যূতি মল্লিকা পারুল বকুল!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ

পর্ব্বতমুনি, আগড়ব্যোম ও ডমরুবাগীশ

পর্ব্বত। কেমন আগড়ব্যোম! মনোহর হর-বর মূর্ত্তি হয়েছে?

আগড়। বড় বেখাপ্পা হ'য়েছে বাবাজি—বড় বেখাপ্পা হ'য়েছে!

পর্ব্বত। চোখ দুটী ঢুল ঢুল ক'চ্চে?

ডমরু। সেদিক দিয়ে বড় নয়!—নির্ঘাৎ কুৎ কুৎ ক'চ্চে!

পর্ব্বত। হ্যাঁ,—কপালে একটি নয়ন এঁকে দিয়েছিস তো?

আগড়। ঐ তে আরও যুত দাঁড়িয়েছে বাবাজি—ঐ তে আরও যুত দাঁড়িয়েছে!

পর্ব্বত। একটী অর্দ্ধচন্দ্র এঁকেছিস?

ডমরু। বাবাজি, কপালটী বড় খাটো ক'রে ফেলিয়েছ, চোখ এঁকে আর বড় জায়গা নেই,—ঐ নাকের কাছে একটা কাস্তে এঁকে দিয়েছি।

পর্ব্বত। তবে এক হাতে শিঙে দে, আর এক হাতে ডমরু দে!

আগড়। বাবাজি, ষাঁড়ে চ'ড়বে তো?

পর্ব্বত। সে ক্রমে—সে ক্রমে;—একটা বাছুর নিয়ে অভ্যাস করবো।

ডমরু। বাবাজি, তা'হলে তো এখন এক-ছটাক আধ-ছটাক গাঁজায় চলবে না। গাঁজার জোগাড়টা ভোরপুর রাখা চাই। আপাততঃ দুটো ধুতরো চিবিয়ে নাও।

পর্ব্বত। মুখের জ্যোতিঃ কেমন বেরুচ্চে?

আগড়। যেন অমাবস্যে এসে লুকিয়েছে—যেন অমাবস্যে এসে লুকিয়েছে!

পর্ব্বত। দূর বেল্লিক! — পূর্ণিমার জ্যোতিঃ—পূর্ণিমার জ্যোতিঃ!

ডমরু। বাবাজি, বলতো খানিক চিটে গুড় দিয়ে তুলো বসিয়ে দি, তা'হলে শ্বেতবর্ণ দেখাবে।

আগড়। না—না, বুঝিস নি, শোণ দিয়ে লোম ক'রে দিই,—একেবারে ঠিক ঠাক হবে।

পর্ব্বত। শোণের দড়ি পাকিয়ে সর্পের মত ক'রে দে।

ডমরু। আর পেছন দিকে একটু ঝুলিয়ে দেব?

পর্ব্বত। যাতে মানান হয়, সেইরূপ কর—যাতে মানান হয়, সেইরূপ কর!

আগড়। খুব ঝোলতা করে দিচ্ছি বাবাজি,—ময়াল সাপের মত লোটাতে লোটাতে যাবে।

পর্ব্বত। সাধু—সাধু! তোদের সকল বিদ্যা আমি অর্পণ ক'রবো।

ডমরু। এই বিদ্যাটী ছাড়া বাবাজি—এই বিদ্যাটী ছাড়া।

আগড়। এমন মনোহর হর-বর-মূর্ত্তি ধরতে শিখিও না।

পর্ব্বত। এ মূর্ত্তি কি সহজে ধারণ করতে পারবি?—জোর নন্দী-ভৃঙ্গী হবি।

ডমরু। বাবাজি, তা'হলে তোমার ঐ মূর্ত্তির কতক এসে গেল!

আগড়। বাবাজি, তোমার ও বিদ্যায় কাজ নাই—তোমার ও বিদ্যায় কাজ নাই! আমাদের এ রূপটী যেমন আছে—সেইরূপ থেকে যাক।

পর্ব্বত। তবে গজ-গমনে গমন করি,—কি বলিস?

ডমরু। আজ্ঞে না,—ঠুমুক ঠুমুক চলুন, বড় শোভা হবে।

শিষ্যগণসহ নারদের প্রবেশ

পর্ব্বত। দ্যাখ, — দ্যাখ — নারদ আসছে দ্যাখ! (স্বগত) বিষ্ণুর কথা কি মিথ্যা হয়,—নীল-বানর হ'য়েছে।

নারদ। (শিষ্যগণের প্রতি) দ্যাখ—দ্যাখ—পর্ব্বত আসছে দ্যাখ! (স্বগত) বিষ্ণুর কথা কি মিথ্যা হয়,—বানরের মুখ হ'য়েছে।

পর্ব্বত। মুনিবর, এ মনোহর সাজে কোথায় গমন হ'চ্ছে,—রাজসভায় না কি?

নারদ। না ঋষিরাজ, আপনি যে কন্দর্প-মনোহর মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছেন, তাতে আর আমার রাজসভায় যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আপনার রূপ দেখলেই রাজকন্যা বরমাল্য প্রদান ক'রবে।

পর্ব্বত। সে নিজগুণে যা বল ঋষিরাজ—সে নিজগুণে যা বল!—তোমার যা মূর্ত্তি হ'য়েছে, ও রকম অদ্ভুত মূর্ত্তি ত্রিভুবনে কেউ কখনো দেখে নাই। আমি একেবারে নৈরাশ-সাগরে নিমগ্ন হ'য়েছি,—রাজকুমারী কি আপনাকে দেখে আমার প্রতি ফিরে চাবে?

নারদ। ঋষিরাজ, বলতে কি, আপনার বড় নটবর মূর্ত্তি হ'য়েছে।

পর্ব্বত। ঋষিরাজ, তোমা অপেক্ষা নয়,—কি বলিস আগড়ব্যোম?

আগড়। দুই সমান বাবাজী—দুই সমান,—ওর আর কম বেশী নাই।

নারদ। আপনার কৃষ্ণ দগ্ধ-চন্দ্রানন যে কিরূপ মনোহর, তা চতুর্ম্মুখ বর্ণনা ক'রতে পারেন না, কি বলিস কণ্ঠিদাস?

কণ্ঠি। হুঁ—তবে কি না, সিন্দুরে তোমার চটক কিছু বেশী হ'য়েছে।

নারদ। চুপ! বলিস নি, তা'হলে ফিরে চ'লে যাবে, রাজসভায় অপমান ক'রতে হবে। তোরা ব'লবি, আমার খুব কুরূপ হ'য়েছে।

পর্ব্বত। ঋষিরাজ, তবে অগ্রসর হোন। আমার তো আর আশা ভরসা নেই।

ডমরু। কুচ্ পরোয়া নেই বাবাজি, খুব আশা আছে,—শোণ দিয়ে যে সাজিয়েছি, ওর বাবার বাবা এমন বেশ পাবে না।

পর্ব্বত। চুপ বেটা চুপ!—আমায় খুব কুরূপ ব'লবি। সভায় ওরে অপমান ক'রতে হবে। ও কি রাজকন্যার যোগ্য?

নারদ। আপনার কি পরিপাটী সৌন্দর্য্য!

পর্ব্বত। আপনার কি বিপুল শোভা!

আগড়। বাবাজি, রূপের ব্যাখ্যায় কাজ নেই। এক সরা জল এনে দি',—যে যার রূপ দেখে ঠাণ্ডা হ'য়ে রাজ-সভায় প্রবেশ কর।

পর্ব্বত। না—না—খপরদার ব্যাটা — মুখ দেখতে পেলেই পেছোবে।

নারদ। তিলকদাস, কণ্ঠিদাস,—তোরা ঐ বেল্লিকটার খুব রূপ বর্ণনা কর।

পর্ব্বত। আগড়ব্যোম, ডমরুবাগীশ,—তোরা ঐ নচ্ছারটার খুব রূপ বর্ণনা কর।

কণ্ঠি। ভাই আগড়ব্যোম! তোর ঋষির কি রূপ ভাই!

আগড়। তোর ঋষির কাছে লাগে না।

তিলক। খুব লাগে—খুব চুটিয়ে লাগে।

ডমরু। খপরদার, মুখ সামলে কথা ক', তোর ঋষির মত অমন সিন্দুর আছে?

কণ্ঠি। চোপরাও,—তোর ঋষির মত অমন কাস্তে আছে? কপালে হাঙ্গরের মুখ আছে?

আগড়। তোর ঋষির মত অমন কলাছড়া আছে? তেঁতুল পাতা আছে—কালো জামের মালা আছে?

তিলক। তোর ঋষির মত অমন শোণের ল্যাজ আছে? অমন লোম আছে?

ডমরু। তোর ঋষির ল্যাজ না থেকে যা জলুষ, আমার ঋষির সাতটা ল্যাজ থেকে তা হবে না।

কণ্ঠি। খুব হবে,—তোর বাবাকে হ'তে হবে,—ওরে ব্যাটা, ধাড়ী মর্কট রে যে ব্যাটা!

আগড়। আমার ঋষির বাবার বাবার কর্ম্ম নয় রে ব্যাটা! তোর ঋষির বেজায় পাল্লা রে ব্যাটা:—তোর ঋষি বেঁড়ে নীল-বানর রে ব্যাটা!

তিলক। খপরদার ব্যাটা, কলা খেয়ে তোর গায়ে ছোবড়া ফেলে দেব ব্যাটা!

ডমরু। খপরদার ব্যাটা, পাঁটা বলি দিয়ে তোর গায়ে রক্ত দেব ব্যাটা!

কণ্ঠি। এই কলা খেলুম, আর তোর গায়ে ছোবড়া দিলুম।

ডমরু। এই পাঁটা কাটলুম, আর তোর গায়ে রক্ত দিলুম।

তিলক ও কণ্ঠি। তবে আয়!

ডমরু ও আগড়। তবে আয়!

পর্ব্বত। কলহে প্রয়োজন নাই—কলহে প্রয়োজন নাই। আমার শুভ বিবাহ হবে, আজকের দিন কলহ করিস নে।

নারদ। ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর;—আজ হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ ক'রবো,—আজ দ্বন্দ্ব ক'রবার দিন নয়।

কণ্ঠি। আচ্ছা বেটা সেরে নাও, তারপর আমি মস্ত কাঁটাল খেয়ে দু'বেটার গায়ে ভূতিটে ফেলে মারবো।

আগড়। আচ্ছা যাক, বেটা হ'য়ে যাক, মোষ কেটে গায়ে রক্ত দেবো।

তিলক। মোষ তোদের বাবা কখনো দেখে নি।

আগড়। কাঁটাল তোদের চৌদ্দপুরুষে খায় নি।

কণ্ঠি। কাঁটাল খুব খেয়েছি রে ব্যাটা!

আগড়। মোষ খুব দেখেছি রে ব্যাটা!

উভয় পক্ষের শিষ্যগণের সঙ্গীত-সংগ্রাম

গীত

পর্ব্বত মুনির দল। তোদের মুনি গ্যাঁটা
বাঁদর ল্যাজ কাটা।
নারদ মুনির দল। তোদের ওটা ধাড়ি বাঁদর,
পেট মোটা—খুব ঢ্যাঁটা॥
পর্ব্বত মুনির দল। বাঁদরামি ক'রলি কবে?
বাঁদর চিনবি কি?
নারদ মুনির দল। আঁতুড় থেকে বাঁদরামিতে
পেকে গিয়েছি!
পর্ব্বত মুনির দল। করিসনি বাড়াবাড়ি—
গায়ের জোর?
নারদ মুনির দল। আয় দেখি, বাঁধ কোমর!
উভয় দল একত্রে। আয় তবে আয়,
আয় তবে আয়, দিই সোঁটা॥
পর্ব্বত মুনির দল। দ্যাখ দ্যাখ দ্যাখ
কেমন খিঁচুনি,
নারদ মুনির দল। দ্যাখ না কেমন
খিঁচিয়ে নাচুনি;
পর্ব্বত মুনির দল। তোদের মুনি জবর বাঁদর,
সেঁটে চিবোয় ওল ডাঁটা।
নারদ মুনির দল। তোদের মুনি হামরে পড়ে,
চিবিয়ে মারে শ্যাল কাঁটা॥

নারদ। তবে আমি রাজসভায় চল্লুম। তোরা আয়।

[নারদের প্রস্থান।

পর্ব্বত। (স্বগত) তামাসা দেখতে হ'বে—তামাসা দেখতে হ'বে। রাজকুমারী বেল্লিকটার মুখ পোড়া পাঁশ দেবে। আমি তাড়াতাড়ি যাই।

[সকলের প্রস্থান।

সঙ্গিনীগণসহ দুষ্টা-সরস্বতীর প্রবেশ

গীত

অভিমানে সৃজন ভুবন অভিমানের এ মেলা।
অভিমানের মধুর গানে সংসারে চলে খেলা॥
অহঙ্কার এ ভব-পাথার, এমন শক্তি আছে কার,
জ্ঞান-তরণী বিনা পাথার হ'তে পারে পার!
মোহময় এ ঘোর আঁধার,—
আঁধারে সাঁতার, তরঙ্গে ওঠা-নাবা করে
বারে বার;

সরল মনে শরণ নিলে
তবে সে জন পায় ভেলা।
নইলে নাচে দু'বেলা—
মহামায়া যে করে হেলা॥

দুষ্টা-সরস্বতীর সহচরী। দেবি, এই দাম্ভিক ঋষিদের আরও কি শাস্তি বাকী আছে?

দুষ্টা-সর। হ্যাঁ, অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমতীকে চিনতে পারে নাই। যখন মাতৃজ্ঞানে শ্রীমতীকে প্রণাম ক'রবে, তখন তাদের দিব্যজ্ঞানের উদয় হবে। আমার অভিশাপ ব্যর্থ নয়,—রাজসভায় নিতান্ত বানরের ন্যায় আচরণ ক'রবে।

সহচরী। দেবি, এ তেজস্বী ঋষিদ্বয় এদের কিরূপে মুগ্ধ করলে? অতি সামান্য ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণে লজ্জিত হয়, ঋষিদ্বয় সেইরূপ কার্য্য ক'চ্চে। এদের কি ঋষিত্ব দূর হয়েছে?

দুষ্টা-সর। না, ঋষিত্ব দূর হয় নি—দম্ভ-মদে অভিভূত হ'য়েছে। মদ্যপায়ীর যেইরূপ হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, এদেরও সেইরূপ। আমার মুগ্ধকারিণী শক্তির নারী প্রধান সহায়। মোহিনী রূপে মহাদেবও মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। বৈকুণ্ঠে আমি ওদের মোহজাল হ'তে মুক্তি প্রদান ক'রবো। আর কখনো আমায় অবজ্ঞা ক'রবে না। চিরদিন নারীকে জননী জ্ঞানে পূজা ক'রে, তপস্যাচরণে রত থাকবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা

অম্বরীষ, মন্ত্রী, পর্ব্বত, আগড়ব্যোম, ডমরুদাস ও সভাসদ্‌গণ

পর্ব্বত। মহারাজ, তোমার কন্যা কোথায়?

অম্ব। ও বাবা! আজ্ঞে—আজ্ঞে, আপনি কে?

পর্ব্বত। (স্বগত) মূর্ত্তি দেখে মোহিত হ'য়েছে—চিনতে পাচ্ছে না! (প্রকাশ্যে) মহারাজ, চিনতে পারবেন না—চিনতে পারবেন না, আমিই পর্ব্বত মুনি।

অম্ব। আজ্ঞে, যেরূপ আজ্ঞে—যেরূপ আজ্ঞে।

তিলকদাস ও কণ্ঠিদাসসহ নারদের প্রবেশ

নারদ। মহারাজ! কন্যাকে আনয়ন করুন।

মন্ত্রী। সারলে বাবা সারলে,—দুটো বানর কোত্থেকে হানা দিলে!

নারদ। (স্বগত) সভাশুদ্ধ রূপ দেখে মোহিত হ'য়েছে — একেবারে নির্ব্বাক! (প্রকাশ্যে) মহারাজ, চিনতে পাচ্ছেন না—প্রেমের ধ্যানে এরূপ মূর্ত্তি হ'য়েছে।

অম্ব। (স্বগত) এ তো পর্ব্বত মুনি ও নারদ ঋষি! উভয়ের মত স্বর—উভয়ের মত দেহ—কেবল মুখ বানরের মত। আমার কন্যার সহিত কি ছল ক'রতে এসেছে? এ যে ঘোর বিপদ উপস্থিত দেখছি।

পর্ব্বত। কি ভাবছ?

নারদ। কন্যা আনয়ন কর।

অম্ব। মন্ত্রি, যাও—অন্তঃপুরে সংবাদ দাও। প্রভু, আমি নিতান্ত আশ্রিত, আমার প্রতি এরূপ ছলনা কেন?

নারদ। (জনান্তিকে) রাজা, কিছু ভেবো না, ও বানরের মুখ আমি ক'রে দিয়েছি।

পর্ব্বত। (জনান্তিকে) রাজা, এ আমারই কারখানা।

সখীগণসহ শ্রীমতীর প্রবেশ

বল্লরী। ও লো, তাইতো, বেশকারিণী তো ঠিক ব'লেছে—দু মড়া বানর সেজেছে।

সুষমা। হ্যাঁ লো তবে আমাদের যা ব'লে দিয়েছে, তাই ক'রবো না কি? শাপ টাপ তো দেবে না?

বল্লরী। ভয় কি লো, আমি ওদের নাচাই দ্যাখ।

নারদ। রাজকুমারি, যারে পছন্দ হয়, বর-মাল্য প্রদান কর।

পর্ব্বত। ওকে ভাল ক'রে দেখে, তারপর আমার গলায় মাল্য দিও।

বল্লরী। ঠাকুর, তোমাদের রূপ দেখে তো রাজকুমারী মোহিত হ'য়েছে—এখন গুণের পরিচয় দাও। এই থালাতে কলা আছে, কে

ক'ছড়া খেতে পার দেখি! এই মাঝখানে রাখলুম।

নারদ। সখী কিনা,—তাই পরিহাস ক'চ্ছে —বুঝেছিস কণ্ঠিদাস!

কণ্ঠি। আজ্ঞে, বলেন তো আমরা লেগে যাই।

পর্ব্বত। দেখ আগড়বোম, রাজকুমারীর সহচরীরা বড় রসিকা।

আগড়। আজ্ঞে খুব রম্ভাবাজ, আমার জিহ্বাকে বড় ব্যাকুল ক'রে তুলেছে।

সুষমা। (নারদের প্রতি) কই ঠাকুর, তুমি ঢেঁকী চ'ড়ে এলে না?

নারদ। ঢেঁকী আসছে—ঢেঁকী আসছে।

বল্লরী। ঠাকুর, তোমরা দুজনে একবার নাচ—আমরা দেখি।

সুষমা। ও লো আর নাচে কাজ নেই—নাচে কাজ নেই। তোমরা একবার চার পায়ে চল, দেখে নয়ন সার্থক করি।

পর্ব্বত। হ্যাঁ পরিহাস ক'চ্চ—পরিহাস ক'চ্চ।

নারদ। বড় কৌতুকশীলা—বড় কৌতুক-শীলা!

বল্লরী। ওমা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে? এ বরকে কিরূপে মালা দেবে! তোমরা মুনিই হও, আর ঋষিই হও, কুলাচার লঙ্ঘন হবে না।

আগড়। বাবাজি, একবার চার পায়ে চল —চার পায়ে চল। আমি ভেবেছিলুম, রাস্তায়ই তোমায় একবার ব'লবো। তুমি চার পায়ে চলতে থাক, আর আমি দড়িগাছটা ধরি। তা'লে নারদ মুনিটা লাফ দিয়ে পালাবে। আর তুমি যেমনটি চাও—তেম্নিটি দেখাবে।

পর্ব্বত। বটে।

কণ্ঠি। (নারদের প্রতি) বাবাজি, ঐ দেখ হুমড়ি খেয়ে প'ড়লো ব'লে—তুমিও হুমড়ি খাও—তুমিও খাও,—খাও—খাও বাবাজি, নইলে ঐ ব্যাটা জিতে যাবে।

অম্ব। মা, ঋষিদ্বয় উদয় হয়েছেন। তোমার যার গলায় ইচ্ছা—বরমাল্য প্রদান কর।

শ্রীমতী। পিতা, ঋষিদ্বয় কোথা? এ যে দু'টি বানর!—একটা নীল-বানর আর একটা ধেড়ে বানর! কই ঋষি ত দেখতে পাচ্ছি নে। তবে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম এক যুবাপুরুষকে দেখছি।

পর্ব্বত। হ্যাঁ—কি দেখছ—কি দেখছ? ওকে ত বানর দেখছ, আমায় কিরূপ দেখছ?

শ্রীমতী। প্রভু, অপরাধ মার্জ্জনা হয়, আপনাকেও বানর দেখছি।

নারদ। আমায় বানর দেখছো?

শ্রীমতী। প্রভু, ছলনা ক'রে বানর সেজে-ছেন, তা তো জানেন।

পর্ব্বত। নবদূর্ব্বাদল যে পুরুষ দেখছ, —তার কয় হাত?

শ্রীমতী। দুই হাত।

নারদ। হাতে কি আছে?

শ্রীমতী। ধনুর্ব্বাণ।

নারদ। না, এ তো হ'লো না, এ তো বিষ্ণুমূর্ত্তি নয়। ভেবেছিলেম বিষ্ণু ছলনা ক'চ্চেন—এ তো বিষ্ণু নয়, তবে এ কার ছল?

শ্রীমতীর স্তব

এস ধনুধারী কাতরা কুমারী,
কোথা ভয়হারী, দেহ দরশন!
নেহারি দুস্তর, সঙ্কট সাগর,
নারীমনোহর, ওহে নীলাঞ্জন!
আশ্রিতা কিঙ্করী, পদ হৃদে ধরি,
কাঁদে তোমা স্মরি, বিপদ বারণ!
প্রাণমন কায়, বিকায়েছি পায়,
চাহ করুণায় কমললোচন!
রাম রাম রাম, দূর্ব্বাদলশ্যাম,
হ'য়ো না হে বাম আকুলা বালায়,—
সদা আকিঞ্চন, তব শ্রীচরণ,
করেছি বরণ, ফেল না হে দায়!

মায়া-যষ্টিধারিণী বিষ্ণু-কিঙ্করীগণের প্রবেশ ও নৃত্য-গীত এবং সকলের অভিভূত হওন

কে জানে মন কারে সই চায়?
হৃদয়ে উদয় হ'য়ে হৃদয়ে লুকায়!
আশার আশায় ব্যাকুলা সদাই,
দিবানিশি সদাই খুঁজি, খুঁজে কই লো পাই?

জানিতে কেন তারে চাই,—
কি রসে অবশে মন সদাই ভেসে যায়।

[রামরূপী বিষ্ণুর আবির্ভাব ও শ্রীমতীকে লইয়া অন্তর্দ্ধান।

[বিষ্ণু-কিঙ্করীগণের প্রস্থান।

নারদ। একি! সহসা নিদ্রিত হ'য়েছিলেম কেন?

পর্ব্বত। একি! কোন মায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছি নাকি? মহারাজ, কন্যা কোথায় গেল?

অম্ব। আমি তো কিছু জানি নে, আমি অবসন্ন হয়েছিলেম।

বল্লরী। ওলো, এইবার আয়না ধর।

বল্লরী ও সুষমার উভয় মুনির সম্মুখে দর্পণ স্থাপন

উভয়ে। ছিঃ ছিঃ, এযে সত্যই বানর-মূর্ত্তি।

নারদ। অ্যাঁ—শেষটা বনের বানর হ'লেম ভায়া!

পর্ব্বত। তোমায় তো ব্যাটারা ল্যাজ করে দেয় নাই! আমায় শোণ জড়িয়ে ল্যাজ ক'রে, আরও হুবাহু ক'রে দিয়েছে।

নারদ। ও দাদা, তোমার ল্যাজে কি ক'রে, যে সিন্দূর মাখিয়েছে, তাতে খুব জমকে দিয়েছে।

পর্ব্বত। ভায়া, আমার এ লোমের কাছে লাগে না।

বল্লরী। ঠাকুর, তোমরা কি বলছ?

নারদ। বলছি আমার গুষ্টির পিণ্ডি!

[নারদের বেগে প্রস্থান।

বেশকারিণী-বেশিনী বিষ্ণু-কিঙ্করীর প্রবেশ

অম্ব। বৎসে, আমার শ্রীমতী কোথা গেল?

বিষ্ণু-কি। মহারাজ, চিন্তিত হবেন না, আপনার কন্যাকে নারায়ণে সমর্পণ ক'রে-ছিলেন। নারায়ণ তাঁকে স্বধামে ল'য়ে গেছেন;—শীঘ্রই কন্যা-জামাতার দর্শন পাবেন।

অম্ব। তুমি কে মা সুভাষিণী?

বিষ্ণু-কি। সকল পরিচয় পাবেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

[শিষ্যগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আগড়। এইবার কদলী ভক্ষণ।

কণ্ঠি। স'রে দাঁড়া, নইলে এখনি তোর মরণ!

তিলক। কদলীতে তোদের কি অধিকার? আমরা নীল-বানরের চেলা!

কণ্ঠি। দ্যাখ—মার খাবি।

আগড়। দ্যাখ—জাহান্নমে যাবি।

ডমরু। তোরা কলা কেন খাবি,—এই যে ব'ল্লি কাঁটাল খেয়ে গায়ে ভুতুড়ি দিবি?

তিলক। তোরা কেন কলা খাবি,—তোরা মোষ খেয়ে গায়ে রক্ত দিবি!

আগড়। আমরা মোষও খাব কলাও খাব।

কণ্ঠি। আমরা কাঁটালও খাব কলাও খাব।

ডমরু। ভেড়ের ভেড়ে—তোরা কলার তেউড় খাবি।

তিলক। তবে রে দামড়া এ'ড়ে,—তোরা কলার এ'টে কামড়াবি।

আগড়। তোর গলায় ছাগলনাদী দেব।

কণ্ঠি। তোরে ছুঁচো ধরে খাওয়াব।

ডমরু। তোরা কিসের বাঁদর,—আমাদের সঙ্গে বাঁদরামিতে লাগবি!

আগড়। তোরা মেনি বাঁদর, কলা খাবি—কচি আমড়া খাবি।

কণ্ঠি। তোরা থুবড়ো বাঁদর,—কচুর গেঁড় খাবি।

ডমরু। তোরা কচুপোড়া খাবি।

তিলক। তোরা মানকচু চিবুবি।

আগড়। এই আমি কলার ছড়া তুললুম।

কণ্ঠি। এই আমি কলার থালা নিয়ে ছুটলুম।

[কণ্ঠিদাস ও তিলকদাসের পলায়ন।

আগড়। তবেরে ব্যাটা, চোর ব্যাটা—বিটলে ব্যাটা!

ডমরু। তবেরে ব্যাটা, বাটপাড় ব্যাটা—চোর ব্যাটা। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বৈকুণ্ঠ

বিষ্ণু, নারদ ও পর্ব্বত

পর্ব্বত। ঠাকুর, তোমার এত ছল!

নারদ। ঠাকুর, তোমার এত কপটতা!

পর্ব্বত। তুমিই কন্যা হরণ ক'রে ল'য়ে এসেছ?

বিষ্ণু। এ কি কথা ব'লছ?

নারদ। তুমিই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ধনুধারী হ'য়ে গিয়েছিলে?

বিষ্ণু। আমার কি কখনো নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম ধনুধারী মূর্ত্তি দেখেছিলে?

পর্ব্বত। তবে অম্বরীষ রাজাই ছল ক'রেছে। (নারদের প্রতি) চল ঋষিরাজ, তোমার সহিত আর আমার কোনও কলহ নাই। এস, অম্বরীষকে অভিশাপ দিয়ে সমুচিত প্রতিফল দেব।

দুষ্টা-সরস্বতীর প্রবেশ

গীত

আমি সারদা বরদা বাগ্‌বাদিনী।
ভ্রান্তি-বিধায়িনী, দাম্ভিক-জন-মন-ছাদিনী!
বিমল চিত মম শতদল আসন,
মত্ত মতি করি বিভ্রমে শাসন,
বিদ্যা-অবিদ্যা দেবনরারাধ্যা.
মধুর বীণাধ্বনি ভক্ত-আমোদিনী
কভু কুরূপা বিরূপা অশুভ নিনাদিনী।

দুষ্টা-সর। কেমন কামজিৎ পুরুষেরা, বানর নাচ নেচেছ?

নারদ। বড় লজ্জা দিলে ভায়া, বড় লজ্জা দিলে!

দুষ্টা-সর। ঋষিরাজ! গর্ব্বের ফল পেয়েছ? আমার ছলনায় ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ ক'রেছিল, আমার ছলনায় চন্দ্রের হৃদয়ে কলঙ্ক, আমার ছলনায় দক্ষের ছাগমুণ্ড, আমার ছলনায় হিরণ্যকশিপু নিপাতিত, আমার ছলনায় নহুষের সর্পকায়া, আমার ছলনায় নরক পরিপূর্ণ, আমি দাম্ভিকের পরম শত্রু, অবিদ্যারূপে আমি দাম্ভিককে ছলনা করি,—আমি বিমলান্তঃকরণ দীন-ভাবাপন্ন সাধুকে বিদ্যা-রূপে পরম জ্ঞান দান করি। অজ্ঞান—জ্ঞান আমি উভয়েই। যে সুবোধ, সে আমায় "জ্ঞানায় নমঃ" ব'লে পূজা করে—"অজ্ঞানায় নমঃ" বলে পূজা করে। জীবের মনোমালিন্য দূর হয় না। অবিদ্যারূপে আমি রমণী, জ্ঞান রূপে আমি জননী;—উভয়রূপে আমার পূজা না করলে—রমণী-জননী জ্ঞান না হ'লে, আমার মায়া অতিক্রম ক'রতে পারে না। আমি পথ না ছাড়লে সচ্চিদানন্দ রূপ দর্শন পায় না।

পর্ব্বত। চল, অম্বরীষ রাজাকে অভিশাপ দিই, তাকে ঘোর তম আচ্ছন্ন করুক।

[উভয়ের প্রস্থান।

দুষ্টা-সর। এখনও ভ্রান্তি দূর হয় নি—এখনও ভ্রান্তি দূর হয় নি।

বিষ্ণু। বাগ্‌বাণি! তুমি না প্রসন্ন হ'লে কেমন ক'রে ভ্রান্তি দূর হ'বে? দেবি! ঋষিরা হরিহর-ভক্ত,—এ যেন তোমার স্মরণ থাকে।

দুষ্টা-সর। প্রভু, আমি দাসী।

[প্রস্থান।

শ্রীমতীর প্রবেশ

শ্রীমতী। হে নারায়ণ! হে শ্রীমধুসূদন! দাসীকে চরণে স্থান দিলে, কিন্তু আমার পিতার ঘোর বিপদ দেখছি,—দারুণ ঋষি-রোষে কিরূপে রক্ষা পাবেন! আজীবন তোমার চরণ-ধ্যান আমার পিতা সার করেছেন। হে বিপদ-ভঞ্জন, তাঁর বিপদ হ'লে তোমার নামে কলঙ্ক হবে। এ ঘোর সংকটে পদতরী দিয়ে রক্ষা কর।

বিষ্ণু। সতি, তুমি জান না—আমার ভক্ত কখনও সংকটে পতিত হয় না। চিরদিন ভক্তের সঙ্গে আমি অভেদ। বিঘ্নকারিণী দুষ্টা-সরস্বতীর কোপে ঋষিদের সে জ্ঞান তিরোহিত হ'য়েছে। ভক্ত আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! আমি অম্বরীষ রাজাকে বৈকুণ্ঠে আনবার জন্য যে কত ব্যাকুল, তা তুমি জান না। কিন্তু কাল পূর্ণ না হলে কার্য্য হয় না। দেখ না, তোমায় দেখা দেবার জন্য আমি ব্যাকুল হ'য়ে ছিলেম, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতুম। কিন্তু যতদিন তোমার হৃদয় নরদেহজনিত মৃত্তিকা-কলুষিত ছিল, ততদিন আমি দেখা দিতে পারি নাই। যদিচ স্বপ্নে তুমি আমার নাম পেয়েছিলে, কিন্তু তোমার দীক্ষা হয় নাই। আমার কিঙ্করী "বেশকারিণী" বেশে, সেই দীক্ষা তোমায় দিয়েছে। সেই দীক্ষা-প্রভাবে, তুমি আমার নামের অধিকারিণী হ'য়েছ। আমার নাম তুমি জপ ক'রেছ,—নামে তোমার হৃদয়ের মালিন্য দূর হ'লে, তবে তোমায় দর্শন দিয়েছি। ঋষি-কোপে, মহাভয়ে অম্বরীষ রাজার বিষয়-বাসনা

দূর হবে; সেই সময়ে অম্বরীষ রাজা গোলোকে স্থান পাবে। এই দেখ, ঋষিদের দমনের জন্য আমার সুদর্শন চক্র প্রেরণ ক'চ্ছি;—যাও চক্র, বিষ্ণুভক্তকে রক্ষা কর, আর ঋষিদের দমন কর। সুন্দরি, এস, আমি দারুককে আজ্ঞা দিচ্ছি—রথে ক'রে তোমার পিতাকে ল'য়ে আসে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজভবন—অলিন্দ

অম্বরীষ, নারদ, পর্ব্বত ও বিষ্ণু-কিঙ্করী

নারদ। রে দুরাচার, রে কপটাচারী, রে মূঢ়! তোমার আমাদের সহিত ছলনা! মূর্খ, এই দণ্ডেই তার সমুচিত প্রতিফল পাবি!

অম্ব। প্রভু, আমার অপরাধ নাই।—আপনাদের শ্রীচরণে আমি কোন দোষে দোষী নই।

পর্ব্বত। তোর কন্যা কোথা বল? ছল করে কোথায় লুক্কায়িত করে রেখেছিলি?

অম্ব। প্রভু, আমার কন্যা কোথায়, আমি কিছুই জানিনে। আমি কন্যার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়েছি, সত্যই ব'লচি, আমি আপনাদের সহিত কপটাচার করি নাই, আমি আপনাদের নিতান্ত আশ্রিত।—আশ্রিতের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করুন, ক্রোধ শান্ত করুন।

নারদ। এই দণ্ডে কন্যা আনয়ন কর। আমাদের উভয়ের মধ্যে যাকে হোক বরণ করুক। যদি আজ্ঞানুবর্ত্তী হোস, তবেই নিস্তার পাবি। নচেৎ তোর রক্ষা নাই।

অম্ব। প্রভু, মার্জ্জনা করুন,—সত্যই আমি, আমার কন্যা কোথায় কিছুই জানিনে। আমি নারায়ণ সাক্ষ্য ক'রে আপনাদের কাছে শপথ করচি, আমার কথা মিথ্যা নয়।

পর্ব্বত। বটে, পামর, এখনো ছলনা, আমরা উভয়ে তোরে অভিশাপ দিচ্চি যে, প্রলয়-তমঃ তোরে আচ্ছন্ন করুক। যেমন ছলনা করেছ, অনন্তকাল তমো-গর্ভে বাস কর।

বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ-প্রকাশ

অম্ব। মা—মা,—আমার উপায় কি হবে? ঐ দেখুন, ঘোর প্রলয়-তমঃ আমাকে গ্রাস ক'রতে আসচে। নারায়ণ, মধুসূদন, সংকটে পদাশ্রয় দাও।

বিষ্ণু-কি। মহারাজ, শংকা ত্যাগ করুন! —ঐ দেখুন, বিষ্ণু-সারথি দারুক—আপনাদের বৈকুণ্ঠে লয়ে যেতে এসেছে।

দারুকের প্রবেশ

দারুক। রে ভণ্ড ঋষিদ্বয়! রে কামুক যোগী, রে পতিত তপস্বী,—এত বড় স্পর্দ্ধা, বিষ্ণু-ভক্তকে চালনা কর? এই সুদর্শনের অগ্নিতে এখনই ভস্ম হবে, দুর্ম্মতির সমুচিত দণ্ড পাবে।

নারদ। কি হ'লো—কি হ'লো—সত্যই বিষ্ণুচক্র আমাদিগকে ধ্বংস ক'রতে আসচে! চল চল—বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

অম্ব। হে বিষ্ণু-সারথি, আমার উপায় করুন, ঐ দেখুন—প্রলয়-তমঃ আমায় আচ্ছন্ন ক'রবার নিমিত্ত তর্জ্জন ক'রচে।

দারুক। মহারাজ, ভয় নাই। প্রভু তোমার নিমিত্ত রথ পাঠিয়ে দিয়েছেন, এস তোমাকে বৈকুণ্ঠে ল'য়ে যাই।

বিষ্ণু-কি। রাজা চল—বৈকুণ্ঠে তোমার কন্যার দেখা পাবে।

[সকলের প্রস্থান।

তমঃসঙ্গিনীগণের প্রবেশ

গীত

নিবিড় ঘোরারূপা স্বজনী, সঙ্গিনী রজনী।
নিবিড় ছাদনে ছাদলো অবনী॥
প্রলয় মেঘমাল, বিকট করাল,
করাল কাল খেল উথাল;
সংহার ফুৎকার, ঘন ঘোর হুংকার,
নিভাও তারকা চন্দ্রমা দিনমণি॥

তমঃ-সঙ্গিনী। সখি, অম্বরীষ রাজাকে কিরূপে আচ্ছন্ন ক'রবো? চক্রের দীপ্তিতে আমরা ধ্বংস হব, নারায়ণ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন।

তমঃ। চিন্তা ক'রো না। আমরাও নারায়ণের আশ্রিতা; বিশেষ ঋষিবাক্যে আমরা

এসেছি। নারায়ণ কখনো ঋষিবাক্য বিফল করবেন না;—চল, আমরা বৈকুণ্ঠে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বৈকুণ্ঠ

বিষ্ণু-কিঙ্করীর সহিত অম্বরীষ রাজার প্রবেশ

বিষ্ণু-কি। রাজা, তুমি পরম ভক্ত, তমঃ-র কি সাধ্য—বৈষ্ণবকে স্পর্শ করে। তুমি প্রভুর শরণাপন্ন হও।

অম্ব। প্রভু, রক্ষা করুন! দারুণ অভিশাপে আমার হৃৎকম্প হ'চ্চে। ঘোর তমঃ আমায় অধিকার ক'রতে আসছে!

বিষ্ণু। ভয় কি মহারাজ!—তুমি আমার পরম ভক্ত, চিন্তা দূর কর। ঋষিদের দমন ক'রবার নিমিত্ত, আমি আমার সুদর্শন চক্র পাঠিয়েছি। (বেশকারিণীর প্রতি) তুমি মহারাজকে শ্রীমতীর কাছে ল'য়ে যাও।

বিষ্ণু-কি। রাজা, তোমার কন্যাকে দেখবে এসো। [উভয়ের প্রস্থান।

নারদ ও পর্ব্বতের প্রবেশ

নারদ। প্রভু, রক্ষা করুন—প্রভু, রক্ষা করুন—তোমার চক্র আমাদিগে বধ ক'রতে আসচে।

বিষ্ণু। ভয় নাই, অম্বরীষের উপর ক্রোধ পরিত্যাগ কর।

পর্ব্বত। প্রভু, আর ক্রোধ—প্রাণ নিয়ে টানাটানি! আর জন্মেও কখন দারপরিগ্রহ ক'রতে চাইবো না।

নারদ। আবার! নাকে খৎ দিয়েছি। ও পথে যদি আর যাই, দুষ্টা-সরস্বতী যেন জটা মুড়িয়ে দেয়।

তমঃ ও তমঃ-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ

গীত

ছায়া কায়া স্থান বিহারী।
বিশ্ব বিভঙ্গ, যামিনী রঙ্গ, বিকট প্রসঙ্গ
বিনাশকারী॥
স্তম্ভিত পবন নির্ব্বাণ তপন,
ঘন ঘোর চরাচর নিদ্রা নিমগন;
সংহার-মূরতি, মহাকাল সাথী,
আয়তন বিপুল, ছিন্ন সৃষ্টি মূল,
ভৈরব ভীষণ প্রলয় উগারি॥

তমঃ। প্রভু, অম্বরীষকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, তাতে ঋষিবাক্য বিফল হবে।

বিষ্ণু। না—ঋষিবাক্য বিফল হবে না। আমি রামরূপে অম্বরীষের বংশে অবনীতে অবতীর্ণ হব, সেই সময়ে তুমি আমায় আশ্রয় ক'রো। আমি তোমার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হব। ভক্তের সহিত আমার প্রভেদ নাই,—তুমি আমায় অধিকার ক'রলেই, অম্বরীষকে অধিকার করা হবে—ঋষিবাক্য সার্থক হবে, অভিশাপ পূর্ণ হবে। তুমি আমার দেহে আশ্রয় পাবে।

[তমঃ ও তমঃ-সঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

নারদ। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা হোক। আপনি রামরূপ কেন ধারণ করবেন, তা জানতে বড়ই বাসনা হ'য়েছে।

বিষ্ণু। একদিন আমি ধ্যানে দেবদেব মহাদেবের অর্চ্চনা কচ্চি, পার্ব্বতীনাথ কপি-মূর্ত্তিতে আমার নিকট আগমন ক'রলেন, আমি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেম, "প্রভু, এ মূর্ত্তি কেন?" মহেশ্বর আদেশ করলেন, "আমি এ মূর্ত্তিতে তোমার সেবা ক'রবো বাসনা ক'রেছি। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।" আমি বল্লেম, "প্রভু, সজ্ঞানে আমি আপনার পূজা কেমন ক'রে গ্রহণ ক'রবো? আমি আত্ম-বিস্মৃত না হ'লে আপনার পূজা গ্রহণ ক'রতে পা'রবো না।" দেবদেব আজ্ঞা ক'রলেন যে তুমি পতিব্রতার শাপে আত্মবিস্মৃত হবে, অঙ্গীকার ক'রেছ। তুমি কাননচারী ধনুধারী রাম-মূর্ত্তিতে যখন অবনীতে অবতীর্ণ হবে, তখন আমি এই কপি-দেহে তোমার সেবা ক'রবো। জগৎকে জানাবো, কেবল রামের গুরু শিব নয়, শিবের গুরু রাম। জগৎ দেখবে—জগৎ শিখবে—শিবরাম অভেদ।

নারদ। প্রভু, কৃপা ক'রে যদি সেই ধনুধারী মূর্ত্তিতে একবার দেখা দেন।

পর্ব্বত। প্রভু, ধনুধারী হরি আর কপীশ্বর ত্রিপুরারি—একবার দেখে নয়ন সার্থক ক'রবো।

পট পরিবর্ত্তন

সিংহাসনোপরি রামরাজা মূর্ত্তি, বামে সীতা-রূপিণী শ্রীমতী এবং পদতলে হনুমান

পর্ব্বত। মা, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা কর।

নারদ। মা, আপনি লক্ষ্মীরূপা, তা আমি দুষ্টা-সরস্বতীর অভিশাপে বুঝতে পারি নাই, সন্তানের অপরাধ নিও না।

শ্রীমতী। আমি প্রভু-পদে প্রার্থনা ক'রছি, রাম-পদে তোমাদের অক্ষয় মতি হোক। ঋষি, জ্ঞান-চক্ষে দেখ, বাগ্-বাণী সরস্বতী কখন' দুষ্টা নন, তিনি দুষ্টা হলেও জ্ঞান প্রদান করেন। তোমাদের মনে তমোদয় হ'য়েছিল, যে তোমরা কামজিৎ;—সে তমঃ তোমাদের পতনের কারণ হ'তো, তাই সরস্বতী দুষ্টা রূপে তোমাদের অভিশাপ দিয়েছিল। অভিশাপ পূর্ণ হয়েছে।

নারদ। মা সরস্বতি, তোমার অভিশাপ নয়—তোমার বর।

পর্ব্বত। মা বাগ্‌বাণি! তোমার অভিশাপে আমাদের হৃদয়ের দম্ভ চূর্ণ হয়েছে। যুগল চরণে আমাদের প্রার্থনা, যেন জ্ঞানরূপা, জ্ঞান-রূপা হ'য়ে আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন, আর মতিভ্রম না হয়—আর অভিশাপে না পতিত হই।

নারদ। অভেদ হরিহর। জয় সীতারাম!!

পর্ব্বত। জয় কপীশ্বর দিগম্বর! জয় সীতারাম!!

সমবেত সঙ্গীত

মরি চিন্তামণি, হৃদয় মণি, ধনুধারী শিবের সাধে!
নবীনা বামে রমা, নব ভাবে নব ছাঁদে॥
কিবা নীল কান্তি, হরণ ভ্রান্তি, শান্ত কমল লোচন,
কিবা রাম-সোহিনী, ভুবন মোহিনী মন-অঞ্জন মোচন;
দর্পবারী, তাপহারী, করুণাধার, কাতরে,
সুভাষ-ভাষিণী, সরোজ-বাসিনী, মধুর হাসি অধরে;
ভকত জন চরণ-সুধা, নিয়ত পিয়ে অবাধে।
যুগল রূপের, মোহিনী ফাঁদে, প্রাণ মন বাঁধে॥

যবনিকা পতন

নন্দদুলাল

[পৌরাণিক গীতি-নাট্য]

[১লা ভাদ্র, ১৩০৭ সাল, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

নাট্যোল্লিখিত পাত্র ও পাত্রীগণ

পুরুষ-চরিত্র

কংস, পারিষদ্, বসুদেব, নন্দ, উপানন্দ, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদাম, সুবল. আয়ান, বসুদাম, দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, গোপগণ, রাখাল বালকগণ, দরওয়ানদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

যোগমায়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, স্বপ্ন, দেবকী, যশোদা, রোহিণী, বিষ্ণুপ্রাণা, রাধিকা, বিশাখা, বৃন্দা, ললিতা, জটিলা, কুটিলা, দেবীগণ, ব্রাহ্মণীগণ, গোপিনীগণ, হিজড়াগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

গীত

জয় মুরারি, ভূভার-হারী,
নিত্য নবলীলা, নবরূপধারী;
জয় জগদীশ হরে।
মীন-কূর্ম্ম-বরাহরূপ-ধর,
নৃসিংহ বামন বাম ক্ষত্রহর,
নব দূর্ব্বাদল-শ্যাম,
হলধর বলরাম,
হিংসাবারণ-নারায়ণ,
কল্কি কলুষ-নাশকারী।
জয় জগদীশ হরে॥

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

যমুনা

যোগমায়া, নিদ্রা, তন্দ্রা ও স্বপ্ন

যোগ। বিষ্ণুর আদেশে আমি অংশে নন্দালয়ে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছি। কারাগারে দেবকী-জঠরে নারায়ণও অবতার হয়েছেন। যশোদা আমার মায়ায় আচ্ছন্না আছেন, আমায় যে প্রসব করেছেন, তা তিনি জানেন না। পুত্ররূপী নারায়ণ ল'য়ে বসুদেব যমুনাপারে আসবেন। নারায়ণকে যশোদার কোলে স্থাপন ক'রে,—আমায় ল'য়ে কংসের করে অর্পণ করবে। যোগনিদ্রা! তোমার প্রতি আমার আদেশ এই,—এই সকল ঘটনা যেন নর-চক্ষের অতীত হয়, যেন গোপ-গোপী কাহারও নয়নপথে বসুদেব না পতিত হয়। তোমাদের প্রভাবে গোকুল আচ্ছন্ন আছে। যদবধি আমার নিকট আদেশ না পাও,—তদবধি যেরূপ গোকুল আচ্ছন্ন আছে, যেন সেরূপ থাকে। যশোদার নিকট হ'তে বসুদেব আমায় ল'য়ে যমুনা পার হ'য়ে গেলে, তবে যেন গোকুলবাসিগণ সচেতন হয়।

নিদ্রা। মা, যেরূপ অনুমতি সেরূপ হবে। তন্দ্রা স্বপ্নবেষ্টিতা হ'য়ে—আমি গোকুলে কেলি কচ্ছি, ঘোর নিদ্রায় গোকুল অভিভূত। মা, দেবকার্য্য সহজেই সম্পন্ন হবে। কিন্তু মা, জানতে ইচ্ছা হয়—তোমাদের এরূপ দেহ-ধারণের কারণ কি?

যোগ। পৃথিবী দনুজভারে ভারাক্রান্তা হয়ে,—গোরূপ ধারণ ক'রে, ব্রহ্মার নিকট নিজ দুঃখ প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা দেবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে,—ক্ষীরোদ-তীরে অনন্ত-শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর স্তব করেন, দেবগণের স্তবে তুষ্ট ভগবান্ পৃথিবীর ভার-মোচনে অবতার হবেন স্বীকার করেন,—আর আমায়ও অবতীর্ণা হ'তে বলেন। চল,—ওই বসুদেব আসছেন। অনন্তদেব, ফণা বিস্তার দ্বারা শিশুরূপী পরমাত্মাকে বারিধারা হ'তে আচ্ছন্ন ক'রে সঙ্গে সঙ্গে আসছেন।

[যোগমায়ার প্রস্থান।

নিদ্রা, তন্দ্রা ও স্বপ্নের গীত

সকলে। নাচি শতদল 'পরে ধীরে।
নিদ্রা। ধীরে নরে অলসে অবশে
ডোবে অচেতন নীরে॥
তন্দ্রা। আগে আগে আগে,
নয়ন রাগে, সোহাগে করি কেলি,
স্বপ্ন। বিবিধ বসনে, কুসুম কাঞ্চনে,
সাজি নর সনে খেলি,
সকলে। জীবন-স্রোত প্রবাহিত সম,
বিষম রঙ্গ তাহে,
সেই সেই সেই, সেই আর নেই,
বিভ্রমে মন ধায়ে;
ত্যজিলে রঙ্গ, সে ভ্রম-ভঙ্গ,
জ্ঞান-জ্যোতি ধীরে ধীরে।

[সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের প্রবেশ

বসু। বারিধারা ঘোরতর, কম্পমান ধরাধর,
যমুনা সাগর সম বহে।
উথলিত এ দুস্তার, কেমনে হইব পার,
ঘূর্ণমান—মতি স্থির নহে॥
কঠোর কর্কশ নাদে, গর্জ্জে বজ্র নানা ছাঁদে,
দামিনী দলকি ঘোর আঁধার মাতায়।
বায়ু-রবে দিক পূর্ণ, উচ্চ-শাখি-শির চূর্ণ,
কাঁদিয়ে গর্জ্জিয়ে বায়ু ধায়॥
এ কেমন নাহি জানি, মিথ্যা কিবা দৈববাণী,
পার হব যমুনা কেমনে।
উদয় হৃদয়ে ভয়, পুত্র কন্যা বিনিময়,
কিরূপে করিব হায় নন্দের ভবনে॥

এ কি আশ্চর্য্য! অনায়াসে শিবা পার হ'য়ে গেল দেখ্‌ছি। তবে আমি পার হ'তে পার্ব্ব না কেন? ওই পথে আমিও পার হই। এইতো প্লাবনবৎ চতুর্দ্দিকে ঘোরতর বারিধারা-বরিষণ,—কিন্তু বারিবিন্দু আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'চ্চে না। যেন ছত্রবৎ ঊর্দ্ধে কে আমায় আচ্ছাদন ক'রে রেখেছে। হায় হায়—কি হ'ল,—কি হ'ল,—অকূল পারাবারে পুত্র বিসর্জ্জন দিলেম।

দৈববাণী। ভেব না ভেব না তুমি
সুমতি সুজন।
পাইবে নন্দন, ধীর! ত্যজ শোক মন॥
বিষ্ণু-পদ-স্পর্শ করে যমুনা কামনা।
ভক্তাধীন ভগবান্ পূরান বাসনা॥

বসু। এই যে পেয়েছি! আহা, কে অভাগা এসেছিস? এমন অভাগার কাছে এসেছিলি যে, কারাগারেও তোরে স্থান দিতে পারলেম না! পিতা হয়ে পরের ঘরে রাখতে এলেম! কি ব'লে তোর গর্ভধারিণীকে প্রবোধ দেব জানি না। এবার যশোদার সর্ব্বনাশ করতে চলেছি, দৈববাণী যদি সত্য হয়,—তার সুকুমারী কন্যা ল'য়ে কংস-করে অর্পণ করতে হবে! কি দুর্দ্দৈব! কি দুর্দ্দৈব! আমার অদৃষ্টে—ভগবান্ এত লিখেছিলে!

[বসুদেবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কংসালয়—কারাগার-সম্মুখ

দরওয়ান ও দরোয়ানীর প্রবেশ ও গীত

স্ত্রী। যব রোদিয়া ছেলিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ
ময় নিদ গেলো।
মে গুজারি ডরমে সারা রাতি
কাহে বেইমান তুনা এ্যালো॥
পুরুষ। তর্ তর্ তর্, ঝর ঝর ঝর
পাণি বর্ষে
ঘরসে ক্যায়সে নিকাসে,—
স্ত্রী। তু পাজি ভারি, একেলি ক্যায়সে গুজারি
আবি আয়ি যো হোগিয়া ফর্সা
উভয়ে। নেহি কেজিয়াসে কাম,
ভালা চ্যালো চ্যালো॥

দ্বিতীয় দরওয়ানের প্রবেশ

২ দর। কেয়্যা মিতিনি আগেয়ি? বড়া ফুর্ত্তিকা রাত। আজ ফিন ল্যাড়কা পটক যাইবে। বসুদেব রোয়েগা,—দেবকী রোয়েগি।

স্ত্রী। আরে কেয়্যা খপর,—কেয়্যা খপর?

২ দর। আরে ক্যা কহো, দেবকী কা কাল রাতমে একঠো লেড়কী ভয়া।

১ দর। তোমকো তো বাতায়া—ও ট্যাঁ ট্যাঁ রোদিয়া।

২ দর। আরে তোমতো ভাই বহুৎ নিদ গিয়া। খপরদারিমে রহে কোন?

১ দর। আরে ভাই, ফুর্ত্তিসে নিদ গিয়া। মহারাজজী ওই ল্যাড়কাকো পটক দেগা; শির-পর ঘুমায়েগা ট্যাঁ ট্যাঁ রোয়েগা, যেসা খঞ্জনিকা

আওয়াজ দেগা। দেবকী বসুদেব মুরছ খাকে গিরেগা। আদমী লোক মুমে পাণি দেগা! উঠেগা, ছাতি পিটেগা,—ফিন মুরছ যাগা,—ফিন উঠেগা,—ফিন পড়েগা, কেত্তা মজা হোগা, ওই ফুর্ত্তিসে নিদ্ গিয়া।

২ দর। আগর কয়েদী ভাগ যাতা।

১ দর। আরে এত্তা আঁধিয়া রাৎমে কৈ বাহার জানে সেকে।

স্ত্রী। যেসকা জানমে প্রীত হায় ওহি সেকে,—যো তোমরে মাফিক বেইমান, না? ওহি সেকে! যো দোস্তি জানে ওহি সেকে,—যেস্কা কলিজামে রস খেলে, ওহি সেকে।

১ দর। আরে তুতো বড় রসিকা। তু কাহে নেহি আয়ি?

স্ত্রী। শুন—নিমকহারাম কি বাৎ? একেলি হাম আয়েগি! মরদ আর নেহি মিলে,—না? যা-তোম দেল বিগড়া দিয়া,—হাম চ্যলে।

১ দর। আরে যা,—ধামপাল রেণ্ডী হামারা বহুৎ মিলেগা!

২ দর। শালী রেণ্ডী নেহি,—যেসা কুস্তীগির।

১ দর। সাচ্ বোলা ভাই!

স্ত্রী। ক্যায়া খুবসুরৎ মরদ!—হনুমানজী নেঙ্গুর ছোড়কে আয়া।

১ দর। তুমকা মাফিক তো রাবণকা বহিন নেহি।

স্ত্রী। তেরা এত্তা গুমোর!—হাম চ্যলে।

২ দর। কুচ বলো মাৎ,—তেরা শনি ছুটা।

[দরওয়ানীর প্রস্থান।

জনমমে এত্তা নিদ হাম কভি নেহি গিয়া! এত্তা বাদ রভি কভি নেহি দেখা,—ক্যা আঁধি আগেয়ি!

১ দল। আরে ল্যাড়কাকো রোনা; শোনা, খেয়াল কিন্তু,—হুজুরমে খপর দেও। নিদিয়াকো ভারমে গির পড়া! যেসা পাণি বর্ষা, ওইসা নিদ হামারা উপর আ গিয়া। খপর দিয়া,—ল্যাড়কা পয়দা ত' ভয়া!

২ দর। হুজুরমে খপর গিয়া লেড়কী পয়দা ভৈ। আভি বসুদেবজীকো ছাত্তিপর হাম দেখা, বাহারমে হাওয়া খিলাতা রহা; পিছে দেবকীজিকে ঘরমে ঘুস গিয়া!

১ দর। আরে লেড়কী কিয়া! ল্যাড়কা হোনেকো তো বাৎ থা।

২ দর। আরে বাৎতো থা।

১ দর। আরে ঠিক বাৎ থা।

২ দর। হাম ক্যায়া করে,—হামারা ক্যায়া কসুর!

১ দর। আরে মহারাজজী খ্যাপা হোগা।

২ দর। হামারা ত ভাই জরু নেহি, যো একঠো ল্যাড়কা পয়দা ক'রে বদল দে। তোমরা মস্তানীকো কহো, একঠো ল্যাড়কা পয়দা করে। খুব জবরদস্তি রেণ্ডী মিলা। মহারাজ আতেহে।

পারিষদ্সহ কংসের প্রবেশ

কংস। এত দিনে নিশ্চিন্ত হ'ব।

পারি। আজ্ঞে তা ঠিক হবেন।

কংস। কেন বুঝেছ তো?

পারি। আজ্ঞে, কেন বুঝেছি।

কংস। ওহে, আছাড়—আছাড়।

পারি। আজ্ঞে আছাড়—আছাড়!

কংস। শানের উপর।

পারি। আজ্ঞে, শানের উপর।

কংস। কি বল দেখি,—বড় মজা!

পারি। আজ্ঞে কি বলচি,—বড় মজা!

কংস। বুঝেছ?

পারি। আজ্ঞে বুঝেছি!

কংস। না, বুঝতে পার নি!

পারি। আজ্ঞে না, বুঝতে পারি নি!

কংস। বুঝলে কিনা,—দেবকীর,—

পারি। আজ্ঞে বুঝলুম কিনা,—দেবকীর।

কংস। অষ্টম গর্ভের ছেলে,—বুঝলে?

পারি। আজ্ঞে, অষ্টম গর্ভের ছেলে বুঝলুম।

কংস। শানে আছাড় দেব।

পারি। আজ্ঞে দেবেনই তো—দেবেনই তো! এইতো, এইতো বাৎতো! মরদকি বাৎ, তো হাতিকি দাঁত,—অষ্টম গর্ভের ছেলে,—আছাড় খেয়ে কুপোকাৎ?

কংস। এতক্ষণে তুমি বুঝলে।

পারি। আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝলুম।

কংস। এতক্ষণ বুঝতে পার নি?

পারি। আজ্ঞে না, পারি নি—পারি নি।

কংস। অষ্টম গর্ভের ছেলে মেরে, তবে আজ নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুবো।

পারি। আজ্ঞে হ্যাঁ ঘুমুবেন — খুব ঘুমুবেন,—নাক ডাকিয়ে ঘুমুবেন,—সর্ষের তেল ঢেলে ঘুমুবেন!

২ দর। জয় মহারাজকী জয়!

কংস। ওরে ওরে একটা ল্যাড়কা হয়েছে নয়? যেন একটা দানার বাচ্ছা, নয়?

২ দর। নেই মহারাজ,—একঠো লেড়কী হুয়া,—যেসা দানিকা বাচ্ছি।

কংস। লেড়কী কিরে ব্যাটা,—ল্যাড়কা হুয়া।

পারি। চোপ ব্যাটা, পাজী ব্যাটা, মুখ সামলে কথা ক ব্যাটা! নচ্ছার ব্যাটা, বল ব্যাটা, —লেড়কা হুয়া বল ব্যাটা!

২ দর। যো হুকুম মহারাজ!

পারি। বল ব্যাটা, ল্যাড়কা হুয়া বল ব্যাটা!

২ দর। হুজুর!

কংস। হুজুর কিরে ব্যাটা! ল্যাড়কা হয়েছে কি লেড়কী হয়েছে, ঠিক করে বল বেটা।

২ দর। লেড়কী মাফিক ল্যাড়কা হুয়া মহারাজ!

পারি। ফের ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, গর্দ্দান যাবে ব্যাটা! বল ব্যাটা, ল্যাড়কা হুয়া বল ব্যাটা!

২ দর। হুজুর!

কংস। হাঁরে, লেড়কী কি বলছিস? অষ্টমগর্ভে যে ল্যাড়কা হবে। নারদ ঋষি বলেছে,—এ কথা কি মিছে?

পারি। হ্যাঁ অবিশ্যি হোগা, আলবাৎ হোগা,—অষ্টমগর্ভে ল্যাড়কা হোগা।

২ দর। জী মহারাজ!

কংস। তুই দেখেছিস?

২ দর। মহারাজ!

কংস। কি দেখেছিস?

২ দর। বসুদেবকা ছাত্তি'পর দেখা।

কংস। কি দেখেছিস? লেড়কী না ল্যাড়কা?

২ দর। মহারাজ যেসা হুকুম দি জিয়ে।

কংস। তুই কি দেখেছিস—তাই বল।

২ দর। মহারাজ! লেড়কী কি মাফিক দেখা,—লেকেন ল্যাড়কাই হোগা।

পারি। আলবাৎ হোগা!

কংস। না—না বয়স্য,—কথাটা ভাল নয়। আমি বুঝতে পাচ্ছিনে। অষ্টম গর্ভে পুত্র-সন্তান হবে,—এইরূপ তো দৈববাণী শুনেছি।

পারি। শুনেছেন তো, শুনেছেনই তো, অবিশ্যি শুনবেন।

কংস। তবে এখন?

পারি। তাইতো এখন?

কংস। চল দেখিগে ব্যাপারখানা কি?

পারি। দেখবেনই তো,—অবিশ্যি দেখবেন, —চলুন দেখিগে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগার

দেবকীর গীত

নিদয় বিধাতা তোমার এই ছিল কি মনে মনে।
পাষাণী জননী আমি, সন্তানে শ'পি শমনে॥
প্রসবিনু সুকুমার,
রূপে আলো কারাগার,
এখনো আছে জীবন, বিলাইয়ে এ রতনে॥
ঘোর ধারা-বরিষণ,
ঘন ঘন ভূকম্পন,
বিসর্জ্জি হৃদয়-নিধি, এ দুর্য্যোগে
পতিসনে॥

দেবকী। হায় হায়, আমার ন্যায় অভাগিনী কি ভূমণ্ডলে আর কেউ জন্মগ্রহণ ক'রেছে! বাঘিনী,—সিংহিনী,—আপন সন্তান রক্ষা করে! আমি আপনার সন্তানকে বার বার শমন-করে অর্পণ করি! ধিক, অদৃষ্টকে ধিক!—জন্ম-জন্মান্তরে কত অধর্ম্ম করেছি, কার অন্নে ছাই দিয়েছি, কার পুত্রের মুখে বিষ দিয়েছি, —সাপিনী হয়ে কার হৃদয়ে দংশন করেছি,—নইলে কেন এ যন্ত্রণা ভোগ করবো? আমার আলো-করা ধন বিলিয়ে দিলেম। দৈববাণী শুনেছিলেম, পুত্র আমার নারায়ণ, আহা! বাছা আমার অনাথ। মা হ'য়ে ঘোর দুর্যোগে সদ্যো-জাত শিশুকে যমুনা-পারে পাঠালেম! হায়—প্রাণ এত কঠিন, এখনও বেরুল না।

কন্যা লইয়া বসুদেবের প্রবেশ

বসু। দেবকি — দেবকি! সন্তানকে নিরাপদে নন্দালয়ে রেখে এলেম বটে, কিন্তু আমার এ কি বিপদ হ'ল! আহা, দেখ—দেখ, —অভাগিনী যশোদা-নন্দিনীর মুখপানে দেখ! আমি বুকে ক'রে এনেছি, আমার তাপিত প্রাণ জুড়িয়েছে,—এ কমল-কলি, কেমন ক'রে কংস-করে অর্পণ করবো? আহা! অভাগিনী যশোদার হৃদয়-বৃন্ত হ'তে এ কমল-কলি ছিন্ন ক'রে এনেছি।—অসুর-করে এ কলিকা দলিত হবে!

বসুদেবের গীত

ভুবন-মোহিনী, নেহার নন্দিনী,
শমনে সঁপিব কেমনে।
মুখপানে চায়, হৃদয় গলায়,
মৃদু হাসি শশী-আননে॥
মরি মরি মরি, পরের ঝিয়ারী,
তাই বিলাইব হীন প্রাণ ধরি,
ছি ছি একি একি, এ মুখ নিরখি,
এ প্রাণ পাষাণ দিব বলিদান,
রব কেমনে হেমাঙ্গিনী তনয়ারতন বিহনে॥

দেবকী। আহা মরি মরি—মুখ দেখে আমার স্তনে ক্ষীর ঝরচে। আহা! কেন নাথ! একে কেন নিয়ে এলে? ক্রোধে কংস আমাদের বধ করতো, সেও ছিল ভাল। আহা পরের বাছাকে কেন নিয়ে এলে?

বসু। দেবকি! দেব-মায়া কিছু বুঝতে পারলেম না। যেমন কারাগারে প্রহরীগণকে অভিভূত দেখেছিলেম, সেইরূপ যমুনা পার হ'য়ে গোকুলে গিয়ে দেখি, শবের ন্যায় সবে নিদ্রিত। যেমন আমার করস্পর্শে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছিল, সেইরূপ আমার কর-স্পর্শে নন্দালয়ের দ্বারও খুলে গেল। কোন বাধা নাই,—সূতিকাগারে প্রবেশ করলেম,—কে যেন আমায় পথ দেখায়ে নে গেল। আমি পুত্রকে যশোদার ক্রোড়ে অর্পণ ক'রে ভাবলেম, ফিরে যাই,—পুত্র-কন্যা যশোদার ক্রোড়েই থাকুক। অকস্মাৎ দৈববাণী হলো, "কন্যাটীকে ল'য়ে যাও। উনি যোগমায়া,—কংসের সাধ্য কি ও'কে বধ করে? দেবকার্য্য:—দেববাক্য অবহেলা ক'র না।" কন্যাটীও মৃদু হেসে, বাহু প্রসারণ ক'রে, যেন আমাকে কোলে নিতে ইঙ্গিত করলে। আমি তাই নিয়ে এলেম।

দেবকী। আরে—আরে অভাগিনী! এ সর্পের বিবরে কেন এলি মা? ওরে তোর মুখ দেখে আমি যে পুত্রশোক ভুলে যাই। বাছারে! কেন এলি? তোর চাঁদমুখ দেখে যে আমি আত্মহারা হয়েছি। কি হ'ল—কি হ'ল! মধুসূদন! বিপদে ত্রাণ কর,—আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

পারিষদ্‌সহ কংসের প্রবেশ

কংস। তবে রে সর্ব্বনাশী! ছেলে বিয়িয়ে মেয়ে করেছ? ভোজবাজী শিখেছ? অষ্টম গর্ভে ছেলে হবে,—তুমি মিছিমিছি মেয়ে বিয়িয়েছ? দে, তোর ছেলে কোথা দে!

দেবকী। দাদা! এইতো কন্যা দেখতে পাচ্ছ।

কংস। পাচ্ছি—পাচ্ছি; এখন ছেলে বের কর, নইলে এখনি তোরে বধ ক'রবো।

পারি। মহারাজ! আগে মেয়েটাকে আছড়ান,—তার পর কথা! তার পর ভগ্নী-পতিকে মারবেন। তার পর কারাগারে আগুন ধরিয়ে দেবেন।—ব্যস আপদের শান্তি!

কংস। আচ্ছা, বেশ কথা,—দে তোর মেয়ে দে!

দেবকী। দাদা!—অষ্টমগর্ভের পুত্র হ'তেই তোমার ভয়,—এটী কন্যা, এ হ'তে তো তোমার কোন আশঙ্কা নাই, তবে একে কেন বধ করবে? অকারণ নারীহত্যা,—শিশুহত্যা কেন কর;—অকারণ কেন মহাপাপে লিপ্ত হও? দাদা, একবার করুণা-কটাক্ষে দেখ,—ভুবনমোহিনী হেমাঙ্গিনী নন্দিনী, দেখ, তোমার মুখপানে চেয়ে হাসছে দেখ। আমার সন্তান তোমারও সন্তান,—সন্তান হত্যা কেন কর?

কংস। কেন করি?—আমার যম তুমি বিওবে,—আর আমি ছেড়ে দেব? ভগ্নিগিরি ফলাতে এসেছেন! আমি কালসাপ দুধ দে পুষবো নয়? দে—মেয়ে দে! (বলপূর্ব্বক

গ্রহণ) আয়—আয়—সঙ্গে আয়! কেমন আছড়ে মারি দেখবি আয়।

দেবকী। দাদা—দাদা, কি কর, কি কর? কেন সর্ব্বনাশ কর?—কৃপা ক'রে সন্তানটীকে ভিক্ষা দাও। কন্যা হ'তে তোমার কোন ভয় নাই।

কংস। তুই কি জানবি,—সাপের চেয়ে সাপিনীর বিষ বড়।

বসু। দেবকি! বৃথা কেন অনুরোধ ক'চ্ছ? —কংসরাজ কি মানা শুনবেন?

কংস। শুনবো না! এসো—এসো, দেখবে এসো,—মেয়েটীকে একটু খাঁটী দুধ খাইয়ে, তোমাদের কোলে দেব। এ কাল-সাপিনী, আমি চিনেছি।

পারি। চিনেছেনই তো, চিনবেনই তো! কাল-সাপিনী তো! দেখবেন যেন কামড়ায় না, —আলগোছে আছাড় দেবেন।

কংস। আয় তোরা আয়!

[বলপূর্ব্বক বসুদেব ও দেবকীকে আকর্ষণ করিয়া কংসের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বধ্যভূমি

কংস, পারিষদ্, বসুদেব, দেবকী ও অনুচরবর্গ

কংস। আজ হ'তে আমি নিরাপদে রাজ্য-ভোগ কর্ব্বো। আজ হ'তে আমি শত্রু-হীন। এই দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান,—এর নিপাতে আমার শত্রুক্ষয় হবে। সকলে জয়ধ্বনি কর!

সকলে। জয় মহারাজ কংসের জয়!

দৈববাণী। দুষ্ট কংস দৈত্যের ক্ষয়!

কংস। কে—কে এ কথা বললে? প্রহরী! এখনি ধৃত ক'রে বধ কর!

প্রহরী। কৈ মহারাজ! কারেও তো দেখতে পাচ্ছিনে।

কংস। এ কি দৈববাণী! বয়স্য! আমার হৃৎকম্প হচ্ছে।

পারি। হবেই তো!

কংস। আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণমান,— চতুর্দ্দিকে যেন আমায় যমদূতে ঘেরেছে।

পারি। ঘেরবেই তো! ও যমের চারা, মেয়ে কোলে ক'রে রয়েছেন,—শানে আছাড় লাগান,— রক্তের ফিনকি দেখে যমদূত ছুটে পালাবে।

কংস। ঠিক বলেছ,—এই আমার শত্রু নিপাত করি!

[শিলায় নিক্ষেপ ও পক্ষী হইয়া কন্যার আকাশে উড্ডীন।

দৈববাণী। আরে মূঢ়,—অকারণে আমায় বধ করতে চাস? তোরে যে বধ করবে, সে গোকুলে বর্দ্ধিত হচ্চে।

কংস। অ্যাঁ—অ্যাঁ! এ কি হ'ল!—এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল। এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল। গোকুলে বাড়ছে—ও কে ও—ও কে ও? ও কে গদা নিয়ে মারতে আসছে? ও কি ও? চতুর্দ্দিকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, এখনি আমায় বধ ক'রবে! কোথায় যাব,—কোথা গেলে রক্ষা পাব? আমায় মের' না—আমায় মের' না।

[প্রস্থান।

পারি। বাপ্—বাপ্। মেয়ে চিল হয়ে উড়লো! আমাদেরও বরাত পুড়লো। সাবাস সাবাস,—দেবকীর গর্ভকে সাবাস,—চিলকে মেয়ে সাজালে বাবা। কি কারিকুরী। আর বাহাদুরীতে কাজ নাই, সরি। দেবকি!—বসু-দেব তোমাদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ করি।

[প্রস্থান।

প্রহরীগণ। বাপরে—বাপরে! কে ঘাড়ে ধ'রে পিঠে কীল মারে রে! পালা—পালা।

[দেবকী ও বসুদেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শূন্যে অষ্টভুজা মূর্ত্তির আবির্ভাব ও দেবদেবীগণের গীত

যোগমায়া যশোদা-দুলালী
শঙ্করী-রূপ-ধারণা!
অষ্টভুজা অট্টহাসি ধরণী-ভার-হরণা॥
শিশু-বিনাশ-বারণ-কারণ,
সর্ব্বেশ্বরী শরীর-ধারণ,
পুলকিত ত্রিভুবন,
বিশ্বরূপা বিশ্বেশ্বরী,
কামনা পূরে মা নানা রূপ ধরি,
বাসনাময়ী আদি বাসনা পূরাও ভকত-বাসনা॥

পঞ্চম দৃশ্য

নন্দালয়

হিজড়াগণের গীত

কেলে গোপাল দোলে কোলে।
কেলে ছেলে আলো দিচ্চে ঢেলে॥
হিজড়া নেবে ছেলের আলাই বালাই,
জীও খোকা কালী মায়ীর দোহাই;
নেব জোড়া টাকা, নেব জোড়া শাড়ী,
না পেলে হিজড়া ফিরবে না বাড়ী.
খোকা নিয়ে বুকে, চাঁদ-মুখটী দেখে,
লাখে লাখে চুমো দে কেলে-চাঁদের মুখে,
মার কোল জুড়ে খেলবে কেলে ছেলে॥

১ হি। ভাগ্যবতী যশোমতী। এমন ছেলে কোলে পেলে, দেখলে আঁখি ভোলে। কেলে চাঁদ যেন খেলে! নন্দরাজ! হিজড়া বিদায় দে! —দে—দে--টাকা ঢেলে দে। শাড়ী দে,—কাপড় দে,—যশোমতীর গহনা দে,—তবে হিজড়া বিদায় হবে,--নয়তো নাচবে গাইবে—হিজড়া যাবে না।

নন্দ। উপানন্দ! ভাণ্ডার ভেঙ্গে দাও,—যে যা চায়,--দাও। দুহাতে বিলাও। রোহিণী দিদি!—রোহিণী দিদি! আর একবার ছেলেটীকে নিয়ে এসো! উপানন্দ ডাকলে,— আমি ভাল ক'রে দেখতে পেলেম না। হ'লই বা সূতিকাগার, দাও। একবার ছেলেকে কোলে দাও। আমি না হয় নেয়ে আসবো। দাও, দাও —রোহিণী দিদি, ছেলেকে একবার কোলে দাও। আমার চোক-জুড়ানো ধন কোলে দাও। উপানন্দ—উপানন্দ! আর কি বলবো?

উপা। দাদা! এমন সুন্দর শিশুতো কখনও দেখি নি। দাদা! শুনছো,—চতুর্দ্দিকে যে সঙ্গীতধ্বনি হ'চ্চে। কোকিল ঝঙ্কার ক'চ্চে। ফুলকুল আমোদে ঢ'লে পড়েছে। গোকুল আজ আনন্দময়,—গোকুলে আজ চাঁদ উদয় হয়েছে!

২ হি। আরে হিজড়া বিদায় কর। যেমন কেলে সোণা পেলে, তেমন হিজড়াকে সোণা ঢেলে দে।

উপা। আয়—আয়,—তোরা যা চাস, তা ঢেলে দিচ্চি।

[উপানন্দ ও হিজড়াগণের প্রস্থান।

নন্দ। দিদি! ঐ গোকুলবাসীরা আনন্দে নৃত্য ক'রতে ক'রতে সব আসছে। আজ কি আনন্দ—কি আনন্দ!

রোহিণী। নন্দরাজ! আজ আমার নয়ন সার্থক হ'ল, জীবন সার্থক হ'ল, যশোদার কোলে গোপাল দেখে আমার প্রাণ জুড়াল।

গোপ-গোপিনীগণের প্রবেশ

১ গোপ। নন্দরাজের ঘরে গোকুলচন্দ্র উদয় হয়েছে। গোকুলবাসী নাচ,—গাও,— আমোদ কর। আজ মা যশোমতী পুত্রবতী!

১ গোপিনী। আ মর মিনসে! চলতে পারে না;—আয় আয় দেখবি আয়,—নন্দের গোপাল দেখবি আয়,—নয়ন জুড়োবে। আমি সাতবার দেখেছি, তবু ফিরে ফিরে দেখতে আসছি। চাঁদরে চাঁদ—বুকে রাখলে বুক জুড়োবে।

গোপ-গোপিনীগণের গীত

দৈ ঢেলে দে হলুদে গুলে।
আমোদের ঢেউ উঠেছে গোকুলে॥
নন্দ ঘোষের ঘর ক'রে আলো,
দেখ দেখ কে কাল এলো,—
যশোমতীর কোল জোড়া হোলো;
গোকুলবাসী সবাই মিলে নাচি আয় কুতূহলে,
নন্দের গোপাল থাকুক কুশলে,
দেখবে কে কালনিধি,
দেখলে যাই আপন ভুলে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নন্দের বাড়ী

রাখাল বালকগণের গীত

আয় রে গোপাল সকাল হ'য়েছে।
আয় রে আয় বাজিয়ে বেণু আয় নেচে নেচে॥
আকুল ধেনু তোরে না দেখে,
নীরবে চায় উঁচু মুখে,

হাম্বা রবে তোরে ওই ডাকে,
ছুটোছুটি গোঠের খেলা
কাল তো বাকী রয়েছে॥

শ্রীদাম। মা! তোর গোপালকে পাঠিয়ে দে, কালকের খেলা বাকী আছে। গোঠে গিয়ে তোর গোপালকে নিয়ে খেলবো মা! তোর গোপাল রাখালের প্রাণ! দে মা, দে,--তোর গোপালকে পাঠিয়ে দে।

যশোদা। না বাবা! আজ আমি গোপালকে পাঠাব না। নিষ্ঠুর কংসের চর নানা বেশ ধ'রে আমার গোপালের অকল্যাণের জন্য ফিরছে। বাছারে! আমার গোপালকে পাঠিয়ে দিয়ে,--পথ-পানে চেয়ে থাকি।

শ্রীদাম। মা, তুমি ভেবো না, গোপালকে পাঠিয়ে দাও। গোপালকে না দেখলে,--গোপালের বেণু না শুনলে, ধেনু বনে যাবে না,--রাখালের খেলা হবে না। তোর কানাই বলাই না গেলে,--কার গলায় কদম্বমালা দেব মা? মা যশোমতি! তুই ভাবিসনি মা,--দেব-দেবীরা তোর গোপালকে রক্ষা করে;--গোপালের কাছে আসে।

যশোদা। সে কি?--সে কি? কে আসেরে? দুষ্ট কংসের চর মায়া ক'রে আসে, আমি কখনও পাঠাব না।

শ্রীদাম। না মা, কংসের চর নয় মা। তাঁরা দেবতা, কানাই আমায় ব'লেছে মা,--তাঁদের রূপে বন আলো করে। কেউ মা ঐরাবতে আসে,--কেউ রথে চ'ড়ে আসে,--কেউ বৃষ-বাহন,--কেউ সিংহবাহিনী। মা!--যে বৃষ চ'ড়ে আসে, তার বলাই দাদার মত বেশ শিঙ্গে আছে,--"বব বোম্--বব বোম্" গাল বাজায়। মা! দশভুজা কে রমণী জানিনি,--রূপের ছটায় যেন অরুণ উদয় হয়। সে তোর গোপালকে কোলে নিয়ে স্তনপান করায়। মা তুই ভাবিস-নি,--তুই তোর গোপালকে যেতে দে।

শ্রীকৃষ্ণ। মা! তুই যেতে দে মা! নইলে মা খেলা হবে না। কাল বলাই দাদা হারিয়ে দিয়েছে মা,--আজ আমি তাকে হারাব। মা, ছেড়ে দে মা। আমি বেলা না যেতে যেতে ফিরে আসবো।

নেপথ্যে। কানাই, কানাই। গোঠে যাবি আয়,--বেলা হয়েছে। কানাই।--আয়।

শ্রীকৃষ্ণের গীত

ফুকারে রাখাল কানু কানু বলি
ছোড়ি দেগো মাই।
কানু কানু বোলে শিঙ্গা ফুকারি
আসিবে দাদা বলাই॥
গোঠে খেলিব রাখাল সনে,
বনফুল কত তুলিব গহনে,
বেণু বাজায়ে নাচিয়ে নাচিয়ে
বনে বনে কত ধাই॥
হুড়ো-হুড়ি কত সবে মিলি জুলি
গগনে উঠিবে ঘন করতালি,
নাচি নাচি ফিরিবে গোধন
গোঠে মাঠে বুলি,
গোঠে মাঠে মাগো ফিরাতে ধেনু
গোপবালক যাই॥

নেপথ্যে শিঙ্গার ধ্বনি

যশোদা। গোপাল! আর আমি তোরে ঘরে ধ'রে রাখতে পারবো না? ঐ শিঙ্গে বাজিয়ে বলা এলো। বাবা! দূর বনে যেও না, --কারুর সঙ্গে বাদ ক'র না, ধটীতে ক্ষীর-নবনী বেঁধে দিয়েছি, ক্ষুধা পেলে খেও;--রোদে ছুটোছুটি ক'র না, ছায়ায় বসে থেকো।

যশোদার গীত

হারে রে রে বলার সিঙ্গা ডাকছে তোরে।
বলাতো মানবে না কথা
নিয়ে যাবে তোকে ধোরে॥
বলার কথা ঠেলতে নারি,
তোরি বলাই তুইতো তারি,
জোর করে বল রাখতে কি পারি,
মা'র কথা ক'রো না হেলা,
দূর-বনে ক'রো না খেলা,
শুন নীলমণি,--
কাছে থেকো, যেন বেণুরব শুনি,--
এলে বলা, তোরে তারে স'পে দিই করে করে॥

বলরামের প্রবেশ

বল। মা! তোমার গোপালকে এখনো গোষ্ঠে পাঠাও নি? আমি বলা,--তোমার

পাগলা ছেলে,—তোমার গোপালকে কি ধ'রে রাখতে পারবে মা?

যশোদা। বলাই—বাপধন! আমার অঞ্চলের নিধি তোর হাতে স'পে দিচ্ছি। দেখিস বাপ! কাঙ্গালিনীকে আবার ফিরিয়ে দিস। বাপরে! আমার কানাইকে গোঠে পাঠাতে সন্দ হয়। নিত্য নিত্য অসুরের দৌরাত্ম্যে গোকুল আকুল। বাপরে! গোপাল গোঠে গেলে আমি দশদিক্ শূন্য দেখি. আমি ঘন ঘন সূর্য্যের পানে চাই; স্তব করি,—শীঘ্র অস্ত যাও,—আর আমার গোপাল ফিরে আসবে। একদন্ড গোপালকে না দেখলে আমার প্রাণ কেমন করে! বলাই! তোর হাতে আমার গোপালকে স'পে দিচ্ছি।

বল। মা, যশোমতি! বলা থাকতে তোমার ভয় কি মা?

শ্রীকৃষ্ণ। মা, তবে আসি?

যশোদা। বাবা। আমি পথপানে চেয়ে রইলেম। [প্রস্থান।

রাখাল বালকগণের গীত

ছুটোছুটী খেলবো ঘোড়ার লুটী।
যে হারবে তার চড়বো ঘাড়ে ধোরে ঝুঁটী॥
ভাঁটায় ভাঁটায় ঠুকোঠুকি,
গাছের আড়ে লুকোলুকি,
শোন তোরে বলি, খেলবো দোলাদুলি,
নয়তো বল খেলবো চোক-ফোটাফুটি.
নেচে ছুটলো ধেনু চল পাশে ছুটী॥
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

গোপ ও গোপিনী

গোপ। মাগী কি আর থাকতে পারে? কৃষ্ণের মুখ না দেখলে ওর প্রাণ ধড়ফড় করে। রাধার মত কুলের বার হ'ল বলে।

গোপিনী। ও কালাকে না দেখলে কি থাকতে পারে? মিনসেকে বারণ করে পাল্লেম না।

গোপ। এই পথে কানাই যাবে, মাগী যেন মেতে আছে।

গোপিনী। তবে রে মিনসে! গাই দোয়া ছেড়ে এখানে এসেছ?

গোপ। তবে রে মাগী! কুটনো কোটা ছেড়ে কালা দেখতে এসেছ?

গোপিনী। এসেছি, খুব করেছি, তোর কি?

গোপ। আমি এসেছি, খুব করেছি. তোর কি?

গোপিনী। ভাল চাস তো মিনসে ঘরে ফিরে যা!

গোপ। আর তুমি কি কর্ব্বে, কালাচাঁদকে বুকে ধরবে?

গোপিনী। আমি এসেছি—দুটো শাক তুলবো,—তুলে সরসরী কর্ব্বো। তুই কেন এলি মিনসে?

গোপ। আমি এসেছি দুটো ঘাস ছিঁড়বো: গাভিন গাইকে খাওয়াবো। তুই কেন এলি মাগী?

গোপিনী। আমি এসেছি কৃষ্ণ দেখতে। তুই আমার কি কর্ব্বি? মিনসে ভাল চাসতো ঘরে যা। গাই দুগে,—নইলে ভাতের বদলে উনুনের পাঁশ বেড়ে দেবো।

গোপ। মাগী, তোরই দুটো চোক আছে —আমার তো চোক নেই,—কৃষ্ণ দেখতে সাধ নেই?

গোপিনী। পোড়া কপাল—আমি কৃষ্ণ দেখতে আসিনি,—আমি আমার কাজে এসেছি। তুই মিনসে আপনার কাজ ছেড়ে মাঠে মাঠে ফিরিস কেন বলতো?

গোপ। তুমি কি কাজে এসেছ আমার বুকের ধন।—কৃষ্ণ দেখতে না—আর কি কত্তে এসেছ?

উভয়ের গীত

গোপ। তুই কেন এলি?
গোপিনী। তুই কেন এলি?
উভয়ে। বুঝি নন্দের কালা তোর
দেখতে সাধ।
গোপ। তোর তো সে সাধ,
গোপিনী। তোর তো সে সাধ,
উভয়ে। সাধে কেন তবে সাধিস বাদ॥
গোপ। দেখলে নন্দের কালা যাবি রান্না
ভুলে,

গোপিনী। যাবি নি তুই তো আর
ঘরে মলে,
গোপ। তোরে করি মানা,
যেন কালার রূপে মজ'না,
গোপিনী। তোরে করি মানা
যেন কালার পিছু পিছু ফির না,
উভয়ে। শোন তোরে বলি,
শোন তোরে বলি,
দেখলে কালাচাঁদ ঘটবে প্রমাদ॥

তৃতীয় দৃশ্য

গোষ্ঠ

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও রাখালগণ

শ্রীদাম। দ্যাখ, দ্যাখ—কানাই দ্যাখ, বলাই দাদা মধুপানে মত্ত হ'য়ে আপনার ছায়ার সঙ্গে ঝগড়া কচ্চে দ্যাখ।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা কি কচ্চো?

বল। দ্যাখ—দেখি! এ কে এল বল দেখি? এ আমার সঙ্গ ছাড়ে না। এগুলে এগোয়, পেছুলে পেছোয়।

শ্রীকৃষ্ণ। ও যে তোমার ছায়া!

বল। না, তুই জানিস নি। ও ছল ক'রে বলাই সেজে এসেছে। (ছায়ার প্রতি) বল তুই এগুবি—না পেছুবি? এই আমি এগিয়ে চল্লেম, খপরদার এগুসনি! হ্যাঁ দেখ, আবার এগোয়। আমি এই দাঁড়ালেম;—তুইও দাঁড়ালি! আমি এই পেছুলুম—তুইও পেছুলি! আচ্ছা দেখি, এই আমি বসলেম। কানাই, এরে তাড়িয়ে দে ভাই। ব্রজে আবার বলাই—আমি সইতে পারবো না। দে—দে কানু এরে তাড়িয়ে দে। বেণু বাজাসনি—বেণু শুনলে যাবে না! ঐ দ্যাখ আমি উঠেছি—উঠেছে। আমি ছুটে ছুটে ওকে নাকাল কর্ব্বো; দেখি আমি কত দৌড়তে পারি, ও কত দৌড়তে পারে। তুই—কেরে বলাই! তোর মুখে ছাই।

বলরামের গীত

কে কে রে, কে রে, কে-কে—
কে-কে কে রে আর কে রে বলা এলি!
কানু বলি বাজাই শিঙ্গা,
সে শিঙ্গা কোথায় পেলি?
মোর পারা হেরি তুই আপনহারা,
কানু নেহি তেরা কানু মেরা,
যারে যারে যা পালারে পালা,
ব্রজের বলাই আমা বিনা নাই,
ভাল যদি চাও, ব্রজে ছেড়ে যাও,
নহে এখনি মার খেলি॥

শ্রীকৃষ্ণ। ছায়া হ'তে সংসার ফুটেছে, আবার ছায়ায় ডুবে যাবে। মহামায়া ছায়া-রূপিণী,—ঘোরা অজ্ঞান রজনীতে জীব নিদ্রিত হ'য়ে স্বপ্ন দেখছে। এ ছায়ারূপা মহামায়ার প্রভাবে দেহধারীমাত্রেই আবন্ধ। জ্ঞানালোক ভিন্ন দিবা প্রকাশ পাবে না;—এ ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ হবে না। হৃদ্-পদ্মে ভক্তি বিকাশ হ'লে জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশ পাবে, নচেৎ এই চির-অন্ধকার থাকবে।

শ্রীদাম। আয় ভাই, চোক-ফোটাফুটি খেলি।

সুবল। কে চোর হবে?

শ্রীদাম। আয়,—রাম-দুই-সারে তিন করি আয়; যে চোর হবে তারই চোখে কাপড় বাঁধবো।

সকলে। এই সুবল চোর হয়েছে—সুবল চোর হয়েছে। ওর চোখে কাপড় বাঁধ। (তদ্রূপ করণ)

বসুদাম। (মাথায় টোকা দিয়া) বল দেখি কে?

সুবল। তুই!

বসু। দুয়ো পারলে না!

সুবল। তবে গোপাল মেরেছে।

কৃষ্ণ। না ভাই, আমি তো মারি নাই।

সকলে। দুয়ো বলতে পারলে না।

সুবল। না ভাই, তবে আমি এ খেলা খেলবো না।

বসু। দেখ ভাই—কে'ইচে দেখ ভাই? চোর হ'য়ে খেলবে না।

সুবল। কেন ভাই, তোরা ধরা দিবি নি, আমি খেলবো না।

বসু। তবে লুকোচুরি খেলি আয়। তুই খুঁজে বার কর।

সুবল। আচ্ছা—তাতে আমি রাজী আছি।

বসু। কে বুড়ী হবে ভাই?

কৃষ্ণ। আমি হব ভাই!

বসু। না ভাই, তোকে খেলতে হবে, তুই কেন বুড়ী হবি ভাই?

বল। জানিস নি শ্রীদাম, ভবে এসে চোরের মত সকলেই বাঁধা আছে। যে কানাইকে ছোঁয়, তারই বন্ধন খোলে। অনন্তকালে সে আর চোর হয় না। নইলে চোরের মত সকলেই বাঁধা থাকবে।

বসু। কেন ভাই! আমাদিকে তো কেউ বাঁধে নাই!

বল। তুই জানিস নি ভাই। এ মহামায়ার মহাপাশের বন্ধন,--এ বন্ধন কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু নাকফোঁড়া বলদের মত যে দিকে নিয়ে ঘোরাচ্চে, সেই দিকে ঘোরে। কানাইকে ছুঁলে, নাকের দড়ী কেটে যায়, আর তাকে কেউ ঘোরাতে পারে না, ভবের ঘোর তার একেবারে কাটে।

বসু। তবে ভাই কানাই!—তুই বুড়ী হ'।

কৃষ্ণ ও বলরাম ব্যতীত সকলের লুক্কায়িত হওন

সুবল। ভাই কানাই! তুই ভাই একজনকে ধরিয়ে দে। আমি আর চোর হ'তে পারি নি,—আমি ভাই বড় হাঁপিয়েছি।

শ্রীদাম। এখনও হয় নি, হ'লে টু দেব। বলাই দাদা, লুকোও না!

বল। (ছায়ার প্রতি) দ্যাখ—এক কীলে তোর বলাইগিরি বার কর্ব্বো। ব্রজে আমি বলাই—আর কে বলাই এলি? এখনো যাবিতো যা। এখনো গেলি নি?

শ্রীদাম। (বলাইয়ের প্রতি) তবে ভাই, আমি লুকোই, তুমি ভাই চোর হবে।

বল। কি, আমি চোর হব? আমার কানু-গত প্রাণ, কানু আমার ধ্যান-জ্ঞান, ভবের ঘোরে কি আমায় আচ্ছন্ন কর্ব্বে? আমি কিসে চোর হব? আমায় চোর করে কে? আমি যে কানাইকে হৃদে ধ'রে রেখেছি।

শ্রীদাম। টু—হয়েছে!

সুবল। (কৃষ্ণের প্রতি) ভাই, কোথায় কে লুকিয়েছে--ব'লে দে। আমি ভাই—ওদের মত ছুটতে পারি নি।

কৃষ্ণ। দ্যাখ, বলাই দাদা গাছের আড়ালে বিভোর হ'য়ে ব'সে আছে, তুই গিয়ে ওকে ছোঁ!

সুবল। না ভাই, ছিদেমের উপর আমার আড়ি, ছিদেম কোথা, বলে দে।

কৃষ্ণ। ঐ তমাল গাছটার আড়ালে আছে।

[সুবলের ধরিবার চেষ্টা ও রাখালগণের পলায়ন।

বসু। বলাই দাদা,—বলাই দাদা! এইবার গিয়ে বুড়ী ছোঁ। সুবল ওদিকে গেছে।

বল। না, আমি যাব না, আমি একে না তাড়িয়ে যাব না।

সুবল। বলাই দাদা! তোমায় ছুঁই।

বল। ওটাকে ছোঁ--ওটাকে চোর কর। আমি কদম গাছে বেঁধে শিঙের বাড়ি খুব ঠুকবো।

কৃষ্ণ। দাদা, এ মায়ার সংসারে কি ছায়ার আবরণ দূর হবে? বার বার তো দেহ ধ'রে আসছো, কিন্তু কৈ, ছায়া তো দূর হয় না।

বল। এ তোর ছল, এ তোর কৌশল! তুই একে তাড়াবি তো তাড়া, নইলে আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া কর্ব্বো। দ্যাখ—তোরা সবাই মিলে বল, এ ছায়ার আবরণ আর রাখবো না, নইলে কেলোর সঙ্গে বোঝাপড়া।

সকলের গীত

ঘুচিয়ে দে ছায়ার আবরণ,
নহে বোঝা-বুঝি তোর সনে।
অঘোরে কত দিন আর কাটবে জাগা স্বপনে॥
এখনো কি হয় নি মনোমত,
চোক বেঁধে আর ঘোরাবি কত,
শুনিস নি কোন কথা ডাকি রে যত;
ভালা খেলা শিখেছ রে মরি প্রাণের জ্বলনে॥

সুবল। আর ভাই, খেলবো না, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

শ্রীদাম। সত্যি ভাই, আমারও বড় ক্ষিদে পেয়েছে। তোরও মুখ শুকিয়ে গেছে; বলাই দাদারও মুখ শুকিয়ে গেছে।

কৃষ্ণ। তাইতো দাদা, কোথায় কি পাই? এ বনে তো ফল নাই, শুধু ফুল ফুটে রয়েছে।

বল। হ্যাঁরে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্ন তুই দিস, তুই অন্ন কোথা পাবি--আমি বলে দেব?

কৃষ্ণ। দেখ দাদা, নগরের ব্রাহ্মণেরা আঙ্গিরস যজ্ঞ কচ্চে। ওরা আমাদের দুটী অন্ন দেবে না?

বল। সে তুই জানিস, আমি কি বলবো?

কে তোকে অন্ন দেবার সাধ করেছে, তা আমি কি জানি? তোর ভক্তের খেলা, এ খেলা কে বুঝবে বল?

কৃষ্ণ। দ্যাখ ভাই, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ কচ্চে, তাদের কাছে গিয়ে, দুটী অন্ন চেয়ে আন।

বসু। কি বলবো?

বল। বলবি—যার ধ্যান কচ্চ, যার জন্যে যজ্ঞ কচ্চ—সেই যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণ তোমাদের কাছে অন্ন ভিক্ষা চেয়েছে। অন্ন দাও, যজ্ঞ পূর্ণ কর, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অধিকারী হও।

কৃষ্ণ। না না, বলিস তোমাদের রাম-কৃষ্ণ এসেছে, দুটী অন্ন দাও! বলিস, বড় ক্ষুধায় আকুল হয়েছে।

রাখালগণ। তবে চল ভাই, আমরা যাই।

[রাখালগণের প্রস্থান।

বল। হ্যাঁরে কৃষ্ণ, কে ভাগ্যবান্ তোরে অন্ন দান করবেন?

কৃষ্ণ। দাদা! দ্বিজাঙ্গনারা আমাগতপ্রাণা। দিবা-রাত্র আমার ধ্যানে নিমগ্না। দাদা, আমি তাদের জন্য বড় ব্যাকুল। আজ আমি তাদের জন্য এই দূর-বনে এসেছি। হে অনন্তদেব! অনন্তকাল আমি সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীদের নিকট বাঁধা থাকবো। দাদা! ভবের বন্ধন ঘুচিয়ে চির-দিন আমি বাঁধা, তাই আমার বন্ধন আর ঘুচবে না। এসো দাদা, ওই তমালবৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে বসিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাধিকা ও ললিতার প্রবেশ

রাধিকা। কৈ সই! শ্যাম কৈ? শ্যাম তো হেথা নেই?

ললিতা। হ্যাঁলা, শ্যাম দেখে কি তোর সাধ মিটলো না? দ্যাখ দেখি কি কাজ করলি? কুলের কামিনী—দূর গহন-বনে চলে এলি! সে তো তোরে চায় না, তবে কেন তুই তার জন্য মর্জ্জোছস?

রাধিকার গীত

নিতি নূতন ভাব বদনে বিকাশে।
হাসি কিরণরাশি মানস-সকাশে
মেরি নয়ন বিভোল সই॥
অনঙ্গ তরঙ্গ, রমণী-মান-ভঙ্গ,
ত্রিভঙ্গ অনঙ্গমোহন-রঞ্জন
না হেরি নয়নে আকুল ভোই॥
মোহন মুরলী বাদন,
গগন গহন ছাদন,
তান-তরঙ্গে, যমুনা নর্ত্তন-রঙ্গে,
ব্রজকুল আকুল, শাখী পাখী-কুল,
মধুর তান হৃদে পশে—চঞ্চল হোই॥

ললিতা। আর সই, হা হুতাশ করে কি কর্ব্বে? এ বনে তো কালা নাই। চতুরের প্রেমে পড়ে তুই কেন আপনার সর্ব্বনাশ করলি? সে কারও নয়, সে চতুরালী জানে, প্রেম জানে না, পীরিতের ধার রাখালে কি ধারে?

ললিতার গীত

তুঁহু সরলা নেই বুঝ চতুরালী।
নিঠুর কপট শঠ বনমালী॥
পিরীতি ফুল কাহে দেহ ডালী,
সার ভেল কলঙ্ক কালী,
না জানে পীরিতি রীতি—রাখালী জানে,
বাঁশরী নিদান সখি নাহি ধর কাণে:
ঝুর কার তরে,—নেহি চাহে তোরে
শ্যাম-পিরীতি বুঝ সখি রীতি
কুলমান লাজ জলাঞ্জলি খালি॥

রাধিকা। চল সই, ঐ দেখ গোধন চরছে, কালা হেথা কোথায় লুকিয়ে আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

যজ্ঞালয়

ন্যায়রত্ন, তর্কালঙ্কার, বাচস্পতি, শিরোমণি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ

ন্যায়। নে নে—তুই বাচস্পতি খুড়োকে পুঁথি দে, তোর ব্যাকরণ-বোধ নাই, তোর মুখে আবৃত্তিই হয় না, তুই আবার পুঁথি ধরবি?

তর্কা। কি বল্লি পাষণ্ড! আমি ব্যাকরণ জানি নি? কিলিয়ে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব জানিস? আমি ঢের বাচস্পতি দেখেছি। দেখি —দেখি, কে আমার আসনে এসে বসে।—এতে যজ্ঞ হয় হোক আর না হোক।

বাচ। ওহে, চঞ্চল হয়ো না, চঞ্চল হয়ো না। বেদবিধিমত উচ্চারণ আবশ্যক। বিদ্যা চাই হে —বিদ্যা চাই। ধর্ম্ম-নিষ্ঠা চাই।

তর্ক। আর তোমার বিদ্যা জানা গেছে হে —জানা গেছে। তুমি পিতৃশ্রাদ্ধে মনসার ভাসান পড়াও। তোমার বিদ্যাও জানা গেছে—ধর্ম্ম-নিষ্ঠাও জানা গেছে।

বাচ। কি বল্লি!—তোর মত জ্যান্ত শামুক নিয়ে আমি তো শালগ্রাম করি নি! সেদিন তুই ভৈরব ছত্রীদের বাড়ী জ্যান্ত শামুক নিয়ে শালগ্রাম করে সিংহাসনে বসিয়েছিলি।

ন্যায়। সে কিরূপ খুড়ো,—সে কিরূপ?

বাচ। আরে তা জান না বুঝি, ও পচা পুকুর হ'তে একটা শামুক তুলে নে ছত্রীদের বাড়ী যায়। সে শামুকরাজ, জল আর ফুল পেয়ে চলতে আরম্ভ করলে। সেদিন ওরা ওটাকে খুনই ক'রে ফেলতো, আমি যাই ছিলেম, তাই রক্ষে।

তর্ক। আমি তো আর শৌচের জল দেয়ালের গায়ে ঢেলে গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা করি না, আর মাছ-ভাত খেয়েও চন্ডী পাঠ করতে যাই না।

বাচ। হ্যা দ্যাখ, মুখ সামলে কথা ক। আমি মাছ-ভাত খাই, কিন্তু তোর জ্বালায় পুকুরে গুগলী থাকবার যো নাই।

বিদ্যা। আরে কলহ রাখ, কলহ রাখ। হোমের সময় অতীত হয়।

রাখাল-বালকগণের প্রবেশ ও গীত

ক্ষুধায় আকুল কানাই বলাই অন্ন দুটী চায়।
অন্ন নিতে এসেছি হেথায়॥
এ বনে নাইকো বন-ফল,
তাই ক্ষুধাতে বিকল,
জ্বলেছে জঠর-অনল
দিয়ে অন্ন জল, জঠর-অনল কর সুশীতল;
দেখবে এসো, কানাই বলাই
দাঁড়িয়ে আছে পায় পায়॥

বাচ। এ'রা আবার কারা এলেন দেখ, আজ যজ্ঞে মহা বিঘ্ন দেখছি। তোমরা কারা হে বাপু?

শ্রীদাম। আজ্ঞে আমরা রাখাল।

বাচ। তা বেশ।

শ্রীদাম। ঠাকুর! কানাই বলাই দুটী অন্ন চেয়ে পাঠিয়েছেন।

বাচ। খুব করেছেন।

শ্রীদাম। তবে দেন—দুটী অন্ন দেন।

বাচ। তাঁরা কে মাতব্বর বলতো?

শ্রীদাম। ঠাকুর! কানাই আমাদের রাখাল-রাজা। বলাই দাদা বলে দিয়েছেন ত, যাঁর উদ্দেশ্যে ধ্যান কচ্চো, যাঁর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কচ্চো, সেই যজ্ঞেশ্বর আমাদের কানাই। কানাই বলেছে, বলাই দাদা অনন্তদেব।

বাচ। বুঝলেম। তোমার রাখালরাজ অন্ন চেয়েছেন। তোমরা গোনাগুষ্ঠী খাবে। গরুর জাব কেটে নে যেতে বলেন নি? বিচিলি কেটে খোল মেখে মাথায় ক'রে নিয়ে সব পেঁছে দি।

শ্রীদাম। ঠাকুর! তা তো কৈ কিছু বলেন নি।

বাচ। বাপের ঠাকুর আমার, ঐটুকু মাপ করেছেন দেখচি।

শ্রীদাম। ঠাকুর! দুটী অন্ন-ব্যঞ্জন দেবেন কি?

বাচ। দেব না!—গোয়ালার ব্যাটা! ধেয়ানের নিধি! যজ্ঞেশ্বর চেয়ে পাঠিয়েছেন। এই ষোড়শোপচারে সাজিয়ে মাথায় করে নে পেঁছে দিচ্চি, তোমরা একটু এগোও।

শিরো। বাচস্পত্ দা। কাদের সঙ্গে কথা কচ্চো?—এরা কারা?

বাচ। এরা গোয়ালা-ঠাকুরের সন্তান। এ'দের আবার রাখালরাজ আছেন। ওঁদের গোয়াল্যা কানাই যজ্ঞেশ্বর, ওঁরা যজ্ঞের অগ্রভাগ চান। আমাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে এসেছেন।

শিরো। ও সেই নন্দের ব্যাটা, বৃন্দাবনের ননীচোরা ধন; জানলে বাচস্পত্ দা? অমন বাঁধেয়ে আর দুটী নেই। মাগীদের কাপড় চুরি ক'রে নিয়ে পালায়। বাজারে লুটপাট ক'রে ফল-মূল কেড়ে খায়। যে ননী-ছানা বেচতে যায়, তার আর নিস্তার নেই। দ'য়ের ভাঁড় দেখলেই ভেঙ্গে দেয়। বেরো ব্যাটারা—বেরো!

শ্রীদাম। ঠাকুর! দুটী অন্ন দেবে না? আমরা ক্ষুধায় বড় ব্যাকুল হয়েছি।

বাচ। এগিয়ে গিয়ে গাছতলায় একটু

জিরোও না, ভারে ভারে অন্ন-ব্যঞ্জন পেঁছে দিচ্ছি, থাবায় থাবায় খাবে! আর দু-গামলা জাবও কেটে নিয়ে যাচ্চি। গোধনেরা চর্ব্বণ কর্ব্বে!

শ্রীদাম। ঠাকুর! রাম-কৃষ্ণকে অন্ন দেবে না?

বাচ। দেব বৈ কি! ব্রাহ্মণ-যজ্ঞে গোয়ালা ঠাকুরের বাছা আগে না খেলে কি আর যজ্ঞ হবে?

শ্রীদাম। ঠাকুর! তোমরা জান না, কানাই আমাদের যজ্ঞেশ্বর।

বাচ। আহা! তা আর জানি না? একটু গাছতলায় গিয়ে ঘুমোও গে।

সুবল। ও ভাই, এরা দেবে না।

বাচ। এর ভিতরে তোমার কিছু আক্কেল আছে। এমনও বেল্লিক হয় রে? কে তোদের রাম-কেষ্টা?

সুবল। গর্গ মুনি 'কৃষ্ণ' নাম দিয়ে ব'লেছেন, ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণ; বলভদ্র সাক্ষাৎ অনন্তদেব। আপনারা ব্রাহ্মণ—জ্ঞানী, আপনারা কি আর জানেন না?

বাচ। অত জ্ঞান জন্মায় নি বাপধন! নন্দের ব্যাটা নারায়ণ,—ব্রাহ্মণের ছেলে, কি ক'রে আর বলবো বল? শাস্ত্র পড়েছি, বেদ অধ্যয়ন করেছি!

শিরো। বাচস্পত্ দা! তুমি কি পাগল হলে? তুমি ঐ বেল্লিক ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে বকাবকি কচ্চো?

বাচ। আরে ভায়া! জান না, ও এক ঢেউ উঠেছে—নন্দের ব্যাটা নারায়ণ। ছোঁড়া না কি নানান ভেল্কী জানে শুনেছি। ভেল্কী দেখায় আর মেয়ে ভুলিয়ে ননী খায়, আর 'বলা' ব'লে কে এক ব্যাটা আছে, সে ব্যাটা মাতালের ইষ্টি; —মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে দিবারাত্র ঢলছে। ব্যাটারা সব চোরের দল। তা দেখ, বাপু!—ও রাখালরাজার সখা! এক কাজ কর, শুভ কর,— শ্রীদুর্গা ব'লে শুভ কর। এ বামুনবাড়ী, এখানে আর কি হাতাবে বল? বড় একটা সুবিধে হবে না।

সুবল। ঠাকুর! আমরা রাখাল, আমাদের কেন কটু বলচেন? কৃষ্ণনিন্দে কেন করছেন?

বাচ। বাপু! সকল সময় কি বুদ্ধির ঠিক থাকে? হ্যাঁ দেখ, পায় পায় সরে পড়।

শ্রীদাম। ঠাকুর! দুটি অন্ন দেবেন না?

বাচ। বাপু, এ কথাটি তো অনেকক্ষণ বুঝেছ। গোয়ালা-ঠাকুরের প্রসাদ ক'রে কি খাব? কোন হাড়ী-মুচির বাড়ীতে বে-থা হয়, সেখানে গিয়ে ঠাকুরগিরী জানিও।

শ্রীদাম। তবে ঠাকুর, আসি।

বাচ। বাপধন আমার, এসো।

[রাখালগণের প্রস্থান।

ন্যায়। তুই যে বড় লম্বা লম্বা বলছিস?

তর্কা। তুই পাষণ্ড ষণ্ডামার্ক! বিদ্যে থাকে তো হোম করতে বোস।

ন্যায়। তোর যজ্ঞে আমি নিষ্ঠীবন ত্যাগ ক'রে যাই। আমি এস্থানে থাকতে চাই না। এ বেল্লিকের স্থান।

তর্কা। দেখ ন্যায়রত্ন। মুখ সামলে কথা কোস।

ন্যায়। তবে রে পাজী। যত বড় মুখ, তত বড় কথা। আমি তন্ত্র-মন্ত্র জানি না?

তর্কা। আয় তোকে দেখি—পাছাড় লড়ি আয়!

ন্যায়। আয়—আয়।

বাচ। আরে, কি কর—কি কর? যজ্ঞভঙ্গ হয় যে?

ন্যায়। গোল্লায় যাক।

তর্কা। আরে টিকি ছাড়—টিকি ছাড়, নইলে এক কিলে তোর দফা সারবো।

বিদ্যা। কি! তর্কালঙ্কারের গায়ে হাত দিস?

[হুড়াহুড়ি করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বাচস্পতির বাটীর প্রাঙ্গণ

বিষ্ণুপ্রাণার গীত

ধেয়ানে দেখিনু মোহন-মুরতি
তিরপিত নহে আঁখি।
নীল সরোজে, মৃণাল ভুজে,
হৃদি-পরে বাঁধি রাখি॥
মিলায় আদরে, অধরে অধরে,
ভাসিব বিলাস সাধ সাগরে
রাখিব ধ'রে জোরে, দিব না তারে কারে
অনিমিখ আঁখি, বিরলে নিরখি,
অঞ্চলে রাখি ঢাকি॥

রাখাল-বালকগণের প্রবেশ

সুবল। ভাই, আমি তো আর ক্ষিদেয় কিছু দেখতে পাচ্চি নি। কানাই বল্লে—তাই ফিরে এলেম। বামুনঠাক্‌রুণরা কি অন্ন দেবে? আর যদি ঐ ধেড়ে বামুনটা দেখতে পায়, তা হলেই ফেরে ফেলবে।

শ্রীদাম। মা ব'লে গিয়ে দাঁড়াইগে চল। বামুনঠাক্‌রুণরা দয়াবতী, ক্ষুধার্ত শুনলে অবিশ্যি অন্ন দেবে। মা—মা!

জনৈক ব্রাহ্মণীর প্রবেশ

বিষ্ণু। কে বাবা তোমরা?

শ্রীদাম। মা, আমরা রাখাল-বালক। রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে গোষ্ঠে এসেছিলেম। গোঠে-মাঠে ফিরে তোমাদের রাম-কৃষ্ণ ক্ষুধায় আকুল। আমাদেরও ক্ষিদে পেয়েছে মা। রাম-কৃষ্ণকে দুটী অন্ন দেবে?

বিষ্ণু। কে রে?—আমার রাম-কৃষ্ণ এসেছে? অন্ন চাচ্চে? কোথায় আমার রাম-কৃষ্ণ?

ব্রাহ্মণী। এসো বাবা এসো! তোমরা আগে আগে পথ দেখিয়ে চল, আমরা অন্ন-ব্যঞ্জন নিয়ে আসচি।

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। প্রভু! এত দিনে জানলেম, তুমি দয়াময়। নিত্য অন্ন তোমাকে নিবেদন ক'রে দিয়ে চক্ষে ধারা বয়। মন-পুজায় প্রাণ তৃপ্ত হয় না। সাক্ষাৎ রাম-কৃষ্ণকে অন্ন দেব, কত যুগ-যুগান্তর কঠোর তপ করেছি, তাই রাম-কৃষ্ণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন।

সুবল। দেখলি ভাই, বামুনঠাক্‌রুণরা কেমন দয়াবতী! আর সেই দুর্ম্মুখো বামুনটার মুখ মনে পড়লে বুক কাঁপে।

ব্রাহ্মণীগণের প্রবেশ

গীত

আয় লো সাজিয়ে থালা, কুলবালা,
ত্বরাত্বরি আয় লো সবাই।
আয় লো আয় প্রাণসজনি,
দেখবি যদি ব্রজের কানাই॥
মনোসাধ পুরবে সখি,
আয় লো আয় শ্যাম নিরখি,
হেরবো কানুর ঈষৎ হাসি খঞ্জন আঁখি,
হেলা পাখা রাধা আঁকা,
বাঁশী-করে দাঁড়িয়ে যে বাঁকা
গায় রাধা নামে সাধা বাঁশী—
কোথা প্রেমময়ী রাই॥

[বিষ্ণুপ্রাণা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বাচস্পতির প্রবেশ

বাচ। বলি কোথায়? নবরঙ্গিণী, কোথায় চলেছ? বলি শ্যামরায় দেখতে চলেছ নাকি, বামুন ঠাক্‌রুণ? প্রেমময়ী রাধে কদ্দিন হলে? শুনেছি, রাধার কুঞ্জ আছে, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ আছে, আর নব-নাগরী বামুনঠাক্‌রুণরা নূতন কুঞ্জ করবেন। বলি—অন্ন-ব্যঞ্জন ল'য়ে কোথায় গমন হচ্চে শুনি?

বিষ্ণু। প্রভু! আমি কৃষ্ণ-দর্শনে যাচ্চি, আমায় বাধা দিও না। কৃষ্ণ আমার প্রাণ, আমি আমার প্রাণ ছেড়ে কেমন ক'রে থাকবো? ছেড়ে দাও,—ছেড়ে দাও, বাধা দিও না, নইলে স্ত্রী-হত্যা হবে।

বাচ। ঘরে একটু গিয়ে বসো না, আমি কংস-রাজার কাছ থেকে রথ সাজিয়ে আনছি, সেই রথে তোমায় চড়িয়ে তোমার নাগর কামের কাছে নিয়ে যাব। গোল্লায় গেলি? গোল্লায় গেলি? শেষটা ভ্রষ্টা হলি?

বিষ্ণু। ছি ছি, কি কথা বলছো? আমি জগৎপতির পুজা করতে যাব, তুমি আমায় ভ্রষ্টা বল? তুমি কি চক্ষু থা'কতে অন্ধ? কি শাস্ত্র পড়েছ? রাম-কৃষ্ণকে যদি চেন না, তবে কি চিনেছ? তুমি স্বামী, তোমায় অধিক কি বলবো, কৃষ্ণ-নামে তোমার প্রাণ আকৃষ্ট হয় না, তবে তোমার তপ বিফল, জপ বিফল, তোমার যাগ-যজ্ঞ সকলই বিফল।

বাচ। মরি মরি মরি! আমার প্রেমময়ী প্রেম ব্যাখ্যা কচ্চেন। রসময়ী রসে ভরাট, কৃষ্ণ-রসে উথলে পড়ছে। বেহায়া! তোর লজ্জা করে না?

বিষ্ণু। লজ্জা, ভয়, মান, মর্য্যাদা আমি সকলই কৃষ্ণপদে অর্পণ করেছি; কৃষ্ণের চরণে আমার দেহ, প্রাণ, মন অর্পিত। আমার আর আমি নই, আমার আর লজ্জা-ভয় কি? আমি কাঙ্গালিনী, শ্যামপ্রেম-ভিখারিণী,

কাঙ্গালিনীর আর লজ্জা কিসে? আমায় ছেড়ে দাও। কেন আর স্ত্রী হত্যা কর? আমি কৃষ্ণ-দর্শনে যাচ্চি। আমায় আশায় নিরাশ করো না।

বাচ। রাখ নেকী! শীতে আর পীরিতে মানুষ মরে না।

বিষ্ণু। আমায় ছেড়ে দাও। আমার প্রাণ বড় আকুল হচ্চে, আমার কণ্ঠাগত প্রাণ হয়েছে।

বাচ। এই যে তোমায় কাঁধে করে নিয়ে যাই (বৃক্ষের সহিত বন্ধন)। এইখানে ধ্যানে কৃষ্ণ দর্শন কর। দেখি, আর রসরঙ্গিণীরা কোথায় গেলেন? দেখি, ন্যায়রত্ন খুড়োকে গিয়ে বলি।

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। হে দীননাথ। হে অনাথবন্ধু! অনাথিনীকে পায়ে ঠেল্লে? আমার যে বড় সাধ, তোমায় দর্শন করি। বাঞ্ছাকল্পতরু! আমায় কেন বঞ্চিত কর? আমি অন্ন-ব্যঞ্জন সাজিয়ে এনেছি, এ অন্ন আমি কাকে দেব? তোমায় না দেখতে পেয়ে আমি কেমন করে প্রাণ ধরবো? হে নাথ! অবলার শিরে কেন বজ্রাঘাত কর? কত সইবো? তোমার বিরহে জরজর হয়েছি। আর যে বিরহ সয় না।

গীত

দাও হে দেখা যায় বুঝি এ প্রাণ।
সয় বলে আর কত সহে, নহি ত পাষাণ॥
পতি মম হয়ে অরি,
রাখিয়াছে বন্দী করি,
জগৎপতি তোমারে স্মরি,
নারী আমি যেতে নারি,
এসো এসো হৃদ্-বিহারী,
এ ঘোর দুরূহ বন্ধনে কাতরে কর ত্রাণ॥

চল প্রাণ। কৃষ্ণ দরশনে চল। (মৃত্যু)

ষষ্ঠ দৃশ্য

পথ

ন্যায়রত্ন, বাচস্পতি, তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাবাগীশ

ন্যায়। অ্যাঁ! বল কি বাচস্পতি খুড়ো? আমার ঘরে শ্যামসোহাগিনী? আজ খুনোখুনি কর্ব্বো। স্ত্রী-হত্যা মানবো না।

বাচ। আর বলবো কি? ঢ'লে ঢ'লে প'ড়ে, প্রেমের ঘোরে বিভোর হয়ে সব চলছে। আমার মাগীকে আমি গাছে বেঁধে রেখেছি। ফিরে গিয়ে জল-বিছুটী দিয়ে শাসিত কর্ব্বো। এখন চল, শ্যামরায়ের কাণ ধরে ঘোড়দৌড় করবে চল।

বিদ্যা। আরে বলিস কিরে? আমার ঘরে শ্যামসোহাগিনী? আমি বিদ্যাবাগীশ, আমি বাঘের বাচ্চা, আমার ঘরে ঘোগের বাসা?

তর্কা। দাদা, ওদের ওপর রাগ করো না। সেই গোয়ালা ব্যাটা ভেল্কী জানে। ও রাখাল ব্যাটাদের ঠেঙ্গে ধুলোপড়া দিয়েছিল। এই 'কেনো' আর 'বলা' দু-ব্যাটাকে বেঁধে নিয়ে কংসরাজার সভায় যাই চল।

ন্যায়। অ্যাঁ! আমার ঘরে শ্যামসোহাগিনী? আমার ব্রাহ্মণী, গোয়ালিনী রাধার মত হল? এ্যাঁ! কি সর্ব্বনেশে কথা। এ্যাঁ! কি সর্ব্বনেশে কথা।

তর্কা। দাদা। রাগারাগি করো না। ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরে নিয়ে এসো, নইলে জাত যাবে! ওই গোয়ালিনীদের মত কেলে ছোঁড়ার পেছু পেছু ফিরবে। ঘরে টিকবে না, ভুলিয়ে ভালিয়ে বামনীদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। আর ঐ রাখাল ছোঁড়াদের আচ্ছা করে বিতিয়ে দাও।

বিদ্যা। হামকো নেহি জানতা, রাখাল-গিরী হামারা ঘরমে? খুনোখুনি করেগা। হ্যাঁ, আমি বিদ্যাবাগীশ, বাঘ হয়ে কামড়ায় গা। রাখালের ঘাড়ের রক্ত খাগা। বামনীকো খুন করেগা। আজ দেখ লেগা, দেখ লেগা।

সকলে। দেখ লেগা, দেখ লেগা।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

গোষ্ঠ

কৃষ্ণ ও বলরাম

বল। কানাই, দেখ দেখ, উন্মাদিনীর ন্যায় কে রমণী?—ছিন্নবেশা, আলুলায়িতকেশা, অঞ্চল ধূলায় লুণ্ঠিতা—অন্ন-ব্যঞ্জন নিয়ে ধেয়ে আসচে। চক্ষু পলকহীন, দেহ ছায়াহীন, এ কি কোন দেবী? দেখ দেখ, কে এ পাগলিনী?

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! ব্রাহ্মণী—আমাগতা প্রাণ। ও আমার কাছে আসছিল, ওর স্বামী ওকে

আসতে দেয় নি, বন্ধ করে রেখেছিল। আমার বিরহে প্রাণত্যাগ ক'রে সূক্ষ্মশরীরে আমার কাছে আসছে।

বল। হাঁরে কানাই। তুই কি নিষ্ঠুর, তোর বিরহযন্ত্রণায় ব্রাহ্মণী প্রাণত্যাগ করেছে, তুই কোন উপায় করিস নি? তুই গিয়ে কেন একবার দেখা করিস নি? তা হ'লে তো ব্রাহ্মণীর এ দশা হ'ত না।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! ব্রাহ্মণী আমাগতা প্রাণ, কিন্তু কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত আমায় কেউ পায় না। জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত পাপ পুণ্য দুই-ই ছিল। দুয়েরই ফলভোগ ব্যতীত জীবের মুক্তি হয় না। আমার নাম স্মরণ করেছে, আমি ওকে মুক্তি অপেক্ষা সারবস্তু দিয়েছি। ব্রাহ্মণী আজ ভক্তিময়ী সূক্ষ্মদেহধারিণী।

বল। এর পাপ পুণ্য ক্ষয় হ'লো কিসে?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার স্মরণ, মনন, ধ্যানে যে আনন্দ, সেই আনন্দ উপভোগে ওর পুণ্যক্ষয় হয়েছে, আর আমার বিরহতাপে পাপ দগ্ধ হয়েছে, এখন এই ব্রাহ্মণী ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জ্জিতা, আমার পরম প্রেমের অধিকারিণী।

বিষ্ণুপ্রাণার প্রবেশ

বিষ্ণু। ধর ধর, পূজা ধর, হৃদ্-বিহারী হৃদয়েশ্বর! দাসীকে পায়ে রাখ। এতদিনে নাথ সদয় হলে! দাও দাও, আমার মস্তকে শ্রীচরণ দাও! আমার প্রাণ জুড়াও। বীর বলাই, তোমার কানাইকে আমায় দয়া করতে বল।

বল। দেবি! তুমি কৃষ্ণপ্রাণা, আমি আর কি বলবো?

বিষ্ণু। প্রভু! দয়াময়! সদয় হও। আমার পূজা ধর।

কৃষ্ণ। তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী,—প্রাণ-প্রতিমা!

বিষ্ণু। প্রভু! আবার বল, আবার বল, আমি বিভোর হয়ে শুনি।

ব্রাহ্মণীগণের প্রবেশ

১ ব্রাহ্মণী। মরি মরি, এই যে কানাই বলাই। দেখ দেখ, রূপে নয়ন ভোরে গেল, হৃদয় ভোরে গেল, জন্ম সফল হলো। এই নাও —অন্ন-ব্যঞ্জন নাও।

কৃষ্ণ। তোমাদের ভক্তি-বারি পানে পরিতৃপ্ত হয়েছি, বলাই দাদা পরিতৃপ্ত, রাখালগণ পরিতৃপ্ত।

শ্রীদাম। ভাই কানাই! আর ক্ষুধা নাই। তোর কি আনন্দলীলা! তোর ভক্তের সঙ্গে যে কি ভাব, তা দেবতাদেরও অগোচর।

১ ব্রাহ্মণী। হ্যাঁলা, তোকে তো বেঁধে রাখলে দেখলেম, তুই সবার আগে কি করে এলি?—কোন্ পথ দিয়ে এলি?

বিষ্ণু। দিদি! আমি পাপদেহ ছেড়ে চ'লে এসেছি। যে দেহে আমি কৃষ্ণ-দর্শনে বঞ্চিত হলেম, সে দেহে আবার প্রয়োজন কি? আমি মৃত্তিকার শরীর ত্যাগ ক'রে দিব্যদেহে দিব্য-বস্তু গ্রহণ কত্তে এসেছি।

ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ

বাচ। এই যে প্রেমময়ীরা সারি সারি দাঁড়িয়েছে, এ্যাঁ! তুই কি ক'রে এলি? কে তোকে খুলে দিলে?

বিষ্ণু। আমি কৃষ্ণবিরহে তনু ত্যাগ করেছি, আর তুমি আমায় ধরে রাখতে পার্ব্বে না, আমি রাঙ্গা-পায় আশ্রয় লয়েছি।

বাচ। মরি মরি, কি অপূর্ব্ব মাধুরী! এ সত্যই কি নরদেহধারী গোলোকবিহারী হরি? সত্যই কি অনন্তদেব ধরাতলে বিরাজমান? সত্য—সত্য, আমার অন্তর বোলছে, সত্য। গায়ত্রী দেবী হৃদয়ে বলছে, সত্য। দশদিশি আনন্দধ্বনি ক'রে বলছে, সত্য। তরু, লতা, ফুল, বিহঙ্গরাজি বলছে, সত্য। পবন, তপন, গহন, কানন বলছে, সত্য। লীলাময়!—নরদেহ-ধারী!—ভূভার-হারী! আমি অজ্ঞান, বিদ্যাদম্ভে অন্ধ হয়ে তোমাকে কটু বলেছি, তুমি পতিত-পাবন, পতিতকে পায়ে স্থান দাও। বলাই!—বলাই! অনন্তদেব! তোমার অন্ত আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে কি ক'রে পাব! প্রভু! অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা কর। পতিতকে পদে স্থান দাও।

গীত

নবীন জলধর মান-বিভঞ্জন।
নয়ন কিরণরাজী অরুণ-গঞ্জন॥
চারু চিকুর শিখিপাখা শোভা,

শ্রীমুখমণ্ডল ছানিত প্রভা
ঝলমল কুণ্ডল অনঙ্গ তরঙ্গ অঙ্গ ঢল ঢল,
পীতধটী-বেষ্টিত কটি,
চরণজ্যোতি নাশে অজ্ঞান অঞ্জন॥

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণের গীত

পুরুষ। অজ্ঞান-আঁধার-হরণ হে।
স্ত্রী। প্রেমিক সরোজ হৃদি আসন হে॥
পুরুষ। জয় মুরারি,
স্ত্রী। বনবিহারী,
পুরুষ। কলুষভঞ্জন,
স্ত্রী। রমণীরঞ্জন,
পুরুষ। গিরিধারী,
স্ত্রী। বনহারী,
পুরুষ। দৈত্যমর্দ্দন ভুবনছাদন হে।
স্ত্রী। কুঞ্জে গমন মোহন বাঁশরী-বাদন হে॥
পুরুষ। দুষ্ট-ধৃষ্টদল-ত্রাসন হে,
স্ত্রী। রমানাথ রাধাভূষণ হে॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আয়ানের বাটীর পার্শ্বস্থ কানন

রাধা ও সখীগণ

সখীগণের গীত

চল চল ব্রজের বালা ফুল তোলার ছলে।
বল ক'রে সই আনবো ধোরে দেখা তার পেলে॥
অবলা ভুলিয়ে যেন না যায় আর চ'লে,
বলবো ওহে মন-চোরা,
এবার পেয়েছি ধরা,
বুঝবো লো তার চতুরালী নারীর মনহরা,
জোর ক'রে তায় বলবো দুটো
দেখবো সে শঠ কি বলে
তার চতুরালী ব্রজে কি চলে॥

রাধা। বল বল বল, প্রাণস্বজনি
কোন বনে যাবে সই।
বিশাখা। কুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে, ঢুঁড়িব কালারে
এস এস রসময়ই।
রাধা। কপটে কেমনে ধরিব স্বজনি
শঠ নট মন-চোর।
বিশাখা। কোথা সে পালাবে, ভুবন বেড়িবে
গোপিকা প্রেমেরই ডোর।
রাধা। কি বল না জানি, রাখালে স্বজনি
ধারে কি প্রেমের ধার?
জানে সে কেবল, চরাতে গোধন
জ্বালাতে প্রাণ রাধার।

বৃন্দা। ভেব না ভেব না, এসো না এসো না,
কালা এনে দিব তোরে!
বৃথা দোষ কেন, দাও প্রাণসখি,
প্রেম কে শিখে লো জোরে?
ললিতা। পীরিতি জানে না, তারে প্রাণ দিলি,
কেমন পীরিতি এলো?
শ্যামের পীরিতে মজেনি স্বজনি,
ব্রজে আছে হেন কে লো?
হোগ মেনে সই, শ্যামের পীরিতে,
মজেছে কে তোর্ মত?
রাধা। শ্যাম-কাঙ্গালিনী, নহ কি স্বজনি,
মিছে মোরে বল কত।
ললিতা। সত্যি সখি,
তোর পীরিতে নূতন রীতি।
রাধা। পীরিতি নয় ত নূতন, যে পীরিতি, সেই পীরিতি। পীরিতির এই তো রীতি।— যে পীরিতি করে, সেই তো মজে, কি পুরোনো নূতন বল; পীরিতি নিত্যি নূতন, নূতন রসে ঢল ঢল।
বৃন্দা। হ্যাঁলো, তোর পীরিত এত?
রাধা। এক মুখে সই বলবো কত?

রাধিকার গীত

পীরিতি-নগরে, বসতি স্বজনি,
পীরিতে গঠিত অঙ্গ।
দিবানিশি সই হৃদে প্রবাহিত
পীরিতেরই তরঙ্গ॥
পীরিতি নয়নে, পীরিতি বদনে,
পীরিতি প্রাণে মনে,
মজিব ভজিব, জ্বলিব স্বজনি,
পীরিতি সুখ দহনে;
শ্যামের পীরিতি, নাহি জান রীতি,
বিমোহিত অনঙ্গ,
ওলো রসবতি, শ্যামের পীরিতি,
অনঙ্গ মান-ভঙ্গ॥

[সকলের প্রস্থান।

জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ

জটিলা। হ্যাঁলো—হ্যাঁলো, ফুলের সাজি হাতে ক'রে, সখীর দলে ঢ'লে ঢ'লে বউ-ছুঁড়ী কোথা গেল বলতো?

কুটিলা। জল আনতে পাঠাও, ফুল তুলতে পাঠাও, ফলবে তার ফল তো? এই নেচে নেচে বাঁশী বাজিয়ে গেল।

জটিলা। ওলো—কে লো? কে লো?

কুটিলা। আ মলো, মরণ আর কি! ন্যাকা মাগী! নন্দের কালা আর কে?

জটিলা। ওমা! অবাক্ করেছে! এমন কে কোথায় আর দেখেছে। ওমা! কুলের বউ, কিছুতো বলবে না কেউ? ঐ নন্দের কালার বাঁশী কেউ ভেঙ্গে দেয় না?

কুটিলা। মর মাগী। তোরে যম নেয় না! বাঁশীর কি দোষ? তোমার বউয়ের যে রস, কালার পীরিতে টস টস! আমি কি আর বাঁশী শুনি নি?—আমি সতী সাবিত্রী, ফিরেও চাই নি। নন্দের কালা মরে যদি, তা হ'লে ফিরেও একফোঁটা জল দিতে যাই নি।

জটিলা। হ্যাঁলো, তবে কোথা গেল?

কুটিলা। যেখানে নাগর সাঁসালো—রসালো।

জটিলা। আর তো শাসিত না করলে নয়, কোন দিন কুলে কালি দেবে।

কুটিলা। শাসিত কি করে কর্ব্বে? তোমার ব্যাটা কি তোমার কথা শুনবে?

জটিলা। সন্ধান করে দেখ, আজ হাতে হাতে ধরিয়ে দেব।

কুটিলা। সন্ধান কর্ব্বো?—তোর ব্যাটা কি বিশ্বাস কর্ব্বে? আমি কেবল গাল খেয়ে মর্ব্বো। আমি হার মেনেছি ব'লে ব'লে, যেন কে দিয়েছে কানে সীসে ঢেলে। বলে ব্রজের মাঝে সতী, কমলিনী রাই, ছি ছি, ঘেন্নার কথা, এমন কথায় কি থাকতে আছে ছাই!

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। কুটিলে! তোমার মুখখানি বেশ ঢলঢলে!

কুটিলা। ওমা! একি বালাই—একি বালাই।

কৃষ্ণ। জটিলে! তুমি স'রে যাও! কুটিলে! একবার বদন তুলে চাও!

কুটিলা। গোল্লায় যাও—গোল্লায় যাও!

কৃষ্ণ। দেখ, তোমায় না দেখলে বাঁচিনে, তাই খুঁজে খুঁজে এসেছি।

কুটিলা। ওমা! দ্যাখ একি বলে গো! এর দেখছি যে ভারী বাড়াবাড়ি। এর দেখছি বুকের পাটা খুব বেশী।

কৃষ্ণ। এই দেখ, তোমার পায়ে রাখছি বাঁশী। একবার ফিরে চাও রূপসী!

কুটিলা। মা—মা! আনতো মুড়ো ঝ্যাটা!

কৃষ্ণ। কুটিলে তোমার প্রেমে এত কাঁটা?

কুটিলা। ওগো! এ কি ল্যাটা!

জটিলা। তবে রে কালামুখো নন্দের ব্যাটা! ঝাঁটার চোটে পিটে তোর কর্ব্বো গোটা!

কৃষ্ণ। আমি কিন্তু পড়ে থাকবো কুটিলের পায়!

জটিলা। ওলো তুই স'রে আয়,—ও লোক ভাল নয়; স'রে আয়!

কৃষ্ণ। বিধুমুখি। পায়ে ঠেললে?

জটিলা। আ মর্ কচুপোড়া খেলে!

কৃষ্ণ। তবে আসতে আসতে যাই চলে।

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

কুটিলা। দমবাজী করতে এসেছিল, এখন রাধার কাছে গেল। আয় আয় সন্ধান নিয়ে, দাদার কাছে বলবো গিয়ে।

জটিলা। না লো যাস নি, ও ছোঁড়া বড় মন্দ।

কুটিলা। আ—মর্! ব্রজের মাঝে আমি সতী, আমায় কচ্চেন সন্দ। এইবার ঠিক রাধিকাকে নিয়ে কুঞ্জে যাবে। আমি কুটিলে, আমার চোখে এড়ান পাবে? তই দাদাকে ডেকে আন,.দেখবো কত পীরিতের কান,—হাতে দই, পাতে দই, আর না বলে কৈ কৈ!

জটিলা। তুই ডেকে আন, আমি গুড়ি গুড়ি যাচ্চি, সন্ধান নিচ্চি: তারপর নাক-কান কেটে অমন পোড়া কাটকে যমুনা পার কচ্চি।

কুটিলা। তুই বুড়ী—যাবি গুড়ি গুড়ি, ওরা ছুঁড়ী। আবার এই কেলে ছোঁড়া কোথা চ'লে যাবে দিয়ে তুড়ি। তুই ওদের নাগাল পাবি বুড়ি থু-থুড়ি? ঐ দাদা আসচে, তুই কি দাদাকে বোঝাতে পার্ব্বি? আমিও হার মেনেছি, তুইও হারবি।

জটিলা। পার্ব্বো না? না বোঝে, ওর রাধা নিয়ে থাকুক, ঘর-দোর ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাব।

ওমা! কলঙ্কিনীর হাতের রান্না খাব? গলায় দড়ী—গলায় দড়ী। দড়ী কিনতে কি আর জুটবে না কড়ি? যমুনায় গিয়ে ডুববো, আজ বুঝবো, রাধারই একদিন কি আমারই একদিন! ওমা! কুলের বউ, নাগর নিয়ে নাচবে ধিন ধিন!

আয়ানের প্রবেশ

কুটিলা। দাদা এসেছ, বেশ করেছ!

আয়ান। বেশ কর্ব্বো নাতো কি? তুই বলিস কি?

জটিলা। তবে ঘরে চ'ল, রাধা ভাত বেড়ে দিক, গপাগপ গেলো।

আয়ান। ওরে! তোরা অমন কচ্চিস কেন? মাথা খেয়ে বলনা কথাটা কি?

কুটিলা। তোমার রাধা ঘরে নাই. বাঁশী ডেকেছে পি পি!

আয়ান। দেখ, তুই মুখ সামলে কথা কোস! তুই রোজ রাধার উপর ঠেস দিয়ে কথা বলিস। ভাল চাসতো সামলে বলিস। শ্যামাপুজোর ফুল তুলতে যাবে, কাল আমায় বলেছে। ফুল তুলতে গেছে. মায়ে ঝিয়ে উঠছো নেচে।

কুটিলা। শ্যামাপুজোর ফুল তোলা, না শ্যামের কোলে দোল দোলা। একবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মেটালে হয় ভাল; কুঞ্জ বনে একবার দেখবে চলো। সঙ্গিনী রঙ্গিণী মিলে কেলি হচ্চে; আর চারদিকে তোমার শ্যামাপুজোর ফুল ঝরছে।

আয়ান। দেখ, যদি দেখাতে না পারিস, যদি তোর মিথ্যে কথা হয়, মাথা ভাঙবো হ্যাঁতাল ঠেঙ্গায়!

কুটিলা। একবার দেখে ত্রিভঙ্গিমে, তার পর দিও মাথা ভেঙ্গে। বাঁশী বাজবে রাধার নামে, তোমার রাধা দাঁড়িয়ে কালার বামে। তোমার দেখলে নয়ন জুড়োবে, তার পর তোমায় মা ব'লে মাথা ভাঙবে।

আয়ান। তবে চল,—রাধার এত ছল,—আজ বুঝে নেব।

কুটিলা। শেষটা রাখতে পার; রাধার কথায় না ভোলো, তা হলে ভাল। একা রাধা নয়, তার সঙ্গে আবার চিকণ কালো।

জটিলা। হ্যাঁরে, তুই কি ব্যাটা ছেলে? তোর নাই না পেলে বউটা কি এমন করে?

আয়ান। এই দ্যাখ মরে,—এই দেখ মরে! দেখাতে পারিস তো দেখাবি আয়, নইলে এই লাঠিতে মা বেটীকে দেব সেরে। বেটী যদি মরে, শুদ্ধ হব তেরাত্রির শ্রাদ্ধ ক'রে।

কুটিলা। আর যদি দেখাতে পারি?

আয়ান। আগে দেখবো কেমন প্যারী! একদিন আমারই কি তারই।

গীত

আয়ান। ঘুরিয়ে হ্যাঁতাল ঠেঙ্গা দেব ঝেড়ে।
কুটিলা। মেরো পায়ের গোছে।
আয়ান। কেতিয়ে দেব ঝেড়ে, ফেলবো পেড়ে।
জটিলা। যেন থাকে বেঁচে।
আয়ান। এতনা ভালাকি, হাম সে চালাকী.
আজ ঠেকা-ঠেকি. জাঁক করে লাঠি ঠুকি,
রোজ রোজ এত্তা ফাঁকী,
হাম লোক আজ কেত্তা চালাকী দেখি।
জটিলা। পড়ো না খুনের প্যাঁচে।
আয়ান। নইতো ভেড়ের ভেড়ে
আমি ষণ্ডা এ'ড়ে।
কুটিলা। না মরে মেরো এ'চে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুঞ্জ

রাধিকা ও সখীগণ

রাধা। সই! কৈ আমার কালা কৈ? কৃষ্ণ তো কুঞ্জে নাই? সই! শ্যাম আমার কৈ? জল আনা ছল, ফুল তোলা ছল, সকলি আমার বিফল হলো. কালাচাঁদ আমার তো কুঞ্জে নাই! সই! এত জ্বলি, তবু তারে ভুলবো মনে করলে জগৎ আঁধার দেখি। সই! ভুলতে চাই নি, জ্বলতে চাই। এ কি হ'লো, আমার সুধার আশায় গরল উঠলো।

গীত

সই সাধে হৃদে আগুন জ্বেলেছি।
আদর ক'রে কালসাপিনী
বুকে নিয়ে খেলেছি॥

নাহি জানি সুধার আশা,
পিয়াসে চাই পিয়াসা,
জ্বলে মরি তবু করি শ্যাম-প্রেমের আশা,
বিরহে যতন ক'রে, আশা জলে ফেলেছি॥

বিশাখা। সই! কমল ফুটলে মধুকর দূরে থাকে না। কুঞ্জবনে কমলিনী ফুটেছে, সৌরভে কাল-ভ্রমর এলো বলে! সই, তুইও তার জন্যে যেমন ভাবিস, সেও তোর জন্যে তেমনি ব্যাকুল। আমি সুবলের মুখে শুনেছি, সে চাঁপাফুল দেখে তোর বর্ণ মনে ক'রে ঢ'লে পড়ে। চাঁদ হেরে চক্ষের জলে ভেসে যায়। রাই! এক হাতে তালি বাজে না। রসিকে অরসিকে কখন মেলে না। তুমি ভেবো না, তোমার কালা এলো বলে।

ললিতা। ওলো! তুই হালকা হয়েই সব মজালি। পুরুষের কাছে আলগা হলেই সেই পেয়ে বসে। সে আসবেই আসবে। আজ তারে একটু শিখিয়ে দিস। একটু মুখ ঢেকে বসিস, কথা কসনি। দ্যাখ, সহজে রত্ন পেলে তার যত্ন থাকে না। তুই তারে দেখলেই ম'জে যাস, সেও পেয়ে বসে।

রাধা। তোদের কথা শুনে আমার মনে হয়, আমি মান করি, কিন্তু আমার মান তো নাই। আমার মান অভিমান তার পায়ে দিয়েছি। সে কাছে আসবে, আমি কেমন ক'রে মুখ ঢেকে থাকবো? সে কথা কইবে, আমি কথা না কয়ে কেমন ক'রে থাকবো? সে সাধবে, আমি কেমন ক'রে প্রাণ বাঁধবো। আমি যার মানে মানী, তার উপর মান কি সাজে সই?

বিশাখা। দেখ ভাই, আমিও কালাকে ভালবাসি। তাকে দেখতে ভালবাসি। সাধ হয় যে, তার পায়ে লোটাই। কিন্তু সে কাছে এলে মনে হয়, ধিক্—নারীর জন্মই ধিক্। সে আমায় যখন চায় না, আমি কেন তাকে চাই? একবার মনে হয়, সে কথা না কইলে আমি কেন কথা কইবো? সে না সাধলে আমি কেন সাধবো? হ্যাঁলো! এ সাধ কি তোর হয় না?

রাধা। ওলো, আমি আত্মহারা, আমি যে সব ভুলে যাই।

বিশাখা। না ভাই, আজ তাকে একটু শিখিয়ে দে।

ললিতা। ছি,—ছি! তোর পীরিতে ছি! একেবারে আলগা হলি লা? পীরিতের প্রধান অঙ্গ মান, নইলে, নারীর মান থাকে না;—সখি! তুমি এ কথা কি জেনেও জান না?

রাধা। জানি সই! কিন্তু পারি কৈ? সে কি এত নিষ্ঠুর, এখনও এলো না? যা হবার হবে, তবে সই আর তার সঙ্গে কথা কব না। ছি—ছি! বার বার কেন মান খোয়াব?

ললিতা। সই! ঐ কালা আসছে।

রাধা। আসুক, আর আমার গঞ্জনা লাঞ্ছনা সয় না!

ললিতা। দেখিস, সামলে থাকিস, যেন দু'নৌকায় পা দিস নি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে, রাধে, প্রাণময়ি প্রেমময়ি রাধে!

সখীগণের গীত

কালাচাঁদ লাজ কি হলো না।
পেয়ে অবলা বালা এত ছলনা॥
তোমার তরে কুঞ্জে ফিরে,
ভাসে রাই নয়ন-নীরে,
শয়নে স্বপনে রাই সদাই শিহরে,
বিরহে জরজর
কালী—সোণার কলেবর,
ছল জানে না কমলিনী সরলা ললনা
কালো তার সকল কালো, কিছু ভাল না॥

শ্রীকৃষ্ণ। কেন কেন, মান কেন রাই? আমি তো তোমার জন্য উন্মত্ত হয়ে ফিরছি। শত শতবার বাঁশী বাজিয়ে তোমাকে ডাকছি। তোমার জন্য আয়ানের দ্বারে শতবার গিয়েছি। তোমার সন্ধান পাই নি, আমি বনে বনে কেঁদে বেড়াচ্ছি। রাধে! আমায় চরণে স্থান দাও, কথা কও। তোমায় না দেখে আমার পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়। রাখালের প্রাণে কেন শেল হেনেছ, অঞ্চলে কেন চন্দ্রানন ঝেঁপেছ?

কৃষ্ণের গীত

ওহে প্রেমময়ি,
অঞ্চলে ঢেক না হে বদন।
বুঝি না মনোবেদনা, জানি না হবে এমন॥

কি মম মনোবেদনা, রাই কেন জেনে জান না,
দিবা-নিশি তব সাধনা,
বুঝে কি তোর মন বোঝে না,
প্যারী লো তোর মান সাজে না,
দিও না যন্ত্রণা, করো না গঞ্জনা,
সয়েছি হে সহে যত
তবু কি হ'ল না তোর মনের মতন॥

রাধা। কালাচাঁদ মান কি আমার সাজে।
বন-মাঝে বাজাও বাঁশী হৃদয়-মাঝে বাজে॥
দেখতে সাধ কেমন তোমার মোহন বাঁশরী।
কেমনে বাজে বাঁশী হৃদয়-সাধ যায় ভরি॥
শিখতে সাধ মোহন বাঁশীর নাদ।
সাধে বাদ সেধো না হে শিখাও কালাচাঁদ॥
না জানি মোহন বাঁশী কি ফাঁসী জানে।
যে নাদে কুলাঙ্গনা ভাসিয়ে দেয় মানে॥
কুলমান ভেসে যায় হে যে বাঁশরী রবে।
শিখলে বাঁশী, তোমায় বেঁধে রাখবে
হে তবে॥
তোমার মোহন বাঁশী মনোমোহিনী স্বর।
স্বরে প্রাণ উদাসিনী ভাসিয়ে দিছি ঘর॥
গহন গগন, পবন তপন, বাঁশরী রবে
উদাসী।
বাজাতে শিখবো হে শ্যাম
দাও তোমার বাঁশী॥

বাঁশী কাড়িয়া লওন

গীত

রাধা। মোহন বাঁশরী কি গুণ জানে।
রবে জলাঞ্জলি কুল মানে॥
কৃষ্ণ। তব বিরহ বাঁশরী সহিতে নারে,
রাধা রাধা বলি ঘন ফুকারে;
রাধা। রাধা ব'লে বাঁশী যেন বাজে না
বাজে না,
ননদিনী তাপিনী কত সহি যাতনা,
করো মানা;
কৃষ্ণ। রাধা নাম করে মুরলী কামনা,
রাধা। কর মানা
কৃষ্ণ। মানা মানে না,
উভয়ে। একি একি প্রেমে মানা কি মানে॥

ললিতা। রাই! আর তোর কথার ছলায় কাজ নেই। একবার তুই বামে দাঁড়া, দেখে আমরা নয়ন সার্থক করি।

রাধা। ছি ছি, সই! তুই কি বলিস?

ললিতা। অত কাজ নাই, আয় ভাই এক-বার চক্ষু জুড়াই, সখীভাবে মাধবকে দেখে প্রাণ জুড়াই।

গীত

দেখ লো মাধবী সই মাধবের বামে,
নয়নে খর শর রাই হানে প্রাণে।
শ্যাম তো যেমন তেমন,
বাণ হানে কুটিল নয়ন,
এ রণে বোঝাবুঝি দেখবো লো কেমন,
নীরদে সৌদামিনী
তমাল বেড়ে হেমাঙ্গিনী
কুঞ্জবন আমোদিনী এ যুগল ঠামে॥

রাধা। সই—সই! তোরা স'রে যা। ঐ দেখ, শমন সমান আয়ান আসছে। পাপিনী শাশুড়ী, সাপিনী ননদিনী—ঐ দেখ, কুঞ্জে প্রবেশ কর্ব্বে। সই, তোরা সরে যা, আমার অদৃষ্টে যা আছে, হবে।

ললিতা। তোরে ছেড়ে আমরা স'রে যাব? রাইরে, এমন বজ্রাঘাত কেন করিস? কালাচাঁদ তোর কাছে, আমরা কালার সখী। যাঁর নাম নিলে বিপদভঞ্জন হয়, সেই বিপদভঞ্জন তোরে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছে। সই! আমাদের আর ভয় কি? শত আয়ান এসে আমাদের আর কি কর্ব্বে? জটিলা-কুটিলা এসে জটিল বুদ্ধিতে আপনারাই জড়িয়ে পড়বে। কলঙ্কভঞ্জন! আজ রাধার কলঙ্কভঞ্জন কর। মধুসূদন, আজ বিপদে শ্রীরাধায় পায়ে রাখ।

গীত

রাধা। দেখ রাখ ওহে শ্যাম।
শুন ঘন-গর্জ্জন আয়ান দুর্জ্জন,
আসে সত্বরে দম্ভ-ভরে
শমন সমান, বধিতে এ প্রাণ,
রাখ বিপদে শ্রীপদে গুণধাম॥
কুটিল কুটিলা মতি, জটিল জটিলা অতি,
পথ দেখায়ে, আসিছে ধেয়ে ধেয়ে,
রোষবশে আলুথালু কেশপাশে
লুণ্ঠিত অঞ্চল, শ্বাসে খসে গরল,
রোষ-রঞ্জিত আয়ান বদনে,

হের হে বিপদ-মর্দ্দন—
হে হৃদি-রঞ্জন, কলঙ্ক-ভঞ্জন,
বিধি মোরে বাম, না পূরিল কাম,
ডরে অন্তর কাঁপে অবিরাম॥

কৃষ্ণ। প্রেমময়ি রাধে! তুমি কেন চিন্তা কচ্চো? তোমার চন্দ্রবয়ান মলিন ক'রো না। শত আয়ানে তোমার ভয় কি? আজ কুঞ্জবনে আয়ান তোমার পূজো কর্ব্বে। প্রাণেশ্বরি! ভেবো না। জটিলা যতই জটিলা হোক, কুটিলা যতই কুটিলা হোক, জটিলতা-কুটিলতা আমি সুদর্শনে ছেদন করি। প্যারি!—হৃদয়েশ্বরি! দুর্জ্জন আয়ানকে তোমার ভয় কি?

গীত

ভেবো না ভেবো না কমলিনী
তুঁহু মম হৃদি-সরোবর-নলিনী;
হয়ো না হয়ো না মলিনী!
বাঁশরী হইবে করে অসি,
অধরে অট্টহাসি দিক প্রকাশি,
নরকরকিঙ্কিণী কটি-সুশোভিনী,
হের বরাঙ্গনা ঘোরা রণরঙ্গনা
কাননে সাজিব নৃমুণ্ডমালিনী॥

জটিলা, কুটিলা ও আয়ানের প্রবেশ

কুটিলা। দাদা! দেখ না—দেখ না, ঐ রসময়ী রাই শ্যামপ্রেমে ঢল ঢল, দেখ না। ঐ রঙ্গিণী সঙ্গিনী শ্যাম-কাঙ্গালিনী সব দেখ না; তুমি বল না, যে আমি ননদী, আমি মিছে কথা কই?

জটিলা। তুই বলিস না—আমি বউ-কাট্‌কী? এই চক্ষের উপর দেখ। তোমার রাধা শ্যাম-প্রেমের রসময়ী! আজ কুলের কালী ঘোচা, আজ খুব শাসিত কর! ওমা! ঘরে পরে লাঞ্ছনা আর সয় না।

কুটিলা। আ মর্ মুখপুড়ী! বকছিস কেন? আজ দাদা দেখুক। চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচুক, দেখুক ওর রাই কেমন সতী!

আয়ান। আজ দেখে নেবো—দেখে নেবো। আজ হ্যাঁতাল ঠেঙ্গা কেতিয়ে ঝাড়বো। রাধি! —খ্যাঁদী, বাঁদী! আর তোমার কথায় ফাঁদে পা দি! আজ হাতে হাতে ধরেছি, আর যাবি কোথা? সব তো সত্যিকথা, কুটিলা তো ঠিক বলে। তুই আমার ঘরণী, তোকে ভুলিয়ে আনলে নন্দের ছেলে! তোরেও সারবো আর রাখালীও বার কর্ব্বো।

শ্রীকৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ

বিশাখা। চুপ কর, চুপ কর। কালীপূজোর ব্যাঘাত করো না!

আয়ান। কালীপূজো কি রে?

বিশাখা। দেখছো না, রণ-রঙ্গিণী শ্যামা কুঞ্জবনে বিহার কচ্চেন?

কুটিলা। ওমা—শ্যাম যে শ্যামা হয়েছে গো।

জটিলা। আর বলিসনে বাছা! আমার মাথা কচ্চে ভোঁ ভোঁ।

কুটিলা। ও মা, এ কি হলো!

জটিলা। আমার ঘাম বেরুচ্চে গলগল। আয়ান, এখনি হ্যাঁতাল ঠেঙ্গা ঝাড়বে, আর মায়ে-ঝীকে বনের ভেতর পাড়বে।

কুটিলা। ও মা, একি হলো!

জটিলা। আর কি হলো, কপাল ফাটলো।

আয়ান। রাধে,—রাধে!

রাধা। শ্যামাপূজোর ব্যাঘাত করো না, আমি ধ্যানে আছি!

কুটিলা। ও, মা! একি ভোজবাজী—আমি গিছি গিছি।

আয়ান। দাঁড়াও তোমায় তিন শোঁটা লাগাচ্চি।

রাধা। স'রে যাও, স'রে যাও, আমি শ্যামা-পূজো কচ্চি। ব্যাঘাত ক'রো না, আমার ধ্যান ভেঙ্গে যাবে।

আয়ান। দেখ রূপসী প্রাণপ্রেয়সী, তুমি ক'সে ধ্যান কর। আমি প্রণাম ক'রে চলে যাই। আজ এই বেটীকে আর এই ছুঁড়ীকে—দুটোকে ক'সে শোঁটা লাগাই।

কুটিলা। ও মা! চল!—পালাই পালাই! নন্দের ব্যাটা অনেক ছল জানে।

জটিলা। বুড়োবয়সে না অপঘাতে মরি! এখন বাঁচলে হয় প্রাণে প্রাণে।

আয়ান। মা ব্রহ্মময়ী, ত্রিতাপহারিণী তারিণী
শব-শিবাসনা দনুজ-দলনা।
ঈশ্বরী উমা উমেশ-ললনা॥

চরণাম্বুজদামিনীপ্রভা।
সাধক-হৃদয় শ্যামা মনোলোভা॥
অসিকরা চাহ করুণা-নয়নে।
আয়ানে রেখ মা রাজীব-চরণে॥

রাধে! তুমি আমার কুললক্ষ্মী। আমি অজ্ঞান, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। জটিলা কুটিলা, তোমার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক অর্পণ করে। শ্রীমতি! আমার অকলঙ্ক শশী! তুমি কাননে নির্জ্জনে মা ত্রিলোকেশ্বরীর পূজা কর। ভুবন-মোহিনি—ব্রজ-আমোদিনি, আয়ানের নয়না-নন্দ-দায়িনি! জটিলা-মন্ত্রে, কুটিলা-তন্ত্রে আমি তোমায় সন্দেহ করেছিলেম, আমায় মার্জ্জনা কর।

বিশাখা। পূজার ব্যাঘাত হচ্চে, কৃপা ক'রে আপনারা স্থানান্তরে যান।

কুটিলা। মা! প্রাণ বড় ধন, যেদিকে পথ পাস, পালা—আমিও সটকালুম।

জটিলা। বাবা রে! এখনি হ্যাঁতাল ঠেঙ্গা ঝাড়বে। [উভয়ের প্রস্থান।

আয়ান। রাধে—রাধে। মা রণরঙ্গিণীকে ব'লো, আমায় মার্জ্জনা করেন।

বিশাখা। তোমার ভয় নাই, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে গৃহে যাও, রাধা এখন ধ্যানে আছে, পূজা সাঙ্গ করে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বে।

আয়ান। মা অভয়ে! অভয় দাও, আমি বড় অপরাধী।

বিশাখা। যাও—যাও, গৃহে যাও, পূজার ব্যাঘাত ক'রো না।

[আয়ানের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (নিজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক) শ্রীরাধে! এখনো কি তোমার ধ্যানভঙ্গ হলো না?

রাধা। শ্যামের ধ্যান কি আমার শতজন্মে ভঙ্গ হবে?

কৃষ্ণ। আর কেন ভাণ? হৃদয়েশ্বরি! আমার হৃদয়ে এসো। তোমার কলঙ্কভঞ্জন হয়েছে।

রাধা। আমি তাতে সুখী নই। শ্যাম-কলঙ্কিনী নামের চেয়ে আমার প্রিয় নাম আর নাই।

কৃষ্ণ। প্রাণেশ্বরি! এসো, তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দি।

রাধা। আমার হৃদয়ের কুসুমাঞ্জলি লয়ে তবে পুষ্পাঞ্জলি দিও। শ্যাম হে! তুমি কি জান না, তুমি রাধার সর্ব্বস্বধন?

বিশাখা। নে লো নে, হাত ধ'রে টানাটানি ক'চ্চে, ওঁর আর মন ওঠে না।

রাধা। সখি! তোদের কথাতো ছাড়তে পারবো না।

বিশাখা। ওঁর তো মন নয়, উনি শুধু আমাদের কথায় উঠে দাঁড়াচ্ছেন। নে ভাই—তাই সই। একবার বামে দাঁড়া, আমরা দেখে জুড়ুই।

(যুগল-মূর্ত্তি)

সখীগণের গীত

যুগল চাঁদ হের পঙ্কজোপরে।
শতদলে শত চাঁদ বিহরে॥
কান্তি পঙ্কজ মুখ সুধাকর,
চাঁদে চাঁদে সুধা পিয়ে আঁখি-চকোর,
ভাব হেরি সই আপন পাসরি
প্রেমিক প্রেমিকা খেলা হৃদয়-বিভোলা
চাঁদে চাঁদে কুমুদিনী চিকুরে,
কৌমুদী হৃদয়-আঁধার হরে॥

যবনিকা পতন

ধ্রুব-চরিত্র

[পৌরাণিক নাটক]

(২৭শে শ্রাবণ, ১২৯০ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত পাত্র ও পাত্রীগণ

পুরুষ-চরিত্র

উত্তানপাদ (রাজা)। ধ্রুব (সুনীতির গর্ভজাত রাজার পুত্র)। উত্তমকুমার (সুরুচির গর্ভজাত রাজার পুত্র)। নারদ (দেবর্ষি)। মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, পবন, মদন, নন্দী, ভৃঙ্গী, মন্ত্রী, বিদূষক, বালকগণ, সৈনিক ও ভূতগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

সুনীতি (জ্যেষ্ঠা মহিষী)। সুরুচি (কনিষ্ঠা মহিষী)। দীর্ঘিকা (রাক্ষসী)। লক্ষ্মী, মুনি-পত্নী, বিদ্যাধরীগণ, সুরুচির সখীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাংক

সুরুচির কক্ষ

সুরুচি

সুরুচি। বৃথা বেণী বাঁধিনু যতনে,
অংগরাগ বিফলে করিনু
কণ্টক না ঘুচিল আমার,
নাহি গেল ছোট রাণী নাম।
ছোট—ছোট—ছোট—
ছোট হ'য়ে চিরদিন কেন রব?
একমাত্র অধীশ্বরী যদি নাহি হই,
কি কাজ এ রাজ্যভোগে?
পুরুষ চঞ্চলমতি,
কি জানি যদ্যপি পুনঃ চাহে সুনীতিরে,
পূর্ব্বপ্রেম, যদি পুনঃ জাগে!—
এবে রাজা বশীভূত মম,
পারি যদি সুনীতিরে করি দূর।
কত দিন চিন্তায় কাটাব কাল?
সুনীতিরে দিক্ বনবাস,
নহে আমি যাব রাজ্য ত্যজি।
বৃদ্ধ স্বামী অর্দ্ধ অংশ তার,
থার ঢালি এ পোড়া কপালে!—
নৃপতির মন আজি পরীক্ষা করিব।
নিত্য বলে—"আমার আমার।"
যদ্যপি আমার,—
অংশ কেন দিব সতিনীরে?
ঐ বুঝি আসিছে ভূপাল,
রহি আমি ক্রোধভরে।

উত্তানপাদের প্রবেশ

উত্তান। কেন কেন প্রাণপ্রিয়ে, ধরণী-শয়নে?
কুসুম-শয্যায় ব্যথা তব লাগে কায়,
ধরি পায়,—
বল না আমায়, কি মনোবেদনা তব?
অন্ধকার নেহারি সংসার,—
রোষাগারে কেন রাণী?
হে প্রেয়সি, হৃদয়ের মসি করি দূর,
হাসি হেরি চাঁদমুখে।
কিংকর তোমার পদ-প্রান্তে—
দেখ লো রূপসি!
সুরুচি। মহারাজ!
বাক্যবাণে জরজর প্রাণ মোর,
সহিতে না পারি আর!
রাজ্য-সুখে কাজ নাই,
পিত্রালয়ে দেহ পাঠাইয়া।
উত্তান। এ কি কথা কহ, চন্দ্রাননে!
কার হেন কুবুদ্ধি ঘটিল,
কটু কথা কহিল তোমারে।
সুরুচি। রাখ ছল, হে ভূপতি! মিনতি চরণে,
যাব আমি পিত্রালয়ে;
জানি আমি সুনীতি তোমার প্রিয়,
নিত্য নিত্য কত সহি
অন্তরের জ্বালা অন্তরে গোপনে রাখি;
তব মুখ চাহি,

কভু কোন কথা নাহি কহি।
সুনীতির সনে,
এক গৃহে আর না করিব বাস।
উত্তান। কি কাজ তোমার বল এক গৃহে,
রহি,—
স্থানান্তর করিব তাহারে।
সুরুচি। প্রধানা মহিষী তব,
স্থানান্তর কি হেতু করিবে তারে?
আমি যাই পিত্রালয়ে,
মিছা ভাণ ক'রো না রাজন্!
উত্তান। তুমি প্রিয়ে, প্রাণের অধিক;
প্রধানা মহিষী কেবা?
আহা, শেল সম বাক্য তার—
কত তুমি সহেছ সুন্দরি!
সুরুচি। মহারাজ!
প্রাণের বেদনা পরে কি বুঝিবে বল?
তবু প্রাণ বুঝে না আমার,
যার তরে অন্তর অঙ্গার,
সে তো কভু নাহি চাহে;
মহারাজ, বুঝেছি সকলি,—
কথার মহিষী আমি
প্রাণের মহিষী তব সুনীতি সুন্দরী।
নাহি জানি কেন এ কথার ভাণ,
সত্য কথা কহিতে কি দোষ?
বলিলেই হয়, মনে নাহি ধরে মোরে,
আমি নারী, কি করিতে পারি!
উত্তান। প্রিয়ে, কিসে তব জন্মিবে প্রত্যয়,
প্রাণ দেখাবার নয়,
নাহি জানি জান কি মোহিনী,
দাস তব পদে আমি।
সুরুচি। সত্য রাজা, দেখাবার নয় প্রাণ,
নাহি জানি, কেন নিত্য সহি অপমান।
প্রাণ দেখাইতে চাহ?
কহ কি দেখাবে নরপতি?
সে তো আর নাহি তব পাশে,
বাঁধা সুনীতির ঘরে।
উত্তান। বাঁধা প্রাণ রূপ-ফাঁদে তোর;
ছি ছি প্রিয়ে! ত্যজ মান, ত্যজ অভিমান,
সুনীতি কি দাসী-যোগ্য তোর?
নয়নের শূল সে আমার,
সত্য মোরে বল, প্রাণেশ্বরি!
কভু কি দেখেছ মোরে সুনীতির ঘরে?
সুরুচি। কেন আর থাকে বাকী!
যদি ইচ্ছা হয়, কহ মোরে মহারাজ,
মানময়ী সুন্দরী তোমার,
করিতেছে অভিমান,
পায় ধ'রে এস হে সাধিবে তারে।
নারী ভুলাইতে পার, রাজা, বিধিমতে,
ভুলাবে আমায় নহে বড় কথা;
যাও বা না যাও কেমনে জানিব আমি?
উত্তান। অসংগত কথা তব,—
নিশি-দিন আছি তব পাশে।
সুরুচি। অসংগত সকলি আমার,
নহে পতি কেন বাম মোরে!
কারে তুমি ভুলাও ভূপাল,
সুনীতিরে নাহি তব প্রয়োজন,
তবে রাজপুরে কি হেতু বসতি তার?
দ্বন্দ্ব করে সুনীতি আসিয়ে,
বুঝাইতে আস মোরে।
কাজ নাই কথার ছটায়,
কথায় হে কাঁদে প্রাণ;
কপটতা কেন কর আর?
উত্তান। ভাল, কথায় নাহিক কাজ,
কিসে তৃপ্তি হইবে তোমার?
সুরুচি। তৃপ্তি মম তুমি মহারাজ:
কিন্তু তুমি তো পরের—
সে তৃপ্তি কেমনে পাব?
উত্তান। পায়ে ধরি ত্যজ রোষ প্রিয়ে!
সুরুচি। রোষ কিবা,
সুনীতির সনে আর না রব এখানে।
উত্তান। ভাল প্রিয়ে, অন্য স্থানে,—
রম্য উপবনে রহিব তোমারে ল'য়ে।
সুরুচি। নাথ, মনোভাব গোপন না রহে সদা;
প্রধানা মহিষী সেই রবে অন্তঃপুরে,
আমি যাব বনে না কোথায়?
উত্তান। বল যদি, তারে রাখি অন্য স্থানে।
সুরুচি। বলায় কি কাজ আর,
মোরে রেখে এস বনে।
রাজপুরে না রবে জঞ্জাল,
হায়, এত ছিল কপালে আমার!
উত্তান। প্রিয়ে, রম্য উপবন!—বনে?
প্রাণ ধ'রে এ কথা কি কহিবারে পারি?
কহ যদি,
আজি সুনীতিরে পাঠাইব স্থানান্তরে।

সুরুচি। কোথা, রম্য উপবনে?
নির্জ্জনে সে স্থানে কেলি।
উত্তান। কিছুতে না উঠে তোর মন।
পায়ে ধরি—মুছ হে বয়ান,
যেখানে কহিবে তুমি পাঠাইব তারে।
সুরুচি। ইস্! যেখানে কহিব?—
দেখ রাজা, এখনি পড়িবে ধরা।
কাজ কি কথায়,
বোঝা যাবে এখনি সকলি।
বনে দিতে পার তারে?
উত্তান। বনে?
বনে পারি দিতে পাঠাইয়ে,
কিন্তু নিন্দা হবে তাহে।
সুরুচি। মহারাজ, আগে হ'তে জানি
এ উত্তর,
নূতন কোন্দল নহে আজি,
ডরে সুনীতিরে নাহি কহ কোন কথা,
নিত্য ছলে বুঝাও আমায়।
উত্তান। পায়ে ধরি, উঠ লো সুন্দরি!
সুরুচি। মানা করি, ছুঁও না আমায়,
সুনীতি করিবে ক্রোধ।
শুন রাজা, অনেক সহেছি,
আর না সহিতে পারি।
উঠিতে—বসিতে—
সুনীতির বাক্য আর নাহি সহে।
বুঝিয়াছি—নহি আমি রাণী,
বনে যাব, রব একাকিনী,
মনোব্যথা ক'ব তরুলতাগণে;
ছি ছি, ধিক্ প্রাণ,
মুকুরে দেখিলে মুখ
সতীনে কু-কথা কহে;
যদি বাঁধি বেণী—সতিনী তাহাতে বাদী;
আমি যাব বনে, তাহে নিন্দা না রটিবে;
নহি তো মহিষী,
একদিন ছিলাম ক্রীড়ার দাসী;
গিয়েছে সে দিন,
নাহি সে বদন চারু মোর,—
নয়নে নাহিক রাগ;
অনুরাগ ফুরায়েছে তব।
রাজপুরে কি হেতু রব আর?
উত্তান। কি কথায় কি কথা তুলিছ প্রিয়ে?
সুরুচি। নাথ, ছাড় মোরে, এখনি বিদায় হব।

উত্তান। ধৈর্য্য ধর প্রাণেশ্বরি!
সুনীতিরে দিব প্রতিফল।
সুরুচি। নাথ, কিবা দিবে প্রতিফল?
যে অনল জ্বলে বাক্যে তার
প্রাণ ত্যাগ বিনা কভু না শীতল হবে;
নিশ্চয়ই যাইব, কেন মিছে রাখ ধ'রে?
উত্তান। শোন প্রিয়ে, শান্ত কর ক্রোধ,—
যা কহিবে তাহাই করিব,
সেই শাস্তি দিব—
শান্ত হও প্রাণেশ্বরি!
সুরুচি। ব'লেছে সতিনী মোরে,
পাঠাইবে বনে,
তোমা হ'তে সে জ্বালা না নিভিবে আমার,
কিবা শাস্তি দিবে তুমি তারে,
সত্য কহি,
অন্ততঃ দিনেক যদি যায় সেই বনে,
তবে রব তব পুরে;
নহে রাজা এই শেষ দেখা।
উত্তান। ভাল, তাই হবে।
সুরুচি। রাখ ছল,
আগুনে কি হেতু ঘৃত ঢাল?
উত্তান। না না, সত্য কহি।
সুরুচি। ভাল, পাল সত্য তবে খাব
অন্নপানি।
[অপর-কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধকরণ।
উত্তান। প্রিয়ে, প্রিয়ে, শুন কথা!
(নেপথ্যে) সুরুচি। রাজা, কথা কব,
নেভে যদি জ্বালা,
নহে অনশনে ত্যজিব এ প্রাণ।
উত্তান। কথা শুন—ধরি পায়।
(নেপথ্যে) সুরুচি। পায়ে ধরা রীতি তব,
পায়ে ধর স্থানান্তরে গিয়ে।
উত্তান। প্রিয়ে, প্রিয়ে!—
আর না উত্তর দিবে!
বিষম জঞ্জাল, উপায় করিব কিবা?
সুনীতিরে বার বার করিয়াছি মানা
কথা না কহিতে এর সনে।
সত্য—ভ্যান্ ভ্যান্—
এক কথা শতবার আছে সুনীতির;
দিব বনে দিনেকের তরে,—
বড়ই কাঁদিবে।

সুনীতির পতিভক্তি কহে সবে;
কিন্তু তৃপ্তি মোরে নাহি দেয় তিল।
তুই আপনি বিবাহ দিলি,
কোথা ফেলি তারে?
বনে—দোষ কিবা?
অর্থবলে বন হয় অট্টালিকা।
যাক্ স্থানান্তরে,
রহুক কয়েকদিন।
সুরুচির বড় অভিমান,
আসিলাম বিলাস-আশায়,
দেখ প্রাতঃকালে গেল রোষে;
পায়ে ধরি তবু কথা নাহি শুনে।
মন্ত্রীরে শুধালে—মন্ত্রী কভু না কহিবে,
দিব বনে—
(প্রকাশ্যে)
কথা কও বা না কও, শুন প্রিয়ে,—
সুনীতিরে দিব বনে,
তা হ'লে তো হবে তোর?
কোন কথা নাহি কবে।
যাই, কিন্তু কি বলিব সুনীতিরে?

[প্রস্থান।

দর্পণহস্তে সুরুচির প্রবেশ

সুরুচি। সাধে কি রে বেণী তোরে বাঁধিতে যতন,
সাধে কি অধরে করি রাগ?
আরে রে নয়ন,—
তোর ধার শুধিতে নারিব;
বুঝি তোরে—যদি সতিনী রে হয় দূর।
পড়েছে সংকটে—আজ 'নহে কাল।
এসেছিল বিলাস-আশায়,
মনোগুণ কত দিন চেপে রবে?
পুরুষ অবোধ,
ভাবে, পায়ে ধ'রে নারীরে করিবে বশ!
পায়ে ধ'রে ফিরে অঞ্চলের ধারে;
দেখি কত দূর হয়।
অবশ্য পাঠাবে,
নহে কেন এত—কেন কথা কব?
বৃদ্ধ পতি ভাগাভাগি তার,
এ হ'তে বৈধব্য ভাল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর—সুনীতির কক্ষ—মন্ত্রী ও সুনীতি দণ্ডায়মানা

মন্ত্রী। দেবি! আসিয়াছি বন্দিতে চরণ,
কল্যাণ করুন মাতা,
নিবেদন চরণে মা মোর,
আমা হ'তে রাজ্যভার আর না সম্ভবে।
রাজকার্য্যে রাজা উদাসীন,
কার্য্যকথা কহিলে কহেন কটু,
সিংহাসনে প্রজাগণে দেখিতে না পায়;
আমারে না মানে,
শঠজনে করে উত্তেজনা;
নিয়মিত কর নাহি দেয় সবে;
ব্যয় অতিশয়, রাজকোষ শূন্য তায়;
হেরি বিশৃঙ্খল,
অরিদল প্রবল মা চারিদিকে;
কর্ম্মচারী সশঙ্কিত সবে,
কবে কার্য্যচ্যুত হবে,
ছোটমাতা কবে করিবেন রোষ;
কুনয়নে পড়িলে তাঁহার,
নাহিক বিচার—রাজদণ্ডে সর্ব্বনাশ!
হতাশ এ সমুদয় রাজ্যময়;
উপায় না পাই,
তাই মাতা, তোমারে সুধাই,
কি করিব কেমনে ফিরাব ভূপে!
সৈন্যগণ—
রাণীর প্রভাবে স্বেচ্ছাচারী সবে,
নিত্য করে প্রজার পীড়ন;
কোন দিকে না দেখি মঙ্গল।

সুনীতি। বল মন্ত্রি, আমা হ'তে কি হবে উপায়?
রাজা আর নহে তো আমার,
শ্রীচরণ তাঁর কভু নাহি দেখা পাই।
ভেঙেছে কপাল,
এ জঞ্জাল আপনি করেছি—
পরে বিলায়েছি,
আর কোথা পাব প্রাণনাথে?
করিয়ে মিনতি পাঠাইলে দূতী,
নৃপতি কহেন কটু;
রূপমোহে মুগ্ধ তাঁর প্রাণ!
আমি যে দুখিনী, নহি আর রাণী,

নৃপমণি ঠেলেছেন পায়;
মনোব্যথা লজ্জায় না কহি কারে।
আঁখি-বারি অঞ্চলে নিবারি,
পাছে কেহ দেখে আসি।
মন্ত্রী। তবে আর উপায় না দেখি।
সুনীতি। মন্ত্রি,
ফণিনীরে আপনি আনিনু পুরে;
দুগ্ধ দিয়ে যতনে পুষিনু—
দংশিতে হৃদয়ে মোর!
চিরদিন নৃপতির সন্তানের সাধ,
অভাগিনী, নারিনু সন্তান দিতে কোলে!
তাই মাটী খেয়ে কহিনু রাজায়—
বিবাহ করিতে পুনঃ,
পড়ে মনে ফুলশয্যা-দিনে,
কত মোর গলা ধ'রে কাঁদিল ভূপতি!
পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ,
কত আমি বুঝানু রাজায়,
হায় হায় নিজে শেল ধরিনু হৃদয়ে!
এবে রাজা নাহি ফিরে চায়,
সুধাইলে কথা নাহি কয়,
কি কহিব যে ব্যথায় আছি আমি।
আমি অভাগিনী,
হাতে ধ'রে স্বামী বিলায়েছি পরে;
আর কারে বুঝাইব,
আর মম কথা কে শুনিবে?
মন্ত্রী। অল্পদিনে কিছু না রহিবে আর,
অরি আসি বসিবে এ সিংহাসনে,
মাতা, বিলাসীর রাজ্য নাহি রহে।

সুরুচির প্রবেশ

সুরুচি। মন্ত্রি, এত বড় স্পর্দ্ধা তব!
রাজার না রাজ্য রবে,
বিরলে মন্ত্রণা কর তাই।
মন্ত্রী। মাতা, যাচি আমি রাজ্যের কুশল।
অমঙ্গল হেরি চারিদিকে;
শুন মাতা, কহিতেছিলাম যাহা,
বিলাসীর—
সুরুচি। শুনেছি সকলি।
মন্ত্রী। মাতা, প্রণাম চরণে,
চিরদিন মন্ত্রী কহে সত্য কথা।
[মন্ত্রীর প্রস্থান।
সুরুচি। আরে রে সাপিনী,
এততেও উঠে না তোমার মন?
বুড়ো হ'লি, সোহাগ না গেল,
আহা, তবু যদি থাকিত যৌবন!
সুনীতি। বল যত আসে,
কোন্ দিন নাহি সহি!
সকলি তো সয়,
সয় যবে পতির বিরহ!
সুরুচি। আহা,
বিরহবিধুরা মানিনী আমার ধনী,
পতিরে করিবে রাজ্যচ্যুত!
সুনীতি। কর নাট যত মনে আছে।
[সুনীতির প্রস্থান।
সুরুচি। এই অহঙ্কার যায় ছারখার!
মদগর্ব্বে কথা নাহি কন;
উত্তম সুযোগ,
রাজারে কহিব গিয়ে,—
"সুনীতি মন্ত্রণা করে মন্ত্রীরে লইয়ে,
রাজ্য যাহে যায় তব।"
দেখি রাজা আপনি কি করে।
[সুরুচির প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-কক্ষ

উত্তানপাদ ও বিদূষক

উত্তান। পড়িয়াছি বিষম বিপদে,
সুরুচি করেছে ক্রোধ,
কিছুতে প্রবোধ নাহি মানে;—
কহে সুনীতিরে পাঠাইতে বনে।
ছিল রোষাগারে,
পায়ে ধ'রে সাধিলাম যত,
অভিমান বাড়ে তার তত।
দ্বার দিল কথা না কহিল আর,
এই মাত্র পাইনু উত্তর,—
অনশনে ত্যজিবে জীবন।
বিদূ। তবে আর উপায় তো নাই,
পাঠাইয়া দেহ বনে।
উত্তান। কি বল কি বল!—
কেমনে পাঠাব বনে?
বিদূ। নহে কথা কবে সুরুচি কেমনে?
উত্তান। তবে আর ভাবিতেছি কিবা?
বিদূ। দিন দুই কথা নাহি শুনে,

ত্রিভুবনে মরে নাহি কেহ,
এই রূপ আছে সংস্কার;
কিন্তু ছোটরাণী—নূতন বিচার তাঁর,
এ বিচারে সকলি সম্ভব।
উত্তান। রাখ পরিহাস!
বিদূ। মহারাজ, পাইয়াছি ত্রাস!
উত্তান। বল—বল, কি উপায় করি?
বিদূ। রাণী রোষাগারে—কথা নাহি শুনে—
কেমনে বাঁচিবে রাজা!
উত্তান। সত্য, এত কিনা জানি,
বিনা অপরাধে কেমনে পাঠাব বনে?
নাহি কয়—নাহি কবে কথা!
কিন্তু বলিতে কি,
সুনীতি সামান্যা নহে ধনী,
নিত্য ফেরে ফেলে সে আমায়।
বিদূ। জিজ্ঞাসিলে সুনীতিরে,
উত্তর পাইতে রাজা:
হের দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
আমারে এ প্রশ্ন কেন?
উত্তান। কি উত্তর?—
কোন কথা বোঝে না।
সুরুচির যৌবন-উদয়,
যদি আমারে না পায়,
কিসে বল মন রবে স্থির?
সুনীতির বুঝা এ উচিত।
ভাল, সুধাই তোমায়—বনে দিব?
অর্থবলে হবে অট্টালিকা সেথা।
বিদূ। মহারাজ, মুষ্টিযোগ প্রথমে দিয়েছি,
বলেছি তো—দাও বনে।
উত্তান। উপায় যা হয়, তোমারে করিতে হবে।
বিদূ। মহারাজ,
বিচার তোমার চরাচরে রবে গাঁথা,
আর আমি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণকুমার,
আমার আচার—
বালক প্রাচীন বনিতা মিলিয়া গাবে,
মলয়-বাতাসে চন্দন হইব আমি।
উত্তান। কেন ভাব, বনে নাহি হবে ক্লেশ।
বিদূ। হাঁ তো, রাজপুরে দুঃখের অশেষ,
বনে গেলে পেড়ে খাবে পাকা ফল।
উত্তান। লও পত্র লও, সুনীতিকে দাও,
কিছু না বলিতে হবে;
রেখে এস বনে,
লও ধন—প্রয়োজনমত দিও,
ধনী জন কোথায় অসুখে রয়?
বিদূ। নাহি ধনী,—
বিশেষ কাহিনী অবগত নাহি রাজা,
পত্রমর্ম্ম কিবা মহারাজ?
উত্তান। শুন,—
"প্রিয়ে, আসিবে বয়স্য সনে,
অন্যথা করো না।"
যাও, পত্র দাও, কিছু নাহি ব'লো হেথা,
বনে ব'লো সমাচার।
কাঁদে যদি ব'লো বুঝাইয়ে,
নিত্য নিত্য যাব মৃগয়ায়,
দেখা হবে তার সনে।
বিদূ। মহারাজ, ব্রাহ্মণের ছেলে,
কত দিনে পাপ-পুণ্য ফলে?
উত্তান। দিও ধন যত চাহে,
হেথায় তো আমারে না পায়,
ভাল সে তো, দুই জনে রহে দুই স্থানে
নিত্য নিত্য না হবে কোন্দল।
বিদূ। ভাল, দিয়ে দেখ বনে,
সহজেই যাক মিটে—
আর আছি রাজগৃহে,
আমার তো কাজ চাই;
রাণী ল'য়ে সাফাই পালাই।
উত্তান। এত বড় কথা তোর!
বিদূ। এ তো আর নহে রাণী, বনবাসী,
তোমার কি জোর রাজা?
উত্তান। না না, বল—অন্য কি উপায় আছে?
বিদূ। কেন ক্ষুধা বাড়াবে রাজন্,
বনে দিন—ব'লেছি প্রথমে।
উত্তান। গৃহে পুনঃ আনিতে কি ভার?
বিদূ। আহা, সুবিচার এমন কি আছে আর!
[বিদূষকের প্রস্থান।

সুরুচির প্রবেশ

সুরুচি। নাথ, যদি দিলে বনে,
কি হেতু পাঠাবে ধন?
বুঝি আকিঞ্চন রাজ্যচ্যুত হবে রাজা?
রাজ্য তব যাবে,
বার বার সুনীতি যে কয়;
মন্ত্রী সনে মন্ত্রণা যেসব,
স্বকর্ণে শুনেছি আমি,—

হয় নয় জিজ্ঞাস মন্ত্রীরে ডাকি।
কহে বিলাসীর রাজ্য নাহি রয়।
নাথ, সকলি সহিতে পারি,
মরি, নিন্দা যদি শুনি তব।
উত্তান। অ্যাঁ, এত তার স্পর্দ্ধা অধিক!
বনে না পাঠাব ধন।
দেখ প্রিয়ে বনে দিছি—মন্ত্রী নাহি শুনে।
সুরুচি। কার সনে মন্ত্রণা তাহার আর!
উত্তান। না না, মন্ত্রী মম হিত চিন্তে সদা।
সুরুচি। (স্বগত) থাক মন্ত্রী আজ।
উত্তান। প্রিয়ে, চল যাই তব অন্তঃপুরে।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন

বিদূষক ও সুনীতি

বিদু। অশ্বগণ উদ্যোগী সবল,
উদ্যোগী সারথি,
উদ্যোগী এ ব্রাহ্মণকুমার,
শীঘ্র কার্য্য হ'ল সমাধান।
সুনীতি। বনমাঝে কোথা লয়ে যাও?
বিদু। (স্বগত) বিষম বিভ্রাট, উত্তর কি দিব ছাই!
এ সময়ে রাজারে পাইলে,
চট্‌পট্‌ আসিত উত্তর।
সুনীতি। বল—বল, নীরব কি হেতু তুমি?
বিদু। (স্বগত) মন কেন কাঁদ—
এত কিসে তব মাথা-ব্যথা?
রাজা দিবে বনে,
তোমার কি গরীব ব্রাহ্মণ?
সুনীতি। বল, কোথা ল'য়ে যাও?
কোথা মম স্বামী?—
শঙ্কা হয় অরণ্য হেরিয়ে!
বিদু। (স্বগত) অচল এবার!
সুনীতি। শঙ্কা হয়, কেন কথা নাহি কহ?
এ যে ঘোর বন!
ডরে সূর্য্যরশ্মি নাহি পশে,
ত্রাসে কাঁপে কায়—দেখিয়া শুকায় প্রাণ,
কোথা যাব, মহাবনে প্রয়োজন কিবা?
বলহ সত্বর—কোথা প্রাণেশ্বর,
রবহীন দারুণ দুর্গম,
কণ্টকে চরণ নাহি চলে,
ডাক প্রাণনাথে—আর না চলিতে পারি।
হের শ্রমবারি ঝর ঝর ঝরে গায়;
ছিন্নকায় কণ্টকের ঘায়;
রাজার মহিষী,
বনে কবে আসিয়াছি বল?
বল গিয়ে প্রাণনাথে,
অপরাধ নাহি লন,
আর নারি চলিবারে,
কৃপা করি আসুন এ স্থলে।
বিদু। দেবি! কোথা যাব?
কোথা হেথা মহারাজ?
সুনীতি। তবে কি কাজে আনিলে হেথা?
বিদু। দেবি, রাজ-আজ্ঞা, তোমারে রাখিতে বনে।
সুনীতি। বনে! কিবা দোষে দোষী তাঁর পায়?
হায় নাথ, আশা দিয়ে কেন বজ্রাঘাত!
দাসী, পদে নহি অন্য দোষী,
অধীনীরে চিরদিন করিয়া বঞ্চনা,
তবু কি বাসনা পূরিল না মহারাজ!
দুর্গম কান্তার না পাব নিস্তার,
কেন প্রাণ বধ হে আমার?
রাজার মহিষী,—
দেখে নাহি রবি-শশী তারা মোরে,
এবে ঋক্ষ ব্যাঘ্র সনে ভ্রমিব কাননে
কেমনে, হে মহারাজ!
হায়, নিরুপায়,
অবলায় কেন হে ঠেলিলে পায়?
প্রভু, তুমি ধ্যান-জ্ঞান,
রেখেছিনু প্রাণ তব দরশন-আশে,
দেখা পাই বা না পাই,
এক পুরে বাস,
ছিল আশ দেখা পাব কভু;
হায় প্রভু,
তাও কি হে সহিল না সতিনীর প্রাণে?
বনে মরে হে অধীনী,
গুণমণি, কৃপা করি দেখা দাও।
খেদ নাই ঠেলেছ হে পায়,
দাসী চায় এ অন্তিমে দরশন!
দেখ তব ঘুচিল জঞ্জাল,
আর জ্বালা সুনীতি না দিবে।
স্মরি পদ বিপদে পড়িয়ে,

পতি বিনা কে আছে নারীর?
যাও বিদূষক,
রাজ-পদে কর নিবেদন,
আজ্ঞা তাঁর হবে না লঙ্ঘন,
ব'লো ব'লো হে স্বামীরে,
ছলে কিবা ছিল প্রয়োজন?
কবে আজ্ঞা করেছি হেলন,
অনায়াসে পারিতাম দিতে প্রাণ,
কণ্টক ঘুচিল তাঁর।
বনে মরিব নিশ্চয়, এই খেদ হয়—
পতি দেখা না পাইব আর!
হায় সাধ পোরে নি আমার,
দেখিব আবার অরণ্যে গো উঠে মনে!

বিদূ। দেবি, কেঁদে বল কি হবে উপায়?
সতী তুমি—পতি-আজ্ঞা পাল।
চিরদিন কু-দিন না রহে শুনি,
চল রাণী, তপোবন দূরে;
মুনিকন্যাগণে,
তোমারে গো রাখিবে যতনে।

সুনীতি। যার তরে রেখেছিনু এ জীবন,
তাঁর অযতন, আর যত্ন নাহি চাহি:
যাও ফিরে যাও,
আজ্ঞা তুমি করেছ পালন:
আমি অভাগিনী,
কেন আর আছ মোর সনে?

বিদূ। দেবি, এ দশায় কেমনে ফেলিয়ে যাব?
তুমি সতী পতিপরায়ণা,
ক'রো না কামনা প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন।
পতিহেতু সহেছ বিস্তর,
বনবাসে না হও কাতর,
সহ দেবি, পতি-আজ্ঞা ভাবি।
রাজা একদিন ছিল গো তোমার,
লিপি বিধাতার, আজি তব সতিনীর।
তব পতিগত প্রাণ,
ভগবান্ কৃপাবান্ হবেন তোমায়;
সতি, ধর্ম্মে রাখ মতি,
প্রাণে নাহি কর হেলা।
এস ধীরে ধীরে অদূরে আশ্রম।
ক্ষম দরিদ্র ব্রাহ্মণে,
শত শত জনে,
রাজার আজ্ঞায় আনিত তোমারে বনে;
কিন্তু কেবা কোথা রেখে যাবে,
বনমাঝে কোথায় আশ্রয় পাবে,
সেই হেতু এসেছি নিন্দর্য় কাজে।
শুনহ বচন, শান্ত কর মন,
বিধি বাম তোরে, অভাগিনি!
চিরদিন সমান না যায়,
হরি পদ-তরী অবশ্য দিবেন তোরে।
এস দেবি, আশ্রম অদূরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

রাজ-কক্ষ

উত্তানপাদ, মন্ত্রী ও বিদূষক

উত্তান। এ কি স্বপ্ন চমৎকার!
বহুকাল করি নাই পিতৃলোক-ক্রিয়া,
পাপাত্মা আমি, সেই হেতু,
পিতৃদেবগণে স্বপনে দিলেন দেখা;
পালিব আদেশ, আজি যাব মৃগয়ায়,
মৃগমাংস আনি করি শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
চিরদিন অলসে কাটিল,
কলংক রটিল, স্ত্রৈণ কহে দেশে দেশে।
চিরদিন অন্তঃপুরে বাস,
উচ্চ আশা শুকায়েছে একে একে।
রাজকার্য্য রয়েছে সকলি,
কিন্তু কি করি কি করি,
দিবস শর্ব্বরী এই সদা চিন্তা মম!
কোন কার্য্যে মন নাহি বসে,
অল্পে হয় শ্রমবোধ।
রাজ্য শুনি বিশৃংখল সব,
সৈন্যের প্রভাব—নায়কে নাহিক মানে।
দেখি,
কোনক্রমে পারি যদি চালিতে অলস;
মৃগয়ায় করিব গমন—
সৈন্যগণ দেখিব কেমন,
দেহ আজ্ঞা সুসজ্জিত রহে সবে।

মন্ত্রী। প্রভু, বিশৃংখল আর নাহি রবে;
সিংহাসনে রাজ-দরশনে—
প্রজাগণে শাসন মানিবে,
সেনাগণ হবে নতশির।
হবে স্থির উৎসাহিত আর,

আজি রাজ্যে কি আনন্দ দিন!
আজ্ঞায় তোমার প্রভু,
রাজ্যময় দিব এ ঘোষণা;
প্রজার বাসনা পূর্ণ হ'ল এতদিনে।
উত্তান। ভাল, যেবা অভিরুচি তব করহ,
সচিব!
শীঘ্র কর মৃগয়ার আয়োজন।
[মন্ত্রীর প্রস্থান।
বিদূ। রাজা, আছে মনে,
বন নহে সুরুচির গৃহ,
নাহি তথা কঙ্কণ ঝঙ্কার,
বিষম হুঙ্কার করে ঋক্ষ-ব্যাঘ্রগণে।
রথে, আর কুসুম শয্যায়,
প্রভেদ কিঞ্চিৎ, প্রভু!
পূর্ব্বকথা আছে তো স্মরণ?
উত্তান। কেন মিছে কর জ্বালাতন!
কহি শুন—আজি যেন নূতন জীবন,
উৎসাহ-প্রবাহ ধমনীতে ধায় দ্রুত,
ধনু-মূর্ষ্টি পড়ে পুনঃ মনে;
দূরে ফিরে ফিরে চায়,
আশঙ্কায় কুরঙ্গ পলায়,
উচ্চপুচ্ছে বাজী ধায় পাছে;
নাচে প্রাণ,
পুনঃ দীপ্তিমান্ সে ছবি নয়নে আজি।
বিদূ। মহারাজ, শয্যা ত্যজি একেবারে বনে?
মধ্যে কয়দিন ব'সো সিংহাসনে,
উৎসাহ অধিক ভাল নয়।
বসি সিংহাসনে রাজ-কার্য্য হয়,
হ'লো—
কাণে কাণে দুটো মধুমাখা কথা কয়,
যা রয় সয়—সেই ভাল মহারাজ!
বড় টান—বনে আন্‌চান্ পাছে কর?
উত্তান। সত্য কহি, রাখ পরিহাস।
গৃহ-বাস বিলাস-বিভ্রম—
আর নাহি চাহে প্রাণ।
সেই—সেই সেই সমভাব,
নাহিক অভাব,
মনে মম অভাব সকলি।
ভাবহীন প্রাণ বহি,
সখা বুঝিবে কি,
সুখ আর সহিতে না পারি।
বিদূ। শুনে দুঃখে প্রাণ ফেটে মরি,
সুখ নাহি সহে,
দুঃখ পেতে কষ্ট নাহি বহু।
গৃহে যদি ব্রাহ্মণীরে কহি,
পরিপাটী আয়োজন করে একদিনে,
প্রাণ ভ'রে দুঃখ গিয়ে কর ভোগ।
উত্তান। কি বুঝিবে সুখে দুঃখ কত।
রাণী, রাজা ব'লে ভালবাসে,
বয়স্য না সত্য কহে ত্রাসে,
না চাহিতে সিদ্ধ হয় প্রয়োজন;
আকিঞ্চন আশা,
হৃদে নাহি করে বাসা আর।
পরিতোষ—পরিতোষ,
অসন্তোষ এ হ'তে অধিক কিবা?
বনে, ব্যাঘ্র নাহি শুনে রাজা আমি,
ভয়ে কুরঙ্গ না লুটে পায়,
তরুলতা সম্ভ্রমে না নমে,
রাজ্যে কপটতা চারিদিকে।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, সজ্জিত সেনানী।
[মন্ত্রীর প্রস্থান।
উত্তান। চল, সখা, যাই।
বিদূ। রাজা, যাবে মৃগয়ায়, মৃগাক্ষী পশ্চাৎ।

সুরুচির প্রবেশ

সুরুচি। মহারাজ, মৃগয়ায় না কি যাও শুনি?
উত্তান। দোষ কিবা রাণি;
ফিরিব, না আসিতে যামি'।
সুরুচি। সারা দিন একাকিনী রব?
ভাল ভাল বিচার তোমার নাথ,
আমি নাহি যেতে দিব।
উত্তান। না না, সৈন্যগণে দিয়েছি আদেশ,
সৈন্যগণ সুসজ্জিত রয়েছে দাঁড়ায়ে।
সুরুচি। আজ্ঞা দেহ, যাবে সবে ফিরি।
উত্তান। রাণি, যাই মাত্র দিনেকের তরে,
নানা মত বিহঙ্গিনী কত,
আনিব কানন হ'তে।
সুরুচি। আজ্ঞা দেহ বন্যগণে, এনে দেবে।
উত্তান। রাণি, লোকে বড় হব হাস্যাস্পদ—
মৃগয়ায় যদি নাহি যাই।
সুরুচি। তবে চল, আমি যাব সাথে।
উত্তান। প্রিয়ে, সে কি হয়, কানন দুর্গম অতি।

সুরুচি। তবে তুমি কেমনে যাইবে?
উত্তান। বাল্যাবধি অভ্যাস আমার,
বিশেষতঃ কঠিন পুরুষে সহে যত,
নারী কোমল-প্রকৃতি সহিতে না পারে,
শ্রম নাহি সহে,
অল্প শ্রমে কাতরা হইবে, প্রিয়ে!
দেহ আজ মৃগয়ায় যেতে,
অন্য কোথা, কভু নাহি যাব আর।
চল সখা,—আসি প্রিয়ে!
বিদু। মহারাজ, বিষম বৈরাগ্য তব,
পথে অত রয় বা না রয়।
সুরুচি। বুঝিয়াছি, সকলি তোমার খেলা।
বিদু। মন, রাজা ছেড়ে ধরে তোরে।
গরীব ব্রাহ্মণ, পালা!
দেবি, আমি আরও বলি,
বনে কে দিবে মোহনভোগ?
উত্তান। আসি, প্রিয়ে!
সুরুচি। আর কভু যেতে নাহি চাবে?
উত্তান। না।
সুরুচি। ফিরিবে, না আসিতে যামি'?
বিদু। গোধূলিতে পদধূলি পড়িবে রাজার।
আমি আছি কোন্ কাজে?
পারি যদি ফিরাইব পথ হ'তে।
[উত্তানপাদ ও বিদূষকের প্রস্থান।
সুরুচি। স্বামি—
সারা দিন কাছে ভাল লাগে?
হ'লো গেল এ কাজে ও কাজে,
অনুরাগে আসি ব'সে;
এল, দেরি হ'লে দুটো বা সোহাগ করি,
কভু মান করি বদন ঝাঁপিয়ে রহি।
দুটো কথা কয়, দুটো বা ভোলায়,
কখনও বা ধরে পায়!
পায় পায়, এও জ্বালা কম নয়।
[সুরুচির প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

সুনীতি ও মুনি-পত্নী

সুনীতি। মাগো, বনে ভুলেছি সকলি,
কিন্তু একদিন
ছিলাম মা পতিসোহাগিনী,
দিবা-নিশি শয়নে স্বপনে
পাসরিতে নারি তাহা।
কেন গো না জানি
অভাগিনী প্রাণে গায়,
পাব পুনঃ পতি দরশন।
কত মত বুঝাই মা মনে,
সে স্বপনে দিতে জলাঞ্জলি,
একাকিনী কত কাঁদি ভাবি তাই।
পোড়া প্রাণ মেনেও না মানে,
পাব প্রাণধনে—
এই আশে উন্মাদিনী নাচে গায়।
ঘোর নিশা চমকিয়া উঠি,
ভাবি এল প্রাণনাথ!
শিহরি মা নিজ ছায়া হেরি।
দিবা-নিশি পাই পাই—
হারাই হারাই যেন।
বেদনায় কভু প'ড়ে কাঁদি,
পুনঃ প্রাণ বাঁধি,
আশা কাণে কহে সুমধুর,
নহে দূর, পতি তোর আসে।
চমকি জননী বসনে বদন ঢাকি,
অবিরাম নিরখি সে ঠাম
অবিরল নেত্রজলে ভাসি,
লইবে কলসী—বারি লয়ে আসি;
জলে যদি হেরি মুখ,
লজ্জা পাই মলিন দশায় মম,
পাছে পতি মোরে দেখে।
হেরি ফুলকুল, অতুল আদরে,
ভাবি বনফুল-হারে—
গেঁথে দিব মালা গলে।
ও মা, প্রাণ তো বোঝে না,
নিত্য করি কুটীর মার্জ্জনা;
নিত্য নব পাতা সাজাই শয্যার 'পরে;
নিত্য নিত্য বিফল বাসনা,
তথাপি কামনা,
নিত্য নিত্য জাগে প্রাণে,
এত দুঃখে মরণে না হয় সাধ।
মুনি-পত্নী। আহা, মা গো,
তুমি পতি-পরায়ণা,
তোর সাধ অবশ্য মিটিবে;
পতি জ্ঞান পতি ধ্যান তব,
শ্রীপতির কৃপা হবে।

সুনীতি। ওমা, পেয়ে কেন হারাইব তবে?
আহা, দেখে দেখে আঁখি না ভরিল,
মন না পূরিল,
অঙ্গ নাহি ভুলিল পরশ-সাধ।
ও মা, সতিনী সাধিল বাদ,
প্রাণনাথ মোরে বাম,
মা গো পতি-প্রেম-কাঙ্গালিনী আমি।
ও মা, কথায় কথায় বিলম্ব ক'রেছি কত,
বুঝি বা দুর্য্যোগ হবে।

মুনি-পত্নী। হাঁ মা, আসি আমি আজি
তুই মা অনাথা,
অনাথের নাথ হরি ডাক তুমি তাঁরে।
আহা, অভাগিনী-কথা শুনে কাঁদে
প্রাণ।

সুনীতি। মা গো, দুর্য্যোগ নিকট,
বহুদূর যাইতে নারিবে।

মুনি-পত্নী। না গেলেই নয়,
অন্ন-পানি না পাইবে মুনি।
[মুনি-পত্নীর প্রস্থান।

সুনীতি। প্রাণনাথে পূজেছিনু অট্টালিকা-
মাঝে;
প্রাণ চায়,
বারেক পূজিতে তাঁরে এ বিজন বনে।
ধুই পা-দু'খানি,
খুলে বেণী যতনে মুছাই;
দুর্ব্বাদলে তরুতলে আদরে বসাই;
ফুল তুলে দিই উপহার।
আনি বনফল নির্ঝরের জল—
পদ্মপত্রে সলাজে নিকটে রাখি;
প্রভু যদি কুটীরেতে যান,
ঢাকিয়ে বয়ান পাছু পাছু যাই ধীরে।
আরে আরে কেন প্রাণ হও উন্মাদিনী!

গীত

জয়জয়ন্তী—মল্লার

গরজে নব বারিদ শুন, গেল সৌদামিনী।
খেল খেল মেঘমাল,
সোহাগে মেঘে খেল লো সোহাগিনী॥
হের আঁধার ঘোর মম অন্তর সম
চমকি ভ্রম আমোদিনী।
মৃদু হাসি ভালবাসি, আমি স্বামী-কাঙ্গালিনী॥

দূরে উত্তানপাদের প্রবেশ

উত্তান। কোথা পথ, কণ্টক সকলি,
হেথা নাহি লোকালয়।

সুনীতির গীত

সাওন—মল্লার

কেন কাঁদ যামিনী?
বল কি বেদনা তোর—আমিও দুখিনী!
কেন গো মলিন বেশে
তারা শশী নাহি কেশে
আয় কাঁদি উন্মাদিনী, আমি উন্মাদিনী।

উত্তান। এ কি, কার কণ্ঠস্বর?
বিষাদিনী কে বা গায়?
সঙ্গীত নহে তো দূরে!

সুনীতির গীত

ইমন—আড়াঠেকা

শুন শুন সমীরণ,—
হৃদি ভেদি বহে শ্বাস তাপিত গহন!
এ ঘোর আঁধার সম, আঁধার অন্তর মম,
নাহিক রোদন-ধারা দহে হুতাশন!

উত্তান। আহা, কে রমণী বন-নিবাসিনী—
বিরহা-বিধুরা,
শূন্য প্রাণে সমীরণে কহে মনোব্যথা?
যেন কোথা শুনেছি এ স্বর!
শ্রবণ-বিবর সুশীতল বহুদিন পরে।
কে গো তুমি বিপিন-বাসিনী,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় করহ দান।

সুনীতি। নাথ!—(মূর্চ্ছা)

উত্তান। এ কি, সুনীতি—না ছায়া তার!
হা ধিক্, আমি কি নির্দ্দয়,
এত কষ্টে আমারে এ চায়,
সুনীতি সুনীতি—উঠ প্রিয়ে!
ক্ষম অপরাধ,
আমি অতিথি লো তোর ঘরে।
এস প্রিয়ে, এস হে কুটীরে!

সুনীতি। নাথ, নাথ, কত বল?
চিরদিন পিপাসী এ প্রাণ—
মত্ত হবে এত সুধাপানে!

উত্তান। দিও না গঞ্জনা,
এস প্রিয়ে, এস তব বাসে।
[উভয়ের কুটীর-মধ্যে প্রবেশ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

বিদূষক

বিদূ। কড়, কড়, হড়, হড়, হড়—
কর যত আছে মান!
দিব্য মোর—মানা যদি করি।
বাবা, বাল্যাবধি আছে সংস্কার,
গৃহে আর অরণ্যে প্রভেদ আছে বহু।
পুণ্যবল,
দেখা না হইবে আর ব্রাহ্মণীর সনে।
ঠোনা খেয়ে যেত প্রাণ,
দু'কুল সমান,
যায়—যাক্ প্রাণ বনে!
তবু ভাল কণ্টক কেবল!
ভেবেছিনু—
প্রেমিক ভল্লুক দেন বুঝি আলিঙ্গন।
আর কেন চকচকি,
আর কেন আঁধার বাড়াও,
এই নিশ্চিন্ত বসেছি;
রাজারে যদ্যপি আর খুঁজি.
যদি আর চলি একপদ—
যত মনে ক'রো খেলা।
রে ব্রাহ্মণ!
সুখ যত পাস্ নাহি পাস্
পেট ভ'রে দুঃখ কর ভোগ—
আর কেন থাকে খেদ।
বাবা, জলের কি জেদ!
আমি বলি—
আঃ! কি শীতল বারি, পরাণ জুড়ায়।
আঃ—তবু যে ধরে না?
তামাসা কি বুক ফেটে যায়!
আর পদ নাহি চলে,
কোথায় রাজায় খুঁজি?
দেখনা বুঝেছে,—
চারিদিকে চক্ চক্ চক,
খুঁজে নাও রাজপথ আছে প'ড়ে;
না না, এত অনুগ্রহ কেন?
থেম না, থেম না—
রাজা যদি বে'চে থাকে.
দেখা যদি পাই, যা আছে তা বলি।
আহা, বনে বড় রস—নিকুঞ্জ কানন।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। এ কি, হেথায় আপনি?
পাইয়াছি রাজার সংবাদ,
আছেন পরম সুখে।
বিদূ। কোথা যেতে বল মোরে?
থাকিতে পরম সুখে বল কি আমায়?
ভাল, কোথা মহারাজ?
সৈনিক। বড় রাণী আছেন এ বনে,
গিয়েছেন কুটীরে তাঁহার।
বিদূ। বলিহারি, কপালের গুণ.
তাই বলি—রাজবুদ্ধি!
আমি বলি, বনে কেন দাও?
রসো, গোটা দুই করিব ব্রাহ্মণী—
একটারে রাখিব কাননে।
সৈনিক। প্রভাত হইল, নগরে ফিরিব সবে,
আসুন এ পথে রাজারে আনিতে যাব।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কুটীর-দ্বার

সুনীতি ও উত্তানপাদ

সুনীতি। আর কভু চরণ-দর্শন—
দাসী কি পাইবে প্রভু?
দেখা পাই বা না পাই,
মনে রেখো কিঙ্করী তোমার;
আর ভার নাহি দিই প্রাণনাথ!
উত্তান। প্রিয়ে, ভেবো না বিষাদ,
দেখা পুনঃ হবে ত্বরা;
আজি সাথে ল'য়ে যেতে নারি।
সৈন্যগণে চেনে বা না চেনে,
ভাবিবে সকলে,—
বন হ'তে ল'য়ে যাই তপস্বিনী,
নিন্দুকে কুৎসিত কথা কবে।
সুনীতি। নাথ, আমি কাঙ্গালিনী,
যাচ্ঞা অধিক নাহিক মোর;
তুমি কি করিবে?
অদৃষ্ট-লিখন কেমনে খণ্ডন করি?
দিও দেখা অবসর যদি হয়,
ছিল সাধ,
কুটীরে তোমারে বারেক করিব পূজা;
সাধ, নাথ, মিটেও মেটে না।

অধিক মিনতি নাহি করি শ্রীচরণে,
কভু মনে ক'রো—
বনবাসী দাসীরে তোমার—
তৃষা মম পয়োধি শুষিতে চাহে।
উত্তান। আসি প্রিয়ে!
সুনীতি। এস নাথ,
কত ক্লেশ পেয়েছ কুটীরে;
সাধ হয় মরণ সময়,
মরিব তোমারে দেখে;
কিন্তু নহি ভাগ্যবতী,
অধিক মিনতি আর পদে না করিব,
মনে প্রভু, রাখ বা না রাখ—
ব'লে যাও, রাখিবে হে মনে।
উত্তান। ভেব না প্রেয়সি, ত্বরা পুনঃ দেখা হবে।
সুনীতি। বল, ভুলিবে না?
উত্তান। ভুলিব না। [উত্তানপাদের প্রস্থান।

সুনীতির গীত

রামকেলি—কাওয়ালী

দেখিতে দেখিতে লুকাল,—
বিনোদে বিদায় দিয়ে
নিভিল নয়ন-আলো!
আসে বা না আসে ফিরে,
আশে ভাসি আঁখি-নীরে,
'ভুলিবে না' ব'লে গেল,
ব'লে গেল—তবু ভাল!

মুনি-পত্নীর প্রবেশ

মুনি-পত্নী। ও মা, রাজা তোর আসিবে কি জানি!
মরিবে গো সরমে, কিছু ত ছিল না ঘরে;—
ল'য়ে যেতে বলিলি রাজায়?
সুনীতি। মাগো, ল'য়ে যেতে আমি কি বলিব?
পতি মোরে রাখিবেন যথা—
রহিব তথায় সুখে;
মাগো, এ কুটীর আর না ত্যজিব,
হেথা সতিনীর নাহি ভয়;
হেথা বিরলে কাঁদিব—
রহিব পতির ধ্যানে!
প্রাণনাথ রাখিবেন মনে,
দিয়েছেন আশ্বাস দাসীরে;
সে আশ্বাসে রাখিব বিশ্বাস,
সে পদ-প্রয়াস কভু না ছাড়িব।
ইষ্টদেব পতি মোর;
দুঃখে আছে সুখ,
শিখেছি মা কুটীর-নিবাসে।
মুনি-পত্নী। এস যাই বারি আনিবারে।
[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর

সুরুচি ও সখীগণ

১ সখী। এ কি, এ কি শুনি!
রাজা না কি—
সুনীতির পাশে সারানিশা কাটায়েছে?
সুরুচি। কি বলিস্, কি বলিস্—
সুনীতির ঘরে?
ও মা, বনে এত দিন বাঁচে!
ছি ছি ছি কপাল,
বনে দিনু—তবু না জঞ্জাল গেল!
তাই বুড়া—অত রস প্রাতে!
ওলো, মোর মনে সাত-পাঁচ নাই,
নিশ্চিন্তে ঘুমায়ে ছিনু,
ঝড়-বৃষ্টি কিছুই না জানি,
প্রাতে শুনি বজ্রাঘাত মোর শিরে!
ছি ছিঃ পরে মন স'পে পাই জ্বালা,
সই, আমি লো অবলা—
ভুলায়ে সে গেল চ'লে।
২ সখী। থাক রাণী মানে,
কথা কও পায়ে ধরাইয়ে।
সুরুচি। নিত্য পায়ে ধরে—সে ত বড় কথা!
ভাবি—যদি সুনীতির গর্ভ হয়?
আমি অভাগিনী, গর্ভ না হইল মোর,
তাই ভাবি কি হবে—কি হবে!
৩ সখী। ওই আসিতেছে রাজা।

উত্তানপাদ ও বিদূষকের প্রবেশ

উত্তান। দেখ, সাক্ষ্য দিও দারুণ দুর্যোগ,
তাই লয়েছিনু আশ্রয় কুটীরে।
বিদূ। আরও সাক্ষ্য দিব,
তাঁরে আনিবারে—
মন্ত্রীসনে পথে কত হইল মন্ত্রণা।
উত্তান। এ কি, বাতুল না কি হে তুমি?

বিদু। কে বাতুল, শীঘ্র তাহা হইবে প্রকাশ।
উত্তান। ওই দেখ, মান ক'রে আছে শুয়ে।
বিদু। নহে,
বাতুল হইবে রাজা কি ঔষধ-গুণে?
ঘরে গিয়ে আমিও বাতুল হব,
কিন্তু এক রক্ষা—
বনে নাহি ব্রাহ্মণী আমার।
বনে যা করেন অশ্বত্থের মূল!
মহারাজ,
এ কূল ও কূল দু'কূল রেখেছ ভাল।
উত্তান। এস।
রাণি! কেন হও অভিমানী?—
জিজ্ঞাস সখায়,
কি বিভ্রাট ঘটিল কাননে।
বিদু। দেবি, সত্য কহি, ব্রাহ্মণের ছেলে,
আদ্যোপান্ত ঠিক এ কথাটি।
মহারাজ, হউন সত্বর,
আমারও তো রয়েছে ব্রাহ্মণী,
তার পর অন্ন-পানি,
সেথা অঞ্চলে বদন নাহি ঢাকে,
তেড়ে এসে গলায় লাগায় ডুরি।
নাহি মৌন রয়, গালে কাণ ফেটে যায়।
দেখি যে তোমার দশা হইবে কাঁদিতে,
মোরে হবে হাঁপাইতে,
কাঁদিতে না পাব অবকাশ,
বেশী মাত্রা হুড়হুড়ি।
উত্তান। সত্য কহি, প্রাণেশ্বরি!
বড় হ'লো বিভ্রাট বিপিনে,
তাই চন্দ্রাননি, ফিরিতে নারিনু গৃহে।
একা, ঘোর অরণ্যের মাঝে,
বৃষ্টি পড়ে মুষল-ধারায়;
কাঁটা বন সংশয় জীবন,
দেখ ক্ষত অঙ্গ—ঝরিছে রুধির!

সখীগণ। গীত

কাফি-ঝিঁঝিট—জলদ একতালা

ছাড়' মান ধর' না পায়,
নইলে নাগর, মান যাবে না।
না হ'লে মানিনী তো বদন তুলে আর চাবে না॥
সেধো না করি মানা, তুমি নারীর মান জান না,
সহজে মান গেলে হে,
মান ফিরে তো আর পাবে না॥

বিদু। হুতাশনে লেগেছে পবন—
সাবধান মহারাজ!
উত্তান। দেখ প্রিয়ে, তোমা বিনা নাহি জানি,
তব বাক্যে সুনীতিরে দিছি বনে।
বিদু। মহারাজ,
এ খতে কি দিতে হবে ঢেরা সই?
উত্তান। ধরি পায়, ক্ষম লো প্রেয়সি!
সুরুচি। সুনীতির ধর গিয়ে পায়,
ছি ছি কেন এ বঞ্চনা,
কেন এত ভালবাসা ভাণ?
কালামুখ আর না দেখাব,
বঞ্চক আমার স্বামী,—
ছি ছি কি লাঞ্ছনা,
লোকের গঞ্জনা, চিরদিন কত সব,
যদি সতিনীর পতি,
কেন তার করি সাধ?
উত্তান। শুন প্রিয়ে, শুন লো বচন,
দৈব-বিড়ম্বনা।
সুরুচি। দৈব-বিড়ম্বনা মোরে,—
রাজপুরে অট্টালিকা'পরে
পতি বিনা একাকিনী কাটে রাতি।
সতিনীর ভাগ্য অনুকূল,
বনে পায় রত্ননিধি,
পুত্র পাবে কোলে,
রাজা হবে তারি ছেলে;
বনবাস—এখনো তখনো!
আর কেন, মানে মানে হই অগ্রসর।
উত্তান। এই হেতু চিন্তা প্রাণেশ্বরি!
নহে ত সম্ভব,
সত্য যদি পুত্র হয় তার,
সত্য করি তোর কাছে,
সিংহাসনে তারে নাহি দিব স্থান।
সুরুচি। নাথ, জানো কথা—ভুলাও আমায়।
বিদু। থামিল সমর,
র'য়ে গেল খাঁগড়ার প্রাণ।

সখীগণ। গীত

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা

দেখ হে দেখ বদন—
মেঘ হ'তে চাঁদ বেরিয়ে এলো।
ছি ছি হে ভুলে গেলে, অধর-সুধা উছলে
গেল॥

তুমি ত প্রেম জান না,
ব'লে দিলে তাও মান না,
কত আর সয় হে বল, মান ক'রে ত প'ড়েছিল॥

তৃতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

আশ্রম-সংলগ্ন বন

ধ্রুব ও মুনিবালকগণ

গীত

আজ খেল্‌বো খালি, ঘরে যাব না,—
লুকাব গাছের পাশে, খুঁজ্‌তে এলে মা।
লতার দোলায় আয় খানিক দুলি,
না ভাই, ডাল ধ'রে ঝুলি,
চুপ্‌ চুপ্‌, গাছে উঠে পাড়্‌বো বুলবুলি;—
আগে ভাই, আয় না ঘুরি,
কেমন মজায় ঘুর্‌বে গা।

১ বা। আয়, চোর চোর খেলি আয়। ধ্রুব, তুই চোর হ'য়ে ছোট্‌—আমরা দৌড়ে ধরি।

ধ্রুব। কেন ভাই, চোর হব কেন ভাই? মা যে ব'লেছে, চোর হ'তে নাই।

২ বা। তোর মা কি আর দেখ্‌তে আস্‌বে?

ধ্রুব। আমায় যে ভাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে,—'আজ কি খেল্‌লি?'

১ বা। তুই বল্‌বি কেন?

ধ্রুব। মাকে যে ভাই সব ব'ল্‌তে হয়।

২ বা। তুই চোর হবিনি?

ধ্রুব। না ভাই, চোর যে খারাপ।

১ বা। তবে যা, তোর সঙ্গে খেল্‌বো না।

ধ্রুব। কেন ভাই খেল্‌বিনি? আচ্ছা ভাই, তোকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাই আয় না।

২ বা। তবে তো বড্ডই খেলা হোলো, তুই ছুট্‌বি, ধর ধর ক'রে দৌড়বো—সে কেমন!

ধ্রুব। তা ভাই, আমি ঘোড়া হ'য়ে দৌড়ই আয় না।

১ বা। না, চোর হ'স তো হ, নইলে খেল্‌বো না।

ধ্রুব। মা যে মানা করে ভাই!

২ বা। খেল্‌বি না, ভারি জাঁক হ'য়েছে।

১ বা। তোর বাবা নাই, তোর আবার জাঁক কিসের? আয় ভাই, যার বাবা নাই, তার সঙ্গে খেল্‌বো না।

ধ্রুব। আমার বাবা আছে।

১ বা। হ্যাঁ, তোর বাবা আছে বই কি?

ধ্রুব। না, নাই বই কি, আমার ভাল বাবা আছে।

১ বা। হ্যাঁ, তোর বাবা আছে!

ধ্রুব। না, বাবা আছে।

১ বা। তোর বাবার নাম কি?

ধ্রুব। তা ভাই জানিনি।

সকলের হাস্য

১ বা। তোর বাবা আছে, তোর বাবার নাম জানিস্‌ নি? দুও, তোর বাবা নাই, দুও!

ধ্রুব। রস্‌ তো, আমি মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি, বাবা নেই বই কি? যেমন হাস্‌ছ, আমার মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসে ব'ল্‌বো, তখন টের পাবে।

[ধ্রুবের প্রস্থান।

সকলে। দুও, তোর বাবা নাই।

দ্বিতীয় গর্ভাংক

বনমধ্যস্থ কুটীর

সুনীতি

সুনীতি। হায়, এ কুমার জন্মিল কুটীরে,
আঁখি দুটি রাজার মতন, নাহি তায় ভেদ,
মুখভাব তেমনি সুন্দর!
এ তনয় বনফল পেড়ে খায়,
বস্ত্র নাহি গায়,
দিগম্বর—বনে বনে নেচে ফেরে,
অভাগিনী—
নারিনু এ পুত্রে দিতে ভূপতির কোলে!
যদি মৃগয়ায় পুনরায় আসে রাজা,
দে'খে মোর পুত্রের বদন,
চুমি মুখ অবশ্য সে নেয় কোলে।

মুনি-পত্নীর প্রবেশ

মুনি-পত্নী। ওগো, বড় ভাগ্যবতী তুই, পুত্র তোর
রাজরাজেশ্বর, বৈষ্ণবের চূড়ামণি—
লক্ষণে কহিল মুনি:
আরে রে দুখিনি,
তোরে বুঝি হরি ক'রেছেন কৃপা।

সুনীতি। মা গো, নয় মম কপাল তেমন,
হেরি পুত্রের বদন,
চোখে মোর আসে জল,—
রাজ্যেশ্বর ধ্রুব মোর হবে,
এ কথা না মন মানে,
রাজার কুমার বনবাসী কেন তবে?
অভাগিনী, আমি অধিক না চাই,
যেন বেঁচে থাকে ধ্রুব মোর,
কর আশীর্ব্বাদ—
মা ব'লে ডাকুক্ চিরদিন।
সত্য তোরে বলি,
ছিল সাধ রাজারে দেখিতে,
সে সাধ নাহিক আর,
কুটীরে মা, পুত্রে করি কোলে—
মনে ভাবি তুচ্ছ সিংহাসন,
ভয় হয় এত কি মা সবে এ কপালে!
মুনি-পত্নী। ও মা, পুত্র তোর সর্ব্বসুলক্ষণ,
বিষ্ণুপরায়ণ, বৈষ্ণব এ পুত্র তোর,—
ত্রৈলোক্যে তাহার নাহি নাশ,
গেছে দিন, কুদিন কেটেছে—
সুদিন উদয় তোর।

গান করিতে করিতে ধ্রুবের প্রবেশ
অহং-খাম্বাজ—কাওয়ালী

দুলে দুলে খেলে রাঙ্গা পাতা,
ধ্রুব খেলিতে যায়।
খেলে ধ্রুব খেলে, কত শাখীতে গায়।
মা ব'লে দেছে,
নেচে নেচে ধ্রুব খেলে কাছে,
ধ্রুব রাঙ্গা রবি পানে চায়॥

হাঁ মা, বাবা কে মা?
শিশুগণে করিল জিজ্ঞাসা—
বলিতে নারিনু, হাসিল সকলে,
ব'লে দাও—বলিব বাবার নাম।
হাঁ মা, কাঁদ কেন, বলিতে কি নাই?
মুনি-পত্নী। উত্তানপাদ রাজার নন্দন তুমি।
ধ্রুব। যাই ব'লে আসি।

ধ্রুবের গীত
কাফি-সিন্ধু—একতালা

ফুটিলে ফুল ধ্রুব তোলে না,
ফুলে পূজা হবে তা তো ভোলে না;
ধ্রুব রাজার ছেলে, মা দেছে ব'লে,
ধ্রুব বলিতে খেলিতে ধায়॥

[গান করিতে করিতে প্রস্থান।

সুনীতি। মা গো, হয় যদি সহস্র নয়ন
দেখিয়ে না পুরে মন,
শত কর্ণে সাধ হয় শুনি গান,—
ভাবি গো মা কি আছে কপালে!
মুনি-পত্নী। আহা, নৃত্য করে ননীর পুতলি!
সুনীতি। মা গো, সুধাইল নাম,
ফেটে গেল প্রাণ,
রাজার সন্তান—
কেমনে গো পরিচয় দেব!

গান করিতে করিতে ধ্রুবের পুনঃ প্রবেশ
অহং-খাম্বাজ—কাওয়ালী

ও মা হলো না, দে না মা, দে না ভূষণ,
আমি রাজার ছেলে, কেন নাইক বসন?
ও মা হাসে তারা, ওগো দে গো ত্বরা,
হাসে সবে মিলে, মা গো লাজ পায়॥

মা গো হাসিল আবার,
রাজার কুমার—কেন নাই বসন-ভূষণ?
বসন-ভূষণ দাও,—
নহে ব'লে দাও কি বলিব,
বড়ই হেসেছে সবে।
সুনীতি। বাছা, কোথা পাব বসন-ভূষণ—
দুখিনী-নন্দন তুই।
ধ্রুব। না না, দাও মা ভূষণ,
বড়ই হেসেছে সবে।
সুনীতি। নাহি রে বসন-ভূষণ তোর,
হাসে যারা—যাস্‌নে তাদের কাছে।
মুনি-পত্নী। পিতা তব নাহি হেথা,
কে দিবে রে বসন-ভূষণ।
ধ্রুব। তবে কোথা পিতা?
আনিব মা বসন-ভূষণ
না লইয়া বসন-ভূষণ—
খেলিতে যাইলে, কতই হাসিবে সবে।
মুনি-পত্নী। আজ না, বল গিয়ে শিশুগণে,
পিত্রালয়ে যে দিন যাইবে—
সেই দিন দেখাইবে বসন-ভূষণ;
যাও, খেল গিয়ে।
ধ্রুব। কেঁদো না মা, বসন-ভূষণ হেতু,
আমি তোরে এনে দিব।

মুনি-পত্নী। আয় মা, শুষ্কপত্র আনিতে যাবিনে?

সুনীতি। চল যাই, দেবি!
(ধ্রুবের প্রতি) যাস্‌নে রে বহুদূরে।

ধ্রুবের গীত
করোয়া-খাম্বাজ—পোস্তা

যাবে কি না যাবে—ধ্রুব ভাবে,
নাই বসন-ভূষণ ধ্রুব লাজ পাবে,
চাব না আর কেন কাঁদাব মায়॥

[গান করিতে করিতে ধ্রুবের প্রস্থান।

সুনীতি। সাধে কি মা দিবানিশি—
ভাসি আঁখি-জলে,
দুগ্ধের কুমার দুগ্ধ নাহি পায়,
ফেন দিই দুগ্ধ ব'লে;
কত কথা কয়, কত দ্রব্য চায়,
কোথা পাব, কথায় ভুলাই,
কভু মনে হয় রাজারে গে বলি;
ভাবি পুনঃ রাজা কি চিনিবে,
দ্বারপালে যেতে কেন দিবে?

[উভয়ের প্রস্থান।

গান করিতে করিতে ধ্রুবের পুনঃ প্রবেশ
করোয়া-খাম্বাজ—একতালা

বলে শিশু মিলে, বাবা নেবে কোলে,
ধ্রুব যাবে গো রাজসভায়,
ও মা, দে মা বিদায়॥

কোথা মা,—
নাহি যাব জননীরে ক'য়ে,
আগে আনি বসন-ভূষণ,
দেখিলে মা কাঁদিবে না আর;
কেন এত কাঁদে মা আমার?

গীত
সুরট-খাম্বাজ—একতালা

আনিলে বসন-ভূষণ মা কাঁদিবে না,
যদি মানা করে আমি বলিব না,
মনে মনে নিই বিদায় পায়।
রাঙ্গা পাতা দোলে, ধ্রুব নাহি খেলে,
বসন-ভূষণ ধ্রুব আনিতে যায়,
চলে রাজসভায়॥

[গান করিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপুর-সংলগ্ন ক্রীড়াবাটী
উত্তানপাদ, বিদূষক ও উত্তমকুমার

উত্তান। দেখ সখা, কোথা যায়।

বিদূ। দেখি,
কিন্তু নাহি যাবে বহুদূরে;
তা হ'লে যে রাজপুরে ঘুমাবে সকলে।

উত্তান। সুরুচি শুনিলে হবে তোর সর্ব্বনাশ!

উত্তম। (যষ্টি লইয়া) এই মারি।

বিদূ। মহারাজ!
ছোটরাণী, অতদূর যেতে বা না হয়,
এ হ'তে হয় বা সে কাজ;
এই যে বাড়ি নিয়ে আসিছেন ধেয়ে।

উত্তান। ছিঃ, ছিঃ, মারিতে কি আছে?

উত্তমকুমারের বিদূষককে প্রহার

বিদূ। আছে বা না আছে, দেখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

উত্তান। এস বাবা, ব'স এইখানে।

উত্তম। নাব তুমি—এই লও, মার। (যষ্টি প্রদান)

উত্তান। ছিঃ, মারিতে কি আছে?

উত্তম। র'সো, যাই মার কাছে;
মা দাঁড়াবে,
তোমাকে মারিব একেও মারিব।
মা মা,
দেখ, বাড়ি নিয়ে মারে না মা।

বিদূ। মহারাজ, দিন গোটা দুই,
ঝাঁটা হ'তে ছড়ি ভাল।

সুরুচির প্রবেশ

সুরুচি। মহারাজ, নাহি জান ছেলে ভুলাইতে,
বলে কথা, মার না না হয়।

উত্তান। সখারে মারিতে বলে।

উত্তম। দাও বাড়ি, (যষ্টি লইয়া) আমি মারি।

মারিতে উদ্যত ও বিদূষকের সরিয়া যাওন

সুরুচি। আহা, স'রে যাও কেন?
ম'রে ত যাবে না।
কেঁদে কেঁদে পেট ফুলাইল।

বিদূ। যাক্ তবে—যাক্ পিট ফুলে।

সুরুচি। না রে কাজ নেই, বাড়ি দে ত ফেলে।
মহারাজ,
ছেলে যে কাঁদায়, হাওয়া তার নাহি সয়।
খ'য়ে যাবে,—
দুধের পুতলি ছেলে,
তার মারে যাবে যমালয়!
[উত্তমকুমারকে কোলে লইয়া প্রস্থান।
বিদু। ছেলেটি ত দুধের পুতুলি,
লাঠিটি যে লোহার গুঁটলি!—
দু'টি ঘায়ে স্বাদ পাইয়াছি।

ধ্রুবের প্রবেশ

উত্তান। দেখ সখা, কার এ নন্দন,
এ চাঁদবদন কভু কি দেখেছি আর?
দেখ দেখ নাহিক ভূষণ, বল্কল বসন,
তবু প্রাণ স্নিগ্ধ হয় হেরি।
নাহি জানি মণিময় আভরণ পরি
হেন শোভা কেবা ধরে!
যেন পঙ্কজ-পুতলি,—
পঙ্কজ-বদন, পঙ্কজ-লোচনে চায়!
আয় আয়, কার রে রতন!
আয় তোরে কোলে করি।
ধ্রুব। ধ্রুব মম নাম,
উত্তানপাদ রাজার কুমার,
মার সনে থাকি বনে,
রাজা কোথা ব'লে দাও মোরে।
এসেছি পিতার কাছে, বসন-ভূষণ-তরে,
শীঘ্র যাব ফিরে, মা কাঁদেন আমা বিনে,
বন বহুদূরে, যেতে বড় পরিশ্রম।
উত্তান। আয় কোলে, আমি তোর বাপ,
জুড়াক্ তাপিত প্রাণ!

সুরুচির প্রবেশ

সুরুচি। মহারাজ, এই সত্য—এই অঙ্গীকার,
কারে তোল সিংহাসনে?
আরে কে রে তুই,
সিংহাসনে উঠিবারে চাস্?
হেন পুণ্য কিবা তোর,
কভু কি রে ভজেছিস্ হরি?
সিংহাসনে পাবি স্থান!
ত্যজি কলেবর,
জন্ম-জন্মান্তর হরির সাধন করি—
পার যদি জন্মিতে জঠরে মোর,
তবে তোর পুরিবে বাসনা।
ধ্রুব। কেন তুমি কর মানা?
দেখিলাম আসিতে নগরে,
পিতা কোলে করে সবাকারে,
আমি যাই পিতার সদন,
কি কারণ কর গো বারণ?
মহারাজ পিতা মম,
থাকি বনে,
আসিয়াছি বসন-ভূষণ-তরে,
কোলে লও, পিতা!
সুরুচি। রাজা, সুনীতির গর্ব্বের এ ছার!
এ কোন্ বিচার,
দাসীর কুমার—এ হেন আদর তারে?
আছ তুমি বদ্ধ অঙ্গীকারে,
মম উত্তমকুমার বিনা
অন্য কারে নাহি দিবে সিংহাসন:
অন্য কেহ পুত্র নহে তব।
বুঝেছি বুঝেছি সকলি তোমার ছল,
যাই, আর রব না এ স্থলে।
উত্তান। রাণি, এত কি হে জানি,
দেখিলাম সুন্দর কুমার,
আমি বলি কার ছেলে!
[সুরুচির পশ্চাৎ পশ্চাৎ উত্তানপাদের প্রস্থান।
বিদু। কেঁদ না কেঁদ না শিশু,
আয় তোরে রেখে আসি বনে;
আহা,
অভিমানে কাঁদে শিশু কথা নাহি কয়!
লোকে বলে রাজদণ্ড থাকিলে কপালে—
নিশ্চয় সে হয় রাজা।
আহা, সর্ব্বসুলক্ষণ
এ নন্দন বনবাসী!—
মার কাছে যাবে না কি তুমি?
ধ্রুব। কার করিলে সাধন
পিতা ল'ন কোলে?
বিদু। আসিয়াছ বসন-ভূষণ-তরে,
আয়, তোরে দিব বাস—দিব অলঙ্কার।
ধ্রুব। আর অলঙ্কার নাহি চাই,
মার কাছে যাই,
সুধাইব কার পদ করিলে সাধন—
পিতা দেন আলিঙ্গন?
বিদু। নাহি কাঁদ শিশু, হরিপদে রাখ মন,

আশীর্ব্বাদ করি,—
আকিঞ্চন পূরিবে তোমার।
ধ্রুব। হরি, কোথা তিনি?
বিদূ। কে এ শিশু, হরি করে অন্বেষণ?
অতি সুলক্ষণ, নহে সামান্য এ জন!
ধ্রুব। কোথা হরি, বল কৃপা করি,
যাব আমি তাঁর কাছে।
বিদূ। ক্ষুধা নাহি পেয়েছে তোমার?
ধ্রুব। ক্ষুধা তৃষ্ণা আর মোর নাই,
হরির নিকটে যাব।
বিদূ। চল, হেথা আর কাঁদিলে কি হবে!
ধ্রুব। কাঁদিব না আর,
কাঁদিব গো হরির চরণে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কুটীর-সম্মুখ

সুনীতি ও মুনি-পত্নী দণ্ডায়মানা

সুনীতি। মা-গো, বন উপবন করি অন্বেষণ
ধ্রুবের না দেখা পাই!
ও মা, অন্ধের নয়ন,
কোথা গেল দুখিনীর নিধি!—
জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কয়,
দুরন্ত তনয়,
নাহি জানি কি আছে কপালে!
স্থানে স্থানে কতই খুঁজিনু,
কোথা না পাইনু,
কোথা গেল কুমার আমার?
ও মা, কোথা যাব, ধ্রুবে কোথা পাব?
পরাণ ত্যজিব মা গো!
ক্ষুধার সময় কোথাও না রয়,
সারাদিন গেল কেটে,
ও মা, এনে দে গো ধ্রুবেরে আমার!
বুঝি বসনের তরে ক'রেছে গো অভিমান,
গেছে দূর-বনে, আর কি ধ্রুবেরে পাব?

ধ্রুবের প্রবেশ

মুনি-পত্নী। এই তোর ধ্রুব এল!
ব'লেছি ত, কোথা একা ব'সে খেলে।
ধ্রুব। কোথা হরি বল মা আমায়,
সাধন করিব তাঁর;
হরির না করিলে সাধন
যেতে নাই পিতৃস্থানে—
কেন মোরে বলনি জননি?
যাইতে নগরে, দেখিনু মা শিশুগণে,
সকলেরে পিতা কোলে লয়,
তুমি কোলে লও মা যেমন;
কিন্তু আমি হরি সাধি নাই,
না পাইনু যাইতে পিতার কোলে।
মুনি-পত্নী। ও মা, দুখের কুমার গিয়েছিল রাজ-পুরে!
ধ্রুব। পিতা চাহিলেন কোলে ল'তে,
এক নারী করিল গো মানা,
শুনিলাম বিমাতা আমার,
বলিল ব্রাহ্মণ—রেখে যেই গেল মোরে।
বাহু তুলে যাই কোলে,
পিতা ধরিলেন হাত,
সিংহাসনে তুলিতে চরণ,
বিমাতা আসিয়ে বারণ করিল মোরে।
কহিল সে নারী—
"পূজে গিয়ে হরি, সাধ যদি সিংহাসনে।"
ও মা, কোথা হরি ব'লে দে আমায়,
কেঁদে গিয়ে ধরি তাঁর পায়;
আমি অভাজন,
হরির সাধন করি নাই জন্মান্তরে,
তাই পিতা বাম মম প্রতি।
মুনি-পত্নী। দেখ মা সুনীতি,
বলেছি বৈষ্ণব তোর ছেলে;
ও মা, যেতে চায় হরির সাধনে!
সুনীতি। আহা, দুখিনী-সন্তান,
কেন গেলি রাজপুরে?
আহা,
অভিমানে দু'নয়নে ঝরিয়াছে ধার,
চিহ্ন তার র'য়েছে বয়ানে!
ধ্রুব। মা গো, ও কথা বলো না,
কান্না পায় মোর;
হেথা আমি কাঁদিব না আর,
কাঁদিব হরির পায়!
বল মা, কোথায় হরি,
হরিপদ করিব সাধন;
কোথা হরি—ব'লে দাও মোরে,
হরি হরি কোথা হরি?
সুনীতি। চল বাছা,

সারাদিন খাও নাই যাদুমণি!
ধ্রুব। মা গো, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই, হরিপদ চাই,
মা গো, কোথা গেলে হরি পাব,
যাব ত্বরা বল গো জননি!
বড় প্রাণ কাঁদে,
হরি বিনা কারে বা জানাব আর?
সুনীতি। আয়, বলি গিয়ে কুটীর-ভিতরে।
মুনি-পত্নী। আসি মা।
[সুনীতি ও ধ্রুবের প্রস্থান।
আহা, হরিনামে উন্মত্ত বালক,
ভাগ্যবান্—সার্থক জনম!
মুনি মিথ্যা নাহি কয়,
কোন মহাজন এ হবে নিশ্চয়,
হরি বিনা অন্য কথা নাহি জানে।
[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কুটীরাভ্যন্তর

ধ্রুব ও সুনীতি

ধ্রুব। এই ত খাইনু অন্ন,
পায়ে ধরি, বল কোথায় মা হরি?
সুনীতি। আয়, শো।
ধ্রুব। শোব না মা, যাব—হরি যথা।
সুনীতি। ওরে বাছা, হরি কি এখানে?
মহাবনে,
মহাভয় তথা বনজন্তু আছে কত,
যাইতে নারিবি সেথা।
ধ্রুব। মা গো, যাইতে পারিব,
বল মা, কেমন হরি—খুঁজে লব বনে।
সুনীতি। বাছা, বালকে কি সেথা যেতে পারে,
অন্ধকার বন,
নাহি যায় সূর্য্যের কিরণ,
অগণন বনজন্তু ফিরে;
ঘুমা আজ, কালি নিয়ে যাব।
ধ্রুব। বল তবে—সে হরি কেমন?
সুনীতি। বাছা, আমি অভাগিনী,
হরি কেমনে জানিব?
ধ্রুব। বল মা, কেমন হরি,
না শুনিলে নিদ্রা না আসিবে।
সুনীতি। হরি, পদ্মপলাশলোচন।
ধ্রুব। পদ্মপলাশলোচন?
দরশন কতক্ষণে পাব?
কতক্ষণে পোহাইবে নিশি?
ও মা,
চল যাই, কোথা পদ্মপলাশলোচন!
সুনীতি। কোথা যাবি, আঁধার রজনী,
ভূত-প্রেত এ সময়ে ফেরে,
ছেলে ধ'রে নিয়ে যায় তারা।
ধ্রুব। না মা, ধরিবে না মোরে।
যদি ল'য়ে যায়—
হরি ব'লে ত্যজিব জীবন,
জন্মান্তরে পাব হরি।
সুনীতি। যাস্ কালি প্রাতে।
ধ্রুব। মা গো, বনে হরি কেমনে জানিলে?
সুনীতি। বলি শোন্—
হরি দয়াময়—দয়া তাঁর অনাথায়।
ধ্রুব। হাঁ মা, আমি ত অনাথ।
সুনীতি। শোন মন দিয়ে, হরি কত দয়াময়।
ছিল দুখিনী ব্রাহ্মণী বনে,
পুত্র তার জটিল নামেতে:
পাঠশালে যায় বনপথে,
ভয় পায় কানন দেখিয়া,
নিত্য কয় জননীরে।
কি করিবে দুখিনী ব্রাহ্মণী,
বলে "বনে দাদা আছে তোর,
দাদা ব'লে ডাকিলে আসিবে।"
পরদিন সন্ধ্যার সময়,
"দাদা" ব'লে শংকায় ডাকিল শিশু,—
হায় হরি, কি কব মহিমা তাঁরি,
বনে দাদা তখনি আইল,
জটিলে কহিল, "ভয় নাই—যাও ঘরে।"
দৈবে একদিন,
গুরুর তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত।
শিশুগণে সুধাইল গুরু,—
"হবে ব্রাহ্মণভোজন,
কেবা কিবা পারিবি রে দিতে?"
জনে জনে এ কহিল, 'এ সামগ্রী দিব',
ও কহিল, 'আমি দিব এই দ্রব্য আনি',
কোথা পাবে দুখিনীকুমার,
কিছু নাহি বলিল জটিল।
গুরু তারে কৈল তিরস্কার।
দুখিনীকুমার,
কাঁদিতে কাঁদিতে বনপথে ফিরে ঘরে,

দয়াময় দাদা আসি দেখা দিল,—
জটিলে কহিল,
"ভয় কি রে, ব'লো গিয়ে গুরুরে তোমার,
দধি দিব—আমার এ ভার।"
সেইমত জটিল কহিল গিয়া।
ভোজনের দিন,
দ্রব্য আনি রাখিল সকলে,
দধি নাহি আসে আর;
পরে ক্ষুদ্রভাণ্ড-করে,
ধীরে ধীরে জটিল আসিল,—
গুরুর রোষের নাই সীমা;
শিশু সবিনয়ে কয়,
"গুরুমহাশয় ইহাতেই হবে,
দাদা মোরে ব'লে দেছে।"
রোষে গুরু বলে, "দে রে অভাগীর ছেলে,
ঢেলে দিই জনেক ব্রাহ্মণে।"
লোকে চমৎকার,
দধিভাণ্ড আর যত দেয় না ফুরায়!
সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল গুরু,
"কোথা দাদা বল্ তোর?"
"বনে"—কহিল জটিল।
কোলে তুলে বালকে সত্বর
শিক্ষক ধাইল,
দেখা জটিলের মাতা সনে,
শিশু—প্রেমনীরে ভেসে যায় বুক,
'দাদা' ব'লে কাননে ডাকিল,
দেখা দিল পদ্মপলাশলোচন হরি!
তিন জনে আনন্দে বৈকুণ্ঠে গেল।
(স্বগত) এতক্ষণে ঘুমাইল ধ্রুব।

সুনীতির শয়ন

ধ্রুব। তবে আর ভয় কিবা,
মা—না—জাগাব না,
জাগিলে মা যাইতে দিবে না।
যাই, ভয় নাই আর,—
বনে ডাকিলেই দেখা পাব,
নহে কেন জটিল দেখিল?
আঁধার রজনী,
ভয় কিবা ডাকিলেই দেখা পাব।
দয়াময়, পদ্মপলাশলোচন হরি!
কাঁদিবে জননী,
কিন্তু হরি-সাধন-বিহীন আমি—
দুখিনীর কি করিব উপকার?
ধ্রুব মাগে বিদায়, জননি,
যদি—
দেখা পাই হরি পদ্মপলাশলোচন,
আসিব মা বন্দিতে চরণ।
নহে,
জনমের মত বিদায় মাগে গো ধ্রুব:
কোথা পদ্মপলাশলোচন! [ধ্রুবের প্রস্থান।
(নেপথ্যে ধ্রুব)
কোথা পদ্মপলাশলোচন,
দেখা দাও দয়াময়!
সুনীতি। ঘুমা বাছা,
কালি যাবি হরি-দরশনে:
অ্যাঁ, কোথা ধ্রুব—ধ্রুব, ধ্রুব, কই তুই!
ও মা, এ কি সর্ব্বনাশ,
উত্তর না দেয় কেন?
কোথা গেল? এ যে ঘোর নিশা,
কুটীরের দ্বার খোলা,
ও মা, কোথা যাব, কোথা গেল ধ্রুব,
ধ্রুব, ধ্রুব, কোথা তুই বাপধন!
[সুনীতির প্রস্থান।

মুনি-পত্নীর প্রবেশ

মুনি-পত্নী। কি গো, উঠেছিস্—এ কি
কোথা গেল।
স্নান হেতু গেছে বুঝি পুত্রে করি কোলে।

সুনীতির প্রবেশ

সুনীতি। ধ্রুব, ধ্রুব, ফিরে কি এসেছ?
ও মা, ধ্রুব কোথা গেছে মোর,
ওগো আঁধার রজনী,
ধ্রুব মোর গেল কোথা?
হরি, কি করিলে অভাগীর,
ওমা, কোথা যাব,
ধ্রুবেরে কি পাব আর?
মুনি-পত্নী। স্থির হও মা, কি হ'য়েছে বল,
নহে ত রজনী, দেখ, ঊষা দেখা দেছে,
গেছে বুঝি খেলিবারে।
সুনীতি। ওগো, নাহি যায় বিদায় না ল'য়ে,
কি হবে গো, কোথাও না দেখি তারে।
মুনি-পত্নী। তবে কোথা গেল, আয় খুঁজি
গিয়ে।
[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বনপথ

সুনীতি ও মুনি-পত্নীর প্রবেশ

সুনীতি। ধ্রুব, ধ্রুব, হেথা কি রে আছ বাছাধন!
কই কই—কই মা আমার ধ্রুব?
এই ত বালকে মিলে খেলে,
ও মা, কোথা হারানু অন্ধের নড়ি,
ও মা কোথা ধ্রুব,
কোথা মোর অঞ্চলের নিধি,
ও মা, আর ত সহে না,—
ধ্রুব ধ্রুব, বাপধন!

মূর্চ্ছা

মুনি-পত্নী। উঠ মা আমার, ধ্রুবেরে খুঁজিতে যাই,
হায়, আর কোথা পাব খুঁজে,
ফাঁকি দিয়ে গেছে বুঝি বৈষ্ণব চলিয়ে
বিষ্ণুপদ-ধ্যান তরে!
উঠো মা সুনীতি,
হরি ব'লে গেছে চ'লে ছেলে তোর,
বৈষ্ণবের চূড়ামণি,
বৈরাগ্য কিশোরকালে,
মা মা উঠ,—
কেঁদে বল হরিরে ডাকিয়ে,
কল্যাণে সন্তানে তোর ফিরে এনে দিতে।

সুনীতি। ওগো, কারে গো বলিব,
ধ্রুব এনে কেবা দিবে,
হায় কোথা যাব,
সতিনী সাধিল বাদ সন্তানের সনে,
ও মা, দুঃখের বালক—হরি ব'লে চ'লে গেল।
হরি দয়াময়!
স'পে দিই সন্তানে তোমারে,
রেখ বিপদে শ্রীপদে,
অনাথ আমার ধ্রুব—
হে অনাথনাথ!
ভুল না, ভুল না, বালক আশ্রয় চায়,
দীনবন্ধু নাম তব প্রভু,
দীন বালকে দুর্গমে,
করুণানয়নে—
দেখ' পদ্মপলাশলোচন,
তোমা বিনে অরণ্যে কে রাখে তারে!
কৃপাসিন্ধু,—
দুখিনীর নিধি দুখিনী স'পিছে পায়,
রেখো, রেখো অজ্ঞান বালকে,
ও মা, এত দিনে সকলই ফুরাল মোর!

মুনি-পত্নী। আয় মা আয়,
পথে প'ড়ে কাঁদিলে কি হবে?

সুনীতি। ও মা, পথ ঘাট সকলই সমান।
ভগবান্, কি করিলে?

গীত

ভৈ'রো—একতালা

বালকে বিপদে—রাখ রাঙাপদে,
বিপিনবিহারী!
তব পদ ধরি, চ'লে গেছে হরি,
একাকী অবোধ তব নাম স্মরি,
দিও শ্রীচরণ—কমলনয়ন,
মোহন বাঁশরীধারী!
ত্যজি গৃহবাস, তব পদ আশ,
বনে বনে বাস—পাইবে তরাস,
দেখ রেখ ভয়হারী!

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বন

ধ্রুব

ধ্রুবের গীত

বেহাগ—ঠেকা

কোথা পদ্মপলাশলোচন!
ব'লেছে মা আমারে, বনে পাব দরশন।
কখন' ত দেখিনি তোমায়,
দেখা দিয়ে রাখ রাঙা পায়,
দয়াময়, প্রাণ তোমারে চায়,
তোমায় না ডেকে বৃথা গিয়েছে কত জনম!

হরি, পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথায় তুমি —দেখা দাও, আমি অবোধ অজ্ঞান, আমায় দেখা দাও, ঐ যে পদ্মপলাশলোচন হরি!

মহাদেবের প্রবেশ

মহা। আয় ধ্রুব, আয় কোলে আয়, বৈষ্ণব-স্পর্শে আমার তনু পবিত্র হ'ল।

ধ্রুব। পদ্মপলাশলোচন, এত দুঃখ আমায় কেন দিলে?

মহা। ওরে, আমি পদ্মপলাশলোচন নই, আমি সেই শ্রীচরণ-আশে সন্ন্যাসী, আমি তোর কাছে হরিপ্রেম ভিক্ষা ক'র্‌তে এসেছি, তোর দর্শনে আমি হরি-প্রেম লাভ ক'র্‌ব, এই আশে এসেছি।

ধ্রুব। তুমি পদ্মপলাশলোচন নও, তবে কোথায় আমার পদ্মপলাশলোচন? আমায় ব'লে দাও, আমি অবোধ, আমি জানি না, কোন্ পথে যাব,—কোথা তাঁর দেখা পাব?

মহা। আমি সে পদ্মপলাশলোচন হরির তত্ত্ব কোথায় পাব? আমি যুগে যুগে ধ্যান ক'রে পাইনে, হরিভক্তি আমায় দে, আমি তাঁরে খুঁজি।

ধ্রুব। তবে আমি পদ্মপলাশলোচন কোথায় পাব? কে আমায় ব'লে দেবে? পদ্ম-পলাশলোচন হরি! কোথায় তুমি? তুমি পদ্ম-পলাশলোচন নও, আমি অবোধ, আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'র না, যদি পদ্মপলাশলোচন নও, তবে কেন তোমার দর্শনে আনন্দ হ'চ্ছে? তোমার স্পর্শে প্রাণ ভ'রে যাচ্ছে? তুমি পদ্ম-পলাশলোচন, আমি তোমায় ছাড়ব না।

মহা। না ধ্রুব, আমি তাঁর দাসানুদাস, আমি তাঁর শ্রীচরণ দিবারাত্রি ধ্যান করি।

ধ্রুব। তবে আমায় ব'লে দাও, আমি বড় আশা ক'রে বনে এসেছি; মা আমার কাঁদ্‌ছে, আমি পদ্মপলাশলোচনকে নিয়ে ফিরে যাব, যদি পদ্মপলাশলোচন না পাই, জলে ঝাঁপ দেব, ছার প্রাণ রাখ্‌ব না, যে জীবনে পদ্মপলাশ-লোচন দর্শন পেলেম না, সে জীবন বৃথা, জীবন আর আমি রাখ্‌ব না।

মহা। ধ্রুব, এ দুর্লভ প্রেম কোথায় পেলি? পদ্মপলাশলোচন তোর জন্যে বৈকুণ্ঠে ব্যাকুল।

ধ্রুব। কোথায় বৈকুণ্ঠ, আমায় ব'লে দাও, কোন্ পথে যাব? আমি ডাক্‌ছি, পদ্মপলাশ-লোচন কি শুন্‌তে পাচ্ছেন?

মহা। ভক্তের ডাকে হরি অধীর; তোর ডাকে বৈকুণ্ঠ পরিপূর্ণ।

ধ্রুব। তবে কেন তিনি আসেন না? পদ্ম-পলাশলোচন হরি এস, পদ্মপলাশলোচন হরি এস, হরি! দেখা দাও!

মহা। ধ্রুব, তুই ওই পথে যা, যতদিন তোর গুরুদর্শন না হয়, পদ্মপলাশলোচন হরি তোর সঙ্গে সঙ্গে আছেন, কিন্তু দেখা দিতে পাচ্ছেন না।

ধ্রুব। কই পদ্মপলাশলোচন, কই আমার সঙ্গে আছেন?

মহা। না চিনিয়ে দিলে তুই ত চিন্‌তে পার্‌বিনি, তোর চক্ষু মায়ায় ঢাকা, সে মায়া-মোচন না হ'লে পদ্মপলাশলোচনের দর্শন পায় না।

ধ্রুব। তবে কি আমি পদ্মপলাশলোচন পাব না? ছার প্রাণ আর রাখ্‌ব না! হরি, এ জন্মে দেখা দিলে না, জন্মান্তরে বিমুখ হ'ও না, শুনেছি তুমি দয়াময়, তবে আমায় কেন দয়া ক'চ্ছ না? হে পদ্মপলাশলোচন হরি, এ জন্মে বঞ্চিত ক'র্‌লে, জন্মান্তরে বঞ্চিত ক'র না।

মহা। ধ্রুব, তুই কাঁদিস্‌নে, হরি তোরে দেখা দিবেন, এই পথে যা।

ধ্রুব। দেখা পাব? পদ্মপলাশলোচন হরি, দেখা দাও।

মহা। ধ্রুব, যাবার সময় একবার কোল দে।

[ধ্রুবের প্রস্থান।

নারদ, নন্দী, ভৃঙ্গী ও ভূতগণের প্রবেশ

নন্দী। বাবা আজ ভাবে ভোর!

নারদ ব্যতীত সকলের গীত

বল রে বল ভাঙড় ভোলা, পঞ্চমুখে বল হরি!
যাঁর চরণ-ঘামে প্রেমের বারি—
মাথাতে রাখ ধরি।
যাঁর প্রেমে—বাঘছাল,
যাঁর প্রেমে, পাগল, সদাই বাজাও গাল,
শ্মশানবাসী, পর হাড়ের মাল;
গভীরে—বদন ভ'রে,
আয় রে হরিনাম করি।

নারদ। খুড়ো, আজ যে বড় আনন্দ!

মহা। ওরে, ধরায় হরিভক্ত জ'ন্মেছে, নারদ, যা যা, একবার দে'খে আয়, একবার নয়ন সফল

ক'রে আয়, ওরে, হরিভক্ত জ'ন্মেছে রে হরি-ভক্ত জ'ন্মেছে! যে নামে আমি শ্মশানবাসী, সেই নামে শিশু বনবাসী, ওরে, আনন্দরাশি আর ভোলার প্রাণে ধরে না! নারদ, দে'খে আয়, —দে'খে আয়! পঞ্চমবর্ষীয় বালক হরিগুণ গায়, পশু-পক্ষী তরু-লতা সব প্রেমে ভেসে যায়, একবার যা নারদ, দে'খে আয়।

নারদ। খুড়ো তো খালি ব'ল্‌ছ,—'দে'খে আয়', ভাল পাগ্‌লার পাল্লায় পড়্‌লুম, খালি ব'ল্‌ছে—'দেখে আয়।' কে সে খুড়ো?

মহা। ওরে, চিন্তামণির ভক্তকে কি আমি চিনি?

তাঁর ভক্তের মহিমা—আমি পাগল—
বল্‌ কি জানি?
তা হ'লে ত আমি চিন্তামণি চিনি;
হরিভক্তের তত্ত্ব কে পায় বল্‌?—
চল্‌ চল্‌ হরি ব'লে চল্‌,
ওরে, ভক্তের প্রেমে শতধারে
বহিছে নয়নজল;
চল চল হরি বলে চল,
হবে জনম সফল—জীবন সফল—
নয়ন সফল;
প্রেমে প্রাণ হবে ঢল্‌ ঢল্‌,
চল্‌ চল্‌ ভক্ত দেখ্‌বি চল্‌।

নারদ। ভাঙে বুঝি আজ বেশী ধুতুরা?

মহা। না রে না, প্রেম-নদীতে তুফান উঠেছে,
ঐ শোন—গঙ্গা ক'র্‌ছে কুলুকুলু ধ্বনি,
হরিপ্রেমে নাচ্‌ছে আজ সুরতরঙ্গিণী,
প্রেমে গঙ্গা উন্মাদিনী,
ভক্তের চরণ বক্ষে ধ'রে পবিত্র ধরণী,
চল্‌ চল্‌ দেখ্‌বি ভক্তের চন্দ্রবদন খানি।

সকলে।— গীত

মঙ্গল-মিশ্র—একতালা

উঠলো ভবে হরিনামের ঢেউ,—
বেগে প্রেম যায় রে ব'য়ে কূল পাবে না কেউ।
ভক্ত করে হরিগুণগান,
মাতে লতা-পাতা, শাখী, পাখী,
গ'লে যায় পাষাণ,
গগনে উঠ্‌ছে মধুর হরিনামের তান;
প্রেম-পীযূষ পানে ত্রিভুবনে প'ড়েছে হেউ ঢেউ!

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

কানন-পথ

ধ্রুব

ধ্রুব। কোথা পদ্মপলাশলোচন!
দেখা দাও অজ্ঞান বালকে,
কোথা পদ্মপলাশলোচন!
হরি! হরি!—
দেখা দাও, ওহে পদ্মপলাশলোচন!

নারদের প্রবেশ

নারদ। (স্বগত) কে রে দুর্গম কান্তারে
বীণাস্বরে হরিগুণ গায়?
শ্রবণ জুড়ায় শুনি,
আহা কি মধুর স্বর,
কলেবর পুলকে পূরিল মোর,
এ কি পঞ্চবর্ষীয় শিশু,—
অবোধ অজ্ঞান,
বনে করে হরিগুণগান!

ধ্রুব। তুমি পদ্মপলাশলোচন,
প্রভু, তুমি বড়ই নির্দ্দয়,
দয়াময়, এত দিনে দেখা দিলে?

নারদ। হরিলীলা অপূর্ব্ব সংসারে,
এ বালক নহে সাধারণ,
হরিময় হেরে ত্রিভুবন,
ব্যাঘ্রে নাহি ডরে,
সকাতর-স্বরে জিজ্ঞাসিছে,—
"তুমি পদ্মপলাশলোচন?"
ঘোর বনে আইল কেমনে,
কিশোরে বৈরাগ্য কিবা হেতু?
দেব-অবতার,
কোন্‌ বংশে জন্মিল কুমার,
বৈষ্ণবের সার,
হরিগুণ করিতে প্রচার
আসিয়াছে ধরাতলে।
উন্মত্তের প্রায়,
বাল-কণ্ঠে হরিগুণ গায়,
ভক্ত সাধুজন
পবিত্র কানন বালকের আগমনে।
আহা, এ বিজন বনে হরিনাম শুনে
প্রেমে মোর নাচে প্রাণ,—
শিশুরে সন্তান জ্ঞান হয়!

হরিপদ শিশুর কামনা,
দিব মন্ত্র পূরিবে বাসনা।
ধ্রুব। কোথা পদ্মপলাশলোচন, দেখা দাও,
ব'লেছে জননী—দয়াময় তুমি,
দেখা দাও দুর্গমে আমায়।

গীত

বিভাষ—আড়াঠেকা

গহন-মাঝারে ডাকিছে তোমারে,
এস পদ্মপলাশলোচন!
আমি জনমে জনমে ভ্রমি,
মিছে ভ্রমে করিনি চরণ-সাধন।
বালকেরে পায় রাখ করুণাময়,
প'ড়ে ঘোর দায় ডাকি হে তোমায়,
এসো দয়াময়, হয়ো না নিদয়,
মাগি হে আশ্রয়, হে ভয়বারণ॥

নারদ। কে তুমি এ বালক-বয়সে,
অসীম সাহসে আসিয়াছ বনমাঝে?
হরি পদ্মপলাশলোচন,
কে তোরে শিখায়ে দিল?
কে রে ভাগ্যবান্, শৈশবে চিনেছ হরি!
ধ্রুব। প্রভু, তুমি পদ্মপলাশলোচন!
দয়াময়, এত দিনে হ'লে কি সদয়?
দুখিনীনন্দন—অনাথ অধম,
নিজগুণে কৃপা কর হরি।

গীত

টোড়ী—আড়াঠেকা

তুমি কি নিঠুর এমন।
কাঁদি বনে বনে, হ'লো কি হে মনে,
নিয়েছি চরণে শরণ!
বারে বারে বারে ক'রেছ বঞ্চনা,
না দে'খে তোমারে স'য়েছি লাঞ্ছনা,
আর ছাড়িব না চরণ-বাসনা,
দেহ চরণকমল, কমলনয়ন॥

নারদ। শুন রে বৈষ্ণব-চূড়ামণি,
নহি পদ্মপলাশলোচন,
হরিনাম সার, আমি দাস তাঁর,
বনে যাঁর করিছ সাধনা;
মন্ত্র কহি কাণে, জপ নারায়ণে,
হৃদিমাঝে হের শ্যাম ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা
বাঁকা শিখি-পাখা অধরে মুরলী,
পীতাম্বর বন-হার গলে,
পদকোকনদ ভক্তের সহায় ভবে।
বাছাধন!
একমনে শ্রীচরণ কর ধ্যান।
ভেব না ভেব না পূরিবে বাসনা,
দয়াময় রহিতে নারিবে,
আসি দেখা দিবে,
কিনে লবে ভকত-বৎসল হরি।
এস, মধুবনে কর তপ।
ধ্রুব। প্রভু, বল পুনঃ জুড়াইল প্রাণ,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম—
পীতাম্বর বনমালা গলে,
প্রভু, দেখি দেখি দেখিতে না পাই,
রাঙ্গা পা দু'খানি দেখি দেখি কোথা যায়,
হায় হায়—বুঝি আমি নাহি পাব দেখা,
প্রভু, বল পুনঃ ত্রিভঙ্গিম ঠাম!
নারদ। হরি! সার্থক জনম মম,
হেন শিষ্য মিলিল আমার।
ওরে—
হরিপ্রেম দে রে মোরে অবোধ বালক,
তিন লোক পবিত্র জনমে তোর।

উভয়ে।— গীত

ছায়ানট—ধামার

প্রেমে ডাক হরি-বলে,
বাঁধা হরি প্রেমের বাঁধে।
প্রেমের হরি প্রেমে কাঁদে,
যারে তারে প্রেম নে সাধে॥
মন-প্রাণ স'পুলে পায়ে,
দয়াল হরি ঠেক্‌বে দায়ে,
বড় দয়াল হরি রে—
প্রাণের হরি, প্রাণ জুড়াবে,
প্রাণ দে কেন, প্রাণের সাধে॥

নারদ। কৃষ্ণপদে গেছে মন দেহ ছাড়ি,
দেখিব হে নিঠুর ঠাকুর,
কত দিনে দাও দেখা।
ধ্রুব। প্রভু, কোথা হরি?
কোথা ত্রিভঙ্গিম ঠাম!
নারদ। এস মধুবনে, নয়ন মুদিয়ে,
হৃদ্-পদ্মে দেখা পাবি বাঁকা শ্যাম।

ওরে, তোর তরে
হ'য়েছে চঞ্চল, ভকত-বৎসল হরি,
নহে পূর্ণ দিন—তাই নাহি দেন দেখা;
পূর্ব্বরাগ প্রেমে তোর—
নবকলি বিকসিত হৃদে,
ওরে পূর্ব্বরাগ হেন অনুরাগ—
ত্রিসংসারে নাহি আর,
পূর্ব্বরাগ মধুর মিলন হ'তে—
অবিচ্ছেদ হৃদয়মাঝারে পাবি তাঁরে,
লক্ষ্মী যাঁর সেবে পদ।
নব অনুরাগ,
নব ভাবে নয়নের ধার—
বক্ষঃ বহি যতই বহিবে,
প্রেম-উৎস ততই বাড়িবে,
পাইবে নূতন প্রাণ!
আয় হরি ব'লে আয়—
আয় রে প্রেমিক শিশু।

উভয়ের গীত

মোল্লার—একতালা

আয় রে আয় হরি ব'লে বাহু তুলে
নেচে আয়,
ডাক্‌লে হরি রইতে নারে,
রাখ্‌বে তোরে রাঙ্গা পায়।
কাজ কি আর ছার কামনা,
হরিপদে প্রাণ স'প না,
হরিনাম কারুর নয় মানা,—
হরিনামের পণে হরি কেনে,
নামের গুণে ত'রে যায়।

চতুর্থ অংক

প্রথম গর্ভাংক

মধুবন

ব্রহ্মা ও ইন্দ্র

ব্রহ্মা। পুরন্দর, নাহিক সংশয়,
সর্ব্বনাশ হবে মম এ তাপস হ'তে:
হেন তপ দেখি নাই কভু,
এবে হের একপদে আছে উর্দ্ধমুখে,
কভু অগ্নি জ্বালি হেটমুণ্ডে
উর্দ্ধপদে রহে,
ঘোর হিমে ডুবে রহে জলে,
কিছুতে না ভঙ্গ হয় তপ।
যে মায়ায় সৃজিনু সংসার,
তাহে শিশু নারিনু ভুলাতে:
আস্বাদন রসনা ভুলেছে,
শব্দ আর কর্ণ নাহি শুনে,
মুদিত নয়নে—অঙ্গস্পর্শ জ্ঞানহীন।
কি হবে কি হবে,
ব্রহ্মপদ নিশ্চয় যাইবে।
হয় ডর হরি দয়ার সাগর
যাহা চাবে তাহা পাবে,
কি বাসনা বুঝিতে না পারি:
দৃষ্টি নাহি পশে মোর শিশুর অন্তরে,
হরিময় প্রাণ,
কেমনে বুঝিব বল সে প্রাণের কথা!
ইন্দ্র। দেব, আমিও উপায়
করিলাম কত দিন হ'তে
কোনমতে ভঙ্গ নাহি হয় তপ!
বলিয়াছি বিদ্যাধরীগণে,
কামদেব সনে আসিতে এ মধুবনে,
দেখি তায় উপায় যদ্যপি হয়—
নহে,
সকলি সম্ভব তাপস বালক হ'তে।

মদন ও বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ

গীত

অহং-বাহার—একতালা

বাজে গায় মলয়-মারুত,
বল যেন সই, বয় লো ধীরে।
ফুলে আজ গন্ধ ভারি, সয় না লো সই
মাথার কিরে॥
সাধে কি পড়ি ঢ'লে—
চলা কি যায় মেঘে চ'লে?
কাণ গিয়েছে পাখীর গানে,
মন সরে না যাব ফিরে।

ইন্দ্র। শুন ফুলধনু,
দূরে শীর্ণ-তনু তপ করে নিরন্তর,—
তেজে তপন মলিন, অগ্নি তাপহীন,

পবন উত্তপ্ত তাতে;
কি হয় কি হয়, ইন্দ্রত্ব বা যায়,
যাও হে কুসুমধনু।

মদন ও বিদ্যাধরীগণের গীত

চেতা-যোগিয়া—কাওয়ালী

যাব যাব ফিরে চাব,—
হ'লে চ'খে চ'খে আঁখি ফিরাব লো।
ধীরে মধুর, মঞ্জীর বেজে যাবে,
কেবা হেন নাহি ফিরে চাবে,
হেরি কবরী প্রাণে লো ব্যথা পাবে,
প্রাণ ঢালিবে পায়, ল'য়ে চ'লে যাব।

[গান করিতে করিতে প্রস্থান।

ব্রহ্মা। তপো ভঙ্গ অসাধ্য সাধন,
হৃদে যার মদনমোহন,
কি করিবে মদন তাহার?
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু,
নারীর নাহিক অধিকার!

বিদ্যাধরীগণ ও মদনের পুনঃ প্রবেশ

১ বিদ্যা। ছি ছি দেবরাজ, কি কাজে পাঠালে,
ক্ষীর আসে পয়োধরে, বাছারে হেরিয়ে!
২ বিদ্যা। জুড়ায় এ প্রাণ,
চাঁদমুখে 'মা' ব'লে যদ্যপি ডাকে,
আহা!
কোন্ ভাগ্যধরী জঠরে ধরিল এরে?
ব্রহ্মা। চল ইন্দ্র, যাইব গোলোকে,
হরি বিনা উপায় না হবে,
মুরারিরে করিব জিজ্ঞাসা,
ভক্ত তাঁর কোন্ আশে করে তপ।
ইন্দ্র। স্বর্গ-প্রান্তে আছে দেব,
দীর্ঘিকা রাক্ষসী,
পবনে প্রেরেছি আমি আনিতে তাহারে,
মায়াবিনী নিশাচরী,
সুনীতির স্বরে কাঁদিবে এ তপোবনে,
দেখি যদি তাহে ভঙ্গ হয় তপ।
ব্রহ্মা। আসে যদি আসুক্ দীর্ঘিকা,
কিন্তু চল যাই হরির সদনে,
মায়ায় না বৈষ্ণব ভুলিবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গোলোকপুরী

লক্ষ্মী

লক্ষ্মী। বুঝিতে না পারি,
কয়দিন কি ভাবে মুরারি উচাটন,
সদা অন্যমন—
কভু বা নয়নে বহে ধারা,—
জিজ্ঞাসিব আসিলে মাধব,
কেন হেন ভাব তাঁর।

ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ

ব্রহ্মা। মাতা, কর আশীর্ব্বাদ,
কোথায় গোলোকপতি?
বিষম সংকটে পড়েছি গো কৃপাময়ি!
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু
তপ করে অরণ্য-ভিতরে,
কি বাসনা বুঝিতে না পারি
দেবগণ সভয় সকলে
তপোবলে কি বর লইবে,
কার পদ যাবে
ভাবি মনে, সৌভাগ্যদায়িনি!
লক্ষ্মী। হে বিরিঞ্চি! নাহি জানি কোথা
নারায়ণ,
কভু বা ক্ষণেক আসেন বিশ্রাম হেতু!
পলে পলে হেরি উচাটন,
মদনমোহন তিলমাত্র নহে স্থির।
রজনীতে উঠি যান চলি।
বল, দাসী আমি—কেমনে বুঝিব,
কি চিন্তায় মগ্ন চিন্তামণি;
কি শুনি অদ্ভুত কাহিনী,
তপ করে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু;
নিঠুর শ্রীনাথ—
অনাথ বালকে নাহি দেন পদাশ্রয়।
চতুর্ম্মুখ, চিন্তা কর দূর,
বৈষ্ণবের বিষয়-বাসনা
সম্ভবে না কদাচন,
হৃদ্‌পদ্মে যে দেখেছে ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
অন্য কাম আর তার নাহি হয়,
তুচ্ছ অন্যপদ চাহে দুর্লভ শ্রীপদ,
ভক্তিপণে মাধবে সে কেনে,
অন্যধন সে কভু না চায়।

বিষ্ণুর প্রবেশ

প্রভু,
'কৃপাসিন্ধু' আর কে তোমারে কবে?
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু তপ করে বনে,
তবু হরি না হও সদয়?
করিয়াছি শ্রীমুখে শ্রবণ
কায়মনে ডাকে যেই জন,
হে মধুসূদন!
শ্রীচরণ তখনি সে পায়।
অনাহারে ডাকিছে বালক,
পরাৎপর গোলোক-পুলক,
যদি প্রভু, কৃপা না করিবে,
নামে তব কলঙ্ক রটিবে,
ভবে তব কে আর শরণ লবে?
মধুবনে আপনি যাইব,
শিশুরে লইব কোলে,
ছি ছি ভগবান্! কি কঠিন প্রাণ,
দয়ার নিধান আর কে বলিবে বল;
চল শীঘ্র চল, শিশু বুঝি মরে প্রাণে!

বিষ্ণু। চল, কোথা আমি—
মধুবনে ধ্রুবের হৃদয়ে,
ছায়ামাত্র গোলোকে আমার!
দেখ ধ্রুবময় আমি,
ধ্রুব ধ্যান, ধ্রুব প্রাণ,
লক্ষ্মি, বল তাই তোমারে সুধাই,
বালকেরে কি দিয়ে ভুলাব
কত দিন বাঁধা রব?
নিদ্রিত মায়ের পায় বিদায় মাগিয়ে
ঘোর নিশা, হরি বলি চলিল গহনে,
সে অবধি ভ্রমি পিছে তার।
অভিমানে ব'লেছিল ধ্রুব,
'কাঁদিব হরির পায়'।
সে অবধি নিরন্তর কাঁদি আমি,
সে অবধি ভাবি, কি দিয়ে ঘুচাব,
কিশোরপ্রাণের ব্যথা তার;
দেখ দেখ কণ্টক ফুটেছে,
মম অঙ্গে আছে,
আগে আগে গিয়েছে গরুড়,
মার্জ্জনা করিয়া পথ,
সুদর্শন সতর্ক ঘুরিছে,
কেহ পাছে বিঘ্ন করে তার।
নিত্য ভাবি দেখা দিই,
পুনঃ ভাবি,
বাঁধুক আমায় বাঁধুক আমায়,
বাঁধা রব বাঁধা রব—
অনন্ত—অনন্ত কাল,
নিত্য নব অনুরাগে নবীন পিপাসা!
নিত্য তৃপ্ত তৃষা,
পূর্ব্বরাগে পিয়াসা ততই বাড়ে;
হৃদে নবরাগে নবীন কমল ফোটে,
পূর্ব্বরাগে মিলন অধিক প্রিয়,
তাই প্রিয়ে, তাই নাই দিই দেখা।
কার তরে বল উচাটন,
শয়ন অশন নাহি মম দিবানিশি।
সিংহাসন-প্রয়াসী কুমার,
ক'রেছিল অভিমান,
নিত্য আমি করি হে নির্ম্মাণ
ধ্রুবপুরী অতুলনা ত্রিসংসারে,
গোলোক জিনিয়ে সে মহা আনন্দধাম!
ভাবি, লক্ষ্মি, ভাবি—
ধ্রুব নাম যে লইবে প্রাতে,
বিনা পণে আমারে কিনিবে;
চল, দেখিবে নয়নে
কি আনন্দে আছে ধ্রুব।
নাহি ভয়, ওহে পদ্মযোনি!
নাহি ডর পুরন্দর!
বৈষ্ণবের জ্ঞান না বাসনা,
হরিপ্রাণ হরিগুণগান—
শয়নে স্বপনে হরি,
ইহা বিনা বৈষ্ণব না জানে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

ধ্রুব তপে মগ্ন

পবন ও দীর্ঘিকা রাক্ষসী

দীর্ঘিকা। দেখ দেখ চক্র সুদর্শন,
কেমনে নিকটে যাব?
ওহে, ছলে কি হবে বল না?
দুগ্ধের বালক, দেখ দেখ চাঁদমুখ,
এ হ'তে অনিষ্ট কার হবে?

লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর প্রবেশ

বিষ্ণু। ধন্য তুমি দীর্ঘিকা রাক্ষসী,
বৈষ্ণবের মর্ম্ম বুঝিয়াছ।

হে পবন!
মম ভক্তের কি আকিঞ্চন
এখনি জানিবে সবে,
আমা বিনা ত্রিভুবনে কিছু নাহি জানে।
যে জন ভকত মোর,
ব্রহ্মলোক তুচ্ছ গণে,—
কি পুলক হৃদয়ে তাহার
জানে মাত্র ভক্ত যেই।
ধ্রুব, ধ্রুব! মেল রে নয়ন।
আমি তোর "পদ্মপলাশলোচন হরি।"
লক্ষ্মী। আহা! অনাহারে মরেছে কুমার!
বিষ্ণু। নহে মৃত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য শিশু,
যে ছবি অন্তরেতে ওর,
সে ছবি না হইলে অন্তর,
ধ্রুব নাহি মেলিবে নয়ন;
দাঁড়াই মুরলী ধরি
ত্রিভঙ্গিম ঠামে, হরি অন্তরের ছবি।
ধ্রুব। কোথা,
কোথা গেলে হরি পদ্মপলাশলোচন,
কোথা বনমালী হরি!
বিষ্ণু। বর নে রে, এই যে সম্মুখে তোর।
ধ্রুব। আহা! কিবা রূপ দেখ রে নয়ন,
পদ্মপলাশলোচন,
পদ্মপলাশলোচন,
পদ্মপলাশলোচন!
লক্ষ্মী। ধ্রুব, কোলে আয়,
আয় কোলে দুখিনীর ধন,
তোর ঘরে চিরদিন বাঁধা রব।
অভিমানে কেঁদেছ যেমন,
কত রাজরাজ্যেশ্বর ল'য়ে সিংহাসন,
সাধিবে চরণধূলি তোর;
ডাক বাছা, 'মা' ব'লে আমায়।
ধ্রুব। মা মা, কৃপাময়ী মা আমার,
দিয়ে সিংহাসন ক'র না বঞ্চনা;
দে মা তোর হরিধন,
অন্য আকিঞ্চন নাহি আর,
প্রভু, ভুলাইয়ে ঠেল না হে পায়,
কৃপায় দিয়েছ দেখা।
বিষ্ণু। ধ্রুব, বর নে রে ইচ্ছা যা তোমার।
ধ্রুব। যেন ডাকিলেই দেখা পাই।
বিষ্ণু। ডাকিলেই দেখা দিব,
অন্য বর কিবা লবে?
ধ্রুব। অন্য বর নাহি চাই,
হরি পদ্মপলাশলোচন!
ডাকিলেই দেখা পাব,
হরি পদ্মপলাশলোচন,
ডাকিলেই দেখা পাব!
বিষ্ণু। ধ্রুব, মোর বরে হও রাজ্যেশ্বর,
শক্তি ধর অবনী শাসিতে;
লুকায়ে র'য়েছে—
নহে তৃপ্ত এবে তোর বিষয় বাসনা;
যত দিন এ ভবে হরি-গুণগান গাবে,
তোর তরে কত জন পাবে পরিত্রাণ,
পরে ধ্রুবলোকে পুলকে করিবি বাস,—
গোলোকের উপরে সে ধাম।
ধ্রুব, ধ্রুব, কোল দে রে বৈষ্ণবচূড়ামণি!
ধ্রুব। প্রভু, প্রভু,—
এ পুলক হৃদয়ে ধরে না,
হরি, তুমি কত কৃপাময়!
বিষ্ণু। ফিরে যা কুটীরে,
সেথা জননী কাঁদিছে তোর,
এত দিনে দুঃখ অবসান তার।
কত কাঁদিয়াছি তার তরে,
তাই তোরে গর্ভে ধ'রেছিল।
আদরে তোমারে জননীর সনে
পিতা তোর ল'য়ে যাবে,
কোল দিয়ে পবিত্র হইবে।
ধ্রুব। প্রভু, যাইব না ফিরে,
গুরুদেব—পদে নমস্কার তাঁর,—
ব'লেছেন মোরে, 'তুমি শঠ নটবর—
ছলা কর যার তার সনে'!
ভুলাইয়ে যদি যাও,
ডাকিলে যদি না দেখা দাও?
বিষ্ণু। বেঁধেছিস্ প্রেম-ডোরে মোরে,
কেমনে পলাব—
ফাঁকি দিব কেমনে রে তোরে?
ধ্রুব। মা কৃপাময়ি!
বল মা আমায়, দিবি তোর হরিধন?
লক্ষ্মী। হরিধন তোর ধ্রুব,
তুমি জান হরির মহিমা,
হরি জানে তোরে, আমি কি বুঝিব,
ভক্তের প্রেমিক হরি!
বিষ্ণু। গৃহে যাও—ডাকিলেই পাবে দেখা।
[বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর প্রস্থান।

ধ্রুব। র'সো, দেখি পরীক্ষা করিয়া,
নহে পুনঃ তপস্যা করিব,
হরি, কোথা তুমি?

বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ

বিষ্ণু। কি রে ধ্রুব। কেন ফিরাইলি?
ধ্রুব। হরি পদ্মপলাশলোচন দয়াময়!—
বিষ্ণু। যাও ফিরে,
বনপ্রান্তে র'য়েছে গরুড়,
নিয়ে যাবে তোরে।
ধ্রুব। যাই
যেতে যেতে পুনঃ দেখা দিতে হবে।
বিষ্ণু। দেখা দিব।
লক্ষ্মী। আহা, অবোধ অজ্ঞান শিশু।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন

মহাদেবের প্রবেশ

মহা। আহা, এই সে পবিত্রধাম বৈষ্ণব-চূড়ামণি ধ্রুবের জন্মভূমি, বৈষ্ণবের পদরজ এই স্থানে র'য়েছে। বৈষ্ণবচূড়ামণি এই স্থানে বাল্যখেলা ক'রেছেন; এই মৃত্তিকা ধন্য, বৈষ্ণব-চূড়ামণির পদ ধারণ ক'রেছে; বায়ু ধন্য, বৈষ্ণবকে ব্যজন ক'রেছে; বারি ধন্য, বৈষ্ণবের পদ ধৌত ক'রেছে; বৃক্ষ ধন্য, বৈষ্ণবকে ফল প্রদান ক'রেছে; পাখী ধন্য, বৈষ্ণবকে দর্শন ক'রেছে; আমি ধন্য, পুণ্যভূমিতে প্রবেশ ক'রেছি; হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল! এই যে পুণ্যবতী বৈষ্ণব-জননী এই দিকে আস্‌ছেন। ধন্য সুনীতি—এমন সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রেছিলে! আমি একবার বৈষ্ণব-জননীকে মা ব'লে পরম পুলক লাভ করি। আহা, হরিভক্তের অন্বেষণে পাগলিনী, হরিভক্ত ধ্যান-জ্ঞান, ধ্রুবের নাম দিবারাত্রি জিহ্বায় উচ্চারণ ক'র্‌ছে। ধ্রুবকে স্তন দিয়েছে, আমি একবার ধ্রুব-স্বরে মা ব'লে ডেকে মাকে শান্ত করি। আমি অনাথ মতিহীন, পিতামাতা-হীন, আজ আমি জননী পেলেম।

সুনীতির প্রবেশ

পাহাড়ী—আড়াঠেকা

গীত

এই কি নিদয় বিধি, ছিল হে তোমার মনে?
দিয়েছিলে হ'রে নিলে দুখিনী-অঞ্চলধনে!
আঁধার ঘরের আলো, রতনমণি কোথায় গেল,
এত ছিল পোড়া ভালে, হায় কি হলো;—
চ'লে গেছে বুঝি বাছা অভিমানে অযতনে!
কত সয় আর মায়ের প্রাণে,
মা বিনে আর সে কি জানে,
ক্ষুধা পেলে ঘন ঘন চাইতো মুখপানে;
সে বিনে এ পোড়া প্রাণ, দেহে আছে কেমনে!

মহা। মা!

সুনীতি। কই বাপু ধ্রুব, কোথায় তুমি? আমি যে দশদিক্‌ অন্ধকার দেখ্‌ছি! বাপধন, আর একবার মা ব'লে ডাক্‌, মার প্রাণে আর ব্যথা দিস্‌নে যাদু!

মহা। মা!

সুনীতি। কে রে?—আমার ধ্রুব ফিরে এলি? কই আমার ধ্রুব কই? এ তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষ কে?—

ভস্মভূষা ত্রিলোচন আগুন জ্বলে ভালে,
ফণাধরে ফণীর মালা বোম্‌ বোম্‌ রব গালে;
শিরে জটা মেঘের ঘটা জাহ্নবী তায় দোলে,
(যেন) চাঁদের কিরণ রজতবরণ খেল্‌ছে
মেঘের কোলে!
বাঘের ছালে কটি বেড়া হাড় গে'থেছে যায়,
জয় জয় জয় রজতকায় প্রণাম করি পায়,—
(আমার) হারিয়েছে অন্তরের নিধি
ফিরিয়ে দাও হে তায়!

মহা। মা বৈষ্ণব-জননি, মা গো, তোমায় মা ব'লে ডেকে আমার প্রাণ পুলকে পূর্ণ হলো, তুমি কার জন্যে কাঁদ? যে হরির তত্ত্ব আমি কোটিকল্প ধ্যান ক'রে পাইনে, তোমার সন্তান সেই হরির ভক্ত! আমি যে প্রেমের কাঙ্গালী, আমি যে প্রেমের সন্ন্যাসী, তোমার পুত্র সেই প্রেমে উন্মত্ত। তুমি ধন্য, এ রত্ন গর্ভে ধারণ ক'রেছ। মা, মা—আমিও তোমার সন্তান, আমায় আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সন্তানের ন্যায় হরিপ্রেম আমার জন্মাক্‌!—আমি যে প্রেম-আশে শ্মশানবাসী, যে প্রেম-আশে চিতা-ভস্ম

অঙ্গে মাখি, যে প্রেমে জটাভার বহন করি, হরির কৃপায় তোমার সন্তান সেই প্রেম লাভ ক'রেছে. তুমি তার জন্য আর কে'দ না, মা!

সুনীতি। গঙ্গাধর, আমি জ্ঞানহীনা, তোমায় চিন্‌তে পারিনি, তোমার রাঙ্গাচরণে কোটি কোটি প্রণাম। সন্তান আমার হরিভক্ত, তা আমি জানি, কিন্তু অভাগিনীকে 'মা' বলে, এমন আর নাই! ধ্রুব বিনা আমার কোল শূন্য, হৃদয় শূন্য, সংসার শূন্য। আশুতোষ, আমার ধ্রুব আমায় এনে দাও।

মহা। মা, তুমি কে'দ না, যত দিন না তোমার ধ্রুব ফিরে আসে, আমি তোমায় নিত্য 'মা' ব'লে ডাক্‌বো, আবার সেই বৈষ্ণব-চূড়ামণিকে কোলে পাবে; পুত্রের মহিমায় অন্তে বৈকুণ্ঠে স্থান পাবে। মা, পুণ্যবতি, মা, আমি তোর সন্তান, আমি তোমায় মা ব'লে হরিপ্রেম লাভ ক'র্‌বো।

সুনীতি। বাবা বিশ্বেশ্বর! আমার ধ্রুবকে কি আমি পাব? আমি দুঃখিনী, বাছা বুঝি আমার অযত্নে অভিমানে বনে গেছে! আর কি সে ফিরে আস্‌বে? আর কি অভাগিনীকে মা ব'ল্‌বে?

মহা। মা, তুমি কে'দ না, শীঘ্রই ধ্রুবকে পাবে।

[মহাদেবের প্রস্থান।

সুনীতি। দেখ' আশুতোষ! অভাগিনীকে বঞ্চিত ক'র না, আমি জনমদুঃখিনী, আশাপথ চেয়ে রইলুম! ধ্রুবরে, কত দিনে তোর চাঁদমুখ দেখ্‌বো?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বন

ধ্রুব

গীত

লুমঝিল্লী—একতালা

নাচ বনমালী, দিব করতালি,
শুনিব নূপুর বাজিবে পায়।
হরি ব'লে ধ্রুব নেচে চলে,
হরি ব'লে ধ্রুব প্রাণ জুড়ায়॥

(কৈ ঠাকুর?)
নাচ হরি, হেরি নয়ন ভরি,
পরাণ ভরি ডাকি হরি হরি,
ধ্রুব ভালবাসে পীতবাসে,
প্রাণ দেখিতে ধায়॥
(কৈ ঠাকুর?)
বাঁকা শিখি-পাখা, দুটি নয়ন বাঁকা
কিবা অলকা-তিলকা-রেখা;
পায় পায় বাঁকা শ্যাম দাঁড়ায়,
ধ্রুব ও দুটি চায়॥
(ওই ঠাকুর!)

বিষ্ণুর আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কুটীর-দ্বার

সুনীতি

সুনীতি। দিন ব'য়ে গেল কই ধ্রুব এল!
এ পোড়া কপালে,
ঋষিবাক্য মিথ্যা বুঝি হ'লো,—
কহিল নারদ, পূজে হরিপদ—
বাছা মোর ফিরি পুনঃ দেখা দিবে।
বৃথা আকিঞ্চন, কোথা অভাগীর ধন,
হারানিধি কেবা পায়?
আর কত দিন রবে প্রাণ,
শূন্য ত্রিভুবন,
কে'দে কে'দে অন্ধ দু'নয়ন,
চাঁদমুখ আর কি দেখিব?
আর কি সে মা ব'লে ডাকিবে,
বনফল পেড়ে দিব করে তার,
ধ্রুব বাপধন!
দেখা দাও, দেখা দাও একবার,
ওরে, মার প্রাণে সহে না যে আর!

ধ্রুবের প্রবেশ

ধ্রুব। মা!
পেয়েছি মা পদ্মপলাশলোচন হরি।
সুনীতি। ধ্রুব, ধ্রুব, হারানিধি অন্ধের নয়ন!
ধ্রুব। মা গো, ব'লেছিলে হরি কৃপাময়,
প্রভু অনাথে দেছেন দেখা।
বাঁকা শ্যাম, দেখা দাও,—
দেখ গো মা, দেখ ত্রিভঙ্গিম ঠাম।

সুনীতি। ধ্রুব! কই তোর হরি,
দেখা দিতে বল্ মোরে।
ধ্রুব। দয়াময়! দেখা দাও মা'রে।

বিষ্ণুর আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান

সুনীতি। ওরে ধ্রুব!
দেখা দিয়ে কোথায় লুকাল হরি?
ওরে সার্থক কুমার!
মাতৃধার তুই রে শুধিলি,
হরি দেখাইলি মোরে।

মুনি-পত্নীর প্রবেশ

মুনি-পত্নী। দেখ রে সুনীতি,
হরি এনে দেছে ছেলে তোর,
ধ্রুব, ওরে বৈষ্ণবের চূড়ামণি—
পবিত্র এ তপোবন লীলাস্থল তোর।
ধ্রুব। ঠাকুরাণি! কর আশীর্ব্বাদ,
যেন হরি-পদ নাহি ভুলি।
মুনি-পত্নী। বাছা, বলিস্ হরিরে তোর,
আমি দীনা আছি তপোবনে।

উত্তানপাদ, বিদূষক ইত্যাদির প্রবেশ

উত্তান। ধ্রুব! কোল দে বৈষ্ণবচূড়ামণি!
প্রিয়ে! সতী তুমি, ক্ষমা কর মোরে,
তোমা হেতু পাইয়াছি বৈষ্ণব সন্তান,
বংশ মম হইল উদ্ধার।

সুনীতি। প্রভু, আমি দাসী।
বিদূ। রাণি! ভুলেছ কি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণে?
সুনীতি। ভুলিবার নহ তুমি,
তুমি দুখিনীর দুখে দুঃখী।
ধ্রুব। কোলে তুলে রেখে গিয়েছিলে বনে,
কোলে ল'য়ে চল ঘরে।
বিদূ। ব'লেছ কি হরিরে তোমার
দুঃখী ব্রাহ্মণের তরে?
দেখ, ব'লো তাঁরে পাষণ্ড ব্রাহ্মণ,
কিন্তু ল'য়ে যেতে হবে ভবপারে।
রাজবুদ্ধি কি বুঝিব দরিদ্র ব্রাহ্মণ,—
ফাঁকি দিয়ে পেয়ে গেল বৈষ্ণব কুমার;
রাজা, হরি ব'লে পুত্র ল'য়ে চল ঘরে।
মুনি-পত্নী। রাখিস্ মা মনে।
সুনীতি। মা!
উত্তান। ভগবতি! তোমার কৃপায়—
পত্নী-পুত্র ল'য়ে যাই গৃহে।

সুনীতি ও ধ্রুবের গীত

আশা-ভৈরবী—কাওয়ালী

হরি শ্যাম মুরলীধারী।
পীতবসন, নীলাঞ্জন, বঙ্কিম বনচারী॥
নটবর কিবা অধরে হাসি,
প্রেমে বাজে মোহন বাঁশী,
রঞ্জন বনকুসুমমালী, মোহন মুরারি॥

যবনিকা পতন

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

পৌরাণিক নাটক

১লা মাঘ, ১২৮৯ সাল, ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, কীচক, বিরাটরাজ, উত্তর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনী, সুশর্ম্মা, কীচকের ভ্রাতাগণ, জনৈক ব্রাহ্মণ, গোপদ্বয়, দূত, রক্ষক, সভাসদ্‌গণ, সৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

দ্রৌপদী, সুদেষ্ণা, উত্তরা, কিরণ-কিঙ্করীগণ, পুরস্ত্রীগণ, নারীগণ, হাড়িনী, পরিচারিকা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

বিরাটরাজ, সভাসদগণ ও রক্ষিগণ

বিরা। দেখ কিবা সুন্দর মুরতি,
দিবাকর-জ্যোতি,
মন্দগতি গজপতি জিনি!
রাজ-চক্রবর্ত্তী সম
কে আসে এ পুরুষ-প্রধান?
পরিচ্ছদ ব্রাহ্মণ সমান,
ক্ষত্রিয়-লক্ষণে পূর্ণ হেরি বরবপু,—
আহা! শান্ত মূর্ত্তি—
ললাটে ধর্ম্মের বাস।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

যুধি। আশীর্ব্বাদ করি তোমা
মৎস্যের ঈশ্বর!
বিরা। বিপ্রবর, প্রণাম চরণে;
পুরুষ-উত্তম!
কিবা কার্য্যে মম রাজ্যে হইলে অধিষ্ঠান,—
মতিমান্, আদেশ দাসেরে?
যুধি। রব নৃপ, তবাশ্রয়ে করেছি বাসনা:
পালিত পাণ্ডবরাজ্যে, পাণ্ডব-সভায়
আছিলাম যুধিষ্ঠির সখা,—
এক আত্মা প্রণয়-বন্ধনে;
দ্যূতে মম নৈপুণ্য বিশেষ:
শত্রুর ছলনে,
বনাশ্রমে গেল মহীপাল—
হে ভূপাল,
তদবধি নিরাশ্রয় আমি।
শুনিলাম লোকমুখে মহিমা তোমার,
'ধার্ম্মিকপ্রবর' খ্যাত:
তোমা সনে শাস্ত্র-আলাপনে
বঞ্চিব এ বাঞ্ছা চিতে:
কঙ্ক নাম দিল যুধিষ্ঠির।
বিরা। বিজ্ঞ তুমি বিপ্রবর,
বুঝিলাম কথার আভাষে:
তব সহবাসে
ধর্ম্মোন্নতি হইবে আমার:
কৃপা করি আসিয়াছ মোর পুরে,
মম সম রহ দেব, রাজ-সেবালয়ে।
যুধি। সেবায় নাহিক অধিকার,—
ব্রহ্মচারী আমি;
হবিষ্য—ভক্ষণ, আসন—ধরণীতল।
বিরা। পুণ্যবলে পাইলাম পণ্ডিত সুজনে।
কেবা যুবা, প্রফুল্ল পর্ব্বতকায়,
শাল-তরু নিন্দি ভুজদ্বয়,—
কোন্ দেবের তনয়
হইল উদয়, শাসিতে ধরণীতল!—
বালার্ক-কিরণ, উজ্জ্বল বরণ,
গজপতি কম্পে ক্ষিতি পদভরে,
বেশ বিপ্রসম,
ক্ষত্রিয়-লক্ষণ হেরি কিন্তু সমুদয়!

ভীমের প্রবেশ

ভীম। জয় জয় বিরাট ভূপতি!
জাতিতে ব্রাহ্মণ,
বল্লভ আমার নাম;
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম সূপকার,
মম প্রতি বড় প্রীতি আছিল রাজার,
দক্ষ আমি রন্ধন কার্য্যেতে
মল্লযুদ্ধে জিনি মল্লগণে
তুষিতাম নৃপে সদা,
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার
পরাজিত শত শত মম বাহুবলে:—
কুতূহলে ছিলাম পাণ্ডববাসে;
বনবাসে গমন রাজার—
মো সভার ভাগ্যদোষে,—
বৃত্তি-আশে এসেছি সভায়।
বিরা। হে ব্রাহ্মণ,
রন্ধনশালার ভার অর্পিব তোমায়।
তোমা হ'তে সকলি সম্ভব,—
সিংহ ব্যাঘ্র কিবা ছার গণি,
বজ্রপাণি না আঁটে তোমারে:
আজি হ'তে রন্ধন-আগার তব ভার
সূপকার-শ্রেষ্ঠ তুমি মম।

জনৈক রক্ষীর প্রতি

ল'য়ে যাও পাচকশালায়।
[রক্ষীর সহিত ভীমের প্রস্থান।
দেখ—দেখ, কে যুবতী মত্তকরী গতি,
শ্যামকান্তি ভুবনমোহন,
নারীর লক্ষণ নাহি হেরি অবয়বে,—
যেন বহ্নি ভস্মমাঝে!—
বৃন্দাবনে শ্যাম বিদেশিনী,
মানিনী রাধার দায়!—
জ্ঞান হয় দেবের কুমার,
বীর ধীর প্রকাশে বদন চারু;—
উচ্চ আশ বিকাশ প্রশস্ত ভালে,
আসে সভাতলে,
নাহি জানি কিবা অভিলাষে!

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জু। হীনমতি নপুংসক জাতি,
নাম বৃহন্নলা;
গীত নাট্যে বঞ্চি কাল,
যুধিষ্ঠির-অন্নে দেহ;
ঘটিল জঞ্জাল, বনে মহীপাল
শত্রুছলে করিল গমন;
আছিলাম দ্রৌপদীর নটী,—
পতিসহ গেলা বনে সতী,—
বসতি ঘুচিল মোর;
মিনতি ধরণী-পতি, র'ব তবাশ্রয়ে।
বিরা। ক্লীব বলি নাহি হয় অনুমান,
বীর্য্যবান্ দেবের সন্তান হেরি!
নৃত্যগীত কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
না সাজে তোমার,
লয় মনে, ঘোর রণে ধনুক-টঙ্কারে,
রথের ঘর্ঘরে একতান প্রাণ তব:
নৃত্য গীত সুনিপুণ তুমি—
অসম্ভব নাহি মানি:
আছে কুমারী আমার,
রহ পুরে শিখাতে সংগীত তারে।
ল'য়ে যাও অন্তঃপুরে।
[রক্ষীর সহিত অর্জ্জুনের প্রস্থান।
হের যুবা—
রতি হারা রতিপতি ধরাতলে যেন।
কশা-করে বিবসা রমণী হেরি যারে!
বেশধারী সম লয়ে মনে!—
বুঝিব এক্ষণে কিবা প্রয়োজনে
আসিছে সুন্দর ঠাম।

নকুলের প্রবেশ

নকু। অশ্ববিদ্যা-বিশারদ, শুন মহীপাল।
'গ্রন্থিক' নামেতে খ্যাত পাণ্ডব-আশ্রয়ে;
অশ্বশালা অশ্বপূর্ণ তব,
অশ্বের রক্ষণভার যাচি নরপতি।
বিরা। শক্তি তব সসাগরা পৃথিবী শাসিতে
আজি হ'তে অশ্বশালা তব অধিকারে।
যাও ল'য়ে দেখাও তুরঙ্গাগার।
[রক্ষীর সহিত নকুলের প্রস্থান।
গোপসম অনুমান করি পরিচ্ছদে,
ছদ্মবেশী কিন্তু মনে লয়,
ক্ষত্রিয়-লক্ষণপূর্ণ দেহ—
যেন কোথা দেখেছি উহারে!
নরে হেন রূপ ধরে

কভু নাহি ছিল জ্ঞান,—
এও কি আছিল রাজা যুধিষ্ঠির-বাসে।

সহদেবের প্রবেশ

সহ। যুধিষ্ঠির নৃপতির গোপতন্ত্রীপাল;
দুগ্ধবতী হয় গাভী পরশে আমার;—
কপালে অঙ্গার, রাজা গেল বনবাসে;
সে অবধি বৃত্তি নাহি পাই,
যোগ্য রাজা খুঁজিয়ে বেড়াই,—
আছে অগণন গোধন তোমার,
দেহ ভার রক্ষিতে সকল।
গুরুর কৃপায়
জ্যোতিষ-গণনে বিচক্ষণ আমি অতি;
রাজকার্য্য প্রার্থনা আমার।
বিরা। আজি হ'তে গোধন রক্ষণ তব ভার;
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হেরি হয় জ্ঞান;
যাও ল'য়ে দেখাও গো-গৃহ।
[রক্ষীর সহিত সহদেবের প্রস্থান।
কহ কঙ্ক মতিমান্,
পাণ্ডবভবনে ছিলে কি হে পঞ্চজনে?
যুধি। মহারাজ,
শাস্ত্রালাপে রহিতাম রাজার নিকটে,
যুধিষ্ঠির-পালিত আছিল বহুজন,
নাহি জানি সবাকারে।
বিরা। হ'ল আসি বিশ্রাম সময়।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

সুদেষ্ণা ও উত্তরা

উত্ত। মাগো,
কৃষ্ণলীলা শিখাইল শিক্ষক নূতন,
কি কব গো কি মধুর স্বর,
সঙ্গীত লহর ধায় যেন হরি পদে!
সুধা প্রস্রবণ
উথলে মা, হরি-লীলা-গানে!
মৃদু গম্ভীর নিক্কণে,—
বাদ্য তাহে সহকারী,—
মাগো, কহিতে না পারি
কত গুণ ধরে মম আচার্য্য নূতন!
এখনি গাহিবে পুনঃ, শুন মা দাঁড়ায়ে।

নেপথ্যে গীত

কানেড়া—আড়াঠেকা

নবঘন মথনমান রাধাগুণগান,
বনহার ভূষণ মুরলী করে।
অলকা শোভিত অঙ্গে, সদা মত্ত রাসরঙ্গে,
মোহন ত্রিভুবন গোপী-মন-হরে।
বসন হরণ গোধন চারণ গিরিধারে
আধ বাঁকা শিখীপাখা শিখরোপরে।
কালীয়-দর্পহারী, বিভু বঙ্কিম বনবিহারী,
চরণে নতজনে শমন ডরে।

সুদে। কি মধুর গান—
যেন ব্রজধামে বাঁশরী বাজায় কানু!
উত্ত। দেখ মা জননি, মরাল-গামিনী
কে রমণী আসে ধীরে ধীরে!
মলিন বসন, মলিন বদন,
বিনোদ-বিধুরা, শৈবাল-অঙ্গিনী-
কমলিনী যেন জলে।
রক্তোৎপল কর চরণ অধর,
এলোকেশী নিরুপমা বামা,
কেশরাশি চুম্বিছে চরণ রাঙ্গা,—
যেন কাদম্বিনী দামিনী চুমিছে!
কি আশে আসিছে,
পুরাও মা বাসনা ইহার।

দ্রৌপদীর প্রবেশ

সুদে। পুনঃ কি মদন-হারা—
পতিশোকে ত্রিদিব ত্যজিয়া,
ভ্রম বামা ধরামাঝে!
কিম্বা কোন অসুরে নাশিতে,
তিলোত্তমা পুনঃ কি সৃজিল ধাতা!
কল্পনা-গঠিতা কেন বিমলিনী?
প্রফুল্ল লতিকা তমালে ত্যজিয়ে
ধূলি ধূসরিত যেন!
পঞ্চশর খরতর
নয়নে তোমার হেরি,
মায়ানারি, দেহ মোরে পরিচয়।
দ্রৌপ। সুহাসিনি,
বীণা জিনি বচন তোমার;
দুখিনী নাহিক মম সম,
হীন জাতি, সৈরিন্ধ্রী আমার নাম;
আছিলাম দ্রৌপদীর সহচরী,

মম প্রতি প্রীতি আছিল তাঁহার বহু,—
পতি সনে বনে গেল সতী
সে অবধি আশ্রয়বিহীনা;
র'ব তব পুরে, সেবিব তোমারে
আসিয়াছি করি আশা,
অনাথায় স্থান দেহ রাণি।
সুদে। রাণী আমি, তুমি সহচরী—
কভু না সম্ভবে বালা;
মাধুরী নিরখি,
নারী হ'য়ে ফিরাতে নারি গো আঁখি!
কেমনে রাখি গো পুরে,
হেরিলে তোমারে মদনে মাতিবে রাজা—
সাধে কেন বিষাদ কিনিব।
দ্রৌপ। মম রীতি নাহি জান রাজরাণি,
গন্ধর্ব্ব রমণী আছে পঞ্চ স্বামী,
শাপে মনস্তাপে ফিরে সবে,
কুলটা-আচার কদাচন নাহি মোর;
ধর্ম্মরাজ-গৃহে আছিলাম পুরবাসী;
পুরুষের নিকটে না যাব,
উচ্ছিষ্ট না ছোঁব,
না স্পর্শিব চরণ কখন,
অন্য প্রয়োজন যেবা হয়—
তখনি সাধিব,
র'ব তব পাশে আসিয়াছি আশে,
নিরাশ না কর মোরে।
উত্ত। মাতা,
ফুল্ল কুঞ্জবনে কোকিলা আনন্দে বসে,
বায়সের পুরীষ-পুরিত স্থান;
হের বিদ্যমান—
নব কুঞ্জ জিনি শ্যামকায়,
কদাকার মন-পাখী না বাসে কখন'।
সুদে। ভাগ্য মানি—
তোমা হেন পাইনু সঙ্গিনী,
চল দিব সুন্দর বসন-ভূষা।
দ্রৌপ। দেবি, রাখ এই মিনতি আমার,
যতদিন স্বামিগণে ভ্রমে মনস্তাপে—
র'ব একবাসে,
না বাঁধিব কেশপাশ,
ভূমি তলে র'ব দেহ ঢালি।
সুদে। সাধনী তুমি বুঝিনু বিশেষ।
উত্ত। কি নাম তোমার,—
সৈরিন্ধ্রী?
কৃষ্ণলীলা শুনিতে কি আছে সাধ?
এস মম শিক্ষকে দেখাব।
[দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রস্থান।
সুদে। সত্য যাহা সৈরিন্ধ্রী কহিল,—
পাঞ্চালীর যোগ্য সহচরী।
এও শুনি দ্রৌপদীর শিক্ষক আছিল।

নেপথ্যে গীত

বাগেশ্রী—ধামার

শ্যাম বঙ্কিম বিপিন-বিহারী,
মুরলীধারী;
বারিদ-গঞ্জন, ব্রজবালা-রঞ্জন,
ভুবন-মোহন-কারী;
নব রঙ্গিণী গোপিনী দুকুল চোরা,
রাস রসে বিভোরা রে—
বন-ফুল-মালী মুরারি।

সুদে। আহা, কি সুন্দর কণ্ঠস্বর।
[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দ্রৌপদী ও উত্তরা

দ্রৌপ। ইন্দ্রপ্রস্থে শুনেছি এ গান,
বৃহন্নলা শিখাইত পাঞ্চালীরে।
উত্ত। শিখেছ কি?
পার মোরে শিখাইতে?
তিনবার শুনিলাম গীত—
সঙ্গীতে মোহিত—
না শিখিনু কণা তার!
হৃদি নাচে সে মধুর তানে,
শুনি মুগ্ধ প্রায়,
প্রাণ নাহি ধায় তান লয় দেখিবারে—
লজ্জা পাব না শিখিলে গান,—
জান যদি শিখাও আমায়।
দ্রৌপ। চিরদিন পর উপাসনা,
কেমনে বল না সঙ্গীত শিখিব আমি?
কণ্ঠস্বর আনন্দ-লহর তব—
সঙ্গীত বিরাজে যেন!
অচিরে শিখিবে তান বালা।
উত্ত। মতি স্থির নহে ক্ষণ মম,
চারিদিকে ধায় মন।

দ্রৌপ। হে নৃপনন্দিনি,
তব সুধাময় বাণী
স্বভাব-দীক্ষিতা বিহঙ্গিনী সম সুমধুর,
এ মাধুরী শুনি, শিক্ষা ছার মানি—
অভিমান পাঞ্চালী করিত কত
বৃহন্নলা পরে।
উত্ত। হে সৈরিন্ধ্রি,
পাঞ্চালীর সনে কেমনে তুলনা কর,—
সখী যার অতুলনা মহীতলে।
দ্রৌপ। আমোদিনি,
তবু সুধাবাণী মরুভূমে বারি সম।
উত্ত। বুঝিতে না পারি
কেবা মায়াধারী তোমা দোঁহে,
শোক,—নপুংসক বৃহন্নলা,
নহে ক্ষম গুণবতি,
যোগ্য নারী তুমি তার;
সঙ্গীতের আছে কি আকার!
ভাবি বার বার বৃহন্নলা গায় যবে,
উঠে যবে সে স্বর-লহরী,
হেরি যেন দেব-নারী উজ্জ্বল বিভায়
নৃত্য করে মধুরে মাতিয়া,—
পলে পলে বদন-মাধুরী
নব বিকশিত যেন!
দুলে দুলে মন্দাকিনী পূতবারি যথা,
কভু চলে সে স্বরপ্রবাহ,
বিদ্যাধরী কেলি করে তায়,
কভু উচ্চ তান, ভানু দীপ্যমান,
কিরণ ঠিকরে কত!
হেরি শক্তিধর শিখী পরে খেলে যেন,
কভু মেঘদলে সৌদামিনী খেলে—
বিষাদিনী এলায়িত বেণী, তোমা সম
উন্মাদিনী কাঁদে যেন শূন্যে বসি!
সে রোদন-ধ্বনি
শত ধারে বহে গো হৃদয়ে;
ভুলিব না কভু,
দেখি যেন বিদ্যমান,
বাজে কাণে সে বিষাদ ধ্বনি।
দ্রৌপ। প্রাণ মন বাসনা তোমার বালা,
সঙ্গীতে হয়েছে লয়;
উচ্চ ধ্যানে কল্পনা-নয়নে
হের বালা,
এ সুন্দর স্বর-বিনির্ম্মিত ছবি!
উত্ত। দুহিতা কি আছে গো তোমার?
দ্রৌপ। বঞ্চিতা সে ধনে আমি।
উত্ত। নপুংসক বৃহন্নলা—নাহি
কন্যা তার,
থাকিলে দুহিতা—
সাজাইয়া তারে রাজসুতা,
সহচরী হইতাম তার;
আহা! কি পাপে গো হয় নপুংসক?
কোন জন্মে বৃহন্নলা করিয়াছে পাপ—
হেন মনে কভু নাহি লয়,
দেহ তার আনন্দ আগার,
নিত্যানন্দ হৃদিমাঝে;
কি পাপে না জানি
মনস্তাপ ঘটিল তাহার।
দ্রৌপ। নিজ পত্নী অপমান দাঁড়ায়ে
যে দেখে,
ত্যজি অন্য জনে,
যাহার চরণে রমণী স্মরণ লয়,
তারে পরিহরি অন্য নারী যার সাধ—
নপুংসক সেই জন।
তীর্থ-পর্য্যটনে,
রমণী-দর্শনে পাশরে আপন জায়া,—
ব্যভিচারি তার হেন দশা।
অলস যে জন,
নিজ নারী না করে পোষণ,
পরবাসে কাঁদি বঞ্চে বামা,
ক্লীবত্ব তাহার ফল;—
শুনেছি এ কথা পাঞ্চালীর মুখে আমি।
উত্ত। কভু না মানিব,
বৃহন্নলা নপুংসক নহে হেন পাপে।
দ্রৌপ। বৃহন্নলা শুনেছে এ কথা,
চল কহি সম্মুখে তাহার।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবন

পুষ্পচয়নরতা দ্রৌপদী, কীচকের প্রবেশ

কীচ। মলিন বসনে
কে রূপসী ভ্রম উপবনে—

চন্দ্রাননে! চাহ ফিরে, কহ কথা,
ত্যজি নন্দন-কানন,
ধরা মাঝে ভ্রম কি কারণ?
প্রফুল্ল বদন, প্রফুল্ল কমল-কায়,
ঢল্ ঢল্ লাবণ্য-সলিল—
হৃদি-হ্রদে বিকশিত যুগ্ম শতদল!
যৌবন উজান নহে,
প্রাণ দহে মদনের শরে,
বিম্বাধরে ক্ষরে সুধা;
প্রাণ রাখ সুধাদানে বিনোদিনি!
রাজ-সেনাপতি, রাজার শ্যালক,
কীচক আমার নাম।

দ্রৌপ। মহাশয়, আছি তব ভগ্নীর
আশ্রয়ে—
আশ্রিতা দুহিতা সম,
আসিয়াছি কুসুম চয়নে
রাজমহিষীর হেতু।

কীচ। নাহি জান মোরে চন্দ্রাননে,
মম ভুজবলে প্রবল বিরাট রাজা;
সিংহাসনে তোমারে বসাব,
চরণ সেবিব,
শঙ্কা ত্যজ সুবদনি,
অতুল বৈভবে সুখে রবে কৃশোদরি!
বিধি নাহি সৃজিয়াছে তোরে
করিতে পরের সেবা;
হৃদয়ের রাণি,
এস হৃদে হৃদি-বিলাসিনী!

দ্রৌপ। হায়, বিধি এত লিখেছিলে
ভালে!
কেশরী-কামিনী—
কুলাঙ্গার কহে হেন বাণী!
[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

কীচ। কোথা যাও, ধরি পায়—
বাঁচাও আমায়।

সুদেষ্ণার প্রবেশ

সুদে। কহ ভ্রাতা, কি হেতু
এ ভাব তব?

কীচ। শুন ভগ্নি, প্রাণ যায়—
লাজে কিবা করে মোর;
কেবা কুহকিনী লুকায়ে রেখেছ ঘরে?
কুসুমের তরে এসেছিল উপবনে,
কামশরে হৃদয় বিদরে,
প্রাণ দিব তারে না পাইলে
কোন ছলে পাঠাইয়ে দেহ তারে।

সুদে। একি ভ্রাতা, আচার তোমার!
পতিব্রতা—কুলটা সে নয়;
আছে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর;
সৈরিন্ধ্রী সুশীলা অতি,
অন্য পুরুষেরে কভু নাহি হেরে বালা;
দশ মাস আছে মোর ঘরে,
অনাচার কখন' দেখি নি।

কীচ। কি বুঝিবে কুলটার আচরণ,—
ছলে ঢলে রোষ ভরে যেন
চ'লে গেল নিতম্ব দুলায়ে!
জানে দুষ্টা—
পীড়িয়াছে মোরে মদনের শরে,
বাড়াতে সোহাগ, ছলে করে রাগ,
বুঝিয়াছি আচরণে;
যা চায় তা দিব, প্রাণ বিকাইব,
কহ তারে, চিরদিন বাঁধা রব।
নাহি ভাব ভগিনী আমার,
জানি ভাল দুষ্টার আচার,—
মনপ্রাণ যার পানে ধায়,
তারে কভু ফিরিয়ে না চায়:—
কথা শুনে ক্রোধে যায় চলি
উন্মাদ করিতে তারে:
প্রাণ যায় কহিনু তোমায়,
না দিলে তাহারে হইবে সোদরঘাতী।

সুদে। ত্যজ ভ্রাতা, কুৎসিত
লালসা তব;
আশ্রিত যে জন—
কুৎসিত বচন কেমনে তাহারে কব?
হেন রীতি তোমারে না সাজে,
সমাজে ঘৃণিত হবে।
বিশেষতঃ শুনেছি কাহিনী—
আছে পঞ্চস্বামী তার,
যে তাহারে কুনয়নে হেরে,
তখনি তাহার নাশ;
পরদারে পরমায়ু-ক্ষয়
বংশহ্রাস, শাস্ত্রে হেন কয়;—
হীন সহবাসে কি হেতু প্রয়াস তব?

কীচ। পঞ্চস্বামী?—
বেশ্যামধ্যে গণি তারে।

কি করে গন্ধর্ব্ব শত মোর?
কুস্থান হইতে কাঞ্চন লইতে বিধি,—
নারী রত্ন হীন কিবা?
শুন ভগ্নি, যদি চাহ ভ্রাতার কল্যাণ—
দেহ তারে,
নহে দেহ ত্যজিব নিশ্চয়
কালকূট পানে কহি।
সুদে। শুন ভ্রাতা বচন আমার।
কীচ। জর জর উন্মত্ত অন্তর!
লজ্জা ত্যজি কহি বার বার,
বিলম্বিলে সহোদরে না পাইবে আর,—
কর ভগ্নি, যেবা লয় মনে তব।
সুদে। যাও গৃহে, উপায় করিব।
কীচ। সত্য কহি—
প্রাণ দিব মিথ্যা যদি কহ।
সুদে। যাও গৃহে. মিথ্যা নহে বাণী।
[কীচকের প্রস্থান।
অনাথিনী সৈরিন্ধ্রীরে দিয়েছি আশ্রয়—
কিন্তু ভ্রাতৃ-বধ হয়?
উপায় করিব কিবা?
পঞ্চস্বামী এ কোন বিধান?
সত্য কি গন্ধর্ব্ব স্বামী?—
ভান মাত্র;
হীন কার্য্য না করিবে
গন্ধর্ব্ব-বনিতা;
পরবাসে পরান্ন-পালিতা,—
কে সতী অসতী, পুরুষে কটাক্ষে চেনে।
সেনাপতি বিরলে পাইল—
কটাক্ষ হানিল,
নহে কেন কীচক মাতিবে?
রমণী না ইঙ্গিত করিলে
সাহসে কি পুরুষ বদন তোলে?
পাঁচ পতি, ছয়ে কিবা ভয়?

দ্রৌপদীর প্রবেশ

দ্রৌপ। হে রাজমহিষি,
ধরি দেবি, চরণে তোমার—
কিঙ্করী—দুহিতা সম,
দাসী আমি—মাতা জ্ঞান করি তোমা,
কুকথা কহিল ভ্রাতা তব।
সুদে। শুন লো সৈরিন্ধ্রি,
পশ্চাৎ শুনিব কথা;
পিপাসায় মরম পীড়িতা,
আন সুধা ভ্রাতা-গৃহ হ'তে।
দ্রৌপ। ক্ষমা কর রাজরাণি,
হেন বাণী না কহ আমারে।
সুদে। পরভোজী, পরান্ন-পালিতা—
এত অহঙ্কার তোর?
'হেথা নাহি যাব' হেন কথা নাহি বল,
কিঙ্করী রহিবি আজ্ঞাকারী,
কার্য্যাকার্য্য বিচার কি তোর?
পঞ্চস্বামী, পুরুষে না হেরে কভু!
দ্রৌপ। শুন রাণি, করি যোড়পাণি,
দুরক্ষর বাণী কহিল তোমার ভ্রাতা—
কহি হিতকথা,—
গন্ধর্ব্ব-বনিতা,—
ভ্রাতার অনিষ্ট হবে,
সবংশে মজিবে গন্ধর্ব্ব করিলে রোষ,
ক্ষম দোষ, অসন্তোষ না হও মহিষি,
নিবার গো সহোদরে,
নহে গন্ধর্ব্ব কুপিলে অনিষ্ট হইবে বড়।
সুদে। যদ্যপি গন্ধর্ব্ব স্বামী তোর—
এ পুরে নাহিক আর স্থান;
চাহ যদি আশ্রয় আমার,
যাও ত্বরা সুধাপাত্র ল'য়ে—
তৃষ্ণায় কাতরা আমি;
নহে গতি চিন্ত আপনার—
কিঙ্করী—ঈশ্বরী নহ তুমি।
[সুদেষ্ণার প্রস্থান।
দ্রৌপ। হে লোক-পুলক—
দিবাকর-আলোক-আকর!
নিত্য-জ্যোতি, অনন্ত-নয়ন!
হে জবা-সঙ্কাশ-রবি!
রুচিরাগ্নি, স্ফুলিঙ্গ রুচির বহ্নি—
পবিত্র মিহির।
পতিতপাবন পূর্ণকায়।
কৃপায় নেহার অবলায়—
ধর্ম্ম আত্মা, ধর্ম্মের জনক!
ধর্ম্ম রক্ষাহেতু যাচে বালা—
বিহ্বলা আশ্রয়-হীনা,
দীনে দীননাথ, শ্রীচরণে দেহ স্থান,—
ভগবান!
ঘটিবে যা আছে তব মনে।
[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সরোবর

শূন্যে কিরণ-কিঙ্করীগণ

গীত

পিলু-জলদ—একতালা

কি-কি। কিরণ-অঙ্গিনী, কিরণ-সঙ্গিনী,
খেলি কিরণ মিলায়ে কিরণ-কায়;
মধু-মারুত ধায়,
মধু-কিরণে মিলায়ে যায়।
কিরণ-বাসী, কিরণ-হাসি,
কিরণরাশি কেশে খেলে,
কিরণ-মালা গলে,—
কমলে কিরণে নাচিলো আয়।
কমল-কামিনী, না পশে ফণিনী,
দিনমণি মানা তায়।
রবির কিঙ্করী, রাখি সতী নারী,
কিরণ-আকরে যে জন চায়,—
স্থল-কমলিনী দেখ লো যায়।

দ্রৌপদীর প্রবেশ

দ্রৌপ। চ'লে যাই যথা দুনয়ন,
পাপিষ্ঠ কহিবে কুবচন।
কিন্তু নাহি মম স্বামী-অনুমতি—
যুবতী, যাইব কোথা?

গীত

পিলু-জলদ—একতালা

কি-কি। ধর্ম্মে হেলা কভু ক'র না বালা,
রাখ ধর্ম্মে মতি, সতী, ঘুচিবে জ্বালা।
দুখ ধর্ম্ম জানে, দুখ ধর্ম্ম শুনে,
করি মানা লো ক'র না ধর্ম্মে হেলা—
খেলা নারী-আঁখি নাহি দেখিতে পায়।

দ্রৌপ। হায়, পতিগণে ভুবন-বিজয়ী,
ছি! ছি! এ কি—
পাঞ্চাল-নন্দিনী, পাণ্ডব-গৃহিণী,
সৈরিন্ধ্রী, সুদেষ্ণা দাসী,
দুঃশাসন ধরিল কুন্তলে,
দুর্য্যোধন উরু দেখাইয়া বলে,
সূতপুত্র কীচক কুভাষে মোরে—
পরের কিঙ্করী, পুনঃ প্রাণ ধরি
যাব সেই পাপিষ্ঠের গৃহে।
নিদয় বিধাতা,
ধর্ম্মরাজ বিরাটের সভাসদ্‌!
যার পদ ত্রিলোক সেবিল
হায়, রাজা রাজ্যেশ্বর,
পরান্নে পালিত আজি!
সূপকার বীর বৃকোদর!—
সুরাসুর ডরে যার ভুজদ্বয়,
পরবৃত্তি তাহার আশ্রয়!
যার রথের ঘর্ঘরে তিনপুর ডরে,
সাগর বধির—গাণ্ডীব নির্ঘোষে যার,—
নারী-বেশে খেলে কন্যা লয়ে।
নকুলের বাণে সুমেরু না ধরে টান—
কশা করে ফিরে অশ্ব-পাশে!
দিগ্বিজয়ে লক্ষ রাজা জয়ী—
গোপাল গো-যষ্টি করে!—
রহ প্রাণ, না মরিব বেণী না বাঁধিয়ে।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

গীত

পিলু-জলদ—একতালা

কি-কি। চল চল লো চলিল অভিমানী,
বেণী কিরণে বাঁধিবে বিনোদিনী;
কিরণ-আকর সকলি নেহারে;
প্রাণহর তাপে প্রাণবায়ু হরে,
সতী-পীড়নে যে জন ধায়।

[কিরণ-কিঙ্করীগণের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

কীচক

কীচ। এখন' সুদেষ্ণা নাহি
প্রেরিল তাহারে!
আহা, কিবা বিম্বাধর অলসে বিভোর—
সুধাপানে মুগ্ধ হ'য়ে নয়নে চাহিয়ে,
এলোকেশ বেড়িয়ে বাঁধিব বাহু!
ওই মৃদু পদ-সঞ্চালন,—
ছার ভৃত্যগণ।
সুদেষ্ণার মুখে ছাই;
কা'র কণ্ঠস্বর?—
ছি! ছি! কর্কশ বায়স-ধ্বনি;—

কালি সব করিব নিধন।
নয়নে অনল সুধা—
জ্বলে, পরাণ জুড়ায়!
নিবিড় নিতম্ব ঢাকা কেশ আচ্ছাদনে—
যমুনা উজান—বিনা বায়ে দোলে যেন!
হৃদিহ্রদে যুগল কমল—
তরঙ্গিত লাবণ্য-হিল্লোলে!

নেপথ্যে গীত

কি-কি। চল চল লো, চলিল অভিমানী,
বেণী কিরণে বাঁধিবে বিনোদিনী,
—ইত্যাদি।

কীচ। ঝিম্ ঝিম্ শব্দ চারিদিকে!

দ্রৌপদীর প্রবেশ

দ্রৌপ। সুধাহেতু আসিয়াছি মহাশয়।
কীচ। সুধাময়ি, আগে সুধা দেহ মোরে।
দ্রৌপ। দুরাচার, সংহারের করেছ উপায়।
কীচ। গৃহ মম, নহে উপবন,
কোথা পালাইবে কিঙ্করে ঠেলিয়ে পায়?
প্রাণ যায়,
নরহত্যা-দায় পড়িবি লো কৃশোদরি।
দ্রৌপ। রে পামর! অনলে না কর করার্পণ,
শমনে না দেহ কোল!
কীচ। কি বল—কি বল,
পায় ধরি, রাখ প্রাণ।
দ্রৌপ। দুরাচার, অচিরে পাইবি প্রতিফল।
[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

কীচ। কি—
সামান্যা বনিতা, অবহেলা কর মোরে!
অভিলাষ—রাজারে ভজিবে,—
পদাঘাতে বধিব জীবন।
[দ্রৌপদীর পশ্চাৎ-ধাবন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উপবনস্থিত পথ

শূন্যে কিরণ-কিঙ্করীগণ

গীত

পিলু—জলদ একতালা

কি-কি। কিরণ-কিঙ্করী সাজ ত্বরাত্বরি,
বন-নলিনী দলনে বারণ ধায়।
পশি শিরে শিরে, চল উঠি ধীরে,
মাথে শতদল উঠে নাচি চল;
কিরণ-কিঙ্করী খর জ্যোতি,
নিভে যাবে ক্ষীণ জ্ঞান-বাতি,
যেন আতঙ্কে মাতঙ্গ পড়ে ধূলায়।

দ্রৌপদী ও তৎপশ্চাৎ কীচকের প্রবেশ

দ্রৌপ। রক্ষা কর—রক্ষা কর,
মরি বুঝি বর্ব্বরের হাতে।
কীচ। বার-বিলাসিনি,
কোথা পাবি পরিত্রাণ কীচকের হাতে,
সামান্যা বনিতা কর ভূপতির সাধ?
দ্রৌপ। অনাথিনী—রক্ষা কর কেহ,
বধিবে পাষন্ড মোরে।
[দ্রৌপদী ও তৎপশ্চাৎ কীচকের প্রস্থান।

গীত

পিলু—জলদ একতালা

কি-কি। স্মর দিননাথে, আছি সাথে সাথে,
করী পড়িবে—কদলী যেমতি বায়।
করী তেজে চলে,
তেজ বলে;
তেজ হরিব—রাখিব বালা তোমায়।
দিনকর হের কৃপায় চায়;
শুন বায়সে কা-কা রবে,
পাপী পড়িবে পুলকে গায় সবে,
রবি-করে নাবে রবি-সুত—
মদে অভিভূত,
সতী ছুঁতে মানা, মাতঙ্গ মানে না,
নর নয়নে অতীত, শমন ব্যথিত,
আসে বদন মেলিয়ে গ্রাসিতে তায়।
কিরণ-কিঙ্করী চল ত্বরাত্বরি,
অনাথিনী চলে রাজসভায়।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

বিরাটরাজ, যুধিষ্ঠির ও সভাসদ্‌গণ

দ্রৌপদী ও তৎপশ্চাৎ কীচকের প্রবেশ

দ্রৌপ। রক্ষা কর মহারাজ!
অবলার দেহ প্রাণ দান।

কীচ। আরে বারনারি,
দেখি হেথা কে রাখে তোমায়?

দ্রৌপদীকে পদাঘাতপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হওন

ভীম। ওহো!
বিরা। দেখ দেখ, সেনাপতি—
অকস্মাৎ কেন হেন দশা!
দ্রৌপ। কেশে ধ'রে প্রহারিল পায়—
হে ভূপতি,
সভামাঝে করিল দুর্গতি!
বিরা। স্থির তুমি হও গো সম্প্রতি।
কীচ। শিরায় শিরায় পিপীলিকা-সারি ধায়
ওহো, কুরে খায় মস্তিষ্ক আমার!
বিরা। উঠ উঠ সেনাপতি,
ভুঞ্জি ক্ষিতি তব বাহুবলে;
কে তুমি, কি করেছ ইহার?
দ্রৌপ। ধর্ম্মাসনে বসিয়াছ—
ধর্ম্ম-অবতার নরনাথ।
বিরা। রাখ আড়ম্বর,
দণ্ড পাবে কীচক মরিলে।
দ্রৌপ। দীনবন্ধু, কোথা তুমি এ সময়—
অবলায় দেখ একবার;
পঞ্চস্বামী গন্ধর্ব্ব আমার,
সূতপুত্র বাঞ্ছে তব নারী।
ভীম। হোঃ—ওঃ!
যুধি। নিজ কার্য্যে যাও হে বল্লভ।
[ভীমের প্রস্থান।
কীচ। হইলাম ভূতগ্রস্ত সম।
দ্রৌপ। হে মাধব, এ হেন দুর্গতি—
প্রাণ কেন রাখি!
সূর্য্যদেব, সাক্ষী তুমি—
অন্তরের জ্বালা জানাইব কারে আর!
অনাথিনী বালা,
তারে হেন জ্বালা দিলে ওহে দীননাথ!
জগৎ-জনক,
এই কি হে ছিল তব মনে?
অনল নিবিল আজ প্রবল অনলে!
দিন দিন না সহিব অপমান,
প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
কীচ। দুষ্টা, বারবিলাসিনী!
যুধি। মহাশয়, অনুচিত কহিতে উচিত নয়—
দুষ্টা নহে সৈরিন্ধ্রী কখন';
পঞ্চস্বামী গন্ধর্ব্ব উহার,
যুধিষ্ঠির-সভায় প্রচার-কথা;
ছিল দ্রৌপদীর সহচরী;
দুষ্টা নারী এ নহে কখন'।
দ্রৌপ। বহ শোণিত প্রবাহ,
বহ হৃদয়ে আমার,
ছিন্ন হৃদি উগার শোণিত-ধারা,—
ধরা বলের অধীনা,
ধর্ম্ম তারে ডরে,
সুবিচার রাজা নাহি করে!
বিরা। এক পক্ষ শুনি কভু না হয় বিচার।
যুধি। সৈরিন্ধ্রি, জানিহ স্থির,
ধর্ম্ম কভু কারে নাহি ডরে,
কালে ধর্ম্মবল ফলে;
কাল পূর্ণ বিনা
অত্যাচার না পায় চরম সীমা;
অজ্ঞাতে গন্ধর্ব্ব-স্বামী নেহারে তোমায়,
গ্রহকোপে প্রকাশ না পায়;
যাবে দিন, কুদিন না রবে,
শান্ত হও গৃহে যাও বালা,
কালোচিত কর আচরণ;
রাজা ধার্ম্মিক সুজন
অহেতু না নিন্দ তাঁরে।
দ্রৌপ। সুজনের বাক্য নাহি ঠেলি।
[দ্রৌপদীর প্রস্থান।
বিরা। কে এ নারী?
১ সভা। মহিষীর সহচরী।
বিরা। বীরবর, আজিকার নহে কথা,
শরীর অসুস্থ তব;
কিংকরীরে পদাঘাতে কিবা কাজ?
কীচ। মহারাজ, বুঝিয়াছি অভিপ্রায়,—
উপদেশ লব,—
হেন কর্ম্ম পুনঃ না করিব।
কহ কঙ্ক, পঞ্চস্বামী এ'র বর্ত্তমান—
কৃষ্ণ সখা আছে কি ইহার?
যুধি। কৃষ্ণ সখা অনাথার চিরদিন।
কীচ। শিখায় মাখন চুরি?
বিরা। বীরবর,
অকারণ কৃষ্ণ-নিন্দা কিবা প্রয়োজন,
চল, সভা ভঙ্গ হোক আজি।
[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

নাট্যশালা

উত্তরা ও অর্জ্জুন

উত্ত। কহ বৃহন্নলা, শুনি তব দুঃখ-কথা,
আহা! কত ব্যথা পেয়েছ গো তুমি,—
আছে কি গো সহোদর সহোদরা?
অর্জ্জুন। বৎসে, তব সঙ্গীতে আলস্য বড়।
উত্ত। তিরস্কার নাহি কর বৃহন্নলা,
অভ্যাস করেছি গান:
শুন বৃহন্নলা, স্বপনে তোমারে হেরি,—
যেন তব কন্যা সনে খেলি,
প্রীতি ভরে হের দাঁড়াইয়া দূরে।
অর্জ্জুন। বৎসে, তুমি দুহিতা আমার।
উত্ত। কি কহিব, স্বপ্ন-সুতা তব
গায় কিবা সুললিত,
বিমোহিত শুনিতে শুনিতে,—
ছায়া আসি আবরিল,
ভয়ে ভেঙ্গে গেল সোণার স্বপন।
অর্জ্জুন। বৎসে, তুমি মম সুতা,
আপন সঙ্গীতে শুনেছ মধুর ধ্বনি;
শুনাও নূতন তান—
পূর্ণ গীত বাৎসল্য রসেতে!
উত্ত। কব কথা বৃহন্নলা, গীত না গাইব,
পশ্চাৎ শুনাব গান,
অভ্যাস করেছি কত;
ভাল বৃহন্নলা, আর কি দেখেছ,—
দেখেছ কি খাণ্ডব দাহন?
কত বড় আছিল সে বন?
অর্জ্জুন। বিশাল কানন,
মনোরম উপবন সম।
উত্ত। না—না, কহ তব বন-ভ্রমণের কথা।
অর্জ্জুন। পাবে ব্যথা কুমারী আমার,
শুনিলে সে দুঃখ কথা;
কমল-কলিকা সম
কোমল হৃদয়-কলি তোর,—
মম দুঃখ কথা ভীষণ বারতা,—
বারিবে বিকাশ তার,
শুন মা আমার:
পাঠে মন করহ নিবেশ।
উত্ত। সৈরিন্ধ্রী দুঃখিনী,
চাই শুনিবারে মন-দুঃখ তার,—
সেও নাহি বলে কথা।
অর্জ্জুন। পর-দুঃখে দুঃখিনী জননী তুমি,
সৈরিন্ধ্রী দুঃখিনী
কেমনে করিলে অনুমান?
উত্ত। আহা, ম্লান চির মাত্র আবরণ,
বাত্যা জল না মানে তপন,—
শয়ন ধরণী-তলে:
সুধাইলে কথা,
ছল ছল পদ্মপত্র-জল,
রুদ্ধভাষ, শ্বাসহীনা রহে স্থির!
সৈরিন্ধ্রী কখনও কাঁদে কি তোমার কাছে?
ঘরে যবে অভিমানে কাঁদি—
আসি ত্বরা নাট্যশালে,
কাঁদি তব অঞ্চলে ঢাকিয়ে মুখ।
অর্জ্জুন। বালিকা—বালিকা,
কেন কর অভিমান?
উত্ত। নাট্যশালে নাহি করি অভিমান
কভু তান শিখিতে নারিলে,
আঁখি করে ছল্ ছল্—
গৃহে নাহি জানি কেন করি অভিমান।
অর্জ্জুন। বৎসে, হলো তব শয়ন সময়—
শুনাইয়ে গান, যাও জননীর কাছে।
উত্ত। সাথে গাও, নহে যাব ভুলে।
অর্জ্জুন। নাহি শঙ্কা, গাও ধীরে ধীরে,
বলে দিব নাহি যদি হয়;
গুরু আমি কন্যা তুমি মম,
কেন মোরে কর ভয়?
উত্ত। না হইত ভয়,
শিখাইত যদি তব স্বপন-দুহিতা!
অর্জ্জুন। যাও গৃহে রজনী বাড়িল।
উত্ত। বৃহন্নলা, একলা রহিবে?
অর্জ্জুন। যাও গৃহে, যাইব শয়নে।
[উত্তরার প্রস্থান।
নিরমলা কমল-কলিকা!
বার বার দ্রৌপদীর অপমান
সম্মুখে আমার।
বনবাস পরবাস,
লুক্কায়িত ক্লীব বেশে,—
ভগবান্! কিম্বাধিক আর?
হৃদয়ে অনল যত,
শরানল প্রজ্বলিত তত

করিব সমর-স্থলে,
খাণ্ডব-দাহনে হেন অগ্নি না জ্বলিল!
দেখিব—দেখিব অক্ষয় তূণীরদ্বয়
কত শর করিবে প্রসব
সব্যসাচী করে মোর,
বুঝিব—বুঝিব গাণ্ডীবের কত বল!
ধৈর্য্য দেহ শ্রীমধুসূদন—
সখার মিনতি শুন হে পাণ্ডব সখা;
দীননাথ! কবে হবে দিন—
বীর অভিমানী কর্ণেরে সমরে পাব,—
ওহোঃ, ক্লীবত্ব আমার!—
অরির শোণিতে জ্বালা কি নিভিবে কভু?
হে মাধব—রাধিকা-বল্লভ,
দুর্লভ পদারবৃন্দে রেখ এ অধীনে।

[ক্ষত্রিয়োচিত প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রন্ধনশালা

ভীম

ভীম। কোথা তৃপ্তি—কীচকের
একমাত্র প্রাণ,
ছার সূতের নন্দন,
পদাঘাতে পদাঘাত কিবা হবে শোধ!
মৃত্যু দেখি দয়াশীল যুধিষ্ঠির হ'তে!
ক্ষুদ্র বক্ষ ধরে দুঃশাসন,—
বিদারি শোণিত তৃষা কি মিটিবে মোর?
দুর্য্যোধন, হুতাশন—হুতাশন জ্বলে—
ছার মুখে ধর্ম্মরাজে নিন্দিল পামর—
পদাঘাতে কিবা হবে প্রতিশোধ!
বধিব না—বধিব না তারে,
উরুভঙ্গে কুঞ্চিত বদন
সভীত নয়ন,
ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিবে যখন—
ধীরে ধীরে করিব চরণাঘাত;
গিরি চূর্ণ হয় যে প্রহারে,
সে চরণ না হানিব বলে।
কভু না বধিব,
শৃগালে অর্পিব সেই ভার।
পড়ে মনে কীচকের ঘূর্ণিত নয়ন,
জীবিত থাকিতে খর নখে উপাড়িব;
ফাটে প্রাণ, যুধিষ্ঠির ভৃত্যাসনে!
নপুংসক—গাণ্ডীবী ফাল্গুনী!
হায়, প্রাণের নকুল,
অরিকুল আকুল যাহারে হেরি—
পরাশ্রিত অশ্বরজ্জু করে!
দেবাকার দেববীর্য্য সহদেব—
ত্যজি দিগ্বিজয়ী ধনু,
ধেনুপাল ল'য়ে ফেরে।
লক্ষ রাজা জিনি
আনিলাম লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ঘরে—
চুলে ধ'রে কীচক প্রহারে পায়!
দেখিলাম বল্লভ ব্রাহ্মণ!
কুক্ষণে—কুক্ষণে
আরে দুঃশাসন, আরে দুর্য্যোধন,
আরে নরাধম সূত-সুত
বিরাট শ্যালক,
ভীমসেনে কুক্ষণে করিলি অরি!
কত দিন—কত দিন আর
কণ্টক-শয্যায় শোব!

ভীমের শয়ন

দ্রৌপদীর প্রবেশ

দ্রৌপ। ধিক্ ধিক্ ধর্ম্মনিষ্ঠা তার—
ধিক্ দয়া;—
ধিক্ ধিক্ বীরাঙ্গনা বলি মনে করি
অভিমান!
এ মনোবেদনা,
তপশ্চারী যুধিষ্ঠির কি বুঝিবে,
ভীম বিনা কারে জানাইব ব্যথা?
তিন দিন যদি ব'য়ে যায়,
কীচক না হারায় পরাণ,
ভগবান্, আত্মহত্যা না ডরিব—
পাশরিব দুঃশাসনে—
বেণী না বাঁধিয়া,
জলে তনু দিব বিসর্জ্জন!
নিদ্রিত, কি শুইয়াছ মহানিদ্রা কোলে—
উঠ উঠ সূপকার।
ভীম। (উত্থিত হইয়া) কহ সহদেব,
অজ্ঞাত হইল অবসান?
একি,—যাজ্ঞসেনী!
গভীর রজনী, ডরি পাছে কেহ দেখে।
দ্রৌপ। কুলটায়
পুরুষের সনে দেখিতে নাহিক দোষ;

সূত-পুত্র প্রহারিল পায়—
হেন কুলটায় নাহি স্পর্শে অপমান।
ভীম। কৃষ্ণা—কৃষ্ণা, হুতাশনে
ঘৃত নাহি ঢাল,
বহু কষ্টে ধর্ম্মরাজে চাহি ধরি দেহ।
দ্রৌপ। মরিবে,—মরণে প্রস্তুত আমি।
অজ্ঞাতে পাণ্ডব নাম হোক্ অবসান—
অপমান গোপনে রহিবে;
মুক্ত ভাষে কহি,—
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রহুক কুশলে।
ভীম। কৃষ্ণা, অল্পদিন—রাজার নিষেধ।
দ্রৌপ। ধর্ম্মহেতু রাজ্য বিসর্জ্জন!
সেই ধর্ম্মে শরীর অর্পণ—
নিষ্ঠাচার রাজার হইবে অভিমত!
ভীম। দ্রুপদ-নন্দিনি,
নৃপতিরে নিন্দা নাহি কর;
আছে অল্পদিন,
পুনঃ
দেব-নাগ-নরে দেখিবে তোমারে—
রাজ-চক্রবর্ত্তী বামে;
শুন যাজ্ঞসেনি, কহি সত্য বাণী,
যেই দিন হইব প্রকাশ,
কীচকেরে সবংশে মারিব,—
শিরায় শিরায় উষ্ণস্রোত ধায়,
হের কাঁপে কলেবর দেবি,—
কি করিব রাজার নিষেধ;
নহে মৎস্যরাজ্য চিহ্ন না রহিত।
জ্বলি যে জ্বালায় কি কব তোমারে আর।
দ্রৌপ। জানিতাম সহিবারে
নারীর সৃজন—
সহ্যগুণ পুরুষে অধিক দেখি,
শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত,—
ভার্য্যা ত্যজি রাজ্য যদি হয়,
অজ্ঞাত সময় বনিতার বলাৎকার,—
ভার্য্যা হেতু পুনঃ কেবা যায় বনে,
ভার্য্যা মাত্র পণের কারণ!
হীনপ্রাণা, নহি বীরাঙ্গনা,
কলঙ্কিনী দেহে কিবা কাজ!
ভীম। শুন রাজরাণি, দিন নাহি রবে,
নিজ হাতে বেঁধে দিব বেণী তোর
দুঃশাসন-শোণিত সহিত,
গদা দেখাইব আনি,
মুকুটের রেণু দেখাইব এই পদে;
সূত-পুত্র কীচকেরে
তিল তিল করি দেহ তার,
মিশাইব ধূলি সনে, উড়িবে গগনে—
আত্মীয়ে না পাবে তনু সংকারের হেতু!
অনেক সয়েছ—
ধৈর্য্য ধর চাহি গো সবারে,—
ফাটে বুক, কি করি সুন্দরি!
দ্রৌপ। সহিয়াছি—
রমণীর সহিতে উচিত যাহা,—
পরবাসে আছি সৈরিন্ধ্রীর বেশে;
আমা হেতু কভু নাহি ভাবি দুখ।
স্বামী রাজ্যেশ্বর, আছিলাম রাণী,—
পরগৃহ-নিবাসিনী পতি সনে
অপমান সভাতলে!
অপমান জয়দ্রথ-ছলে,—
তিল না গণিনু,
আঁখি-বারি অঞ্চলে মুছিনু,
চলিলাম সিংহিনী সমান—
মৃগরাজ পাছে পাছে!
কিন্তু ভেকে কভু স্পর্শেনি করিণী,
গোপরাজ্যে রাজা,—
শ্যালক তাহার করে মোর অপমান!
শুন শেষ উত্তর বৃকোদর,
সতী নারে অধিক সহিতে;
শত পদাঘাত নাহি গণি,—
প্রেমবাণী কবে, পুনঃ হাসি হাসি—
পাণ্ডব-প্রেয়সী, না রাখিব ছার প্রাণ!
হাসি হাসি বিরাটের দাসী
কবে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব বনিতা—
রাজসুতা, হেন অপমান কেন সব?
ভীম। হা পাঞ্চালি, হেন দশা
হইল তোমার!
পুনঃ যাবে বনে,—
পাপাচারে বিনাশিব,
না—না, ধর্ম্মরাজে না লঙ্ঘিব,—
কি করিব রাজার নিষেধ।
দ্রৌপ। জনে জনে না লব বিদায়,
নিশা গতপ্রায়,
চরণে মেলানি মাগি;
জানায়ো রাজারে—

জানাইয়ো—জানাইয়ো স্বামিগণে,
সবার চরণে নমস্কার করে দাসী।
ভীম। শান্ত হও কৃষ্ণা গুণবতি,
যে হয় সে হয় কীচকে মারিব আমি;
কিন্তু হইলে প্রকাশ, রাজা যাবে বনবাসে,
আছে কি উপায় গোপনে বধিতে তারে?
কিন্তু রাজ-মানা।
দ্রৌপ। ভাব কেন যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা হেতু;
সভামাঝে হইত প্রকাশ—
বলবান্ কীচক বিনাশ
সামান্যে না হয় কভু;
পার যদি গোপনে মারিতে,
কবে লোকে, গন্ধর্ব্বে বধেছে তারে।
ভীম। কিন্তু কিরূপে গোপনে বধি?
দ্রৌপ। নিশা বিনে নাহিক সময়।
ভীম। কালি কি আসিবে তব আশে?
দ্রৌপ। হা দগ্ধ হৃদয়!
পূর্ব্ব-অপমান নাহি গণি,
ডরি—
ভীম। পার তারে ল'য়ে যেতে
শূন্য কোন স্থানে?
দ্রৌপ। শূন্য স্থান—নাট্যশালা যামিনীতে।
ভীম। সুচরিত্রে, নাট্যশালা বধ্য-ভূমি তার;
ছলে কি কৌশলে,
কোন মতে পার কি আনিতে কদাচারে?
শুন সতি, ইঙ্গিতে ভুলায়ে,
নিশাকালে আন নাট্যশালে,
সেই মত
ঘূর্ণিত নয়ন কামে, উপাড়িব নখে।
দ্রৌপ। ভাল,
নৃত্য-গৃহে আনিতে আমার ভার।
ভীম। নিজ কর্ম্মে যাও সতি:
প্রভাত নিকট,
যাই প্রাতঃক্রিয়া হেতু।
[দ্রৌপদীর প্রস্থান।
ধৈর্য্য ধর অধীর অন্তর,
রোষ-অগ্নি বাহিরিবে লোমকূপে—
মূর্চ্ছা যাবে লোকে;
স্ফীত শিরা ললাট হেরিবে,
উগ্রমূর্ত্তি ক্ষুদ্র মৎস্যদেশে কে সহিবে?
নিশা-আবরণে আবার ঢাকিবে ধরা,
নীরবে যামিনীর ঝিল্লিরবে
মিশাইবে রোষপূর্ণ দীর্ঘ-শ্বাস,
শিহরিবে ভুজঙ্গ গহ্বরে শুনি;
শৃগালের নাদে আর্ত্তনাদ মিশাইব তার;
না করিব রুধির পতন,
সে পাপ-রুধিরে অপবিত্র ক্ষিতি,—
ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর প্রাণ।
[ভীমের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

উপবন

কীচক

কীচ। প্রভাত-সমীরে শীতল
না হয় প্রাণ,
জ্বলে—দেহ জ্বলে,
উষ্ণ ভালে না পরশে বায়ু,
উষ্ণ ওষ্ঠ সলিলে সরস নাহি হয়,
অগ্নি-শিখা করে, নিশির শিশিরে
শীতল না হয় জ্ঞান!
উষ্ণ-শ্বাস বন্ধ নাহি বহে;
ভুলাতে নারিনু—
বলে তারে করিব গ্রহণ;
নহে এ অনল না হবে শীতল,
নহে উষ্ণ আঁখি নিদ্রা কভু না জানিবে;
শয্যা শূল সম,
জাগিয়ে যাপিনু রাতি—
এ গরল-বাতি আগে নিভাইব;
পরে পদাঘাতে করি দূর—
দিব অবজ্ঞার প্রতিফল।
মাদক-সেবায়
এ অনল করিব প্রবল,
যাহে তাপে হয় অধীরা বিহ্বলা;
পুষ্প হেতু নিত্য সেই আসে উপবন—
ওই দাঁড়াইল—
সরস চাহিল যেন,—
অঙ্গ-আবরণে বড় আড়ম্বর আজি,—
মুক্তকেশ চালিয়ে দেখায়!
বুঝিয়াছে, বুঝেছে আমায়,
ক্ষমতা বুঝেছে মম;
পুষ্পাধার করে আসে ধীরে ধীরে,—
দেখে নাই মোরে যেন;
সম্ভাষিব প্রতীক্ষা করিছে,

বুঝি বল না হইবে প্রয়োজন,—
বলে মধু হয় অপচয়।
ধীরে যায়, চাহে ফিরে ফিরে,
ভাবভঙ্গী মনোভাব করিছে প্রকাশ।
ভাল, ভাঙ্গিগ এ কৃত্রিম মান।

দ্রৌপদীর প্রবেশ

কহ, রাজসভা দেখিলে কেমন?
মৌন কেন, দেহ না উত্তর?
দ্রৌপ। কি দিব উত্তর?
কীচ। রাজারে কি মনে ধরে তোর?
দ্রৌপ। কেশ-বেদনায়, চরণের ঘায়
রাজসভা পলে পলে হেরি।
কীচ। ক্ষুদ্রমতি কিঙ্করী কি
জানিবি আমায়,
ত্রিভুবনে কীচকের নাহি ভয়।
দ্রৌপ। পদাঘাত তরে পুনঃ
কি দাঁড়ায়ে আছ?—
আসি পুষ্পপাত্র রাখি
যত সাধ করিও প্রহার।
কীচ। রোষ হ'লে হই হতজ্ঞান,
উচ্চ কেহ আমা হ'তে—
এ কথা শুনিলে স্থির না রহিতে পারি;
করেছিস রাজার প্রয়াস,
দেখাইনু রাজা কেবা আমা হ'তে!
রাজকার্য্যে বিলাসের না হয় সময়,
সেই হেতু নাহি বসি সিংহাসনে;—
আছিস এ পুরে,
ক্রমে পারিবি জানিতে—
কেবা আমি—ইন্দ্র কেবা মম তুলনায়!
দ্রৌপ। ইন্দ্রপ্রস্থে শুনেছিনু যেন
মৎস্যরাজ দেছে কর যুধিষ্ঠিরে।
কীচ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, কর নয়—কর নয়;
তবে কহি শুন;
যাই যুদ্ধ হেতু, হেরি রণবেশ মোর
মুগ্ধ হ'য়ে সুন্দরী জনেক
ল'য়ে গেল গৃহে তার;—
আর—
সখ্যভাব ছিল মম কুরুকুল সনে,
আসিয়াছে লোভে—কিঞ্চিৎ দিলাম ধন।
সৌহার্দ্দ কারণে;
নিমন্ত্রণ রক্ষা হেতু যাইতে হইল,
বসাইল যুধিষ্ঠির দক্ষিণ আসনে;
মম কার্য্য ওই মত,
যারে বাড়াইব,
স্থান দিব আমার উপরে:
কিন্তু কোপে পড়িলে আমার,
নিস্তার কাহারও নাহি আর।
দ্রৌপ। ঠেকিয়া জেনেছি তাহা।
কীচ। হা হা! ও কথায় মনে
নাহি দেহ স্থান;
কিন্তু আপনার যে করিল মোরে
তার—কি কহিব আর!
দ্রৌপ। হয় ভয়, কথা কহ, পাছে
কেহ দেখে?
কীচ। ভয় কিবা—
রাজরাণি, ত্রিভুবনে ভয় তোর কারে,
কীচক রয়েছে তোর পাশে।
দ্রৌপ। ডরি পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামীরে,
সন্দেহে বধিবে প্রাণ।
কীচ। কোটি গন্ধর্ব্বের কিবা ডর—
বাহুদ্বয় রক্ষক রূপসি,
হাস—পুনঃ হাস ঐ ঈষৎ হাসি।
দ্রৌপ। না—না,
প্রণয়ের ভাষে না সম্ভাষ মোরে তুমি!
কীচ। শশীকলা,
শিখেছ বিস্তর ছলা।
দ্রৌপ। কেন মজাইবে মোরে?
কীচ। ভাল—ভাল, মজাইয়া কহ
ভাল কথা।
দ্রৌপ। যাও চলে,
নহে চলে যাই পুষ্পপাত্র ফেলি,
সতী আমি, রয়েছে গন্ধর্ব্ব-স্বামী
লোকে জানে চিরদিন,
মরিব তখনি, কলঙ্কিনী যদি কহে কেহ।
কীচ। নিশা সরসে—কুসুমকুলে
সুধার নেহারে,
প্রণয়ীর প্রাণ
বিকাশে আঁধার বরিষণে!
দ্রৌপ। আহা কি সুন্দর কবিত্ব তোমার।
বাড়ে বেলা পুরবাসী আসিবে এ স্থানে।
কীচ। সত্য, পুরবাসী-মেঘে
হৃদাকাশ আবরিবে ত্বরা।

দ্রৌপ। কালি গিয়েছে প্রহার,
আজি বুঝি দিন কবিতার?
কীচ। শুন কৃশোদরি,
আঁধারে বিহার—না হবে প্রচার,
কেন ভাব এলোকেশি?
দ্রৌপ। নৃত্যশালা শূন্য রহে নিশি আগমনে,
যত কথা তব শুনিব সে স্থানে,
কিন্তু যাব তোমারে প্রত্যয় করি—
সতী আমি রেখ' মনে।
কীচ। শুন, যাইব কেমনে,
রুদ্ধ নাহি রহে দ্বার?
দ্রৌপ। সে ভার আমার।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

কীচ। চন্দ্রাননে, ভাণ কীচকের সনে?
যবে গালি, জেনেছি তখনি।
রসে ডগমগ,—
বহুদিন না ফুরাবে মধু:—
বায়স কঠোর অতি!—
তবু না স্পর্শিনু,
অধীর ফাটিছে প্রাণ;
পরশনে হইতাম জ্ঞানহীন পুনঃ,
মুখ-সুধাপানে সবল হইব;
তবে পরশিব,
নহে ঘ্রাণে তার অগ্নির উত্তাপ!

[কীচকের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

শয়ন কক্ষ

অর্জ্জুন

অর্জ্জু। দিবাকর পল বহে যুগ সম!
দেখ বেশ, দেখ দীর্ঘবেণী,
হের আভরণ,
দ্রৌপদীর অপমান জীবিত থাকিতে!
তেজময় রবি, উজ্জ্বল কিরণে
হের হে অন্তর মম,
হের,
কি ধৈর্য্য-বন্ধনে উগ্রপ্রাণ রাখি স্থির,
হে মিহির, কত দিনে পাব পরিত্রাণ?

উত্তরার প্রবেশ

কি উত্তরা, কেন কাঁদ মা আমার?
উত্ত। সৈরিন্ধ্রীরে মাতুল মেরেছে পায়।
অর্জ্জু। হও চিরজীবী,
পরদুঃখে দুঃখিনী জননী মম;—
আরে রে উত্তরা, আরে রে বালিকা মোর,
তুমি অভাগার নয়নের নিধি!
উত্ত। নাহি আর বল বৃহন্নলা,
কান্না আসে মোর;
কহ মোরে, কোথা যাবে সৈরিন্ধ্রী পলায়ে,
যবে পুনঃ মাতুল মারিবে পায়?
বৃহন্নলা, শুনিবে না মাতুল তোমার মানা?
তুমি বুঝাইলে শান্ত তার হবে ক্রোধ,
সৈরিন্ধ্রীরে কব কি আসিতে হেথায়?
অর্জ্জু। ক্লীব আমি, মহাবীর মৎস্যের শ্যালক,
কেমনে বারিব তারে—
সৈরিন্ধ্রীরে কেমনে রাখিব?
উত্ত। ভয় হয় হেরিয়ে বদন তব,—
দুঃখ নাহি কর বৃহন্নলা,
নাহি ত্যজ দীর্ঘশ্বাস,—
সৈরিন্ধ্রীরে রাখিব লুকায়ে,
না পাবে সন্ধান তার মাতুল আমার।
অর্জ্জু। বৎসে, পাঠ তুমি নেবে কি এখন?
উত্ত। না—না,
খেলার সময় এতো ক'রেছে নিয়ম;
বৃহন্নলা, সৈরিন্ধ্রীরে ভালবাস—
তবে কেন কভু নাহি কও কথা?
অর্জ্জু। ভালবাসি তোমারে মা, আমি—
সৈরিন্ধ্রীর সনে কি হেতু কহিব কথা।
উত্ত। কিন্তু পাও ব্যথা সৈরিন্ধ্রীরে হেরে—
বুঝিয়াছি দেখিয়া বদন,
সৈরিন্ধ্রীকে জান বৃহন্নলা।
অর্জ্জু। বলিয়াছি বার বার—
দ্রৌপদীর ছিল সহচরী।
উত্ত। না—না, সৈরিন্ধ্রী সামান্যা নহে নারী।
অর্জ্জু। (স্বগত) আহা, এ কমল ফুটিল এ মৎস্যদেশে!
উত্ত। শুন বৃহন্নলা,
হাস তুমি স্বপ্ন-কথা শুনি—
কিন্তু কালির স্বপন হাসিবার নহে কভু।

অর্জ্জুন। স্বপ্ন তব দিন দিন নব নব;
নিত্য কহি, কৃষ্ণ বিনা নাহি কেহ মম,—
নিত্য আসি সুধাও আমায়,
ভ্রাতা ভগ্নী জননী কি আছে কেহ?
স্বপ্ন তোমার এ হেন অসার, সুতা!
উত্ত। শুন বৃহন্নলা,
কাঁদিব এখনি না যদি স্বপন শুন।
যেন ভ্রমি উপবনে,—
একে একে হেরিলাম
দেবের কুমার পঞ্চজন,
উজ্জ্বল রতনমণি-খচিত আসন,
পঞ্চজন বসিল তথায়;
সৈরিন্ধ্রীর নাহি এই বেশ—
দেবীর ভূষণ, দেবী যেন রূপে,
হাসি হাসি বসিল তাদের পাশে!
আসিলাম ডাকিতে তোমায়—
নাহি তুমি আর।
বেশ ভূষা দীর্ঘ বেণী তব আছে পড়ে!
পুনঃ আইনু উপবনে,
'বৃহন্নলা' বলিয়া কাঁদিনু,—
শুনিলাম বৃহন্নলা নাই,—
কাঁদিয়া লুটাই ভূমে!
পঞ্চজনে করি নমস্কার,
দাঁড়াইল দেবের কুমার,
দয়া করি তুলিল আমায় ক'রে ধরি,—
কিন্তু সেই ছায়া,—
স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে!
কহ বৃহন্নলা, কভু না যাইবে তুমি?
অর্জ্জুন। তুমি মা আমার,
মা ছেড়ে সন্তান কভু যায়?

সুদেষ্ণার প্রবেশ

সুদে। একি বৃহন্নলা,
দিবারাতি শিক্ষা নাহি প্রয়োজন,
দিন দিন শীর্ণ বালা মাকে না পাইয়া।
উত্ত। মাতা, কটু নাহি বল,
আপনি আইনু, বৃহন্নলা কি করিবে?
বৃহন্নলা, রাগিবে না তুমি?
সুদে। ভাল গুণ করিয়াছ বৃহন্নলা!
অর্জ্জুন। রাজরাণি, উত্তরা জননী মোর,
মা কি রহে সন্তানে ত্যজিয়া?
বুঝ দেবি, আপনি এসেছ,
তিল নাহি হেরিয়া কুমারী।
যাও মা আমার,
এস পুনঃ পাঠের সময়।
[সুদেষ্ণা ও উত্তরার প্রস্থান।
কুল-লক্ষ্মী সুবচনী মা আমার,
দিব্যচক্ষু আছে কি বালার?
দিন দিন স্বপ্ন সত্য তার!
ফলিবে কি এ স্বপন?
আহা কুল-লক্ষ্মী সম—
মা আমার মধুরভাষিণী!
[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

কীচক

কীচ। যদি ভালবাসে মোরে,
পাশরি পূর্ব্বের হেলা।
দিন নাহি যায়,
আজি সেই ভাব পুনঃ মম—
পুনঃ যেন পিপীলিকা চলে গায়।—
মদনের হুতাশন!
বিশল্যকরণী মিলিবে যামিনীযোগে!
না-না, রূপ তার না ভাবিব
উন্মত্ত হইব!
রাঙা রাঙা চারিদিকে—
যেন রুধির উগারে!
এখনও না নিবে আলো—
হনুমান, যামিনী আমার।
সে বাঁচাবে শক্তিশেলে।
ছার বায়স ডাকিল শিরে--
আঁচড়িল ভাবের জানকী সম।
এক চক্ষু অন্ধ রাম-বাণে,
কীচক-রামের বাণে দুনয়ন যাবে কালি।
এই যে আঁধার সাথে রজনী আইল!
এ কি, ভূকম্পন?
না-না, সুধাপানে মস্তক টলিল;
বাড়ুক গরল, আছে স্নিগ্ধ নীর;
কথা নাহি কব, আঁধারে বসিব,
স্নিগ্ধ নীরে শীতল করিব তনু।
হুতাশন-স্রোত দেহে মোর!
যাই,

নাট্যশালা শূন্য এতক্ষণ;
বড় অভিমানী, বিলম্বে যদ্যপি রোষে?
হে সৈরিন্ধ্রি, বাক্য মিথ্যা নহে মম,
বাঁধিয়াছ—বাঁধিয়াছ মোরে,
এলোকেশে আবেশ অধিক দেখি।

[প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক

নাট্যশালা

দ্রৌপদী ও রমণীবেশী ভীম

দ্রৌপ। স্থির হও, কেহ যদি শোনে—
শ্বাস তব ভুজঙ্গম সম।
ভীম। শুনি দ্রুপদ-নন্দিনি, মৃতা
নারীজাতি;
দর্পণে দেখিব গিয়ে
ক্রুদ্ধ ভীম কিরূপ রমণীবেশে!
কহ নাই রঙ্গভঙ্গ করি,
এখনও বিলম্ব কেন?
দ্রৌপ। ধর ধৈর্য্য; এক ভিক্ষা বীরবর,
আমি না পারিব প্রহারিতে
পাষণ্ডের শিরে:
যেন আমা জ্ঞানে,
লয় তব তিন পদাঘাত,
একে একে গুণি আমি অন্তরালে থাকি।
বীরবর,
পুরায়েছ সকল বাসনা,
এ মিনতি কর' না অন্যথা।
ভীম। ভাল, সেই মত করিব বর্ব্বরে।
দ্রৌপ। ঐ বুঝি আসিছে বর্ব্বর;
মিনতি রাখিও মোর।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

কীচকের প্রবেশ

কীচ। কোথা বিশল্যকরণি,
দেখা দাও খুঁজিয়া না পাই।

ভীমের পদধ্বনিকরণ

নাহি আভরণ, কেন পদধ্বনি?
রাখ পরিহাস, যাই কাছে—
কত কথা, খুঁজিয়া না পাই।
ভীম। চুপ্।
কীচ। ওহো-ওহো, কোথা তুমি?

(স্পর্শ করিয়া)

আহা-আহা, কি কোমল কায়!
ভীম। ছাড়, ব্যথা মম গায়,
প্রহারে জর্জ্জর আমি।
কীচ। ছিঃ প্রেয়সি, প্রেমের সে লাথি—
ভোলনি এখনও তুমি!
দেখি, পারি যদি ভোলাইতে গাঢ়
আলিঙ্গনে;
আহা, ডগমগ নধর লতিকা সম!
আহা গণ্ডস্থল কি কোমল!—
আরে, শ্মশ্রু মোর প্রবেশে নাসিকা দ্বারে।
ভীম। দেখ, চ'লে যাব হেথা হ'তে।
কীচ। কেন, কিবা অপরাধ—
ডাকি যদি সবারে এখন?
ভীম। লজ্জা নাহি হবে তব?
কীচ। মোরে জানে পুরবাসিগণে,
সুন্দরী যে আছে যথা
আজি বা দুদিন পরে ভোগ্যা মোর—
কিন্তু শরদিন্দুনিভাননি,
আজি হতে তোর—
ভ্রমর তোমার আমি!
ভীম। এত যদি, মারিতে না উচিত চরণ।
কীচ। এই খেদ?
আছি আমি মস্তক পাতিয়া,
কর তুমি পদাঘাত।
ভীম। ছি ছি! হীন আমি, কেমনে করিব?
কীচ। কর পদাঘাত, আছি মাথা পেতে,
না কর বিলম্ব মিছে;
যবে প্রণয় জন্মিল,
তুমি আমি এক প্রাণ।
ভীম। ঐ খেদ এক প্রাণ!
কীচ। হ্যাঁ প্রেয়সি, এক প্রাণ
কমল সমান কোমল চরণ তোর,
ভাব কি রূপসি, ব্যথা আমি পাব তায়?
কোমলাঙ্গি! কর হে প্রহার,
প্রেমালাপে বিলম্ব কি হেতু আর?
ভীম। (প্রথম পদাঘাত।)

কীচ। যেন পুষ্প-বরিষণ।
ভীম। (দ্বিতীয় পদাঘাত।)
কীচ। সচন্দন।
ভীম। (তৃতীয় পদাঘাত।)
কীচ। এইবার চৌদ্দ ভুবন।
ভীম। আরে দুষ্ট, গন্ধর্ব্বে চালন।
কীচ। অ্যাঁ—গন্ধর্ব্ব? বধি তোরে,
সৈরিন্ধ্রীরে বাঁধিব পশ্চাতে
দিয়ে যত ভৃত্যগণে উপভোগ হেতু।
ভীম। আরে রে বামন,
চন্দ্রসুধা কর সাধ!—
বধি তোরে পশুর সমান।
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

দ্রৌপদীর পুনঃপ্রবেশ

দ্রৌপ। শ্রীমধুসূদন,
বার বার রাখিলে পাণ্ডবে,
রক্ষা কর কীচকের হাতে।
কীচ। (নেপথ্যে) পিপীলিকা শিরে!
ভীম। (নেপথ্যে) ইহলোকে বাক্য-সাধ
নাহি কর আর,
কুক্কুরে দিব এ জিহ্বা;
সৈরিন্ধ্রীরে কহিয়াছ কুবচন,
এই চক্ষে দেখিয়াছ সৈরিন্ধ্রীরে,
পদাঘাত সৈরিন্ধ্রীর কায়,—
পদাঘাতে ছাড় প্রাণ;
মৃত্যু তোরে দিল পরিত্রাণ,
না রাখিব নরের আকার।
দ্রৌপ। পড়েছে পামর,
হে মধুসূদন, প্রণাম তোমার পায়।

ভীমের প্রবেশ

ভীম। কৃষ্ণা—কৃষ্ণা।
দ্রৌপ। স্থির হও, যাও চ'লে, পাছে
কেহ দেখে—
রণচিহ্ন ধৌত কর জলে।
ভীম। কৃষ্ণা—কৃষ্ণা!
মিটিল না তৃষা—মিটিল না তৃষা—
অল্প ঘায় ত্যজিল পরাণ!
আরে দুঃশাসন, কবে তোরে পাব আমি—
তবে বেণী বাঁধিব তোমার!

দ্রৌপ। বীরবর, তুমি ঘুচাইবে ব্যথা মোর,
যাও শীঘ্র, প্রভাত নিকট।
ভীম। অগ্নি আনি দেখ গিয়ে
দুষ্টের আকার,
পদাঘাতে ফেলেছি প্রাঙ্গণে।
[ভীমের প্রস্থান।
দ্রৌপ। ভীম বিনা কে রাখে বিপদে,
দেখি—
কোন্ মুখে প্রেম-কথা কহিল অজ্ঞান।
[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ

হাড়িনীর প্রবেশ

হাড়ি। গড়র্ গড়র্ গড়্—
আগাশ আজ সারা রাতই ম'র্ছে—
এখনও ফিন্‌ফিনিয়ে ঝর্‌ছে।
ভাব্‌লুম,
সকাল সকাল ঝাঁট দিয়ে যাই—
ছাই কিছু কি দেখ্‌তে পাই।
এ আবার কি ফেলেছে মাঝখানে?
কারুর করতে তো হয় না,
আর সয় না বাপু, সয় না।
আ মর, কুম্‌ড়ো না কি?
দেখি—দেখি, বড্ড ভারি—
লুকিয়ে নে যেতে যদি পারি।
আঃ খেলে,
কে আসছে আলো জেব্‌লে!

আলোক-হস্তে দ্রৌপদীর প্রবেশ

দ্রৌপ। দেখ আসি পুরবাসিগণে,
কি দুর্দ্দশা গন্ধর্ব্ব হেলনে,
দুর্ম্মতির নেহার দুর্গতি।
আরে রে কীচক, আরে নরাধম,
এত দর্প তোর!
নর হয়ে গন্ধর্ব্বে না ডর!
হাড়ি। ওগো দেখসে গো কি হ'ল,
তাল পাকিয়ে মামা গেল,
ওগো, হায়—হায়!
মামা যেন কুম্‌ড়ো গড়ায়।

সুদেষ্ণা ও পুরস্ত্রীগণের প্রবেশ

সুদে। আরে আরে বিকট চিৎকারে
কেন কর বিরামে ব্যাঘাত?
হাড়ি। ওগো দেখসে গো, মামা কুপোকাৎ।
সুদে। একি—একি!
দ্রৌপ। ভ্রাতা তব,
সুধা হেতু প্রেরিলে যাহার পাশে;
ক্ষুদ্র নর গন্ধর্ব্বে না মানে,
শমন-ভবনে গেছে গন্ধর্ব্বের কোপে।
সুদে। কি হল—কি হল,
কোথা গেল ভ্রাতা মোর,
মাটী খেয়ে দুষ্টারে কি হেতু দিনু স্থান!
আহা বীরকুলপতি,
যার বলে ভুঞ্জি বসুমতী,
কি দুর্গতি হল গো তাহার!

বিরাটের প্রবেশ

বিরা। রাণি, কি বল—কি বল,—
কে বধেছে কীচকেরে?
সুদে। ওহো, বজ্রাঘাত গৃহচূড়ে
পাপিষ্ঠার তরে,
কহে দুষ্টা গন্ধর্ব্বে বধেছে।

কীচক-ভ্রাতাগণের প্রবেশ

হায়, ভ্রাতাগণ!
দেখ আসি অগ্রজের দশা,
মরে ভাই পাপিনীর তরে।
কীচ-ভ্রা। ভাল, দেখি, ওর গন্ধর্ব্ব কেমন—
চাহি রাজ-আজ্ঞা সৎকারের হেতু;
অনর্থের কেতু
কুলটারে পোড়াব ভ্রাতার সনে,
দেহ অনুমতি মহারাজ!
বিরা। জ্বলে প্রাণ শোকানলে,
জ্বলন্ত চিতায় পোড়াও দুষ্টায়,
তবে অগ্নি নিভিবে আমার।
কীচ-ভ্রা। আরে রে পাপিনি, বারবিলাসিনি,
কোথায় গন্ধর্ব্ব তোর?
হায়, কয়দিন অগ্রজ পীড়িত,
নহে
কীচক বুঝিত শত গন্ধর্ব্বের বল,
হেন সহোদর, ছলে মারে বারনারী!
ডাক্‌রে কুলটা;
ডাক্ তোর উপপতিগণে।

দ্রৌপদীকে বন্ধন করণ

দ্রৌপ। মরে অনাথিনী
দেখ জয় বিজয় আসিয়া,
হে জয়ন্ত, জয়সেন,
জয়দ্বল, এস ত্বরা—
যায়—যায় প্রাণ দারুণ বন্ধনে,
রক্ষা কর—রক্ষা কর অভাগীরে;
যাহার হুঙ্কারে তিন লোক ডরে,
ভূধর বিদরে ধনুক-টঙ্কারে যার,
ভৃত্যপ্রায় ত্রিভুবন সেবে যায়,—
দিক্‌পতি পতিগণ মোর,
এস আশুগতি,
দেখ—দেখ, বনিতার কি দুর্গতি—
সুতগণে বধে মোরে।
কীচ-ভ্রা। ডাক্ ডাক্ উচ্চৈঃস্বরে,
আর কত স্বামী আছে তোর
[দ্রৌপদীকে লইয়া কীচক-ভ্রাতাগণের প্রস্থান।
দ্রৌপ। (নেপথ্যে) রক্ষা কর—রক্ষা কর,
যায় প্রাণ দারুণ বন্ধনে।
কীচ-ভ্রা। (নেপথ্যে) জ্বালি অগ্নি আগে
দিব মুখে।
বিরা। বীরদর্প মৎস্যদেশ, ঘুচিল তোমার—
ক্ষুদ্র তৃণ অশনি ছেদিল,
ফুরাল—ফুরাল
চ'লে গেল রাজ্যের শেখর!
হা হা বীরবর,
হা হা, কোথা গেল সেনাপতি!
দ্রৌপ। (নেপথ্যে) গেল প্রাণ, বুঝি নাহি
পরিত্রাণ!
কোথা জয় বিজয় দেখ না।
ভীম। (নেপথ্যে) না কাঁদ, না কাঁদ সতী
আর—
আসিয়াছে গন্ধর্ব্ব তোমার,
আরে ছার সুতপুত্রগণ!
সকলে। (নেপথ্যে) এল—এল, পালাও
পালাও।

বিরা। একি—একি, মৎস্যদেশে
গন্ধর্ব্ব করিল বাস
একি সর্ব্বনাশ, শীঘ্র লহ সমাচার।
সুদে। মহারাজ, কি হবে—হবে,
গন্ধর্ব্বে বধিবে সবে!
বিরা। কোথা পেলে এ কাল-সাপিনী?

দূতের প্রবেশ

দূত। নরপাল,
বিষম জঞ্জাল ঘটিল সৈরিন্ধ্রী হেতু,
দীর্ঘকায় শালবৃক্ষ করে,
অঙ্গে যেন ভাস্কর-কিরণ,
শূন্য হ'তে এল অকস্মাৎ!—
এক ঘায় ঊনশত ভ্রাতা
বধিল সে দুর্ম্মদ-আকার,
শতকায় লুটায় ধরণী!—
পুনঃ আসি সৈরিন্ধ্রী পশিল পুরে।
বিরা। শুন সুদেষ্ণা, বচন—
ডাকিয়া হেথায়
শীঘ্র পাপ করহ বিদায়;
কটু নাহি কহ,
বুঝাইয়ে বল তারে;
নারী-সৃষ্টি বীরের সংহার হেতু।
[বিরাটের প্রস্থান।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। দেখ রাণি, সৈরিন্ধ্রী আইল—
এলোকেশে শ্যামা
যেন দৈত্যকুল বিনাশিয়া!

দ্রৌপদীর প্রবেশ

সুদে। শুন বাছা, বচন আমার,
রূপে তোর মোহে ত্রিভুবন
পুরুষ কি ছার, রমণী ভুলিতে নারে;
আছে স্বামী পুত্র মোর, করে ধরি তোর,
কভু কি ভাবে চাহিবে—
প্রমাদ পড়িবে রুষিলে গন্ধর্ব্বগণে।
বাছা,
স্বামী-পুত্র ভিক্ষা মাগি তোর কাছে,
স্থানান্তরে করহ গমন।
দ্রৌপ। চিন্তা নাহি কর রাজরাণি,
স্বামী সম ঋণী তব পতিপুত্র পাশে
কদাচিৎ অনিষ্ট না হবে,
আছে অল্প দিন আর,
রুষ্ট গ্রহ হ'তে স্বামিগণ পাবে পরিত্রাণ;
দিয়েছ আশ্রয়,
দয়া ক'রে কয়দিন দেহ স্থান,
করি গো কল্যাণ—
স্বামী-পুত্র রবে তোর সুখে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

বিরাটরাজ ও সৈন্যগণের প্রবেশ

বিরা। রণজয়ী মৎস্য-সেনাগণ,
ঘটেছে দুর্ম্মতি সুশর্ম্মা ভূপতি
সম্মুখীন পুনঃ আজি রণে;
সেনাপতি-মৃত্যু-বার্ত্তা শুনি।
ছার ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর,
ছার তার সেনাগণ,
মৎস্য-অস্ত্রমুখে মাগিয়াছে পরিহার;—
ওহে অভয়-হৃদয় সামন্ত-নিচয়,
চল করি পরাজয়,
লজ্জাহীন দস্যুগণে;
চল সুদৃঢ় বন্ধনে
বেঁধে আনি ত্রিগর্ত্ত অধমে—
চল শীঘ্র বিলম্ব কি আর।
সৈন্যগণ। জয় বিরাট রাজার জয়!
বিরা। আইস বায়ুবৎ দেখাইব পথ,
মর্ম্মভেদি শরে অরিশ্রেণী ছেদি,
দেখাইব কোথা চির অরি।
সৈন্যগণ। জয় মৎস্যরাজ, বিরাটের জয়।
[সকলের প্রস্থান।

ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ

যুধি। শুন ভীম, অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ
কর' মনুষ্যের মত,
রোষে আপন পাশরি
নাহি ধাও, তরু করে ল'য়ে—
নাহি কর আপন প্রকাশ
রথে রথ করি নাশ।

মহাবীর্য্য সুশর্ম্মা ভূপাল,
রাজার না হয় অকল্যাণ;
চল ধাই পাছে পাছে—
সাবধানে করি গিয়ে রণ।
নকুল। বৃদ্ধ রাজা ছোটে যুবা প্রায়!
সহদেব। মহোল্লাসে মৎস্য-সৈন্য ধায়!
ভীম। (স্বগত) কুরুকুল-পক্ষ সেই
ত্রিগর্ত্ত-দুর্জ্জন—
ডরি মাত্র যুধিষ্ঠির দয়াময়।
[সকলের প্রস্থান।

গোপদ্বয়ের প্রবেশ

১ গোপ। বাপ্—বাপ্, কি
হিড়িক টান,—
এল যেন গাঙ্গের তুফান!—
রঙচঙে সব ধ্বজা সারি সারি!
২ গোপ। হল্লা কল্লে ভারি,
এ হিড়িকে প্রাণ রাখ্‌তে পারি—
গোছ দেখি না তারি।
১ গোপ। নামটা কিরে?
২ গোপ। যুযোধন।
১ গোপ। বাঁচ্‌বার তো
দেখ্‌ছিনে লক্ষণ,
আর ঘাঁটি রাখ্‌বে কারা?
২ গোপ। ভস্মা, দোনা, কানা।
১ গোপ। গেছে জানা,
বৌকে পরালে টেনা।
২ গোপ। বাপ্—বাপ্, কি শাঁখের ডাক—
যেন কড়্‌কড়াল আগাশ যুড়ে!
১ গোপ। মেঘে লেগেছে ধ্বজা উড়ে,
যেন ধুম ক্ষেত্তরের চাস!
ডাক্ উঠলো তো খালি ডাক, ব্যস্!
বাঁকা বাঁকা কথা অ্যাকে
গয়লার পো কি মনে থাকে?
বল্লে উল্জোবন।
২ গোপ। না—না, যুযোধন
১ গোপ। যুযোধন রাজার চাকের মাতি।
২ গোপ। নারে, চকোরবর্তি।
১ গোপ। হাঁ চাকের বাতি।
ঘাঁটির দুই শালা আর কানা ভেড়ে
বস্‌লো এসে ধ্বজা গেড়ে,
যদি টেংরিতে থাকে বল্ তো দিসে
তেড়ে।
২ গোপ। এই খেলোয়াড় তিন
শালাই খেড়ে।
১ গোপ। তুই যা না ভাই, রাজার কাছে।
২ গোপ। তোর ভাব বুঝেছি আঁচে,
মোর গন্দানটা যাগ্—
ওর গন্দানটা বাঁচে!
১ গোপ। চল তবে ভাই, দুজনেই যাই।
২ গোপ। তাই, কোন দিকেই
বাঁচন তো নাই।
১ গোপ। ডাকেই হ'ল দাঁতকপাটি,
আমি সেখানে ধনুক আঁটি!
২ গোপ। চোর হয় তো বিঁধে মারি,
এত জুলুম ভারি—
জল ঠেলে কি রাখতে পারি!
১ গোপ। এল আগাশ পাতাল যুড়ে,
মর্ গে তোরা আগে বুড়ে।
[গোপদ্বয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নাট্যশালা

উত্তরা ও অর্জ্জুন

উত্তরা। বৃহন্নলা, মাতুল মরিল—
পিতারে কে রাখিবে সমরে?
হে মাতুল,
বাদ কেন করিলে গন্ধর্ব্ব সনে!
অর্জ্জুন। নাহি ভাব বালা,
অজ্ঞাতে গিয়েছে সাথে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর,
আশ্রয়ে তাহার বৈরীর নাহিক ডর।
উত্তরা। কেমনে জানিলে—
সৈরিন্ধ্রী কি বলেছে তোমায়?
অর্জ্জুন। গন্ধর্ব্বের প্রিয় মৎস্যকুল।
উত্তরা। কেমনে জানিলে তুমি—
ভয় গণি মনে,
কেমনে জানিবে বল গন্ধর্ব্বের পতি
এ হেন প্রমাদ হেথা?
অর্জ্জুন। মৎস্যরাজে বড় স্নেহ তাঁর,
সতত আছেন তিনি মৎস্যের রক্ষণে।
উত্তরা। আমা প্রতি স্নেহ আছে তাঁর?
অর্জ্জুন। তুমি তার নয়নের নিধি।

উত্তরা। তুমি ভালবাস তাঁরে?
অর্জ্জুন। তিনি মম আরাধ্য দেবতা।
উত্তরা। বৃহন্নলা, দেখিব গন্ধর্ব্বরাজে।
অর্জ্জুন। অচিরাৎ দেখিতে পাইবে,
আমি তুলে দিব কোলে তাঁর।
উত্তরা। না—না, রব আমি তোমার
অঞ্চল ধরি।
অর্জ্জুন। কেন কাঁদ মা আমার?
উত্তরা। সবে কহে বিবাহের কথা মোর—
তুমি যাইবে না সাথে?
অর্জ্জুন। বলেছি তো—
যেখানে রহিবে, সেখানে রহিব আমি।
উত্তরা। বৃহন্নলা,
জানি ফাঁকি দাও তুমি—
সৈরিন্ধ্রীরে তুমি ভালবাস,
সে তোমারে ভালবাসে,
নহে কেন দেখাইবে স্বামী?
অর্জ্জুন। ইন্দ্রপ্রস্থ-সভাতলে আসিত সকলে।
উত্তরা। দেখ বৃহন্নলা, তব শিক্ষা মত
উঠিবার কালে কৃষ্ণে করি নমস্কার,
নমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে,
যবে শত্রু নিল রাজ্য ধন—
হ'লে অন্যজন, তখনি করিত রণ,
রক্তপাত রণ নাহি ভালবাসি—
বৃহন্নলা, তুমি রণ নাহি ভালবাস?
অর্জ্জুন। বৎসে, রণ ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন।
উত্তরা। কিন্তু দেখ বৃহন্নলা,
যেতে পারি রণভূমে—
তুমি যদি রহ সাথে।
অর্জ্জুন। বালিকা, হইল তব বিরাম-সময়,
যাও তুমি রাণীর নিকটে;
দুঃখ পান জননী তোমার
বহুক্ষণ না হেরে তোমারে।
উত্তরা। আসিব মায়েরে দেখা দিয়ে।
[উত্তরার প্রস্থান।
।। জানি না দুহিতা-স্নেহ,
কিন্তু দুহিতা অধিক মম;
মম কঠিন হৃদয়
আর্দ্র হয় মধুভাষে তার;
অধীরা বালিকা, কভু হাসে কভু কাঁদে—
মম হৃদাকাশে চাঁদে মেঘে খেলে ছবি!
কভু যেন প্রবীণা জননী সম
ভক্ষ্য-বস্তু যত্নে আনে—
হেরে মোরে সন্তান সমান;
এত দুঃখে, সুখে আছি যেন
চেয়ে চাঁদ-মুখখানি।

দ্রৌপদীর প্রবেশ

দ্রৌপ। শুন—শুন, সর্ব্বনাশ হয় মৎস্যদেশে,
পিতামহ-চালিত কৌরব-সেনাগণে
বেড়িয়াছে মৎস্যের গোধন—
সাগর-প্লাবন আসিয়াছে অনীকিনী,
গোপরাজ্য গোধন বিহনে
ছারখার হবে ত্বরা।
অর্জ্জুন। ক্লীব-গৃহে কেন হেরি
পঞ্চ গন্ধর্ব্ব-কামিনি,
ক্লীব হ'তে কি হবে উপায়?
দ্রৌপ। সংসর্গে সকলি দেখি হয়,
পাণ্ডব-আশ্রিত রাজ্য পরে লবে কাড়ি—
হেন শিক্ষা মৎস্যনারী সহবাসে!
অর্জ্জুন। ভাল—ভাল গন্ধর্ব্ব-মহিষি,
ক্লীবে কর উত্তেজনা।
দ্রৌপ। শত ভাই কীচকে বধিলে—
সামন্ত প্রধান সবে,
বলহীন সেনা যুঝে ত্রিগর্ত্ত সংহতি!
হেথা দুর্য্যোধন বেড়িল গোধন,
একজন নাহিক রক্ষক,—
ভাল শাস্তি পাইল বিরাট
কূল দিয়ে অকূল পাথারে!
অর্জ্জুন। কত কহ পাঞ্চালি আমায়—
হের দীর্ঘ বেণী, শঙ্খের বলয়,—
আমি ধনঞ্জয় কি হেতু প্রত্যয় কর?
রাজ্যে রণ, নারীগণ মাঝে!
কহ ধর্ম্মরাজে লঙ্ঘিব কেমনে?
দ্রৌপ। দুর্ব্বলে রাখিতে
যুধিষ্ঠির চির-অনুমতি,
হে গাণ্ডীবি,
ভয়ার্ত্তেরে অভয় দানিতে
সঙ্কোচ কি হেতু তব?
অর্জ্জুন। কিন্তু হবে প্রকাশ সকলি।
দ্রৌপ। ফুরায়েছে দিন,
নহে ক্লীব সনে নাহি কহি কথা;
ধর্ম্মহেতু সয়েছে অপার,
ধর্ম্মহেতু মৎস্যরাজ্য কর ত্রাণ।

অর্জ্জুন। রাখিব গোধন আজি তোমার বচনে,
কিন্তু কেহ সমরে না বরে মোরে।
দ্রৌপ। বরিবে উত্তর তোমা সারথি করিয়ে,
দম্ভ করি নারী মাঝে কয়,—
করি রণজয় সুযোগ্য পাইলে সূত;
আমি কহিয়াছি তারে,
খাণ্ডব-দাহনে ছিলে পার্থের সারথি,
রণে যাও তারে ল'য়ে;
ডাকিয়াছে কুমার তোমায়—
দেখ আসিতেছে আপনি কুমার।

উত্তর ও উত্তরার প্রবেশ

উত্তরা। জানি আমি বৃহন্নলা
বহুদিন হতে—
নহ তুমি সামান্য কখন,
প্রতারণা আর না চলিবে—
শুনেছি তোমার গুণ সৈরিন্ধ্রীর মুখে,
খাণ্ডব-দাহনে ছিলে অর্জ্জুনের রথে।
উত্তর। এ হেন নৈপুণ্য তব
কে জানিত আগে,
অশ্ববিদ্যা-দক্ষ তুমি মাতলি সমান;
হে ধীমান্, আইস সাথে,
পরাজিব কৌরবে সমরে এক রথে,
সাহায্যে তোমার,
কৌরবের মতিচ্ছন্ন হ'ল এত দিনে,
আমারে না জানে, গোধন-হরণে
আইল শমনে দিতে কোল।
অর্জ্জুন। হে কুমার,
প্রত্যয় না কর কভু সৈরিন্ধ্রী-বচন,
ক্ষুদ্রজন, বসি অন্তঃপুরে
সমর না হেরি কভু;
সৈরিন্ধ্রীর রীতি হেন মত—
নানা মনোমত কথা, কহে জনে জনে,
বাক্যে তার জীবন সংহার
কি কারণ করহ কুমার মম?
জানি মাত্র অশ্ব-সঞ্চালন,
ভ্রমিতাম দ্রৌপদীরে ল'য়ে।
উত্তর। বৃহন্নলা, ভাণ্ডাইতে না পারিবে আর,
জানে সকলি তোমার
সুলক্ষণা সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী—
সব কথা জান তুমি তার,
ব'লে দেছে কি হবে লুকালে।
রবে মাত্র অশ্বরজ্জু ধরি,
কুরুকুল সংহারিব মুহূর্ত্তেকে—
নাহি হবে ক্রীড়া ভ্রমণের শ্রম।
অর্জ্জুন। চিরদিন সৈরিন্ধ্রী আমার অরি।
উত্তর। মমাশ্রয়ে নাহি কিছু ভয়।
অর্জ্জুন। ভয়?
হে কুমার, অন্য বিদ্যা জানি কিছু কিছু,
কিন্তু 'ভয়' শব্দে গুরুর নিষেধ মম।
শুন শুন রাজপুত্র, প্রতিজ্ঞা আমার,
অরি যদি হয় যমোপম,
না ফিরি কখনও সংগ্রাম না করি জয়;
আসিয়াছে ভীষ্ম মহাশয়,
সপুত্র আচার্য্য ধনুর্ব্বেদ,
রামশিষ্য কর্ণ মহাশূর,
জনে জনে দণ্ডধর ডরে,—
কি জানি সমরে যদি চাহ ফিরিবারে।
উত্তর। বৃহন্নলা, হেন কথা কহ;
বল তুমি দেখ নি আমার;
আইসে যদি অর্জ্জুন তোমার,
এক বাণে না ধরিবে টান,
কিন্তু ধন্য ধন্য প্রতিজ্ঞা তোমার—
সারথির যোগ্য তুমি মম,
আমি তব উপযুক্ত রথী;
চিরদিন মম এই পণ,
না ফিরিব রণ না জিনিয়া;
কার্ম্মুক ধরিব
শরজালে গগন ছাইব,
ফিরিবে না পদাতিক এক।
অর্জ্জুন। কত পুণ্যফলে পাইলাম হেন রথী;
যাই আমি রথসজ্জা হেতু—
সুসজ্জিত হও শীঘ্র নৃপতি-তনয়।
উত্তরা। শুন বৃহন্নলা,
নানা বর্ণ উষ্ণীষ-শোভিত কুরুদল,
শুনিলাম দূতমুখে,
এন' সে সকল, পুত্তলী খেলিব।
অর্জ্জুন। ভাল, ভ্রাতা তব জিনিলে সমর
এনে দিব উষ্ণীষ তোমারে।

সুদেষ্ণার প্রবেশ

সুদে। বৃহন্নলা,
শুনেছি তোমার গুণ সৈরিন্ধ্রীর মুখে,
মিথ্যা কভু সৈরিন্ধ্রী না কহে;

সঁপিয়াছি কুমারীরে,
সঁপি আজি বালক কুমারে,
দেখ যেন ফিরে পাই নয়নের নিধি।
অর্জ্জুন। দেবি, সাধ্যমত না হইবে ত্রুটি।
সুদে। অসাধ্য তোমার কিছু নহে ত্রিসংসারে।
দ্রৌপ। রাণি, নাহি কিছু ভয়,
করি রণজয় ফিরিবে কুমার তব।
উত্তর। মাতা, প্রণাম চরণে,
আসি আমি উত্তরা ভগিনি,
শুভক্ষণে সৈরিন্ধ্রী আইল পুরে—
চল যাই বৃহন্নলা।
[উত্তর ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।
উত্তরা। মা গো, হবে কত পুত্তলীর বাস।
সুদে। আনন্দের দিন আজি নহে রে উত্তরা।
উত্তরা। মাতা উতলা না হও তুমি,
গিয়াছেন গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
সমরে পিতার সনে;
দাদা যাবে বৃহন্নলা সনে
শত্রু কি করিবে মাতা?
সুদে। হায়, এ সময় কোথা শত
ভ্রাতা মোর!
[সুদেষ্ণার প্রস্থান।
উত্তরা। সৈরিন্ধ্রি, দুঃখ না ভাবিও মনে—
ভ্রাতৃ-শোকে কাঁদিল জননী;
কহ মোরে, সমরে কি আছে ভয়—
পিতা সনে গেছে তব স্বামিগণে?
দ্রৌপ। রণজয় মুহূর্ত্তে হইবে বালা।
উত্তরা। বলে দেছ ভাল ক'রে
গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বরে?
দ্রৌপ। আমা হ'তে গন্ধর্ব্বের
প্রীতি তোমা সবে।
উত্তরা। কৃষ্ণ-নিন্দা মাতুল করিত,
সেই হেতু গন্ধর্ব্ব মারিল—
বলিয়াছে বৃহন্নলা।
দ্রৌপ। কার্য্যে যাই, নাহি কিছু ভয়।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

দুর্য্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ

দুর্য্যো। দেখ দেখ, ধ্বজা হেরি দূরে!
কেহ বুঝি চর্চ্চিতে আইল ঠাট;
বহু দূরে—বিন্ধিতে পারিবে সখা?
কর্ণ। আসিয়াছে কটক দেখিতে সখা,
রথ বটে করেছি নির্ণয়।
দুর্য্যো। আসে চলে তারা সম,—
অস্ত্র লক্ষ্য নিমিষে হইবে।
কর্ণ। হাঃ—হাঃ, রথ-বেগে পড়িয়াছে রথী!
ওহো, পড়ে গেল সুদক্ষ সারথি!
না—না, সারথি নিপুণ—
অশ্বগণের না চলে চরণ,
দেখ দেখ, উভরড়ে রথীন্দ্র পলায়!
দুর্য্যো। একি—নারী প্রায়
পাছে ধায় দীর্ঘ বেণী নড়ে!
কৃপ। পীন বাহু আজানুলম্বিত,
যেন ভুজঙ্গ ধাইছে
বাসুকি দর্শন হেতু,
দীর্ঘকায়, রমণী না হয় জ্ঞান,
হেরি মাত্র নারীর বসন—
যেন ভস্ম-আচ্ছাদনে ত্রিপুরারি!
দ্রোণ। কহ কিছু করিলে নির্ণয়?
জ্বলন্ত পাবক, ছদ্ম নপুংসক,
পার্থ বিনা নহে কেহ।
কর্ণ। হাঃ হাঃ, হে আচার্য্য,
কতদিন নারী-বিদ্যা দিয়েছ অর্জ্জুনে?
উত্তম সন্ধান, মম অস্ত্রে পাবে পরিত্রাণ।
দ্রোণ। মুরহর চক্রধর সম
ধায়, সিংহ যেন যায়,
ভীম-কায় বিপক্ষ তপন,
কৌরব সম্মুখে আনি রথ রাখে
হেন প্রাণ ধরে কেবা?
স্বর্গে সুরমণি, মর্ত্ত্যে চক্রপাণি,
পাণ্ডব ফাল্গুনী বিনা;
কর কি নির্ণয়
নারী-করে চলে হেন হয়,—
উল্কা ছোটে মেদিনী মর্দ্দিয়ে।
কর্ণ। হে আচার্য্য, বৃদ্ধকালে
দৃষ্টি বড় খর,
রাশ-রজ্জু না মানিল হয়—
ছুটিল পবন বেগে,
রথী লম্ফ দিল ভয়ে;
মহাবীর করিয়াছে স্থির
অশ্বযুক্ত যান না চড়িবে।
যদ্যপি অর্জ্জুন, ধন্য গুণ,

সংযত করেছে রথ,
ছোটে বায়ুবৎ,
পার্থ মহারথ পলায়ন সুনিপুণ!

দুর্য্যো। চল সখা, গুরু শিষ্যে
হোক আলিঙ্গন;
হে আচার্য্য,
স্বপনে কি দেখ নিত্য অর্জ্জুন তোমার?
দেব নরে গন্ধর্ব্ব কিন্নরে,
তিন পুরে হেন শক্তি কেবা ধরে,
একা আসে কৌরব সমরে?
সৈন্য হেরি রথী পলাইল,
সারথি চলিল পাছে,—
আচার্য্যের কোলে অর্জ্জুন ধাইয়ে এল!

দ্রোণ। দুর্য্যোধন, শুনহ বচন,
পলাইলে পলাইত রথে।
আচার্য্য সবার,
যুদ্ধে মম আছে অধিকার,
প্রাণতুল্য তুমি,
স্নেহ হেতু কহি আমি—
বেশধারী আপনি করিবে রণ।

ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। দেখেছ কি আচার্য্য প্রবীণ,
যুদ্ধের লক্ষণ সব;
পলায়িত রথী, সারথি ফিরায় ধরি।

দ্রোণ। হে গাঙ্গেয়, চিনিলে কি
অঙ্গনা-সারথি?

ভীষ্ম। মহাবীর্য্য হয় অনুমান,
যে হয় সে হয়—
বাক্যব্যয় হেথা অকারণ।
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরের অপর পার্শ্ব

অর্জ্জুন ও উত্তর

অর্জ্জু। (স্বগত) এ বর্ব্বরে কেমনে
চেতন করি—
(প্রকাশ্যে) হে কুমার, নাহি ভয়।

উত্তর। বৃহন্নলা, ধরি পায় বধো না
আমায়।

অর্জ্জু। আইস রথে।

উত্তর। হুঁ, চালাইবে সাগর-মাঝারে,—
সমুদ্র নিশ্চয়,—
মধুপানে মত্ত, নার করিতে নির্ণয়,—
স্বকর্ণে শুনেছি সিন্ধুনাদ।

অর্জ্জু। মূর্চ্ছা যাও ঘন ঘন,
কোন কথা নাহি শুন কাণে;
উপমায় সাগর সমান,
নহে ইহা জলনিধি;
ধবল আকার—
দেখ দেখ গোধন তোমার;
পতাকায় সাগর-লহরি;
পালে পাল মাতঙ্গ বিশাল—
জলপোত সম হের,
গর্জ্জে সৈন্য সমুদ্রের সম।

উত্তর। সৈন্য যদি, কে করিবে রণ?

অর্জ্জু। রাখ পণ উঠ রথে, ধর ধনুর্ব্বাণ,
ক্ষত্রিয়-সন্তান রণে পৃষ্ঠ নাহি দেহ;
পলাইলে কলঙ্ক দুঃসহ—
ভীরু প্রাণ রাখি কিবা ফল!

উত্তর। ক্লীব তুমি,
কি জানিবে জীবনের ফলাফল।
নাহি জানি কত মধু করিয়াছ পান,
সাহসে এ স্থানে তুমি রয়েছ দাঁড়ায়ে!

অর্জ্জু। রাজপুত্র, মদ্যপায়ী নাহি কহ।

উত্তর। মদ্যপায়ী অধিক আচার
বৃহন্নলা ছিলে ভাল,
এ মত্ততা কি হেতু জন্মিল?

অর্জ্জু। না ভাবিস তোর মত
প্রতিজ্ঞা আমার,
শত্রু হেরি পলাব শিবার প্রায়;
অযশের তোর নাহি ডর,
হের কর ধনুর আবাস ভূমি,
ত্যজ ত্রাস আপনি যুঝিব—
পরাজিব কৌরব দুর্জ্জয়;
মমাশ্রয়ে যমে তোর নাহি ভয়।
খাণ্ডব-দাহনে, কালকেয় রণে
অস্ত্র লেখা হের গায়।

উত্তর। তেজঃপুঞ্জ মহাকায়,
কহ তুমি পুরুষ কি নারী—
কিম্বা দেবপুত্র ছদ্মবেশধারী?
হেরে প্রাণ শিহরে আমার!

অর্জ্জুন। এস' এস' বিলম্ব না কর—
যাবে কুরু গোধন লইয়ে।
অশ্বরজ্জু ধর মোর রথে,
রথী হয়ে আপনি যুঝিব;
উঠ দীর্ঘ শমী বৃক্ষোপরে,
অস্ত্র ধনুঃ—আন নামাইয়ে।
উত্তর। কহি যদি ক্রোধ হবে তব—
শব বাঁধা, ধনুঃ আছে কোথা ইথে?
ডরে কেহ নাহি আসে মূলে,
নাহি জানি মাতৃদেহ কার,
ফিরে আসি করিবে সৎকার—
পিশাচের শব,
পৈশাচিক আচরণ,
মাতৃদেহ শুকায় তরুর শিরে:
শঙ্কায় ধাইনু ঊর্দ্ধশ্বাসে,
নহে কার প্রাণে আইসে হেথা।
অর্জ্জুন। হের তরু স্পর্শি আমি,
শব বলি বলিল যে জন—
বলিয়াছে কপট বচন,
ধনুঃ অস্ত্রগণ আছে বাস-আচ্ছাদনে,
উঠ তরুপরে বিলম্বে হারাবে ধেনু।
উত্তর। মন্ত্রমুগ্ধ সম বুঝিতে না
পারি কিছু।
অর্জ্জুন। রাজপুত্র, বিলম্বে অনিষ্ট বাড়ে।

উত্তরের বৃক্ষারোহণ

ঘুরে ফিরে কুরু সৈন্য নড়ে,
চিনেছে কি ক্লীববেশে?
রচিছে ময়ূরব্যূহ—
দুই পক্ষ গোধন রাখিবে;
মৎস্যরথে যুদ্ধ না চলিবে,
মায়া রথ করিব স্মরণ,
রণবেশে দিব হানা।
উত্তর। গেল প্রাণ, একি বৃহন্নলা—
সর্পময়মণি শিরে জ্বলে!
অর্জ্জুন। চিন অস্ত্র ক্ষত্রিয় কুমার,
অস্ত্র-অগ্নি জ্বলে মণি সম।
উত্তর। একি—একি, অপূর্ব্ব কার্ম্মুখ,
কার এই পঞ্চধনুঃ?
ছয় পূর্ণ তূণ কহ কার?
কার গদা যমদণ্ড সম,
কোন্ মহাজন করে হেন শঙ্খধ্বনি,—
পঞ্চশঙ্খ তুলনা না দেখি যার?
অর্জ্জুন। দেখ—দেখ, বিরাট-কুমার,
বিদ্যুৎ-আকার,
হংসচিত্র ধনুঃ মনোহর
শোভা করে ধর্ম্মরাজ-করে,—
দ্রোণাচার্য্য গুরু দিল দান;
রিপু-কুলান্তক হের ধনুঃ,
সুপার্শ্বক নাম,
চালে রণে বীর বৃকোদর,—
কাড়ি নিল জয়দ্রথ জিনি;
হের ধনুঃ ব্যাঘ্র-বিভূষিত,
ভাগিনারে শল্যরাজ দিল দান—
নকুল আকর্ষে রণে;
শিখী চিহ্ন ধনুঃ মনোহর,
দিল চক্রধর—
সহদেব-করে শোভে;
নীলোৎপল-নিভ ধনুক গাণ্ডীব,
ব্রহ্মা ধরে শতেক বৎসর,
ধরে পরে পুরন্দর, নিশাকর,
চৌষট্টি বৎসর প্রভাকর আকর্ষিল,
পরে ধনুঃ বরুণ ধরিল,
অগ্নি মোরে দিল,—
দেবের নির্ম্মাণ, দেবমূর্ত্তি শরাসন,
সুরাসুর-নরে টঙ্কার বিদিত যার।
হের গদাবর লোকহর দণ্ড সম—
ধরে করে বীর বৃকোদর,
দুষ্কর সময়-প্রিয়।
আন যুগ্মতূণ গাণ্ডীব সহিত,
অস্ত্র যাহে ভুজঙ্গ-বিবরে যথা,
আনি দেবদত্ত স্তব্ধ অরি মহাশব্দে যার-
কূর্ম্মাকার শঙ্খ মনোহর—
আজি পুন নিনাদিবে রণে।
এস ত্বরা—
রাজ্যমুখে যায় কুরু গরু লয়ে তোর,
হের দোলে ধ্বজা অশ্ব-সঞ্চালনে,
হাম্বা রবে গগন ভেদিছে।
উত্তর। কহ শুনি বৃহন্নলা, অদ্ভুত কথন—
রাখি অস্ত্র ধনুঃ
কোথা গেল পাণ্ডব পুত্রগণে—
সমাচার কেমনে জানিলে তুমি?
অর্জ্জুন। শুন বিরাট-নন্দন,
তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন আমার নাম।

উত্তর। অসম্ভব,—
এ কি কভু হয়—না হয় প্রত্যয়,
বৃহন্নলা নাহি কর ছলা,
দশ নাম ধরেন অর্জ্জুন,
তুমি যদি সেই মহাজন,
কহ মোরে কিবা দশ নাম?
অর্জ্জুন। ধনঞ্জয়, ফাল্গুনী, অর্জ্জুন,
শ্বেতবাহন, বিজয়,
কিরীটী, বীভৎসু, সব্যসাচী,
কৃষ্ণ, জিষ্ণু বলি কহে।
উত্তর। তুমি ধনঞ্জয়, না হয় প্রত্যয়,
ছিলে পাণ্ডব-আলয়,
সেই হেতু জান নাম,
জান কি প্রমাণ কিবা নাম কি কারণে?
অর্জ্জুন। ধনঞ্জয় কুবের জিনিয়া;—
শিব পূজা লয়ে
দ্বন্দ্বে মাতা গান্ধারীর সনে,
মহাদেব বিবাদ ভাঙ্গিল,
উভয়ে কহিল,
কালি প্রাতে যেবা অগ্রে পূজিবে আমায়
সহস্রেক সুবর্ণ চাঁপায়,—
মাণিক কেশর তায়,
গন্ধপূর্ণ বায়,—
মম পূজা তারি অধিকার।
দুর্য্যোধন ডাকি শিল্পিগণ
গঠিতে কহিল সবে,
মাতা বিষাদিনী,
সাধ্যাতীত জানি, না কহিল পুত্রগণে।
বিষণ্ণ হেরিয়ে
মিনতি করিয়ে জিজ্ঞাসিনু জননীরে,
শুনি সমাচার,
হ'য়ে আগুসার ভেদিনু কুবের পুরী,—
ত্রিপুরারি শিরে
ঝরিল সত্বর সুবর্ণ-চম্পক রাশি—
বেগ ভরে গঙ্গা যথা!
জননী হর্ষিতা, শিব বর দিলা মায়ে;
নাম ধনঞ্জয় সেই হেতু।
উত্তর। ধন্য মহাশয়, ঘুচাও সংশয়,
কহ অন্য নাম বিবরণ।
অর্জ্জুন। ফল্গুনী নক্ষত্রে আইনু
কর্ম্মক্ষেত্রে—
ফাল্গুনী বলিয়া ঘোষে;
সম রূপ গুণ সে হেতু অর্জ্জুন;
রথের বাহন শ্বেত তুরঙ্গম—
তেঁই শ্বেতবাহন প্রচার;
সর্ব্বত্র বিজয়, তিন লোক কয়—
বিজয় এ হেতু মোরে;
মধ্যাহ্ন ভাস্কর কিরীটী প্রখর,
ঝলসে ললাট দেশে,—
সে কারণ কিরীটী সর্ব্বত্র জানে:
কেবা মম সম তুলনায়,
যদুবীর কহিল আমায়,
করিবারে অন্বেষণ,—
পুরীষ লইয়ে কৃষ্ণে কহি গিয়ে,
হীন মানি আপনারে,
তুলনায় সম এই মম,—
স্নেহে নাম বীভৎসু রাখিল হরি;
দুই করে সম শরাসন,
শর সংযোজন সম মম
সমান সন্ধান,—
সে কারণ সব্যসাচী নাম লোকে:
ছিল কৃষ্ণকায়—কৃষ্ণ নাম তায়
জনক আমারে দিল;
বজ্রপাণি ত্রিভুবন জিনি
স্থাপিলেন অধিকার,—
জিষ্ণু নাম তাঁর দিল দেবগণে মিলি,—
খাণ্ডব সমরে জিনি পুরন্দরে,
জিষ্ণু নামে ডাকিলেন দেবরাজ।
উত্তর। যদি তুমি পূজ্য ত্রিভুবন,
কুন্তির নন্দন, একা কি কারণ—
কোথা অন্য ভ্রাতাগণ তব?
পাণ্ডবঘরণী দ্রুপদনন্দিনী কোথা?
অর্জ্জুন। রাজার সভায়—
কঙ্কনামে ধর্ম্ম নররায়:
বিগ্রহে শমন, বল্লভ ব্রাহ্মণ—
বৃকোদর ভীমবাহু;
গ্রন্থীক—নকুল, সহদেব—তন্ত্রীপাল,
পাঞ্চালী—সৈরিন্ধ্রী বেশে
অতিবাহে অজ্ঞাত সময়।
উত্তর। মতিমান্, অজ্ঞানের ক্ষম অপরাধ,
কত পুণ্য করিলেন পিতা মম—
হেন উচ্চ সমাগম
সে কারণ মৎস্যদেশে।
অর্জ্জুন। চল শীঘ্র বিরাট-তনয়,

হের শ্বেত হয়—
মায়া রথ চিন্তায় উদয় আসি।
[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

ভীষ্ম, দুর্য্যোধন, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য,
কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা

কর্ণ। জিজ্ঞাসহ কৌরব-প্রধান,
মতিমান্ আচার্য্যেরে,
কোথা গেল ধনঞ্জয়?
দুর্য্যো। সুশর্ম্মার বার্ত্তা ল'য়ে
কেহ না আইল।
দ্রোণ। শুন—শুন, কঠোর নিঃস্বন—
শত বজ্র যেন গাজে,
গগন-বিদার গাণ্ডীব-ঝঙ্কার,
শুন—শুন মুহুর্মুহুঃ,—
শীঘ্র কর উপায় সকলে।
হে গাঙ্গেয়,
কপিধ্বজ পার্থ আসে রণে
জীবকুল ক্ষয় লক্ষণ নিচয়,
মহাভয়ে মাতঙ্গ তুরঙ্গ কাঁপে,
অস্ত্র ম্লান-আভা, সূর্য্য হীন-প্রভা,
ঘন ঘন উল্কা খসে,
শিবা ঘোর রোলে আসে পালে পালে,
স্তব্ধ বায়ু, শকুনী গৃধিনী উড়ে,
ভয়ে সর্ব্বসৈন্য বদন বিবর্ণ,
কণ্টকিত কলেবর,
হও ত্বরান্বিত, করহ বিহিত
রাজারে রাখিতে সবে।
কর্ণ। হের সৈন্য নিরুৎসাহ গুরুর বচনে—
কহ সখা,
কি কারণে ব্রাহ্মণে সমরে আন?
দুর্য্যো। শব্দ শুনি আচার্য্যের হয় মোহ—
পাণ্ডুপুত্রে স্নেহ অতিশয়,
ধনঞ্জয় শয়নে স্বপনে তাঁর,
কে আসে না গণি,
না জানি না শুনি,
শব্দে মাত্র হৃৎকম্প তাঁর।
যুক্তি নহে আর এ স্থানে রহিতে পুনঃ—
বাধে যদি রণ,
মোরা সবে করিব বিহিত।
কর্ণ। সখা, অর্জ্জুনের ভার মম প্রতি,
এ হেন দুর্ম্মতি বুঝিবা না হবে তার—
আগুসার সম্মুখে আমার
পার্থে না সম্ভবে কভু,
জানে বল—
জ্বলন্ত অনল হেরি কেন ঝম্প দিবে?
পিতাপুত্রে রহুন কুশলে,
যান দেশে চলে,
রণস্থলে ভিক্ষুকের কাজ কিবা।
কৃপ। হে দুর্জ্জন, রাধার নন্দন,
এত তোর অহঙ্কার,—
কটূত্তর কর বার বার,
দ্রোণাচার্য্যে নাহি গণ!
কর্ণ। শঙ্কায় কম্পিত অঙ্গ তব,
ক্ষমিলাম দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
পুনঃ ভাষা বুঝিয়ে কহিবে।
অশ্ব। রে পামর, ক্ষুদ্র নীচ সূত,
কাক-মন্ত্রী তুই যে সভায়,
নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ না শোভে তায়।
আরে হেয়, রাধেয় কহ রে—
কভু কি রে
জিনেছ সমরে পাণ্ডব কাহারে—
অর্জ্জুনে জিনিতে চাহ?
কহ সত্য,
কোন্ অস্ত্রবলে রাজ্য কাড়ি নিলে,
সভাতলে আনিলে দ্রুপদ-বালা?
লজ্জাহীন আরে রে দুর্জ্জন,
কুবচন কহ দ্রোণ কৃপে,—
পূজে যাঁরে ভীষ্ম মহামতি।
কৌরব-ঈশ্বর, নহে কথা অবিদিত—
আচার্য্যের পার্থ প্রতি স্নেহ;
কর্ণ-বাক্যে দুর্ম্মতি ঘটিল,
নিন্দিলে জনকে মম!
আসিছে গাণ্ডীবী—
এখনি বুঝিবে সখার বিক্রম তব,
যথা মন্ত্রী রাধার নন্দন—
মোরা সবে না রহিব আর।
কর্ণ। ত্যজ স্থান, বিলম্ব না কর—
হীন সঙ্গে হয় হীন মতি,—
ভীরু জন উৎসাহ নির্ব্বাণ হেতু।
দ্রোণ। প্রতিফল এখনই পাইবে।
(গমনোদ্যত)

ভীষ্ম। মতিমান্, ক্ষমা কর মোরে,
দুর্য্যোধনে দিয়ে যাও কারে—
ইন্দ্র সম আসে অরি!
আরে আরে আচার্য্যে নিন্দিলি—
না চিনিলি নিজ হিত;
চাহ যদি আপন কল্যাণ,
শান্ত কর আচার্য্যেরে বিনয় বচনে।
দুর্য্যো। গুরুদেব, জ্বলে দেহ
পাণ্ডব স্মরণে,
সে কারণে ক্রোধে কটু এল মুখে,
আশ্রিতে না ত্যজিতে উচিত।
দ্রোণ। বৎস, অধিক না কহ আর,
ভীষ্ম-বাক্যে ক্রোধ হৈল উপশম।
দুর্য্যো। কৃপ মহাশয়, আচার্য্য তনয়,
ক্ষম দোঁহে—আসন্ন সমর।
কৃপ। চিন্তা ত্যজ নৃপবর,
সবে মিলি করিব সমর,
নিবারিব ফাল্গুনীরে।
অশ্ব। প্রাণপণে সমর করিব কুরুরাজ।
দুর্য্যো। সখা, ভার তব না হও বিস্মৃত;
কহ পিতামহ,
অজ্ঞাত বৎসর হইল কি অতিক্রম—
ভাবিলাম মরিল পাণ্ডব,
দূতগণ না পাইল ত্রিভুবন খুঁজি।
ভীষ্ম। অজ্ঞাত সময় হইয়াছে বহির্গত।
অঙ্গরাজ রহ ব্যূহমুখে,
কৃপাচার্য্য, আচার্য্য—দক্ষিণে বামে,
পৃষ্ঠে রহ দ্রোণী ধনুর্দ্ধর,
শত ভাই অগ্রে রহ মোর,—
রক্ষা হেতু আমি রহি পাছে;
অৰ্দ্ধ সৈন্য রহুক বেড়িয়া গাভীগণে।
হের দীপ্ত মধ্যাহ্ন-মিহির—
ঝলসিছে মায়ারথ দূরে!
পূর্ব্বমুখে ধাইছে পবন-বেগে।
ধেনু মুক্ত করিবে এখনি;
আগুবাড়ি চল দিব রণ;
হের অস্ত্র বিবিধ বরণ—
ঢাকিল গগনে রবি,
আগুবাড়' সৈন্যের রক্ষণে—
বাহিরিল গোধন অপার
দ্রুতগতি চল রণে।
[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরের অপর পার্শ্ব

উত্তর ও অৰ্জ্জুন

উত্তর। কভু কর্ণে নাহি শুনি,
এ হেন কাহিনী, প্রত্যক্ষ দেখিনু যাহা;
ধন্য শিক্ষা, ধন্য বীরবর,
এ হেন সমর ভুবনে সম্ভবে কারে,—
গাণ্ডীব-নিস্বন, অস্ত্র-প্রস্রবণ,—
অদ্ভুত কথন!
রথধ্বজ গৰ্জ্জে মুহুর্ম্মুহুঃ
রথের ঘর্ঘরে অনল ঠিকরে,
জন্মে মতিভ্রম তুরঙ্গম হ্রেষারবে,
উজ্জ্বল করাল কিবা অস্ত্রজাল,—
দশদিক্ মুহূর্ত্তে ব্যাপিল,—
যেন এককালে গগনমণ্ডলে
খসিল তারকা-ধারা অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ
উজলিয়া অমানিশা!—
চতুরঙ্গ বাহিনী পড়িল।
মতিমান্,
অদ্ভুত সন্ধান, না স্পর্শিল গোধনেরে!
যেন বাহি গোবর্দ্ধন সলিল ভীষণ
মহাবেগে উথলি পড়িল,—
চারিদিকে প্লাবন ধাইল,
ভাসাইল নগর কানন গ্রাম,—
বারিবৃন্দ না ঝরিল বৃন্দাবনে!
কিম্বা যথা লঙ্কার দাহনে—
পুড়িল কনকপুরী,—
মধ্যে অশোক কানন,
না স্পর্শিল হুতাশন।
অৰ্জ্জুন। কি দেখিলে, কি হ'ল সমর—
দূরে কুরুগণ
কি কারণ অস্ত্র নাহি হানে?
জনে জনে কালান্তক সম,
করিলে সংগ্রাম, অস্ত্র অবিরাম
প্রসবিবে বীরধনু;
কোটি কোটি শঙ্খ নিনাদিবে,
গরজিবে রণোল্লাস তুরঙ্গম,
বারণ সঘনে আরাবে পূরাবে দিক্;
রথের ঘর্ঘর দিগ্‌দিগন্তর,
কাঁপাইবে সঞ্চালনে,
ধনুক-টঙ্কার, অস্ত্রের ঝঙ্কার,

লক্ষ লক্ষ হবে যাবে;
হের বেড়িয়ে আমায় বীরবৃন্দ ধায়,
মহাকায় সাগর-উচ্ছ্বাস যথা—
অস্ত্র-ভেলা করিব নির্ম্মাণ,
নিবারিব এ বীর-প্লাবনে।

উত্তর। কহ মহামতি, কোন্ কোন্ রথী
প্রবেশে এ মহাহবে?
দেহ পরিচয়, ঘুচুক সংশয়—
সৈন্যময় মাত্র হেরি।
বুঝিতে না পারি কিবা সমাবেশে
বেড়ে অরি চারিপাশে।

অর্জ্জুন। অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ, অমর-সমূহ
নিবারিতে যাহা নারে,
উজ্জ্বলবরণ রত্ন-বেদি-শোভিত কেতন,
রক্ত হয় রথখান বয়,
তাহে হের ধনুর্ব্বেদ আচার্যপ্রধান,
দ্রোণ মতিমান্,—
লক্ষ্য যার অশক্য সংসারে,—
বাহিনী দক্ষিণ ভাগ রক্ষিত তাঁহার।
বামে কৃপ, স্বর্ণদন্ড ধ্বজে,
শীঘ্রহস্ত বীরকুল পূজে,
বিক্রমে কেশরী—
অরিবৃন্দ নিরানন্দ যারে হেরি।
সিংহপুচ্ছ-শোভিত পতাকা,
উল্কা যেন জ্বলে নভঃস্থলে,
অশ্বত্থামা মৃত্যুপতি-ত্রাস,
অশ্বরবে জন্মিয়া হ্রেষিল,
ভুবন কাঁপিল ডরে অমর সংসারে,
আসে রণে পিতার দক্ষিণে,—
জ্বলন্ত অনল,
ব্রহ্মশির সদা করতল,
রিপু ভস্ম তৃণ হেন যাহে।
হের সুবর্ণ-কুঞ্জর,—
বিশোভিত কেতু মনোহর,
বিপক্ষের কেতু শূর,
কর্ণ নাম, রাধার নন্দন—
সুরাসুরে বিদিত বিক্রম,
শিষ্যস্নেহে জামদগ্ন্য রাম
মহা অস্ত্র দিল যারে,
মহা দম্ভভরে
আগে আগে আসিছে সমরে,
মম সনে সদা বাঞ্ছে রণ—
ভানুমতি স্বয়ম্বরে, লক্ষ রাজা যারে
ডরে নাহি নিরখিল।
ধবল কুঞ্জর,
মণিমুক্তা-শোভিত পতাকা,
শ্বেতচ্ছত্র বেষ্টিত চৌদিকে,
ঐ রথে রাজা দুর্যোধন—
মহামানী মহাবল ধরে,
বৃকোদরে আহ্বানে সমরে,
গদাকরে বজ্রধরে নাহি গণে।
পশ্চাতে তাহার দেব-অবতার—
ভরতবংশের চূড়া
পঞ্চতাল-বিভূষিতা ধ্বজা—
ভীষ্ম মহাতেজা,
ইচ্ছা-মৃত্যু, পৃষ্ঠ নাহি দেয় রণে,
অসম্ভব লোকে ক্ষত্রকুলান্তকে
পরাজিল অবহেলে,—
কুরু সৈন্যাধ্যক্ষ,
বিপক্ষ বিচ্ছিন্ন যেই নামে।
লহ রথ কর্ণের সম্মুখে,
বীর অহংকার, দর্প চূর্ণ তার
করিব প্রখর শরে।

উত্তর। জয় মৎস্যদেশ,
অর্জ্জুন সহায় যার।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্গ

প্রান্তর

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতির প্রবেশ

ভীষ্ম। দেখ দূরে আচার্য্য প্রবীণ,
দ্বাদশ মিহির দীপিছে কিরীটী ভালে--
কর্ণ আক্রমণে, পবন গমনে
ধাইছে ধবল বাজী,
চাল অশ্বগণ, দীপ্ত হুতাশন—
ভস্ম হবে অঙ্গপতি;
কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা বীর,
নাহি রহ স্থির, অসংখ্য মিহির,
মহা অস্ত্র আবির্ভাব রণে—
দুই পাশে কর আক্রমণ,
রাধার নন্দন—
অসহায়, বারিতে নারিবে।

দুর্য্যো। সাধু সখা, কি শিক্ষা তোমার—
কোথা রবি আর আঁধার ভুবন-ব্যাপি!
ভীষ্ম। উপেক্ষি জীবন কর রণ—
মহাশর অর্জ্জুনের করে
অশনি উগারে ঘন।
[দুর্য্যোধন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।
দুর্য্যো। এ কি!—মূর্চ্ছাগত, সারথি
ফিরায় রথ!

ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। এই স্থানে রহ দুর্য্যোধন,
হবে মহা ভীষণ সংগ্রাম,—
বাক্য মম না কর হেলন,—
দীপ্ত হুতাশন অর্জ্জুন সমরে হেরি!
হের শরানলে ভাঙ্গিল বাহিনী,
মহারথিগণে
প্রাণপণে রাখিতে না পারে ঠাট,
ফাল্‌গুনীরে ফিরাব এখনি।
[ভীষ্মের প্রস্থান।
দুর্য্যো। শুন দুঃশাসন, কি ছার জীবন—
একা রথে জিনে সবে,
রথিগণ পাণ্ডবে উপেক্ষি যুঝে—
নিজ কার্য্য আপনি সাধিব,
গদাঘাতে পাড়িব অর্জ্জুনে।
[সকলের প্রস্থান।

দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামার প্রবেশ

দ্রোণ। শোন পুত্র, কোথা দুর্য্যোধন,
মায়ারথ ছোটে চারিভিতে,
পাইলে রাজারে বাঁধিয়ে তুলিবে রথে।
অশ্ব। পিতা, হের রণে ধায় দুর্য্যোধন।
দ্রোণ। চল পুত্র, রাজার রক্ষণে,
মুহূর্ত্তেকে প্রমাদ পড়িবে।
[দ্রোণ ও অশ্বত্থামার প্রস্থান।

অর্জ্জুন ও উত্তরের প্রবেশ

অর্জ্জু। শুন শুন বিরাট-নন্দন,
এই স্থানে ছিল দুর্য্যোধন,—
ধন্য সৈন্য চালে পিতামহ,
না পাইনু কুরু-কুলাঙ্গারে!
হের দূরে শ্বেতচ্ছত্র ধবল কুঞ্জর,
অতি দ্রুত চালাও উত্তর,
নাগপাশে বাঁধিব বংশের পশু।

উত্তর। অবধান কর বীর্য্যবান্,
মস্তিষ্ক বিকল, অঙ্গে নাহি বল,
চালাইতে অশ্বগণে আর!
অনিবার গাণ্ডীব-ঝঙ্কার
পূর্ব্ব মূর্ত্তি নাহি তব আর;
রক্ত আঁখি দ্বাদশ ভাস্কর খসে,
কর্ণের কুণ্ডল বিষম উজ্জ্বল,
ঝলে ভালে কিরীটী মহান্,—
দক্ষযজ্ঞ কালে
মহাবহ্নি-দীপ্ত যথা ধূর্জ্জটির ভালে!
অনুক্ষণ প্রচণ্ড মণ্ডল ধনুঃ,
বিষম হুঙ্কারে উগারে অস্ত্রের ধারা—
যেন কোটী কোটী অশনি জড়িত,
বিদারিত ইরম্মদ-তেজে
অরি 'পরে ঝরে অবিরাম।
মহামার কবন্ধ নাচিছে,
রুধিরে ভাসিছে ধরা,
রথধ্বজে বিকট চিৎকার,
কভু ঘোর অন্ধকার,
মধ্যে মধ্যে শঙ্খের ঝঙ্কার—
মহীধর-শির খসে যাহে,
কভু, ব্রহ্মমূর্ত্তি, নিরখি গগন ধরা,
নাহি আর আর্ত্তনাদ বিনা।
অর্জ্জু। রে উত্তর,
কি সমর দেখিয়ে শুখালি।
দেখ্—দেখ্ ভুবনবিজয়ী সেনা,
পুনঃ পুনঃ বেড়িবে চৌদিকে,
জীয়ন্তে না সমর ত্যজিবে;
নাহি ভয় ক্ষত্রিয়-তনয়,
সম্মুখীন বিপক্ষ-বিগ্রহে,
সুরাসুর পূজিত গাণ্ডীব—
দেখাইব বল তার;
শিক্ষা মম কৌরব বুঝিবে,—
রণে রক্তে তরঙ্গ বহিবে,
অশ্ব-করী ভাসিবে বিমান;
করিব সন্ধান—
লোমে লোমে প্রহারিব বাণ,
মহাসৈন্য অক্ষত না রবে কেহ;
যে অস্ত্র-প্রভাবে, খাণ্ডব-আহবে,
পাশদণ্ড কুলিশ ফিরিল,
পৃষ্ঠ দিল গরুড়-সমরে,
দেব নর গন্ধর্ব্ব দানব

যক্ষ রক্ষ দিক্‌পালগণে,
যেই অস্ত্র কৃপায় দানিল,
কালকেয় পুড়িল যে শরানলে,
হের তূণে আছে থরে থরে,
দেখি কেবা সংগ্রামে রহিবে স্থির;
পদে ধরে রাখিব তোমায়,
চাল অশ্ব অভয়-হৃদয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

শকুনির প্রবেশ

শকু। নাহি পল নিঃশ্বাস ফেলিতে,
ওহো,
হেথা অস্ত্র আসে চ'লে—
বাপ্‌ বাপ্‌ ফিরি পাকে পাক্‌,
ত্রাহি ত্রাহি, প্রাণ বুঝি যায়।

[শকুনির প্রস্থান।

অর্জ্জুন ও উত্তরের পুনঃপ্রবেশ

অর্জ্জু। শুন শুন বিরাট-নন্দন,
প্রাণসত্ত্বে রণ না ত্যজিবে কেহ—
রথ রাখ, কটকে দক্ষিণে করি।

[উত্তরার প্রস্থান।

ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। দেহ রণ, না যাহ অর্জ্জুন,
একি! তমোময় বাণ-সম্মোহন—
সর্ব্বসৈন্য চেতন হরিবে?
জ্ঞানালোক নিভে বুঝি মম—
না চলে চরণ আর।

[ভীষ্মের প্রস্থান।

অর্জ্জু। পরকার্য্যে করিলাম বহু জ্ঞাতি ক্ষয়,
কি কহিবে ধর্ম্মরাজ শুনে।

উত্তরের প্রবেশ

উত্তর। এনেছি বসন,
উত্তরা যাচিল যাহা, আছিল স্মরণে;
অর্জ্জু। স্পর্শ নাহি—ভীষ্ম দ্রোণ কৃপে?
উত্তর। তব বাক্য হেলা নাহি করি দেব,
কি অদ্ভুত বীর্য্য তব!
অর্জ্জু। রাখ মম বিক্রম-বাখান,
রাজ্যে নাহি কহ আমি করিনু সংগ্রাম,
নিজ বলে সমর জিনিলে—
বার্ত্তা দেহ রাজ্যময়,
যতদিন নাহি হয় পাণ্ডব-উদয়—
প্রচার না কর কথা।
উত্তর। হব মাত্র ঘৃণার ভাজন—
মিথ্যা মম হইবে প্রচার।
অর্জ্জু। অকারণে মানা নাহি করি,
আইল শর্ব্বরী, চল যাই রাজ্য-মুখে।
উত্তর। দেবের তনয় হইল সহায়,
জানাব পিতারে আমি।
অর্জ্জু। ক'য়ো যেবা তব মন,
নাহি দেহ পাণ্ডবের পরিচয়।
উত্তর। মতিমান্‌, বিজয় প্রতিজ্ঞা তব,
আর কিবা প্রতিজ্ঞা তোমার?
অর্জ্জু। যুধিষ্ঠির-রক্তপাত করিবে
যে জন—
সবংশে নিধন তার;
চল, পুরবাসী সচিন্তিত।

[উভয়ের প্রস্থান।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দ্রোণ প্রভৃতির প্রবেশ

দুর্য্যো। দেখ—দেখ, মাতুল এ স্থলে
পাকে পাকে বুলে,—
পাশ-অস্ত্রে বন্ধ হস্ত পদ,
মুক্ত কর মাতুলেরে।

শকুনির বন্ধন মোচনে গমন

শকু। মৃত আমি, নাহি মার বাণ।
দুঃশা। মুণ্ডে বাজ—হারায়েছ জ্ঞান,
রণ পরিহরি শিহর স্বপক্ষ হেরি।
শকু। কহ কটু, প্রাণে না মারহ!
দুর্য্যো। না দেখ নয়নে, কে মারিবে প্রাণে,—
দুঃশাসন খুলিছে বন্ধন।
শকু। দুর্য্যোধন? বাপ-বাপ্‌,
হেন শাস্তি—
ছার ধেনু হেতু ঘুরিলাম পাকে পাকে—
যেন পাশা মম সভাস্থলে!
দ্রোণ। দেখ—দেখ, নিরুৎসাহ
সুশর্ম্মা ভূপাল,
পরাজয় পাইল বুঝি ভীমের সমরে।

সুশর্ম্মার প্রবেশ

সুশ। মহারাজ, তিল আর
না রহ এখানে,
গন্ধর্ব্বে নাশিবে সবে;

রণ জিনি বাঁধিয়ে বিরাটে
আনিলাম কৃষ্ণানদী পারে—
বিরামের তরে শিবির পাতিনু তথা,—
এল—এল, বিরাট আকার,
কোথা দুর্য্যোধন—কোথা দুঃশাসন—
কোথা ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ—
এই মুখে রব তার,
এল ধেয়ে সংহার মুরতি!—
কুঞ্জরে কুঞ্জর, অশ্বে অশ্ববর,
রথে রথ বিনাশিল,
বেত্র সম চালিল শাল্মলী!
সর্ব্ব সৈন্য দলি
কেশে ধরি আমারে লইল,
অন্য করে বিরাটেরে ধ'রে
চলিল পবন বেগে,—
কর্কশ কর্ষণে হারাইনু জ্ঞান,
কিছু নাহি জানি আর—
মৎস্যসৈন্য মাঝে লভিনু চেতন।
বিরাট-সভায় কঙ্ক দয়াময়,
সেই দিল প্রাণ দান।

ভীষ্ম। বৎস দুর্য্যোধন, ধরহ বচন,
ভীমসেন, আচার্য্য কহিল যাহা।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পরাপর নাহি জ্ঞান—
মুণ্ড রাখি কিরীটী কাটিল,
তোরে না বধিল, অর্জ্জুন বান্ধব-প্রিয়,
সে আসিলে কারে না ছাড়িবে,
চল বৎস, চল রাজ্য-মুখে!

দুর্য্যো। শ্রেয়ঃ হেয় দেহ বিসর্জ্জন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী

যুধি। শুনিলাম বহু সৈন্য রণে
হইল নাশ,
শত্রু মধ্যে হ'ল কি প্রকাশ
তুমি বীর ধনঞ্জয়?

অর্জ্জু। পরিচয় আচার্য্যে দানিনু
অস্ত্রমুখে,—
গুরুর উত্তরে
বুঝিলাম কৌরবের মন,—
রাজ্যধন যুদ্ধ বিনা নাহি দেবে।

ভীম। যুদ্ধ—যুদ্ধ! সন্ধি নাহি চাহি।

যুধি। কহ ভাই, কি কর্ম্ম করিলে—
খণ্ডে নাহি অজ্ঞাত নিয়ম,
সত্যবদ্ধ আছি সবে, পুনঃ যাব বনে।

অর্জ্জু। মহারাজ, উর্ব্বশীর
শাপমুক্ত আমি,
ক্লীবত্ব ঘুচেছে মম;—
বৎসর হয়েছে অতিপাত।

যুধি। সহদেব, গণনায় করহ নির্ণয়।

সহ। পল পল—দিন দিন, নিত্য
নিত্য গণি,—
পরদাস বঞ্চিলাম সময় গণিয়া,—
ত্রয়োদশ দিন আরও অধিক হইল।

ভীম। সহদেব, কোল দে রে মোরে,
জয় ধর্ম্মরাজ অবনী-ঈশ্বর,
পুরন্দর জিনি প্রভা।

যুধি। স্থির হও বৃকোদর,
শুভ দিনে হইব প্রকাশ।

সহ। আজি প্রাতে শুভদিন রাজা।

দ্রৌপ। হের ঊষা বিকাশে লোহিত আভা।

যুধি। আজি তবে হইব প্রকাশ।

সকলে। জয় জয় যুধিষ্ঠির,
অবনী-ঈশ্বর।

যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে উপবেশন

উত্তরের প্রবেশ

উত্তর। জয় জয় ধর্ম্ম নররায়
নরোত্তম ধর্ম্ম-অবতার।

যুধি। বান্ধব-প্রধান তুমি, জনক
তোমার—
আশ্রয়ে যাঁহার,
ছয়জন বঞ্চিলাম নিরাপদে।

বিরাটের প্রবেশ

বিরা। একি, সুরাপান করিয়াছে
সবে!—
গর্ভপাত হয় এ চীৎকারে।

উঠে মৃত মহানিদ্রা ত্যজি,—
আরে কঙ্ক, একি আচরণ—
কোথা ব্রহ্মচর্য্য তোর?
বিলাস-বঞ্চন, মৃত্তিকা-শয়ন
কোথা আজি?
কোন্ লাজে বসেছিস সিংহাসনে?
পঞ্চস্বামী গর্ব্ব সদা কর,
কেশিনী সৈরিন্ধ্রী-সতি,—
এই কি গন্ধর্ব্ব স্বামী তোর?
যুধি। উগ্র নাহি হও ভীমসেন।
বিরা। সুরাগ্নি নয়নকোণে ঝরে,
এ কুবুদ্ধি কে দিল রে তোরে,—
ছত্র করে দাঁড়ায়েছ পাশে!
আরে বৃহন্নলা, হল শিক্ষা-বেলা,
করযোড়ে আছ উপস্থিত!
আরে অশ্বপাল, আরে রে গোপাল,
দুইভিতে চামর ঢুলাও!
আরে রে উত্তর, আছ ভূমি'পর,
হারাইলি জ্ঞান,
নাহি জানি কিবা মন্ত্রবলে;
একেশ্বর জিনি কুরুদলে
মহাকীর্ত্তি ভূতলে স্থাপিলে,—
এই কি রে পরিণাম তার?
উত্তর। পিতা, শীঘ্র কর নমস্কার,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার;
হের বীর বৃকোদর,
সুশর্ম্মা-সমরে করিল যে পরিত্রাণ,
যার গদার বাতাসে—
সৈন্য উড়ে রেণু সম:
বৃহন্নলা নয়, হের ধনঞ্জয়,—
যে দেব-তনয় হইল সহায়
দুস্তর কৌরব-রণে:
দেখহ নকুল,
অরিকুল নিকটে না রহে যার;
শক্তিধর কুমার সমান,
হের বীর্য্যবান্ সহদেব!
হের যাজ্ঞসেনী দ্রুপদ-নন্দিনী—
লক্ষ্মীস্বরূপিণী ভবে;—
জয় জয় জয়, পাণ্ডব-উদয়,
জয়বার্ত্তা দেহ রাজ্যময়!
বিরা। সত্বর উত্তর, রাজ্যে
দেহ রে ঘোষণা,
জয় জয় বাজুক বাজনা,
মহোৎসব হোক রাজ্যময়,
জন্ম জন্ম পুণ্য করিলাম আমি—
পাণ্ডবের স্বামী প্রকাশ আমার পুরে।
দীনজনে করুণা-নয়নে
চাহ ওহে ধর্ম্মরাজ,
কন্যাদায়ে পরাণ আকুল,
অনুকূল হও নৃপমণি,
করি যোড়পাণি, পাণ্ডব ফাল্গুনি,
কন্যা মম করহ গ্রহণ।
অর্জ্জুন। অবধান ধর্ম্ম নৃপমণি,
নিবেদন ভীমসেন তব পদে,
রাজরাণি শুন যাজ্ঞসেনি,
শুনহ নকুল, শুন শুন সহদেব,
নাহিক দুহিতা মম, পাইয়াছি দুহিতা
এ পুরে;
যদি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মরাজ,
সবাকার হয় অভিমত,
কিনিব কুমারী আমি অভিমন্যু-পণে।
যুধি। বৈবাহিক, এস করি কোলাকুলি।
ভীম। রাজা, কোল দেহ বল্লভ ব্রাহ্মণে।
নকু। অশ্বপাল তব।
সহ। গোপালে না ভুল রাজা।
বিরা। যেন সুধাকর সুধা প্রদানিল,
আমোদে বিভোর তনু!
যুধি। ভ্রাতাগণ বার্ত্তা দেহ বান্ধব-সমাজে,—
যুদ্ধ যদি কৌরবের মন,
বন্ধুগণ মিলিতে উচিত।
অর্জ্জু। মায়া-রথে যাইব এখনি,
তিনপুর জানিবে বারতা:
আসিব শ্রীকৃষ্ণ সহ—অভিমন্যু লয়ে,
প্রভাকর না ঢাকিতে যামি!
যুধি। প্রাতঃকৃত্য চল সবে করি।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুঞ্জবন

উত্তরা

উত্তরা। পোহাইল সুখের যামিনী,
পুনঃ হাসিল মেদিনী

রঞ্জিল কিরণ-ধারে;
সেই কুঞ্জবন,
প্রফুল্ল গাইছে পাখিগণ,
ঢলি ঢলি কলি ছড়াইছে বাস,
দিক্ সুপ্রকাশ,
কিন্তু হায়, বৃহন্নলা না শিখাবে আর!
অভিমন্যু নামে
স্বপ্নদৃষ্ট দেবের নন্দনে,
হেরি যেন শূন্যপথে,
ঝরে ফুল পদধ্বনিপ্রায়,
প্রতি বায় বিচঞ্চল কলেবর,—
কি জানি, অভ্যাসে যদি বলি বৃহন্নলা,
তাতে লজ্জা করিতে নারিব।

সুদেষ্ণার প্রবেশ

সুদে। কে জানিত অদৃষ্ট প্রসন্ন হেন—
পাণ্ডব-কুমারে তনয়ারে সমর্পিব।

উত্তরা। গীত

যোগিয়া—ত্রিতালী

দুকূল বাসে হেম ঊষা হাসে,
কমলিনী প্রমোদিনী বিমল সলিলে।
হেলা দোলা ফুলকুলকুন্তলা,
তমাল-সোহাগিনী ধীর অনিলে।
কোকিল-কাকলি কূজিত কুঞ্জে,
পরিমল আকুল অলিকুল গুঞ্জে।
বনরাজি রঞ্জিত নিহার-হারে,
তর তর ঝর ঝর মুকুতা-ধারে—
নির্ঝর সঙ্গীত মধুর তারে।
মাধুরী হিল্লোল মৃদুল বাহিল,
কেন কেন কেন মম প্রাণ মোদিল,
নাচে নবীন প্রাণ অরুণ হাসিলে।

সুদে। মরি মরি কি মধুর ধ্বনি,
কেন বিষাদিনী মা আমার?
পাণ্ডব শিক্ষায়,
কি সুন্দর কন্যা মম গায়!—
বধূ বলি শিখাইল সযতনে।
রিপু-জয় ধনঞ্জয় বীর,
কেন—কেন মা আমার,
বিমনা গগন পানে চাও?

উত্তরা। মা আমার,
(গলা ধরিয়া) মা—মা!
সুদে। কেন গো বিরস মুখ তোর?
কত শত অমূল্য রতনে
সাজাইব তোরে,
বর নিয়ে বসিবি বাসরে,
চাঁদ মুখে হেরি হাসি, মা আমার।
উত্তরা। হ্যাঁ মা, হাসে সবে বিয়ের সময়?
সুদে। উন্মাদিনী নন্দিনী আমার।
উত্তরা। মা গো, কেঁদে যেন উঠে প্রাণ,
দিবস-শর্ব্বরী—
চারি দিকে কিরণ শরীরী,
কভু হাসি, কভু কাঁদি হেরি কারে—
জননি, তোমায় কেমনে দেখিব আর?
সুদে। আমি যাব, তুমি মা আসিবে।
উত্তরা। তবে বৃহন্নলা—
না না, তাতে কেমনে দেখিব:
মা গো, কত দিকে ঘোরে মন।
সুদে। এস মা আমার,
করিব মঙ্গল-পূজা তোমার কল্যাণে।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী

শ্রীকৃষ্ণ। কহ সুবদনি, বেণী বাঁধিবে কেমনে,
সন্ধি যদি করে দুর্য্যোধন?
যুধিষ্ঠির, শান্তি বিনা নাহি যার মন,
রণ-আকিঞ্চন কভু না করিবে সতি,
এলোকেশী চিরদিন রবে?
ভুজঙ্গিনী বেণী আর না দুলিবে—
যাহে
স্বয়ম্বরে বিমোহিলে নৃপতি-সমাজ?
দ্রৌপ। তোমা বিনা মনোবাঞ্ছা কে পুরাবে হরি,—
যদি হে মুরারি, হও বিঘ্নকারী—
নারী আমি কিবা সাধ্য আর?
বেণী না বাঁধিব,
কৃষ্ণ ব'লে সলিলে ত্যজিব প্রাণ।
যবে স্বয়ম্বরে চক্র-ছিদ্রপথে,

মৎস্য-চক্ষে দ্রোণ প্রহারিল শর—
চক্রধর,
চক্র-আচ্ছাদনে বিফল করিলে বাণ,
কর্ণের সন্ধান নিবারিলে যদুবীর,—
বুঝি ভেবেছিলে স্থির,
বিধিমত অপমান করিবে নারীর?
পেয়েছ যে অপমান,
প্রতিদান করিবে তাহার?—
ধরি পায়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
শিখেছ কি নিঠুরতা,
তাই ব্যথা দিবে
চরণে আশ্রিতা অনাথিনী রমণীরে?

শ্রীকৃষ্ণ। পরিহাস রাখ সুলোচনা,
চিরদিন জান তুমি নৃপতির মন,
ধর্ম্মতত্ত্ব, ধর্ম্মের বিচার,
ধর্ম্ম বিনা নাহি তাঁর আর,
চির শান্তি হৃদিমাঝে,—
বিগ্রহে বিরত সদা মতি।

দ্রৌপ। হে মাধব,
কিবা তব মন শুনিবারে করি সাধ।

শ্রীকৃষ্ণ। নহে ইহা যাদব-বিবাদ,
কৌরব-বিগ্রহে মতামত কিবা মম?

দ্রৌপ। পীতবাস,
তোমা বিনা পাণ্ডবের কিবা গতি?
হে রাধা-রঞ্জন, লজ্জা-নিবারণ
কে করিত সভামাঝে
যবে দুঃশাসন বসন টানিল বলে?
দুর্ব্বাসা-পারণে জনার্দ্দন বিনা
কে রাখিত পাণ্ডবেরে?
ভুলায়ো না আর—
একে ভোলা মন নারায়ণ,
নারী আমি,
কি অধিকার বিগ্রহ-সন্ধিতে মম?
কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান,—
পাঞ্চালীর কৃষ্ণ সখা;
কহি আমি সখারে কাঁদিয়া
দহে হিয়া প্রতিহিংসা-হুতাশনে,
রজঃস্বলা একবস্ত্র বালা—
কেশে ধরি টানিল বসন।
শান্তি যদি নৃপতির মন,
দুর্য্যোধনে দিন আলিঙ্গন,
হোক শান্তি ভুবনে প্রচার,—
শান্তি প্রাণ না চাহে আমার;
জলে বা গরলে, জ্বলন্ত অনলে কিবা—
হরি, তব পদ স্মরি—
ত্যজিব এ হেয় প্রাণ;
জানিব হে মনে—দীননাথ নহ তুমি,
মনস্তাপ রমণীর নাহি জান।
হে মাধব, কর যেবা তব মনে।

শ্রীকৃষ্ণ। অকারণে নাহি কহি, চন্দ্রাননে।

দ্রৌপ। পায়ে ধরি রাখ হরি,
পূর্ব্ব কথা আন্দোলন;
এ উৎসব দিনে
নিরানন্দ কি হেতু করিবে?
হেন বুঝি—
সমাজে হে পুনঃ লাজ দিবে মোরে?

শ্রীকৃষ্ণ। জান না—জান না কৃশোদরি,
যে অনলে জ্বলে প্রাণ মম;
তাই কহ
ব্যথা দিতে করি কথা আলোচনা।
সরলে, জান না—
দিন দিন পলে পলে কত সহি!
উন্মত্ত প্রভাবে দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়দল
নিত্য নিত্য করে বল পরস্পরে,—
দীন প্রজা বিকল বিগ্রহে,
কার' শস্য দহে শরানলে
কার' গৃহ চুর রথ-সঞ্চালনে
কষ্টার্জ্জিত ধন নিত্য দেয় রণব্যয়ে,
জায়া পুত্র অন্ন বিনা মরে,
সন্তানে না পাঠাইলে রণে
নৃপ-কোপে সর্ব্বনাশ তার;
বলাৎকার—সুন্দরী দেখিলে,—
প্রমাণ বুঝহ জয়দ্রথ-আচরণে।
হীনবল দীন স্বামী, পিতা কি করিবে—
রক্ষক ভক্ষক,—
নীরবে দারুণ জ্বালা সহে,
কারে নাহি কহে;
উষ্ণশ্বাস সমীরণ বহে,
সে তাপে হৃদয় দহে মোর।
দীন আমি, দীনসহ সম-ব্যথা মম;
বন্ধ কারাগারে,
দীন পিতা, জননী আমার,
বেদনা-ব্যথিতা,
তবু সন্তান কামনা

নাহি করে অভাগিনী;
জাগিছে প্রহরী,
পুত্রে ধরি তখনি বধিবে
যমদূত নৃশংস কংসের দাস;—
আশাশূন্য কারাগারদ্বারে,
কারাগার জন্মস্থান মম;
ঘোরতর বারি বরিষণ,
অশনি নিঃস্বন,
ঘোরবাত শন্‌শনি প্রলয় দুর্য্যোগ,
কংসচর অসংশয়ে নিদ্রাগত যাহে।
দীনের নন্দন,
দীন ক্ষীণ কোলে আসিনু যমুনা পার;
দীন বৃন্দাবনে
দেখিলাম দীন-হীনগণে,
দীন নন্দ, দীন মা যশোদা,
দীন বাল্যসখা, দীনা সহচরীগণে,
দীন গোপাল বালক,—
বুঝিয়াছি দীনের বেদনা।
শুন সতি, জ্বালিব অনল,
দুরন্ত ক্ষত্রিয় দল বল
জ্বালাইব সে আগুনে,
ধর্ম্মরাজ্য করিব স্থাপনা,—
তুমি সখী, পার্থ সখা, সে কার্য্যে আমার।
পঞ্চজনে একই বন্ধনে
বাঁধিতে জনম তব,
উৎসবে ব্যসনে
তিল মাত্র না হও বিস্মৃত,
বীরাঙ্গনা,—
পঞ্চজনে উত্তেজনা-ভার তব।

দ্রৌপ। গতি মতি সকলি হে তুমি,
কহ, আমি নারী কোন্ কার্য্যে
অধিকারী?

নেপথ্যে ভেরী রব

শ্রীকৃষ্ণ। বাজে শুন পাঞ্চালের ভেরী,
আইল বুঝি পিতা-ভ্রাতা তব।
পাইলে বিরলে
ধৃষ্টদ্যুম্নে কর উত্তেজনা;—
বিরাট, পাঞ্চাল—
দুই মাত্র পান্ডব-সহায়।

দ্রৌপ। পীতাম্বর, পান্ডবের একমাত্র সখা,—
মিছা অন্য সহায় সকল;
যাই, রাণী আছে প্রতীক্ষায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পুরীর অভ্যন্তরস্থ পথ

সৈন্যগণ

১ সৈ। বাজ্‌না বাজ্‌ছে ঝমাঝম্,
নাচ চলেছে রমারম্,
রাজা রাজড়া—বেদম এসে পড়েছে।

২ সৈ। আমাদের কি তা বল্।
লড়াই বাধলো তো চল্,
বে হবে তো খাড়া হ্ দল।

১ সৈ। কেন, তুমি কোথায় ছিলে,—
ভীম ঠাকুর কত টাকা দিলে।

২ সৈ। আরে রাখ টাকা—
ঠ্যাং গিয়েছে চ'লে চ'লে,
যদি বাজলো ভেরী—
চ'ল্ল সব সারি সারি;
এলেন কিনা খড়্গদ্যুম্ন;
এলেন কিনা কানাই বলাই বাত্তকি,
বলি আমাদেরও তো জান্, না কি?

১ সৈ। তুই ঘোর পাতকী;
কোথা ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি,
না ব'ল্লেন,—'খড়্গদ্যুম্ন বাত্তকি!'

২ সৈ। আরে বুদ্ধির ঢেঁকি;
যে মলাম নাম, অত মনে থাকে কি?

১ সৈ। ঐ দেখ্, আবার সেই
পাগলা বামুন এল।

২ সৈ। ভালই তো হলো,
আসুক চলে, এবার তুই দিসনে ঠেলে—
বেড়ে মিঠে মিঠে বলে।

জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ

ব্রাহ্ম। আরে শুনেছিস্—
মস্ত কেলে বেড়ালছানা,
রাজ্যে এসে দেছে হানা,
ভেঙে গেছে সাওড়ার ডাল,
মানুষ মরবে পালে পাল।

১ সৈ। তুই বারণ করিস, কিছু বলিস নি—
শালার খালি গাল।

ব্রাহ্ম। কাগা গিয়েছে দক্ষিণ মুখো—
এবার ভারি শুকো,
প্রাণপুরে যাই কল্যাণ ক'রে
না খেয়ে সব প'ড়ে ধুঁকো।

১ সৈ। দেখ্, এই শুভদিনে
গাল দেয়, যা আসে মনে,
দাঁড়িয়ে শুনিছ দু'জনে
কেউ যদি শোনে—
ফের পড়বে গর্দ্দান নে।

২ সৈ। ওঃ, আমার কি রাজা!
কচ্ছে মজা, শুন্‌লে তোর বড় দোষ?
তোর রসের কথায় মন লাগে না
ঐ বড় আপশোষ।

ব্রাহ্ম। আরে শোন্ ভাল কথা,
ঐ গাছে ছিল মড়ার মাথা,
শকুনিতে চোখ ঠুক্‌রে গেছে,
এবার দেখ্‌ছি এঁচে—
হিঃ হিঃ মরদের পো, কেউ যাবে না বেঁচে।

১ সৈ। দূর হ,—যা।

ব্রাহ্ম। কা—কা—কা,—
উঠ্‌লো বলে হা—হা—হা, কা—কা—কা।

[ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

জল সইতে সুদেষ্ণা, দ্রৌপদী, উত্তরা ও
নারীগণের প্রবেশ

নারীগণ। গীত

ধুল সারাঙ্গ,—দাদ্‌রা

পুলিনে কালা খেলে জলে যাব না লো,
গরবে ফিরে যাব ফিরে চাব না লো।
ওলো, সাধে কি বলি লো যাসনে জলে,
কত রঙ্গ করে, হেরে অঙ্গ জ্বলে,—
মানা মানে না হেসে লো সঙ্গে চলে;
কথা কইতে এলে কথা কব না লো,
কুলমান গেলে ফিরে পাব না লো।

দ্রৌপ। শ্রী অতি সুন্দর গড়েছে
পুরোহিত-জায়া তব।

উত্তরা। দেখ গো জননি,
কে ব্রাহ্মণ মলিন বসন—
অতি দীন, দেহ কিছু দান।

ব্রাহ্মণের প্রবেশ

ব্রাহ্ম। (দ্রৌপদীকে দেখিয়া) মা আমার
এলোকেশী ধুমাবতী,
থাকবে না কারু বংশে বাতি,—
কা—কা—কা, হা—হা—হা।

[ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

সুদে। পাগল ব্রাহ্মণ,
নিতান্ত দুর্ম্মুখ, তাই হেন দশা।

নারীগণ। গীত

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ

কালা বাজালে বাঁশরী, কর মানা,
ঘরে ননদিনী সে কি জানে না লো।
ডাকে রাধা বলে,
কত লোকে কত বলে ছলে—
জ্বালা মনে রাখি,
লাজে আঁচলে বদন ঢাকি,
আর সহে না লাঞ্ছনা লো।

ব্রাহ্মণের পুনঃপ্রবেশ

দ্রৌপ। হে ব্রাহ্মণ,
কুবচন বল কি কারণ,—
লহ ধন।

ব্রাহ্ম। (উত্তরাকে দেখিয়া) এটি
কি তোর মেয়ে?
আহা, দেখ্‌রে চেয়ে যেন ক্ষীর-পুত্তলি,
শীগ্গির খুলবে হাতের রুলি,—
কা—কা—কা, হা—হা—হা।

উত্তরা। মা—মা!

সুদে। কি কর রক্ষক?

১ সৈ। ওরে, সর্ব্বনাশ হলো,—
পাগলের তরে গর্দ্দানা বুঝি গেল!

ব্রাহ্ম। আসছে কলি, আমি ঠিক বলি,
তাই ঠেলাঠেলি।

[ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

নারীগণ। গীত

যোগীয়া-ভ'য়রো—নক্‌টা

ওমা কেমন যোগী, ছিছি লাজে মরি,
সাধে পায়ে ধরে, বল কি করি লো।

ভাসে নয়নদ্দুটি, তুলে বদনখানি,
বলে রাখ রাখ মানিনী লো।
যোগী অনুরাগে, মান ভিক্ষা মাগে,
ওলো, যোগীরে যেতে বল, মোরা কুলনারী।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

উপবন

অভিমন্যু

অভি। কি সুন্দর চলে মায়া-রথ!
পুনঃ যদি মন্দানল হয় হুতাশন,
আমি যাব দেব-রণে,—
পিতার সমান পাইব বিমান-ধনুঃ।
স্বয়ম্বর উঠিল ভারতে,
নাহি আর লক্ষ্য-ভেদ পণ;
কোথা' যদি হয় স্বয়ম্বর,
নাহি কহি মাতুলে জনকে,
কন্যা আনি দিই যদুগণে,—বিবাহ হইবে।
কন্যা মম কিবা কাজ।
হাসি পায় পূর্ব্ব কথা হ'লে মনে,
লক্ষ্মণার আশে শাম্ববীর গেল স্বয়ম্বরে,—
সুতপুত্র বাঁধিল তাহারে,—
ডুবাইল যাদব-গৌরব।
নহে মম বিবাহ-সময়,
করি অরি ক্ষয়,
বিবাহের ছিল বহুদিন;
চিন্তায় না নিদ্রা আসে মম,
কি জঞ্জাল, বালিকা ফিরিবে সাথে সাথে!
কতদিনে ঘুচিবে বালক নাম,
কেহ না বারিবে
মহারণে করিতে প্রবেশ।
রহ দুর্য্যোধন,
দেখিব কতেক সৈন্য করিবে সঞ্চয়,
বৃদ্ধ ভীষ্ম কিরূপে বা রাখে ঠাট,
শুভক্ষণে ধনুঃ করে ধরিলেন তাত—
বজ্রপাত ধনুক-টংকারে।
অন্যমনে আসিলাম বহুদূরে—
আহা,
সুন্দর চন্দ্রমা খেলে কুমুদিনী সনে!
বসি এই সরসীর তীরে,
গোপরাজ্য মনোহর হেন
কভু নাহি ছিল জ্ঞান।

উত্তরার প্রবেশ

উত্তরা। একাকিনী,—সঙ্গিনী
চৌদিকে যেন,
গায় যেন মৃদুস্বরে,—
স্বপ্নে হেরি সকলি উজ্জ্বল,—
ছায়া আসে কোথা হ'তে?
ওই সেই দেবের কুমার,
ওই ছায়া— (মূর্চ্ছা।)

অভি। মরি মরি, আপন পাসরি
কে খসিল সুধাকর হ'তে?
মরি মরি,
প্রাণে পাই ব্যথা, ছিন্ন স্বর্ণলতা,
কৌমুদী গঠিত কায়,
নিবিড় কুন্তলে কৌমুদী আদরে খেলে,
নয়ন-রঞ্জিনি, উঠ বিনোদিনি,
সুচারুহাসিনি, কেন এ শয়ন তব?

উত্তরা। রহ তুমি, নাহি যাও দূরে—
ভয় হয় ছায়া হেরে।

অভি। একি ভাব বদনে নেহারি,—
বুঝি উন্মাদিনী,
সুবিকাশ নলিন-নয়ন,
শূন্য প্রায়, নাহি তাহে ভাষ।

উত্তরা। ধর তুমি কুমারীর বেশ,
নহে লজ্জা পাব,
দোঁহে মিলে গাহিব নাচিব,
গাও গান, শুনি প্রাণ ভরে।

অভি। শুন শুন বালা, না হও উতলা,
কেন কেন পড়েছ ধূলায়,
ছিন্ন কমলিনী সম?
শূন্যে কিবা হের, কহ কথা চন্দ্রাননি।

উত্তরা। গাও সে মধুর গান,
নহে প্রাণ হইবে অধীর,
সে মধু-লহরী নিত্য মম মনে জাগে,
গাও, নহে যেতে নাহি দিব।

অভি। গীত

বেহাগ—আড়াঠেকা

যামিনী ঝিমি ঝিমি শশী সনে ভাসে,
নির্ম্মল নীল নীরব আকাশে,
তারাদল ভাসে প্রেম-পিয়াসে।
মৃদু মধু কল্লোল, ঝলমল হিল্লোল,
কুমুদ-বদন চুমি কৌমুদী হাসে।

নিহার মালিনী নীল নিকুঞ্জে,
মোদিনী তারকা নবকলি মুঞ্জে,
হেলিছে খেলিছে সমীরে বিলাসে,
আমোদিনী কেন মুদিত নিরাশে।

উত্তরা। সুন্দর এ গীত, কিন্তু
নহে সে সঙ্গীত,
গাও সেই গীত,
গেয়েছিলে যাহা রবির কিরণে,
শিখী 'পরে ধনুঃশর করে
প্রাণ মম শূন্যে উড়ে যায়,
আছে প্রতীক্ষায়, না আসিবে কায়,
সে সঙ্গীত না শুনিলে।
অভি। নিশ্চয় এ উন্মাদিনী;
বল' সুলোচনে,
কোন্ গান শুনিতে বাসনা?
উত্তরা। কেমনে বলিব,
নাহি মম কিরণ-শরীরী তোমা সম,
নাহি সে কিরণ-স্বর,
স্বরে নাহি নাচে
সে সুন্দর কিরণ-শরীরী ছবি,
করো না বঞ্চনা, নিত্য শুনি গান আমি।
অভি। না হও উতলা, শুন গান,
এও অতি মধুর সঙ্গীত।

গীত

নট-নারায়ণ—ঝাঁপতাল

তড়িত জড়িত বিপুল লোহিত,
বরণোজ্জ্বল প্রবল দানব দলবল হর,
শক্তিধর শিখী 'পরে বিহরে;
ঘন হুঙ্কার ঘোর, তোমর ঝর ঝর,
প্রখর রুধির ধার,
প্লাবিত ধরাধর সমরে;
ময়ূর গভীর কেকারব
ত্রিপুর দূর দূর প্রলয়-উৎসব,
ভৈরব আহব উথলে মহার্ণব,
দ্বাদশ ভাস্কর ঠিকরে॥

বিরাট, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতির প্রবেশ

বিরা। হেরি রাণী অন্তরাল হ'তে,
বার্ত্তা ত্বরা দিল মোরে।
উত্তরা। বৃহন্নলা, নাহি তব বেণী?
ওই ছায়া— (মূর্চ্ছা।)
অর্জ্জু। একি—একি, সংজ্ঞাহীন
বালা,—
কি হেতু হাসিলে হরি?
শ্রীকৃষ্ণ। সখা, বালক-বালিকা খেলা হেরি।
অর্জ্জু। উঠ মা আমার।
উত্তরা। বৃহন্নলা, পিতা—পিতা,
কোথা আমি; ধর মোরে, কাঁপে মম হিয়া।
বিরা। (অভিমন্যুর প্রতি) বৎস,
দরিদ্রের ধন—
সঁপে দিই হাতে হাতে
রেখ' তুমি সযতনে।
উত্তরা। (চুপি চুপি) ছি! ছি!
যুধি। আজি হতে তুমি মা আমার,
পঞ্চপুত্রে হের মা তোমার।

দ্রৌপদী ও সুদেষ্ণার প্রবেশ

দ্রৌপ। রাজরাণি, জামাতারে ধরেছে
কি মনে?
দেখ চেয়ে, বিনা পণে কিনি নাই ধন।

যবনিকা পতন

প্রহ্লাদ-চরিত্র

(পৌরাণিক নাটক)

[৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৯১ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

হিরণ্যকশিপু (দৈত্যরাজ)। প্রহ্লাদ (দৈত্যরাজের পুত্র)। ষণ্ড ও অমার্ক (গুরুমহাশয়দ্বয়)। শ্রীকৃষ্ণ। নারদ। নৃসিংহ-অবতার। মন্ত্রী, সেনাপতি, দূত, রক্ষিগণ, বালকগণ, গোলোক-সখাগণ, দেবগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

কয়াধু (রাণী)। দেবীগণ। গোলোক-সখীগণ ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

হিরণ্যকশিপু ও মন্ত্রীর প্রবেশ

হিরণ্য। অযোগ্য সকলি,
বুঝিলাম দৈত্যকুলে নাহি হেন চর,
রাজ-আজ্ঞা করে যে পালন;
বধযোগ্য সবে।
মন্ত্রী। মহারাজ! দূতগণ নহে অপরাধী,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল করিল ভ্রমণ,
জল স্থল মেরুশির গভীর কন্দর
অন্বেষিল জনে জনে,
কিন্তু দৈত্যকুলেশ্বরে কেহ না দেখিল,
পুনঃ দাস প্রেরিনু সুদক্ষ দূতগণ
সবে সৃষ্টি করি অতিক্রম
তমোগর্ভে কৈল অন্বেষণ,
বৃথা পরিশ্রম—নিদর্শন না পাইল,
মৃতপ্রায় ফিরিয়ে আইল সবে।
হিরণ্য। অকর্ম্মণ্য ভীরু দূতগণ!

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ,
এসেছে নারদ ঋষি রাজদরশনে।
হিরণ্য। আনহ সভায়।

[দূতের প্রস্থান।

এই ঋষি ভ্রমে নানাস্থলে,
জানে কি এ ভ্রাতার সন্ধান?

নারদের প্রবেশ

কহ ঋষি, কোথা হ'তে আগমন?
নারদ। হরগৌরী করিয়া প্রণাম
আসিয়াছি রাজদরশনে।
হিরণ্য। জান তুমি,
বিশ্বজয়ী ভ্রাতা মম করিল পয়াণ
হরিসহ করিতে সংগ্রাম,
তদবধি তত্ত্ব তার নাহি আর।
দৈত্যদূত গেল দশদিকে,
মৃতপ্রায় একে একে সকলি ফিরিছে,
ভ্রাতার সন্ধান আনিতে নারিল কেহ।
নারদ। মহারাজ!
ভয় হয় অমঙ্গল-বার্ত্তা দিতে,
বিশ্বপ্রান্ত গদা-করে হেরিলাম শূরে,
হরি করে অন্বেষণ,
দৈত্য-ডরে ধরি হরি বরাহ-শরীর,
নীর-গর্ভে ছিল লুকাইয়ে,
কহিলাম বিবরণ হিরণ্যাক্ষ বীরে।
ক্রোধে দৈত্যেশ্বর,
দৃঢ় করে ধরি গদাবর,
অনন্ত সলিল-স্তম্ভ ভেদি বাহুবলে,
বরাহে করিলা আক্রমণ
দৈববিড়ম্বনা,
রণে দৈত্যরাজ পরাজয়।
হিরণ্য। সাজ সাজ! কে আছে কোথায়,
ভ্রাতার প্রেতাত্মা-তৃপ্তি
করিব বরাহ-মেধে।
সকলে। সাজ, সাজ!

নারদ। মহারাজ! কোথা তাঁর পাবে দরশন,
জলগর্ভে নাহিক বরাহ আর,
প্রাণভয়ে পলাইয়ে গেছে কোথা!
হিরণ্য। পলায়েছে, কোথা পলাইবে?
বিশ্ব খুঁজে বধিব তাহারে।
হা, বিশ্বজয়ী ভ্রাতা মম!
মন্ত্রী। মহারাজ, কেবা রবে রাজ্যের রক্ষণে
দুষ্ট দেবগণে
রাজ-অদর্শনে যদি করে আক্রমণ?
হিরণ্য। দেবগণে বধি জনে জনে,
যাব আমি হরির সন্ধানে
কেবা সেই হরি,
দ্বন্দ্ব করে আমা সবা সনে।
নারদ। মহারাজ, ধর্ম্মহিংসা বিনা
হরির না পাবে দরশন,
কামরূপী বরাহ দুর্জ্জয়,
হিরণ্যাক্ষ যাঁর বলে পরাজয়,
কৌশলে করহ তাঁরে বধ।
হিরণ্য। কহ ঋষি,
কি কৌশলে দেখা পাব তার?
নারদ। মমতাবিহীন সেই হরি,
কিন্তু ভক্ত তাঁর প্রাণাধিক;
ত্রিভুবন কর অন্বেষণ,
হরিভক্ত যথা যেই জন,
পীড়ন করহ তারে,
ভক্তের রক্ষণে আপনি আসিবে হরি,
বিনাক্লেশে বধ কর তাঁরে।
হিরণ্য। মন্ত্রি! অযোগ্য এ দৈত্যকুল
অযোগ্য সকলে, অযোগ্য
এ দৈত্য-সিংহাসনে আমি,
নহে অসুরারি হরি-ভক্ত আছে ত্রিভুবনে?
ভ্রাতৃহন্তা-হরি-পূজা হয় অধিকারে?
যাও মন্ত্রি, যদ্যপি মমতা থাকে প্রাণে,—
নহে দৈত্যকুল নিজহস্তে করিব নির্ম্মূল।
হা ভ্রাতঃ! শতাধিক বীর্য্যে মম,
তব অরি পূজা পায় দৈত্য-অধিকারে?
হে অশান্ত আত্মা, শান্ত হও, শান্ত হও,
তুলি ভুজ কহি সভামাঝে,
প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ!
হায়, নহে অরি সম্মুখীন!
মন্ত্রী। পদপ্রান্তে চির-নিপতিত দাস;
মহারাজ, কহি সত্য ভাষ,
কেবা মৃত্যু করে আশ,—
হরিপূজা করিবে সংসারে?
দৈত্যচর ফিরে ঘর ঘর,
দেব নাগ নর—
সবে মানে দৈত্যের শাসন।
মহাবীর হিরণ্যাক্ষ করি অন্বেষণ,
দূতগণ কৈল পর্য্যটন,
হরিনাম কোথা না শুনিল,
সুধাও ঋষিরে, কেবা করে হরিপূজা?
হিরণ্য। কহ ঋষি! কোথা ভক্ত আছে?
নারদ। নহি জ্ঞাত, মহারাজ কর অন্বেষণ,
শুনহ লক্ষণ,
হরিভক্ত যেই, উন্মত্ত সে জন,
দিবানিশি হরিগুণগান, হরিপদে প্রাণ,
বাহ্যজ্ঞানশূন্য সদা রহে।
হিরণ্য। মন্ত্রি! প্রের দূত, কর অন্বেষণ,
হরিভক্ত যেই, বধহ জীবন তার;
কহ ঋষি, অদ্ভুত বারতা—
কত বল ধরে সেই হরি,
ভ্রাতারে করিল পরাজয়,
ঐরাবত-হীনতেজ গদাঘাতে যার,
কহ কিরূপ হইল রণ?
নারদ। দৈত্যেশ্বর! দেখি নাহি রণ,
দূর হ'তে শুনেছি গর্জ্জন,
জ্ঞান হ'লো অকালে প্রলয়,
গর্জ্জে কভু হিরণ্যাক্ষ শূর,
কভু নাদে বরাহ দুর্ম্মদ,
যেন মহাশব্দে একার্ণব ধায়—
নব বিশ্ব গ্রাসিবারে।
শতবর্ষ এ ভীম আরাব,
ক্রমে দৈত্যপতি ক্ষীণস্বর,
বরাহগর্জ্জন মুহুর্মুহুঃ বিদারিল দিশা!
ক্রমে শব্দ স্তব্ধ, নাহি আর,—
নীরব ভুবন প্রলয়ান্তে যথা।
পরে মহাত্রাসে শুনিনু কৈলাসে
দৈত্যপতি-পরাজয়,
জ্যোতি তার মিশিয়াছে শিবের চরণে।
হিরণ্য। মানিলাম যোগ্য শত্রু হরি,
কিন্তু ভীরু,—কেন নাহি দেয় রণ?
নারদ। মহারাজ!
কামরূপী সেই হরি নানা রূপ ধরে,
কভু মৎস্য, কভু ভ্রমে কূর্ম্ম-কলেবরে,

বরাহ-আকারে,
দন্তে ধ'রে তুলিল মেদিনী,—
একে কে বুঝিতে পারে?
কিবা চক্রে ফেরে,
চক্রী হরি চিরদিন।

প্রহ্লাদের প্রবেশ

প্রহ্লাদ। পিতা, পিতা!
হিরণ্য। প্রহ্লাদ, বসি তুই দৈত্য-সিংহাসনে,
পারিবি অমরগণে করিতে শাসন?
আমি যাই হরি-অন্বেষণে।
প্রহ্লাদ। পিতা, আমি যাব সাথে,
তব পদাশ্রয়ে হরির দর্শন পাব।
হিরণ্য। দেখ ঋষি, দৈত্যপুত্র নাহি গণে অরি,
শিশু চায় হরি-সম্মুখীন হ'তে।
নারদ। দৈত্যপরাক্রম
বিদিত অমর-নর-নাগে।
প্রহ্লাদ। কেবা অরি পিতা?
হিরণ্য। হরি।
প্রহ্লাদ। হরি কার অরি?
নামে যাঁর অতুল মাধুরী,
বাঁশরী-বদন ভক্তজন-হৃদয়-রঞ্জন,
মদনমোহন শ্যাম, হরি কারু নহে অরি।
হিরণ্য। কোথা শত্রু করি অন্বেষণ,—
শত্রু নিজ গৃহে;
কহ পুত্র,
কে তোরে বলিল, হরি নহে অরি,
কার হেন কুবুদ্ধি ঘটিল,
হেন উপদেশ তোরে দিল?
প্রহ্লাদ। পিতা, বুঝ মনে মনে—
ব্রহ্মার সৃজন, হরির পালন,
পঞ্চানন সংহারের অধিকারী,
হরি হ'লে অরি, সৃষ্টি কভু না থাকিত।
হিরণ্য। কুলের কলঙ্ক দেখি জন্মিল কুমার,
দুর্জ্জনের উপদেশে হেন সংস্কার।
শুন মন্ত্রি, রাজ্যে হেরি অতি অনিয়ম,
শাসন না মানে প্রজাগণ,
হরিনাম অবশ্য কীর্ত্তন হয় পুরে:
দুর্দ্দৈব আমার!—
পুত্র করে হরিগুণগান।
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত কর নিবারণ,
পুত্রের শিক্ষায় আপনি ক'রেছ হেলা,
কি দোষ শিশুর?—
অধ্যাপক করহ নিযুক্ত,
দৈত্যকুলোচিত ধর্ম্ম শিখাও নন্দনে।
মন্ত্রী। ষণ্ড আর অমার্ক দুজন
সর্বশাস্ত্র-বিচক্ষণ,
দৈত্যরীতি জানে বিধিমতে,
যুবরাজ উভয়েরে করুন অর্পণ।

ষণ্ড ও অমার্কের প্রবেশ

হিরণ্য। শুনিলে স্বকর্ণে মম পুত্রের যে রীত,
কর পুত্রে উপদেশ দান,
যাহে মন্দবুদ্ধি হয় দূর।
শোন রে প্রহ্লাদ,
হরিনাম আর নাহি আন মুখে,
মহারুষ্ট হব তাহে আমি,
হরি দৈত্যকুলে চির অরি,
যাও, পাঠ লহ ষণ্ডামার্কস্থানে।
দেখ বিড়ম্বনা,
পুত্র করে শত্রুর বাখান!
ষণ্ড। মহারাজ, বাল্য-চপলতা,
উপদেশে শীঘ্র হবে ক্ষয়;
সিংহপুত্র সিংহ চিরদিন,
ছাগ কভু নাহি হয়।
অমার্ক। রাজপুত্র সুবুদ্ধি সুধীর,—
সর্ব্বশাস্ত্রে অচিরে হইবে অধিকার;
জ্ঞানলাভে বর্ব্বরতা হবে দূর।
[ষণ্ডামার্কের সহিত প্রহ্লাদের প্রস্থান।
নারদ। রাজ-আজ্ঞা পেলে করি স্বস্থানে গমন।
হিরণ্য। ভাল, পাও যদি হরির সন্ধান,
অচিরাৎ দেবে মোরে।
নারদ। মহারাজ!
দৈত্য-হিত-চিন্তা করি চিরদিন:
জয় হোক্।
[নারদের প্রস্থান।
হিরণ্য। শুন মন্ত্রি,
সাবধানে হেন প্রথা করহ স্থাপন,
যাহে রাজ্যে হয় ধর্ম্মের হিংসন,
যজ্ঞ ব্রত নাহি হয় অধিকারে,
হরি ভ্রাতৃ-অরি, প্রতিশোধ দেব ত্বরা।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পাঠশালা

ষণ্ড, অমার্ক, প্রহ্লাদ ও বালকগণ

ষণ্ড। কহ বৎস, কি কারণ করহ রোদন?
পাঠে দেহ মন, বর্ণ কর উচ্চারণ।
প্রহ্লাদ। আদি বর্ণ আদ্যক্ষর প্রভুর আমার,
কৃষ্ণনাম তাঁর,
যাহে জন-মন আকৃষ্ট তাঁহার পায়;
যাঁর করুণায় জগৎ আনন্দময়,
নামে তৃপ্ত প্রাণ,
অন্তরে আনন্দ-উৎস বহে শতধারে,
হৃদয়ে না ধরে, বহে ধারা নয়নযুগলে!
কহ গুরুদেব, কবে কৃষ্ণ ব'লে
বাহু তুলে আনন্দে নাচিব সবে?
কবে ভবে হবে কৃষ্ণনাম,
পাপী তাপী জুড়াইবে প্রাণ,
বহিবে আনন্দাশ্রু-স্রোত,
ব্রহ্মা শিব পুলকে শুনিবে,
হরিধ্বনি ঘরে ঘরে হবে,
কবে জীব লভিবে পরম পদ,
দুর্লভ সম্পদ্ কৃষ্ণধন কবে সবে পাবে?
হা কৃষ্ণ! হা করুণা-আকর!
দীনবন্ধু, জগৎ-ঈশ্বর।
তাপহর, কোথা কৃষ্ণ তুমি!
কবে রাঙাপায় লুটাইয়ে কায়,
সফল করিব দেহ?
হেয় জন্ম কৃষ্ণনামে সার্থক হইবে,
কবে কৃষ্ণ পাব, উপদেশ কহ গুরুদেব?
অমার্ক। এ্যাঁ-এ্যাঁ, দাদা! এ কি সর্ব্বনাশ!
ষণ্ড। আরে রে প্রহ্লাদ, কি তোর ব্যভার?
দৈত্যকুলে তুই কুলাঙ্গার,
ছারখার সকলি করিবি দেখি!
ত্যজ মন্দ রীত,
নহে দণ্ড পাবে যথোচিত,
পাঠে মন করহ নিবেশ।
প্রহ্লাদ। অন্যপাঠে কিবা প্রয়োজন?
আছে গুরু, দুরন্ত শমন,
ভবের বন্ধন কৃষ্ণ বিনা কে ঘুচাবে?
দিন বয়ে যায়,
তাই কৃষ্ণ-পায় ল'য়েছি আশ্রয়,
প'ড়ে ভব-পারাবারে
বার বার কতই মজিব,
কৃষ্ণ বিনা কেমনে তরিব,
মহাভবে কৃষ্ণনাম ল'য়ে
অনায়াসে হব পার।
অমার্ক। দাদা, ব'স তুমি,
অকস্মাৎ এ কি বজ্রাঘাত,
এ্যাঁ, কোথা পলাইব?
ত্রিভুবন খুঁজে রাজা বধিবে জীবন।
ষণ্ড। আরে দুরাচার,
হেন উক্তি কর বারবার,
রাজকোপে আপনি মজিবি,
আমারে মজাবি,
সর্ব্বনাশ কেন কর আবাহন?
প্রহ্লাদ। দেব! কৃষ্ণপদে যে করে আশ্রয়,
ত্রিসংসারে কিবা তার ভয়?
যমজয় করে অনায়াসে;
দীনবন্ধু বান্ধব যাহার,
অরি কেবা তার?
জগৎপ্রাণ নারায়ণ,
যাঁর কৃপাবলে জীবের চেতন,
বিষ্ণুমায়া সংসারে প্রচার,
তাই কুলমান অহংকার,
অনন্ত সংসারে এক কৃষ্ণ অধিকারী;
কেবা কার অরি,
সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান,—
নামে যাঁর ভবসিন্ধু তরি,
পরিহরি কৃষ্ণ-পদ-তরী,
কিবা ছার পাঠে দিব মন?
অমার্ক। দাদা, নহে ভাল কথা,
প্রাণ যাবে দুষ্ট শিষ্য-হেতু।
ষণ্ড। বিধাতার বিড়ম্বনা কে পারে বুঝিতে,
হেন দুষ্ট জন্মিল এ দৈত্যকুলে!
পরামর্শ করি মন্ত্রীসনে
যেবা হয় করিব বিহিত।
থাক দুষ্ট, যদবধি নাহি আসি ফিরে,
দেখিব অচিরে
কৃষ্ণনাম কর কোন্ মুখে!
[ষণ্ড ও অমার্কের প্রস্থান।

১বা। ভাই প্রহ্লাদ! তুই পালা, না পালালে গুরুমশাই এসে মারবে।

২বা। না না রাজপুত্র! তুমি পড়, দেখ

দেখি, আমরা কত পুঁথি পাঠ ক'রেছি, তুমিও অমনি শিক্ষা কর, কত শাস্ত্র শিখবে।

প্রহ্লাদ। পদ্ম-পত্র-জল—জীবন চঞ্চল সদা,
পলে পলে মৃত্যু অগ্রসর
হরিতে পরাণ-বায়ু,
ধন মান ঐশ্বর্য বিফল,
মৃত্যুমুখে বিদ্যাগর্ব্ব যাবে রসাতল,
হরিনাম সহায় কেবল,
তরিতে দুস্তর ভবে;
অধ্যয়ন কিবা আর কৃষ্ণনাম বিনা,
কৃষ্ণ বিনা শাস্ত্রের গরিমা কিবা,—
সেই শাস্ত্র হরিকথা যাহে,
অধ্যয়ন সার্থক তাহার,
হরিনাম যে করেছে সার,
সেই জ্ঞান—হরিজ্ঞান যাহে পাই।
যার কৃষ্ণপদ ধ্যান,
কৃষ্ণগুণ যেই করে গান
জ্ঞানময় কৃষ্ণ তারে দেন পদছায়া।
তুচ্ছ হয় উচ্চপদ কৃষ্ণনামগুণে
কৃষ্ণনাম বল রে বদনে,
খণ্ডিবে সংশয়, দূরে যাবে ভবভয়,
শ্রীপদ আশ্রয় দেবেন দয়াল হরি।
কল্পতরু নাম, সর্ব্বজীবে করুণা সমান,
বাঞ্ছা পূর্ণ হয় কৃষ্ণনামে।
অধ্যয়ন বৃথা পরিশ্রম—
ত্যজ ভ্রম কৃষ্ণে কর প্রাণ সমর্পণ।
আয় কৃষ্ণ বলি, কৃষ্ণসনে খেলি,
কৃষ্ণনাম মহাশাস্ত্র করি অধ্যয়ন।
হরি ব'লে কুতূহলে ভবে যাই চ'লে,
হরি ব'লে এড়াব শমন,
এস করি নামসংকীর্ত্তন,
হরি হরিবোল,
গণ্ডগোল কেন মিছে করি,
পাব নব প্রাণ, হরি-নাম অমৃত-সমান,
হরি বল, হরি বল ভাই!

গীত

দিয়ে করতালি, এস হরি বলি,
হরিনাম করি গান,—
কাল হরি' আয় হরি ব'লে,
শীতল করি তাপিত প্রাণ।
অলসে দিন ব'য়ে যায়,
প্রেমে হরিনাম বলি আয়,
রাঙা পায় সঁপি মনকায়—
সুধায় ভাসি দিবানিশি,
সুখে সুধা করি পান।

ষণ্ড, অমার্ক ও মন্ত্রীর প্রবেশ

অমার্ক। মন্ত্রিমহাশয়!
মহারাজ উভে উভে দেবে শূলে,
হায় হায় পলাব কোথায়?

ষণ্ড। মন্ত্রিমহাশয়, জীবনসংশয়,
শত্রুতা কি ছিল মোর সনে,
সর্ব্বনাশ কি হেতু করিলে?
আরে মাথা খেয়ে
সকলে কি উন্মত্ত হ'য়েছে!—
রাজা জনে জনে দেবে শূলে,
আর ছার শিষ্যগণ,
এতদিন বৃথা কৈলি শাস্ত্র-অধ্যয়ন,
উন্মত্ত হইলি সবে বালকের বোলে,
রাজকোপে নিস্তার কি পাবি কেহ?

প্রহ্লাদ। হরিপদে মতি-গতি যার,
কারে ডর তার?
ভবার্ণব অকূলপাথার,
যাঁর নামে গোখুর-সমান তরি,
যেই নামে আপনি মুরারি—
ধেয়ে আসি দেন কোল,
প্রফুল্ল-অন্তরে
হরি ব'লে ডাক বারে বারে—
গেল তাপ, হরি ব'লে নাচ ভাই!

বালকগণ। গীত

আমার বংশীবদন শ্যাম
নেচে নেচে বাজায় বাঁশরী,—
ধেয়ে আয় দেখ্‌বি যদি,
বদন ভ'রে বল হরি।
মরি হায় কি মোহন-সাজে,
কি মধুর নূপুর বাজে,
দোলে বনমালা, নাচে কালা,
প্রাণ-মন মজে;
প্রেমে গ'লে বাঁশী বলে,
আয় রে আয় কোলে করি।

মন্ত্রী। উচিত নহেক কথা করিতে গোপন,
দৈত্যরাজ্যে এ কি বিড়ম্বনা!

সত্য যাহা নারদ কহিল,
কামরূপী হরি, পুত্রে করে অরি,
নহে কি হে হিরণ্যাক্ষ পায় পরাজয়?
চল যাই রাজার নিকট,—
যেবা হয় করুন বিধান।
ষণ্ড। নৃপকোপে যাবে প্রাণ।
মন্ত্রী। সামান্য এ নহে কথা

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

প্রহ্লাদ ও বালকগণের প্রবেশ

সকলে। গীত

শ্যামসুন্দর নাচে বনমালা দোলে।
মধুর মঞ্জীর মিলে কিঙ্কিণী রোলে॥
ভ্রমর-গুঞ্জন জিনি' গুণ গুণ বোলে।
নাচে হরি হেরি প্রাণমন ভোলে॥
নেচে চলে কটি দোলে, দোলে শিখিপাখা।
খঞ্জনগঞ্জন নাচে আঁখি-দুটি বাঁকা॥
অধরে ধরে না হাসি, বাঁশী দুটি বাজায় রে।
মদনমোহন নাচে, ভুবন ভোলায় রে॥
মোহিত মুরলিধারী নাচে পায় পায় রে,—
সারী শুকে মুখে, মনসুখে গায় রে।
মরি মরি রূপ হেরি, হৃদয় জুড়ায় রে॥
ময়ূর-ময়ূরী নাচে, হেরিয়ে বিভোর।
কোকিল-কোকিলা গায় প্রেমে উতরোল॥
কেন ভুলি, সবে মিলি বলি হরিবোল।
মুখে বলি হরিবোল॥

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

হিরণ্যকশিপু, ষণ্ড, অমার্ক ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, দাও হে অভয়,
ভয় হয় বার্ত্তা দিতে;
যুবরাজ পাঠশালে গেল,
শিশুগণে উন্মত্ত করিল
অরিগুণ করি গান; সবে হরি ব'লে
নৃত্য করে বাজারে বাজারে,
উন্মত্ত নগরবাসী বলে হরিবোল—
মহা গণ্ডগোল কেহ নাহি মানে মানা;
যুবরাজ র'য়েছেন সাথে,
কোতোয়াল মানা না করিতে পারে।
প্রাণভয়ে জড়সড় হ'য়ে
রাজপদে আশ্রয় ল'য়েছে অধ্যাপক,
বহুদিন এ বংশে আশ্রিত,—
দেখি নাই হেন বিড়ম্বনা।
হিরণ্য। হা ভ্রাতঃ! হা হিরণ্যাক্ষ শূর!
হেন পুত্র জন্মিল আমার—
ঘরে ঘরে শত্রুর প্রশংসা করে,
অবশ্যই দৈত্যপুরে আছে দুষ্টজন,
যার উপদেশে শিশুর এ আচরণ!
কোথায় প্রহ্লাদ,
আন শীঘ্র তত্ত্ব লব সবিশেষ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

ষণ্ডামার্ক, আদ্যোপান্ত কহ বিবরণ,
ত্যজি অধ্যয়ন
শত্রুনাম কীর্ত্তন করিল কিবা হেতু?
ষণ্ড। দৈত্যকুলেশ্বর!
বুঝিতে না পারি প্রভু,
অনর্থের হেতু শিক্ষা দিনু বর্ণপরিচয়,—
শিশু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কয়;
বুঝাইনু, করিনু—তাড়না,
বিফল সকলি, কৃষ্ণ বলে অবিরত,
কৃষ্ণ ব'লে মাতাইল শিষ্যদলে,
কৃষ্ণনামে মাতিল নগর,
মহাডরে দ্রুত আইনু বার্ত্তা দিতে।
হিরণ্য। কামরূপী হরি কহিল আমারে ঋষি,
সেই বা আসিয়া পুত্রে দিল উপদেশ!—
ধরে নানাবেশ,
সেই বা আসিয়া দৈত্যদেশে
করে হেন আচরণ;
চর মম দক্ষ কেহ নয়;
কোথা হরি কেমনে নির্ণয় করি?
হা শংকর! হরিভক্ত নন্দন আমার,
এই হেতু এতদিন পুজিনু তোমায়?

মন্ত্রীর সহিত প্রহ্লাদের প্রবেশ

কহ পুত্র, এ কি তব রীত,
গুরু কহে হিত,
কর তাহা অবহেলা?

ইন্দ্রজয়ী জ্যেষ্ঠতাত তব
প্রাণ দেছে হরির সমরে,
আরে রে অজ্ঞান,
দৈত্য হ'য়ে সে হরির গুণ কর গান?
দেখ জগৎ-মণ্ডলে
কোন্ কুলে হেন যশোরাশি,
কোন্ কুলে দাস রবি-শশী,
কোন্ কুলে ইন্দ্র আজ্ঞাধারী?
হেন উচ্চবংশে জন্ম তোর!
অতি তুচ্ছ হরি,
দৈবের বিপাকে জ্যেষ্ঠ মম পরাজয়,
দৈত্য হ'য়ে তারে কর ভয়,
কেন চাহ শত্রুর আশ্রয়?
প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদ!
অপবাদ রাখিবি কি কুলে?
বড় সাধ মনে
সিংহাসনে তোমারে স্থাপিব,
হরি-অন্বেষণে আপনি যাইব,
বধিব সে মায়াময় দুরাচারে;
পুত্র হ'য়ে পিতৃসাধে নাহি হও বাদী।

প্রহ্লাদ। পিতা, কৃষ্ণের কৃপায়
বৈভব তোমার,
কৃষ্ণের কৃপায় দৈত্যকুলে
প্রতাপ অপার,
হরি পরম প্রভাবময়।
পিতা, আমি তব পুরাইব সাধ,
কালাচাঁদ করিবেন দয়া,
দূরে যাবে মায়া,
নিত্যজ্ঞানে অনিত্য হইবে দূর;
হৃদিমাঝে গোলোকের লীলা,
কৃষ্ণসনে নিত্য প্রেমখেলা,
অমৃত-আস্বাদে অন্য সাধ না রহিবে।
পিতা, যাবে দিন এ দিন না রবে,
শমন ধরিবে কেশে,
কৃষ্ণনামে দমিবে শমনে—
কৃষ্ণনামে হবে মৃত্যুঞ্জয়,
ত্রিসংসারে হের হরিময়,
চিন্ময় সনাতন,
ভাগ্যফলে পাইয়াছি নাম,
মোক্ষধাম করতল যাহে,
দিন গেল, বল হরি হরি।

হিরণ্য। আরে কুলাঙ্গার অধম সন্তান,
পুত্র নহ, বিজ্ঞ যেন পিতা সম,—
স্মরণ ক'রেছে তোরে যম।
দেখি হরি তোরে কিসে রক্ষা করে,—
কে আছে রে, বধ শিশু কুক্কুর সমান।

একজন রক্ষকের প্রবেশ

বধ কর তীক্ষ্ণ অস্ত্রঘায়,
আরে রে অধম, এখনও মাগ পরিহার,
কহ কৃষ্ণ ছার,
ভজ দৈত্যকুলেশ্বরী কালী,—
মার্জ্জনা যদ্যপি চাও।

প্রহ্লাদ। পিতা, কালী-কালা কর কেন ভেদ,
এক ব্রহ্ম জগৎ-ঈশ্বর,
নানারূপ ভক্তের বাসনামতে।
থাকিলে বাসনা,
পিতা মাতা করি উপাসনা,
মোহবশে মাগি নানা বর,
কল্পতরু বিভু পরাৎপর,
বরদাতা পিতামাতারূপে,
সখারূপে খেলা করি ঈশ্বরের সনে।
প্রেমের কামনা,
প্রেমদানমাত্র উপাসনা,
এক আত্মা অভিন্ন হৃদয়;
প্রেমময় লীলা,
প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন,
ঘুচে তাহে জীবের বন্ধন,
নিত্যানন্দময় হয় প্রাণ।

হিরণ্য। রক্ষি, বধ ল'য়ে বিলম্ব না কর,
দেখি কোথা সখা তোর,
কে রাখে রে দৈত্যের প্রহারে?
যাও মন্ত্রি; ঘরে ঘরে কর অন্বেষণ,
যেই করে হরি-সংকীর্ত্তন,
বধ তারে পামরের সাথে।

[মন্ত্রী, রক্ষক ও প্রহ্লাদের প্রস্থান।

হা শংকর!
দৈত্যকুলে কলংক রটিল,
হেন পুত্র কি হেতু জন্মিল?
শত্রু-পদানত হ'লো আমার অংগজ!
না জানি কে হরি,
মায়াধর দুরন্ত সে জন,
হিরণ্যাক্ষে করিল নিধন,
ছলে তার কুলগ্রহ হইল কুমার;

দমিয়াছি অমর-ঈশ্বরে,
কিন্তু গৃহভেদী রিপু
করি কেমনে বিজয়?
বুঝি মোরে বাম ত্রিলোচন,
নহে কার দুর্দ্দৈব এমন!
যে নন্দনে করি দরশন
পরিতৃপ্ত হয় প্রাণ,
সেই কাল হ'য়ে দংশিল হৃদয়ে!
অভাগা কে আছে এ সংসারে,
বধ করে আপন কুমারে?
পুত্র হ'তে হৃদি ভঙ্গ কার,
সাধে কার জ্বলন্ত অঙ্গার?
আরে কামরূপী হরি,
দেখিব রে কতদিন রহ লুকাইয়া,
দৈত্যকরে কিরূপে নিস্তার পাও?
আরে প্রাণ, হীনবীর্য্য পুত্রে কিবা ফল?
সাহস দুর্জ্জয় মৃত্যুমুখে যায়,
কেশমাত্র না কাঁপিল—
হেন সুত শত্রুর কিঙ্কর!
হরি! রহ রহ,
অগ্রে হেরি পুত্রের শোণিত।

মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, অনর্থ ঘটিল—
শিশু-অঙ্গ বজ্রে বিনির্ম্মিত,
রক্ষিগণ বধ্যভূমে লইয়া বালকে
প্রহারিল নানা প্রহরণ,
সুরবৃন্দ ব্যথিত-হৃদয়—
স্বর্গ ছাড়ি পলাইল যে আঘাতে,
পুষ্প বরিষণসম সহিল কুমার।
মহাভয়ে কম্পিত-হৃদয় রক্ষিচয়
পুনঃ অস্ত্র হানে প্রাণপণে,
কি কুহক কেবা জানে—
রহিল অভেদ্য শিশু মুদিত-নয়নে,
মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
তিল তিল অস্ত্র চূর্ণ হ'লো—
মহারাজ, স্বচক্ষে দেখেছে দাস।
হিরণ্য। হেন পুত্র হ'লো মম শত্রুর আশ্রিত!
এতই কি দুর্দ্দৈব আমার!
যুগ-যুগান্তর পূজিয়া শঙ্কর
সদয় করিনু তাঁরে
তাঁর বরে অস্ত্রে মম অভেদ্য শরীর,
দেখ পুত্র মম আমা হ'তে বীর,
বিনা বরে অস্ত্র নাহি পশে কায়!
আরে, পাপমতি হরি,
হেন পুত্রে ছলে কর পর!—
হা শঙ্কর, এত কি হে ছিল তব মনে?
হিরণ্যাক্ষসম শিশু নির্ভীক হৃদয়,
অটল রহিল পুত্র আমার শাসনে।
দেবগণ ভীত মম চক্ষু-কষায়ণে,
অস্ত্রমাঝে নিশ্চিন্ত কুমার।
দুর্নিবার দেবের ছলনা—
মন্ত্রি! আনহ প্রহ্লাদে,
বারেক বুঝাব বংশের গৌরব-কথা,
দেখি যদি নন্দন আপন হয়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

আরে আরে হরি,
কোথা তোর পাব দেখা?
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল দেব তোরে,
আয় হরি বারেক সমরে,
মিটাই রে মনের এ জ্বালা।
দেখি বজ্রমুষ্টি-ঘায়,
মায়ারূপী মায়া, তোর যায় কিনা যায়!
আরে ক্রুর নিঠুর কপট!
ছলে কর পিতা-পুত্র-ভেদ,
হরি, হরি, পেলে তোরে—মিটাই এ খেদ!
যাক্ ত্রিভুবন,
ইন্দ্র স্বর্গে হোক্ অধিকারী,
যাক্ সিংহাসন,
দৈত্য-গর্ব্ব হোক্ লোপ,
আপনি যাইব,
পাতি পাতি খুঁজিয়া দেখিব,
দেখি হরি কোথায় লুকায়ে আছে।
আরে ভীরু, জান মনে মনে
শঙ্কর-সাধনে নাহি মোর পরাজয়,
জান তুমি কামরূপী হীনমতি হরি,
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-শরীরে,
কিংবা অন্য কলেবরে
সম্মুখীন হইতে নারিবে;
তাই লুকাইয়া আছ ডরে।
নাহি অনন্ত এ কালে এ হেন সময়,
মম পরাজয় সম্ভব হইবে যবে,
পঞ্চভূত-সৃজিত নাহিক হেন স্থান,
যথা হিরণ্যকশিপু

রণে নাহি হবে জয়ী।
আরে হেয় হরি,
তাই চুরি রণ কর মোর সনে।

মন্ত্রী ও প্রহ্লাদের প্রবেশ

শুন পুত্র, পিতার বচন,
দৈত্যকুলে যোগ্য পুত্র তুমি,
অপূর্ব্ব সাহস বীর্য্য শিশু-কলেবরে।
শোন দৈত্যকুলের গৌরব,
যেই বীর্য্যে জন্মে দেবগণ,
সেই বীর্য্যে দুই ভাই লভিনু জনম,
ধরণী টলিল ভারে।
এক দিনে বাড়িনু দু'জনে
তরুণ তপন সনে,
কিন্তু যবে মধ্যাহ্ন-তপন—
ভাই দুইজন
ধরিনু উজ্জ্বল তেজোজ্যোতি,
যে বিভায় শূন্য নীলিমায়,
খেলিল দামিনীমালা,
নিভায়ে ভাস্কর,
বাহুবলে জলে-স্থলে সমীরণ ব্যোমে
দীপ্ত হুতাশনে,
আধিপত্য করেছি স্থাপন,
ভৃত্যসম নিত্য দেখ আসে দেবগণ।
বিশ্বজয়ী ভ্রাতার গর্জ্জনে,
থর থর কাঁপিত বিমান,
হেন জ্যেষ্ঠে মারিয়াছে হরি।
বীর্য্যবান্ পুত্র তুমি দৈত্যকুলে,
করি মানা, নাহি হরি কর আবাহন
আন হরি সম্মুখে আমার,
দৈত্যকুলে অন্য কোন ভার
নাহি আর দেব তোরে;
হরি অতি কুটিল পামর,
প্রহ্লাদ আমার, পিতা নহ,
জান না রে পিতার ব্যবহার,
নাহি আর দেব তোরে অন্য ভার।
আমা হ'তে কেহ উচ্চ হয়,
এ সংসারে কেহ নাহি চায়,
পিতা প্রাণপণে
দিবানিশি করে এ কামনা,
পুত্র উচ্চ হোক শতগুণে আমা হ'তে;

বোঝ না বোঝ না মর্ম্মের বেদনা,
উপযুক্ত পুত্র যার শত্রু-অনুগত,
নরক ভীষণ নহে তার।

প্রহ্লাদ। হরি প্রেমময়,
কেন পিতা শত্রু ভাব তাঁরে?
পিতা, মুদিয়ে নয়ন,
ধ্যানে রূপ বারেক করহ দরশন,
দেখ শ্যাম মদনমোহন,
বাঁকা দুটি খঞ্জন-নয়ন,
সুধাকর দেখ পিতা মধুর অধর,
ঢল ঢল হের পিতা কি ভাব বদনে;
দেখ প্রাণে প্রাণে হেন রূপ যাঁর,
সে কি কভু অরি হয় কার?
নিত্যানন্দ আনন্দে সে খেলে,
আনন্দে ডাকিছে বাহু তুলে,
আনন্দ ঢালিয়া দেয়।

হিরণ্য। ভাল যে হয় সে হয়,
তবু তব জ্যেষ্ঠতাতঘাতী অরি।

প্রহ্লাদ। ভাগ্যবান্ জ্যেষ্ঠতাত মম,
হরি যারে অরিরূপে রেখেছেন পায়।

হিরণ্য। ওহো, হিরণ্যাক্ষ শূর!
পুত্রস্নেহ ক্ষমহ আমায়,
আরে বর্ব্বর সন্তান,
ভ্রাতৃ-তেজ মিলিছে হরের রাঙ্গা পায়।
অরিরূপ অদ্ভুত প্রলাপ
কোথা পেলি এ বয়সে?

প্রহ্লাদ। পিতা, হর-হরি কেন কর ভেদ?
জগৎ-পিতা বিভু দিগম্বর,
ফণী-অলঙ্কারে
চিতাভস্ম মাখে কলেবরে,
ফেরে মহাযোগী শ্মশানে শ্মশানে,
মাতা দিগম্বরী
দিগম্বরে আলিঙ্গন করে,
হেরে ডরে পরাণ শিহরে;
তাই জগৎ-প্রাণ জগৎ-আধার
সখাভাবে ভক্তেরে জাগালে
হরিভক্ত সনে খেলে,
খায় ফল মুখে হাতে দিলে,
কভু আসে কোলে, কোলে করে কভু;
আহা হরি ভক্তের অধীন,
দীন হ'তে দীন—দীনে দেন আলিঙ্গন,

হরি নৃত্য করে, মালা চেয়ে পরে,
ভগবান্ খেলা করে।

হিরণ্য। মন্ত্রি! আজ্ঞা দেহ মাতাইতে
বারণ আমার,
গর্জ্জনে যাহার পবন কন্দরে পশে,
হস্তীসনে খেলাইতে ডাক্ রে হরিরে;
শোন্ তোর নিকট মরণ,
চাহ ক্ষমা,
এখনও রে মার্জ্জনা করিব তোরে,
বল হরি অরি
ইষ্টদেব শংকরে প্রণাম কর।

প্রহ্লাদ। পিতা, শিবপদে শত প্রণিপাত,
সদাশিব ঘুচান বিষাদ
দিয়ে মোরে হরিধন;
পিতা, হরি অরি কহিব কেমনে?
মুরলীবদনে কেমনে ভাবিব পর?
হরি যদি অরি, কহ পিতা,
কিসে প্রাণ ধরি?
কেন ঘোরে দিবস-শর্ব্বরী
বিশ্ব কেন এ আনন্দধাম?
হরি বাম ভাবিব কেমনে?
শিরায় শিরায় রক্তস্রোত ধায়,
কহে মোরে হরি কভু নহে বাম;
অন্তর আমার
নৃত্য করি কহে বার বার,
হরি বন্ধু, নহে অরি।
প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত মাধুরী,
বুঝিতে না পারি এ সংসারে
অরি কেবা কার?
হরি নামে প্রাণ ভ'রে যায়—
শত্রু মিত্র সকলি ফুরায়;
মত্ত মন পিয়ে সুধা অনন্ত তৃষায়,
তৃপ্ত ক্ষিপ্ত এক কালে মধু-পারাবার,
ওরে, মন আমার—হরি বল,
হরি বল দিন গেল ব'য়ে।

হিরণ্য। বধ কর করি-পদতলে।

[হিরণ্যকশিপুর প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। হের হরিময় শত্রু কারু নয়;
হের খেলা ভোলা মন,
খেল বাহু তোল হরি হরি বল;
ওরে এল তোর আনন্দের দিন,
কৃষ্ণ ব'লে দিবি প্রাণ।

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শুনেছ কুমার?

প্রহ্লাদ। চল মন্ত্রি! হরি ব'লে চল সাথে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কাননপথ

গোলোক-সখাগণের প্রবেশ

সকলে। গীত

আয় আয় আয়, গুটি গুটি চলি,
আয় আয় আয় ধবলি শ্যামলি,
ওরে গোলোক ত্যজে
আসবে হরি ধরাতলে।

প্রহ্লাদ (নেপথ্যে)। হরি রাখ রাঙা-চরণ-কমলে
হরি হে, হরি হে, হরি হে!

সকলে। ধেনু শুন রে, ওই ভক্ত ডাকে
হরি ব'লে
ভক্ত-হৃদয় ভরি শোন বাজিছে বাঁশরী,
ওরে ডাকলে হরি রইতে নারে,
রাঙা-চরণকমল দেয় তারে,
প'ড়ে বিপদে
শোন ভক্ত ডাকে বারে বারে।
গুণ গুণ গুণ নূপুর বাজে,
ভক্ত-হৃদয়ে তার বাজে,
কানু বিভোর ধেনু নেহার—
কানু চলে ঢ'লে ঢ'লে,
বনমালা দোলে গলে,
কানাই প্রেমে ভাসে নয়নজলে॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

প্রহ্লাদ, মন্ত্রী প্রভৃতির প্রবেশ

প্রহ্লাদ। এ সময় কোথা কৃষ্ণ দয়াময়!
করি-পদে যদি প্রাণ যায়,
নাহি গণি তায়,
রাঙা-পায় স্থান দিও বংশীধারি!
তব পদে আশ,
শ্রীনিবাস, তোমা বিনা নাহি জানি,
এস হরি, ভক্তে কৃপা করি,
মরি প্রভু, হেরিয়ে মাধুরী,

দেখা দিয়ে দূর কর তাপ;
ওহে ভবত্রাতা, তুমি পিতা মাতা,
তুমি সখা, বিপদে কাণ্ডারী;
বংশীধারি, বাজাও বাঁশরী
দাঁড়াইয়ে পায় পায়।
আরে রে রসনা,
কৃষ্ণ ব'লে ত্যজ রে ভাবনা,
ধাও রে বাসনা শ্রীকৃষ্ণের রাঙা-পায়,
কৃষ্ণ ব'লে মরিয়ে হইব মৃত্যুঞ্জয়;
কৃষ্ণপদে নত হও মন,
আসিছে শমন দুর্জ্জয় বারণরূপে,
কৃষ্ণ বলে ত্যজ পরিতাপ,
শমন-প্রতাপ কৃষ্ণনামে হবে পরাজয়;
কই কৃষ্ণ, অনাথ-বান্ধব!

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

শ্রীকৃষ্ণ। আয় আয় আয় রে প্রহ্লাদ,
করী 'পরে দেখ্ তোর হরি।
প্রহ্লাদ। প্রভু দয়াময়!
দীননাথ, দয়া কর দৈত্যকুলে,
তব পদ ভুলে
মোহমদে মত্ত মম পিতা,
ওহে জগৎ-ত্রাতা,
দেহ তাঁরে পদাশ্রয়।
মন্ত্রী। এই হরি, কর আক্রমণ, কর আক্রমণ।

রক্ষিগণ আক্রমণ করিতে উদ্যত ও
হস্তী-শুণ্ডাঘাতে রক্ষিগণের পতন

১ রক্ষী। মন্ত্রিমহাশয়, পালাও সত্বর,
নহে কারু নাহি রবে প্রাণ!
মন্ত্রী। সকলি কুহক, সকলি কুহক।
[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ

হিরণ্য। ধন জন সকলি অসার,
বৃথা বীর্য্য, বৃথা অহঙ্কার,
কোথা হরি কোথা দুরাচার,
খল শত্রু কিরূপে সংহার করি?
আরে কামরূপ, বুঝি তোর বল,
কভু যদি হও সম্মুখীন,
আয় হরি, নিরস্ত্র যুঝিব তোর সনে,
যাব যেই স্থানে কর আবাহন।
দেহ রণ এই মাত্র চাই,
ওহো, দৈত্যকুল দিল ছারেখারে!
মজালে কুমারে,
আশা বাসা সকলি ফুরাল,
আরে খল, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর,
অতি ক্রূর বুদ্ধি তোর,
পিতা-পুত্রে কর ভেদ।
জান না জান না, আরে হীনমতি হরি!
কি বেদনা পুত্র হ'লে পর,
আরে পাপমতি, এ কি রে দুর্নীতি,
বীর্য্যবান্ নাহি করে ছল,
দেখি ছল তোর বল;
দেখা দে রে কপট পামর,
যদি এক ঘায় নাহি হয় তোর পরাজয়
সত্য করি, না করিব দ্বিতীয় প্রহার।
নীচ অরি, কি করি কি করি,
কোথা হরি কেমনে দর্শন পাই?
আছ কে কোথায়,
সমাচার জানাও আমায়,
দেহ কেহ হরির সংবাদ।
দিব রাজ্যধন, দিব সিংহাসন,
চিরদিন রব রে অধীন,
দেখাইয়ে দেহ যদি হরি।
ওহো, কি হ'লো কি হলো,
পুত্র নিল শত্রুর আশ্রয়,
পিতা হ'য়ে সন্তান-নিধন করি।
হরি, হরি!
দেখা দে রে, দেখা দে আমায়,
আরে তোর অদ্ভুত প্রতাপ,
বর হ'লো শাপ,
আত্মহত্যা করিবারে নারি।
ওহো, এমন বেদনা কেমনে জুড়াব?
হরি, তোর কোথা দেখা পাব,
দেখ হরি, বধি তোর ভক্তের জীবন,
দে রে দরশন, দরশন দে রে দুরাশয়!

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, বচন না যুয়ায় আমার,
নাহি বুঝি শিশুর ব্যবহার।
মদমত্ত দুর্ম্মদ বারণ—

শিশু হেরি ত্যজিল গর্জ্জন,
অকস্মাৎ করী 'পরে চূড়াবাঁধা শিরে,
দেখা দিল পুরুষ দুর্জ্জয়,
করী 'পরে তুলিল কুমারে,
নিরাপদে শিশু করে হরিগুণগান।
রক্ষিগণে আজ্ঞা দিনু আক্রমণ হেতু,
করী-শুণ্ডাঘাতে সকলে ত্যজিল প্রাণ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

হিরণ্য। কালসর্প আনি বধ শিশু,
গদা আন গদা আন,
কৃষ্ণবধ এখনি করিব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

কক্ষ

হিরণ্যকশিপু, মন্ত্রী ও প্রহ্লাদের প্রবেশ

হিরণ্য। সত্য কহ পুত্র মোরে,
জান কি কৌশল,
তোর কায় অস্ত্র চূর্ণ হয়,
দুর্ম্মদ বারণ
প্রভু-আজ্ঞা করিয়ে হেলন
কিবা ছলে লোটে তোর পায়,
নতশির কালভুজঙ্গম
এ হেন বিক্রম তোর,
ধন্য তোরে করি রে বাখান,
বিষপানে পাও পরিত্রাণ,
অসীম ক্ষমতাশালী তুমি,
পুজে কালী করালবদনী,
এই ক্ষণে মন্ত্রিগণে আনি
রাজ্যে তোরে করি অভিষেক।
ত্যজ পুত্র কুবুদ্ধি তোমার,
কৃষ্ণ অতি অসার কপট,
ধীর তুমি মহাবীর্য্যবান্,
কেন তার মান অধীনতা,
রাখ পিতৃকথা,
কৃষ্ণনাম কর পরিহার।
হও রাজ্যেশ্বর,
দেব যক্ষ অমর কিন্নর
ডরে তোর দাস হবে,
ভবে কীর্ত্তি রহিবে অতুল,
দৈত্যকুলে গৌরব বাড়িবে,
আমি যাব হরি অন্বেষিব,
নাগপাশে বাঁধিয়া আনিব,
দেখাইব দৈত্য হ'তে বলী নহে হরি;
ত্যজ ভ্রম, কৃষ্ণে নাহি কর আবাহন।

প্রহ্লাদ। পিতঃ, নাহিক কৌশল
নাহি অন্যবল,
কৃষ্ণপদ ভরসা কেবল।
হৃদয়-কমলে,
ধরি তাঁর রাঙা পা দু'খানি,
তাই অস্ত্রে পাই পরিত্রাণ
বিষপান অমৃত সমান,
তায় দন্তী পায়ে পরিহার
হরির কৃপায় সর্প নতশির;
ধ্যান-জ্ঞান সকলি আমার হরি।
হরি কভু ধরয়ে বাঁশরী,
কভু এলোকেশী করে শোভে অসি,
কভু দিগম্বর মহাযোগী হর,
কভু মীন কূর্ম্ম বা বরাহ,
সর্ব্বদেহে হরি অধিষ্ঠান।
হরি জগৎপ্রাণ,
ব্রহ্ম-আত্মা ব্রহ্মার ধ্যানের নিধি,
জগৎবৈভব শ্রীপদপল্লব তাঁর
স্থাপিতে সংসার বার বার হন অবতার;
ভবভার খণ্ডে হরিনামে,
তাঁরে পরিহরি
বল পিতা, কিসে প্রাণ ধরি,
প্রাণ মন সকলি তো হরি।
পিতা হরিসনে কেন কর বাদ,
হৃদি-মাঝে হের কালাচাঁদ,
ঘুচিবে বিষাদ,
প্রাণভরি হেরিবে সে অতুল মাধুরী;
হয়ে বাঁকা দেখা দেবে শ্যাম,
হৃদি-পদ্মে দেহ তাঁরে স্থান,
হেরে তাঁরে তাপ যাবে দূরে;
বাঁকা শিখি-পাখা,
খঞ্জন-নয়ন দুটি বাঁকা,
বাঁকা হ'য়ে বাজাবে বাঁশরী,
মরি মরি হরি হরি হরি প্রেমময়!

হিরণ্য। অগ্নি জ্বালি পোড়াও বালকে,
দৈত্যকুল-কলঙ্ক কর রে দূর।

দৈত্যকুলে কেহ নাহি বলবান্
বালকের বধে প্রাণ?
হায়, পরিতাপ কব আর কারে,
দৈত্যগর্ব্ব গেল ছারেখারে,
পুত্র হ'লো অরির সেবক,
অগ্নিমধ্যে রহে যদি পুত্রের জীবন,
শিশু ল'য়ে উচ্চশৃঙ্গে কর আরোহণ,
করি তারে প্রস্তরে বন্ধন
সাগরে নিক্ষেপ কর;
পুত্র আছে জীবিত আমার,
হেন সমাচার আর কেহ নাহি আন;
বধ তারে পার যে প্রকারে,
আর মোরে হরিগুণ না শোনায়।
দেখি কোথা হরি,
শুনি দেখা দেয় নয়ন মুদিলে,
দেখি আমি নয়ন মুদিয়া,
আয় হরি,
হৃৎপদ্মে দেব তোরে স্থান,
আয় আয় তীক্ষ্ন খড়্গ
করি হৃদি খান্ খান্
আয় প্রবঞ্চক,
পুত্রশোক পাশরিব বধিয়া তোমায়,
রহ রহ, কোথায় লুকাবি?
জলে স্থলে শূন্যে সমীরণে
খুঁজিয়ে ধরিব তোরে:
আয় হরি আয় ধরি তোর পায়,
কর রণ দৈত্যের সহিত।
আরে ভীরু, ছলে কর পুত্রে পর,
আরে রে বর্ব্বর, পুত্র কি নাহিক তোর?
রে নিষ্ঠুর, এ কি তোর বীরপণা,
বীরপুত্র পিতা হ'য়ে করি বধ।
হায় কিসে দিব প্রতিশোধ!
কেমনে রে শান্ত করি ক্রোধ,
শুনি ভক্ত তোর পুত্রসম,
আয়, ভক্ত তোর রক্ষিবারে,
দেখ ভক্তে দৈত্য বধ করে:
হরি যদি তোরে পাই,
তুচ্ছ করি ভুবনের অধিকার,
দেরে মূঢ়, বারেক সমর,
মম যুদ্ধে যদি তোর রহে রে জীবন,
করি পণ—ত্যজি ত্রিভুবন
বিশ্বপ্রান্তে বসি গিয়ে শিব-আরাধনে,
দেখা দে রে এইমাত্র চাই।

[হিরণ্যকশিপুর প্রস্থান।

মন্ত্রী। এ কি, রাজা ক্ষিপ্তপ্রায়,
দৈত্যকুলে না জানি কি হয়,
দানবের কাল হ'লো হরি।
বধিয়াছে হিরণ্যাক্ষ শূরে,
কৌশল তাহার
কুমারের জীবন সংশয়,
রাজার এ দশা,
দৈত্যকুল জানে সে দুর্জ্জয়
তাই নাহি সম্মুখীন হয়,
গুপ্ত রহি করিছে কৌশল।
হায় হায় বুদ্ধিবল নাহিক যুয়ায়,
ছলে বুঝি মজায় দানব-কুল,
কি করিব দৈত্য বলবান্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাসমঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণ ও সখীগণ

সখীগণ। গীত

হৃদয়ে বহে প্রেমেরি তুফান,
প্রাণ পেয়েছে প্রাণের মতন;
প্রেমের পুলকে গোলোক লীলা,
প্রাণের সনে প্রাণের রমণ॥
ঢলি ঢলি ঢলি অঙ্গে অঙ্গ,
নয়নে নয়নে নয়ন রঙ্গ,
মোহিত মদন মানভঙ্গ,
প্রেমতরঙ্গে নেহারে—
বাঁধি বাঁধি বাঁধি মালতী-মালে,
বেড়ি বেড়ি বেড়ি ভুজ-মৃণালে
রুণু রুণু রুণু মঞ্জীর তালে,
পড়বো ঢ'লে রূপের ভারে।
মরি মরি মরি উথলে ওঠে রূপের কিরণ॥

১ সখী। কেন কেন কেন বিরস বদন হরি,
তোমার এত সাধের গোলোকধামে?
(নেপথ্যে প্রহ্লাদ) কোথায় হরি,
অনলমাঝে বধে অরি!
হরি হে! হরি হে!
শ্রীকৃষ্ণ। আমায় ভক্ত ডাকে প্রাণেশ্বরি!

সকলে। চল চল চল যুগলে যুগলে;
ভক্তে তুলে নিব কোলে।
শ্রীকৃষ্ণ। আমার ভক্ত বিনে কে আছে আর।
আমি ভক্ত বিনে রইতে নারি,
ভক্ত আমার প্রাণের সার—
আমি ভক্তের তরে সদাই কাঁদি,
আমি ভক্তে প্রাণে প্রাণে বাঁধি,
দেখেছ প্রাণ সখীরে!
আমি ভক্তের পায়ে ধ'রে সাধি;
কত কাঁদি প্রাণসইরে।
সখীগণ। চল চল চল, হরি হরি বল,
ভক্ত প্রেমে বেঁধেছে বাঁকা শ্যামে;
হরি রইতে নারে ভক্তের তরে
গোলোকধামে।
চল ভক্তে হরি নয়ন ভরি।
কেন কেন কেন বিরস বদন হরি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

কয়াধু

কয়াধু। মা চণ্ডি! তোমা ভিন্ন মনের বেদনা আর কারে জানাব? মা, সকলি দিয়েছিলে, তবে কেন সর্ব্বনাশ ক'রলে? মাগো, যে অতি দীন-দরিদ্র, সে ত আমা অপেক্ষা শতগুণে সুখী। হায়! এ সংসারে কার পতি পুত্রের বধকামনা করে? জগজ্জননি! শিবসীমন্তিনি! অভাগিনীর প্রতি মুখ তুলে চাও। মাগো, বার বার প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছ, গণেশজননি! অনল হ'তে আপনার পুত্রকে রক্ষা কর।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। রাজ্ঞি! দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?

কয়াধু। মন্ত্রি! সর্ব্বনাশ হ'লো। এদিকে পুত্রের এই দশা, রাজাও বোধ করি কোন বিকট রোগাক্রান্ত, বুঝি শিববর ব্যর্থ হয়, তাঁর মস্তিষ্কের স্থিরতা নেই, এখন শঙ্কর রক্ষা না করলে আর উপায় নেই।

মন্ত্রী। কেন জননি!

কয়াধু। রাজা নিদ্রাবস্থায় তর্জ্জন করেন, সম্পূর্ণ নিদ্রিত অথচ এ ঘর ও ঘর অনুসন্ধান করেন, বলেন এই হরি, এই হরি! আমি জিজ্ঞাসা করলুম, প্রভুর কি পীড়া হয়েছে? আমার প্রতি ক্রোধ করে বললেন, আমার শত্রু উদরে, তা জান না? তুমি নারী, নচেৎ বধযোগ্য, আমি ভয়ে নীরব হয়ে রইলেম।

মন্ত্রী। দেবি! আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ হয়েছে, আমি এ অকূলে কোন উপায়ই দেখছি না, হরি দৈত্যকুলে কাল হ'লো, মহারাজের যে অবস্থা, তাঁকে কোন কথা বোঝাতে গেলে ক্রোধানল শতগুণে প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠে; আপনি যদি কোন উপায় ক'রতে পারেন, তা হ'লে হয়। আমি দাস, আমি কি ক'রবো!

কয়াধু। মন্ত্রি! আমি পুত্র গর্ভে ধ'রে কাল ক'রেছি, প্রহ্লাদের মুখ দেখে আমার আনন্দ হয়েছিল, ভেবেছিলাম, পুত্র হ'তে ইহকালে সুখী হব, কিন্তু ভগবতী সকলি বিপরীত ক'রলেন। রাজপুরে এসে অবধি, মহারাজ কখনও কোন রূঢ়কথা বলেননি, কিন্তু এখন আমায় দেখলেই দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করেন, আর আরক্তলোচনে বলেন, তুই পাপিনী নীচকুলোদ্ভবা! নচেৎ এমন নীচ সন্তান কেন প্রসব করলি? তোর সন্তান আমায় দিবানিশি তুষানলে দগ্ধ ক'রছে। মন্ত্রি, আমি অভাগিনী। রোদন ক'রবো, এ স্বাধীনতা আমার নেই, হায়! এই নিমিত্ত কি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেম? অনুকূল পতি কার এরূপ প্রতিকূল হয়? কার পতি সন্তাননিধনে যত্নবান্? এ অভাগা সন্তান কেন আমার জঠরে এসেছিল? মন্ত্রি! বুঝি পুত্র গর্ভে ধ'রে পতি-পুত্র হারাই। মন্ত্রি, যাও, যাও, বুঝি মহারাজ এদিকে আসছেন।

মন্ত্রী। দেবি, আমি রাজবৈদ্যের সঙ্গে পরামর্শ করি গে?

কয়াধু। মন্ত্রি, যাও, শীঘ্র যাও, মহারাজ দেখলে উভয়কে বধ ক'রবেন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ

হিরণ্য। রাজ্ঞি! শুনেছ, তোমার পুত্রকে অগ্নিতে দাহন করতে আজ্ঞা দিয়েছি, যদি তাতে রক্ষা পায়, তোমার পুত্রকে গিরিশৃঙ্গ

হ'তে সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'রবো, দেখি কুহকিনী তোর কি কুহক, পাপিনি! পুত্রশোক পাবি, পুত্রশোক পাবি, পুত্রশোক পাবি। তুষানল, তুষানল! বীরবর হিরণ্যাক্ষ! তুমি কোথায়? এ মনের জ্বালা কা'কে জানাব; দেখে যাও, দেখে যাও, প্রহ্লাদের আচরণ দেখে যাও। রাক্ষসী নীরব আছ? কাঁদ, কাঁদ, তোমার রোদন দেখলেও আমার মন তৃপ্ত হয়। তোমার পুত্রকে বধ ক'রবো, তোমার পুত্রকে বধ ক'রবো, তোমায় পুত্রহীনা ক'রবো; এই হরি, এই হরি! ধর্ ধর্ ধর্!—

[প্রস্থান।

কয়াধু। হা শঙ্করি! তোমার মনে এই ছিল মা!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কানন

রক্ষী ও প্রহ্লাদের প্রবেশ

প্রহ্লাদ। কৃপাসিন্ধু, অনাথবান্ধব!
পদে রাখ এ ঘোর বিপদে,
দেখ প্রভু, দীপ্ত হুতাশন,
এখনি তো যাবে এ জীবন;
দেখা দাও মদনমোহন আসি,
এস এস ভীতজন সখা!
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও সম্মুখে,
পুলকে অনলে ত্যজি প্রাণ;
বিপদ্‌সাগরে যে ডাকে তোমারে,
তারে হরি দাও দেখা।
এ অকূলে কোথা আছ ভুলে,
এস কৃষ্ণ বাজায়ে বাঁশরী,
প্রাণ পরিহরি,
রাঙাপদ দেখিতে দেখিতে;
কমল-নয়নে চাহ কমলরঞ্জন।
হে শ্রীনাথ ভকতবৎসল,
দেহ বল, ত্যজি প্রাণ নাম করি গান;
হরিনাম সংসারে অভয়,
হর ভয় ওহে ভগবান্,
যদি মম দুর্ব্বল হৃদয়,
মৃত্যুকালে নামে করি কলঙ্ক অর্পণ;
ডরি বনমালি, শমন-তাড়নে,
পাছে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-নাম ভুলি,
দেখো দেখো রেখো সখা পায়
যেন রসনায় তব নাম গায়,
কালাচাঁদ নাহি অন্য সাধ,
কৃষ্ণ ব'লে যেন যায় প্রাণ।

অনলমধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণের উদয়

শ্রীকৃষ্ণ। আয় কোলে আয় রে অনলে,
অগ্নিমাঝে দেখ তোর হরি,
দেখুক সকলে—
অনল শীতল হয় বৈষ্ণব-পরশে;
আয় ভক্ত, ভক্ত আমার প্রাণ,
ভক্ত সার ভক্ত বিনা নাহিক আমার,
বাঁধা আমি ভক্তের নিকটে!
রক্ষী। ওরে ওরে জ্ব'লে গেল!
প্রহ্লাদ। কোটিজন্ম সহিতে তাড়না
কালাচাঁদ হয় হে বাসনা মনে।
হরি দয়াময়, হরি দয়াময়,
হরি দয়াময়!
দেখো প্রভু, ভুলো না আমায়,
দেখা পাই এই ভিক্ষা চাই।
প্রভু, তব মহিমা অপার,
দৈত্যকুলে করহ নিস্তার,
পদাশ্রয় দেহ প্রভু, পিতারে আমার।
ওহে জগৎপতি!
মতি গতি সকলি হে তুমি,
ভগবান্ দিয়ে দিব্যজ্ঞান
ত্রাণ কর দৈত্যকুলেশ্বরে।
শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তের বাসনা পূর্ণ হবে চিরদিন,
কালে পদতলে
দিব স্থান জনকে তোমার।
কহি সত্য করি,
দৈত্যদ্বারে বাঁধা রব চিরদিন।
পূর্ব্ববিবরণ করহ শ্রবণ,
ছিল জয় বিজয় আমার দ্বারী,
ব্রহ্মশাপে জন্মিল ধরায়,
শত্রুভাবে দোঁহে মোরে করিল সাধনা,
হিরণ্যাক্ষে দিছি আমি দেখা,
কালপূর্ণ হ'লে
দেখা দিব জনকে তোমার।
প্রহ্লাদ। ইচ্ছাময়, ইচ্ছায় সকল তব!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

মন্ত্রী ও রক্ষীর প্রবেশ

মন্ত্রী। এ কি সত্য?

রক্ষী। মহাশয়, স্বচক্ষে দেখুন, এই বৃক্ষগণের এই পুষ্পবনের অবস্থা দেখুন. মহারাজ ক্ষিপ্তপ্রায়, এসে সকলি ছিন্ন-ভিন্ন ক'রেছেন, এই হরি হরি বলেন, আর বৃক্ষে গদাঘাত করেন।

মন্ত্রী। অ্যাঁ! কখন?

রক্ষী। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হ'লে প্রহরী পরিবর্ত্তন হয়, সেই সময় আমরা দ্বার-রক্ষার ভার পাই।

মন্ত্রী। এখন তো প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত।

রক্ষী। আমি মহারাজের এই দশা দেখে আমার সহকারীকে দ্বার-রক্ষায় নিযুক্ত ক'রে মহাশয়কে সংবাদ দিলেম।

মন্ত্রী। আমি রাজ্ঞীর নিকট শুনেছিলাম, মহারাজ নিদ্রিতাবস্থায় চীৎকার করেন, কখনও কখনও নিদ্রাবস্থায় প্রতি গৃহ অন্বেষণ করেন. বোধ হয়, আজও সেই ভাবে উদ্যানে প্রবেশ ক'রেছেন।

রক্ষী। কই তো নিদ্রিত দেখলেম না, আরক্তনয়নে অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে. কিন্তু চক্ষের পল্লব পড়ে না—ঐ দেখুন।

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ

হিরণ্য। না না, প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, গদাগ্রহণ ক'রবো না, চুপ চুপ! কথা কওয়াও উচিৎ নয়, দুরাচার পালাবে, ঐ হরি আসছে।

মন্ত্রী। নিদ্রিত অবস্থাই বটে।

হিরণ্য। হা ভ্রাতঃ! বরাহদন্তে তোমার অঙ্গ বিদীর্ণ হ'য়েছে, বীরবর, ক্ষণেক বিশ্রাম কর, আমি বরাহ-নিধন করছি।

মন্ত্রী। এ তো সম্পূর্ণ উন্মত্ততা।

হিরণ্য। মুনি, মৃত—মৃত. কামরূপী—দুর্জ্জয়—দুর্জ্জয় সে হরি।

রক্ষী। মন্ত্রী মহাশয়! এ কি দেখছি, দৈত্যকুলে সর্ব্বনাশ হ'লো!

হিরণ্য। কি বল মন্ত্রি! প্রহ্লাদ কালী ব'লেছে, দুরাচার হরিনাম আর নেয় না? আমার পুত্র, আমার পুত্র—আমার,—চুপ চুপ! ঐ হরি আসছে।

মন্ত্রী। আর উপায় নেই, হরি সর্ব্বনাশ ক'রলে, হরি সর্ব্বনাশ ক'রলে, হায় কি হ'লো! রাজার এই দশা! রাজপুত্রকে পর্ব্বত-শৃঙ্গ হ'তে সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'রতে নিয়ে গেল, দৈত্যের আধিপত্য বুঝি ফুরালো।

রক্ষী। হায় হায়, কি হলো!

হিরণ্য। কি অগ্নিতে মরেনি? সকলে প্রবঞ্চক, সকলে আমায় প্রবঞ্চনা ক'রছে, আমি এক কালে সকলকে নিধন ক'রবো;—এই হরি, এই হরি, এই হরি—

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি, আমি—

হিরণ্য। অ্যাঁ! কোথা আমি! (মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী। সর্ব্বনাশ হ'লো, মহারাজ! ধৈর্য্য ধরুন মহারাজ ধৈর্য্য ধরুন, দৈত্যেশ্বর! স্থির হোন।

হিরণ্য। ওঃ হরি!

ধন্য তুই, কপট মায়াবী।
মন্ত্রি! ত্রিসংসার হেরি হরিময়,
নিশিদিনে শয়নে-স্বপনে,
হরি নাহি ভুলি,
কিন্তু মম অন্তরের কালি নাহি গেল,
হরি না আইল,
রাজ্যধন বিফল সকলি,
প্রতিশোধ দিতে যদি নারি।
কপট নির্দ্দয় বীর সে তো নয়,
কৌশলে মজায় দৈত্যকুল,
গেল কুলমান,
শত্রু পূজা করিল সন্তান,
জ্যেষ্ঠভ্রাতা বধিল কপটী
দেখা দিয়ে দেখা নাহি দেয়,
ছলে কোথা যায়,
ভাবি তাই কোথা তারে পাই,
এ যাতনা কেমনে মিটাই।
আয় হরি, আয়—
দৈত্যবল বোঝ পরীক্ষায়,
এক ঘায় চূর্ণ করি তোর শির,
আয় মূঢ়, কূর্ম্ম-কলেবরে,
কিংবা এস বরাহ-শরীরে,
সিংহ ব্যাঘ্র নর অমর কিন্নর,

ধর শীঘ্র যে মূর্ত্তি বাসনা তোর,
দেখা পেলে বুঝি তোর বল,
ভাঙ্গি তোর ছল,
হায় আর নাহি সয়,—
গেল গেল সকলি মজিল।
মন্ত্রী। মহারাজ, কোথা হরি?
ধৈর্য্য ধর, কি হেতু উতলা,
তিন পুর ভ্রমে দৈত্যদূত,
যমদূত সম বলে,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে ফেরে রসাতলে,
আনি দিব হরির সংবাদ,
স্থির হও, ধৈর্য্য ধর মহারাজ!
হিরণ্য। মন্ত্রি, পূজিয়া শঙ্কর মাগিলাম বর,
অস্ত্রে জলে অনলে নাহিক মৃত্যু মোর,
নাহিক শরীরী—শঙ্কর কৃপায় যারে ডরি,
দিবা বা রাত্রে মৃত্যু নাহি মোর;
হের মন্ত্রি! বর হ'লো শাপ,
এ কি পরিতাপ,
পুত্র হ'লো শত্রুর অধীন।
ধরি হীন দেহ,
ভ্রাতৃবধ প্রতিবিধিৎসিতে নারি,
মনে করি দেহ পরিহরি,
এড়াই এ দারুণ যন্ত্রণা,
মৃত্যু সম্ভবে না,
মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যুঞ্জয়-বরে আমি।
ওই হরি, ওই দুরাশয়,
আয় বধি তোর প্রাণ।
মন্ত্রী। মহারাজ! কোথা হরি?
হিরণ্য। ওই হরি, বাজায় বাঁশরী,—
ওই ওই ওই চক্রী মূঢ়!

[হিরণ্যকশিপুর পশ্চাতে সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

রক্ষিগণের প্রবেশ

১ রক্ষী। রাজা তো ভাই গর্দ্দানা নেবে, —উঃ! সমুদ্র থেকে উঠলো যেন কালো মেঘ-খানা।

২ রক্ষী। আমি ভাই অত দেখিনি, আমি ঝুঁটি দেখেই সট্‌কেছি, সেদিন আগুন থেকে বেঁচে গেছি, আজ নিয়েছিল আর কি!—ঐ সেনাপতি মশাই আসছে, আয় ভাই ও'রে বলি, রাজা তো আস্ত রাখবে না।

সেনাপতির প্রবেশ

সেনা। সর্ব্বনাশ হ'লো, মহারাজ আগুন মানেন না, জল মানেন না, ঐ হরি হরি ব'লে হ্রদে ঝাঁপ দিলেন, আমি ভেবে পাচ্ছিনে, কি উপায় ক'রবো।

১ রক্ষী। সেনাপতি মশাই, রক্ষা করুন,—কুমারকে নিয়ে তো বিভ্রাটে প'ড়লেম! গিরি-শৃঙ্গে আরোহণ ক'রে রাজকুমারকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেম,—অকস্মাৎ সমুদ্র থেকে এক-খানা কালোমেঘের মত উঠলো, আমরা অস্ত্র মারলেম, দন্তে অস্ত্র ধরলে—চতুর্ভুজে শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম, রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে তীরে উঠলো; আমরা পুনর্ব্বার আক্রমণ ক'রলেম, সে মেঘবর্ণ বীরপুরুষ গর্জ্জন ক'রলে, গর্জ্জনে শত শত জন মূর্চ্ছিত হ'লো, আমরা প্রাণভয়ে পলায়ন ক'রেছি, কুমার নিরাপদে পুরে প্রবেশ ক'রেছেন।

সেনা। সকলি বিচিত্র! এ সেই হরি নিশ্চয়, রাজার কাছে চল।

২ রক্ষী। মহাশয়, রাজকোপে সর্ব্বনাশ হবে।

সেনা। না না, রাজা বুঝেছেন, তোমাদের অপরাধ নাই; হরি অতি ক্ষমতাশালী, চল, রাত্র গেল, বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

১ রক্ষী। মহাশয়! প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছিলেম।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ

হিরণ্য। দেখা দিয়ে কোথায় লুকায়,—
পাছে পাছে অরি ধরিতে না পারি,
এরূপ কেমনে করি নাশ,
দেখি দেখি কোথায় মিশায়।
এই এই—পুনঃ দেখি—নেই,
কভু জলে, কভু বা অনলে,

কভু বৃক্ষে, গগনমণ্ডলে
নাচে কুতূহলে,
ধেয়ে গেলে তথা আর নেই!
নিশ্চয় নিকটে আছে,
কিন্তু দুরাশয় মহা-মায়াময়,
হেন বৈরী কেমনে করিব পরাজয়!—
চোরা-রীতি করে চুরি রণ—
এ দুর্জ্জয় শাসন-অধীন নয়,
নিশ্চয়, নিশ্চয় হেথা কোথা আছে অরি।

সেনাপতির প্রবেশ

সেনা। মহারাজ!
রাজ্যে দেখি সকলি অদ্ভুত,
বুদ্ধি হয় পরাভব,
বাঁধিয়ে প্রস্তরে
কুমারে সাগরে যবে করিল নিক্ষেপ—
জল হ'তে অকস্মাৎ উঠিল পুরুষ,
নবজলধর জিনি কলেবর,
শিখিপাখা শোভা পায় শিরে,
কুমারে লইয়ে কোলে খুলিল বন্ধন।
রক্ষিগণ—
অস্ত্র বরিষণ করিল সকলে মিলে,
দন্তে ধরি লইল সে পুরুষ দুর্জ্জয়,
ভীমনাদে করিল গর্জ্জন,
কত শত জন ত্যজিল জীবন তাহে।
কেহ মূর্চ্ছাপ্রায়—
কেহ দ্রুতপদে পলাইল,
নাহি জানি—
রাজ্যে কিবা জঞ্জাল ঘটিল,
নিরাপদে রাজপুরে ফিরেছে কুমার।
হিরণ্য। এই হরি! শীঘ্র বল কোন্ সিন্ধুমাঝে
দেখা দেছে দুরাচার,
এখনি বধিব তারে।
সেনা। মহারাজ!
শত্রু আর নাহি সিন্ধুমাঝে;
কভু জলে, কভু শত্রু অনলে বিরাজে,
সাগরে কি পাবে নিদর্শন?
হিরণ্য। সেনাপতি! সত্য তব কথা,
দুর্ম্মদ, দুর্ম্মদ—হরি!
ডাকহ প্রহ্লাদে,
অবশ্য সে তত্ত্ব জানে;
যদি কোথা দেখা তার পাই,
অমরত্ব নাহি আর চাই,
হরির শোণিতে নিভাই মনের জ্বালা।
ডাকহ প্রহ্লাদে,
কৌশলে জানিব কোথা হরি।
সেনা। প্রভু! রক্ষিগণে কুমারে আনিছে।

রক্ষিগণসহ প্রহ্লাদের প্রবেশ

হিরণ্য। সত্য কহ, পুত্র, মোরে—
কোথা তোর হরি?
কহ বার বার,
ব্যাপি ত্রি-সংসার—
হরি তোর বিরাজিত,
কিন্তু রাজচর করে অন্বেষণ,
হরি-দরশন কেহ কেন নাহি পায়?
বল সত্য বল,
হরিসনে কোথা দেখা হ'লো,
কেমনে সে ভুলাল তোমারে?
সাগর-মাঝারে কেমনে বা এল?
কেবা তত্ত্ব দিল?—
ঘুচাও সংশয়, নাহি আর ভয়,
কহ কি প্রমাণে—
জান হরি জগৎ-বিহারী?
প্রহ্লাদ। পিতা, ভক্তিমাত্র হরির প্রমাণ;
নাহি স্থান নাহি হেন ধাম—
হরি যথা নাহি বিদ্যমান!
বাঁকা বংশীধারী ত্রি-সংসার তাঁরি,
হরিময় ত্রিভুবন,—
অন্তরে বাহিরে নেহার হরিরে,
রবি-শশী দিবানিশি করে গুণগান,
বহে সমীরণ হরি-সংকীর্ত্তন ক'রে,
সাগর-কল্লোলে হরি হরি ব'লে
হরিনাম করে জলধর,
ভূচর খেচর আদি চরাচর,
হরি পরাৎপর নতশিরে মানে সবে।
ক্ষুদ্র কীটে অথবা অমরে
সমভাবে শ্রীহরি বিহরে,
বিশ্ব-পরমাণু সম পূর্ণ হরিপ্রেমে।
হিরণ্য। রাখ রাখ বাক্য-আড়ম্বর,
দেহ মোরে স্বরূপ উত্তর,—
এই স্থানে আছে কি রে হরি?

প্রহ্লাদ। হরি জগন্ময়,—
এ কথা নিশ্চয়, সংশয় না কর তায়।
হিরণ্য। এই যে স্ফটিকস্তম্ভ দেখ বিদ্যমান,
ইহাতে কি আছে তোর প্রভু ভগবান্?
প্রহ্লাদ। হরি বিদ্যমান স্তম্ভের ভিতর।
হিরণ্য। মমতায় নিজহস্তে বধি নাই তোরে;
যদি না দেখাও হরি স্তম্ভের ভিতর,
খড়্গাঘাতে লব তোর প্রাণ।
প্রহ্লাদ। পিতা, নিশ্চয় এ কথা—
আছেন শ্রীহরি এই স্তম্ভের ভিতর।
হিরণ্য। আরে ভ্রাতৃ-ঘাতী কপট পামর,
স্তম্ভে আছ লুকাইয়ে।

স্তম্ভে পদাঘাতকরণ ও ভীষণ গর্জ্জন করিয়া
নৃসিংহ অবতারের আবির্ভাব

এই হরি! বুঝি বৃথা হয় বর—
চরাচরে হেন মূর্ত্তি নেই!—
তবু বীরকার্য্য না ভুলিব! (গদাঘাত)
দিবারাত্রে জলে-স্থলে মৃত্যু নাহি মোর,
আরে রে পামর!
কি করিবি নরসিংহরূপ ধরি?
নৃসিংহ। সন্ধ্যাকাল, নহে দিবানিশি,
নহে জলে-স্থলে—জানু'পরে ত্যজ প্রাণ,
বল নাহি প্রেমসম। (সংহারোদ্যত)
হিরণ্য। প্রতারণা ক'রেছ শঙ্কর,—
হরি তুমি বলবান্!
আহা, কি মোহন মূরতি তোমার!
হেন রূপে কেন নাহি দিলে দেখা?
মনোহর ত্রিভঙ্গিম শ্যামল সুন্দর,
হৃৎ-পদ্মে দেহ শ্রীচরণ। (মৃত্যু)

দেবদেবীগণের প্রবেশ

দেবগণ। শান্ত কর প্রভুরে প্রহ্লাদ,
নহে পদভরে যায় ধরা রসাতলে।
প্রহ্লাদ। প্রভু! মজে ত্রিভুবন,
ক্রোধ কর সংবরণ,
হের সভয়-হৃদয় দেবগণ,
করযোড়ে করে অবস্থান,—
সৃষ্টি রাখ সৃষ্টির কারণ।
নৃসিংহ। আয় আয় ভক্ত সদাশয়,
কোলে ল'য়ে জুড়াই হৃদয়,
আমা হেতু সহিয়াছ অশেষ তাড়না।
প্রহ্লাদ। প্রভু! রূপ হেরি সভয়হৃদয়,
দেখা দাও মদনমোহন-ঠামে।
নৃসিংহ। অবোধ সন্তান হেতু এ রূপ ধারণ
যুগ প্রয়োজন,—
নেহার নয়ন মুদি ত্রিভঙ্গ মূরতি।

সমবেত গীত

খাম্বাজ—একতালা

দৈত্যদম্ভভঙ্গ নরসিংহ ভীমরঙ্গ,
গর্জ্জন ঘন, দুর্জ্জন মন কম্পিত আতঙ্কে।
স্তম্ভগর্ভে অঙ্গ ধারণ,
ভক্তাধীন নারায়ণ,
ভক্তচিত্ত মত্ত প্রেমে নর্ত্তন তরঙ্গে।
অপার করুণা হরি,
অরি পায় পদতরী,
হরি তুমি কারু নও অরি;
সখা ব'লে খেল সখা প্রেমিকের সঙ্গে,
হের দীনে অপাঙ্গে।

যবনিকা পতন

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন

[পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্যকাব্য]

(১৭ই পৌষ, ১২৮৮ সাল, ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ব্রহ্মা, কালপুরুষ, মহর্ষি দুর্ব্বাসা, বশিষ্ঠ, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, লব, কুশ, বিভীষণ, জাম্বুবান, সুগ্রীব, হনুমান, কৌশল্যা প্রভৃতি।

দূত, নাগরিকগণ, ভেরীনিনাদক।

প্রথম দৃশ্য

ব্রহ্মলোক

কালপুরুষ ও ব্রহ্মা

কাল। কহ বিধি, একি নিয়ম তব,
এ খেলা বুঝিতে নারি মূঢ় আমি!
অঙ্কুরিত পরমাণু দীপে ভানু রূপে,
ছোটে রেণু ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ;
পুনঃ কোন্ প্রাণে, আজ্ঞা দেহ মোরে,
নিভাইতে উজ্জ্বল তপনে;—
কহ স্থলে ঘটাতে প্রলয়!
তব অনুগামী,
নহি কোন দোষে দোষী আমি,
তবে কি হেতু হে পদ্মযোনি,
দেহ দাসে কলঙ্কের ভার?
হের, সপ্তদ্বীপ ধরা, রাম-রাজ্য-গত,
আঁখি-বিনোদন নন্দন-গঞ্জন-শোভা,
রাম বিনে হইবে শ্মশান।
ব্রহ্মা। শুন তত্ত্ব;
দেখিছ চেয়ে, বিপুল-ব্যাপিনী শোভা,
শব-দেহ-সম অচেতন,
শক্তি-হীনা জনকনন্দিনী বিনা।
উদিল যামিনী,
কহ, ভানুর কি প্রয়োজন তবে?
বুঝ চিত্ত হে কালপুরুষ,
আড়ম্বরে নাহি সার;
দেখ,
রাম-রাজ্যে নাহি কোন ভয়;
যেই প্রজা হেতু,
জনকনন্দিনী বিসর্জ্জিলা ভগবান্,
সেই সূর্য্যবংশ-সিংহাসন,
সিংহাসনে বসি সনাতন,
শুন তবু প্রজার রোদন,
শুন রোদন-সঙ্গীত,
বিচঞ্চল অনিল যাহায়,
হাটে ঘাটে বিপিনে বাজারে,
পথে মাঠে গোঠে,
কাঁদে, হা সীতা—হা সীতা বলে;
অন্ন ঘরে—অন্ন নাহি খায়,
সন্তানের মুখ নাহি চায়,
পতি সতী না সম্ভাষে পরস্পরে,
পাখী নাহি গায়, সলিল শুকায়,
নিরানন্দ উপবন।
হের, রাজীব-লোচন
দীন মনে ধরাসনে,
অশক্ত অনন্ত শক্তিধর;
ব্রহ্মা-দিবা ফুরায় ফুরায়—
যুগ-লয় হইবে সত্বর;
আসিবে রজনী,
হাসিবে মেদিনী শশধর-দরশনে,
এ গগনে ভানু নাহি শোভে,—
হের, স্পর্শ করি মোরে,
করি স্থান পাত্র, ধাইতেছে মহাকাল;
জ্যোতিঃ-মাঝে আপনি হইতে লয়—
কার্য্য-ফল আপনি ফলিছে,
নিমিত্তের ভয় কিবা তায়।
পতিব্রতা শাপে,
আপনা-বিস্মৃত নারায়ণ,
টুটিবে সে মোহ তব দরশনে।
যাও আশুগতি লোক-হর;
সন্ন্যাসীর বেশে,
কর গিয়ে রাম-দরশন,—
সাধুজনে না নিন্দিবে তোমা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

লবকুশবেশী বালকদ্বয় ও
দুইজন নাগরিক

গীত

হরশৃঙ্গার—ঠুংরি

বালকদ্বয়। কাঁদ, বীণা কাঁদরে।
গর্ব্ভবতী সতী, সীতা নারী বর্জ্জন,
নাম মধুর, রাম নিঠুর,
কাঁদি বীণা গাও, হৃদয় ভাসাও,
জানকী দুখ স্মরি, কর ঘন রোদন,
নিঠুর নারায়ণ,
কাঁদ, বীণা কাঁদরে।
যামিনী ঘোরা, জননী বিভোরা,
কাঁদিয়া চল বীণা সাথে;
একাকিনী কামিনী, হা রাম রঘুমণি,
শুন বীণা বীণা জিনি, রোদন পাতে,
শুন বীণা শুন পুনঃ সংগীত সকরুণ,
গর্ব্ভবতী কাঁদে সন্তান তরে;
পতি পদে মতি গতি, একাকিনী বনে সতী,
প্রেম বারি সারি সারি, ঝর ঝর ঝরে;
মা জানকী কাতরা সন্তান তরে;
শূন্য পানে চাহে, লজ্জা রাখ কহে,
লজ্জানিবারণ গান অদূরে।
রাম নাম গান, বাল্মীকি তোলে তান,
প্রেম মধুরে, কানন পূরে, সংগীত দূরে,
রাম রঘুমণি, ধাইল জননী
দ্রুত গতি সন্ততি রাখিব আস;
কণ্টক ফুটিল, গতি নাহি টুটিল,
মুনি পদতলে পড়ে, আলু থালু বাস।
কাঁদ বীণা কাঁদরে, ভূমে পড়ে চাঁদ রে।
শান্তিমতি সতী, কুটীর বাসে,
শিশু দুটী পাশে;
রাম নারায়ণ, গাইছে নন্দন,
নলিনী মলিনী শিশু, মুখ চাহি হাসে।
গুণবান্ নন্দন, পতি করে অর্পণ,
জগত জননী পদে, ঘন ঘন আসে;
সহায় বিহীনা বামা বিপিন নিবাসে।
প্রেম পুলকে, জ্ঞান আলোকে,
শিশু দুটী শশী বাড়ে, কানন মাঝে;
গৌরব ফুটিল, সৌরভ ছুটিল,
শত মুখ কহিল শ্রীরাম রাজে;
প্রাণ বাঁধ বীণা বাঁধরে।
বিবিধ রতনরাজী, শোভিত সভাতল,
নীল-কমল আঁখি, নরদেহধারী,
বিভাগ চারি।
নিজ গুণ কীর্ত্তন, কোলে তোলে নন্দন,
চুম্বন ঘন ঘন, চাঁদ মুখ চাহি;
নীল-কমল ধারা বহে বুক বাহি।
দেখরে দেখরে বীণা, দেখরে দেখরে পুনঃ,
সীতা রাম মিলন, নয়নে নয়ন,
হাহা কাঁদ বীণা নিদয় রাম।
পরীক্ষা যাচিল, একি একি একি হ'ল,
মা জানকী, কোথা গেল,
মেদিনী কোলে নিল;
জনম-দুখিনী;
কাঁদ, বীণা কাঁদরে।
কাঁদিল নন্দন, আকুল জগজন,
কাঁদ, বীণা কাঁদরে।

১ নাগ। আহা, "মা জানকী জনম-দুখিনী",
গাও, গাও বাছাধন!

লববেশী। দেখ দেখ কি আসে অদূরে!

২ নাগ। নাহি ভয় আসিতেছে বৃদ্ধ দ্বিজবর।

কুশবেশী। না না, হৃদ্-কম্প হয় হেরে!

[বালকদ্বয়ের প্রস্থান।

১ নাগ। দেখ চেয়ে কে আসে প্রাচীন,
দ্বিজ বলি চিনিলা কি রূপে?
কায়া সম নাহি হয় জ্ঞান,
যেন অঙ্গ ছায়া-আচ্ছাদিত,
হস্ত পদ না হয় নির্ণয়,
জটা ঘটা আসে চলে!
মা জানকী ত্যজেছেন মহী,
রাম রাজ্যে হবে এবে, হেন আনাগোনা!
নাহি কাজ রহিয়ে এ স্থানে,
শুভাশুভ চেনে শিশু, শৈশব আলোকে,
জ্ঞান-গর্ব্ব-অন্ধকারে না দেখে প্রবীণ।

[সকলের প্রস্থান।

কালপুরুষের প্রবেশ

কাল। ক্ষয়—ক্ষয়—ক্ষয়, যথায় উদয় মম,
জন-হীন বিপণী-নগর আগমনে:
মুক্ত হব মহাপাপে শ্রীরাম দর্শনে।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

রাম

রাম। কহ নারায়ণ,
কত দিন দেহ ভার আর,
কত দিন মোহ,
কত দিন জানকী-বিরহ আর।
খোল দৃষ্টি নারায়ণ,
কাৰ্য্য—কাৰ্য্য—কাৰ্য্য,
কাৰ্য্য বিনা নহে মোহ-দূর:
নহে জ্ঞান-যোগ কভু!
কাৰ্য্যে গৰ্ভবতী শাপে আপনা বিস্মৃত,
কাৰ্য্যে জানকী-বৰ্জ্জন,
কাৰ্য্যে পুনঃ ধরিব চরণ—
বৃন্দাবনে গোপ-বালা রাধিকার;
কাৰ্য্যে লক্ষ্মণে ত্যজিব,
দ্বাপরে পূজিব বলরামে,
কাৰ্য্যে কলি বধ,
বধিবে অঙ্গদ ব্যাধরূপে পুনঃ মোরে;
কাৰ্য্যে ক্ষত্র-কুল ক্ষয়, যদু-কুল লয়;
চৈতন্য উদয় তাপিতে তারিতে ভবে,
মুখে হরি হরি, দেশে দেশে ফিরি,
কাঁদিব ফিরিব, চণ্ডালে তারিব,
পুনঃ বিরহ সহিব,
কাঁদিব কাঁদিব,
কাঁদাইব যত রাধিকায়।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্ম। দেব! আসিয়াছে প্রাচীন জনেক,
বস্ত্রে আচ্ছাদিত কায়া,
কহে ব্রাহ্মণ সে জন,
চাহে ভেটিতে নিৰ্জ্জনে
তোমায় হে রঘুমণি;
সশঙ্কিত সভাস্থল হেরি সে আকার;
অতি উগ্র দ্বিজ,
শীঘ্র চাহে ভেটিতে তোমায়।
রাম। ভাই! দ্বিজ বলি দেছে পরিচয়,
যে হয় সে হয়,
আন নিৰ্জ্জন মন্ত্রণা-গৃহে তারে।
লক্ষ্ম। হের রঘুমণি,
আসিয়াছে আপনি ব্রাহ্মণ!

কালপুরুষের প্রবেশ

রাম। প্রণাম হে ব্রাহ্মণ!
শিখাও অজ্ঞান আমি,
কেমনে হে পূজিব তোমায়।
কাল। নিৰ্জ্জনে হেরিব তোমা আকিঞ্চন হৃদে,
নাহি অন্য সাধ নারায়ণ,
কিন্তু এই মাত্র পণ মম,
যতক্ষণ র'ব তব পাশে,
কেহ নাহি আসে আর।
রাম। ভাল, যথা অভিপ্রায় তব,
নহে এ নিৰ্জ্জন স্থান,
চল যাই নিৰ্জ্জন ভবনে,
লক্ষ্মণে রাখিব আমি প্রহরী দুয়ারে।
কাল। কিন্তু যদি প্রবেশে লক্ষ্মণ?
রাম। লক্ষ্মণে প্রবেশ মানা!
কাল। প্রয়োজন সেই মত প্রভু।
রাম। ভাল,
লক্ষ্মণ না আসিবে তথায়।
কাল। এক ভিক্ষা রঘুকুলোত্তম!
ব্রাহ্মণে এ কর সত্য দান;—
ত্যজিবেন তারে যেই প্রবেশিবে গৃহে:
অতি উচ্চ প্রয়োজন মম;
ছোট কাজে আসি নাই অযোধ্যায়।
রাম। ভাল দ্বিজ, উচ্চ আশ পুরাব তোমার;
হে লক্ষ্মণ, পিতৃ-সত্য-পালন-দোসর!
আইস, রহ প্রহরী দুয়ারে,
দে'খ, সত্য নাহি নড়ে মম,
বিপ্র-কাৰ্য্যে বিঘ্ন নাহি ঘটে।
লক্ষ্ম। আজ্ঞাকারী চিরদিন পদে দাস।

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বারদেশ

লক্ষ্মণ

লক্ষ্ম। আজি পড়ে মনে,
পঞ্চবটী বনে, ছিলাম প্রহরী দ্বারে,
ফুরায়েছে সীতা—সে বারতা স্বপ্ন সম;—
উল্লাস-বিলাস ফুরায়েছে অযোধ্যায়,
অযোধ্যা-ঈশ্বরী বিনা!

দূতের প্রবেশ

দূত। মহর্ষি দুৰ্ব্বাসা সমাগত সভাস্থলে,
হের দেব! আইল তাপস।

গান করিতে করিতে দুর্ব্বাসার প্রবেশ

গীত

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল

হর শঙ্কর, শশিশেখর, পিনাকী ত্রিপুরারে।
বিভূতিভূষণ, দিগ্‌বসন, জাহ্নবী জটাভারে।
অনল ভালে মদন দমন,
তরুণ অরুণ কিরণ নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজতবরণ, মণ্ডিত ফণীহারে।
উক্ষারূঢ় গরলভক্ষ্য, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ,
ভিক্ষালক্ষ্য, পিশাচ পক্ষ, রক্ষক ভবপারে॥

দুর্ব্বা। রামচন্দ্রে করিব দর্শন।
লক্ষ্ম। হে তেজঃপুঞ্জ তপোধন!
সত্যে বদ্ধ রঘুমণি ব্রাহ্মণের সনে,
আছেন বিজন গৃহে।
দুর্ব্বা। প্রের বার্ত্তা ত্বরা।
লক্ষ্ম। যাইতে নিষেধ তথা প্রভু।
দুর্ব্বা। রে অজ্ঞান! নাহি জান' মোরে—
নাহি জান' দুর্ব্বাসা মুনিরে?
এখনি করিব ভস্ম অযোধ্যানগরী।
লক্ষ্ম। হও দেব সদয় এ দাসে,
ক্ষম অপরাধ মম,
চল প্রভু, শ্রীরাম সমীপে,
বুঝিলাম দৈব বিড়ম্বনা!
(স্বগত) অযোধ্যার হেতু রাম বর্জ্জিলা সীতায়,
রাখিব অযোধ্যাপুরী আত্ম-বিসর্জ্জনে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ

রাম ও কালপুরুষ

রাম। কহ গিয়ে ব্রহ্মার সমীপে,
সত্বর ত্যজিব ধরা,
লিপি কভু হবে না খণ্ডন,
কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম পূর্ণ নহে মম,
ভেটিব তোমায় পুনঃ সরযূ-সলিলে।

দুর্ব্বাসা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্ম। দয়াময়! মহর্ষি দুর্ব্বাসা।
রাম। সফল জনম মম ঋষি দরশনে।
কি কাজে আগত তপোধন,
কহ কোন্ প্রয়োজন
সাধিবে তোমার দাস?
দুর্ব্বা। নারায়ণ, কিবা অগোচর তব,
বৎসরেক উপবাসী আমি।
রাম। রুদ্র অংশে তুমি তপোধন,
ক্ষুদ্র আমি, কি সাধ্য আমার
নিভাইতে বৎসরের ক্ষুধা তব,
নিজগুণে ভক্তিবারি পানে,
তৃপ্ত না হইলে ঋষিরাজ!
রুদ্রদেব! বহুস্থানে গমন তোমার
ভাই ভাই দেখেছ অনেক,
দেখেছ কি কভু হেন ছায়া-সম সাথী,
মম প্রাণের লক্ষ্মণ সম?
দাসে দেব ক'র না বঞ্চনা।
দুর্ব্বা। রাজীবলোচন! কি হেতু মিনতি মোরে,
কোন্ যুগে,
কে কবে দেখেছে আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
নহি দোষী, ব্রহ্মার প্রেরিত আমি।
রাম। দেখ' চেয়ে ব্রহ্মার প্রেরিত অন্য দূত;
তপোধন, চেন কি পুরুষে?
দেখ চেয়ে ভাইরে লক্ষ্মণ,
মোহ দূর মুরতি ভীষণ,
নিত্য-ক্রিয়া জীব স্থলে;
বদ্ধ মোহ-পাশে, টুটে মোহ ত্রাসে,
বিলাসী চর্ম্মকি চায়;
হাসি সাধুজন, করে আলিঙ্গন,
মায়া বিভঞ্জন মহাকায়;
অনু ত্রিভুবন, কম্পিত তপন,
যার ডরে কাঁপে ব্যোম;
জীব-ক্ষয় কাল, হের সম্মুখে উদয়,
ব্রহ্ম-দূতরূপে আজি।
দেখ ব্রহ্ম-দূত, রুদ্র-তেজ-তপোধন,
হের, উচ্চ সমাগম অযোধ্যায় আজি,
সুলক্ষণ লক্ষণে বুঝহ,
উচ্চ মর্ম্ম এ সবার,
সত্যবান্, বুঝ' সত্য স্রোত;
রহ নিজ গৃহে
ঋষিরাজে সেবিয়া ভেটিব তোমা।
লক্ষ্ম। আর্য্য! তব পদ ধ্যান দিবানিশি,
দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত মম,

হেরি রুদ্রদেবে তপোধন-রূপে,
প্রতীক্ষায় রহিলাম দেব!
[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

দুর্ব্বা। ক্ষুধা পূর্ণ হ'ল নারায়ণ,
তব পদ-অরবিন্দ-রজে।

রাম। (কালপুরুষের প্রতি)
তব ক্ষুধা মিটাইব ত্বরা,
ত্যজিব ধরা ব্রহ্মার আদেশে;
কিন্তু ভক্ত-হৃদি ত্যজিতে নারিব:
লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে,
সত্য পূর্ণ করিব ত্রেতায়।

কাল। কার্য্য পূর্ণ দেব,
বিদায় যাচি হে পদে।

রাম। কার্য্য পূর্ণ সরযূর নীরে।
[কালপুরুষের প্রস্থান।
তমোগুণে তুমি তপোধন!
অযোধ্যার সার দ্রব্য অর্পিনু তোমারে,
নিভাইতে ক্ষুধানল তব:
তমোগুণে অনন্ত অনল।
সরযূ জীবনে,
দেহ দিব দক্ষিণা চরণে:
এবে, তৃপ্ত হ'ও দেব,
ভক্তি-অর্ঘ্য করি দান।

দুর্ব্বা। দেব! দাস মাত্র নিমিত্ত এ কাজে।

রাম। ব্যোম ব্যোম ব্যোম রুদ্রেশ্বর,
ব্যোম দিগম্বর,
অংশে পূর্ণ বিরাজিত:
ব্যোম তমোময়, ব্যোম ভূতক্ষয়,
জয় জয় মহাকাল:
এস তমোগুণে, প্রদীপ্ত আগুনে,
জ্বালাও প্রবল মোহ:
তমঃ—তমঃ,
দেহ শূল ভেদি নিজ হৃদি!

দুর্ব্বা। হ'ব ভস্ম বাড়িলে এ তম!
জয় প্রেমময়, সংসারে উদয়,
দেখাতে প্রেমের খেলা:
জয় জনার্দ্দন, পালন-কারণ,
ভব-ভীত-জন-ভেলা;
প্রেমপূর্ণ নাম, জয় রাম শ্রীরাম,
চণ্ডাল-বান্ধব ভবে;
বানরেতে গায়, পাখী পাখা পায়,
শিলা ভাসে মহার্ণবে;
দীন-জন-ত্রাণ, মানবী পাষাণ,
হর-ধনু-ভঙ্গ প্রেমে;
পাইয়াছি ভয়, ওহে দয়াময়,
চক্রাকারে মতিভ্রমে।

রাম। তপোধন, কর আশীর্ব্বাদ,
সত্যে যেন হই পার।

দুর্ব্বা। দূত-কার্য্য পূর্ণ মম,
এ নিমিত্ত বিদায় এখন।
[দুর্ব্বাসার প্রস্থান।

রাম। কে আছ' বশিষ্ঠদেবে আন' ত্বরা হেথা;
ধরি দেহ, দুখ সুখ সহিনু সকলি।
হে প্রিয় সন্তান নর,
মায়া-ঘোরে গর্ভবতী শাপে,
কাঁদিনু জনম লভি,
চারি অংশে সহিনু বেদনা,
বুঝিতে যন্ত্রণা তব।
হে মানব,
হের, মেদ-অস্থি-নির্ম্মিত এ কলেবর,
রোগ-শোকাগার অন্য দেহ সম,
মর্ম্মে বাজে সম ব্যথা,
কিন্তু প্রেমে জয় রিপু মম;
তাপ-পূর্ণ-দেহ সুখাগার প্রেমে।
হে সুজন, জনস্থলে হের লীলা মম;—
বাল্যকালে হেরি শশী,
প্রাণ উদাসী উল্লাসে ভাসিয়ে,
চাহিনু চাঁদের পানে,
আধ ভাষে কহিনু মায়েরে,
ধরে দিতে সুধাকরে;
হেরি বারি-পাত্রে চাঁদে, ধাইনু ধরিতে;
ব্যগ্রচিত্তে সলিল পরশি'—
কোথা শশী বিচঞ্চল জল,
কাঁদিনু জননী-মুখ চাহি:
কাঁদি কিন্তু বুঝিনু তখনি,
শশী-সুধাকর নীলাম্বরে,
করে তারে ধরিতে নারিব,
কাঁদিব চাহিব যত;
শিখিলাম প্রেম-খেলা,
প্রেমাকর জনক জননী কোলে;
বিতরিনু কণা মাত্র তার
অনুজে আমার,
পাইলাম প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই—
উৎসব সঙ্কট সাথী।

হে সুধীর!
সেই প্রেমে তুমিও কিনিবে,
অনুজ লক্ষ্মণ তব;
যত চাই তত পাই,
প্রেম কল্পতরু, পিতামাতা মম,
বিলাইনু সে প্রেম সবারে;
গুরুজনে, ব্রাহ্মণ চরণে,
মিনতি শিখিনু;
পর দুঃখে শিখিলাম দুখ,
তেঁই নহিনু বিমুখ তপোবনে,
গর্জ্জিল বিমানে যবে তাড়কা ভীষণা।
বুঝিলাম প্রেমের প্রভাব,
সে প্রেম প্রভাবে, ধরিনু হৃদয়ে,
প্রেমময়ী জনক-নন্দিনী,
বিজন-সঙ্গিনী মম;
হে ধীমান্, পাবে তুমি জীবন-সঙ্গিনী,
জনক-নন্দিনী সম,
প্রেম-শিক্ষা না করিলে হেলা।
প্রেমে পিতৃ-সত্য হেতু গমন গহনে,
হারাইনু জানকীরে;
রে নিন্দুক, তবু না নিন্দিনু বিধি:
সয়েছ কি কভু,
রাজ্য ত্যজি সীতা-হারা শোক?
প্রেমের সন্ন্যাসী, প্রেমে, কপিসেনা সাথী,
প্রেমে শিলা ভাসে জলে, ম'লে প্রাণ মেলে,
প্রেমে, দশানন-জয়ী খ্যাতি;
প্রেমের শাসনে রাম-রাজ্য অযোধ্যায়,
প্রেম-হেতু সীতা ত্যজি;—
লঙ্ঘি অলঙ্ঘ্য সাগর,
দুষ্কর সমর করিলাম যার লাগি:
রাম-রাজ্য আদর্শ জগতে ত্যাগ গুণে!
জানকী বিরহ,
পাষাণ বিদরে তাপে,—
আছি স্থির প্রেমের আশ্রয়ে;
ভবার্ণবে প্রেমভেলা,
পাবে দুঃখ এ শিক্ষা ভুলিলে।
পুনঃ হের সত্য পূর্ণ ভার,
লক্ষ্মণ-বর্জ্জন যাচে বিধি-দাতা বিধি।

বশিষ্ঠের প্রবেশ

পুরোহিত, প্রণমি চরণে,
যাচে বিধি লক্ষ্মণ-বর্জ্জন!

বশি। বৎস! ধ্যানযোগে আছি অবগত।
রাম। কহ হিত-বাণী বিধানসঙ্গত।
বশি। শিব-ময় হে সম্পদদাতা!
কোন্ বিধি অগোচর তব?
তুমি হে বিধির বিধি নারায়ণ!
কিন্তু যদি বাড়ালে হে মান,
ভগবান্! যথা জ্ঞান নিবেদি চরণে
সত্যের সম্মান রাখ' লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে—
বহ' দেব দেহ-ভার সত্যবতী-শাপে।
রাম। হায় মুনিবর!
বিলাস-বঞ্চিত বাস গহন মাঝারে,
তপে শীর্ণ কলেবর তব,
কেমনে হে বুঝাব তোমায়,
গৃহীর অন্তর ব্যথা!
জান না লক্ষ্মণে তুমি,
তেঁই এ নিষ্ঠুর বাণী,
কহ মোরে মুনিবর।
কিশোরে অনুজ মম বাল্য-ক্রীড়া ত্যজি,
নির্ভয়ে চলিল সাথে,
তাড়কা-তাড়িত বনে;
দুর্গম গহনে,
চাহিলাম ঘন ঘন ফিরি,
সে চাঁদ-বদন পানে;
সে বদনে হেরিলাম,
প্রেমময় ভাই মম;
ভ্রূভঙ্গে হেরিনু,
অটল প্রতিজ্ঞা বীর বালক-শরীরে:
না ছাড়িবে পাশ মম রাক্ষসী সমরে।
জানু পাতি চাহিলাম রণজয়,
রণাঙ্গনা মহিষ-মর্দ্দিনী পদে;
ডরিনু,
পাছে হারাই এ ভাই মম।
গর্জ্জিলা তাড়কা সিংহনাদে,
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে;
কিন্তু মম ধনুক-টঙ্কার,
গর্জ্জিল বিমানে জনত্রাস করি দূর;
বুঝি আমি প্রাণের লক্ষ্মণ হেতু।
প্রলয় ঝলকে উঠিল গর্জ্জিয়া বাণ,
পড়িল রাক্ষসী সুমেরু-শিখর যেন,
টলিল ভুবন ভারে;—
অটল প্রাণের ভাই পাশে!
রাজ্য-হারা একক বালক,

চলিলাম বনবাসে,
সত্যাশ্রয় শূন্যময় ধরা;
পাছে ছায়া-সম ভাই মম!
জননী কাঁদিছে, না চায় ফিরিয়া ভাই,
না সম্ভাসে রুদ্যমানা প্রেয়সীরে;
ঘন মুখ চায়, আঁখি ভেসে যায়,
ভয় পাছে নাহি করি সাথী;
ধনুর্দ্ধারী প্রহরী আমার,
অনাহারে অনিদ্রায় বঞ্চিল বিপিনে,
চতুর্দ্দশ বিজন বৎসর;
কভু না সুধিনু আমি,
খাইল কি না খাইল ভাই;
তবু শক্তিশেল, পাতি নিল বুকে।
রাবণ জিনিল যবে মোরে,
রুধিরে ভাসিয়া যায় কায়;
হেরিনু সংগ্রাম-স্থলে,
তাড়কা-সমর-সাথী,
ভুমে যেন অস্তগামী রবি;
বাঁচায়েছে শক্তিশেলে মোরে।
জাগি মহীতলে মহীরাজ-ঘরে,
পাশে শুয়ে ভাই মম,—
পাশে ছত্র করে অযোধ্যার সিংহাসনে
জানকী-বর্জ্জনে লক্ষ্মণ সারথি রথে;
আহা শক্তিধর!
লইল কলঙ্ক মাথা পাতি,
ভ্রাতৃপ্রেমে গুণধাম।
কোথা পাব' এ দোসর, কোথা ভাসাইব,—
কেমনে বাঁধিব প্রাণ;—
ন্যায়বান্ কে ক'বে আমারে,
কে আর হইবে জ্যেষ্ঠ অনুগামী ভবে!
নরত্ব দেবত্ব কেমনে পূরিবে,
মানব তরিবে, কিসে হিত হবে,
কহ মোরে তপোধন।

বশি। বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদ করি ধ্যান,
ও কথা কহিতে নাহি ডরি,
তব ন্যায়-স্রোত বহে অন্তরে অন্তরে,
নহে দেহ ধরি কেমনে পাসরি,
বিলাসী বামার হাসি;
যেবা তব চরণ সেবিবে,
তোমারে বুঝিবে,
তোমা না ডরিবে আর;
কি ভার তাহার প্রভু
সত্য হেতু ত্যজিতে তোমায়।
ত্রেতাযুগে সত্য লোপ এক পদ,
তবু সত্যাশ্রয়ী মানব সম্পদ
দেখাবে বর্জ্জন গুণে,
এ সম্পদে চাহ চির অনুগত জনে,
বঞ্চিতে হে দয়াময়!
একি, ন্যায় তব ন্যায়বান্?
দেখ মেঘনাদে বধিল লক্ষ্মণ,
কঠোর প্রতিজ্ঞা পালি,
তেঁই দশানন-ঘাতী জন-ত্রাস হ্রাস,
শোভাহর লঙ্কা অরি নাম।
হানি শক্তিশেল হৃদে
বাড়ালে সম্মান ভবে,
গৌরব বাড়াতে গতি যার তব পদে,
হে বিপুল গৌরব!
বিপুল গৌরব দান' হে অনুজে তব,
দেহ অযোধ্যা-রক্ষণ, সত্যের পালন,
লোক আকিঞ্চন পদ,
পদাশ্রিতে কল্পতরু!

রাম। শূল শূল শূল হে শঙ্কর,
পিনাক ভুবন ক্ষয়!
কোদণ্ডে না হবে, কোদণ্ড নারিবে
বিঁধিতে কঠিন প্রাণ;
কহ নর নহি ন্যায়বান্,
বিন্ধি প্রাণ তোর তরে।

বশি। ভব-প্রাণ পল ব'য়ে যায়।

রাম। হে তাপস জিনিয়াছ নারায়ণে,
তাই ভৃগু-পদ-চিহ্ন বুকে মম;
হে লক্ষ্মণ! এ দেহে না পাব তোরে আর;
ভ্রাতৃ-প্রেম কঠিন বন্ধন,
রে তাপিত তোর তাপ বুঝি আমি।

বশি। তাপ হর তাপিত-তারণ!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ

লক্ষ্মণ

লক্ষ্ম। সত্য-ব্রত ধন্য ধরাতলে,
রাম নাম মোক্ষধাম সত্যের পালনে;
সত্যের মাহাত্ম্য বুঝে মহাত্মা যে জন,
ত্যাগ-পরায়ণ সদা সত্য-প্রিয় যেই;
সেবা মম পূর্ণ এত দিনে,

আত্ম-বিসর্জ্জনে পূজা করি সংপূরণ।
ত্যাগ শিক্ষা মোরে শিখাইলা দয়াময়,
করি আপন বঞ্চন,
মিষ্টান্ন তুলিয়া দিয়া মুখে;
খেলিতে পাইলে ব্যথা
লইতেন কোলে তুলে মোরে,
বহিত আঁখিতে নীর,
পলকে হতেন হারা
প্রাণের লক্ষ্মণে তাঁর:
তেঁই তো শিখিনু
পূজিতে এ দুর্লভ সম্পদ,
রাজীব শ্রীপদ রাঘবের।
বনবাসে হেরি মোরে বাকল বসনে,
রঘুমণি,
আপনা পাসরি,
নীরবে ফেলিতে আঁখি নীর,
চাহি মুখপানে আঁখি জল মুছি,
হাসি হাসি কহিতে আমায়
তুলিতে কুসুম বনে,
জানিতে দয়াল আমি ফুল ভালবাসি;
কিন্তু বিলাস ত্যজেছি
পাছে নাহি চাহি ফুল।
যবে ইন্দ্রজিৎ বরষিল শর
ঢাকি মোরে আপন হৃদয়ে
রেখেছিলে দয়াময়;
দানি দেহ রাখিতে এ ছার দাসে,
সেই প্রেম স্মরি, সেই প্রেমবলে,
জিনি অবহেলে পুরন্দর-জয়ী অরি,
পঙ্গু আমি লঙ্ঘিনু সুমেরু!
সেই প্রেমবলে
না টলিনু শক্তিশেল হেরি,
উচ্চ হৃদে পেতে নিনু শেল,
রাম-প্রেমে শেলে পাইনু ত্রাণ,
গৌরব আখ্যান মহতী রহিল ভবে;
ম'লে প্রাণ পাই আর না ডরাই,
সত্য রাখি পাব তোমা নারায়ণ।

রামের প্রবেশ

রাম। ভাইরে লক্ষ্মণ,
মনোভাব নিরখ' বদনে গুণধর!
পাষাণে না দান' প্রেম আর,
সত্য-মূর্ত্তি প্রস্তর-গঠন।
লক্ষ্ম। নাথ নয়নরঞ্জন,
পূর্ণ সনাতন প্রেমময়!
ভবে কে ক'বে পাষাণ রাম?
দয়াধাম বাম হ'য়ে বাড়াও গৌরব,
এ সৌরভ বুঝিয়াছি ঘ্রাণে মহাশয়;
সত্য দেব, সত্য-মূর্ত্তি প্রস্তর-গঠন:
করি সত্যাবলম্বন
আশ্রিতের মিলেছে আশ্রয়,
কৃপাময় বিদায় রাজীব-পদে।
রাম। রে লক্ষ্মণ! কে বলে পাষাণ মোরে,
পাষাণে রে গঠন তোমার,
নহে ভাই আমার,
কেমনে রে যাও চলি,
দাদা ব'লে ফিরিলি রে সাথে,
কি কাজ করিনু তোর!
লক্ষ্ম। ভবার্ণবে করিলে হে পার,
অবতার! মোহে নাহি বাঁধ মোরে।

বশিষ্ঠ ও ভরতের প্রবেশ

রাম। হে ভরত,
চলে যায় প্রাণের লক্ষ্মণ!
(রামের মোহ)
লক্ষ্ম। হায়, রামকার্য্যে নহি অধিকার আর!
দাদা, দেখ রামচন্দ্রে তুমি,
অশুচি বর্জ্জিত দেহে ছোঁব না রাঘবে!
রাম। যন্ত্রণা—যন্ত্রণা—ভেবনা রে দীন হীন,
সহি তোর হেতু দেহ তাপ,
ভাইরে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্ম। (প্রণাম করিয়া)
পূর্ণ মনস্কাম দীননাথ!
[লক্ষ্মণের প্রস্থান।
রাম। অনন্ত, অনন্ত শক্তি তোর,
নহে শক্তিশেল কে ধরে হৃদয়ে!
কহ পতিব্রতা
ঘুচেছে কি মনোব্যথা তব?
প্রতিহিংসা-তৃষা তৃপ্ত কি গো
গর্ভপাত কাতরা বালিকা!
ইন্দ্রপাত হ'ল মোর,
ওহো প্রাণের লক্ষ্মণ
সীতাহারা রামের জীবন!
[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

সরযূ-তীর

লক্ষ্মণ

লক্ষ্মণ। সনাতনে সত্যে কৈনু পার,
ধারি কার ধার আর ভবে!
মা আমার আর কি ভুলাতে পার?
হে প্রেয়সী, হাঁসি কাঁসি আর কিহে মানি?
এ জীবনে আইল যামিনী
ভব পন্থা ভ্রমি শ্রমযুক্ত কলেবর।
পূর্ণ কাম মম,
লভহ বিরাম বিমল সরযূনীরে,
মাতৃকোলে ফুল্লশিশু যথা;
হে মাতঃ জননী! হে জীব জননী,
বিদায় দেহ মা মোরে,
দেহ ধৈর্য্যগুণ দাসে,
মা আমার আপনি সারথি রথে,
এসেছ কি বনপথে লয়ে যেতে সতি!
ওগো বৈকুণ্ঠ আলোক—
জনক-নন্দিনী রূপে—
দয়াময় সলিলে হে তুমি:
রে অজ্ঞান!
এই রাম, এই রাম-সীতা।

[সরযূ-প্রবেশ।

অষ্টম দৃশ্য

রাজপথ

ভেরী-নিনাদক ও নাগরিকগণ

ভেরী। চল চল মহাপথে
ধনুধারী রাম সাথে।
১ না। ওগো কোন্ পথে যান রঘুনাথ?
২ না। লয়ে চল যথা নারায়ণ।
৩ না। এস চল যাই ভবার্ণব-পারে,
ভব কর্ণধার সনে;
যম-জয় রাম-নাম-গুণে!

গীত

ভৈরব—একতালা

আয় রে আয় ডাকছে দয়াল রাম
কে যাবি আয় ভবপার
দিন গেল বয়ে, মিছে মোহে,
বাঁধা কেন থাকবি আর।
হয়ে আপনি কাণ্ডারী, গোলোক-বিহারী,
ভাসাবে তরী:
সে যে প্রেমের ভেলা, করবে খেলা,
তুফানে কি করবে তার॥

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

সরযূ-তীর

রাম, হনুমান্, সুগ্রীব, জাম্বুবান্, বিভীষণ,
বশিষ্ঠ ও কৌশল্যা প্রভৃতি

রাম। মাগো! অশেষ যন্ত্রণা,
পেয়েছ জননী তুমি,
গর্ভে ধরে এ সন্তানে,
চির ঋণী জননী তোমার আমি;
এ পরম কালে কহি জনস্থলে
মাতৃঋণ নাহি যায় শোধ,
লয়ে কোলে সরযূ সলিলে
রেখ মা অভয়া পায়;
কেকয়ী জননী কীর্ত্তিস্তম্ভ-মূল মম,
রাম বলে কোলে নে মা ছেলে;
সুমিত্রা জননী নয়নের মণি তব,
দিছি ডালি এ সলিলে,
চল দেখি কোথায় লক্ষ্মণ।
ভাই রে ভরত, ভাই শত্রুঘ্ন,
চল অন্বেষণ করি হারানিধি,
সুলক্ষণ লক্ষ্মণে আমার!
হে সুগ্রীব মিতা কপিসেনা সনে
চল যমজয়ী রণে;
হনুমান্, রহ রামনাম লয়ে ভবে;
মন্ত্রী জাম্বুবান্, জ্ঞানবান্
দিব্যজ্ঞানে লভহ যৌবন পুনঃ,
পুনঃ দেখা হবে কালে;
মিত্র বিভীষণ, সাধুজন তুমি,
দিয়ে বলি আপন সন্তানে,
করিলে আমার হিত,
কদাচিৎ হৃদ্‌পদ্ম তব
ত্যজিব না রক্ষ-রণ-মিতা,
তুমি আমি সম চিরদিন
মোহ-হীন প্রবীণ বুঝিবে।

হনু। শুনি রাম গুণগান
  নাহি অন্য কাম হৃদে প্রভু।
জাম্বু। সনাতনে হেরিব আবার,
  কি ভয় এ ভবে তবে।
বিভী। গোলোক দ্যুলোক নাহি যাচি,
  রক্ষদেহ নহে ঘৃণ্য মম,
  চিনেছি হে শ্রীচরণ।
রাম। পুরোহিত! রাজ্যে হিতাহিত তব ভার,
  শিশু দুটী সিংহাসনে।
বশি। লইতে সে ভার নাহি ডরি,
  রামনাম-গুণে!
রাম। বৎস কুশীলব!
  বংশের আকর দিনকর,
  নিত্য তেজোময় জ্যোতি যাঁর,
  দেখ যেন সে কুলে না স্পর্শে মলা;
  সত্য মাত্র এ বংশ আশ্রয়.
  এত দিনে বুঝিলে কি জ্বালা;—
  এসেছ কি আনন্দ-দায়িনী রমা—
  বল কার সাজে মান হে মানিনি,
  রাখ মান, মান করি দান,—
  কে রে লক্ষ্মণ ধরেছ ছাতা,—
  হে পুরুষ, কার্য্য সাঙ্গ এতদিনে তব,
  কার্য্য সাঙ্গ সরযূ সলিলে নারায়ণ!

[সরযূ-প্রবেশ।

গীত

মঙ্গল বিভাষ—জলদ একতালা

ফি'ল্লে বনের বানর নিয়ে, চণ্ডালে হে দিলে কোল,
  তোল রে ভবে, জয় সীতারাম রোল।
পাষাণ মানবী প্রেমে, এ প্রেম বুঝলে না ভ্রমে,
  প্রেমে পাষাণ গলে, অন্তস্তলে
  নারীর হৃদয় সমান বয়;
  জানেন দয়াময়, নাইক ভয়,
  ওরে কলঙ্কিনী কে রমণী
  রাম-সীতা নাম ভবে তোল॥
প্রেমে ভোল রে জ্বালা, তাপিত বালা,
  রাম-সীতা নাম সদাই বোল।
  পাপী তাপী প্রাণভরে ডাক,
  কাজ কি রে ভাই মিছে গোল।
উচ্চ প্রাণে নাম ডাক না, ঘৃণা মানা কান পেত না,
  রাখি, নীলকমলে হৃদ্‌কমলে,
  হও রে ভোলা ভাবে ভোল।
দেখ পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ, চড়লে সবাই চতুর্দ্দোল,
জয় জয় জয়, আর কিরে ভয়, ফুরিয়ে গেছে গণ্ডগোল।

যবনিকা পতন

হর-গৌরী

[২০শে ফাল্গুন, ১৩১১ সাল মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

পুরুষ-চরিত্র

হর। নারায়ণ। নারদ। কার্ত্তিক। গণেশ। ইন্দ্র। মদন। নন্দী। ভৃঙ্গী। কুবের। বিশ্বকর্ম্মা। ভৈরবগণ, দেবগণ, ব্যাধগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

গৌরী। লক্ষ্মী। জয়া। বিজয়া। পৃথিবী। রতি। মেনকা। ভৈরবীগণ, দেবীগণ, ব্যাধপত্নীগণ, নাগরিকগণ, পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৈলাস

হর-গৌরী আসীন

জয়া, বিজয়া, নন্দী, ভৃঙ্গী ও ভৈরব-ভৈরবীগণ উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান

গীত

হৃদয়-আসনে ধ্যানে হের আনন্দ-মিলন।
নির্গুণে গুণ-সঞ্চার ধীর নীরে সমীরণ॥
অনন্ত সাগর-মাঝে, অনন্ত তরঙ্গ গাজে,
লীলারঙ্গ নানা সাজে,
শিব-শিবা-আলিঙ্গন॥
প্রকৃতি-পুরুষ ক্রম, একে বহু বোধ ভ্রম,
দ্বিদল-চণকসম চিরমিথুন বন্ধন॥

গৌরী। জয়া, আমার কেশরী কোথায়? তোরা সব আনন্দ কচ্ছিস্, সে তোদের সঙ্গে নৃত্য কর্‌তো, আজ কেন তাকে দেখ্‌ছি নি?

জয়া। কে জানে মা, সে মড়ার কি হয়েছে! বুড়ো এঁড়েটাকে দেখলে সে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌তো, এখন মুখে লাথি মেরে গেলেও কিছু বলে না, এখন সে মুখ গুঁজড়ে কাঁদ্‌ছে।

পৃথিবীর প্রবেশ

গৌরী। কে মা তুমি? আহা, তোমার এমন মলিন বেশ কেন?

পৃথিবী। মা অন্তর্য্যামিনি, তুমি তো সকলই জানো। তোমার সতী-দেহত্যাগে নারী সতীত্ব শিখেছে, হর-গৌরীর পুনর্ম্মিলনে নর-নারীর সম্মিলন হয়েছে; কিন্তু তারা আবাসহীন, এক স্থানে স্থায়ী নয়, তারা আহার অভাবে পশু-অন্বেষণে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, পশু-পক্ষিবধে জীবিকানির্ব্বাহ করে। অবোলা পশু, নর-গ্রাসে দিন দিন মলিন। দেখ মা, তোমার বাহন পশুরাজ কেশরী পশুর দুঃখে দিবারাত্র রোদন কচ্ছে। আমি সকলের ধরিত্রী, তাদের দুঃখ কত সইবো? বাবা মঙ্গলময় সদাশিব, মা সর্ব্বমঙ্গলা শিবানি, পশু-পক্ষীকে অভয় দান করো, নর-নারীকে আহার দাও, নিষ্ফলা দুহিতাকে ফলবতী করো।

হর। তথাস্তু।

ব্যাধগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

ভুকে মরি জান হায়রাণ।
কেমন বাবা মায়ি, তোদের পুতে নাই টান॥
পুবে লালি খেলে, অম্‌নি কোমর আঁটি,
করি ছুটাছুটি লিয়ে তীরকাঠী,
কেখুন শীকার মিলে,
কেখুন জলে মারি মছ্‌লি ঢিলে
ঘাম পিয়াসে হোয়ে ছাতি দু'খান।
আসে রাতি, শুখা পাতা পাতি,
গাছে কি রোকে হিম বরষাতি;
খোলা আসমান—
দিন দিন গুজারি সাম্‌সে বিহান॥

ব্যাধ। লে বাবা মা লে, মোদের পুজা লে। রোজ রোজ পুজা কর্‌বো মনে করি, তা বনে বনে শীকার পেছনে ঘুরি, কোন দিন মেলে— কোন দিন মেলে না। পেটে খেতে পাই নে, কেমন ক'রে পুজা কর্‌বো। ঘর নেই, রোদে ঘুরি, জলে ভিজি, হিমে কাঁপতে থাকি, ছেলে-

মেয়েগুলোর পানে চাইবি নি। তোরা বাপ-মা —তোরা দেখবি নি তো দেখবে কে?

গৌরী। বাবা, পরমানন্দ সদাশিবের কৃপায় তোমাদের সংসার আনন্দময় হবে।

রতি ও পশ্চাতে মদনের প্রবেশ

বাছা, তোমরা কে?

মদন। মা, আমি অনঙ্গ, তোমার কৃপায় মায়া-অঙ্গে সস্ত্রীক হর-গৌরী দর্শনে এসেছি। পুরুষ-প্রকৃতির নিত্য-নবলীলা দর্শন ক'রে চরিতার্থ হবো।

রতি। বাবা, তুমি সদাশিব শিবময়,—আর বাবা বামদেব হ'য়ো না। রঙ্গময়ীর সঙ্গে নব-রঙ্গে তোমার দর্শন কর্‌বার বড় সাধ, সে সাধ পূর্ণ করো।

হর। তথাস্তু!

পৃথিবী, মদন-রতি ও ব্যাধগণের গীত

সকলে। পূর্ণ আশা এসে কৈলাসে।
মদন ও রতি। হবে নবভাবে নবলীলা,
নগবালা-দিগ্‌বাসে॥
ব্যাধগণ। পেটের দায় আর কি ছুটি,
পেটে মিল্‌বে দুমুটি,
পৃথিবী। হবে ফলবতী, সদয়-হৃদয়
হৈমবতী-ধূর্জ্জটী;
সকলে। জয় জয় গৌরী-হর,
পরমানন্দময়ী পরম আনন্দকর,
জয় জয় আনন্দলীলা গাও রে
পরম-উল্লাসে॥

[পৃথিবী, মদন-রতি ও ব্যাধগণের প্রস্থান।

হর। ভগবতি, আজ সকলে আনন্দ ক'রে গেল। এখন তুমি ভোজনানন্দের উদ্যোগ করো। আনন্দময়ীর কৃপায় ভূতদানা নিয়ে আনন্দ করি।

গৌরী। ওদের তো মুখের কথায় "তথাস্তু—তথাস্তু" ব'লে বিদায় কর্‌লে, এখন হাঁড়ী যে শুকুচ্চে, ঘরে অন্ন নাই, তার হুঁস আছে? দেখ, কে যেন কাকে বল্‌চে—উনি নেশার ঝোঁকে ঢুল্‌চেন! শুনছো, ঘরে অন্ন নেই!

হর। সে কি? এই তোমার বাপের বাড়ী থেকে অঢেল সামগ্রীপত্র এলো, এর মধ্যে সব ফুরুলো? ঢের অন্ন আছে, দেখ গে।

গৌরী। সংসারের তো কিছু দেখ শোন না, ভূতদানা নিয়ে নেচে বেড়াও। বাপের বাড়ী থেকে যা এসেছিল, তাতে এত দিন চল্‌লো, চিরকাল চল্‌বে?

হর। তুমি দশ হাতে খরচ কর্‌বে, চল্‌বে কেমন ক'রে বলো?

গৌরী। শোন, ভাঙ্গড়ের কথা শোনো, আমি দশ হাতে তো খরচ করি, বার মুখে যে খাও, তার হুঁস আছে? এই গণেশটি যা হোক, ডাগর-ডোগর হয়েছে, তুমি আপনিই নাম রেখেছ লম্বোদর, সে ত হাতীমুখে খায়, কাৰ্ত্তিকটি দেবকার্য্যে ঘুরে বেড়ায়, সোমত্ত ছেলে, খিদে পায়, সেটি ছমুখে খায়; আর তোমার পাঁচ মুখে সৃষ্টি দিলেও কুলোয় না। আমি দশ হাতে সব খরচ ক'রে ফেলেছি, বল্‌তে লজ্জা হয় না? নির্গুণ পুরুষের দশাই এক!

হর। আর বকিয়ো না—বকিয়ো না! তুমি তো সগুণ, সেই ভাল।

গৌরী। এই আমার গুণেই চল্‌চে বল্‌চ। আমি যে ক'রে সংসার চালাচ্চি, তা আমিই জানি।

হর। নাও নাও, তোমার গুণ জানা গেছে। কথায় বলে, স্বামি-ভাগ্যে পুত্র, আমার দুই সোনার চাঁদ ছেলে! আর স্ত্রীভাগ্যে ধন, তোমার ভাগ্যেই আমি ভিক্ষা ক'রে বেড়াই, আবার কথা কচ্ছ?

গৌরী। বলি হ্যাঁগা, নিমুরদে হ'লে কি হায়াও থাকে না? কত সুখেই রেখেছ, আবার খোঁটা দিচ্চেন। কখনো একখানা অলঙ্কার পর্‌তে পেলুম না, একখানা ভাল কাপড় পর্‌তে পেলুম না—লোকে নাম রেখেছে দিগম্বরী। বাপের বাড়ী থেকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দেন, ওঁর ভূতদানায় সব নয়-ছয় করে। তা করুক্‌ বাপু, কিছু বলিনি। স্ত্রী-পুত্রকে অন্ন দিতে হয়, তা কি পাঁচ জনকে দেখেও শেখনি? আমার কপালে আগুন, তাই এই ঘর কচ্চি। আর ভাবতে পারি নি, দিন দিন ভেবে ভেবে কালী হলুম!

হর। আর তোমার নিত্যি ধেই ধেই নাচুনিতে আমারও হাড়মালা সার করেছ!

গৌরী। তবে থাক্—আজ হাঁড়ি শিকেয় তোলা থাক্। আমি চল্লুম, তুমি গাঁজা খেয়ে ঝিমোও। তার পর ছেলে দুটো 'মা' ব'লে এলে বল্‌বো,—'যা, তোদের জন্মদাতার কাছে যা, না হয় তো তোদের মামার বাড়ী গিয়ে খেগে, এ ভাঙ্গড়ের বাড়ী অন্ন নেই।'

হর। নন্দি, এ'ড়েটা খুলে আন্, ভিক্ষেয় বেরুই। শিব তো নয়, মাগীর তাড়নায় শব হয়ে রয়েছি।

গৌরী। ভিক্ষেয় যাচ্চ। নিত্য ভিক্ষে দেবে কে?

হর। আমার কপালে ছাই, তবে কি কর্‌বো বল? ব'সে থাক্‌লে বল্‌বে, 'ঝিমুচ্চে', ভিক্ষেয় যাচ্ছি, বল্‌ছ, 'দেবে কে?' আমার কি তোমার বাপের মত রাজ্য আছে যে, আমি চালাবো?

গৌরী। কেন, সংসারী হয়েছ, একটা উপায় কর্‌তে পারো না?

হর। এখন কি উপায় করি বল?

গৌরী। ঘরে অন্ন নেই, যাতে অন্ন হয়, তাই করো,—চাষ করো।

হর। নন্দি, শোন্; মাগী বলে কি শোন্! বলে, লাঙ্গল ঠেলো;—তার পর দেবতারা জেতে ঠেলুক।

গৌরী। আহা, মিন্সের জাত কুল তো কত আছে—জেতে ঠেল্‌বে! ঘটে বুদ্ধি নাই, আমার বুদ্ধি নাও, চাষ করো যে, বার মাস ঘর অন্নে পূর্ণ থাকবে।

হর। বড় সোজা কথাটি ব'লে দিলে, চাষ কি না হাত দে হয়! তার জমি চাই, বীজ চাই, লাঙ্গল চাই, হেলে চাই, কৃষাণ চাই, সার চাই, —কত কি চাই, তা জানো? তবে চাষ হয়। মুখের কথা ব'লে দিলেন, 'চাষ করো।' বল্‌ছিলে নয়, আমার আক্কেল নেই? কার আক্কেল নেই, দেশে-দশে দেখুক্!

গৌরী। তোমার যদি আক্কেল থাক্‌তো, তা হ'লে আমার আক্কেল নেই, এ কথা মুখে আন্‌তে না। ইন্দ্রের কাছে জমি পাটা ক'রে নাও, কুবেরের কাছে বীজ নাও, বলরামের কাছ থেকে লাঙ্গল আনাও, আর তোমার বুড়ো এ'ড়েটা আছে, আর যমের কাছ থেকে মোষটাকে নিয়ে এসো। আর সার? তোমার এ'ড়েতে আর আমার সিঙ্গীতে পর্ব্বতপ্রমাণ ক'রে রেখেছে।

হর। নন্দি, কি বলিস্ রে?

নন্দী। বাবা, লেগে যাই এসো।

হর। আচ্ছা, লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, নিড়েন, এ সব কোথায় পাই?

গৌরী। কেন, তোমার শূলটো ভেঙ্গে সব গড়ে নাও না?

হর। শূল ভাঙ্গ্‌বো?

নন্দী। (জনান্তিকে) বাবা — বাবা, — ভিক্ষেয় বেরিয়ে পড়ো। বেটী তোমার শূলী নাম ডোবাবে, শূলগাছটাও রাখ্‌বে না!

গৌরী। কেন, শূল নিয়ে কি কর্‌বে? ঐ এক শূলেই সব চাষের যন্ত্র হবে। তুমি না পারো, আমায় দাও, আমি বিশ্বকর্ম্মাকে ডেকে সব তোয়ের ক'রে নিচ্ছি।

হর। আচ্ছা, নাও।

ভৃঙ্গী। (জনান্তিকে) বাবা, কর্‌লে কি গো!

হর। চুপ কর না, দেখি না, কোন্ অগ্নি, আমার শূল গলায়!

গৌরী। গালাতে পারি না পারি, তখন বুঝ্‌বো। ভৃঙ্গী, তুই যা, ইন্দ্রের কাছ থেকে জমির পাটা নিয়ে আয়, কুবেরের কাছ থেকে বীজ নিয়ে আয়, বলরামকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে লাঙ্গলটা কাঁধে ক'রে আনিস্।

ভৃঙ্গী। মৃত্যুনাথের বাড়ী মোষ আন্‌তে কে যাবে মা?

গৌরী। ভয় কি, মৃত্যুঞ্জয়ের নাম ক'রে যা, মৃত্যুঞ্জয় হবি।

হর। আচ্ছা, ও যাচ্ছে, বিশাইকে ডেকে আগে শূল গলাও।

বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ

বিশ্ব। বাবা, কেন স্মরণ করেছ?

হর। বাবা বিশাই, এই শূলটা গলাও তো, গালিয়ে চাষের যা যা দরকার, তোয়ের ক'রে দাও।

বিশ্ব। মা ক্ষেমঙ্করি, ক্ষমা করো, শিব-শূলে গলায়, এমন শক্তি অনলের নাই।

নন্দী। (জনান্তিকে) বাবা, বেটী খুব জব্দ হয়েছে।

গৌরী। কি, শিব-শূল গলে না? কি ভোলা, আমায় ভুলাবে? কার নামে তুমি দিগম্বর? কার নামে তুমি শ্মশানবাসী? কার নামে তুমি সদাই বিভোর? কার নামে পতিত-পাবনী সুরধুনী প্রবাহিণী হয়ে তোমার জটা-মাঝে বিরাজ কচ্ছে? কার নামে পাপীর পাষাণ হৃদয় দ্রব হয়? পাপ-জড়িত কঠিন হৃদয় হ'তে কি তোমার শূল কঠিন যে, দ্রব হবে না? ভোলা, হরিনাম করো, দেখি, শূল দ্রব হয় কি না!

হর। উঃ, ক্ষেপীর ঘটে বুদ্ধি আছে বটে!

ভৃঙ্গী। বাবা, বেটী শূল গলালে, গলুক বাবা!—গাও বাবা, হরিনাম গাও, নেচে নি—শূল গলুক বাবা।

হর। বেশ বলেছিস্ বাপ! নাও বিশাই, এখন শূল গল্‌বে, তুমি গড়ন গড়ো।

চতুর্দ্দিক হইতে ভৈরব-ভৈরবীগণের প্রবেশ ও সকলের হরিসংকীর্ত্তন

বল প্রেমসে বদনে হরিবোল।
নেচে গগনভেদী তোলো রোল॥
অচল সচল ভূচর খেচর গাও রে হরিনাম;
নামের রঙ্গে নাম-তরঙ্গে ভাস অবিরাম;
স্থল-জল পবন তপন, নামে দ্রব হও রে গগন,
নামে দ্রব হরির শ্রীচরণ;
নামের প্রেমে দ্রবময়ীর তরঙ্গ গায় উতরোল।

হর। নন্দী-ভৃঙ্গী, তোরা সব আয়, আমি দেবতাদের কাছে আপনিই সব জোগাড় কচ্ছি।

[জয়া-বিজয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিজয়া। রঙ্গময়ীর আজ এ কি নূতন রঙ্গ? দেবদেবকে কৃষী সাজাচ্ছে!

জয়া। বিজয়া, তবে কৃষী কে? তুই কি জানিস নি, পুরুষ-প্রকৃতিতেই সৃষ্টি;—পুরুষ-প্রকৃতি ভিন্ন সৃষ্টিতে আর কি আছে? দেবদেব পুরুষরূপী, মহাদেবী প্রকৃতিরূপিণী। মা সতীদেহ ত্যাগ ক'রে জগতে সতীত্বের মহিমা প্রচার করেছেন;—হর-গৌরীর প্রেম-সম্মিলনে জগতে নর-নারীর প্রেম-সম্মিলন হয়েছে। জগদ্‌গুরু শিব ব্যতীত কে কৃষিকার্য্য শেখাবে, কার কৃপাদৃষ্টিতে পৃথিবী শস্য-শালিনী হবে? এ হর-গৌরীর কোন্দল নয়, জগতের মঙ্গল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৈকুণ্ঠ

নারায়ণ ও লক্ষ্মী

লক্ষ্মী। প্রভু, তোমায় ছেড়ে আমি পৃথিবীতে কত দিন থাক্‌বো?

নারা। দেবি, তুমি তো জান, আমাদের পালনভার। পৃথিবীতে নর-নারী-সম্মিলন হয়েছে, কিন্তু সে নর-নারী এখন পশুর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করে। প্রজাপতির প্রজা-সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু স্থিতির উপায়? দেখ, বর্ব্বর নর আবাস-নির্ম্মাণ জানে না। পশু যেমন পশুবধ ক'রে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করে, বর্ব্বর নরও সেইরূপ পশু-হননে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আবাস নাই, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই;—তরুতল আবাস, পশুমাংস অশন, পশুচর্ম্ম বসন। নরের মঙ্গলার্থে মঙ্গলময় দেবদেব কৃষী হয়েছেন। তুমি ক্ষেত্রে উদয় হও! বর্ব্বর মানব শান্ত কৃষী হোক,—অন্নের সংস্থান হোক; —বনে বনে ভ্রমণ না ক'রে একস্থানবাসী হোক। আবাস নির্ম্মাণ করুক, শিল্পী হোক্; —গৃহে অন্ন হ'লেই মানবের বর্ব্বরতা দূর হবে; সৃষ্টি-স্থিতি কার্য্য সুসম্পন্ন হবে; ঘরে ঘরে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্থাপন ক'রে আমাদের পূজা করবে, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি-স্থিতি হবে। ঐ দেখ, বিমানচারী দেব-দেবীরা মহাদেবের শস্যক্ষেত্রে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য আস্‌ছে। ইন্দ্রের বারিবর্ষণে পৃথিবী রজস্বলা, যক্ষের বীজে গর্ভবতী, তোমার প্রসন্নদৃষ্টিতে ফলবতী হবে।

লক্ষ্মী। দেখ প্রভু, আবার যেন সাগরে বিসর্জ্জন দিয়ো না!

নারা। দেবি, পৃথিবীতে আমার পালন-কার্য্য, সে কার্য্যে তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, তুমি সঙ্গে না থাক্‌লে পালন-কার্য্য কর্‌বো কেমন ক'রে?

লক্ষ্মী। প্রভু, এক ভ্রান্তি দূর করুন,—

দেবদেবের সংহার কার্য্য, তিনি হলধারী হলেন কেন?

নারা। দেবি, যোগদৃষ্টিতে দেখ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় একই কার্য্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব একে তিন, তিনে এক, কেবল নামে পার্থক্য; সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতির লীলা। সংহার জীর্ণ পুরাতন সৃষ্টির সংস্কার মাত্র—নব সৃজনের কারণ। দেবদেব মহাদেব জগদ্গুরু, আর অন্য গুরু নাই, তিনিই একমাত্র শিক্ষাদাতা। তিনি কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিতে হলধারী। শিব শুভ-কারী, জীবের শুভকার্য্যে রত। কৃষিকার্য্য অবলম্বনে মানব কৃষিকার্য্য শিক্ষা করে, আর উলঙ্গ ধনুর্ধারী হয়ে পেটের দায়ে জীব-হিংসা কর্‌বে না।

লক্ষ্মী। ঠাকুর, তবেই তো আমায় মজালে, ধরাতলে আমায় অচলা হয়ে থাক্‌তে হবে।

নারা। হ্যাঁ দেবি, থাক্‌বে বই কি। সুজলা ভারত হল-সঞ্চালনে অজস্র শস্যপূর্ণা থাকবেন, বুভুক্ষু নরের দুঃখ দূর হবে। যত দিন স্বর্ণ-প্রদ কৃষিকার্য্য মানব না পরিত্যাগ কর্‌বে, তত দিন তোমায় অচলা থাক্‌তে হবে।

লক্ষ্মী। কিন্তু প্রভু, যেদিন কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ ক'রে নর জঘন্য দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বন কর্‌বে, সেদিন আমি নর-আবাস পরিত্যাগ কর্‌বো।

নারা। সেই দিনই তো পৃথিবী শ্রীহীনা হবে।

নারদের প্রবেশ

নারদ। এসো মা—এসো, দেরী করো না; —শিবের শস্যক্ষেত্রে ব'সে, হর-গৌরীর লীলা দেখবে। বিরহ-বিধুরা গৌরী নবমোহিনী-বেশে শিবকে মোহিত ক'রে কৈলাসে নিয়ে যাবেন। দেখবে এসো—দেখবে এসো, আমি মন্ত্রণা দিয়ে নিয়ে এসেছি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব

গৌরী, জয়া ও বিজয়া

গৌরী। ওই তো অদূরে শস্যক্ষেত্র, কই জয়া, ভোলা কই?

জয়া। মা, তুমি যেমন ঢেঁকীচড়া মিন্সের কথা শুনে এলে, চল মা, ঘরে ফিরে চলো।

গৌরী। জয়া, শিব বিনা যে আমার ঘর শূন্য, সে বিনা আমি যে অচেতন—জড়—তা কি জানিস্ নে! তার চেতনে আমি চৈতন্যময়ী, তাঁকে ছেড়ে কোথায় থাক্‌বো! প্রায় বর্ষ গত —মাঘ মাসে তিনি কৈলাস ছেড়েছেন, পৌষ উপস্থিত, আবার মাঘ ফির্‌লো—জয়া, তবু তো ভোলা ফির্‌লো না।

গীত

ভোলা ভুলে কোথা রহিল।
মাঘে অনুরাগে মেঘ বরষিল,
ফাল্গুন আগুন মলয় বহিল,
মধুমাসে ভাসে মধু কুসুম-হৃদে,
বিরহি-হৃদে মধু নহিল॥
ঝড়দল বাদল, দামিনী দমকিল,
শারদ-কৌমুদী নিশা বিমোহিল,
মোহিনী মেদিনী, কুসুম-অঙ্গিনী,
হৃদি-কুসুম মম মুদিল॥
হেমন্তে হিমহার ঝর ঝর ঝরিল,
সাজিল সিত পীত হরিত লোহিত নীল,
'দিবাকান্ত কর প্রশান্ত ক্ষরিল,
প্রাণকান্তে কে লো মোহিল॥

জয়া, কি উপায় করি? আমি পায়ে ধ'রে কৈলাসে নিয়ে যাই।

জয়া। মা, কেমন সুন্দর শস্যক্ষেত্র হয়েছে দেখ্‌ছো, উনি কি এ ফেলে কৈলাসে যাবেন?

গৌরী। তবে চল জয়া, কার্ত্তিক-গণেশকে নিয়ে আসি, তাদের মায়ায় যদি ফেরেন।

নারদের প্রবেশ

নারদ। মামী এসেছ, বেশ করেছ!

জয়া। তুই হতচ্ছাড়া মিন্সে আবার কি কর্‌তে এসেছিস্ রে?

নারদ। তুই কি বুঝ্‌বি বল্? আমার মামীর জন্যে প্রাণটা কত্ কত্ কর্‌ছে, তোর মত কি ডাকিনীর প্রাণ!

জয়া। তবে রে ঢেঁকীচড়া মিন্সে, আবার কোঁদল বাধাতে এসেছ বুঝি? দুর্গা দুর্গা! সকালবেলায় মিন্সের মুখ দেখলুম!

নারদ। আমার মুখ দেখ্‌লি, তোর ভাগ্যি

ভাল;—খেতে না পেয়ে আঁতে-কত্তালে পেট প'ড়ে গিয়েছে, আজ খুব পেট ভ'রে খেতে পাবি। মামী, ও ডাকিনী যোগিনীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কি কিছু উপায় কর্‌তে পার্‌বে? আমি যা বল্‌ছি, শোনো। তুমি তো জান না, মামা এখন ব'য়ে গিয়েছে, কতকগুলো এখানে কুঁচনী মাগী জুটেছে, তাদের পাছু পাছু ফির্‌ছেন।

গৌরী। বটে—নারদ, বটে? জয়া, আমি তো তোরে বলেছি, কোন ভাগ্যবতীর কামনা পূর্ণ কচ্ছেন। কে কায়মনোবাক্যে পূজা করেছে, আশুতোষ আমায় ভুলে তাদের হয়েছেন।

নারদ। আ আবাগের বেটী! হুঃ, কে আর পূজা করেছে? মামার স্বভাব তো জানো না, মামা ঐ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।

গৌরী। অ্যাঁ—বটে—বটে! ঘর সংসার ভাসিয়ে দিয়ে কুঁচনী নিয়ে মেতেছে?

নারদ। তবে আর তোমায় বল্‌ছি কি?

গৌরী। চ' তো জয়া—চ' তো। একবার বেহায়া মিন্সেকে দেখি। আজ ভাল ক'রে দু কথা শুনিয়ে দেবো। মা! কি অভাগ্যি গো! এই কুঁচনী মাগীদের নিয়ে আছে।

নারদ। মামী, ওতে কিছু হবে না, ওতে কিছু হবে না! তুমি তো আর এখানে থাক্‌তে পার্‌বে না, আর ধ'রে নিয়ে যেতেও পার্‌বে না। মামাকে কি ব'লে গাল দেবে বল? মামার কি গাল আছে? কুঁচনী মাগীরা কত কি বলে গো—তা আর কি বল্‌বো। তোমার গালে কি মামার হায়া হবে! তুমি নটো পুরুষের রীতি জান না মামী, ওদের গালে লজ্জা নাই। আমার কথা শোনো, তুমি কুঁচনী সেজে মামাকে জব্দ করো।

জয়া। মিন্সের কথা শোনো, মা কুঁচনী সাজ্‌বে কি?

নারদ। তবে যা, মামীকে নিয়ে কৈলাসে ফিরে যা। মামী সেথা বাঘছাল পেতে প'ড়ে কাঁদ্‌তে থাকুন, আর মামা কুঁচনীর ঠোনা খান। তুই মাগী ডাকিনী, মোষের রক্ত খেগে, প্রেমের ধার ধারিস্‌ কি?

জয়া। তবে রে লক্ষ্মীছাড়া মিন্সে, ঠোনায় গাল বেঁকিয়ে দেব।

নারদ। ওঃ, মাগী কি লক্ষ্মীমন্ত ডাইনী গো! এই ডাইনীগুলো কাছে রেখেই তো মামীর ঘরে অন্ন নাই। মামী, শোন, যদি মামাকে ঘরে নিয়ে যেতে চাও, তা হ'লে কুঁচনী-সাজে মামা বেটাকে বুড়ো এঁড়ের মতন নাকে দড়ি দে কৈলাসে টেনে নিয়ে যাও।

গৌরী। হ্যাঁ নারদ, বলিস্‌ কি রে, কুঁচনীবেশে কি মহাদেব মোহিত হবেন?

নারদ। তুমি জান না মামী, চাষ ক'রে মামার চাষার মতন পছন্দ হয়েছে। নইলে আর তোমায় মনে পড়ে না, কুঁচনী নিয়ে আছে?

গৌরী। কি বলিস্‌ জয়া?

জয়া। মুখপোড়া বল্‌ছে মন্দ না।

নারদ। মামী, স'রে যাও—স'রে যাও: মামা এই দিকেই আস্‌বে! এই গাছতলাটিতে ব'সে।

গৌরী। নারদ, কুঁচনীবেশে ভোলাতে পারবো?

নারদ। মামী, আমি মদন-রতিকে ডেকে পাঠিয়েছি।

গৌরী। আবার তাদের কেন ডাক্‌লি? রাগী মানুষ, আবার মদনকে যদি ভস্ম করে?

নারদ। তার যো কি মামী! মদনটা এক্‌লা গিয়েছিল ব'লে ভস্ম করেছিল:—রতি সঙ্গে থাক্‌লে, মতি ফিরে তোমার মোহিনীমূর্ত্তিতে মুগ্ধ হয়ে পাছু পাছু ছুটোছুটি কর্‌বে। দেখো মামী, বেটার কথায় যেন গলে যেও না, যেমন তোমায় ছেড়ে আছে, তেমনি খুব নাকাল করো। যাও—যাও, স'রে যাও—আস্‌বার সময় হয়েছে। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

শস্যক্ষেত্র

মধ্যস্থলে লক্ষ্মী বিরাজমান

ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ

ইন্দ্র। দেখ—দেখ, ক্ষেত্রের কি শোভা হয়েছে। আমার নন্দন-কানন পরাজিত!

শচী। মরি মরি, দেবদেব হলধারী; স্বয়ং লক্ষ্মী এসে উদয় হয়েছেন। ক্ষেত্রের শোভা হবে না? ধন্য ধরা, আজ হরের কৃপায় শস্য-শালিনী, জীবপালিনী!

সকলের গীত

নির্ম্মল শ্যামল নীলগগনে মিলে!
নীল তরঙ্গিত ধীর অনিলে।
রাশি রাশি, নয়নবিলাসী,
নীলরাজি দুলে হেলে॥
স্বর্ণবিভূষিত রবিকর-চুম্বিত,
শিহরিত সুললিত, তরে তরে কম্পিত,
আশা বিকাশিত, মেদিনী মোদিত,
অঙ্কিত স্থলজল গগন সুনীলে।

ইন্দ্র। চল, আমরা অন্তরাল হ'তে হর-গৌরীর নবলীলা দর্শন করি।

[প্রস্থান।

শিব ও নন্দী-ভৃঙ্গীর প্রবেশ

ভৃঙ্গী। দেখছ বাবা, কেমন ফসল, মা লক্ষ্মী আপনি এসে দাঁড়িয়েছে।

হর। মা লক্ষ্মী আসবে না বাবা, মা লক্ষ্মী আসবে না, মেয়ে কি বাপকে ফেলে থাক্‌তে পারে? এইবারে বেটীকে কাছে রাখবো, আর নারায়ণের ঘরে পাঠাবো না।

নন্দী। তা চলো বাবা, ধান কেটে নে কৈলাসে যাই।

হর। না, আর কৈলাসে কে যায়! এমন ধান হ'লো, মাগীর ডাকিনী যোগিনীকে খাওয়াতে? তুই যেমন, দিব্যি মজায় আছি, আর কৈলাসে যাবো না, মাগী যেমন মুখনাড়া দেয়, তেম্‌নি একলা থাকুক।

ভৃঙ্গী। বাবা, মাকে না দেখে মন কেমন কচ্ছে।

হর। নে নে, এইবার গাঁজা টেনে নে, চল, ধান কাটি গে! নে, চল—

নারদের প্রবেশ

নারদ। মামা, খুব শস্য হয়েছে।

হর। (স্বগত) এ বেটা আবার কোন্দল বাধাতে এলো না কি?

নারদ। মামা, দিব্য শস্য হয়েছে! এইবার কেটে নিয়ে কৈলাসে চলো, আর কি?

হর। আর বাবা, এখন কি যাবার যো আছে, এখনো কত কি কার্‌কিত বাকী। তুমি ঋষি মানুষ, এ সব তো কিছু জানো না। কৈলাসে যদি যাও তো বলো, এখনও ঢের বাকী। এখনও চাষের কি হয়েছে?

নারদ। বটে—মামা, বটে, তবে আমি যাই, কৈলাসে গিয়ে বলি গে।

হর। কাজ কি বাবা, আবার তোমায় কৈলাসে গিয়ে? সেখানে গিয়ে আর কি কর্‌বে?

নারদ। খবরটা দি গে গো,—এখনো মামা ছ মাস আস্‌তে পার্‌বে না।

হর। না, না, তোমায় আর সংবাদ দিতে হবে না, আমি আজ নন্দীকে দিয়ে খবর পাঠাবো। আমি চল্লুম বাবা, আমায় এখন ঢের কাজ কর্‌তে হবে।

নারদ। তবে আর খবর দিতে হবে না, আমি চল্লুম।

হর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি এসো—তুমি এসো।

[নারদের প্রস্থান।

বেটা কৈলাসে যাবে! খবর পেয়ে আস্‌বে; যদি আসে, আমি বল্‌বো, যাবো না—আর কি! নেহাৎ পেড়াপেড়ি করে, বলদ চেপে মার ছুট!

[নন্দী-ভৃঙ্গী সহ মহাদেবের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মাঠের প্রান্ত

নারদের প্রবেশ

নারদ। বীণে! নূতন রসের নূতন পালা গাইতে পার্‌বি তো? বল্‌ছিস আবার—'কি জানি?', বল্‌ছিস্ মন্দ নয়—বল্‌ছিস্ মন্দ নয়! চতুর্ম্মুখ ধ্যানে যে ভাব পায় না, সে ভাব তুই কোথায় পাবি! বীণে, এক মজা আছে—তা বুঝি জানিস্‌নে? বেশ পার্‌বি—ঠিক পার্‌বি—হর-গৌরীর নাম ক'রে গান ধর্‌বি,—ওরে, নামের গুণে রসে ভেসে যাবে!

মদন ও রতির প্রবেশ

এসেছো, বেশ করেছ, ভালা মোর ভাই রে—ভালা মোর দিদি রে। দেখো, ঠিক বাগিয়ে থেকো,—পাঁচটি বাণ একেবারে ছেড়ে, রতিকে এগিয়ে দিয়ে, তার পেছনে থেকো। ভয় করো না দাদা, ধনুকে গুণ দিয়ে নাও। আমি যাই,

মামী কেমন বাগ্দিনী সাজলে দেখি। ধানের ক্ষেত অপচ কচ্ছে, দেখলেই মামা তেড়ে যাবে।

[নারদের প্রস্থান।

মদন ও রতি। গীত

মদন। লুকিয়ে তোমার পাশে থেকে,
হান্‌বো হরে পঞ্চশর।
রতি। রমণ-রসে মন মাতাব,
কাতর হবেন যোগেশ্বর॥
মদন। রসবতী তোমা বিনা বিফল ফুলবাণ,
রতি। ফুলবাণে না অধীর হ'লে
আমার কিসের মান;
মদন। সাথী তুমি রসময়ী,
তাইতে আমি ভুবনজয়ী,
রতি। একাকিনী আপনহারা
আমার আমি নই।
উভয়ে। স্মরহর নয় তো আজ হর,
রঙ্গময়ীর নটবর॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ক্ষেত্র-প্রান্ত

কুঁচনীবেশে গৌরী ও সখীগণ

গীত

সাম্‌লে সই কাজ সেরে যাই,
আপন মনে জল সিঁচি।
হেথা কে মিন্সে করে কচকচি মিছামিছি॥
নই তো লো তেমন মেয়ে,
এদিক্ ওদিক্ দেখবো চেয়ে,
কাজ করা তো মাছ ধরা নিয়ে;
ঝিকিমিকি কচ্ছে বেলা,
বেলাবেলি সার এই বেলা,
সাঁজ না হ'তে না গেলে পর,
ঘরে হবে কিচকিচি॥

গৌরী। ঐ নন্দী আমাদের গান শুনে আসছে। আমি এক্‌লা থাকি, কি জানি, সকলকে একত্র দেখে যদি চিন্‌তে পারে। যদি না ভোলাতে পারি, সকলে মিলে ধ'রে কৈলাসে নে যাবো। আল কেটে দিয়েছিস্, ধান-গাছগুলো ভেঙ্গে দিয়েছিস্, নন্দী বেটা দেখে রেগে আগুন হবে। তোরা যা, আমি এক্‌লা জল সেঁচে মাছ ধরি।

[গৌরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। কে রে বেটী—তবে রে বেটী—
কে রে বেটী—কে রে?
গৌরী। কেন রে বেটা—তবে রে বেটা—
বল্‌তে গেলুম তোরে।
নন্দী। ফসল ভাঙ্গালি অপচ কর্‌লি,
তোর বাবার ক্ষেতে কি পেলি?
গৌরী। তোর মা'র ভাতারের ক্ষেত, না?
দুগালে চড় খেলি।
নন্দী। দেখছি মাগীর মস্তি ভারি,
তোর ভাতারের না কি?
গৌরী। নয় তো কি রে লাঙ্গলে,
তোর ভাঙ্গড় বাপের ভয় কি রাখি।
নন্দী। ভাল চাস্ তো শোন্ আবাগী,
ভালোয় ভালোয় সর।
গৌরী। বেটার বড় লম্বা কথা,
তোর বাপের রাখি না ডর।
নন্দী। ওরে বেটী—তবে রে বেটী—
বড় যে লম্বা কথা?
গৌরী। সর বল্‌ছি মর্কট-মুখো,
নইলে মুখ কর্‌বো ভোঁতা।
নন্দী। দাঁড়া তো আবাগের বেটী,
কোন বাবা তোর রাখে।
গৌরী। আয় তো বেটা, ডেকে আন্ তোর
যত বাবা থাকে।
নন্দী। দাঁড়া বেটী, ঝাড়ি মুটি
গুঁড়ো কর্‌বো হাড়।
গৌরী। তবে রে আবাগীর পুত,
কাম্‌ড়ে খাবো ঘাড়।
নন্দী। বাপ্ রে বাপ, বিষম মাগী,
মোষ খাবার ওর দাঁত!
পাড়ি মারি বাবার কাছে,
মুখ দেখে কাঁপে আঁত।
(উচ্চৈঃস্বরে) বাবা—বাবা!—

হরের প্রবেশ

হর। কি রে—কি রে?
নন্দী। দেখো—ক্ষেত ভাঙ্গলে, জল ছেঁচলে,
অপচো কর্‌লে মাগী,

ঘাড়ের রক্ত খেতে চায়,
ডাইনী বেটী ঘাগী!

হর। কে রে—কে রে—কই?

নন্দী। ওই বাবা ওই!

হর। (স্বগত) মরি মরি, কি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি। (প্রকাশ্যে) কে তুমি?

নন্দী। বেটী এখন ঘাড় নুইয়ে জল সেঁচ্‌চে,
মুখে নাইকো রা।

হর। নন্দী, আমি মাগীকে বিদায় কচ্ছি,
তুই যা—তুই যা।

নন্দী। দেখো বাবা! সাবধান, বেটী মস্ত ডান!

হর। কে তুমি সুলোচনা, চাঁদের কণা,
কও না কথা, চাও না ফিরে?
কোথায় থাকো? কথা রাখো,
বদন তোলো মাথার কিরে।
কেন লো একাকিনী, বিনোদিনী,
ছেঁচচো পানি কিসের তরে?
এসো না সোনামণি, চন্দ্রাননী,
আদর ক'রে রাখবো ঘরে।

গৌরী। আ গেল, ছারকপালে বুড়ো হেলে,
তোর সনে মোর কিসের কথা?

হর। বেঁধেছো রূপের ডোরে, এস ঘরে,
কেন প্রাণে দাও লো ব্যথা!

গৌরী। আই আই, এ কি বালাই!
লাজ লাগে না, কে রে বুড়ো?

হর। দেখ না ও যুবতী রসবতি,
নই ত বুড়ো রসের গুঁড়ো।
সুন্দরি পায়ে ধরি, জ্বলে মরি
থাক্‌বো বাঁধা তোর পীরিতে।

গৌরী। ছিঃ এ কি? যাই গো চলে,
অবাক্ কর্‌লে বুড়োর রীতে!

হর। যেও না, মাথাটি খাও।

গৌরী। সর সর, পথ ছেড়ে দাও।

হর। কে তুমি? পরিচয় দাও।

গৌরী। মুই গিরে বাগ্দীর মেয়ে, বুড়ো বরে দেছে বিয়ে, হাতী-শুঁড়ো, শরবুনো দুই ছেলে। গৌরী নামটি, খাই মচ্ছি ধ'রে, অন্ন নাইকো ভাতার-ঘরে, কোঁদল ক'রে মিন্সে গেছে ফেলে।

হর। মরি মরি ও বাগ্দিনী কপাল পোড়া আমার অমুনি, সাত কুঁদুলী আমার গৌরী নারী। ঘরে আমার জায়গা তো নাই, তাইতে হেথা চাষ ক'রে খাই, একা থাকি মুখ নাড়াতে তারি। তোমার যেমন দুটি ছেলে আমার দু'টির নামে মেলে, ঠিক মিলেছে, তুমি আমার সই। এক্‌লা কেন রাত কেটে যায়, এসো থাকি তোমায় আমায়, পীরিত করো, সয়া তোমার হই।

গৌরী। কর্‌বে পীরিত? তাই তো সয়া! শক্ত মাছের চেংড়া ব'য়া, জল ছেঁছা কাজ লাঙ্গল ঠেলা নয়! মচ্ছি ধরি, পানি ছেঁচি, চাষীর ঘরে আমি বাঁচি! তোমার সঙ্গে পীরিত করা হয়? যদি সাথে মচ্ছি ধরো, জল ছেঁচতে নাইকো ডর, তা হ'লে নয় সয়া-সই পাতাই।

হর। ও বাগ্দিনী, চাঁদবদনি, ধর্‌বো মচ্ছি ছেঁচবো পানি, চাষে আমার মন তো তেমন নাই। তবে আর কি সুলোচনা, আর করো না বঞ্চনা; (আলিঙ্গনোদ্যত)

গৌরী। সরো, নই তেমন মেয়ে, ছোঁবে আমায় ফাঁকী দিয়ে? পাওনি তেমন বাগ্দিনী, মরদের ভিরকুটি সব জানি, আগে জল ছেঁচো, তবে সয়া-সই, বাগ্দীর মেয়ে স্পষ্ট হই।

হর। আচ্ছা, হাতে সিউনি দাও।

গৌরী। ভাল, এই নাও।

হর। (কিয়ৎক্ষণ জল সেঁচিয়া) বাপ বাপ, কি প্রেমের দায়! জল ছেঁচে প্রাণটা যায়।

কোমরে হাত দিয়া উত্থান

গৌরী। এক সিউতি জল সেঁচে কাঁকালে দিলে হাত, এই গুণে খাবে তুমি বাগ্দিনীর ভাত?

হর। ফের ছেঁচচি নাও—(কিয়ৎক্ষণ জল-সিঞ্চন) বল, আর কি চাও, এই তো জল ছেঁচা হলো।

গৌরী। কুড়োও শামুক-গুগুলিগুলো।

হর। রাম রাম! এ কি হলো?

গৌরী। চুবড়িতে গুছিয়ে তোলো; ধরো এই সোনা ব্যাঙ।

হর। অ্যাঁ, ব্যাঙ! কি হবে?

গৌরী। মজা পাবে চিবিয়ে ঠ্যাং।

হর। জগন্নাথ—জগন্নাথ!

গৌরী। ধরো। বেঙের ঝোলে জুড়োয় আঁত।

হর। (মৎস্যাদি ধরিয়া) চাঁদবদনি, এই তো সব হলো।

গৌরী। এখন কি দেবে বল?

হর। তুমি আমার, আমি তোমার, আবার দেবো কি?

গৌরী। ও কথায় ভুলি নে সয়া, চল্‌বে না কো ফাঁকি। দেখছি তুমি রসের বুড়ো কথায় পটু বটে, কি দেবে আগে দাও শুধু হাত কি মুখে ওঠে? যৌবন তোমায় অমনি দেবো, এমন মেয়ে নই। না দাও কিছু, পথ দেখ ভাই, স্পষ্ট কথা কই।

হর। এ তিন ভুবন দিতে পারি, বল সই, কি চাও?

গৌরী। বাড়াবাড়ি কাজ নেই, তোমার ঐ আংটীটি দাও।

হর। (স্বগত) ভাল ফ্যাঁসাদ দেছেন জগন্নাথ। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, এই নাও। (অঙ্গুরী প্রদান করিয়া) দেওয়া নেওয়া এই তো হোলো শশিমুখি! বুকে এসে এখন প্রাণ জুড়োও।

গৌরী। দাঁড়াও, গায়ের কাদা ধুয়ে আসি।

হর। আর কাদা ধুয়ে কি হবে?

গৌরী। ও মা, কোথাকার নোঙরা চাষী! আগে গা ধুয়ে আসি, রসো, এলুম ব'লে, তুমি ততক্ষণ বাসর সাজিয়ে ব'সো।

হর। শীগ্‌গির এসো পায়ে ধরি।

গৌরী। তোমায় ছেড়ে কি থাকতে পারি!

[গৌরীর প্রস্থান।

হর। (কিয়ংক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া) অ্যাঁ, কোথায় গেল বাগ্দিনী, এ কি মায়াবিনী? ওরে নন্দী ও ভৃঙ্গী, দ্যাখ দ্যাখ—খুঁজে দেখ, বাগ্দী মাগী গেল কোথায়?

নন্দী। বাবা, আছে প্রাণের ভয়, ওটি আমাদের কর্ম্ম নয়।

ভৃঙ্গী। বোঝ না বাবা, ও ডাইনীর ঝাড়, কামড়ে খাবে হাড়।

নন্দী। বাবা, দেখছো কি, ও আমি ঠিক ঠাওরেছি, ও বাগ্দিনী নয়—মা।

হর। বলিস্ কি! তা হ'লেই তো সর্ব্বনাশ কর্‌লে! চল—চল, কৈলাসে চল। যদি সত্যই মাগী এসে থাকে, তা হ'লে বড় ফ্যাঁসাদ হবে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

ব্যাধগণের কুটীর

ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্নীগণ

১ ব্যাধ। বাবা কেমন মজার কাম শিখালে, ঘর বেনিয়ে সব খাই দাই—কেমন মজায় আছি। আর শিকারের পিছে রাতদিন রোদ-বর্ষায় ঘোরা নাই।

সকলে। ব্যোম্ ভোলা—জয় হর-পার্ব্বতী!

সকলের গীত

মিলে জুলে থাকি এক সাতি
খড়ে রোকে হিম বরষাতি,
মজেমে গুজারি ভোর রাতি।
কেমন কেমন পাকা শীষ কাটি,
নেই ছুটাছুটি, পেটে মিলে দিন ভোর পাটি
চিজ সবুজ তাজা এমন খুদে মাটী!
আর কি কভু মরি,
ক্ষেতে খামার খেটে সামে ফিরি,
সবকই জুটে করি মাতামাতি॥
জয় জয় হর-পার্ব্বতী।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

কৈলাস

কৈলাসবাসিগণের গীত

বিষাণ ঘন্ ঘন্ গভীর বাজে।
ঈশান ঈশ্বর বৃষোপরি রাজে॥
বোম্ বোম্ বব বোম্ বোলত গাল,
হাড়-মালা দেই ডমরু তাল,
বিশাল ত্রিনয়ন লালে লাল,
জটাজুট দল জাহ্নবী কল কল,
ফণি-ফন্ন-ফণা গাজে॥

নারদের প্রবেশ

নারদ। (স্বগত) বাবা কোঁদল, এই বা'র কচ্ছি তোমার থলি ঝেড়ে, ছেড়ো মা, লেগো তেড়ে, ওরে ঢেঁকি, দেখছিস্ কি, মজা হবে বেড়ে—বেড়ে—বেড়ে, মামী লাগে এই হাত নেড়ে।

মহাদেব, নন্দী ও ভৃঙ্গীর প্রবেশ

এই যে মামা চাষ করা হয়েছে?

হর। হ্যাঁ বাবা, হয়েছে বাবা—হয়েছে।

নারদ। তবে যে সেদিন ফাঁকি দিলে, বল্লে ছমাস এখন থাক্‌তে হবে, আমি মামীকে খবর দিতে এয়েছি।

বেগে কার্ত্তিক ও গণেশের প্রবেশ

উভয়ে। বাবা এয়েছে—বাবা এয়েছে।

গৌরীর প্রবেশ

গৌরী। হাবাতেগুলো, কোথা যাচ্ছিস্? ছুঁস্‌নে, বাগ্দী হয়েছে।

নন্দী। (জনান্তিকে ভৃঙ্গীর প্রতি) বাবাকে আজ সার্‌লে!

ভৃঙ্গী। (জনান্তিকে নন্দীর প্রতি) আজ প্যাঁচে ফেল্‌লে।

হর। কি বল্‌ছো গৌরি, বাগ্দী কে? আমি—আমি।

গৌরী। ঘর ঢুকো না বল্‌ছি, তুমি বাগ্দী হয়েছ, আমার ছেলে-পুলে ছুঁয়ো না।

দ্বার অবরোধ

হর। এতদিনের পর চাষ ক'রে ঘরে এলুম, দুটো মিষ্টি কথা বলো, কি মিছে বক্‌চো। নাও—সরো, ঘরে ব'সে একটু জিরুই। অনেকটা আস্‌তে হয়েছে।

গৌরী। জিরোও গে বাগ্দিনীবাড়ী।

হর। তোমার কেমন কুঁদুলে স্বভাব;—খাম্‌কা বাগ্দিনী বাগ্দিনী এক ঢেউ তুল্‌লে। শোন তো নারদ—কথার শ্রী। চাষবাস ক'রে এলুম, ঘরে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তে কোন্দল! তুমি এত মিছে কথা কোথা পাও বল তো?

নারদ। মামী, বল্‌তে কি বাছা, তোমার মুখ বড় দড়। মামাকে কি মিছামিছি বল্‌ছো?

গৌরী। না নারদ, তুমি জান না, বাগ্দী হয়েছে। বাগ্দিনীর সঙ্গে জল সেঁচেছে, কুঁচে-কাঁক্‌ড়া, গেঁড়ি-গুগ্‌লি, শামুক কুড়িয়েছে, ব্যাঙের ঝোল খেয়েছে।

হর। রাম—রাম! শোন নারদ—শোনো, মিছে কথার ভণিতা শোনো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ওগুলো তুমি মুখে আন্‌লে কি ক'রে?

গৌরী। বটে—তুমি গিল্‌লে, আর আমি মুখে আন্‌লুম কি ক'রে?

নারদ। সত্যি মামী, ছিঃ ছিঃ, কি কথা!

গৌরী। তবে নারদ দেখবে? এই হাতে নাতে ধ'রে দিচ্চি। তোমার সেই আংটীটে কই?

হর। অ্যাঁ, তাই তো! আর চাষের কাজে হুঁস থাকে না, কোথায় প'ড়ে গিয়েছে।

গৌরী। হুঁস ছিল না বটে। বাগ্দিনীর মুখ দেখে বেহুঁস হয়েছিলে।

হর। নাও, মিছে বকো না, ভাল লাগে না। নন্দী, ঐ ক্ষেতে কোথায় পড়েচে দেখেছিস্, —কুড়িয়ে টুড়িয়ে রেখেছিস্?

নন্দী। বাবা—(মস্তক কণ্ডূয়ন)

গৌরী। পথে শিখিয়ে আন্‌তে পারো নি, মিছে সাক্ষী দিতে হবে।

হর। ভৃঙ্গী দেখেছিস্?

ভৃঙ্গী। বাবা, সিদ্ধি ঘুঁটে আনি গে।

হর। অ্যাঁ, সে যে বহুমূল্য আংটী!

গৌরী। নারদ, ভাবতে মানা করো। সেই বাগ্দিনী আমায় সে আংটীটি দিয়ে গিয়েছে। বলে, "ও মা, এমন বুড়ো তো কখন দেখি নি। গা ধোবার নাম ক'রে তবে বুড়োর হাতে এড়িয়ে বাঁচি।" নারদ, দেখতে বলো—দেখতে বলো, এই আংটী কি না দেখতে বলো। (নারদকে অঙ্গুরী প্রদান)

হর। মিছে ফ্যাচাং দেখ! নে নন্দী চল, গাছতলায় বসি গে।

নারদ। (অগ্রসর হইয়া) মামা, এই আংটীটে বটে তো?

হর। তবে রে বেটা, কোন্দল পাকাবার ধাড়ি! যখন মাঠে গিয়েছিস্, তখনই বুঝেছি, কি একটা ফ্যাচাং বাধবে।

নারদ। দোহাই মামা, আমি কিছু জানি নে মামা! ঐ মামী বেটী কি করেছে।

[গৌরীর প্রস্থান।

ওগো, যাচ্চ কেন গো—এখন আমার ঘাড়ে যে দোষ পড়চে!

হর। তবে রে ব্যাটা, কোন্দল বাধাবার আর জায়গা পাওনি, বাগ্দিনী সাজিয়ে মাঠে নিয়ে গিয়ে নাকাল করো।

নারদ। মামা—দোহাই মামা, এর আমি কিছুই জানি নে। এর শোধ দাও মামা!

হর। নে ব্যাটা নে, আমার আর শোধ দেওয়ায় কাজ নাই, আমি বিল্বমূলে গিয়ে বসি গে।

নারদ। রাগ্‌ছো কেন মামা, আমার কথাটা কান পেতে শোন না। বেটী যেমন বাগ্দিনী সেজে তোমায় নাকাল করেছে, তুমি তেম্‌নি শাঁখারী সেজে বেটীকে জব্দ করো।

হর। অ্যাঁ—কি ক'রে নারদ, কি ক'রে?

নারদ। ঠাণ্ডা হয়ে শোনো। আমি মামীকে জপাই,—মামী, এবার তো মামা আড়ি আড়ি ধান ঘরে এনেছে, তুমি এই বেলা দু-গাছি শাঁখা চাও, শাঁখা নইলে তোমার হাত খুলবে না। মামী তোমার কাছে শাঁখা চাইবে, তুমি দিবে না, এই ফর্‌ফরিয়ে বাপের বাড়ী চ'লে যাবে, তুমি সেখানে শাঁখারী সেজে গিয়ে বেটীকে জব্দ কর্‌বে।

হর। হুঁ হুঁ,—ভালো মোর বাপ্ রে! ভালো মোর বাপ্ রে! বুঝেছি—বুঝেছি! নারদ, এখানে আর গোল না, এখানে আর গোল না, আনাচ-কানাচ হ'তে কে কোথায় পরামর্শ শুন্‌বে; চল, বিল্বমূলে পরামর্শ করি গে।

নারদ। এসো মামা! তুমি আমায় দোষো, আমি তোমার হয়ে টানি, আর তুমি বলো, ও বেটা কুচক্রে! মামী আমার কে?—মামী তো পরের মেয়ে!—চল, পরামর্শ আঁটি গে। (স্বগত) লাগ্ লাগ্ আবার লাগ্—চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে লাগ্। আহা, কোন্দলের ধুক্‌ড়ি রে! ক'সে লাগো বাপধন!

[সকলের প্রস্থান।

গৌরীর সহিত জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ

জয়া। মা চলো, সেধে-পেড়ে আন্‌বে চলো। রাগ ক'রে গিয়ে গাছতলায় বসেছে। এসো—এসো, অনেকদিন যুগল দেখি নি; যুগল-দর্শনে কৈলাস আনন্দময় হোক্।

গৌরী। হাঁ জয়া, এতদিনের পর ঘরে এলো, কোন্দল ক'রে ভাল করি নি। চল যাই, ঘরে নিয়ে আসি।

গীত

চল তারে সেধে আনি চ'লে গেছে অভিমানে।
কাজ কি আমার মিছা মানে,
মানী আমি তারই মানে॥
কিছু তারে বল্‌লে পরে, বয়ান ব'য়ে বারি ঝরে,
বারি হেরি রইতে নারি বাজে অন্তরে॥
কাতরা লো তারি তরে,
কেমন ক'রে থাক্‌বো ঘরে,
ব'সে কোথা শূন্য প্রাণে চেয়ে আছে শূন্যপানে॥

জয়া। আয় লো সবাই আয়, যুগল দেখবি; কোন্দল দেখলি, মিলন দেখবি আয়।

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

বিল্বমূল
মহাদেব আসীন
নারদ—অদূরে নন্দী ও ভৃঙ্গী

নারদ। মামা ঠিক বুঝেছ, তুমি যে আবার আল্‌গা, তাই ভয় হয়। তুমি হয় তো ব'লে দেবে, নারদ এই বল্‌ছিল।

হর। না, আল্‌গা ব'লে কি এত আল্‌গা পেয়েছিস্! মাগী বড় দাগা দিয়েছে, এর শোধ তুল্‌বো, তবে ছাড়বো।

নারদ। তবে শোন, কোন্দল মিটিয়ে ফেল, বেটী তোমায় সাধতে আস্‌ছে। একটু এড়ে থেকো, দুটো সাধুক পাড়ুক, তার পর যেয়ো।

জয়া ও বিজয়ার সহিত গৌরীর প্রবেশ

মামী, আমি মামাকে বল্‌ছিলুম, আর রেগে কাজ নেই, ঘরে চলো।

গৌরী। এসো—এসো, আর রাগে কাজ নেই।

হর। না—না, আমার ঘরে কাজ নাই, আমি এইখানেই থাক্‌বো।

গৌরী। হোগ মেনে এসো। আর বাগ্দিনীর জন্যে ভেবে কি কর্‌বে? তুমি ঘরে এসো, আমি সেধে পেড়ে এনে মিলিয়ে দেব এখন।

হর। এখানেও বুঝি থাক্‌তে দেবে না, কোন্দল কর্‌তে এসেছ।

গৌরী। এসো, আর রাগে কাজ নেই, ঘরে এসো।

হর। নাও, তুমি রাজার ঝি, তুমি ঘরে গিয়ে থ.কো। আমি ভিখারী মানুষ, গাছতলায় থাকি।

গৌরী। আমিও এই গাছতলায় বসলুম।

হর। দেখ দেখি, মিছে এই ছেলেপুলের সামনে কি গণ্ডগোল করলে!

গৌরী। তার আর লজ্জা কি? তোমার রীত সবাই জানে।

নারদ। (জনান্তিকে) মামা, চেপে যাও।

গৌরী। তুমি ঘরে আসবে না? আমিও এই গাছতলাতে বসলুম।

হর। তা বসো না—বসো না, (হস্ত ধরিয়া) এই বাঘছালেই বসো না।

গৌরীকে ঊরুর উপর স্থাপন

ভৈরব ও ভৈরবীগণের প্রবেশ ও গীত

জটাজুট মিলে এলায়িত কুন্তল,
রজত-ভূধরে কিবা কনক উজ্জ্বল,
মোহন-মোহিনী রাজে, রসময়ী রসরাজে।
হাড়-মাল সনে কুসুমমালিনী,
যোগেশ্বর যোগসিদ্ধশালিনী,
চন্দ্রশেখর হর, হর-ঊরুবাসিনী,
মন-বিকাশিনী চরণ-কমলদল
আদরে ধরো হৃদিরাজে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৈলাস

গৌরী, জয়া ও বিজয়া

গৌরী। গীত

কখনো তার মনের মত নই।
আপন-হারা, কেঁদে সারা, স্বতন্তরা সদাই রই॥
যেখানে সে হেরে নারী,
তখনি ত হয় গো তারি,
মোহনকারী বহুরূপধারী;
এক রূপে তার পোরে না মন,
যে যেমন তার সনে তেমন,
পরঘেঁষা সে কেমন কেমন,
সয় ব'লে আর কত সই॥

নারদের প্রবেশ

নারদ। মামী, মামা কোথা?

গৌরী। আর বাছা, জানই তো, আমার কাছে কি সে থাকতে চায়! কোথায় কে ডোমনী, কুঁচনী আছে, তারই সঙ্গে বুঝি ঘুরছে।

নারদ। সেটি বাছা তোমার দোষে। আমার পরামর্শ শোনো, যাতে মামা তোমা ছেড়ে এক-দণ্ড না নড়তে পারে।

জয়া। যা যা কুঁদুলে মিন্সে, তোর আর পরামর্শে কাজ নাই; তোর পরামর্শ শুনে বাবা আরও বিগড়ে গেছে। চাষ থেকে আসবার পর মা কোন্দল কোরলে, তাইতে বাবা আরো আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো হয়ে বেড়াচ্ছে। কুঁদুলে মিন্সে বুঝি আবার কোন্দল বাধাতে এসেছিস্? না মা, তুমি ঐ ঢেঁকিচড়া মিন্সের কথা শুনো না।

নারদ। তোদের সঙ্গে বেড়িয়েই তো মামী মামাকে ঘরবাসী করতে পারলে না। তো মাগীদের যেমনি সাজ, তেমনি সাজে মামীকে রেখেছিস্, এতে মামা ভুলবে কিসে? এই সুরপুরে সব বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখে এলেম—তারা সব জানে—পতিকে সতীর কি ক'রে ঘরে রাখতে হয়। মামীকে বেশভূষা করতে দিবি নি, তোদের ডাইনীর সর্দারণীর মত ক'রে নিয়ে বেড়াবি, এতে মামা ঘরবাসী হবে কিসে? মামী, তুমি আমার কথা শোনো, এই মাগীগুলোর সঙ্গে ওমন ছাই মেখে নেচে বেড়িও না। আমার বুদ্ধি শোনো, ভাল ক'রে বেশভূষা করো; দেখ দেখি, মামা কোথায় যায়। তোমার ভুবনমোহিনী রূপের কাছে ত্রিভুবনে কি আর রূপ আছে?

গৌরী। আর বাছা ভুবনমোহিনী রূপ! এই মা তো কত ক'রে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল; তাতে কি তোমার মামার মন পাওয়া যায়? ও খালি এদিক্ ওদিক্ উঁকি-ঝুঁকি মেরে বেড়াবে।

নারদ। তোমার মা কি সাজাতে জানে যে সাজাবে? দুহাতে শাঁখা পর দেখি, দেখি, কেমন মামার মন না ভোলে। এই দেখে এলুম—শাঁখা প'রে লক্ষ্মী নারায়ণকে চোখে চোখে রেখেছে, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণী শাঁখা

প'রে গৃহী করেছে, শচী ইন্দ্রকে ভেড়ো করেছে। সহস্রলোচন, সহস্র চোখে শচীর পানে চেয়ে থাকে, এত অপ্সরী-কিন্নরী, কারো পানে ফিরে চায় না। তুমি দুপাটি শাঁখা পরো, দেখি, মামা কেমন না তোমার বশ হয়।

গৌরী। বাছা, ভিখারীর ঘরে এসেছি, শাঁখা কোথায় পাব?

নারদ। কেন—মামাকে বলো—মামা কিনে দিক্। তুমি আবদার ক'রে ধ'রে ব'সো দেখি। দেবে না তো কি? তুমি না দিলে ছেড়ো না। তুমি কোন্দল কর্‌তেই পারো বাছা, ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজ নিতে জানো না।—ঐ মামা আস্‌ছে, তুমি ধ'রে ব'সো, বলো—শাঁখা দাও।

গৌরী। যদি বলে, কোথায় পাবো?

নারদ। তুমি বল্‌বে, যেখানে পাও। তুমি ছাড়বে কেন? তুমি বাগিয়ে আদায় কর্‌তে জান না, তাই। নাও, তুমি ধ'রে ব'সো, ছেড়ো না। যেন বলো না, নারদ শিখিয়ে দিয়েছে। একবার তুমি শাঁখা পর্‌লে বুঝি, মামা কেমন ফাঁকে ফাঁকে বেড়ায়।

হরের প্রবেশ

হর। কি নারদ, কি মনে ক'রে?

নারদ। এই এদিক্ দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম, মামা কেমন আছে, একবার দেখে যাই।

হর। বুঝি আবার কি কোন্দলের মন্ত্রণা দিতে এসেছ?

নারদ। আমি এইমাত্র আস্‌ছি, কেমন মামী? (গৌরীর প্রতি জনান্তিকে) কোন কথা ভেঙো না। (জনান্তিকে মহাদেবের প্রতি) মামা, সেই কথা তুলেছি। বেটী এখনি শাঁখা চাইবে, তুমি না দিতে চাইলেই রাগ ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে যাবে।

জয়া। ঐ দেখ মা, কুঁদুলে মিন্সে কানে কানে কি পরামর্শ দিচ্ছে। (নারদের প্রতি) কি রে মিন্সে—কি মন্ত্রণা দিচ্ছিস্?

নারদ। (জনান্তিকে) মামা, কথাটা ঢেকে নি। (প্রকাশ্যে) সত্যি কথা বল্‌তে কি মামা, ঐটি তোমার বড় দোষ। একদিন রাগের মুখে এক কথা হয়ে গিয়েছে, শুন্‌চি না কি, তুমি ঘরে থাকো না;—মামী কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

হর। বাছা, দুঃখের জ্বালায় দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে বেড়াই, ঘরে থাক্‌বো কি বল।

নারদ। (জনান্তিকে) মামী, আগে থাক্‌তে কাটান গাচ্ছে; তুমি কথাটা তোলো।

গৌরী। তা ভোলানাথ, বল্‌ছিলুম কি, হাত দু'খানি খালি থাকে, বড় লজ্জা করে, আমায় দুহাতে শাঁখা কিনে দাও।

হর। আবার বুঝি নারদের পরামর্শ শুনেছ! দু'দণ্ড ঘরে এলুম, তা থাক্‌তে দেবে না। আমি শাঁখা কিনে দেব! আমার তো সম্বলের মধ্যে ভিক্ষের ঝুলি, আর বুড়ো এ'ড়েটা। আমি ভিখারী-নাগারী, শাঁখা কোথায় পাব?

গৌরী। দোহাই ভোলানাথ, তোমার পায়ে ধরি, আমার বড় সাধ হয়েছে,—সকলে শাঁখা হাতে দিয়ে আসে, আমি লজ্জায় হাত বা'র কর্‌তে পারি নে।

হর। নাও, বুঝেছি, আমায় ঘরে থাক্‌তে দেবে না। আমার অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, তুমি শাঁখার বায়না ধর্‌লে;—কোথায় পাই? একটা হিসাব ক'রে কথা বল তো সাজে।

গৌরী। কেন—দিতে কি নাই? আর কখনো কি তোমার কাছে কিছু চেয়েছি! বড় মুখ ক'রে একটা জিনিস চেয়েছি, তা কথার শ্রী শোনো!—বলে, ঘরে টে'ক্‌তে দেবে না। নাও—তোমার ঘর নিয়ে তুমি থাকো, আমার যেখানে ইচ্ছা হয় চ'লে যাই। কেন—এত কি! তুমি শাঁখা দিতে পার্‌বে না?

হর। আমায় বেচলেও শাঁখার দাম হবে না।

গৌরী। তুমি দেবে না?

হর। মুরোদ থাক্‌লে তো দেবো। তোমার শাঁখার ভাবনা কি? রাজা বাপ রয়েছে, গিয়ে নিয়ে এসো না?

গৌরী। তা বেশ, সেই কথাই ভাল। জয়া, ছেলে দুটোকে নিয়ে আয় তো। আমি চল্লুম, পেটে জায়গা দিয়েছে, হাঁড়িতে জায়গা দেবে! —ও মা—ওঁর ঘর না কর্‌লে চল্‌বে না।

প্রস্থানোদ্যতা

হর। গৌরি, যেও না—যেও না—আমার মরা মুখ দেখ, যেও না—

গৌরী। (কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) না, আমি

থাক্‌বো না, রোজ রোজ মুখনাড়া আমি স'ব না। আয় জয়া, আমি এগোই, ছেলে দু'টোকে সঙ্গে নিয়ে আয়।

[গৌরী, জয়া ও বিজয়ার প্রস্থান।

হর। ও নারদ, সত্যি সত্যি গেল যে?

নারদ। যাবেই তো—তোমার সঙ্গে কি কথা!—মামী বাপের বাড়ী যাবে, তুমি সেখানে বুড়ো শাঁখারী সেজে শাঁখা বেচতে যাবে, নাম বল্‌বে, ভোলা শাঁখারী।

হর। না না নারদ, গৌরী গেলে আমি কৈলাসে থাক্‌তে পার্‌বো না; ওকে ছেড়ে আমি এক দণ্ড থাক্‌তে পারি না।

নারদ। ছেড়ে থাক্‌বে কেন মামা, তুমিও পেছু পেছু যাও না। তোমায় নাকাল করেছে, তুমি শোধ দেবে না?

হর। না বাছা, আর শোধাশোধি কাজ নেই, আমার শোধবোধ হয়েছে,—আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে,—তুই ফেরা। আমার উপর রাগ করেছে, আমার কথায় ফির্‌বে না।

নারদ। মামা, আর যদি তোমার কোন কথায় থাকি, তা হ'লে আমায় যে কুঁদুলে বলে, সেই কুঁদুলেই যেন হই। শোধ দাও না মামা, তুমি এমন আল্‌গা কেন?

হর। না—না, আমি ফিরিয়ে আনি।

[হরের প্রস্থান।

নারদ। না ঢেঁকি, ভাল হলো না, মামা বেটা হাতে পায়ে ধ'রে ফেরাবে। বল্‌ছিস্‌—'ইন্দ্র রথ নিয়ে পথে দাঁড়িয়ে আছে, মামীকে গিরিপুরে পৌঁছে দেবে, মামা ধর্‌তে পার্‌বে না?' তুই জানিস্‌ নে ঢেঁকি, জানিস্‌ নে, মামা এক পা ফেল্লে ব্রহ্মাণ্ড পার হ'তে পারে! চ' চ', পরামর্শ দিতে হবে, না ফেরে। মামা-মামীর শাঁখা পরানর পালা না হ'লে নরলোকে স্ত্রীকে অলঙ্কার দিতে শিখবে কেমন ক'রে? পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে নর-নারী গৃহী হ'লো, চাষী হলো, শিল্পী হওয়া তো চাই। অলঙ্কার না হ'লে নারীর শোভা হয় না। মামা, মামীকে শাঁখা পরালে নরলোকে স্ত্রীর আদর হবে; পুরুষ-প্রকৃতির লীলা দেখেই তো শিখবে। চল—ঢেঁকি চল, কচ্‌কচিই তো তুই ভাল-বাসিস্‌, রাতদিনই তো কচ্‌কচ্‌ করিস্‌।

গীত

আজ ঢেঁকি, সেজেছ চমৎকার।
আ মরি আঁক্‌সালিধারী,
ঝিঙ্গের ঝুঁটির কি বাহার॥
চুণকালীতে টানা দু'নয়ন,
শোণের লাগাম বাঁধা চাঁদবদন,
পেটে পাড়া মেটে কেশ চিকণ;
ভাঙ্গা কুলোর কিবা দু'টি কান,
ছেঁড়া চটের পাখা হরে সাত কুঁদুলীর প্রাণ,
কোঁদল ঠেসা, বাবুই বাসা,
রেকাব দু'টি ঝুল্‌ছে খাসা,
কোঁদলের ধুক্‌ড়ি পিঠে নারীর কাজনাশা;
গোদা পায়ের লাথি-খেকো
সখের বাহন রে আমার॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শৈল-পথ

গৌরী, জয়া ও বিজয়া

গৌরী। জয়া, নারদের পরামর্শে ভোলাকে ছেড়ে চ'লে এলুম, ভাল হ'লো না! একলা কৈলাসে ভোলা নয়ন-জলে ভেসে যাচ্ছে। আমার শাঁখায় কাজ নাই, কৈলাসে ফিরে যাই। কেন জয়া আমার বাঁ অঙ্গ নাচ্‌ছে? কেউ কি আমায় স্মরণ কচ্ছে? বোধ হয়, ভোলা ব্যাকুল হয়েছে, তাই চরণে চরণ বাজ্‌ছে, দক্ষিণ নয়ন নাচ্‌ছে।

জয়া। না মা, তা নয়। গিরিপুরে মেনকা রাণী অধীরা হয়েছেন। তুমি গিরিপুরে চলো, বাবা গিরিপুরে আপনিই যাবেন। তুমি রাগ ক'রে চ'লে এসেছ, বাবা সেধে না নিয়ে গেলে, তোমার যাওয়া ভাল দেখাবে না। ইচ্ছাময়ি, মেনকা রাণীরও তো ইচ্ছা পূর্ণ করা তোমার উচিত।

ইন্দ্রাদি দেবদেবীগণের প্রবেশ

গীত

দামিনীদাম নলিনী চরণে, নব বামা নবরঙ্গিণী।
তরুণ-তপন নখর-নিকরে,
তপত-কনক-অঙ্গিনী॥

শশিশেখরা অমিয়-হাসি,
মুক্তকেশী বিভুবিলাসী,
উমেশ-হৃদয়বাসী;
বরাভয়করা অভয়া বরদে,
মাতঙ্গিনী আমোদ-মদে,
বরবন্দিনী নগনন্দিনী,
ভুবনমোহিনী ভবেশ-সোহিনী,
শিবে—শিবলীলা-সঙ্গিনী॥

ইন্দ্র। মা, আশীর্ব্বাদ করো।

গৌরী। কে বাবা তুমি?

ইন্দ্র। আমি ইন্দ্র, তোমার বরে দেবরাজ। তুমি কঠিন পথে পদব্রজে যাচ্ছ, তাই আমি রথ নিয়ে এসেছি। কৃপা ক'রে যদি আমার রথে আরোহণ করো।

গৌরী। বাবা, তুমি চিরসুখী হও। এরা কারা বাবা?

ইন্দ্র। এরা গিরিপুরে তোমার পূজা দেখবে ব'লে এসেছে। এস মা!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হিমালয়-পথ

কতিপয় নাগরিকার প্রবেশ

১ নাগ। ওই উমা আস্‌ছে—ওই উমা আস্‌ছে!

২ নাগ। ঐ যে উমা, ঐ যে গিরিরাণী উমাকে দেখে পাগলিনীর মত ছুট্‌ছে! ঐ যে নগরবাসীরা আনন্দ-রব কচ্ছে!

গীত

আমার উমা এলো ব'লে।
পাগলিনী গিরিরাণী, চলে আকুল কুন্তলে॥
মা এলো মা এলো সাড়া পড়িল নগরে,
সারি সারি নাগরী ধাইল সত্বরে,
মত্ত হৃদি বেগে জীবন তরঙ্গ চলে॥
চারু চিকুরে কারো আধ রচিত বেণী,
আধ রঞ্জিত অলকা-তিলকা-শ্রেণী,
আমোদ-মদভরে অটল টলটলে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

হিমালয়-অন্তঃপুর

মেনকা ও গৌরী

মেনকা। উমা—উমা, তুই একলা কি ক'রে এলি? হঠাৎ চ'লে এলি কেন? জামাই তো ভাল আছে? ছেলে দু'টি কার কাছে রইলো? আহা, মা আমার শুকিয়ে গেছে! কি রে, ঝগড়া-কোন্দল ক'রে আসিস্ নি তো?

গৌরী। না—মা, না,—অনেক দিন তোমাদের দেখি নি, তাই দেখতে এলুম।

মেনকা। তা বেশ করেছিস্, ছেলে দু'টিকে নিয়ে এলি নি?

গৌরী। তারা জয়ার সঙ্গে আছে, বাবাকে প্রণাম ক'রে আস্‌ছে।

মেনকা। তুই হঠাৎ এলি, একটা খবর পাঠাতে হয়, আমি লোকজন পাঠাতুম।

গৌরী। না মা, আমি চ'লে এলুম, রোজ রোজ ঝগড়া সইতে পারি না।

মেনকা। আহা মা, ঝগড়া করে, সে খ্যাপা মানুষ। তা আয়, তোর পোঁছানোর খবর কৈলাসে পাঠাই। সে তোকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না, কত ভাব্‌ছে। আমি কাঁদাকাটি ক'রে তিন দিনের বেশী তোকে রাখতে পারি নে। চারিদিনের দিন সকাল বেলা শিঙে ডমরু বাজিয়ে হাজির হয়। তা আয়, একটু জিরুবি। আহা, পথে বড় দুঃখ পেয়েছিস্, না?

গৌরী। না মা, ইন্দ্র আমায় রথে ক'রে পাঠিয়েছে।

মেনকা। তা বেশ বেশ, দেবরাজের অসুর-নাশ হোক্। তা এসেছিস্ তো দিন কতক এখানে থাক্। আমি জামাইকে আন্‌তে রাজাকে পাঠাই।

গীত

এসেছিস্ মা থাক্ না উমা দিনকত।
হয়েছিস্ ডাগোর-ডোগর
কিসের এখন ভয় এত॥
বলিস্ যদি আনি মা জামাই,
সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই,

সবাই মিলে কর্‌বো যতন
যোগাব তায় মনোমত॥
খল কপট তো নাইকো তার মনে,
যে ডাকে, সে ফেরে তার সনে—
মান-অভিমান তার মনে নাই,
কুচুটে তো তুই যত॥
এখন বুঝি ঘর চিনেছিস্, তাই হয়েছি পর,
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস্, নিতে এলে হর,
সঁপে দিছি পরের হাতে,
জোর আমার তো নাই তত॥

গৌরী। সে হেথায় এসে থাক্‌বে, তা হ'লে শ্মশানে শ্মশানে হাড় কুড়িয়ে বেড়াবে কে? ভূতদানা নিয়ে নৃত্য হবে কোথা? দুঃখের কথা বল্‌বো কি মা- একদিনও ঘরবাসী কর্‌তে পারি নেই। দেবরাজ কতবার মন্দির ক'রে দিলে, তা ভূতদানাদের বলে, 'ভেঙে ফেল!' তার কি লোকালয় ভাল লাগে? সখের মধ্যে এক ধুতরো ফুল; আর যেথায় যা পায় বিলোয়। মা, আমার ভাবনা কি ছিল? যে যা চাইলে, তারে তা দিয়ে দিলে,—ইন্দ্রত্ব ইন্দ্রত্বই নাও, ব্রহ্মত্ব ব্রহ্মত্বই নাও, ঘর-সংসারে তো দুঃখ-দরদ নেই। যদি মনে কর্‌তো তো লক্ষ্মী ঘরে বাঁধা থাক্‌তো। তা নয়, দোরে দোরে যাবে, আর ভিক্ষা মাগবে।

মেনকা। হ্যাঁ উমা, সত্যি? লোকে যা বলে, শুনে ভয়ে বুক কাঁপ্‌তে থাকে।

গীত

জামাই নাকি শ্মশানবাসী শুন্‌তে পাই।
আমি ভেবে সারা, বল মা তারা,
সত্যি কি না শুধাই তাই॥
একে সে ক্ষেপা সন্ন্যাসী,
বুঝিয়ে কোথায় কর্‌বি ঘরবাসী,
পোড়ার উপর এ কি পোড়া শুনে ভয় বাসি—
হয়ে এলোকেশী উলঙ্গিনী
বসিস্ বুকে সরম নাই॥
মরি ভেবে বুঝবি আর কবে,
ক্ষেপাকে কে বোঝাবে তবে,
মার প্রাণে বল্ আর কত সবে—
ঘর করেছিস্ ভূতের বাসা,
মেতে বেড়াস্ মেখে ছাই।
নয় তো এখন কচি মেয়ে, সে দিন গিয়েছে,
যা হোক্ দুটো গুঁড়োগাড়া কোলে হয়েছে,
আর কতকাল এলো হয়ে বেড়াবি নেচে?
তুই যদি না বুঝে চলিস্,
বুঝবে কি ভাঙ্গড় জামাই॥

গৌরী। আমি এক্‌লা বুঝলে কি হবে? সে বুঝি বুঝবে, সে বুঝি ঘরবাসী হবে?

মেনকা। সে বাছা এক্‌লা কেন জামাইকে দুষছো? তুমিও তো শুন্‌তে পাই, তার সঙ্গে নেচে বেড়াও। বেটা ছেলে, ওরা সংসারের কি জানে, ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে স্থিতু কর্‌তে হয়। তা এত বোঝাই, তোর এ কান দিয়ে সেঁদোয়, ও কান দিয়ে বেরোয়। শুন্‌তে পাই, সে হেথায় থাক্‌তে চায়, তার আমার মান অভিমান নেই, তুই নাকি কুচুটেগিরি ক'রে বলিস্,—'এখানে কোথায় থাক্‌বে?' আয়, মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

কার্ত্তিক ও গণেশের প্রবেশ

কার্ত্তিক। ওরে ঝাঁক ঝাঁক ময়ূর ধ'রে নিয়ে যাবো। দেখলি নি, কত খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। ধর্‌তে যাবি?

গণেশ। না, আমি গান গাবো।

কার্ত্তিক। না ভাই, তুমি গান ধরো না। তুমি গান ধর্‌লে ময়ূর তো ময়ূর, বাঘ সিংহী পর্য্যন্ত পালাবে।

গণেশ। এখন আর আমি তেমন গাই না, বেশ গাই, এই শোনো—

কার্ত্তিক। ওরে না না—এখনি তোর গান শুনে সব চম্‌কে উঠবে।

গণেশ। তুমি জান না—এখন আমি বেশ গাই। এই শোনো—

গীত

জয় ব্যোমকেশ ব্যোমকেশ মায়ী।
তাথেই তাথেই গরজ গভীর,—
আও আও আও, উধাও গাও,
গান মান, তাল তান, রঙ্গে শৃঙ্গধর
বরশির আওয়ো মাতায়ি॥
উচ্চ শুণ্ড ঊর্দ্ধতুণ্ড,
তাণ্ডবে তোল স্বর প্রচণ্ড,
সাগরাম্বর, গিরি-কন্দর,
পূর তানে ব্রহ্মাণ্ড,
জ্ঞান জ্যোতি, উথল, ভাতি, বগল ঘন বাজায়ি।

নেপথ্যে। আরে কি রে—কি রে?

কার্ত্তিক। দেখ দেখি—কি গোল বাধালি, তোর গান শুনে সব ছুটে আস্‌ছে।

গণেশ। শুনতে আস্‌ছে।

গীত

উচ্চ শুন্ড, ঊর্দ্ধতুন্ড,
তান্ডবে তোল স্বর প্রচন্ড,
সাগরাম্বর, গিরিকন্দর, পূরে তানে ব্রহ্মান্ড,

নেপথ্যে। ওরে কি হ'লো রে—কি হ'লো? পর্ব্বতের চূড়ো ভেঙ্গে পড়লো না কি?

মেনকা প্রভৃতি পুরবাসিনীগণের প্রবেশ

মেনকা। তাই তো বলি—আমার গণেশ গান ধরেছে। এসো দাদা, আর গান গেয়ে কাজ নেই, খাবে এসো।

কার্ত্তিক। দেখ দেখি, তোরে বল্লুম—খামকা গোল কর্‌লি!

গণেশ। কল্লুম কল্লুম,—তোমার কি, আমি আবার গাবো।

মেনকা। গেয়ো এখন দাদা—গেয়ো এখন। এখন খাবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

হিমালয়-পথ

নন্দী, ভৃঙ্গী ও প্রমথগণ সহ শাঁখারিবেশে হরের প্রবেশ

গীত

শাঁখা চাই!
তিনটি ভাই একই ধারা, কারো কসুর নাই।
তিন গুণাকর, তিনটি সোসর,
গুণের পালাম কোথা পাই॥
শাঁখা চাই!
ব্রহ্মচারী ধ্যানে থেকে,
আপন বেটী তাড়নে ঝেঁকে,
চার মুখে বেদ-বিধি ছোটে,
নিজের বিধির নাই বালাই॥
শাঁখা চাই!
একটি মাধব কত ঠাটে,
ঘুরে বেড়ান মাঠে ঘাটে,
তাকে তাকে ফাঁকে ফাঁকে,
কুল মজাতে চান সদাই॥
শাঁখা চাই!
আর এটি ভোলা শাঁখারী,
ফেরেন যেথা থাকে নারী,
জাত কি অজাত, আচার-বিচার
হায়া ঘেন্না নাই কো ছাই॥
শাঁখা চাই!

হর। নন্দী, তোরা স'রে পড়, গৌরীর সখী আস্‌ছে, আমাদের একত্রে দেখলে চিনে ফেল্‌বে।

[নন্দী, ভৃঙ্গী ও প্রমথগণের প্রস্থান।

নাগরিকাগণের প্রবেশ

চাই শাঁখা চাই।

১ নাগ। ওলো—ওলো, মিন্‌সে শাঁখা বেচতে এসেছে।

২ নাগ। ও শাঁখারি—ও শাঁখারি, দেখি কেমন শাঁখা। আঃ গেল যা, পোড়ারমুখো কথা কানে তোলে না।

হর। চাই শাঁখা চাই।

১ নাগ। আঃ গেল যা মিন্সে, তোর কপালে ছাই। কেমন শাঁখা দেখা।

হর। চাই শাঁখা।

২ নাগ। মিন্সে, তুই কালা নাকি, শাঁখা দেখা।

জয়ার প্রবেশ

জয়া। কি লো কি, এখানে সব গোল কচ্ছিস্‌ কি?

১ নাগ। এই দেখ ভাই, এক মিন্সে কালা শাঁখা বেচতে এয়েছে। খালি চেঁচাচ্ছে, 'শাঁখা চাই'। বল্‌ছি দেখি, তা থুবড়ো মিন্সে ছোট কথা বুঝি কানে তোলে না!

জয়া। কই কই, ওরে শাঁখারি, শাঁখা দেখা না?

হর। তোর আর শাঁখা দেখে কাজ নাই, আমার মুখ দেখে যা।

জয়া। আঃ মরি, চাঁদমুখের কি ছিরি, মুখের বালাই নিয়ে মরি। নে মিন্সে নে, শাঁখা দেখি দে। মা'র হাতের শাঁখা নাই, ভাল, মন্দ পছন্দ ক'রে যাই।

হর। এ শাঁখা দেখে তুই কি কর্‌বি? শাঁখা দেখলে অম্‌নি দাঁত ছিরকুটে মর্‌বি!

জয়া। আঃ গেল, কে রে মিন্সে, আমি পার্ব্বতীর সখী, আমি শাঁখা দেখ্‌বো কি? নে নে, রাগ বাড়াস্‌ নি কথায়, তোর মত শাঁখারি কত মা'র পায়ে গড়াগড়ি যায়।

হর। তা বুঝে নিয়েছি, তোমার মুখখানি দেখে আর তোমার মিষ্টি কথায়।

২ নাগ। দেখাও না শাঁখারি, ও রাজার মেয়ের সই, ওর সঙ্গে বকাবকি করে কি?

হর। চোখ থাকে তো দেখে যা, এ শাঁখা চেনা তোর কর্ম্ম না, এ শাঁখা ব্রহ্মা পারে না গড়তে ধ্যানে, আমার কারিকুরী তুই কি বুঝিবি, যে জানে—সেই জানে।

জয়া। আহা, রসের কারিকর, দেখাও মেনে।

হর। এই দ্যাখ,—(জয়া ও নাগরিকাগণের শাঁখা দেখিয়া চমৎকৃত হওন) উল্‌টে ফেল্‌লি যে নাক! কেমন, তাক্‌ হ'য়ে গেছিস্‌ তো?

সকলে। আঃ মরি—আঃ মরি, দিব্যি শাঁখা—দিব্যি শাঁখা!

জয়া। ও শাঁখারি—ও শাঁখারি, তুই আমার সঙ্গে আয়, তোর শাঁখা নেবে গৌরী। যে দাম চাস্‌, পাবি। এই শাঁখা জোড়া বেচে নেয়াল হয়ে যাবি!

হর। নে নে, আমায় তেমন শাঁখারি পাস, নে। যার সখ হবে, সে এখানে এসে নেবে। আমি কারো বাড়ীতে দিই না পা।

জয়া। শোন্‌ না—শোন্‌ না, সে রাজার ঝি, এখানে আস্‌তে পারে কি?

হর। আরে নে নে, তোর গৌরীকে জানি, খরখরে মুখখানি;—তার ভাতার মরে ভিক্ষা ক'রে, তার আবার গুমর কি রে? শাঁখা পর্‌তে চায়, আসুক হেথায়, আমি যাই নে কোথাও কারো কথায়।

জয়া। এই বুড়ো, দুগালে চার চড় খাবে, নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবো, তবে যাবে। ভাল চাস্‌ তো আয়, নইলে মর্‌বি ঠোনার ঘায়।

হর। ঢের দেখিছি ঠোনা, তুই তো তুই, তোর গৌরীকে আছে জানা। তোর মাগীর চোখ-রাঙ্গানিতে ভয় করি, আমি তেমন না।

জয়া। হাঁ রে মিন্সে—তবে রে মিন্সে! ভয় করিস্‌ নে—দেখ তবে। (সবলে হরের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

হর। চল যাচ্ছি, টানাটানি করো না—টানাটানি করো না, কোথায় যেতে হবে?

জয়া। পথে এসো, এখন হ'লো! এখন আস্তে আস্তে পেছু পেছু চলো!

হর। (স্বগত) এরা মহামায়ার সঙ্গে ফেরে, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে ফ্যালে ফেরে, নিশুম্ভ-শুম্ভবধের সাথী, যে শম্ভুর বুকে মারে লাথি, তার সই; এদের বলে কি শিব-বল চলে, ভালয় ভালয় আগু হই।

নারীগণের গীত

বুঝবো আজ কেমন শাঁখারী।
ভিরকুটি ছরকুটে দেব
দেখ্‌বো তোর কিসের জারী॥
ছোটমুখে তোর বড় কথা,
কর্‌বো থোঁতামুখ ভোঁতা,
রাজঝিয়ারী রাজেশ্বরী
আস্‌বে তোর হেথা?
কপালে তোর ছাই,
বুড়ো ব'লে এড়িয়ে গেলি তাই,
নয় পাঁচ মাথা কার বেঁচে যেত,
বুকের পাটা কার ভারি॥

[হরের হস্ত ধরিয়া জয়া ও নাগরিকাগণের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হিমালয়-অন্তঃপুর

মেনকা, গৌরী, বিজয়া ও পুরবাসিনীগণ
মহাদেবকে লইয়া জয়া ও নাগরিকাগণের প্রবেশ

জয়া। মা শাঁখা পর্‌তে চেয়েছিলো, এই শাঁখারিকে ধ'রে এনেছি।

মেনকা। কেমন শাঁখা, দেখি, দখি!

হর। তুই নিবি না কি? এ শাঁখা তোরে বেচি নি। তোর গাল তোবড়া, তুই বুড়ী নুড়ী, তুই এ শাঁখা প'রে কর্‌বি কি?

মেনকা। তা হ'লোই বা বাছা, দেখাও না, দেখাও না। শাঁখা কি আমি পর্‌বো, আমার মেয়েকে কিনে দেব।

হর। মনে করেছিস্, ওম্‌নি শাঁখা পরাবো না কি? যে শাঁখা পর্‌বে, আগে তার মুখ দেখি।

গৌরী। ও শাঁখারি, আমি পর্‌বো।

হর। এগিয়ে এসো, ভাল ক'রে ঠাউরে দেখি, তবে শাঁখা বা'র কর্‌বো। (গৌরীর অগ্রসর হওন)

১ পু। ও মা, বুড়ো মিন্সে মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো যে গো।

গৌরী। কই, শাঁখা দেখাও।

হর। ভাল ক'রে আমার মুখের পানে চাও, ঠাউরে দেখি।

মেনকা। এ বুড়ো কে গো? সোমত্ত ঝি, কিছু গুণ-গান করবে না কি?

হর। আচ্ছা, এই শাঁখা দেখ দেখি, পছন্দ হয় না কি?

পুরবাসিনীগণ। আহা, দিব্যি শাঁখা—আহা, দিব্যি শাঁখা! তোমার গৌরীর যেমন নধর হাত, তেম্‌নি সুন্দর শাঁখা!

মেনকা। ও শাঁখারি, নে—শাঁখাজোড়াটি দে, দাম চাস্ কত টাকা? দেখ তো গৌরী, হাতে হবে না কি?

হর। ঠিক হবে; আমি মনে-ধ্যানে দিচ্ছি জোঁকা।

মেনকা। কি দাম নিবি বল্?

হর। আন তেল-জল, আগে শাঁখা পরাই; বেশ সেজেগুজে তো আছ, নূতন কাপড় তো পরেছো, আর সাজগোজ কাজ নাই।

২ পুর। ওগো শাঁখা পরবে, শাঁখ বাজাও, —তোমার জামাইয়ের মঙ্গল তো চাই।

গৌরী। তোমার নাম কি শাঁখারি? তোমার খুব কারিকুরী। তুমি কোথায় থাক? মরি—মরি, দিব্যি শাঁখা—আ—মরি! তোমার নামটি কি?

হর। ভোলা শাঁখারি। আমার বড় দজ্জাল নারী, তার মুখের তোড়ে ঘরে রইতে নারি, তাই শাঁখা করি ফেরি। কোঁদল ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেছে, তার শরীরে রাগ ভারি।

গৌরী। তোমার গিন্নীর নামটি কি?

হর। গৌরী। দুটি ছেলে, আমার কাছে থাকে না মূলে। আমার দেখ্‌ছো যেমন পেটটি ডাগর, একটি ছেলে তেম্‌নি লম্বোদর। আর একটি ছেলে, সদাই বেড়ান তীরধনুক নে খেলে। আমি ঘুরে ঘুরে খরচ জোগাই; ছেলে যেন ষড়ানন, ছ'মুখে করে খাই খাই। তার আবার লম্বা কোঁচা, রোচে না যা তা। এই শাঁখা বেচে যা পাই, তাতেই খরচপাতি যোগাই।

গৌরী। বটে, তোমার গিন্নীর নাম গৌরী?—তোমার দুটি ছেলে? তবে সব তো গেছে মিলে! তা হ'লে তুমি আমার সয়া, আমি তোমার সই।

হর। সই, তোমার এত দয়া,—আমায় বল্লে সয়া! আমার আজ ভাগ্যি গেল ফিরে। আমি তা হ'লে এখানে থাকি, আর তোমার মুখখানি দেখি;—পারি নি, হয়রাণ হয়েছি শাঁখা মাথায় ক'রে ফিরে।

গৌরী। তা বেশ তো-বেশ তো, এখন বল, শাঁখার কি দর?

হর। কেমন শাঁখা আগে বল সই?

গৌরী। বলেছি তো সয়া, অতি সুন্দর।

হর। শাঁখার নাইকো জোড়া, ধ্যানে গড়া, এর নাইকো অন্য দাম। বিনামূল্যে দিয়ে যাবো, আমিও সই বিকিয়ে রব, যদি কৃপা ক'রে পুরাও মনস্কাম। তুমি সই, আমি সয়া, একবার আলিঙ্গন দাও, করো দয়া।

মেনকা। তবে রে হতচ্ছাড়া ছারকপালে! যা মুখে এসে, তাই বলে! এই মার খেলে!

হরের গৌরীর পশ্চাতে লুক্কায়িত হওন

গৌরী। না মা, রাগ করো না, তামাসা কচ্চে সই ব'লে। নাও শাঁখারি, শাঁখা পরাও।

হর। হাতখানি বা'র ক'রে দাও।

গৌরীর তথা করণ

১ পুর। ও মিন্সে, শাঁখা পরা, হাত ওমন ক'রে টিপছিস্, লাগবে যে! দেখ, কথা শোনে না—চেয়ে আছে ক'রে হাঁ!

হর। যার যে কাজ, সেই বোঝে, তোম্‌রা তো বোঝো না? মৃণালের মত কোমল হাতে বাজে যদি শাঁখা পরাতে, তাই টিপে টিপে কচ্চি সরল, নাও, শাঁক বাজাও, করো না গোল। (শাঁখা পরাইয়া) কেমন সেজেছে, দেখ—দেখ! সই, সয়াকে ভুলো না কো!

স্ত্রীগণের গীত ও হরের নৃত্য

মনোমোহিনী শিবরাণী সেজেছে শাঁখা প'রে।
সতীর জ্যোতি ভগবতীর রেজেছে
মৃণাল করে।
সীমন্তে সিন্দূরের শোভা,
শ্বেত শাঁখাতে আভা কিবা,
ভুবন-মনোলোভা, রাঙ্গা-পায়ে দে রাঙ্গা জবা,
নয়ন-তারা সাজলো তারা,
হেরে হৃদয়-তাপ হরে॥

মেনকা। ও মা, বুড়ো নাচে যে গো—পা মুচড়ে ঘাড়ে পড়্‌বে না তো?

জয়া। রাণী-মা, তুমি ঘরে যাও তো, খুব রসের বুড়ো, আমরা একটু নাচাই। মিন্সের বুড়ো বয়সে এত গা, যৌবনে কি ছিল ভাবচি তা!

মেনকা। না—না, অন্তঃপুরে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। উমা, কি দাম চায়, জেনে আয়, দিব্যি শাঁখা, তোরে দিব্যি সেজেছে, আমি দেব, যা চায়!

[জয়া, বিজয়া ও গৌরী ব্যতীত মেনকার সহিত অন্যান্য নারীগণের প্রস্থান।

গৌরী। বল এখন কি দাম দিতে হবে?

হর। ও কথা তো হয়ে গেছে, জিজ্ঞেস কচ্চ কেন তবে?

গৌরী। ছিঃ, একশোবার ও তামাসা ভাল কি? আমি সতী, আমার স্বামী পশুপতি; বুড়ো হয়েছো, বোঝো না, অমন কথা বলো না; তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন ধর্ম্মে দাও মতি। যে পর-নারীকে চোখ দেয়, তার ইহকাল পরকালে নাই গতি। হৃদে করো শিবের ধ্যান, পাবে দিব্যজ্ঞান, দূর হবে দুর্ম্মতি, তিনি অগতির গতি।

হর। তাই তারে ছেড়ে এসেছ রসবতি! আর সতীগিরি আমার কাছে কেন নাড়ো! সতীগিরির বড়াই ছাড়ো! আহা, বুড়ো শিবকে ফেলে এসেছ চ'লে! এই তুমি যুবতী, বাপের বাড়ী কার মুখ চেয়ে কাটাও রাতি? নাও—নাও, আমি তোমার সয়া, করো দয়া। আমি জানি তোমার প্রকৃতি, তুমি মহারঙ্গিণী গুণবতী। ক'রে দয়া, চাঁদমুখে বলেছ সয়া। এখন দাও আলিঙ্গন, বাঁচাও জীবন। চিরকাল তো এই চলে, আলিঙ্গন দেয় আলাপ হ'লে তাতে কি কেউ মন্দ বলে?

গৌরী। আরে বুড়ো নুড়ো, তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, আমায় শেখাচ্ছিস্ পতিব্রতা! আমাদের সোহাগের কোন্দল, তুই কি জান্‌বি তা বল? আমি কি একদন্ড আছি তাঁরে ছেড়ে, শক্তি কি কখন শিব ছাড়া? আমি শিবের নারী, আমায় শেখাচ্ছিস্ সতীগিরি! তুই তত্ত্বকথা কি জানিস্ আমার বাড়া? দু'দিন এয়েছি রাগ ক'রে, আজ বাদে কাল চ'লে যাব ঘরে। ছিল শাঁখার সাধ, তোমার কল্যাণে ঘুচলো বিষাদ, দিচ্ছি এনে যে দাম চাও, খুসী হয়ে ঘরে যাও।

হর। কাজ নাই আমার শাঁখার পণে, তুষ্ট হলুম কথা শুনে। বলেছ সয়া, রেখো দয়া, ভুলো না, রেখো মনে; আমি সদাই থাক্‌বো তোমার ধ্যানে।

গৌরী। দাম নাও তো নাও, নইলে শাঁখা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

হর। তবে দাও।

গৌরী। (খুলিতে গিয়া) ও মা—এ যে খোলা যায় না!

হর। ও মনের মত হাতে শাঁখা বসেছে জে'তে।

গৌরী। দেখ্ বুড়ো, তোর শাঁখা কর্‌বো গুঁড়ো, দাম নিবি তো নে, নইলে ফেলি ভেঙ্গে।

হর। আচ্ছা ভাঙ্গো, নিয়ে যাব ভাঙ্গা গুঁড়ো। তবু দাম নেব না, আমি দামের প্রত্যাশী নই, আমার কথা নড়ে না, আমি এমন নই বুড়ো! যা চেয়েছি, তা যদি পাই, নিয়ে স'য়ের বালাই, আমোদ ক'রে ঘরে চ'লে যাই।

গৌরী। (শাঁখা ভাঙ্গিবার নানারূপ চেষ্টা করিয়া) এ পোড়াশাঁখা ভাঙ্গে না লো! এ শাঁখা নয়, বজ্র। তাই তো, শাঁখা প'রে কি বালাই হ'লো! শাঁখার কোণাও ঝরে না, শাঁখায় ঠেকে পাথর হয়ে যাচ্ছে দু'খান!

হর। গড়েছি মনের সাধে, বেঁধেছি শাঁখার ফাঁদে, ও শাঁখা কি ভাঙ্গতে পার সই? ভাঙ্গবার শাঁখা নয়, মন না ভাঙ্গলে শাঁখা ভাঙ্গে না। তোমার সঙ্গে মনে মনে মিল, তুমি সই, আমি সয়া হই।

গৌরী। আন্‌তো ছুরী, হাত কেটে শাঁখা বা'র করি।

হর। কাটবে কাটো, কিন্তু দেখো শাঁখায় রক্ত মেখো না কো। রক্ত লাগলে এক ছিটে, শাঁখা নেব না, পালাব একছুটে! কাজ কি অত বালাই, দাও না কেন কৃপা ক'রে যা চাই।

গৌরী। হ্যাঁ লো জয়া, কি বলে রে বুড়ো। আমি জগন্মাতা, আমায় বলে নানান কথা, মহেশ্বর বিনা কার মাথার উপর মাথা! অন্য যে কেউ আমার মুখপানে চাইতো, পুড়ে তখনই ছাই হ'তো। বুঝতে নারি বুড়োর প্রকৃতি, আমায় ছল্‌তে এলেন কি পশুপতি? আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করি, এ শাঁখা যে ভাঙগতে নারি! বল্‌ছে, গড়েছে ধ্যানে, এ কে গড়েছে আর মহেশ বিনে!

জয়া। হয়ে ভয়ংকরী দেখা দাও শংকরি! শিব যদি না হয় শিবে, তোমার করাল-মূর্ত্তি দেখে তখনি পরমাণু হবে, কে এ বুড়ো বোঝা যাবে।

গৌরী। এসো সখা, তোমার পণই দেব, কিন্তু সইতে পারো কি না, আগে পরখ ক'রে নেব।

হর। ভাল,—ভাল, কি পরখ কর্‌বে চলো। [সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

হরের বক্ষোপরি কালীমূর্ত্তি প্রকাশ

যোগিনীগণের গীত

বিষমোজ্জ্বল জ্বালা নয়নে অট্ট-বিকট-হাসি।
করাল কাল লটপটকেশী বদন বিশ্বগ্রাসী॥
বিশাল লোল রসনা, রক্ত-সিক্ত-দশনা,
কপাল-মাল কর-কিঙ্কিণী, উন্মাদিনী
মাতঙ্গিনী,
ভীমা-প্রতিমা প্রলয়ংকরী চামুণ্ডা-চণ্ড-নাশী॥

পট-পরিবর্ত্তন

পূর্ব্বদৃশ্য

হর, গৌরী, জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ

হর। পরখ করা তো হলো, এখন আমার শাঁখার পণ কৈ সই?

গৌরী। প্রভু, আমি তোমা বিনা তো আর কারো নই, ঐ চরণে চিরদিন বাঁধা রই।

নারদের প্রবেশ

নারদ। কি গো মামা, কি গো মামী! এখন চাপা দিয়েছ দেখ্‌ছি কোঁদলের ধামী।

জয়া। কোন্দল কি ক'রে হয় বল? এখানে তো ছিলে না তুমি!

নারদ। বলি মামা কেমন? মামী, কেমন শাঁখা? চক্ষু সার্থক করি, হাত নেড়ে একবার দেখা! হর-গৌরীর লীলে, একবার ভাব রে মন হৃদয় খুলে।

ইন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা, কুবের প্রভৃতি দেবগণ ও মদন-রতির প্রবেশ

বিশ্ব। মা, তোমার শাঁখার সাধ ছিলো, আমায় বল্লে না? মা'র হাতের শাঁখা আমি গড়্‌তে পেলুম না! বাবা, আর তো তোমায় বাবা ব'লে ডাক্‌বো না।

কুবের। মা, আমি তোমার ধনের ভাণ্ডারী, তোমার ধন যক্ষ হয়ে রক্ষা করি। যদি সাজবার ছিল সাধ, আমায় কেন বল নাই শংকরি?

ইন্দ্র। মা—মা, এত ছলনা, মিথ্যা আমি দেবরাজ, তোমায় শংখ দিয়ে আমার পূজা করা হ'লো না।

গৌরী। (বিশ্বকর্ম্মার প্রতি) বাছা, তুই আমার একটি কাঁচলি ক'রে দে। কুবের, তুই স্বর্ণ বিল্বপত্র এনে দিস্‌ ভোলার চরণে।

হর। (ইন্দ্রের প্রতি) তোমার নন্দনের জবায় পূজা করো রাঙ্গা পায়।

নারদ। কোথায় গো—দেখ সে গো আই, বরণ ক'রে নাও তোমার বাগ্দিনী মেয়ে আর শাঁখারী জামাই! মামা, আজ আর মদনকে কিছু বলো না। এসেছে রতি-মদন, ওদের দুজনের আকিঞ্চন, দেখ্‌বে যুগল-মিলন। বড় সাধে সাজিয়েছে বাসর, তুষ্ট হয়ে দাও বর, দিগম্বরী-দিগম্বর! যেন পুরুষ-প্রকৃতির কৃপায় মদনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

উভয়ে। তথাস্তু।

মেনকা প্রভৃতি পুরস্ত্রীগণের প্রবেশ ও চারিদিকে বেষ্টন করিয়া হর-গৌরী বরণ

গীত

খ্যাপা পারা এ কি ন্যাংটা জামাই লো।
মরি সরমে মরমে কেমনে যাই লো॥
একে বরণডালা নিয়ে মাথায়, বাধে পায় পায়,
ভাঙে ঢ'লে পাছে পড়ে লো গায়,
দেখ লো মেনে, চায় বদন পানে,
চল্ ঘোমটা টেনে
আছে কে জানে কি ভাবে ভাবি তাই লো॥

বেগে নন্দী, ভৃঙ্গী ও প্রমথগণের প্রবেশ

গীত

বাবা কি বিচার তোমার,
শুধু সারা হোলেম লাঙ্গল চ'ষে।
মাকে পরালে শাঁখা, না দেখে মরি আপশোষে॥
বাবা মা ফির্‌বে ঘরে,
নাচবো বগল বাজিয়ে জোরে,
ঠাস্‌বো গাঁজা কল্‌কে ভরে,
দম লাগাবে বাবা ক'সে॥
মাকে দেবো জবা তুলে,
সাজবে বাবা ধুতরো-ফুলে,
এলোকেশীর দেখবো হাসি,
জটাধারীর বামে ব'সে॥

১ পুর। ও মা, এরা কারা গো?

২ পুর। ঐ তোমার উমার বে'র দিন এই ভূত-দানাগুলো আসেনি?

মেনকা। এদের ভূত-দানা বলো না,—এরা মহাশৈব, শিবসহচর এদের কৃপা না হ'লে শিবের কৃপা কেউ পায় না। এরা আমার উমার কার্ত্তিক-গণেশ যেমন, তেমনি আদরের ছেলে। এরা মা—বাবা বই জানে না, ভক্তির নাই তুলনা।

নন্দী। বাবা, দম দিয়ে আমাদের সরিয়ে দিলে, শাঁখা পরান দেখালে না। মা, তুমি কোন্ ডাক্‌লে?

ভৃঙ্গী। মা, তুমি কেমন গা? বাবা না হয় ভোলা, তুমি কি ক'রে ভুলেছিলে?

নন্দী। ও ভোলা বাবা, ও পাষাণীর মেয়ে মা! আমরা তোমাদের ছেলে নয় বুঝি? সবাই আমোদে নাচবে, আর আমরা ভেসে যাই! এখন যদি বুড়ী আইয়ের কাপড় কেড়ে নি, তা হ'লে কি হয় মা?

ভৃঙ্গী। না—না, বেলগাছে নিয়ে তুলি আয় না।

মেনকা। তবে রে হতচ্ছাড়ারা, গণেশকে না খাইয়ে তোমাদের খেতে দি, আর আমার এই খোয়ার!

নন্দী। না—না আয়ি মা, তুমি মায়ের মা, তোমার চরণে শতকোটি প্রণাম!

ভৃঙ্গী। আমরা বাবার চেলা, নেশার ঝোঁকে থাকি, কখন কি বকি, আমরাই তোমাকে সঙ্গে ক'রে গিরিপুরে আনি; আমরা তোমার আদরের নাতি, জননী—রত্নগর্ভা গিরিরাণী!

নারদ। আয়ি, দেরী কচ্চ কেন? জামাই কোলে ক'রে নাও, বাসর জাগো গে।

মেনকা। দূর কালামুখো!

পুরবাসিনীগণের গীত

আদরে বাসরে নে যাই চল,
মাথায় ঢেলে দেব গঙ্গাজল।
শুনেছি পাগ্‌লা তায় হয় লো শীতল।
একে ক্ষেপী মেয়ে, নেচে বেড়ায় ধেয়ে,
ঘর ক্ষেপা নিয়ে,
বুঝে চলে না তো এত বুঝাই লো॥

[হর-গৌরীকে লইয়া মেনকা প্রভৃতি পুরস্ত্রীগণ, পশ্চাতে নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি প্রমথগণের প্রস্থান।

ইন্দ্র। কি মদন, কেমন বাসর সাজালে? কোথায় রত্ন পেলে? যা চাও, অমরাবতী থেকে নিয়ে এসো। এমন দিন আর হবে না! চলো, চলো, বাবা বলেছেন, আমি নন্দনে জবা আন্‌তে যাবো।

মদন। দেবরাজ, আজকের বাসর মণি-মাণিক্যের নয়। আজ পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের জন্য বসুমতী মনের সাধে তাঁর লতা-কুসুম আমায় দিয়েছেন। বাসরে ষড়্‌ঋতু একত্র হয়েছে। এই স্বভাব-কুঞ্জে আজ হর-গৌরী-মিলন! দেবরাজ, আজ হর-গৌরী-মিলন দেখে নয়ন সার্থক হবে!

নারদ। দেবরাজ, মদন ঠিক বলেছে, ভগবতী বাগ্দিনীর বেশ ধরেছিলেন, সেই সময় মহাদেবের প্রতি মদন শর-নিক্ষেপ করেছে, রতি

তাঁর প্রকৃতি মুগ্ধ করেছে, সেই রূপ হরের হৃদয়ে জাগছে. আজ সেই শোভাময়ী প্রকৃতির মাঝে স্বভাব-ভূষিতা বাগ্দিনীর সঙ্গে কৃষিরাজ মহেশ্বরের মিলন হবে; আজ নূতন ভাবে নূতন লীলা! এ লীলায় নর শিকারবৃত্তি ছেড়ে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন কর্‌বে, পৃথিবী ফলবতী হবে। মদন অনঙ্গ হয়ে মিলন-রঙ্গ দেখে নাই. সেই রঙ্গ আজ দেখ্‌বে। দিগম্বর-দিগম্বরী বর দিয়েছেন. তাই সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ইন্দ্র। বটে—বটে ঋষিরাজ, তবে আমি জবা আনি গে। ঋষিরাজ. বুঝলেম. লোকে তোমায় বলে, তুমি কোন্দল বাধাও, আজ বুঝলেম, তোমার কোন্দল নয়. তোমার কোন্দলে জগতের মঙ্গল।

নারদ। চল রে বীণে. দেখ্‌বি চল.--ভুবনে এই রসের লীলা গেয়ে বেড়াবি।

[মদন ও রতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মদন-রতির গীত

দেখবো যুগল নয়ন ভ'রে সাজিয়েছি বাসর।
রতি-মদন, বুঝবো দুজন.
আজকে কেমন যোগী হর॥
শরৎ বসন্ত সনে. দেছে কুসুম যতনে.
হেমন্ত শ্যামল সাজে,
সিত পীত লোহিত রাজে,
কোকিলের তান-তরঙ্গ দোলে গগনে:
প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন প্রকৃতির উদার আসর॥

[মদন ও রতির প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্বভাব-কুঞ্জ

বাগ্দিনীবেশিনী গৌরী ও হর

গৌরী। কি সয়া, আমি গা ধুয়ে এসে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, তুমি কি না তোমার গৌরীর কাছে পালিয়ে এসেছ? তা হবে না, আজ আমি তোমায় নিয়ে থাক্‌বো, আজ আর তোমার গৌরীকে পাবে না।

হর। আমায় আর খুঁজেছ কই সই, এই তো ভোলা শাঁখারির কাছে আংটী দিয়ে শাঁখা প'রে এসেছ। সে আংটীটি আমায় ফিরিয়ে দিয়ে. তোমার গুণাগুণ সব ব'লে গেছে। এই নাও. তুমি আংটী চেয়েছিলে. তুমি নাও।

নারদ, নন্দী, ভৃঙ্গী, মদন, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও প্রমথগণ এবং জয়া, বিজয়া, রতি, দেবীগণ ও যোগিনীগণের প্রবেশ

নারদ। দেখো দেবদেব, তোমার দাসের কথা না মিথ্যা হয়! জগৎ শোনো. ভক্তি ক'রে যে এই "রামেশ্বর-শিবায়ন" শুন্‌বে, যে ভোলা শাঁখারির চাতুরী ধ্যানে দেখবে. তার সঙ্গে ষড়্‌-রিপুর চাতুরী চল্‌বে না! যে নারী হর-গৌরী স্মরণ ক'রে শুভদিনে শুভ শঙ্খ করে ধারণ কর্‌বে. হর-গৌরীর কৃপায় তার পতি-ভক্তি অচলা হবে, মাথার সিন্দূর ঊষার মত উজ্জ্বল থাক্‌বে। আমি হরিদাস, হর-গৌরীর দোহাই দিয়ে বল্‌ছি, আমার কথা মিথ্যা নয়! জয় হর-গৌরীর জয়!

সকলে। জয় হর-গৌরীর জয়!

সমবেত-সঙ্গীত

পিও চরণে সুধা মাত হরষে।
কানে কান রসের তুফান, রসে ভেসে প্রাণ রসে॥
গৌরী-হরে বিমল খেলা.
শুন্‌লে হরে মনের মলা,
কমলা থাকেন অচলা;
ষট্‌পদ্ম ফোটে, মধু ওঠে, প্রেমের ধারা পরশে॥
জয় হর-গৌরী বল, থাক্‌বে মনের সন্তোষে॥

যবনিকা পতন

রূপ-সনাতন

[প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক]

(৮ই জ্যেষ্ঠ, ১২৯৪ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

শ্রীচৈতন্যদেব। সনাতন (নবাবের উজীর)। রূপ (সনাতনের ভ্রাতা)। বল্লভ (সনাতনের ভ্রাতা)। ঈশান (সনাতনের ভৃত্য)। বুদ্ধিমন্ত (গৌড়ের জনৈক জমীদার)। জীবন চক্রবর্ত্তী (গৌড়বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ)। হোসেন সা (গৌড়ের নবাব)। রামদিন (কারাধ্যক্ষ)। নসির খাঁ (কারারক্ষক)। শ্রীকান্ত (সনাতনের ভগিনীপতি)। বৈষ্ণবগণ, প্রহরিগণ, ওমরাওগণ, চৌবে বালক, দস্যু, অনুপম, চন্দ্রশেখর, চৌকিদার, চোকদার, সহিস, পাইকদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

অলকা (সনাতনের স্ত্রী)। করুণা (রূপের স্ত্রী)। বিশাখা (বল্লভের স্ত্রী)। চৌবে রমণী, নারীগণ, প্রতিবাসিগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভাগীরথী-তীর

জীবনের অন্তরালে অবস্থান ও সনাতনের প্রবেশ

সনা। কে আমায় ডাক্‌ছে? কে আমায় টান্‌ছে? আমি স্থির হতে পাচ্ছি না কেন? কে আমায় ডাক্‌ছে? প্রভু, প্রভু, অধম ভৃত্যকে কি এতদিনে স্মরণ করেছেন? ঐ ডাকে—ঐ ডাকে! কে ডাক্‌ছে? আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি;—আমার অন্তরে কে আগুন জেব্‌লে দিলে? ডাক্‌ছে—নিশ্চয় ডাক্‌ছে, এ ভ্রম নয়;—অতি মধুরস্বরে ডাক্‌ছে! পতিতপাবনী জাহ্নবি! তুমি নানা দেশ ভ্রমণ ক'রে আস্‌ছ—আমার প্রভু কি আমায় ডাক্‌ছেন? মা প্রেমময়ি! আমায় প্রেমপূর্ণ কর, আমায় হরিপাদপদ্মে মতি দাও; মা গঙ্গে! আমায় বৈরাগ্য দাও—বৈরাগ্য দাও—বৈরাগ্য দাও। মা! তোমার তটের রেণু অঙ্গে মাখ্‌ছি—আশীর্ব্বাদ কর—বৃন্দাবনের রজে যেন এইরূপ লুণ্ঠিত হই।

ঈশানের প্রবেশ

ঈশা। প্রভু, একবার বাড়ী চলুন; সমস্ত দিন অনাহারী—মা-ঠাক্‌রুণ ডাকছেন।

সনা। ঈশান, ঈশান, ঐ শোন আমায় ডাক্‌ছেন; ঐ শোন অতি সুমধুর স্বর—প্রভু আমায় ডাক্‌ছেন; আমি যাব—আমার প্রভুর কাছে যাব; আর বাসা-বাড়ীতে থাক্‌ব না; শোন রে, শোন—শ্রীগৌরাঙ্গ আমায় ডাক্‌ছেন শোন।

ঈশা। প্রভু, সন্ধ্যা হ'ল, একবার বাড়ী চলুন; আজ নবাবের লোক অন্ততঃ দশবার আপনাকে ডাক্‌তে এসেছে।

সনা। হা গৌরাঙ্গ! দাসের পায়ে শৃঙ্খল বেঁধে রেখেছেন; রাজকার্য্য—সংসারকার্য্য আমি কাকে দিয়ে যাব? রূপ আমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে; বল্লভ ফাঁকি দিয়েছে; তারা সাধু। প্রভু, তাদের কৃপা করেছেন। আমি এ বিপুল ভার কাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব? ঐ যে—ঐ যে আবার প্রভু ডাক্‌ছেন; আমি আজই নবাবের কাছে বিদায় হয়ে যাব। [উভয়ের প্রস্থান।

জীবনের প্রবেশ

জীব। ব্রহ্মশাপ হাড়ে হাড়ে ফলেছে। ফল্‌বে না? ব্রহ্মাণ্ড-দেব কি নাই?—আঙুল মটকে গাল দিয়েছি—নিশ্চয় বেটা পাগল হয়েছে। তা না হলে ধূল'র উপর গড়াগড়ি দেবে কেন? এইবার, বেটা নেড়ের পুষ্যিপুত্র সাকর মল্লিক,—এইবার তোমার উজীরি কে করে?

বুদ্ধিমন্তর প্রবেশ

বুদ্ধি। কে হে, চক্রবর্ত্তী না কি?

জীব। বুদ্ধিমন্ত খুড়ো, নেড়ে শালা পাগল হয়েছে।

বুদ্ধি। আরে, নেড়ে কে হে?

জীব। ঐ যে, ঐ বামুনের ঘরের হারাম্‌খোর্।

বুদ্ধি। বটে বটে, মল্লিক সাহেব? দেখ্‌লুম বটে গাময় ধূল মাখা, ঐ চাকরটা ধরে নিয়ে যাচ্ছে;—যেন মাতালের মতন চলেছে।

জীব। খুড়ো, সে মজা যদি দেখতে! খানিক বুক চাপড়ালে—খানিক আকাশ-পানে চেয়ে রৈল—খানিক—ঐ—ঐ কল্লে—যেন ভূতে পেয়েছে!

বুদ্ধি। এই? ও বৈষ্ণবী ঢং তুমি জান না, বেটাদের পেটে পেটে হারামের ছুরি! তোমার সেই বাড়ীটুকুর কি হ'ল?

জীব। আর কি হবে? খুড়ো, তুমি ঠিক্ বলেছ; সত্যি—বেটাদের পেটে হারামের ছুরি! ভাবলেম—রূপটা সব ত্যাগ ক'রে গেছে, সে যদি কিছু বলে কয়ে দেয়—রাজ্যি ছেড়ে গিয়ে বৃন্দাবনে ধর্‌লেম।

বুদ্ধি। তার পর?

জীব। তার পর আর কি? একখানা খোলামকুচিতে ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম্ চিক্‌ড়ি লিখে দিলে।

বুদ্ধি। আঃ ছ্যা! তুমি যেমন বোকা, আমার কাছে আস্‌তে হয়।

জীব। পাড়ায় ত সকলের কাছে গিয়েছিলুম।

বুদ্ধি। আমার কাছে এলে দুই ধমকে সোজা ক'রে দিতেম। আর এই উজীরি কার দৌলতে?—তা ত তুমি জান। ঐ হোসেন্ সা বেটা আমার সেরেস্তায় চাকর ছিল; ওর কাবা খুলে দেখ গে—আজও কোড়ার দাগ আছে।

জীব। বলি, আমি যে খৎ লিখে দিয়ে টাকা ধার করেছি।

বুদ্ধি। বলি, কত টাকা?

জীব। ছ হাজার; তা খুড়ো, বামুনের ছেলে—বিপদে পড়ে না হয় নিয়েইছিলেম; এই রোজ তাগাদা! আমি, বাপু, একদিন রাগের চোটে গালি-গালাজ করেছিলেম—মিথ্যা বল্‌ব না; এই বেটা বলে কি—'বাড়ীটুকু আমায় লিখে দাও,'—উনি অন্দরমহল বাড়াবেন; ও বেটা উচ্ছন্ন যাবে—কাঁধাসার হবে—বেটার ভিক্ষা জুটবে না।

বুদ্ধি। ও গালি-গালাজের কর্ম্ম নয়; এক কাজ কর্ত্তে পার?

জীব। কি করব, বলুন; খতখানা না চুরি কর্ত্তে পাল্লে ত হবে না।

বুদ্ধি। আরে, বুদ্ধি থাক্‌লে সকলই হয়; আমি যা বলি, তা পারবে?

জীব। কি বলুন, আমি পারব।

বুদ্ধি। পারবে?

জীব। হুঁ: বাড়ীখানি যদি থাকে, আমাকে যা কর্ত্তে বলবেন, পারব।

বুদ্ধি। দেখ, পার্‌বে ত?

জীব। আজ্ঞে, হ্যাঁ—পারব।

বুদ্ধি। এই গঙ্গার তীরে বল্লে?

জীব। আজ্ঞে, যা বল্লেম, তার নড় হবে না।

বুদ্ধি। আমায় বাড়ীখানা লিখে দাও; আমি বাড়ী খালাস ক'রে খৎসমেত পাটাসমেত ফিরিয়ে দেব।

জীব। বাড়ী লিখে দেব?

বুদ্ধি। হ্যাঁ হ্যাঁ; তুমি কি ওর সঙ্গে হুজ্জুতে পার্‌বে? দেখ, তা তুমি ভেবো না; তোমার খুড়ো তেমন নয়; আমি ঝুলিকাঁথা নিইনি বটে, ভণ্ডামো নেই বটে, কিন্তু আমি নির্লিপ্ত সংসারী।

জীব। খুড়ো, লেখাপড়ায় কাজ নেই, কি কর্ত্তে হবে, বল; আমি হুজ্জুত টুজ্জুত সব পার্ব্বো।

বুদ্ধি। হুঁ হুঁ, তোমার অবিশ্বাস হচ্ছে—অবিশ্বাস হচ্ছে; তা তুমি লিখে দাও আর না দাও, আমার মনের ভাব তুমি শোন; আমি যে সংসারে আছি, সে কেবল দুর্জ্জনের দমনের নিমিত্ত; আর, লোককে শিক্ষা দেওয়া যে, সংসার-ধর্ম্মের অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই; শ্রীকৃষ্ণ যেমন নির্লিপ্তভাবে সংসার করেছিলেন, আমারও সেইরূপ দুর্জ্জন দমন—শিষ্টের পালন—এই আমার কাজ। তোমার ওটুকু লিখে নিতে চাচ্ছিলেম কেন জান? আমার তালুকের মালগুজারির সময়, ওদের সঙ্গে লাগতে গেলে অর্থব্যয় চাই; তোমায় ত কেউ আর কর্জ্জ দেবে না, আমি ঐটুকু বাঁধা রেখে টাকা নিয়ে লড়তেম—তোমার জন্যে গাঁটের পয়সা বার ক'রে কি করে কি করি বল? চল্‌তি তহবিল থাক্‌ত ত দিতেম।

জীব। আর বুঝেছি খুড়ো, নাও; হাত কেটে খৎ লিখে দিয়েছি, মামলা-মকদ্দমা ক'রে কি করব?

বুদ্ধি। আরে, আমি কি তোমায় মামলা কত্তে বল্‌ছি—না যবনের কাছারিতে যাই; সরকার লোকজন আছে, কাজ-কর্ম্ম করে,—এর উপায় ছিল; তুমি ত কথা শুনলে না।

জীব। উপায় আমার মাথা আর মুণ্ডু!

বুদ্ধি। তবে বলব?

জীব। আর কি বল্‌বে?

বুদ্ধি। বলি শোন; ওরা সমন্বয় কর্‌বে; —মোছলমান্ অপবাদ আছে কি না;—বাড়ী বাড়ী ঘুরে, টাকা-কড়ি দিয়ে ত এক রকম ঠিক করেছে—এই কাজটি ভণ্ডুল কত্তে হবে।

জীব। কি ক'রে কাজ ভণ্ডুল করব?

বুদ্ধি। সব তোমায় শিখিয়ে দেব; ব্যাপার-খানা কি জান, রূপোর স্ত্রী নষ্ট হয়েছে।

জীব। এ্যাঁ! বল কি খুড়ো?

বুদ্ধি। তুমি কথাটা রটিয়েই দেখ না; সত্য মিথ্যা জান্‌তে পারবে।

জীব। খুড়ো, তুমি ত বেশ লোক! নবাবকে বলে আমার গন্দানা নিগ্।

বুদ্ধি। আগেই ত আমি বলেছি—তোমার কর্ম্ম নয়।

জীব। মিছে কথা কি ক'রে রটাই?

বুদ্ধি। বলি, দেখতে চাও, না, শুন্‌তে চাও?

জীব। তুমি যদি দেখাতে পার, তুমি যা বল্‌বে, আমি তা করব।

বুদ্ধি। আমার সঙ্গে এস; যখন খিড়কি দোর দিয়ে বেরোবে, আমি ধরিয়ে দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সনাতনের বাটী—অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

অলকা, করুণা ও বিশাখা

অল। ছোট-বৌ, এলি কেন? মেজবৌকে একটা কথা বল'ব।

করু। ও থাক্‌লেই বা, কি বল্‌বে, বল না?

অল। না ভাই, ও ছেলেমানুষ, ওর শুনে কাজ নেই।

করু। এখন না শোনে, আমি ওকে সব কথা বল্‌ব; কি বল্‌বে, বল না?

অল। আচ্ছা, ভাই, তুমি কি পাগল হয়েছ?

করু। পাগল হইনি দিদি,—পাগল করেছে।

অল। ছি, তোমার এ কি পাগলাম? তুমি কুলে কালি দিতে বসেছ?

করু। কুল ত দেখি নি দিদি যে কুলে কালি দেব; আমি অকূলে ভাস্‌ছি।

অল। তুমি অত অধীর হচ্চ কেন? স্বামী বিদেশে যায়, বিবাগী হয়ে যায়, যার বাড়া নাই—যমকে দিতে হয়; ভাল মানুষের মেয়ে তাতে কি করে? ঘরে বসে কাঁদে আর ইষ্টি দেবতাকে ডাকে।

করু। আর, স্বামী যাকে নূতন স্বামী দিয়ে যায়?

অল। দেখ ভাই, আমি মার মতন; শাশুড়ী নাই, আমরা যদি বেচাল হই, কে সুনীতি শেখাবে বল? তা নয়, তোমার এ কি কাজ? তুমি রাত দু'পুরে পান খেয়ে গয়নাগাঁঠি পরে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে যাবে, লোকে টের পেলে যে মুখ দেখাবার যো থাক্‌বে না।

করু। তুমি লোকের কথা শুন্‌তে বল, না স্বামীর কথা শুন্‌তে বল?

অল। তোমার স্বামী কি তোমায় বলে গেছেন যে, তুমি এমনি ক'রে বেড়িয়ে বেড়াও?

করু। তাই ত বলছিলেম; তুমি ত শুন্‌লে না। আমার স্বামী আমাকে নূতন স্বামী দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

অল। ভাই, তোমায় মিনতি করি, তোমার পায়ে ধরি, দুই ভাইয়ের শোকে তোমার ভাশুর যেন কাঁটা হয়ে রয়েছে; তার উপর লোকে যদি ঘুণাক্ষরে কোন কথা কানে তোলে, তা হ'লে আর প্রাণ রাখবে না।

করু। তিনি জানেন, আমার স্বামীর আজ্ঞা আছে। তোমার কথা আমি কাল শুনব; আজ দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি চল্লেম।

অল। রাত্তিরে তুমি কোথায় চল্লে?

করুণা ও বিশাখার গীত

নানা ছাঁদে প্রাণ বাঁধে,
নাচে তাথেই তাথেইয়া বঁধুয়া,
কিবা মধুর মঞ্জীর বাজিছে!
শুন রুণু ঝুণু রুণু, গুণু গুণু গুণু,
ভ্রমরা শত গাজিছে,
অবলা-মন মজিছে।
কটি দোলে, মরি! হেলে দুলে চলে,
গোরা ভাবের ভোরে পড়ে ঢলে,
রাধা রাধা ব'লে গোরা নয়ন-জলে ভিজিছে;
দামিনী ঘন রাজিছে।

অল। ছোট-বৌ—ছোট-বৌ, তুইও কি হলি?

বিশা। আমিও আমার মনের মতন পুরুষ পেয়েছি।

অল। গয়নাগাঁঠি প'রে বাহার দিস্ নে যে?

বিশা। আজ আমায় সে সন্ন্যাসিনী সাজতে বলেছে।

অল। এ কি?

বিশা। কি—কি?

অল। তোমাদের কি ঘৃণা নেই, ভয় নেই, লজ্জা নেই?

করু। ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।

অল। তোমাদের হেঁয়ালি আমি কিছু বুঝতে পারি নে; তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর; আমি কর্ত্তাকে ব'লে বাপের বাড়ী চ'লে যাই। দেখলেই দোষী হ'তে হবে।

করু। দিদি, রাগ ক'র না;—তোমায় কি বলব—তোমায় বল্লেই কি তুমি বুঝতে পারবে? কিন্তু তুমি মনে স্থির-বিশ্বাস রেখো যে, আমি এক বই আর দুই জানি না।

অল। তবে তুমি যাও কোথা?

করু। তাঁর কাছে।

অল। শুনেছি—তোমার স্বামী ত বৃন্দাবনে; তিনি কি কোথায় লুকিয়ে আছেন?

করু। আমার স্বামী সর্ব্বত্রে, আমি চল্লেম, আর থাক্‌তে পারিনে।

অল। ছোট-বৌ, তুইও চল্‌লি?

বিশা। আমিও থাক্‌তে পারি নি; প্রাণ কেমন করে। [করুণা ও বিশাখার প্রস্থান।

অল। এ কেবল নষ্ট মেয়ের ভিরকুটী। কর্ত্তাকে ত আর না বল্লে নয়।

ঈশানের প্রবেশ

ঈশা। মা-ঠাকরুণ! কর্ত্তার যে রকম ভাব দেখছি—উনি যে আর ঘরবাসী হন, এমন ত বোধ হয় না; গঙ্গার তীরে ধুলোয় পড়ে গড়াগড়ি, আর "গৌরাঙ্গ" "গৌরাঙ্গ" ব'লে চীৎকার! আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ী আন্‌ছিলাম—তার উপরে আবার সর্ব্বনাশ!

অল। কি? কি? হায়! গৌরাঙ্গ কি আমাদের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে এসেছিলেন? প্রভু! শুনেছি, তুমি দয়াময়,—তা আমাদের কেন সন্ন্যাসিনী কর্‌তে বসেছ?

ঈশা। মেজ-মা, ছোট-মা আর কতকগুলো মেয়ে সব গান গাইতে গাইতে এক দিকে চলে যাচ্ছে, উনিও তাদের পেছু পেছু চল্লেন; আমি সঙ্গে যাচ্ছিলেম, এম্‌নি ধমক দিলেন যে, আর যেতে সাহস হ'ল না; ভাবছি, মা, রাগের চোটে যদি একটা খুন্-খারাপি ক'রে বসেন।

অল। ঈশান, তুই বাবা লুকিয়ে—পেছু পেছু যা; কোন রকমে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

ঈশা। ও গো, তার যো নাই; তিনি আর এখন সহজ মানুষ নাই, একেবারে উন্মত্ত; তবে আমি যাই, দেখি—যদি আন্‌তে পারি।

[ঈশানের প্রস্থান।

অল। আমার অদৃষ্টে কি আছে, তা জানি না; গৌরাঙ্গ, অবলার অপরাধ মার্জ্জনা কর; প্রভু! অবলার ভয় ভঞ্জন কর, প্রভু! অনাথনাথ! অনাথিনীকে পদে ঠেল না। এ কি! ছবিখানা দুলছে কেন? ও মা! গৌরাঙ্গ যে হাস্‌ছে। আমিও পাগল হব না কি? ও মা! চোখ ঠারে কেন গো? আমার গা যে ডুলি মেরে উঠছে,—আমি এ ঘরে থাক্‌ব না, বাপু। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দেবালয়

করুণা

করু। ও লো! ক'নে সাজান হ'ল?

বিশাখা ও প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ

দেখ্ দেখ্, বর বড় না ক'নে বড়?

সনাতনের প্রবেশ

সনা। (স্বগত) এ কি! দেবাঙ্গনারা মিলে গৌরাঙ্গের বিবাহ দিচ্ছেন না কি?

করু। ও লো! বাসর করে বস; কথা না কয়—খুব কান মোলে দিবি।

বিশা। না না না—কথা না কয় না কবে,—সোনার গায়ে ব্যথা লাগবে। বলি ও বর, ক'নে পছন্দ হয়েছে?

২ স্ত্রী। হয়েছে লো, হয়েছে; ঐ দেখ্‌—হেসে হেসে ঘাড় নাড়ছে।

৩ স্ত্রী। বলি, তোর বর মনে ধরেছে?

৪ স্ত্রী। ইস্‌! ঘোমটার ভিতর হাসি আর ধরে না।

সকলের গীত

নয়নে নয়নে হানে,
হাসি চাঁদবদনে ধরে না আর।
তনু জর জর, হিয়া থর থর,
কে পারে হারে দেখ্‌ব এবার।
মধুর সমর নেহারি রঙ্গ,
অনঙ্গ-রঙ্গ পুলকে ভঙ্গ,
রণে হৃদয়-মাঝারে, বাজে তারে তারে,
বারে বারে বারে আপন পাসরে সমরে,
কিশোরী কিশোর সমরে সোসর,
কেহ নাহি আঁটে কারে;
ঘন ঘন প্রেম-বরিষণে,
বহে প্রেমের ধারা অঙ্গে দোঁহার।

১ স্ত্রী। ও লো! চল্‌, সমস্ত রাত আর জাগিস্‌নি।

২ স্ত্রী। চল যাই;—বর ক'নে শুইয়ে যাই।

৩ স্ত্রী। ওলো! চল্‌ লো চল্‌;—ভোর হয়েছে—এখনি পুজারি বামুন আস্‌বে।

[সনাতন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সনা। এরাই ধন্য! যে গৌরাঙ্গকে নিয়ে সংসারী, তারই যথার্থ সংসার! প্রভু! আমি আর কত দিন কর্ম্মভোগ করব? আর আমি কার জন্যে চিন্তা করি? বধূমাতারা পরম-বৈষ্ণবী, আমার পরিবার—এ বৈষ্ণব সঙ্গে, তারও হরি-ভক্তি হবে।

অপরদিকে বল্লভের প্রবেশ

এ কে, বল্লভ না কি? বল্লভ! বল্লভ! আমার প্রাণবল্লভ গৌরাঙ্গ কেমন আছেন?

কোলাকুলি

বল্ল। আমি তাঁরই কাছ থেকে আস্‌ছি; রূপ গোস্বামী আর আমি সেই ব্রহ্মার দুর্ল্লভ পদকমলে গিয়ে প্রণাম কর্‌লেম; আহা! কি করুণা! প্রভু আমাদের আলিঙ্গন কর্‌লেন, মধুর-ভাষে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আমার সনাতন কেমন আছেন?" বৈষ্ণবরাজ, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই; পঞ্চানন যারে ধ্যানে পায় না—তিনি তোমার সংবাদ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

সনা। ওরে বল্লভ! আমি যে ঘোর পাপ-পঙ্কে পতিত, আমি যে বিষয়ী। আমি কি শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম আবার দর্শন পাব?

বল্ল। প্রভু! আপনি গৌরাঙ্গ-অনুরাগী; পদ্ম-পত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না, সেইরূপ বিষয়-বাসনা আপনাকে লিপ্ত করতে পারে না; কেন না, আপনি গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র।

সনা। ওরে, কেন—কেন আর আমায় বৃথা আশা দিস্‌? রূপ কি কর্‌ছে?

বল্ল। তিনি অতুল বৈভব গৌরাঙ্গের পাদ-পদ্মধ্যানে নিযুক্ত আছেন।

সনা। আর দেখ, আমি পামর, দিবারাত্র বিষয় চিন্তায় যাপন কর্‌ছি; তোমরা সাধু, বিষয়-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়েছ; আমার কর্ম্ম-ভোগ কে নিবারণ করবে?

বল্ল। সাধুত্তম! ক্ষুব্ধ হবেন না; সময়ে বৃক্ষ ফলবতী হয়; আপনি গৌরাঙ্গের শ্রীচরণ সার করেছেন। মহাসংসারে গৌরাঙ্গ-ভক্তের ভয় নাই; মহামায়া যার শ্রীচরণ পূজা করে, তার ভক্তের কি মায়া-ঘোর থাকে?

সনা। হ্যাঁ রে! যদি বিষয়ে ভয় নাই, তবে তুই কেন ছেঁড়া কাঁথা সার করেছিস্‌?

বল্ল। হায়! সে নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে—সে কৌপীনধারী গৌরাঙ্গকে দেখে কার প্রাণ স্থির থাকে? আহা! গৌরাঙ্গ যখন মস্তক মুড়িয়ে কাঁথা নিয়েছেন, তখন কোন্‌ প্রাণে আর অন্য বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন কর্‌ব?

সনা। বল্লভ! আমিও কাল কন্থা গ্রহণ কর্‌ব; এ পরিচ্ছদ আমার অঙ্গে ফুটছে।

সোনার গৌর কন্থাচ্ছাদিত—আমি রাজ-অলঙ্কারভূষিত! বল্লভ, কি করি, নবাবের সমস্ত ভার যে আমার উপর, তাঁর চারিদিকে শত্রু প্রবল;—আশ্রয়-দাতার বিপদ্ দেখেই বা কি ক'রে যাই? বল্লভ! আমায় উপায় বল,—আমি কেমন ক'রে কন্থাধারী হব?

বল্ল। প্রভু! উৎকণ্ঠিত হবেন না; শ্রীগৌরাঙ্গই উপায় ক'রবেন।

সনা। আঃ! নবাব আমায় ইচ্ছায় ত্যাগ করেন—তা হ'লে এ ভব-যন্ত্রণা এড়াই; হ্যাঁ রে! তুই ত এলি—রূপ কি আমায় মনে করে?

বল্ল। গোস্বামীই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন; তাঁর মিনতি এই—তাঁর এখন বিষয়-অভিমান আছে, সেই ভক্তিপথের কণ্টক সমস্ত সম্পত্তি যেন দীন লোককে দান করা হয়।

সনা। বল্লভ! তাঁর অভিলাষমতই হবে; লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন করেছি; কল্যই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিতরণ ক'রে দেব; আয় বল্লভ, ঘরে আয়।

বল্ল। প্রভু! অপরাধ মার্জ্জনা করুন, তরু-তল ভিন্ন ত আমার অপর গৃহ নাই; আপনি গৃহে যান—আমি আমার আশ্রমে যাই।

সনা। হ্যাঁ রে, আমি অট্টালিকায়—আর তোরা তরুতলে?

বল্ল। শ্রীগৌরাঙ্গ যে তরুতলে—তা কি তুমি জান না?

সনা। তবে আর আমি গৃহে যাব না।

বল্ল। যখন গৌরাঙ্গের ইচ্ছা হবে, তখন গৃহে থাক্‌তে পারবেন না; বলের প্রয়োজন নাই—স্রোতের তৃণ হউন; গৌরাঙ্গ যখন আকর্ষণ ক'রবেন, তখন সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত হবে; ঘরে যাব কি না যাব, এ কথা থাক্‌বে না;—ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—উদ্বিগ্ন হবেন না।

বল্লভের গীত

যখন আসবে তুফান ভাসিয়ে নে যাবে।
সে যে অকূলপাথার নাইক সাঁতার,
কূল-কিনারা কে পাবে?
আগে ধীর তরঙ্গ বয়,
তা'তে হেলে দুলে খেলে আশা ভয়,
হয় কি না হয় কত হয় উদয়,—
ক্রমে জোর বয়ে যায় দু'কূল ভাসায়,
টানের টানে কে রবে?
বুঝতে নারি প্রেম-তরঙ্গ চলে কি ভাবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

বুদ্ধিমন্ত ও বল্লভ

বুদ্ধি। বলি, তুই গাছতলায় শুয়ে কাটালি, আমায় একবার ব'লতে হয়—আমি ঘরে নিয়ে যেতেম।

বল্ল। দাসের এই স্থান।

বুদ্ধি। বলি, তোকে কি তাড়িয়ে তুড়িয়ে দিয়েছে—কি কিছু ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে গিয়েছিস্? ছেলে বয়সে এ সব কি? কেন চলে গেলি বল্ দেখি?

বল্ল। প্রভু ডাক্‌লেন, নফর কি আর থাক্‌তে পারে?

বুদ্ধি। বলি কি কথাটা বল্ না, তোর বক্‌রা টক্‌রা দিতে চায় নি না কি? তা আমায় বল্ না—তোর বাপের যা যা ছিল, আমি সব জানি; এক অন্নে ছিলি—ফাঁকি দিলে ত আর চলবে না।

বল্ল। হা গৌরাঙ্গ! হা করুণাময়! এ বদ্ধকে কৃপা কর; তোমার কৃপা ভিন্ন ঘোর পঙ্ক হ'তে এ উঠতে পার্‌বে না।

বুদ্ধি। বলি চল্লে যে?

বল্ল। আজ্ঞে, আমি প্রভুকে ছেড়ে এসেছি, আর থাক্‌তে পারি না।

বুদ্ধি। হাঁ, বুঝেছি, তোমার বৈরাগ্য হয়েছে; তা চলে যাচ্ছ কেন? শোন না; আমার একটি উপকার কর, ভাই!

বল্ল। আমার কি শক্তি? গৌরাঙ্গকে ডাকুন—তিনি পদাশ্রয় দেবেন।

বুদ্ধি। হ্যাঁ দেখ, তুমি আমার গৌরাঙ্গ; তুমি কৃপা কর'লেই মনোরথ সফল হয়; আর কিছু নয়—এই সাদা কাগজখানায় একটা সই ক'রে দিয়ে যাও।

বল্ল। আমি ভিখারী, আমি কি সই ক'র্‌ব?

বুদ্ধি। দেখ, সেই ত তুমি সব ছেড়ে ছুড়ে যাচ্ছ—আমি বুড়' মানুষ কিছু পাই, এতে আর তোমার আপত্তি কি?

বল্ল। আপনি সনাতন প্রভুকে জানান, তিনি আপনার দুঃখ মোচন ক'রবেন।

বুদ্ধি। তোমাদেরই ভালর জন্য বলছিলেম; সনাতনের বাড়ী কেউ খাবে না, তা জান? তোমাদের আস্পর্দ্ধা ত কম নয়, আমি এই আজ থেকে বেঁক্‌লুম, রূপোর স্ত্রী আর তোমার স্ত্রী যদি ঐ বাড়ীতে থাকে—তা হ'লে কেউ পা ধোবে না; রাত্তিরে বাহার দিয়ে বেরুন হয়—তা কি আমরা জানি নে?

বল্ল। হা প্রভু! এ বৃদ্ধ মোহ-অন্ধ;—একে জ্ঞানদৃষ্টি দিন।

[বল্লভের প্রস্থান।

বুদ্ধি। ব্যাটারা সব ডাকাবুকো! মনে করেছে—টাকার চোটে সব ক'রে নেবে। চক্রবর্ত্তীটে কি কর্‌লে? উত্তরপাড়ার বামুন-গুলো কি কর্‌লে? ঐ না আসছে? আ ম'ল! সনাতনের চাকর ব্যাটার সঙ্গে কি ষড়যন্ত্র কচ্ছে না কি? না—তা নয়; বোধ করি, এই গোলযোগ শুনে সনাতন ভয় পেয়েছে! এই চাকর ব্যাটা বুঝিয়ে দু'কথা বল্‌বে। আমি শীগগির নুচ্ছি নি—একখানা তালুক না পেলে মেটাচ্ছি নি; একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি, কি করে।

(অন্তরালে অবস্থান)

ঈশান ও জীবনের প্রবেশ

জীব। বাবা ঈশান! আমি কিছুই জানি না: ঐ বুড় বুদ্ধিমন্ত আমায় সব শিখিয়ে দিয়েছে।

ঈশা। তোর আমি ভিটে মাটী চাটি কর্‌ব—তবে আমার নাম ঈশান।

জীব। বাবা! আমি ব্রাহ্মণ; আমার কোন অপরাধ নাই।

ঈশা। তোর সাত পুরুষ বামুন না,—তুই মা ঠাক্‌রুণদের নিন্দা করিস্?

জীব। দোহাই বাবা! বুড় বুদ্ধিমন্ত আমায় শিখিয়ে দিয়েছে, আমি দাঁতে কুটো কচ্ছি, নাকে খৎ দিচ্ছি; বুড় এখানে ছিল—তোমায় দেখে কোথা পালাল।

বুদ্ধি। (অন্তরাল হইতে) গতিক বড় ভাল নয়—আমি সটকাই! যে দস্যি চাকর—একটা অপমান ক'রে ফেলবে!

জীব। বাবা ঈশান! ঐ বুড় ব্যাটা পালাচ্ছে।

ঈশা। দাঁড়া বুড়, তোর মুখে আমি আগুন জেব্‌লে দেব।

সনাতনের প্রবেশ

সনা। কি রে ঈশান, কি গোল কচ্ছিস্?

ঈশান। আজ্ঞে, এই চক্রবর্ত্তী বামুন আর এই বুড় বুদ্ধিমন্ত ঘরে ঘরে মা ঠাক্‌রুণদের বদ্‌নাম ক'রে বেড়াচ্ছে।

জীব। না বাবা, দোহাই বাবা! রূপ গোঁসাই আমায় জানে বাবা; আমি তেমন লোক নয় বাবা; এই দেখ বাবা, রূপ গোঁসাই আমায় লিখে দিয়েছে বাবা।

সনা। ঈশান, ছেড়ে দে।

জীব। (স্বগত) এইবারে সটকাই।

[পলায়ন।

সনা। ও ঠাকুর, দাঁড়াও দাঁড়াও।

জীব। আর দাঁড়ায়।

[জীবনের প্রস্থান।

সনা। (পত্রপাঠ) যদুপতেঃ
ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতে ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনস্থিরং,
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥

ভাই রূপ! তুমি আমার গুরু; সত্য, যদু-পতির মথুরাপুরীই বা কোথায়—শ্রীরামচন্দ্রের কোশল-রাজাই বা কোথায়? সকলি জানি, তবু আমার এ বিষয়ে আসক্তি—যেন কোন কালে ছেড়ে যেতে হবে না। বল্লভকে ভিখারী দেখলেম, তবু এসে অট্টালিকায় শয়ন কল্লেম; রূপ তরুতলে—আমি রাজপুরে, প্রভু আমার সন্ন্যাসী—আমি উজীর-পদে মত্ত! আমার উপায় কি হবে? কবে আমি এ আসক্তি হ'তে মুক্ত হব? নবাব ত আমায় ত্যাগ কর্ব্বেন না; আমি পলায়ন কর্‌ব। দেখ্ ঈশান, আমি চল্লেম; দাওয়ানকে বলিস্—যা যা খৎ আছে, ছিঁড়ে ফেলে দেয়; তুই গিন্নীকে দেখিস্ আর তাকে বলিস্—যৎসামান্য ভরণ-পোষণের জন্য রেখে

সব দান করেন; আর তুই আমার এই নামাঙ্কিত মোহর নে।

ঈশা। প্রভু, আপনি কোথায় যাবেন? আমি আপনার চরণ ছাড়ব না।

সনা। না না; তুই ঘরে যা;—গিন্নী ভারি অস্থির হবে। আমার অভিভাবক কেউ নাই—তুই সকলের রক্ষণাবেক্ষণ কর্‌বি।

ঈশা। প্রভু, আমি আপনাকে জানি, আর কারুকে জানি না।

দুই জন ওমরাওয়ের প্রবেশ

ওমরাওদ্বয়। উজীর সাহেব, আদাব।

সনা। আদাব।

১ ও। জাঁহাপনা আপনার বাড়ীতে তস্‌রিপ নিয়েছিলেন।

সনা। হাঁ। জাঁহাপনা।

১ ও। আপনার শরীর অসুস্থ শুনে তিনি আপনাকে দেখতে এসেছিলেন; কিন্তু আপনাকে না দেখতে পেয়ে বিরক্ত হয়ে ফিরে গেছেন; আপনাকে নিয়ে যেতে বান্দার প্রতি আদেশ আছে।

সনা। মিয়া সাহেব, সত্যই আমি মর্ম্ম-পীড়িত; কেবল বায়ু-সেবনের নিমিত্ত একবার বেরিয়ে এসেছি; আমি হুজুরে হাজির হ'তে অক্ষম।

১ ও। উজীর সাহেব, গোস্তাকি মাফ হয়, নবাবের আজ্ঞা লঙ্ঘন হবে না; আপনি অনুগ্রহ ক'রে আসুন, নচেৎ বড় কঠিন আজ্ঞা আছে; নফরদের আর অপরাধী কর্‌বেন না।

সনা। নবাব কি আমায় ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন?

১ ও। আজ্ঞে, ছোট মুখে বড় কথা সাজে না—নবাবের জোর তলব।

সনা। তবে চলুন।

১ ও। হাতী প্রস্তুত আছে, আসুন।

সনা। ঈশান, যা; বাড়ীতে বলিস্‌—হয় ত আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

ঈশা। প্রভুও যেখানে, নফরও সেইখানে; নবাব সরকারের খপর না নিলে প্রাণ স্থির হবে না; আমি ঘোড়া চড়ে পেছু যাই।

জীবনকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ

চৌকি। হুজুর, আপনি এই বামুনকে খুঁজছিলেন না? ও দৌড়ে পালাচ্ছিল, আমি ধরে এনেছি।

ঈশা। ছেড়ে দাও। ঠাকুর, দাওয়ানের কাছে এস, তোমার খৎ ফিরিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

চৌকি। যাও, ঠাকুর, বেঁচে গেলে।

[প্রস্থান।

জীব। খান্‌সামা ব্যাটার কড়কানি আর এই ত চৌকিদারের রুদ্দা! আবার বাড়ী পুরে গর্দ্দানা নেবে—তাই ভুলিয়ে ডাক্‌চে। খতে কাজ নাই বাপ, নাকে খৎ! আমি সটকাই। টাকাই সব। বামুনের ছেলে—খামকা বেইজ্জত ক'রলে। মাগের মুখে ছাই! বাড়ীর মুখে ছাই! যদি টাকা হয়—ত দেশে ফির'ব, নইলে এই এক কাপড়ে বেরুলেম। ভাল কথা, বিশ্বেশ্বরের কাছে ধন্না দিয়ে যক্ষ্মাকাশ ভাল হচ্ছে—আমি সেইখানে গে হত্যা দিচ্ছি। টাকা পাই—ভাল; নইলে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ ক'রব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবাবের দরবার

বুদ্ধিমন্ত, হকিম, নবাব, ওম্‌রাহ ইত্যাদি

বুদ্ধি। জাঁহাপনা, ব্যামো-স্যামো সব মিছে। সত্য মিথ্যা—এই হকিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন।

হকি। তোমরাই ত ভালমানুষকে বরবাদ্‌ দিতে বসেছ; বেমার নয় সচ্‌, কিন্তু মনে ভারি রঞ্জ হয়েছে, তোমরা জাত মার্‌তে চাও।

নবা। কি, কি, কি হয়েছে?

হকি। হুজুর! বান্দা ওয়াকিব হলো যে, এই বুদ্ধিমন্ত বামুন ঠাকুর, হুজুরে উজীরি করে বলে, উজীর সাহেবের জাত মারবার চেষ্টা কর্‌ছে।

বুদ্ধি। হকিম সাহেব, আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিও না। ওর বৌ ঝি সব বেরিয়ে যাচ্ছে—তাই দশ জনে একঘরে কচ্ছে, তা আমি কি কর্‌ব?

হকি। শুনিয়ে জনাব।

নবা। তোমার বি জাত গিয়েছে (মুখে জল দিয়া) এই থুক্ তোমার মুখে লাগ'ল।

বুদ্ধি। নারায়ণ! নারায়ণ!

নবা। তুমি জান, সনাতন হামারা লেড়্‌কা হ্যায়;—কৈ হ্যায় রে—সহরমে এস্কো লোকে ঢেণ্ট্‌রা দেও "এস্কা জাত গিয়া"। তুমি বড় লোক ছিলে, তাই তোমায় বহুত মাপ করেছি।

[বুদ্ধিমন্তকে লইয়া জনৈক লোকের প্রস্থান।

সনাতনের প্রবেশ

মল্লিক, তোমার বড় দুষমন্‌কে আজ জব্দ কিয়া;—বুদ্ধিমন্তকে মুখমে থুক দিয়া গিয়া —তুমি রঙ্গ করে ঘরে বসে আছ, আমায় বল নি? যে তোমার বাড়ী না খাবে, তার মুখে আমি গরুর টেংরি দেব।

সনা। জনাব,—এ সর্ব্বনাশ কেন ক'রলেন? গোলামের জন্য আপনার অকলঙ্ক নামে কেন কলঙ্ক দিলেন?

নবা। মল্লিক, তুমি আমার লেড়্‌কা;— তোমার যে দুষমন্, হামার সে দুষমন্; তোমার ভাই ফকিরী নিয়েছে—আমার বুকে চোট লেগেছে।

সনা। জাঁহাপনা! আমার শত্রু আমার দেহে।

ষড়্ রিপু সতত প্রবল
সদা করে বল—
অন্তর চঞ্চল দারুণ পীড়নে যার!
ইন্দ্রিয়-লালসা
হৃদিমাঝে করিয়াছে বাসা;
দুরাশায় নিয়ত নাচায়।
ধরিয়াছি মানব-জীবন—
পশুসম নিয়ত ভ্রমণ।
নিদ্রা, ভয়, আহার, মৈথুন
এই মাত্র ক্রিয়া মম,
পরমায়ু গত ক্ষণে ক্ষণ,
পাছে পাছে ফিরিছে শমন,
ভ্রান্ত মন ভ্রমেও না ভাবে তাহা।
সুখ-চিন্তা নূতন কল্পনা,
সাগর-তরঙ্গ সম উঠিছে বাসনা,
যেন কভু যেতে নাহি হবে,
ভঙ্গুর এ দেহ যেন চিরদিন রবে।
সেই মত উত্তেজনা প্রতিদিন,
শত্রু মম নাহিক বাহিরে,—
দুষ্ট অরি হৃদয়ে বিহরে।
বিবেক বৈরাগ্য ভয়ে পলায়েছে দূরে,
অন্ধকারে করি বাস;
ছলশত্রু হরিপদে করেছে বঞ্চিত।

নবা। হকিম, দেওয়ানা হয়েছে—তুমি দাওয়াই দাও।

হকি। জনাব, হিন্দুলোকের বিচ্‌মে কি হাওয়া আয়া—গোরা গোরা বোল্‌কে বহুত আদ্‌মি এস্ মাফিক্ দেওয়ানা হোতা।

নবা। মল্লিক! তুমি কি রূপের মত ফকিরী নিবে?

সনা। ধর্ম্মাবতার, আমার কি সে দিন হবে?—

বৃন্দাবনে গদগদপ্রেমে
যমুনা-পুলিনে লুটাইব প্রাণ ভ'রে?
গোরা ব'লে বাহু তুলে আনন্দে নাচিব,
কুঞ্জে কুঞ্জে কাঁদিয়া ফিরিব,
রাধারাণী চরণে দিবেন স্থান,
দুরন্ত বিষয়-জ্বালা ভুলি,—
সাধু-সঙ্গে মনোরঙ্গে কেলি,
বনমালি-পদাম্বুজ ধ্যান,—
শূন্যবাহ্যজ্ঞান—
রাধা-কৃষ্ণ হৃদয়ে হেরিব?
গোলোকের অধিকারী হব নরদেহে?

নবা। মল্লিক, এ সব ফকিরী মতলব তুমি ছাড়; কাজ-কর্ম্মে মন দাও। তোমার ভাই চলে গেল—তুমি কাম কর্‌বে না—আমি কি কুত্তাকে উজীরি দেব? আমি জান্‌লে রূপকে ছেড়ে দিতেম না। আমি মনিব—আমার বাৎ শুন্‌বে না, এতে গুনা হয়—জান? যাও— উড়িষ্যার কাগজ-পত্র দেখ;—হাম্ জান্‌তা হ্‌'য়া লড়াই হোগা।

সনা। জাঁহাপনা!

অপার সাগরমাঝে ভাসে যেই জন,
কর্ম্মক্ষম সে কেমনে হবে?
যোগ্য জনে দেহ ভার।
দিবানিশি বাতুলের প্রায়
ফিরিতেছি প্রাণশূন্যকায়;
মতি ধায় গৌরাঙ্গের পদে!

গলগ্রহ রেখো না ভূপাল!
শীঘ্র দূর করহ জঞ্জাল;
মৃত জনে কার্য্যে নাহি অধিকার;—
জীবন্মৃত হইয়াছি গৌরাঙ্গ-বিহনে।

নবা। কি, তুমি কাজ কর্‌বে না?

সনা। গোলাম—শক্তিহীন—

নবা। দেখ, হুঁসিয়ার হয়ে কথা কও; আমি তোমায় স্নেহ করি, অনেক মাপ করেছি।

সনা। পুত্র সম নরনাথ! করেছ পালন;
তোমার কৃপায়
ধন-মান-সম্ভ্রম-ভাজন আমি;
কুবের-বাঞ্ছিত ধন করেছ অর্পণ—
উচ্চ জন নতশির হেরিয়ে আমারে;
হইয়াছি পাৎসার প্রসাদ-ভাজন—
মূলাধার আশ্রিত-পালক তুমি।
কিন্তু হায়! ওহে নরস্বামী,
ভবভয়ে ব্যাকুল হৃদয়।
আসিতেছে চরম সময়—
সে দুর্দ্দিনে কে দেবে আশ্রয় দীনে?
দিন গেল—ঐহিক ফুরাল,
ভ্রমে সাথে কৃতান্তের চর,
লয়ে যাবে কৃতান্ত-নগর;
ধন, মান কিছু নাহি হবে সাথী;—
তাই, অগতির গতি গৌরাঙ্গের পদে
স্মরণ লইতে সাধ।
ভীত জনে মার্জ্জনা করিয়া
দেহ শীঘ্র বিদায় ভূপাল!

নবা। তুমি ফকিরি নিবে?

সনা। জাঁহাপনা বিদায় দিলে আমি সেই ফকিররাজের আশ্রয় নেব।

নবা। আর যদি বিদায় না দিই?

সনা। আমার প্রাণ গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে গিয়েছে; শবদেহ লয়ে জাঁহাপনার ফল কি?

নবা। ফল কি তুরন্ত জান্‌তে পারবে; কারাগারে তোমার ফকিরি ছুটবে। কি কাফের, নবাবকে জানিস্ নি? বার বার কথা ঠেল্‌লি? কৈ হ্যায়রে?—এস্কো গারদ্‌মে লে যাও।

[সনাতনকে লইয়া জনৈক প্রহরীর প্রস্থান।

হকিম, উস্কা মগজ বিগড় গিয়া, তদ্বির কর।

হকি। যো হুকুম খামিন্!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-পথ

বুদ্ধিমন্ত ও দুই জন পাইক

বুদ্ধি। ব্যস্—এখন’ ছাড়লে না, আর’ ঘোরাবে?

১ পাই। ক্যা, আবি তোমরা হুয়া নাই?

বুদ্ধি। আর হুয়া নাই কেন, সেই থুক্ দেওয়াতেই হুয়া হুয়া হয়েছে; আজ কি জোর বরাৎ—নবাবের অধর-সুধাপান, ডঙ্কা বাজিয়ে সহর ভ্রমণ; বুদ্ধিমন্ত কি চূড়ান্ত বুদ্ধিই খাটিয়েছ—নারায়ণ নারায়ণ! আর নারায়ণ কেন, এখন তোবা তাল্লা।

১ পাই। উজীর কা সাৎ লাগ্‌নে হোতা বেকুব।

বুদ্ধি। বলি লাগ্‌নে হোতা নাই ত এমন হোতা খামকা।

২ পাই। আচ্ছা ভাই, তোম্‌কো হাম ডাণ্ডা-উণ্ডা নাহি লাগায়া, তোম্ ত হাম্‌কো কুচ নাহি দিয়া।

বুদ্ধি। দেখ খাঁ সাহেব, তুমি মনের ক্ষোভ রেখো না; দু এক ঘা ডাণ্ডা-উণ্ডা দিয়ে যাও।

১ পাই। আচ্ছা, যাও দাদা; দোস্‌রা দফে দেখা যাগা।

বুদ্ধি। দফা রফা করে ছেড়ে দিয়েছ, আবার দোস্‌রা দফা!

২ পাই। কেয়া?

১ পাই। আরে চল; এস্‌সে হড়বড় কাহে করো?

[পাইকদ্বয়ের প্রস্থান।

বুদ্ধি। এখন খাঁ সাহেবের কোথায় গমন? যমের বাড়ীও ভাল—কিন্তু দেশে আর না; কাশীতে গে একটা ব্যবস্থা নিয়ে একটা প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব; পথের সম্বল ত কিছু নাই—বাড়ী গিয়ে কালামুখ আর দেখাব না—ভিক্ষায় যা হয়; উঃ! আমার কি সর্ব্বনাশ হল, এই বৃদ্ধ-বয়সে জাত খোওয়ালাম; ম’লে মুখে আগুন দেবে না; ভগবান্, আমার পাপের দণ্ড কি হয় নি? দেখি তোমার মনে আর কি আছে। ওঃ! বাজারে বাজারে ঘুরে ত আর চলৎশক্তি নাই; এইখানে একটু বিশ্রাম করি।

সন্ন্যাসিনী-বেশে বিশাখার দণ্ডকমণ্ডলু-হস্তে প্রবেশ

বিশা। এই তরুতলে আমার প্রাণনাথ শয়ন করেছিলেন। তরু, তুমি ধন্য; তোমার তলায় বসে আমিও ধন্য; আহা! তরু, তুমি আমার প্রাণকান্তের মূর্ত্তি অঙ্কিত করে রাখ নি? তোমার তলায় যখন সে নবীন সন্ন্যাসী শয়ন করেছিল, তুমি শিশিরছলে কত রোদন করেছ; আমি এখন কাঁদি! তরু, তোমার সে আনন্দ-অশ্রু—আমার এ নিরাশ-বারি; আমি যদি তরু হতেম, আমি যতন ক'রে তাঁর ছবিখানি এঁকে রাখতেম; তরু, তুমি ভাল কর নি—সে প্রতিমূর্ত্তিখানি এঁকে রাখ নি; তুমি অনেক দেখেছ—অমন মূর্ত্তি কি আর কখনও দেখতে পেয়েছ? আহা! তরু, তোমার আশ্রয়ে প্রাণ-কান্ত এসেছিলেন। তোমায় আলিঙ্গন ক'রে তাপিত প্রাণ শীতল করি।

বুদ্ধি। আ মলো! ওটা কে? গাছটা নিয়ে জড়াজড়ি কচ্ছে কেন? বুঝেছি—ব্যাটা না বেটী বৈরাগী, ওরা অমন করে; এই যে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়েছে। আ মলো, মাটী মাখে কেন?

করুণার প্রবেশ

করু। দেখ দিদি, তোমার বেশ দেখে আমি বেশ করতে শিখেছি; এই আমাদের উপযুক্ত বেশ; শুধু হাতের বালা খুলতে পারি নি, বালা খুলতে যে প্রাণ কেঁদে উঠল।

বিশা। দিদি, আমাদের কাঁদবারই দিন।

করু। কেন, বালাই, কাঁদব কেন? গোরা-চাঁদ যে আমাদের; সোণার গৌরাঙ্গ যে আমা-দের ভালবাসেন; আয়, আয়, কাঁদিস নি, আনন্দের দিনে আয় আনন্দ করি, গোরাচাঁদকে নিয়ে আনন্দ করি।

করুণা ও বিশাখার গীত

ভালবাসি সে ভালবাসে,
তবে কাঁদব কেন বল না।
হেসে হেসে ডাকলে আসে করে না সে ছলনা।
ওলো! মনের মতন রতন গৌরচাঁদ;
আমার সাধের নিধি নিরবধি
পূরায় মনের সাধ;
হেরে গৌরসোণা যায় বাসনা,
দেখবে ত্বরা চল না।
নাই ত মানা আয় না ওলো, অনাথ ললনা॥

বুদ্ধি। (স্বগত) গৌরাঙ্গ কে? এ যে আবালবৃদ্ধবনিতা এর জন্যে উন্মত্ত! গৌরাঙ্গ কি আমার একটা উপায় কর্ত্তে পারে না? না—আগে কাশীতে গিয়ে ব্যবস্থা নি; সেখানে বড় বড় পণ্ডিত আছে, এদের একবার গৌরাঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) বলি হ্যাঁ গা বাবা সকল, না, মা সকল, তোমরা কি?—আমি কিছুই ঠাওর পাচ্ছি নি; বলি বাবা হও, বাছা হও, বলতে পার—গৌরাঙ্গের হ'তে মুসলমান হিন্দু হয়?

করু। পরশমণি ছুঁলে লোহা সোণা হয়, গৌরাঙ্গ-দরশনে জীব—দেবতা হয়।

বুদ্ধি। বলি—বাবা না বাছা—মুসলমান কি হিন্দু হয়?

করু। গৌরাঙ্গ-চরণ যে করেছে সার,
তার কোথা আর মনের বিকার?
ঘুচে অভিমান—সকলি সমান—
ব্রহ্মপদ তার হয় তুচ্ছ জ্ঞান;
নির্ব্বিকার মন সেই শ্রীচরণ—
দিবানিশি ধ্যানে রহে নিমগন;
ভব-ভয়-ভঙ্গ, সদা রস-রঙ্গ—
উথলে সদাই প্রেমের তরঙ্গ;
সে রাজীবপদে যেই রাখে আশ,
জীবনে মরণে গোলোকে নিবাস।
গৌরাঙ্গ-চরণ নেছে যে শরণ,
তাঁর পদে যেন সদা থাকে মন।

বুদ্ধি। বুঝেছি বাছা, বুঝেছি, গৌরাঙ্গের কর্ম্ম না।

করু। ঠাকুর, তোমার কি হয়েছে?

বুদ্ধি। যা হবার, তা হয়েছে বাছা, তা তোমাদের ব'লে কি হবে?

করু। তোমার যাই হোক, গোহত্যা, নর-হত্যা, নারীহত্যা, যে পাপ ক'রে থাক—গৌরাঙ্গের শরণাগত হও; তুমি নিষ্পাপ হবে।

বুদ্ধি। বলি বাছা, জাত আর ফিরবে না? বিস্তর তপস্যায় ব্রাহ্মণ হয়; বিশ্বামিত্রের মতন তপস্যা ক'রতে পাল্লেও ত নয়;—তিনি ত আর মুসলমান ছিলেন না, ক্ষত্রিয় ছিলেন। এখন

তোমার গৌরাঙ্গের ইচ্ছায় কিছু পথের সম্বল পেলে হয়; তা হ'লেই আমি কাশী চ'লে যাই।

করু। ঠাকুর, দেখ, গৌরাঙ্গের ইচ্ছায় পথের সম্বল হয় কি না? (অলঙ্কার দান)

বুদ্ধি। (স্বগত) ইস্! নবাব বেটা শ্রীঘরে ঠেলবার ষড়্যন্ত্র করেছে; এ সব নবাবের চর। (প্রকাশ্যে) না, বাছা, ও নিয়ে কি কর'ব?

করু। ঠাকুর, তুমি ভয় কর না; যে একবার গৌরাঙ্গের শরণাগত, তাঁর কাছে তোমার কোন ভয় নাই; যে একবার গৌরনাম মুখে এনেছে, তাকে তুমি অবিশ্বাস কর না, তুমিও গৌরাঙ্গ-নাম মুখে এনেছ—আজ হতে তুমি বৈষ্ণব; দেখ, অমৃত-কুণ্ডেতে ইচ্ছায় নাব—আর কেউ ঠেলেই ফেলে দিক্, সে অমর হবে—তার আর সন্দেহ নাই; গৌরাঙ্গনাম ভ্রান্তে অভ্রান্তে, অনিচ্ছায় ইচ্ছায়, ভক্তিতে বা ব্যঙ্গে যে করবে, সে ধন্য; ঠাকুর, তুমি একবার প্রাণ ভরে গৌর ব'লে আমাদের কৃতার্থ কর—গৌর, গৌর, গৌর!

বুদ্ধি। গৌর, গৌর, গৌর!

স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ ও গীত

আদর ক'রে ডাক রে গৌর হরি।
আসবে গোরা রাখব ধরে, দেখব নয়ন ভরি॥
সে যে পাগল গোরা—পাগল প্রেমের দায়,
যে ডাকে তার অমনি কাছে যায়;
অরুণ-নয়ন ঢল ঢল ছল ছল চায়,
বলে—'ডাকলে কে আমায়?'—
আর যাবে না, থাকবে কেনা, গৌর বল নাগরি;
গৌর নামের অতুল মাধুরী॥

[গান করিতে করিতে স্ত্রীলোকদিগের প্রস্থান।

এও ত আচ্ছা ঢং! ও এতক্ষণে বুঝিছি;—ঐ যে শুনেছিলেম, যারা গৌর গৌর ব'লে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে, তাদের পরিবারেরা একটা দল বেঁধেছে—সে এই;—যে গহনা দিলে, তাকে যে চেনা চেনা কর্‌ছি; ঐ যে রূপের স্ত্রী! আঃ—এ সময় মুসলমান হয়ে গেলুম—দলাদলিটা পাকিয়ে কর্‌তেম! মোল্লার পো, আর সে আপসোস্ করলে কি হবে? এখন ত কিছু সম্বল হ'ল—সরে পড়; যদি ফের বামুন হতে পারি ত দেশে ফিরি। ওঃ—জ্ঞাতগুলো যে সব হাসবে—ঘর ঘর কুচ্ছো বার করি আর এক-ঘরে করি! [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কারাগার

হিন্দু কারাধ্যক্ষ রামদিন, ঈশান ও
বালকবেশে অলকা

রাম। ঈশান! তুমি জাঁহাপনার কাছে দর-খাস্ত করেছিলে যে, একজন কনোজিয়া ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি মল্লিক সাহেবকে বুঝাতে পার্‌বেন—তুমি তাঁকে শীগ্‌গির নিয়ে এস; যদি আজ বুঝাতে পারেন, ভাল—তিনি জাই-গীর পাবেন; তুমিও বিশেষ পুরস্কার পাবে। আর তা না হয়, বড় সর্ব্বনাশ! নবাবের বড় কড়া হুকুম—মল্লিক সাহেবের পায়ে জিঞ্জির পড়বে আর চানা-জল খোরাক, নবাবের কথা ঠেলেছেন ব'লে তাঁর বড় রাগ হয়েছে। তুমি সে কনোজ-ব্রাহ্মণকে এখনি নিয়ে এস।

ঈশা। আজ্ঞা, তিনি এই।

রাম। এ যে বালক।

অল। আমায় বালক দেখে উপহাস কর্‌বেন না; গুরুর কৃপায় আমি শাস্ত্রের মর্ম্ম সব অবগত আছি।

ঈশা। মহাশয়, ইনি বড় পণ্ডিত; বালক বটে—একটু আকারে খর্ব্ব, কিন্তু বিদ্যায় সরস্বতী।

রাম। ভাল, আপনি বিশ্রাম করুন; মল্লিক সাহেব এ সময় পুজো করেন।

ঈশা। তবে আমি চল্‌লেম; শাস্ত্রের বিচার আর কি শুনব?

রাম। আচ্ছা।

[ঈশানের প্রস্থান।

আপনি কোন্ আশ্রম ভাল বলেন?

অল। সংসার-আশ্রমের তুল্য আর আশ্রম নাই,—এতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পাওয়া যায়।

রাম। ঐ ঠিক। যে ফকির, সে ত পেটের জ্বালায় ঘুরবে—সে দয়া-ধর্ম্ম কখন্ করবে? এই যে মল্লিক সাহেব।

সনাতনের প্রবেশ

মল্লিক সাহেব, আপনি ভাল ক'রে বিবেচনা করুন; নবাব বড় রাগত; আপনাকে জিঞ্জির পর্‌তে হবে।

সনা। নবাবের আদেশ ত আমায় জানিয়েছেন।

রাম। আচ্ছা, কেন আপনি এমন মতলব করেছেন? ইনি একজন পণ্ডিত, এ'র সঙ্গে আপনি বিচার করুন।

সনা। কে বা বল করিবে বিচার?
আমি আর নহি ত আমার,—
কায়, মন, প্রাণ গৌরাঙ্গের রাঙা পায়!
যাঁর পদে অর্পিত জীবন—
কত ক্ষণে পাব দরশন?
কে আমায় এনে দেবে নিধি
দুস্তর এ বিরহ-জলধি
কত ক্ষণে হব পার?
প্রেমোন্মাদ গোরাচাঁদ নাচে—
কতক্ষণে যাব তাঁর কাছে?
কবে দেখা পাব—
কতক্ষণে নয়ন জুড়াব?
পদরজে লুটাব পুলকে—
কবে হবে সার্থক জীবন?
হর্ষ, কম্প, পুলক, নর্ত্তন—
অনুরাগে কবে হব ভোর?
গোরা মাতোয়ারা সনে মাতোয়ারা হয়ে
প্রেম-সুধা পিয়ে
উঠিব, পড়িব, কাঁদিব, হাসিব—
গোরা গোরা, কোথা তুমি দয়াময়?

রাম। আপনি বিচার করুন, আমি বাহিরে আছি; ভয় নাই—কিছু বল্‌বে না, পাগল নয়—ঐ এক রকম ফকিরী; নদে থেকে কেমন এক বদ্‌ হাওয়া এসেছে।

[রামদিনের প্রস্থান।

অল। কর মনস্থির—শুনহ সুধীর,
এ কেমন তব আচরণ?
আশ্রিত পালন, কর্ত্তব্য-সাধন,
পরিহরি কি কারণ সন্ন্যাস-গ্রহণ?
সংসার-আশ্রম
আশ্রমের সার জেন স্থির;
দয়া নাহি যার, ধর্ম্ম কোথা তার?
আশ্রিত স্বগণে ত্যজে মূঢ় জনে।
গৃহে তব আছে প্রণয়িনী—
কেন তারে কর অনাথিনী?
কোন্ শাস্ত্রে নিষ্ঠুরতা দেয় উপদেশ?
যদি তব এত ছিল মনে—
কি কারণে
উদ্বাহ-বন্ধনে বাঁধিয়াছ অবলায়?
অনাথায় অকূলে কে দেবে কূল?
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ করিয়া বর্জ্জন
এ তোমার কি মনোবিকার?—
আশ্রিতে না ত্যজে সাধুজন।

সনা। নহি সাধু, নহি আমি ধার্ম্মিক সুধীর;
নহি নহি আশ্রিত-পালক।
চতুর্ব্বর্গ ফল নাহি চাই;
কেবা পতি কার?
জগৎপতি সেই সারাৎসার,
আমি কেবা—প্রণয়িনী কেবা মম?
বন্ধ আছি বৈষ্ণবী মায়ায়;
গেছে ঘোর প্রভুর কৃপায়;
দয়াময় করেছেন স্মরণ দাসেরে;
নফরের ভার কিবা?
প্রভু-সেবা বিনা অন্য কার্য্য কিবা তার?
দাস আমি—যাব প্রভু-পাছে।

অল। এ ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা
কি হেতু তোমার?
আছে হেন শাস্ত্রের বচন—
কর্ম্ম-ফল করিয়া বর্জ্জন
নির্লিপ্ত সংসারে রবে রত,
সতত আশ্রিত জনে করিবে পালন;
পত্নী যদি হয় তব মন্দপথগামী
তার পাপে তুমি অংশী হবে,—
ধর্ম্ম কোথা রবে?
পুণ্যশ্লোক রামচন্দ্র ছিলেন ভূপাল;
যদুপতি নির্লিপ্ত সংসারী;
আছিলেন জনক রাজন্—
ছিল তাঁর নারী পরিজন;
তবে কি সে সংসার ঘৃণিত?
সংসারে সকলে যবে হবে হে সন্ন্যাসী,
সৃষ্টি তবে রবে কি প্রকার?
মানব-জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য আচার,
কর্ত্তব্যবিমূঢ় জন নরকুলগ্লানি।
আনন্দবাজার এই হের ত্রিভুবন—
পুরুষ প্রকৃতি সনে লীলায় মগন!

সনা। গৌরাঙ্গ-রাজীব-পদে আশ্রিত যে জন—
ভবের বন্ধন ঘুচে তার;
সে চরণ স্মরণ বিহনে
কার সাধ্য এ বৈষ্ণবী মায়া করে ভেদ?

হে ধীমান্‌, ত্যজ তুমি সৃষ্টি-লোপ খেদ,
ঈশ্বর-কৃপায় হয় বৈরাগ্য সঞ্চার;
নহে, মোহ-ডোর ছিঁড়িতে কে পারে?
কর্ত্তব্যের কর অভিমান?—
স্থির-মনে চিন্ত মতিমান্‌—
হয় কিবা নয় এই মোহের ছলনা।
"আমার এ নারী"—এই হেতু যত্ন তার;
"আমি" দেখ প্রধান এ স্থলে।
আত্মপর মোহের বিচার;
"আমি আমি" অভিমান—কর্ত্তব্যের হেতু,
আমি কর্ত্তা—মোহবশে মহা অভিমান।
গৌরাঙ্গের এ বিশ্বসংসার;
বিশ্বরক্ষা গৌরাঙ্গের ভার;
সমপ্রেম সর্ব্বজীবে তাঁর;
আমার কি অধিকার?—
আমি মূঢ় জন; নহিক শ্রীরাম,
নহি নহি কৃষ্ণচন্দ্র জনকরাজন্‌;
নির্লিপ্ত সংসারধর্ম্মে নহিক সক্ষম—
আসক্তির দাস আমি;
কে বা ধরে প্রাণ ক'রে জানকী বর্জ্জন—
প্রাণসম লক্ষ্মণে কে করে ত্যাগ?
কেবা হেরে যদুকুলক্ষয়—
রাজকার্য ত্যাজি বনে ভ্রমে ঋষি-সনে?
সর্ব্বজীবে সম প্রেম যাঁর
সংসার সন্ন্যাসসম তাঁর!
জীবের তুলনা কিবা প্রেমিকের সনে?

অল। চেষ্টাসাধ্য সকল সাধন—
চেষ্টা বিনা কোথা হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন?
সংসার-তরঙ্গে ডরে ভীরু যেই জন
পরিজনে সেই ঠেলে পায়;
বীর বিনা নাহি কার ধর্ম্মে অধিকার।

সনা। নহি বীর, তাই ডরি দুরন্ত সংসারে;
আছে যার "আমি"-অভিমান,
আসক্তিতে বন্ধ সেই জন;
মোহ-অন্ধকার নাহি ঘুচে তার,
মোহবশে দারা পুত্র যতনে পালন;
ভুলি' নিরঞ্জন অভিমানী মন
অহঙ্কারে ভাবে—করি কর্ত্তব্য-সাধন;
হরিপ্রেম সার, কিছু নাহি আর;
সেই প্রেমে মাত জগৎজন!
দেখ দেখ, দীন-বেশে গৌরাঙ্গ ধরায়
দ্বারে দ্বারে বিলাইছে প্রেম;
ঐ ডাকে পরম কাঙ্গাল—
"ত্যজি এই সংসার জঞ্জাল
আয় আয়, নিয়ে যা রে, কিশোরীর প্রেম";
বলে গোরা;—
"বাঁধা আমি দাস-খতে রায়ের চরণে;
আয় তোরা আয় ত্বরা মুক্ত কর্‌ ঋণে,
অষ্ট সখী সাক্ষী আছে দাস-খতে;
প্রেম নে রে,
শিরে মোর প্রেমের পশরা।"
বল বল হরি—
ঐ যে কৌপীনধারী হরি;
মিছে কেন গণ্ডগোল?

অল। প্রভু, প্রভু, আমার উপায় কি হবে? আমি যে অবলা, তোমার দাসী; গৌরপ্রেম ত জানি না।

সনা। কে ও? অলকা? যাও, যাও, শীঘ্র যাও, আর কেন আমায় মুগ্ধ কর? মহামায়া, তোমার চরণে আমি গৌর-প্রেম যাচ্ঞা করি—আর আমায় বঞ্চনা করো না, পথ ছেড়ে দাও।

অল। প্রভু, দাসীর আর কি আছে? দাসী কি নিয়ে আর সংসারে থাক্‌বে? আমি অনাথা!

সনা। তুমিই ধন্য! যে আপনাকে অনাথ ভাবে, সেই ধন্য। অনাথের জন্য অনাথনাথ হরি দেহ ধরে এসেছেন; হরিবোল হরিবোল! আমি অনাথ—আমার জন্য তিনি এসেছেন; তিনি জগতের স্বামী, আমার স্বামী, তোমার স্বামী, ত্রিভুবনের স্বামী।

রামদিনের প্রবেশ

রাম। আপনাদের বিচার হ'ল? জাঁহাপনা এখনি আস্‌বেন।

সনা। যাও যাও, আর আমাকে পীড়ন করো না।

অল। প্রভু, চরণে রাখ্‌বেন।

রাম। আমি জানি, তুমি বালক; উজীর সাহেব ভারি পণ্ডিত, তুমি পার্‌বে কেন? তুমি যে উজীর সাহেবের মত কাঁদ্‌ছ, এ দিক্‌ দিয়ে এস।

[অলকা ও রামদিনের প্রস্থান।

জনৈক চোপ্‌দারের প্রবেশ

চোপ। বাদ্‌সা নন্দ্‌কা বার হুয়া।

নবাব হোসেন সা ও তৎপশ্চাৎ রামদিনের প্রবেশ

রাম। জনাব! সে—বালক পারবে কেন? সেও কাঁদতে কাঁদতে, গৌরাঙ্গ বলতে বলতে চ'লে গেল।

নবা। এ গৌরাঙ্গটো কেয়া হ্যায়? মল্লিক, আমি কাল উড়িষ্যায় যাব; তুমি বদমায়েসি ছেড়ে দাও—সহরের তদারকে থাক; নেই ত তোমরা বড় বুরা হোগা।

সনা। জনাব, আমার শক্তি নেই।

নবা। তুমি বড় বড় পণ্ডিতকে হারাও, তোমার মগজ খারাপ হয় নি ত? তুমি কেন কাজ করবে না?

সনা। বিরহ-বিকারে তনু জর জর!
উহু! মরি, মরি, কোথা প্রাণেশ্বর?—
যার তরে সদা প্রাণ-মন কাঁদে
কোথা গেলে পাব সে প্রেমিকচাঁদে?
করেছে উদাসী, কোথা সে সন্ন্যাসী—
যার তরে সদা আঁখি-নীরে ভাসি?
মম গোরারায় কে দেবে আমায়?—
সে বিনা এ ছার প্রাণ বুঝি যায়।

নবা। এ ক্যা, তুম্ আওরাৎ হোয়া?

সনা। কে রাখে পুরুষ-অভিমান?
একমাত্র পুরুষ প্রধান
সকলে প্রকৃতি আর;
সবে জড়—সেই ত চেতন—
সেই সর্ব্বভূতে জীবের জীবন।
মোহ-তম-মাঝে সেই মাত্র জ্যোতির্ম্ময়,
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই জগৎ-পতি।

নবা। বাওরাপণ ছাড়, আমার কথার উত্তর দাও।

সনা। জনাব্, এ অধীনকে আর কেন তাড়না করেন?

নবা। আচ্ছা, তোমকো শিখলায় দেতা হ্যায়। রে, জিঞ্জির লেয়াও; নসীর্ খাঁ, মাট্টিকা নিচু গারদ মে রাখো; যাঁহা কীড়া চলতা—সুরয কা মুরত নেহি দেখনে পায়ে; এক মুঠি চানা আউর পানি দেও।

সনা। হা গৌরাঙ্গ! তুমি কোথায়? হা গৌরাঙ্গ! তুমি কোথায়?

নবা। আবি তোমরা ডর্ হুয়া?

সনা। ভয়? অভয়পদে শরণ নিয়েছি—আর আমার ভয়! যাঁর নামে কৃতান্তের ভয় দূর হয়, তাঁর আশ্রিতের সামান্য কারাগারে ভয় কি? গৌরচন্দ্র, দর্শন দিও।

নবা। চল, বদমাস্‌কো লে চল, রামদিন্, আগর্ দুরুস্ত হয়ে ত নজরবন্দী রাখকে খবর লিখো, নেই ত গারদ্‌মে মরে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সনাতনের অন্তঃপুর

অলকা, করুণা ও বিশাখা

অল। দিদি, আমি সকলই বুঝেছি, আমি অপরাধিনী—আমায় মার্জ্জনা কর; আমার পাপ মন—আমি তোমাদের সন্দেহ করেছিলুম; গৌরাঙ্গের চরণে তোমাদের পতি তোমাদের অর্পণ ক'রে গিয়েছে, তা আমি বুঝতে পারি নি।

করু। দিদি, এখন ত বুঝছ, এখন ত তুমি সেই গৌরাঙ্গের দাসী, তবে কেন দিবারাত্রি কাঁদ? স্ত্রীলোকের স্বামী অপেক্ষা গুরু নাই; স্বামীই সেই আনন্দময়কে দেখিয়ে দিয়েছেন; তবে কেন নিরানন্দ থাকব?

অল। দিদি, তুমি কি জান না যে, স্বামী আমার এখনও সংসারে? তিনি যে কারাগারে—তিনি ত এখনও সংসার ত্যাগ করেন নি; যত দিন স্বামী আমার সংসারী, তত দিন আমিও সংসারী; আমি পাষাণ তাই এখনও আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয় নি। আহা! দুরন্ত নবাব-চর তাঁকে শৃঙ্খল-আবদ্ধ ক'রে রেখেছে; মৃত্তিকার নীচে বাস—চন্দ্র-সূর্য্য সেথা প্রবেশ করে না; আমি কেমন ক'রে স্থির থাকব?

বিশা। দিদি, গৌরাঙ্গকে ডাক, তিনিই উপায় করবেন।

অল। যাঁর নানাবিধ সামগ্রীতে রুচি হত না, শুষ্ক চণক তাঁর আহার; কুসুম-শয্যা পরিত্যাগ ক'রে মৃত্তিকায় শয়ন; এ কষ্টে তিনি কি আর জীবিত থাকবেন?

ঈশানের প্রবেশ

ঈশান, কি উপায় করলে?

ঈশা। মা, কিছুই ত উপায় দেখি নি,

কোথায় তাঁরে রেখেচে, তারও ত তত্ত্ব পেলেম না।

অল। চল, আমি উপায় কর্‌বো।

ঈশা। মা, তুমি কোথায় যাবে?

অল। যদি আমি সতী হই, যদি আমার স্বামী-পদে মতি থাকে, আমি তাঁকে মুক্ত কর্‌বো। হে গৌরাঙ্গ! আমার স্বামী কারাগারে, আমার স্বামী তোমায় দেখিয়েছেন, প্রভু! তুমি অন্তর্য্যামী, আমার অন্তরের কথা তোমার অগোচর নাই, আমি স্বামী বই ত আর কিছুই জানি নি; প্রভু! যত দিন স্বামী আমার কারাগারে, তত দিন তোমার পদ-সেবায়ও রুচি নাই; শুনেছি, তুমি বিপদ-ভঞ্জন, এ বিপদে আমায় রক্ষা কর; এ কি! এ কি! আমার এমন হচ্চে কেন? আবার ছবি হাস্‌ছে কেন? ওই যে গৌর! ও রে, কে বলে রে আমার ভয় নাই? এ কি ভ্রম?

করু। দিদি, আর ভয় কি? গৌরাঙ্গ বল্‌ছেন, ভয় নাই।

অল। সত্য মিথ্যা বুঝব প্রভু! তুমি দয়াময় কি না—দেখব দয়াময়; তুমি আমার স্বামীকে উদ্ধার কর, আর তোমার পদে আমি কিছু যাচ্‌ঞা কর্‌ব না, আমি ভজন সাধন জানি নি; অন্তরের ব্যথা জানাবার তুমি বই আর স্থান নাই; এ কি! কে আমায় বল্‌ছে—ভয় নাই?

করু। দিদি, তুমি ভাগ্যবতী; সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ তোমায় বলেছেন—ভয় নাই। তোমার চরণ-কৃপায় আমরাও গৌরাঙ্গকে পাব।

অল। ঈশান, দাওয়ানকে বল গে—আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌ব, আর আমার কনোজ ব্রাহ্মণের পোষাকটা কোথা?

ঈশা। আপনার শোবার ঘরে আছে।

অল। তুই প্রস্তুত হ—আমার সঙ্গে যাবি।

ঈশা। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

বিশা। দিদি, কোথায় যাবে?

অল। জানি নি;—যেথায় গৌরাঙ্গ লয়ে যান; তোরা গৌর বলে ডাক্‌, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে বিদায় হই।

সকলে। গৌর হরি, গৌর হরি, গৌর হরি!

[অলকার প্রস্থান।

বিশা। দিদি, হাস্‌ছিস্‌ কেন?

করু। দেখ, গৌরাঙ্গের নামেতে কেমন পঙ্গুতে পর্ব্বত লঙ্ঘায়!

বিশা। সে কি?

করু। আজ হীন অবলা তার পতিকে কারা-মুক্ত কর্‌বে।

বিশা। আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্চিনি; একা স্ত্রীলোক কি কর্‌বে?

করু। তুই কি শুনিস্‌ নি—বাঁদরে সাগর বেঁধেছিল; যে কুলবধূকে সন্ন্যাসিনী কর্‌তে পারে, যে আপনি মেতে রাজ্য মাতায়, যে আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়, সে তার ভক্তকে উদ্ধার কর্‌বে, এ কোন্‌ কথা? সোনা যেমন পুড়িয়ে খাঁটি করে-‐কারাগারে দিয়ে গৌরচন্দ্র তাঁর ভক্তকে নির্ম্মল ক'রে নিচ্ছেন; জগৎকে দেখাচ্ছেন, তাঁর ভক্তের কত ধৈর্য্য।

বিশা। দিদি, আমরা কি গৌরাঙ্গকে পাব?

করু। তবে কি শুন্‌লি? কে ভয় নাই বল্‌লে? দেখ্‌লি নি—ছবি কথা কইলে, গৌরাঙ্গকে অবশ্যই পাব।

বিশা। দিদি, আমিও দেখি, কিন্তু মনের ভ্রম ঘোচে না।

করু। তিনি যখন ভ্রম ঘোচাবেন, তখনি ঘুচবে; চল, আমরা দেবালয়ে যাই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কারাধ্যক্ষের গৃহ

রামদিন ও অলকা

রাম। কি ঠাকুর, তুমি আমার সঙ্গে দেখা কত্তে চাও কেন? আমি গরীব লোক, আমি ত কিছু দিতে পার্‌বো না। তোমার অদৃষ্টে নেই, তুমি উজীর সাহেবকে বোঝাতে পারতে, জাইগীর পেতে।

অল। তোমার অদৃষ্ট বড় প্রসন্ন, আমি ঠিক গণনা ক'রে দেখেছি, দেখি, তোমার হাত দেখি।

রাম। আর দেখবে কি, আমার বরাত পাথরে-চাপা।

অল। ইস্‌, এই যে উচ্চ ধনরেখা রয়েছে।

রাম। ঐ রেখাই সার, ধনের দফা ঢুঢু, যা পাই, খেতে কুলায় না।

অল। না না, তোমার ভাগ্য বড় প্রসন্ন, তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হবে।

রাম। ম'লে।

অল। না, ত্বরিৎ।

রাম। কদ্দিনে বল দেখি?

অল। আজই।

রাম। তুমি খ্যাপা নাকি ঠাকুর?

অল। আজ রাত্তিরে তুমি লক্ষপতি হবে।

রাম। যাও ঠাকুর, মিছে বাক্‌চাতুরী করো না।

অল। আমি এই বসে রইলুম, আজ রাত্তিরে না পাও, আমায় গারদে দিও।

রাম। আর এই ত রাত হয়েছে।

অল। আমি বসে থাক্‌তে থাক্‌তেই টাকা পাবে।

রাম। তা যদি হয়, তুমি যা চাও, তা আমি দিই।

অল। পেলে ঢের লোক দেয়।

রাম। কি, আমি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মণ্যদেবের দোহাই, যদি আজ রাত্তিরে টাকা পাই, তুমি যা চাও, দেব।

অল। দেখ, প্রতিশ্রুত হ'লে?

রাম। হাঁ।

অল। এই নাও, এই জহরৎ নাও, এর লক্ষ টাকার অধিক মূল্য।

রাম। এ কি এ? এ কি ভোজবাজী?

অল। ভোজবাজী নয়—তুমি লক্ষপতি; এখন তোমার অঙ্গীকার পালন কর।

রাম। এ জহরৎ কার?

অল। আমার, আমি তোমায় দিলেম।

রাম। তুমি কে?—তুমি কি চাও?

অল। আমি কারারুদ্ধ উজীরের স্ত্রী; আমার স্বামীকে কারামুক্ত কত্তে চাই।

রাম। এ্যাঁ! মা তুমি?

অল। আমি আমার স্বামীকে উদ্ধার ক'রব ব'লে কনোজ-ব্রাহ্মণের বেশ ধরেছি, আমিই আমার স্বামীর সঙ্গে বিচার করেছিলেম; আজ তোমার শরণাগত, অবলার প্রাণ রক্ষা কর।

রাম। এ আমার সাধ্যাতীত; নবাবের জোর হুকুম; আমার গর্দ্দানা যাবে।

অল। আমার স্বামী নিরপরাধী, ধর্ম্মের নিমিত্ত তাঁর এই যন্ত্রণা; যে পদের নিমিত্ত লোকে তপস্যা করে, ধর্ম্মের অনুরোধে সেই উজীরিপদ তিনি ত্যাগ করেছেন, অতুল ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলেছেন, নবাবের ক্রোধ উপেক্ষা করেছেন, ধর্ম্মের অনুরোধে তিনি কারাবাসী! তুমি ধার্ম্মিক, ধর্ম্মাত্মাকে সাহায্য কর, তোমার অমঙ্গল হবে না, আর যদি না কর, অঙ্গীকারভঙ্গ, সাধুহত্যা, নারীহত্যা-পাতকে লিপ্ত হবে: এই অস্ত্র দেখ, এখনি তোমার সম্মুখে আত্মঘাতী হব, বড় আশায় এসেছি—নৈরাশ করো না।

রাম। মা, আমায় বিষম সমস্যায় ফেল্‌লেন।

অল। তোমার ভয় কি? তুমি লক্ষপতি, আরও অর্থ চাও, দেব; তোমার চাকরির আর প্রয়োজন নাই, সমস্ত ভারতবর্ষ নবাবের অধিকারে নয়; নবাব উড়িষ্যা হতে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে তুমি স্থানান্তরে ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে বাস কত্তে পার্‌বে। তুমি আমার পিতা, কন্যার প্রাণদান দাও।

রাম। মা, তুমি জান না, এ বড় কঠিন কার্য্য, নসির খাঁ নামে একজন নির্দ্দয় যবন উজীর সাহেবের কারারক্ষক, অপর অপর প্রহরীও আছে, রাজ-প্রতিনিধি নিত্য তত্ত্ব লন।

অল। যদি প্রতিজ্ঞা-পালন, শরণাগত-রক্ষণ, সাধু-সাহায্য কঠিন না হ'ত, তা হ'লে ত সকলেই মহৎ হ'তে পার্‌ত, কঠিন কার্য্য সাধনই মাহাত্ম্য। হে মহাত্মা, উচ্চ কার্য্যে পরাঙ্মুখ হয়ো না, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম রক্ষা কর, অবলার প্রাণদান দাও, নিজ-প্রতিজ্ঞা পালন কর।

রাম। মা, তুমি স্থির হও, অস্ত্র রাখ, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ব, তোমার অর্থ তুমি রাখ: যদি অন্য কারুকে দিতে হয় দিও, ওতে আমার আবশ্যক নাই; উজীর সাহেব ধার্ম্মিক-প্রধান, আমি হিন্দু, তাঁর সাহায্য করব।

অল। এ অর্থ তুমি নাও; আমার দাওয়ান বাহিরে আছে, যত অর্থ প্রয়োজন হয়, দেবে; যাকে দিতে হয় দিও।

রাম। না মা, পাপে মতি দিও না; যদি উজীর সাহেবকে মুক্ত কর্‌তে পারি, আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হব। অর্থ ঐহিকের প্রয়োজন; কিন্তু যদি এ কার্য্য সমাধা কত্তে

পারি, সাধুর কৃপায় আমি পরমার্থ লাভ কর্‌ব। মা, তুমি আমায় বল্‌তে পার—সে গৌরাঙ্গ কে—যাঁর নামে উজীর ফকির হয়, নারী বীর হয়, কারাধ্যক্ষের কঠিন হৃদয় দ্রব হয়?

অল। বাবা, গৌরাঙ্গকে আমি ত জানি না; আমার স্বামীর কাছে শুনেছি, তিনি পতিত-পাবন, পতিত-উদ্ধারের জন্যে তিনি পৃথিবীতে এসেছেন।

রাম। মা, এস; দেখি, যদি কোন উপায় হয়; তুমি একবার গৌরাঙ্গকে ডাক, তিনি আমায় সাহস দিন।

অল। গৌর, গৌর, গৌর।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কারাগার

সনাতন

সনা। প্রভু! নন্দরাণী তোমাকে ক্ষীর-সর, নবনী দিত; আমি এ শুষ্ক চণক কেমন ক'রে নিবেদন কর্‌ব? হা প্রভু! তোমার কাছে থাক্‌ব, তোমার সেবা কর্‌ব, তোমায় হাতে তুলে খাওয়াব, এই আমার সাধ; সে সাধে বাদ কেন সাধ? কে রে? আমার গোরাচাঁদ এলি? খিদে পেয়েছে, আমি কি কর্‌ব—আমার ত এই চানা বই আর সম্বল নাই? প্রভু ভক্তাধীন, শুনেছি, তুমি বিদুরের খুদ গ্রহণ করেছিলে; ঐ যে, আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর নাচছে!

গোরা নেচে নেচে যায় পড়ে, ঢলে ঢলে।
(মরি) ভাবে মাতোয়ারা
ভাসে আঁখি-জলে॥
অমিয় খসিয়ে পড়িছে॥
মরি রূপের ছটায় খেলিছে দামিনী।
আহা! মোহিত নেহারি
কামের কামিনী॥
প্রেমের তুফান বাড়িছে॥
খ্যাপা কভু রাধা বলে কভু বলে হরি।
খ্যাপা কখন নীরব কি ভাবে আ মরি॥
কভু বা গভীর গরজে॥
শিলা সরল রাজীব চরণ পরশে।
মরি তাপিত পরাণে সলিল বরষে॥
হেরিলে বদন-সরোজে॥

প্রভু, এস—আমার কাছে এস; আমি ত যেতে পারিনি—আমায় যে বেঁধে রেখেছে; তুমি কাছে এস—আমি একবার সাধ পূরে দেখি।

নসির খাঁর প্রবেশ

নসি। জনাব, একটি কথা আমায় বলুন।

সনা। বাপু, তুমি কেন আমার কাছে এসেছ? নবাবের আদেশ—আমার সঙ্গে কেউ কথা কহিতে পাবে না; তুমি অকারণ কেন দণ্ড পাবে?

নসি। হুজুর, সাজা পাই পাব; আমায় একটি কথা বলুন—আপনি কাকে ডাকেন—কার সঙ্গে কথা কন? আপনার—এই অন্ধকার কারাগারে—যে আনন্দ, নবাবেরও আমি তেমন আনন্দ দেখি নি। আপনি কার জন্য এ কষ্ট স্বীকার করছেন? মনে কর্‌লেই উজীরি পান; তা ত্যাগ ক'রে কেন কারাগারে রয়েছেন? —আমায় বলুন—আমি অধম যবন—আমায় কৃপা করে বলুন।

সনা। বাপু, আমি গৌরাঙ্গের দাস—আমি আর উজীরি করব কেমন করে? আমি ত কারাগারে নাই—দেখ না, প্রভু আমার সঙ্গে আছেন।

নসি। কই জনাব?—আমি ত কিছু দেখতে পাচ্ছিনি; আপনার প্রভু কে আমায় বলুন।

সনা। যে জীবের দুঃখে নরদেহ ধরে এসেছেন, যে নবীন বয়সে চাঁচর চিকুর মুণ্ডন করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, যে প্রেমের দায়ে তরুতলবাসী, যার প্রেমের ঋণে কৌপীন সার, যে প্রেমের দায়ে ঘরে ঘরে নাম বিলায়, যে পতিতকে কোলে নেয়,—সেই আমার প্রভু, আমার প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।

নসি। জনাব, আমি ত পতিত।

সনা। ঐ দেখ্‌, তোর জন্যে আমার প্রভু কোল পেতে রয়েছেন।

নসি। জনাব, সত্য বলুন, আমায় কি তিনি দয়া কর্‌বেন? আমি তোমায় জিঞ্জির বেঁধে রেখেছি, আমায় দয়া কর্‌বেন? গৌরাঙ্গ কি আমার মত অধমকে দয়া কর্‌বেন?

সনা। ওরে নসির, তুই ভক্তচূড়ামণি, তুই গৌর বলে নেচে এসে একবার কোল দে।

নসি। প্রভু, আমি মুসলমান, আমি কি নিস্তার পাব?

সনা। ওরে, বড় দয়াল ঠাকুর,—

যেই নাম লয়, ধন্য সেই জন,
হোক্ দীন-হীন ম্লেচ্ছ যবন,
নাহিক বিচার, নাহিক আচার,
গোরার হৃদয় প্রেম-পারাবার;
যেই প্রেম চায়, তাহারে বিলায়;
কিশোরীর প্রেমে প্রেম-ক্ষুধা ধায়;
গৌরাঙ্গ বলিয়ে ডাকে যেই জন,
খসে যায় তার ভবের বন্ধন,
শমনের আর নাহি অধিকার;
দয়াময় হরি গৌর আমার।

নসি। হা গৌরাঙ্গ! তুমি অধমকে কৃপা কর।

রামদিন ও অলকার প্রবেশ

রাম। নসির, তুমি আমার একটি কাজ কর।

নসি। হুজুর, আমি আর কাজ কর্‌ব না।

রাম। সে কি?

নসি। আমায় বেঁধে রাখতে হয় বেঁধে রাখুন, আমি গৌরাঙ্গকে ডাক্‌ব, আর আমার কাজ নাই।

রাম। নসির, তুমিও কি গৌরাঙ্গকে চিনেছ? আমি অধম, আমি চিন্‌তে পার্‌লেম না; আচ্ছা, তুমি যাও; উজীর সাহেবের সঙ্গে আমার কথা আছে।

[নসির খাঁর প্রস্থান।

মা, বোধ হয় গৌরাঙ্গ তাঁর ভক্তের উপায় আপনিই করেছেন; আমায় আর বেশী কিছু কত্তে হবে না। মল্লিক সাহেব!

সনা। কে তুমি?—কেন আমায় বিরক্ত কর; দেখ, আমি গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম ধ্যান করি, তাতেও কি নবাবের নিষেধ?

রাম। দেখুন, আমি রামদিন, আপনাকে বিরক্ত কত্তে আসিনি, কারামুক্তির উপায় বল্‌তে এসেছি।

সনা। কি উপায় বল? আমি ত ছার উজীরি কর্‌ব না।

রাম। আপনাকে উজীরি কত্তে হবে না; আপনি শুধু আমায় লিখে দিন যে উজীরি কর্‌ব; তা হ'লেই আপনাকে ছেড়ে দেব।

সনা। আমি মিথ্যাকথা কিরূপে লিখব, যদি মিথ্যা বল্‌বার সাধ থাক্‌ত, নবাবকে ত মিথ্যাকথা বল্‌তে পার্‌তেম।

রাম। আপনি কেন দুঃখ পান?—আমায় লিখে দিলে আমি ছেড়ে দিই; আর সেই পত্র জাঁহাপনাকে পাঠিয়ে দিই।

সনা। আপনি কেন আমায় মিথ্যা বল্‌তে প্রলোভন দেখাচ্ছেন?

রাম। ভাল, তবে আমিই মিথ্যা সংবাদ লিখব, আপনি আসুন।

সনা। কোথায় যাব?

রাম। আপনি কারামুক্ত।

সনা। নবাব কি আমার মুক্তির আজ্ঞা দিয়াছেন?

রাম। না—তিনি আমায় বলে গিয়েছেন যে, আপনি উজীরি কত্তে সম্মত হলেই আপনাকে খোলসা দিতে। আমি বেগবান্ অশ্ব প্রস্তুত ক'রে রেখেছি, আপনি যথা ইচ্ছা গমন করুন।

সনা। মিথ্যার জন্য আপনি যে নবাবের নিকট অপরাধী হবেন।

রাম। সে আমার কার্য্য, আমি বুঝব।

সনা। আমার নিমিত্ত আপনি অপরাধী হবেন—আমি যাব না।

রাম। আপনি বাতুল; আমি কি কর্‌ব? এখানে যে আপনার প্রাণ-সংশয়।

সনা। নাহি জান বৈষ্ণবের রীতি;

হয় হোক জীবন-সংশয়;
ছিল দেহ, গেল,—
তাহে ক্ষোভ বৈষ্ণব না করে;
বৈষ্ণবের শমনের নাহি ডর—
ডরে মিথ্যাপ্রবঞ্চনা;
তুষানলে যদি তনু দহে—
তবু কভু মিথ্যা নাহি কহে,
মিথ্যা নাহি মনে দেয় স্থান;
ধিক্ ছার দেহের মমতা—
মিথ্যা কব দেহরক্ষা হেতু?
মাংসপিণ্ড রক্ষার কারণ?
অপরাধী করিব তোমারে?—
হেন উপদেশ
বৈষ্ণব না শুনে কানে;
জীবন, মরণ, বৈষ্ণবের সম দুই;

নাহি অন্য সাধ—
যাচে মাত্র শ্রীহরির রাঙা পদ;
প্রলোভনে বৈষ্ণব না টলে।

অল। হে বৈষ্ণব!
কেন আজি সত্যমিথ্যা অভিমান?
যাঁর দাস তুমি সে ডাকে তোমায়;
মুক্ত কারাগার তাঁহার কৃপায়:
মতিমান্, কেন আজি মতিভ্রম?
হেথা বদ্ধ তুমি,
সেবা হেতু ডাকে তব স্বামী:
নাহি জানি কেমনে রয়েছ স্থির;
কিংকরের বিচারের নাহি অধিকার।
ভাস স্রোতের তৃণের সমান
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের বিচার,
কেন আজি পাণ্ডিত্য ব্যাভার?
ভৃত্য যার, বার বার ডাকিছেন তিনি;
যেই রব শুনিয়ে শ্রবণে,
জলাঞ্জলি দিয়াছ সংসারে,
মনের বিকারে
করিয়াছ বৈরাগ্য গ্রহণ,
গোরাচাঁদ করিতে দর্শন
কেন নাহি হও অগ্রসর?
শুন ঐ ডাকেন গৌরাঙ্গ।

সনা। যাও, যাও, মিছে আর করো না রে ছল।
একবার ভুলাইয়া প্রণয়-বচনে—
মজায়েছ সংসার-সাগরে;
পুনঃ ঘোর মিথ্যা-অন্ধকারে
মজাইতে সাধ তব;
যাও, যাও, আর কেন কর প্রতারণা?

অল। আমি প্রতারক?
প্রতারক মন তব;
বল বল, ধাৰ্ম্মিকপ্রবর,
অধর্ম্মের এত যদি ডর,
কেন, তবে ত্যজিয়াছ আশ্রিত স্বগণে?
অন্নদাতা নরপতি বিপদে পতিত,—
কেমনে নিশ্চিন্ত আছ?
সত্য,
জীবনের মমতায় নাহি প্রয়োজন;
কিন্তু জীবন-রক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য, ধীর;
বিনা অপরাধে কেন বদ্ধ কারাগারে?
যার তরে সর্ব্বত্যাগী তুমি,
যাও শীঘ্র তাঁর দরশনে।

সনা। না, যাও; আমায় বিরক্ত করো না।

রাম। মহাশয়, আপনি বন্দী; আপনার স্বাধীন-ইচ্ছা নাই জানেন?

সনা। যতদিন এ পঞ্চভৌতিক দেহ-পিঞ্জরে বদ্ধ, তত দিন সকলেরি অধীন; কিন্তু ইচ্ছা আমার গৌরাঙ্গের রাঙাপায়ে লিপ্ত।

রাম। না, আমি কারাগার থেকে বার করে দেব বলেছি; তার পর না যান—আমি আর দায়ী নই।

অল। আপনি কারাগারের বাইরে দিন, আমি উপায় কর্‌ছি।

[অলকার প্রস্থান।

রাম। নসির, নসির!

নসিরের বেশে ঈশানের প্রবেশ

ঈশা। আজ্ঞা।

রাম। তুমি কে?

ঈশা। আজ্ঞা, ঠাকুরের ভৃত্য, আমার নাম ঈশান।

রাম। তুমি এখানে কিরূপে এলে?

ঈশা। আজ্ঞা, আমি কারাগারের দোরে দাঁড়িয়ে ছিলুম, দেখলুম—একজন মুসলমান গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলে যাচ্ছে, তাঁর এই কারা-রক্ষকের বেশ; আমি তাঁরে মিনতি করে জিজ্ঞাসা করায় তিনি পরিচয় দিলেন, তাঁর নাম নসির খাঁ, আমার প্রভুর রক্ষক ছিলেন, এখন প্রভুর নিকট উপদেশ পেয়ে গৌরাঙ্গ-দরশনে চলেছেন; আমি তাঁর কাছ থেকে তাঁর এই পরিচ্ছদ যাচ্ঞা করে নিলুম, আমি বহু-কাল প্রভুকে দর্শন করিনি, ভাবলেম এই পরিচ্ছদ পরে গেলে কেউ আমায় বাধা দেবে না; তাঁর নিকট পথ অবগত হয়ে আমি হেথায় এসেছি।

রাম। দেখ, আমি তোমার প্রভুকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত; উনি যাবেন না, আমি কি করব?

ঈশা। আমি সব শুনেছি; আপনি ওঁর শিকল খুলে দিন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

রাম। দেখ ঈশান, তোমার প্রভুই ধন্য; গৌরাঙ্গের নামই ধন্য; আমি এমন রহস্য কখনও দেখিনি; আমিও গৌরাঙ্গের চরণে শরণ নেব, আমি শিক্‌লি খুলে দিয়ে যাচ্ছি, পার যদি নিয়ে এস।

রামদিন কর্ত্তৃক শৃঙ্খল-মোচন

সনা। কে ও?

রাম। আমি কারাধ্যক্ষ।

সনা। কি কর?

রাম। আপনার জান্‌বার অধিকার নাই।

[শৃঙ্খল মোচনান্তে প্রস্থান।

সনা। প্রভু এস, আমার হৃদয়ে এস, গোপিকার হৃদয়ে যেমন তোমার বাস, আমার হৃদয়ে তেমনি বাস কর।

ঈশা। গৌরাঙ্গ! গৌরাঙ্গ! গৌরাঙ্গ!

সনা। আহা! কে আমায় গৌর-নাম শোনায়?

ঈশা। আমি গৌরাঙ্গের দাস, প্রভু আপনাকে ডেকেছেন, আপনি শীঘ্র আসুন।

সনা। প্রভু স্মরণ করেছেন; চল শীঘ্র চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

জাহ্নবী-তীর

জনৈক বৈষ্ণব ও ঈশান সমভিব্যাহারে সনাতনের প্রবেশ

বৈষ্ণ। মহাশয় বলতে পারেন, এখানে সনাতনের আশ্রম কোথা?

ঈশা। এই যে উন্মত্তের ন্যায় আপনার সম্মুখে।

বৈষ্ণ। প্রভু, আপনি সেই ভক্তচূড়ামণি, আপনার নাম সনাতন?

সনা। আজ্ঞা, দাসের নাম সনাতন।

বৈষ্ণ। আজ আমার জন্ম সার্থক।

পদধূলি লইতে গমন

সনা। কি করেন, অধম বৈষ্ণব-চরণের দাস।

বৈষ্ণ। ভক্তরাজ, দীনকে বঞ্চিত করবেন না; আমি অহেতু আপনার স্তুতিবাদ কর্‌ছিনি; শুনুন, অতি অদ্ভুত রহস্য; গৌরাঙ্গদেব নিত্য সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হয়ে ডাকেন,—সনাতন, সনাতন, সনাতন, আপনি গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র, আমার মস্তকে চরণ দিন।

সনা। (স্বগত) প্রভু দয়াময়, এ অধমের প্রতি এত করুণা; হা প্রভু, কতক্ষণে আপনার চরণ দর্শন কর্‌বো? (প্রকাশ্যে) বৈষ্ণবরাজ! আমায় নিয়ে চলুন; আমার প্রভু কোথায়?

বৈষ্ণ। মহাপ্রভু কাশীধামে; আপনি শ্রীপদ-দর্শনে যাত্রা করুন; আমি একবার প্রভুর জন্মভূমি দর্শন ক'রে যাব।

সনা। চল, শীঘ্র চল, আমার প্রভুর কাছে যাই; বৈষ্ণবরাজ, আমায় পদে রাখবেন, ভক্তের কৃপা হলেই প্রভুর কৃপা হবে।

[সনাতনের প্রস্থান।

বৈষ্ণব। গৌরভক্তের পদারবিন্দে প্রণাম; এই মহাপুরুষের পদধূলি যে দেশে পড়বে, সেই দেশই হরিপ্রেমে উন্মত্ত হবে।

[বৈষ্ণবের প্রস্থান।

অলকা, করুণা ও অপর স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ

অল। আমার আজ সংকল্প শেষ হয়েছে; আমার স্বামী সন্ন্যাসী; আমি আজ সন্ন্যাসিনী; আজ হ'তে তোমাদের দাসী তোমাদের সাথী হব।

করু। দিদি, ঐ দেখ, তোমার স্বামী নৌকায় উঠেছেন, এখন কি করবে?

অল। তোমাদের সাথী হবো।

করু। আমরা দেশ-বিদেশে যাব; যারা আমাদের মতন অনাথিনী, তাদের বল্‌ব যে, জগৎপতি গৌরাঙ্গ এসেছেন; যার পতির সাধ আছে—গৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করুক।

অল। দিদি, তোমাদেরও যে দশা, আমারও সে দশা।

করু। তবে ঝুলি নাও, জয় রাধে ব'লে চল।

সকলে। জয় রাধে, শ্রীরাধে, জয় রাধে, শ্রীরাধে, জয় রাধে, শ্রীরাধে।

সকলের গীত

প্রেমে চল চল, চল চল, রাধা রাধা নাম বল না;
বদন ভ'রে বল জয় রাধে শ্রীরাধে।
নগরে নগরে দেখি ঘরে ঘরে,
অনাথিনী কেবা কাঁদে,
বিধি কার ভালে বাদ সেধেছে সাধে॥
বদন ভ'রে বল জয় রাধে শ্রীরাধে।
কব বিনয়ে তারে কেঁদ না,
গোরা এসেছে প্রাণ বাঁধ না,
সে যে কিশোরীর দায়, বিকাইতে চায়,
বলে কে নিবি আমায়,

যে চায় সে পায় তারে, সাধের গোরাচাঁদে।
বদন ভ'রে বল জয় রাধে শ্রীরাধে॥

[গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন

সনাতন ও ঈশান

সনা। ঈশান, আমার পায়ে যেন কে শৃঙ্খল দিয়ে টান্‌চে; আমি চল্‌তে পার্‌ছিনি, আমি মহাপ্রভুর দর্শনে যাত্রা করেছি, আমার এ ভাব কেন; ঈশান, তুমি কাছে এলে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়; তোমার কাঁথার পানে চাইতে আমার ভয় করে; বোধ হয়, এ কাঁথাখানা অতি অপবিত্র।

ঈশা। প্রভু, এ ছেঁড়া নামাবলীতে তয়েরি করেছি।

সনা। তবে কি, আমি ত কিছু বুঝতে পার্‌ছি নি, তোমার মনে কি কিছু বিষয়-কামনা আছে?

ঈশা। না প্রভু, আমি বিষয়-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়েছি; আপনি ত জানেন, আপনার চরণযুগল আমার সর্ব্বস্ব।

সনা। তবে কি, বুঝেছি, আমার মনই অপবিত্র।

দস্যুর প্রবেশ

দস্যু। প্রভু, আপনারা দেখ্‌ছি সন্ন্যাসী; কৃপা ক'রে যদি আমার কুটীরে আসেন, আমি আজ অতিথি সেবা ক'রে জীবন সফল কর্‌ব।

ঈশা। বাপু, তুমি কে?

দস্যু। আজ্ঞা, আমি কাট কুড়িয়ে খাই; অতিথ সেবা না ক'রে জল গ্রহণ করিনি।

ঈশা। আহা, তুমি বড় সাধু।

দস্যু। অতিথ সেবার চেয়ে কি আর ফল আছে? অতিথ আসল নারায়ণ; আসুন, গাছ-তলায় কেন, আসুন।

ঈশা। ঠাকুর, চলুন, এ ব্যক্তি বড় সাধু, এর কুটীরে আজ বিশ্রাম করুন।

সনা। না ঈশান, আমি বৃক্ষতলেই থাকব।

দস্যু। দোহাই প্রভু, এস গো, তোমার পায়ে পড়ি গো, এখানে বড় ডাকাতের ভয় গো, পথে বসে থেক না গো—

ঈশা। প্রভু, চলুন, এখানে ডাকাতের ভয় বল্‌ছে।

সনা। সন্ন্যাসীর ভয় কি ঈশান?

ঈশা। আজ্ঞা তবে ভয় নাই?

সনা। ঈশান, তুমি প্রবঞ্চনা ক'র না; সত্য বল, তোমার নিকট কিছু আছে।

ঈশা। আজ্ঞা! আজ্ঞা!

সনা। বল বল, আমার বোধ হয় আছে, নচেৎ দস্যুর ভয় কেন?

ঈশা। আজ্ঞা, যৎকিঞ্চিৎ আছে।

সনা। কি আছে, বল?

ঈশা। আজ্ঞা, ১৫ খান মোহর এই কাঁথায় শেলাই করে এনেছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন, পথের সম্বল ত চাই।

সনা। আমি এতক্ষণে বুঝলেম, কেন আমি চল্‌তে পারছিলাম না, কাঁথায় বেঁধে শমনের অনুচর এনেছ; এখনি প্রাণ নাশ হতো। কোথায় মোহর, বার কর।

দস্যু। ওরে জংলা।

সনা। বাপু, স্থির হও; এই তুমি মোহর নাও, একটি আমায় ভিক্ষা দাও, আমার এ ভৃত্যের পথের সম্বল নাই, একে আমি বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

দস্যু। এ্যাঁ এ্যাঁ! আমায় দিলে?

সনা। হাঁ, তুমি নাও।

দস্যু। ফাঁড়িতে গে ব'লে দেবে?

সনা। না বাপু, তুমি সে আশঙ্কা করো না, আমি সরলমনে তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাক; তুমি আমার পরম উপকারী; তোমার প্রসাদে আমি বিষয়ীর সংসর্গ পরিত্যাগ করব; তুমি নাও, সন্ন্যাসীকে অবিশ্বাস করো না।

দস্যু। তুমি ঠিক সন্ন্যাসী বটে; আমি তিন দিন তোমার পেছু পেছু আছি, লোকের ভিড়ে কিছু বল্‌তে পারি নি; আমি দেখেছি, তোমার কিছুতে মন নাই, আপনার গোঁভরেই চলেছ, আর উনি কেবল কাঁথা সাম্‌লাচ্ছেন, ওহে, কাঁথার ভেতর পুরলে আমাদের নজর এড়িয়ে যায় না, এখানে কত লোক কত রকম ক'রে যায়, কেউ জটার ভেতর রাখে, কেউ

গায়ের সঙ্গে মম দিয়ে মেড়ে রাখে, কেউ কোপ্‌নির ভেতর রাখে, আমরা সব টের পাই. তোমার জোর কপাল, এ'র সঙ্গে ছিলে. তাই বে'চে গেলে; হা, হা, হা. তুমি মনে ক'রেছিলে. আমি বনের ভেতর অতিথ-সেবা কর্‌তে এসেছি, দেখ ঠাকুর, তোমার উপর বড় খুসি হয়েছি. এই একটা মোহর নাও. আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

সনা। ঈশান. এই নাও, বাড়ী যাও।

ঈশা। প্রভু, আপনাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব: আমায় পায়ে ঠেল্‌বেন না।

সনা। তুমি কখনও ত আমার অবাধ্য হও না. আজ কেন কথা শুন্‌চো না? তোমার এখনও বিষয়-বাসনা দূরে হয় নি, তুমি যাও. আমার যে জহরৎ তোমার জিম্বায় আছে. তা বিক্রয় ক'রে লক্ষ মুদ্রা পাবে, ভোগ-বাসনা তৃপ্ত হ'লে বৃন্দাবনে যেও।

ঈশা। প্রভু. চিরদিন আপনার সেবা করেছি. আপনাকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাক্‌বো. হায়! আমার কি হ'ল. দীনবন্ধু, কি কর্‌লে, আমি কেন এ কাল মোহর এনেছিলুম্।

সনা। ঈশান, তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না; তুমি আমায় পরিচয় দিয়েছিলে, তুমি গৌরাঙ্গের দাস; যখন মহাপ্রভুর দাসত্ব গ্রহণ করেছ. তখন আর তোমার ভয় নাই; গৌরাঙ্গ দেব তোমায় পদে স্থান দেবেন, কিন্তু কর্ম্মভোগ খণ্ডন হয় না. এখনও সময় পূর্ণ হয় নি, সময় হ'লে বিষয় ত্যাগ ক'রো; যাও, যদি আমায় স্নেহ কর. কথা অন্যথা করো না।

ঈশা। প্রভু, কত দিনে সময় পূর্ণ হবে?

সনা। আপনি বুঝতে পারবে: যখন গৌরাঙ্গের নাম ভিন্ন অপর পথের সম্বল চাইবে না, যখন একমাত্র গৌরাঙ্গকে সর্ব্বস্ব জান্‌বে।

ঈশা। প্রভু, আমার উদ্ধারের কি হবে?

সনা। গৌরাঙ্গের নাম স্মরণ রেখো, বিষয়ে তোমায় লিপ্ত ক'রতে পার্ব্বে না।

ঈশা। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য; দেখ প্রভু, দাসের যেন গতি হয়।

সনা। গৌরাঙ্গ তোমার গতি করেছেন, ভেবো না। [ঈশানের প্রস্থান।

প্রভু, কতক্ষণে তোমার দর্শন পাব!

জনৈক সহিসের প্রবেশ

সহি। আরে, এবে, তোম্ ঘোড়াকা কাম সেকগে. তোম্ রোতে হো কাহে কো?

শ্রীকান্তের প্রবেশ

জনাব. এ একঠো ঘেসিয়াড়া হো সেক্‌তা।

শ্রীকা। এ কি, মশাইয়ের এ দশা কেন?

সনা। শ্রীকান্ত, তুমি কি কাশী হ'তে আসছো? তুমি কি গৌরচন্দ্রের সংবাদ জান?

শ্রীকা। হায় হায়, সংসারটা উচ্ছন্ন গেল. তিন ভাই সন্ন্যাসী হ'ল! মহাশয়—মহাশয়, কেন এ সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছেন? অট্টালিকা ছেড়ে কেন এ তরুতলে এসেছেন, উজীরি পরিত্যাগ ক'রে কেন এ সন্ন্যাস? চলুন, ঘরে চলুন. হাজিপুরে নবাবের জন্য ঘোড়া কিন্‌তে এসেছিলুম, তা ঘোড়া পাই আর না পাই আমি এদিকে এসে ত বড় কাজ ক'রেছি। মেলার দিন এল. আমি হাজিপুর থেকে ঘোড়া কিনে শীঘ্রই গৌড়ে যাব, আসুন আমার সঙ্গে আসুন।

সনা। তুমি এ দিকে এসেছিলে কেন? গৌরচন্দ্রকে দর্শন কর্‌তে?

শ্রীকা। না, মেলার দেরি ছিল তাই. এ দিকে যদি ঘোড়া পাই, তাই এসেছিলেম, কৈ. দু চারটা বই ত পেলুম না। হাজিপুর থেকেই নিতে হবে। আপনি আমার তাঁবুতে আসুন, আহা. এ দুরন্ত শীতে একখানা কাপড় নাই, দেখে যে প্রাণ ফেটে যায়! এই শালখানা গায়ে দিন।

সনা। আমি সন্ন্যাসী, শাল নিয়ে কি কর্‌বো?

শ্রীকা। কে বল্লে আপনি সন্ন্যাসী, আপনি উজীর; চলুন, সংসারটা ভাসিয়ে দেবেন না।

সনা। ভাই, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, বৃন্দাবনে বাঁশীর রবে ব্রজাঙ্গনারা কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে গহন কাননে যেত? কথাটি সত্য,—আমি সেই বেণুরব শুনেছি, আমি সেই ব্রজগোপীর ন্যায় অকূলে ভেসেছি, আমি আর আপন বশে নাই, কি ক'র্‌বো বল? ওরে. গৌরচন্দ্র যে আমায় ডেকেছেন। হায়. তিনি কোথায়, আর আমি কোথায়!

শ্রীকা। ও সব কি কথা? আপনি প্রকৃতিস্থ হন, কেন এ প্রলাপ বক্‌ছেন? বংশীরব হয়েছিল দ্বাপরে, কলিতে কি? মাগ ছেলে প্রতিপালন করুন, ইষ্টদেবতার নাম করুন. বাঁশী বাজে, রাখাল নাচে, গোপিনী যাবে,—ও সব কি?

সনা। ওরে বাজে বাঁশী চিরদিন,
ভুবন ভরিয়া বাজে বাঁশী সুমধুর,
বাঁশী রাধা-নাম গায়.
বাঁশী বলে—আয় আয় ঠেকেছি রে দায়.
বলে বাঁশী, কে আছ ভিখারী
এস ত্বরাত্বরি,
কল্পতরু প্রেমের কিশোরী,
আয় আয়, না এলে কাঁদিবে রাই,
বাঁশী প্রেমে মত্ত ডাকে উভরায়,
যার কাণে যায় সে হয় আপন-হারা.
মহারোল সংসার-সাগরে,
রঙ্গে ভঙ্গে তরঙ্গে ডুবায় নরে,
মহারোল—বধির শ্রবণ,
তাই বেণুরব নাহি পশে কাণে,
তাই নাহি জানে,
কাতর জীবের তরে প্রেমময়ী রাই,
শুন শুন, ব্যাকুল শ্রীহরি
ডাকিছেন মুরলীর নাদে।

শ্রীকা। বুঝেছি, আর ফেরবার নয়, শাল না গায়ে দিন, এই বনাতখানা গায়ে দিন।

সনা। আমার প্রভু কন্থাধারী, নফরের এ সাজ সাজবে না। আহা! প্রভু আমার ভিখারী, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়ান; আমায় ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে সাজিয়ে দাও, আমি প্রভুর দর্শনে যাই, ঐ—ঐ শোন, আমায় 'আয়' ব'লে ডাকছেন, ঐ বংশীবিনিন্দিত মধুর-ধ্বনি শুন, আমি আর থাক্‌তে পারি নি, চল্লেম।

শ্রীকা। এ বনে কোথায় যাবেন, অদূরে ভাগীরথী, কাশী ও পারে। আমি শুনেছি. গৌরাঙ্গ কাশীতে আছেন, যদি একান্তই গৃহে না যান, আমি নৌকা ক'রে দিব, আপনি যাবেন, এ যে দুরন্ত শীত, তা এই ঘোড়ার কম্বলখানা গায়ে দিন, আসুন।

কম্বল দেওন

সনা। না ভাই, তুমি যাও; আমি চল্‌লেম।

শ্রীকা। কোথায় যান? না হয় যোগাড় ক'রে কাশীতেই পাঠিয়ে দিই, বনে মারা যাবে না কি? আঃ! গৌরাঙ্গ কি সর্ব্বনাশই কর্‌লে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশী—চন্দ্রশেখরের বাটী

সংকীর্ত্তন

ভেলি ভেলি রূপমাধুরী তিরপিত নহু আঁখি।
চাহে মন জনম জনম চরণ হৃদয়ে রাখি।
কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম তু'লব, গাঁথব নব মালা।
গহন গহন ফিরি ফিরি ফিরি, ধরব হামার কালা;
ফুল-ফাঁদে শ্যামচাঁদে রাখব আমি বাঁধি।
অনিমিখ মুখ হেরব, হৃদয়ে হৃদয়ে মাখি॥
যতনে মে রাখব আঁচরা ঢাকি॥

চৈতন্য। কে রে রূপ? কে রে অনুপম? তোরা যে আমার, তোদের দে'খলে আমার কত কথা মনে পড়ে।

রূপ। প্রভু, শরণাগতের মস্তকে পাদপদ্ম দিন।

চৈত। ওরে রূপ, ওরে অনুপম, তোরা যে কৃষ্ণভক্ত, আমার মাথার মণি।

রূপ। প্রভু, প্রভু, কি আজ্ঞা করেন।

চৈত। আমি বৈষ্ণবের পদধূলি বড় ভালবাসি, কৃষ্ণভক্তের পদধূলি বড় ভালবাসি, তোরা কৃষ্ণভক্ত, তোদের পদধূলি আমি ভালবাসি।

রূপ। প্রভু, ক্ষমা করুন, দাস কুণ্ঠিত হয়।

চৈত। রূপ, তুমি জান না, কৃষ্ণভক্ত দেবতাদিগেরও পূজ্য। দুর্ল্লভ নরজন্ম ধারণ ক'রে কোটি লোকের মধ্যে একজনের ধর্ম্মনিষ্ঠা হয়, কর্ম্মনিষ্ঠাই অধিক, কোটি কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে একজন জ্ঞানী হয়, কোটি জ্ঞানীর ভেতর একজনের হরিভক্তি হওয়া দুর্ল্লভ; তুমি সেই হরিভক্ত, তোমার কাছে আমি অনেক আশা করি। রূপ, অনুপম, তোরা এলি, আমার সনাতন কোথা?

রূপ। প্রভু সকলি জানেন, অনুপম গৌড় থেকে শুনে এসেছে, নবাব রোষান্ধ হয়ে তাঁকে কারাগারে দিয়েছেন।

চৈত। কার সাধ্য সনাতনকে কারাগারে রাখে? তার মুখে আমি হরিনাম শুনেছি, হরিভক্তকে কে কারাগারে বন্ধ করে? আমার

সনাতন আমার কাছে আস্‌ছে। ওরে, রূপ-সনাতন দুইজন যে আমার বৃন্দাবনরক্ষক। রূপ, তুমি বৃন্দাবনে যাও, ভক্তিরসের গ্রন্থ প্রস্তুত কর, জীবকে অমরত্ব প্রদান কর, সনাতনের জন্য ভেব না, তার দেখা শীঘ্র পাবে। অনুপম, তুমি অনুপম, তুমি যেখানে যাবে, লোকে পবিত্র হবে; যাও, তুমিও রূপের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাও। রূপ, বৃন্দাবনবাসীর ভার তোমার উপর, আমার মদনমোহনের ভার তোমার উপর।

রূপ। প্রভু, দাসকে শক্তি-সঞ্চার করুন।

চৈত। কৃষ্ণের শক্তি তোমাতে বিরাজমান, তোমার ভয় কি? তোমার ললিত রচনায় মানব-হৃদয় ভক্তিরসে সিক্ত হবে। রূপ, যাও, তুমি আমার বৃন্দাবনের দ্বারী, তুমি গেলে আমি বৃন্দাবনের দায়ে নিশ্চিন্ত হব।

রূপ। দাসের ভাল-মন্দ, সকলি প্রভুর উপর।

চৈত। অনুপম, রূপের সঙ্গে যাও; এখানে থাকলে তোমাদের সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো, কিন্তু তাতে তার মায়িক্ সম্বন্ধ উদয় হবে, প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনে মায়ার অধিকার নাই, শেষ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

অনু। প্রভু, আপনার চরণে যদি অচলা ভক্তি থাকে, তা হ'লে যে আমায় অনুপম নাম দিয়েছেন, আমার অনুপম নাম সার্থক।

চৈত। তোমার ভক্তিরসে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হবে। [রূপ ও অনুপমের প্রস্থান।

আহা! আমার রূপের, আমার অনুপমের কি আশ্চর্য্য কৃষ্ণভক্তি, ভক্তি-ডোরে আমার মদনমোহনকে ওরা বেঁধেছে।

চন্দ্র। প্রভু, আপনি বাঁধা পড়েছেন।

চৈত। ছিঃ—আমি কে, দেখছ না? একটা মাংসপিন্ড-জড়িত! আমার গৌরব ক'র না, কৃষ্ণচন্দ্রের গৌরব কর, চন্দ্রশেখর, দেখ তো, দোরে ত কেউ বৈষ্ণব নাই, আমার প্রাণ যে কেমন করছে, আমার যেন কেউ আপনার লোক এসেছে। [চন্দ্রশেখরের প্রস্থান।

১ বৈ। প্রভু কর্‌ছেন কি?

চৈত। আমি কৃষ্ণ-বিরহে বড় কাতর, তাই ভক্তবৃন্দের পদ-রজ অঙ্গে ধারণ ক'রছি, ভক্তের কৃপা হ'লে মদনমোহনের কৃপা হবে।

চন্দ্রশেখর ও সনাতনের প্রবেশ

সনাতন, সনাতন, আমি এত ডাকছি, তুই আমায় ভুলে কোথায় ছিলি? আয় রে তোর চন্দ্রবদন দেখি।

সনা। প্রভু, প্রভু, পতিতপাবন, আমায় শ্রীচরণ দিন: আমি বিষয়ী।

কাঞ্চন গঞ্জন, শ্রীঅঙ্গ রঞ্জন,
গৌরাঙ্গ সুন্দর ঠাম।
প্রেমের সন্ন্যাসী, দ্বারে দ্বারে আসি,
প্রেম ঢালে অবিরাম॥
ত্যজিয়া বাঁশরী, কি ভাবে আ মরি,
দণ্ড-কমণ্ডলু করে।
সদা উতরোলে রাধা রাধা বলে,
কমল-নয়ন ঝরে॥
কাল কায় ঢাকা, রাধারূপ আঁকা,
নবলীলা নব সাজে॥
হের দীন জন, মাগিছে শরণ,
চরণ-রাজীব রাজে॥

চৈত। তুমি কৃষ্ণ-প্রেমে বৈরাগী, তোমার জন্মে পৃথিবী ধন্য। দেখ সনাতন, আমার একটি কথা মনে পড়ছে—প্রহ্লাদ হরি-প্রেমে পিতার কথা ঠেলেছিল; প্রহ্লাদ অবাধ্য হয়ে ধন্য; ভরত শ্রীরামের জন্য মায়ের কথা ঠেলেছিলেন, তিনি অবাধ্য হয়ে ধন্য; বিভীষণ ভগবানের জন্য জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছিলেন, তিনি ধন্য; তুমি হরিপ্রেমে রাজ-আজ্ঞা ঠেলেছ, তুমিও ধন্য।

সনা। ভগবান্ অন্তর্য্যামী; আমার বড় আশঙ্কা ছিল, আমি ছলে কারাগারমুক্ত, প্রভু, ভয়হর, শ্রীমুখের আজ্ঞায় আমার সে ভয় দূর হলো।

চৈত। তুমি কি জান না, কৃষ্ণ চতুর-চূড়ামণি! চতুররাজ চাতুরী ক'রে তাঁর ভক্তকে উদ্ধার করেছেন। কৃষ্ণের চাতুরী, তোমার কি? তুমি একবার সেই মদনমোহনকে ডাক, আমি প্রাণ ভ'রে শুনি।

সনা। গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ, মদনমোহন গৌরাঙ্গ।

চৈত। ছি, তুমি জীবাধমে ঈশ্বর তুলনা কর!—

কৃষ্ণচন্দ্র মদনমোহন,
বিশ্বের আধার কৃষ্ণচন্দ্র সার,

ব্রহ্মা আদি শক্তি মাত্র যার,
বিশ্বব্যাপী সেই সর্ব্বভূতে—
সেই সনাতন ভকত-রঞ্জন,
সেই বিপিনবিহারী বাজায়ে বাঁশরী,
প্রাণ মন চুরি করে ছলে,
সেই কালা বঙ্কিম-নয়নে,
প্রাণে বাণ হানে
উন্মাদিনী গোপিনী যে স্বরে,
এই ছিল কোথা গেল কোথা সে আমার:
কোথা রাধিকার মনোচোরা,
আন ত্বরা আন ব্রজরাজে।

প্রথম বৈষ্ণবের গীত

বাসি হলো বনমালা, দেখ ওলো প্রাণ-সই।
ধূসর গগনে শশী কাল-শশী এল কই॥
মজিয়া শঠের ছলে, ভাসিল নয়নজলে,
দেখ লো কমলদলে, ভ্রমরা বসিল ঐ।
এল না এল না কালা, বিফল বিপিনে জ্বালা,
বিরহ-বিধুরা বালা, বল বল কত সই॥

চৈত। সনাতন, আমার মুখপানে চেয়ে আছ কেন?

সনা। প্রভু, অধমের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

চৈত। কৃষ্ণ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন, তুমি বৃন্দাবনে যাও।

সনা। প্রভু, আপনি আমার সর্ব্বস্ব, আপনার চরণ ভিন্ন আমি অন্য কারুকে চাইনি, আমি গোলোক চাইনি, আমি বৃন্দাবন চাইনি, আমি আপনার চরণযুগল চাই, আপনার সেবা কর্‌বো, আমার বড় সাধ।

চৈত। আমি ত তোমার কাছে থাক্‌তে বড় ভালবাসি: আবার ভয় হয়, মা আমায় আদর দিয়ে বড় আবদেরে করেছেন; তুমি যদি রাগ কর, মা আমায় রাগ ক'রে কত মারতেন, কত বাঁধতেন।

দেখ, নন্দরাণী নবনীর তরে,
করে করে বেঁধেছিল মোরে,
আজিও আমি বাঁধা আছি যশোদার পায়—
না জানি কি ছলে তুমি ভুলাও আমায়!
বাঁধিতে কি আছে তোর সাধ?
ওরে, বারে বারে বন্ধ হব কত?
কি জানি কেমন মন বুঝাইতে নারি:
যেই কৃষ্ণ বলে, ছলে বসি তার কোলে;
তখনি রে কেনা তার কাছে!
ওরে, কত মনে করি—মনেরে নিবারি,
যেই জন বলে "হরি হরি",
অমনি তখনি ত আপনা পাসরি,
ধেয়ে যাই তার কাছে!
আত্মহারা এমন কে আছে?
বিকায়েছি কত বার।

সনা। হা করুণাময়।

চৈত। সনাতন, তুমি বৃন্দাবনে যাও, আমি তোমার কাছে থাক্‌তে বড় ভালবাসি; নির্জ্জনে আমার একটি কুটীর ক'রে দিও, আমি এক এক দিন আবদার কর্‌বো, আমায় মেরো না, আমার আবদেরে স্বভাব। সনাতন, আমি যদি কালা হয়ে যাই, তুমি আর কি আমায় ভালবাসবে না? আমায় কি চূড়ো মাথায় দিলে ভাল দেখায় না? আমি যদি পীতধটী পড়ি, আমায় কি তুমি তাড়িয়ে দেবে, দেখ, আমি নূপুর পায়ে দিয়ে তোমার কাছে নাচবো, আমি বংশী বাজাব, তুমি আমায় কিছু বলো না। দেখ সনাতন, আমি চিকণ-কালো, আমার রাইয়ের রূপে ভুবন আলো।

বৈষ্ণবগণের গীত

আমি আপনি চিকণ-কালো।
আমার রাইয়ের রূপে ভুবন আলো॥
রাইয়ের বরণ মেখেছি কায়, রাইকে বাসি ভালো॥
কিশোরীর রূপের কিরণ, ঢেকেছে কাল বরণ,
রাই বিনে আর সোণার চাঁপার বরণ কার এমন?
আমার অঙ্গে অঙ্গে রাই কিশোরী,
রাধানাম সদাই করি,
কিশোরীর প্রেমের ঋণে যোগী হ'তে হলো॥

[সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

রামদিন ও নসির

রাম। নসির খাঁ, এখানে কি গৌরাঙ্গ আসবেন? তাঁর কি দর্শন পাব?

নসি। হুজুর, আমি ত জানি না; সকলে বল্‌ছে, তাই আমি আশা ক'রে এখানে বসে আছি।

রাম। নসির, তুমি আমায় হুজুর বলো না. আমি তোমার দাস।

বুদ্ধিমন্তের প্রবেশ

বুদ্ধি। বাপু, বলতে পার এই পথে গোর যাবে কি? এ্যাঁ, কে ও? রামদিন! কে ও. নসির?—

রাম। আপনি কে. সেই বুদ্ধিমন্ত ঠাকুর না?

বুদ্ধি। না বাবা, আমি বুদ্ধিমন্ত নই।

রাম। কেন ঠাকুর, ভয় কি? মিথ্যাকথা বল্‌চো কেন? আমি তোমায় চিনতে পেরেছি।

বুদ্ধি। বাবা, পরোয়ানা টরোয়ানা আন নাই ত?

রাম। আমরা গৌরাঙ্গ-দর্শনে এসেছি, গৌরাঙ্গকে দর্শন ক'রে মানব-জীবন সফল কর্‌ব। আমি কারাধ্যক্ষ মহাপাতকী, আমায় কি দর্শন দেবেন? দেখি. নিজগুণে ঠাকুর কি করেন।

বুদ্ধি। হ্যাঁ বাবা. বল্‌তে পার. আমার উপায় কিছু হবে?

নসি। তুমিও কি প্রভুকে দর্শন কর্‌তে কাশীতে এসেছ?

বুদ্ধি। না বাবা, আমি কাশীতে একটা ব্যবস্থা নিতে এসেছিলুম। আমায় ত মুসলমান ক'রে দিয়েছে জান, তাই একটা ব্যবস্থা নিতে এসেছিলুম।

রাম। তা কি হলো?

বুদ্ধি। বড় বড় মাথা-কামানে গেরুয়া-পরা বল্‌লেন, তোর ত আর টাকা-কড়ি নাই, তোর তুষানল।

রাম। তার পর?

বুদ্ধি। তার পর আর কি? শুনে অঙ্গ শীতল হয়ে গেল আর কি!

রাম। তুমি অন্যত্তরে ব্যবস্থা নিলে না কেন?

বুদ্ধি। যেখানে যাই, কেউ বলেন তুষানল, কেউ বলেন, তপ্ত ঘৃতপান! এই পণ্ডিত শালাদের মুখে নবাব থুৎকুড়ি দেয়, তা হ'লে সাতজন্ম মুসলমান হয়ে থাকি, সেও ভাল, দেখি শালারা ক ঢোক্ তপ্ত ঘি খায়, আর ক শালা তুষানল করে।

সনাতনের প্রবেশ

রাম। প্রভু, গৌরাঙ্গদেব কি এ দিক্ দিয়ে যাবেন?

নসি। আমরা কি তাঁর দর্শন পাব?

সনা। কে ও, রামদিন্? কে ও, নসির্? গৌরাঙ্গদেব বড় দয়ালু. তিনি তোমাদের কৃপা কর্‌বেন।

নসি। কে ও. সনাতন প্রভু? আপনার কৃপা হ'লে আমরা গৌরাঙ্গদেবের কৃপা পাব।

সনা। কোন চিন্তা করো না, তোমরা পরম-ভক্ত; তিনি ভক্তবৎসল, এখনি তোমাদের দর্শন দিবেন।

বুদ্ধি। দাদা সনাতন, তুমি কি ঐ গৌরের দলে?

সনা। আমি তাঁর দাস।

বুদ্ধি। দেখ দাদা, তুমি যে শুনেছিলে তোমায় আমি একঘরে কর্‌তে চেয়েছিলেম, সে জীবে চক্রবর্ত্তী রটিয়েছিল, আমার কোন অপরাধ নাই. যদি গৌরাঙ্গকে বলে আমার একটা প্রায়শ্চিত্ত-বিধি ক'রে দিতে পার: তুষানল-টুসানল পার্‌ব না দাদা!

সনা। গৌরাঙ্গ-দর্শনে কোটি জন্ম পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, আপনি এইখানে দাঁড়ান, গৌর-চন্দ্র দর্শন কর্‌লে আপনার সকল পাপ দূর হবে: নসির, আমার প্রতি কৃপা কর, আমার এই কম্বলখানি নিয়ে তোমার কাঁথাখানি দাও।

নসি। প্রভু, আপনার কথা আমি ঠেল্‌তে পারি নি, এ যে ছেঁড়া কাঁথা, আর আমি যবন —অপবিত্র!

সনা।' দাও, আমায় কৃপা ক'রে কাঁথাখানি দাও। তুমি গৌর-ভক্ত, তোমা অপেক্ষা শুচি কে? আমার মিনতি রাখ, গৌরাঙ্গদেব বার বার আমার এ কম্বলের প্রতি দৃষ্টি করেছেন. আমি এ ছার কম্বল আর গায়ে দেব না।

নসির কর্ত্তৃক কম্বল গ্রহণ

বুদ্ধি। দাদা সনাতন, গৌর এলে যেন আমার কথাটা মনে থাকে।

সনা। তুমি গৌরহরি বল. তোমার ভয় নাই।

সকলে। গৌরহরি. গৌরহরি, গৌরহরি!

গৌরাঙ্গর প্রবেশ

গৌর। (নসিরের প্রতি) দেখ, তোমার কৃষ্ণভক্তি হয়েছে, তুমি সাধু।

নসি। প্রভু, অধম যবনের প্রতি এত কৃপা।

গৌর। (রামদিনের প্রতি) কে রে ভক্তোত্তম? কৃষ্ণ যে তোমার হৃদয়ে! তোমার হৃদয় স্পর্শ ক'রে আমি পবিত্র হই, আমি কৃষ্ণধনকে স্পর্শ করি!

রাম। হা গৌরাঙ্গ!

বুদ্ধি। বাবা গৌর, আমি সনাতনের ঠাকুরদাদা সুবাদে হই. আমার যা হয় একটা প্রায়শ্চিত্তবিধি ক'রে দাও, আমি তপ্ত ঘি-টি খেতে পার্‌ব না। বাবা, নবাব আমার মুখে থুৎকুড়ি দিয়েছে, আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি!

চৈত। তোমার ভয় কি? তুমি কৃষ্ণনাম কর।—

কৃষ্ণনামে অপার মহিমা!
একনামে পাপ হবে ক্ষয়!
পুনঃ কৃষ্ণ বল,
কৃষ্ণচন্দ্র হবেন উদয়!
তৃতীয় নামেতে তাঁর পাবে সহবাস!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল ভাই --
কৃষ্ণ বই নাই!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম বল বার বার,
গোলোকে উঠিবে তাহে দুন্দুভি-ঝঙ্কার।
"ধন্য, ধন্য" বলিবে গোলোকবাসী।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম বল অবিরাম,
নবঘনশ্যাম—
বংশী করে ফিরিবেন পাছে পাছে।
কৃষ্ণনাম কর গিয়া বৃন্দাবনে,
দূরে যাবে সকল যন্ত্রণা,
অতি শ্রেষ্ঠ হবে তুমি কৃষ্ণনাম-গুণে।

বুদ্ধি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ!

বৈষ্ণবগণের প্রবেশ

১ বৈষ্ণ। এই যে আমার কৃষ্ণচন্দ্র!

২ বৈষ্ণ। এই যে আমার কৃষ্ণচন্দ্র!

সকলে। জয় জয় পতিতপাবন!

চৈত। ওরে সনাতন, তোর কি সুন্দর সাজ হয়েছে! ওরে প্রেমিক সন্ন্যাসি! তোর পদধূলি আমি মস্তকে মাখি, ওরে বৃন্দাবনবাসি! তুই বৃন্দাবনে যা, জীবের উপায় কর; কৃষ্ণ-ভক্তি রচনা ক'রে জীবের পথ মুক্ত করে দে।

সনা। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

চৈত। আয় সংকীর্ত্তনে নাচি, নেচে নেচে বৃন্দাবনে চলে যা।

সকলের সংকীর্ত্তন

বল ভাই. হরি হরি. প্রেম করে ভাই হরি বল।
নামে প্রাণ উথলে. পাষাণ গলে
প্রেম-রসে নাম ঢল ঢল,
অনুরাগে বল রে হরি নাম.
প্রেম-রসে প্রাণ ভাস্‌বে অবিরাম,
হৃদয়-মাঝে উদয় হবে ত্রিভঙ্গিম শ্যাম.
ছার বাসনা যাবে দূরে. করবে না আর ছল।
নামের গুণে প্রাণ হবে শীতল॥
হরি নাম কেন ভোল॥

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন—যমুনাতীর

সনাতন

সনা। প্রভু. আমায় ছল ক'রে নীলাচলে চলে গেলেন: কৈ. প্রভু ত আমার সেবা নিতে এলেন না. প্রভুকে ত পেলেম না: আজ হতে আর কুটীরে প্রবেশ কর্‌ব না, এই যমুনা-তীরেই বাস করব: রূপ ধন্য, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, প্যারী পেয়ারীলাল অন্নভক্ষণ করেছেন, আমি সেই মহাপুরুষের কৃপায় পঞ্চানন-বাঞ্ছিত প্রসাদ ধারণ করেছি, রূপের চরণে আমার কোটি প্রণাম।

বল্লভের প্রবেশ

বল্ল। প্রভু. গোস্বামী আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে নিবেদন করেছেন যে, আজ রজনীতে তাঁর নূতন পুস্তকখানি আপনি শোনেন।

সনা। গোস্বামীর চরণে আমার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত, তাঁর হরিভক্তি সার্থক। ভ্রম নয়— আমি স্বচক্ষে দেখেছি, রাধাকৃষ্ণ তাঁর অন্ন প্রসাদ

করেছেন; আমি নরাধম; মদনমোহন-সেবা আমার অদৃষ্টে নাই; গৌরাঙ্গদেব ছল ক'রে আমায় বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন; আমি পদ্মাসন পেতে দিনযামিনী অপেক্ষা করছি, কৈ, আমার আশা ত পূর্ণ হ'ল না।

বল্ল। প্রভু, আপনি মলিন হবেন না, গৌরাঙ্গের কথা কখনও মিথ্যা নয়।

সনা। আরে, তুমি জান না, চতুরের কথায় প্রত্যয় নাই, আজ প্রভাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, মদনমোহন আমার কুটীরে এসেছেন; নিদ্রাভঙ্গে দেখি, আমার কুটীর যেমন শূন্য থাকে, তেমনি শূন্য, মদনমোদন নাই। আমি বৃন্দাবনে এসে তিন দিন স্বপ্ন দেখেছি, মদনমোহন আমার কাছে আসতে ব্যাকুল, তা কই? —বোঝ, ছল কি নয়? গোস্বামী কি নূতন গ্রন্থ রচনা করেছেন?

বল্ল। আমি ত তা জানি নি, প্যারীজীর রূপ বর্ণনা ক'রে একটি গীত আমায় গাইতে বলেছিলেন, সেইটিই যা শিখেছি।

সনা। কৃপা ক'রে গাও দেখি, শুনি।

বল্লভের গীত

মরি তরুণ অরুণ কিরণ ঝলসে, আমার কাঁচা
সোণা কমলিনী।
মদনমোহন রঞ্জন আঁখি, শ্যামচাঁদের প্রেমে
উন্মাদিনী।
অঙ্গছাদন নীল-বসনে
যেন মেঘে খেলে সৌদামিনী।
মরি চন্দ্র কুসুম নেহারে হাসি
আমার ব্রজরাণী আমোদিনী॥
মরি লম্বিত বেণী দল দল দোলে
রাইয়ের বেণী কাল-ভুজঙ্গিনী॥

সনা। অনুপম, একটি কথা যেন আমার প্রাণে বাজছে; আনন্দ-প্রতিমা অমৃতময়ী কিশোরীর লম্বিত বেণী বিষধর কাল-ভুজঙ্গিনীর সঙ্গে তুলনা, ঐটি কেমন মনে হচ্ছে, নইলে গোস্বামীর রচনার আর তুলনা নাই। অনুপম, গোস্বামীকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিও, আমার নিবেদন এই যে, ভ্রমর যেমন মধুপানের নিমিত্ত ব্যাকুল, আমিও তাঁর রচনামাধুরী শ্রবণ করতে সেইরূপ লালায়িত, আমি সন্ধ্যার পর মথুরা দর্শন ক'রে তাঁর শ্রীচরণ বন্দন কর্‌ব। শুনেছি, মথুরায় এক অপূর্ব্ব বিগ্রহ মদনমোহন মূর্ত্তি বিরাজিত।

বল্ল। প্রভু, দাসকে বিদায় দিন।

সনা। বৈষ্ণব-চরণে আমার প্রণাম।

[বল্লভের প্রস্থান।

জীবনের প্রবেশ

জীব। দূর্ ছাই, এই গাছ, এই ঘাট, এই যমুনা, বেশীর মধ্যে ত এই বৈরাগী শালা! টাকা কই? ও ফাঁকি ফাঁকি, কলিতে সব ফক্কিকার! দেবতাই বল, আর যাই বল, এ দিকে সব ঠিকঠাক্, শুধু টাকার বেলা বুড়ো আঙুল্ দেখালে গা! হাত্তোর নেই বিশ্বেশ্বরের নিকিছি করেছে! আর এ প্রাণ নিয়ে কি কর্‌ব ছাই, যমুনায় ডুবে মরি। সাতজন্ম লক্ষ্মীছাড়া থাক্‌তে হবে, এক জন্মের জন্য খেদ কর্‌লে কি হবে?

সনা। ঠাকুর, আপনি অত বিষণ্ণ কেন?

জীব। আর তা বুঝতে পার্‌ছ না?—তোমার তিলক দেখে আমার ভাব হয়েছে। যাও, যাও, তোমার কাজে যাও, আর জ্বালিও না।

সনা। এ বৃন্দাবন আনন্দধাম! হেথায় কি নিরানন্দ হ'তে আছে?

জীব। আমার সক্, বুঝতে পারছ না? আমি সৌখীন, সক্ ক'রে নিরানন্দ হয়েছি! বলে, 'নিরানন্দ হতে আছে?'

সনা। এ আনন্দময়ের পুরী, হেথায় কেউ নিরানন্দ থাকে না।

জীব। বলি, দেখলেও কি প্রত্যয় কর না, এই যে সামনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটেছে। তোমার বৃন্দাবন—আমি ঢের্ বন দেখে এসেচি, লক্ষ্মীছাড়ার কাছে সব সমান! বৈরিগী ঠাকুর! কলিতে কি আর দেবতা আছে?—

সনা। দেবতা নাই? ছি! ছি! অমন কথা মুখে আন্‌বেন না; বৃন্দাবনে এসেছেন, দেবতা প্রত্যক্ষ দেখবেন।

জীব। এই যে কাশী থেকে প্রত্যক্ষ দেখে এলেম! দেবতা দেবতা কর্‌চ, তবে শুন্‌বে? এতেও যদি আক্কেল হয়, তবে শোন! আমার বাড়ী ছিল গৌড়ে, আমি বড় গরীব, আমায় এক দিন এক ব্যাটা অপমান কর্‌লে; শুনে-

ছিলেম, বিশ্বেশ্বরের কাছে ধন্না দিলে রোগ-টোগ ভাল হয়, আমি টাকার জন্যে গে ধন্না দিলেম; সাত দিন অনাহারী থেকে স্বপ্ন হ'ল, বৃন্দাবনে গেলেই তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

সনা। যখন বাবার আদেশ হয়েছে, তখন অবশ্যই হবে।

জীব। হবে; তোমার বহির্ব্বাসখানা দেবে নাকি? ওহে বাপু, ভাল ক'রে শুনে নি, বোঝ, আমার টাকার দরকার,—টাকা, রূপচাঁদ, রুধির! দেবে তুমি?

সনা। বৃন্দাবনে তুচ্ছ টাকার জন্যে এসেছেন?

জীব। তুমি এ'চোঁছিলে বুঝি, রজে গড়াতে এসেছি; দেখলে দেবতা মিথ্যা কি নয়?

সনা। দেবতা মিথ্যা নয়।

জীব। তবু বল্‌বে নয়; নয় ত নয়, বাপু; তুমি পথ দেখ।

সনা। ঠাকুর, দেবতার বাক্য অবিশ্বাস করো না; মনুষ্য মিথ্যাবাদী, দেবতা মিথ্যাবাদী নয়; যদি তোমার ধনের আশাই হয়—বৃন্দাবনে এসেছ, নিরাশ হবে না; ঐ নাও, ঐখানে পরেশ পাথর আছে, নাও।

জীব। চূড়ান্ত বেল্লিক্, বেল্লিকের বাদ্‌সা। বাবাজী কি পাথরটা ঐখানে ফেলে দিয়েছ বুঝি, ঐ নুড়িটা—ঐ পরেশ-পাথর-খানা?

সনা। আপনি অবিশ্বাস কর্‌বেন না, ঐখানে কাল্ আমার চিম্‌টে পড়ে গিয়েছিল, পরেশ-পাথর ঠেকে সোণা হ'ল।

জীব। যদি দেশে হ'ত, বাবা, কাজীকে বলে সাত বেৎ তোমায় খাওয়াতেম!

সনা। আপনার সঙ্গে ত ধাতু আছে, ছুঁইয়ে দেখুন, সোণা হয় কি, না।

জীব। কই, চাবিটি সোণা কর দেখি? বুজরুকি আমি ঢের দেখেছি; ভাবছ কিছু গপ্পা করবে, তা আমার ঠেঁঙে কিছু নাই বাবা, আমি লক্ষ্মীছাড়া।

সনা। শুনুন, দেবতা মিথ্যা নয়, সব সত্য, বৃন্দাবন সত্য, যমুনা সত্য, বিশ্বেশ্বরের বাক্য সত্য, আমি তোমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছিনি, সত্যই এ পরেশমণি, ছোঁয়াও সোণা হবে।

জীব। এইটে?

সনা। হ্যাঁ।

জীব। এ কি যাদু? আপনি কে? আপনি কি কোন দেবতা, আমার সঙ্গে ছল কর্‌ছেন? আপনি কি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর?

সনা। চক্রবর্তী মহাশয়, আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছেন না? আমি সেই অধম সনাতন।

জীব। এ্যাঁ, সনাতন! সত্যই ত বটে; না, কোন দেবতা সেই বেশে আমায় ছলনা কর্‌ছেন? আপনি কি রত্ন পেয়ে উজীরি পরিত্যাগ করেছেন? আপনি কি রত্ন পেয়ে পরেশ-মণি পায়ে ঠেলেছেন? দেবতা সত্য, বিশ্বেশ্বর সত্য, বৃন্দাবন সত্য, যমুনা সত্য, রাধাকৃষ্ণ সত্য, সনাতন সত্য, সত্য সত্য সত্য! আপনার নিকট কি রত্ন আছে যে, আপনি পরেশমণি পায়ে ঠেলেছেন? আমায় সেই রত্ন দিন, আমার এ তুচ্ছ পরেশমণিতে প্রয়োজন নাই; আমার সেই রত্ন দিন, আমায় সেই অমূল্য রত্ন দিন, না দেন, আমি ব্রহ্মহত্যা হব, এই নাও তোমার পরেশমণি।

যমুনায় নিক্ষেপ

সনা। ভাই রে, আমি কাঙ্গাল; কাঙ্গালের নিধি হরিনাম আমি পেয়েছি: বল ভাই, 'হরিবোল।'

জীব। বল ভাই 'হরি' বল! বল ভাই, 'হরি' বল! বল ভাই 'হরি' বল।

সনা। বিশ্বেশ্বরের কি অপার মহিমা! গরল চাইলে সুধা দেন। হরিনামই ধন্য! জয় হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মথুরাপুরী—চৌবের বাটীর সম্মুখ

চৌবের ছেলে

চৌ-ছে। মদনমোহন আওনা ভাই, বন্‌মে যাকে খেলে।

নেপথ্যে। নেই ভাই, তোম্‌সে খেলেগে নেই, তোম্‌ত প্যারী হাম্‌কো নেই দিয়া।

চৌ-ছে। আরে, লেড়কাপন্ ছোড় ভাই; পেয়ারী লেকে কেয়া করগে?

নেপথ্যে। বিন্ পেয়ারী মেরি পরাণ না মানে ভাই।

চৌ-ছে। তু বোল্ কাঁহা পেয়ারী মিলে।
নেপথ্যে। হাম্ ক্যা জানে কাঁহা জান্‌লে।
চৌ-ছে। যা,—তোরি বায়না বড় কানাহি।

বুদ্ধিমন্ত ও সনাতনের প্রবেশ

বুদ্ধি। প্রভু, আমি বনভ্রমণে গিয়েছিলেম, এই বনফল ক'টি তুলে এনেছি, আপনি যদি কৃপা ক'রে গ্রহণ করেন; আমি রূপ গোস্বামীর চরণ-দর্শনে চল্লেম।

[ফল দিয়া বুদ্ধিমন্তের প্রস্থান।

সনা। আহা! মদনমোহন আমার ঘরে নাই, এ বনফল আমি কারে দোব? শুন্‌লেম, এখানে চৌবের বাড়ীতে সেই মদনমোহন-মূর্ত্তি বিরাজিত।

চৌ-ছে। এ ক্যা, বনকা ফল হামে দেনা।

সনা। নাও, খাও।

চৌ-ছে। হাম্ খায়? মদনমোহন বনকা ফল বড়া চাহাতা, মায় মায়িকা ডর্ দূর বন নেহি যা সেক্‌তা।

সনা। মদনমোহন কে?

চৌ-ছে। মেরি মদনমোহন হাম্‌সে খেল্ খেল্‌তা, তোম্ জান্‌তা নেহি? নেই ভাই, ভুল গিয়া, মদনমোহন মানা কর্ দিয়া, মায়ীকে তু না বোল।

সনা। তুমি কি বলছ? আমার প্রাণ কেমন করছে।

চৌ-ছে। আরে কাহে রে? মদনমোহনকো খেলায় কে প্রসাদ হাম্ দেগা, তেরা আনন্দ হো যাগা, মদনমোহন বনফল বড়া প্রীতসে খাতা হ্যায়।

সনা। মদনমোহন, কোথায় তুমি?

চৌ-ছে। ঘর্‌মে হ্যায়; তু দর্শন করোগে? দেখো, এক্‌ঠো পেয়ারী জী হাম্‌কো দে স্যাকতা, তব দেক্‌তে হো আনন্দ্‌মে মদন-মোহন নাচতা, দেখনেসে প্রাণ পূরা হোতা; ঘর্‌মে কুব্জা রাণী হ্যায়, ওস্‌কা পসন্দ নেহি; আহা, মদনমোহন কেয়সে নাচে!

গীত

রুণু ঝুণু রুণু নূপুর বোলে
নাচে মদনমোহন মেরি।
ধীর মধুর দোলত কটী,
অনিমিখ আঁখি হেরি॥
হেলত কিবা খেলত চূড়া মুরলী বদন খেলে।
উথলে যমুনা বহে উজান মদনমোহন ভেলে॥
বোলত পিক মোহিত হিয়া, গাওত শুক-সারী॥

সনা। তুমি কি গোলোকবাসী?

চৌ-ছে। নেই, মথুরাবাসী হ্যায়। এই হামারা ঘর, মেরা ঘর্‌মে ভোজন করোগে? মায়ী বড়া খুসী হোগা।

সনা। আমি তোমার প্রসাদ ধারণ কর্‌ব।

চৌ-ছে। আরে, ছি! ছি! রোদন মৎ করো; হাম্ মদনমোহনকো প্রসাদ দেগা। মায়ী মায়ী, ইধার দেখো, অতিত আয়া।

চৌবের স্ত্রীর প্রবেশ

চৌ-ছে। মা, মা!

চৌ-স্ত্রী। নারায়ণ, ভিতরে আসুন।

চৌ-ছে। হাম্ যায় ভাই, ফল্ খেলায়কে প্রসাদ লাতে হ্যায়।

[প্রস্থান।

চৌ-স্ত্রী। প্রভু, চরণ লাইয়ে।

সনা। মা, ভাগ্যবতী মা, বহুভাগ্যে আপ-নাদের শ্রীচরণ দর্শন পেলেম।

চৌ-স্ত্রী। আপনি এমন বোলেন্ না, আপনি অতিত, নারায়ণ আছেন।

সনা। মা, আমি বড় ক্ষুধাতুর, আপনার বালকের যদি কিঞ্চিৎ প্রসাদ থাকে, আমায় এনে দিন। মা, আপনার বালক ব্রজের শ্রীদাম, আমি তার প্রসাদ ধারণ করব।

চৌবের ছেলের প্রবেশ

চৌ-ছে। এই দেখো, মদনমোহন আনন্দ্ সে খায়া।

সনা। তুমি খেয়ে দাও।

চৌ-ছে। হাম্ খাকে দে তেরা আনন্দ্ হোগা, লে?

চৌ-স্ত্রী। আরে ছল, যশোদা কি চোট্‌টা, কোটিন কপট ঝুটা, তোম্ হাম্‌কো ছোড় জাগা—যাও, তোমারা এসেই রীত হ্যায়। তোম্ যশোদা মায়ীকি নেহি—নন্দজীকি নেহি, ব্রজ-বালক কা নেহি—গোপিনীকো নেহি—প্যারী-জীকা বি নেহি—হাম্ কো ছোড়কে চলোগে বিচিত্তর নেহি।

সনা। মা, কি হয়েছে মা?

চৌ-স্ত্রী। আজ তিন রোজসে মদনমোহন স্বপন্‌মে বোল্‌তা, হামারা বাল্‌ক্‌কা যো ঝুটা খাগা, ওস্‌কা পাস্‌ ও যাওয়ে গা, হাম্‌ এত্না রোতী, ও শুন্‌তা নেহি। হাম্‌কো ছোড়কে ও চলা যাগা, হাম্‌ রাখনে সেকেগী নেহি?

চৌ-ছে। আরে মায়ী, তু রোতী কাহে? গোঁসাইকো লে জানে দেও, হাম্‌ উস্‌কো নিত খেল্‌নে লেয়ায়েগা, হাম্‌ লোক্‌কা কবি ছোড়েগা নেহি। আগর্‌ ছোড়ে ত ডর্‌ কেয়া? তু হাম্‌ মদনমোহন বোলকে যমুনা মে ঝাঁপ দেগা—ও যেত্তা কঠিন হোয় না কাহে, ওস্‌কা দরদ লাগেগা মায়ী।

চৌ-স্ত্রী। আরে মদনমোহন, আরে মদনমোহন!

চৌ-ছে। মায়ী, তু রোদন সামারো; মদনমোহন যোসা স্বপন্‌ দিয়া, করো: কুব্‌জারাণীকো রাখো, হাম্‌ নিতি রাতকো মদনমোহনকো খেল্‌নে আনেগা।

সনা। মা, মদনমোহন তোমাদের, যদি তিনি আজ্ঞা ক'রে থাকেন, আমায় দাও; তোমাদের মদনমোহন তোমাদের থাক্‌বে, মথুরাবাসীর চরণ-কৃপায় আমি মদনমোহনের সেবক হব।

চৌ-স্ত্রী। তোম্‌ মেরি মদনমোহন লিয়া যতন্‌মে রাখিও।

সনা। মা, মা, আমি ত যত্ন জানি না, আমায় যত্ন শিখিয়ে দাও।

চৌ-ছে। আরে, তু বি শঠ হ্যায়, নেই শঠসে তেরা প্রীত হোতা? তোম্‌ যতন নাহি জানে তো মদনমোহন তেরা সঙ্গ্‌ জানে মাঙ্গেগা কাহে?

চৌ-স্ত্রী। কুব্জারাণী হামারি রহেগি, কুব্জারাণীকো হাম ছোড়েগি নেহি, ঠাকুর, তোম্‌ হি'য়া বয়ঠো, হাম অ্যাতি। আহা, কুব্জারাণীকো হাম কেয়া সম্‌জায়েগী।

[চৌবের স্ত্রীর প্রস্থান।

চৌ-ছে। দেখ, তোম্‌ পেয়ারী রাণী দিও, নেই তো মদনমোহন রহেগা নেহি, মায়ী উস্‌কা বুরা বোলেগা, হাম্‌ সামাল্‌নে যাতা, মায়ীকো বহুৎ ডরে।

[চৌবের ছেলের প্রস্থান।

সনা। বালক বল্‌লে রাধারাণী দিতে, আমি রাধারাণী পাব কোথা? তাই ত—মদনমোহন ত একলা থাক্‌বেন না—আমি রাধারাণী কোথায় পাব? ব্রজেশ্বরী প্রেমময়ী রাই, তোমার মদনমোহন কি এক্‌লা থাক্‌বে? আমি ত এক্‌লা রাখতে পার্‌ব না।

রূপ ও বল্লভ ইত্যাদির প্রবেশ

রূপ। প্রভু, অপরাধ মার্জ্জনা করুন্‌, আর আমি রচনা করব না; ছার রচনা ক'রে আপনার মনে ব্যথা দিয়েছি, গোঁসাই! জানেন ত আমার শক্তি নাই; হায়! আমি বেণীর সঙ্গে কেন কালভুজঙ্গিনীর তুলনা দিলাম? কেন ভক্তরাজের মনে ব্যথা দিলাম? আহা! না জানি, ভক্তের ব্যথায় আমার রাধা-কৃষ্ণ কত মনে ব্যথা পেয়েছেন!

সনা। না না গোস্বামী, তুমি ভক্তের প্রধান, তোমার রচনা অতি মধুর! তোমার গীত শ্রবণে আমি যেন পেয়ারীজীকে সাক্ষাৎ দেখেছি। তুমি আর একবার দেখ, ব্রজেশ্বরীর কৃপায় তোমার রচনা সম্পূর্ণ হবে।

চৌবের স্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ

চৌ-স্ত্রী। ঠাকুর! তোম ভিতরমে আইয়ে।

সনা। গোস্বামী আসুন, মদনমোহন দর্শন করবেন।

[সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

কুঞ্জবাটী

চৌ-স্ত্রী। লেও, মেরি মদনমোহন তেরা হুয়া, আরে, তেরা এত্তাই চতুরালী, তোম্‌ কভি কিসিক্যা নেই হুয়া, যা তোম্‌রা আনন্দ হোয়ে, ঐ আচ্ছা! রোদন কর্‌কে জনম লিয়া, রোদন করতে দিন গুজারেগি।

চৌ-ছে। মায়ী, যাস্‌তি বোলো মৎ, মদনমোহনকা বদন মলিন হোগা; দেখ, উস্‌কা ডর লাগা! ডর মৎ; হাম্‌ ছিপায়কে রাখে।

চৌ-স্ত্রী। নেই, উস্‌কো কুচ্‌ নেই বোলেগি, মেরা ভাগকো বোলে।

চৌ-ছে। নেই মায়ী, তু রো মৎ, মদন-

মোহনকা দরদ লাগেগা; দেখো, তোম্ পেয়ারীজী মাঙ্গাইও।

সনা। আরে, আমি রাধারাণী পাব কোথা? ব্রজেশ্বরী রাই, তোমার দর্শন কোথায় পাব? তোমার কৃপা ভিন্ন ত আমি মদনমোহনকে রাখতে পারব না।

রূপ-সনা। প্রেমময়ী রাধে কোথায়?

গান করিতে করিতে সখীগণ ও রাধিকার
শূন্য হইতে অবতরণ ও গীত

দ্যাখ রে দ্যাখ রাইয়ের বেণী কাল-ভুজঙ্গিনী
বেণী মনোমোহিনী।
ফণী হেরি মরি ডরে, বেণীতে অমিয় ক্ষরে,
আদরে বংশীধরে বাঁধে বেণী আমোদিনী॥

সনা। রূপ, ধন্য তোমার রচনা! ঐ যে ভুজঙ্গিনী বেণী দুলছে।

মদন। ভাই মেরী পেয়ারী মিলা।

মদনমোহন রাধিকার নিকট গমন করিয়া মিলন-ভাবে দণ্ডায়মান, সখীগণ কর্তৃক সকলের পূর্বোক্ত গীত "দ্যাখ রে দ্যাখ" ইত্যাদি

ভক্তবৃন্দের প্রবেশ

সকলের গীত

দাঁড়ালো কিশোর-বামে কিশোরী।
অধরে ধরে না হাসি।
মোরা অভিলাষী যুগল-মাধুরী
যুগল ভালবাসি।
জয় জয় হরিবোল হরিবোল হরিবোল;
মিশেছে চূড়া চাঁচর-চিকুরে,
দোঁহে দোঁহা ঘন বদন নেহারে,
প্রাণ ভাসে প্রেমমধুরে।
উভয়ে উভয়ে মাধুরী হেরি,
যত্নে পরে প্রেমের ফাঁসী॥
জয় জয় হরিবোল হরিবোল হরিবোল॥

যবনিকা পতন

কালাপাহাড়

[ভক্তিরসাত্মক ঐতিহাসিক নাটক]

(১১ই আশ্বিন, ১৩০৩ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

কালাপাহাড়। চিন্তামণি। মুকুন্দদেব (উড়িষ্যার রাজা)। উড়িষ্যার রাজমন্ত্রী। বীরেশ্বর (অষ্টসিদ্ধ ব্রাহ্মণ)। সলিমান (গৌড়ের নবাব)। লাটু (লেটো, চিন্তামণির সহচর)। দুলাল (গ্রাম্যশিশু)। জেলদারোগা। ফেরেব খাঁ (জেলদারোগার মুসাহেব)। জমাদার। মনসুরুদ্দীন (ওমরাহ্)। বরকন্দাজদ্বয়, মোল্লা, নিম ও বটগাছ, হিন্দুপ্রহরী ও সৈন্যগণ, মুসলমান প্রহরী ও সৈন্যগণ, দূতগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

চঞ্চলা (কালাপাহাড়ের প্রণয়াসক্তা শূদ্রাণী)। ইমান (নবাব-কন্যা)। দোলেনা (ইমানের সখী)। মুরলার ছায়ামূর্ত্তি (বীরেশ্বরের মৃতা প্রণয়িনী)। আত্মহত্যা, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ত্রিবেণীর ঘাট

মুকুন্দদেব ও মন্ত্রী

মুকুন্দ। শুন, মন্ত্রি! দুর্দ্দম এ কলির প্রভাবে
ভারতে হিন্দুর নাম লুপ্তপ্রায় ক্রমে,
টলিয়াছে হিন্দুর আসন, হস্তিনার
সিংহাসনে ব'সেছে যবন, হীনবল
ভারতের নৃপতিমণ্ডল ভয়ে নারে
রোধিতে বিধর্ম্মিগণে; দেখ, বঙ্গেশ্বর
সভয় অন্তর, অর্পি পিতৃ-অধিকার
যবনের করে, সপ্তদশ অশ্বারোহী
ডরে, আসি উড়িষ্যায় লইল আশ্রয়;—
তিন শত বর্ষ বঙ্গ বিধর্ম্মীর করে।
দেবতার বরে অর্দ্ধ-বঙ্গ আজি পুন
হিন্দু-অধিকারে, হিন্দু-রাজ্য-চিহ্ন এই
সোপান নির্ম্মাণ। রম্য দেবস্থান, শুভ
দিন আজি, তাই কল্পতরু সুরধুনী-
তীরে, আমি উড়িষ্যার স্বামী, অর্দ্ধ বঙ্গ-
ভূমি-অধিকারী আজি হউক প্রচার।
মন্ত্রী। মহারাজ, করি ভয়, যবন দুর্জ্জয়
মহা অভিমানী; দম্ভ শুনি রোষে পাছে
সাজে রণসাজে! একে সলিমান মহা-
বীর্য্যবান্, বীরশ্রেষ্ঠ আক্‌বর সম্রাট্
পক্ষ তার তাহে, অরি বলবান্ অতি!
মহামতি, নহে ত যুকতি বিনাকার্য্যে
শত্রু-উত্তেজনা। প্রভু, আজ্ঞা দেহ মোরে,
প্রকাশি সত্বরে, ত্রিবেণীর তীরে দান
মাত্র অভিপ্রায়।
মুকুন্দ। মন্ত্রি, কিবা ভয়? নহে
যবন-বিজয় ভার—জগন্নাথ-পদ
যার সার। দানবারি সহায় যাহার,
যবন-দস্যুর কিবা ডর?
মন্ত্রী। মহারাজ!
ত্রিসংসার কালের অধীন; দৈত্যদল
হইল প্রবল, ডরে অমরমণ্ডল
রসাতল প্রবেশিল, কাল বলবান্!
ভগবান্ আছিলেন নিদ্রাগত, ব্যর্থ—
অব্যর্থ কুলীশ রণে কালের প্রভাবে!
কালে মুসলমান বলবান্ হিন্দুস্থানে!
কাল বিনা দুর্দ্দম যবন পরাজয়
সম্ভব না হয়; মহাশয়, হয় ভয়,
সে কারণে কাল সনে বাদ অনুচিত।
মুকুন্দ। ক্ষত্র কভু কালাকাল না করে বিচার।
ক্ষত্রবীর অভয় হৃদয়, রণে জয়-

পরাজয় সম দ্দৃষ্টে করে নিরীক্ষণ।
হিন্দু-অধিকার কর সদর্পে প্রচার,
যা হবার হবে, ভবে মহাকীর্ত্তি রবে,
দুর্দ্দম যবনে নাহি মুকুন্দ ডরিবে।
মন্ত্রী। জাতিতে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধ-ডর অনুক্ষণ
হৃদিমাঝে, সদা ভয় অমঙ্গল রাজ্যে
পাছে হয়, মঙ্গলামঙ্গল নিত্য গণি।
সুরধুনীতীরে আজি, কল্পতরু তুমি.
কিন্তু হেরি যে লক্ষণ, শুন বিচক্ষণ,
হৃদ্‌কম্প হয় তাহে! যুবতী জনেক
আসিয়াছে কোথা হ'তে. ধনজন নাহি
আকিঞ্চন, নয়নে নিয়ত ধারা বহে.
চাহে, প্রভু, রাজ-দরশন! আর জন
ব্রাহ্মণ-কুমার, ধীর প্রশান্ত আকার.
গম্ভীর বদন চারু, অদ্ভুত কামনা
নিশ্চয় রাজন্ তার! নহে কেন কহে,
"কহ নৃপতিরে জাহ্নবীর তীরে মহা-
মূল্য দ্রব্য লাভ করি আশ। অভিলাষ
পূর্ণ যদি হয়, কল্পতরু অসম্ভব
নয় কলিকালে আজি করিব প্রত্যয়.
সংশয়-ভঞ্জন প্রয়োজন।"
মুকুন্দ। আন তারে।
রাজকোষে আছে মম বহুমূল্য ধন,
মহামূল্য রত্ন আকিঞ্চন সংপূরণ
করিব তাহার।

প্রহরী সঙ্গে কালাপাহাড়ের প্রবেশ

মন্ত্রী। এই ব্রাহ্মণ-কুমার।
প্রহরী। অবধান, নরনাথ! মন্ত্রী মহাশয়,
মহারুষ্ট ব্রাহ্মণতনয় না মানিল
মানা, শুভদিনে ডরে নাহি রোধি দ্বিজে।
কালা। অবধান, নরনাথ! গোপনে জানাব
প্রয়োজন, কল্পতরু! পূরাও বাসনা।
[রাজ-ইঙ্গিতে প্রহরী ও মন্ত্রীর প্রস্থান।
অবধান, হে ধীমান্! অতীব কুটিল
মন মম—সংশয়-আগার, দুর্নিবার
সন্দেহ-তাড়নে মতি ভ্রমে, কহ সত্য.
করহ প্রমাণ শাস্ত্র-বাক্য অমূলক
নহে, যাহে নিরঞ্জন পাই দরশন।
শুন, রাজা! সংশয়ের হেতু—বাল্যকালে
ধরি উপবীত, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ
করিলাম বহুদিন, দেবতা অর্চ্চনা.
বিষয়-বঞ্চনা, ভোগসুখ সর্পসম
করি ত্যাগ। নিত্য নব অনুরাগ, পূজা
ধ্যানে নিমগন, কিন্তু তাহে ফলে বিষ-
ময় ফল। অন্তস্তল চঞ্চল প্রবল
সন্দেহ-প্রবাহ-পাকে; নিবিড় আঁধার
আবরিল হৃদাগার, হাহাকার নিশি-
দিবা; সত্য তত্ত্ব কিবা কহ, মহাশয়!
দারুময় দারুর পুত্তলি—জগন্নাথ
বলি নানা উপহারে নিত্য কর পূজা,
বস্তু কিবা আছে তায় জানাও আমায়
কৃপায়, হে গুণনিধি! সত্য কি সকলি?
সত্য কি ঈশ্বর? কেহ কভু হেরে তাঁরে?
মুকুন্দ। ব্রহ্মচারী তুমি, দ্বিজোত্তম!
কেন মতি-
ভ্রম? শাস্ত্রবাক্যে কেন অবহেলা? জেন
স্থির, সূর্য্য যদি হয় পশ্চিমে উদয়.
শাস্ত্র মিথ্যা নয়। দারুময় জগন্নাথ
নাহি বল। মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ প্রেম-
ভরে বিরাজিত শ্রীমন্দিরে! যেবা হেরে
সে মুখকমল, অন্তস্তল নিরমল,
মোহন মুরতি আকর্ষণে মোহ দূর:
হৃদি-গ্রন্থি ভেদ, সর্ব্ব-সংশয়ের ছেদ.
দারুকৃষ্ণে আকৃষ্ট হৃদয়, বস্তুজ্ঞান
জন্মে সেইক্ষণে। ধ্যানে জ্ঞানে জগন্নাথ-
পাদপদ্ম কর সার, সংশয় তোমার
অচিরে যাইবে দূরে. অশান্ত হৃদয়
শান্ত হবে, শান্তিদেবী বসিবেন হৃদে।
কালা। শাস্ত্রছটা, ব্যাখ্যা-ঘটা, বাক্যের বিন্যাস,
হতাশ হুতাশে করে মানবে নিক্ষেপ।
ক্ষুদ্র নর—শমনের ডর নিরন্তর
হৃদে জাগে। আকুল এ অকূল পাথারে—
সন্দেহ-সাগরে দুলে দুরন্ত হিল্লোলে:
এই আশ তখনি নিরাশ, মহাত্রাসে
ভাসে জীবকুল। রোদনের ধার বহে
অনিবার, কে রাখিবে দারুণ সংকটে!
কোথা কোথা দয়াল ঈশ্বর! জীবে কৃপা
কই তাঁর? অকূল এ দুরন্ত পাথার!
মুকুন্দ। বিশ্বাস সবার ভিত্তি জানিহ নিশ্চয়।
বৎস. ত্যজ ভয়, গুরুপদাশ্রয় কর
সার, সূর্য্যোদয়ে যথা নাশে অন্ধকার.
তেমতি তোমার মোহ-তম হবে দূর
গুরুবাক্যে দৃঢ়মতি রাখ মতিমান্।

কালা। কেবা গুরু, কোথা তাঁর স্থান? মম সম
মানবে প্রত্যয় হায় কেমনে করিব!
কেমনে জানিব বাক্য মিথ্যা নহে তাঁর!
কথায় প্রত্যয় আর নাহি হয়, দেখে
শুনে মন নাহি মানে! কই ভগবান্?
মানবে মমতা কোথা তাঁর? কি প্রমাণ
তিনি বিদ্যমান? মতিমান্! কহ, জান
যদি, নহে বাক্য—বাক্যে জন্মেছে ধিক্কার—
প্রমাণ, প্রমাণ—কই কোথা ভগবান্!

[কালাপাহাড়ের প্রস্থান।

মুকুন্দ। বাতুল বালক!

চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চলা। দাসী নমে রাজপদে!

মুকুন্দ। কে তুমি, সুন্দরি! মরি, অমরনগরী
পরিহরি কেন ধরামাঝে! হীন সাজে
কেন সুলোচনা! বল কি বাসনা, কেন
শৈবাল-অঙ্গিনী বিমলিনী! কার তরে
শূন্যধরা—আত্মহারা ভ্রম একাকিনী!
কহ প্রয়োজন, চাহ যে রতন, এই-
ক্ষণে পূর্ণ হবে আকিঞ্চন। কল্পতরু
সুরধুনী ত্রিবেণীর তীরে আজি আমি।

চঞ্চলা। নহি দেবী—মানবী, রাজন্! প্রয়োজন
সরম ত্যজিয়ে কহি; মদন-তাড়নে
হৃদি হুতাশনে দগ্ধ প্রাণ অহরহ।
কারে কহি, কত সহি, পলকে প্রলয়,
নীরবে নয়ন-ধারা বয়, শূন্যময়
দশদিশি; পিপাসী পরাণ, নাহি অন্য
ধ্যান, কোথা পাব প্রাণধনে! সাধ মনে
সযতনে রাখিব রতনে, কিন্তু হায়!
গুণনিধি ব্রাহ্মণকুমার, এ অধিনী
শূদ্রাণী, ভূপাল! রুষ্টদৈব বিড়ম্বনা,
কামনা লাঞ্ছনা, কত আপন গঞ্জনা
নিত্য করি, তবু তারে পাশরিতে নারি।
শুনি, নরনাথ! নাহি জাতির বিচার
শ্রীধামে তোমার। তব অধিকার এই
জাহ্নবীর তীর, প্রবাহিত ত্রিবেণীর
ত্রিধারে পবিত্র নীর। জাতি অভিমান,
মতিমান্, কেন পায় স্থান? দেহ আজ্ঞা
বরি দ্বিজবরে, রাখি হৃদাগারে পূজি
দিবানিশি সযতনে। কল্পতরু, দেহ
দান, রাখ আপন সম্মান, প্রাণ ভিক্ষা
মাগে অভাগিনী।

মুকুন্দ। এ কি কুৎসিত কামনা!
জান কি ব্রাহ্মণ কেবা? যজ্ঞ-উপবীত-
মহিমা জান কি বালা? ব্রাহ্মণ কেমন
করহ শ্রবণ!—নারায়ণ পদচিহ্ন
যাঁর মহা সমাদরে হৃদয়মাঝারে
করেন ধারণ—জিনি কৌস্তুভ রতন
যে চরণ-চিহ্ন শোভা পায়! শোষে সিন্ধু-
নীর, নম্রশির বিন্ধ্যাচল, দুর্নিবার
বাক্য, সর্ব্বভক্ষ্য হুতাশন যাঁর কোপে,
চাহ তাঁরে করিতে বরণ? নিদারুণ
পণ কর কি কারণ, শূদ্রাণী হইয়ে
বিনোদিনি? ভস্ম হবে ব্রহ্ম-অগ্নিতেজে।

চঞ্চলা। কে ব্রাহ্মণ, কারে কহ শূদ্রাণী,
রাজন্?
প্রেমিকার প্রেমবল! অনলে, গরলে,
বজ্রে, ব্রহ্মতেজে, সুরে, দুরন্ত অসুরে,
ডরে কি প্রেমিকা নারী? অচল সাগরে,
দুর্গম কান্তারে, কিবা পারে রোধিবারে
প্রেমিকায়? প্রাণ বাঁধা প্রিয়জন পায়,
সম্পদ্ বিপদ্ নাহি গণে, মগ্ন নিজ
ধ্যানে, মান অপমান উভয় সমান;
তুচ্ছ দেহ—তুচ্ছ এ সংসার! দুর্নিবার
প্রেমের প্রবাহ, অহরহ ভাসে মহা-
স্রোতে; প্রেমব্রতে কোথা জাতির বিচার?
হউক ব্রাহ্মণ নিরঞ্জন, প্রেমিকা না
মানে, জানে মনে-জ্ঞানে সে রতন তার;
হিতাহিত জ্ঞান নাহি যার, উন্মত্তের
আছে কি বিচার! ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি বাধা—
অবিধি সকলি। জ্বলি জ্বলি দিবানিশি,
বিহ্বলা আশ্রিতা বালা, বারি কর দান!

মুকুন্দ। সে কি চায় তোমায়—
প্রয়াসী তুমি যার?

চঞ্চলা। চাহে বা না চায়,
আমি বাঁধা পায়, চাহি
অধিকার সেবার তাঁহার। নিত্য নিত্য
যোগাইব ফুল, নিত্য নির্ম্মল সলিলে
ধোয়াব চরণ দুটি, ভিক্ষা-অন্ন আনি
করিব রন্ধন, পদ্মপত্রাসনে যত্নে
করে ধরি বসাইব, পদ্মপত্রে অন্ন

দিব বাড়ি; পদ্মপত্রে করিব ব্যজন,
পদ্মপত্রে আদরে শোয়াব। হৃদ্‌পদ্মে
তাঁর পদ্ম-পদ ধরি, জাগিয়ে শর্ব্বরী
সেবিব মনের সাধ। জাতি-ভেদ সাধে
বাদ তাহে, পাছে লোকে কহে অনাচার
এ ব্রাহ্মণ। গুণনিধি! তাই চাহি বিধি,
আরাধ্য দেবতা-সেবা করি আকিঞ্চন।

মুকুন্দ। শূদ্রাণী ব্রাহ্মণী নাহি হয় কদাচন,
বৃথা এ বাসনা ত্যজ সুলোচনা, অন্য
যে কামনা পূরাইব এইক্ষণে।

চণ্ডলা। রহ
রহ, কহ কিবা চাহ, অর্পিব তোমায়!
উচ্চ অভিলাষ, ধন-রত্নের প্রয়াস
করহ প্রকাশ, এইক্ষণে পূরাইব।

মুকুন্দ। পাগলিনী ভিখারিণী
কারে হেন কহ?

চণ্ডলা। নহি ভিখারিণী, প্রেমরত্ন ধরি হৃদে!
প্রেমের বৈভবে ভবে অসাধ্য সুসাধ্য
মম। প্রেমে ভূত ভবিষ্যৎ অবগত
ভিখারিণী। সাগর-গহ্বরে, তুঙ্গ শৃঙ্গ-
ধরে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলপুরে কিবা
প্রেম-দৃষ্টি করে ভেদ। খেদ নাহি পাই
প্রাণধনে, তাই ভিক্ষা চাই, কর দান।

মুকুন্দ। তব ভিক্ষা-দানে আমি অক্ষম,
ললনে!
অবগত যদি তুমি ভূত-ভবিষ্যৎ,
উড়িষ্যার ভাবি দশা করহ বর্ণন।

চণ্ডলা। খোল দৃষ্টি! কিবা হেরি—
হতাশ নিশ্বাস
পড়িয়াছে তব অধিকারে! মহামার
রুধির-পাথার! ধূ ধূ ধূ ধূ মহা-অগ্নি
জ্বলে! ভস্মপ্রায় দারুদেহ মহানলে!
মেদ অস্থি স্তূপাকার! যবন প্রবল,
যবন প্রবল!—ছারখার—হাহাকার!
[চণ্ডলার প্রস্থান।

মুকুন্দ। কেবা এ ভীষণা!
হেরি মহাবিঘ্ন আজি—
বিফল সঙ্কল্প মম সুরধুনী-তীরে।
ব্রাহ্মণে, নারীরে নারিলাম তুষিবারে—
বিফল বাসনা, ব্যর্থ কল্পতরু নাম!
[মুকুন্দদেবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবাবের কক্ষ

সলিমান ও চণ্ডলা

সলিমান। তুমি কে?

চণ্ডলা। জাঁহাপনা, আমার পরিচয় আমার বিদ্যা।

সলিমান। ভাল, পরিচয় না দাও—আমার আপত্তি নেই। বোধহয় শুনেছ যে, শাজাদীর চিকিৎসার জন্য দিল্লী হ'তে বড় বড় হাকিম এসেছিল। ক্রেস্তান হাকিম, বাঙ্গালী কবিরাজ, ফকীর, নাগা, অনেকেই দেখেছে, কিন্তু সকলেরই মত যে, রোগ অসাধ্য।

চণ্ডলা। জাঁহাপনা! যার যতদূর হিক্‌মত—সে ততদূর ব'লেছে। আমার যদি আরাম ক'র্‌বার সাহস না থাক্‌ত'—রাস্তার ফকীর হ'য়ে জাঁহাপনার সুমুখে আস্‌তে পার্‌তুম না।

সলিমান। তুমি রাস্তার ভিখিরী, তোমায় কিরূপে বিশ্বাস ক'র্‌বো? তুমি যদি শত্রুর চর হ'য়ে শাজাদীর প্রাণবধ ক'র্‌তে এসে থাক!

চণ্ডলা। জাঁহাপনা, আমি ঔষধ দেব না, আমি মন্ত্রে আরাম ক'র্‌বো।

সলিমান। তুমি এ অদ্ভুত বিদ্যা কোথায় পেলে?

চণ্ডলা। বহু ক্লেশে করিয়াছি বিদ্যা উপার্জ্জন।
ভ্রমি দেশে দেশে, অনাহারে, অনিদ্রায়,
ধরণী-শয্যায়, দিবা-নিশি ইষ্ট-মন্ত্র
জপি; শীত গ্রীষ্ম বারিধারা—তরুসম
অকাতরে সহি। মন্ত্র তাপে জরজর
বিকল অন্তর, তবু দিবস-রজনী
মন্ত্রের সাধন। ধ্যানে, জ্ঞানে, জাগরণে,
শয়নে, স্বপনে মন্ত্র নহে বিস্মরণ,
অসাধ্য সুসাধ্য এই সিদ্ধমন্ত্রগুণে।

সলিমান। তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। যদি তুমি শাজাদীকে আরাম ক'ত্তে পার, তোমায় আমি শাজাদীর মত আদরে রাখ্‌বো। তোমার যা অভিলাষ হবে, তখনই তা পূর্ণ ক'র্‌বো, তোমায় অদেয় আমার কিছু থাক্‌বে না। ঐ শাজাদী আস্‌ছে! আহা, দেখ দেখ, যেন মেহের তাপে গুলাপটি শুকিয়ে যাচ্ছে! তুমি যদি এ গুলাপ তাজা ক'র্‌তে পার, নবাবকে কিনে রাখ্‌বে।

চঞ্চলা। জাঁহাপনা, আপনি স'রে যান, এখনি মন্ত্রের বল বুঝবেন, আপনার সামনে আমার মন্ত্র ব'লতে সরম হ'চ্চে।

সলিমান। আচ্ছা যাচ্ছি, কিন্তু মনে রেখ ফকীরণি! নবাব তোমার হুকুমে স'রে যাচ্ছে।

চঞ্চলা। জাঁহাপনা, শাজাদীকে সঙ্গে নিয়ে এখনি গিয়ে ফকীরণী নবাবকে সেলাম ক'রে পুরস্কার চাইবে।

সলিমান। যে পুরস্কার চায়, পাবে।

[সলিমানের প্রস্থান।

চঞ্চলা। মন্মথের সম্মোহন শর খরতর
বিঁধিছে হৃদয়ে! আহা, কি দোষ বালার!
দেখেছে সে কুটিল নয়ন, ফুল্ল চিত
বিনোদন দেখেছে বদন, নারী—মন
কেমনে বাঁধিবে, বিকায়েছে বিনা পণে!
কে নাহি বিকায় পায় নেহারি মাধুরী!

ইমান ও দোলেনার প্রবেশ

শাজাদি, সেলাম নিন—
চাহি চাহি বঁধু নাহি পায়ি,
কোন্ বিলমায়ি, কোন্ বাতায়ি,
কোন্ লুকায়ি, সখি তু লায়ি।
বঁধুয়া ধেওয়ায়ি, পরাণ বিলায়ি,
মরম গলায়ি, ধায়ি ধায়ি,
ঢুঁড়কো, আয়ি, মান বিকায়ি,
যতন উঠায়ি, বঁধুয়া দেও হামারি।
নহি তু সখি মুঝে দেও কাটারী—
নারী নারী, কতহি সামহারি,
নেহি নেহারি বদন তাহারি—
ক্যায়সে গুজারি?

ইমান। দোলেনা, দোলেনা! এ কোন্ হ্যায়? এ কেয়া কহে? এ কেয়া কহে? কেয়া কহে—"ক্যায়সে গুজারি!!" ও কেয়া কহে—"ক্যায়সে সামহারি!"

চঞ্চলা। আচানকা আয়া, চমক্ লাগায়া,
দেল্ চোরায়া হো।
চতুরালী ভারি, কেয়া দেল্‌দারি,
ডোরী লাগায়া হো॥
ক্যায়সে পছানে, কো নেহি জানে,
বহুৎ সিয়ানে হো।
পোঁছা বেগানা, কহানা না মানা,
নয়না হানে হো॥
কলিজা-কাটারি, বদন নেহারি,
ক্যায়সে সামহারি হো।
চাই ফকীরি, ঢুঁড়ি ফিরি,
কাঁহা হামারি হো॥
সোহাগ বিলায়ি, সোহাগ না পায়ি,
আপন বিকায়ি হো।
কিমত না পায়ি, চিত ভালায়ি,
পরাণ মাতায়ি হো॥

ইমান। দোলেনা, দোলেনা, কোন্ হ্যায়? কোন্ হ্যায়? "পরাণ মাতায়ি হো!" তুমি কে?

চঞ্চলা। ছিল তোমার মতন বেমারি মেরি।
আচানক্ বদন তার হেরি,
কলিজায় লাগ্‌লো কাটারী॥
বোঝ' হায়, দিল্ কিসে বারি,
করে দিল্ গোলামী তারি।
করে দেল্‌দারি, যতবার হারি,
তত চাই করি দিল্‌দারি॥
তোমার মতন আমি ত নারী,
হার মেনে ত হার মানিনে সাধ ক'রে হারি!
কহ পছানা, ইয়া নেহি বেমারি,
কেয়া বেমারি তেরি?

ইমান। তুমি কি বাঙ্গালী?

চঞ্চলা। হাঁ, শাজাদি!

ইমান। তোমার নাম কি?

চঞ্চলা। বেইমান।

ইমান। বেইমান?

চঞ্চলা। হাঁ, শাজাদি! আগে ছিল ইমান, এখন বেইমান ভেবে ভেবে বেইমান হ'য়েছি।

ইমান। বেইমান কে?

চঞ্চলা। যে আমার সঙ্গে বেইমানী ক'রেছে!—

ছি ছি! কুলবালা, ছিল না ত জ্বালা,
গরলের মালা দিয়েছি গলে।
নয়নেরি জলে দিবা-নিশি জ্বলে,
তবু ভুলে ছলে জ্বলি অনলে॥
ভুলি মনে হ'লে জ্বালা উঠে জ্ব'লে,
পুড়ি সে অনলে হেরি না হেরিলে।
নয়নে পশিল, হৃদয়ে বসিল,
মন হ'রে নিল, মন না দিলে॥

আছে বা কি বাকী, তারি ধ্যানে থাকি,
তারি ছবি রাখি যতনে প্রাণে।
সাধে বাড়ে সাধ, পোড়া সাধে বাদ,
অন্তর উন্মাদ বাঁধ না মানে॥
গেছে কুলমান, সেই ত বেইমান,
কেমনে ইমান রাখি।
ভুলিয়ে সরমে, ধরমে করমে,
মরিয়া মরমে থাকি॥

ইমান। আমার নাম ইমান।
চঞ্চলা। আমার মতন বেইমান হবে।
ইমান। না, না।—
তোম্‌নে পছানি বেমারি মেরি।
বুরা বিচারি দাওয়াই তেরি॥
লাগ রহি আঁখ চাঁদ-বয়ানে।
বৈঠত মুরতি কমল-পরাণে॥
সুন্দর লহরী খেলত ধ্যানে।
ক্যায়সে পাসরি কহ ইমানে?
উন্‌কো বদন্‌মে খেলে ইমান।
নেহি বেইমানি পছানে জান?
ইস্‌ক নেহি মিলে যাঁহা বেইমানি।
দাওয়া নেহি তু বেমারি পছানি॥
চঞ্চলা। শাজাদি, তাকে কি তুমি
দেখ্‌তে চাও?
ইমান। তোম্‌নে বাতায়ি তোম্‌নে শুনায়ি।
দেল্‌মে লাগায়ি কাঁহা যো পায়ি॥
যাও চলি তেরি নেহি দাওয়ায়ি।
ঝুট্‌ মুট কাহে বাত উঠায়ি?
চঞ্চলা। আমি দাওয়াই জানিনে! শাজাদি, দেখ দেখি!

ছবি দেখান

ইমান। ওহি, ওহি, ওহি নেহি।
বদনরাগ কভু মিলে কঁহি!
ওহি নয়ন—নাহি নয়নকি খেল।
চাঁদ বদন—নেহি চাঁদিনী মেল॥
সোহি নেহি, নেহি ওহি পিয়ার।
নেহি নেহি সহি মেরি ইয়ার॥

চঞ্চলা। ও রূপ-মাধুরী, করে মন চুরি,
চাতুরীর তুরি নয়ন কোণে।
মিনি সুতে মালা প'রে বাড়ে জ্বালা,
সাধে পরে প্রাণ মানা না শোনে॥
মরি কত নারী, মোহিনী কাটারী,
বুক পেতে দিয়ে স'য়েছে বুকে।
হতাশ পাথার নয়নের ধার,
বিষাদ-প্রতিমা—কালিমা মুখে॥
অকাতরে সহে, দুখভার বহে,
সুখে অনাদর কে জানে কেন।
যত সে কাঁদায়, তত তারে চায়,
পোকা ধেয়ে যায় অনলে যেন॥
মান অপমান সকলি সমান,
নিরাশ ধরিয়ে পরাণ বাঁধে।
সে নহে আপন বোঝে না ত মন,
সাধে কেনা ফাঁদ প'রেছে সাধে॥

ইমান। সত্যি! এ পেয়ারা-ফাঁসী—এ ফাঁসী পেয়ার ক'রেই পরে! কে পরেছে তুমি জান? তারে এখানে নিয়ে এস, তার সঙ্গে ব'সে কাঁদ্‌বো, আর মনে মনে মনের কথা কইবো! আমার দেলের ব্যথা সে বুঝ্‌বে, আমি তার ব্যথা বুঝ্‌বো।

চঞ্চলা। ভাল, শাজাদি! তুমি তাকে আন্‌তে ব'ল্‌ছ—যদি তুমি তোমার পেয়ারাকে পাও, সে যদি তোমার পেয়ারাকে চায়, তা হ'লে কি তুমি তারে দাও?

ইমান। আমার মতন আর কেউ কি আছে? যদি থাকে, আমি যতন ক'রে তাকে দিই।
চঞ্চলা। নয়ন নাহি কি আর কার, ত্রিভুবনে
নাহি কি রমণী? হৃদি-সরোজিনী হেরি
রবি-ছবি কার না বিকাশে? রূপরাশি
না পশে হৃদয়ে? নারীধরা ফাঁদ বিধি
কল্পনায় গড়েছে বিরলে। মানা নাহি
মানে, ভাসে কুলমান সাধের লহরে—
মোহন বন্ধন পরে সোহাগে মোহিনী।
ইমান। মুঝে ইয়ার মিলে, আগর মাঙে কহি।
ম্যায় সচ্চি কহি, উস্‌কো দেনা সহি॥
দেল্‌কি রঞ্জ্‌ মৈ সমঝ্‌ গিয়া।
কলিজাকো কাঁটা ম্যায় নে লিয়া॥
রোয়ে রোয়ে আপনা পছানা।
আউর নেহি কোহি আপনা বেগানা॥
দরদ্‌ সমঝ্‌কে দরদি ম্যায়নে।
দুখ কেয়া কহো দরদিকো দেনে॥
চঞ্চলা। শাজাদি, আমি যা ব'ল্‌বো, তা শুন্‌বে?

ইমান। তুমি সোবে করোনা, তুমি দর্‌দী আমি সম্‌ঝেছি। তুমি আর বেইমান আপনাকে বোলোনা, আমি তোমায় ইমান ব'লে ডাক্‌বো, তুমি আমার জান্‌, আমার কলিজা!

চঞ্চলা। মনচোরা ধরা বড় হুঁসিয়ারি চাই! চল, জাঁহাপনাকে ব'লে আমরা বাগিচায় থাক্‌বো। তোমার মনচোরাকে ধ'রে দেব, ধ'রে তোমায় রাখ্‌তে হবে।

ইমান। আমার তো হুঁস নেই, তুমি হুঁস রেখে ধ'রো।

চঞ্চলা। শাজাদি, আমারই কি হুঁস আছে?

ইমান। তা বুঝেছি—চল, এখনই জাঁহাপনাকে ব'লে বাগিচায় যাই।

চঞ্চলা। তবে জাঁহাপনাকে ব'লে আজই তুমি বাগিচায় যেও, আমি এখন আসি।

[চঞ্চলার প্রস্থান।

দোলেনা। সাজাদি, ইস্‌কো পছানা?

ইমান। দর্‌দি।

দোলেনা। ক্যা জানে, হাম্‌ নেহি সম্‌ঝা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভগ্নোদ্যান

কালাপাহাড়

কালাপাহাড়। কোথায় স্থানের সীমা!
কতই বিস্তার
দশ দিশি! কালের জনম কোথা, কোথা
কালের গমন স্থির! নিবিড় তিমির!
নিবিড় তিমির! রুদ্ধশ্বাস বৃথা ধ্যানে
হতাশ চিন্তায়! দেহ কিবা, মৃত্যু কিবা,
কিবা এ সংসার! কার অধিকার এই
বিপুল ব্যাপার! দিনকর, শশধর,
তারকামণ্ডল নিত্য জ্বলে নভঃস্থলে,
কিবা অভিপ্রায়—ধায় অবিরাম-গতি
অনন্ত অশান্ত কালস্রোত! এই নাশ,
বিকাশ আবার! অন্ধকার, অন্ধকার!
এ রহস্য গোচর কাহার! কোথা কেবা—
কে কবে আমারে! সত্য কিবা মিথ্যা নারি
করিতে নির্ণয়! ভ্রান্ত ভ্রান্ত শাস্ত্রকার!—
অভিপ্রায়হীন এ সংসার! অকস্মাৎ—
স্রষ্টাহীন—সংযোগ বিয়োগ বিশ্ব কালে,
অনিশ্চিত, অনিশ্চিত—বুদ্ধি পরাজয়,
নির্ণয় না হয়! হায়, কে আছ কোথায়?

চিন্তামণির প্রবেশ

চিন্তা। ওঃ, ঠাকুর বড় ব্যাজার দেখ্‌ছি যে!

কালা। কে আপনি?

চিন্তামণি। কে আমি! ওঃ, বড় সোজা কথাটি জিজ্ঞাসা ক'রেছ, না?

কালা। কেন মশাই?

চিন্তামণি। কেন? তুমি বল দেখি, তুমি কে! বল বল, ইস্‌—তোমার যে ভাব এসে যাচ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি!

কালা। সত্য, আমি কে!

চিন্তামণি। একটী মজা দেখেছ, ভাই! প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছু থাকে না, আর পুটুলিসুটুলি হ'য়ে প্যাঁজটী হ'য়ে আছে—তেমনি 'আমি'। খোসা ছাড়িয়ে যাও, 'আমি' খুঁজে পাবে না, আর হুঁ,—'আমি' ব'লে দিন-রাত গর্জ্জাচ্ছে—'অহং অহং'! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নিঃশ্বাস প'ড়্‌ছে—'ওহম্‌'!

কালা। আপনার নাম কি?

চিন্তামণি। রকম রকম।

কালা। সে কি?

চিন্তামণি। যখন এই শরীর হামাগুড়ি দেয়, তখন শুনতেম কালো; তারপর যখন শরীরের বয়স পাঁচ সাত বৎসর হ'লো, তখন শুনতেম কালীকৃষ্ণ; দিনকতক নসীরাম ব'ল্‌তো। এখন শুনি চিন্তামণি।

কালা। আপনি শরীরের বয়সের কথা কি ব'ল্‌ছেন?

চিন্তামণি। তবে কার বয়সের কথা ব'ল্‌বো, কাকে চিনি, বল? যে 'আমি' কি, তা জানি নি, আর পোড়ার দশা দেখ—লোকে আপনাকে চেনে না আর জান্‌তে চায় কি জান? কবে সৃষ্টি হ'লো, কেন সৃষ্টি হ'লো, কোথায় সৃষ্টির শেষ, কোথায় আগা, কোথায় পেছু!

কালা। মহাশয়, ঈশ্বর আছেন?

চিন্তামণি। খুব আছে, সত্যি আছে, তিন সত্যি আছে! আর কিছু আছে কি না, জানি নে।

কালা। কোথায় ঈশ্বর?

চিন্তামণি। ঐ তেঁতুলগাছে।

কালা। এ পাগল না কি!

চিন্তামণি। কেন, পছন্দ হ'লো না? আচ্ছা, ভাল ক'রে ব'ল্‌ছি—তোমার কাছে অন্তরে অন্তরে সর্ব্বত্রে! এই যে, এই যে, হৃদয়েশ্বর এই যে আমার হৃদয়ে!

কালা। কই, কোথায় ঈশ্বর?

চিন্তামণি। ওঃ, তাই তুমি ব্যাজার হ'য়েছ, না? তুমি ডেকেছ, আর কেন ধেয়ে এসে নি; শোন, আমার কথা বিশ্বাস কর, তুমি যেমন ডেকেছ অমনি এসেছে, তুমি চিন্‌তে পার নি।

কালা। তুমি দেখেছ, তুমি চিনেছ?

চিন্তামণি। হ্যাঁ, গুরু দেখিয়ে দিয়েছে, আর চিনি নি?

কালা। গুরু কে?

চিন্তামণি। গুরু কে? গুরু লাখ লাখ আছে, চেলাই মেলা মুস্কিল।

কালা। আচ্ছা, ব'ল্‌তে পার, শাস্ত্র কি সত্য?

চিন্তামণি। সব সত্য, সব সত্য, সব সত্য —গুরুর কৃপায় বোঝা সব যায়।

কালা। মহাশয়, গুরু—কেমন তিনি?

চিন্তামণি। ঘটক হে ঘটক, জুটিয়ে দেয়!

কালা। কি বুঝ্‌বো, সকলি অন্ধকার!

চিন্তামণি। তা তো সত্যি, গুরু না আলো জেলে দিলে কি ক'রে দেখ্‌বে?—

ক্ষুদ্র নর ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝিবে কেমনে
উপদেশ বিনা, তত্ত্ব কিবা স্বর্গ মর্ত্ত্য
রসাতলে—বুদ্ধি-বলে নির্ণয় না হয়!
সংশয়, সংশয়—মন পরাজয়—ক্লান্ত
অশান্ত কল্পনা—ভ্রমে ব্যাকুল বাসনা—
ক্ষিপ্তপ্রায় মত্ত চিত ধায়, নিরুপায়—
দৃষ্টি নাহি চলে মোহ ঘোর আবরণে।
গুরুপদ সার, অন্য নাহি আর; তারে
দুস্তর পাথারে নরে গুরু বিনা কেবা!
কর গুরু-পদাশ্রয়, নিশ্চয় সংশয়
যাবে দূরে; ভবপারে গুরু কর্ণধার—
ঈশ্বর বিরাজমান নর-কলেবরে!

কালা। হায় অন্ধ-বিশ্বাস আশ্রয়, যুক্তিশূন্য
অনুমান! যাহে বিশ্বব্যাপী কহে, নর-
কলেবরে বিরাজিত মানিব কেমনে?
গুরু, গুরু, কেবা গুরু, কোথায়—কোথায়!
কি প্রত্যয় কথায় তাঁহার? মম সম
ক্ষুদ্র নর, আবদ্ধ এ দেহের পিঞ্জরে,—
জন্ম-মৃত্যু-মাঝে, দুখে সুখে দোলে কয়-
দিন, ক্ষীণ তনু পলে-পলে, জীবনের
তাপ হবে লীন, ভবে চিহ্ন মাত্র নাহি
রবে—আর সীমাশূন্য বিস্তার—বিস্তার—
বিপুল সংসার—লক্ষ্যশূন্য—পন্থাহারা—
কাহারে বিশ্বাস! চিন্তা—চিন্তা—
ওহো রুদ্ধ
হয় শ্বাস, ঘোর ত্রাস, বিনাশ সম্মুখে!

চিন্তামণি। ক্ষুদ্র নর তোমা সম গুরু!
গুরু কল্প-
তরু ভবে, ভীরু জনে অভয় প্রদানে
আবির্ভাব ধরামাঝে; দীন নরসাজে
সমাজে বিরাজে, নামে হৃদিতন্ত্রী বাজে!
চরণরাজীবরাজে লইলে স্মরণ
মোহের বন্ধন খোলে, সুখ-দুখ ভোলে,
তমো-বিনাশন ভাতে নবীন নয়ন!
গুরুকৃপা যার, তার কিবা অগোচর?
গুরুর কৃপায় অনায়াসে ইষ্টবস্তু
পায়, পূর্ণ হয় আশ, দূরে যায় ত্রাস,
অবিশ্বাস-তমো-নাশ জ্ঞানের প্রভায়।

কালা। যা ব'ল্‌ছো, তোমার কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে ভাল বটে।

চিন্তামণি। ভালমন্দ কিছু বিচার ক'রে দেখছ কি? দেখেছ? না, দিন পাঁচ ছয় চক্ষু বুজে ব'সেছিলে, গোলাম ব্যাটা এসে নি।

কালা। গোলাম কে?

চিন্তামণি। ঐ ঈশ্বর।

কালা। এ কথা নিয়ে ব্যঙ্গ ক'র্‌ছেন?

চিন্তামণি। ব্যঙ্গ ক'র্‌ছে কে, আমি না তুমি? ব'ল্‌ছো—'ঈশ্বর', আর দুদিন চক্ষু বুজে ব'সে দেখা পাওনি ব'লে, একেবারে জেনে ফেলেছ—শাস্ত্র মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা। বাবা, বেকুবি হয় বটে, তুমিও বেকুব, আমিও বেকুব, কিন্তু তুমি কিছু চুটিয়ে বেকুবি ক'র্‌লে!

কালা। কি, তোমার মত অন্ধ-বিশ্বাস ক'র্‌তে বল?

চিন্তামণি। দেখ, অত রুকো না, একটু ঠাণ্ডা হও! একবার স্থির হ'য়ে তোমার বেকুবিটা বোঝ! আমায় ব'ল্‌চো অন্ধ-বিশ্বাস,

আমি আলোর মাঝখানে ব'সে আছি! আর তোমার চোখওলা অবিশ্বাস নিয়ে ভূতের মত অন্ধকারে ঘুর্‌চো! আমার অন্ধ-বিশ্বাসে আমি জগৎ পরিপূর্ণ দেখ্‌ছি! চোখওলা অবিশ্বাস নিয়ে তুমি হাঁপিয়ে ম'র্‌ছো!

কালা। যুক্তিহীন কথায় যার প্রত্যয় হ'তে হয় হোক, আমি কখনও প্রত্যয় ক'র্‌বো না।

চিন্তামণি। আহা হা, কি যুক্তির চোট! যে বিশ্বাসে ভগবান্ পাওয়া যায়, সে বিশ্বাস কাণা. তোমার মত ধানকাণা না হ'লে আর কেউ বিশ্বাস করে না।

কালা। যাও যাও, আর বাক্যব্যয়ে আবশ্যক নেই! যে কথার মাথা-মুণ্ড নেই, তা প্রত্যয় ক'র্‌বো কি ক'রে?

চিন্তামণি। বেশ ভাই! ঈশ্বর যে আছেন—এই কথাটারই মাথা-মুণ্ড নেই, আর দুনিয়ায় যত কথা আছে, সব দশমুণ্ড রাবণ! আচ্ছা, যাবই তো. কিন্তু তোমার ঠেঙে একটা মুণ্ডওলা কথা জেনে যাই।

কালা। এই সূর্য্য উঠেছে, এই দেখ,—প্রত্যক্ষ দেখ।

চিন্তামণি। সত্যি?

কালা। সত্যি নয়. দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

চিন্তামণি। কি ক'রে জান্‌বো বল? কাল রাত্রে ঘুমিয়ে দেখেছিলেম—হাতী চ'ড়েছি. তারপর কোথা বা হাতী কোথায় বা কি!

কালা। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ. স্বপ্ন আর জাগা বোঝ না?

চিন্তামণি। না. চক্ষুওলা অবিশ্বাসে তো বোঝা যায় না। যখন স্বপ্ন দেখেছিলেম. তখন মনে করেছিলাম, সত্যি দেখেছি; এখনও মনে ক'র্‌ছি. সত্যি দেখ্‌ছি। চক্ষুওলা অবিশ্বাসে দেখ্‌লে. কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যা. বোঝা যায় না; তবে অন্ধ-বিশ্বাস ক'র্‌তে বল. সে এক আলাদা।

কালা। কি ব'ল্‌ছো?

চিন্তামণি। দেখ, একটা কথা তোমায় বলি: একজন ফকীর ছিল, রোজ দিনের বেলা ভিক্ষা ক'র্‌তো আর রাত্রে স্বপ্নে রোমের বাদ্‌শা হ'তো; জেগে যেমন আজ এ বাড়ী ভিক্ষা ক'র্‌লে, কা'ল সে বাড়ী ভিক্ষা কর্‌লে, স্বপ্নেও তেমনি আজ এর গর্দ্দানা নিলে, কাল ওরে তালুক দিলে; ব'ল্‌তে পার'—তার কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যা? ব'ল্‌বে? এটা গল্প হ'তে পারে—কিন্তু চাঁদ! তুমিও যদি স্বপ্নে সূর্য্য দেখ, দেখে মিথ্যা ব'ল্‌তে পার, তা হ'লে বোলো, তোমার সে সূর্য্য মিথ্যা, এ সূর্য্য সত্য।

কালা। স্বপ্নে কি কখনও মনে হয় না যে, স্বপ্ন দেখ্‌ছি?

চিন্তামণি। জেগেও কি কখনও মনে হয় না যে, মিছে দেখ্‌ছি? দেখ, চোখওলা অবিশ্বাসে বড় ফ্যাঁসাদে ফেলে দিলে!

[চিন্তামণির প্রস্থান।

কালা। 'আমি'—সত্য,—'আমি' কিবা
না হয় নির্ণয়!
একি পঞ্চভৌতিক সংযোগ? চূণ যথা
সলিল-সংযোগে করে উত্তাপ উদ্ভব.
ভূত-সম্মিলনে একি চৈতন্য-বিকাশ?
জড় হ'তে চৈতন্য উদয়, জড়ে ছিল
চৈতন্য নিহিত, জড় বৃক্ষে তবে কেন
না ফলে চেতন? জীবসৃষ্টি হেরি মাত্র
জীবের সংযোগে। কিবা জড়. চৈতন্য বা
কিবা? কি বা স্বপ্ন. কি বা জাগরণ? চক্ষু
কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় সকল কিবা? দেখি
যাহা. কেন সত্য মানি? ইন্দ্রিয়ে প্রত্যয়
কি কারণে? চক্ষু, কর্ণে, ঘ্রাণে, আস্বাদনে.
স্পর্শে ভ্রম হেরি পদে পদে; তবে কিসে
ইন্দ্রিয়ে বিশ্বাস? পঞ্চেন্দ্রিয় ভোলে, পাঁচে
মিলি ভ্রম নাহি বলে, কোন্ যুক্তিবলে
সত্য মানি ইন্দ্রিয়বচন? কিসে করি
সত্য নিরূপণ? কোথা সত্য, এস হৃদি-
মাঝে। এস এস. দেখা দাও অভাগায়!
কোথা গেল? বাতুল সে নয়. বাক্যে তার
জন্মায় প্রত্যয়। হায়, কবে হবে গুরু-
দরশন। কবে হবে সফল জীবন,
ঘোর তমো-নাশ. অবিশ্বাস যাবে দূরে!

পুরুষবেশে চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চলা। হে কৃপানিদান! মতিমান্! বড় দায়
এসেছি হেথায়, রাঙা পায় জানাইতে
নিবেদন। শৈশবে জননী পতি সনে
প্রবেশিল চিতানলে। বিধাতার ছলে
বাল্যকালে হইনু অনাথ। অনাথিনী

ভগিনী সঙ্গিনী, মাতৃহারা, শোকাতুরা,
শূন্যধরা, আশ্রয়-বিহীন, নিরুপায়
সখাশূন্য বিজন ধরায়; দিন যায়,
দিন নাহি রহে, অকস্মাৎ বজ্রাঘাত
পুন! দৈবাধীন একদিন, যাই দোঁহে
হেরিতে রাজার উপবন; রমণীয়
বন, নানামত পশু-পক্ষী কত আঁখি-
বিনোদন, ভীষণ দর্শন; পুলকিত
চিত হেরি অদ্ভুত আকার; আচম্বিতে
উঠিল হুঙ্কার, দূরে হাহাকার-ধ্বনি!
চূর্ণ করি লোহার পিঞ্জর দুর্নিবার
কেশরী গর্জ্জিল; হত রক্ষিদল, উঠে
কোলাহল, জীবন-সংশয় সবে; কোথা
হ'তে, যেন অরুণ প্রভাতে, এল এক
ব্রাহ্মণ কুমার; বধি দুর্ম্মদ কেশরী—
এল, চ'লে গেল, কেহ না জানিল কিবা;
জ্ঞানহারা ভগ্নী মম সেই দিন হ'তে।

কালা। (স্বগত) এ হেন ঘটনা মম
হ'য়েছে জীবনে,
উপবনে স্বন্দ্ব সিংহ সনে একদিন।
(প্রকাশ্যে) হে বালক! এ সংবাদ কেন
মোরে কহ
প্রয়োজন কি হবে সাধন আমা হ'তে?

চঞ্চলা। হায় হায়! দিবস-যামিনী অভাগিনী
চায় শূন্য পানে, আছে শূন্যধ্যানে, বহে
নয়নে নীরদ-ধারা; সোণার নলিনী
দিন দিন শীর্ণকায়; অগ্নিময় বহে
দীর্ঘশ্বাস, নৈরাশ বদনে মাখা; যেন
শশী মেঘে ঢাকা, মরি! বিষাদ-প্রতিমা
ঢেকেছে বিষাদ-ছায়া। ভিষক্-কৌশল
পরাজয়; কেহ কহে উন্মাদিনী ভয়ে,
কেহ বলে ভৌতিক লক্ষণ; বিচক্ষণ
জনে, অনুমানে নারে করিতে নির্ণয়।
দেখিয়াছি অদ্ভুত স্বপন, মহাজন!
নিবেদন—নিরাশ্রয়ে তুমি হে আশ্রয়!

কালা। ভিষক্‌নিচয় পরাজয় যে পীড়ায়,
হে বালক! আমা হ'তে কি উপায় হবে?

চঞ্চলা। মহাশয়, ক'রো না বঞ্চনা! স্বপ্ন মম
মিথ্যা কভু নয়। তব দরশনে, ভগ্নী
অভাগিনী শূন্যকায় পাবে পুনঃ প্রাণ।
বুঝেছি নিশ্চয়, তব আশে শূন্যপানে
চায়। ঠেল না হে পায়, আশ্রিতা বালায়।
গুণনিধি! বড় আশে এসেছি হেথায়,
আদরিণী ভগ্নী মম জীবন-সোসর।

কালা। বাতুল বালক! চল।

চঞ্চলা। আসুন ধীমান্।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন

মুরলা ও বীরেশ্বর

মুরলা। এস, আর কেন, কত দিন কর্ম্ম-ভোগ ক'র্‌বে? দেখেছ ত, বুঝেছ ত, নারায়ণের চরণধ্যান বিনা শান্তি নেই; তবে কেন—তবে কেন বনের বাঘ-ভালুকের সঙ্গে থাক? পর্ব্বতপ্রমাণ পাপ-স্মৃতির মাঝে ব'সে কি ক'র্‌বে?

বীরেশ্বর। মেদ-অস্থিহীন তুই ছায়ার শরীর,
কায়াসনে কি সম্বন্ধ তোর? মৃত—মৃত—
জীবন-উষ্ণতা নাহি বহে ধমনীতে;
স্পর্শ তোর প্রাণবায়ু-নাশী, ভয় বাসি
হেরিয়ে তোমায়! ভ্রম কি কাজে ধরায়?
যাও যাও, যথায় আলয়। যোগবলে
মরণে ক'রেছি জয়, মৃতসনে বাক্য-
আলাপনে, প্রাণবায়ু হয় ক্ষয়। জেনো—
জেনো রে নিশ্চয়, তোর সনে নাহি আর
সম্বন্ধ আমার। যাও যাও, ত্যজ ত্বরা
রবি-শশী-আলোকিত ধরা। নভঃস্থল
খচিত তারকামালা; আবরিত শ্যামা
মেদিনী সুন্দর, ধীর পবন-সেবিত,
পুষ্পগন্ধে আমোদিত—জীবিতের স্থান,
জীবন-প্রবাহ হেথা বহে—স্থান তোর
নহে; রহ মৃতসনে, ত্যজ জীবলোক।

মুরলা। পরম পুলক, ত্যজি দিব্যলোক, আসি
বার-বার শুধিবারে প্রতিজ্ঞার ধার।
সত্য দোঁহে করি গঙ্গাজলে, আছ তুমি
ভুলে, সত্য অবহেলি ত্যজেছ যে মোরে,
কিন্তু জেনো সত্য বলবান্! বিদ্যমান—
সাক্ষ্য স্থল জল, সাক্ষ্য গগনমণ্ডল,
তারাদল, চন্দ্রমা, যামিনী, প্রেমময়ী
সাগরবাহিনী জানে প্রেমের কাহিনী।
সত্যবন্ধ দৃঢ় অঙ্গীকার ভোলো যদি,
সত্য মিথ্যা নয়, সত্য নিত্য, সত্যভঙ্গে

সত্যের মাহাত্ম্য নাহি যায়। ভুলে থাক,
তুমি আছ ভুলে, কিন্তু জীবনে মরণে
সত্য মম সার: তাই বৈকুণ্ঠ হইতে
তোমারে লইতে আসি। সত্য ভালবাসি,
সত্যে বাঁধা প্রেমডুরী খুলিবারে নারি।
কর দূর জীবনগৌরব; সপ্তসিন্ধু,
অষ্ট কুলাচল, দিনকর, শশধর,
রুদ্র, পুরন্দর, ব্রহ্মা আদি নাহি রবে,
কালে ভেসে যাবে, জেনো কাল বলবান্।
[মুরলার প্রস্থান।

বীরেশ্বর। কাল বলবান্, প্রাণবায়ু
যাবে কালে,
এ জড় শরীর স্পন্দহীন রবে প'ড়ে!
অষ্টসিদ্ধি কি হেতু অর্জ্জন? বিসর্জ্জন
কৈশোর যৌবন কিবা হেতু? গেছে শান্তি,
আর না ফিরিবে! বন্ধুবর্গ, প্রণয়িনী,
কোমলতা, অপত্য-মমতা, দয়া, ধর্ম্ম,
মনুষ্যত্ব, কার তরে জন্মের মতন
ক'রেছি বর্জ্জন—যদি জীবন অস্থায়ী?
যাবে যাবে, দেহ ছাড়ি যাবে প্রাণবায়ু!
অনন্ত অনন্ত কালস্রোত, বিশ্বলয়—
প্রলয় নিশ্চয়, অবিদ্যার প্রলোভন,
আশার ছলনা, অষ্টসিদ্ধি প্রবঞ্চনা!

চিন্তামণির প্রবেশ

চিন্তামণি। বলি হ্যাঁ হে! তুমি নাকি বাক্‌সিদ্ধ?

বীরেশ্বর। হ্যাঁ।

চিন্তামণি। আচ্ছা, বল দেখি, ভগবান্ রূপ ধ'রে এসে দেখা দিক্, কেমন তোমার কথা থাকে!

বীরেশ্বর। অ্যাঁ!

চিন্তামণি। অ্যাঁ—কি? ঐটি বুঝি পার না? পার বুঝি, এই গাছটা জ্বালিয়ে দিতে, হাতীটে মার্‌তে, নৌকাখানা ডুবুতে? তবে তুই ছাই পারিস্!

বীরেশ্বর। কি, কি বল্‌লি?

চিন্তামণি। ইস্! অত চোখ গরম ক'র্‌ছিস কেন? মনে ক'র্‌ছিস্, আমায় এখনি মে'রে ফেল্‌তে পারিস্, না?

বীরেশ্বর। পারিই তো। জানিস্ বাঙ্গলার সিংহাসন কেন বার বার শূন্য হ'চ্ছে? আমার কোপে। যে রাজা আমায় অবজ্ঞা করে তার তখনই মৃত্যু।

চিন্তামণি। তা আমার কি?

বীরেশ্বর। তোর কি? এখনি তোরে মে'রে ফেল্‌তে পারি।

চিন্তামণি। উঃ—তবে ত তুই খুব বাহাদুর রে! আগুনে, জলে, তলোয়ারে, রোগে, সাপে, বাঘে, ভালুকে—কত নাম ক'র্‌বো বল্—কিসে না মরি? তোর এই জারি, যে, তুই কেউটে সাপটি। কারুকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখ্ দেখি, তবে তোর বাহাদুরী বুঝি! হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেটি হবার যো নেই চাঁদ, বাক্‌সিদ্ধই হও, আর অষ্টসিদ্ধই হও!

বীরেশ্বর। তুমি কে?

চিন্তামণি। আমি যে হই, তুই কি ক'র্‌লি বল্ দেখি? সিদ্ধিরস্তু কি ছাই নিলি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, ভগবান্ কোথা একবার খুঁজ্‌লিনি? দূর হোক, তোর কাছে থাক্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না, তুই বেরসিক!

বীরেশ্বর। ম'শায় যাবেন না, একটা কথা শুনুন।

চিন্তামণি। ছাই-পাঁশ কি কথা শুন্‌বো বল্? একটা কথার মতন কথা কইতে পারিস্, বাপধন! দুটো ঈশ্বরীয় কথা কইতে পার ত' প্রাণ ভ'রে শুনি।

বীরেশ্বর। তুমি শিখিয়ে দাও, আমি জানিনে।

চিন্তামণি। শেখ্‌বার সাধ হ'লেই শিখ্‌বে।

বীরেশ্বর। আমি কে জানেন?

চিন্তামণি। যে হও না কেন, চাঁদামামা সবারই মামা—ঈশ্বর সবারই ঈশ্বর; তোমারও, আমারও।

বীরেশ্বর। আমি ব্রহ্মদৈত্য, প্রেত, ভূত।

চিন্তামণি। ভূতনাথ আশ্রয় দেবেন।

বীরেশ্বর। শুন পরিচয়, জন্ম মম ব্রাহ্মণের
ঘরে, কিন্তু অবিদ্যার বরে, করিলাম
অবিদ্যা অর্চ্চনা—ধনজন প্রতিষ্ঠার
নিয়ত কামনা মম। বাসনা-সাগর
উথলিল বালক-হৃদয়ে; বাসনার
মোহবশে, বালক-বয়সে ব্রহ্মচর্য্য
আচরণ—কামের দমন আকিঞ্চন
নহে—অবিরাম কামতৃপ্তি অভিলাষ।

নিত্য যোগ-যাগ, দেব-অনুরাগ, অষ্ট-
সিদ্ধি আশা জাগে মনে মনে; শবাসনে
বসিয়ে শ্মশানে, ধ্যানে মগ্ন কাপালিক,
আসব-সেবনপাত্র শবের কপাল;
নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা, সতীত্ব-ভঞ্জন,
প্রবল ইন্দ্রিয়বলে নির্ভীক হৃদয়;
পরম আরাধ্যা ত্যজি মহাবিদ্যা দাস
অবিদ্যার, ঘুচিবে কি দাসত্ব-শৃঙ্খল?

চিন্তামণি। অভিমান কর পরিহার, চূর্ণ কর
বল অবিদ্যার! জেনো সার, অহঙ্কার
নরক দুস্তর। শক্তি কার? মূলাধার
ভগবান্—শক্তির আকর, ভাবে মুগ্ধ
নর শক্তিধর আপনারে। জলধরে
বর্ষে বারিধারা, চলে প্রণালী বহিয়ে
জল, জল নহে প্রণালীর—জেনো স্থির,
শক্তি সেই মত। অনিবার্য্য, ফলে কার্য্য
ঈশ্বর-ইচ্ছায়, হয় মানবনিচয়
ফলভোগী তায় কর্ত্তাজ্ঞানে আপনায়।
'অহম্ অহম্' ত্যজ বিচক্ষণ জপ
'তুঁহু তুঁহু' 'নাহম্ নাহম্'! পাশমুক্ত
হবে, হৃদ্‌পদ্মে বসিবেন শান্তিদেবী।
আ মলো! লোকশিক্ষা দিতে এসেছ, অহঙ্কার ছেড়েছ! দেখছো ভাই, অহঙ্কারের ফের? ওকি ছাড়ে! 'নাহম্ নাহম্—তুঁহু তুঁহু তুঁহু তুঁহু।'

[চিন্তামণির প্রস্থান।

বীরেশ্বর। গুরুদেব! গুরুদেব! অধমকে পায়ে ঠেলে কোথায় যান?

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নবাবের বাগান

কালাপাহাড়, ইমান, দোলেনা, চঞ্চলা

কালা। তুমি কি দেখ্‌ছ?
ইমান। তোমায় দেখ্‌ছি।
কালা। আমায় কি দেখ্‌ছ?
ইমান। জানি না।
কালা। তোমার কি হ'য়েছে?
ইমান। জানি না।
কালা। তুমি এমন হ'য়েছ কেন?
ইমান। কি হ'য়েছি বল দেখি?
কালা। শুন্‌তে পাই, তুমি দিন রাত্রি কি ভাব, কারুর সঙ্গে কথা কও না।
ইমান। এই যে তোমার সঙ্গে কথা ক'চ্ছি।
কালা। তুমি কি ভয় পেয়েছিলে?
ইমান। না।
কালা। তবে যে শুনলেম—তুমি ভয় পেয়েছিলে।
ইমান। সে কি ভয়? কে জানে কি হ'য়েছিল!

কে এল, কে এল, এল, চ'লে গেল,
চকিতে মিশিল, রহিল কই।
তৃষিত আঁখিতে দেখিতে দেখিতে,
মরমে বাজিল, নীরবে সই॥
কভু অভিমান, কভু কাঁদে প্রাণ,
কেন হেন, যেন কেমন হই।
এই আছে নাই, কি যেন হারাই,
ভাবি তাই, আমি আমি ত নই॥
কে যেন কে আসে, কি যেন কি ভাষে,
আশে ভাসে মন, ডোবে নিরাশে।
চিত বিচলিত, সাধ বিমোহিত,
আঁখি সচকিত, চাহে পিয়াসে॥
মন নাহি মানে, মন নাহি জানে,
কি বেদনা তার, কি ভাবে থাকে।
ভুলেছে কি ছলে সুধালে না বলে,
যত জ্বলে—জ্বালা যতনে ঢাকে॥

কালা। পাগলিনী বুঝি বা কামিনী!
বিনোদিনী
কি কহে না জানি, ভাবশূন্য বাণী, দৃষ্টি
লক্ষ্যশূন্য, হৃদি শোকপূর্ণ, ঘূর্ণ্যমান
মতি বিচলিত! কেন মম মুখপানে
চায়, বুঝাইতে চাহে কি কথায়, ভাষে
প্রকাশিতে নারে বামা—সম্ভাষে আমারে
আপন স্বজন সম। মরি, নিরুপমা
নবীনা নলিনী, ত্রাসে হুতাশে মলিনা!
উঠেছে শিহরি ডরি ভীষণ কেশরী,
হেরি মোরে বুঝি ডর যায় দূরে, তাই
নাহি বুঝে কি দশায় রহে দিবানিশি।
আতঙ্ক-রহিত, চিত পুলকিত, তাই
কয়, নাহি ভয়। আছে কি উপায় কোন?
শোন, সুবদনি, কেন কর ডর? হের—

নহে উপবন, নাহি কেশরী হেথায়,
গৃহ তব আমোদিনি! হয়ো না মলিনা।
ইমান। ভ্রমে সদা মন উপবন মাঝে,
ঘরে তো রহে না তিল।
হেরিতে তোমায় আসিয়াছে ফিরে,
আমা সনে নাহি মিল॥
আপন হইয়ে, নহে সে আপন—
মন যে আপনহারা।
যদি মনে হয় মন রাখি বেঁধে—
দু'নয়নে বহে ধারা॥
সাধে বাদ সাধে, বিষাদের সাধ,
এ সাধ বুঝিতে নারি।
অবিরত হৃদে খেলিছে লহরী,
উথলে সাগর-বারি॥
দিন ব'য়ে গেল, সহিল সকলি,
দূরে মৃগতৃষা আশা।
যাই বারি-আশে, বারি নাহি হেরি,
আশায় সহি পিয়াসা॥
কালা। এ কি অভিনব ভাষা! ভাসিছে হৃদয়,
উন্মাদিনী-ভাষে আজি! হেরিয়ে বয়ান—
কোথা বাজে তান, প্রাণ অভিমান-হারা।
এ কি অভিনব জীবনের ধারা! আজি
মন চায় অনিমিষে হেরিতে বালায়!
ঘৃণায় কখন হেরি নাই ললনায়,
অবহেলা ক'রেছি মাতায়; কর্ণপাত
করি নাই পিতার কথায়; নারী প্রতি
সদা হীনবোধ, উপরোধ মানি নাই
কভু কার, করি নাই উদ্বাহ স্বীকার—
প্রতিশোধ বুঝি তার এত দিনে। হেরি
ললনার কটাক্ষ কুটিল—টল টল
পদ্মপত্র জল, বিচলিত অবিচল
চিত! নহে কদাচিৎ রহিতে উচিত
এই স্থানে, অঙ্গনার অব্যর্থ সন্ধান।
[কালাপাহাড়ের প্রস্থান।
ইমান। কি হলো, স্বজনি! গুণমণি গেল চ'লে,
আর না আসিবে, আর না বসিবে, সই,
মধুর সম্ভাষে আর না তুষিবে! হায়,
তৃষিত নয়ন মন-বিনোদন ছবি
আর কি হেরিবে! গেল, সকলি ফুরাল!
চঞ্চলা। প্রেমকাঙালিনি, ভেব না স্বজনি! গুণ-
মণি বাঁধা দেছে! গেছে, প'রেছে শৃঙ্খল
পায়; গেছে—যাক চলে, প্রেম-ডুরীবলে
টানিয়ে আনিবি ধনি! দূরে চ'লে
যাবে, শৃঙ্খল বাড়িবে, সাধের বন্ধন
খুলিতে নারিবে। দেখেছি, লো সুলোচনে,
দেখেছি যতনে, তোর রূপের মাধুরী
পশিয়াছে হৃদয়-কমলে! নিরমল
ছবি নিরমল প্রাণে আদরে ধ'রেছে,
ফুলশর পেয়ে অবসর ফুলশরে
বিঁধেছে কঠিন হিয়া; দারুণ জ্বালায়
লোটাইবে পায়, প্রেমসুধা আশে আসি।
ইমান। সুভাষিণি, কেমনে জানিলে? কই, সই,
মন তো না মানে প্রাণধনে পাব পুনঃ
পরশিব, সাধ পুরাইব, আঁখি ভরি
হেরিব বিনোদ ঠাম। চিত বিমোহন
মধুর বচন শুনি তৃষিত শ্রবণ
পিয়াসা মিটাবে। মিছে আশা কেন দেহ,
হারায়ে রতন কেবা পুন পায় ফিরে!
চঞ্চলা। দিয়ে প্রেমে প্রাণ বিসৰ্জ্জন, পরে মন
করি সমর্পণ, পরবশে, পর প্রেম-রসে
মজে, যত্নে প্রেম ধরি হৃদিমাঝে, প্রেমে
খুলেছে লো, খুলেছে নয়ন! বুঝেছি লো
প্রেমের লক্ষণ! প্রেমে—নয়নে বদনে
হেরিয়াছি প্রেমের প্রতিমা। গদগদ-
ভাষে, ঘন দীর্ঘশ্বাসে প্রকাশে প্রেমিক
প্রাণ। জেনো, প্রেমিকে প্রেমিক প্রাণ বোঝে।
ইমান। তুমিও কি স'য়েছ এ জ্বালা?
বল, ধনি
এ কাহিনী—সমব্যথী তোর আমি, সই!
চঞ্চলা। তোমা সম প্রেমকাঙালিনী
অভাগিনী;
জন্মাবধি পিতৃহারা, দুখিনী জননী
পালিল আদরে; কলিকা কুসুম
কাটিল বালিকা-কাল; ফুটিল যৌবন,
চিনিল নয়ন মন-বিনোদন ছবি;
প্রবল লালসা, ভোগতৃষা, দিনে দিনে
দুর্দ্দম হইল; নিত্য নূতন বিলাস,
উপবনে রঙ্গিণী সঙ্গিনী সঙ্গে খেলা,
কুসুম-চয়ন, জলকেলি, নাট নৃত্য,
বাদ্য তান, আনন্দ-তুফান—বহে দিন;
মন্দ আন্দোলিত নিরমলা প্রবাহিনী
সম; হায়, ঘটিল প্রমাদ অকস্মাৎ!
হেরিলাম, ব্রাহ্মণ-কুমার উপবনে
আসিয়াছে কুসুম-চয়নে—সুখস্বপ্ন

ভাঙ্গিল জীবনে! আঁখি পিয়িল গরল;
অন্তর জ্বরিল, প্রাণ নাহি গেল, স্মৃতি-
মাত্র আছে, ফুরায়েছে সকলি আমার।

ইমান। আহা, ভগ্নি, তুমি অনাথিনী মম সম!
কোথা তব দুখিনী জননী? চন্দ্রাননি,
কেন একাকিনী ভ্রম? সুলোচনে, সাধ
হয় মনে, সযতনে তোমারে রাখিতে
সাথে, দোঁহে বসিয়ে বিরলে, কহি কত
বিষাদকাহিনী; তুমি রবে কি ভগিনি,
জুড়াতে তাপিত প্রাণ? কহ শশিমুখি!

চঞ্চলা। তারি ধ্যানে রহি একাকিনী;
আমোদিনী
কৌমারসঙ্গিনী, বিষাদিনী দশা হেরে,
জানিল জননী ক্রমে; গোপনে যতনে
মধুর বচনে, কত বুঝাইল করি
মানা; "কেন, কেন রে যন্ত্রণা? অযতনে
কি বেদনা জান না জান না, কেন মনে
ব্রাহ্মণে দিয়েছ স্থান? কে'দে দিন যাবে
অপমান সবে, সে ত তোমার না হবে
কভু, লোকে কত কথা কবে। জন্ম তব
শূদ্রাণী-জঠরে, কেন দ্বিজবরে কর
সাধ? বাছা! সাধে বাদ সেধ না সেধ না,
ম'জো না রে, ম'জো না ম'জো না,
শুন কথা।"
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে মাতা কহিতে লাগিল,
"মনোব্যথা কহি তোরে, ব্রাহ্মণের গলে,
ছলে ভুলে দিছি মালা; কত জ্বালা সহি
কহিব কেমনে তোরে?—ত্যজি গর্ভবতী
গেছে চ'লে। পায়ে ধ'রে করিনু মিনতি
চরণে রাখিতে মোরে। নিঠুর বচন
নীরবে শুনিনু কত—'আরে রে শূদ্রাণি,
প্রণয়িনী তুই কি আমার? ফেলি রূপ-
ফাঁদে মজাইলি! ভেদাভেদ ব্রাহ্মণের
সনে নাহি তোর মনে?' পুতুলের প্রায়
চাহিয়ে রহিনু। গেল, আর না ফিরিল।
যোগ্য বরে অর্পিয়ে তোমারে পরিহরি,
এ ছার সংসার ত্যজি জ্বালা দুর্নিবার
পাসরিব বৈরাগ্য আশ্রয়ে; আমি চির-
বিষাদিনী—বেদনা দিও না মা'র প্রাণে।"
আঁখিবারি মুছিল জননী। হৃদে জাগে
মোহন মূরতি—কাঁদি কহিনু মাতায়
কুমারী রহিব, পরাধিনী কভু নাহি
হব, কত তায় সহি তিরস্কার! আসি
রঙ্গিণী সঙ্গিনী কত বুঝাইল সই!
মত্ত মন মাতঙ্গ সমান—হিতকথা
কোথা পাবে স্থান, দিন রোদনে কাটিল।
বিবাহের দিনস্থির হ'লো কত দিনে,
যোগ্য ঘর বর, বজ্র পড়িল মাথায়।
যামিনীতে একাকিনী ত্যজি জন্মভূমি
একবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইনু; ছিল
সুন্দর মূরতি প্রাণে সম্বল সংসারে।
ধাই লক্ষ্যহারা, ধ্রুবতারা স্মৃতি মাত্র
তার। কভু অর্দ্ধাশন, কভু অনশন,
ধরণী শয়ন; শীত তাপ বারিধারা,
কত সহি লতিকা যেমন; হায়, তারে
না পাইনু, কাঁদিয়ে জীবন গেল ব'য়ে!

ইমান। হিতৈষিণী তুমি লো স্বজনি!
কত কৃপা
মম প্রতি, তব ধার শুধিতে নারিব।

চঞ্চলা। কার ধার—হিতৈষিণী কে কহ
তোমার?
শত্রু তব জেনো মনে। সমুদ্র-মন্থনে,
প্রথমে অমৃত ওঠে, গরল উঠিল
পরে। জেনো, প্রেমসিন্ধু মন্থনে তেমতি,
আগে সুধা, হলাহল পরে। সে গরল,
আকণ্ঠ ক'রেছি পান! জেনো শত্রু তব,
মিত্র নহি আমি; শত্রু তব প্রণয়ীর।
প্রতিশোধ হেতু করি জীবন ধারণ—
নহে এ জীবনে নাহি প্রয়োজন আর।
[চঞ্চলার প্রস্থান।

ইমান। দোলেনা, এ কেয়া হ্যায়?

দোলেনা। ম্যায় আবি পছানা।

ইমান। দুস্‌মন!

দোলেনার গীত

নেহি কসুর তেরা, মেরি কসুর নেহি।
মুঝে ফের পড়া, ম্যায়নে কিস্‌কা কহি॥
নয়ন নেহারি, ক্যায়সে সাম্‌হারি,
পেয়ারা বিন্‌ দিল্‌ ক্যায়সে গুজারি—
দেল পাছু লিয়া, বরবাদ গিয়া,
পেয়ারা ধেওয়ায়ে রোতে রহি।
ইস্ক্‌ যাদু কিয়া, ইস্ক্‌ যাদু কিয়া,
দেল দেওয়ানা, মানা না মানা,
কই বুরা ভালা সব উস্‌কো সহি॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভগ্নোদ্যান

চিন্তামণি ও কালাপাহাড়

চিন্তা। হ্যাঁ হে, শুনতে পাই—তোমার নাম না কালাপাহাড়?

কালা। বলে।

চিন্তা। বলে না তো কি লোক সঙ্গে ক'রে নাম নিয়ে আসে? শুনতে পাই, তুমি মেয়েমানুষের কথায় কাণ পাত না—তাই কালা, আর গট্ হ'য়ে ব'সে থাক—তাই পাহাড়।

কালা। যা হোক একটা হবে।

চিন্তা। কিন্তু এবার পাহাড়ে ফাড় ধ'রেছে, না? একটু একটু জল সেঁধিয়ে পাহাড় দু'চির হয়, জান তো? তেমনি ধীরে ধীরে চোখ দিয়ে রূপ সেঁধিয়ে বুক দু'চির ক'রে ফেলে।

কালা। তুমি কে?

চিন্তা। এ প্রশ্ন তো অনেক নির্ঘণ্ট ক'রে দেখা হ'য়েছে, আমি কে, ব'ল্‌বার যো নেই।

কালা। তুমি—'পাহাড় আড় ক'রেছে', 'রূপ একটু একটু ক'রে সেঁধোয়'—এ কি কথা ব'ল্‌ছো?

চিন্তা। মনে মনে বুঝেই দেখ না, সত্যি কি মিথ্যা?

কালা। যদি সত্যি হয়, তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

চিন্তা। লক্ষণে বুঝ্‌লেম। এই যে তুমি মানুষ—কি ক'রে জান্‌লেম, লক্ষণে না?

কালা। তুমি বুঝি একটা কথা সোজায় ব'ল্‌তে জান না?

চিন্তা। সোজা কথা যদি তোমার চোখ-ওয়ালা অবিশ্বাস না বোঝে—আমি ব'ল্‌তে জান্‌বো না কেন? আমি সোজা কথাই বলি, কিন্তু তর্ক-যুক্তি না দিয়ে ব'ল্‌লে ত বুঝ্‌বে না।

কালা। কি লক্ষণে বুঝ্‌লে?

চিন্তা। একটা ছুঁড়ী ছোঁড়া সেজে তোমায় ডেকে নিয়ে গেল। তার পর তুমি ছুঁড়ীর দলে মিশ্‌লে, খানিক বাদে গোঁ হ'য়ে ফিরে এলে; ওদিকে বিচ্ছেদের গান হ'তে লাগ্‌লো, আর তুমিও এসে ধ্যানে ব'স্‌লে। এই সব লক্ষণ একত্র ক'রে বুঝ্‌লেম, বুঝি বা পাহাড়ে ফাড় ধ'রেছে।

কালা। তুমি কি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফের?

চিন্তা। তোমার 'সঙ্গে ফিরি' কথাটা কি? তুমিও রাস্তায় যাচ্ছ, আমিও রাস্তায় যাচ্ছি—দেখ্‌তে পাই, কখনও এক পথে দু'জনেই যাই। হয় তো তুমি কোথাও গেলে দেখ্‌তে পেলেম; একে যদি সঙ্গে থাকা বল, তা হ'লে তোমার সঙ্গে ফিরি; আর তা না হ'লে লোকের সঙ্গে ফির্‌বো কি ক'রতে, বল? মানুষ কি ক'রে বেড়ায় তা তো আর জান্‌তে বাকী নেই।

কালা। মানুষ কি করে—তা কি তুমি সব জান?

চিন্তা। অত চম্‌কে উঠ্‌ছো যে? এ তুমিও জান, আমিও জানি;—হয় টাকা, নয় ছুঁড়ী, আর নয় মান,—এই নিয়ে ঘুর্‌ছি।

কালা। আর কিছুই করে না?

চিন্তা। আর যাই করুক—ঐ তিনেরই ডালপালা। কারুর কোন জায়গায় কেউ হানি ক'রেছে, তাই রেগেছেন। কারুর যে মাগীটের কাছে আছেন,—তার ছেলেটা ম'রেছে, তাই কাঁদ্‌ছেন। কেউ মনে মনে দুশো লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে ভাবছেন—ঐ পদটা নিতে হবে। আর কেউ লক্ষ মিথ্যার ভাণ ক'রে ব'সে আছেন—মনে মনে টাঁক ক'রে আছেন যে, লোকে তাকে পরম ধার্ম্মিক ব'ল্‌বে।

কালা। তোমার তো বড় অশুদ্ধ মন হে?

চিন্তা। তা আমি কি ক'র্‌বো, আমি তো আর মন গড়ি নি।

কালা। মানুষ কি কেবল স্বার্থ নিয়েই ঘোরে?

চিন্তা। এই তো দেখ্‌তে পাই।

কালা। নিঃস্বার্থ কাজ করে, এ কথা তুমি বোঝ না?

চিন্তা। একটু থোড়াই বুঝি। এ কথাতো বোঝ, যে যা বোঝে, তা আপনার মন দিয়েই বোঝে। নিঃস্বার্থ তো দয়া, পরের উপকার, এই তো?

কালা। হ্যাঁ, এ সব কি তুমি মান না?

চিন্তা। মান্‌বো না কেন? শোন না, তাই তো ব'ল্‌ছি! আমার তো দয়া আছে, দয়া ক'রে যদি কখনও কারুকে কিছু দিই তো মনে হয়, যদি একটা মেলা হ'তো তো লোক জড় হ'য়ে দেখ্‌তো! কারুকে কিছু লুকিয়ে দিলে মনে হয়, আমি তো লুকিয়ে দিচ্ছি, আর পাঁচজনে দেখ্‌লে তো তাদের চ'খে আগুন লাগতো না! তার পর কোন আত্মীয়-বন্ধুকে গোপনে ডেকে বলা আছে, অমুক লোকটা এসেছিল—তাকে কিছু দিলেম. বড় দুঃখে পড়েছিল, তাই দিলেম। যদি কখনও কারুর উপকার করি, আর সে যদি জন্মের মত আমার গোলাম না হয়, অম্‌নি রাগের সীমা-পরিসীমা থাকে না, বলি—'বেইমান, সয়তান, অকৃতজ্ঞ'! লোক দেখাতে দিলেম, সেটাই বা নিঃস্বার্থ কি হ'লো? আর উপকার ক'রে কৃতজ্ঞতা পিত্তেশ ক'রে রইলেম, সে-ই বা নিঃস্বার্থ কি হলো?

কালা। তুমি এম্‌নি?

চিন্তামণি। আর কেন বল ভাই! মনের কথা আর কেন জিজ্ঞেস ক'চ্ছো! তোমায় ব'ল্‌বো কি, একদিন সমস্ত রাত ভগবানের ধ্যান ক'র্‌লেম, কত প্রাণ ব্যাকুল হ'লো, ভক্তিতে চোখ দিয়ে জল বের হ'লো, এ সব তো তখন হলো। ধ্যান ছেড়েই মনে হ'লো—হায় হায়, ভোর রাত্রি ব'সে ধ্যান ক'র্‌লেম, দর্‌ দর্‌ ক'রে চোক দিয়ে জল বের ক'র্‌লেম, কেউ দেখ্‌লে না! সেই দিন থেকে মনকে বুঝে নিয়েছি যে, আগুন না সেঁধুলে কয়লার ময়লা ছোটে না!

কালা। তুমি কি কর?

চিন্তামণি। চুপ ক'রে ব'সে মন ব্যাটাকে দেখি! খালি ব্যাটা ফাঁকি দেবার চেষ্টায় ফির্‌ছে! কেন যে, তা মনের কথা মনই বোঝে না, ব'ল্‌বে কি! বলে ব্যাটা সুখের জন্যে ঘুরি, আর সৃষ্টির অসুখের কাজেই ঘোরে।

কালা। তুমি জ্ঞানী।

চিন্তামণি। বা রে আমি! আবার বা রে তুমি!

কালা। কেন, আমি কি?

চিন্তামণি। তুমিও জ্ঞানী। মন অসুখের কাজে ফেরে—এই কথা জানার নাম যদি জ্ঞান হয়, তা হ'লে দুনিয়ার সবাই জ্ঞানী। কিন্তু দেখেছ মনের ফাঁকি, জেনে শুনে সেই অসুখের কাজই করে! একবার যদি চোখওলা অবিশ্বাস দিয়ে দেখ, তা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, মানুষ কত বড় হুঁসিয়ার। অসুখ খুঁজ্‌ছেন—আবার অসুখের নামেই শেওরাচ্ছেন!

কালা। অসুখ খুঁজ্‌ছে কি রকম?

চিন্তামণি। অষ্ট প্রহর ব'ল্‌ছে—'ভারি অসুখ, আর পারিনে',—আবার সেই কাজই ক'র্‌ছে। একটা লোক ছিল, সে সৃষ্টির ফেলা হাঁড়ী ভেঙ্গে বেড়াতো, আর ব'ল্‌তো—'পারি নি'।—লোকে তার নাম দিয়েছিল পাগল। যাঁরা পাগল বল্‌তেন, তাঁরাও বুঝ্‌তেন না যে, তাঁরাও ফেলা হাঁড়ী ভেঙ্গে বেড়াচ্ছেন। আমায় যদি কেউ পাগল বলে, আমি বলি—'তুই পাগল'।

কালা। তুমি কখনও বে ক'রেছিলে?

চিন্তামণি। না।

কালা। কেন?

চিন্তামণি। দেখ, আমার এক ভাই ছিল। ছেলেবেলা একদিন দেখি যে, আমাদের বড়বৌ তাঁর গলায় কাপড় দিয়ে ধ'রেছে। দাদা জোরে পারে, কিন্তু জুজুটীর মত হ'য়ে র'য়েছে। আমি চুপি চুপি এসে মাকে ব'ল্লেম।

কালা। চুপি চুপি ব'ল্‌লে কেন?

চিন্তামণি। কে জানে কেমন লজ্জার কথা মনে হ'লো।

কালা। আর মাকে ব'ল্‌তে লজ্জা হ'লো না?

চিন্তামণি। কি, মাকে লজ্জা! যার কোলে দিগম্বর হ'য়ে শুয়ে অমৃত পান ক'রেছি. যে অভয়কোলে যমের ভয় থাকে না, যে নামে রণে বনে সঙ্কটে সাহস বাড়ে, যাকে ভুলে ঘৃণিত লজ্জিত কুৎসিৎ কাজ শিখেছি—সেই মাকে বালকবয়সে লজ্জা ক'র্‌বো? যার মনে পাপ সেঁধিয়েছে, সে লজ্জা করুক, আমি মাকে ডাকি—আমার নিষ্পাপ শরীর।

কালা। সত্য, তোমার নিষ্পাপ শরীর, তুমি সুখী।

চিন্তামণি। তুমি কেন সুখী হও না?

কালা। কি ক'রে সুখী হব! মন সুখী হ'তে দেয় কই?

চিন্তামণি। তবে মনের ধান্দায় ফের কেন? ও বেটা যা করে করুক না কেন, তুমি ঠিক হ'য়ে ব'সে থাক আর মজা দেখ। একবার যদি মন বুঝতে পারে যে, এ আর আমার সঙ্গে ফিরবে না, অমনি গোলাম হ'লো। মনকে যা ক'রতে ব'লবে, ক'রবে—ঠিক রাশ মেনে চ'লবে।

কালা। আচ্ছা, তুমি বে ক'রলে না কেন, বল দেখি শুনি? চুপি চুপি গিয়ে ত তোমার মাকে ব'ললে।

চিন্তামণি। হাঁ, ব'ললেম বৈ কি। তা বল্লে যে, তোরও বৌ হ'লে তোরও গলায় কাপড় দেবে। আমি ভাবটা বুঝে নিলেম যে, এ কাজের এই রকম, আর ও পথে চলি!

কালা। আচ্ছা, রমণীর কটাক্ষ কি কখনও তোমায় বিম্ধ করে নি?

চিন্তামণি। বড় জোর ক'রে ফোটাতে পারে নি, অমনি ভাসা ভাসা গিয়েছে। একে তো বেটীদের ভয়ে ভয়ে স'রে বেড়াতেম, ভাবতেম, কোন্ দিন গলায় কাপড় দেবে। তার পর ভাবতেম, বেটীদের জোর কিসের? ঠাউরে দেখ্‌লেম, এক ফোঁটা রূপের। আমি মজা পেলেম আর কি! মনে মনে ঠাউরে দেখ্‌লেম যে রোসো, যার খুব রূপ, তাকে নেব। গুরু ব'ললেন, খুব রূপ এক ভগবানের! এই সুন্দর-সাগরে ভাস্‌লেম আর কি! ছটাকে রূপ আর নজরে এলো না! কিন্তু এখনও ব'লছি, আমার গা-ছম্‌ছমানি ঘোচেনি।

কালা। কেন?

চিন্তামণি। আরে বোঝ না, বেটী আর রূপ পেয়েছে কোথা? ও রূপ তো তাঁরই—ঈশ্বরের। ঐ ছটাকে রূপ তো জগৎ মজিয়ে রেখেছে,—কাজ কি ওধার দিয়ে চ'লে? কেউ কাছে এলে, রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে, ডুব দিয়ে ব'সে থাকি।

কালা। এ কে! এ বালক নয়, পাগল নয়, মূর্খ নয়, পণ্ডিত নয়, এ কে এ? কি ভাবে থাকে?

দুই জন বরকন্দাজের প্রবেশ

১ বর। আরে তেরা এলেম নেই, তুসে বাতই নেই হোতা! চোর কোন্? ও বড়া আদ্‌মিকা লেড়কা। চোর ঐ—যিস্‌কা লেঙ্গা বদন।

২ বর। তু সমঝ্‌দার হোয় তো তুসে বনে, কেয়া চুরি হুয়া তোম্ জান্‌তে হো?

১ বর। তু জান্‌লেওয়ালা হোয়, তু জান্। চোট্টেসে মেরা কাম, চোট্টা পাক্‌ড়ে।

২ বর। আরে শুন্! নবাবকা বেটীকা ঘরমে চুরি—চোট্টা কি দৌলৎকা ওয়াস্তে গিয়া? চোট্টা ইজ্জত লেনে গিয়া। চোর যো খাড়া হ্যায়্।

১ বর। মেরা চোর যো বৈঠা হ্যায়্।

২ বর। ভালা, তেরা চোর তু পাকড়ো, মেরা চোর মেই পাক্‌ড়ে।

১ বর। ঐ আচ্ছা।

২ বর। আরে চোর ভাগা।

১ বর। বড়া আদ্‌মিকা লেড়্‌কা, তেরা ওয়াস্তে খাড়া রহেগা? তেরা চোর তু পাক্‌ড়ো।

২ বর। আরে উস্কো হাম্ পাকড়্‌নে সেকেঙ্গে নেই, ও বহুৎ জোয়ান হ্যায়।

১ বর। দেখো, খুসী তেরা। আরে ওঠ্, চল্, ধ্যানমে বৈঠে হ্যায়!

চিন্তামণি। চল।

১ বর। তোম্ চোট্টা হ্যায়।

চিন্তামণি। সব হ্যায়—সব হ্যায়।

১ বর। শোন্ বেঅকুব, শোন্‌লে! চল্, চল্।

[চিন্তামণিকে লইয়া প্রথম বরকন্দাজের প্রস্থান।

কালা। তোমরা ওঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

২ বর। মহারাজ, চোর আপ্‌ই হ্যায় না?

কালা। চোর কি?

২ বর। তস্‌রিফ লেকে থোড়া আইয়ে না, জাঁহাপনা আপ্‌কো সেলাম দিয়া।

কালা। কি ব'লছো?

২ বর। খোদাবন্দ্, হাম তো তাঁবেদার হ্যায় না আপ্‌কো পাকড়্‌নেকো হুকুম হ্যায়।

কালা। কেন?

২ বর। আপ্ চোর হ্যায়।

কালা। চল, ওঁকে কাথায় নিয়ে গেল?

২ বর। মেরা জোড়িদার যো হ্যায়, ও বেঅকুব হ্যায়, ওস্কো চোর সমজ্‌কে লে গিয়া।

কালা। আচ্ছা, চল চল, শীঘ্র শীঘ্র চল, ওঁকে ছেড়ে দিতে বল।

২ বর। মহারাজ, বহুত সম্‌ঝায়া, ও শুনা নেহি।

কালা। এস, শীঘ্র এস।

[কালাপাহাড়ের প্রস্থান।

২ বর। দেখ বক্স্! ওস্কা বেঅকুবি কা ওয়াস্তে দাঙ্গা হোগা, নেইতো বড়া ঠাণ্ডা চোট্টা রহা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অলিন্দ

দোলেনা, চঞ্চলা ও ইমান

চঞ্চলা। নবাবনন্দিনি, সর্ব্বনাশ ক'রেছি। তোমার প্রাণেশ্বর বন্দী, রাজরোষে বুঝি প্রাণ-দণ্ড হয়।

ইমান। কেন, কি, হ'য়েছে কি? তাঁর অপরাধ কি?

চঞ্চলা। আমি তোমার হিতৈষী হ'য়ে, ছলে ভুলিয়ে তারে এনেছিলেম; তোমার প্রতি তার অনুরাগ দেখ্‌লেম, আপনার দশা মনে হ'লো; কথা কইতে কইতে আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লো; আর ভালমন্দ বিচার ক'র্‌লেম না, সংবাদ দিলেম—শাজাদীর অন্তঃপুরে পুরুষ প্রবেশ ক'রেছিল।

ইমান। হায় হায়, এ সর্ব্বনাশ কেন কর্‌লে?

চঞ্চলা। সাধে কি বেইমান নাম ক'রেছি
ধারণ?
বুঝিতে না পারি, কিবা প্রয়োজনে ফিরি।
কভু কাঁদে প্রাণ, কভু অগ্নি দীপ্তিমান্;
কভু জ্বলি, কভু ভুলি জ্বালা—ব'য়ে যায়
উন্মাদ জীবন-স্রোত। কি ভাবে কখন্,
মেতে চলে মন, উন্মাদিনী, অনুগামী
বাসনার—রোষবশে ঘটায়েছি কাল,
বধে বা ভূপাল কোপে! মনস্তাপে জ্ব'লে
মরি, কর উপায় এ বিপদ্-সাগরে।

ইমান। হায় হায়, আমা হ'তে কি উপায় হবে,
প্রাণধন কিসে প্রাণ পাবে! হায়, কেন
ভুলাইয়ে ছলে, এনেছিলে পাপিনীর
সন্নিধানে, জেনে শুনে অকূলে ভাসালে!

চঞ্চলা। কি ফল রোদনে, কর উপায় সত্বর।
কাঁদিলে যদ্যপি হ'তো ফলোদয়, দৃঢ়
পণে বসি একাসনে ঢালিতাম আঁখি-
বারিধার—বহিত পাথার তাহে, ধনি!
সহে না বিলম্ব আর, গুণমণি কারা-
বাসে—কিবা হয় নাহি জানি, বিনোদিনি!

ইমান। যাইব পিতার কাছে, কহিব সকল
কথা। মনোব্যথা বুঝিবেন তাত, নহে
প্রাণ দিব বিসর্জ্জন শ্রীচরণে; কিবা
উপায় এ বিনা? নারী, অন্য কিবা পারি,
লাজে বাজ পড়ুক আমার! ছার লাজে
কিবা বাধে, হৃদয়ের চাঁদ কারাগারে।

দোলেনা। এ সরমের কথা নবাব শুনে আরও রাগ্‌বেন। আমি খবর নিয়ে আসি—কি হয়। তুমি তো গোস্বায় ধরিয়ে দিয়েছ?

চঞ্চলা। এখন তোমার দোস্তকে বাঁচাও।

ইমান। বল, কি ক'র্‌লে বাঁচে? বল, আমি এখনি ক'র্‌বো।

দোলেনা। জান্ কবুল কর! যার জান্ কবুল্, যার মন খাড়া, যে ইস্কুমে মাস্তানা, উস্কা ওয়াস্তে আদ্‌মিকো জান্ বাঁচানা থোড়া কাম! আইয়ে শাজাদি! রোনেকা দিন বহুত হায়্! আইয়ে, আপ্‌সে কুছ বাত হ্যায়—কুচ্ চিজ লেউঙ্গি।

ইমান। যো মাঙ্গো! মেরা জান্ লেও, ইয়ার কো জান্ বাঁচাও।

দোলেনা। নবাব তুম্‌কো যো আংগুটী দিয়া, ঐ ঠো হাম্‌কো দেও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নবাবের কক্ষ

সলিমান ও চিন্তামণি

সলিমান। তোম্ কোন্?

চিন্তা। আমি? কোন্ আমি? কাঁচা আমি, না পাকা আমি?

সলিমান। কাঁচা পাকা কেয়া?

চিন্তা। কাঁচা আমি কি জান? আমার গোঁড়ে জন্ম, বামুনদের বাড়ী; নাম কালীকৃষ্ণ,

ঘ্রে ঘ্রে বেড়াই, যা পাই তাই খাই, যেখানে কেউ কিছ্ না বলে—প'ড়ে থাকি। আর পাকা আমি কি জান? তাঁর দাস আমি, তাঁর অংশ আমি, তাঁর স্বর্প আমি! আর ব'ল্তে পার্বো না. তা হ'লে হ্ঁস থাক্বে না।

সলিমান। তুমি মোসাফের?

চিন্তা। এখন আর কিছ্ই ঠাওর পাচ্ছি নি। হারিয়ে গেছি, গ্লিয়ে গেছি। দেখ্ছি. সব সেই! তুমি দেখ দেখ. অবাক্ কারখানা!

সলিমান। কি দেখ্বো?

চিন্তা। পবন. তপন, স্থল. জল. ব্যোম, গ্রহ,
তারা. চন্দ্র. নেহার ব্রহ্মাণ্ড. সেই সেই—
বহ্র্পে! ঊর্ধ্ব নিম্ন প্র্ণ, প্র্ণ বিভু
সনাতন! লীলাময়ী প্রকৃতি চঞ্চলা—
অনন্ত অনন্ত বিম্ব অনন্তসাগরে!
অহং-জ্ঞান-বাষ্পে বিস্ফারিত হয়ে যায়
অবিরত! সলিলত্ব ভোলে, ফিরে যেন
স্বতন্ত্র সকলে—ক্ষণ ভঙ্গ, ক্ষণ রঙ্গ,
এ প্রসঙ্গ কেবা জানে! উন্মত্ত বিহনে.
মত্ততা কেমনে অন্য জনে অন্মানে
করিবে নির্ণয়! মত্ত রহে মত্ত নিজ
ধ্যানে। নাহি বাক্ তার, নির্ব্বাক্
অবাক্!
সাগরে লবণ মিলি সাগরের জল।

সলিমান। মোসাফের! তুমি কি বল, আমি ব্ঝতে পারি নি।

চিন্তা। ব্ঝবে কি ক'রে, ভাই! বোঝ্-বার যো নেই। ন্নের প্তুল জলে নাম্লেই গ'লে যায়। মনের ভিরকুটী. ব্ঝেছ কি না? তোমার আমার কাছে ফক্ ফক্ করে, এদিক্ ওদিক্ ঘ্রে বেড়ায়. চালাকি ক'রে বেড়ায়। আমি কত ফ্স্লে ফাস্লে. একদিন জিজ্ঞেস ক'রেছিলেম—'বলি মন. তুই ত কত জায়গায় বেড়াস্, ব'ল্তে পারিস্. এ সব কি?' তা ভাই, তুমিও যেমন! হ্ঁ, ম্রোদ ভারি!

সলিমান। কেয়া? কেয়া?

চিন্তা। আর কেয়া! খানিক ব্দ্ধি নিয়ে নাড়াচাড়া ক'র্লে, তার পর আর সাত চড়ে কথা কয় কে! আমি সেই দিন থেকে মনের কেরামতি ব্ঝ্লেম। এখন যদি কোন কথা ব'ল্তে এসে, যে অম্ক অম্ক ক'রেছে, অম্ক তম্ক ক'রেছে. অম্ক হ'লে অম্ক হয়, আমি ব'সে ব'সে হাসি, বলি, 'বক্ পাগ্লা ব্যাটা!' খোদাকে জান্লিনে তো জান্লি কি? মনের গ্ণের ভেতরে এই যে, বোঝাতে বোঝাতে একদিনে না হোক্, বোঝ মানে। কিন্তু বিশ্বাস নাই. একট্ নোল্‌কাছি দিয়েছ তো যে অব্ঝ, সেই অব্ঝ!

সলিমান। বাবা! আমি বহ্ত গ্ণা ক'রেছি. তোমায় পাক্ড়ে এনেছি।

চিন্তা। আরে, ছি ছি ছি! তুই এখনও ব্ঝিস্নে বটে! তাই বল! আপনা আপনি কর্ত্তা হ'য়ে ব'সেছিস্. এ ক'র্ছিস্. সে ক'রছিস্! তুই আমার কি ক'র্বি! কিছ্ না. যা যা. তুই যা।

সলিমান। তুমি আস্বে?

চিন্তা। কি ক'র্তে যাব, এইখানেই থাকি না।

সলিমান। আপ্‌কা যেসা মর্জী! (রক্ষক-গণের প্রতি) দেখো হ্ঁসিয়ার! কোই কুছ্ মোসোফেরকো মৎ বোলো. উন্‌কা যেসা খ্সী কর্নে দেও। (চিন্তামণির প্রতি) আপ্‌কা তাঁবেদার হাম যাতা হ্যায়।

[সলিমানের প্রস্থান।

১ রক্ষী। মহারাজজি! আপ্‌কা কেয়া হ্কুম?

চিন্তা। এই দেখ, পাগল না কি! আমার আবার হ্কুম কি রে?

১ রক্ষী। নেহি, নেহি. যেসা আপ্‌কা খ্সী।

[প্রস্থান।

দোলেনার প্রবেশ

দোলেনা। ফকীর, ফকীর! শ্ন্লেম, তুমি সাধ্।

চিন্তা। শ্নেছ, বেশ ক'রেছ!

দোলেনা। ফকীর! তুমি কৃপা ক'রে দ্'জনের প্রাণ রক্ষা কর।

চিন্তা। বেশ।

দোলেনা। তবে শীঘ্র উপায় কর—কে জানে কখন্ জাঁহাপনা বন্দীর প্রাণবধ ক'র্বেন।

চিন্তা। তোমার জাঁহাপনার সাধ্যি নেই যে, কার্কে বধ করে।

দোলেনা। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, জাঁহাপনা বড় রেগেছেন।

চিন্তা। রেগে থাকেন, ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবেন।

দোলেনা। ফকীর, কি হবে! বন্দী কেমন ক'রে উদ্ধার হবে!

চিন্তা। তুই খেপেছিস্‌! কে মারে কে রাখে?

দোলেনা। তুমি জান না, জাঁহাপনা ক্রোধে দয়াশূন্য হন, তিনি বধ ক'র্‌বেনই।

চিন্তা। আমি জানি নি? তুই জানিস্‌নে। চল, দেখ্‌বি চল্‌। যদি খোদা রাখে, তা হ'লে কে মারে!

দোলেনা। খোদা কি রাখ্‌বেন?

চিন্তা। চল্‌ না দেখ্‌বি, খোদা কি করেন।

দোলেনা। তবে চল চল, শীঘ্র চল।

চিন্তা। চল্‌, দেখ্‌বি চল্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

জেলদারোগা ও ফেরেব খাঁর প্রবেশ

জেল-দা। আরে জেলদারোগা! জেল-দারোগা কাম্‌ড়া ছ্যাড়ে দ্যাব।

ফেরেব। ওয়াজব্‌! ওয়াজব্‌!

জেল-দা। আরে দ্যাহনা, কয়েদী আন্‌বে আর ছ্যাড়ে দ্যাবার হুকুম হবে। উ সুমুন্দীর কয়েদী আমারে ভাঁড়িয়ে এল!

ফেরেব। ওয়াজব্‌, ওয়াজব্‌!

জেল-দা। উ সুমুন্দীরে মুই তিন দিন কয়েদখানায় রাখ্‌তি পেতাম, তা দেখায়ে দেতাম, নয় তো বল্‌ছি হারাম!

ফেরেব। ওয়া! ওয়া!

জেল-দা। সুমুন্দীরে ধানে-চালে না খাওয়াতেম ত মুই খেতাম।

ফেরেব। কেয়া বাত!

জেল-দা। সুমুন্দীরে পাণি দেতাম ত মুই হারামের লো খেতাম!

ফেরেব। তারিফ! তারিফ!

জেল-দা। সুমুন্দী ক্যাট্‌ম্যাটিয়ে চাইতে থাহে, চখি বালি তুলি দিতে পাত্তাম তা দেখ্‌তাম, কেমন সুমুন্দী মুই!

ফেরেব। তোফা! তোফা!

জেল-দা। সুমুন্দী হাস্‌তে থাহে—সুমুন্দী যেন আমার বুনির জামাই!

ফেরেব। বেশক্‌! বেশক্‌!

জেল-দা। সুমুন্দী না হ্যাঁদু না মুসলমান! সুমুন্দী আম বল্‌তি থাহে, আর আল্লা বল্‌তি থাহে! সুমুন্দী ধাড়ী জুয়াচোর, উয়ারি যদি না আমি চিনে থাহি তা মুই সয়তান!

ফেরেব। বেহেতর! বেহেতর!

জেল-দা। আর লবাবের কি হুকুম হলো শুনেছিস্‌? ওর সাথি মোর নানির সাদি দিতি পাত্তাম!

ফেরেব। ওয়াজব্‌! ওয়াজব্‌!

জেল-দা। সুমুন্দীরে ভালমানুষ বল্‌ছো? এই দ্যাহ, কনি চলি গেছে। ও তোমার বাপের বিয়ে দেহাতি পারে!

ফেরেব। ক্যা কহেনা! ক্যা কহেনা!

প্রথম বরকন্দাজের পুনঃ প্রবেশ

১ বর। দারোগা সাহেব! কোন্‌ঠো চোর হুয়া?

জেল-দা। চোর হয়েছে মোর চাচা!

ফেরেব। ওয়াজব্‌! ওয়াজব্‌!

১ বর। শুন্‌তা হাম্‌ যিস্‌কো পাক্‌ড়া উস্‌কো ছুটি হুয়া, তব তো মেরা বড়া ফের পড়ে গা!

জেল-দা। শুন্‌ছো, এ ভাল মানুষের ছেলেডারে মজাইছে।

১ বর। দেখিয়ে সাহেব! হাম্‌ বক্‌সিস কা ওয়াস্তে জান্‌ কবুল কর্‌কে চোর পাকড়া, বদ্‌ বক্ত!

জেল-দা। আর শুন্‌বার চাহি নি বাই! শুন্‌বার চাহি নি, ছাতি ফাটি যাতি থাহে!

১ বর। দেখিয়ে সাহেব! কোই সুরৎসে চোট্টা বনে তো চোট্টা বানায় লিজিয়ে।

জেল-দা। হ্যাদে পারি নে? কোন্‌ তুমও না পার? জেলের কাম কর্‌তিছি, চোর বানাবার আর জানি নি, না, তুমি পাহারার কাম কর্‌তিছ, তুমিও জান না? তা কেডা এৎবার কর্‌বে?

১ বর। ওঃ, চোট্টা হোকে চোট্টা নেহি হুয়া!

জেল-দা। তা কি কর্‌বা? মোদের কি তুমি সুখী আছি দ্যাখ্‌তিছ? মোদেরও ছাতি ফাট্‌তিছে।

ফেরেব। ওয়া! ওয়া!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কারাগার

ইমান ও কালাপাহাড়

ইমান। শুন, দ্বিজোত্তম! কি কারণ কারাবাস
সাধ? হবে কবে জীবনসংশয় নৃপ-
কোপে, এ ভীষণ স্থান না ত্যজিলে। কেন
স্বেচ্ছায় জীবন কর দান? বাক্য ধর,
পর এই অঙ্গুরী আমার—যথা যাবে,
কেহ না রোধিবে। যাও তুমি নিজ স্থানে,
কারাগার মুক্তদ্বার অঙ্গুরী-প্রভাবে।

কালা। তমাচ্ছন্ন নিবিড় যামিনী, একাকিনী
কে রমণী পশিয়াছ কারাগারে? ঘোর
অন্ধকারে বদন চন্দ্রমা নাহি হেরি.
কিন্তু মধুস্বরে অনুমান করি, দেখা
হে সুন্দরি, তোমা সনে উপবনে! কহ,
কেমনে ভীষণ স্থানে এসেছ, ললনে?
দিও না বেদনা, একে অশেষ যন্ত্রণা
কারাবাসে, দিও না বেদনা—মোর হেতু
সংকটে পড়িবে। কহ অঙ্গুরী-প্রভাব
কিবা, কেবা দিয়েছে তোমারে? বন্দী আমি
কে দিল সংবাদ? গৃহে ফিরে যাও, বালা!
মোর তরে হ'য়ো না উতলা। নহি দোষী,
সুবিচার প্রচার ভুবনে নবাবের—
কিবা ভয়, কারামুক্ত হইব নিশ্চয়।

ইমান। নবাবে জান না তুমি। গুপ্তচরে শত্রু
বলি দেছে পরিচয়, অসংশয় হবে
প্রাণনাশ। গুপ্ত অসি করিবে নিপাত,
রক্তপাত কেহ না হেরিবে। রাজদ্রোহী
অপবাদ তব, নাহি প্রকাশ্য বিচার—
গোপনে সন্ধান, কারাবন্ধ সঙ্গোপনে,
গোপনে সংহার। নাহি নিস্তার কাহার,
রাজদ্রোহী অপরাধ যার। গুপ্তচরে
নৃপতির সন্নিধানে করিবে প্রমাণ।

কালা। এ তত্ত্ব কেমনে কহ তুমি অবগত?

ইমান। নৃপতিনন্দিনী মম কৌমার-সঙ্গিনী,
উপবনবাসে নিত্য আসে স্নেহবশে
মোরে দেখিবারে; তাই কথায় কথায়
শুনিনু কাহিনী। অঙ্গ শিহরিল, হৃদি
আতঙ্কে কাঁপিল, মন বুঝিল নৃপতি-
বালা,—দিল অঙ্গুরী আমায়, মুক্তদ্বার
কারাগার যায়। যাও, পোহায় যামিনী।

কালা। যাব আমি অঙ্গুরী-প্রভাবে, তুমি বন্দী
রবে, কেন হেন অনুচিত বাণী কহ।
যাও, ফিরে যাও, মম সম অকর্ম্মণ্য
জন ধরে অগণন ধরা—লক্ষ্যহারা
ভ্রমিছে সংসারে, তার জীবনে মরণে
কিবা ডর? কত তুমি স'য়েছ, সুন্দরি!
মরি যদি মনে মনে রবে, তব ঋণ
জন্মজন্মান্তরে পরিশোধ নাহি হবে।

ইমান। সবে না, রবে না প্রাণ দেহে; সহি, আর
কত সহে। ধরি পায়, রাখ হে মিনতি,
বধো না অবলা বালা। নয়নরঞ্জন
তোমার বদন—তাই নয়নের সাধ;
মনোহর তব কণ্ঠস্বর—সচকিত
আশায় শ্রবণ; হৃদি উন্মাদিনী নাচে
তরঙ্গিণী—তব ভাবে ভাবের হিল্লোলে।
কারে কহ ফিরে যেতে? কেমনে যাইব
শূন্যপ্রাণে? জড়দেহ ফিরিতে কি পারে!

কালা। সুধাময়ি! সুধামাখা কথায় তোমার,
তৃপ্ত সন্তাপিত প্রাণ। কঠিন নয়ন
মম কভু না বরষে বারি, আজি আঁখি
নিবারিতে নারি; হের উথলি অন্তর
বহে আঁখিপথে ধারা। সংকটমাঝারে
ত্যজিব তোমারে—হেন জীবনের ভার
মৃত্তিকার দেহে কত সবে? নৃপকোপে
তব প্রাণ যাবে, আমি যাব পলাইয়ে?
হেন আশা ভরসা জীবনে নাহি মম,
চন্দ্রাননে! নাহি বহি সুখের জীবন;
বাড়ায়ো না, যন্ত্রণা স'য়েছি আজীবন:
কিন্তু শুন কথা—ফিরে যদি যাও, করি
পণ দেখা হবে পুন তব সনে। নহি
হীন আমি, ব্রহ্ম-অংশে ব্রাহ্মণকুমার!
হৃদয় আমার বেগভরে বারে বারে
কহিছে আমারে, 'তোরে কে নাশিতে পারে!'
দেখাব প্রতাপ, বীরদাপে কম্পমানা
মেদিনী হইবে. কভু যবনে নারিবে
বধিতে ব্রাহ্মণ-সুতে। যাও, গুণবতি!

নহে প্রাণ ত্যজিব এ বন্দিগৃহে। জেনো
স্থির, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কভু না করে ব্রাহ্মণ।
ইমান। যাবে না নিশ্চয় তবে?
যাই, রেখো কথা,
দেখা যেন হয়; রব তোমার আশায়
দেখা দিও ত্বরা,—নাহি জানি, কত দিন
বুঝাতে পারিব প্রাণে রহিতে এ দেহে।
[ইমানের প্রস্থান।

কালা। কোথা শক্তি, এস এস ভাঙ্গ এ পিঞ্জর!
শুনি মুক্তিদাত্রী তুমি, মুক্তিদান কর
ব্রাহ্মণেরে! শক্তি, তুমি প্রত্যক্ষ ভুবনে
বিরাজিত, বিদ্যমান অন্তরে অন্তরে
নেহারি তোমারে! আজীবন করিয়াছি
তব উপাসনা, এ সঙ্কটে প্রবঞ্চনা
করো না করো না! দেহ বল, এ শৃঙ্খল
হোক দূর—করি চূর কঠিন পিঞ্জর!
জড় বা চেতন অন্বেষণ প্রয়োজন
নাহি—হও যেবা তুমি, ব্যাপিত আকাশ-
ভূমি, কিবা পুরুষ-প্রকৃতি, নিরাকার
অথবা সাকার, আকর্ষণ করি ব্রহ্ম-
তেজে, ত্বরা দেহ তেজ, তেজের আকর!

দোলেনা ও চিন্তামণির প্রবেশ

কে তুমি?

চিন্তা। তোমার যে দেখ্‌তে পাই—ঐ একই ধুয়া!

কালা। আপনি হেথায় কেন?

চিন্তা। কি জানি, কি কাজ আছে! তার কাজ সে ক'র্‌ছে, আমি কি ক'রে জান্‌বো, বল?

কালা। আপনিও বন্দী হ'য়েছিলেন?

চিন্তা। হ'য়েছিলেম কি, এখনও কাদার গাঁথুনির ভেতর র'য়েছি—আটটা শিক্‌লি বাঁধা! আবার মজা জান? ভয় হয়, পাছে এ কাদার ঘর ভেঙে যায়!

কালা। আমি তা জিজ্ঞাসা করি নি। আপনাকে না নবাব সাহেব বন্দী ক'রেছিলেন?

চিন্তা। তা তো কই বুঝ্‌তে পারি নি।

কালা। আপনি আমার কোন উপায় ক'র্‌তে পারেন?

চিন্তা। কিসের?

কালা। আমি বন্দী হ'য়েছি। শুনলেম, বিনা বিচারে আমার প্রাণবধ হবে। আমি ব্রাহ্মণ, যবনের হস্তে কারাগারে ম'র্‌বো, এইতে বড় ক্ষোভ হ'চ্ছে।

চিন্তা। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার ব্রহ্মণ্যদেব র'য়েছে, আর আমায় ব'ল্‌ছো?

কালা। কই ব্রহ্মণ্যদেব?

চিন্তা। কই ব্রহ্মণ্যদেব? প্রত্যক্ষ র'য়েছেন! কই যা দেখি তুই, কে তোকে ধরে!

কালা। রক্ষীরা যে বাধা দেবে।

চিন্তা। কার সাধ্য!

কালা। তোমার কথায় প্রত্যয় ক'রে আমি চ'ল্‌লেম। যদি কারামুক্ত হ'তে পারি, তবে ব্রহ্মণ্যদেব প্রত্যক্ষ মান্‌বো।

চিন্তা। তুই আবার ভুলে যাবি, কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ যোটাবি; ব'ল্‌বি, 'এই জন্যে এই হ'য়েছিল, ছাই ব্রহ্মণ্যদেব!' যদি কারুর সঙ্কট ব্যামো হয়, ঠাকুর-দেবতাকে মানে; আর যেই আরাম হ'লো, অমনি দ্রব্যগুণ, নয় কব্‌রেজের গুণ, নয় পরিচর্য্যার গুণ—ব্যাখ্যা হ'তে লাগ্‌লো। ঠাকুর রইলেন ধামাচাপা, কে আর তার খোঁজ নেয় বল!

কালা। কখনও ভুল্‌বো না।

চিন্তা। আমিও বলি ভুল্‌বো না, আবার ভুলে যাই। এই প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাই—সে র'য়েছে, আবার তখনি তুমি আমি হ'য়ে যাই। তালের বাখ্‌ড়া খসেছে, দাগটি যায় নি। যা, যা, চ'লে যা, যা না! কি খুঁজ্‌ছিস্? কাপড় খুঁজ্‌ছিস্? এই নে, এই নে।

নিজের গায়ের কাপড় দেওন

[কালাপাহাড়ের প্রস্থান।

দোলেনা। ফকীর, কি ক'র্‌লে! এখনি রক্ষকে ধ'র্‌বে। তুমি জান না, বড় সতর্ক প্রহরী, নবাবের হুকুমে তোমায় কিছু বলে নি।

চিন্তা। তুমি জান না, কংসের কারাগারে আরও সতর্ক প্রহরী ছিল। বসুদেব ছেলে নন্দালয়ে রেখে এল, কেউ জান্‌লে না। ওরে, ওরে! খুঁজে দেখ্‌ত রে, ওর গায়ের কাপড়খানা হেথা নেই? রেতে কোথাও মুড়ি-টুড়ি দিয়ে প'ড়ে থাক্‌বো। ঐ যে কি র'য়েছে।

জেল-দারোগা ও প্রথম প্রবেশ

জেল-দা। হালা, আপনার ফাঁদে আপনি পা দিয়েছে! গার কাপড় বদল কর্‌ছে। সেটারে মুই চিনেছিলেম, ছাড়ান দিয়েছি। এই সুমুন্দীরে ফাঁসাব, সুমুন্দী ক্যাট্‌ম্যাটিয়ে চায়!

১ বর। আবি সয়তানি ছুটে গা।

জেল-দা। ছুট্‌বে না, কোড়ার চোটে ছুট্‌বে! এই নবাবের কাছে আর্‌জী দাখিল কর্‌মু, যে, সুমুন্দী উর্‌দী বদল করিয়ে আসামী খালাস কর্‌ছে। দেহি দিন্ সাজা হয় কি না!

১ বর। উস্‌কো কুত্তাসে খিলাও সাহেব!

জেল-দা। আরে, দ্যাহ দ্যাহ, কি হাল্‌ডা করি দ্যাহ! আরে, এ কেডা? বিবিজান, তুমি এহানে আইছ?

দোলেনা। তোরে লিয়ে ম্যায় আয়ি।

জেল-দা। আইছ, আইছ, বেশ কর্‌ছো! হ্যাদে তোমার ঘর কনে?

দোলেনা। দারোগা সাহেব! আমার ঘর কি রেখেছ? নয়ন ঠেরে আমায় ঘরের বা'র ক'রেছ!

জেল-দা। বাঃ বাঃ, দেহেছ, দেহেছ, বরকন্দাজ! মেয়েছেলেটা রস্‌কে ভারি। বিবিজান্, তোমার সেই গানটি গাও!

দোলেনা। আমি গান গেয়ে কি ক'র্‌বো বল, তোমার প্রাণ পাই তবে ত!

জেল-দা। আরে ঠাট রেহে দাও, ঠাট রেহে দাও,—আমার পরাণ নাকি উনি চান!

দোলেনা। চাই না? পাই কই!

জেল-দা। হ্যাদে, নাও নাও।

দোলেনা। দারোগা সাহেব! তোমার সংগে আমার একটী বাত আছে।

জেল-দা। হ্যাদে, কও না, কও না।

দোলেনা। বরকন্দাজের সাম্‌নে ব'ল্‌বো না।

জেল-দা। আরে, যাও তো বাই সিপাই! তোম্ নিদ্ করো যাকে। ই সুমুন্দীর ওয়াস্তে ভেবো না, আমি ঠিক কর্‌ছি।

১ বর। দেখিয়ে খামিন, ভাগে মৎ! আপ মালেক হ্যায়! যেইসে তরক্‌কি মিলে, উস্‌কো তদ্‌বির কি জিয়ে!

জেল-দা। তোমার বক্‌সিস্ তোমার গাইঠে বাঁধা। তুমি যাও যাও।

১ বর। যো হুকুম।

[বরকন্দাজদ্বয়ের প্রস্থান।

দোলেনা। দেখ দারোগা সাহেব! তুমি যদি আমায় ভালবাস, তা হ'লে আমি খসম্‌টাকে তাল্লাক দিয়ে তোমাকে নিকা করি।

জেল-দা। ঝুট্ বল্‌ছো।

দোলেনা। না, তোমার মাথা খাই, না! আমায় বড় জ্বালাতন ক'রেছে।

জেল-দা। দ্যাহ, যদি জ্বালাতনই হয়ে থাহ, তুমি তারে ঝাঁটা মেরে চ'লে আস। দুটি খাতি পর্‌তে আর দিতি পার্‌বো না?

দোলেনা। দেখ, আমার এৎবার হ'চ্ছে না।

জেল-দা। তুমি কি কসম্ কর্‌তি বল, কর্‌ছি।

দোলেনা। আমার একটী পরখ আছে, আমি গান গেয়ে ঘুরে বেড়াব, তুমি চখে কাপড় বে'ধে যদি আমায় ধ'র্‌তে পার, তা হ'লে জান্‌বো, তোমার দেল্ আমায় চায়, নইলে জান্‌বো, চোখের নেশা, দু'দিনের।

জেল-দা। উ—এটা কি কথা! উ—এটা কি বল্‌ছো?

দোলেনা। না ভাই! ধর, আমার সখ হ'য়েছে, সখ রাখ তো রাখ, নইলে আমি চ'ল্‌লেম।

জেল-দা। আরে না না, গোস্বা অয়ো না, —গোস্বা অয়ো না, নাও বাঁধ বাঁধ, চহি কাপড় বাঁধ।

দোলেনা কর্তৃক চক্ষে কাপড় বন্ধন করণ

চিন্তা। যাই চ'লে যাই, কি ক'র্‌বো?

[চিন্তামণির প্রস্থান।

দোলেনা। গীত

খেল্ ইস্‌ক মুস্কিল সম্‌ঝানা।
কেৎনে সিয়ানে কিয়া দেওয়ানা॥
পহেলে দর্‌দী হোয়ে, পিছে বরবাদ দেওয়ে,
যিস্‌নে কদর কিয়ে, ওয়ি রোয়ে;
ইস্‌ক অ্যায়্‌সে বেইমান, ছিন্ লেতা হ্যায় জান্,
উস্‌সে সব্ কই হায়রাণ—
ক্যা ফিকিরসে আওয়ে, না মিলে ঠিকানা॥

জেল-দা। কনে আছ?

দ্বিতীয় বরকন্দাজের প্রবেশ

২ বর। খোদাবন্দ!

জেল-দা। কি, কি, কেডা, কেডা?

দোলেনার ওড়না ফেলিয়া দেওন

২ বর। খোদাবন্দ, বড়া মুস্কিল হুয়া, আপ যিস্‌কো মোশাফের সমঝ্‌কে ছোড়্ দিয়া, উন্নে আসামী রহা, মোশাফের চলা গিয়া আবি।

জেল-দা। অ্যাঁ! রোখা নেই কাহে?

২ বর। খোদাবন্দ! জাঁহাপনাকা হুকুম নেহি।

জেল-দা। অ্যাঁ! অ্যাঁ! এ কি কর্‌লাম! এ গর্দ্দানার দায় ঠেক্‌লাম। এই সয়তানি ল্যাঠা বাদাইছে, পাক্‌ড়ো।

দোলেনা। চুপ্ রহো, গোলাম কি বাচ্ছা! শাজাদীকি বাঁদীকো না পছানো? তোম্‌ রেস্‌বৎ খাকে হিঁয়া হামকো ঘুসনে দিয়া, রেস্‌বৎ খাকে কয়েদি ছোড় দিয়া, জাঁহাপনাকা সাম্‌নে জাহির করুংগি। সিপাই, পাক্‌ড়ো!

জেল-দা। বিবি, মাপ কর! বিবি, মাপ কর!

দোলেনা। তোম্‌নে মোশাফেরকো ফাঁসানে মাঙা থা?

জেল-দা। বিবি, যাতি দাও, যাতি দাও, দাঁতে কুটো কর্‌ছি!

দোলেনা। দেখো, বহুত হুঁসিয়ার রহো।

[দোলেনার প্রস্থান।

জেল-দা। হ্যাঁ বরকন্দাজ, হ্যাঁ বরকন্দাজ! এটাহি শাজাদীর বাঁদী?

২ বর। যো হোয়, আপিতো ঘুসনে দিয়া। কসুর তো হামলোকন্ কি হুয়া।

জেল-দা। চল চল, দোহি কনে যায়। যদি শাজাদীর বাঁদী না হয়, বেটীর ঝুঁটি ধ'রে পয়জার প্যাটা কর্‌বো। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বন-প্রান্তর

মুরলা ও চঞ্চলা

মুরলা। বার বার কি কারণ কর রে স্মরণ?
উপদেশ ক'রেছ হেলন, কেন আর
বিফল রোদন! ধর ধরহ বচন,
এখন' ফিরাও মন, নহে এ জীবনে
দগ্ধ হবে মনাগুনে। আসি বার বার
মমতায় ব্যথার ব্যথিত তোর, কিন্তু
আর না আসিব, কথা করিলে হেলন।

চঞ্চলা। জননি, জীবন দেহ দান! কারাগারে
দিয়েছি মা তারে রোষভরে; আত্মহারা,
হারা নয়নের তারা, শূন্যধরা, তারে
সংকটে কে তারে তোমা বিনা। তব বাক্য
আর না ঠেলিব, তারে পাশরিব, যাব
বিজন বিপিনে, তার অন্বেষণে পুন
না আসিব! হে জননি, বিপদ্‌বারিণি,
বিপদে নিস্তার', দুহিতায় রাখ পায়!

মুরলা। কারামুক্ত দ্বিজবর—নাহি ভয়, কর
কথায় প্রত্যয়। কথা রেখ, করি মানা,
ক'রো না ক'রো না পুন দেখিতে বাসনা
তারে, হেরে মোহফেরে পড়িবে আবার।
রোদনের ধার আর কভু না শুকাবে,
যাও চ'লে; এই পথে আসিবে ব্রাহ্মণ,
করিলে দর্শন, হবে তায় বিষময়
ফল, তীব্র হলাহল ভুবন ভরিবে,
অবিশ্বাস—মহাত্রাস, জীবকুলনাশ।

[মুরলার প্রস্থান।

চঞ্চলা। আঁখি ভরি বারেক বদন হেরি: রক্ষী
যবে ল'য়ে যায় কারাগারে, ধীরপদ,
মলিন বদন, কত কেঁদেছি হেরিয়ে।
দেখে যাই জনমের মত ফুল্লমুখ-
কান্তি; ধরি ফুল্লমূর্ত্তি হৃদে, যাই চ'লে
যথা পথ দেখাবে নয়ন। একমাত্র
রহিল স্মরণ, সাধ সকলি ফুরাল।

কালাপাহাড়ের প্রবেশ

কালা। সংশয়—সংশয়—নারি করিতে নির্ণয়,
কারামুক্তি দৈববলে, কিবা ছলে ভুলে
রক্ষক খুলেছে দ্বার! ছিল বস্ত্র তার
অঙ্গে মম; নবাব-আজ্ঞায় শুনি কারা-
মুক্ত সেই; জন্মিল বিভ্রম, রক্ষিগণ
না বারিল, এই মাত্র, অন্য কিবা আর!
কোথায় ব্রহ্মণ্যদেব—মিথ্যা দৈববল!
ব'লেছিল হারাব প্রত্যয়, এ তো নয়
কঠিন নির্ণয়! জানে সে নিশ্চয়, বুদ্ধি-
বিজড়িত বিপদ্-মাঝারে; যুক্তিহীন
কথা, স্থির চিত্তে স্থান নাহি পাবে, হবে
সত্য মিথ্যা অনুভব; অসম্ভব রবে

অসম্ভব; কি প্রত্যয় যুক্তি নাহি যায়!
চঞ্চলা। কেমনে ত্যজিব, জনমের সাধ মম।
নাহি হেরি ও চন্দ্রবদন, প্রাণ ধরি
কোথায় ফিরিব। যাবে রোদনে জীবন,
জানি মনে-প্রাণে যবে মজিল নয়ন
মোহন মাধুরী-ফাঁদে। প্রাণ কাঁদে, কোথা
যাব চ'লে! কারে ফেলে যাব চ'লে? ছেড়ে
যেতে সাধ কেন হবে; সয় স'ক—যত
সয় সবে; কাছে রব, সহিব—দহিব,
ম'জেছি—মজিব; হায়, কেমনে রহিব,
পরাণ বাঁধিব, সে বিহনে অন্ধকার
সকলি আমার! কিবা খেদ, সুখ-সাধ
পুড়ুক আগুনে! হৃদে বিষাদ বাঁধিব!
কেমনে ফিরিব, ফিরে প্রাণ পায় পায়।
কোন্ প্রাণে, না জানি কেমনে, প্রাণধনে
পাঠাইনু কারাবাসে—রহিল জীবন—
মরি না হেরিলে! যাব, কোথা যাব চ'লে।
কালা। কারাবাস অপরাধ বিনা, রাজদ্রোহী
অপবাদ; অত্যাচারী প্রজার পীড়ক
রাজা, দণ্ড সমুচিত উচিত বিহিত।
আহা, কোথা সুলোচনা! মোর তরে গিয়ে-
ছিল কারাগারে। যদি দেখা পাই, দেখে
চ'লে যাই, বিদায় মাগিয়ে পশি বনে।
রব দস্যুসনে, পারি যদি প্রতিফল
দিব, বিনা দোষে অপমান! কোথা আছে
বিনোদিনী, আর কি হেরিব মুখশশী?
আর কি বচনসুধা ঢালি জুড়াইবে
হতাশ হৃদয়! সুভাষিণি, কোথা তুমি!

চঞ্চলার গীত

মন আমার বোঝ্ না মানে, চায় কি মেনে,
আশ্‌মানে আশ্‌মানে ঘোরে।
কত হায় যতন করি, রাখ্‌তে নারি,
কে'দে মরি—পালায় স'রে॥
কিছুতে পাইনে দিশে, মিশে ঘুষে
রাখবো কিসে আল্‌গা ডোরে।
হায় রে হায় খ্যাপা পারা, আপনহারা,
ঘুরে সারা কিসের তরে!
কখন' সোজা পথে, চায় না যেতে,
মেতে থাকে নেশার ঘোরে॥

কালা। ও ভাই, শোন। অ্যাঁ, তুমি বালক নও?

চঞ্চলা। ওঃ, কি তোমার ঠাওর! চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ, আমি কে—দেখ।

কালা। তাই তো! তুমি কে? তোমার একটী ভাই আছে?

চঞ্চলা। তুমি আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? তোমার পেছু পেছু ছায়ার মত থাকি, গোপনে তোমায় দেখি, দিবানিশি তুমি ধ্যান-জ্ঞান। তুমি কত দেখেছ, কত ব'লেছ। তোমায় কত কথা ব'লেছি, মিনতি ক'রেছি, তুমি পায়ে ঠেলেছ। ভুলে গেছ, ভুলে গেছ।

কালা। কই, তোমায় তো আমি চিনিনে। তোমার মত একটী যুবাকে দেখেছিলেম, মনে হ'লো—তোমার ভাই।

চঞ্চলা। তাই মুখপানে চেয়েছ? তাই ডেকেছ? বুঝেছি, বুঝেছি, তারে একবার দেখে মনে আছে। আমায় ভুলে গেছ, তারে মনে আছে। তারে ডেকে দেব?

কালা। সে কোথায় থাকে, তুমি কি জান?

চঞ্চলা। জানি নি? সব জানি। তুমি তারে খুঁজ্‌ছো কেন জানি; কারে খুঁজ্‌ছো জানি, সব জানি, সব জানি!

কালা। তুমি তার কে?

চঞ্চলা। আমি তার সর্ব্বনাশের মূল, আমি আমার সর্ব্বনাশের মূল!

কালা। এ কি উন্মাদিনী?

চঞ্চলা। উন্মাদিনী! জান না কি উন্মাদিনী? জান
না কি কার তরে উন্মাদিনী? জান না কি
কে ক'রেছে উন্মাদিনী? জান না কি কেন
দিবানিশি উদাসী একাকী ভ্রমি? জান
না কি চিরপ্রবাসী ত্যজিয়ে বাস? জান
না কি আঁখিনীরে ভাসি? জান নাকি ব্যথা
দেছ কত,—বেজে আছে কামিনী-কোমল-
প্রাণে? জান না কি কত জ্বালা স'য়ে, ছলে
বালকের বেশে, কত বুঝাইয়ে, হিয়া
পাষাণে বাঁধিয়ে, তোমারে দিয়েছি পরে?
হায়! চাও তারে, ভুলেছ আমারে তুমি!

কালা। কারে চাই, তুমি কি ব'ল্‌ছো? তুমি কি তারে জান?

চঞ্চলা। জানি জানি, নাহি জানি,
জানি কি না জানি;
সাধ তব, পুন মিলাইব রসবতী

যুবতী তোমার সনে,—প্রেমালাপ হবে
সংগোপনে! মনে মনে ফাঁদ, মনে মনে
বাঁধ, মনে মনে মন চুরি; মনে আঁখি
ঠারি এবে লুকোচুরি; দেখিয়ে বুঝেছি,
অন্তরে জ্ব'লেছি, কেন কেন সব' জ্বালা?
শোধ দেব, প্রেম তব দেখিব প্রেমিক!
আরে চাহ যবনীরে? ধিক্ এ কি ঘৃণা!
ত্যজি কুল-মান, ছি ছি হেন অপমান!
যবনী প্রয়াসী তুই, যবন নিশ্চয়!

রক্ষিস্বয়ের প্রবেশ

রক্ষি. ধর ধর, এই তোমাদের বন্দী পালাচ্ছে!

কালা। রক্ষি, সাবধান, যদি প্রাণের ভয় থাকে, আমার নিকটে এস না।

[কালাপাহাড়ের প্রস্থান।

চঞ্চলা। ধর ধর, কি দেখ্ছো? ও কি ক'র্বে!

১ রক্ষী। আরে পাক্ড়ো, ভাগা!

২ রক্ষী। তোম্ চলো।

১ রক্ষী। আরে আও আও আও, চলো চলো।

চঞ্চলা। ভয় কি, ধর! তোমরা এত জনে ধ'র্তে পার্বে না? নবাবকে ব'লে দেব, গর্দ্দানা নেওয়াব।

রক্ষিস্বয়। পাক্ড়ো পাক্ড়ো।

[রক্ষিস্বয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে। আরে দুরাত্মা যবন-দাস!

চঞ্চলা। ঐ যে ধ'রেছে, ঐ যে ধ'রেছে! কি হ'লো, কি হ'লো ঐ যে শৃঙ্খল পরাচ্ছে, কি হ'লো! কি সর্ব্বনাশ ক'র্লেম! ঐ যে পালিয়েছে, ঐ যে পালিয়েছে! এ কি, এ কি! আমি কি, কি হ'য়েছি! উন্মাদিনী! আত্মহারা জ্ঞানহারা! [প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ক্ষুদ্র বন

কালাপাহাড় ও পুরুষবেশে চঞ্চলা

কালা। প্রতিশোধ পণ, নহে শ্রেয় এ জীবন
বিসর্জ্জন। কই কই, দেখা তো হ'লো না,
সুলোচনা না জানি কাতরা কত! যত
দিন যায়, পথ-পানে চায়, নিরুপায়—
আঁখি ভেসে যায়, দেখা নাহি পায়, শূন্যে
প্রাণ ধায়; সে কোথায়, র'য়েছি কোথায়,
নিরাশায় হৃদয় বাঁধিয়ে, তাঁরি ধ্যানে
প্রতিশোধ-আশে রাখি প্রাণ, প্রতিশোধ!

চিন্তামণির প্রবেশ

চিন্তা। ওরে ওরে, ও ছুঁড়ী!

চঞ্চলা। আ মর মিন্সে, চোখ নেই, ছোঁড়া-ছুঁড়ী চিনিস্ নে? আমায় ছুঁড়ী ব'ল্ছিস্ কেন?

চিন্তা। তোমার ঠাট-ঠমকে, নয়নের ধাঁজে!

চঞ্চলা। তুই কি ব'ল্ছিস্?

চিন্তা। তুই কি ক'র্ছিস্?

চঞ্চলা। তোর কি?

চিন্তা। আমার কিছু না হ'লেই বা তোমায় ডাক্বো কেন? সাধ ক'রে আর কেউটে সাপের মুখে কে হাত দেয় বল?

চঞ্চলা। তুই আমায় কি মনে ক'রেছিস্?

চিন্তা। ঐ যে ব'ল্লুম, ছুঁড়ী মনে ক'রেছি।

চঞ্চলা। আবার ঠাট্টা!

চিন্তা। ঠাট্টা কিসের? আর কি মনে ক'রেছি, ব'ল্বো? পিরীতে প'ড়েছিস্, ঐ ছোঁড়ার পিরীতে প'ড়েছিস্। আর কি মনে ক'রেছি, ব'ল্বো? ও বামুন, তুই শূদ্র; তোর সঙ্গে বে হবে না, তাই ভাব্ছিস্। আর কি মনে ক'রেছি, ব'ল্বো?—

চঞ্চলা। তোর চোখ কাণা ক'রে দেব।

চিন্তা। পারিস্, ক'রিস্।

চঞ্চলা। এই দ্যাখ্, আমার সঙ্গে ছুরি আছে।

চিন্তা। বেশ, বিচ্ছেদের জ্বালায় গলায় দিবি!

চঞ্চলা। তুই কি জাত?

চিন্তা। কে জানে!

চঞ্চলা। আচ্ছা, বামুন কি, শূদ্র কি, ব'ল্তে পারিস্?

চিন্তা। মনে কর—ব'লতে পার্লেম না।

চঞ্চলা। তবে চ'ল্লেম।

চিন্তা। যাবি কোথা, এইখানেই ঘুর্বি।

চঞ্চলা। তুই আমায় খেপাচ্ছিস্? আমি পাগ্‌লী, জানিস্?

চিন্তা। জানি।

চঞ্চলা। তোর ভয় নাই?

চিন্তা। আমি দিব্যি ক'র্‌তে পারিনে; তবে বুঝিছি যে, পৃথিবীতে ত সবই ছেঁচ্‌ড়া, তবে ছেঁচ্‌ড়া বৃত্তির ওপর যদি কিছু থাকে ত ভয়টা আর পিরীতটা।

চঞ্চলা। কিসে?

চিন্তা। পিরীতটা যে ছেঁচ্‌ড়াবৃত্তি, তা তুই তো বুঝ্‌তেই পেরেছিস্?

চঞ্চলা। তোর মরণ নেই?

চিন্তা। আমি ম'লে আর তোর কি হবে বল্? একটা কথা শোন্, ঠাণ্ডা হ, তা না হ'লে হবে কি জানিস্? এখন তো নিজের জ্বালায় বুকে ছুরি নিয়ে ফিচ্ছিস্, ক্রমে লোকের বুকে ছুরি মার্‌বি, ঘর জ্বালাবি, সর্ব্বনাশ ক'র্‌বি!

চঞ্চলা। তুই কাকে ঠাণ্ডা হ'তে ব'ল্‌ছিস্? আমি দিন-রাত্রি চিতানলে পুড়্‌ছি, আমি জ্ব'ল্‌ছি, জ্ব'ল্‌ছি — চতুর্দ্দিকে আগুন জ্ব'ল্‌ছে! প্রাণ যত জ্ব'ল্‌ছে, তত জ্ব'ল্‌তে সাধ বাড়ছে! জ্বালা নেভে না,—নেভে না— নেভে না!

চিন্তা। তবে জ্বল্।

[চিন্তামণির প্রস্থান।

কালা। কহ যুবা, আসিয়াছ কার অন্বেষণে?
বন-পথে একা কি কারণে? ভাল আছ,
সকলে ত আছে ভাল, আছে সে উদ্যানে?
বোলো বোলো, দেখা হবে; বিরোধী যবন,
যেতে ডরি, বন্দী পুন করিবে দেখিলে।
জনেক রমণী, অবয়ব তোমা সম—
যমজ ভগিনী তব, ভ্রম হয় হেরি,—
জান কি হে কেবা সেই নারী? জ্ঞান হয়,
উন্মাদিনী, পতিহারা, কাঙালিনী ধনী।

চঞ্চলা। কে জানে, কে চেনে তারে?
কোন্ ভিখারিণী
কিম্বা পাগলিনী, কেবা তার তত্ত্ব জানে;
সুধালে বারতা, মর্ম্মব্যথা পাই মনে
হ'লে। শুনি লোকমুখে, কারাগারে রাজ-
চরে পুন বন্দী ক'রে রেখেছে তোমারে,
বিষাদিনী তখনি ত্যজেছে প্রাণ।

কালা। ওহো!
প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, কিবা আছে আর!

চঞ্চলা। জ্বলে, জ্বলে, তৃপ্ত নাহি হয়
প্রাণ হেরে!
শোকানল, প্রবল অনল জ্বলে হৃদে!
কোথা শান্তি, দিয়েছি বিদায়, আর কোথা
ফিরে পাব! এ জীবনে, জনমের মত
গেছে চ'লে। মহাশয়, এসেছি কানন-
পথে, ল'য়ে যেতে সাথে, কোন মহাজন
দরশনে। কৃপায় তাঁহার বলবীর্য্য
অমোঘ হইবে; ডরে যবন ত্যজিবে
সোনার বাঙ্গালা ভূমি; প্রজার পীড়ন
হইবে দমন, তব শাসন মানিবে,
বাদশাহ দিল্লীতে কাঁপিবে, যশোগান
ভারতে গাহিবে; চল যথা মহাজন।

চিন্তামণির পুনঃ প্রবেশ

চিন্তা। যেও না যেও না, বামুনের ছেলে মারা যেও না,—এ ডাইনী, পেত্নী, পিশাচিনী! ও তোমায় মজাতে চায়, হায় হায়, বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

চঞ্চলা। উন্মাদের কথায় না কর কর্ণপাত,
চল মম সাথ, পূর্ণ হবে মনস্কাম।
স্বর্গ সম ধাম, মনোহর ঠাম, নিলে
নাম, অঙ্গ হবে সুশীতল

কালা। চল চল।

চিন্তা। যেও না—যেও না,—অন্ধতম কূপে প'ড়ো না।

চঞ্চলা। (চিন্তামণিকে ছুরি প্রদর্শন)

চিন্তা। রাক্ষসি! পিশাচি! সরল ব্রাহ্মণ-কুমার—অন্ধকূপে ফেলিস্ নি। ফের, ফের, কোথায় যাও? এ পিশাচী—পিশাচী। কামুকি, পিশাচি, ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি!

[কালাপাহাড়ের প্রস্থান।

চঞ্চলা। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ কিবা কহ? মেরু
সম বল, অটল অচল; কভু ক্ষুদ্র-
কায়, কভু বৃহৎ ইচ্ছায়; কভু গুরু,
কভু লঘু, বায়ু সম অদৃশ্য কখন।
সিদ্ধবাক্য, অন্তর্য্যামী, সর্ব্বনাশ কার
কহ তুমি? আরে রে অজ্ঞান! রমণীর
প্রাণ কি বুঝিবি? দেখি, কেমনে বারিবি!
কর মানা, চীৎকার কর রে শতবার

'যেও না যেও না' বলি; উচ্চ প্রলোভন
উচ্চ হৃদি ক'রেছে বন্ধন, যে হৃদয়
নারী নারে কটাক্ষে ভেদিতে। অভিমান
উচ্চপ্রাণে বি'ধে, উচ্চ অভিলাষ কে বা
রোধে, কত স'য়ে স'য়ে শিখেছি এ ফাঁদ;
বে'ধেছি বে'ধেছি, তুই বারিতে নারিবি।

[চঞ্চলার প্রস্থান।

চিন্তা। পিশাচী! প্রেতিনী! ডাকিনী!

লেটোর প্রবেশ

লেটো। বাবাজি, আজ একটু গর্‌মেছ! হুঁ—গর্‌মেছ।

চিন্তা। দেখ্ দেখি, সরল বালক, পিশাচী ভুলিয়ে নিয়ে গেল!

লেটো। হ্যাঁ বাবাজি, এর আর দেখ্‌বো কি বল দেখি? ছুঁড়ীতে ছোঁড়া ভুলিয়ে নিয়ে গেল, তাই দে'খে গর্‌মেচ? হাঃ হাঃ—হাঃ—হাঃ—বাবাজি, তুমি চুল পাকিয়েছ বটে, কিন্তু ছোঁড়ার বেহেজ! ছুঁড়ীতে ছোঁড়া ভুলায়, এ বুঝি আর দেখনি? আমি দে'খে দে'খে হার্ মেনেছি। দশ পা যেতে যেতে তোমায় যদি একশোটা না দেখাতে পারি, বাবাজি, তুমি আর আমায় কাছে আস্‌তে দিও না! বাবাজি, আর এক মজা শোন! এই দেখে এলেম, এক মিন্‌ষে ম'র্‌ছে, আর এক মাগী কপাল চাপ্‌ড়াচ্ছে আর ব'ল্‌ছে, "আমার কি ক'র্‌লে গো!" মিন্‌ষে ম'র্‌তে যায়, তবু ফেল্ ফেল্ ক'রে মুখপানে চেয়ে কাঁদ্‌ছে! ছুঁড়ীটা ছোঁড়া টেনে নিয়ে গেছে, তাই দে'খে গর্‌মেছ? বাবাজি, তুমি নেহাত ছেলে-মানুষ। আমি বরং একটু একটু জানি, তুমি কিছুই জান না, বাবাজি!

চিন্তা। লেটো, পিশাচী সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!

লেটো। সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে না! ওর পেছু নিয়েছে কদ্দিন থেকে জান বাবাজি? আজ তিন বচ্ছর পেয়েছে, এইবার কালাপাহাড় আড় ক'র্‌লে। জান না বাবাজি,—তুমি আর জান না! তুমি সব জান।

চিন্তা। ও কাদের ছেলে রে, কাদের ছেলে?

লেটো। আরে সেই যে গো বাবাজি, সেই দেড়ে বামুন ফুল তুল্‌তে আস্‌তো, তুমি যাকে ফুল তুলে তুলে দিতে, ও তারই ব্যাটা। বাবাজি, কিন্তু ওর শক্ত জান্, অ্যাদ্দিন সাম্‌লে চ'লেছে। ব'ল্‌বো কি বাবাজি, যেমন মড়া দেখ্‌লে শকুনী পড়ে, তেম্‌নি ছিষ্টির ছুঁড়ীগুলো ওকে খাবার চেষ্টায় খালি ফেরে! কত বেটী কত ঠাট্-ঠমক্ ক'রে কথা কইতো, ও কিন্তু ফির্‌তো না; কারুর কথায় কান দিতো না, তাই ব'ল্‌তো বেটীরা 'কালা'। আর ঠিক্ ঐ ব'সে ধ্যান ক'র্‌তো, নড়্‌তো না, তাই বেটীরা নাম দিয়েছিল 'পাহাড়'। কিন্তু আজ তো পাহাড় কাত, ভাগ্যিস্ বাবাজি, ভাগ্যিস্!

চিন্তা। ভাগ্যিস্ কি রে?

লেটো। ভাগ্যিস্ তুমি বাত্‌লে দিয়েছিলে! তা না হ'লে অ্যাদ্দিন লেটো—ঘেটো হেটো মেঠো হ'য়ে চারখুরে চ'ল্‌তো! মা ব'ল্‌লেই বেটীদের জোঁখের মুখে নুণ! তা না হ'লে খালি শুষে খাবার চেষ্টা!

চিন্তা। আহা, সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!

লেটো। তা ও সব পারে। নবাব বাহাদুরের মেয়ের ব্যামো হ'য়েছিল, শুনেছ তো? দিল্লী থেকে হাকিম এয়েছিল—ভাল ক'র্‌তে পারে নি, তাই ঢে'ট্‌রা দিয়েছিল যে, যে ভাল ক'র্‌বে, সে যা চায়, তাই পাবে। ও কাটকুড়ুনীর বেটী গে ঢে'ট্‌রা ধ'র্‌লে। যারা যারা ছিল, হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠ্‌লো। বেটী খান্দান্ সয়তানী, চোখ লাল ক'রে ব'ল্‌লে, 'নিয়ে চল আমায় নবাবের কাছে!' চোখ দে'খে ভয়ে প্যায়দা বেটারা সুড় সুড় ক'রে নিয়ে চ'ল্‌লো। শুন্‌তে পাই না কি, ভালও ক'রেছে, একটা বাগানে আছে, আর নবাবকে যা বলে, তাই শোনে!

চিন্তা। বটে!

লেটো। বাবাজি, তুমি থাক' থাক' ভুলে যাও, আর আমায় বল' 'ভুলো'! নবাবের মেয়েটার কি ব্যামো হ'য়েছিল জান? ও এক-দিন—ঐ যে বাবাজি কি বাগানটা বলে—ঐ যেখানে বাঘ সিঙ্গিটিঙ্গি থাকে—সেইখানে বেড়াতে গেছ্‌লো। দৈবী একটা সিঙ্গি পি'জেরা ভেঙ্গে বেরিয়ে প'ড়েছিল। ছুঁড়ী-গুলো চীৎকার ক'রে উঠলো, চার পাঁচটা খোজা খুন হ'লো; গোলমাল না শুনে,—বামুনের ছেলেটা ঐ পাহাড়ের মতন পাঁচীল টপ্‌কে খোজাদের হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিয়ে সিঙ্গিটে কেটে বেরিয়ে এল। কিন্তু দেখেছি

বাবাজি! ছোঁড়ার লোভ নাই, নবাব বক্‌সিস্‌ দেবার জন্যে কত খুঁজেছিল, দেখা দেয় না। বাবাজি, বাবাজি, তুমি ভাব্‌ছো কি?

চিন্তা। তাই তো রে লেটো! হাঃ হাঃ হাঃ—

লেটো। ব্যস্‌, আবার যে বাবাজী, সেই বাবাজী!

চিন্তা। কোন্‌ ব্যাটাকে কোন্‌ বেটী টেনে নিয়ে গেল, তা আমার কি? কি বলিস্‌? কত বেটী যে কত ব্যাটাকে নিয়ে যাচ্ছে, কি বলিস্‌? কত ব্যাটা যে খেতে পায়নি—তা আমার কি, কি বলিস্‌?—কত লোক যে ম'র্‌ছে, তা আমার কি, কি বলিস্‌?

লেটো। হুঁ—উঁ—

চিন্তা। কি রে লেটো?

লেটো। বাবাজি! এখনও তোমার একটু ঝুঁক আছে।

চিন্তা। হাঁ বাবা, ঠিক্‌ ব'লেছিস্‌ বাবা, আছে বাবা!

লেটো। বাবাজি, নাচ্‌বে বাবাজি, এস!

চিন্তা। না।

লেটো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবাজি, তোমার পা সুড়্‌ সুড়্‌ ক'র্‌ছে!

চিন্তা। তুই কি ক'রে জান্‌লি, লেটো, তুই কি ক'রে জান্‌লি?

লেটো। বাবাজি, দেখ না কেন, এই হাত ধর।

চিন্তা। লেচোফে, লেচোফে কে কার কে?
কে মরে কে দেখে, ফের পাকে কে ঠেকে!
লেচোফে লেচেলে লেচেলে লেচোফে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

নিমগাছ ও বটগাছ

নিম। বল দেখি বট! বুড়ো হ'লি, এ বনেতে
আছিস্‌ চিরকাল।
আজ্‌কে কিসের আনাগোনা জানিস্‌ কি,
কি হাল?

বট। বুড়ো হ'লেম, নাম্‌লো ঝুরী,
কি না জানি বল্‌?
ধ'র্‌তে ডাকাতদল—
রোক ক'রে এসেছে নবাব,
পাবে তেম্‌নি ফল।

নিম। হাঃ হাঃ হাঃ, চার্‌দিকে ধুঃ ধুঃ ধুঃ
জ্ব'ল্‌বে দাবানল॥

সলিমান ও মনসুরুদ্দিনের প্রবেশ

সলিমান। মনসুরুদ্দিন! এ সব কেয়া বাত? কাঁহাসে আতা?

মন। জাঁহাপনা! ইয়ে দুরস্তকা বিচ্‌মে আদ্‌মী হ্যায় মালুম।

নিম। শোন্‌ রে বুড়ো বট! ব'ল্‌ছে
মানুষ আছে গাছে।

বট। দপ্‌ দপ্‌ দপ্‌ জ্বলুক আগুন,
একজনা না বাঁচে।

মন। জাঁহাপনা, দেও দেও! চারো তরফ আগ লাগা, ভাগ ভাগ ভাগ!

[সকলের প্রস্থান।

বীরেশ্বর ও কালাপাহাড়ের প্রবেশ

বীরে। তুমি কে?

কালা। প্রভো! আমি বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ-কুমার।

বীরে। কার কাছে এসেছ?

কালা। ম'শায়ের কাছে।

বীরে। তোমায় হেথায় কে আন্‌লে? তুমি কিরূপে পথ চিন্‌লে?

কালা। একটী যুবা আমায় এনেছে, সে এ বন্যপথ চেনে।

বীরে। বুঝেছি, চঞ্চলা। আমাকে চেন কি?

কালা। আপনি অস্ত্রবিদ্যা-শাস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ, পরম পণ্ডিত, আপনি মহাশয়!

বীরে। যদি কোন মহাশয় ব্যক্তির অনুসন্ধান কর, স্থানান্তরে যাও, নারীর কথায় প্রত্যয় কোরো না।

কালা। প্রভু, কেন অধীনকে বঞ্চনা ক'র্‌ছেন?

বীরে। বঞ্চনা নয়, আমি স্বরূপ ব'ল্‌ছি, অস্ত্র-শাস্ত্র এবং অপরাপর যতপ্রকার অবিদ্যা দানব-কল্পনায় সৃষ্টি হ'য়েছে, আমি পৈশাচিক মায়ায়—সংসারে যার নাম উচ্চাভিলাষ বলে—

সেই পৈশাচিক মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে উপাৰ্জ্জন ক'রেছি। তোমার মুখ দেখে আমার স্নেহের উদয় হ'চ্ছে. এভাব আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ; কিন্তু দয়া হ'য়েছে—উপায় নাই. আমি সেই নিমিত্তই তোমায় বারণ ক'র্‌ছি. তুমি প্রত্যাবৰ্ত্তন কর। তোমার ভাগ্য প্রসন্ন. তাই তোমায় কেউ নিবারণ ক'র্‌বে না. নচেৎ এ স্থানে যে আসে. যে দস্যুপ্রধানের সাক্ষাৎ করে. তার যমদর্শন বা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন পরিণাম।

কালা। প্রভো! করুণা করুন. আমি অজ্ঞান, আমায় জ্ঞান প্রদান করুন।

বীরে। তুমি এখনও বুঝ্‌ছ না. কার কাছে এসেছ।

কালা। আমি আমার গুরুর নিকট উপদেশার্থে এসেছি।

বীরে। আমায় তুমি গুরু নির্দ্দিষ্ট ক'রেছ?

কালা। প্রভু. যদি চরণে স্থান দেন!

বীরে। পুনর্ব্বার তোমায় জিজ্ঞাসা করি. আমায় কি তুমি মনুষ্য জ্ঞান কর?

কালা। প্রভু. আপনি প্রকৃত মনুষ্য নন!

বীরে। আমি মনুষ্য নই।

কালা। প্রভু!

বীরে। আমি ব্রহ্মদৈত্য!

কালা। আজ্ঞা?—
কৃপা কর যোগিবর. কেন প্রবঞ্চনা.
আজীবন যোগধৰ্ম্ম দেবের অৰ্চ্চনা.
তত্ত্ববিৎ, সিদ্ধ মহাভাগ রাখ পায়!
কিংকরে ক'রো না ছল. অজ্ঞানে করুণা
করি দেহ বিদ্যা দান।

বীরে। সত্যই অজ্ঞান!
কে জানে কি হেতু হয় করুণা-সঞ্চার.
সেই হেতু বার বার তোমারে নিষেধ
করি। বৎস! নিজ হিত করহ বিহিত.
ত্যজ স্থান দৈত্যের আবাসভূমি। ত্যজি
এ দুর্লভ মনুষ্যত্ব. প্রেতত্ব কামনা
কোরো না কোরো না। আজি কে
জানে কেন এ
কঠিন পাষাণ-হৃদে উঠিছে করুণা.
তাই তোরে বার বার করি মানা, যাও
যাও, ব্রহ্মদৈত্যালয় ত্যজহ সত্বর।

কালা। প্রভু!

বীরে। হায়. অজ্ঞান বালক তুই! আরে
ভাব মোরে সিদ্ধ মহাজন! মন দিয়া
করহ শ্রবণ. মহামায়া দুইরূপে
করে লীলা; জ্ঞানদাত্রী বিদ্যামূৰ্ত্তি তাঁর
ভবের নিস্তার. শুদ্ধমনে নিত্যধ্যানে
যে করে অৰ্চ্চনা, শান্তিবশে হৃদাগারে.
সদা যুক্ত. মুক্তপাশ হয় অনায়াসে।
অবিদ্যা মুরতি তাঁর অতি ভয়ংকরী;
অষ্টসিদ্ধি আশ. মহামোহ পাশ. কল্প-
কল্পান্তরে এ বন্ধন না হবে ছেদন;
ভূতের প্রয়াস. ক্ষণভঙ্গুর ভৌতিক
দেহের মমতা. অগ্নি জ্বলে অহরহ.
রিপু-তৃপ্তি সিদ্ধত্বের বলে। দাবানল
সম রিপু জ্বলে. দূরে দূরে শান্তি ধায়,
ফিরিয়ে না চায়; হায়, অশান্তি জননী
তোলে ফেলে, প্রবলা অবিদ্যা করে খেলা,
নিত্য দৃঢ় শৃংখলবন্ধন. অনশ্বর;
বিশ্বলয়ে প্রলয়ে এ শৃংখল না খসে।

কালা। যে হয় সে হয়. মহাশয়. বিদ্যা কর
দান। বিদ্যা বা অবিদ্যা নাহি গণি, মত্ত
চিত. পিপাসিত প্রাণ. তত্ত্ব কিবা সদা
করে অন্বেষণ; কামতৃপ্তি ধন জন
নাহি প্রয়োজন. প্রতিষ্ঠার নাহি সাধ;
বদ্ধ আঁখি. নিবিড় তিমিরে রহিবারে
নারি আর। জ্বলি অহরহ আভাহীন
অজ্ঞান-আগুনে. অবিরাম অগ্নি জ্বলে;
জ্বালায় কি ভয় মম! প্রাজ্ঞ. দীন অজ্ঞে
বিদ্যা দেহ. করো না বঞ্চনা. কল্পতরু
গুরু দয়াময়. মাগি অভয় আশ্রয়!

বীরে। হায় হায়, অবিদ্যা-মায়ায় নাহি চায়
নিজ হিত; কদাচিৎ কামী যদি তরে.
দস্যু যদি মুক্তিলাভ করে. হত্যাকারী
বিশ্বাসঘাতক কভু যদি পরিত্রাণ
পায়. বহুজ্ঞান অভিমান নাহি যায়;
মজে হীনমতি নর. নরক দুস্তর
বদন ব্যাদান করি গ্রাসে. বিদ্যাবল
আরে ছল নারকী বাসনা; বলমাত্র
দুৰ্ব্বল-পীড়ন হেতু. অনর্থের কেতু;
স্বার্থ আছে যার. অষ্টসিদ্ধি তার ঘোর
নরকের দ্বার; অষ্টসিদ্ধি শোভে স্বার্থ-
হীন নিরঞ্জনে, অহেতুকী দয়াগুণে।
নহে বল দুৰ্ব্বল সংহার। কেন আর,

কেন আর বার বার মমতার ধার,
করুণাবিহীন, ধর্ম্মবুদ্ধি ক্ষীণ, আয়
আয় পৈশাচিক মতি! ভক্ত তোর, ভক্ত
তোর দ্যাখ্ বিদ্যমান, মানা নাহি মানে,
উপদেশ নাহি পশে কাণে, জেনে শুনে
তোরই উপাসনা, তোরে নিয়ত কামনা,
নরকসঙ্গিনী নারী পথপ্রদর্শিনী।
এস ভক্তচূড়ামণি, মন্ত্র করি দান!
যবন-নিধন কর সংকল্প জীবনে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নবাব-কক্ষ

নবাব সলিমান ও চঞ্চলা

সলিমান। তুমি কি জন্য এ সময় বিরক্ত ক'র্তে এসেছ?

চঞ্চলা। জাঁহাপনার ত অনুমতি আছে।

সলিমান। এখন যাও যাও, যুদ্ধস্থল থেকে বড় অশুভ সংবাদ এসেছে।

চঞ্চলা। জাঁহাপনা! আমি সকলি জানি, অকস্মাৎ যবনপরাজয়ের কারণও জানি।

সলিমান। কি, কি, কি কারণ?

চঞ্চলা। জাঁহাপনার কি স্মরণ আছে, যে, একজন বন্দী কারাগার থেকে পলায়ন করে, অনেক অনুসন্ধানে রাজদূত তাকে ধর্তে পারেনি?

সলিমান। তারপর?

চঞ্চলা। সেই ব্রাহ্মণ এখন মুকুন্দদেবের সেনাপতি। জাঁহাপনা, ব'ল্তে ভয় হয়, যদি সত্বর কোন উপায় না ক'র্তে পারেন, তা হ'লে শীঘ্রই যবন-রাজ্য ধ্বংস হবে।

সলিমান। আমি সেইরূপ লক্ষণ দেখ্ছি। অতি সুশিক্ষিত সেনা, সমরদীক্ষিত সেনানায়ক, ভুবনবিজয়ী আসোয়ার রণস্থলে ছিন্নভিন্ন হ'চ্ছে। শুন্তে পাই, শত্রুসেনা অসম্ভব আশুগামী, জাহ্নবীর অপর পারে শিবির সংস্থাপন ক'রেছে: শীঘ্রই রাজধানী আক্রমণ ক'র্বে। সে ব্রাহ্মণ দুর্জ্জয়!

চঞ্চলা। জাঁহাপনা! সে সিদ্ধবিদ্যা লাভ ক'রেছে, তার অসাধ্য কার্য্য নাই, পৃথিবীতে এমন কোন বীর নেই যে, তাকে পরাভব ক'র্তে পারে।

সলিমান। আমি স্বয়ং যুদ্ধে যাব।

চঞ্চলা। জাঁহাপনা! গোস্তাকি মাপ হয়, কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হ'তে পার্বেন না। জাঁহাপনা, যে বিদ্যাপ্রভাবে বঙ্গসিংহাসন বার বার শূন্য হ'য়েছে, সেই বিদ্যা এ ব্রাহ্মণ-কুমার লাভ ক'রেছে। যিনি শিক্ষাদাতা, তাঁর ইষ্টদেবের অভিসম্পাত আছে, সিংহাসন গ্রহণ ক'র্লেই প্রাণনাশ হবে। এই নিমিত্তই বঙ্গসিংহাসনে হিন্দু বসে নাই। কিন্তু জাঁহাপনা! এখন সে শিষ্যের অভিসম্পাত নাই, সর্ব্বনাশ আসন্ন।

সলিমান। সত্য?

চঞ্চলা। জাঁহাপনা, মিথ্যা ব'ল্তে আসি নে, যাহাতে হিত হয়, সেই জন্যই এসেছি।

সলিমান। তবে কি উপায় আছে?

চঞ্চলা। জাঁহাপনা, আছে কি স্মরণ, কি কারণ
কারারুদ্ধ হ'য়েছিল সে ব্রাহ্মণ? তব
দুহিতার রূপফাঁদে, আজো কাঁদে। রূপ
জাগে হৃদে, আজো বাঁধা কুসুম-বন্ধনে।
কহ দুহিতায়, আনে ভুলাইয়ে তায়—
বাঁধিয়ে মোহিনী ডুরী। যদি কোন ছলে,
ধর্ম্মনাশ পার করিবারে, যবনীয়
দীক্ষাদানে, হবে ব্রহ্মতেজ হ্রাস: হিন্দুগণে আর ঘৃণায় তাহায় স্থান নাহি
দিবে, তব অধীন হইবে। তারি ভুজবলে হবে অনায়াসে উড়িষ্যা-বিজয়।
হিন্দুভয় যবনের না রহিবে আর।

সলিমান। তুমি হিন্দু, তোমায় মাপ ক'র্লেম। এরূপ নীচ উপায় মুসলমান অবলম্বন করে না।

চঞ্চলা। বঙ্গভূমে তুমি অধিকারী, নাহি হেন
জন, তব না মানে শাসন, কিন্তু মন
নহে তব অধিকারে। করুন মার্জ্জনা,
দুহিতা তোমার বিলায়েছে মন, প্রাণ
সমর্পণ করিয়াছে হিন্দুর চরণে,
মন মানা নাহি শোনে, শাসনে কেমনে
ফিরাইবে নরনাথ! হিন্দুর দমন
যদি প্রয়োজন, হিন্দুসেনাপতি ছলে
হইলে যবন, ভগ্নোদ্যম হিন্দু সেনাগণ, ফিরিবে উড়িষ্যা-মুখে; কার্য্য সিদ্ধ
হবে অনায়াসে। ধর বাক্য নরবর!
হিতকারী প্রজা আমি, তব দুহিতার

যোগ্য পাত্র সেনাপতি—নহে হীন জন,
গৌরব না হবে নষ্ট—তনয়া অর্পণে।

সলিমান। তোমার উপদেশ বড় কঠিন, কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লেম, এই একমাত্র উপায়। হিন্দু-সেনাপতি অতি বলবান্, হিন্দু-শিবিরে তো শাজাদীকে পাঠাতে পারিনে।

চঞ্চলা। সেই শাজাদীর মহলে আস্‌বে।

সলিমান। কিরূপ?

চঞ্চলা। যদি জাঁহাপনার আজ্ঞা পাই, তা হ'লে এ কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন ক'র্‌তে পারি।

সলিমান। ভাল ভাল, যদি শাজাদীর মহলে আন্‌তে পার, তা হ'লে তাকে বন্দী ক'র্‌লেই হবে।

চঞ্চলা। কার সাধ্য তাকে বন্দী করে? তার সিদ্ধবিদ্যা, মনুষ্যের সাধ্য নেই তাকে বন্দী করে।

সলিমান। আচ্ছা, তুমি যেরূপ ভাল বোঝ, কর।

। উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর

কালাপাহাড়

কালা। আহা, অভাগিনী, এ জনমে
আর নাহি
দেখা হবে। বৃথা কেন করি সে শোচন!
এ কি বিদ্যাবল বুঝিতে না পারি! হই
আত্মহারা স্মরিলে তাহায়, যোগদৃষ্টি
নাহি চলে, এ বিদ্যায় ফল কিবা! ভ্রম
নহে দূর, বিশ্বতত্ত্ব নিবিড় তিমিরে,
কই, কই, কই আশা পূর্ণ মম! কই
দিব্য জ্ঞান! তম, ঘোর তম পূর্ব্বসম!
ভ্রান্তি, ভ্রান্তি, ভ্রান্তি শক্তি-বিদ্যা
উপার্জ্জন।
তিমির তিমির—হৃদি নহে স্থির, কই
পরম পুলক বিমল আলোক! কোথা,
কোথা শান্তি, কোথা হৃদয়ের ধন মম!
বিফল জনম হায়, বৃথা পরিশ্রম!

মুরলার প্রবেশ ও গীত

ঝিম্ ঝিম্ ঝমকে ঝমকে ঝন রণ্।
চমকে চাকি চুকি, দমকে দমকে
ঘন ঘন গরজন্।
কঠোর কুলিশ কড়, তড় তড় তড় তড়,
প্রবল পবন শন্ শন্॥
দমকে দমকে চলে নিবিড় মেঘমাল,
কাল করাল ঘনজাল—
ঘোর আঁধার, নলকে নলকে পুন,
কঠোর নিস্বন্।
করিকরাকার ধারা ধরণীবুকে, ঘন চমকে,
ঝড় দল বাদল ঘোর কোলাহল
ছন্দ বন্দ, ভীষণ প্রবন্ধ, ভূত দ্বন্দ্ব
ঘোর রণ॥

কালা। বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি,
কে তুমি জননি!
কেন বিষাদিনী? নিরুপমা ছবি, দেবী
কি দানবী, গহনে গগনে উথলিছে
বিষাদসঙ্গীত। কহ এ কান্তারে কার
তরে ভ্রম একাকিনী? কিঙ্করে জননি,
কৃপা করি দেহ পরিচয়। মনে হয়,
তুমি মা গো ইষ্টদেবী মম! শ্রীচরণে
অভাগা সন্তানে রাখ। এ কি প্রবঞ্চনা!
পুত্র প্রতি কেন প্রতিকূল? নাহি দেহ
স্পর্শিতে চরণ? পদধূলি ভিক্ষা দেহ।

মুরলা। নহে বৎস, ভৌতিক শরীর।
ছায়াময়ী
ছায়ার আকার, ভ্রমি এ ভুবনে, পতি
অন্বেষণে মণিহারা ফণিনী সমান।
বিচলিত প্রাণ; বদ্ধ মোহমুগ্ধ মন
প্রেমপাশে, প্রতিজ্ঞার ফাঁসে; যাই যাই,
আসি ফিরি ফিরি, ত্যজি অমর-নগরী,
ছায়া-দেহ ধরি, বাসনার বশে, আশে
অবনীমণ্ডলে ঘুরি; অস্থির চঞ্চল
পদ্মপত্র-জল, পতিহারা দিশেহারা,
শান্তিহীনা, হৃদি-নিধি বিনা বিষাদিনী।
নৈরাশ্য সাগরে তুমি ভরসা আমার,
প্রসাদে তোমার শুধি প্রতিজ্ঞার ধার।
স্বামীসনে সেবি নারায়ণে নিত্যধামে।

কালা। কহ মাতা, কিবা প্রয়োজন? বিসর্জ্জন
দিব এ জীবন, যেবা হয় আজ্ঞা দেহ

সাধিব নিশ্চয়, করুণায় কহ মোরে
কৃপাময়ি!

মুরলা। দেহ বৎস! শক্তি বিসর্জ্জন,
যার শক্তি তার পদে কর সমর্পণ;
শক্তি দান কর তুমি জাহ্নবীর জলে.
শান্তি পাবে, ত্রিতাপে তরিবে অবহেলে;
তব কার্য্যে হবে তব গুরুর উদ্ধার,
পাইব স্বামীরে আমি কল্যাণে তোমার।
দুই জনে নারায়ণে সেবিবারে সাধ,
মঙ্গল হইবে, নহে অপার বিষাদ।

[মুরলার প্রস্থান।

কালা। কোথা, কোথা মাতা,
কোথা গেলে ছায়াময়ি,
কোথায় লুকালো! মা গো,
জাহ্নবী-জীবনে,
দেহ সনে শক্তি ভাসাইব! পালিব মা—
আজ্ঞা তব, দেখো রেখো চরণে চরমে!

দোলেনার প্রবেশ

দোলেনা। শোন শোন, এস।
কালা। কে তুমি?
দোলেনা। এস এস।
কালা। কে তুমি, আমায় কোথায় যেতে ব'ল্‌ছ?

দোলেনা। প'ড়ে ধরাসনে কনকলতা,
কইতে কাঁদে প্রাণ।
তাইতে একা এলেম বনে,
ভাসিয়ে অভিমান॥
শূন্যমনে শূন্যপানে,
স্থির নয়নে চায়।
নিরাশ কথা বুঝ্‌বে কে তা,
শূন্যে মিশে যায়॥
পড়ে শ্বাস থেকে থেকে,
নিরাশ-আগুন জ্বলে।
মনের আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে,
জ্বলে নয়ন-জলে॥
সাধ গেল না, ছাই হ'লো না,
জ্ব'লে জ্ব'লে সারা।
দিন-যামিনী একাকিনী,
হৃদয়-মণি হারা॥
সাধ ক'রে কিনেছে জ্বালা,
ফেল্‌তে সে ত নারে।
যত সয়—সয় সে তত,
সইতে তত পারে॥
কে জানে কেন মেনে,
কি দশা এ হ'লো।
কি কথা বুঝ্‌বে কে তা
দেখ্‌বে এস, চল॥

কালা। এ কি কোন পাগলিনী!

দোলেনা। কি ভাবে ভাবিনী, পাগলিনী কি না,
চিনিবে কে বল তায়?
পাগলিনী সনে, পাগলিনী হ'য়ে,
পাগলিনী চেনা দায়॥
আপনার ভাবে, নিয়ত মগন,
বেদনা বুঝিবে কিসে।
বিষের কি জ্বালা, কে বুঝে না জ্ব'লে,
বোঝে না জ্বরিলে বিষে॥
আমি পাগলিনী, সে কি তা জানি নি,
তোমারে ডাকি হে তাই।
কাঁদি সে হাসিলে, সে কাঁদিলে হাসি,
ব্যথার ব্যথী ত নাই॥

কালা। অদ্ভুত রমণী! নাহি জানি বিনোদিনী
কি ভাবে ভাবিনী! হেরি পাগলিনী প্রায়,
কিবা অভিপ্রায়, বোঝা নাহি যায়, বুঝি
ভেসে যায় ঘটনা-প্রবাহে। কি বেদনা
জানায় ললনা! কোথা শক্তির প্রভাব,
কোথা অষ্টসিদ্ধির গৌরব, মনোভাব
নারীর বুঝিতে নারি! এ কি প্রেম-লীলা,
প্রেমের কি খেলা, তাই শক্তি পরাভব!
মনে হয়, সিদ্ধিবলে এ বিশ্বমণ্ডলে,
তারায় তারায়, চন্দ্র-সূর্য্য লোকে, ক্ষুদ্র
গ্রহ আদি জ্যোতির মণ্ডল, ঘূর্ণ্যমান
যে যথায় নভস্থলে; পর্ব্বত-অন্তরে,
সাগর-গহ্বরে, ভূমি-গর্ভে, সপ্ত স্বর্গে
কিবা, যোগবলে অনায়াসে যেতে পারি।
ভূচর, খেচর, জলচর, ক্ষুদ্র কীট
আদি, হৃদিভেদী মন্ত্রে পারি পশিবারে
হৃদয়-মাঝারে। কিন্তু নারি বুঝিবারে,
বিজন গহনে মম সনে কি কামনা
এ নারীর। প্রেম-তত্ত্ব দুর্ভেদ্য নিশ্চয়।
মনে হয়, প্রেমিক-হৃদয় ব্যাপ্ত বিশ্ব-
ময়, হেরে প্রেম-নেত্রে পরম পুরুষে।
যোগ-যাগ বিসর্জ্জন, প্রেম অন্বেষণ
সার মম এ জীবনে; কিন্তু কোথা যাব,

প্রেম-গুরু কোথায় পাইব, কে বুঝাবে
কবে হবে পরমার্থ প্রেম-তত্ত্ব লাভ ?
দোলেনা। সকের জিনিষ সকে চেনে,
সকের জিনিষ সকে কেনে,
সক থাকে তো পাবে রতন,
নয় ত পাবে না।
আসে যদি আপনি আসে,
কোমল হৃদি ভালবাসে,
ব'স্‌লে পরে হৃদ্‌মাঝারে,
আর তো যাবে না॥
আপন হ'য়ে ফেলে ফাঁদে,
হাস্‌লে হাসে কাঁদ্‌লে কাঁদে,
দিনে রেতে মাতায় মাতে,
মান তো রাখে না।
দেয় না ধরা যারে তারে,
ধরে সে যে ধ'র্‌তে পারে,
পরশে হৃদয় রসে, বশে থাকে না॥
বোঝে না যে বুঝ্‌বো বলে,
মেলে আপন-হারা হ'লে,
ছল থাকে না বুঝ রাখে না,
বোধ তো মানে না।
রইতে নারে ছলে বলে,
বোধ হ'লে যায় সে চ'লে,
বোঝা যায় ম'জে, বুঝে জান্‌লে জানে না॥
[দোলেনার প্রস্থান।
কালা। জীবন কুহক, হেরি কুহক সকলি,—
প্রবাহে ভাসায়, ভাবি স্বেচ্ছাধীন চলি।
[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

ক্ষুদ্র বন

চঞ্চলা ও ইমান

চঞ্চলা। তুমি আমার কাছে কি প্রতিশ্রুত আছ, মনে আছে ?

ইমান। আমি তোমার কাছে কিছু প্রতিশ্রুত নেই। তবে এইমাত্র কথা হ'য়েছিল, যদি আমার ইয়ারকে পাই, যে যত্ন জানে, তারে দিই।

চঞ্চলা। তুমি কি জান না যে, আমি তার জন্যে পাগল ?

ইমান। পাগল হ'তে পার, কিন্তু প্রেম কি, তা জান না। যদি জান্‌তে, তা হ'লে তারে কারাগারে দিতে পার্‌তে না; যদি জান্‌তে, তার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে হেথায় আমায় আন্‌তে না; যারে ভালবাসি, তারে ভেবে সুখ, তারে দে'খে সুখ, তার কথায় সুখ, তার কথায় দুঃখে সুখ, তার সুখে সুখ, তার অসুখে দারুণ অসুখ; তোমার আপনার সুখ চাও, তুমি তার সুখে সুখী নও।

চঞ্চলা। তুমি কি আপনার সুখ খোঁজ না ? তুমি কি তারে চাও না ?

ইমান। না। কেন জান ? আমি আপনার সুখ চাই ব'লে, আমি তার অসুখে অসুখী ব'লে, তার ভাল শুনে ভাল থাকি ব'লে। এ কথা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। যখন বুঝ্‌তে পার্‌বে, আমার কাছে এস, আমি তোমাকে কলিজার রক্ত দেব।

চঞ্চলা। তুমি তারে চাও না, যদি না চাও, আমায় দিতে পার না কেন ?

ইমান। ঐ তো ব'ল্‌লেম, তুমি তার সুখে সুখী নও ব'লে।

চঞ্চলা। আমায় মাপ কর, আমি প্রাণের জ্বালায় কখন্ কি ব'লেছি, কখন্ কি ক'রেছি, ভুলে যাও। আমি আর সে কাজ ক'র্‌বো না। তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, তুমি আমায় তার দাসী হবার অধিকার দাও, তার পদ-সেবা ক'র্‌বার অধিকার দাও। তোমায় কাতর দেখে আমি কাতর হ'য়েছিলেম, আমায় কাতর দেখে তুমি কাতর হ'চ্ছো না কেন ? তাতে আমাতে কি প্রভেদ তা আমি জানি; আমি তার বাঁদী হবার কামনা করি, অপর কামনা করি নি; তুমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ ক'রতে পার, তবে কেন তুমি বিরূপা হ'চ্ছো ?

ইমান। আজও তুমি তোমার মনের ভাব বোঝ না! আজও তুমি কি চাও—তা জান না। ব'ল্‌ছো, বাঁদী হবে, কিন্তু বাঁদীর কি কাজ, তা জান ? প্রভুর মঙ্গলকামনা, কায়মনোবাক্যে মংগলসাধন, প্রাণ বিসর্জ্জনে মঙ্গলসাধন। তুমি কেন এত দিন এ কথা বোঝ নি, আমি ব'ল্‌তে পারি নে। নির্জ্জনে ব'সে ধ্যান ক'রে দেখো, সে ধ্যানের মূর্ত্তি ধ্যানে তোমার মন নির্ম্মল হবে। বিষের জ্বালা যাবে, তাঁরে পাবে। সে মিলনে আর বিচ্ছেদ হবে না, দিন রাত তাঁরে নিয়ে বিভোর হ'য়ে থাক্‌বে।

চঞ্চলা। তুমি আমায় আজও চেন নি।

ইমান। যদি না চিনে থাকি, চেন্‌বার কিছু বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করি নি।

চঞ্চলা। আমি বাপের কথা ঠেলেছি, মার কথা ঠেলেছি, তোমার কথায় ফির্‌বো না। আমি দেখ্‌বো, কেমন তুমি তার হিতসাধন ক'র্‌তে পার! আমি বুঝ্‌বো, কত তোমার আত্মত্যাগ! প্রেমে বিষ আছে কি না, তোমায় বোঝাব! আমায় যে জ্বালিয়েছে, আমায় যে পায়ে ঠেলেছে, আমায় যে ঘৃণা ক'রেছে, দেখ্‌বো, তারে কেমন ক'রে তুমি সুখী ক'র্‌তে পার। যদি চন্দ্র-সূর্য্য খ'সে পড়ে, সুমেরু যদি সাগর হয়, সাগর-লহরী যদি প্রস্তর হয়, বিশ্ব যদি পরমাণু হয়, যদি সর্পদন্তে বিষ না থাকে, যদি সমস্ত দেব-দেবী একত্র হ'য়ে তারে রক্ষা ক'র্‌বার চেষ্টা পায়, আমার প্রতিহিংসায় পরিত্রাণ ক'র্‌তে পার'বে না। আমি যেমন জ্ব'লেছি, সে দিন-রাত্রি জ্ব'ল্‌বে। আমায় যেমন ঘৃণা ক'রেছে—জগতে সে ঘৃণ্য হবে। প্রাতে তার নাম শুন্‌লে লোকে আপনাকে ধিক্কার দেবে। তার জন্মে ধিক্কার, কর্ম্মে ধিক্কার, জীবনে শত সহস্র ধিক্কার দেবে!

[চঞ্চলার প্রস্থান।

ইমান। তুমি বেইমান।

কালাপাহাড়ের প্রবেশ

কালা। কি! তুমি জীবিত?

ইমান। তুমি আমায় ডেকেছ?

কালা। আমার পণ রক্ষার জন্য তোমায় ডেকেছি।

ইমান। আমার এক মিনতি, যে আমার মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিল, বুঝ্‌তে পাচ্ছ, সে মিথ্যাবাদী, সে তোমার শত্রু! তারে তুমি কদাচ প্রত্যয় ক'রো না।

কালা। সুন্দরি, আমার শত্রুভয় নেই, আমি আমার আপনার শত্রু, বোধ হয় তোমারও শত্রু! আমি আপনি ম'জেছি, বোধ হয় তোমায়ও মজিয়েছি।

ইমান। তুমি আমার পরম মিত্র, তুমি আমার প্রাণেশ্বর, তুমি আমার ইষ্টদেবতা, জীবনের ধ্রুবতারা।

কালা। সুন্দরি, কি ব'লছো? প্রাণেশ্বরি—

স্পর্শ করিতে অগ্রসর

ইমান। তুমি আমায় স্পর্শ কোরো না।

কালা। কেন, কেন?

ইমান। আমি কে জান কি?

কালা। যে হও, আমার প্রাণ-প্রতিমা।

ইমান। আমি যবনী! নবাব সলিমান আমার পিতা। আমি পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পারি নি, তাই তোমায় ব'লেছিলেম—ব্রাহ্মণ-কুমারী; তাই ছল ক'রে তোমায় এনেছিলেম, আজ তোমার কাছে মার্জ্জনা চেয়ে বিদায় হ'তে এসেছি। আমি তোমায় ভুলতে পার্‌বো না, তুমি আমায় ভুলে যাও। তোমার উচ্চ জীবনে অনেক কাজ আছে, আমার কাজ ফুরিয়েছে।

কালা। আজ হ'তে আমারও কাজ ফুরালো! তুমি আমায় ভুল্‌তে ব'ল্‌ছো, আজ আমার অনেক কথা মনে প'ড়্‌চে; আজ আমার স্মরণ হ'চ্ছে যে, যখন আমি সিংহকে বধ করি, তুমি আমার মুখপানে চেয়ে ছিলে, সে দৃষ্টি আমার এখনও মনে প'ড়্‌চে, সে এই স্নিগ্ধ প্রেমময়ী দৃষ্টি। যখন নবাব পুরস্কার দেবার জন্য আমার অনুসন্ধান করেন, আমি যাই নি; আমার আশঙ্কা ছিল যে,—তোমার তত্ত্ব পেলে, তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে আমি মুগ্ধ হব; কিন্তু ঘটনাস্রোত কে নিবারণ ক'র্‌তে পারে! তোমার দেখা পেয়েছি, তুমি আমার অন্তরে ব'সেছ, তোমায় ভোল্‌বার উপায় নেই। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নবাবের কুলে কলঙ্ক হবে ব'লে আমার কাছে বিদায় হ'তে এসেছ, না নবাবের আজ্ঞায় এসেছ?

ইমান। নবাবের ইচ্ছা তোমায় বরণ করি। তুমি দুর্দ্দম শত্রু; তোমায় জয় করা দুঃসাধ্য। আমি তোমায় বরণ ক'র্‌লে তুমি মুসলমান হবে, হিন্দুকে পরিত্যাগ ক'র্‌বে। পাছে তোমার এই নিদারুণ কলঙ্ক হয়, পাছে তুমি মোহবশতঃ আমায় গ্রহণ কর, এই জন্য বিদায় হ'তে এসেছি।

কালা। যদি আমার কলঙ্ক-ভয় না থাকে?

ইমান। যদি সত্যই তা হয়, তাহ'লেও আমার প্রভুর মাথায় কলঙ্কের ভার দেব না। আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি ব'ল্‌লে আমায় ভালবাস, তবে আর কেন? আমি চ'ল্‌লেম।

কালা। দাঁড়াও, একবার দাঁড়াও, এখনও তোমায় দেখ্‌বার তৃষা আমার মেটে নি, তুমি

চ'লে গেলে পৃথিবী অন্ধকার হবে। জীবন ভার বোধ হবে!

ইমান। তুমি আর আমায় ব'লো না, আমার পণ ভঙ্গ ক'রো না, যদি ভালবাস, কলঙ্ক-পশরা দিও না।

[ইমানের প্রস্থান।

কালা। এই তো ফুরাল স্মৃতি। রহিল কেবল
আশ অভিলাষ, আশাভঙ্গ পুনঃপুনঃ—
এইমাত্র মানব-জীবন, ধরি কায়
ভেসে যায় নিরাশায়, কতই মমতা,
কত যত্ন দেহের রক্ষণে, বোধহীন
মানবমণ্ডল, আশা নাচায় কাঁদায়,
ভাসায় অকূল জলে দৈত্যের কৌশলে!
মমতা-শৃঙ্খল বাঁধে আপন ইচ্ছায়
পায়; হীন অবোধ চঞ্চল, সুখসাধ
সতত প্রবল, বার বার ভোলে ছলে।
মজিয়ে না বোঝে, এ কি অদ্ভুত ছলনা!
সাধ কারাবাস পাশ-বন্ধনে উল্লাস।

মুকুন্দদেবের প্রবেশ

মুকুন্দ। এ কি মহাশয়! আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে এখানে অবস্থান ক'র্‌ছেন? হৃদিভঙ্গ যবন আর প্রান্তরে আমাদের সম্মুখীন হ'তে সাহসী নয়; দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌ছে। চলুন, অদ্যই আমরা জাহ্নবী পার হ'য়ে যবন-গড় আক্রমণ করি। আপনি সিদ্ধপুরুষ, শুভক্ষণে আপনার পদাশ্রয় পেয়েছিলেম!

কালা। মহারাজ, আমায় মার্জ্জনা করুন! আর আমি যবন-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'র্‌বো না।

মুকুন্দ। সেকি! অকস্মাৎ আপনার এরূপ ভাবের পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

কালা। মহারাজ, আমি আর হিন্দু নই।

মুকুন্দ। এ কিরূপ আজ্ঞা ক'র্‌ছেন? আপনি হিন্দু-চূড়ামণি, সিদ্ধ মহাপুরুষ।

কালা। আপনি জানেন না—আমি যবন!

মুকুন্দ। কে বলে? মিথ্যা কথা।

কালা। আমি সত্যই যবন, মন আমার যবনীর দাস। একবার আমি দারুণ শৃঙ্খল ছেদন ক'রবার চেষ্টা পাব, এই নিমিত্তই এখনও দেহ রেখেছি।

মুকুন্দ। আপনি যে হোন্‌ আপনি হিন্দুর রক্ষক, হিন্দুর আশা-ভরসা, আপনি যবন-দমন বীরশ্রেষ্ঠ!

কালা। মহারাজ, শীঘ্রই আমি শক্তিহীন হব।

মুকুন্দ। মহাশয়ের কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

কালা। মহারাজ, শুনুন, আমি আজীবন অশান্তি ভোগ ক'র্‌ছি! মহারাজের স্মরণ নেই, আমার কুটিল মনের পরিচয় এই সুরধুনীর তীরে মহারাজকে প্রদান ক'রেছি। পরে শান্তি আশায় প্রতিহিংসা-তৃষায় সিদ্ধিলাভ করি, আজ সেই অশান্তি-আকর সিদ্ধশক্তি—শক্তি-স্বরূপিণী সুরধুনীর পাদপদ্মে অর্পণ ক'র্‌বো; দেখি, যদি মুক্তি-দায়িনী কৃপা ক'রে মুক্তিদান করেন।

মুকুন্দ। আপনি কি ব'ল্‌ছেন?

কালা। আমি যেরূপ সংকল্প ক'রেছি, সেইরূপ মহারাজকে নিবেদন ক'র্‌লেম।

মুকুন্দ। আপনি না ব'ল্‌লেন—আপনি যবন?

কালা। হাঁ মহারাজ।

মুকুন্দ। তবে আর জাহ্নবী আপনার মুক্তিদাত্রী নন, আপনি কি জানেন না, যে, যবন দর্শনে জাহ্নবী দেবী শতহস্ত অন্তর হন?

কালা। সত্য, তবে আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রেছি!

মুকুন্দ। আপনি যবন বিজয় ক'রে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

কালা। মহারাজ, আর আমার শক্তি কই? মহারাজই ত আজ্ঞা ক'র্‌লেন, আমি পতিত।

প্রস্থানোদ্যম

মুকুন্দ। (স্বগত) না না, এ ব্যক্তি নিতান্ত উন্মাদগ্রস্ত হ'য়েছে। বোধহয়, কোন সাধনায় বিঘ্ন হ'য়ে থাক্‌বে। (প্রকাশ্যে) আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

কালা। ব'ল্‌তে পারিনে।

মুকুন্দ। আপনি বন্দী। যুদ্ধনিয়মে যে যোদ্ধা আসন্ন যুদ্ধে রণপরাঙ্মুখ—সে দণ্ডনীয়।

কালা। যদি দণ্ড দিতে পার মোরে সমুচিত,
তাহে যদি আত্মগ্লানি হয় দূর, দেহ
যেবা দণ্ড অভিলাষ। কারাবাস, প্রাণ-

নাশ, স্থানান্তর কিবা, উচিত বিধান
এই দণ্ডে কর অনুষ্ঠান। যন্ত্রণার
ভয় মম নাই, মোর ঠাঁই পরাজয়
যন্ত্রণানিচয়। অনুতাপানল দহে
অন্তস্তল, বিফল জীবন-ভার বহি;
ভাবি মনে কত দিনে ভগ্ন হবে দেহ,
এড়াইব যন্ত্রণা দুঃসহ, কত দিনে
পাব পরিত্রাণ! দেহভঙ্গে যন্ত্রণা কি
যাবে, কেবা জানে—অনিশ্চিত সমুদয়!

বীরেশ্বরের প্রবেশ

বীরেশ্বর। মহারাজ মুকুন্দদেব! এই নরাধম আমার শিষ্য, আপনার সাহায্যার্থে আমি ওকে সিদ্ধবিদ্যা প্রদান ক'রেছি, এক্ষণে দেখ্‌ছি এ ব্যক্তি আমার কাজে পরাঙ্মুখ; আপনি স্থানান্তরে অবস্থান করুন, আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, কেন এরূপ দুর্ম্মতি হ'লো।

মুকুন্দ। যথা আজ্ঞা প্রভু!

[প্রস্থান।

বীরে। তুমি না হিন্দুর পক্ষ হ'য়ে যুদ্ধ ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত আছ?

কালা। যুদ্ধ তো ক'রেছি।

বীরে। কই, এখনও ত যবন বঙ্গের সিংহাসনে?

কালা। মহাশয় আজ্ঞা করেছিলেন যে, অষ্টসিদ্ধি লাভ ক'র্‌লে ব্রহ্মদৈত্য হয়, ভূতের মন কখন কি হয়, তার ত নিশ্চয় নেই।

বীরে। পাষণ্ড! আমার কার্য্য আমি আপনি ক'র্‌বো।

কালা। মহাশয়ের নিকট শুনেছি যে, বনে দস্যুর ন্যায় অবস্থান ক'র্‌ছিলেন, আমায় হিন্দুর পক্ষ হ'তে আজ্ঞা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মহাশয়ের যে কোন কার্য্য ছিল, তা আমি অবগত ছিলেম না, কার্য্য থাকে করুন, আমাকে আজ্ঞা ক'র্‌ছেন কেন?

বীরে। আমি তোর শক্তি হরণ ক'র্‌লেম।

কালা। বিশেষ উপকার ক'র্‌লেন, আপনার সিদ্ধমন্ত্র নিন। আপনি যথার্থ ব'লেছিলেন, মহা অশুদ্ধ মন্ত্র। আমি বিল্বপত্রে লিখে রেখেছি, জাহ্নবীতে ভাসিয়ে দেব মনে ক'রে-ছিলেম, এখন আপনার পাদপদ্মে অর্পণ ক'র্‌লেম। যবন আপনার শত্রু, আপনাকে ধৃত ক'র্‌তে গিয়েছিল, কিন্তু আমার পরম মিত্র, আমার মিত্রের মিত্র।

বীরে। পাষণ্ড! তোর পতনের কারণ আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। তুই যবনীকে প্রাণ-সমর্পণ ক'রেছিস্, তুই এ সিদ্ধমন্ত্রের যোগ্য নস্।

কালা। আমার পরম লাভ, বোধ হয়, পিশাচ আমায় পরিত্যাগ ক'র্‌লে। একজন মহাপুরুষ আমায় নিবারণ ক'রেছিলেন, তাঁর মানা আমি শুনিনে। অহেতু নরহত্যার পাতক গ্রহণ ক'রেছি। নবাব আমায় আমার অপরাধে বন্দী ক'রেছিলেন—আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

বীরে। পাপিষ্ঠ! তোর যবনমিত্র আমি সমূলে উচ্ছেদ ক'র্‌বো।

কালা। আমি জীবিত থাক্‌তে কদাচ পার্‌বেন না।

বীরে। আপাততঃ তো কারাগারে পচে মর্।

মুকুন্দদেবের প্রবেশ

মহারাজ মুকুন্দদেব! আপনার সৈনিকদিগকে বলুন, একে কারারুদ্ধ ক'রে রাখে।

কালা। মহারাজ, বন্দী করুন, আমায় যে শাস্তি হয় দিন, কিন্তু যবন-বিরুদ্ধে কোন কার্য্য ক'র্‌বেন না। যবনের সঙ্গে সন্ধি করুন, নচেৎ আপনার রাজ্য, মান, প্রভুত্ব কিছুই থাক্‌বে না।

বীরে। এ সব দুর্ম্মতি তোরে কে দিলে?

কালা। দুর্ম্মতি হয়, সুমতি হয় শোন—আমি পরম শক্তিলাভ ক'রেছি। আমি স্বার্থ-শূন্য প্রেমগুরুর দর্শন পেয়েছি। আমার দিব্য-চক্ষু খুলেছে। আমি এই জাহ্নবী-তীরে ব্রাহ্মণ-সমীপে, রাজার সমীপে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, যে নবাব সলিমানের বিরোধী, সে আমার শত্রু। যদি কখনও যমহস্ত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভাবনা থাকে, তত্রাচ যবন-বিরোধীর নিস্তার নাই, যবনকুলে আমার প্রাণেশ্বরীর উদ্ভব। আমি এত দিনে আত্মত্যাগ দেখেছি, আত্মত্যাগ বুঝেছি, কতদূর সে শিক্ষা গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌বো তা জানিনে, কিন্তু মনুষ্যত্বের নাম আত্মত্যাগ।

বীরে। চণ্ডাল, তোরে এখনি আমি ভস্ম ক'র্‌বো।

চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চলা। পিতা, পিতা, কি করেন, আগে আমার প্রাণবধ করুন, আমায় ভস্ম ক'রে আগে আমার মনের আগুন নিৰ্ব্বাণ করুন! এ'কে বধ ক'র্‌বেন না, বধ কর্‌বেন না, কন্যাকে ভিক্ষা দিন, ও অবোধ অজ্ঞান, আপনার শিষ্য, মাৰ্জ্জনা করুন।

বীরে। দূর্‌ হ! তোদের উভয়ের আর মুখ দর্শন ক'র্‌বো না। মহারাজ মুকুন্দদেব, চলুন, এ অধমাত্মাকে পরিত্যাগ করুন, ঈদৃশ হীনব্যক্তির দ্বারা উচ্চকাৰ্য্যের সম্ভাবনা নাই। আসুন, আমি আপনার সহায়; যবনবিজয়ে অগ্রসর হোন।

[বীরেশ্বর ও মুকুন্দদেবের প্রস্থান।

কালা। সত্য, আমি কি কর্‌ছি! হিন্দু হ'য়ে কি যবন হ'লেম! এ কি আমার আত্ম-ত্যাগ না আমার স্বার্থ? আমি যবনীর প্রেমে উন্মত্ত, তাই যবন-পক্ষ অবলম্বন ক'র্‌বো ভাবছি। ক্রোধপরবশ হ'য়ে যবন-বিরোধী হ'য়েছিলেম, কামবশে হিন্দু-বিরোধী হ'চ্ছি। আমার কোন পক্ষ অবলম্বনে প্রয়োজন নাই। অসি, তুমি কোষ মধ্যে অবস্থান কর। অনেক শোণিত পান ক'রেছ, বিশ্রাম লাভ কর।

[কালাপাহাড়ের প্রস্থান।

চঞ্চলা। হা ধিক্‌ আমায়! আমায় ধিক্‌! একবার আমার পানে ফিরে চাইলে না, একটী কথা কইলে না, প্রতিহিংসা! আমার আর কিছুই নাই। আরে অবোধ মন, এত অশ্রদ্ধায় তোর ঘৃণা হ'লো না! এখনও তুই অপ্রেমিকের অনুরাগিণী! ইমান, ইমান, তুমিই আমার সৰ্ব্বনাশের কারণ, তোমার আমি সৰ্ব্বনাশ ক'র্‌বো। না পারি, শেষ চিতানল আছেই। ওহো, জানি নে, চিতানলে কি এত জ্বালা! আর একবার পায়ে ধ'র্‌বো, আর একবার মিনতি ক'র্‌বো, আর একবার অন্তরের জ্বালা জানাব। ইমান, ইমান—আমার নাম বেইমান—তোমায় ব'লেছি।

[চঞ্চলার প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দোলেনা ও লেটো

লেটো। ওই—যা ভেবেছি, এসেছে, ও পেত্নী না হ'য়ে যায়! আর ছুঁড়ীই যদি হয়, সেই কোন্‌ কম! আমি এধার থেকে ফুল তুলে যাই, ঐ দিক্‌টে বেশ ভাল ভাল ফুল ফুটে র'য়েছে। ওই যে, এক ঝুড়ী ফুলও তুলেছে, ঝুড়ীটে সরাতে পার্‌লে হয়, পেত্নীর ফুলে ত পূজা হয়? হয়। বাবাজী ব'লেছে—ফুলে দোষ নেই। বাঃ, দিব্যি মালাছড়াটী গে'থেছে।

দোলেনা। ওই যে এয়েছে, আমি একটু স'রে যাই, তা হ'লে এদিকে আস্‌বে।

লেটো। অ্যাঁ! এ যে চ'লে গেল! যাবে না! ভোর হ'লো, এখন সেওড়া গাছে চ'ল্‌লো। আমি ত ফুলগুলো হাতাই! গঙ্গাজলে চুব্‌ড়ী শুদ্ধ চুবিয়ে নে যাব এখন।

দোলেনা। কে রে—কে রে?

লেটো। তুই কে রে?

দোলেনা। আমি এখানে থাকি।

লেটো। তুই কোন্‌ গাছে থাকিস্‌?

দোলেনা। আমি সেওড়া গাছে থাকি। তুই কোন্‌ গাছে থাকিস্‌?

লেটো। আমি চাঁপা গাছে থাকি।

দোলেনা। বটে! তবে এই মালা পর।

লেটো। একি তুই ফ্যাচাং ক'র্‌লি!

দোলেনা। তোকে সাদি ক'র্‌লেম।

লেটো। তুই সত্যি সত্যি মনে ক'র্‌লি বুঝি চাঁপাগাছে থাকি?

দোলেনা। তুই সত্যি সত্যি মনে কর্‌লি বুঝি সেওড়া গাছে থাকি?

লেটো। তবে তুই কি করিস্‌?

দোলেনা। তুই কি করিস্‌?

লেটো। আমি বাবাজীর ফুল তুলি।

দোলেনা। আমি শাজাদীর মালা গাঁথি।

লেটো। তা গাঁথিস্‌ গাঁথিস্‌, আমার গলায় মালা দিলি কেন?

দোলেনা। তুই এখানে এলি কেন?

লেটো। আমার খুসী।

দোলেনা। আমারও খুসী।

লেটো। আঃ, অম্‌নি দাঁত বার ক'রে ফেল্‌লে!

দোলেনা। তোর নাক কাম্‌ড়ে দেব।

লেটো। আমার ঠেঙে নোয়া আছে, ছুঁতে পারবি নি।

দোলেনা। এই দ্যাখ্‌ ছুঁই।

লেটো। খবরদার, থাব্‌ড়া খাবি!

দোলেনা। তোর জাত গিয়েছে জানিস্‌?

লেটো। নে নে, আর ন্যাক্‌রায় কাজ নেই; স'রে যা, ভোর হ'লো, গাছে উঠে ব'স্‌ গে যা।

দোলেনা। তুই আমায় কি মনে ক'রেছিস্‌?

লেটো। তুই যা—তাই মনে ক'রেছি, আর কি! আমায় কি তুই বোকা পেলি? ভোর রাত্তিরে তুই ফুল তুল্‌তে বেরিয়েছিস্‌, চাঁপাতলায় ঘুর্‌ছিস, তোকে কি আর চিন্‌তে বাকী থাকে?

দোলেনা। তুই বুঝ্‌তে পারিস্‌ নে, আমি মুসলমান।

লেটো। তুই মাম্‌দো পেত্নী? তুই রাম বল্‌লে সরিস্‌ নে?

দোলেনা। কর্‌ ন্যাকামো; এই ভোর হ'লো, সকলকে ব'লে দেব, আমি মুসলমান, তোর গলায় মালা দিয়ে তোর সঙ্গে সাদি ক'রেছি, তোর জাত গিয়েছে।

লেটো। তুই সত্যিকার মুসলমান?

দোলেনা। হ্যাঁ।

লেটো। তবে যা, আমার দফা রফা ক'রেছিস্‌! তুই কেন এ কাজ ক'ল্লি?

দোলেনা। কেন কি? এই কাজ ক'র্‌বার জন্যেই ঘুর্‌ছি।

লেটো। তা বেশ ক'রেছিস্‌, যা। তোদের তো ছেলাম করে? ছেলাম করে, না? তবে আর কি, আমিও বাবাজীকে ছেলাম ক'রে তোবা তোবা করি গে।

দোলেনা। আর আমিও তোর সঙ্গে যাচ্ছি আর কি।

লেটো। হ্যাঁ রে, তোদের এই যাতে ক'রে ঝাঁট দেয়, তাকে কি বলিস্‌? এই ঝাঁটা, ঝাঁটা?

দোলেনা। না, ঝাড়ু।

লেটো। ঝাড়ু? তবে তুই যদি আমার সঙ্গে যাস্‌, তা হ'লে তোর মুখে আমি বিশ ঝাড়ু মার্‌ছি।

দোলেনা। আমি তোর মুখে বিশ পয়জার মার্‌ছি।

লেটো। পয়জার কাকে বলে?

দোলেনা। খুব মোটা মোটা জুতো দেখিস্‌ নে?

লেটো। কি নাগরা জুতো?

দোলেনা। হ্যাঁ।

লেটো। তা হ'লে তোর মুখে আমি ঝাড়ু মারি নে, বিশ পয়জার মারি।

চিন্তামণির প্রবেশ ও দোলেনার অন্তরালে গমন

চিন্তা। লেটো, লেটো!

লেটো। লেটো কে বাবাজি? এখন নুরবক্স।

চিন্তা। নুরবক্স কি রে?

লেটো। মুসলমান গো, মুসলমান!

চিন্তা। মুসলমান কি রে?

লেটো। আহা হা, বাবাজী যেন ন্যাকা! চাচা গো চাচা! তুমি যারে ভায়া বল, যারা তোবা তোবা করে, নবাবের জাত; এখন বুঝেছ?

চিন্তা। তুই কি ব'ল্‌ছিস?

লেটো। ব'ল্‌ছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। ঐ মোল্লা সাহেবের বেটী আমায় সাদি ক'রেছে।

চিন্তা। মোল্লা সাহেবের বেটী কে রে?

লেটো। ওরে ঐ, কোথা গেলি, বেরো না! বাবাজি, তোমায় দে'খে সট্‌কেছে!

চিন্তা। তা গিয়েছে গিয়েছে, যাক্‌ আয়। দিব্যি ফুলগুলি!

লেটো। বাবাজি, তুমি বেলকুল আক্কেলহারা হ'য়েছ। মনে ক'র্‌ছো, দিব্যি ফুলগুলি, ঠাকুর-পূজা ক'র্‌বে, ওতে তোবা পূজা হবে, ঠাকুর-পূজা চ'ল্‌বে না।

চিন্তা। তোবা কি?

লেটো। অ্যাঁ, তোবা কি! তোমায় যদি না চিন্‌তেম বাবাজি ত মনে ক'ত্তেম—ভাঙ্‌ খেয়েছ! তোবা গো—তোবা, আল্লা—আল্লা, এখন বুঝ্‌লে বাবাজি!

চিন্তা। লেটো, তুই তো বড় হীনবুদ্ধি হ'য়েছিস্‌!

লেটো। হ'য়েছি বই কি. এখন আরও কি হই, তা দেখ।

চিন্তা। ছিঃ, তুই ঠাকুর আর আল্লায় ভেদাভেদ করিস?—

এক বিভু বহু নামে ডাকে বহু জনে,
যথা জল. একওয়া, ওয়াটার, পানি,
বোঝায় সলিলে, সেইমত আল্লা, গড্,
ঈশ্বর, যিহোবা, যীশু নামে, নানাস্থানে
নানা জনে, ডাকে সনাতনে। ভেদজ্ঞান
অজ্ঞান-লক্ষণ. ভেদবুদ্ধি কর দূর;
বহু নাম—প্রতি নাম সর্ব্বশক্তিমান্
যার যেই নামে প্রীতি ভক্তির উদয়,
প্রফুল্ল হৃদয়, যেই নামে মনস্কাম
পূর্ণ, সেই জন সেই নাম উচ্চারণে।
মুসলমান, হিন্দু, কেরোস্তান. এক বিভু
সবে করে উপাসনা। সে বিনা উপাস্য
কেবা, কহ কার আর পূজা-অধিকার!
মূঢ়জনে ভেদজ্ঞানে দ্বন্দ্বে পরস্পরে।

লেটো। বাবাজি. বাবাজি. তোমার কথা রাখ, আবার ঐ আস্‌ছে!

চিন্তা। আস্‌ছে কি রে?

লেটো। এবার আর একটাকে সঙ্গে আন্‌ছে, বেটী বোধ হয়. তোমায় বাগাবে. বাবাজি, স'রে পড়।

চিন্তা। লেটো. তুই অমন ক'র্‌ছিস্ কেন?

লেটো। রোগে। জাত গেল বাবাজি, আর ব'ল্‌ছো, অমন ক'র্‌ছিস্ কেন?

চিন্তা। তোর জাত যাবে না।

লেটো। যাবে না, ওই মুসলমানী গলায় মালা দিলে, আর জাত যাবে না? তবে তুমি যদি বল বাবাজি. তা হ'লে আমার মন ঠাণ্ডা হয়। হাঁ বাবাজি. জাত কি বাবাজি?

চিন্তা। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—বিশ্বসৃষ্টি তিন গুণে;
সত্ত্বগুণ অধিক যাহার, সত্ত্বগুণী
তার ব্যবহার; সত্ত্ব প্রবল যাহার,
আহার-বিহার সেইমত। রজোগুণে
কার্য্য অধিকার, জেনো সকলি তাহার
রজোভাব উত্তেজক। তমোগুণে রীতি-
নীতি সেইরূপ। যার যেই সংস্কার
আচার-ব্যভার, জন্ম তার তদাচারী
কুলে। সংস্কার মত জীবের জনম,
জেনো স্থির। হিন্দুর সমান সত্ত্বগুণী
মুসলমান, ম্লেচ্ছাধিক হিন্দু তমোগুণী,
আচার-ব্যভার—জাতি কুলের লক্ষণ।

লেটো। তবে বাবাজি, তুমি কেন বামুনের ভাত না হ'লে খাও না?

চিন্তা। যদি কেহ শক্তিমান্ সুমেরু লঙ্ঘনে,
সাগর-শোষণে ক্ষম; আজ্ঞা যদি চন্দ্র-
সূর্য গ্রহগণে মানে, পবন-গমন
যদি বারে, লোকাচার উচিত রক্ষণ।
যবে জন্মে জ্ঞান. জাতি-অভিমান নাহি
রহে. খ'সে পড়ে পাকা ফল। ঘৃণা, লজ্জা,
ভয়,—জ্ঞানবলে পরাজয় করিয়াছে
যেই মহাশয়, অহংকার-শূন্য জন.
তার নাহি জাতির বিচার। কিন্তু যেই
অজ্ঞান অধম. করে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির
হেতু জাতি বিসর্জ্জন. হেয় সে পামর!
তমোগুণে তমোগুণী ভোগের প্রয়াসী!

দোলেনার সহিত ইমানের প্রবেশ

ইমান। ফকীর. তোমায় দেখ্‌তে আমার বড় সাধ ছিল!

চিন্তা। মা, আমারও তোমায় দেখ্‌তে সাধ বড় ছিল, আমি তাই এসেছি।

ইমান। আমায় দেখ্‌তে সাধ ছিল?

চিন্তা। আমি তোমায় ভালবাসি, যে আত্ম-হারা, তারে আমি বড় ভালবাসি। তুমি মা আত্মহারা! ভালবেসে আপনাকে ভাসিয়ে দেছ, তাই তোমায় ভালবাসি।

ইমান। যদি ভালবাস, আমায় কৃপা কর।

চিন্তা। তুমি আমায় কৃপা কর, আমায় ভালবাসা শেখাও। আমার ইয়ার আমায় ভাল-বাসে, তোমার কাছে ভালবাসা শিখে আমি তারে ভালবাস্‌বো।

ইমান। মোশাফের, আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'র্‌ছ? তুমি ফকীর, তুমি সকলকে ভালবাস। তুমি যদি ভালবাসা না জান, তা হ'লে আমার মত হীনকে ভালবাস্‌বে কেন?

চিন্তা। মা, তুমি হীন! তুমি আনন্দময়ী শক্তিস্বরূপিণী, মোহবশে আপনাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না, তাই হীন ব'ল্‌ছো।

ইমান। মোশাফের, আমায় ব'লে দাও, আমি অনুতাপে দগ্ধ হ'চ্ছি, কিসে আমার তাপ

যায় বল? আমি পাপিনী! বিনা অপরাধে একজনকে ম'জিয়েছি, আমার প্রাণরক্ষা ক'রে-ছিল, এই তার অপরাধ! আমি মুসলমানী, ছল ক'রে তারে জানিয়েছিলাম, আমি ব্রাহ্মণী। তারে উন্মাদ ক'রেছি, নিরাশ-সাগরে ভাসি-য়েছি। আমি অতি হেয়, আমার কি উপায়—ব'লে দাও।

চিন্তা। মা, ঈশ্বর তোর উপায় ক'র্‌বেন!

ইমান। শুন্‌লে ত, আমি অপবিত্রা; পবিত্রা না হ'লে সে পবিত্র আত্মাকে ডাক্‌তে পার্‌বো না।

চিন্তা। মা, তুই কি জানিস্ নে যে, ঈশ্বরের নাম নিলে পাপ দূর হয়, আত্মা পবিত্র হয়! তবে আর পয়গম্বর এসেছিল কেন? কি ব'ল্‌তে এসেছিল? কার জন্য এসেছিল? কার জন্য দেহ-যন্ত্রণা সহ্য ক'রেছিল? সে পাপী তাপীকে ব'ল্‌তে এসেছিল, "আয় আয়, আমার ঈশ্বরকে ডাক্, তোর পাপতাপ থাক্‌বে না।"

ইমান। মোশাফের! তোমার কথায় সাহস হয়, তুমি আমায় ঈশ্বরকে ডাক্‌তে শেখাও।

চিন্তা। তোর মন তোকে শিখিয়ে দেবে। ঈশ্বরকে ডাক্‌বার সাধ হ'লেই সে ডাক্‌তে শেখে। তোর সাধ হ'য়েছে, তুই ডাক্‌তে শিখেছিস্, তুই ভাব্‌ছিস্ কেন? সে তোকে ভালবাসে। সে ইয়ার রে ইয়ার, সে ভালবাসা ঢেলে দিয়েছে। যার যত সাধ, সে তত পায়। সে সাধের ঈশ্বর, সাধে কেনা যায়। সে ভাল-বাসে, সে ভালবাসে। নে নে, যত চাস্ তার ভালবাসা নে!

ইমান। তুমি তাঁকে ডাক?

চিন্তা। আহা! ডাক্‌ব না রে? ভাল-বাস্‌তে তো পারি নি, একবার মনের সাধে ডেকে নি। তুইও ডাক্ না, আয় না, সকলে মিলে ডাকি।

ইমান। কি ব'লে ডাক্‌বো?

চিন্তা। ঈশ্বর, আল্লা, খোদা—যে নামে তোর রুচি; সে আস্‌বে, সে শুন্‌তে পাবে, সে সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে; আয়, ডাকি আয়—জগদীশ্বর!

সকলে। জগদীশ্বর! জগদীশ্বর! জগ-দীশ্বর! !! !!!

ইমান। ফকীর, সত্যই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়! শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, ডেকে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, মনে ক'র্‌লে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়!

দোলেনা। তোমার প্রাণ শীতল হয় হোক্, আমার প্রাণ জ্ব'লে ওঠে। ফকীর, কি ক'রে ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে হয়, আমায় ব'লে দে! যদি ডাক্‌লে ঈশ্বর আসে, যে সব্বার মালিক, তারে ডাক্‌লে পাওয়া যায়, তারে ভালবাস্‌লেম কই? আমি তারে ভালবাসি নে, তার নাম নিই নে, তার কথা কই নে, তারে মনে জায়গা দিই নে। ফকীর, তুই ভালবাস্‌তে শেখাস্ তো শেখা, নইলে তোর আমি দুষমণ!

চিন্তা। ভাগ্যবতি! তোমার এই ক্ষোভ আমায় দাও, তোমার ঐ প্রেম-তৃষ্ণা আমায় দাও। আমার ভালবাসা নেই, আমি তোমায় শেখাব কি!

দোলেনা। তবে ও কথা তুল্‌লি কেন? আমার কান্না আস্‌ছে, আমার সরম হ'চ্ছে, ডাক্‌লে ঈশ্বর আসে, তাকে ভালবাসি নি!

চিন্তা। ঐ তো তুই নাম ক'রেছিস্!

দোলেনা। ক'রেছি ক'রেছি, তোর কি! তুই দুষমণ, তুই স'রে যা, আমার কি হ'য়ে গেছে!

মুকুন্দদেব ও চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চলা। এই শাজাদী, আর এই শাজাদীর সখী। মহারাজ, দু'জনকেই বন্দী করুন।

মুকুন্দ। শাজাদি, আমার সঙ্গে আসুন।

ইমান। কোথায় যাব?

মুকুন্দ। আপনি বন্দী, আপনার জিজ্ঞাসার অধিকার নাই।

চঞ্চলা। কোথায় যাবে? আমায় চিনেছ কি? আমায় দেখেছ কি? যাবে কারাগারে—যেখানে তোমার প্রাণনাথ বন্দী। তোমার প্রাণনাথকে দেখ্‌বে, তোমার—প্রাণনাথকে তোমায় দেখাব, তোমার প্রাণনাথ দেখ্‌বে তুমি কারাগারে! কারাগারে তোমায় দেখ্‌লে তোমার প্রাণনাথের বুক ফেটে যাবে; তুমিও তারে দেখ্‌লে তোমার বুক ফাট্‌বে; তোমরা দু'জনে দু'জনকে দেখ্‌বে, দু'জনে জ্বল্‌বে। যত দিন দেহে প্রাণ

থাক্‌বে—জ্ব'ল্‌বে, আমি প্রাণভরে দেখ্‌বো; আমি যত জ্ব'ল্‌বো, ততই তোমাদের দু'জনকে দেখ্‌বো; তোমাদের চোখের জল দেখ্‌বো, দীর্ঘনিশ্বাস শুন্‌বো, মনের জ্বালা মনে মনে বুঝ্‌বো; আমি দেখ্‌বো, দেখ্‌বো, দেখ্‌বো! আমার জ্বালা দেখ্‌বার বড় সাধ, আমি দেখ্‌বো!

দোলেনা। কি দেখ্‌বি? কিছুই দেখ্‌তে পাবি নে। আমি ফকীরের কথা বুঝেছি, ভালবাসার নাম ঈশ্বর! সেই ভালবাসা শাজাদীর হৃদয়ে ব'সেছে। তুই-ই জ্ব'ল্‌বি, তুই-ই জ্ব'ল্‌বি। আজ আমার সরম হচ্ছে, কান্না পাচ্ছে, তোর জন্যেও কান্না পাচ্ছে! চল, চল, চল রাজা! আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে, চল।

চিন্তা। মা, ভয় কোরো না, ঈশ্বরকে ডেকেছ, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন।

দোলেনা। ফকীর, ঠিক ব'লেছ। শাজাদি, দেখ্‌তে পাচ্ছ?

ইমান। হ্যাঁ, দোলেনা!

মুকুন্দ। তবে এস।

[চিন্তামণি ও লেটো ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লেটো। বাবাজি! তুমি বুজ্‌রুক্, আমি তোমায় চিনেছি, আর তোমার হরিকেও চিনেছি।

চিন্তা। বলিস্ কি রে লেটো, বলিস্ কি! হরিকে চিনেছিস্, তবে ত সার বস্তু চিনেছিস্! তুই ভাগ্যবান্—আমি তো তোকে ব'লেছি।

লেটো। হরি চেনা দিয়েছে, আর চিন্‌বো না? তুমি ত ব'লেছ, ঈশ্বরের একটি নাম হরি,—তিনি মনের মালিন্য হরণ করেন—তাই তাঁর নাম হরি।

চিন্তা। লেটো, লেটো, তোর কথায় অমৃত-বর্ষণ হ'চ্ছে। আহা ভাগ্যবান্, তুই ধন্য, হরি চিনেছিস্!

লেটো। ঐ যে ব'ল্‌লেম, চেনা দিলে আর চিন্‌ব না। এই যে হরি! হরি নইলে ওদের মনের মালিন্য কে হ'র্‌লে! হরি নইলে কার ভরসায় হাস্‌তে হাস্‌তে কারাগারে গেল! হরি নইলে লেটোকে কে তারে!

চিন্তা। আ ছিঃ, লেটো ছিঃ, কি বলিস্ কি?

লেটো। বাবাজি, ছিঃ বল, আর যাই বল, আমি হরি ব'লে তোমার পায়ে ফুল দিই। হরিবোল! হরিবোল!

চিন্তা। ছিঃ লেটো ছিঃ!

লেটো। আমি ধন্য, আমি ফুল পরি, হরিবোল! হরিবোল!

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

শ্মশান

মুরলা ও চঞ্চলা

মুরলার গীত

নিশি ঘোরা,—
নিবিড় তিমির, সমীরণ হীনগতি,
উথলে আঁধার প্রকৃতি বিভোরা!
নীরব আরাব, নীরব ভৈরব—
নর্ত্তন ঘন ঘন, ঘন নিবিড় তিমির দিক্ মোহে—
রহি রহি ক্ষীণ আলোক, আঁধার বিভাসক,
একাকার আঁধার দিশাচোরা!
প্রলয় ঝলকে, আঁধার দলকে,
জ্বালাবিহীন প্রলয়-জাল—
প্রলয়-মাল-গল স্তব্ধ হোরা।

চঞ্চলা। মা, কোথায় নিয়ে এলে?

মুরলা। ভাবি ঘটনার ছায়া হের প্রকটিত,—
ভীষণ শ্মশান, মোহশূন্য স্থান, রব-
হীন গান। দেহশূন্য প্রাণী কত ফেরে,
শুন শুন, কহিছে আমারে, "গর্ব্বে কারে
দিয়েছিলি স্থান!" হের কত ছায়াকায়া,
দেখায় আমায় ওই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ
করি। ওই দৃশ্য ভয়ঙ্কর, ছত্রভঙ্গ
শ্রীহীন নগর, তরুলতা শীর্ণ, নদী
জলশূন্য, শবদেহ স্তূপাকার। রক্ত-
স্রোত ধায়, অস্থিমালা মেদিনী-গলায়,
শকুনি গৃধিনী, ঘোর চঞ্চুধ্বনি, ঘোর
কোলাহল, ফে-রবে ভুবন কাঁপে। জ্বলে—
বহ্নি জ্বলে, দাবানলে দগ্ধ বনস্থলী,
ক্ষীণজ্যোতি রবি-শশধর, স্পন্দহীন
ভূচর খেচর, স্তব্ধগতি সমীরণ।
হাসে খল খল ভূত-প্রেতদল, নাচে

অমঙ্গল মহোল্লাসে। দেখ দেখ চেয়ে,
আসে ধেয়ে পাপচমূ সাথে, সাধুজন-
ত্রাস, দেবদ্বেষ, ভীম নরক আঁধারে।

চঞ্চলা। আরে আরে কুৎসিতা প্রেতিনী, বিভীষণা
শ্মশানবাসিনী, আরে অতৃপ্ত অশান্ত
আত্মা, ছায়াদেহী, ছায়া-বিহারিণী, মৃত—
তবু মমতায় ভ্রম' এ ধরায়, কর
বার বার তিরস্কার মোরে। জন্ম মম
পিশাচী-জঠরে, তোর বিকৃত প্রকৃতি
শোণিতপ্রবাহ বহে মম ধমনীতে।
বরিলি ব্রাহ্মণে যবে, কোথা ছিল ধর্ম্ম-
জ্ঞান; গর্ভে তোর জন্মিয়াছে চণ্ডালিনী,
কিবা ডর তার! হয় হোক মৃতদেহ
স্তূপাকার, হয় হোক বিচ্ছিন্ন নগর,
জ্বলে যদি জ্বলুক অনল, হোক দগ্ধ
ধরণীমণ্ডল, শুষ্ক জল, জীবকুল
হোক নাশ, গতিহীন হোক সমীরণ,
হোক ছত্রভঙ্গ, দেবদ্বেষ, পৈশাচিক
রঙ্গ, কিবা তায় আসে যায়! দিবানিশি
জ্বলি যে জ্বালায়, কভু কি শীতল হবে!
তাপ রবে, তাপ রবে, প্রলয়ে এ তাপ
না নিভিবে; অনুতাপ কোথা পাবে স্থান
মম হৃদে! বিষ-অগ্নি-তাপে হৃদাগারে
অনুতাপ পশিবে না ডরে। অনুতাপ
হৃদে! যাও ছায়ার শরীরী ছায়াময়
রসাতলে, শূন্যে বা অরণ্যে, মরুভূমে,
তিমির-আগারে, ঘোর সাগর-গহ্বরে,
সুমেরু-জঠরে, বদ্ধ রহ চিরদিন
তরে; ত্যজ জীব-লোক আলোক-আবাস,
রহ রে অশান্ত আত্মা নিবিড় তিমিরে।

মুরলা। যাব যাব, কোথা যাব, ছায়া আমি রব
সাথে সাথে, কভু যাব আগে আগে, কভু
পাছে, কভু আশে-পাশে। বসিলে বসিব,
ছুটিলে ছুটিব, ছায়া রবে, ছায়া নাহি
যাবে, রবে আলোক-মাঝারে ছায়াকায়া!

প্রস্থানোদ্যতা

চঞ্চলা। দূর হরে—দূর হ পিশাচি!

মুরলা। কোথা যাব,
যেই দিন কায়া—সেই দিন ছায়া সাথী,
বিষাদ-প্রতিমা ছায়া—কায়ার সঙ্গিনী!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সেনানিবাসের সান্নিধ্যস্থান

কালাপাহাড় ও চঞ্চলা

কালা। দেবদেবী আছ কে কোথায়, হিন্দুধর্ম্ম
সনাতন ধর্ম্ম যদি হয়, করুণায়
অভাগায় রাখ পায়! চঞ্চল সমীর,
হৃদি নহে স্থির, ধায় অশান্ত বাসনা,
যবনী কামনা, মন নিবারিতে নারি,
শিখরবাহিনী বারি গরজি উন্মত্ত
স্রোত চলে! রাখ রাখ ব্রাহ্মণকুমার,
কৃপার আধার যদি কেহ রহ বিশ্ব-
মাঝে, এস রক্ষা কর, ডাকি হে কাতরে,
মুদিলে নয়ন, হেরি সে চাঁদ বদন,
সে আঁখি হৃদয়ে আঁকা, প্রাণে মাখামাখি,
ধ্যানে জ্ঞানে—শয়নে স্বপনে দেখি, রাখি
কেমনে বংশের মান! ভগবান্, কর
পরিত্রাণ, সন্তান আশ্রয় মাগে। শুনি
নিলে নাম, দূরে যায় কাম, গুণধাম,
সত্য-ধর্ম্ম পালক রক্ষক! ভেসে যায়
সৌরভ গৌরব, পরাভব যোগ যাগ,
ছিন্ন-ভিন্ন ধৈর্য্যের বন্ধন, মতিভ্রম,
বিফল জনম, কোথা ত্রাতা, পিতা পাতা!

চঞ্চলা। বুঝে দেখ মনের ছলনা, যত্নে মন
ফিরালে ফেরে না, দেখ প্রেমে বিড়ম্বনা
কত; যেই যারে চায়, সে তারে না পায়;
যত অযতন, মন প্রমত্ত বারণ—
ধায় অনুক্ষণ তারি পানে। কাঁদ, কেঁদে
দিন যায়, ডাক দেবতায়, দেবতা তো
ফিরিয়ে না চায়, আছে ব্যথার ব্যথিত
কেবা! বাধা মানা প্রেমে উত্তেজনা, প্রেমে
লাঞ্ছনা গঞ্জনা সার। যোগ-যাগ ত্যাগ,
ধর্ম্ম-অনুরাগ, পদ-অভিমান, ভেসে
যায় স্রোতে তৃণ যেন; কোমল কঠিন,
প্রফুল্ল মলিন, খেলা নিশি-দিন। আশ
নিরাশ ধরিয়ে, সাধ বিষাদে ভাসিয়ে,
সহিয়ে দহিয়ে, পরে আপন বিলায়ে,
সাধিয়ে সাধ না মিটে। টোটে কুলমান,
ঘৃণা অপমান—অকাতরে সহে প্রাণ।

কালা। কে তুমি সুন্দরি! কার অন্বেষণে ভ্রম
এ বিজনে? পড়ে মনে দেখা তোমা সনে
একদিন। কার তরে কাতরা সুন্দরি,
কার তরে বিষাদিনী, পাগলিনী কাঁদ
একাকিনী, মনোব্যথা কহিছ কাহারে?
যেন মম পশিয়ে অন্তরে, দুখ-কথা
প্রেমের বারতা, বুঝিয়াছ কৃশোদরি!
চঞ্চলা। যারে চাই তারে নাহি পাই. আত্মহারা
ধাই. যথা তথা প্রেমগাথা গাই; গাই
বিজন বিপিনে, সহি মরমে মরমে.
শোনাই যে শুনে; কথা তরুলতা সনে।
বেদনা বোঝে না কেহ, তবে কারে কব,
সহে যত দিন সব', বহিব বিরহ-
ভার। পরি কলঙ্কের হার. হ'লো সার
রোদন জীবনে—প্রিয়জনে নাহি পাব।
কালা। আহা সুলোচনা. মরি. কতই বেদনা
স'য়েছ কোমল প্রাণে! তব সম ব্যথী
আমি। কহ বিনোদিনি, কেন প্রিয়জন
বিরূপ তোমার! সে কি জানে তব প্রেম-
কথা, ব্যথা ব'লেছ কি তারে?
চঞ্চলা। কব কারে!
বুঝিয়ে বোঝে না. সে ত দেখিয়ে দেখে না,
মগন আপন ভাবে। লাজ পরিহরি.
প্রেমের ভিখারী, সাথে সাথে ফিরি. নারী
হ'য়ে সাধি কত; বোঝ' মনে অযতনে
যত জ্বালা। চায় বা না চায়, ফিরে চায়
তবু বাঁধি প্রাণ, কভু তোলে না বয়ান,
চেনে না আমায়, দেখা হ'লে নিত্য চায়
পরিচয়, মনে তার নাহি পাই স্থান।
কালা। চন্দ্রাননি, প্রেমের কাহিনী তব শুনে
কাঁদে প্রাণ! বালা নিরমলা. কত সহ!
চঞ্চলা। বুঝেছ কি বুঝেছ বেদনা, তবে কেন
ফিরিয়ে না চাও, কেন পায় স্থান নাহি
দাও, কত করি দে'খে কেন নাহি দেখ?
কালা। এ কি উন্মাদিনী!
চঞ্চলা। সত্য উন্মাদিনী আমি!
উন্মাদিনী তোমার কারণে। যবে মগন
ধ্যানে, পড়ে কি হে মনে, নিত্য বন-ফল,
সুশীতল জল, সযতনে যোগাইত
কেবা? নিত্য কুটীর মার্জ্জন, নিত্য বন-
কুসুম চয়ন কে করিত, অন্বেষণ
করেছ কি কভু? দূরে যোড়করে, ধীরে
ব'য়ে যায় আঁখিবারি, বসিত কুমারী
কাঙালিনী কিঙ্করী তোমার; কিবা আশে
আসে তব পাশে—কখন কি সুধায়েছ?
কেন উন্মাদিনী, কেন বিষাদিনী, শূন্য-
মনে একাকিনী ভ্রমি, বুঝিতে—দেখিতে
যদি দীনা নিরাশ্রয়া ব্যাকুলা বালায়!
ত্যজিয়ে জননী, ত্যজি শৈশব-সঙ্গিনী,
পরিহরি সুখের আবাস, যথা তথা
বাস; সাথী প্রেম-আশ. লাঞ্ছনা ভূষণ.
সম্বল রোদন, শয্যা ধরা, সীমাশূন্য
আকাশ ছাদন. বিলায়েছি প্রাণ. কই
কই. প্রেমে প্রতিদান! তুমি ত ঠেলেছ
পায়. প্রাণ দেছ পরে. নহ ত আমার।
কালা। যদি মম আশে ফের সুবদনি. রবে
তুমি চির-বিষাদিনী. পাগলে স'পেছ
প্রাণ। হয় সলিল সমীর যদি কভু
স্থির. চিত নিয়ত চঞ্চল: নাহি লক্ষ্য-
স্থল. যবে যে ভাব উদয়—সেই ভাবে
হৃদয় মাতায়, ভাবি ধরায় জনম
কেন মম! মত্ত কভু যবনীর ধ্যানে,
নিত্যতত্ত্ব অন্বেষণে; শক্তির অর্জ্জন.
প্রতিহিংসা শত্রুর দমন সাধ কভু;
বিরক্তি—বৈরাগ্য—ভ্রান্তমতি ঘূর্ণ্যমান।
চঞ্চলা। যার তরে ঠেলিলে আমারে, কারাগারে
অনাদরে কাঁদে।
কালা। কারাগারে!
চঞ্চলা। তোমা হেতু
ঠেকিয়াছে দায়, সেতো তোমারে না চায়।
কালা। শোন, কহ কোথা বন্দী, কারাগারে
কেন—কিবা অপরাধ তার?
চঞ্চলা। ফকীরে ভজেছে,
ফকীরে ম'জেছে. গেছে প্রেম-অনুরাগ.
নাহি সে সোহাগ. তব প্রেমাধিনী নহে
আর। জ্বল—যত জ্বালা দেছ।
কালা। শীঘ্র বল,
কোথা অভাগিনী?
চঞ্চলা। এসেছিল ফকীরের
আশে, এবে কারাবাসে, পর-প্রেম-ফাঁসে
বাঁধা; হয় নয়, যদি নির্ণয় করিতে
চাহ. কর চ'ক্ষে হেরি সংশয়ভঞ্জন।
কালা। মিথ্যা কথা, এই শাহাজাদী। মিথ্যাবাদী!
নহে বন্দী।

ইমান। নহে মিথ্যা কথা, সত্য বন্দী
আমি। সত্যে বন্ধ, ফিরে যাব কারাগারে।
মিনতি আমার, ভুলে যাও প্রেমকথা।
অকারণ কেন দাও বিসর্জ্জন. উচ্চ
কার্য্যে ব্রতী তুমি. নিজধর্ম্ম কি কারণে
পরিহর? ধর বাক্য ধর. কর মন
স্থির. আমা হেতু চিন্তা কর দূর। তব
চরণকৃপায় করুণায়. সদাশয়
সাধুপদে পেয়েছি আশ্রয়। বুঝিয়াছি
সকলি অসার, সাধু-কৃপা সার. নাহি
কিছু আর মূল্যবান্ এ জীবনে। তাই
ধ্যানে জ্ঞানে সাধুজনে কায়-মন-প্রাণ
করেছি অর্পণ; আশ পরমসম্পদ্
পরমার্থ ইষ্ট বস্তু পাব।
কালা। শোন, বন্দী
তুমি কিবা অপরাধে? ম'জে কার প্রেমে
ভুলেছ আমায়? কেন এসেছ হেথায়,
ঘৃতাহুতি দিতে কি অনলে?
ইমান। স্থিরচিত্তে
শোন বিবরণ—অকারণ নাহি ভর্ৎস
মোরে।
কালা। দেহ কথার উত্তর।
চঞ্চলা। বোঝ, সত্য
কিবা মিথ্যা মম বাণী।
কালা। রে কালসাপিনি,
দংশিয়াছে গরল-দশনে, আর জ্বালা
না হবে নির্ব্বাণ!
ইমান। ধৈর্য্য ধর. নহি আমি
পরগামী।
কালা। ধিক্ মনে. ধিক্ প্রেমে! এই
রমণীর ভালবাসা! আজি যার তরে
ধরা শূন্য হেরে. কালি তারে অনাদরে
ঠেলে পায়। ছি ছি, ম'জে ছার লালসায়,
উচ্চ আশ. জাতি মান দিয়েছি বিদায়!
ঘটনায় আনিয়াছে কি দশায়। কায়-
মন-প্রাণ ফকীরে দিয়েছ, নব-প্রেমে
ফকীরে ভ'জেছ, ভাল ভাল, সুখে থাক,
যাই চ'লে। আর ছলে ভুলাতে নারিবে,
তীব্র বিষ ঢালিলি ফণিনি!
[কালাপাহাড়ের প্রস্থান।
চঞ্চলা। যাও ফিরে
কারাগারে, ইমান, ইমান, বেইমান
দেখ কত করে। প্রেমে অবিশ্বাস. প্রেমে
নৈরাশ্য-নিশ্বাস দেখি, দেখি কত সহ.
হৃদি কত ক'রেছ কঠিন. দেখি দেখি.
রহ কার ধ্যানে. দেখি পড়ে কি না পড়ে
তব মনে. মলিন বদন. দীর্ঘশ্বাস
নৈরাশ্য-কালিমা-মাখা ছবি!
ইমান। বুঝিয়াছি
সাধু-উপদেশে—নহে ঘটনা অধীন;
বেজেছে হৃদয়ে—দেহ যন্ত্রণা সহিতে
বুঝিয়াছি চিতে. দুখে আর নাহি ডরি.
পান্থাবাসে সুখ-দুখ কিবা! সত্য—সত্য
হবে. মিথ্যা—মিথ্যা রবে. শারদ নীরদ
সম অবিশ্বাস দূরে যাবে। সত্যমূর্ত্তি
নির্ম্মল তপন, আচ্ছাদন মিথ্যা যদি
করে. তবু সত্য—সত্য. মিথ্যা—সত্য নয়;
সত্যাশ্রয়, সত্য ধরি যাবে দিন ব'য়ে।
বুঝিয়াছি স'য়েছ বিস্তর. বুঝে দেখ
কি ফল ফলিবে পরে। যদি পাও ব্যথা,
শোন কথা. কাতর অন্তরে বারে বারে
সাধি নিরবধি. কত সহ. কর ধনি,
দুরাশা বর্জ্জন! অকারণ কেন কর
পরের পীড়ন. শান্তি তাহে না পাইবে।
হৃদাগার প্রেমময় কর লো প্রেমিকা!
চঞ্চলা। উপদেশ লব. আর কত সব. মম
জনম সহিতে। যাও ফিরে. দেখা হবে
পরে। দেখি. শান্তি ধ'রে রহ বা কেমনে,
হতাশ্বাসে কারাবাসে হেরি প্রাণধনে।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উড়িষ্যা—পর্ব্বত-প্রদেশ

কালাপাহাড়

কালা। কেন সিদ্ধমন্ত্র বর্জ্জন ক'রলেম! পাপতাপে আমার শঙ্কা কি? আমি মন্ত্র ত্যাগ ক'রেছি, কই, মন্ত্র তো আমায় ত্যাগ করে নি। গুরুর পায় মন্ত্র দিয়েছি. কিন্তু এই যে মন্ত্র চক্ষের উপর পুনর্ব্বার উপস্থিত! কোন কাজই অসাধ্য নাই, মন্ত্রেই আমায় বার বার উত্তেজনা ক'রছে,—"যেমন জ্ব'লছিস্. সেই আগুনে পৃথিবীকে জ্বালা।" এ কি পৈশাচিক উপদেশ! আমার প্রাণ তো কোন মতেই স্থির হ'চ্ছে না!

সে কখনও পরগামী নয়, সে আমার, আমাকে প্রাণ সমর্পণ ক'রেছে! কি ব'ল্‌ছিল, কেন শ্‌নলেম না! আমি কেন চ'লে এলেম!- আর একবার তার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো। সে কোথায় কারাগারে! তবে আমার কাছে এল কেমন ক'রে? পাছে ভ্রষ্ট হই, পাছে গৌরব নাশ হয়, এই আশঙ্কায় আমার প্রণয়িনী ছল ক'রে ব'ল্‌তে এসেছিল যে, সে কায়-মন-প্রাণ পরকে সমর্পণ ক'রেছে। সে আমার, আমি তার। ঈশ্বর মিথ্যা, শাস্ত্র মিথ্যা, দেব-দেবী মিথ্যা! যদি মিথ্যা নয়—কই আমার মন ফির্‌লো! কেন অসুখে থাক্‌বো, আমি যবন-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌বো। ধর্ম্ম—শাসন-বাক্য মাত্র। সকলি মিথ্যা! যা হবার হবে, আমি মুসলমান হব, তা হ'লে তার আর বাধা থাক্‌বে না। বংশে কলঙ্ক দেবো! পিতার নামে কলঙ্ক দেবো! ধর্ম্ম যদি সত্য হয়, যদি হিন্দু-ধর্ম্ম সত্য হয়, সন্তান হ'য়ে তাঁদের নরকগামী ক'র্‌বো! ঐ ঐ, মন্ত্র আমার চক্ষের উপর উপস্থিত হ'চ্ছে, ব'ল্‌ছে —'সকলি মিথ্যা, সকলি মিথ্যা!' আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান! যদি ঈশ্বর থাক, দেখা দাও, আমার মন স্থির কর। মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! কই, কোথায় সে! একবার দেখা ক'র্‌বো, একবার শুন্‌বো—সে আমার, সে আমায় ভোলে নি। ঐ পিশাচমন্ত্র—ঐ সংহারের উত্তেজনা, অশান্তি! অশান্তি! অশান্তি!

চিন্তামণির প্রবেশ

চিন্তা। ইস্‌ তুমি এক্‌লা হ'য়েই প্যাঁচে প'ড়েছ, ক'দিক্‌ রাখ্‌বে বল! একবার ঈশ্বর-তত্ত্বে ঘুর্‌ছো, আবার রণক্ষেত্রে তলোয়ার চালাচ্চ, একবার পীরিত, একবার প্রতিহিংসা, একবার বামুনাই, আবার একবার বৈরাগ্য, এ তো একটা মানুষে চলে না!

কালা। তুমি না বল, ঈশ্বর আছে?

চিন্তা। হ্যাঁ, আমি ঝকমারি ক'রে থাকি।

কালা। তুমি ব্যঙ্গ কর কেন? আমি অন্তরের জ্বালায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি বুঝ্‌তে পার না?

চিন্তা। আমি কি সাধে বলি, ঝক্‌মারি করি, যার তার কাছে গে বলি, ঈশ্বর আছে, একবার ডাক না, সে তো অম্‌নি আমার কথা শুনে ব'সে আছে; আমি এক কথা বলি ত অম্‌নি সাত কথা শুনিয়ে দেয়।

কালা। তবে এমন কাজ কর কেন?

চিন্তা। কু-কাজ জান্‌লেই যে লোক করে না, এমন তো কথা নয়; এই দেখ না, আপনা হ'তেই বোঝ না।

কালা। আমি বড় বিপদে প'ড়েছি। তুমি আমার কোন উপায় ক'র্‌তে পার? আমি যবনীকে মন-প্রাণ সমর্পণ ক'রেছি, কোন রকমে মন ফিরাতে পাচ্ছি নে।

চিন্তা। ফিরাতে পাচ্ছ না, না ফেরাতে চাও না?

কালা। আমি কত চেষ্টা ক'র্‌ছি, কোন-মতেই ভুল্‌তে পাচ্ছি নে, ভাব্‌ছি কি সর্ব্বনাশ হবে!

চিন্তা। দেখ, ঐ ন্যাকামোটুকু আমি বুঝ্‌তে পারিনে, তুমি তাকে চাও, আর ব'লছো চাই নে; দিনরাত্রি তাকে ধ্যান ক্‌র্‌ছো, ব'ল্‌ছো, ভুল্‌তে পাচ্ছি নে; মনে বুঝে দেখ, তাকেও চাও, আর বামুনাইটুকুও চাও। দু'রকম তো হয় না! মনটা কি জান? যেন ভাঁটার মতন,—যে দিকে গড়িয়ে দেবে, সেই দিকেই গড়িয়ে যাবে। এখন মনে ক'র্‌ছো, সে আমার, সে আমায় ভালবাসে, তারে না দে'খে থাক্‌বো কেমন ক'রে, কেমন মুখখানি, কেমন চোখদুটি, কেমন তোমার মুখপানে চেয়েছিল, মন অম্‌নি গোলাম হ'য়ে তার পায়ে পায়ে ফির্‌ছে! আর একবার যদি ভাব, সে তোমার শত্রু, তোমায় ছল ক'রে নিয়ে গেছ্‌লো, কামিনী কামকলা তোমায় কামের দাস ক'রেছে, তাহ'লে আবার দেখ, মন কি বলে।

কালা। কই, তারে শত্রু ভাব্‌তে পাচ্ছি কই?

চিন্তা। তুমি মনে কর বুঝি, চিনি মাখিয়ে বিষ দিলে আর বিষ নয়?

কালা। বিষ! কিন্তু বিষ খেয়েছি তার উপায় কি?

চিন্তা। যদি উপায় ব'লে দিই, তাহ'লে কর কি?

কালা। তুমি কি ব'ল্‌ছো? কি উপায় আছে বল।

চিন্তা। আচ্ছা, যখন তার মুখ মনে প'ড়্‌বে, অম্‌নি মনে মনে মুঠো ক'রে ছাই তার মুখে দিও দেখি।

কালা। কি, মনে মনে ছাই দেবো!

চিন্তা। আমি আগেই বুঝেছি, প্রাণ ধ'রে তা পার্‌বে না।

কালা। না, সে মুখ মনে পড়ে, আর আমার অন্তর গ'লে যায়!

চিন্তা। আচ্ছা, আর একটা উপায় বলি, তিন দিন হরি হরি কর দেখি, মুখ মনে পড়ে পড়ুক, তুমি হরি হরি কর, তা হ'লেই তারে ভুলে যাবে।

কালা। অ্যাঁ!

চিন্তা। দেখেছ মনের ছল, পাছে ভোলো, সেই ভয়ে মন শিউরে উঠেছে, এখন বুঝে দেখ, তারে চাও কি না।

কালা। তুমি যে হও, তুমি আমার মনের ভাব ঠিক বুঝেছ, আমি এত দিন বুঝ্‌তে পারি নি, তুমি আমায় বুঝিয়ে দিলে, সত্য আমি তারে চাই।

চিন্তা। কিন্তু সে তোমায় চায় না।

কালা। কি কি! সে আমায় চায় না! সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে, তাই ব'ল্‌ছো চায় না? সে ব'লে গেছে, আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না, তাই ব'ল্‌ছো চায় না? সে আমায় চায়, আমার ভালর জন্যে ব'লে গিয়েছে দেখা হবে না, আমার ভালর জন্যে ব'লে গেছে, সে আমায় চায় না; তুমি কিসে জান্‌লে, সে আমায় চায় না?

চিন্তা। সে চাইবার জিনিস চিনেছে।

কালা। কি কি! চাইবার জিনিস চিনেছে!

চিন্তা। ইস্‌, অভিমান দেখেছ, অম্‌নি লাফিয়ে উঠেছে! ভাব্‌ছে আমি ছাড়া আবার চাইবার জিনিস আছে! আছে রে, আছে।

কালা। সে কি চায়?

চিন্তা। চায়, চাইবার জিনিস—ভগবান্‌ চায়।

কালা। সে কি আর আমায় ভালবাসে না?

চিন্তা। ভালবাসে না। তবে কি জানিস্‌? তার আর তোর মত শুট্‌কে ভালবাসা নেই, সে প্রেমময়ের প্রেম-সাগরে ভেসেছে, প্রেম বিশ্বব্যাপী, তার সর্ব্বভূতে প্রেম, তার আর আত্মপর নেই, তার সব সমান হ'য়েছে।

কালা। আমি একবার তারে দেখ্‌বো, সে কোথায় জান কি?

চিন্তা। তুমি না অন্তর্যামী? তুমি না সব জান?

কালা। জানি সত্য, মন্ত্র ত্যাগ ক'রেছিলেম, কিন্তু মন্ত্র আমায় ত্যাগ করে নি।

চিন্তা। ও কি ছাড়্‌লেই ছাড়ে? মন থেকে ছাড়্‌তে হয়, প্রেমের বেড়ার ভিতর থাক্‌তে হয়, তা হ'লে আর ধর্‌তে পারে না!

কালা। সে কোথায় ব'ল্‌তে পারি নে, তারে ভাব্‌লে আমার যোগশক্তি দূরে যায়, মনের উপর আবরণ পড়ে, আমি আর কিছু দেখ্‌তে পাই নে, আর কিছু বুঝ্‌তে পারি নে, আমি তারে ভাব্‌লে সামান্য মানুষ হই, এ কি—তা তুমি ব'ল্‌তে পার? আমি কেন শক্তিহারা হই?

চিন্তা। পিশাচ পেয়ে থাকে, একটু প্রেমের ছিটে পেয়ে মানুষ হও।

কালা। কি, তুমি আমায় পিশাচ বল?

চিন্তা। তুমি কারে পিশাচ বল? পিশাচ তো এই, এই, গাছে ব'সে আছে, হাওয়া হ'য়ে হুশ্‌ ক'রে ঐ গাছে গে ব'স্‌লো, কারুর ঘাড় ভাঙ্‌বে, কারুকে ছাদ থেকে ফে'লে দিলে, পিশাচের তো এই লক্ষণ? এখন নিজের লক্ষণ মিলিয়ে বোঝ—তুমি পিশাচ কি না। পিশাচ বরং ভাল, দুটো একটার ঘাড় ভাঙে, তুমি হাজার হাজার লোকের ঘাড় ভাঙ।

কালা। কি, আমি হিন্দু, হিন্দু হ'য়ে যবন বধ ক'র্‌বো না?

চিন্তা। ঐ একই কথা। আজ চাঁপাগাছে ভর ক'রেছে, কাল অশ্বত্থ-গাছে ভর ক'র্‌বে; আজ হিন্দু হ'য়ে যবন মার্‌ছো, কাল যবন হয়ে হিন্দু মার্‌বে; তোমার তো হিন্দু-মুসলমান নিয়ে কথা নয়, তোমার কথা হ'চ্ছে, যার ওপর তোমার আড়ি, তারই ঘাড় ভাঙ্‌বে। নবাব সলিমান তোমায় কয়েদ ক'রেছিল, তোমার আড়ি হোলো, এই মুসলমানের ঘাড় ভাঙ্‌তে চ'ল্‌লে। আবার যদি রাজা মুকুন্দদেব তোমার কোপে পড়ে, তারও তখনি ঘাড় ভাঙ্‌বে। তোমার হ'লেই হ'লো; আজ আছ হিন্দু, কাল হবে মুসলমান, যত্ন ক'রে শক্তি

নিয়ে লাভ কি ক'রেছ জান? পাপ-সাগরে ডুব্‌বে, তারই উপায় ক'রেছ; অশান্তির আসন হৃদয়ে পেতেছ। আবার এক মজা জান, এ শক্তি আবার থাকেন না, কোন্ দিন পালাবেন তার ঠিক্ নেই, একদিন মন্ত্রটি ভুলে গেলেই হোলো।

কালা। তুমি এত কোথায় শিখ্‌লে? দেখ্‌ছি তো তুমি পাগলের মত ঘুরে বেড়াও, কিন্তু সকলের অন্তরে প্রবেশ কর, সকল কথা জান, এ শক্তি তুমি কোথায় পেলে?

চিন্তা। তুমি ব'ল্‌লে বিশ্বাস ক'র্‌বে? বিশ্বাস কর আর না কর, বলি,—আমি মানুষ হ'য়ে মানুষের যন্ত্রণা বুঝেছি, আমি বুঝেছি যে, দিন-রাত্রি মানুষকে ত্রিতাপে তপ্ত খোলায় ভাজ্‌ছে, আমার কায়মনোবাক্যে কামনা, যদি শত শত সহস্র জন্ম যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হয়, তাও ভাল, যদি আমি একজন মানুষকে ত্রিতাপ থেকে পরিত্রাণ ক'র্‌তে পারি, তা হ'লে আপনাকে ধন্য জ্ঞান ক'র্‌বো। এই আমার মন্ত্র, এই আমার শক্তি, এই আমার সাধন। আমি ঘুরে বেড়াই, আমার মানুষের জন্যে বড় প্রাণ কাঁদে; আমার তোর জন্যে প্রাণ কে'দেছে, তাই তোর কাছে এসেছি, আমি তোরে বড় ভাল-বাসি, আমার কথা শোন্, আর মিছে কাজে ঘুরিস্ নে, শান্তি চেন্—শান্তি কেন্, একবার প্রাণ খুলে ভগবান্‌কে ডেকে আমায় কিনে রাখ।

কালা। তুমি যে হও, যদি আমায় কৃপা ক'রে থাক, যদি ভালবাস, আমায় ব'লে দাও, সে কোথায়।

চিন্তা। সে বন্দী।

কালা। কোথায়, ব'লে দাও, আমি সেথায় যাব।

চিন্তা। যাবে, নিশ্চয় যাবে? আমার একটা কথা শোন, একজন বনের ভেতর কল্পতরুর তলায় গিয়ে প'ড়েছিল, মনে ক'র্‌লে, একখানি খাট হয় তো বেশ শুই, অম্‌নি দিব্য ছাপর-খাট, দিব্যি গিয়ে শুলো; তার পর মনে ক'র্‌লে, যদি বাঘ এসে! অম্‌নি বাঘ এসে ঘাড় ভাঙ্‌লে।

কালা। সে কেন মনে ক'র্‌লে না, আমি বাঘকে মেরে ফেলি?

চিন্তা। ঐ একটু প্যাঁচ পড়ে, মন তো বশ নয়, সব কথা মনে রাখ্‌তে পারে না। দেখ্, ঐ পিশাচটা ছাড়িয়ে ফেল, প্রেম ভিন্ন ছাড়াতে পার্‌বি নে, ভূত-প্রেত নিয়ে খেলা—ভূতনাথের শোভা পায়, তিনি প্রেমময়, তাই তাঁর শোভা পায়, না হ'লে ভূতের রোজার ভূতেই ঘাড় ভাঙে।

কালা। আমি তো ছেড়েছিলেম, মন্ত্র কই ছাড়ে?

চিন্তা। ওকি সোজায় ছাড়্‌বে রে? অষ্ট প্রহর প্রেমময় ভগবান্‌কে ডাক, অমন ছটাকে ডাক নয়, একবার চক্ষু বুজে বসা নয়, এই দ্যাখ্ তোর মনের কথা ফ'লেছে, ঐ রাজদূত তোরে ধ'র্‌তে আস্‌ছে।

কালা। কি! আমায় ধ'র্‌বে?

চিন্তা। অত চোখ রাঙাস্ নে, পিশাচ পালিয়েছে, মন্ত্র ভুলে গেছিস্, ভূত তোর বশ নয়, তুই ভূতের বশে; আবার তাদের দরকার হ'লে আস্‌বে; মায়া রে মায়া, অবিদ্যা-মায়া! তারে তুই পার্‌বি? কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোল্, বিদ্যামায়ার শরণাপন্ন হ, প্রেমে রিপু জয় কর্।

[চিন্তামণির প্রস্থান।

রাজদূতের প্রবেশ

১ দূত। চল্ চল্।

কালা। কোথায়?

১ দূত। দেখ্‌তে পাবি, এখন চল্।

কালা। আমায় স্পর্শ করিস্ নে।

২ দূত। রেখে দে বামুন, তোর ভিরকুটি!

[কালাপাহাড়কে লইয়া দূতদ্বয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মুকুন্দদেবের কক্ষ

মুকুন্দদেব ও ইমান

মুকুন্দ। নারী-বধে আমার ঘৃণা নয় শাজাদি, এ কথা নিশ্চয় জান্‌বেন, আপনি আর একবার চেষ্টা করুন, আর একবার আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি, যদি অবহেলা করেন, তা হ'লে রাজনিয়মে দণ্ডনীয় হবেন।

ইমান। মহারাজ, আপনার কিসে ঘৃণা, তা মহারাজ অবগত আছেন, কিন্তু আমার অসৎ-কার্য্যে ঘৃণা; মহারাজ, নিশ্চয় জান্‌বেন যে,

আমি প্রাণভয়ে সে ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে সম্মত হই নি, আমার অপর উদ্দেশ্য ছিল; আমি সেই ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশের কারণ। আমার ছলে মুগ্ধ হ'য়ে সে দ্বিজোত্তম আপনার জাতিধর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছে। তারে বিরত ক'র্‌বার জন্য আমি তার সহিত দেখা করি, কিন্তু বিপরীত ফল ফ'লেছে; আমার কথায় তিনি কর্ণপাত ক'র্‌লেন না, তাঁর মনে হ'লো, আমি অন্যের অনুরাগিনী হ'য়েছি।

মুকুন্দ। আপনি যদি সুযোগ পান, তাঁকে বুঝাতে প্রস্তুত আছেন? আপনি উত্তম বিবেচনা ক'রেছেন, ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ নিজধর্ম্ম-পরিত্যাগে উদ্যত, যদি বোঝাতে পারেন, আপনি তার পরম শ্রেয় কাজ করেন।

ইমান। মহারাজ, তিনি বুঝ্‌বেন না, যখন তিনি শুন্‌বেন যে, আপনি আমাকে বন্দী ক'রেছেন, তখন তিনি আমার উপরোধ মানবেন না, তিনি আপনার পরম শত্রু হবেন, তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,—তাঁর শত্রুতা আপনার অহিতকর; তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করেন না—তা আপনার মঙ্গল। আমি অন্যের অনুরাগিণী হ'য়েছি মনে ক'রে হয়ত তিনি আপনার পক্ষ অবলম্বন কর্‌লেও ক'র্‌তে পারেন, কিন্তু যখন বুঝ্‌বেন যে, আমি তাঁর হিতার্থে তাঁকে বুঝাতে গিয়েছিলেম, তাঁর আমার প্রতি অনুরাগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হবে।

মুকুন্দ। আমি আপনার বক্তৃতা শোন্‌বার নিমিত্ত আসি নি, আমি যেরূপ অনুরোধ ক'র্‌ছি, সেরূপ ক'র্‌তে প্রস্তুত কি না বলুন।

ইমান। না। যাতে আপনার অনিষ্ট, যাতে তাঁর অনিষ্ট, আমি এমন কার্য্যে প্রস্তুত নই।

মুকুন্দ। তবে আপনি মরণে কৃতসঙ্কল্প?

ইমান। মহারাজ, আমি সৎকার্য্য সাধনে কৃতসঙ্কল্প, এতে মৃত্যু হয়, হ'ক।

মুকুন্দ। ভাল, আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি হিন্দু হ'ন, তারে বিবাহ করুন।

ইমান। মহারাজ, এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ যুক্তি আমায় দেবেন না, হিন্দুশাস্ত্রেই বলে, "আপনার ধর্ম্মে মৃত্যু শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়ঙ্কর।"

মুকুন্দ। যবনি, তুমি দেখ্‌ছি অতি শাস্ত্রবিৎ।

ইমান। মহারাজ, ব্যঙ্গস্বারা আমার সঙ্কল্প ভঙ্গ ক'র্‌তে পার্‌বেন না।

মুকুন্দ। রক্ষি, এই স্ত্রীলোককে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রাখ; তুমি কুক্কুরী, তোমাকে রাজ-সম্মান দিয়ে আমি নিতান্ত মূর্খের ন্যায় কার্য্য ক'রেছি।

রক্ষিদ্বয়ের প্রবেশ

ইমান। মহারাজ, শৃঙ্খল, মৃত্যু, শোক, দুঃখ—কোন মহাজনের কৃপায় উপেক্ষা ক'র্‌তে অভ্যাস ক'রেছি, কিন্তু মহারাজকে আমার এই সবিনয়ে নিবেদন, যদি হিন্দুরাজ্যে নিরপরাধী স্ত্রীলোক পীড়িত হয়, তা হ'লে জান্‌বেন যে, হিন্দুরাজ্য অতি ক্ষণস্থায়ী। মহারাজ, যবন রাজার চরিত্র অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌বেন যে, তিনি যথাযোগ্য ব্যক্তির সম্মান জানেন, আর অবলা, বালক, দুর্ব্বল-পীড়ক নন; তিনি রাজনিয়মে, দীনপালনে, দুর্জ্জন শাসনে সতত রত; মহারাজ, সেলাম নিন। কোথায় যেতে হবে, রক্ষি, নিয়ে চল।

[রক্ষিগণ-সঙ্গে ইমানের প্রস্থান।

মুকুন্দ। যবনবালা তেজস্বিনী! বলপ্রকাশে বোধ হয়, কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব! দেখি কিরূপ হয়। কার্য্যসিদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজন, যদি বল বিফল হয়, মিনতি ক'র্‌বো, সে বীরপুরুষ, তার সাহায্য ব্যতীত যবন বিনাশ হবে না। বীরেশ্বর তার গুরু, কিন্তু সম্পূর্ণ শক্তিহীন!—যবন যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হ'চ্চে। তারে কোন উপদেবী আশ্রয় ক'রেছে, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, শূন্য গৃহে কে তাকে ব'ল্‌ছে, "এস, আর কেন?"

চঞ্চলার প্রবেশ

তুমি কে?

চঞ্চলা। মহারাজের সহিত সেই সুরধুনীর তীরে একদিন সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, যদিচ মহারাজ কল্পতরু হবেন সঙ্কল্প ক'রেছিলেন, কিন্তু আমায় দান দিতে অসম্মত হন। আমি শূদ্রাণী, আমার ব্রাহ্মণ-সেবার অধিকার মহারাজ দেন নি, আজ দেখ্‌ছি সম্পূর্ণ বিপরীত! রাজ-আজ্ঞায় বুঝি যবনীর ব্রাহ্মণ-বিবাহে অধিকার আছে? কেবল যবনীর অসম্মতিতে এই উচ্চকার্য্য

সম্পূর্ণ হয় নি! মহারাজের নিকট আমার পুনর্ব্বার প্রার্থনা, আমায় সেবার অধিকার দিন। মহারাজও আমার নিকট ঋণী, আমারই উপদেশ মতে শাজাদী বন্দী।

মুকুন্দ। আমি যে কার্য্য যবনীকে প্রস্তাব ক'রেছিলেম, শাস্ত্রসঙ্গত নয়: বলবান্ শত্রু বশীভূত করা আমার অভিপ্রায়, হিন্দুরাজ্যে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত আমি এরূপ প্রস্তাব ক'রেছিলেম।

চঞ্চলা। মহারাজ মিথ্যাবাদী!

মুকুন্দ। কি?

চঞ্চলা। শতবার মিথ্যাবাদী! হিন্দুরাজা কোন প্রয়োজনে ব্রাহ্মণের জাতি নাশ করে না। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মনাশ দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হয় না। হিন্দুর প্রয়োজন নয়, ধর্ম্মের প্রয়োজন নয়, মহারাজ নিজের প্রয়োজনে যবনীকে ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেবার অভিপ্রায় ক'রেছেন। যদি আপনার স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ হয়, আপনি রাজা, আপনার আজ্ঞায় শূদ্রাণীর ব্রাহ্মণসেবার অধিকার হবে; আপনার মঙ্গল হবে। ভাব্‌ছেন আমি সামান্যা নারী, যবনীর দ্বারা যদি আপনি কৃতকার্য্য হবার আশা ক'রে থাকেন, তবে আমার দ্বারা অসম্ভব কেন বিবেচনা ক'র্‌ছেন?

মুকুন্দ। কুমারি, সে কি তোমায় চায়?

চঞ্চলা। সে যদি না চায়, আমার ক্ষতি নাই, আমি কেবল সেবার প্রার্থনা করি।

মুকুন্দ। সে যদি না চায়, তুমি কিরূপে সেবা ক'র্‌বে?

চঞ্চলা। মহারাজ, সে'আমার কাজ, আমি কেবল রাজ-আজ্ঞা প্রার্থনা করি। যদি স্বামী বিরূপ হয়, পত্নী কি তাঁর সেবা করে না?

মুকুন্দ। তুমি রাজ-আজ্ঞা চাচ্ছ কেন? সেবা কর না।

চঞ্চলা। মহারাজ, আমি তারে ভালবাসি, কখনও কখনও ক্রোধে মনে হয়, তারে শাস্তি দেব, তার প্রাণবধেরও ইচ্ছা হয়! কিন্তু সে ধর্ম্মভ্রষ্ট হোক, এরূপ কামনা এক দণ্ডের নিমিত্তও হয় নি। যখন মহারাজের নিকট বঞ্চিত হ'লেম, তখন অপর উপায় চেষ্টা পেয়েছিলেম; কি করি—প্রাণ যায়, শুনেছি রাজার মুখে ধর্ম্ম, আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তা হ'লে আমার সেবা ধর্ম্মসঙ্গত হয়; মহারাজ, ভিক্ষা দিন, প্রেমিকার আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার অধিকারী হ'ন।

মুকুন্দ। বুঝেছি তুমি কে, তোমার পিতা আমার পক্ষ। তাঁর নিতান্ত অনুরোধ, তোমার সহিত সে ব্রাহ্মণের না সাক্ষাৎ হয়; আমি তোমার পিতার অনুরোধ ঠেল্‌তে পার্‌বো না, তিনি আমার পরম বন্ধু।

চঞ্চলা। অনুরোধ রক্ষা কর হে রাজন্, হেন
জন নাহি ত্রিভুবনে—তার দরশনে
বঞ্চিত করিবে মোরে। টলে হিমাচল,
শোষে সিন্ধুজল, হীনবল সমীরণ,
অনল শীতল, রবি শশী গ্রহ তারা
দল, নভস্থলে যদি নাহি ফোটে, টোটে
বিশ্বের বন্ধন, সাধু যদি ধর্ম্ম ত্যজে,
প্রেমিকায় বারে, শক্তি কেবা ধরে! প্রেম-
বল প্রেমিকার। যাও রাজা, পুন দেখা
হবে, শক্তি প্রেমিকার বুঝিবে ভূপাল!
উচ্চকুল ধ্বংস-নারী অরির কারণ।

[চঞ্চলার প্রস্থান।

মুকুন্দ। প্রেমের প্রলাপ; বামা প্রেম-উন্মাদিনী,
কে জানে শিহরে প্রাণ হেরিলে কামিনী!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কারাগার

ইমান ও কালাপাহাড়

ইমান। স্থিরচিত্তে শোন বিবরণ, সাধুপদ
করি দরশন এ জনম ধন্য মম।
ইষ্ট বস্তু মন নাহি জানে, ভ্রমে মন
ইষ্ট অন্বেষণে, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সদা ধায়
অলীক আশায়, মৃগ-তৃষা-বারি নাহি
পায়, দাস বাসনার, সুখ-আশ-পাশ-
বন্ধ যন্ত্রণায়; বিনা প্রেমময়-ধ্যানে,
প্রেম কেবা জানে, মোহ মাত্র ভালবাসা
ভাণ। স্থিরচিত্তে হের, অন্তর নেহার,
প্রেম নহে, কামের বিকার; করি ছল
মজায়ে তোমায়, অনুতাপে দিন মম
যায়, হায়, এ দশায় পতিত আমার

তরে, হেরি প্রাণ ধৈর্য্য নাহি ধরে, তাই
বারে বারে নিবারি তোমারে, ভুলে যাও,
হেন হীন জনে; হৃদিমাঝে স্থান নাহি
দাও, তব হৃদয়-কমল স্থল নহে
রমণীর, বিমল আসনে ভগবানে
দেহ স্থান। মোর তরে স'য়ো না বেদনা;
মিনতি, শান্তির বাসে অশান্তি এনো না।

কালা। অশান্তি—অশান্তি বন্ধু, শান্তি
নাহি চাই,
ভাবি মনে কত ধৈর্য্য হৃদয়ে আমার,
এ দশা তোমার হেরি শতখণ্ড হয়
নাহি দেহ! জীবিত মুকুন্দদেব ধর্ম্ম-
অবতার, হিন্দুধর্ম্ম উন্নতশেখর,
মিথ্যা ধর্ম্ম, মিথ্যা শাস্ত্র, মিথ্যা দেবদেবী,
মিথ্যা ভগবান্, ভাগে যার কারাবাস
বিনাদোষে বিমলা বালার; স্থিরপণ
হিন্দুস্থানে বসাব যবন, নাহি হবে
রমণী-পীড়ন। ধরা ভার সবে, ধর্ম্ম-
ভাগে অধর্ম্ম প্রশ্রয় নাহি পাবে। এ কি,
বন্দী আমি, বৃথা বাক্যছটা, বৃথা উচ্চ-
ধ্বনি, প্রতিজ্ঞার বৃথা আস্ফালন, বৃথা
বীর্য্য—হেরি প্রাণেশ্বরী শৃঙ্খল-বন্ধনে!
আমার কারণে বন্দী নবাব-ঝিয়ারী,
বিফল জনম যদি শোধ দিতে নারি।

ইমান। কি কর কি কর, উন্মত্তের প্রায় দেব-
নিন্দা কর কি কারণ? ধরি মৃত্তিকার
কায়, ভ্রম মৃত্তিকায়, পুন মৃত্তিকায়
মৃত্তিকা মিশাবে, দুখে সুখে কয়দিন
যাবে, খেদ কিবা তায়, পান্থবাস স্থল
পরীক্ষার। তাপহর ঈশ্বর মঙ্গল-
ময়, সত্য সনাতন, ভ্রমে মত্ত মিথ্যা
নাহি বল, অমঙ্গল দেবতা-নিন্দায়।

কালা। বলিয়াছ বার বার নহ ত আমার,
তবে আর তোমার কি উপরোধ, কিবা
অমঙ্গল এ হ'তে অধিক হবে, সবে
কত সবে অমঙ্গল, প্রাণের বেদনা
বোঝ না ললনা, তাই কহ ভালবাসা
ভাণ; হায়, যদি হৃদিবেদনা বুঝিতে—
জানিতে কি জ্বালা সহি। ভালবাসা নাহি
তব প্রাণে, ভাব তাই নাহি ভালবাসা।
ভালবাসি, ভালবাসা হৃদয়ের সার,
ভালবাসি ভালবাসা ঈশ্বর আমার।

চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চলা। তুমি মন্ত্র ভুলে গেছ?

কালা। তুমি কি চাও? হেথায় এসেছ কেন?

চঞ্চলা। তোমায় কারামুক্ত ক'র্‌তে।

কালা। কি, কি, তুমি কারামুক্ত ক'র্‌তে পার?

চঞ্চলা। যদি পারি, কি দাও?

কালা। শোন, প্রাণ আমার নয়, তুমি বুঝেছ, তুমি জেনেছ, আমি ইমানকে ভালবাসি। তোমার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, ইমানের সঙ্গে আর জন্মে দেখা ক'র্‌বো না। তোমার দাস হ'য়ে থাক্‌বো, তুমি যদি আমায় কারামুক্ত ক'র্‌তে পার।

চঞ্চলা। দেখ দেখি, এই কি তোমার মন্ত্র? এই কি সে বিল্বপত্র, যাতে মন্ত্র লিখে গুরুর পায়ে দিয়েছিলে?

কালা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সে সিদ্ধমন্ত্র। ইমান, এস আমরা উভয়েই মুক্ত। এই দেখ, কারাগারের দ্বার খুলেছে, চল, তোমার পিতার কাছে রেখে আসি।

ইমান। ব্রাহ্মণ, তুমি যাও, আমি যাব না।

কালা। কেন ইমান, কেন?

ইমান। আমি বাল্যকালে কোন' ফকীরের নিকট শুনেছি যে, মানুষকে কখনও শয়তানে মন্ত্রশক্তি দেয়, সেই শয়তানের মন্ত্রশক্তিতে সে অসম্ভব কার্য্য করে, আমার বোধ হয়, এই সেই শয়তানের মন্ত্রশক্তি; এ শক্তির আশ্রয় আমি নেবো না। দিন যায়, দিন থাকে না, কারাগারে হোক্ আর রাজসিংহাসনে হোক্, দিন এক রকমে কাটে। কিন্তু পাপসঙ্গের সাথী শয়তানের কাছে আমি ঋণী হব না।

কালা। ইমান, ইমান, আমার মিনতি রাখ, বিনা দোষে কেন শত্রু-পীড়িত হও? এস, তোমার পিত্রালয়ে চল, আমায় এই ভিক্ষা দাও।

ইমান। তুমি বল, আমায় ভালবাস, আমায় ধর্ম্মত্যাগ ক'র্‌তে অনুরোধ ক'রো না। যদি মুসলমান-সৈন্য আমায় উদ্ধার করে, বা উড়িষ্যার রাজা আমায় মুক্তি দেন, তবেই আমি যাব, নচেৎ নয়।

কালা। আচ্ছা, অচিরে মুসলমান-সৈন্য

তোমায় উদ্ধার ক'রে ল'য়ে যাবে। (চঞ্চলার প্রতি) এস।

চঞ্চলা। আমি কোথা যাব, তুমি যাও।

কালা। সে কি! তুমি কারাগারে থাক্‌বে?

চঞ্চলা। তোমার কাজ তুমি কর গে, আমার কাজ আমি ক'র্‌বো।

কালা। মুকুন্দদেব, যবন-হস্তে তবে তোমার মৃত্যু! তুমি হিন্দু নও, ম্লেচ্ছের অধম! তুমি শীঘ্রই সমুচিত শাস্তি পাবে।

[কালাপাহাড়ের প্রস্থান।

চঞ্চলা। ইমান, চল, রাজার আজ্ঞা এই দেখ।

ইমান। রাজ-আজ্ঞা তুমি কি ক'রে পেলে?

চঞ্চলা। আমি রাজাকে বুঝিয়েছি যে, ব্রাহ্মণকে যদি বশ ক'র্‌তে চাও—তবে শাজাদীকে মহা সমাদরে অট্টালিকায় স্থান দাও; রাজা বুঝেছেন,—এই দেখ মিনতি ক'রে তোমাদের উভয়কে পত্র লিখেছেন।

ইমান। এ পত্র তুমি ব্রাহ্মণকে দেখালে না কেন?

চঞ্চলা। কেন! আবার উপবনে প্রেমালাপ হবে তাই দেখ্‌বো! সে মিনতি ক'র্‌বে, তুমি পায়ে ঠেলবে, সে তোমার পায় পায় ঘুর্‌বে, তাই কি দেখ্‌তে বল? তা অনেক দেখেছি, সে দেখার সাধ আমার ফুরিয়েছে।

ইমান। আমি তো তারে চাই নে।

চঞ্চলা। ঐ তো লাঞ্ছনা, ঐ তো গঞ্জনা!

ইমান। আর ও কথা তুলো না। দোলেনা কোথায়, তুমি জান কি?

চঞ্চলা। তারে মহারাজ মুক্তি দিয়েছেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

চিন্তামণি ও লেটো

লেটো। বাবাজি, আমি বড় পাজী হ'য়েছি।

চিন্তা। কেন রে লেটো—কেন রে?

লেটো। আর কেন, সেই মুসলমান ছুঁড়ী আমায় মজিয়েছে!

চিন্তা। সে কি রে, সে কি রে,—ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে?

লেটো। ম'জে গেছি, আর ব'ল্‌তে নেই বাবাজি!

চিন্তা। না, না, তুই ম'জ্‌বি কেন?

লেটো। বাবাজি, তুমি মিছে কথা কও, ঐতেই আমার গা জ্বালা করে; আমার মন ধক্‌পক্‌ ক'র্‌ছে, আমার পীরিত হ'য়েছে, আমি গিছি বাবাজি, গিছি!

চিন্তা। তবেই তো! হ্যাঁ রে লেটো, তোর খামোকা কি রকম পীরিত হ'লো?

লেটো। আর হ'লো না বাবাজি! দিনরাত্রি তার কথা মনে ক'র্‌ছি!

চিন্তা। তুই তারে চাস্‌ নাকি?

লেটো। চাই, তার মুখে নুড়ো জেব্‌লে দিতে চাই।

চিন্তা। এই তোর পীরিত, তার মুখে নুড়ো জেব্‌লে দিতে চাস্‌?

লেটো। এতে বুঝি পীরিত হ'লো না? তবে বাবাজি, তুমি বোঝই না। আমি দেখেছি, একদিন একটা ছোঁড়া একটা ছুঁড়ীর চুলে ধ'রে মাচ্ছে; আমি মনে ক'র্‌লেম, আহা, ছাড়িয়ে দি। যেই ছাড়িয়ে দিয়েছি, বাবাজি, অমনি ছুঁড়ী না ঝাঁটা নিয়ে আমায় আগাপাস্তালা দিয়ে দিলে। বাবাজি, তুমি জান না, এদিকে পীরিত ভাসা ভাসা থাকে, যেই মার-ধর ঝাঁটা জুতো চ'ল্‌লো, অম্‌নি পীরিতের আঠাকাটি লেগে গেল। আমি যখন তার উপর রেগেছি, তখন বুঝেছি—ম'রেছি, তার পীরিতে চাঁউ হ'য়েছি।

চিন্তা। কেন রে লেটো, রাগ্‌লি কেন? অমন কাজ কর্‌লি কেন?

লেটো। রেগেছি বাবাজি তোমার ওপর, রেগেছি সেই বেটীর ওপর আর রেগেছি আমার আপনার ওপর, সব্বার উপর রেগে গর্‌গরে হ'য়েছি।

চিন্তা। কেন রে লেটো, এত রাগারাগি ক'র্‌লি কেন?

লেটো। রাগ্‌বো না বাবাজি, সে বেটী ভগবানের নামে কেঁদে ফেল্‌লে, আর বাবাজি, আমি তোমার সঙ্গে রাতদিন আছি, আমার চ'খে এক ফোঁটা জল নেই! রাগ্‌বো না,—খুব রেগেছি!

চিন্তা। ও লেটো, লেটো, তাইতো রে লেটো, কই হরিনামে চ'খে জল পড়ে কই রে?

লেটো। এইবার বাবাজি, খুব রাগাচ্ছো। বাবাজি, তুমি আবার চোখে ধুলো দিচ্ছ। বাবাজি, তোমারই কৃপায় চোখ খুলে গেছে, আর ধুলো দিতে পারবে না। বাবাজি, যদি অনুরাগ না হয়, যদি চোখ দিয়ে জল না পড়ে, যদি সেই বেটীর মতন আপ্না আপ্নি গান বেরিয়ে না যায়, ইস্—আমার ভারি রিষ হ'চ্ছে!

চিন্তা। রিষ কি রে লেটো, রিষ কি?

লেটো। আঃ ঢং ক'র্ছো! পীরিতে রিষ হয় বাবাজি, জান না? শোন বাবাজি, যা যা খুব ভাল, আমি সব নাম জানি নি, তা যদি আমার না হয়, তা হ'লে বাবাজি, তোমারই একদিন কি আমারই একদিন! আমি বাবাজী ব'লেও ডাক্‌বো না, আর লেটো ব'লে ডাক্‌লেও সাড়া দেব না। দেখ্‌ছো বাবাজি, আর ব'ল্‌ছো পীরিত নয়। আহা হা, মুখখানাই মনে প'ড়্‌ছে—খালি ছুঁড়ীর মুখখানাই মনে প'ড়্‌ছে!

চিন্তা। হ্যাঁ রে হ্যাঁ রে লেটো, একবার তাদের কাছে যা না, একবার দে'খে আয় না, তারা কি ক'র্‌ছে, আহা! সব ধ'রে নিয়ে গেল।

লেটো। দেখ বাবাজি, তুমি বল, ভগবান্ সরল, কিন্তু আমি ঠিক্‌টী বুঝেছি, ও সরলও বটে, আর কপটও বটে। চুরি ক'র্‌তেও বলে, বরকন্দাজও ডাকে।

চিন্তা। সে কি রে লেটো, সেকি? অমন কথা বল্‌তে আছে?

লেটো। এই দেখ দেখি বাবাজি, তুমি কিনা ব'ল্‌ছ, সেই ছুঁড়ীগুলোকে দেখে আস্‌তে! আজ দেখ্‌তে যাই, কাল প্রেমের কথা কই, আর পরশু তার আঁচল ধ'রে ঘুরি,—যেন যশোদার নীলমণি! ছ্যাঃ, এই কি তোমার আক্কেল বাবাজি? ভগবান্ ভারি কপট, ভারি ছল।

চিন্তা। ওরে লেটো, আমি তোরে একটা কথা ব'লে ফেলেছি বলে, ভগবান্ দুষছিস?

লেটো। ভগবান্ আর কে বাবাজি, তুমি নও?

চিন্তা। ছি লেটো ছিঃ, ও কথা ব'ল্‌তে আছে!

লেটো। বাবাজি, শোন, তুমি ভগবান্ হও, আর না হও, বাবাজি, আমার ভগবান্ তুমি। কোথায় কে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পতি আছে, সে কাম্‌ড়ায় কি আঁচ্‌ড়ায়, তা জানিনে, সে কেমন তা কিছু বুঝ্‌লেম না; শুনেছি যে, সে মানুষকে ভালবাসে। যদি ভালবাসে—আর ভালবাসে কি না, মানুষ কি ক'রে বুঝ্‌বে—সে মানুষ হ'য়ে এসে মানুষের মতন ভালবাসা দেখায়, মানুষের মতন কথা কয়, হ্যাঁ, তা হ'লে বুঝ্‌তে পারি যে ভগবান্ ভালবাসে বটে। তা নয়, কোথায় কোন্ নিরেলায় ব'সে আছেন,—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ—ভয়ে এগোন না, সেথায় যাই কি ক'রে বাবাজি! অমন ভগবান্ যমের বাবা, তিনি ভগবান্, ভগবান্ আছেন—আমার মাথায় থাকুন! ভগবান্ মানুষের মতন মানুষ হয়, তা হ'লে বুঝি যে, ভগবান্ প্রেমময় বটেন।

চিন্তা। আহা লেটো, সে মানুষ হ'য়ে এসে রে—মানুষ হ'য়ে এসে!

লেটো। তা আর বুঝি নে, এই মানুষ হ'য়ে এসে দাঁড়িয়ে র'য়েছে, লেটোকে খুঁজে, লেটোর জন্যে কাঁদে।

চিন্তা। লেটো লেটো!

লেটো। হরি হরি!

চিন্তা। ও লেটো, দ্যাখ্ দ্যাখ্ কারা আস্‌ছে,—আমার ভয় ক'র্‌ছে।

নবাব সুলিমান ও জেলদারোগা ইত্যাদির প্রবেশ

জেল-দা। জাঁহাপনা, এই দুডারে ভুলায়ে আন্‌ছে, আনে ধরাইয়ে দেছে, ওডা সয়তান, ওডা ফকীর কনে?

সুলিমান। ফকীর!

চিন্তা। ফকীর কে, কাকে ব'ল্‌ছো?

জেল-দা। জাঁহাপনা! ঐ শোনেন, কবুল দিতিছে।

সুলিমান। তুমি ফকীর নও?

চিন্তা। না, আমি গৃহী। আমার সুমতি কুমতি দুই স্ত্রী, ঘরের ভেতর দিবা-রাত্রি ঝগ্‌ড়া করে, আমি দুই সতীনের মাঝে প'ড়ে নিরন্তর সারা হ'চ্চি। কুমতির ছ'টি সন্তান

আমার শত্রু. সুমতির দু'টি ছেলে—বিবেক বৈরাগ্য, কখনও আপনার ব'লে আমায় টানে। কিন্তু ছ'টা ছেলে আমায় আট্‌টা শিক্‌লিতে বেঁধে রেখেছে, আমার নড়্‌বার চড়্‌বার যো নাই. আমি সংসারী হ'য়ে মহাবিপদে প'ড়েছি।

সলিমান। তুমি শাজাদী কোথায়. জানো?

চিন্তা। আমি আপনার দিশে পাইনে. কার কথা ব'ল্‌বো?

সলিমান। শুনেছি তুমি শত্রুর চর. শাজাদীকে ভুলিয়ে শত্রুর করগত ক'রেছ।

লেটো। জাঁহাপনা! ভগবান্ আপনাকে রাজতক্তা দিয়াছেন সত্য. কিন্তু চক্ষু দেন নি. আপনি কাকে কি ব'ল্‌ছেন? এই দীনদয়াল সাধু মহাপুরুষকে শত্রুর চর ব'ল্‌ছেন?

সলিমান। তুমি কাকে কি ব'ল্‌ছো? তুমি প্রাণের ভয় রাখ না?

লেটো। আমি জাঁহাপনার নিকট সত্য কথা ব'ল্‌ছি, আমি সত্যাশ্রয়ী. প্রাণের ভয় করি নে।

সলিমান। ভাল. পরে বুঝ্‌বো: (চিন্তামণির প্রতি) তুমি কি আমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছো না? সাধুর ভাণ ক'রে আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না? বিবেক. বৈরাগ্য, ষড়্‌রিপু—এ সব আমি অনেক শুনেছি।

চিন্তা। না, তোমার কি কথা? তুমি তোমার আপনার কথা বোঝ কি? তুমি কে, বোঝ কি? তুমি কি চাও, বোঝ কি? কি জন্য অষ্টপ্রহর যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌ছো—তা জান কি? কি চাচ্ছ? কেন কাটাকাটি ক'র্‌ছো? রাজসিংহাসনের জন্যে?—আধিপত্যের জন্যে?

সলিমান। আমি রাজা—বঙ্গভূমি আমার, তা জান?

চিন্তা। তোমার—ঠিক জেনেছ?

সলিমান। এ কি বলে?

চিন্তা। শোন, ভগবান্ তো হাসেনই না, যদি হাসেন—তো দু'বার। তিনি যাকে মার্‌বো মনে ক'রেছেন, আর যদি কেউ বলে, 'তারে রক্ষা ক'র্‌বো', তখন এক্‌বার হাসেন। আবার যখন দু'জনে দড়ি ফে'লে বলে, 'এই দিক্‌টে তোর, এই দিক্‌টে আমার'. তখন একবার হাসেন! মুকুন্দদেব আর তুমি, এই দু'জনে ভগবান্‌কে এখন হাসাচ্ছ। তিনি সংহারমূর্ত্তি ধারণ ক'রে—হিন্দু-যবন সংহার ক'র্‌তে ব'সেছেন, তুমি ভাব্‌ছ তোমার দল রাখ্‌বে—সে ভাব্‌ছে তার দল রাখ্‌বে; তাই দু'জনে কাটাকাটি লেগেছে, এই ভগবান্ হাস্‌ছেন! আর সে ব'ল্‌ছে—'আমার উড়িষ্যা'. তুমি ব'ল্‌ছো, 'আমার বাঙ্গালা', আবার ভগবান্ হাস্‌ছেন।

সলিমান। এ যুদ্ধে কি হবে, তুমি ব'ল্‌তে পার?

চিন্তা। তা বল্‌তে পারি নে. কিন্তু যে জয়ী হবে, তার পরিণাম এই. মৃত্যুকালে ভাব্‌বে যে এত ক'র্‌লুম, কই, ভোগ হ'লো কই? যদি তোমার মনে হ'য়ে থাকে যে, আমি শত্রুর চর, তবে আমায় যে দণ্ড হয় দাও। কিন্তু ভোগের বস্তু অনুসন্ধান কর. যে জিনিষ ভোগ হবে তাই খোঁজ, মিছে কাজে ঘুরো না।

সলিমান। এ মোশাফের. দুষ্‌মন নেহি।

জনৈক মোল্লা ও কালাপাহাড়ের প্রবেশ

মোল্লা। জাঁহাপনা! এ ব্যক্তি হিন্দুর সেনাপতি ছিল. আল্লা একে সুমতি দিয়েছেন, স্বেচ্ছায় ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়েছে।

সলিমান। কি, কি, তুমি হিন্দুর সেনাপতি ছিলে?

কালা। হ্যাঁ জাঁহাপনা. সত্বর হ'ন, আসুন, সেনা সুসজ্জিত ক'রে উড়িষ্যাসৈন্য আক্রমণ করি! শাজাদী কারাগারে, হিন্দুর দ্বারা অধিক অপমানিত না হয়।

সলিমান। তবে সত্য, শাজাদী কারাগারে!

কালা। জাঁহাপনা, কথার সাবকাশ নেই।

সলিমান। চল, আমার সৈন্য প্রস্তুত!

জেল-দা। জাঁহাপনা, এডারে জ্যালে দিই?

সলিমান। নেই।

[চিন্তামণি, লেটো, জেলদারোগা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জেল-দা। আচ্ছা, থাহ দাদা! একদিন না একদিন পড়বা।

লেটো। বাবাজি, ঐ সেই ছুঁড়ী আস্‌ছে।

জেল-দা। হ্যাদে, হ্যাদে সেই ছুড়্‌ডে, এই ছোঁড়াটার সঙ্গে আস্‌নাই আছে।

দোলেনার প্রবেশ

দোলেনা। ফকীর, তুমি আমার কি কর্‌লে? আমি হাস্‌তেম্, খেল্‌তেম্, নেচে

গেয়ে বেড়াতেম, আমার এ জ্বালা ছিল না; কই আমায় ঈশ্বর দেখা দেয়? তুমি তারে দেখাও।

জেল-দা। হ্যাদে, এ দোস্‌রা কার আস্‌-নায়ে পড়্‌ছে! এ কারে দেখ্‌তি চায়! হ্যাদে ও, ঈশ্বরই কেডা রে?

লেটো। দ্যাখ্‌ ছুঁড়ি, তুই স'রে যা, স'রে যা ব'ল্‌ছি, তা নইলে ভাল হবে না,—জ্বল্‌-ছেন! তোর মুখ দেখে আমার হাড়শুদ্ধ জ্ব'লে যাচ্ছে।

চিন্তা। হায় হায়! লেটো, তুই অমন করিস্‌ কেন? আহা! ও ঈশ্বর চায় রে, ঈশ্বর চায়।

লেটো। দেখ বাবাজি, আরও আমার হাড় জ্বল্‌ছে। তুমি যখন ব'ল্‌ছো 'আহা!'—তবে ও ছুঁড়ী ত মজা মেরে দিলে।

চিন্তা। আহা, লেটো, তুই ওর সঙ্গে দু'টো ঈশ্বরীয় কথা ক না।

লেটো। আর বাবাজি, তুমি বোঝ না, এখনি প্যান্‌পেনিয়ে কে'দে গান ধ'র্‌বে।

জেল-দা। এডার সাথি পয়লা আস্‌নাই ছিল, অ্যাহন চটাচুটি হইছে।

লেটো। দ্যাখ্‌ ছুঁড়ী, অমন প্যাঁচার মতন কাঁদ কাঁদ মুখ করিস্‌ নে!

দোলেনা। তোর কি?

জেল-দা। এই পীরিতের কোঁজিয়া চল্‌বে।

লেটো। দেখ্‌ছো বাবাজি, দেখ্‌ছো? অ্যাঃ, ফকীর, ফকীর, ফকীর—ফকীর যেন ওর কেনাকেলে ফকীর! প্যান্‌পেনিয়ে এসেছে।

দোলেনা। মুয়ে আগুন, বাবাজী বাবাজী বাবাজী,—ওর যেন কেনাকেলে বাবাজী!

লেটো। মুখ সাম্‌লে কথা ক।

দোলেনা। তুই মুখ সাম্‌লে কথা ক।

জেল-দা। চুলোচুলি হবার যুৎ লাগ্‌ছে।

লেটো। প্যাঁচামুখী, প্যাঁচার মতন মুখ ক'রেছে, তুই কাঁদ্‌বি তো, তফাতে গিয়ে কাঁদ্‌!

দোলেনা। চুলোমুখো, দুই গালে দুই ঝিক্‌ তুলেছে! তুই এখান থেকে স'রে যা, আমি কাঁদি—কাঁদ্‌বো, তোর কি? স'রে যাবি তো যা, নইলে আমি মুসলমান জানিস্‌? তোর মুয়ে আমি থুক্‌ দেব।

জেল-দা। উঃ, পীরিত চট্‌চটে!

চিন্তা। লেটো, লেটো, আয় রে আয়, ঝগড়ায় কাজ নাই; লেটো, একটা গান শোন্‌ না কেন?

লেটো। বাবাজি, তুমি নাচ যদি, তা হ'লে শুনি।

চিন্তা। তুই নাচ, লেটো, তুই নাচ্‌।

দোলেনার গীত

কে'দে ফিরে যায়,—
সে ত আসে মম আশে, কেন মন নাহি চায়!
নিয়ত কাতর প্রাণে, চেয়ে থাকে মুখপানে,
ভালবেসে অযতনে, সে ত কত ব্যথা পায়;
মান-অপমান সে মানে না, বিকায়েছে প্রেমদায়!

জেল-দা। সমঝ্‌ ক'র্‌তি পার্‌লাম না।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

মুরলা ও বীরেশ্বর

মুরলা। এখন'—রহিতে সাধ ভবে, দেবদেবী
চূর্ণ, ধরা পাপপূর্ণ, দেহের মমতা
ধন্য তব! কহ পাপভার কার, ঘোর
পাপের সঞ্চার, কেবা তার মূলাধার।
পাপবীজ রোপণ ক'রেছে কেবা? বহু
ফলে ফুলে হের পাপ-বৃক্ষ সারি সারি,
একফলে বীজ তায় কত! বৃক্ষ কত
শত তোলে শির চারিভিতে; অষ্টসিন্ধি-
সৃজন কানন, তমাচ্ছন্ন মহারণ্য
বেড়িছে মেদিনী। ভোগতৃষা এখন' কি
বলবান্‌! সর্ব্বজ্ঞতা দেহের মমতা—
বুঝেছ কি পরিণাম, কোথা তব আত্ম-
অভিমান? শূন্য হিন্দুসিংহাসন, অই
হিন্দু-রুধির-প্লাবন বহিতেছে খর
স্রোতে, লুপ্ত হিন্দুনাম, মেদ-অস্থিদাম
রাশি রাশি মেদিনীহৃদয়ে; শিষ্য তব
সংহারমুরতি, লুপ্ত হিন্দুর বসতি,
নাহি শক্তি শিষ্যের দৌরাত্ম্য বার'; ফেরে
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল, অরিকুল জয়শীল;
বিকল স্বজন অবিদ্যার মোহছলে।

বীরে। কি হ'লো, কি হ'লো, চল চল,
কোথা যাব,

লুকাব কোথায়! মোহছলে তব প্রেম
ভুলে ঘোর সংকটে ঠেকেছি। পাপচমূ
বেড়িছে আমায়, নাহি নিস্তার নেহারি
দুস্তর নরকে আর। কাঁপে অন্তস্তল,
মহাকোলাহল পশে কর্ণমূলে; বজ্র-
রোলে বলে,—'আরে নরাধম, কীর্ত্তি তোর
ভুবন ভরিল, গাবে সুমেরু কুমেরু
কলঙ্ক-সঙ্গীত; ভ্রষ্ট দ্বিজ হিতাহিত-
রহিত পামর!' কহ প্রায়শ্চিত্ত কিবা?
চল চল, করি গিয়ে নারায়ণসেবা;
বিলম্ব কি হেতু কর ল'য়ে যেতে মোরে?

মুরলা। প্রায়শ্চিত্ত বিনা নিত্যধামে তোমা সনে
যাইব কেমনে? প্রাণপণে হও যত্নবান্,
কর যদি শোণিত প্রদান দেবমূর্ত্তি
রক্ষা হেতু, পার স্বার্থ বিসর্জ্জিতে,
আত্মবলি দিতে, ভয়হীন-চিতে দেব-
কার্য্যে রহ রত। অগ্নি, জল, ঝঞ্ঝাবাত,
যবন-কৃপাণ উপেক্ষিয়ে, চাহ পর-
হিত অনুষ্ঠান। কর মার্জ্জনা প্রার্থনা
পতিতপাবনপদে, হইবে উপায়
অভয় আশ্রয় সার কর এ জীবনে,
অবিদ্যা টুটিবে, পাপভয় না রহিবে।

বীরে। ব'লো ব'লো নারায়ণে, অজ্ঞান সন্তান,
রিপু বলবান্, অপরাধী শ্রীচরণে!
নিজগুণে অকৃতি অধমে পাপ-পঙ্কে
করুন নিস্তার। প্রভু, পঙ্কজনয়ন,
পতিতপাবন, দীনজন ডাকে মহা-
ভয়ে, যেন আশ্রিত বঞ্চিত নাহি হয়!
মস্তকপ্রদানে, বক্ষ-শোণিত মোক্ষণে,—
পরহিত-সাধন যদ্যপি হয়, কায়-
বাক্য-মনে করিব নিশ্চয়, যেন পাই
পরিত্রাণ এ সংকটে করুণায় তাঁর।
বিপদে শ্রীপদে রাখ শ্রীমধুসূদন,
দীনগতি ভবভয়-ভঞ্জন-কারণ!

চণ্ডলার প্রবেশ

চণ্ডলা। চণ্ডালিনী জন্মেছে ঔরসে, চণ্ডালিনী
জঠরে দিয়েছে স্থান, কীর্ত্তি তার হের
বিদ্যমান; বর্ত্তমান—নহে ভাবী ছবি।
চলে রক্তস্রোত, শত শত শবদেহ
ভাসে তায়; দেখ দেখ ব্রাহ্মণ-শূদ্রাণী-
প্রেমরঙ্গে জন্মেছে নন্দিনী, কালে গঙ্গা-
জলে সত্য-ভঙ্গ-ফলে, পাপ-অগ্নি জ্বলে
চারিদিকে; নাহিক আতঙ্ক, ভয়ে ভয়-
ভঙ্গ, নাহি স্পর্শে দুহিতায়, আরে ছায়া-
দেহি, তোরে নাহি ডরি! পরম উল্লাস,
পাপ-তাপে নাহি মম ত্রাস, হুলস্থুল
হৃদয় বিকাশে হেরি; পাপে জন্ম পাপ-
সহচরী, পাপলিপ্সা পূর্ণ নহে এবে;
যবে যবে একাকার, হবে ঘোর পাপে
মগ্ন বসুন্ধরা, তবে তৃপ্তি। ব'য়ে যাক্
প্রলয়-পবন, যেন দ্বাদশ তপন-
তাপে দগ্ধ হয় চরাচর। যাব যাব
ডুবিব নরকে, ঘোর কুণ্ডে টানি আনি
জনক-জননী ডুবাইব, তবে তৃপ্তি,
উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বাস নৃত্য করে মহাত্রাস!

মুরলা। যাই এবে, পুনঃ দেখা হবে, শিহরিবে
মোরে হেরি; পাপ-ছায়া ফিরে সাথে সাথে,
দর্পে নাহি কর দৃষ্টিপাত; দর্পচূর্ণ—
কালপূর্ণ হ'লে, ফল ফলিবে নিশ্চয়,
অনুতাপে কত তাপ বুঝিবি তখন।

বীরে। ভীমা ভয়ঙ্করী ঘোরা সংহারকারিণি,
ত্রাহি মে ত্রাহি মে, রাখ পদে নিস্তারিণি!

[বীরেশ্বর ও মুরলার প্রস্থান।

চণ্ডলা। কোথা যাও, কোলে নাও আদরের সুতা!

চিন্তামণির প্রবেশ

চিন্তা। ওরে ওরে, ছুরিখানা তোর ঠেঙ্গে আছে?

চণ্ডলা। কে রে তুই? এসেছিস্? আমার কাছে এসেছিস্? এখন যা—এখন যা, এখন নয়, এখনও আমার রুধিরলিপ্সা মেটে নি। তুই আসিস্,—তুই আসিস্, সময় আছে, তোরে ডাক্‌বো, যখন ভয় পাব, যখন ছায়া দে'খে শিউরে উঠ্‌বো, তখন তোরে ডাক্‌বো, তুই আসিস্—আসিস্! এখন নয়—এখন নয়, ভয় হ'লে তোরে মনে পড়্‌বে, তোরে ডাক্‌বো, তুই আসিস্—আসিস্! এই দ্যাখ্ ছুরি, এই দ্যাখ্ ছুরি, এই বুকে রাখ্‌লেম! পরকে মার্‌বো, আপনার গলায় দেব! তুই আসিস্—আসিস্,

তোরে চিনেছি! এখন চিনবো না, তোরে ডাক্‌বো, আসিস্—আসিস্, জ্ব'ল্‌ছি—জ্ব'লছি, জানিস্ তো?

[চঞ্চলার প্রস্থান।

চিন্তা। ওরে, যাস্ নে, যাস্ নে, দে—দে, তোর জ্বালা আমায় দে!

[চিন্তামণির প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পটমণ্ডপ-সম্মুখ

কালাপাহাড় ও যবন-সৈনাগণ

কালা। লুঠ কর, ঘর জ্বালাও, যদি ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তা হ'লে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বধ কর। দুর্ব্বল, রুগ্ণ, ভীত, কারুকে উপেক্ষা ক'রো না। শয়তানমূর্ত্তি দেব-দেবী ধ্বংস কর, পাণ্ডাদের কথায় কেউ ভয় ক'রো না। দেবতা নয়, ভূত,—হিন্দু ভূতের উপাসক, সত্য-ধর্ম্ম-দীক্ষিত ইস্‌লাম সেনাগণ, সত্যধর্ম্ম বিস্তার কর, মার, কাটো, পোড়াও।

চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চলা। তুমি হিন্দু না মুসলমান?

কালা। কি সংবাদ বল? ইমান কোথায় বল? তুমি কি চাও? যা চাও, তাই দেব, ইমান কোথায় বল।

চঞ্চলা। আমায় পায়ে রাখ, সত্যে বদ্ধ আছ,—আমায় চরণে স্থান দাও।

কালা। ইমানের সংবাদ দাও, ইমান কোথায় বল?

চঞ্চলা। তুমি অঙ্গীকার ক'রেছিলে, ইমানের সঙ্গে আর দেখা ক'র্‌বে না।

কালা। একবার দেখ্‌বো, কারাগারে দেখেছি, সে ভাল আছে দেখ্‌বো, তুমি আমায় মাপ কর, তুমি বল—ইমান কোথায়? ইমান কেমন আছে? সে কি আমায় মনে করে? সে কি আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করে?

চঞ্চলা। ইমান নেই।

কালা। কি, কি! ইমান নেই। রাক্ষসি, তোর মিথ্যা কথা!

চঞ্চলা। ইমানকে মুকুন্দদেব বধ ক'রেছে।

কালা। ইমান!

চঞ্চলা। এ কি, তুমি না বীরপুরুষ? শোক ক'র্‌ছো—প্রতিশোধ দাও।

কালা। কোথায় সে নরাধম?

চঞ্চলা। আমি তার দূত, তোমার নিকট সন্ধির জন্য এসেছি।

কালা। বল বল, কোথায় সে?

চঞ্চলা। আমি তারে তোমার নিকট নিয়ে আস্‌ছি, তারে ব'লেছি, তোমার ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে অনুতাপ হ'য়েছে, মুকুন্দদেব যদি তোমায় পুনর্ব্বার হিন্দু করেন, তা হ'লে তুমি মুসলমান-পক্ষ পরিত্যাগ ক'রে পুনর্ব্বার হিন্দু-পক্ষ অবলম্বন কর। সে প্রতারিত হ'য়ে তোমার নিকট আস্‌ছে।

কালা। উত্তম ক'রেছ, তুমি আমার যথার্থ বন্ধু, শীঘ্র যাও, নিয়ে এস।

[চঞ্চলার প্রস্থান।

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। সেনাপতি! পর্ব্বতপ্রমাণ হিন্দু দেব দেবী জড় হ'য়েছে, জগন্নাথকে নিয়ে পাণ্ডারা পালাচ্ছিল, সৈন্য সকলে ধ'রে নিয়ে এসেছে।

কালা। প্রস্তরমূর্ত্তি সমস্ত চূর্ণ কর, দারুমূর্ত্তি জ্বালিয়ে দাও।

মুকুন্দদেবকে লইয়া চঞ্চলার পুনঃ প্রবেশ

মহারাজ, আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

মুকুন্দ। যবনসেনাপতি! আপনি অতি বীর্য্যবান্, আপনার প্রতাপে হিন্দুসৈন্য স্থির নয়, অধিক রক্তপাতের প্রয়োজন নেই।

কালা। আপনি সন্ধি-প্রার্থনায় আগমন ক'রেছেন?

মুকুন্দ। না—আমার অপর প্রার্থনা; আপনার দর্শন অতি দুর্ল্লভ। রণস্থলে বিস্তর অনুসন্ধান ক'রেছি, আপনি এই এ স্থানে, তৎপরে অন্য স্থানে—আমি কিছুতেই লক্ষ্য ক'র্‌তে পারি নে! আমার প্রার্থনা এই যে, আর নরহত্যার প্রয়োজন নাই, আপনার বা আমার মৃত্যুতে সংগ্রাম অবসান হোক্।

কালা। এক্ষণে সেইরূপ হবে।

মুকুন্দ। তবে আর বিলম্ব কেন? অস্ত্র দেন, আমি নিরস্ত্র।

কালা। তুমি নরপশু, তোমায় নিরস্ত্রই বধ ক'র্‌বো।

মুকুন্দ। বধ কর, নরপশু প্রমাণ হোক্।

কালা। নারীহন্তা, নরকে যাও। (অস্ত্রাঘাত)।

মুকুন্দ। কি, নারীহন্তা? নারীহন্তা— বৃদ্ধহন্তা — বালকহন্তা — স্বদেশবৈরী — স্বধর্ম্মত্যাগী, এ মিথ্যা অপবাদ কেন?

কালা। তুমি শাজাদীকে বধ ক'রেছ।

মুকুন্দ। মিথ্যা কথা। জগন্নাথ!—(মৃত্যু)।

কালা। চঞ্চলা, তুমি মিথ্যা সংবাদ দিয়েছ?

চঞ্চলা। আমি মিথ্যা ব'লেছি, তুমি মিথ্যা বলনি?—

কারাগারে গদ্‌গদভাষে কারামুক্তি-
আশে ব'লেছিলে—'বিক্রীত চরণে তব,'
আছে কি স্মরণ এবে। খ'সেছে শৃঙ্খল,
সিন্ধবল ফিরিয়াছে; কোথায় কি কথা,
সে দিন বা কোথা, প্রতিজ্ঞায় আসে যায়
কিবা, কোথা কে রমণী নহে প্রণয়িনী
হৃদয়ের ধন, আজ রণ, কাল অন্য
মন, কেবা পায়ে ধ'রে কাঁদে, সে সময়
নয়, প্রাণপ্রিয়ে র'য়েছে কোথায়! মিথ্যা-
বাদী—মিথ্যাবাদী—একদিন আর দেখা
হবে। আর না কাঁদিব, আর না সাধিব,
ঘন করতালি দিব, উল্লাসে হাসিব;
কাঁদিবে লুটাবে ধরাপরে, প্রাণভ'রে
আনন্দে হেরিব, তবে মেলানি মাগিব,
যাই যাই, সার কার্য্য হয় নি সাধন,
জ্বলিব জ্বলিব—মম জ্বলিতে জনম।

[চঞ্চলার প্রস্থান।

কালা। জীবিত ইমান! মৃত্যুকালে মিথ্যা নাহি
কহিল ভূপাল, মিথ্যা বলিল চঞ্চলা
রিষবশে; জীবিত নিশ্চয়, কিন্তু হায়
কোথায়? বালা বিরহবিধুরা কাতরা,
বুঝি ভ্রমে দেশে দেশে ভিখারিণীবেশে;
জানে সমাচার তার চঞ্চলা, কবে কি
সুধালে তারে? সাধিব সুধাব, চরণে
ধরিব,—কবে না! যদি না দেয় সংবাদ,
নারীহত্যা আর কিবা ঘৃণা, যার তরে
কাপুরুষসম বধি উড়িষ্যার পতি!
ওহো! ঘৃণ্যকার্য্য কিবা তারে না পাইলে,
সকলি ক'রেছি, ধিক্ সিন্ধমন্ত্রে আঁখি
আচ্ছাদিত, দেখা দাও কোথা প্রাণেশ্বরি!

[কালাপাহাড়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর—অদূরে ধ্বংসাবশিষ্ট নগর

চঞ্চলা ও ইমান

চঞ্চলা। ছিঃ ছিঃ, তুমি এত নিষ্ঠুর! একবার তার সঙ্গে দেখা কর, তুমি জান না যে, সে তোমার সংবাদ না পেয়ে উন্মাদ হ'য়েছে; সে শুনেছে তুমি ম'রেছ, আমি কত বোঝালেম, কিছুতেই প্রবোধ মান্‌লে না; আহা তার দুঃখ দে'খে প্রাণ ফেটে যায়, না হ'লে বুঝে দেখ, আমি কি তোমায় নিতে আসি।

ইমান। মিছে কেন কর অনুরোধ,
দেখা হ'লে
যাতনা বাড়িবে; যদি দেখা নাহি হয়,
মৃত আমি জন্মিবে প্রত্যয়, ফিরিবে না
মম আশে, দিন যাবে প্রবোধ মানিবে,
সুখী হবে আমারে ভুলিয়ে। মন্দ দিনে
দেখা তার সনে। নিরানন্দ রাজ্যময়,
শুন রোদনের রোল, শিবাকুল করে
গণ্ডগোল, পাকসাটে শকুনি গৃধিনী
ভ্রমে, হের সুন্দর নগর কাল-রণে
হ'য়েছে প্রান্তর, ভগ্ন দেবের মন্দির,
চূর্ণ দগ্ধ হিন্দু দেবদেবী, ধর্ম্মদ্বেষ,
হিন্দু-উপাসনা মানা। অনল নির্ব্বাণ,
রণ অবসান নাহি জানি কতদিনে
হবে। ধীর ব্রাহ্মণ-কুমার নিষ্ঠাবান্
ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট আমার কারণে, দেশ-বৈরী,
অত্যাচারী, প্রণয়ে উঠেছে হলাহল।

চঞ্চলা। বুঝি মম পূরিল বাসনা, অই আসে।
যেও না যেও না, চাহ বিদায় জন্মের
মত। এস ত্বরা, দেখ দেখ, হেথা তব
প্রণয়িনী, ধর হৃদে হৃদয়ের ধন,
অযতনে চ'লে যাবে অভিমানী, আশে
প্রেমিকা দাঁড়ায়ে এই।

ছুরিকাঘাত

কালা। রাক্ষসি!—ইমান,
ইমান, কি হলো!

ইমান। করি মিনতি চরম—
কালে, দেখো রেখো কথা,
ক'রো না রমণী-বধ!
আহা অনেক স'য়েছ, জান মনে
প্রেমের লাঞ্ছনা কত, কর ক্ষমা, হও
শান্ত, ক্ষান্ত দাও মনে। এ্যায়া রসুলাল্লা।
মৃত্যু

চঞ্চলা। এই শেষ দেখা, কাঁদ কাঁদ—
দে'খে যাই
প্রাণ ভ'রে। বধ' মোরে থাকে যদি সাধ,
কার্য্য মম অবসান, মরণে বিষাদ
নাহি গণি, মেরেছি মেরেছি শেল বুকে,
তবু নাহি ফুরাইল জ্বালা। কাঁদ কাঁদ,—
জ্বালা জ্বালা, শোণিতে নির্ব্বাণ
নহে জ্বালা।

কালা। চঞ্চলা, মার্জ্জনা কর অনেক
স'য়েছ,
কিন্তু দেখ নহি দূষী আমিও স'য়েছি,
চক্ষে নাহি বারি, কহ কেমনে কাঁদিব?
পূরিবে না বাসনা তোমার, অকারণে
কেন দাঁড়াইয়ে? বুঝে দেখ নিজ মনে
দাবানল জ্বলে অন্তস্তলে, ঘোর ধূম—
সংসার আঁধার, কোথা ইমান আমার!
মৃত মৃত রয়েছি জীবিত—ইমান—হা!

চঞ্চলা। ছায়া! আজি তোরে ডরি,
নেহারি শিহরি,
ছায়া আছে সাথে সাথে, কভু আগে ধায়,
কভু পাছে যায়, এই ছায়া, ছায়া আশে-
পাশে। ঘোর ছায়ারঙ্গ, আতঙ্ক আতঙ্ক,
ঘোর ছায়া ভয়ঙ্করী, কালসহচরী,
যাই যাই, ক্ষমা কর, বিদায় হে পায়!
ছায়া ছায়া, ওই আগে আগে ছায়া ধায়!
[চঞ্চলার প্রস্থান।

কালা। এ কি সত্য, স্বপ্ন, জাগ্রত কি, ও হোঃ হোঃ হোঃ!

চিন্তামণির প্রবেশ

চিন্তা। কি ভাব্‌ছিস্, কত ভাব্‌বি, ভেবে কি শেষ হবে?

কালা। এসেছ, আমি কি হ'য়েছি, বল্‌তে পার—কি এ?

চিন্তা। কি আর হবি, যা ছিলি, তাই আছিস্, মাঝে থেকে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিস্, আর কি!

কালা। এ কি স্বপ্ন!

চিন্তা। অঘোর হ'য়ে ঘুমাচ্ছিস্, ঘুম ভাঙ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বি।

কাল। কি বুঝ্‌বো? এ সব কি! তুমি কে? আমি কে?

চিন্তা। স্বপ্নের কথা স্বপ্নই জানে না, তুই বাকি বুঝ্‌বি, আমিই বা কি বুঝ্‌বো, বুঝ্‌তে গেলে অনন্তকাল বুঝে শেষ হবে না; আর বোঝ যদি—এক বুঝ্‌লেই সব বুঝ্‌বে, তা না হ'লে চ'খে কাপড় বেঁধে ঘোরাচ্ছে, ঘোর।

কালা। কে ঘোরাচ্ছে?

চিন্তা। বুঝ্‌লে বুঝ্‌তে পার, না বুঝ্‌লে কেউ বোঝাতে পারে না। ঘোরাচ্ছে আমি, অহং, অভিমান, ঘুরুছেও আমি, ঘোরাচ্ছেও আমি, আমি আমার খুঁজে ঘুরে ম'রছি, আমি ছাড়্‌লেই ঘোরাঘুরি ফুরোয়।

কালা। আমি কি ছাড়ে?

চিন্তা। রাখ্‌লেই থাকে, ছাড়্‌লেই ছাড়ে। দেখ্‌ছো, কি মজার 'আমি!' নেই ব'ল্লেই খুঁজে পাবে না, আর আছে ব'ল্লেই ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমি। কি ধাঁধাঁ! কি ধাঁধাঁ! মিছেও ব'লবার যো নেই, সত্যিও ব'ল্‌বার যো নেই।

কালা। তবে কি?

চিন্তা। ধাঁধাঁর মজা বোঝ—মানুষ জানে, এক সত্য, আর এক মিছে। যা সত্যও নয় আর মিছেও নয়, তুমিই বা কি বুঝ্‌বে, আমিই বা কি বুঝ্‌বো?

কালা। ঈশ্বর কি?

চিন্তা। ঈশ্বর আছে জানি, কি তা জানি নে; তবে এই জানি যে, সে ছাড়া কিছুই নেই।

কালা। তুমি কি বল্‌ছো, তুমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর?

চিন্তা। ঈশ্বর, ঈশ্বর। তুমি আমি, তুমি আমি।

কালা। তবে যে ব'ল্‌ছো, সেই সব? সে ছাড়া কিছুই নেই।

চিন্তা। নেই-ই তো, তুমি আমি ত নেই-ই।

কালা। তোমার কথা কিছু বোঝা যায় না।

চিন্তা। বোঝা কিছুই যায় না। তুমি মনে ক'র্‌ছো,—বুঝ্‌ছো, তোমার ইমান ম'রেছে, তোমার শোক হ'য়েছে, কিন্তু বুঝে দেখ্‌লে বুঝ্‌বে যে, তুমি কিছুই বোঝ না, শুধু সাধ ক'রে দুঃখ পাচ্ছ।

কালা। সাধ ক'রে! তোমার কথায় আমার দুঃখে হাসি আস্‌ছে।

চিন্তা। দেখ, সাধ কিনা বোঝ; আবার হাসি আস্‌ছে—যদি সাধ কর, হোঃ হোঃ ক'রে হাস্‌তে পার, সাধ আর কারে বলে বল? এইটে ক'র্‌বার নাম সাধ; সাধ হ'য়েছিল তত্ত্ব জান্‌বে, সাধ হ'য়েছিল প্রেম ক'রবে, সাধ হ'য়েছিল সিদ্ধ হবে, সাধ হ'য়েছিল যুদ্ধ ক'র্‌বে, আবার শোকের সাধ হ'য়েছে, শোক ক'র্‌ছো—অনেক সাধ ক'রেছ বটে, কিন্তু সাধের মতন সাধ একটাও কর নি। সাধের জিনিষ হরি, সাধ ক'রে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সাধ তুমি কর নি।

কালা। আমি অনেক দেখেছি, অনেক খুঁজেছি, কই তোমার সাধের জিনিষ তো পাই নে।

চিন্তা। সাধের জিনিষ খোঁজ নি, সাধের জিনিষ সাধ কর নি; সাধ ক'রেছিলে, কিসে বড় হবে, শুনেছিলে,—তারে পেলে বড় হয়, তাই তারে ডেকেছিলে, তাই তারে খুঁজেছিলে। সাধ ক'রেছিলে বড় হবে, বড় হ'য়েছ; কল্পতরু-তলায় যা চেয়েছ, তা পেয়েছ; আবার সাধ ক'রে যদি হরি চাও, পাবে।

কালা। পাব?

চিন্তা। পাবে না, অবশ্য পাবে। হরি তাপহর, তুমি তাপিত, হরি তাপিতের জন্য ব্যাকুল, ডাক্‌লেই পাবে।

কালা। কি ক'রে ডাক্‌বো?

চিন্তা। 'এস ব'লে', যে ক'রে ডাকে। কথা বিশ্বাস কর, বড় সোজা হ'য়ে বড় গোল হ'য়েছে, বিশ্বাসে বড় সোজা, সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যেও না, সরল বিশ্বাসে সরল-প্রাণে ডাক, পাবে।

কালা। হরি, কোথায় তুমি! দেখা দাও, কই হরি!

চিন্তা। হরি এসেছেন, তুমি দেখ।

কালা। কই? ওহো হো—বড় জ্বালা!

চিন্তা। তোমার জ্বালা আমায় দাও?

কালা। কি, তুমি আমার জ্বালা চাও? কে তুমি? তাপহর, তুমি আমার সঙ্গে ফির্‌ছো! দয়াময়; দয়াময়!

চিন্তা। তুমি আমায় কি ব'ল্‌ছো, হরিকে ডাক।

কালা। আর ডাক্‌বো কেন? সত্য, সত্য, সত্য! শাস্ত্র সত্য, দেবতা সত্য, হরি সত্য! সত্য, সত্য, সত্য! হরি, হরি, হরি!

[চিন্তামণির প্রস্থান।

ইমান, ইমান, তোমার কথা—আজ বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি কি মূল্যবান্ বস্তু পেয়েছিলে, তা আজ বুঝতে পার্‌লেম। তুমি প্রেম জেনেছিলে, আমি জান্‌তেম না। প্রেম কি, আজ তা জেনেছি, প্রেমময়কে দেখেছি। ইমান্, চল,—নিজ হস্তে তোমার শয্যা প্রস্তুত করিগে, আমার কাজ ফুরিয়েছে, তোমায় পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বিদায় হব।

[ইমানের শবদেহ লইয়া কালাপাহাড়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

লেটো ও দোলেনা

লেটো। ওরে ওরে, কোথায় যাচ্ছিস্?

দোলেনা। তুই কোথায় যাচ্ছিস্?

লেটো। আমি তোকে খুঁজ্‌ছি, বাবাজীর কথা শুন্‌বো ব'লে খুঁজ্‌ছি।

দোলেনা। আমিও তোরে—মোশাফেরের কথা শুন্‌ব বোলে খুঁজ্‌ছি!

লেটো। বেশ বেশ, তবে বল্।

দোলেনা। আমি কি জানি, তুই বল্ না।

লেটো। তোর ঝগ্‌ড়া করা রোগ! তুই জানিস্ নে, তোরে বাবাজী এত ভালবাসে!

দোলেনা। আর তোকে ভালবাসে না, তুই রাতদিন সঙ্গে সঙ্গে আছিস্!

লেটো। তুই খালি ঝগ্‌ড়ার কথা তুল্‌বি, আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে কি হ'য়েছে? আমার কি প্রেম হ'য়েছে? হরিনামে চোখ দিয়ে জল পড়ে? আমায় বাবাজী ফাঁকি দিয়েছে।

দোলেনা। আমারও বুঝি প্রেম হ'য়েছে? উনি সেবা ক'র্‌ছেন, কাছে র'য়েছেন, ওঁর প্রেম হয় নি, প্রেম হ'য়েছে আমার!

লেটো। হয়নি? মিছে কথা বলিস্‌ নে? তোর ঈশ্বরের নাম শুন্‌লে গলা ভেঙ্গে যায়, চোখ দিয়ে জল পড়ে।

দোলেনা। আচ্ছা, তোর গলা ভেঙ্গে যাক্‌, তোর চোখ দিয়ে জল পড়ুক, আর আমি তোর মত মোশাফেরের সঙ্গে সঙ্গে থাকি।

লেটো। ওঃ, রস্‌কে রে! তোর সঙ্গে ভাব হবার যো নেই, তুই সে রীতের মানুষ নস্‌! আমি দু'দণ্ড বাবাজীর কাছে থাকি, ওর হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে। নে, দুটো বাবাজীর কথা বল্‌বি ত বল্‌, নইলে চ'লে যাই।

দোলেনা। মর্‌ হিংসুকুড়ে! আমার কবে এক ফোঁটা চোখ দিয়ে জল প'ড়েছে, উনি হিংসায় ম'র্‌ছেন! বল্‌, কি ব'ল্‌বি বল্‌? একটু শুনে চ'লে যাই, তোর কাছে থাক্‌তে নেই।

লেটো। হ্যাঁ রে, বাবাজী তোকে খুব ভালবাসে, না?

দোলেনা। হ্যাঁ, ভালবাসে।

লেটো। তা বাস্‌বে না একচোখো! তোর খুব প্রেম হ'য়েছে, না? বল্‌ না, বল্‌ না, আমি তো আর কেড়ে নেব না!

দোলেনা। হ'য়েছে।

লেটো। হবে না, বাবাজীর কৃপা পেয়েছিস্‌, কেল্লা ফতে ক'রেছিস্‌!

দোলেনা। মুখপোড়া হিংসায় ম'র্‌ছে দেখ!

লেটো। হিংসা আর কি, যার যেমন বরাত! দূর কর, আর কেন ভেবে মরি! না, আর বাবাজীর কাছে যাব না, এক জায়গায় থাক্‌বো প'ড়ে, চাট্টি খাব, ব্যস্‌! হরিনাম! এই কাণমলা, নাকমলা, যার হায়া নেই—সেই হরিনাম ক'র্‌বে, সেই বাবাজীর কাছে থাক্‌বে, আবার—হুঃ!

দোলেনা। তা আমায় ব'ল্‌ছিস্‌ কেন? কে তোরে নাম ক'র্‌তে ব'ল্‌ছে? কে তোরে থাক্‌তে সাধ্‌ছে?

লেটো। তোর কি, তোকে বল্‌ছি? তুই তো হাস্‌বি, কাঁদ্‌বি, নাচ্‌বি, গাইবি, মজাসে নিশ্চিন্দি হ'য়েছিস্‌।

দোলেনা। তুই তবে ফকীরের কাছে যাবি নি?

লেটো। আবার! ব'ল্‌ছিস্‌, যদি বাবাজী এসে ডাকে? কথা কব না, স'রে যাব। না, ব'লে যাব—তোমার সঙ্গে পোষালো না; তুমিও লেটো লেটো ক'রো না, আমিও বাবাজী বাবাজী ক'র্‌বো না।

দোলেনা। এই যে তুই কাঁদ্‌ছিস্‌?

লেটো। বেশ ক'র্‌ছি।

দোলেনা। তবে যে বলিস্‌, তোর প্রেম নেই, চোখে জল নেই?

লেটো। থাকে থাকুক্‌, ব'য়ে গেল।

দোলেনা। তুই ফকীরের কথা শুন্‌বি?

লেটো। তুই ব'ল্‌বি?

দোলেনা। ব'ল্‌বো।

লেটো। তবে বল্‌, একটু শুনি। হ্যাঁ রে, তুই বুঝি মনে মনে খুব বাবাজীকে ডাক্‌তিস্‌, তার পর দর্শন পেলি, না?

দোলেনা। আমার দায় প'ড়েছে।

লেটো। দেখেছ, দেখেছ, যে চায় না, তার কাছে ছুটে যায়; বল্‌ কি ব'ল্‌বি।

দোলেনা। ফকীর তোকে খুব ভালবাসে?

লেটো। বেশ!

দোলেনা। তোর খুব প্রেম হ'য়েছে?

লেটো। বেশ। ব'লে যা—ব'লে যা—থাম্‌লি কেন? আমি একেবারে দিব্যি ক'রেছি, তোর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌বোই না।

দোলেনা। আমি একেবারে দিব্যি ক'রেছি, তোর সঙ্গে ভাব ক'র্‌বোই ক'র্‌বো।

লেটো। তোর খুসী।

দোলেনা। সত্যি, ফকীর তোরে ভালবাসে না? ভারি একচোখো।

লেটো। ওঃ! আবার ঠাট্টা হ'চ্ছে!

দোলেনা। ঠাট্টা কেন, তুই এত সঙ্গে সঙ্গে আছিস্‌?

লেটো। এই দ্যাখ্‌ দেখি, তুই পারিস্‌, একটু প্রেম দিলেই বা, কি বলিস্‌, অ্যাঁ?

দোলেনা। তা তুই কেন চাস্‌ নি?

লেটো। চেয়ে কেন মুখ নষ্ট ক'র্‌বো, ও কি মনের কথা বুঝ্‌তে পারে না?

দোলেনা। আচ্ছা, এইবার তো আমি বেশ কথা ক'য়েছি, এইবার বল্, তোর সঙ্গে আড়ি, না ভাব?

লেটো। তোর সঙ্গে ঠিক আড়ি দেবার যো নেই, তুই বাবাজীর আশ্রিত, গায়ের ঝালে দু'-এক কথা বলি। তোর সঙ্গে ভাব, তোর কি, বল্?

দোলেনা। আমারও তোর সঙ্গে ভাব।

লেটো। দ্যাখ্, আমি ফুল এনেছি, পর্‌বি?

দোলেনা। আমিও ফুল এনেছি, তুই পর্‌বি?

লেটো। আচ্ছা, তোরে আমি পরিয়ে দিই।

ফুল পরাইয়া দেওন

দোলেনা। ওই ফকীর আস্‌ছে।

চিন্তামণির প্রবেশ

চিন্তা। ও লেটো, লেটো, তুই মেয়েমানুষের কাছে যাবি নি বলিস্—এখানে কি ক'র্‌ছিস্?

লেটো। বাবাজি, আমার কেমন হ'য়ে গেছে বাবাজি, আমি মেয়ে বেটা ভুলে গিয়েছি, আমি খালি তোমায় দেখ্‌ছি, আমি সকলে তোমায় দেখ্‌ছি, এই আমায় ফুল দিচ্ছি, তোমায় ফুল দিচ্ছি, একে ফুল দিচ্ছি।

নবাব সলিমানের প্রবেশ

সলিমান। ফকীর, ফকীর, তোম সচ্ বোলো, কেয়া কিয়া? গুণগার হুয়া।

চিন্তা। ভয় কি, ঈশ্বরকে ডাক, সুশাসনে রাজ্য কর, হিন্দু-মুসলমান সমান চোখে দেখ, ভীতজনকে অভয় দাও, ধর্ম্মদ্বেষী হ'য়ো না, সকলকে দয়া কর, যেন হিন্দু-মুসলমান তোমার গুণ-গান করে।

সলিমান। ফকীর, সেলাম! দোলেনা, তোম্ চিজ্ পছানা!

[সলিমানের প্রস্থান।

বীরেশ্বরের প্রবেশ

বীরেশ্বর। মহাপুরুষ, আমার সন্দেহ-ভঞ্জন কর, দেব-দেবী কি মিথ্যা? না হ'লে যবন কিরূপে দেবমূর্ত্তি নষ্ট ক'র্‌লে? কই, দেবতা কই? যবনের শাস্তি হ'লো কই? জগন্নাথমূর্ত্তি অগ্নিতে পোড়াচ্ছিল, আমি অগ্নিমধ্যে প্রবেশ ক'রে অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তি পাণ্ডাদের দিয়ে এসেছি, কিন্তু কই, জগন্নাথ কই? অত্যাচারীকে দমন ক'র্‌বার কি তাঁর শক্তি নেই?

চিন্তা। দেবদেবী সর্ব্ব-শক্তিমান্, জ্ঞানচক্ষে
দেবদেবী হেরে দেবপ্রিয়, নহে কাষ্ঠ-
প্রস্তর-পুতলী, কর সন্দেহভঞ্জন,—
যে ভাবে যে ভাবে, সেই ভাবে পাবে, জেনো
ভগবান্ ভাবের অধীন: মুসলমান
করি দারুজ্ঞান, জগন্নাথ অগ্নিকুণ্ডে
করিল নিক্ষেপ, চিরকাল দারু দগ্ধ
হয়, দগ্ধ দারুকায় হেরিল যবন-
আঁখি: ছিল মনে তব সাধ দেবমূর্ত্তি
করিবে উদ্ধার, কৃপা দেবতার, একা
তোমা হ'তে মহাকার্য্য সংপূরণ; রাখ
মতি স্থির, অজ্ঞানতিমির জ্ঞানালোকে
কর দূর; দিব্যচক্ষে হের চিন্ময়,
চৈতন্য-অরুণোদয়ে হৃদি-শতদল
আনন্দে হাসিবে, ভক্তিদেবী বসিবেন
বিমল আসনে, মনোমালিন্য ঘুচিবে,
পাইবে পরম শান্তি, ভ্রান্তি না রহিবে।

বীরে। চিন্ময় হেরিব কেমনে, দিব্যচক্ষু
বিনা, ঘোর অজ্ঞান-আঁধার হৃদাগার
পূর্ণ মম। কোথা ভক্তিদেবী পাব! চির-
দিন তমোগুণে উপাসনা, আজীবন
শক্তির কামনা, কোথা দীনতা পাইব,
ভগবানে কি দিয়ে পূজিব, মত্ত সদা
আত্ম-অভিমানে! শুনি সাধুপদ ভবে
পরম সম্পদ, মাগি অকূলে আশ্রয়,
ভবে ভীত জন অকিঞ্চনে রাখ পায়!
সত্যভঙ্গ জাহ্নবীর জলে, কালে ফল
তার ফলে, দাবানলে দগ্ধ মাতৃভূমি,
জন্মিল নন্দিনী কালসাপিনী পাপিনী,
প্রণয়িনী-বর্জ্জন সিদ্ধির আশে, শক্তি-
উপার্জ্জন, ধর্ম্ম বিসর্জ্জন, দগ্ধস্মৃতি
অনুতাপানলে, আয়ুক্ষয়, মৃত্যুভয়—
মহিষের গলঘণ্টাধ্বনি কর্ণে পশে,
নিকট বিকট কাল, হতাশ হুতাশ,
হেরি ঘোর তমাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ, জ্বলে
তায় অহি-চক্ষু প্রায়, আঁধার বাড়ায়,
পাপচমু কলুষিত জীবনের; হায়

ঘোর দায়—নিরুপায় তুমি না রাখিলে!
সত্যে বন্ধ—স্পর্শি ব্রহ্মবারি করিয়াছি
সত্যভঙ্গ, অপরাধী জাহ্নবী-চরণে।

চিন্তা। তুমি ভাব্‌ছো কেন? যার সঙ্গে সত্যভঙ্গ ক'রেছ, সত্য রাখ্‌লেই হ'লো; সে যা বলে শুন্‌লেই হ'লো, অপরাধ কি? মা কি সন্তানের অপরাধ নেন! এ তো ধর্ম্ম-মা, পাতানে মা নয়, মা গঙ্গা! সত্য মা—পতিত-পাবনী মা! যে আপনাকে পতিত ভাবে, তারে আগে কোলে নেন।

বীরে। মহাপুরুষ, আমার সে চক্ষু কোথা! কই, মাকে তো চিনি নে, মা তো সন্তানকে ডাকেন না, আমি প্রাণপণে প্রায়শ্চিত্ত চেষ্টা ক'রেছি, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি নে। বোধ হয়, তুষানলে অনুতাপানল নির্ব্বাণ হবে না.—অন্তরে, বাহিরে, শিরায়, মর্ম্মে পাপস্মৃতি জ্ব'ল্‌ছে!

চিন্তা। ভয় কি? তুমি তোমার পাপ আমায় দাও।

বীরেশ্বর। কি ব'ল্‌লে! তুমি আমার পাপ-তাপ নেবে? তাপহর পতিতপাবন সত্যই আছেন, তবে আর ভয় কি, এই যে দিব্যদৃষ্টি খুলেছে! এই যে পরম-পুলক জ্ঞানালোকে পরমব্রহ্ম দেখ্‌ছি!

চিন্তা। তোমার কার্য্য শেষ হ'য়েছে, বুঝেছ, আর কাজে থেকো না, কাজে কাজ বাড়্‌বে।

[চিন্তামণির প্রস্থান।

লেটো। ওরে, আয় আয় দেখ্‌বি আয়, বাবাজী আবার কোথায় চ'ল্‌লো, আবার কে কাঁদ্‌ছে! খ্যাপা তার জন্যে ছুটেছে।

মুরলার প্রবেশ

বীরে। এসেছ, চল। আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

মুরলা। এস এস, কি আনন্দ! কি আনন্দ! আমার প্রাণপতিকে পেয়েছি, আর ধরায় ঘুর্‌বো না, মমতায় ফির্‌বো না। এস এস, চল, আমি যে পথে গিয়েছি—সেই পথে চল। পথ সাগরসঙ্গমে, প্রেমময়ী প্রেমবারি যেখানে সাগরকে আলিঙ্গন ক'র্‌ছেন। চল চল, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই চল।

বীরে। সাগরসঙ্গমে! আর আমার দেহের মমতা নেই, আমার কাজ ফুরিয়েছে, চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শ্মশান

চঞ্চলা

চঞ্চলা। দুরন্ত অশান্ত আত্মা চলে, চলে আগে
ছায়ার শরীরী, চলে শ্রীহীন নগরে,
মেদ-অস্থি-ছাদিত প্রান্তরে; চলে নর-
রুধির-কর্দ্দম দলি, চলে অবিরাম,
ছায়াদেহী চলে আগে আগে; চলে দূরে
দুর্গম কান্তারে, চলে ভীষণ শ্মশানে
চিতাভস্ম উড়াইয়ে, ধায় দগ্ধপল্লী-
মাঝে, ধায় সংহাররূপিণী, পাছে উঠে
হাহাকারধ্বনি, ছায়াকায়া আগে আগে।
ধায়, মাতা যথা শিশু বুকে ধরি, মৃত
অনাহারে শুষ্ককায় লুটায় ধরায়;
যায় যথা সতীদেহ প'ড়ে আছে ক্ষীণ-
শীর্ণভুজে বেড়িয়ে পতির গলা; যথা
মাংসাহারী শকুনি গৃধিনী, শিবাগণ
করে মেলা; যথা হা-হা হু-হু কিলি কিলি
পৈশাচিক খেলা, মহামার অত্যাচার
শোণিত-লোলুপ-অসি যথা, পাছে উঠে
বিলাপের রোল; ছায়া চলে দেখাইয়ে
পথ, যথা রবহীন স্তব্ধ জনস্রোত,
পূতিগন্ধ বহে সমীরণ চলে দূরে,
অন্তরে অনল, নাহি শান্তিস্থল, চলে
অবিরাম, অবিরাম ছায়া আগে আগে!

মুরলার মূর্ত্তিতে আত্মহত্যার প্রবেশ

আত্মহত্যা। জান কি আমায়! দেখেছ কি কভু? নাহি
জননী তোমার, পুণ্যবতী গেছে চ'লে
পুণ্যধামে—কুভাষায় দিয়েছ বিদায়—
আর নাহি দেখা পাবে। এবে আমি ফিরি
সাথে সাথে, ডেকেছিলে পিশাচীরে প্রেত-
ভূমে পড়ে মনে? সেই দিন হ'তে সাথী!
নাহি ছিল পরিচয়, ইঙ্গিতে কভু বা
কথা; বড় ভালবাসি শান্তিহীনা নারী!
সে আমার, আমি তার চিরদিন তরে।

চঞ্চলা। জানি তোরে, তুই পাপ-ছবি অন্তরের
প্রতিরূপ, তমোময়ী পিশাচী-মূরতি।
আত্মহত্যা। জান মোরে, চিনেছ আমায়?
আত্মহত্যা
নাম, ভ্রমি একাকিনী, খুঁজি কে রমণী
কোথা ডাকে। খুঁজি অট্টালিকামাঝে, খুঁজি
দরিদ্র-কুটীরে—শান্তিহীন নরনারী।
কহি কাণে কাণে, কেন কেন দুখভার
বহ? কহি মধুরবচনে, স্থিরচিত্তে
শুনে। যাই নরঘাতী যথা দ্বিচারিণী,
বিশ্বাসঘাতক, অভিমানী—রাখে কথা
ত্যজিয়ে মমতা, নিজ করে—করে দেহ
নাশ। ফেরে অশান্তহৃদয় আশাশূন্য
ছায়ার ছায়ায়, এস ত্বরা ডাকে ছায়া।
শুনেছিল মম বাণী জননী তোমার,
দেহভার সাগরসঙ্গমে ত্যজি, গেছে
চ'লে প্রেমবলে প্রেমধামে, অধিকারে
নাহি মোর, তবু হের ছায়ার আকার
তার; আত্মহত্যা ব্যর্থ নহে, শোন সেই
স্বর, এস শান্তিহীনা অশান্তি আবাসে।
চঞ্চলা। যাব, চল, কোথায়! ছায়ায়! না না
যাই।

চিন্তামণির প্রবেশ

আতঙ্ক! এসেছ? ছায়া, তোরে শঙ্কা নেই,
তিমির-রূপিণী ছায়া মিশাও তিমিরে,
পুলক-আলোক মম অন্তর-বাহিরে।

চিন্তা। কি রে! কি রে! ছুরি হাতে ক'রেছিস কেন?

চঞ্চলা। তুমি ত ব'লেছ, তোমার কথা কখনও মিথ্যা হবে না, ছুরি নিয়ে ফিরেছি, পরকে ছুরি মেরেছি, এবার আপনার বুকে দিই।

চিন্তা। কি করিস্ কি করিস্? আত্মহত্যা করিস্ নে!

চঞ্চলা। তোমার কথা তো কখনো শুনি নি, আজও শুন্‌বো না। তোমার বড় ভরসা করি, ভুলো না—মনে রেখো।

নিজবক্ষে ছুরিকাঘাত করণ

চিন্তা। কি ক'র্‌লি!

চঞ্চলা। তুমি অন্তর্য্যামী, সকলই জান,—অনেক স'য়েছি, আর সয় না। এস, আমার সাম্‌নে এস, আমার চক্ষের যেন জ্যোতি যায় না, তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন মরি। দেখ্‌ছি দেখ্‌ছি—তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি,—আহা—হা—হা! তুমি সঙ্গে—যা—বে—চ—ল!

মৃত্যু

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্য পথ

লেটো

লেটো। কোথায় খুঁজবো! সে লুকালে খুঁজে পাওয়া যায় কি? কৃপা ক'রে দেখা দেয় তাই।

ফুলের মালা ও ফুল লইয়া দুলালের প্রবেশ

দুলাল। আমি কাকে খুঁজ্‌ছি বল দেখি?

লেটো। কাকে খুঁজ্‌ছো?

দুলাল। এই তুমি যার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াও।

লেটো। কেন কেন, তুমি তাঁকে খুঁজ্‌ছো কেন? বালক, কে তুমি?

দুলাল। খুঁজ্‌ছি কেন ব'ল্‌বো? এই ফুল দেব।

লেটো। ফুল দেবে? এ পরম সাধ তুমি কোথায় পেলে?

দুলাল। সাধ আবার কি? আমি একদিন দেখে ছিলেম, তারে ফুল প'র্‌লে বেশ দেখায়। একদিন ফুল প'রে তোমার সঙ্গে যাচ্ছিল, আমি দেখেছি। ঐ আস্‌ছে!

চিন্তামণির প্রবেশ ও দুলালকর্ত্তৃক
চিন্তামণির হস্তধারণ

তুমি ব'সো।

চিন্তা। ও লেটো, দ্যাখ্ দ্যাখ্ কি করে দ্যাখ্?

লেটো। ও আমি বুঝেছি বাবাজি!

দুলাল। ব'সো ব'সো, আমি নাগাল পাবো না, তোমায় ফুল পরিয়ে দিতে পার্‌বো না।

চিন্তা। ও লেটো, দ্যাখ্ দ্যাখ্—মালা গেঁথে এনেছে দ্যাখ্, ও কি করে রে!

লেটো। আর ঢং ক'র্‌ছ কেন বাবাজি?

সখ হ'য়েছে, মালা পর।

চিন্তা। বেশ মালা ছড়াটি, তুমি পর।

দুলাল। তুমি পর, তোমার পায়ে পড়ি পর, ব'সো, আমি পরিয়ে দি।

দুলালকর্ত্তৃক মালা পরাইয়া দেওন

চিন্তা। লেটো দ্যাখ্, এই মালা পরিয়ে দিলে!

লেটো। দেখ্‌ছি বাবাজি, দেখ্‌ছি।

দুলাল। (কতকগুলি ফুল লইয়া) এই ফুলগুলি তুমি আপনি পর, আমি পরাতে জানি নি।

চিন্তা। পরি আর কি বলিস্ লেটো?

দুলাল। তুমি আমাদের বাড়ী যাবে?

চিন্তা। এই দ্যাখ্, কি বলে দ্যাখ্ লেটো, ওদের বাড়ী যাব কেন?

লেটো। বুঝেছি বাবাজি, বুঝেছি!

দুলাল। চল না, তোমায় এক পয়সার মুড়ি কিনে দেব, এই দেখ, আমার পয়সা আছে।

চিন্তা। লেটো—লেটো, খিদে পেয়েছে বটে, খিদে পেয়েছে বটে, যাই, কি বলিস্? (দুলালকে কোলে লইতে উদ্যত হওন)

দুলাল। আমায় কোলে নিচ্ছ কেন? আমি হাঁট্‌তে পারি।

চিন্তা। আয় কোলে আয়, তোরে কোলে নিলে আমার বুক জুড়োবে।

দুলাল। না না, এস না, এস না—

দুলালের চিন্তামণির হস্তাকর্ষণ ও চিন্তামণির দুলালকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন

লেটো। হরি হরি, ভক্তবৎসল হরি!

দুলাল। তুমি হরি? তুমি ঠাকুর? ঠাকুর কোলে করে? আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাসো।

চিন্তা। লেটো লেটো, আমার কান্না পাচ্ছে।

লেটো। বালকের কৃপায় আজ আমারও চ'খে জল এসেছে বাবাজি, হরি! হরি! হরি!

দুলাল। (চিন্তামণির কোল হইতে নামিয়া) হরি, হরি, তুমি হরি? মাকে ব'ল্‌বো, মা যদি দেখ্‌তে চায়—দেখা দিও।

[সকলের প্রস্থান।

উপসংহার দৃশ্য

শ্রীমন্দির

নাগরিক ও নাগরিকাগণ

গীত

প্রেমরসে আজ হৃদয় র'সেছে।
দ্যাখ্ রে দ্যাখ্ হৃদয়নিধি
সিংহাসনে ব'সেছে॥
রূপের ছটা দ্যাখ্ রে ভুবনময়,
ঝলকে পুলক উথ্‌লে বয়,
জয় জয় জয় জগন্নাথের জয়—
মনোমোহন চাঁদবদন হেরে,
ভবের বাঁধন খ'সেছে॥

যবনিকা-পতন

শঙ্করাচার্য্য

[ধর্ম্মমূলক নাটক]

(১৩১৬ সাল, ২রা মাঘ, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

মহাদেব। ব্রহ্মা। ব্যাসদেব। শঙ্করাচার্য্য। গোবিন্দনাথ (শঙ্করাচার্য্যের গুরু)। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ ঃ সনন্দন (পরে পদ্মপাদ), শান্তিরাম, গণপতি, মণ্ডনমিশ্র (পরে সুরেশ্বর), হাবা (পরে হস্তামলক), আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য।

রামদাস ও সখারাম (শঙ্করাচার্য্যের প্রতিবাসী)। জগন্নাথ (ঐ পুরাতন ভৃত্য)। কুমারিল ভট্ট (কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তক)। প্রভাকর (শিষ্য)। ক্রকচ (কাপালিক গুরু)। উগ্রভৈরব (কাপালিক)। অভিনব গুপ্ত (তান্ত্রিক পণ্ডিত)। শিউলি। ইন্দ্রাদি দেবগণ, জনৈক ঋষি, বিদ্যাধরগণ, চণ্ডালবেশী ভৈরবগণ, বুদ্ধ বৌদ্ধকাপালিক ও তৎশিষ্যগণ, চণ্ডালবালক, সুধন্বা রাজার সেনাপতি ও সৈন্যগণ, কুমারিল ভট্টের শিষ্যগণ, পণ্ডিতগণ, শিউলি বালকগণ, মণ্ডনমিশ্রের পুরোহিত, অমরক রাজার মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ও প্রেতাত্মা, প্রভাকর (হাবার পিতা) ও তৎপ্রতিবাসী, কাপালিকগণ, ভূতপ্রেতগণ, ভৈরব, অভিনব গুপ্তের শিষ্য, ভগন্দর ব্যাধি, গৌড়পাদ, কাশ্মীর-সারদাপীঠের মন্দির-রক্ষক ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

মহামায়া। বিশিষ্টা (শঙ্করাচার্য্যের মাতা)। রমা ও গঙ্গা (ঐ প্রতিবাসিনী)। উভয়ভারতী (মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী, শাপভ্রষ্টা সরস্বতী)। সরমা ও অম্বালিকা (অমরক রাজার রাণীদ্বয়)। কামকলা (ক্রকচের উপপত্নী)। শিউলিনী। মহামায়ার বিদ্যা ও অবিদ্যাসঙ্গিনীগণ, বিদ্যাধরীগণ, চণ্ডালিনীবেশী ভৈরবীগণ, দুইজন স্ত্রীলোক, কুমারী, নর্ত্তকীগণ, যমজ-শিশুমাতা, শিউলিনীর প্রতিবাসিনী, অমরক রাজার অন্যান্য রাণীগণ, কলাবিদ্যাগণ, প্রভাকরপত্নী, কামকলার সঙ্গিনীগণ, বিকটাগণ, কামাখ্যাদেবী ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

কৈলাস

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ

ব্রহ্মা। হে সর্ব্বজ্ঞ, কিবা তব অজ্ঞাত ভুবনে,—
তথাপি চরণাম্বুজে করি নিবেদন,
হেরিয়ে রোরুদ্যমান ক্ষুধার্ত্ত বালকে
মাতার মমতা হয় যেমতি বর্দ্ধিত,
তেমতি একান্ত আর্ত্ত দেবতামণ্ডল
আসিয়াছে মনস্তাপ করিতে জ্ঞাপন,
জগৎ-জনক, তব স্নেহ-বৃদ্ধি হেতু।
নিষ্ঠুরতা-বারণ-কারণ-নারায়ণ,
ব্রাহ্মণের বিদ্যাদর্প করিতে দমন—
হইলেন বুদ্ধ অবতার;
যুক্তিবলে পরাজিয়ে বেদজ্ঞমণ্ডলে
শূন্যবাদ প্রচারিলা রমেশ সংসারে।
হীনমতি নরে, দেবমায়া বুঝিতে না পারে,
বেদবিধি যাগ-যজ্ঞ রহিত ধরায়।
নিরীশ্বর স্বেচ্ছাচার শূন্যবাদ মতে,
পাপভার-বৃদ্ধি দিন দিন,—
যজ্ঞভাগ বিনা যত দেবতা মলিন।
কর দেব উপায় ইহার,
বেদবিধি করহ উদ্ধার,
সংসারে কল্যাণ পুনঃ হউক স্থাপন।
মহা। চিন্তা দূর কর দেবগণ,
ধরায় রোদন নিত্য স্পর্শে কর্ণে মোর;
তাহে আমি মনে মনে করিয়াছি স্থির,
ধরি ভবে নরের আকার,
অতি গুহ্য তত্ত্ব আমি করিব প্রচার
মানব-কল্যাণ হেতু;
সেই গুহ্য তত্ত্ব মম আত্মার স্বরূপ—
প্রিয় গৌরী-গণপতি-কার্ত্তিকেয় হ'তে—
বিশুদ্ধ অদ্বৈত-জ্ঞান দানিব সংসারে।
যাবে কার্ত্তিকের ভবে,
বৌদ্ধগণে দমিয়া প্রভাবে
কর্ম্মকাণ্ড করিবে উদ্ধার।

সময় সংক্ষেপার্থে * [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হয়।

ধরি নরের আকার, শিষ্যরূপে তার
পদ্মযোনি কর্ম্মকান্ড করহ প্রচার—
'মন্ডন' নামেতে খ্যাত হও ধরাতলে।
নর-কায় ধরাতলে ধর, জনে জনে
নিজ আচরণে, আদর্শ-প্রদানে,
বৈদিক নিয়ম কর পুনঃ সংস্থাপন।
ব্রহ্মসূত্র বেদার্থের করিতে প্রচার
লইলাম ভার।
শিষ্যসহ হবে মম ধরায় বিহার।
যুক্তিবলে বৌদ্ধমত করিব খন্ডন,
দমিব দুষ্কৃতগণে আছে যে যথায়।
যাও ইন্দ্র, ধর নর-কায়—
রাজ্যেশ্বর হয়ে রহ মম প্রতীক্ষায়,
ঘুষিবে সুধন্বা নামে তোমা সবে ভবে।
যাও সবে মায়ার প্রভায় ধর নর-কায়।

দেবগণ। জয় জয় উমাপতি, জয় মহেশ্বর,
বেদসূত্র প্রচারিতে প্রতিশ্রুত হর।

[দেবগণের প্রস্থান।

মহা। এস মহামায়া, লীলায় আশ্রয় কর দান।

পট পরিবর্ত্তন

সঙ্গিনীগণ সহ মহামায়ার আবির্ভাব

গীত*

স্বপন-গঠিত সময় বহিয়ে স্বপন-গঠিত স্থানে।
অষ্ট বরষ শোক-হরষ জাগাও মানব-প্রাণে॥
স্বপনঘোরে আপন পাসরে
জনম-মরণে ঘূর্ণিত নরে,
মোহ তমসা যামিনী ঘোরা
জড়িত স্বপন-ডোরে;
সহিয়ে যাতনা, যাতনা কামনা,
অবসাদ নাহি মানে॥
মানব-বেদনা স্মরণে, স্বপন-ঘোর হরণে,
জ্ঞান-কিরণ-দানে—
নর-শঙ্করে হের ধরাপরে,
জাগাইতে মোহ-নিদ্রিত নরে,
বিমল বেদগানে॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটী†

শঙ্কর

শঙ্কর। ব্যোম সমীরণ তপন সলিল ধরা,
অধঃ ঊর্দ্ধ্ব মধ্যস্থল পূর্ণ সমুদয়।
নিত্য যেন কর্ণে মোর আসে,
কহে কত জন অশরীরী ভাষে—
"অলসে আবাসে কিবা হেতু?
প্রতীক্ষায় ব্রহ্মান্ড তোমার।"
এ কি ঘোর মস্তিষ্ক-বিকার!
কেবা আমি!—
কেন হেন উত্তেজনা মম প্রতি।
না না, কভু নয় মস্তিষ্ক-বিকার,
সিংহ সম গর্জ্জে অনিবার
অন্তরাত্মা কহে,—"কর আঁখি নিমীলন,
হের নিত্য চৈতন্য-স্বরূপ তুমি।
কার্য্যে নর-কায়, এসেছ ধরায়,
যাও নিত্যধামে পুনঃ কার্য্য-অবসানে।"

বিশিষ্টার প্রবেশ

বিশিষ্টা। বাবা, তুমি কেন এমন চুপ ক'রে ব'সে থাক? তোমার শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত হয়েছে। যদি তোমার অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম না হ'তো, আমি তোমার বিবাহের উদ্যোগ করতেম। তুমি বিষয়কার্য্যে মনোযোগী হও। তিনি বড় সাধ ক'রে মহাদেবের নিকট পুত্র-কামনা করেছিলেন, তাঁর কৃপায় তুমি সেইরূপ পুত্রই জন্মগ্রহণ করেছ। তাঁর মৃত্যুর সময় তুমি বালক ছিলে, তিন বর্ষ অতিক্রম করনি, আমার হাত ধ'রে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, এই বালক হ'তে আমার সংসার উজ্জ্বল হবে, পিতৃদেবগণের নাম চিরস্মরণীয় হবে, তুমি একে যত্নে লালন-পালন করো। বাবা, আমি তো তাঁর সে আজ্ঞা পালন কর্‌তে পার্‌চিনে।

---

*সঙ্গীতকালীন দৃশ্যপটে শঙ্করাচার্য্যের অষ্টবর্ষব্যাপী লীলা যথা—'মাতৃক্রোড়ে শঙ্কর', 'মাতৃমুখে শঙ্করের পুরাণ শ্রবণ', 'পিতার নিকট শঙ্করের শাস্ত্রপাঠ', 'গুরুগৃহে শঙ্কর'—দৃশ্য-চতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে পরিদৃশ্যমান।

† ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশের অন্তর্গত 'কাল্‌তি' গ্রাম শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান। এক্ষণে এই গ্রামের নাম 'ক্যালাডি'।

শঙ্কর। কেন মা—কেন এ কথা বল্‌ছো? তোমার অসীম যত্নে আমি এক বৎসর বয়ঃক্রমে বর্ণ উচ্চারণ কর্‌তে শিখেছি, দ্বিতীয় বর্ষে তোমার শ্রীমুখে পুরাণ শ্রবণ ক'রে পুরাণ-পাঠে অনুরাগী হয়েছি, তৃতীয় বর্ষে পুরাণের অমৃতলহরী পান ক'রে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-লাভ করেছি। তোমার লালন-পালন, তোমার শিক্ষায় গুরুজনের সেবা অভ্যাস করেছি, গুরুর কৃপালাভে সক্ষম হয়েছি, সেই অনির্ব্ব-চনীয় করুণায় তিনি আমায় বেদবিদ্যা প্রদান করেছেন। তুমি আদর্শ-জননী, সকলই তোমার শিক্ষাপ্রভাবে। মা গো, বহু তপস্যায় তোমার ন্যায় জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

বিশিষ্টা। বাবা, তুমি যে দিবারাত্র অন্যমনে থাকো, তোমায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য দেখি। যেমন বিদ্যানুরাগ, বিষয়ানুরাগ সেরূপ নাই, এতে আমার বড়ই আশঙ্কা মনে হয়।

শঙ্কর। মা গো, কিবা ফল সামান্য বিষয়-অনুরাগে?

উচ্চ প্রাণে বিষয়ের অনুরাগ কিবা?
বিষয়জড়িত চিত্ত উন্নতি-সাধনে
অক্ষম সতত মাতঃ!
জনম-পত্রিকা মম হেরি সাধুগণে
করিয়াছিলেন তব সম্মুখে গণনা—
দীর্ঘায়ু নহিক আমি।
তবে মাতা কয়দিন ভঙ্গুর জীবনে,
কি কারণে করিব বিষয় আলোচনা?
চতুর্থ আশ্রম সার শাস্ত্রে এ প্রচার,
একমাত্র মুক্তিপথ চতুর্থ আশ্রম।
তাই মা গো, সন্ন্যাস-গ্রহণে সাধ সদা মনে,
দেহ যদি অনুমতি, জননি, কৃপায়—
মানব-জনম হয় সার্থক আমার।

বিশিষ্টা। বৎস, বাক্যে তোর—
আতঙ্কে শিহরে মম প্রাণ।
যাদুমণি, অন্ধের নয়ন তুমি দুঃখিনীর ধন;
পতিহীনা অনাথিনী আমি—
তব চাঁদমুখ হেরি পাসরি সকল জ্বালা;
দারুণ কথায়,
কেন পুত্র দেহ ব্যথা মায়ের হৃদয়ে?

শঙ্কর। জনক-সমীপে মাতা অঙ্গীকৃত তুমি
উচ্চশিক্ষা দানিতে সন্তানে।
সাধ সদা আছিল পিতার,
যাহে কুমার তাঁহার,
হয় তাঁর বংশমানরক্ষণে সক্ষম।
যতি-পন্থা লভে কেহ যদি,
উচ্চগতি হয় সে বংশের,
সেই পন্থা-প্রার্থী পুত্র তব,
তাহে তুমি বিঘ্নদান ক'রো না জননি!

জগন্নাথের প্রবেশ

জগ। হ্যাঁ মা, তুই যেন চিম্‌ড়ে মড়া মাগী, বাবাঠাকুর মরা থেকে ক্ষিদেতেষ্টা খেয়েছিস্‌, কচি ছেলেটাকেও সেই ধারা শিখুচ্ছিস্‌, এখানে দু'জনে বিজ বিজ কচ্ছিস্‌, এখনো খেতে দিস্‌নি।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, শঙ্কর কি বলে, শোনো,—

জগ। কি বলে শোনো,—কচি ছেলে দু' একটা বায়না নেবেনি? আমরা ওদিনে খাবার দেরী হ'লে হ্যাঁতাল দিয়ে হাঁড়ি ভেঙ্গে তবে ছাড়তুম।

বিশিষ্টা। বোবা শোন্‌—বলে 'সন্ন্যাস নেবো।'

জগ। হাউড়ে মাগী, ছেলে ভুলুতে জানে নি। সন্ন্যাস বায়না নিয়েছে, বল্‌ না কেনে সন্ন্যাস কিনে দেবো। (শঙ্করের প্রতি) আয় রে আয়, হাটে যাবো, ভাল ভাল সন্ন্যাস কিনে এনে দেবো। নে রে, খাবি আয়, চল্‌ মাগী, দিবি আয়। ওঠ্‌ ওঠ্‌—খাবি চল্‌।

শঙ্কর। জগা দাদা, এখনো সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হয় নাই।

জগ। নে—তখন খেয়েদেয়ে সার্‌বি। আমরা বুড়ো মিন্সে, নাবার বেলা হ'লো, খিদেয় পেট চুঁইচুঁই কচ্চে, আর তুই খাস্‌নি। তা ছেলের দোষ কি বল, ঐ মাগী সব শিখোয়।

শঙ্কর। না জগা দাদা, বলে, ব্রাহ্মণের না সন্ধ্যা সেরে খেতে নাই। মা'র এখনো স্নান হয় নাই, মা স্নান ক'রে এসে অন্ন দেবেন।

জগা। এখন দু'ক্রোশ পথ চান্‌কে যাবি না কি? তা যা মর্‌গা! এই ছেলেটাকে শিকেয় টাঙ্গিয়ে শুকো। জাত যাবে যে, নইলে দেখতুম —কেমন উপোসী রাখিস্‌, আমি তিনবার এড়া ভাত তেঁতুল লঙ্কার চাটনি দিয়ে খাওয়াতুম। লে—কি ল্যাখাপড়া সার্‌বি আয়, নে মাগী

লেয়ে আয়! এই ঘরে দু'ঘটি জল মাথায় দে কেন্নাই?

বিশিষ্টা। না বাবা, নদীতে অবগাহন কর্‌বো।

জগ। যাস্ যাবি, রোদে পুড়ে মর্‌বি, তা আমার কি! আয়, ছেলেটার লেগে ভাত চাপা দিয়ে যাবি আয়।

বিশিষ্টা। আমি ঠিক ক'রে রেখে দিয়েছি, তুমি বাবা খাইও। আমার বাবা শিবের মাথায় জল ঢেলে আস্‌তে দেরী হবে।

জগ। বুঝেছি—বুঝেছি, আজ বুঝি কি পালপার্ব্বণের দিন, দাঁত ছিরকুটে থাক্‌বি, কিছু খাবিনি? ছেলেটাকেও তাই বুঝি শিখুচ্ছিস্?

[বিশিষ্টার প্রস্থান।

নে রে নে, কি ল্যাখাপড়া সায় কর্‌বি কর, তোরে খাইয়ে তবে নাওয়া-খাওয়া কর্‌বো। শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে নে, খেয়ে দেয়ে দুভেয়ে হাটে যাব। তুই সন্ন্যাস চাচ্ছিস্ তো, তোর জন্যে খুব ভাল সন্ন্যাস কিনে আন্‌বো।

শঙ্কর। এসেছি কি কাজে—কিবা কাজে যায় দিন,

ভীষণ তরঙ্গ-রঙ্গে খেলে মহামায়া,
জীবকুল ভাসমান মহা অন্ধকারে,
ঘোরে ফেরে জন্ম-মৃত্যু-ঘূর্ণিপাক-মাঝে।
ভ্রম-বলে রহে ভুলে কল্যাণ না চায়;
বার বার ঠেকে, পুনঃ পুনঃ দেখে,
শিখেও না শিখে হায়!
মহাভ্রম অতিক্রম করিবারে নারে,
জেনে শুনে আছি বন্ধ আপন পাসরি।
অন্ধকারে কত দিন র'ব—কত দিন সব—
ভ্রমে ভ্রম গাঢ়তর ক্রমে।
যাই—যাই, হেথা আর তিল নাহি রব,
হাহাকার ধ্বনি হায় কতই শুনিব,
ছেদিব—ছেদিব মায়ার বন্ধন দৃঢ়;
জীবকুল ব্যাকুল সংসারে।

[শঙ্করের প্রস্থান।

জগ। ওই—ও—ও খেপলো পারা! আমার গালে মুণ্ডে চড়ুতে ইচ্ছা হচ্ছে। সেই বামুনা বুড়োকে বলেছিলুম, তা শুনুলে? যে, কচি ছেলেকে ল্যাখাপড়া শিখিওনি, মাথা ঠিক থাক্‌বেনি।

রমার প্রবেশ

রমা। জগন্নাথ, বিশিষ্টা কি স্নানে গিয়েছে?

জগ। আরে, সে মরে কেন্নাই, এখানে এক ঢং দেখ মাসী, দুধের ছেলেটা বল্‌তেছে কি জানো, "যাই আমায় ডাক্‌তেছে!" আমি মাগী-মিন্সেকে মাথা খুঁড়ে বল্লুম, তা শুন্‌লেনি। বন্নু—এখন ল্যাখাপড়া শিখিওনি, এখন মাঠে খামারে নিয়ে যাই, লাচুক কুঁদুক; দুদের ছেলে ল্যাখাপড়া শিখিওনি,—তা মাগীও বুড়বুড় ক'রে পুরাণ বলে আর মিন্সেও পুঁথি নিয়ে বসে। এখন ছেলের যে মাথা বিগুড়লে, সামাল দেয় কে?

রমা। কি হয়েছে রে—কি হয়েছে?

জগ। ওগো মাসী, যদি দেখতে তো জান্‌তে। গোটা দুটো চোখ কপালে না তুলে বলে, "আমায় ডাক্‌তেছে—ডাক্‌তেছে, আমি যাই।" এই ছেলে-বয়সে খেপে গেলো মাসী, আমার মাথামুড় খুঁড়তে ইচ্ছে কচ্চে।

রমা। ওরে বাছা, খ্যাপেনি রে খ্যাপেনি। তবে শুন্‌বি?—ঠাকুরপো তখন বিদেশে, বিশিষ্টা ছুঁড়ীকে মানা কর্‌তুম যে, ভর সন্ধ্যা-বেলা শিবের মন্দিরে যাস্‌নি, তা সে বাছা রোজ না গেলেই নয়। একদিন কালামুখী এসে বল্‌ছে কি জানিস্—লজ্জার কথা, তুই ছেলের মতন, তাই বলি,—বলে, 'ও দিদি, আমার গর্ব্ভ হয়েছে।' শুনে, আমার আহ্লাদ হ'লো, বল্লুম —"বেশ তো রে বেশ তো, তোরা মাগী-মিন্সেতে ছেলে ছেলে করিস্।" তা কালামুখী বল্লে কি জানিস্—বল্লে, 'ও দিদি, মন্দিরে আমার পেটে হাওয়া সেঁদিয়েছে।' ভাগ্যিস্ ঠাকুরপো ফিরে এলো—তাই লজ্জা রক্ষে হ'লো।

জগ। ক্যানে মাসী ক্যানে?

রমা। তুই ছোঁড়া আবার ন্যাকা,—স্বামী ঘরে নাই, গর্ব্ভ হ'লো, তা হ'লে কি আর মুখ দেখানো যেতো।

জগ। তবে পেটে হাওয়া সেঁদুলো কি মাসী?

রমা। ওরে গর্ব্ভসঞ্চার হয়েছিল। মাগী বুঝতে পারেনি, ওই শিবের মন্দিরে গর্ব্ভ থেকে কোন উপদেবতা আশ্রয় করেছে। তা আমি এত মিন্সেকে বোঝালুম যে, ঠাকুরপো,

গুণিন-টুনিন এনে ছেলেকে দেখাও, তা আমার কথায় কান দিলে?

জগ। না মাসী না, সোনার চাঁদ ছেলে, উপদেবতা দৃষ্টি দেবে ক্যানে?

রমা। তুইও ঐ হাউড়ো বামুনের ভাত খেয়ে হাউড়ো হয়েছিস্ কি না।

জগ। ক্যানে গো, আমি কি কন্নুম? আমার খেত-খামারের কাজে যদি একটু এদিক্ ওদিক্ পাও, তা হ'লে আমায় কাননুটী দিয়ে দিও।

রমা। তুই আর কি কর্‌বি? তোর তো সব মনে আছে। ছেলে যেদিন হ'লো,—হুদো হুদো মিন্সে, হুদো হুদো মাগী সব ছেলে দেখতে এলো না? সাত পুরুষে কেউ চেনে যে, কোত্থেকে তারা এলো? আর এক মাগী এসে-ছিল—তা দেখেছিলি? তার সঙ্গে গোটা আস্টেক ছুঁড়ী।

জগ। হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই মাগীকে আজ মাঠের দিকে দেখলুম।

রমা। বটে! সে অলক্ষণে মাগী যত দিন দেশে থাকে, ছেলেপুলেকে সাবধানে রাখবো, বেরুতে দেবো না। তুইও বাছা মাঠে ঘাটে বেশী রাত করিস্‌নি।

জগ। ওগো—ওই বুঝি সে মাগী আসছে!

রমা। এক পাশে দাঁড়া—এক পাশে দাঁড়া, মাগীটা বেরিয়ে যাক্, কি অলক্ষণ হয়—কে জানে; ঠাকুরপো মর্‌বার দিনও শুনেছি, শ্মশানে মাগীরা এসেছিল। (অদূরে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া) তোদের বাড়ীর ভেতর দিকে চল্লো যে রে!

জগ। দাঁড়াও, আমি দেখে নিচ্চি। [*] হই অলক্ষুণে মাগী রে হই! ঘর বিগে যে চলেছিস্? তোরা কে বটিস্ বল্ তো? জানিস্ বেটীরা, জগা এখনো মরে নাই, তোদের ভির্‌-কুটি চল্‌বেনি। ছেলেটার মাথা বিগ্‌ড়তে এসেছিস্?

অষ্টসখী-বেষ্টিতা হইয়া মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ।

জগ। ভাল চাস তো এখান থেকে যা, নইলে কাস্তে দিয়ে তোর নাক কেটে নেবো।

মহামায়া ও সঙ্গিনীগণের গীত

বেলপাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে
হয় খুসী।
মান-অপমান সমান তো তার,
তার কাছে নয় কেউ দোষী॥
এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে,
'বোম্ ভোলা' ব'লে কেন, নাও না যেচে
যা খুসী।
যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে, ভাল মন্দ
নাই হুঁস্-ই।

জগ। হই, আমাকেও লাচায় গো! বোম্ ভোলা—বোম্ ভোলা—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীতে স্নান করিতে যাইবার পথ

রমা, গঙ্গা ও পশ্চাৎ বিশিষ্টার প্রবেশ

রমা। এসো না গো—এসো না, এমন পায়ে পায়ে গেলে তো সাতদিনে নদীর ধারে পঁউছোবো না।

বিশিষ্টা। তোমরা যাও দিদি, আমার শরীর কেমন কচ্চে। (পথিমধ্যে উপবেশন)

রমা। দেখ দিদি, তোমার মিছে ভাবনা দেখে বাঁচিনে। আট বছরের ছেলে কোথায় যাবে? এই আমাদের ঘরের ছেলে একটা বায়না নেয় না? এই যে ভুতো সে দিন মেলা দেখ্‌তে যেতে চাচ্ছিল,—আমি হাত ধ'রে টেনে এনে ঘুম পাড়ালুম—ভুলে গেল। সন্ন্যাসী হওয়া মুখের কথা কি না, দুধের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবে, উনি ভেবে বাঁচ্‌চেন না। এসো —এসো, বেলা প'ড়ে গেলে নাইবে না কি?

বিশিষ্টা। না দিদি, তোমরা এগোও, আমি আর চল্‌তে পাচ্ছিনি। (শয়ন)

গঙ্গা। ও ভাই, দেখ্ দেখ্—সত্যি ভির্‌মি গেলো নাকি? বউ—বউ! ও মা, কি কর্‌বো গো, কি হবে!

বিশিষ্টা। বাবা, দরিদ্রের নিধি দিয়ে কেন হ'রে নিতে চাচ্চ? আমি যে জনমদুখিনী, আমার অন্ধের নড়ি কেন কেড়ে নিচ্চ? আমি কি ক'রে প্রাণ ধর্‌বো! আমি যে বাছাকে এক

দণ্ড না দেখ্‌লে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি। এ কি! এ কি! বাবা, আমার ছেলে কোথা গেল— ছেলে কোথা গেল—

রমা। হ্যাঁগা—এ কি সদ্য সদ্য বিকার হ'লো নাকি? মাগী কি ব'ক্‌চে গো!

দ্রুতবেগে শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। মা, মা—ওঠো মা!

বিশিষ্টা। বাবা, বাবা—আমার পুত্র দাও—আমার পুত্র দাও।

শঙ্কর। এই যে মা—আমি তোমার কাছে রয়েছি।

বিশিষ্টা। কে রে শঙ্কর! বাবা বল্‌—আমায় ছেড়ে যাবিনি?

শঙ্কর। মা, তুমি না অনুমতি দিলে আমি কোথায় যাবো?

রমা। দেখ দেখি মাগীর আক্কেল! বাবা শঙ্কর, তোমার মাকে এতদূর আর স্নান করতে আস্‌তে দিও না। এখন অথর্ব্ব হয়েছিস্‌, নেই এতদূর নাইতে এলি। এতদূর আস্‌তে দিও না বাবা!

শঙ্কর। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের আশীর্ব্বাদে মা স্রোতস্বতী আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে, আমাদের বাড়ীর নিকট দিয়ে যাবে,—অনায়াসেই মা আমার অবগাহন-স্নান কর্‌তে পার্‌বে।

গঙ্গা। দেখ্‌ছিস্‌ লো দেখ্‌ছিস্‌—এই ছেলে নাকি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে যাবে। কচি ছেলে—আক্কেল কি বল, মা'র এতদূর আস্‌তে দুঃখ হয়, তাই মনে করেছে, নদীটা বাড়ীর দোরগোড়ায় নিয়ে আস্‌বে।

রমা। হাঁ বাবা, তাই করো। তোমাদের বাড়ীর দোরের কাছ দিয়ে নদী নিয়ে যেও, তা হ'লে আমাদেরও কাছে হবে, নাইতে পার্‌বো।

জগন্নাথের প্রবেশ

জগ। এখন যদি হ্যাঁতালি, তোর কোন্‌ বাবা রাখে! অপঘাতে না ম'লে তোর চল্‌বে নি, লয়? খুদে দাদা আয়, আমি মাকে ধীরি ধীরি নিয়ে যাই।

[শঙ্কর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শঙ্কর। এস দেবি সলিলরূপিণি,
শস্যপ্রদায়িনি, জীব-প্রাণ-সন্তাপহারিণি,
এস ভূধর-নন্দিনি, সাগর-গামিনি,
দুখিনী ব্রাহ্মণী ক্ষীণা জননী আমার—
তব পূত-বারি চির-কাঙ্গালিনী।
বরদে বন্দিনি, ভক্ত-নিস্তারিণি,
এস গো মা পশ্চাতে আমার,—
যথা সুরধুনী পতিত-পাবনী,
শুনি অগ্রগামী ভগীরথ-শঙ্খধ্বনি,
ঋষি-শাপে ভস্ম-বংশ উদ্ধার কারণ।
তেমতি গো, হে পূতসলিলে,
এস পাছে করতালি শুনি,
বিলোল-তরঙ্গে জল-রাশি।
মুক্তা-নির্ঝর
ফুৎকারে ফুৎকারে নিরন্তর করিয়া সৃজন।
হৃদে ধর রবি-শশী তারামালাচ্ছবি,
তা হ'তে সুন্দর দয়ার্দ্র হৃদয় তব।
এসো দয়াময়ি পাছে পাছে,
দুখিনীর সন্তাপ বারিতে,
ভেদি শাল তাল তমাল কানন,
রক্ষা করি দেবতা-ভবন—
পিতৃগণ-স্থাপিত দাসের;
এস নৃত্য করি তরঙ্গে তরঙ্গে পূতকায়া!
এস মাতা,—
শঙ্খ-ধ্বনি বিনা দাস দেয় করতালি।
ওই যে—ওই যে—বরদে বরদে—
কৃপাময়ী উল্লাসে নাচিয়া আসে!
সার্থক জীবন মম,
মাতৃকার্য্যে—
করুণায় সমাগত আমোদিনী বারি!
(করতালি দিয়া)
নমো নমঃ শেখর-নন্দিনি জননি,
তরল-তরঙ্গিণি, সাগরগামিনি!
পূতসলিলে, সন্তাপহারিণি,
শ্যামলা-মেদিনী শস্য-বিধায়িনি!
ভক্তজনাশ্রয়-সম্পদ-সুখদে,
নমস্তে তটিনি, অভয়ে বরদে!

[করতালি দিয়া অগ্রে অগ্রে শঙ্করের গমন এবং পশ্চাৎ স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হওন।*

*এই নদীর প্রাচীন নাম পূর্ণা বা চূর্ণী, এক্ষণে 'আলোয়াই' নামে পরিচিত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখ

মহামায়া উপবিষ্টা

বিশিষ্টার প্রবেশ

বিশিষ্টা। মা, তুমি কে? তুমি একাকিনী হেথা ব'সে রয়েছ কেন মা?

মহা। মা, আমি আশ্রয়হীনা, পতি-পরিত্যক্তা, আমার আর এখান সেখান কি?

বিশিষ্টা। তোমার সধবার মত বেশ দেখ্‌চি।

মহা। আমার সধবা বিধবা কি? আমায় যা ব'লে ডাকো—তাই। যখন যে অবস্থায় পড়ি—সেই অবস্থায় থাকি। আমি সংসারে এক রকম বহুরূপী সেজেই বেড়াই।

বিশিষ্টা। মা, তুমি এই যুবতী, তোমার তো পথে পথে বেড়ান ভাল নয় মা, লোকে যে তোমায় নিন্দা কর্‌বে।

মহা। আমার আর কি আছে মা, আমার নিন্দাস্তুতি দুই সমান। আমি আছি বল আছি, না আছি বল না আছি। আমার সকল অবস্থাই সইতে হয়।

বিশিষ্টা। যদি তোমার আশ্রয় না থাকে, যদি ইচ্ছা করো, আমার গৃহে থাক্‌তে পারো।

মহা। কৃপা ক'রে স্থান দাও—থাক্‌বো। কিন্তু মা, আমি বড়ই চঞ্চলা, কখন্ কি ভাবে থাকি, আমিই জানি না। পতি রমণীর একমাত্র আশ্রয়, সে আশ্রয় যার নাই, তার দশা কি, তা তো তুমি জানো মা!

বিশিষ্টা। আচ্ছা মা, তোমার যত দিন ইচ্ছা হয়, এইখানে থাকো।

মহা। মা, তুমি আমায় স্থান দেবে? আমি আশ্রয়হীনা হয়ে বেড়াই। আমার জাত নাই, কুল নাই, মান নাই, অপমান নাই, আমার সব সমান হয়েছে, আমায় স্থান দিলে লোকে যে তোমায় নিন্দা কর্‌বে মা।

বিশিষ্টা। নিন্দা হয় হবে, অনাথাকে আশ্রয় দিতে আমি নিন্দা ভয় করি না। এমন কি, আমার পুত্রের অন্ন নিয়ে অনাথাকে দিতে আমার পতির আজ্ঞা!

মহা। আমি যদি কোথাও চ'লে যাই, তার পর এলে আমায় আশ্রয় দেবে?

বিশিষ্টা। হ্যাঁ মা, তুমি যখন কোথাও না আশ্রয় পাবে, এসো।

মহা। তবে মা, আমি এখন যাই, আবার আস্‌বো।

জগন্নাথের প্রবেশ

জগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুই যা, তোরে আর আস্‌তে হবেনি।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, ও অনাথিনী, ওকে কেন রূঢ় কথা বল্‌চ?

জগ। হ্যাঁ হ্যাঁ—ও সেই বটে! বেটী বহুরূপী, কা'ল এসেছিল—অম্‌নি গেরুয়া প'রে আট্‌টা ছুঁড়ী নিয়ে। আজ আবার ঢং ক'রে শাঁখা প'রে গেরস্তের বউ হয়েছে।

মহা। বাবা তুমি তো আমায় চেনো না, আমায় চিন্‌লে কি আমি গৃহস্থের বউ, সাম্‌নে থাক্‌তুম। যে আমায় চেনে, তার কাছে তো আমি থাকি না।

জগ। শোনো, শোনো—বেটীর ঢংএর কথা শোনো; বেটী সৃষ্টি ঘোরে, আর বলে, চিন্‌লে সাম্‌নে দাঁড়ায় না। কা'ল বেটী কি কর্‌লে—আমায় ধেই ধেই নাচালে!

বিশিষ্টা। মা, তুমি কিছু মনে করো না, ও হেলাগোলা মানুষ, কারে কি বল্‌তে কি বলে। তুমি এসো বাছা, তোমার যখন ইচ্ছা হয়, আমার কাছে এসে থেকো।

মহা। মা, যদি বাঁধা থাকি, তোমার কাছেই থাক্‌বো।

[মহামায়ার প্রস্থান।

জগ। মা, খুদে দাদা তো যে সে নয়। শুন্‌চি, নদীটে নাকি টেনে হিঁচুড়ে নিয়ে এলো গো!

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। না জগা দাদা, মা ইচ্ছা ক'রে এসেছেন।

জগ। উঁহু—তোরে চিন্‌তে লারলুম, তা আমার চেনাচিনিতে কাজ নেই, তোদের খেয়ে মানুষ, যত দিন পারি, তোকে ছোট ভাইয়ের মতনই দেখ্‌বো।

শঙ্কর। হ্যাঁ দাদা—তাই দেখো।

জগ। আমি খামারে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখস্থ নদী

শঙ্কর

শঙ্কর। সংসার বাসনা
আজি বৈরাগ্য-প্রভাবে এ শরীর ত্যজি
শীঘ্র হও স্বতন্তর।
ধরি ঘোর কুম্ভীর আকার, স্বরূপ তোমার,
তটিনী-সলিলমধ্যে কর অবস্থান।
যদ্যপি আমারে হের এ সংসারে—
করি আক্রমণ, সলিলে করিহ নিমগন,
পাপ-পঙ্কে প্রাণীরে করহ নিত্য যথা
কিন্তু যদি পারি ল'তে সন্ন্যাস-আশ্রম,
ত্যজি এই পূতবারি করিও গমন।
যুগ-যুগান্তরে—
অন্য দেহে কভু যদি আসি এ সংসারে,
দেখা হবে তব সনে। (নদীতে অবতরণ)

রমা ও গঙ্গার প্রবেশ

রমা। লোকে যে বলে—কলিতে ছেলের মুখে আর পাগলের মুখে দৈববাণী হয়, দেখ্‌ছি তো ভাই, তা তো সত্যি! ছেলেটা কা'ল বল্লে যে, নদীটা আমার বাড়ীর দোর গোড়ায় টেনে নিয়ে যাবো, তা তো ঠিক।

গঙ্গা। আমাদের কর্ত্তা বলে—অমন হয়। অমন অনেক নদীর মুখ ফেরে। নদীর মুখে নাকি চড়া পড়েছে, কাল্‌কের ঘোর বৃষ্টিতে এই দিকে জল ভেঙ্গেছে।

রমা। ঠিক ওদের দোর দিয়ে জল ভাঙ্‌লো, ওদের লক্ষ্মী-নারায়ণ ঠাকুরের মন্দিরের পাশ দিয়ে বেঁকে এলো, সোজা এলে মন্দিরটে ডুবে যেতো। এ সব ভাই ঠিক দৈবঘটনা মনে হয়।

গঙ্গা। (সহসা নদীগর্ভে শঙ্করকে দেখিয়া) ও শঙ্কর—ও শঙ্কর! জলে নামিস্‌ নে—কুমীর দেখা দিয়েছে, ওরে উঠে আয়—উঠে আয়—

শঙ্কর। (জল হইতে) ওগো, আমায় বুঝি কুমীরে ধরেছে, আমার মাকে ডাকো—

রমা। ওরে সর্ব্বনাশ হলো রে—সর্ব্বনাশ হলো, শঙ্করকে কুমীরে ধরেছে।

বিশিষ্টার বেগে প্রবেশ

বিশিষ্টা। বাবা মহাদেব—রক্ষা করো—রক্ষা করো—

শঙ্কর। মা, আমায় কালে ধরেছে, আমায় কেউ রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না, তবে যদি আমায় সন্ন্যাস-গ্রহণে অনুমতি দাও, তা হ'লে আমার রক্ষা হয়।

বিশিষ্টা। ওগো, আমার সর্ব্বস্ব নাও, কেউ রক্ষা করো।

শঙ্কর। মা, রক্ষা নাই, অনুমতি দাও, বৃথা কেন জলে অবতরণ কচ্ছ? এই দেখ, আমায় দূরজলে নিয়ে যাচ্চে। মা, অনুমতি দাও, দুরন্ত কুম্ভীর এইবার গভীর জলে নিমগ্ন কর্‌বে—

বিশিষ্টা। আমি অনুমতি দিলুম—আমি অনুমতি দিলুম,—বাবা আয়—

শঙ্কর। (জল হইতে উত্থিত হইয়া) মা, কুম্ভীর আমায় পরিত্যাগ করেছে। মা গো, গর্ভে স্থান দিয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছ, অশেষ ক্লেশে লালন-পালন করেছ, আজ আমার জীবন দান কর্‌লে। মা, যে মহা-পুরুষেরা আমার জন্মপত্রিকা দেখেছিলেন, তাঁরা তোমার সম্মুখে আমি অল্পায়ু, এইমাত্র প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরস্পর বলা-বলি করেছিলেন, আমার তাঁদের বাক্য কর্ণ-গোচর হয়। তাঁরা বলেছিলেন, আমার অষ্টবর্ষমাত্র পরমায়ু। আজ সেই অষ্টবর্ষ পূর্ণ; কিন্তু তাঁদের আদেশ ছিল, যদি অষ্টমবর্ষে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, আমার পরমায়ু বৃদ্ধি হবে। আমি এ সংবাদ অবগত হয়েই পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেম। পুত্র-স্নেহে তুমি সে অনুমতি দিতে অসম্মতা ছিলে; কিন্তু মা, আজ প্রত্যক্ষ দেখ্‌লে, অন্তক কাল কুম্ভীররূপে আমায় বধ কর্‌তে উপস্থিত হয়েছিল। কৃপাময়ি, তুমি অনুমতি দান ক'রে আমার জীবন রক্ষা করেছ।

বিশিষ্টা। বৎস! আজ আমি বুঝ্‌লেম যে, কামনা অপেক্ষা হীন কার্য্য আর পৃথিবীতে নাই। আমি পুত্র-কামনা ক'রে অশেষ যন্ত্রণা-ভোগ করেছি। আজ আমি তোমা হেন রত্ন

পেয়ে গৃহ হ'তে বিদায় দেবো—মা হয়ে সকলের সম্মুখে প্রতিশ্রুত হয়েছি। আমায় কি যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে ভগবান্‌ সৃজন করেছিলেন? আমি অভাগিনী রমণী, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এসো বাবা, ঘরে এসো, আজ তোমার কোলে অন্ন-ব্যঞ্জন দিই, কিন্তু কাল যেন আর সূর্য্যোদয় না দেখতে হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

গঙ্গা। হ্যাঁ লো, কিছু তো বুঝ্‌তে পারলুম না, মাগী অনুমতি দিলে আর কুমীর ছেড়ে দিলে?

রমা। বোন্‌, সকলই আশ্চর্য্য! আজ আমার বিশ্বাস হচ্চে, শিবের মন্দিরে যে বিশিষ্টার গর্ব্ভে একটা জ্যোতিঃ প্রবেশ করেছিল, এ কথা সত্য। শঙ্করের সকলই আশ্চর্য্য।

গঙ্গা। হ্যাঁ ভাই, সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুনতে পাই! যখন গুরু-গৃহে ভিক্ষা কর্‌তো, এক দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর কাছে ভিক্ষা কর্‌তে যায়, ব্রাহ্মণী তিনটি আমলকী দিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বলেছিল, "বাবা, বিধাতা আমাদের দীন-দুঃখী করেছেন, গৃহে মুষ্টিমাত্র অন্ন নাই,—কি দিয়ে তোমার সেবা কর্‌বো?" শুন্‌তে পাই, ছয় বছরের ছেলে ধ্যান ক'রে মা লক্ষ্মীকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনে তাদের ঘরে অচলা করেছে!

রমা। চল্‌ না দেখি, ওরা মায়ে পোয়ে কি কচ্চে।

গঙ্গা। না ভাই, আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না। আট বছরের ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে দেশত্যাগ কর্‌বে, দেখে বুক ফেটে যাবে।

রমা। সত্যি সত্যি কি ওর মা মাগী ছেড়ে দেবে?

গঙ্গা। শঙ্করের মা পরিহাস ক'রেও কখন মিথ্যাকথা বলে না, যখন অনুমতি দিয়েছে, বারণ কর্‌বে না।

রমা। আমরা ভাই প্রাণ ধ'রে পার্‌তুম না। মিথ্যাকথায় নরক হয় হ'তো, ঐ ছেলেকে বিদায় দিয়ে কি স্থির থাকা যায়?

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটী

শঙ্কর ও বিশিষ্টা

শঙ্কর। মা, তোমার অনুমতি পেয়ে মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করায়, কালরূপী কুম্ভীরের কবল হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছি। সন্ন্যাসীর একদিনও গৃহে বাস অবৈধ; বিদায় দাও।

বিশিষ্টা। বাবা, শুনেছি, তুমি সকল শাস্ত্র পড়েছ, বল্‌তে পারো, কি উপাদানে বিধাতা রমণী সৃজন করেন? সামান্য মৃত্তিকার দেহ হ'লে কি এত সহ্য হয়? সে কি তোমার মত পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়ে প্রাণ ধর্‌তে পারে? তুমি চ'লে যাবে, তাতেও কি মৃত্যু হবে? জানিনি বাবা, কেন রমণী এত কঠিনা হয়!

শঙ্কর। কর শোক পরিহার জননী আমার,
ভঙ্গুর শরীরে, ক্ষণপ্রভা-দীপ্তি সম
ক্ষণস্থায়ী প্রভামাত্র মানব-জীবন;
ভূত ভবিষ্যৎ অসীম অনন্ত মেঘময়;
শোক দুঃখ আনন্দ বৈভব,
ক্ষণস্থায়ী এ ক্ষণ-জীবনে।
অসীম অনন্ত ভবিষ্যৎ।
ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে ক্ষণিকের হেতু
উপেক্ষিয়া ভবিষ্যৎ সুখের প্রয়াস,
হেন ভ্রান্তিময়ী অবিদ্যা-প্রভাবে!
যাব গৃহ ত্যজি,
কিন্তু প্রাণ মম রহিবে তোমার পাশে।
দেখ মা দেখ মা—আনন্দিত পিতৃলোকগণে—
সন্ন্যাস-গ্রহণে মম।
তুমি ভাগ্যবতী,
সন্ন্যাসীরে দেছ গর্ব্ভে স্থান।
ছিল বালক সন্তান মাত্র রক্ষক তোমার,
এবে মহা আশ্রমের বলে,
দেবতামণ্ডলে
নিয়ত রবেন সবে রক্ষণে তোমার।
ক্ষুদ্র শক্তি মম,
তব সেবা কি সম্ভব আমা হ'তে!
শত গুণে সেবা প্রাপ্ত হবে গো জননি,—
কমলা আপনি
ধনধান্যে গৃহ পূর্ণ রাখিবেন তব।
তৃপ্ত তুমি অতিথি-সেবায় চিরদিন,

অতিথি না বিমুখ হইবে এই গৃহে।
দান-ধর্ম্মে পূজা-ব্রতে রহ মা নিরত।
যেইক্ষণে করিবে স্মরণ
করি সত্য পণ—
সেই ক্ষণে আসিব মা তোমার সদনে।

বিশিষ্টা। কেন বাবা, কেন আর দুঃখিনী জননীকে প্রতারণা করো? আমি তোমার গুরুর নিকট শুনেছিলেম, তুমি দেবকার্য্যে এসেছ, দেবকার্য্যে ভুবন ভ্রমণ ক'রে জীবের উদ্ধারসাধনে নিযুক্ত থাক্‌বে। আমি দুঃখিনী, আমায় কি তোমার স্মরণ থাক্‌বে? স্মরণ থাক্‌লেও তোমায় সংবাদ কি ক'রে দেবো যে, তুমি আমার নিকট আস্‌বে? অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্যে সন্তান কামনা করে, তোমার পৈতৃক সম্পত্তি জ্ঞাতিগণকে দিয়েছ, তাঁরা আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণ করেছেন। আর আমি বিধবা ব্রাহ্মণী, আমারই বা গ্রাসাচ্ছাদন কি, ভিক্ষান্নে অনায়াসে জীবন নির্ব্বাহ হ'তে পারে! কিন্তু বাবা, তোমার চাঁদমুখ দেখে আমার আশ্বাস হয়েছিল যে, গর্ভজাত পুত্রের হস্তে অগ্নি গ্রহণ কর্‌বো, সে আশায় আজ নিরাশ হলেম।

শঙ্কর। দেবকার্য্যে হয় যদি জনম আমার,
তিলমাত্র ভুলিব মাতায়,
হেন কি সম্ভব তার দেবকার্য্যে জনম যাহার?
সত্য কহি দেবতার নামে,
যবে দেবি করিবে স্মরণ—
স্তন্যদুগ্ধ আস্বাদন পাব আমি মুখে;
যথা রহি তখনি আসিব,
তিলেক না বিলম্ব করিব—
অন্তকালে অগ্নিক্রিয়া করিব নিশ্চয়।
চিন্তা দূর কর গো জননি,
অসঙ্কোচ-চিত্তে দেহ বিদায় আমায়!

বিশিষ্টা। চিন্তা দূর করিব কেমনে,
চিন্তার সাগর-মাঝে ফেলেছ আমায়।
যার মুখ তিলেক না হেরি,
দশদিশি অন্ধকার নয়নে আমার—
তারে না দেখিব,
শ্মশান সমান গৃহে একাকিনী রব,
বিজ্ঞ হয়ে কহ তুমি চিন্তা ত্যজিবারে?
আজীবন চিন্তা তব মাতার সঙ্গিনী!
মৃত্যুকালে চিন্তা সনে বিচ্ছেদ আমার।

শঙ্কর। জননি আমার—
এ হৃদিদৌর্ব্বল্য দেবি কর পরিহার,
নহে তব উপযুক্ত হেন দুর্ব্বলতা।
যেহেতু করেছ মা গো পুত্রের কামনা,
পূর্ণ করেছেন হর তোমার বাসনা।
দেবকার্য্যে জীবন-যাপন—
অতি বাঞ্ছনীয় কার্য্যে রবে পুত্র তব।
ক্ষণিক বিচ্ছেদ হেতু চিন্তা নহে শ্রেয়,—
মাত্র মাতা দৈহিক বিচ্ছেদ,
বিচ্ছেদ আশঙ্কা কেন স্বপ্নের মিলনে!
যেই কালে করিলে প্রসব,
হের সে আকার নাহি আর মম,—
কালে অন্য ব্যতিক্রম ঘটিবে এ ক্ষণস্থায়ী কায়।
তবে কোন্ দেহ পুত্রের তোমার,
বিচ্ছেদ আশঙ্কা যার ক'রে সন্তাপিত?
কৌমার, যৌবন—শরীরের করিছে বর্ত্তন,
মৃত্যুকালে জীর্ণবাস প্রায়
প'ড়ে রবে শরীর ধরায়।
শারীরিক বিচ্ছেদ আশঙ্কা করো দূর।
জ্ঞানচক্ষে নেহারি জননি,
তুমি আমি বিশ্ব অবিচ্ছেদ,
দেখ, তুমি আমি—নাহি ভেদাভেদ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি আছি এক হয়ে।
অলক্ষিতে কালস্রোত ধায়,
আর মা রহিতে নারি গৃহে—
বিদাও তনয়ে, পদে প্রণাম জননি।

[শঙ্করের প্রস্থান।

বিশিষ্টা। চল চল—আমারই বা কিসের গৃহ, আমি তোমার সঙ্গে যাই!

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রামদাসের বাটী

রামদাস ও সখারাম

রামদাস। দেখ, ছোঁড়া ধাপ্পাবাজী ক'রে আমায় প্রতিশ্রুতি ক'রে নিয়েছে, কাজেই ওর মা'র গ্রাসাচ্ছাদন আমায় যোগাতে হবে। কিন্তু সে খরচটা বাজে, আবার ফিরে এসে আপনার পৈতৃক বিষয় কেড়ে নেবে।

সখারাম। তুমি দেবে কেন?

রাম। কি কর্‌বো বল্? রাজা রাজশেখর ওর সহায়, স্বয়ং ওর কুটীরে এসে টাকা ঢেলে গেছেন।

সখা। ও সে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিল না শুনেছি?

রাম। ঢং ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে। রাজা জেনে গেল—বড় সাধু, একেবারে গোলাম হয়ে রইল। দেখিস্‌নে, ছদ্মবেশে রাজার লোক এসে ভারে ভারে ওর বাড়ীতে সামগ্রী দিয়ে যায়। ওর মা রাজরাণীর মত দুহাতে বিলোয়! ঐ দেখ্ দেখ্—ঐ সব সামগ্রী নিয়ে যাচ্চে। ওঃ —বিস্তর সামগ্রী! দেখ্, ওর মা'র গ্রাসাচ্ছাদনের ভার নিয়ে বড় বুদ্ধির কাজই করেছি। আমার বাড়ীতে মাগীকে নিয়ে আস্‌বো, যা জিনিসপত্র আসবে, তা আমিই পাবো। মাগীর এক বেলা এক মুটো খাওয়া আর একখানা কাপড়, সেটা বড় গায়ে লাগ্‌বে না। কিন্তু ছোঁড়া ফিরে এসে বিষয়টা কিন্তু ফিরিয়ে নেবে।

সখা। মেজো খুড়ো, তুমি বিষয়টা আমাকে দাও দেখি, কই কে ফিরিয়ে নেয়? দাও—তুমি আমায় দাও।

রাম। না রে ছোঁড়া—লোভ করিস্‌নি—লোভ করিস্‌নি, ফিরিয়ে নেয় নেবে—ফিরিয়ে নেয় নেবে; তোরে বল্লুম ব'লে কি সম্পত্তির আমি পিত্যেশ রাখি। জ্ঞাতির বউ, যদি কিছু না-ই থাক্‌তো, আমি প্রতিপালন কর্‌তুম না?

বিশিষ্টার প্রবেশ

বিশিষ্টা। ওগো, বাছা আমার কোন্ পথে গেল? আমি যে তার পিছু পিছু এসে তারে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কোথায় গেল? আমি আর একটিবার দেখ্‌বো। আমি বিদায় দেবো তো বলেছি, আর একটিবার দেখে বিদায় দেবো। ঐ যে—ঐ যে—ঐ বুঝি যাচ্ছে—ঐ বুঝি যাচ্ছে—

সখা। মেজো খুড়ো, তোমার বরাৎ ভাল, মাগী বুঝি এইখানেই অক্কা পায়।

রাম। আরে দূর পোড়াকপালে, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হবে, ছোঁড়া এখনি ফিরে এসে মুখাগ্নি কর্‌বে আর বিষয়-আশয় বেচে কিনে চ'লে যাবে; বুকের উপর ব'সে আর এক বেটা ভোগ কর্‌বে।

মহামায়ার প্রবেশ

মহা। ও মা, আমি যে তোমার বাড়ী থাক্‌তে এসেছি। ওঠো না মা, ওঠো না।

রাম। এ আহ্লাদী বেটী আবার কে রে—মা ব'লে এলো!

মহা। ওঠো ওঠো—ঘুমিও না। (অঙ্গ স্পর্শকরণ)।

বিশিষ্টা। (উত্থিত হইয়া)
এ কি! এ কি! এ কি দেখি একাকার!
বিশাল বিস্তার—আমি আমি—নহি কেহ আর,
অসীম অসীম—দশদিশি অনন্ত অসীম—

মহা। মা, তোমার শঙ্করকে আমি দেখে এলুম। সে বল্লে, মাকে নিয়ে বাড়ীতে থাক্ গে। আমি আস্‌ছি, আমি এলুম ব'লে।

বিশিষ্টা। এই যে—এই যে—এই যে আমার শঙ্কর এসেছে! দেখ মা দেখ, আমার এক শঙ্কর ছিল—কত শঙ্কর হয়েছে—আমার শঙ্করময়! এই যে আমার কোলে শঙ্কর, আমার স্তনপান কচ্চে শঙ্কর, এই আমার আঁচল ধ'রে শঙ্কর, এই যে আমার শঙ্কর বেদ পাঠ কচ্চে!

মহা। হ্যাঁ মা, এসো এসো, ঘরে এসো—তোমার শঙ্কর তোমার ঘরে, আমি তাইতে তোমায় দেখ্‌তে এসেছি।

[বিশিষ্টাকে লইয়া মহামায়ার প্রস্থান।

সখা। মেজো খুড়ো, এ মাগী চোর! এ পুত্রশোকে পাগল হয়েছে, টাকা আছে সন্ধান পেয়েছে, হাতাবে, তাই 'মা' ব'লে এসেছে। খুড়ো, ও মাগীকে তাড়াও।

রাম। তুই যা তো বাবা, দেখ্ তো—

সখা। খুড়ো, তুমিও এসো,—ও ডাকাতনী, আমি একলা ওর কাছে যেতে পার্‌বো না। ঐ দেখ, পাঁজাকোলে ক'রে তুলে নিয়ে গেল! বেটী ডাকাতনী, বেটীর সঙ্গে লোক আছে।

রাম। চল্ তো—চল্ তো—দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

ধ্যানমগ্ন গোবিন্দনাথ

নর্ম্মদা তীর—গোবিন্দনাথের আশ্রম

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। হেরি এই বিদ্যমান গুরুদেব মম,
স্ব-স্বরূপে অবস্থিত সম্মুখে আমার,
প্রত্যক্ষ অনন্তদেব নর-কলেবরে!
হেরি যার সহস্র বদন
গ্রাসিত হইল জনগণ,
তাই ধরি মানব-মূরতি
ভগবান্ পাতঞ্জলরূপে
বসিতেন প্রভু মম পাতাল-ভুবনে।
এবে মম কল্যাণ-সাধনে
যতিবর উদয় গুহায়
গোবিন্দনাথের কলেবরে।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
পরব্রহ্ম মানব শরীরে,
করি নমস্কার শত চরণ-অম্বুজে।
অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ নয়ন আমার,
জ্ঞানাঞ্জনে দিব্য চক্ষু করিতে প্রদান,
অবতীর্ণ তুমি ভগবান্!
কর কৃপা কাতর কিংকরে।

জনৈক ঋষির প্রবেশ

ঋষি। বাপু, কার অনুসন্ধান করো?

শঙ্কর। প্রণাম যতিবর! আমার ইষ্টদেবের নিকট আগমন করেছি, তিনি অন্তরে অন্তর আকর্ষণপূর্ব্বক কৃপায় এ স্থানে আমায় ল'য়ে এসেছেন।

ঋষি। বৎস, বুঝেছি তুমি কে!

[ঋষির প্রস্থান।

শঙ্কর। কিবা শান্তিময় স্থান!
যেন তরুলতা ফলপুষ্প
একতানে করে বেদগান,
অলির গুঞ্জন ঐক্যতানে সম্মিলিত;
ঈর্ষাদ্বেষ-বর্জ্জিত প্রদেশ,
হেরি সমুদয় নিত্যানন্দময়।
এ কি! অকস্মাৎ ঘোর কলনাদে
প্রবাহিণী নর্ম্মদা জননি!
শান্ত হও কল্লোলিনি,
কল্লোলে তোমার—
ভঙ্গ হবে সমাধি প্রভুর।
শান্ত হও, শান্ত হও—কল-নিনাদিনি!
এ কি! উচ্চতর কল্লোল উত্থিত,
শুন বাণী, শান্ত হও নর্ম্মদা জননি,
সমাধিতে বিঘ্ন নাহি করো।
তথাপিও উচ্চনাদ--
ক্ষমা কর অপরাধ—
বন্ধ রহ কমণ্ডলু মাঝে
যদবধি সমাধিস্থ রহিবেন প্রভু।

নর্ম্মদার শঙ্করের কমণ্ডলু-মধ্যে প্রবেশ

গোবিন্দ। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া)
বৎস, মুক্ত কর নর্ম্মদায়;
হের জলচর ব্যাকুল সকলে,
জল বিনা ত্যজিবে জীবন।

শঙ্করের নর্ম্মদাকে মুক্তকরণ

কহ বৎস, কেবা তুমি, কি নাম তোমার।

শংকর। নাহি রূপ, নাহি নাম, বর্ণ বা উপাধি,
চিদানন্দ শিবময় স্বরূপ আমার।

গোবিন্দ। প্রত্যক্ষ হইল মম ব্যাসের বচন।
অবগত হইয়াছি শ্রীমুখে তাঁহার,
বেদাবধি উদ্ধারের তরে, ধরণীমাঝারে
বিশ্বনাথ আসিবেন নর-কলেবরে।
হ'লে শিব অবতার, লক্ষণ তাহার—
কমণ্ডলু-মাঝে হবে আবদ্ধ তটিনী।
বাড়াইতে গৌরব আমার
আগমন তব এ আশ্রমে।
এস কহি তত্ত্ব-কথা শ্রবণে তোমার।

কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান

শঙ্কর। গুরুবাক্যে শাস্ত্রবাক্য প্রত্যক্ষ সকলি,
বিকসিত বিজ্ঞান-নয়ন—
অনন্তের প্রতিরূপ হেরি।
কল্পব্যাপী সমীর ধরায়
চক্রাকারে মায়া প্রবাহিতা,
বাঁধে কত কার্য্য-কারণের শ্রেণী,
গঠে আকাশে প্রস্তর;
'আমি' অহঙ্কার—ক্ষুদ্র কীটের ভিতর,
প্রহেলিকা অনন্তের সসীম আকার গড়ে।
এই ঘোর প্রহেলিকা-মাঝে
আত্মতত্ত্ব জীব নাহি হেরে;
সূর্য্য যথা কুজ্ঝটিকাবৃত,

মায়া-ঘোরে চৈতন্য ছাদিত।
ভীম রোলে কারণ-প্রবাহ বহে,
ভাতে সূর্য্য চন্দ্রমা তারকা
অনন্ত—অনন্ত কোটী ধায়।
অহমিতি গর্জ্জিছে সলিল—
অহম্-পূর্ণ অখিলমণ্ডল,
স্বপ্ন সমুদয়—আমি মাত্র জ্ঞানময়—
সত্য নিত্য আনন্দ-স্বরূপ।

গোবিন্দ। বৎস, লীলার কারণ চক্ষু কর আবরণ।
সন্ন্যাস-গ্রহণ পূর্ণ তব।
কার্য্য মম অবসান—
এবে নিজ স্থানে করিব প্রয়াণ।
যাও তুমি বারাণসীধামে,
এই দণ্ড করহ গ্রহণ—শিবদত্ত দণ্ড সন্ন্যাসীর।
সন্ন্যাস আচারে যেই এই দণ্ড ধরে,
নরত্ব মোচন সেইক্ষণে। (দণ্ড প্রদান)
এই দণ্ড-বলে ভ্রমি ভূমণ্ডলে
দমিবে দুষ্কৃত জনে।
জনম সফল, বৎস, শিষ্যত্বে তোমার,
যাত্রা কর বারাণসীধামে।

শঙ্কর। প্রভু, তব সেবা-অধিকার করুন প্রদান;
কিছু দিন রহি এই স্থানে
পূজিব রাজীব-পদযুগ,
অভিলাষ অন্তরে দাসের।

গোবিন্দ। হইয়াছে গুরুসেবা সম্পূর্ণ তোমার।
সমাধির বিঘ্ন কল্লোলিনী
কমণ্ডলু-গর্ভে বন্ধ করিয়াছ তুমি,
তাহে তব পূর্ণ গুরুসেবা।
এস বৎস, যাত্রা করি দুই জনে,
নর-হর মহেশ-প্রস্তর—
একত্রে করিব দরশন।
শুন, পুলকিত চরাচর,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর—
জয় জয় রবে, সম্ভাষিছে তোমায় চৌদিকে।
হের অপ্সরী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী আদি
নৃত্য করে শিব-সংকীর্ত্তনে—
ত্রিভুবনে জয় জয় রব।

বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ

সকলে। জয় জয় বিশ্বনাথ!

সকলের গীত

বিমল কান্তি বিরাজে শান্তি, নেহার নর-শঙ্কর।
বেদসূত্র—মুক্ত ব্যক্ত, সত্যমূর্ত্তি সুন্দর॥
মোচন মোহ-অঞ্জন, সন্দ-দ্বন্দ্ব-ভঞ্জন,
জ্ঞানালোক রঞ্জন,—
উচ্চতান—বেদগান—পূর্ণ অবনী-অম্বর।
জয় জয় জয় জগত-জ্যোতি, যতীশ যোগেশ্বর॥

দ্বিতীয় অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বারাণসী—মণিকর্ণিকার ঘাট

গঙ্গাস্নানার্থে শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। জগন্মাতা জগৎপিতা বিরাজিত ধামে;
বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরী আসি
ধরাবাসী বিশ্বপ্রেমে,
যাহে জগজ্জন লভি দরশন
মুক্তিধনে হয় অধিকারী।
শিব-শিরোজটাবিহারিণী সুরধুনী
উত্তরবাহিনী বেড়ি পুরী মেখলা যেমতি।
কৃতার্থ—কৃতার্থ নর-জনম আমার।

সদলে চণ্ডালবেশী মহাদেবের বেদরূপী কুক্কুর চারিটি সহ প্রবেশ

সকলের গীত

ভরপুর নেশা কেন কর্‌বি ফি'কে।
এটা সেটা দুটো ফি'কে দেখে॥
মজা তো মজা আর ফি'কে বেলকুল,
পুরা মজা লিয়ে থাক্ না মজগুল,
ন্যাকা ভেকা পারা চাস্‌নে জুল্ জুল্;
আপনা মজাতে দেল পুরা রেখে।
বে-মজা আস্‌বে তো দিবি ফি'কে॥

শঙ্কর। এ কি বিঘ্ন! সুরাপানোন্মত্ত চণ্ডাল-চণ্ডালিনী কুক্কুর সমভিব্যাহারে পথ-রোধ ক'রেছে, (প্রকাশ্যে) আরে চণ্ডাল, এ কিরূপ তোমার আচরণ? গঙ্গাস্নানের পথ রোধ ক'রে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্যগীতে মগ্ন আছ। তুমি অস্পৃশ্য, পথ দাও, দূরে অবস্থান করো!

চণ্ডাল। (কুক্কুরকে সম্বোধন করিয়া) হ্যাদে কেলো, এটা কে বটে রে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে?

শঙ্কর। আরে বর্ব্বর, তুমি কথায় কর্ণপাত কচ্ছ না? দূরে গমন করো।

চণ্ডাল। (অন্য কুক্কুরকে সম্বোধন করিয়া) কি বল্‌ছে রে ধ'লো, কি বল্‌ছে বুঝ কর্‌তে পাচ্ছিস্? আমি ত লার্‌চি। এটা মদ খেয়ে কি আবল-তাবল বকে রে?

স্ত্রীগণ। আরে কি বকে রে—কি বকে!

*[শঙ্কর। (স্বগত) এ সুরাপায়ী তো গঙ্গাস্নানের বড় বিঘ্ন কর্‌লে। (প্রকাশ্যে) রে চণ্ডাল, সত্বর পথ মুক্ত কর্—দূরে যা।

চণ্ডাল। আরে এটা খ্যাপা পারা! খেপ্‌ছ কেনে? তোমার বাৎটা তো বুঝ্‌তে লার্‌চি।

স্ত্রীগণ। আরে কি বলে রে—কি বলে?

শঙ্কর। উন্মত্ততা পরিহার কর্—দূর হ!

চণ্ডাল। দেখ্‌ছি তো সন্ন্যাসী, লেকেন তোমার আক্কেলটা তো দেখি না। সাজাগোজ ক'রে গেরস্তিকে ভোগা দিয়ে পেট চালাও। (কুক্কুরের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) এই কেলো-ধ'লোর আঁতে যা আছে, তোমার তা মালুম নেই। তুমি কি নেলাখেলা বাৎ বল্‌ছ বটে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!]*

শঙ্কর। (স্বগত) এ বর্ব্বরের আচরণে ক্রোধ সংবরণ করা কঠিন। (প্রকাশ্যে) সত্বর আমার নিকট হ'তে দূরে অবস্থান করো।

চণ্ডাল। আরে কেমন ধারা বাৎ বলে রে? হাঁরে কেলো, তোর আঁতের কথা জানে না, সন্ন্যাসী হয়েছে! কে কাকে কোথায় সর্‌তে বল্‌ছে রে? হাঁ কেলো, হাঁ রে ধ'লো, অন্নময় কোষ ছেড়ে কোথায় যাবে রে? ওরে চৈতন্যকে জুদা করে রে! সৎচিৎ অখণ্ড আনন্দ রূপটা চেনে না, অজুদাকে জুদা কর্‌তে চায়! চৈতন্যকে ফারাক্ কর্‌বে। এ কেমন মানুষটা রে? এর আক্কেলটা ত দেখি না।

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। (স্বগত) কে এ চণ্ডাল, এ যে বেদ-নির্ণীত বাক্য প্রয়োগ কচ্ছে! চণ্ডালের মুখে এ কি বার্ত্তা। সত্য—অসঙ্গ, সৎ, অদ্বিতীয় সুখরূপ ব্রহ্মবস্তুর ত ভেদ নাই।

চণ্ডাল। আরে থোড়া থোড়া আক্কেল বুঝি আস্‌ছে রে কেলো! আরে ধ'লো, তোর আঁতের বাতটা সমজ করিয়ে দে!—বল তো—গঙ্গাজীকে সূর্য্যি আর হাঁড়িয়ার সরাপ যে সূর্য্যি চমকে, এ কি জুদা সূর্য্যি? এ বাতটা বুঝে না! বুঝে না, সোনার কল্‌সীর বিচে আর কাঁজির হাঁড়ির বিচে আকাশটা জুদা জুদা বল্‌চে! ও তো ফারক্ দেখে—এক দেখে না। ও কেমন সন্ন্যাসী রে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

চণ্ডাল। কি অভিমান রাখে রে! এ চণ্ডাল, এ সন্ন্যাসী, এ কি বলে রে? আঁধারে এককে নানান্ দেখে, শক্তিকে রূপা দেখে, দড়িকে সাপ দেখে,—এক জানে না, জুদা জুদা জানে। —তুই কেমন মানুষ রে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। মহাত্মন্, কি হেতু ছলনা অজ্ঞ দাসে?
দেহ পরিচয়, কোন্ মহাশয়
উদয় সম্মুখে মম।
শত কোটি প্রণাম চরণে,
অভাজনে ঈদৃশ করুণা তব।
পূর মন-আশ, কর দেব স্বরূপ প্রকাশ,
ধন্য জন্ম হোক্ দরশনে।
অকিঞ্চনে করো না বঞ্চনা,
পাদপদ্ম-পরশনে দেহ অধিকার।

চণ্ডাল। হের মন স্বরূপ আকার
শক্তি-সমন্বিত,
চারি বেদ শুনীরূপে সাথে।

সহসা চণ্ডালের মহাদেবমূর্ত্তি ধারণ এবং চণ্ডাল-চণ্ডালিনীগণের ভৈরব ভৈরবীরূপে ও কুক্কুর চারিটির চারিবেদরূপে রূপান্তরিত হওন

শঙ্কর। নমো নমঃ চিদানন্দ শঙ্কর মহেশ,
নমঃ লোকলোকেশ্বর, প্রকাশ যাহায়,
যে আজ্ঞা সত্তায় জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভাসমান,
কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর শিব,
ব্রহ্মবিদ্যা বিশ্বেশ্বরী চির-আলিঙ্গিত,
ধর প্রভু শত নমস্কার।
শ্রোতব্য মন্তব্য বিধি-বিধায়ক গুরু,
ভিক্ষুবর যোগেশ্বর শূলী শম্ভু ভব,
ভাবাতীত, শত শত নমস্কার পদে।
সদানন্দ ঘন, বোধরূপ চিন্ময়,
বিশ্বস্রষ্টা, ঘটে ঘটে সম বিভাসিত
নির্লেপ আকাশ সম—
পরব্রহ্মে নমস্কার মম।
যাঁর কৃপা-সুধাদানে সংসার-দহনে

শান্তি প্রাপ্ত হয় জনগণ।
নমো নমঃ চরণে তোমার,
দেহ জ্ঞানে আমি তব দাস,
অংশ জীব জ্ঞানে,
আত্মজ্ঞানে অভেদ, চৈতন্যে সংমিলিত।
দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে তব দরশনে;
ভ্রান্তি দূর শান্তিদাতা তোমার প্রসাদে।
লোকনাথ, কোটী প্রণিপাত
আশে পাশে পশ্চাতে সম্মুখে তব।
মহা। তব প্রতি তুষ্ট অতি শুন যোগিবর!
বৎস, তুমি স্বরূপ আমার,
বেদজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ মহাকৃতী।
কর মম কার্য্য সমাধান ভবে।
কার্য্য অবসানে, পুন এক আত্মা হব
দুই জনে;
বোধরূপে রহিব অনন্তকাল!
বেদবিধি বিশৃঙ্খল হের ধরাতলে,
জ্ঞানহীন শাস্ত্রব্যাখ্যাকার
বেদমর্ম্ম করেছে ছাদন।
*[বেদবেত্তা বেদব্যাস,
ব্রহ্মাদ্বৈত মীমাংসা নির্ম্মাণে
করেছেন সাংখ্যাদি খণ্ডন।
ভ্রান্ত ব্যাখ্যা আবরণে লুপ্ত সে সকল।
সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত, সাধ্যায়ত্ত নহে ত কাহার
স্বরূপ সূত্রের মর্ম্ম করিতে প্রকাশ।
তুমি মুনি, সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞতা
আধারস্বরূপ
অবনীতে অবতীর্ণ নরদেহে।
ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রুতি সুনির্ণীত,
অদ্বৈতপরতা ভাষ্য করিয়া প্রস্তুত]*
জনহিত করহ সাধন,
অজ্ঞানতা করহ দমন,
বিমল অদ্বৈত পন্থা দেখাও মানবে।
ভাষ্য তব ভাস্করস্বরূপ
মোহ-তম করিবে বিনাশ।
সহ শিষ্য করিয়ে ভ্রমণ
ভ্রান্তমত খণ্ডন করহ প্রিয়তম।
[সদলে মহাদেবের অন্তর্ধান।
শঙ্কর। নমঃ বিশ্বেশ্বর শক্তি দেহ হর,
তব কার্য্যভার করিব উদ্ধার
শক্তিতে তোমার শক্তিময়।
[শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।

সনন্দনের প্রবেশ

সনন্দন। এ তাপপূর্ণ সংসার-অরণ্যে আর কতদিন একাকী ভ্রমণ কর্‌বো? বহুস্থান ভ্রমণ কর্‌লেম, দৈববিড়ম্বনায় সজ্জনলাভ তো হ'লো না! তবে তো বৃথা মানব-দেহ, মুক্তি-বাসনা কে পূর্ণ করবে? মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, সজ্জন-সংসর্গ,—তিনের যোগাযোগ ব্যতীত তো মুক্তি-লাভ হয় না। হায়, মহাজনের তো কৃপা হ'লো না, দর্শন তো দিলেন না!

শঙ্করাচার্য্যের পুনঃ প্রবেশ

শঙ্কর। এসো কে কোথায়,
মহাকার্য্যে যে আছে সহায়,
এসো ত্বরা কাল বয়ে যায়।
মহাকার্য্যভার—ধর্ম্ম-সংস্কার,
জ্ঞানজ্যোতি বিকাশ ধরণীতলে;
স্বার্থপরতায় কপট ব্যাখ্যায়
শাস্ত্রমর্ম্ম আচ্ছন্ন ধরায়।
শুদ্ধ তত্ত্ব করিতে প্রচার, জীবের উদ্ধার,
স্বেচ্ছায় সে মহাভার করেছি গ্রহণ।
উচ্চ প্রয়োজনে আবাহন করি তোমা সবে,
এস, এস, বিলম্ব না সহে আর,
অনাচার ব্যভিচারে কলুষিত ধরা!
সনন্দন। এই যে যতীশ্বর সর্ব্বজ্ঞ তেজঃপুঞ্জ
মহাপুরুষ গুরুদেব আমার সম্মুখে!
অকিঞ্চনে চাহ প্রভু করুণা-নয়নে।
দাবদগ্ধ শশকের প্রায় ভ্রমি এ ধরায়
শান্তিহীন ত্রিতাপ-পীড়িত;
বিপ্রকুলোদ্ভব দীন দাস—
কাবেরী তটিনীতটে চোলদেশবাসী,
আশ্রিত শরণাগতে কর কৃপা দান।
শঙ্কর। বৎস, তব দর্শন-আশায়
প্রতীক্ষায় বহুদিন আছি কাশীধামে।
শান্তিদাতা বৈরাগ্য তোমার,
বিবেক বৈরাগ্য তব সাথী
বিরক্ত সন্ন্যাসী তুমি;
সাহায্যে তোমার,
বহুকার্য্য করিব উদ্ধার।
'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য করহ গ্রহণ,
নরত্ব ত্যজিয়ে নারায়ণ তুমি আজি।
যথায় ভ্রমিবে—তব অঙ্গবায়ু-পরশনে
জীব স্নিগ্ধ হবে;

কৃপায় তোমার,
অজ্ঞানতা-অন্ধকার হবে বিদূরিত;
জ্ঞানচক্ষুবলে—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম করিবে দর্শন।

সনন্দন। গুরুদেব—গুরুদেব—পতিতপাবন দয়াময়,
স্নিগ্ধ প্রাণ, জীবন দান করেছ কৃপায়।

শঙ্কর। এ বৎস, ওই বটবৃক্ষমূলে আসন আমার,
সানন্দে করিব দোঁহে শাস্ত্র-আলোচনা।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর প্রাঙ্গণ

জগন্নাথের প্রবেশ

জগ। বামুনগুলোর আক্কেল দেখ দেখি, বাড়ীতে অতিথ-পতিত ফেরে না, তাইতে ভাব্‌ছে, মাগীর পোঁতা টাকা আছে। মাগীকে তাড়িয়ে তাই লিবে। মাগীকে তাড়াতে এলে হ্যাঁতাল ঝাড়্‌বোনি—যা থাকে বরাতে শেষে। সর্ব্বস্ব দিয়ে গেল, তাতে মন উঠ্‌ছেনি।

বিশিষ্টার প্রবেশ

বিশিষ্টা। কে রে, কে আমায় মা ব'লে ডাক্‌লি! শঙ্কর এলি?

জগ। (স্বগত) ইস্, মাগীর আর বাঁচ্‌বার ধারা নেই। ব্রহ্মদত্যি মাগী এলে যে দুটি খাওয়াতো। সে বেশ ভূতের ভূত, আমি তাকে খুব ভালবাসি—তবে একটু ভয়ও লাগে।

বিশিষ্টা। বাবা, এসো—তুমি যে অনেক-ক্ষণ মা ব'লে ডাকোনি, তোমার চাঁদমুখে মা বলা যে অনেকক্ষণ শুনিনি।

জগ। মা মা—তুই বাড়ীর বার্‌কে আস্‌বি? চান্ কর্‌বি? আয় কেন্‌না, একটু ফাঁকায় যাবি, ঘরে ব'সে কি কর্‌বি? চান্ কর্‌বি আয় আয়, আয়—

বিশিষ্টা। বাবা, আমার শঙ্কর এ বাড়ী ছেড়ে যাবে না। সে এখানটি না হ'লে বসে না, ঐ ঘরটি নইলে তাঁর পড়া হয় না, ঐখানে সে শুতে ভালবাসে,—ঐখানে ব'সে দুটি খায়। লোকে বলে, বিদ্যা শিখেছে—কিন্তু বাছা খেতে জানে না। আমি না খাইয়ে দিলে খেতে পারে না। আমি আবাগী স্নানে গিয়েছিলুম,—হে'সেলে দেখ্‌বে এসো না, যেমন অন্ন, তেমনি প'ড়ে আছে, বাছা খেতে পায় নাই।

জগ। এঃ, মাগী একটা ভাত দাঁতে কাটেনি। দূর তোর ল্যাখ্যাপড়ার মুখে ছাই! আমাদের চাষার ঘরে লেখাপড়া শেখে না—বেশ আছে, আমার মাগছেলে যে নাই, তা হ'লে কি ক'রে ছেলে শিখোয় দেখাতুম—পুঁথিমুখো হ'লে থাবড়ে দিতুম। বামনগুলো ওইটে যুত করেছে, আমাদের ল্যাখাপড়া শিখোয় না। ল্যাখাপড়া ছেলেকে শিখোয়, আর আপনারা মরে।

মহামায়ার প্রবেশ

হ্যাঁগা, তুমি কেমন ধারা গো—কেমন ব্রহ্মদত্তির ঘরের মেয়ে গো? মাগী ক'দিন খায়নি, তা দেখনি,—আর 'মা' ব'লে ধেয়ে ধেয়ে এসো। লাও—পারো দুটি খাওয়াও; আর দেখ—ওর জ্ঞাত্‌গুলোন মাগীকে বাড়ী থেকে খেদিয়ে দেবার যোগাড়ে ফির্‌চে। চাষের জমী নিয়ে মন উঠেনি, দুটো খেতে দিতে জীব বেরুচ্ছে। তা নেই দিগ্‌কে, তো মাগীর ভূত বেঁচে থাক্। অতিথ-পতিত নাগা-ফকীর কেউ তো ফেরে নাই, তা দেখে পাড়ার লোক বুক ফেটে মর্‌ছে। সলা কচ্চে গো, মাগীকে তাড়াবে, ব'লেছে এস্‌বে।

মহা। আসুক, কার সাধ্য মাকে এখান থেকে তাড়ায়?

জগ। বেশ কথা, আমায় দেখে শুনে চিনে রাখো। রাতভিতে একলা দুক্‌লো মাঠ থেকে আসি, আমার ঘাড়ে চেপোনি। লাও আজ একটি বামুন আনা করাও, দুটি রান্নাবান্না করাও।

মহা। তুমি যাও, আমি খাওয়াচ্চি।

জগ। হ্যাঁ, দেখ বাছা, তুমি ভাল বেহ্ম-দত্যির ঘরের মেয়েটি বটে, কিন্তু তোমার ভূতুড়ে ভাবটি গেলোনি। ও বেটার শোকে প্রাণ ছাড়্‌বে, তার বুঝ রাখো?

মহা। তুমি ভেবো না, আমি খাওয়াবো।

জগ। শোন—একটা পরামর্শ করি।

মহা। কি?

জগ। তুমি আমার ঘাড়ে চাপ্‌তে পারো? তা হ'লে আমি এ বাম্‌নাগ্‌লোনের কলজে ছিঁড়ে খাই। আর দেখ, তোমার সঙ্গে আমার এই কথা,—আমার কেউ কোথাও নাই যে, রোজা এনে ঝাড়ান-ঝোড়ান কর্‌বে। তুমি আপনি ছেড়ে দিয়ে যেও।

মহা। জগন্নাথ, তুমি আমায় ভয় কর কেন? তুমি মাকে ভালবাস,—আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট, আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

জগ। হ্যাঁ দেখ্‌—ভালবাসায় কাজ নেই, তুমি মায়ের খোঁজ-খবরটা রেখো, আমি পাল-পার্ব্বণে এক আধটা কেলে ছাগল যোগাড় ক'রে খাওয়াবো।

বিশিষ্টা। বাবা, বাবা—আমার হৃদয় ছেড়ে কোথায় গেলি? আমি যে তোকে না দেখে থাক্‌তে পারিনি। আমি যে চার্‌দিক অন্ধকার দেখ্‌ছি, আয় বাবা আয়।

মহা। মা—মা—কেন কাঁদ্‌ছ? তোমার শঙ্কর আস্‌বে; শিষ্য পড়াচ্চে দেখে এলুম।

বিশিষ্টা। অ্যাঁ—কখন্‌ আসবে? সে যে খায়নি। তাকে ডেকে আনো।

মহা। না মা, সে এখন শিষ্যদের পাঠ দিচ্ছে —সে কি এখন আস্‌বে? তার কি এক আধ জন শিষ্য যে, পড়ান শেষ ক'রে আস্‌বে? সে তোমায় খেতে বলেছে, তোমার প্রসাদ নিয়ে যাবো, তবে সে খাবে।

জগ। (স্বগত) হুঁ—সন্ধান রাখে। এই যে কাশী থেকে লোক এয়েছে, তার মুখে শুনলুম, খুদে দাদার পোণ পোণ শিষ্যি সেবক হয়েছে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা—তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

*[মহা। আমি যে এই দেখে এলুম।

জগ। (স্বগত) হুঁ—গাছ চেলে যাওয়া-আসা করে। (প্রকাশ্যে) তা হ্যাঁগা, একদিন গাছে চাপিয়ে ছেলেটাকে এনো না, মাগী হা-হুতাশ করে,—দেখিয়ে নিয়ে যেও না।

মহা। সে আস্‌বে না, আমি তো তার খবর এনে রোজ দিই।

জগ। তুমি তার কাছে যাওয়া-আসা করো নাকি?]*

মহা। আমি যে তার কাছে নিয়ত আছি। আমরা যে অভেদ, আমি যে তার শক্তি, তাকে ছেড়ে তো আমি একদণ্ড থাকি না।

জগ। এঃ! তার কাছে আর তোমায় ঘেঁস্‌তে হয়নি। সে—সে বামুনের বামুন নয়, গায়িত্রী ঝাড়্‌লে কাউকে আর টেঁক্‌তে হবেনি।

মহা। সে কি? আমি যে তারে ধ'রে নৃত্য ক'রে বেড়াই।

জগ। ঐ নাটন-কোঁদন তফাতে—সে চিড়িং-চাড়াং ছাড়্‌বে, তোর বাবার বাবা তার কাছে ঘেঁস্‌তে লার্‌বে।

মহা। আমি কে জানো?

জগ। তুই বল্লি কই? *[আমি তো এগুতে এগুতে তোর গাই-গোত্র জান্‌তে চেয়েছিলুম, আমি যার গয়ায় গিয়ে তোর পিণ্ডি দিতে চেয়েছিলুম, তা তুই বল্লি কই? তা না বলেছিস্‌ নেই, নেই, তুই যে এই মাগীকে দেখিস্‌ শুনিস্‌, এইতে মনে করি, তুই বাপের ঠাকুর পেত্নী। তা দেখ্‌, ছেলের শোকে যা দেখ্‌ছি, মাগী আর দিন কতক টেঁক্‌বে.. তার পর তোর খুসী হয় আমায় বলিস্‌—আমি তোর পিণ্ডি দেবো।

মহা। যে হাতে পড়েছি, আমার কোটি-কল্পেও নিস্তার নেই। চঞ্চল হয়ে বেড়িয়েছি, বেড়াচ্ছি, বেড়াবো।

জগ। আচ্ছা, তুই কে?]*

মহা। আমায় চিন্‌বে; আমি তোমায় পরি-চয় দিয়েছি—বুঝ্‌তে পারোনি। যখন বুঝ্‌বে —তখন চিন্‌বে।

গীত

যে আমায় চেনে, আমায় জেনে
আপনি থাকে না।
সবাই জানে, জেনে শুনে মনে রাখে না॥
যে আমায় জান্‌তে পারে, তার কাছে
থাকি স'রে, এই ধরে ধরে ধর্‌তে নারে, দেখে
দেখে না॥
ভালবাসি খেল্‌তে আসি, খেলার ছলে
কান্না-হাসি, কত দেখে কত ঠেকে, খেলা
শেখে না॥

জগ। ভুতুড়ে গানও এমন মিষ্টি!

বিশিষ্টা। মা, দেখ দেখ—ছেলে-বুদ্ধি কি না, শঙ্কর আমার শিব সেজে এসেছে। আহা,

দেখ দেখ—আভূতি-বিভূতিতে বাছার যেন রুপোর শরীর হয়েছে। আ মরি মরি—কি জটাজুটধারী, কি সুন্দর ললাটে শশিকলা এ'কেছে! কি উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি! সখ ক'রে কপালে আর একটি সুন্দর চোখ এ'কেছে। ও মা, ও মা—কি করে গো—বুড়ো মিন্সে-গুলোর আক্কেল নেই গা, ত্রিকেলে মিন্সেরা আমার বাছার অকল্যাণ হবে বোঝে না! দেখ মা দেখ মা—বারণ করো আমার বাছার পায়ে যেন বিল্বপত্র দেয় না। কই রে—কই,—আমার শঙ্কর কোথায় গেলি! বাছা, দেখে যা, পল আমার যুগ জ্ঞান হচ্ছে, কে'দে কে'দে চক্ষু অন্ধ হয়েছে, তো বিনা আমার দশদিক্ শূন্য! আয় যাদু—আমার অঞ্চলের নিধি ঘরে আয়। এই যে আমার বাবা এসেছে—এই যে আমার বাবা এসেছে—ওই যে—ওই যে আমায় মা ব'লে ডাক্‌ছে।

[বেগে বিশিষ্টার প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ মহামায়া ও জগন্নাথের গমন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বারাণসী—গঙ্গাতীরস্থ শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম-সম্মুখ

গণপতি ও শান্তিরাম

গণপতি। সনন্দনের প্রতি প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ, তা উনি ইচ্ছাময়, উনি সব কর্‌তে পারেন। এ দিকে অনাচারী দেখ্‌তে পারেন না, কিন্তু সনন্দন যে আচারভ্রষ্ট, তা দেখেও দেখেন না। শীতের ভয়ে এক দিনও গঙ্গাস্নান করে না।

শান্তি। বড় ফিকির শিখেছে, বলে কি জানো, গুরুদেব বলেছে, "গঙ্গা আর আমি এক।" গুরু-গঙ্গা এক—তা আমরাও জানি, তা আমাদের অত নিষ্ঠা নাই; আমরা গঙ্গাস্নান না ক'রে তো বিশ্বেশ্বর দর্শনে যেতে পারিনে।

শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ

শঙ্কর। সনন্দন কোথা গেল?

গণপতি। (জনান্তিকে) পলকে প্রলয় দেখ্‌ছেন।

শান্তি। আজ্ঞে, আপনি যে পারে কি কার্য্যে পাঠিয়েছেন। ঐ যে—পারে এসে সনন্দন দাঁড়িয়েছে, পার হ'তে পাচ্চে না।

শঙ্কর। সনন্দন—সনন্দন; শীঘ্র এসো—সনন্দন, এসো—এসো—

সনন্দন। (গঙ্গার পর-পার হইতে স্বগত) যাঁর কৃপায় ভবসিন্ধু পার হবো, তিনি আহ্বান কচ্চেন, আমি সামান্য নদী পার হ'তে চিন্তা ক'চ্চি।

শঙ্কর। সনন্দন, এসো—

সনন্দন। যাই প্রভু যাই—জয় গুরুদেব!

গঙ্গায় অবতরণপূর্ব্বক আগমন এবং সনন্দনের প্রতিপদক্ষেপে গঙ্গায় পদ্মের আবির্ভাব

শঙ্কর। বৎস, দেখ—দেখ—কি আশ্চর্য্য!—সনন্দনের পদবিক্ষেপের নিমিত্ত নদী-বক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হচ্চে।

সনন্দন। (নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রণামপূর্ব্বক) প্রভু, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

গণপতি। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। (সনন্দনের প্রতি) ভাই সনন্দন, ঈর্ষা-বশতঃ তোমার কতই নিন্দা করেছি, এতে গুরু-দেবের নিকট অপরাধী হয়েছি, তোমার কৃপা না হ'লে সে অপরাধ মার্জ্জনা হবে না।

সনন্দন। কেন ভাই—কেন ভাই—মিনতি কচ্চ? ভাই ভাইয়ে তো প্রেমের কলহ অনেক হয়। গুরুদেব যখন তোমাদের শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন, আমার মনে ঈর্ষা হয়, প্রভু বুঝি আমায় ওরূপ ব্যাখ্যা ক'রে দেন না। কিন্তু পুত্রের প্রতি পিতার সমান কৃপা, আমরা অজ্ঞানতা-বশতঃ বুঝ্‌তে পারি না। মাতা যেরূপ কোন্ পুত্রের কিরূপ আহার-বিহারে স্বাস্থ্য-বর্দ্ধন হবে, তার ব্যবস্থা করেন, গুরুদেব তদ্রূপ অধিকারিভেদে জ্ঞান-সুধা বিতরণ করেন। ভাই, এসো—আমরা গুরুদেবের জয়ধ্বনি করি।

সকলে। জয় গুরুদেবের জয়!

শঙ্কর। বৎস সনন্দন, আজ হ'তে তোমায় পদ্মপাদ ব'লে ডাক্‌বো। তোমার কি আশ্চর্য্য মহিমা, কি আশ্চর্য্য গুরুভক্তি, তোমার গুরু-ভক্তিতে আমার ঈর্ষা হয়! গুরুভক্তিতে তোমার আদর্শ যে গ্রহণ কর্‌বে, ভব-সমুদ্র তার গোষ্পদ।

ছদ্মবেশে ব্যাসদেবের প্রবেশ

ব্যাস। অহে, এখানে কে আচার্য্য আছেন, শুন্‌ছি না? তিনি না বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করেছেন? তিনি কোথায়?

শঙ্কর। প্রভু, দাস আপনার সম্মুখে।

ব্যাস। কে—তুমি—তুমি ভাষ্যকার? তুমি বালক, গুহ্য বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রস্তুত কর্‌বার স্পর্দ্ধা রাখো নাকি?

শান্তি। কে আপনি—কাকে কি বল্‌ছেন? সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষকে কি ভাষায় সম্বোধন কচ্চেন?

ব্যাস। ভাল ভাল—সর্ব্বজ্ঞ বটেন? কি ভাষ্য করেছ হে—শুন্‌তে পাই?

শঙ্কর। প্রভু, যে সকল গুরুপদস্থ মহাপুরুষেরা সূত্রার্থ অবগত আছেন, তাঁদের আমি প্রণাম করি। আমি তাঁদের অনুগামী, আমি ভাষ্যকার ব'লে স্পর্দ্ধা করি না, মহাশয় যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রশ্ন করেন, আমি যথাসাধ্য উত্তর দিতে প্রস্তুত।

ব্যাস। ভাল—ভাল,—আমি তোমার ভাষ্য-দর্শনে উৎসুক। আমার অনেক প্রশ্ন আছে। এই স্থানেই কি আমাদের প্রশ্নোত্তর হবে?

শঙ্কর। কৃপানিধে, যদি পদার্পণে আমার আশ্রম পবিত্র করেন, দাস কৃতার্থ হয়।

ব্যাস। ভাল ভাল, তোমার আশ্রমই উত্তম স্থান।

[শঙ্করাচার্য্য ও ব্যাসের প্রস্থান।

সনন্দন। ভাই, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কে? কোন অসামান্য ব্যক্তি নিশ্চয়; নচেৎ গুরুদেবের যেরূপ খ্যাতি জগদ্বিখ্যাত, কোন মহাপুরুষ ব্যতীত এ'র সহিত তর্কে অগ্রসর হ'তে সাহস করা সম্ভবপর নয়।

গণপতি। তোমার ওই কেমন—চারদিকে মহাপুরুষ দেখছ। ইদানীং কিছু বাড়াবাড়ি—যোগিনী দেখছ, সিদ্ধচারণ দেখ্‌ছ, গজানন দেখ্‌ছ, তোমার সম্মুখ দিয়েই সব বিশ্বেশ্বর দর্শনে যায়, আর তো তাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাবার পথ নাই।

সনন্দন। ভাই, আমার সামান্য দৃষ্টি, মহাপুরুষেরা যদিচ আমাদের হিতার্থে আমাদের নিকট সর্ব্বদা আগমন করেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা বুঝতে পারি না। চল না—শোনা যাক্—কিরূপ পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত হয়।

শান্তি। আর কি শুন্‌বে, দু'কথায় গুরুদেব থ বানিয়ে দেবেন।

সনন্দন। না ভাই, আমি বড়ই উৎসুক হচ্ছি।

গণপতি। আরে যেও এখন—শোনই না,—কি বুজরুকিটে কর্‌লে, বল তো? নদীর জলে পদ্ম ফোটালে কি ক'রে?

সনন্দন। ভাই, আমি কিছুই জানি নে। গুরুদেব আজ্ঞা কর্‌লেন, আমি চ'লে এলেম।

[সনন্দনের প্রস্থান।

গণপতি। হ্যা দেখ—বুঝেছ—বল্‌লে না! গুরুদেব নিরিবিলি ওকে ভোজবিদ্যা দেন। আমি তাই তো ভাবি, এত গুরুভক্তি কিসের? অষ্টপ্রহর গুরুসেবায় থাকেন, ওর অর্থ আছে—অর্থ আছে।

শান্তি। না ভাই, পদ্মপাদ গুরুভক্ত মহাপুরুষ, ওর শ্রদ্ধায় নদীবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়েছে।

গণ। ইস্, ইস্—তুমি যে একেবারে ভাবে গদগদ হয়ে গেলে! আজ থেকে উনি পদ্মপাদ হলেন না কি? পদ্মপাদ কারে বলে জানো? এক নারায়ণই পদ্মপাদ, আর পদ্মপাদ কে?

শান্তি। কেন, তুমিও তো তখন পদ্মপাদের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা কর্‌লে?

* [গণ। আবার পদ্মপাদ—কানে যেন খোঁচার মত বাজে। এতে নারায়ণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ হয়—জানো? সে কথা যাক্—এই যে, এত দিন পাঠ নিচ্চ, কিছু বুঝ্‌তে-সুজতে পাচ্চ? আমি তো ভাই, কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই। উনি আজ এক কথা বলেন, কা'ল এক কথা বলেন। আমার এখানে পোষাবে না। স্পষ্ট কথা বল্‌চি, অন্য একটা অধ্যাপক দেখে নেবো।

শান্তি। ছিঃ ছিঃ—কি বল্‌ছ—এতে যে অপরাধী হবে। এ'র চরণাশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাবে?]*

গণ। ভাই, আমার স্পষ্ট কথা,—ভেবেছিলুম, দু' একটা বিদ্যালাভ কর্‌বো। শুনেছিলুম, ওঁর কথায় কোন্ দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে লক্ষ্মী অচলা হয়েছেন, নদীর গতি ওঁর আজ্ঞায় পরিবর্ত্তিত হয়েছে, নর্ম্মদা-সলিল

কমণ্ডলুস্থ করেছেন,—তাই লোভে লোভে এসে পড়েছিলুম; তা কৈ, একটাও তো বিদ্যে দিলেন না। দুটো একটা যদি ওষুধ-পালা শেখাতেন, তা হলেও যা হোক্, একরকম ক'রে কর্ম্মে খেতেম। বিফল পরিশ্রম কর্‌লেম।

শান্তি। কি হে—তুমি কি আমায় পরীক্ষা কচ্চ? ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রয়াস না ক'রে সামান্য চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়াসী? ক্ষুদ্র ভোজবিদ্যা শিক্ষা করা তোমার ইচ্ছা?

গণ। ভোজবিদ্যাটা ক্ষুদ্র হ'ল বুঝি? ওই সনন্দন একটা বিদ্যের চোটে ওর কাজ গুছিয়ে নিলে; পদ্মপাদ নাম বাগিয়ে নিয়েছে। এখন যেখানে যাবে—ওর সম্মান কত? আর ব্রহ্ম-বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা কচ্চ, সে আর আমার মাথা-মুণ্ড কি—তা বলো না? "তত্ত্বমসি"—"সোঽহং"—পাঠ নিতে গেলে, এই নিয়ে লাঠালাঠি হানাহানি। ওই সব আস্‌ছে, আশ্রমে ছিল, আবার এইখানে এসে কিটিমিটি বাধাবে, আমি চল্লুম।

[গণপতির প্রস্থান।

শঙ্করাচার্য্য, ব্যাস ও সনন্দনের পুনঃপ্রবেশ

ব্যাস। ভাল ভাল, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা সমাপ্তে আবার আমাদের তর্ক হবে। তুমি সুপণ্ডিত বট, তোমার তর্কশক্তি অতি প্রখর। আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার সহিত তর্ক ক'রে পরম আনন্দলাভ হয়েছে; এইবার দেখ্‌বো—তুমি কিরূপ উত্তর প্রদান করো।

শঙ্কর। প্রভু, আপনি আনন্দলাভ করেছেন, এ অপেক্ষা দাসের ভাগ্য-প্রসন্নতার অধিক পরিচয় আর নাই। আমার ভাষ্যে যদি দোষ থাকে, আপনার দ্বারাই সে দোষ সংশোধিত হবার সম্ভাবনা।

ব্যাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি খুব সাবধানী তার্কিক, এইবার তর্কে তোমার সতর্কতা বুঝ্‌বো।

সনন্দন। আপনাদের শ্রীচরণে প্রণাম-পূর্ব্বক দাসের নিবেদন, হরিহরের বাদানুবাদ তো কোটিকল্পে অবসান হবে না। গুরুদেব, যদিচ আমি অজ্ঞান, আপনার কৃপায় আমি যেরূপ দৃষ্টিলাভ করেছি, তাতে আমার অনুমান—ইনি স্বয়ং ব্যাসদেব—সাক্ষাৎ নারায়ণ আর শঙ্করাচার্য্য—সাক্ষাৎ শঙ্কর। "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্", আমি উভয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। আপনাদের উভয়ের বিবাদ, এ স্থলে আমাদের কি কর্ত্তব্য, আজ্ঞা করুন।

শঙ্কর। বৎস পদ্মপাদ, তুমিই ধন্য! আমি অজ্ঞ, বুঝ্‌তে পারি নাই, ইনি ব্যাসরূপী স্বয়ং নারায়ণ নিশ্চয়। হে লোকপালক, হে স্থিতি-কর্ত্তা নারায়ণ, আপনি ঋষিরূপ ধারণ ক'রে অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করেছেন, বেদ-বিভাগ করেছেন, ভারতসাগর নির্ম্মাণ করেছেন। এ মহৎ কীর্ত্তি আপনাতেই সম্ভব; আপনার বেদসূত্রের ভাষ্য কর্‌তে আমি সাহসী হয়েছি, নিজগুণে দাসের প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার ভাষ্যের সংস্কার করুন।

ব্যাস। ভাষ্যের সংবাদ তব পাই শিবলোকে,
দুর্জ্ঞেয় সূত্রের ভাষ্য অন্যে অসম্ভব,
তোমাতেই সম্ভব কেবল।
বেদমর্ম্ম প্রচারার্থে তব আগমন,
অভিলাষ পূর্ণ, বৎস, হইয়াছে মম,
দুর্জ্ঞেয় সূত্রের ভাষ্য করেছ রচনা।

শঙ্কর। প্রভু,
কার্য্য যদি পূর্ণ মম ধরণীমণ্ডলে,
পরমায়ু অবসান হয়েছে নিশ্চয়।
কৃপায় করুন সাথী অপেক্ষা করিয়ে,
জাহ্নবী-সলিলে আমি করি তনু ত্যাগ।

ব্যাস। অষ্টবর্ষ পরমায়ু করিয়ে গ্রহণ
এসেছিলে ধরাতলে,
অষ্ট বর্ষ বৃদ্ধি আয়ু সন্ন্যাস-গ্রহণে;—
ষোড়শ বৎসর পূর্ণ যদিচ তোমার,
হয় নাই কার্য্য অবসান।
মায়া-আবরণ করি উন্মোচন—
দেবলীলা কর দরশন,
কেবা তুমি, এসেছ কি কাজে,
নর-সাজে কোথায় কে বসে দেবগণ।
শিষ্যত্ব গ্রহণ তব প্রয়াস সবার,
দিগ্বিজয়ে হবে সবে সহায় তোমার।
হের যোগবলে—
বৌদ্ধগণ নিরাশ কারণ,
কর্ম্মকাণ্ড করিতে প্রচার,
কার্ত্তিকেয় অবতার শঙ্কর-আদেশে,

বিখ্যাত ধরণীতলে কুমারিল্ল নামে।
যবে তুমি দেবে দরশন,
করিবেন ষড়ানন স্বধামে গমন,
শক্তিধর রয়েছেন তব প্রতীক্ষায়।
স্বয়ং ব্রহ্মা শিষ্য তাঁর মণ্ডন নামেতে,
কর্ম্মিশ্রেণী-মাঝে সেই আচার্য্য প্রধান,
গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক—
নিবৃত্তিতে অনাদর তাঁর।
পরাজয় করি তাঁয়,
শুদ্ধ সত্ত্ব 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান করি দান,
জ্ঞানকাণ্ড-মাহাত্ম্য প্রকাশ' যতীশ্বর!
জ্ঞানলাভে কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল,
মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম কভু নহে,
করহ প্রমাণ—
মিশ্রে করি 'তত্ত্বমসি' দিব্যজ্ঞান দান।
নারীরূপে সরস্বতী গৃহিণী তাঁহার,
ধরাধামে বদ্ধ দেবী তব প্রতীক্ষায়।
আয়ুর্বৃদ্ধি মম বরে হউক তোমার,
ষোড়শ বৎসর রহ অধিক সংসারে।
নাস্তিকতা পুণ্যভূমে হোক বিদূরিত,
ভ্রান্ত বেদব্যাখ্যা হোক নাশ,
দুষ্কৃতি-দমন, পাপাচার-নিবারণ
কর বৎস প্রভাবে তোমার;
জ্ঞান সূর্য্য হোক প্রকটিত,
ভারত উজ্জ্বল হোক গৌরব-প্রভায়।

শঙ্কর। প্রভু, বর প্রদান করুন, আপনার শক্তিতে আমার ভাষ্য যেন লোকসমীপে গৃহীত হয়।

ব্যাস। তথাস্তু।

[অন্তর্ধান।

শঙ্কর। কৃতার্থোঽহম্ — কৃতার্থোঽহম! (শিষ্যগণের প্রতি) বৎস, তোমরা প্রস্তুত হও, অদ্যই আমরা প্রয়াগধামযাত্রা কর্‌বো।

শান্তি। প্রভুর যেরূপ আজ্ঞা।

সনন্দন। যদি অনুমতি হয়, একবার নগর-প্রান্তর ভ্রমণ করি। অতি মনোহর স্থান, যেন তপোবন।

শঙ্কর। বৎস, ওরূপ কৃত্রিম তপোবন এক্ষণে ভারতবর্ষে অসংখ্য, এই সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদিগের আবাস। ব্যভিচার, অনাচারের বিলাসভূমি। তুমি অগ্রসর হও, আমরা ঐ পথেই গমন কর্‌বো।

সনন্দন। প্রভু, যদি এরূপ কুৎসিত স্থান, তবে আমাকে একক অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা কচ্ছেন কেন?

শঙ্কর। বৎস, কি বিরাট্ অত্যাচার-দমনের নিমিত্ত দেবদেব আমাদের উপর ভারার্পণ করেছেন, তা একাকী গমনে তুমি প্রত্যক্ষ কর্‌বে। আমি অচিরে তোমার পশ্চাৎ গমন কচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাশ্রম*

বৃদ্ধ বৌদ্ধ-কাপালিক ও শিষ্যগণ

শিষ্য। আপনার কি অদ্ভুত কৌশল! এ কুমারী যে আপনার করগত হবে, এ আমরা সম্ভবপর বিবেচনা করি নাই। আর অসূর্য্য-স্পশ্যা, আপনি সন্ধানই বা কিরূপে কর্‌লেন?

কাপা। বাপু, থাকো—থাকো, ক্রমে ঐ সকল শক্তি তোমাদেরও আমি প্রদান কর্‌বো। তোমরাও কত শত রাজকুমারীকে বশীভূত কর্‌তে পার্‌বে।

শিষ্য। অদ্য চন্দ্রমাশালিনী রজনী, যদি আজ্ঞা দেন, ফুলশয্যা প্রস্তুত আছে, কুমারীকে লয়ে প্রভু আজই বিহার করুন।

কাপা। আমার অশীতিবৎসর বয়ঃক্রম অতীত হয়েছে। সেই সকল বালকের হৃৎপিণ্ডে যে সমস্ত সুরা প্রস্তুত হয়েছে, সে সুরা উপর্য্যুপরি একপক্ষ পান ক'রেও আমি প্রকৃত যৌবন লাভ কর্‌তে পারি নাই। আজ যে যমজ শিশু তাদের মাতার সহিত আনীত হয়েছে, তাদের বক্ষের উষ্ণ শোণিতে সুরা প্রস্তুত ক'রে পান করি, দেখি—যদি সবল হই।

শিষ্য। কেন প্রভু, চণ্ডালের হৃৎপিণ্ডে যে নূতন সুরা প্রস্তুত করেছিলেন, তার তো আশ্চর্য্য শক্তি আজ্ঞা করেছেন। অদ্য সেই সুরা পান করুন, আমরা আপনার প্রসাদভোজী, কুমারীর আলিঙ্গনতৃষা দিন দিন বড়ই প্রবল হয়েছে।

* ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় এইরূপ কুৎসিত-প্রকৃতি অনেক কপটাচারী বৌদ্ধ ভারতের নানাস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া জগতের অকল্যাণকর সাধনায় নিযুক্ত থাকিত।

কাপা। কুমারীকে আজও আমাদের কার্য্য-তৎপরা করা হয় নাই। যদি তোমরা নিতান্ত ব্যগ্র হয়ে থাক, দেখি সুরা ও সঙ্গীতপ্রভাবে আমায় আলিঙ্গনে কুমারী সম্মতা হয় কি না। নর্ত্তক-নর্ত্তকী ও উদ্দীপক সুরা লয়ে এসো, আর কুমারীকেও আনয়ন কর্‌তে বল।

শিষ্য। প্রভু, আমরা সকল আয়োজনই করেছি, কেবল আপনার আজ্ঞা-অপেক্ষা।

বাঁশরী দ্বারা সংকেতকরণ

দুই জন স্ত্রীলোকের এক কুমারীকে লইয়া প্রবেশ

নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণের যুগলে যুগলে আগমন

১ স্ত্রী। (কুমারীর প্রতি) বসো, এইখানে বসো, এখনই দেবী-শরীর লাভ কর্‌বে। তোমার প্রতি প্রভুর বড় কৃপা, সেই জন্য তোমায় প্রধানা সঙ্গিনী কর্‌বেন।

কুমারী। কি বল্‌ছ? আমি ইষ্টদর্শনের নিমিত্ত এসেছি। আজ পূর্ণিমা, আজ ইষ্ট-দর্শন করাবেন—যোগিরাজ আমার নিকট প্রতিশ্রুত। সঙ্গিনী কর্‌বেন, এরূপ অনুচিত কথা কি জন্য বল্‌ছ? আমি চিরকুমারী-ব্রত অবলম্বন করেছি, ইষ্টধ্যানে চিরজীবন অতি-বাহিত কর্‌বো।

২ স্ত্রী। বালিকা! পূজার বিধি জানো না, দেহদানে যেমন পূজা হয়, সেরূপ কি অপর পূজায় হ'তে পারে? ইনি তোমার ইষ্ট, এখনই বুঝ্‌বে যে, ইনি মনুষ্য নন, নররূপী দেবতা। চরণামৃত পান কর।

কুমারী। না, আমি ইষ্টদর্শন ব্যতীত চরণামৃত পান কর্‌বো না।

কাপা। ব্যস্ত হয়ো না, আমার প্রসাদ পান কর্‌বে।

নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত

ফুলকাননে—

চোখে চোখে মুখে মুখে থাকি দু'জনে।
ধরি আদরে করে, কত রাখি আদরে,
তারই সোহাগে মাতি হৃদয়রাগে—
কত আশ-পিয়াস জাগে;
দোঁহে দোঁহা চাহি কত সাধ মনে।
রসরঙ্গ তরঙ্গিত তারই সনে॥

কাপালিক। (কুমারীর প্রতি) প্রসাদ পান করো।

কুমারী। এ কি কুৎসিত সঙ্গীত! এ কি কুৎসিত নৃত্য! আমি এ কোন্ স্থানে এসেছি?

শিষ্য। (জনান্তিকে) প্রভু, সহজে হবে না—সহজে হবে না। বিভীষিকা প্রদর্শন করা যাক্।

কাপা। মাতার সহিত যমজ বালককে নিয়ে এসো। মাতৃহস্তে বালকের বক্ষঃ বিদারিত দেখুক্, মন্ত্রপূত সেই শোণিতের ফোঁটা ললাটে দিলেই মুগ্ধ হবে। আর সেই চণ্ডাল-বালককে লয়ে এসে সম্মুখে বধ করো।

[জনৈক শিষ্যের প্রস্থান।

নৃত্য-গীত চলিতেছে, এমন সময়ে মাতার সহিত যমজ শিশু ও চণ্ডাল বালককে লইয়া শিষ্যের পুনঃপ্রবেশ

শিষ্য। নাও, চরণামৃত পান করো।

যমজ শিশু-মাতার চরণামৃত পানকরণ

তোমার সন্তান রক্ষা হয় না, সেই নিমিত্ত প্রভু তোমার প্রতি কৃপা ক'রে এই যুগল সন্তান বলি গ্রহণ কর্‌বেন। এই যুগল শিশুর শোণিতে তোমার দেবতার ন্যায় পুত্র এই দণ্ডেই উদ্ভব হবে, সে পুত্রের কোন কালে ক্ষয় নাই। নাও, এই দুই ছুরিকা দ্বারা দুই শিশুর বক্ষঃ বিদীর্ণ করো। (চণ্ডালের প্রতি) এই নে, ছুরী নে, গুরুদেবের সম্মুখে বক্ষের রক্ত দান কর্—চণ্ডালত্ব ঘুচে ব্রাহ্মণত্ব ও অমরত্ব লাভ কর্‌বি।

চণ্ডাল। না না, আমায় ছেড়ে দাও, আমি বুকে ছুরী মার্‌তে পার্‌বো না।

শিষ্য। খড়্গ দ্বারা বধ কর্‌বো?

কাপা। না, তিষ্ঠ, অগ্রে এই কার্য্য সমাধা হোক্।

শিষ্য। (যমজ শিশু-মাতার প্রতি) নাও নাও, সন্তান বলি প্রদান করো।

কাপা। যুবতীকে অগ্রে আমার কোলে স্থাপন করো, নচেৎ যুবতী ভীতা হবে।

কুমারী। কি বিভীষিকা! এ যে অনাচারী ব্যভিচারী কাপালিক!

শিষ্য। (যমজ শিশু-মাতার প্রতি) নে—বলি দে।

মাতা। না, বাবা, আমার সন্তান না বাঁচে না বাঁচুক, আমি সন্তান বলি দিতে পার্‌বো না।

চণ্ডাল। ও বাবা! মেরো না—মেরো না—

কুমারী। (আকর্ষিতা হইয়া) কপট সন্ন্যাসী, আমায় স্পর্শ করিস্‌নে—

কাপা। প্রেয়সি, স্ত্রীলোকের মানা—উদ্দীপনা মাত্র।

কুমারী। মহাদেব—মহাদেব, রক্ষা কর—

বেগে সনন্দনের প্রবেশ

সনন্দন। ভয় নাই—ভয় নাই। (কাপালিকের প্রতি) আরে দুরাচার কাপালিক—

কাপা। কে ও? সন্ন্যাসী!—তোমার মস্তকের প্রয়োজন। (শিষ্যগণের প্রতি) বন্ধন ক'রে বধ করো।

সনন্দন। আমায় বধ কর্‌বে করো, এদের পরিত্রাণ দাও।

সকলের উচ্চ হাস্যকরণ

কাপা। বন্ধন ক'রে অগ্রে সন্ন্যাসীকে বধ করো।

শিষ্যগণসহ শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ

শঙ্কর। সন্ন্যাসীকে বধ করা নিতান্ত সহজসাধ্য নয় কাপালিক! (কমণ্ডলু হইতে জল নিক্ষেপপূর্ব্বক) দুরাচারগণ, নিস্পন্দ হও।

কাপালিক ও তৎশিষ্যগণের তদবস্থাপ্রাপ্তি হওন

সসৈন্যে সুধন্বারাজার সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। এই যে, যতীশ্বর! আমরা মহারাজ সুধন্বার অনুচর, যতীশ্বর ভ্রমণে বহির্গত হয়েছেন, রক্ষার্থে আমরা প্রেরিত।

শঙ্কর। বীরবর, মহাদেবীই আমার রক্ষা-কর্ত্রী। নরনাথকে আমার আশীর্ব্বাদ প্রদান কর্‌বে, আর আমার অনুরোধ জ্ঞাপন কর্‌বে যে, এই ব্যভিচারীদিগকে যেন ভারতবর্ষ হ'তে বহিষ্কৃত করেন। এদের বন্দী ক'রে লয়ে যাও।

রাজসৈন্যগণ কর্ত্তৃক কাপালিক ও তৎশিষ্যগণকে বন্ধনকরণ

শঙ্কর। (যমজ শিশু-মাতার প্রতি) মা, তোমার পুত্রদ্বয় শতবৎসর পরমায়ু লাভ কর্‌বে। (কুমারীর প্রতি) কুমারী জননি, অচিরে তোমার ইষ্টদর্শন হবে। (চণ্ডালের প্রতি) যুবক, তুমি কায়মনে ব্রাহ্মণ-সেবায় রত হও, তোমার চণ্ডালত্ব দূর হয়ে যোগি-গৃহে জন্ম হবে।

সকলে। জয় যতীশ্বর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

শঙ্কর। সেনাপতি, এদের নিজ নিজ স্থানে লয়ে যাও।

[সশিষ্য শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বৎস, স্বচক্ষে অবলোকন কর্‌লে, কিরূপ অত্যাচার! শক্তিধর কুমারিলভট্ট বৌদ্ধগণের সম্পূর্ণ বিনাশসাধন কর্‌তে পারেন নাই। অনেকেই কৃত্রিম তপোবন নির্ম্মাণ ক'রে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থান কচ্চে। এদের প্রক্রিয়া দ্বারা দানবীয় শক্তিলাভ হয়, সেই জন্য অনেক ভ্রান্ত জীব এই দুরাচারদিগের অনুগামী। এই দুরাচার-দমনভার মহাদেব তোমাদের উপর স্থাপন করেছেন। তোমরা সকলে মহাবাক্য গ্রহণ করো, বলো, শিবোঽহং—শিবোঽহম্‌।

সকলে। শিবোঽহং—শিবোঽহম্‌।

সকলের গীত

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং,
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্‌।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং,
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ,
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ,
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো,
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্‌।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক*

কুমারিলভট্টের আশ্রম

তুষানলে তনুত্যাগাভিলাষী তুষমঞ্চোপরি উপবিষ্ট কুমারিল ভট্ট, সম্মুখে প্রভাকর প্রভৃতি শিষ্যগণ

কুমারিল। যাই বৎস, তোমা সবে করিয়া
কল্যাণ।
পূর্ব্বকৃত মহাপাপ-প্রায়শ্চিত্ত কারণ,
তুষানলে দেহত্যাগ বিধান কেবল।
শোক পরিহর, কর্ত্তব্যে না হও পরাঙ্মুখ।
প্রভাকর। প্রভু, অকৃতী এ অভাজনগণে,
বঞ্চনা করিছ কি কারণে!—
পাপ কি পরশে কভু এ দেব-শরীরে?
তবে কেন সঙ্কল্প দারুণ—
তুষানলে তনু সমর্পণ?
হেন কঠিন ব্রত কোন্ প্রয়োজনে?
সংসার আঁধার হবে তব অদর্শনে।
প্রভু, তব আজীবন কঠোর সাধনে
কর্ম্মকাণ্ড বেদের হয়েছে প্রবর্ত্তিত;
যোগ্যব্রত সংস্থাপিত পুনশ্চ ভারতে।
বিহনে তোমার—
কর্ম্মকাণ্ড লুপ্ত দেব হবে পুনর্ব্বার।
শিষ্য প্রতি তব স্নেহ জননীর প্রায়,
পুত্রগণ-মুখপানে চাহ করুণায়,
ক্ষান্ত হও মহাত্মন্, পুত্রের মায়ায়!
কুমারিল। চিন্তা দূর কর বৎসগণ।
ছিল যেবা প্রয়োজন শরীরধারণে,
সে কার্য্য হয়েছে সমাধান।
যন্ত্রমাত্র জেনো এ শরীর;
কার্য্য অবসানে কিবা যন্ত্রের আদর?
কর্ম্মকাণ্ড বিলুপ্ত না হবে কদাচন।
বেদবিধি উদ্ধার কারণ, হইয়াছে
মহান্ উদ্ভব
বালসূর্য্য প্রায় তাঁর কিরণমালায়
দশদিক্ প্রকাশিত।
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-জ্যোতি সবে বিকশিবে,
ভ্রান্তি-তমঃ কোথাও না রবে—
ভারতে হইবে পুনঃ উচ্চ বেদধ্বনি।
প্রভাকর। প্রভু, কেন হেন ছলনা
এ দীনপুত্রগণে।
নির্ম্মল শরীরে দেব, প্রায়শ্চিত্ত কিবা।
কুমারিল। জানো না জানো না বৎস
পাপের প্রভাব!
একমাত্র নিরঞ্জন নির্ম্মল কেবল,
সমল সকলি আর এ তিন ভুবনে,
কেবল অপাপবিদ্ধ বিভু সনাতন।
শুন বৎস, যৌবন যখন,
বৌদ্ধগণে করিতে ছলনা
করিলাম শিষ্যত্ব স্বীকার।
শিষ্যত্ব না করিলে গ্রহণ
গুহ্য বৌদ্ধ-তত্ত্ব নাহি হব অবগত।
করি এই কপট আচার,
হইলাম জ্ঞাত বৌদ্ধ গুহ্য সমাচার;
করিয়াছি ব্যক্ত ব্যভিচার সে সবার।
সুধন্বা রাজার স্থানে পাইয়া আশ্রয়,
সাধিয়াছি বৌদ্ধের সংহার।
২ শিষ্য। বিনাশিয়ে কপট-আচারী
বৌদ্ধগণে পাপস্পর্শ হইল কেমনে।
কুমারিল। যে হোক সে হোক বৎস,
শিক্ষাদাতা যেই,
এক বর্ণ শিক্ষাদান যে জন করিবে,
গুরুপদবাচ্য সেই, শাস্ত্রের বচন।
বৌদ্ধনাশে স্পর্শিয়াছে গুরুবধ-পাপ।
অন্য মহাপাপ মম করহ শ্রবণ—
বেদ সত্য করিতে প্রমাণ,
বেদহীন বৌদ্ধবাদ খণ্ডন কারণ,
কোন এক বৌদ্ধ সনে রাজার সভায়,
আছিল সে বৌদ্ধ মম প্রধান শিক্ষক,
দৃঢ়পণে কহিলাম সবার নিকটে—
ঝম্প দিব গিরি-শৃঙ্গ হ'তে,
বেদ যদি সত্য হয়, রবে মম প্রাণ।
শৃঙ্গ হ'তে লম্ফদানে রহিল জীবন।
কিন্তু সংশয়ব্যঞ্জক বাক্য করি উচ্চারণ,
"বেদ যদি সত্য হয়"—হেন দ্বিধা ভাষে
পাপস্পর্শে হইলাম একচক্ষুহীন।
"যদি" বাক্য উচ্চারণে সংশয় বুঝায়;
সে মহাপাতকী, যার বেদেতে সংশয়।
দৃঢ়রূপে কর শেষ বচন গ্রহণ,—
সংশয় বুঝায় যাহে হেন বাক্য কভু—
বেদের সম্বন্ধে বৎস, করো না প্রয়োগ।

*সময় সংক্ষেপার্থ এই গর্ভাঙ্ক অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হইয়াছে। নাটকের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে এই গর্ভাঙ্কের কয়েক ছত্র তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ব্যাসের মুখে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রিয় পুত্র তোমরা আমার,
অন্তকালে ক'র দেহে অগ্নি-সংস্কার।

প্রভাকর। প্রভু, মার্জ্জনা করুন, সন্তান-গণকে এ কঠোর আজ্ঞা প্রদান কর্‌বেন না।

কুমারিল। দেখ বৎস, পাপ-তাপ তীব্র কি প্রকার!
পাপানলে দেহ দহে দেখহ আমার।

অকস্মাৎ কুমারিলভট্টের দেহে অগ্নি উদ্দীপ্ত হওন

শিষ্যগণ। প্রভু কি কর্‌লেন—হায় হায় কি হলো!

কুমারিল। রোদন সংবরণ করো, আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ক'রো না। প্রভু, কোথায় তুমি! এখনো তো দর্শন দিলে না? এখনি তো দেহ-যন্ত্র ভস্ম হবে, আর কিরূপে তোমায় দর্শন কর্‌বো! কই প্রভু—এখনো তো দয়া হলো না! এই যে, এই যে দয়াময় কৃপা ক'রে উদয় হয়েছেন।

শিষ্যগণসহ শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ

শঙ্কর। আহা ধৈর্য্য-অহো তেজ!

কুমারিল। প্রভু, আজ্ঞা দেন, অনলে দেহ আহুতি প্রদান করেছি—পূর্ণাহুতি হ'লে তোমায় দর্শন ক'রে স্বস্থানে গমন করি।

শঙ্কর। বাক্য মম ধর তেজীয়ান্।
মতিমান্ হও হে সম্মত,
যোগবলে করি তোমা যৌবন প্রদান,
পূর্ণ-অঙ্গ দেহ লাভ করিবে এখনি।
চিত্ত তব অনুতপ্ত পাপে,
'তত্ত্বমসি' বাক্যে তাপ হইবে নির্ব্বাণ।
তুলা যথা অগ্নি-পরশনে,
জ্ঞানাগ্নিতে সে প্রকার দগ্ধ পাপচমূ।
মহাবাক্যে দেহে পাপ না রহিবে আর।
হে ধীমান্, কর মোরে সম্মতি প্রদান।

কুমারিল। মহাভাগ, অবসান কার্য্য এ সংসারে,
তবে আর পঞ্চভূত-নির্ম্মিত বিকার
সহিবারে কহ দেব কোন্ প্রয়োজনে?
মায়াধীশ তুমি প্রভু, তবু যোগীশ্বর,
মায়ার প্রভাব কি প্রকার
দেখ দেব মানব-শরীরে!
মহামায়া ফাঁদে, ব্রহ্ম তায় কাঁদে,
মুক্ত কর দারুণ বন্ধনে।
যাই নিজ ধামে, করিয়াছি আদেশ সাধন;
লভিতে পরম দেহ আজ্ঞা দেহ দাসে।
অভ্যুদয় তব জ্ঞান করিতে প্রচার;
লয়েছ অদ্বৈতবাদ স্থাপনের ভার,
তাহে নাহি হবে তব মোরে প্রয়োজন।
মণ্ডন নামেতে সুধী মিশ্রকুলোদ্ভব,
কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করি মম স্থানে,
কর্ম্মিশ্রেণী-মাঝে সেই আচার্য্য প্রধান,
গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক, নিবৃত্তিতে অনাদর তার।
পরাজয় কর প্রভু তায়,
শুদ্ধতত্ত্ব 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান করি দান,
জ্ঞানকাণ্ড-মাহাত্ম্য প্রকাশ', যতীশ্বর!
জ্ঞানলাভে কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল।
মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম কভু নহে,
করহ প্রমাণ—
মিশ্রে করি 'তত্ত্বমসি' দিব্যজ্ঞান দান।

শঙ্কর। কহ ধীর, কোথা সেই মিশ্রের আশ্রম,
কোন্ মহাশয় সেই জন,
কিবা কার্য্য সিদ্ধ হবে পরাজয়ি তাঁরে?
মম সহ দ্বন্দ্বে বা কি হেতু প্রবেশিবে,
বেদ-দ্বন্দ্বে মধ্যস্থ কে হবে?
জয় পরাজয় কেবা করিবে নির্ণয়?

কুমারিল। রেবাতটস্থিত মাহিষ্মতীপুরবাসী।
পরাজয়ে তার, হবে তব মহাকার্য্যোদ্ধার,
প্রধান অদ্বৈত-পন্থা মানিবে সকলে।
শাস্ত্র-দ্বন্দ্ব তব সনে বাধিবে যখন,
মধ্যস্থ স্বীকার ক'রো পত্নীরে তাহার;
সরস্বতী শাপগ্রস্তা হয়ে ব্রহ্মলোকে
মিশ্র-প্রণয়িনীরূপে আছেন ভূতলে।
দম্পতীর পরাজয়ে মানিবে বিস্ময়;
মোক্ষলুব্ধ যথা যেই সাধু সদাশয়,
আদরে অদ্বৈত-পন্থা করিবে আশ্রয়।
কহি শুন মণ্ডনের আবাস-লক্ষণ,—
তথা বেদমন্ত্রগান করে পক্ষিগণ,
কর্ম্ম হেতু পুনঃ পুনঃ বেদ উচ্চারণে
বেদবাক্য শিখিয়াছে বন্য পক্ষিগণে।
যজ্ঞধূমে সতত উত্থিত সেই পুরে,
কার্য্যসিদ্ধ হবে বশে আনি কর্ম্মবীরে।
যাবৎ এ পাপ-তনু ভস্ম নাহি হয়,
কৃপায় এ স্থানে তিষ্ঠ দেব দয়াময়!

শিষ্যগণের প্রতি

শুন মম প্রিয় শিষ্যগণ—
ত্রাণকর্ত্তা হের, কর আশ্রয় গ্রহণ।

শঙ্কর। ভট্টরাজ, বলো—শিবোঽহম্—

কুমারিল। (শিষ্যগণের প্রতি) মহাবাক্য গ্রহণ করো, বলো—শিবোঽহং শিবোঽহম্—

সকলে। শিবোঽহং শিবোঽহম্।

সকলের গীত

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং ইত্যাদি।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনপথ

উভয় পার্শ্বে তাল, নারিকেল ও খর্জ্জুরবৃক্ষশ্রেণী
কাতালহস্তে জনৈক শিউলীর প্রবেশ

শিউলী। (একটি তরুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এইবার তোকে দেখ্‌ছি, তুই খুব বেহায়া, আবার খুব পালা ছেড়েছিস্। আয়, মাথা নামা। (তরুর মস্তক অবনতকরণ ও শিউলীর পালা কর্ত্তন) কেমন, আবার পালা ছাড়বে? এই কাতান আমার কাছেই রইলো, যা —ঘাড় তোল্।

মস্তকত্যাগ ও তরুর পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি

পালা ক'টা গুছিয়ে নিই, মাগী রাঁধবে।

শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ

শঙ্কর। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য বিদ্যা, এ'র নিকট বিদ্যা গ্রহণ করি। (প্রকাশ্যে) প্রভু, অকিঞ্চনের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করুন।

শিউলী। আরে কে রে? তুই কাকে বল্‌ছিস্? এই দড়াগাছটা দেখে বুঝি বামুন ঠাওরালি? তোদের গাঁয়ে বুঝি বামুন নাই, পৈতে চিনিস্ নি? তোদের গাঁ-খানি তো বেশ, বামুনের দৌরাত্মি নাই! আমাদের এখানে বামুনে হাড় জ্বালিয়ে খায়, আর যেগুলো জটা রাখে—সেগুলো ডাকাত। ছোটলোকের ঘরে বউ-ঝি বা'র করে রে—বউ-ঝি বা'র করে। তোদের গাঁ-খানি বেশ, বামুন নেই, বে'চেছিস্।

শঙ্কর। প্রভু, আমার প্রতি কৃপা করুন।

শিউলী। আ গেল যা, আমি বল্‌ছি—আমি বামুন নই। বামুন দেখবি তো চ,—দেখাই গে। তোর কাঁথাকে কাঁথা কেড়ে লিবে। আমি তাই ভয়ে বামুনের ছাঁই মাড়াইনি। আর যদি জোয়ান বউ-ঝি দেখেছে তো অম্‌নি নোলা সক্‌সকিয়েছে। বউ-ঝিরা রাত ক'রে সব জলকে যায়, নইলে টেনে নিয়ে চ'ল্লো। মদ খাওয়ালে, জবা ফুল পরালে, এই এমন বাধায়ের বাধায়ে এই বামুনগুলো। *[বুঝলি —জাত জন্ম আর রাখে নি।

শঙ্কর। আপনার বিদ্যা আমায় দান করুন।

শিউলী। আরে ওই—এ কোন্ গাঁয়ের ছেলেটা! আমার সাত পুরুষে ল্যাখাপড়া করে নি। যদি বিদ্যে চাস্, একটা বামুন দেখে ধর্‌গা যা, তবে জল তুলিয়ে লিবে, কাঠ কাটিয়ে লিবে। আর দেখ, তোর বাড়ীতে যদি তোর বুন-টুন থাকে, দেখাস্‌নি—দেখাস্‌নি, জবার মালা গলায় দি জাত খাবে। এই তো তোকে বল্‌নু, বামুন দেখেছি কি বউ-ঝি সরিয়েছি। আর আমরা তো পদে আছি, চাঁড়ালগুলোর বউয়ের জাত খাবে, সদ্য ছেলেটা দুটো পি'ড়ের মাঝে ফেলে চেপে মার্‌বে, শুকিয়ে তার উপর ব'সে মদ খাবে, বল্‌বে পদ্মে ব'সে মধু খাচ্চে।]* বিচ্চু বেটারা যেন কেলে ভোম্‌রা, আর জোয়ান চাঁড়াল রাতভিতে দেখেছে কি ঠেঙিয়ে মেরেছে।

শঙ্কর। শিব—শিব—শিব! কি অত্যাচার! দেবদেব, শক্তি প্রদান করুন, এই বামাচার দমন করি। বেদদ্বেষী বৌদ্ধ, মানব-অহিতকর কুৎসিত শক্তি-অর্জ্জনের জন্য এইরূপ কুৎসিত আচারে প্রবৃত্ত হয়।

শিউলী। তুই কি চাঁড়াল? তো স'রে যা। জোয়ান চাঁড়াল মেরে হাড় বেছে লিয়ে মালা বানায়, আবার মদে ডুবিয়ে রাখে।

শঙ্কর। প্রভু, দয়া করুন, আমি আপনার শরণাগত।

শিউলী। তুই রস-টস খাস্ না কি? তা আয়—তোরে ঠোঙা ক'রে ঢেলে দেবো। আর রসুই হচ্চে, দু'গরাস খেয়ে নিস্ তো খেয়ে লিবি।

শঙ্কর। প্রভু, আমি এ সকল প্রার্থী নই।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছা? আমার কাস্তেখানা লিবি?

শঙ্কর। না, আপনি যে মন্ত্রে বৃক্ষের মস্তক অবনত কল্লেন, আবার পূর্ব্ববৎ হ'তে আদেশ দিলেন, সেই মন্ত্র আমায় প্রদান করুন।

শিউলী। ও! তুই দেখেছিস্ না কি? মাগী বুঝ্তে লারে, ওই ডরে তো রাত ক'রে কামাতে আসি। কেউ যদি দেখে তো বল্বে, ভূতুড়ে মন্ত্র শিখেছে। বাম্নাগুলো ধ'রে লিয়ে গিয়ে বলি দেবে।

শঙ্কর। দিন প্রভু, আমায় কৃপা ক'রে মন্ত্র দিন।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছা?

শঙ্কর। না বাবা, আপনার দাস—আপনার পুত্র।

শিউলী। ওরে পরাণটা জুড়িয়ে দিলি রে! আমার ঘরে 'বাবা' বল্বার ছ্যালো, সেটা যমে লিয়েছে। দ্যাখ্, মন্ত্র তোরে শিখুচ্চি, যত দিন এ গাঁয়ে থাক্বি, এক একবার আমায় বাবা বল্বি, আর তা না বলিস্—মাগীকে এক একবার মা বলিস্। মাগী ব্যাটাটার জন্যে বড় কাঁদে, জানিস্! তোর চাঁদমুখে মা বাক্যি শুন্লে তার মনটা একটু সামাই খাবে। আয়, মন্ত্র দিবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মণ্ডন মিশ্রের বাটী

মণ্ডন মিশ্র ও উভয়ভারতী

মণ্ডন। বিরক্ত ক'রে তুলেছে—বিরক্ত ক'রে তুলেছে। কোথা হ'তে এক সম্প্রদায় শাস্ত্র-জ্ঞানহীন পাষণ্ডেরা এসেছে, পরিচয় দেয় সন্ন্যাসী, মূঢ়েরা অবগত নয় যে, কলিতে সন্ন্যাস নিষেধ।

উভয়। এরূপ সন্ন্যাসগ্রহণ তো কলিতে বিধি আছে?

মণ্ডন। কে বলে বিধি আছে?—তারা বেদার্থ বোঝে না, সেই জন্য বলে বিধি আছে। আর সন্ন্যাসপন্থা অতি হেয় পন্থা, বিধি থাক্লেও সে পন্থা-গ্রহণ কদাপি উচিত নয়। তারা এক প্রকার বৌদ্ধের ন্যায় নাস্তিক, কর্ম্মকাণ্ড ও যাগযজ্ঞের প্রতি আস্থাহীন। ঈশ্বর, জ্ঞান, এই সমস্ত অযৌক্তিক বাক্য সর্ব্বদাই আলোচনা করে। ভগবান্ জৈমিনি মীমাংসা-শাস্ত্রে দৃঢ়রূপ প্রতিপন্ন করেছেন, মন্ত্ররূপ ঈশ্বর ব্যতীত "ঈশ্বরো নাস্তি।"

উভয়। তুমি বুঝি, আজ তর্ক কর্তে পণ্ডিত পাওনি, তাই আমার সঙ্গে তর্ক কর্তে এসেছ?

মণ্ডন। এক প্রকার যথার্থই অনুমান করেছ।

উভয়। কেন—এত লোকের সঙ্গে বক্ বক্ ক'রে মন ঠাণ্ডা হ'ল না?

মণ্ডন। আরে নাও, একটা যুক্তি খণ্ডন কর্বার শক্তি কারো নাই, তাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে কি তৃপ্তি হয়?

উভয়। না, আমায় মার্জ্জনা করো, আমি তোমার সঙ্গে ব'সে সমস্ত রাত বকাবকি কর্তে পার্ব না। কল্য তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ, ভোরেই আয়োজন কর্তে হবে।

মণ্ডন। কি অযৌক্তিক কথা সব বল্লে, শুনে তুমি হাস্য সংবরণ কর্তে পার্বে না। আরে মূর্খ, অযৌক্তিক কথা কি মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে চলে! ঈশ্বর ফলদাতা, এ অযৌক্তিক কথা শিষ্যকে বোঝা গে যা। নিত্য প্রত্যক্ষ দেখে কর্ম্মফল মানে না, একটা ঈশ্বর এনে ফলদাতা উপস্থিত করে। আরে মূর্খ, অগ্নিতে হস্তক্ষেপ কর্লেই দগ্ধ কর্বে। কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ, যুক্তি-সাপেক্ষ নয়। যা প্রত্যক্ষ, তার বৈপরীত যুক্তির দ্বারা প্রমাণ কর্বার প্রয়াস পায়।

উভয়। একটু স্থির হও ঠাকুর, আমি তো আর তর্ক কচ্ছি না যে, তুমি আমার কাছে হাত মুখ নাড়্চ।

মণ্ডন। আঃ শোনো না—শোনো না—কথাটাই শোনো না, আমি ভগবান্ জৈমিনি হ'তে শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে একেবারে সকলকে নিরস্ত কর্লুম। বললুম—

উভয়। আর বলায় কাজ নাই—থামো।

মণ্ডন। তুমি বড় স্বার্থপর। এই তুমি যখন গণনাদি করো, আমি তোমার আনন্দের নিমিত্ত, তোমার নিকট গিয়ে সে সকল আলো-চনা করি। আর আমি আমোদ ক'রে বল্তে এসেছি, তুমি আমার তর্কের কথা শোনো না।

আজ হ'তে আমার প্রতিজ্ঞা, তোমার গীতও শুন্‌বো না, বীণাবাদ্যও শুন্‌বো না, তোমার অঙ্কবিচারও দেখ্‌বো না। হ্যাঁ, আমি এমন মিশ্র নই, আমার এক কথা, তখন বুঝ্‌বে। হ্যাঁ—আমোদ ক'রে বল্‌তে এসেছি, উনি শুন্‌বেন না, কেন বল দেখি?

উভয়। তুমি আমার বীণা না শোনো নেই শুন্‌বে, আজ আমি তোমার তর্ক শুন্‌বো না।

মণ্ডন। তবে যাও, আমার মন্দাগ্নি হয়েছে, আজ আমি আহার কর্‌বো না। কা'ল পিতৃশ্রাদ্ধ, চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে শয়ন করি।

উভয়। না না, রাগ করো না, শুনবো বৈ কি, তুমি জলযোগ কর্‌তে কর্‌তে বল্‌বে, আমি শুন্‌বো।

মণ্ডন। যাচ্ছি—যাচ্ছি, শোনো না; শোনো না—

উভয়। এসো এসো, সব প্রস্তুত, নষ্ট হবে!

মণ্ডন। উদর এক মহা বিঘ্ন, ভগবান্ জৈমিনি উদরের দৌরাত্ম্যে কেন অভিসম্পাত প্রদান করেননি, আমি তাই ভাবি।

উভয়। এসো এসো—

মণ্ডন। অতি মূঢ়ের ন্যায় কথা, কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ—

[মণ্ডন মিশ্রের হস্তধারণ পূর্ব্বক টানিয়া লইয়া উভয়ভারতীর প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক*

শিউলী-পল্লীর অপরাংশ

শিউলিনী উপবিষ্টা ও সম্মুখে তৎপ্রতিবেশিনীগণ

প্রতিবেশিনী। সর্দ্দারণী, তুই ইথান্‌কে ব'সে ব'সে কান্‌বি? আহা! কেনে কি কর্‌বি! যা ঘর্‌কে যা।

শিউলিনী। আমার ঘর আর কোন্ খান্‌কে মা! আমার ঘর যে আঁধার হয়ে গিয়েছে।

প্রতিবেশিনী। তা মা, সাঁজ হয়ে এলো, ইথান্‌কে ব'সে কি কর্‌বি? যা, সর্দ্দার খেটে আস্‌বে, তার খাওয়া-দাওয়া দেখ্‌বিনি?

শিউলিনী। আর মা, সে কি মুণ্ডে ভাত দেই, আমি যে তার ডরে ঘরকে কানি নি, বুকে পাথর বে'ধে থাকি, আমাকে কান্‌তে দেখ্‌লে সে ভেউ ভেউ ক'রে কানে, তাই ইথান্‌কে কান্‌তে এনু। আমার সে চাঁদা গিয়েছে, আমার পরাণটা এখনো রয়েছে! এতক্ষণকে সে পালা কুড়িয়ে ঘর্‌কে আস্‌তো, খাবার নেগে হুজ্জুত কর্‌তো, বড় বাপ্দেরে ছ্যালো, বল্‌তো ঝাল হয় নি, নুন হয়নি, গোসা কর্‌তো; আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে মুখে খাবার দিতুম। এই ফাল পাড়্‌ছে, এই পালা কাট্‌ছে, এই হ্যাতা-সেথা দৌড়ুছে, এই মা ব'লে ঘরকে আস্‌ছে। মিন্সেকে কাজে যেতে দিতোনি, বল্‌তো—"কেনে--এখন আমি ডাগর হয়েছি, আমি গাছে ভাঁড় বান্‌বো, হাটকে গিয়ে রস বেচ্‌বো।" মোর হাত থেকে ঘোঁটন-কাটি লিয়ে বল্‌তো—"গুড় বানাবো।" আমার সে চাঁদা ব্যাটাকে যমে নিলে মা—যমে নিলে! যাবার সময় বল্লে, দু'চক্ষে জল গড়ুচ্ছে, বল্লে—"মা, আমায় রাখ্‌তে লার্‌বি। তোরা মোর ছাতিতে পা-টা দে, আমার পরাণটা জুড়ুক!" মিন্সের লেগে ঘরকে থাকি মা—নইলে এক বিগ দিয়ে চলে যেতুম!

প্রতিবেশিনী। তা সর্দ্দারণী, কেনে কি কর্‌বি! পোড়ারমুণ্ডো যম, ঘর-ঘর কাঁদাচ্ছে। নে ওঠ্—ঘরকে যা, আবার মিন্সে এসে চ'ড়ুবে।

শিউলিনী। যাই মা, ঘর তো নয় মা, আমার বন পারা ঠেক্‌চে।

শঙ্করাচার্য্যকে লইয়া শিউলীর প্রবেশ

শিউলী। ওরে মাগী, দেখ্ দেখ্—কারে সাথে লিয়ে এসেছি দেখ্! আঁখ্ মেলে দেখ্, দেখে পরাণটা জুড়ুবে!

শিউলিনী। আহা! কার ছা রে কার ছা?

শঙ্কর। মা, আমি তোমার ছেলে।

শিউলিনী। ও বাছা! আমায় মা ব'লে ডেকোনি, আমি রাক্ষসী, আমায় মা বলা সয় নি! আহা, পরের বাছা, আমায় মা বলোনি?

শঙ্কর। কেন মা, তুমি আমার মা, তোমায় কেন মা বল্‌বো না?

* সময় সংক্ষেপার্থে অভিনয়কালীন এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়।

শিউলিনী। ওরে যাদুমণি—যাদুমণি—বাপ্‌ধন—আমার চাঁদাধন, আয় ঘরকে আয়, আমার আঁধার ঘর আলো কর্‌বি।

শিউলী। মাগী মাগী,—চাঁদা, চাঁদ মুখে আমায় বাপ্‌ বলেছে!

শিউলিনী। আয়, চাঁদা আয়, ঘরকে বস্‌বি আয়।

প্রতিবেশিনী। (স্বগত) আহা, কার বাছা রে—আহা, কি চাঁদ পারা ছেলেটি রে। মা বাক্যিতে মাগীর পরাণটা জুড়ুলো!

শিউলী-বালকগণের প্রবেশ

১ বালক। সর্দ্দার মায়ি—সর্দ্দার মায়ি! এ কি নূতন চাঁদা দাদা এসেছে?

শঙ্কর। হ্যাঁ ভাই, আমি তোমাদের চাঁদা দাদা।

বালকগণ। বাঃ বাঃ, বেশ নূতন চাঁদা দাদা।

১ বালক। চাঁদা দাদা, তুমি খেলাও?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

২ বালক। তুমি লাচো?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

২ বালক। তুমি মোদের আদর কর্‌বে?

শঙ্কর। তোমরা যে আমার ভাই, আদর কর্‌বো না!

বালকগণ। বাঃ বাঃ বাঃ!

শিউলিনী। আয় আয়, তোরাও তোর চাঁদা দাদার সঙ্গে চল্‌, আমি ফুল্‌কো বানাবো, তোরাও এক এক গাল খাবি।

বালকগণের গীত

বাঃ বাঃ বাঃ—নূতন চাঁদা দাদা লিয়ে খেল্‌বো।
লেচে লেচে বাটে চল্‌বো—দুল্‌বো—হেল্‌বো॥
খেল্‌বো ছুটাছুটি, খেল্‌বো ধুলালুটি,
খেল্‌বো ঝুলঝাঁপ্‌, খেল্‌বো তুড়িলাফ্‌,
চাঁদাকে কাঁধে লিব, কাঁধে চাপ্‌বো।
চাঁদা দাদা লিয়ে, গাব তালি দিয়ে,
লতার দোলায় ব'সে দুল্‌বো॥

[বালকগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

জনৈক পণ্ডিতের প্রবেশ

পণ্ডিত। হেথায় কোথায় নীল জবা, মণ্ডন মিশ্রের যেমন আক্কেল—শিউলীপাড়ায় নীল জবা—দুর্লভ পুষ্প তাঁর জন্য এখানে ফুটে থাক্‌বে! আরে! ওই শিউলী ছোঁড়াগুলো কাকে বেষ্টন ক'রে নৃত্য কচ্ছে? মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বস্ত্র পরিধানে, এ তো দেখ্‌ছি একজন সন্ন্যাসী বালক, রহস্যটা কি দেখ্‌তে হ'লো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম

শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন

সনন্দন। অদ্য মণ্ডনের পিতৃশ্রাদ্ধ, দ্বারবানেরা কদাচ প্রবেশ কর্‌তে দেবে না। সন্ন্যাসী মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক নিজের পিণ্ড নিজে দান করে, সে নিমিত্ত গৃহে শব থাকায় যেরূপ কার্য্য পণ্ড হয়, সন্ন্যাসীর আগমন সেইরূপ বিঘ্নকর, গৃহস্থের ধারণা। সেই হেতু পিতৃশ্রাদ্ধে সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হওয়ার প্রতি মণ্ডনের বিশেষ নিষেধ। আর শুনুলেম, মণ্ডনমিশ্র উগ্রস্বভাব। আপনার আগমনে কার্য্য পণ্ড হ'লে আপনাকে অপমানিত কর্‌তে পারেন।

শঙ্কর। বৎস, মহাদেব মহাদেবী দিয়াছেন ভার,
দেবকার্য্য করিব উদ্ধার,
ইথে বিঘ্ন কদাচ না হবে।
স্নেহময়ী জননী যেমতি
রাখেন সন্তানে বক্ষে করিয়ে ধারণ,
সেইমত জগন্মাতা এ দীন সন্তানে
মহাশক্তি আবরণে রক্ষেন সতত।
দেবকার্য্যে বিঘ্ন অসম্ভব!
করিয়াছি বিদ্যালাভ গুরুর প্রসাদে,
যেই বিদ্যাবলে
মণ্ডনের গৃহ-পার্শ্বে নারিকেল-তরু
করি মোরে মস্তকে ধারণ
মণ্ডন-প্রাঙ্গণ-মাঝে করিবে স্থাপন।
চিন্তা ত্যাগ কর মতিমান্‌;
মহামায়ী প্রসন্ন সন্তানে,—
পুত্র তার কুত্রাপি না পাবে পরাজয়।
পরম পণ্ডিতগণ হ'লে সম্মুখীন,
বিদ্যা তার মহামায়ী করেন হরণ;

সেই হেতু সর্ব্বত্র বিজয়, মম শক্তিবলে নয়,
অজেয় জগতে আমি মায়ের প্রভাবে।
সনন্দন। বুদ্ধিশক্তিহীন এই দীন দাস তব,
সন্দেহ-ঝটিকা করে আলোড়িত হৃদি।
শাস্ত্র-তর্ক হৈল তব ব্যাসদেব সনে,
তাহে মম জন্মেছে ধারণা,
মীমাংসা সম্ভব নহে তর্ক-বলে কভু।
শাস্ত্রজ্ঞান-লাভে তব কিবা প্রয়োজন?
প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্র ঋষি-বিরচিত,
কিন্তু দর্শন বিরোধী পরস্পর;
এ বিরোধে আকুল অন্তর মম।
যদিও চরণাশ্রিত সন্তান তোমার,
তথাপি সন্দেহ মনে হয় নিরন্তর,
ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন কিরূপে হবে মম,
প্রত্যক্ষ কিরূপে হবে সত্যের মূরতি!
শঙ্কর। বৎস, স্থিরচিত্তে করহ শ্রবণ,
তর্কযুক্তি শক্তিহীন সত্য-নিরূপণে—
তর্কে তাহা হয় নিরূপিত;
তর্ক-বুদ্ধি-নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন:
শুন বৎস,
যে কারণ হইয়াছে দর্শন রচনা।
মানব-কল্যাণ হেতু মহাঋষিগণ,
যে সময় মানবের অবস্থা যেমন,
করেছেন উপযোগী দর্শন রচনা।
বেদমর্ম্ম-বর্জ্জিত কুতর্করত জন—
নিরাশ কারণ, দর্শনের প্রয়োজন।
নির্ম্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়।
সত্যমূর্ত্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন!
সনন্দন। মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান দাস অকিঞ্চন,
বিমল অদ্বৈতপন্থা বুঝিতে না পারি,
জ্ঞানদাতা, করো জ্ঞান দান।
শঙ্কর। বৎস! অস্তি, ভাতি, প্রিয়—
এই মহা বাক্যত্রয়ে,—
সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত।
বিদ্যমান পরব্রহ্ম, নিত্য সপ্রকাশ,
প্রিয় তিনি,—এই সার জ্ঞান।
এই মহা সত্যের আভাস
যে মুহূর্ত্তে পাইবে হৃদয়ে,
অরুণ-উদয়ে যথা হয় তমোনাশ,
সেইক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত।
'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে * সংশয়াঃ'
হয় বৎস জ্ঞানের প্রভায়।
অস্তি, ভাতি, প্রিয়—মহা আলোক-প্রভাবে
আলোকিত হয় হৃদিস্থল।
তর্কযুক্তি দার্শনিক মীমাংসা সকল
স্থান নাহি পায়,
এক জ্ঞানে বহু জ্ঞান-ক্ষয়।
সনন্দন। প্রভু! ব্রহ্ম অস্তি, সপ্রকাশ,
প্রিয় বস্তু সেই,—
তিনি আমি দ্বৈত বোধ, অদ্বৈত কিরূপে?
এক জ্ঞান জন্মিবে কেমনে—
তিনি আমি ভেদ বস্তু-জ্ঞানে?
শঙ্কর। ধীরভাবে কর বৎস, মন সন্নিবেশ,
আমা হ'তে প্রিয় আর কি আছে আমার?
পুত্র পরিবার—প্রিয় বস্তু যা আছে সংসারে,
প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে।
ব্রহ্মবস্তু প্রিয় মম আমার সমান,
জন্মিলে এ জ্ঞান—
আমি তিনি ভেদ নাহি রহে,
প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্ম সনে।
এই প্রিয় জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম্ বিনাশ,
ক্ষুদ্রত্ব ত্যজিয়া হয় অসীম অহম্!
ব্রহ্মজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্,
উদয় সোহং-ভাব অহং-বর্জ্জনে!
মনোবুদ্ধি অহঙ্কার লয় সমুদয়,
আত্মজ্ঞানে অবস্থান ক্ষুদ্রাহং-ক্ষয়ে।
সাধন-সাপেক্ষ এই মহা জ্ঞানার্জ্জন,
সাধন-নিবৃত্তি,—তেঁই সন্ন্যাস-গ্রহণ।
সনন্দন। নিবৃত্তি-সাধন যদি এই জ্ঞানার্জ্জনে,
তবে কেন আমা সবে দেন কার্য্যভার?
কি হেতু বা কার্য্যভার করেন গ্রহণ?
মণ্ডনের সনে বাদ কিবা প্রয়োজন?
শঙ্কর। দেহধারী মাত্র, বৎস, মায়ার অধীন।
মায়া, কার্য্যে নিয়োগ করিছে নিরন্তর।
সদসৎ কার্য্য দ্বিপ্রকার।
অসৎ কার্য্যেতে জ্ঞান করে আবরিত,
কার্য্য ক্ষয় হয় সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বিদ্যাদান,
যে কার্য্য-প্রভাবে,
অবিদ্যা বিনাশে হয় মহা বিদ্যার্জ্জন!
রহ সবে ভ্রাতৃবৃন্দ একত্র আশ্রমে,
চিন্তা কর দূর—
করিবে মণ্ডন মম শিষ্যত্ব গ্রহণ।
[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক*

পথ

উগ্রভৈরব ও গণপতি

গণপতি। দেখ গুরুজি, তোমার জন্যে যে প্রকৃতি বাগিয়ে রেখেছি, যদি তুমি হাত কর্‌তে পার।

উগ্র। কোথায়—কোথায়?

গণ। দেখ গুরুজি, দেখ্‌লেই তোমার মুন্ডু ঘুরে যাবে।

উগ্র। বটে বটে—কোথায় বল্ দেখি?

গণ। এই সহরেই বেড়াতে দেখেছি, সে এলো ব'লে।

উগ্র। তবে কোন সামান্যা বনিতা।

গণ। না গুরুজি—না, পিরীতবাজ—পিরীতের জন্যে মরা। মনের মানুষ পায় না ব'লে কে'দে বেড়ায়।

উগ্র। তবে যোগাড় করো বাবা, যোগাড় করো।

গণ। যোগাড় কি আমার কর্ম্ম গুরুজি? তা হ'লে তো আমি বাগিয়ে নিতুম। বাগিয়ে তোমায় নিতে হবে।

উগ্র। তার কিছু আছে টাছে?

গণ। আছে না আছে, কেমন ক'রে জান্‌বো গুরুজি? অষ্টালঙ্কার-ভূষিতা! সে দিন গজ-গমনে আমার সাম্‌নে ঝম্-ঝম্ ক'রে চ'লে গেল, আমি হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়্‌তে পড়্‌তে সাম্‌লে গিয়েছি। (অদূরে মহামায়াকে দেখিয়া) ঐ—ঐ—

উগ্র। আহা হা! দেখ শিষ্য, আমি একটি ফুল প'ড়ে দেবো, তুমি যোগাড় ক'রে ঐ ফুলটি ওর নাকের গোড়ায় ধর্‌তে চাও।

গণ। সে খুব সোজা, এ দিকে খুব মোলায়েম মেয়েমানুষ।

উগ্র। তুই আলাপ করেছিস্ না কি—তুই আলাপ করেছিস্ না কি?

গণ। খুব আলাপী—ইয়ার মেয়েমানুষ, আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করেছে।

অবিদ্যারূপিণী মহামায়ার প্রবেশ

মহা। কি হে ছোকরা—কি দেখ্‌ছ?

গণ। গুরুজি, এগোও, পাল্লা দাও।

মহা। উনি তোমার কে? গুরুজী না কি? এগিয়ে আসুন না।

উগ্র। এগিয়েই তো আছি—এগিয়েই তো আছি, এই তোমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

মহা। আমিও তোমার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোমার মতন লোক পেলে আমি প্রেম ক'রে প্রাণ ঠাণ্ডা করি।

গণ। তা দেখ মেয়েমানুষ, আমার গুরুজী খুব রসিক।

মহা। শুধু রসিকের কর্ম্ম নয়, আমার একটি কাজ কর্‌তে হবে।

উগ্র। কি হুকুম করো—কি হুকুম করো?

মহা। দেখ, মনের কথা তোমায় খুলে বলি, আমি বড় দুখিনী।

উগ্র। তোমার কিসের দুঃখ, কি কর্‌তে হবে, হুকুম করো?

মহা। আমি শত্রুর জ্বালায় অস্থির হয়েছি, আমার বিস্তৃত রাজ্য, হঠাৎ শত্রু উপস্থিত হয়ে বুঝি আমার রাজ্য কেড়ে নেয়।

উগ্র। বল না, বল না,—কথাটা কি বল না?

মহা। আমি সত্যই বলেছি। আমার শত্রু প্রবল হয়ে দিন দিন আমায় রাজ্যচ্যুত কর্‌চে, তাই তোমার আশ্রয় নিতে এসেছি।

উগ্র। কি তোমার যৌবনরাজ্য না কি?

মহা। হ্যাঁ — ধন-জন-যৌবন-সৌভাগ্য—সমস্তই আমার অধিকারে।

উগ্র। এ্যাঁ!

মহা। তুমি মিথ্যা বিবেচনা করো না, এই আমার অলঙ্কার দেখ—এ বহুমূল্য, তোমার মনে হয় কি? আর তুমি কি চাও, আমায় বলো—আমি এখনি তোমায় দেবো।

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, কিছু টাকা আদায় করো না?

মহা। কি—টাকা চাও? নাও—এই এক থলে মোহর নাও, আমার যা কিছু আছে, সব তোমায় দিতে প্রস্তুত, যদি তুমি স্বীকার পাও—আমায় তুমি প্রাণ দেবে।

*সময় সংক্ষেপার্থ অভিনয়ে এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়।

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, দিয়ে ফেলো—দিয়ে ফেলো।

উগ্র। চুপ কর্ না বেটা, রসের কথা হচ্চে। (মহামায়ার প্রতি) হ্যাঁ, তোমায় দিলুম, কায়-মনপ্রাণ তোমায় দিলুম।

মহা। অমন না—চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী ক'রে বলো যে, তুমি আমার।

উগ্র। (স্বগত) কি বলে বেটী!

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, ধোঁকা খাচ্চ কেন? ব'লে ফেলো না!

মহা। তুমি পেছুচ্চো, আমি চল্লুম। আমি আর এক জায়গায় মনের মতন লোক দেখে নিই গে।

উগ্র। না না—পেছোবো কেন—পেছোবো কেন, কায়মনোবাক্যে আমি তোমার।

মহা। তবে আমার শত্রু দমন করো। আমার প্রধান শত্রু শঙ্করাচার্য্য।

গণ। কেন—কেন—তিনি তোমার শত্রু কিসে?

মহা। তুমি ছেলেমানুষ—তুমি কি বুঝ্‌বে? ওই শঙ্করাচার্য্য-সহায়ে আমার শত্রু মাথা কাড়া দিয়েছে, নইলে কোথা তারে এক কোণে ঠেলে রেখে দিয়েছিলুম! এত দিন শঙ্করাচার্য্য না হ'লে হয় তো সে মারা পড়্‌তো।

উগ্র। কে সে?

মহা। সে আমার ভগ্নী। এক মায়ের পেটে আমরা যমজ সন্তান। ঠিক আমার মতনই দেখ্‌তে—আমার ঐশ্বর্য্য আছে, তার বিনা ঐশ্বর্য্যতেই ঐশ্বর্য্য; আমার শক্তি আছে, তার বিনা শক্তিতেই শক্তি, আমার ভোগ আছে, তার বিনা ভোগেই আনন্দ!

উগ্র। আচ্ছা, তোমার এত ঐশ্বর্য্য, তুমি তারে দমন কর্‌তে পারো না?

মহা। না—সে দুর্দ্দম। তারে দমন কর্‌তে যদি পারে—সে একজন, বোধ হয়, তুমি।

উগ্র। কিসে জান্‌লে?

মহা। আমায় দেখ্‌ছ—সুন্দরী, কিন্তু আমি তোমার মার চেয়ে বড়; তুমি আমার সঙ্গে প্রেম কর্‌তে আস্‌ছ।

উগ্র। ও শাস্ত্রে আছে, রমণী জননী—জননী রমণী।

মহা। এইতেই তুমি আমার প্রাণের অধিক। তুমি শঙ্করাচার্য্যকে বধ ক'রে, তোমার এই শাস্ত্র জগতে প্রচার করো; তা হ'লেই আমার শত্রু দমন হবে।

উগ্র। আমিও তো তাই খুঁজ্‌চি—আমিও তো তাই খুঁজ্‌চি। শঙ্করাচার্য্যকে বলি দিলে, আমি তো অষ্টসিদ্ধি লাভ করি।

মহা। দেখ, তুমি আমার প্রিয় সন্তান।

গণ। (জনান্তিকে) ও গুরুজি, এ যে বেয়াড়া বাক্যি ঝাড়ে?

উগ্র। তুই কি বুঝ্‌বি ছোঁড়া, ও খুব রসিকা।

গণ। এরা আবার ঝম্ ঝম্ ক'রে কারা আস্‌ছে গো?

মহা। ওরা আমার সখী, বুঝেছ? যখন তুমি আমার হ'লে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরা থাক্‌বো।

অবিদ্যা-সহচরীগণের প্রবেশ

গীত

হেসে হেসে কাছে ব'সে মন্‌মোহিনী মন মজাই।
যে রসে যে জন রসে, সে রসে তারে ভোলাই॥
কারু প্রেমিকা নারী, কার' করে দিই তরবারি,
মানের কানে কেউ জটাধারী;
কাঞ্চনে বা সিংহাসনে, ভুলিয়ে আনি প্রাণের টানে,
পায় বা না পায় সাধের ফেরে,
আশা ধ'রে পায়ে ফেরে,
ধর্‌তে সোনা ধরে ছাই॥বুঝে না বুঝ্‌তে পারে,

[মহামায়া ও তৎসহচরীগণের প্রস্থান।

উগ্র। নিদয় হয়ে চ'লে যাচ্চ যে—নিদয় হয়ে চ'লে যাচ্চ যে?

[উগ্রভৈরব ও গণপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মণ্ডনমিশ্রের কক্ষ

পিতৃশ্রাদ্ধোদ্যত মণ্ডনমিশ্র ও পুরোহিত

সহসা নতশির নারিকেলবৃক্ষ হইতে মুণ্ডিতমস্তক ও কন্থাধারী শঙ্করাচার্য্যের অবতরণ

মণ্ডন। এ কি বিঘ্ন! আরে অস্পৃশ্য শব-দেহ-স্বরূপ কার্য্যহন্তা মুণ্ডিতমস্তক কোথা হ'তে?

শঙ্কর। আপনার তো চক্ষু আছে, দেখছেন —এই মুণ্ডিত মস্তক গলদেশ হ'তেই উঠেছে।

মণ্ডন। আরে গর্দ্দভ, শিখা ধারণ—যজ্ঞোপবীত ধারণ তোমার ভার হয়েছে, তাই ত্যাগ করেছ; কিন্তু দেখছি, গর্দ্দভের ন্যায় কন্থা-বহন করতে পটু।

শঙ্কর। কিন্তু তোমাদের পুরুষানুক্রমে শ্রুতির নিবৃত্তিমার্গ ভার বোধ হয়ে আস্‌চে। গর্দ্দভ যেরূপ কেবল অন্নমুষ্টি-বহনে অক্ষম, সেইরূপ নিবৃত্তিমার্গ তোমাদের বংশে অসহ্য; সেই নিমিত্ত নারী-সেবার জন্য কর্ম্মী গৃহস্থ ভাণে শিখা ও যজ্ঞোপবীত ইন্দ্রিয়পরতার আবরণ করেছ।

মণ্ডন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বোঝা গেছে, বোঝা গেছে, —স্ত্রীর ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে তাকে পরিত্যাগ ক'রে এসেছ। এ দিকে শিষ্য করেছ, পুঁথির ভার বহন ক'রে লোককে ব্রহ্মনিষ্ঠা দেখাচ্চ।

শঙ্কর। আর তোমারও কর্ম্মনিষ্ঠা কর্ম্মকাণ্ড বুঝ্‌তে আমার কিছু বাকী নাই। ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ ক'রে গুরুসেবায় অলস হয়ে স্ত্রীর সেবা কর্‌তে এসেছ; আর মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘৃত দাহন ক'রে কর্ম্মবীর নামে আপনাকে প্রচার কচ্চ।

মণ্ডন। আরে কৃতঘ্ন মূর্খ, স্ত্রীলোকের গর্ভে বাস করেছিস্, স্ত্রীলোকের দ্বারা পালিত হয়েছিস্, আবার সেই স্ত্রীলোকের নিন্দা কচ্ছিস্? অকৃতজ্ঞ পামর!

শঙ্কর। আর তুমি পণ্ডিত! স্ত্রীলোকের স্তন্যপান করেছ, স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মেছে, আবার স্ত্রীলোককে ভার্য্যারূপে গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়লালসা তৃপ্ত কচ্চ।

মণ্ডন। তুই ব্রাহ্মণ হয়ে অগ্নি ত্যাগ করেছিস্, শাস্ত্রমতে এতে ইন্দ্রহত্যার পাতক হয়, তা জানিস্?

শঙ্কর। আমি ইন্দ্রহত্যার পাতকী হ'তে পারি, কিন্তু আত্মহত্যার অপেক্ষা মহাপাপ আর শাস্ত্রে নাই। তুমি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টা না ক'রে আত্মনাশে প্রবৃত্ত হয়েছ, তুমি আত্মঘাতী। যে আত্মঘাতী, তার অসূর্য্যতমোময় লোকে বাস হয়।

মণ্ডন। তুই চোর, তুই দ্বারবান্‌দের প্রতারিত ক'রে চোরের ন্যায় এ স্থানে প্রবেশ করেছিস্।

শঙ্কর। গৃহস্থের অন্নে ভিক্ষুকের অংশ আছে। তুমি ভিক্ষুককে বঞ্চিত কর্‌বার জন্য গৃহদ্বার আবদ্ধ রাখো এবং চোরের ন্যায় সেই ভিক্ষুকের অংশ ভক্ষণ করো।

মণ্ডন। দূর হোক—ইনি আবার ব্রহ্মবিৎ সেজেছেন! কোথায় ব্রহ্ম আর কোথায় তোমার মত মূর্খ! কোথায় সন্ন্যাস আর কোথায় কলি। পরিপাটী ভোজন ক'রে বেড়াবে ব'লে সন্ন্যাসী সেজেছ।

শঙ্কর। কোথায় স্বর্গ আর কোথায় তোমার মত দুরাচার; কোথায় অগ্নিহোত্র যজ্ঞ আর কোথায় ঘোর কলিকাল; তুমি নারীর সহিত বিহার কর্‌বার জন্যে কর্ম্মীর ভাণ করেছ।

পুরোহিত। বৎস মণ্ডন, আমি তোমার পুরোহিত, তোমার হিতার্থে বল্‌ছি, ইনি যতিবেশধারী তোমার গৃহে আগত, এ ভেকের সম্মান নৃপতি হ'তে সামান্য ব্যক্তিরও করা কর্ত্তব্য। ইনি কপট ব্যক্তি হ'তে পারেন, কিন্তু ইনি যিনিই হোন, পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে সমাদরে ভিক্ষাগ্রহণের জন্য তোমার অনুরোধ করা উচিত; এরূপ কটূক্তর করা উচিত নয়। দেখ, তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ, কিন্তু এই বালক সন্ন্যাসী—পরিহাসচ্ছলে তোমার কথার উত্তর প্রদান ক'চ্চেন, তিলমাত্র বিচলিত নন। তুমি সুবোধ, ক্রোধ পরিহার ক'রে এ'র অভ্যর্থনা করো। আমার অনুমান হয়, ইনি সামান্য ব্যক্তি নন, এ'র ব্যঙ্গপরিহাসও শাস্ত্রসঙ্গত; এতে বোধ হয়, ইনি শাস্ত্রজ্ঞ।

মণ্ডন। ব্রাহ্মণ, আপনি যথার্থ আজ্ঞা করেছেন। (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) হে যতি, অদ্য আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

শঙ্কর। পণ্ডিতপ্রবর, আমি সামান্য ভিক্ষার জন্য আপনার নিকট আগত নই, আমি সদ্‌ভিক্ষার কামনায় সমাগত। আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হোন, এই আমার প্রার্থনা। কর্ম্মকাণ্ড আপনার প্রিয়, কিন্তু বেদান্তসিদ্ধান্ত আমার জীবন। আমার যাচ্ঞা, তর্কে পরাজিত

ক'রে আমায় কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত করুন; আর আপনি যদি পরাজিত হন—আমার ব্রহ্মাদ্বৈত-মত আশ্রয় করুন। পণ্ডিতবর, বিচারে প্রবৃত্ত হোন, নচেৎ আমার নিকট আপনি পরাজিত—স্বীকার করুন, আমি প্রত্যাবর্ত্তন করি।

মণ্ডন। যতিবর, অনুমান হয়, আপনি সম্প্রতি এ প্রদেশে আগত। যদি অনন্তদেব, কণাদ, গোতম প্রভৃতি আমার সহিত বাদানুবাদে ইচ্ছুক হন, আমি পরাজিত, এরূপ বাক্য কখনও আমার মুখ হ'তে নিঃসৃত হবে না। আমি উপযুক্ত তার্কিক চিরদিনই তত্ত্ব করি। সামান্য ব্যক্তির সহিত তর্কে আমার তৃপ্তি জন্মে না। যোগ্য পণ্ডিত উপস্থিত হ'লে প্রকৃত বেদ-মার্গ কি, তা প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার নিমিত্ত আমি সর্ব্বদাই ব্যাকুল। মধ্যস্থ স্থির করুন,—আমি বিবাদে প্রস্তুত।

শঙ্কর। পণ্ডিতবর, এক নিবেদন, বিবাদে যাঁর পরাজয় হবে, তিনি নিজ মত পরিত্যাগ ক'রে বাদীর মত গ্রহণ কর্‌বেন। যদি আমি পরাজিত হই, আমি সন্ন্যাস-আশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শিখা ও যজ্ঞোপবীত পুনর্ব্বার ধারণ ক'রে আপনার ন্যায় গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ কর্‌বো। আর যদি আপনি পরাজিত হন, শিখামুণ্ডন-পূর্ব্বক আমার নিকট সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ কর্‌বেন। যে ব্যক্তি পরাজিত হবেন, তিনি অপরের শিষ্যত্ব-গ্রহণে কুণ্ঠিত হবেন না, এরূপ পণ কর্‌তে আপনি প্রস্তুত?

মণ্ডন। নিশ্চয়। আপনি বালক, অনভিজ্ঞতা-বশতঃ কলিতে নিষিদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেছেন। আপনি মেধাবী দেখ্‌ছি, আপনাকে সংসারী কর্‌তে পার্‌লে সমাজের হিতসাধন করা হবে। কারে মধ্যস্থ স্থির কর্‌বেন বিবেচনা করেছেন?

শঙ্কর। আপনার গৃহিণী।

মণ্ডন। উত্তম—উত্তম। আপনি তবে আমার গৃহিণীর গুণব্যাখ্যা শ্রুত আছেন?

শঙ্কর। হ্যাঁ—তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী, আমার এইরূপ ধারণা।

মণ্ডন। বিচারের দিন স্থির করুন।

শঙ্কর। আমি সর্ব্বদাই বিচারের জন্য প্রস্তুত, যদি আপনার অভিমত হয়, কল্যই বিচার আরম্ভ হোক।

মণ্ডন। উত্তম। আসুন—অদ্য কৃপা ক'রে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

[শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন মিশ্রের প্রস্থান।

পুরোহিত। এ কি, এই কি শঙ্করাচার্য্য? শুনেছি, শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং ব্রহ্মাকে পরাজয় কর্‌তে সক্ষম। কে জানে, বিচারের ফল কিরূপ হয়।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বনপথ

দুইজন পণ্ডিতের প্রবেশ

১ পণ্ডিত। আর কোথায় যাচ্চ—কি দেখ্‌বে? মণ্ডনের গলদেশের মালা শুষ্কপ্রায়! মণ্ডন নিশ্চয় পরাজিত হবে।

২ পণ্ডিত। মালা শুষ্কপ্রায় কি?

১ পণ্ডিত। মণ্ডনের গৃহিণী উভয়-ভারতী মধ্যস্থা নিযুক্ত হন। তিনি সুযোগ্যা মধ্যস্থাই বটেন। মণ্ডনের স্ত্রী বলেন যে, এক-পক্ষে তেজঃপুঞ্জ যতি নারায়ণস্বরূপ, আর অপরপক্ষে স্বামী—সতী স্ত্রীর সাক্ষাৎ নারায়ণ। এই জন্য কার জয় কার পরাজয়—তিনি মুখে প্রকাশ কর্‌তে অসম্মত। যতির গলায় একটি মালা প্রদান করেছেন, স্বামীর গলায় অপর একটি প্রদান করেছেন। যাঁর গলদেশের মালা অগ্রে শুষ্ক হবে, তিনিই পরাজিত প্রতিপন্ন হবেন। আমি মণ্ডনের গলদেশের মালা শুষ্ক-প্রায় দেখে এসেছি। দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ হ'লো, লজ্জা রাখ্‌বার আর স্থান নাই, একজন বালক এসে সমস্ত প্রদেশ জয় ক'রে যাবে, এ অতি অসহ্য! বিশেষ মণ্ডনের পরাজয়ে কর্ম্মকাণ্ড লোপ হ'য়ে জ্ঞানকাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে; তা হ'লে আর আমাদের সম্মান কোথায় থাক্‌বে?

২ পণ্ডিত। চ'লে এলেন কেন? চলুন না, দেখা যাক্—শেষ কি হয়।

১ পণ্ডিত। শেষ যা, তা আমি বুঝেই এসেছি। দুর্দ্দ বালক—বোধ হয় যেন স্বয়ং জৈমিনিকে পরাস্ত কর্‌তে পারে।

২ পণ্ডিত। তবে কি উপায়?

১। দেখি কি উপায় কর্‌তে পারি। যদি কোনরূপে ওর শরীরে পাপ প্রবেশ করে, তা

হ'লে বিদ্যাভ্রষ্ট হবে। যাতে গুরু-অপমান-জনিত মহাপাপে লিপ্ত হয়, তারই চেষ্টায় এসেছি।

২ পণ্ডিত। আপনি এ যতির বিদ্যাবুদ্ধি যেরূপ বর্ণনা কর্‌ছেন, তাতে এরূপ মহাপাপে লিপ্ত হবার তো কোন সম্ভাবনা নাই।

১ পণ্ডিত। আছে।

শিউলী ও শিউলিনীর প্রবেশ

শিউলিনী। আরে মিন্সে, এখানে তো চাঁদাকে দেখ্‌ছি নি, তবে কোন্ বিগে গেল রে? তোকে বন্নু, আমি ফুল্‌কো বানাচ্চি, তুই বাছার সঙ্গে যা। তুই গেলি নি—তুই নড়্‌তে লার্‌লি।

১ পণ্ডিত। আরে, তুই কাকে খুঁজ্‌ছিস?

শিউলিনী। আমার চাঁদাকে খুঁজ্‌ছি। হ্যাঁ বাবাঠাকুর, ছেলে বুদ্ধিতে কোন্ বিগে গিয়েছে, বল্‌তে পার?

১ পণ্ডিত। (দ্বিতীয় পণ্ডিতের প্রতি জনান্তিকে) কাকে খুঁজছে জান?—শঙ্করাচার্য্যকে। (শিউলিনীর প্রতি) চাঁদা তোর কে? তারে খুঁজ্‌ছিস্ কেন?

শিউলিনী। বাবাঠাকুর, সে আমার বাপ্-ধন, আমার পরাণের পরাণ, সে চাঁদমুখে আমায় মা বলেছে গো, আমার পরাণ জুড়িয়ে গেছে! আমি তার জন্য মোর ফুল্‌কো বানিয়েছি, সে খায় নি গো, আমার পরাণ কং কং কচ্চে!

*[২ পণ্ডিত। সে তোর ছেলে নাকি?

শিউলিনী। হেঁ গো, সে আমায় চাঁদমুখে মা বলেছে, আমার বুক-জুড়ানো চাঁদা।

শিউলী। বাবাঠাকুর, আমি দু কেঁড়ে রস দেবো, আমার চাঁদা কোথায় ব'লে দাও।

শিউলিনী। আরে চাঁদা রে চাঁদা—খেসে আয়, খেয়ে তবে খেল্‌তে যাবি।

১ পণ্ডিত। তোর চাঁদা তো হেথায় নাই।

শিউলী। তবে কোন্ বিগে গেল বাবা-ঠাকুর—কোন্ বিগে গেল? ছেলে বুদ্ধি গো—বাবার খাওয়া দাওয়া মনে থাকে নি।]*

১ পণ্ডিত। তোরা আমার সঙ্গে আয়, তোদের চাঁদাকে দেখিয়ে দিইগে।

শিউলিনী। চলো বাবাঠাকুর — চলো। মিন্সে তোমায় দু কেঁড়ে রস দেবে। আমি তার চাঁদমুখে দুখানা ফুল্‌কো তুলে দিয়ে পরাণটা জুড়োব।

১ পণ্ডিত। আয়। (স্বগত) শঙ্করাচার্য্য, এইবার তোমায় বুঝে নেবো।

২ পণ্ডিত। (জনান্তিকে) এ আবার কি কচ্চ? এদের নিয়ে কোথায় যাবে?

১ পণ্ডিত। চল না, তোমায় বল্‌ছি।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

মণ্ডন মিশ্রের বাটীর বিচার-মণ্ডপ

মণ্ডন মিশ্র, শঙ্করাচার্য্য ও পণ্ডিতগণ এবং কান্ডার-অভ্যন্তরে উভয়ভারতী।

মণ্ডন। মালা শুষ্ক কণ্ঠে মম প্রত্যক্ষ নেহারি,
পরাজয় বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে।
তর্কশাস্ত্র-সিদ্ধ তুমি বেদজ্ঞ পণ্ডিত,
প্রতি ছত্রে যুক্তি মম করেছ নিরাস,
অংশে অংশে করি মম তর্ক-বিশ্লেষণ।
মহাশয়, জেনেছি নিশ্চয়,
সামান্য মানব তুমি নও;
মান হত, দম্ভ বিচূর্ণিত
প্রভাবে তোমার যতীশ্বর।

শঙ্কর। কহি আমি সভাস্থলে হে পণ্ডিতবর!
তর্ক যুক্তি-শক্তি তব অতীব প্রখর,
বিদ্যাবুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞানে অদ্বিতীয় তুমি।
পণ্ডিতসমাজ-মাঝে কহি সত্যবাণী,
পরাজিত নহ কোন মতে;
তর্ক-যুদ্ধে জিনে তোমা নাহিক ভুবনে।
কিন্তু—
মম সনে তর্কযুদ্ধে বাক্ বিজড়িত;
বুঝ চিতে পণ্ডিতপ্রবর,
তর্ক-যুক্তি—বুদ্ধি শক্তিবলে,
জ্ঞান মাত্র হৃদয়ের ধন!
জ্ঞান—দীপ্ত নহে কদাচন,
বৈরাগ্য না করিলে আশ্রয়।
বুদ্ধিবলে বুদ্ধি পরাজয়—
নিত্য হের শত শত হয়;
কিন্তু জেনো বৈরাগ্যের অমোঘ প্রতাপ।
হৃদি-মাঝে ধরে যে বিষয়-অনুরাগ,
তর্ক-যুক্তি বলে চাহে করিতে স্থাপন;

শ্রেয় মাত্র বিষয়-অর্জ্জন।
স্বার্থ তারে করে প্রতারণা—
যাগ-যজ্ঞে মতি স্বর্গসুখের কামনা;
মুক্তি তত্ত্বে অন্ধ দৃষ্টি তার।
বিবেক আশ্রয়ে হয় স্বার্থ বিদূরিত,
করে সত্য প্রত্যক্ষ অন্তরে।
যুক্তি-বলে প্রত্যক্ষ না হয় পরাজয়!
বৈরাগ্যে বিজিত তব তর্ক-যুক্তি-বল।
প্রতিশ্রুত ছিলাম দুজনে—
পরাজয় হইবে যাহার,
সে করিবে গ্রহণ আশ্রম অপরের।
মান, যদি পরাজয় হইয়াছে তব,
পণে তুমি বাধ্য মম আশ্রম-গ্রহণে।
কিন্তু পণে মুক্ত করি তোমা সবার সম্মুখে।

মণ্ডন। যতিবর!
হীনজ্ঞান কোন্ হেতু করহ আমায়?
পণে মুক্ত কর যদি তুমি,
কেন তাহা করিব গ্রহণ?
নিরাশ করেছ, আমি বন্ধ আছি পণে,
এখনি প্রস্তুত তব আশ্রম-গ্রহণে।

শঙ্কর। হে পণ্ডিতবর!
স্বার্থের প্রভাব জেনো এতই প্রবল,
পরাজয়ে অভিমান নহে বিদূরিত;
অভিমানে পণে মুক্তি না কর গ্রহণ;
কিন্তু জেনো—মমাশ্রম অভিমানহীন!
অভিমানহীন বিনা নাহিক কাহার
সার পন্থা—সন্ন্যাস-গ্রহণ-অধিকার!

মণ্ডন। যতীশ্বর, রুষ্ট নাহি হও মম ভাষে।
দম্ভ-অভিমান-পূর্ণ নেহারি তোমায়;
দম্ভে মোরে ঋণে কর ত্রাণ,
অভিমানে মম সনে তর্কে বাদী তুমি,
অভিমানে সর্ব্বস্থানে করহ ভ্রমণ,
শিক্ষাদান অভিমান রয়েছে নিশ্চয়।

শঙ্কর। যদ্যপি জানিতে তুমি অভিমান কিবা,
অভিমান হৃদে স্থান না পাইত আর।
ঈশ্বর-প্রসাদে—
তুমি আমি সমজ্ঞান জন্মেছে আমার।
ব্যথা পাই হেরি যথা অজ্ঞান-তিমির,
যাই তথা ঘোর তমোহরণ কারণ;
সেই হেতু তব সনে দ্বন্দ্ব প্রয়োজন।
স্থিরচিত্তে শুন মতিমান্,
জন্যবস্তু নশ্বর জানহ সপ্রমাণ।
কর্ম্মজন্য স্বর্গলাভ নশ্বর নিশ্চয়।
কোটিকল্প স্বর্গভোগে তাহে কিবা ফল!
কোটিকল্প অন্তে যদি ভোগ শেষ হয়,
দুঃখ সুনিশ্চয়—
পুনরায় কার্য্য-প্রবর্ত্তনা;
স্বর্গলাভ স্বর্গক্ষয় পুনঃ পুনঃ হয়—
ভাসে জীব অশান্ত এ স্রোতের প্রভাবে।
কিন্তু জ্ঞানদীপ্তি পাইলে হৃদয়ে,
যেই জ্ঞান আবরিত মায়ার প্রভাবে,
স্ব-স্বরূপ পায় দরশন,
লভে তায়—
নিত্যানন্দ অনন্তে বিশ্রাম।
হেন শান্তি চাহে যদি প্রাণ,
কর মম আশ্রম গ্রহণ।
অন্যে নাহি জানে, বোঝে যার প্রাণে,
বোঝে মাত্র সেই জন।
অবিবেকী জন,
স্বার্থ তারে করে প্ররোচন
নির্ব্বাণ মরণ সম।
কিন্তু যেই ত্রিতাপ-দহনে
বুঝিয়াছে মনে
শান্তিলাভ বিনা নাহি যন্ত্রণা ঘুচিবে,
সেই এই মহা-পন্থা লবে।
যদি ত্রিতাপ-জ্বালায়
প্রাণ তব চায়—
কর বিবেক আশ্রয়।
স্বার্থ হবে ক্ষয়,
আবরিত জ্ঞান-জ্যোতি হবে উদ্ভাসিত,
শান্তি দেবী বসিবেন হৃদয়ে তোমার।

মণ্ডন। গুরু—কল্পতরু।
অহেতুকী কৃপার আধার!
এত কৃপা সন্তানে তোমার?
মহাকষ্ট করি অঙ্গীকার,
সহি তিরস্কার,
এসেছ মঙ্গলদাতা মঙ্গল-প্রদানে!
চল দেব, দাসে লয়ে শান্তিময় স্থানে।

২ পণ্ডিত। মিশ্র! তুমি কুহকীর কুহকে কেন মুগ্ধ হচ্চ? অনাচারী ভণ্ড সন্ন্যাসী ভোজবিদ্যাবলে তোমায় পরাজয় করেছে। এখনি প্রত্যক্ষ দেখ্‌বে—ও সামান্য ব্যক্তি।

মণ্ডন। হাঁ, কুহকী বটেন। যাঁর কুহকে ভুবন মুগ্ধ, সেই কুহকী। আর সামান্য কি

বল্‌ছেন, সামান্য হ'তেও সামান্য;—নচেৎ আমার ন্যায় হীনের দ্বারে উনি প্রার্থী হন? (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) প্রভু, কৃপা ক'রে অদ্বৈত-জ্ঞান দান করুন।

শঙ্কর। বৎস, এ জ্ঞানবিকাশের পূর্ব্বে একটি কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। সে কার্য্য কাহারও নিকট অতি সহজসাধ্য, কাহারও পক্ষে অতি কঠিন। কার্য্য—গুরুবাক্যে বিশ্বাস। 'তত্ত্বমসি' বাক্য, গুরুবাক্যে মহাবিশ্বাস ব্যতীত কদাচ ধারণা হয় না। জেনো, ভব-সংসারে গুরুই একমাত্র সার বস্তু। জ্ঞানদাতা, মুক্তি-দাতা, পরমৈশ্বর্য্যদাতা—গুরু ব্যতীত আর কেহই নাই। গুরুবাক্যে উপলব্ধি হয় যে, আমি মুক্ত, বন্ধ নই। আমি বন্ধ, এ কল্পনামাত্র; মুক্ত অবস্থাই আমার স্বরূপ অবস্থা। গুরুবাক্যে এই পরম অবস্থা দর্শন হয়। মানবের হিতার্থে মায়াধীশ ঈশ্বর, নিজমায়ায় নরদেহ ধারণ-পূর্ব্বক গুরুভাবে সংসারে বিচরণ করেন। অদ্বৈতজ্ঞান-বিকাশের একমাত্র উপায় গুরু-বাক্যে বিশ্বাস। অদ্বৈত-জ্ঞানবিকাশের পর গুরু অন্তর্হিত হন। ভ্রম মোচন করা গুরুর কার্য্য। সেই কার্য্যাবসানে নিত্য সত্য নিরঞ্জন গুরুদেব তাঁর স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। শিষ্যও তখন দ্বৈত অবস্থা পরিত্যাগ ক'রে স্বরূপদর্শনে অদ্বৈত-তত্ত্ব উপলব্ধি করে।

শিউলী ও শিউলিনীকে লইয়া প্রথম পণ্ডিতের প্রবেশ

১ পণ্ডিত। আরে মাগী, এই দেখ্ না, তোর চাঁদা বসে আছে।

শিউলী। হই যে—সব টিকিবাজ ভট্‌চাজ দেখচি না! তা দেখ ঠাকুর, আমার বড় কিছু নেই, আমার কাছে কিছু পাবে নি; তবে রসের কেঁড়েটা, ডেলের হাঁড়টে আর মৌওর রুটী কর্‌বার চিম্‌টেটা; আর দেখছো তো—পাতা শিয়োনো কাপড় পরনে। জোয়ান বউ-বিটীও নেই যে, তোমাদের পুজো কর্ত্তে দেবো। তা উখান্‌কে আর ক্যানে লিয়ে যাচ্চ?

১। পণ্ডিত। আর দেখ্ না—ওই তোর চাঁদা ছেলে।

শিউলিনী। আরে হ—হই বটে রে—হই তো চাঁদা ব'সে বটে! (নিকটবর্ত্তী হইয়া) আরে বাপ্‌ধন—এ বামুনগুলোর ইখানে এলি ক্যানে? আহা বাছা কা'ল রেতে তো কিছু খাসনে, লে—এই রসেতে একটু গলা ভিজো,—এতে বেশী নেশা হবে নি, এক এক চুমুক দে আর গলা ভিজো। ঝাল দে—টক্ দে—কা'ল রেতে ডাল করেছি রে—

শঙ্কর। কেন মা, তুমি এত কষ্ট করেছ? আমি তো ভিক্ষা করেছি।

শিউলিনী। ক্যানে? তোর ভিক্ মাঙ্‌তে কি গরজ নেগেছে? য' দিন এই বুড়ো-বুড়ী আছে, ত' দিন তুই ব'সে ব'সে খা ক্যান্‌না? পাখি-পাখালি যা খেতে চাইবি, তাই পাবি। বুড়ো ফাঁদ পেতে পাখি-পাখালি খুব বাগিয়ে ধরে। কেনে গাছতলায় ব'সে থাকিস্? আমার ঘর আলো ক'রে ঘর্‌কে এসে বোস্, আর যা মন্‌কে চায়, বল্—রেঁধে দিই—খা।

শঙ্কর। আমি গৃহী নই, আমি সন্ন্যাসী!

শিউলিনী। ওরে বাছা, ন্যাসানিসিতে তোর কাজ নাই। ছেলেবয়সে ন্যাসাট্যাসা করিস্ নি। এই দ্যাখ্‌না—মিন্সে ন্যাসা ক'রে ভোমা মেরেছে, কাজকর্ম্ম পারে নি।

শঙ্কর। মা! তোমার আর বাবার পৃথিবীতে তো আর কাজ নাই। তোমাদের কর্ম্ম অবসান হয়েছে।

শিউলিনী। দেখ্ দেখ্ মিন্‌সে! ছেলে-বুদ্ধি—কি বলে শোন্? বলে, কাজে কাই নি! কাজকর্ম্ম কর্‌বো নি বাবা তো খাব কি বল্? ঘরে কি পোঁতা কড়ি আছে?

শিউলী। নে মাগি! বক্‌বি না খাওয়াবি? ছেলেটা কা'ল রাত থেকে কিছু খায় নি, তার হুঁস রাখিস্? আর আমায় বল্‌ছিস্ ন্যাসা খায়,—ন্যাসা খাস্ তুই।

শিউলিনী। আ আমার পোড়া মু! মৌওর ফুল্‌কো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে। নে বাছা খা। (শঙ্করকে স্পর্শকরণ) ও মিন্‌সে—ও মিন্‌সে সব ফাঁক হয়ে যাচ্চে। তুই আমি—আমি তুই! ও মিন্‌সে আমি—আমি—আমি!

শিউলী। আরে মাগি—কোথায় কে রে—কোথায় কে? (শিউলিনীকে স্পর্শকরণ) আরে নেই নেই নেই রে! আরে হোই—সেই।

১ পণ্ডিত। যতিবর! এরা তোমার কে এসেছে? তোমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সব

এসেছে দেখ্‌ছি—তুমি খাও। বোধ হচ্ছে, তোমার আত্মীয়।

শঙ্কর। পরম আত্মীয়! দেখ্‌ছেন না প্রভু, সাক্ষাৎ হরপার্ব্বতী! গুরুদম্পতিরূপে আমায় কৃপা করেছেন! যাঁর বাক্যের প্রভাবে—জড় নারিকেল-বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে আমায় মণ্ডনের আলয়ে উপস্থিত করেছে। মিশ্র, তুমি আশ্চর্য্য হয়েছিলে, দ্বারবানেরা কেন আমায় আস্‌তে বাধা দেয় নি। তোমার গৃহপার্শ্বস্থ নারিকেল-বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে তোমার প্রাঙ্গণে আমায় উপস্থিত করেছে। বৃক্ষের উপর আধিপত্য-লাভ আমি এই গুরুর কৃপায় প্রাপ্ত হয়েছি।

শিউলী। অদ্বিতীয় অখণ্ড সচ্চিৎ সুখরূপ।
শিউলিনী। শিবোহহং শিবোহহং এই তো স্বরূপ।

১ পণ্ডিত। এ কি! এ কি কোন কুহক নাকি? সামান্য শিউলী-শিউলিনীর মুখে এ কি উক্তি? তবে তো এই মহাপুরুষের অহিত-ইচ্ছায় মহাপাপে লিপ্ত হয়েছি। প্রভু, প্রভু—রক্ষা করুন!

শঙ্কর। কেন মহাশয়, আমায় কি নিমিত্ত স্তুতি ক'চ্চেন?

১ পণ্ডিত। গুরুদেব, আমায় পায়ে ঠেল্‌বেন না। আমার ন্যায় মহাপাপীকে উদ্ধার করাই আপনার প্রশংসা। শুনুন—আমি কিরূপ পাপাশয়। আপনি শিউলীর নিকট যে বৃক্ষ অবনত কর্‌বার মন্ত্র শিক্ষা করেছিলেন, তা আমি জান্‌তে পারি। যখন মণ্ডন পরাজয়-প্রায় বুঝ্‌লেম, তখন এই শিউলীর উদ্দেশে গিয়ে—এই শিউলীকে ল'য়ে এসেছি। আমার মনে মনে কল্পনা ছিল যে, এই ব্রাহ্মণ-সভা-স্থলে আপনি এই শিউলীর সম্মান কর্‌তে পার্‌বেন না। আর শিক্ষাদাতার সম্মান না কর্‌লেই আপনি শক্তিচ্যুত হবেন। এই অভি-প্রায়েই আমি এই শিউলী-শিউলিনীকে লয়ে আসি। কিন্তু আমি অজ্ঞান! আমি জানি না যে, জীবশিক্ষার্থে—এই মুক্তাত্মা পুরুষ-প্রকৃতি—শিউলী-শিউলিনীরূপে অবস্থিত। যখন আপনার শিক্ষাদাতা—তখন এঁরা সামান্য নন—এ জ্ঞান আমার জন্মায় নি। এক্ষণে আমার নয়ন উন্মীলিত। এ সমস্ত আপনার কৃপা। যখন কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেন, তখন পদে স্থান দিন। (পদধারণ)

সকলে। জয় শঙ্করাচার্য্যের জয়! (সকলের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম)

মণ্ডন। প্রভু, দাসকে গ্রহণ ক'রে সেবায় নিযুক্ত করুন।

শঙ্কর। চল বৎস, সকলে একত্রে পরমানন্দ উপভোগ করি।

সকলে। সচ্চিদানন্দঃ শিবোহহং—সচ্চিদা-নন্দঃ শিবোহহম্।

উভয়ভারতীর প্রবেশ

উভয়। যতীশ্বর! আমার স্বামীকে নিয়ে কোথায় যাও? (পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান)

শঙ্কর। (স্বগত) শিব শিব!—দেবী সরস্বতী বিঘ্ন উৎপন্ন কর্‌লেন।

উভয়। যতিবর! আপনি জ্ঞানী, আমার স্বামীকে পূর্ণ পরাজয় করেন নাই। আমার স্বামী পরাজিত, কিন্তু শাস্ত্রমতে আমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ, আমায় পরাজয় ক'রে আমার স্বামীকে ল'য়ে যান।

শঙ্কর। স্ত্রীলোকের সহিত তর্ক কিরূপ সম্ভব?

উভয়। যতীশ্বর, আপনি তো অবগত আছেন, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সহিত ও জনক সুলভার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

শঙ্কর। হ্যাঁ মা, যথার্থ ব'লেছেন। যিনি অদ্বৈতমতের বাদী, তিনি পুরুষ হন আর স্ত্রী হন, তাঁর সহিত আমি তর্কে প্রস্তুত। আপনি প্রশ্ন করুন, আমি যথাসাধ্য উত্তর প্রদানে যত্ন-বান্ হই।

উভয়। সুন্দর কাকে বলেন?

শঙ্কর। এক সচ্চিদানন্দই সুন্দর! অপর সুন্দর কি?

উভয়। রমণীতে কি সৌন্দর্য্য নাই?

শঙ্কর। সেই অতুল সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র এবং সেই তাঁরই প্রভাবে ক্ষণস্থায়ী। শ্রী, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সমস্তই সেই বৃহৎ বস্তুর অংশ। মাত্র সেই—আর কোথাও ত কিছুই নাই।

উভয়। তবে নারীর হাবভাব—নারীর সৌন্দর্য্য কিছুই উপলব্ধি করেন নাই?

শঙ্কর। সামান্য বিষয়—ওর উপলব্ধির তো বিশেষ প্রয়োজন নাই। একের উপলব্ধিতেই ত সমস্ত উপলব্ধ হয়। আমরা বৃথা সময় ব্যয় কর্‌চি। আপনার কি শাস্ত্রীয় প্রশ্ন আছে—করুন।

উভয়। আমার স্বামীর সহিত বিচারে আপনি যে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ, এই ধারণা আমার জন্মেছে। তবে কামশাস্ত্রের আলোচনা আমার সহিত হয় নি। বলুন—কামকলা কিরূপ ও কয় প্রকার এবং তার আধার কি? নর-নারীতে তার কিরূপ অবস্থান?

শঙ্কর। (স্বগত) সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ প্রস্তাব। কিন্তু যখন বাদে প্রবৃত্ত, একে নিরস্ত করা আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) দেবি! মাসান্তে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর্‌বো। আমায় একমাস কাল সময় প্রদান করুন। আপনি অবগত আছেন, বাদানুবাদে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

উভয়। ভাল, আপনি সময় গ্রহণ করুন।

শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থানোদ্যম

মণ্ডন। প্রভু, সন্তানকে ভুল্‌বেন না!

শঙ্কর। চিন্তা দূর করো, সকলই সময়-সাপেক্ষ; সময়ে দেবদেব তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-শৃঙ্গ

শঙ্করাচার্য্য, সনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণ

শঙ্কর। সন্ন্যাস-আশ্রম, মণ্ডন না করিলে গ্রহণ,
জ্ঞানকাণ্ড হবে না প্রচার!
কিন্তু মহাবিঘ্ন তাহে বাগ্‌দেবী!
মণ্ডনগৃহিণীরূপে দেবী সরস্বতী,
কামশাস্ত্র লয়ে দ্বন্দ্ব মম দেবী সনে।
কিন্তু কামচিন্তা যোগিদেহে অতি অনুচিত
হয় তায় সন্ন্যাস-পতন।
করি পরকায় আশ্রয়গ্রহণ
কামশাস্ত্র করিয়ে অর্জ্জন,
পরাজিব মণ্ডন-পত্নীরে;
তাহে হবে মিশ্রের সম্পূর্ণ পরাজয়।
কর্ম্মকাণ্ড করিলে খণ্ডন
জ্ঞানকাণ্ড ধরামাঝে হইবে প্রচার।

নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া

যোগদৃষ্টে করি বিলোকন,
আসি ওই নরপতি মৃগয়া কারণ—
মহা শ্রমে হইয়াছে তনু-ত্যাগ তার।
ওই দেহে এখনি পশিব।
চল বৎস, অদূরস্থ পর্ব্বত-কন্দরে,
সাবধানে রক্ষা কর যতি-দেহ মম।
মাসান্তে এ দেহে পুনঃ করিব প্রবেশ।

*[সনন্দন। প্রভু, পরকায়-প্রবেশ-শ্রবণে
হয় মম
আতঙ্ক উদয়।
পশি পরকায়—
যোগিশ্রেষ্ঠ মীননাথ মুগ্ধ হন তায়,
কামরূপা কামকলা রমণী-প্রভাবে।
যোগীশ্বর শিষ্য তাঁর গোরক্ষনাথ নাম,
বিশেষ প্রয়াসে মুক্তি দানেন গুরুরে।

শঙ্কর। ত্যজ ভয়, না কর সংশয়,
মুগ্ধ না হব কদাচন।
বাঞ্ছা মম বিদ্যা-উপার্জ্জন,
কামতৃপ্তি-বাসনাবর্জ্জিত চিত।
যেই জন বাসনা-বর্জ্জিত,
কদাচিৎ না হয় মোহিত;
ব্রজধামে কৃষ্ণলীলা দৃষ্টান্ত তাহার।

সনন্দন। প্রভু, শুনেছি শ্রীমুখে,
মহা বলবান্ কাম মোক্ষপথে অরি।
কামচর্চ্চা কাম-আলাপনে জন্মে সংস্কার,
বহু জন্ম-গ্রহণের হেতু তায় হয়।

শঙ্কর। শাস্ত্রমত বাক্য তব হে তীব্র সন্ন্যাসি!
কিন্তু বৎস করহ শ্রবণ,—
দেব-প্রয়োজনে মম ধরা আগমন,
কায়মনোবাক্যে যাচি জীবের কল্যাণ।
করেছি উদ্যম,
যদি তায় দৈব-বিড়ম্বনে
কোনক্রমে বিঘ্ন হয় মম,
যদি পশি পরকায়, সংস্কার পরশে আমায়,

বুঝিব অন্তরে,
দেবকার্য্য উদ্ধারের তরে—
করিবারে মানবের হিত—
সহি যথোচিত মহামায়া-ছলনা-প্রভাবে।
শুন বৎস, নিজ স্বার্থ দিব বিসর্জ্জন,
যে হয় সে হয়, কাম-বিদ্যা করিব অর্জ্জন।
দেবকার্য্য সাধনের তরে
না হব পশ্চাৎপদ আত্মবিসর্জ্জনে।
হয় বৎস, হৃদয়ে উদয়
দেবদেব-পদাশ্রিত আমি,
সংস্কার কভু না স্পর্শিবে, কার্য্যসিদ্ধি হবে;
নির্ব্বিঘ্নে পশিয়ে পুনঃ এ যোগি-শরীরে,
বিমল অদ্বৈত-পন্থা করিব প্রচার।
এস বৎস, গুপ্ত স্থানে রাখিব শরীর,
সাবধানে গৌরবে রাখিও সবে মিলি।]*

সনন্দন। হৃদিকম্প হয় প্রভু সংকল্পে তোমার!
শঙ্কর। চিন্তা কর দূর, চল পর্ব্বত-গহ্বরে।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনস্থলী

সজ্জিত চিতা-পার্শ্বে অমরক নৃপতির মৃতদেহ
উভয় পার্শ্বে সরমা, অম্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণ
সম্মুখে মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি

সরমা। (মন্ত্রীর প্রতি) বাবা, তুমি সুযোগ্য মন্ত্রী, রাজ্যভার তুমিই গ্রহণ করো; আমি রমণী, রাজ্যপরিচালনা তো আমাতে সম্ভব নয়। আমি উদ্বাহের দিন পণ করেছিলাম যে, আমি জীবনে-মরণে মহারাজের সঙ্গিনী। মহারাজ আমায় ছেড়ে যাবেন, তা তো কদাচ হবে না! আমি সহমরণে যাবো, তার উদ্যোগ করো।

অন্যান্য রাণীগণ। দিদি, আমরা তোমার দাসী, আমাদের ছেড়ে যেও না।

মন্ত্রী। হায় হায়! কি কুলগ্নেই মহারাজ মৃগয়াযাত্রা করেছিলেন।

সরমা। বাবা, প্রাতঃকালে হাসি-মুখে বিদায় নিয়ে এলেন, সূর্য্যাস্ত না হ'তে চন্দ্র-মুখে ছায়া পড়লো। হায় হায়, আমাদের মত অভাগিনী কি কেউ জন্মগ্রহণ করেছে! এ জ্বালা কেবল অনলে নির্ব্বাণ হওয়া সম্ভব।

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রিমহাশয়, আর কেন—শবদেহ চিতায় উত্তোলন করুন।

সরমা। বাবা, অপেক্ষা করো, আমি সহ-মৃতা হব।

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রিমশায়, যা হয়, শীঘ্র করুন। দ্বাদশ দণ্ড অতীত হয়েছে, আর শব-দেহ রাখা উচিত নয়। বিলম্ব হ'লে প্রেত আশ্রয় কর্‌তে পারে।

মন্ত্রী। (সরমার প্রতি) মা, দেখুন দেখুন—মহারাজ যেন চক্ষু উন্মীলন কচ্চেন! দেখুন দেখুন—মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি। মা, আপনি মুখে একটু জল দেন তো।

সরমা। মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনি, মা রক্ষা করো!

রাজদেহে শঙ্কর। এ কি—কোথায় আমি—এরা কে?

সরমা। মহারাজ, দেখুন, আমরা আপনার চরণের দাসী।

শঙ্কর। মহামায়ার কি প্রভাব! কি ছিলেম, এ তো আমার স্থান নয়! নিদ্রাবস্থা কি জাগ্রত অবস্থা! (প্রকাশ্যে) তোমরা কে?

সরমা। মহারাজ, চিন্‌তে পাচ্চেন না? আমরা দাসী।

শঙ্কর। হাঁ, সত্য সত্য, আমি কে?

সরমা। মহারাজ, স্থির হন, আপনি মৃগয়ায় ক্লান্ত হয়ে মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিলেন।

শঙ্কর। হুঁ, রাজকায়ে রাজা—চলো গৃহে যাই। জীবের গর্ভবাসের পর স্মৃতি থাকা অসম্ভব। চলো চলো—অহো মহামায়ার কি ভীষণ প্রভাব!

মৃত রাজার প্রেতাত্মার প্রবেশ

কে তুমি? মৃত রাজার প্রেতাত্মা! এ দেহে আর তোমার অধিকার নাই।

সরমা। মহারাজ কি বল্‌ছেন?

শঙ্কর। না, কিছু না। (প্রেতাত্মার প্রতি) দেহের মমতা এখনো পরিত্যাগ করো নি! যাও, দেবদেবের কৃপায় প্রেতদেহ পরিত্যাগ ক'রে দিব্যদেহ ধারণ করো। যত দিন তোমার দেহ ভোগ করি, তত কল্প তুমি স্বর্গভোগ করো!

কি হ'লো—কে আমি? আমি রাজা, এই সকল রাজ্ঞী। এসো—এসো প্রেয়সি, গৃহে যাই চলো।

উপবেশন

সরমা। মহারাজ, স্থির হোন—স্থির হোন।

শঙ্কর। চিন্তা করো না, আমি সবল হয়েছি, এসো প্রিয়ে! (গাত্রোত্থানকরণ)

অম্বালিকা। (জনান্তিকে সরমার প্রতি) দিদি, এ কি কোন প্রেত আশ্রয় করেছে?

শঙ্কর। না না, প্রেত দেহ-মমতা ত্যাগ ক'রে স্বর্গলাভ করেছে।]*

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক*

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখ

জগন্নাথ ও মহামায়া

জগন্নাথ। হাঁরে, তুই কেমন পেত্নীটে বল্? মাগীর হাল্‌টা দেখছিস্? তবু তোর মনে দুঃখু হয় নেই? মর্‌বার আগে এক দিনকে খুদে-দাদাকে লিয়ে আয়।

মহামায়া। সে এখন রাজা হয়েছে, তাকে আন্‌বো কি ক'রে?

জগ। তবে তুই কিসের পেত্নী? তুই যে বল্লি, মায়ের কাছে আসবে?

মহা। সময় হ'লে আসবে।

জগ। তোদের আবার কেমন সময়? মাগী ম'লে এনে কি কর্‌বি?

মহা। আমি থাক্‌তে মর্‌বে কেন?

জগ। তুই থাক্‌তে যদি মরে নি, তবে তুই মলি কিসে?

মহা। আমি তো মরি নি, আমি অনাদি।

জগ। তুই তো ভারি মিছকতুরে, তোর কথায় প্রত্যয় আর থাক্‌বে নি।

মহা। কি ক'রে জান্‌লি—আমি মরেছি?

জগ। জ্যান্ত মানুষ আর কে কোথায় পেত্নী হয়?

মহা। আমি তো পেত্নী নই।

জগ। তোর বাপ পেত্নী।

মহা। আমার তো বাপ নাই।

জগ। না থাকে নেই, আমার কথা একটা শুন্‌বি?

মহা। কি বল?

জগ। খুদে-দাদা কোন্‌খানে আছে, আমায় ব'লে দে।

মহা। সে এখন অমরক রাজা হয়েছে।

জগ। ভূতে চিন্‌তে পারে?

মহা। তা পারে।

জগ। তবে ধর্, আমার ঘাড়টা মুচুড়ে ধ'রে মেরে ফেলে ভূত ক'রে দে।

মহা। কেন—ভূত হয়ে কি কর্‌বি?

জগ। কি করবো, তা তখন তোকে শুনোবো। খুদে-দাদাকে এনে মাগীকে দেখাবো।

মহা। ছিঃ ছিঃ, ভূত হ'তে আছে!

জগ। তা তোর কি বল্ না—আমার যদি এখন সখ হয়। তোর ছিঃ-ছিক্কারে আর কাজ নেই। আমায় ভূত ক'রে দে, মাগীর দুঃখু আর আমি দেখ্‌তে লার্‌চি। আমি খুদে-দাদাকে বাড়ীতে আন্‌বো।

মহা। তোর কথায় সে আসবে কেন?

জগ। এসবে, এসবে,—আমি তার কাছে গিয়ে বল্‌বো, "আমি তোর জগাদাদা, আমার কাঁধে চেপে সেখানে একবার বেড়াবি চল্।" চখোচখি হ'লে সে আমার কথা আর ঠেল্‌তে লার্‌বে। ধর্ ধর্—ঘাড়টা মুচুড়ে ধর।

মহা। জগন্নাথ, তোমার যে প্রেম, তুমি মুক্তাত্মা; তোমার উপর আর আমার অধিকার নাই।

জগ। হ্যাদে, তুই ও সব কি বলিস্ বল্ তো? খুদে-দাদার কাছে শিখিস্ না কি?

মহা। সে না শেখালে আমায় কে শেখাবে বল।

জগ। আচ্ছা, তার মা মাগীর উপর তোর দরদ হয় নি ক্যানে?

মহা। দরদ না হ'লে আমি সেবা কর্‌তে আস্‌বো কেন?

জগ। তোর ছাই দরদ! মাগীর আকারটা দেখ্‌ছিস্? তবু একবার ছেলেটাকে এনে দেখাতে লারলি?

* সময় সংক্ষেপার্থ অভিনয়কালীন এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়।

মহা। কেন আনি না জানো? যে দিন ছেলের সংগে মাগীর দেখা হবে, সে দিন মা'র শরীর থাক্‌বে না।

জগ। না থাকে না থাক্‌বে, বে'চে আর কি কচ্চে, না হয়, একবার চাঁদমুখখানা দেখে মর্‌বে।

মহা। সময় না হ'লে তো আর দেখা হবে না।

জগ। তোরে লার্‌লুম, তোর ছে'দো কথা কে বুঝ্‌বে বল্‌?

বিশিষ্টার প্রবেশ

বিশিষ্টা। মা, তুমি কে? আর আমার সংগে প্রতারণা করো না। তুমি সামান্যা নও, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছ, পরিচয় দিয়ে, কৃতার্থ করো।

মহা। কেন মা, আমি তো তোমায় বলেছি, আমি তোমার মেয়ে।

বিশিষ্টা। না মা, আমায় ভাড়িও না। আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুমি আমার শঙ্করের অর্দ্ধাংগ। আমায় কে স্বপ্নে বলেছে, আমার শঙ্কর আর তুমি ভিন্ন নও। পরিচয় না দাও, আমায় বল—সত্যই কি দেবদেব আমার জঠরে জন্মগ্রহণ করেছেন?

মহা। মা, দেবদেব তো স্বয়ং তোমায় এ কথা বলেছেন।

বিশিষ্টা। তবে কেন মা, আমার পুত্র-জ্ঞানে এ যন্ত্রণা? তবে কেন আমি তার চাঁদমুখ একদণ্ড ভুল্‌তে পারি না? তবে কেন আমি মহামায়ায় আচ্ছন্ন? আমি কত দিনে মুক্ত হব মা! আমি তো দেহ হ'তে পৃথক্‌ হয়েছি, তবে কেন দেহ ছেড়ে যেতে পাচ্ছি না?

মহা। মা, তোমার যে কামনা,—তোমার পুত্রের হাতে অগ্নি নিয়ে, দেহ ভস্ম কর্‌বে।

বিশিষ্টা। সত্যই কি আমার বাসনা পূর্ণ হবে?

মহা। দেবমন্দিরে চল মা, দেবদেব স্বয়ং তোমায় এ কথা বল্‌বেন।

বিশিষ্টা। না মা, তোমার কথাতেই প্রত্যয়; তোমার কথা আর দেবদেবের কথা পৃথক্‌ নয়। তোমার কথাতেই আমার তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। আমি মা মায়ার প্রপঞ্চ বুঝেছি; মায়া কেন বল্‌ছি, তোমার প্রপঞ্চ বুঝেছি, আমার একটি সাধ পূর্ণ করো, আমি তোমায় স্বহস্তে রাঙ্গা জবা দিয়ে সাজাবো। এসো মা, ঘরে এসো।

মহা। তুই পেত্নী পেত্নী করিস্‌, দেখ্‌ছিস—মা কত আদর কচ্ছে!

জগ। না না, যা যা—তুই পেত্নী লস্‌।

[বিশিষ্টা ও মহামায়ার প্রস্থান।

জগ। ওটা কে বটে? খুদে-দাদা কি বে করেছে? না, এ তো ধাড়ী মাগী! তবে এ কে? ওই—ওই—যেন যেন—মনে মনে আঁচ দিচ্চে। মা না বল্লে—মহামায়া? অ্যাঁ! ওই বেটী সব ঘুরোয় না কি? খুদে-দাদা বল্‌তো,—ওই মায়ায় ঘুরপাক খাওয়ায়। যা থাকে বরাতে, পরের মেয়ে মান্‌বো নি, ওকে চেপে ধর্‌বো, বল্‌বো—বল্‌ বেটী তুই কে?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অমরক রাজার অন্তঃপুর-সংলগ্ন উপবন

অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্য

শঙ্কর। নিদ্রাগত অভিভূত-প্রায়—
স্বপ্নাচ্ছন্ন রয়েছি কোথায়?
দিবানিশি কি যেন রয়েছি ভুলে!
সৌদামিনী-ঝলক সমান
হয় কভু আলোকিত প্রাণ,
যেন কোন জ্যোতি-মূর্ত্তি হেরি বিদ্যমান,—
হয় তায় আকুল অন্তর।
আছি যেন আবদ্ধ পিঞ্জরে!
মহাপ্রাণী রয়েছে শরীরে,
কোন্‌ পথে যায় সে বাহিরে,
প্রবেশে বা কোন্‌ পথে!
এ কি! কেবা আমি—
আছি বদ্ধ এই ক্ষুদ্র কায়!
জ্ঞান হয় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে মম স্থান!

সরমা, অম্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণের রঙ্গরস সহকারে প্রবেশ

সরমা। এ কি মহারাজ, এইখানে পালিয়ে এসেছ? তা যাও—আর তোমার সংগে কথা কব না—আমরাও চল্লুম।

শঙ্কর। শুন সুবদনি, হয়ো না মানিনি,
কামকলা-বিহারকুশলা,
মাগি পরিহার, সমযোগ্য যোদ্ধা তব নই।
বিশ্রাম কারণে, এসেছি এ স্থানে,
দীক্ষা পুনঃ করিব গ্রহণ।
পুনঃ কিবা নবরঙ্গ দেখিব রঙ্গিণি!
দেখ দেখ হতেছে স্মরণ—
কোথা—কোথা—এ কি ঘোর আবরণ!

সরমা। (জনান্তিকে) বোন্ তোরা মহারাজকে নিয়ে উপবনে যা। আমি মন্ত্রী-মহাশয়কে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি, মহারাজের বনে মূর্চ্ছাভাব হয়ে, যেরূপ অবস্থা হয়েছিল, এখন মাঝে মাঝে আবার সেই অবস্থা দেখ্‌ছি।

অম্বালিকা। দিদি, দিবারাত্র অন্তঃপুর-বাসে হয় তো মহারাজের মস্তিষ্ক ক্ষীণ হয়েছে। ব'লে কয়ে মহারাজকে রাজকার্য্যে পাঠান যাক্।

সরমা। না দিদি, এর বিশেষ তত্ত্ব আছে! আমরাই পরাজিত, এতে মস্তিষ্ক বিকল কি নিমিত্ত হবে? অবশ্যই এর কোন গুহ্য কারণ আছে। মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ কর্‌বার প্রয়োজন।

শঙ্কর। পর্ব্বত-কন্দরে নিবিড় গহ্বরে—
কই—কোথা—করি অন্বেষণ।

[শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।

অম্বালিকা। এ কি! এ যে কোন যোগীর পূর্ব্বস্মৃতি বোধ হচ্চে!

সরমা। আমারও সেইরূপ অনুমান হয়। যাও, মহা উদ্দীপক সুরা আমার ঘরে আছে, নিয়ে পান করাও।

অম্বালিকা। তাতেই বা কি হল হবে, বুঝ্‌তে পারি না। সুরাপ্রভাবে মহারাজের তো ক্ষণিক চঞ্চলতাও কখন দেখি নাই।

সরমা। যাও যাও, মন্ত্রী আস্‌ছে।

[অম্বালিকার প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। জননী রাজরাণি, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

সরমা। মন্ত্রি, মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করেছেন? যে দিন মহারাজ মূর্চ্ছাগত হন, তার পর হ'তে মহারাজকে কি পূর্ব্ববৎ দেখ্‌ছেন?

মন্ত্রী। মা, আমরা রাজকর্ম্মচারিগণ মিলিত হয়ে গোপনে এই পরামর্শ করেছিলেম। পূর্ব্বে রাজকার্য্যে মহারাজ এরূপ পারদর্শী ছিলেন না, শাস্ত্রালাপে পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজিত। মা, আপনি কিরূপ লক্ষ্য করেছেন?

সরমা। নন ইনি পূর্ব্ব-নৃপবর।
—বিপদ সময়
তাই কহি মন্ত্রিবর লাজ পরিহরি—
যদিচ বিলাসে মগ্ন দিবস-যামিনী,
রঙ্গরস-কৌতুক-কলাপে রত,
কিন্তু কোন আসক্তি হেরিনে কভু।
পূর্ব্বে নৃপবর,
ব্যথিত হতেন চারু কটাক্ষ-প্রহারে।
এবে যেন শিক্ষার কারণ,
শিক্ষাপ্রিয় বালক যেমন,
অবিচল কটাক্ষ-ঈক্ষণ করে।
অঙ্গস্পর্শে নাহি শিহরণ,
পুরুষ-উচিত নাহি আগ্রহ কখন,
মুগ্ধচিত নহে সুরাপানে।
আসক্তিবিহীন,
কামিনীর গর্ব্ব হয় লীন,
শতনারী ঈর্ষ্যাহীন প্রভাবে রাজার।
লয়ে কুলবতী, গোপিনী যুবতী,
শ্রীপতির রাসলীলা বিহারের প্রায়,
নারী সনে বিহার রাজার।
জনে জনে মানি পরাজয়;
ঈর্ষ্যানেত্রে না চায় যুবতী
পরস্পর প্রতি,
পূর্ণ মনোরথ সবে রাজার সেবায়।
কভু নৃপমুখে শুনিয়ে বচন
কাঁপে প্রাণ মম!
যেন কোন পূর্ব্বস্মৃতি হয় উদ্দীপন,
বিমন সতত হেরি!
তেঁই জ্ঞান হয়,
বুঝি যতীশ্বর কোন মহাশয়,
পশি মৃত নৃপতির কায়
ভোগ ইচ্ছা করেন খণ্ডন।

মন্ত্রী। বুদ্ধিমতী সরস্বতী সম তুমি রাণী,
করেছ স্বরূপ অনুমান।
তবে কি উপায়
যোগীবরে আবদ্ধ রাখিতে নৃপদেহে?
হইয়াছে বুঝি বা সময়,

ভোগ অবসানপ্রায়,
ভোগ-অন্তে
প্রবেশিবে নিজদেহে।

সরমা। কর, বৎস, উপায় বিধান,
আত্মহারা মোরা সবে;
নিশিদিন আশঙ্কায় বিকল অন্তর।

মন্ত্রী। মা, আমরা মন্ত্রণা ক'রে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করেছি, যথায় শবদেহ পাবে, তখনই তা দগ্ধ কর্‌বে। প্রতি শবদেহের মূল্য শতমুদ্রা, আর যোগীর শবদেহের মূল্য সহস্র মুদ্রা ঘোষণা করেছি। উপস্থিত এ উপায় ভিন্ন অপর কোন উপায় তো লক্ষিত হচ্চে না।

সরমা। বাবা, এ কার্য্য আমাদের পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল। যেরূপ লক্ষণ দেখ্‌ছি, বহুদিন যে যোগীশ্বর এ দেহে অবস্থান কর্‌বেন, এরূপ সম্ভব নয়। পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হ'লেই যোগিবর নিজদেহ গ্রহণ কর্‌বেন। তৎপর হন, অদ্যই দূত নিযুক্ত করুন।

মন্ত্রী। হ্যাঁ মা, সত্বর হওয়াই কর্ত্তব্য। কয়দিন কয়েকজন যোগিপুরুষ মহারাজের অনুসন্ধান ক'চ্চে, আমি তাদের রাজপুরে আসা নিবারণ ক'রেছি; বোধ হয়, এই যোগিবরেরই তারা শিষ্য, গুরুর সন্ধানে এসেছে, যেরূপ গোরক্ষনাথ মীননাথের অনুসন্ধানে এসেছিলেন।

সরমা। সতর্ক থাকুন, কোনরূপে না রাজদর্শন পায়।

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নগরপ্রান্তে পথিপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষতল

শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ

গণপতির প্রবেশ

শান্তি। দেখ দেখ, আমাদেরই সেই সহাধ্যায়ী গণপতি নয়? ওহে গণপতি—গণপতি—

গণ। (স্বগত) এই মজালে! সেই শান্তে বেটা!

শান্তি। কি হে গণপতি, চিন্‌তে পাচ্ছ না না কি?

গণ। তুমিও চলেছ, আমিও চলেছি, চেনাচেনিতে কাজ কি?

শান্তি। কেমন আছ?

গণ। তোমরা কেমন আছ? বাবা, আমি সাফ্ বুঝে চ'লে এসেছি, কিছু পেলে? না জল তোলা আর পা টেপাই সার!

শান্তি। ভরপুর পেয়েছি, গুরুদেবের সংসারে অভাব কিসের?

গণ। তা তো বটে, অভাব অন্নবস্ত্রের!

শান্তি। তুমি কোথাও কিছু পেলে না কি?

গণ। কোথাও কিছু নেই—বুঝ্‌লে? বুদ্ধির জোরে যে যা ক'রে নিতে পারে।

শান্তি। তোমার তো বুদ্ধি কিছু কম নয়, কিছু বাগালে?

গণ। বাগাবো কি, তেমন বাগমাফিক চেলা পাচ্ছি নে, নইলে এখানে যোগাড় খুব ছিল!

শান্তি। বল না, আমরাই না হয়, তোমার চেলা হচ্চি।

গণ। ভাই, তা যদি হও, তা হ'লে বাপের কাজ করো।

শান্তি। কি যোগাড়টাই বলো?

গণ। দেখ, এ দেশের রাজা বেটা ম'রে গিয়েছে মনে ক'রে চিতেয় চড়াতে যাচ্ছিল, খামকা বেঁচে উঠেছে। এই না—নগরে দিবারাত্র আনন্দ চলেছে। সন্ন্যাসী ফকিরের খুব আদর, রাণীদের কাছে পর্য্যন্ত যেতে পারে! আর খালি ওষুধ খুঁজছে, কিসে রাজাকে বশ কর্‌তে পার্‌বে। রাণীরা প্রায় এক হাজার—পরমা সুন্দরী! ধাপ্পা-ধুপ্প লাগাতে পার্‌লে দুচার বেটী হাতেও লাগতে পারে। তোমরা যদি আমার শিষ্য হয়ে আমায় জাহির করো, তা হ'লে বেশ মজায় সব থাকা যায়। কামিনী চাও—কামিনী, কাঞ্চন চাও কাঞ্চন, সব রকম মজা চলে। আর পরম মান, রাজার মাথায় গিয়ে প্যা দাও।

শান্তি। তা আমরা শিষ্য হব কেন, তুমি কেন আমাদের শিষ্য হও না?

গণ। আরে শোন না, আমি যে তেমন তোমাদের মত মন দিয়ে বুলিগুলো শিখি নি! তাই মনে কচ্ছি, আমি থাক্‌বো মৌনি, তোমরা সব বুলি ঝাড়বে। দুই এক পাই বখরা বেশী চাও, তাও নিও।

শান্তি। রাজার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

গণ। সে যো নাই বাবা! রাজা খালি

অন্দরে রাণীদের নিয়ে আছে, দিনরাত সরাপ চল্‌চে—আমোদ চল্‌চে—গান চল্‌চে।

শান্তি। রাজার সঙ্গে কেউ কি দেখা কর্‌তে পারে না?

গণ। দুএকটা গাইয়ে গুণীকে কখনো ডাকে। সন্ন্যাসী-ফকিরের রাজার কাছে ঘেস্‌বার যো নাই; মন্ত্রী বেটারা খেদিয়ে দেয়। বড় মজার দেশ—বুঝলে, একটা মড়া—একশো একশো টাকায় বিকোয়; সন্ন্যাসী-মুদ্দোরের দাম হাজার টাকা।

শান্তি। মুদ্দোর নিয়ে কি করে?

গণ। কি জানি, বেটা বাপের পিণ্ডি চড়ায়! তিপান্তর মাঠে রাবণের চিতের মত চুলি জ্বল্‌চে, ঝুপঝাপ ক'রে দিনরাত মড়া এনে ফেল্‌চে।

সনন্দনের প্রবেশ

শান্তি। (সনন্দনের নিকটবর্ত্তী হইয়া জনান্তিকে) সনন্দন, গুরুদেব এই স্থানে নিশ্চয় আছেন।

সনন্দন। (জনান্তিকে) আমারও তাই অনুমান হয়। নগর ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌লেম, পুর-বাসীরা দিবারাত্র আনন্দে মগ্ন,—কোথাও রোগ, শোক, দৈন্য নাই। অতি সুব্যবস্থায় রাজ্য পরিচালিত। প্রজাগণ ঈর্ষা-দ্বেষবর্জ্জিত, যেন এক পরিবার হয়ে একত্রে বাস কচ্চে। প্রান্তরে, উপবনে দেখ্‌লেম—সাময়িক শস্য, সাময়িক ফলপুষ্প অপর্য্যাপ্তরূপে ধরণী উৎপাদন করেছেন।

গণ। (স্বগত) কি বলাবলি কচ্চে! (প্রকাশ্যে) কি হে, তোমাদের আচার্য্য এখানে এসেছেন না কি?

সনন্দন। তিনি কামরূপী, সর্ব্বস্থানেই বিরাজমান। (জনান্তিকে শান্তিরামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত কোনরূপে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন।

গণ। ওহে সনন্দন—ওহে সনন্দন! না—পদ্মপাদ না বল্লে বুঝি উত্তর দেবে না?

সনন্দন। না, তুমি পদ্মপাদ বলো নাই, তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌বো না। (জনান্তিকে শান্তিরামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত সাক্ষাতের কিরূপ উপায় হয়, দেখি। বোধ হয়, মহাপুরুষ যে রাজদেহে প্রবেশ করেছেন, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তা অনুমান করেছেন, এই জন্য শবদেহ দাহন কচ্চে। শীঘ্র গুরুদেবের স্বশরীরে না প্রত্যাগমন কর্‌লে বিপদের আশঙ্কা আছে!

[গণপতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গণ। ব্যাটারা কি বলাবলি কর্‌লে, কি দাঁওয়ে ফির্‌চে। এই সেই তান্ত্রিক ব্যাটা, যে ব্যাটা শঙ্করাচার্য্যের তত্ত্ব করে। গুরুজি, গুরুজি, শোনো শোনো—

উগ্রভৈরবের প্রবেশ

উগ্র। কি বল্‌ছ?

গণ। যদি দুটো একটা বিদ্যে ছাড়ো, তুমি যা খুঁজ্‌চ, আমি ব'লে দিই।

উগ্র। আমি কি খুঁজ্‌ছি? কি ব'লে দেবে?

গণ। আরে, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? কাশীতে তোমার সঙ্গে দেখা। আমি শঙ্করা-চার্য্যের শিষ্য ছিলেম, তুমিও তল্পী বইয়ে নিয়েছ। তবে তোমার কাছে ঢং-ঢাংটা শিখে নিয়েছি বটে, তাইতে একরকম চ'লে যাচ্ছে।

উগ্র। না, আমি আর তাঁর অনুসন্ধান করি না।

গণ। বাবা, আমার চেয়েও সাফ্‌ মিথ্যা ঝাড়্‌তে জানো। তা শোনো, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা সব এসেছে, এইখানেই শঙ্করাচার্য্য কোথায় আছে।

উগ্র। আচ্ছা, তুমি আমার নিকটে কি বিদ্যা চাও?

গণ। ঐ ভেল্‌কি বিদ্যা—ধুলোকে সোনা করা শেখাবে?

উগ্র। হ্যাঁ, শেখাবো। তুমি যদি আমি যেরূপ বলি, সেইরূপ ক'রে আমার কার্য্যের সহায়তা করো।

গণ। কি কর্‌তে হবে, বলো?

উগ্র। কিন্তু দেখো, যদি আমার সহিত প্রতারণা করো, কি আমার মন্ত্রণা প্রকাশ করো, তা হ'লে তোমার নিস্তার নাই; স্বয়ং শিবও তোমায় রক্ষা কর্‌তে পারবেন না। আমার শক্তি

দেখো—(ধূলিমুষ্টি লইয়া সম্মুখস্থ বট-বৃক্ষে নিক্ষেপ ও বৃক্ষের জ্বলিয়া উঠা, পুনরায় ধূলি-নিক্ষেপ ও বৃক্ষের পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি)

গণ। তুমি আমার ধরম-বাবা, তুমি যা বল্‌বে আমি তাই শুন্‌বো।

উগ্র। এই পুষ্পটি লয়ে রাণীর কাছে যাও।

গণ। বাবা, দরাজ তো হুকুম দিলে, আমায় ঢুক্‌তে দেবে কেন?

উগ্র। এই তোমার মস্তকে সিন্দূরের টিপ দিচ্চি, কেউ তোমায় নিবারণ কর্‌বে না।

টিপ দেওন

গণ। (স্বগত) বাবা! এ বেটা আচ্ছা বুজরুক তো! বেটার কাছে থাক্‌তে হ'লো! তবে মল-মূত্র ঘাঁটে, মড়া খায়, এতেই বেটার কাছ থেকে স'রে পড়েছিলুম।

উগ্র। কি ভাবছো?

গণ। বাবা, তোমার গোলাম বাবা, তোমায় প্রাণ স'পলুম বাবা। আমি সোনা করা বিদ্যে-টিদ্যে চাই না—ঐ সিন্দুর পড়াটা শিখিয়ে দিও। যেখানে সেখানে যেতে পার্‌লেই, আমি একরকম চালিয়ে নেব। এখন কি কর্‌তে হবে, বল।

উগ্র। রাণীকে এই ফুলটি দাও গে। (পুষ্পপ্রদান) বল,—এই ফুল রাজাকে শুঁক্‌তে দিলে রাজা তাঁর বশীভূত হবেন, আর কয়েকটি রমণী তাঁর নিকট পাঠাবো, তাদের অষ্টপ্রহর যেন রাজার সঙ্গে থাক্‌তে দেন। বলো, তা হ'লে আর রাজ-শরীর ত্যাগ ক'রে যোগী নিজ শরীরে যেতে পার্‌বে না।

গণ। বাবাঠাকুর, ব্যাপারখানা কি?

উগ্র। পরে জান্‌বে; যাও—আজ্ঞামত কার্য্য করো।

[গণপতির প্রস্থান।

নিশ্চয় রাজশরীরে শঙ্করাচার্য্য প্রবেশ করেছেন। রাজাকে বলি দিতে পার্‌লেই যোগিবরকে বলি প্রদান করা হবে, আমি অষ্টসিদ্ধি লাভ কর্‌বো। এখন যাই, অবিদ্যা-শক্তির নায়িকাগণকে আবাহন ক'রে রাজসমীপে প্রেরণ করি। তারা অমাবস্যা পর্য্যন্ত রাজাকে মুগ্ধ ক'রে রাখতে নিশ্চয় পার্‌বে।

[প্রস্থান।

সনন্দন, শান্তিরাম ও শিষ্যগণের প্রবেশ

সনন্দন। ভাই, সর্ব্বনাশ! কোন প্রকারে তো রাজদর্শন পাওয়া গেল না। সন্ন্যাসীর রাজার নিকট যাওয়া একেবারেই নিষেধ। গুরুদেব তো দেখ্‌ছি মহামায়ার প্রভাবে রাজ-শরীরে আবদ্ধ হয়েছেন। এ দিকে তো শবদেহ দাহনের আজ্ঞা প্রচার হয়েছে। কি জানি, যদি কোন সুচতুর দূত গুরুদেবের দেহের সন্ধান পায়,—তা হ'লে তো দেহ দগ্ধ হবে। আমাদের মধ্যে যারা দেহরক্ষার্থে নিযুক্ত আছে, তারা তো রাজশক্তি প্রতিরোধ কর্‌তে পার্‌বে না। বিষম সঙ্কট উপস্থিত। গুরুদেব স্বয়ং না উপায় কর্‌লে তো উপায় দেখ্‌ছিনে। প্রভু, আশ্রিত সন্তানগণের প্রতি বিরূপ হবেন না! প্রভু, স্বয়ং উপায় উদ্ভাবন করুন।

মহামায়ার প্রবেশ

মহা। গীত

পর্‌লে পরে সাধের বাঁধন, খুল্‌লে খোলে না।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কথায় চলে না॥
সোনায় লোহায় ঘ'সে ঘ'সে,
তবে লোহার শেকল খসে,
যত্নে গড়ে সোনার শেকল কিন্‌তে মেলে না॥
সে শেকল শক্ত লোহার,
আঁতে আঁতে বাঁধুনি তার,
হার ব'লে পরেছে গলে, অমনি ফেলে না॥
লোহার শেকল মনে হ'লে,
তখন চায় সে শেকল খোলে,
চেনে, যে চোখ পেয়েছে, চোখ না পেলে, না॥

সনন্দন। দেখ—দেখ ভাই, এ তো সামান্যা রমণী নয়! সঙ্গীতের ভাবে বোধ হয়, যেন সাধন প্রথা সম্পূর্ণভাবে অবগত। সঙ্গীতচ্ছলে আমাদের উপদেশ প্রদান কর্‌লে, যেন—বিদ্যা-মায়ার সংঘর্ষণে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া পরস্পর ধ্বংস না হ'লে জীবের চৈতন্য লাভ হয় না। (মহামায়ার প্রতি) মা, তুমি কে গা?

মহা। তোমাদের মা।

সনন্দন। যদি মা, এ মহাবিপদে আমাদের উপায় করুন।

মহা। তাই তো এসেছি। এ বেশে রাজ-

দর্শন পাবে না; এস, তোমাদের গায়ক ও যন্ত্রী সাজিয়ে দিই।

সনন্দন। মা, আমরা তো যন্ত্র-বিদ্যা ও সঙ্গীত-বিদ্যা কোন বিদ্যাই অবগত নই।

মহা। এসো, আমি তোমাদের শিখিয়ে দেবো।

সনন্দন। (অন্যান্য শিষ্যগণের প্রতি) এসো ভাই।

শান্তি। কি হে, এ উন্মাদিনীর সঙ্গে কোথায় যাবে? আমাদের একদিনে সঙ্গীত-বিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যালাভ হবে না কি? অপর উপায় করা কর্ত্তব্য।

সনন্দন। ভাই, তোমরা প্রত্যক্ষ মহাদেবীকে চিন্‌তে পাচ্চ না? ইনি ব্যতীত উপায় নাই।

শান্তি। তবে চলো। তুমিই আমাদের নেতা, যেরূপ ব'ল্‌বে, তাই কর্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অমরক রাজার বিলাস-গৃহ

সরমা ও অম্বালিকা

সরমা। রাজাকে ফুলটি শুঁক্‌তে দেবো কি না ভাব্‌চি, কি জানি যদি কিছু অনিষ্ট ঘটে। আমার এ সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস হয় না।

অম্বালিকা। ফুল শুঁকে কি আর অনিষ্ট হবে?

সরমা। *[অবশ্য কোন অবিদ্যাশক্তির প্রভাব এই ফুলে আছে। এ সন্ন্যাসী শক্তি-সম্পন্ন, আমার ধারণা হয়েছে; কিন্তু এ শক্তি সংসারের অহিতসাধক। যদি কোন যোগিরাজ মহারাজের শরীরে সত্যই প্রবেশ ক'রে থাকেন, তিনি রাজদেহে অবস্থান করুন, এই আমাদের কামনা; কিন্তু তাঁর কোন অনিষ্ট না ঘটে। যোগীর অনিষ্টসাধনে মহাপাপের সঞ্চয় হয়।

অম্বালিকা। দিদি, যে পথে চলেছ, সেই পথেই চলো। যোগিরাজকে রাজদেহ হ'তে বহির্গত হ'তে দেওয়া কোনরূপেই উচিত নয়। তা হ'লে আমাদের বৈধব্য ঘট্‌বে, রাজ্য ছার-খারে যাবে। যদি উপায় থাকে, কেন না কর্‌বো? তোমার যদি ভয় হয় আমায় দাও, আমি ফুল শোঁকাচ্চি।

সরমা। কিন্তু]* এই যোগীর নিকট কি পণ করেছি জানো? যদি আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয়, মহারাজকে নিয়ে ঘোর শ্মশানে উপস্থিত হ'তে হবে। দাস-দাসী কারেও সঙ্গে নিতে পার্‌বো না।

অম্বা। সে তখন দেখা যাবে।

সরমা। ফুল শোঁকাতে চাও শোঁকাও। কিন্তু বোধ হচ্চে সন্ন্যাসী—কাপালিক। কাপালিকদের রাজবলি, যোগিবলি প্রয়োজন হয়।

অম্বা। না না, তোমার ভাই সকলকেই সন্দেহ। আমরা কেঁদে কেটে ধরেছিলুম, তাই আমাদের প্রতি কৃপা করেছেন।

সরমা। আচ্ছা ভাই, তোমার কথাই শুনি, ফুল শোঁকোবো।

অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ

শঙ্কর। দেখ দেখ স্বপ্নের সংসার,
স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর!
ভোজবাজি প্রায়
এই আছে এই কোথা যায়,
নির্ণয় না হয় কিছু তার!
বুঝ কিবা স্বপ্নের প্রভাব!
স্বপন-গঠিত বহে অনন্ত সময়
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল—অনন্ত এ স্থান,
সমুদয় স্বপ্ন-বিনির্ম্মিত।
ব্যোম সমীরণ স্থল জল চন্দ্রমা তপন,
অনন্ত অনন্ত বিশ্ব স্বপনে সৃজিত।
ঘোর স্বপ্ন—
স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন বুদ্ধি—স্বপন সকলি!
সত্য কিবা কে জানে সন্ধান!
কেবা জ্ঞানবান্
সত্য তত্ত্ব করিবে প্রচার;
কেমনে এ স্বপ্নঘোর হবে বিদলিত!

সরমা। মহারাজ, দেখুন, কেমন সুন্দর ফুল—
কেমন সুন্দর আঘ্রাণ!

শঙ্কর। (ফুল লইয়া আঘ্রাণপূর্ব্বক) কে বলে স্বপ্ন—এই তো, এই তো সব বিদ্যমান—এই তো সুন্দর সংসার!

সরমা। মহারাজ, ফুলটি সুন্দর নয়?

শঙ্কর। ফুল নহে সুন্দর সুন্দরি—

তব করস্পর্শে সুন্দর কুসুম,
তোমার অধর-রাগে রঞ্জিত প্রসুন,
সৌরভ—পরশি তব কর,
সৌন্দর্য্য গঠিত তব কায়।
এসো প্রিয়ে বিলম্ব না সয়,
অধর-সুধার আশে তৃষিত এ প্রাণ,
শিরায় অনল খেলে কটাক্ষে তোমার,
আলিঙ্গনে কর সুশীতল।
আন সুরা—আন সুরা—জ্বলুক অনল,
ভোগতৃষা-হলাহল হউক্ প্রবল,
ভোগমাত্র সার বস্তু মানব-জীবনে।

নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি

মরি মরি! বামাকণ্ঠ-বিনিঃসৃত কি সুন্দর গান!
অনিলে মিশিল যেন!
সঙ্গীতনিপুণা কেবা সহচরী তব?
বিমুগ্ধকারিণীগণে আন সন্নিধানে।

অম্বালিকা। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া সরমার প্রতি জনান্তিকে) দিদি, বোধ হয়, সন্ন্যাসী যাদের গান কর্‌তে পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন, তারা আস্‌চে। (উগ্রভৈরব-প্রেরিত অবিদ্যা-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

নৃত্য-গীত

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, বইছে মলয়-বায়।
সোহাগে গাইছে পাখী, চকোর উধাও ধায়॥
অবশে এলোকেশে, অরুণ-আঁখি চায় আবেশে,
কাঁচলী পড়ে খ'সে, কাতর পিপাসায়।
ভরা লাবণ্য-জলে, তরঙ্গ রঙ্গে চলে,
হিল্লোলে কমল দোলে, উথ্‌লে মধু যায়॥

শঙ্কর। মাত প্রাণ, কর পান আনন্দলহরী,
গাও গাও, সুরাপাত্র দেহ বিধুমুখি!
তোল তান—মত্ত কর প্রাণ—
বয়ে যাক বিলাস-নির্ঝর।

বিদ্যাসঙ্গিনীগণ সহ মহামায়া ও যন্ত্রহস্তে সনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের প্রবেশ

গীত

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয়
তদিদং ভ্রাতঃ॥
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশ সুবিদিত্বা॥
নলিনীদলগতজলমতিতরলং,
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥
যাবজ্জননং তাবন্মরণং,
তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ,
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥
দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ,
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি
ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥
সুরবরমন্দিরতরুমূলবাসঃ,
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ,
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥
অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ,
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকর-রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি
কোঽপি ন লগ্নঃ॥

শঙ্কর। এ কি এ কি, ঘোর আবরণ!
সত্য বোধ অনিত্য স্বপনে!
কি ঘোর ছলনে—
রয়েছি আবদ্ধ এই স্থানে!
বিশ্বব্যাপী আত্মা বদ্ধ এই ক্ষুদ্র দেহে!

অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের গীত

রমণী রমণকুশলা।
করে সুধা পেয়ালা-ভরা নয়ন-বিলোলা,
শিহরে আবেশভরে সুরত-বিহ্বলা॥

শঙ্কর। যাও যাও—
নাহি আর মাধুরী এ গীতে,
জ্ঞানারুণে বিকসিত চিত-শতদল;
বিদূরিত অবিদ্যা-আঁধার।
আর বদ্ধ রাখিতে নারিবে।

দেহ হ'তে পৃথক্ তো আমি।
কিন্তু কোথা পথ?
কোন্ পথে হব বহির্গত?

অবিদ্যাসঙ্গিনীগণ। মহারাণি, মহারাণি,—এদের তাড়িয়ে দেন, নইলে সর্ব্বনাশ হবে।

মহামায়া। (অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের প্রতি)
এসো, মেশো আমার শরীরে,
আর কার নাহি অধিকার।
কাল গত, সুদিন আগত,
নাহি রবে মায়ার প্রভাব আর।
এসো বিদ্যারূপে হই পরিণত;
ত্যজি স্থান নাহি যথা অধিকার।

[বিদ্যা ও অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের পরস্পর মিলিত হইয়া মহামায়ার সহিত প্রস্থান।

শঙ্কর। সত্য সত্য, এই তো নেহারি—
মন নিজ স্থান পরিহরি
ভ্রমে গুহ্য-লিঙ্গ-নাভিস্থলে,
কামপূর্ণ স্থান,—পাশবীয় ইচ্ছার প্রসূতি!
এই কলুষিত স্থানে ভ্রমে সদা মন!
সামান্য মক্ষিকা যথা পুরীষ-প্রয়াসী,
সেইরূপ নিম্ন-পদ্মদলে ভ্রমে মন,
জড়প্রায় নাহি কোন জ্ঞান।
হৃৎপদ্ম—যথা ব্রহ্মজ্যোতি দীপ্তিমান্—
বারেক না উঠিবারে চায়!
উঠ মন! তুমি মধুমক্ষিকার প্রায়,
হৃৎপদ্মে বসি হের
ঊর্দ্ধে পদ্ম কণ্ঠমাঝে রাজিত ষোড়শদলে!
শুন শুন ব্রহ্মগাথা হইতেছে গান,
অন্য শব্দ স্তব্ধ সমুদয়!
উঠ উচ্চতর—ভ্রূ-দ্বয়-মাঝে,
নেহার দ্বিদল পদ্ম দামিনী-গঠিত যেন,
জ্যোতির্ম্ময় স্থান।
হও স্থির! হের মন—
কিবা ব্যবধান
তুমি আর সহস্রার পদ্মমাঝে।
কর ষট্পদ্ম ভেদ,
ব্রহ্মরন্ধ্রে হের মুক্তিপথ
ব্রহ্মরন্ধ্রে পথ—ব্রহ্মরন্ধ্রে পথ।
চল পদ্মপাদ—

[ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের অমরকরাজদেহ পরিত্যাগকরণ এবং শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের প্রস্থান।

অম্বা। সর্ব্বনাশ হ'লো, সর্ব্বনাশ হ'লো! কে আছ, রাজবৈদ্যকে সংবাদ দাও।

সরমা। কারে সংবাদ দেবে? যোগিরাজ রাজদেহ পরিত্যাগ করেছেন। এসো, আমরা প্রস্তুত হই, চিতানলে বৈধব্য-যন্ত্রণা নিবারণ কর্বো। চলো, রাজদেহ তুলসীমঞ্চে লয়ে যাই।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

মণ্ডন মিশ্রের বাটী

মণ্ডন মিশ্র

মণ্ডন। এতদিন এক স্রোতে বহিত সময়,
অন্তরের দ্বন্দ্ব মম না ছিল কখন;
এবে সন্ধিস্থলে উপনীত জীবন-প্রবাহ।
*[অজানিত বিস্তৃত সম্মুখে পন্থাদ্বয়,—
একদিকে টানে বাসনায়,
অন্যদিকে বৈরাগ্যের আকর্ষণ।
আকর্ষণে ছিন্ন হয় বাসনা-বন্ধন,
কিন্তু বাজে বেদনা হৃদয়ে।
সত্য জ্ঞান করিতাম যাহা,
সুশোভিত সুন্দর সংসার,
বিবেক দেখায় তাহা প্রপঞ্চ কেবল!
মহা দ্বন্দ্ব—হয় তাহে আকুলিত মন।
সত্যমূর্ত্তি হেরি হয় ভয়ের সঞ্চার।
প্রপঞ্চ সকলি!
জ্ঞানালোক-ঝলকে ব্যথিত হয় প্রাণ!
সত্য মূর্ত্তি মনোহর বিবেক-নয়নে,
বাসনা-জড়িত চিত করে বিচলিত!]*

উভয়ভারতীর প্রবেশ

উভয়। কি মিশ্রমশায়, আমায় ছেড়ে যেতে চান—যাবেন, তার আর ভাবনা কি? কিন্তু আচার্য্য আমায় না পরাজিত কর্লে আমি ছেড়ে দেব না। আমার সহিত মাসান্তে বিচার কর্বেন বলেছিলেন। কিন্তু কই, একমাসের অধিক তো অতীত হয়েছে। তবে আর কেন, এসো—যেমন ছিলুম, তেমনি থাকি।

মণ্ডন। আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু যেমন ছিলুম, তেমন আর থাক্বার উপায় নাই। ইচ্ছা হয়, আবার বিশ্বাস করি—সকলই সত্য, কিন্তু উপায় নাই। যখন স্থির চিন্তায় বসি, আচার্য্য স্মরণ ক'রে চিন্তাপ্রবাহ যে কোথায় যায়, তা

নির্ণয় কর্‌তে আমি অক্ষম। আনন্দময় অসীম সাগরের আভাস যেন চক্ষে নিপতিত হয়! মনে হয়, স্বর্গাদি তুচ্ছ কামনা লয়ে কি প্রকারে এত-দিন কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেম! ভেবেছিলেম, কর্ম্মই সর্ব্বস্ব, কিন্তু কেন—কিসের কর্ম্ম—আমার কর্ম্ম কি? কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আবার তোমার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাই, তুমি আমার নয়ন-পথে পতিত হও, তখনি বাসনা বলে—“কেন, এই তো ভোগের সংসার, ভোগই মোক্ষ, অপর মোক্ষ কি?”

উভয়। অমন গম্ভীর হয়ে কথাবার্ত্তা কইলে আমি কিন্তু তোমার কাছে থাক্‌বো না। হায় রে, কি ভয়ই দেখালুম! আমি চ'লে গেলে তো তুমি বাঁচো।

মণ্ডন। তোমার আজ এ কৌতুক-কলাপ কি নিমিত্ত? দেখ্‌ছি, তোমার চিত্ত অতি প্রফুল্ল; বোধ হয়, আমার প্রতি দোষ দিয়ে, তুমি ইচ্ছা করেই চ'লে যেতে চাচ্ছো।

উভয়। কোথায় চ'লে যাব? আমার যাওয়া ইচ্ছা? এতদিন বিচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা আর থাক্‌বে না।

মণ্ডন। তোমার কথার ভাব ত আমার অনুভূত হচ্ছে না। তোমার মুখে কদাচ অসঙ্গত কথা নির্গত হবে না। তুমি এই মৃত্যুর আগার সংসারে বল্‌ছ—চিরদিন অবিচ্ছেদে থাক্‌বো? যদি বিচ্ছেদ না হয়, সে তো কেবল মরণাবধি।

উভয়। জীবন-মরণ আমাদের তো নাই; আমরা পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ, সে বন্ধন মৃত্যুতে ছিঁড়্‌তে পার্‌বে না। আজ এই অনিত্য বন্ধনমুক্ত হয়ে সেই চির-বন্ধনে পরস্পরে এক হয়ে থাক্‌বো।

*[মণ্ডন। উভয়ভারতি—উভয়ভারতি, তুমি কি আমায় ছেড়ে যাবে?

উভয়। দিন দিন তুমি ত ভারি পণ্ডিত হচ্ছ? অবিচ্ছেদের নাম বুঝি ছেড়ে যাবে? তুমি মনে কচ্ছ, বুঝি সন্ন্যাস নিয়ে আমায় ছেড়ে পালাবে? তা ছাড়্‌বো না—পালাতে পার্‌বে না। আর পালাবেই বা কোথায়? তোমার আচার্য্য আর আমার সঙ্গে বিচার কর্‌তে আস্‌বে না। আমার অতি কঠিন শাস্ত্রের তর্ক, এ প'ড়ে শেখে না, ঠেকে শেখে।]* মিশ্র, মিশ্র—শুভক্ষণ উপস্থিত, এই যে তোমার আচার্য্য।

শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ

বাবা, আমি পরাস্ত।

শঙ্কর। মা, তবে বর দেন যে, যত দিন আমার ভাষ্য প্রচলিত থাক্‌বে, তত দিন আপনি আমার মঠরক্ষিণী হবেন। মা বিদ্যারূপিণি, তুমি না সংসারে বিদ্যমান থাক্‌লে আমার ভাষ্য পৃথিবীতে লুপ্ত হবে।

উভয়। বৎস, তোমার কার্য্যে আমি সহায়

মণ্ডন। উভয়ভারতি, উভয়ভারতি—তুমি মাত্র, তোমার ইচ্ছা কদাচ অপূর্ণ থাক্‌বে না। কে? এত দিন তোমায় চিনি নাই। এত দিন তুমি পরিচয় দাও নি! পরিচয় দাও—তুমি কে? কি ভাগ্যে আমার গৃহিণী হয়েছিলে?

উভয়। শোনো মিশ্র, ব্রহ্মলোকে সপ্তর্ষি বেদপাঠ কচ্ছিল, আমি চতুর্ম্মুখের পার্শ্বে ছিলেম। ঋষিমুখে বেদবাক্য স্খলিত হওয়ায় আমি হাস্য করি। সে নিমিত্ত সপ্তর্ষি লজ্জিত হন। চতুর্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হয়ে আমায় অভিশাপ প্রদান করেন যে, মানবী হয়ে ধরণীতলে অবতীর্ণ হও। অভিশাপে আমার আনন্দ হ'লো।

মণ্ডন। এ দারুণ অভিশাপে আনন্দ?

উভয়। শোনো মিশ্র, কি নিমিত্ত ঋষি-জিহ্বায় বেদবাক্য স্খলিত হয়েছিল। ধরায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার হওয়ায় যাগযজ্ঞ ধরণীতে লুপ্ত হয়। সেই জন্য দেবতারাও মলিন হয়, চতুর্ব্বেদও মলিন আবরণে আবৃত হয়। সেই আবরণ উদ্ঘাটিত হবে, বিমল অদ্বৈত-পন্থা সূর্য্যের ন্যায় মোহ-তম নাশ কর্‌বে, আমি উপস্থিত থেকে সেই নররূপী শঙ্কর দর্শন কর্‌বো। দেবদেবের নরলীলা কল্পে কল্পে কদাচ হয়; সেই লীলা দর্শন কর্‌বো—এই আমার আনন্দ হয়েছিল। এক্ষণে নররূপী শঙ্করের নিকট পরাজিত হয়ে বিধিবাক্যে আমি অভিশাপমুক্তা। এই মূর্ত্তিতে তোমার সহিত এই শেষ দেখা; কিন্তু জেনো, আমরা অবিচ্ছেদ। আমি কে জেনেছ, গুরুর প্রসাদে অচিরে উপলব্ধি কর্‌বে—তুমি কে।

[উভয়ভারতীর অন্তর্দ্ধান।

মণ্ডন। কোথায় গেল?

শঙ্কর। দিব্যচক্ষে দর্শন করো, দেখ দেখ, ওই মা শ্বেতশতদলবাসিনী—শ্বেত পদ্মাসনে বিরাজিতা। তুমি মণ্ডন নাম পরিত্যাগ ক'রে আজ হ'তে সুরেশ্বর নামে খ্যাত হও। মোহ-মালিন্য দূর ক'রে চলো—মহাকার্য্যে গমন করি।

পট-পরিবর্ত্তন

কমলবনে সরস্বতী

কলাবিদ্যাগণের গীত

কবি-রবি-ছবি নখরে ঠিকরে।
রাগ-রঙ্গ গুঞ্জরে করে,
মোহ নাশি বেদহাসি অধরে॥
ধ্যানগঠিত শ্বেত-মূরতি,
দিব্যাম্বরা শ্বেত-জ্যোতি,
ভূষণসিত জ্ঞানভাতি সহস্রারে বিহরে॥
শ্বেতাঙ্গিনী ভারতী, শ্বেত-সরোজে আরতি,
আলোকিত ভ্রান্তি-রাতি, শ্বেত কিরণনিকরে॥

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক*

পল্লী-প্রান্তস্থ পথ

ক্রীড়ারত বালকগণ

১ বালক। বুড়ী হবে কে? তুই বুড়ী হ।

২ বালক। বাঃ, মজা দেখ না? আমি খেল্‌বো না, বুড়ী হয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বো?

৩ বালক। ওরে ওরে—ঐ হাবা আস্‌ছে, ওকে বুড়ী করি আয়।

১ বালক। না, না—ও ইচ্ছে হয় বস্‌বে, নইলে উঠে কোথা চ'লে যাবে।

২ বালক। আচ্ছা ভাই, ও অমন কেন? একদিন খেল্‌তে চায় না।

১ বালক। তবে আর হাবা কি? ওর মা খাবার দিয়েছে, আমি কত দিন ওর হাত থেকে কেড়ে খেয়েছি, কিছু বলে না।

২ বালক। তুমি ভাই ওকে বড় মারো।

১ বালক। কিছু বলে না, তাই হাতের সুখ করি।

২ বালক। না ভাই, ওকে মেরো-টেরো না।

৩ বালক। দেখ্, ওকে ঘোড়া কর্‌বি?

২ বালক। না, না—কেন বামুনের পিঠে চাপ্‌বো?

১ বালক। ওরে আয় না, আয় না—ও কাঁধে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াবে এখন।

৩ বালক। না ভাই, এখন তুমি চোর হয়েছ, খেলা দাও।

খাবার হস্তে হাবার প্রবেশ ও চুপ করিয়া এক স্থানে উপবেশন

এই হাবা এসে বসেছে।

১ বালক। (অন্যান্য বালকের প্রতি) ওরে, খাবার নিয়ে এসেছে, খাই আয়।

২ বালক। কেন ওর খাবার কেড়ে খাবি?

৩ বালক। তোর ইচ্ছা না হয়, তুই খাস্ নি। (হাবার হস্ত হইতে খাবার লইয়া দ্বিতীয় বালক ব্যতীত সকলের আহার) হাবা বুড়ী হোক্, নাও চোখ বোজো, চোর হও।

১ বালক। এই হাবা, চো'খ টিপে ধর না, কিসের বুড়ী হলি? ধর না চোখ টিপে,—(মাথায় চড় মারিয়া) এটা পারিস্ নে?

২ বালক। কেন ওকে মার্‌চিস্? নে খেল্।

বালকগণের ক্রীড়া ও গীত

হয়েছে—টু দিয়েছি, লুকোবো না, ছোঁ দেখি?
তাড়া দাও, তা হবে না,
চোর হয়েছ—চালাকি?
ছাই জানিস্ লুকোচুরি;
ছুঁবি? তোর মুরোদ ভারি,
এক ছুটে ছোঁব বুড়ী, ভাঙ্‌বো তোর জারী,
সাত চাঁদ গায়ে দেব, ঝাড়্‌বো মাথায় চক্‌মকি।

৩য় বালকের ছুটিয়া আসিয়া প্রথমে হাবা [বুড়ী] কে স্পর্শকরণ এবং তৎপশ্চাৎ ১ম বালকের ৩য় বালককে স্পর্শকরণ

১ বালক। আমি তোকে ছুঁয়েছি, তুই চোর হয়েছিস্।

*সময় সংক্ষেপার্থে অভিনয়কালীন এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়।

৩ বালক। আমি বুড়ী ছুঁলে. তার পর তুই আমায় ছুঁয়েছিস্।

১ বালক। মিছে কথা বলিস্ নে, আমি আগে ছুঁয়েছি।

৩ বালক। তুই মিছে কথা বলিস্ নি. আমি আগে বুড়ী ছুঁয়েছি।

১ বালক। আচ্ছা, বুড়ী বলুক। হাবা, বল্ তো—আমি আগে ছুঁই নেই? আমি আগে ছুঁয়েছি. তার পর ও তোকে ছুঁয়েছে। বল্ না—বল্ না বেটা (প্রহারকরণ)

২। বালক। কেন ওকে মারিস্—কেন ওকে মারিস্?

১ বালক। ওরে, ওর মা আসছে—পালাই চল্—

[বালকগণের পলায়ন।

প্রভাকর ও তৎপত্নীর প্রবেশ

প্রভাকর-পত্নী। দেখ দেখি, ব'সে ব'সে মা'র খাচ্চে। খাবার হাতে দিলে বেরিয়ে আসে. আর ছেলেগুলো কেড়ে নেয়। তুমি তো ছেলে-গুলোকে কিছু বল্‌বে না! মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেয়, খাবারগুলো কেড়ে খায়।

প্রভাকর। আমি কিছু বলি নি. যদি এতেও চৈতন্য হয়। এদের সঙ্গে খেল্‌তে ইচ্ছে হয়, কি রাগ হয়.—তা হলেও বুঝ্‌বো যে. জ্ঞানসঞ্চার হচ্চে।

প্রভাকর-পত্নী। আর তোমার মার খেয়ে জ্ঞানে কাজ নেই। পোড়ারমুখো ছেলেরা!—আমি আর বাছাকে বেরুতে দেবো না।

জনৈক প্রতিবাসীর প্রবেশ

প্রতি। ওহে প্রভাকর—প্রভাকর, এই দিক্ দিয়েই মহাপুরুষ যাবেন। তুমি একেবারে পায়ে ধ'রে পড়—আর ছেলেটাকে পায়ে ফেলে দাও। ক্ষমতার কথা বল্‌বো কি হে, আমি স্বচক্ষে দেখলুম, মরা ছেলেটা বাঁচিয়ে দিলে!

প্রভাকর-পত্নী। হ্যাঁ জ্যাঠা,—সত্যি?

প্রতি। হ্যাঁগো, মরা ছেলে কোলে ক'রে মা মাগী কাঁদ্‌চে, তাদের ভাগ্যক্রমে সেই স্থান দিয়ে মহাপুরুষ যাচ্চেন;—দেখে দয়া হ্‌লো, বল্লেন, 'কাঁদ্‌চো কেন, তোমার পুত্র ত মরে নাই।' অমনি মৃতপুত্র যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠলো!

প্রভাকর। আমার প্রতি কি দয়া হবে?

প্রতি। অবশ্যই হবে. উনি দয়ার সাগর।

শঙ্করাচার্য্য এবং সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ

শঙ্কর। সুরেশ্বর, এ কোন্ দেশ? যেন কোন মহাপুরুষের আবাসস্থল বোধ হচ্ছে। দেখ দেখ;—মাধব-মালতী পরস্পর আলিঙ্গিত ও পুষ্পিত, যেন শান্তিদেবী বিরাজ কচ্চেন; প্রান্তর শস্যশালিনী. পাখীরা অসঙ্কুচিতচিত্তে মনুষ্যের নিকট বিহার ক'রে গান কচ্চে, যেন হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিত স্থান। হেথায় নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ অবস্থান কচ্চেন।

প্রতি। (প্রভাকরের প্রতি জনান্তিকে) নাও, নাও—পায়ে ধরো।

প্রভাকর। (হাবার হস্ত ধরিয়া) নে, প্রণাম কর। (শঙ্করাচার্য্যের পদপ্রান্তে রক্ষা করিয়া) প্রভু! কৃপা করুন,—বহুদিন অপুত্রক ছিলেম. শেষ অবস্থায় এই পুত্রসন্তান লাভ হয়: কিন্তু পুত্রপ্রাপ্তে আমার ও আমার ব্রাহ্মণীর যন্ত্রণা শতগুণে বর্দ্ধিত। পুত্রের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর. কিন্তু অদ্যাবধি একটি বাক্য নিঃসরণ করে নাই, দিবারাত্র অন্যমন। ভোজ্যবস্তু মুখে দিলে কখনো আহার করে. পরিধেয় বস্ত্র সর্ব্ব-সময়ে কটিদেশে থাকে না, শুচি-অশুচি জ্ঞান নাই. যজ্ঞোপবীত দেহ হ'তে প'ড়ে যায়, তার প্রতি লক্ষ্য নাই। সমবয়স্কের সহিত কখন ক্রীড়া করে না, কোন দুষ্ট বালক যদি কখনো প্রহার বা অন্যরূপ পীড়ন করে, তাতে কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করে না। মানবের আকার-মাত্র, কিন্তু জড়ের ন্যায় অজ্ঞান। প্রভু, আপনার কৃপায় মৃতবালক জীবন পেয়েছে,—আমার এই জড়বালকের উপায় করুন। দেখুন—কাষ্ঠবৎ আপনার পদতলে পতিত রয়েছে. যে অবস্থায় রাখুন, সেই অবস্থায় থাকে।

শঙ্কর। আপনি জড় বল্‌ছেন, কিন্তু আপনি আমায় প্রণাম কর্‌তে বল্‌লেন, তা তো বুঝলে?

প্রভাকর। কিছুই বোঝে নাই। আমি

আপনার পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করলেম, সেই অবস্থাতেই পতিত রয়েছে। প্রভু, আপনি মস্তকে পদার্পণ করুন।

শঙ্কর। বালক, তুমি কে? কেনই বা এই জড়ের ন্যায় অবস্থান কচ্চ? (হাবার মস্তকে ধীরে ধীরে হস্তার্পণ)।

হাবা। নাহং মনুষ্যো নচ দেবযক্ষৌ,
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো,
ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ।

শঙ্কর। (প্রভাকরের প্রতি) শুন দ্বিজবর, বালক কি আত্মপরিচয় দিচ্চে।

হাবা। তপন-কিরণে যথা ভুবন প্রকাশ,
সেইরূপ মনশ্চক্ষু ইন্দ্রিয়াদি যত
ক্রিয়াবান্ যাহার প্রভাবে,
আকাশের তুল্য শুদ্ধ নিরঞ্জন যেই—
নিত্যজ্ঞানস্বরূপ সে শুদ্ধ-আত্মা আমি। ১
বহ্নির উষ্ণতা যথা বহ্নির স্বরূপ,
নিত্যজ্ঞান স্বরূপ যাহার,
জড়মতি প্রকৃতি যে বিরাট্ আশ্রয়ে
সচঞ্চলা কার্য্যে পরিণতা,
অদ্বিতীয় নিত্যজ্ঞান-স্বরূপ অহম্। ২
বদনের প্রতিবিম্ব দর্পণে যেমন
বদন হইতে নহে পৃথক্ কখন,
বুদ্ধিরূপ মুকুরে বিম্বিত আত্মা তথা
জীব-ভাব করিয়ে কল্পনা,
ভিন্ন ভাবে আপনার পরমাত্মা হ'তে—
সেই নিত্য বোধরূপ পরমাত্মা আমি। ৩
প্রতিবিম্ব নাহি রহে মুকুর বিহনে,
সেইরূপ আত্মবুদ্ধি হইলে বিলীন,
পরমাত্মা বিম্বিত যাহাতে,
অখণ্ড অসঙ্গ আত্মা রহে বিদ্যমান,
সেই পরমাত্মা মম আত্ম-পরিচয়। ৪
মনের যে মন, যিনি চক্ষুর নয়ন,
ইন্দ্রিয় যাহারে নাহি পায় দরশন,
আমি সেই মুক্তজ্ঞান আত্মার স্বরূপ। ৫
বহু জলপাত্রে যথা তপন বিম্বিত,
অদ্বিতীয় নির্ম্মম সে চিৎ স্বপ্রকাশ—
নানা ঘটে নানারূপে হয় বিদ্যমান,
আমি সেই নিত্যজ্ঞান আত্মার স্বরূপ। ৬
এক সূর্য্য যথা রূপ-প্রকাশ কারণ,
বহু চক্ষু হেরে তাহা তাহার প্রভায়,
সেইরূপ এক বহু বুদ্ধিতে প্রকাশ,
বহু জ্ঞানে বহু বুদ্ধি এক বস্তু হেরে,
বহুভাবে বিম্বিত সে নিত্য আত্মা আমি। ৭
মেঘাচ্ছন্ন হেরি দিবাকর,
প্রভাহীন রবি জ্ঞান করে মূঢ়জন,
সেইরূপ চিৎ বস্তু মায়া-আবরণে
বদ্ধ জ্ঞান করে আপনায়,
সেই নিত্য চিৎরূপ স্বরূপ আমার। ৮
জগতে সমস্ত বস্তু যাহাতে প্রকাশ,
অণু হ'তে বৃহতের আধারস্বরূপ,
স্বচ্ছরূপ বস্তুগত আকাশ যেমন—
সেই নিত্য জ্ঞানরূপ স্বরূপ আমার। ৯
কৃপাপ্রার্থী তব প্রভু, আশ্রিত তোমার,
হে গুরু, হে বিকার-বিহীন মহাত্মন্,
স্ফটিকের পার্শ্বে রক্তজবা সংস্থাপনে
আরক্ত স্ফটিক হয় জ্ঞান,
চন্দ্র-প্রতিবিম্ব যথা চঞ্চল সলিলে
বহু চন্দ্র হয় অনুমান,
পরমাত্মা পরমপুরুষ তুমি দেব,
তেমতি এ বহুভাবে মায়ায় প্রকট,
কৃপা কর নিরাশ্রয় জনে।

শঙ্কর। হে বালক, তুমি জীবন্মুক্ত পুরুষ, করগত আমলকীফলের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব তোমার হস্তগত। তুমি হস্তামলক নামে জগতে বিখ্যাত হও। তুমি বহুজন্ম তপস্যার ফলে সংস্কার-বর্জ্জিত। তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান করো। (প্রভাকরের প্রতি) পণ্ডিতবর, প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেন—আপনার পুত্র জড় নয়। আপনি গৃহী; এ অসঙ্গ পুত্রে আপনার প্রয়োজন নাই। এ পুত্রসন্তান আমায় দান করুন।

প্রভাকর-পত্নী। না—না, আমার যেমন জড় ছেলে ছিল, সেই জড় ছেলে থাকুক, আমার ব্রহ্মজ্ঞানী ছেলে চাই না। আমি এ সন্তান তোমায় দেবো না,—আমার বাছা জড় হয়ে আমার ঘরে থাকুক।

শঙ্কর। মা, কারে পুত্র বল্‌ছ? স্মরণ করো, তুমি তোমার শিশু পুত্র লয়ে যমুনায় স্নান কর্‌তে গিয়েছিলে; যমুনায় পতিত হয়ে তোমার শিশুর প্রাণবায়ু নির্গত হয়। এই সাধু তোমার রোদনে দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে তোমার শিশুর শরীরে প্রবেশ করেছেন। তুমি ভেবেছিলে,

তোমার পুত্র মুর্চ্ছাপন্ন হয়েছিল—তা নয়, তুমি এই মহাপুরুষকে গৃহে লয়ে এসেছ। পাছে সংস্কার স্পর্শ করে, সেই নিমিত্ত জড়ের ন্যায় ইনি অবস্থান কর্‌তেন। এই সাধুর প্রভাবে এ প্রদেশ শান্তিপূর্ণ। মা, তোমার গৃহে নারায়ণ আছেন, পুত্রভাবে তাঁর সেবা করো, যশোদার ন্যায় নারায়ণ-পুত্র লাভ কর্‌বে।

প্রভা। ব্রাহ্মণি, এসো—গৃহীর আবাসে যোগীর প্রয়োজন নাই। পুত্রজ্ঞানে এত দিন যে এই ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষের সেবা কর্‌বার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছি, সে আমাদের পরম ভাগ্যফলে। পুত্রের মমতা এই যোগিবরের পদে অর্পণ করো।

প্রভা-পত্নী। যতীশ্বর, এ দেহে মহাপুরুষ থাকুন আর যেই থাকুন, আমি এত দিন পুত্র-জ্ঞানে পালন করেছি। পুত্রস্নেহ যে কি কঠিন বন্ধন, আপনি যতি, আপনি কি জান্‌বেন? আমি অতি অভাগিনী!

শঙ্কর। না দেবি, তুমি সুভাগিনী, মুক্তাত্মার সেবা করেছ,—অচিরে মায়ারাজ্য পরিত্যাগ ক'রে প্রেমরাজ্যে নারায়ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হবে।

প্রভা। যতীশ্বর, আপনার বস্তু আপনি গ্রহণ করুন, কিন্তু সংসার আমার অন্ধকার জ্ঞান হচ্চে। প্রণাম। (পত্নীর প্রতি) এসো, গৃহে যাই, নারায়ণকে মনোবেদনা জানাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রতিবাসী। প্রভু, আমায় পদধূলি প্রদান করুন। আমার জীবন সফল হোক্। ব্রাহ্মণকুলে আমি একজন জ্ঞানহীন মূঢ় ব্যক্তি।

শঙ্করাচার্য্যের পদস্পর্শ করিয়া প্রণামকরণ

শঙ্কর। দেবদেবের প্রসাদে অচিরে দিব্য-জ্ঞান লাভ কর্‌বে।

প্রতি। প্রভু, আজ আমার পরম ভাগ্য, যতীশ্বরের দর্শন, স্পর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভ কর্‌লেম। [প্রতিবাসীর প্রস্থান।

শঙ্কর। এসো হস্তামলক, তোমার কার্য্য অবসান হয়েছে। আমাদের এখনো বহুকার্য্য অসমাপ্ত। (আনন্দগিরির প্রতি) আনন্দগিরি, তুমি ধন্য, তোমার ভাষ্য জনসমাজে পূজ্য ও হিতকর হবে। সনন্দন, চিৎসুখ, তোমাদের ভাষ্যপাঠেও আমি পরম তৃপ্তিলাভ করেছি।

সনন্দন। প্রভু, আমি অপরাধী, আপনি সুরেশ্বরকে যখন ভাষ্য-রচনার আদেশ প্রদান করেন, আমরা বিরূপ হয়েছিলেম, বিশেষতঃ আমি। যে ব্যক্তি সংসারে লিপ্ত ছিলেন, কর্ম্মকাণ্ড যাঁর জীবন ছিল, তিনি বিমল অদ্বৈতভাষ্যের টীকা কিরূপে কর্‌বেন? সে ভ্রম আমার খণ্ডন হয়েছে।

শঙ্কর। সুরেশ্বর, প্রারব্ধ বলবান্। প্রারব্ধে তুমি অপর দেহ ধারণ ক'রে বাচস্পতি মিশ্ররূপে তোমার কার্য্য সমাপ্ত কর্‌বে। তখন আমার ভাষ্যের টীকা পূর্ণ হবে। সুরেশ্বর, তুমি কোন আভাস পেয়েছ কি, তুমি কে?

মণ্ডন। আমি আপনার দাস, অপর আভাসে আমার প্রয়োজন নাই।

শঙ্কর। আমি তোমায় পদ্মযোনিরূপে দর্শন করেছি। দেবী সরস্বতী তোমার গৃহে আবদ্ধ ছিলেন,—এখনো তোমার সঙ্গিনী, নচেৎ এরূপ টীকা সামান্য শক্তিতে প্রস্তুত হয় না। (হস্তামলকের প্রতি) হস্তামলক, তোমার তো কথাই নেই, তুমি সংসারাশ্রমে যেরূপ ছিলে, এ আশ্রমেও সেইরূপ। তা তোমায় কোন ভাষ্য-রচনার আদেশ ক'রে তোমার আনন্দের বিঘ্ন কর্‌বো না, তুমি নিয়ত ব্রহ্মানন্দেই অবস্থান করো।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতোপরি কাপালিকের আশ্রমের নিকটবর্ত্তী বন

শঙ্করাচার্য্য

শঙ্কর। এ কোন্ স্থান? প্রকৃতি যেন কোন পৈশাচিক শক্তিতে আচ্ছন্ন। তরুলতা মলিন, বিহঙ্গ রবহীন,—যেন অশান্তির আবাসস্থান।

শান্তিরামের প্রবেশ

শান্তি। প্রভু, আজ আপনাকে ছাড়্‌বো না, আমার সকলের সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লজ্জা করে, সবাই হাস্‌বে আর বল্‌বে, এটা এত আহাম্মুখ! আজ এক্‌লা পেয়েছি, ছাড়্‌বো না। আমার বড় গোল বেধে গিয়েছে, আমি মেধাহীন—আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না।

শঙ্কর। কি বাপু, কি বুঝতে পারো না?

শান্তি। এই প্রভু বলেন,—অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ এক ব্রহ্মই বিদ্যমান—আর সকলই মায়া। আর দেবদেবী, নোড়া-নুড়ি যা যেখানে দেখেন, অমনি ছন্দে-বন্দে স্তব রচনা করেন। গঙ্গা, নর্ম্মদা প্রভৃতি যে যেখানে নদী আছে, এমন কি, ডোবা নালা বাদ যায় না, তার স্তব আওড়ান,—সকলকেই তো মুক্তিদাতা বলেন। কিন্তু বৈষ্ণব এলে তাকেও থ ক'রে দিচ্ছেন। শৈব এলেও তাই,—যেখানে যে উপাসক আছে, খুঁজে খুঁজে গিয়ে তো তাদের পরাস্ত করেন। এর কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা অঠিক, আমি বুঝবো, বলুন?

শঙ্কর। যত দিন দেহবুদ্ধি রহে,
পূজা, স্তব, যাগযজ্ঞ অতি প্রয়োজন।
মুক্ত-আত্মা প্রভৃতি রহেন পূজারত
যত দিন দেহবুদ্ধি রয়।
সমাধি ব্যতীত নহে দেহবুদ্ধি লয়।
এই হেতু মুক্ত-আত্মাগণে
নিয়ত রহেন দেবদেবী-পূজারত।
মুমুক্ষু যে জন, দেবদেবী করিয়ে সাধন
মুক্তিপথে হয় অগ্রসর:
উপাস্য বস্তুতে তাহে জন্মে প্রিয় জ্ঞান,
ধ্যানমুগ্ধ অহর্নিশি রহে,
ইষ্ট-মূর্ত্তি হেরে সে হৃদয়ে।
ক্রমে দিব্য জ্ঞানোদয়ে
উপাস্য সহিত হেরে অভেদ আপনি:
দেবদেবী উপাসনা তেঁই প্রয়োজন!

শান্তি। প্রভু, আপনার কথা ভারি গোলমেলে, যদি এ সব প্রয়োজন, তবে দেশ-বিদেশ ঘুরে তর্ক করেন কেন?

শঙ্কর। হীনবুদ্ধি নরে, বিদ্যা-দম্ভভরে
হীনজ্ঞান করে মূঢ় ভিন্ন সাধকেরে।
অহঙ্কারে ভাবে ভ্রান্ত অন্য সম্প্রদায়,
সত্য উপলব্ধি মাত্র কেবল তাহার।

শান্তি। আর আপনিও তো তাই বলেন, বলেন—অদ্বৈতবাদই সত্য, আর সব ঠিক নয়। যে যা বল্‌তে আসে, অমনি মুখ থাবড়ে দিয়ে তো তার মত উল্টে দেন।

শঙ্কর। দিব্যজ্ঞানে ভাবে মনে যেই ভাগ্যবান্‌,
ইষ্ট তার জগতের ইষ্টের স্বরূপ
নিত্যানন্দময় বিভু ব্যাপ্ত চরাচরে,
ইষ্ট যাঁর প্রিয় নিজ সম,
তর্কে রহি বিরত সে মহাজন সনে।
অস্তি ভাতি, প্রিয়—এই মহাবাক্যত্রয়
করিতে স্থাপন, মম তর্ক প্রয়োজন,
ইহার অধিক নাহি শাস্ত্রশিক্ষা আর।
সেই প্রিয় বৈষ্ণবের স্বামীর সমান,
পত্নীজ্ঞানে শাক্ত ভজে তাঁরে,
প্রকৃতি প্রভেদ—প্রিয় যে সম্বন্ধ যার,
যেরূপ সম্বন্ধ করে ঈশ্বরের সনে।

শান্তি। ও যান,—আপনার ছেঁদো কথার ভেতর আমি সেঁদোতে পারবো না। আমায় ব'লে দিন—মন পর্য্যন্ত তো বুঝতে পারি, তার পর আমার স্ব-স্বরূপ আবার কি?

শঙ্কর। মন পর্য্যন্ত তো জানো? কার মন বল দেখি?

শান্তি। বড় সোজা কথাটি জিজ্ঞাসা কল্লেন কি না! তা জান্‌লে আপনাকে বিরক্ত কর্‌তেম কি না, আমিই আচার্য্য ব'নে যেতেম। আপনি মরা মানুষ বাঁচান, বোবা কথা কওয়ান, আমায় একটু বুদ্ধি দিয়ে দিন, যাতে একটু বুঝতে পারি।

শঙ্কর। বৎস, সাধন প্রয়োজন—সাধন করো—সমস্ত বুঝবে।

শান্তি। যা কর্‌তে হয়—সে আপনি করুন। সাধন ক'রে তো মন বশ কর্‌তে বলেন? সে আমার কর্ম্ম নয়। সে সব পদ্মপাদ প্রভৃতিকে বলুন। আমি চোখ বুজে মন স্থির কর্‌তে নির্জ্জনে বসলেই, মন বেটা বরং সোজায় ছিল ভাল, চোখ বুজ্‌লেই, অমনি সৃষ্টি-সংসার ঘুর্‌তে চল্‌লো। এ মন নিয়ে—কি সাধন কর্‌বো বলুন? আমি একটা সোজা-সুজি বুঝেছি, আমার মিষ্টিও লাগে,—

"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ
পূজামূলং গুরোঃ পদম্‌।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং
মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥"

এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার কর্‌লেম, যা কর্‌বার—কর্‌বেন।

শঙ্কর। বৎস, সার তত্ত্ব তোমার উপলব্ধি হয়েছে, বহু সাধনফলে এ ধারণা জন্মে। ব্রহ্মজ্ঞান তোমার করগত।

মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ

শান্তি। মশায়, আপনি মাঝে মাঝে ফাঁকিও চালান। কা'ল সকালে যদি ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, কা'ল আবার আপনার সঙ্গে পেড়াপীড়ি কর্‌বো। এই ব'লে রাখ্‌লেম!

শঙ্কর। দেখ, এ অতি কুৎসিত স্থান। এ স্থানে আশ্রম করা উচিত নয়। পদ্মপাদ প্রভৃতিকে ডাকো, আমরা অদ্যই এ স্থান পরিত্যাগ কর্‌বো।

[শান্তিরামের প্রস্থান।

উগ্রভৈরবের প্রবেশ

কে আপনি?

উগ্র। আমি আপনার চরণাশ্রিত—ভিক্ষা-প্রার্থী।

শঙ্কর। কি, আজ্ঞা করুন?

উগ্র। আমি আত্মোন্নতির ইচ্ছা করি।

শঙ্কর। আমার উপদেশ-গ্রহণে ইচ্ছুক কি?

উগ্র। না, আমার অন্য পন্থা, অদ্বৈত-পন্থা নয়। আমি শক্তির প্রয়াসী, সিদ্ধাই-অর্জ্জন আমার কামনা।

শঙ্কর। তবে কি নিমিত্ত এ স্থানে আগত?

উগ্র। আপনার দ্বারা সেই সিদ্ধাই লাভ কর্‌বো।

শঙ্কর। কিরূপ, প্রকাশ করুন।

উগ্র। আমি বহুদিন ভৈরবের উপাসনার পর, তিনি প্রসন্ন হয়ে আমায় আজ্ঞা দেন যে, যদি কোন রাজা বা নির্ম্মলাত্মা সাধুর মস্তক হোমে আহুতি প্রদান কর্‌তে পারিস্, তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, অষ্টসিদ্ধি লাভ কর্‌বি।

শঙ্কর। মহাশয়, যদি অদ্বৈতপন্থা অবলম্বন করেন, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি ক্ষুদ্র শক্তি পদদলিত ক'রে আনন্দধামে উপনীত হবেন।

উগ্র। না, আমার সামান্যই প্রয়াস—আমার অষ্টসিদ্ধিই বাসনা। আমার ভিক্ষা, আপনি আমার বাসনা পূর্ণ করুন।

শঙ্কর। আমি কিরূপে আপনার বাসনা পূর্ণ কর্‌বো?

উগ্র। যদি আমার উপকারার্থে ইচ্ছা করেন, অনায়াসেই পারেন। আপনি সর্ব্বদাই প্রচার ক'রে থাকেন, এ অনিত্য শরীর পরকার্য্যে নিযুক্ত ক'রে রাখাই কর্ত্তব্য। আমি আপনার সেই বাক্যের পরীক্ষা কর্চ্ছি। যদি পরকার্য্যার্থে শরীর ধারণ ক'রে থাকেন, আমি যদ্দ্বারা ইষ্ট-লাভ করি, দেহের দ্বারা সেই কার্য্য করুন।

শঙ্কর। আমায় কি কর্‌তে বলেন?

উগ্র। নিবেদন করেছি, এক নির্ম্মল সাধুর মস্তক আহুতি দেওয়া আমার প্রয়োজন। আমি সমস্ত স্থান অন্বেষণ ক'রে পবিত্র সাধু কোথাও দেখ্‌লেম না। বৌদ্ধ তান্ত্রিক অনেক আছেন, কিন্তু তাঁদের চিত্ত আমার ন্যায়ই সমল। অতএব আপনি আপনার মস্তক ভিক্ষা দিন। প্রভু, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত নাই, পর-কার্য্যে দধীচি আপনার অস্থি প্রদান করেছিলেন। আমায় মস্তক প্রদান ক'রে জগতে দধীচির ন্যায় যশস্বী হউন।

শঙ্কর। উত্তম। আমি এ ভঙ্গুর দেহ তোমার কার্য্যে প্রদান কর্‌বো। যথার্থ বলেছ—পরকার্য্যে দেহ-অর্পণ মানবের উচ্চ কর্ত্তব্য। কিন্তু নির্জ্জন কোন স্থান ব্যতীত আমার শিষ্যেরা তোমার কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন কর্‌বে।

উগ্র। আসুন—আসুন প্রভু, এখন আপনার শিষ্যেরা উপস্থিত নাই,—আমার আশ্রমে আসুন —সে অতি নির্জ্জন।

[উভয়ের প্রস্থান।

গণপতির প্রবেশ

গণ। কি কর্‌বো, কোথায় যাবো! পথ চিন্‌তে পাচ্চি না, কেন এ দুরন্ত কাপালিকের কাছে এসেছিলুম! আমায় নরবলি দেয় তো নিস্তার পাই। হায় হায়—ইচ্ছা ক'রে আপনার সর্ব্বনাশ করেছি।

সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, হস্তামলক, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ

সনন্দন। কই—গুরুদেব কোথায় গেলেন?

গণ। পদ্মপাদ,—পদ্মপাদ,—রক্ষা করো!

সনন্দন। কি গণপতি,—কি হয়েছে?

গণ। উগ্রভৈরব নামে এক ঘোর কাপা-লিকের হাতে প'ড়ে আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।

সনন্দন। কেন—কি হয়েছে?

গণ। দেখ, শত শত কুৎসিত কর্ম্ম আমায় কর্‌তে হয়,—সতীকে ভুলিয়ে আন্‌তে হয়,

কোথায় কোন্ চণ্ডাল আছে, অনুসন্ধান ক'রে তাকে ভুলিয়ে আন্তে হয়। যদি না করি— মারে, খেতে দেয় না। পালাতে পারি না,— পালাতে গেলে—কি যাদু করেছে, পালাতে গেলে পথ ভুলে যাই। সমস্ত দিন ঘুরে ফিরে ফের ওর আস্তানায় এসে পড়্তে হয়। যে দিন পালাবার চেষ্টা করি, সে দিন আর যন্ত্রণার শেষ থাকে না। যে সব যুবতী স্ত্রীলোক কুকার্য্যের নিমিত্ত এনেছে, আর এমন কি—যারা জানে যে, তাদের বলি দেবার জন্যে এনেছে, মেয়েই হউক, পুরুষই হউক, যে খর্পরে পড়েছে, পালাতে পারে না। ভাই, তোরা আমায় রক্ষা কর্।

সনন্দন। সে কাপালিক কোথায় থাকে?

গণ। এখানেই থাকে। কিন্তু সে কোন্ স্থান—আমি চিন্তে পারি না। আমি কোথায় রয়েছি, আমি বুঝতে পাচ্ছি নে।

সনন্দন। তোমার কোন চিন্তা নাই, গুরুদেবের শরণাপন্ন হও, আমাদের সঙ্গে এসো।

গণ। শোন শোন;—আচার্য্য এখানে আস্বেন, তাই এই পর্ব্বতে কাপালিক এসেছে। সে গুরুদেবকে খোঁজে, ওঁরে বলি দিতে চায়। উনি কোন্ রাজশরীরে যখন ছিলেন, তখন থেকে বলি দেবার জন্যে ঘুরচে। ভাই, তোরা পায়ের ধুলো দে।

সকলের পদধূলি গ্রহণ

তোরা কি জানিস্। এ কথা আর কেউকে বল্তে গেলে কে যেন আমায় গলা টিপে ধর্তো, কিন্তু তোদের তো বল্তে পার্লুম। আমি গুরুদেবের কাছে অপরাধী, তোরা ব'লে কয়ে আমার অপরাধ মাপ কর্তে বলিস্। (চমকিত হইয়া) এই যে আমার ভূত নেবে গিয়েছে, এই যে আমি পথ চিন্তে পাচ্চি? ও ভাই—ও ভাই—তোরা পায়ের ধুলো দে, আমায় আর পায়ে ঠেলিস্ নি, আমায় তোদের সঙ্গে রেখে দে! (পুনরায় সকলের পদধূলি গ্রহণ)

সনন্দন। এসো, তিনি দয়ার সাগর, তোমায় মার্জ্জনা কর্বেন।

গণ। ও ভাই, ও ভাই—আজ কি তিথি, অমাবস্যা কি? হাঁ, আজ অমাবস্যা,—আজ গুরুদেবকে বলি দেবার চেষ্টা পাবে।

সনন্দন। তুমি কি বল্ছো?

শান্তি। ভাই, আমার বড় আশঙ্কা হচ্চে, যখন তোমাদের ডাক্তে যাই, একজন তান্ত্রিক —জবার মালা গলায়, কপালে রক্তচন্দন লেপন করেছে; বোধ হলো, আশ্রমের দিকেই আস্ছে। গুরুদেব কি তাঁরই সঙ্গে গেলেন? তিনি দয়াময়, যে যা প্রার্থনা করে, তারই প্রার্থনা রক্ষা করেন।

সনন্দন। অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ! চলো— কোথায় কাপালিকের আশ্রম দেখাবে।

গণ। এসো—এসো।

সনন্দন। চলো, সেই পাষণ্ডই গুরুদেবকে স্তবস্তুতি ক'রে কার্য্যোদ্ধার কর্বে। উনি পরকার্য্যে মস্তক দিতেও প্রস্তুত হবেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উগ্রভৈরবের আশ্রম

শঙ্করাচার্য্য ও উগ্রভৈরব

শঙ্কর। তুমি প্রস্তুত হও, আমি তোমায় মস্তক দেবার জন্য ধ্যানস্থ হচ্চি।

উগ্র। আমি প্রস্তুত, কেবল খড়্গপূজা ক'রে খড়্গ গ্রহণ করি।

[খড়্গ আনয়নার্থে গমন।

শঙ্কর। মেদিনীতে মৃত্তিকা মিশাও,
মিল জলে সলিল দেহের,
অনিলে অনিল, তেজ সহ তেজ,
ঘট নাশে ঘটাকাশ আকাশে মিশাও।

সমাধিস্থ হওন

খড়্গ লইয়া উগ্রভৈরবের পুনঃপ্রবেশ

উগ্র। এইবার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, এইবার অষ্টসিদ্ধি লাভ কর্বো। এ কল্পান্তে— ইচ্ছা হয়, অপর কল্প পর্য্যন্ত জীবিত থাক্বো। কেবল ভোগ—কেবল ভোগ! ভোগ অপেক্ষা মোক্ষ কি সুখ! বহু কঠোর করেছি, এইবার কেবল ভোগ। ব্রহ্মাণ্ডের সুস্বাদ বস্তু

উপভোগ, ব্রহ্মাণ্ডের সুন্দরী রমণীর সেবা-গ্রহণ, ইচ্ছায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ, ইচ্ছায় মূর্ত্তি ধারণ। (শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া) নিশ্চল হয়ে রয়েছে, এইবার কার্য্যোদ্ধার। জয় ভৈরবজি!

খড়্গোত্তোলন

দ্রুতবেগে সনন্দনের প্রবেশ

সনন্দন। আরে দুরাচার পাষণ্ড নররূপী দৈত্য!—

গর্জ্জন করিয়া সনন্দনের নৃসিংহমূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া কাপালিককে বিদীর্ণকরণ

মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, শান্তিরাম, হস্তামলক ও গণপতির প্রবেশ

মণ্ডন। এ কি! গুরুদেব কি নৃসিংহ-দেবকে আবাহন করেছেন! গুরুদেবের কৃপায় আমরা সকলে কৃতার্থ।

শঙ্কর। (নৃসিংহদেবের স্তব)

নিম্নকায় নর, কেশরী ঊর্দ্ধে,
প্রকট ভীম তনু অসুর-বিরুদ্ধে,
নমস্তে নৃসিংহদেব।
হিরণ্যকশিপু-নিপাত নখরে
শত্রুরূপ বিভু তারিতে নফরে,
মুক্তি-প্রদায়ক এব।
অনাদি এক সৃষ্টিপ্রারম্ভে,
প্রহ্লাদ-বচনে সম্ভব স্তম্ভে,
ভক্তাধীন নমস্তে!
নরক-নিবারণ, দুষ্কৃতি-হরণ,
ভীত-নিরাশ্রয়-সঙ্কট-শরণ,
চরণ বর্গপ্রদ হস্তে!
গর্জ্জন-স্তম্ভিত অসুরপ্রমাদে,
গর্ব্ব নিপাতিত ভীষণ নাদে,
দুর্জ্জন কম্পিত দাপে।
দয়া-পয়োধি, নিধি-সম্পদদাতা,
রাতুল পদ ভব-অর্ণব-ত্রাতা,
দীনতারণ তাপে।
সৃষ্টিস্থিতিলয়-বিধানকারী
ভক্ত-হৃদাসন নিয়ত বিহারী,
রাধিত সুরনর-নাগে।
শঙ্কা-সঙ্কুল-ত্রিভুবন শ্রীপতি,
উথলিত প্রলয়—সংবর মুরতি,
দীনাশ্রিত জন মাগে।

নৃসিংহদেবের অন্তর্দ্ধান

মণ্ডন। প্রভু, দেখুন, দেখুন—সংজ্ঞাহীন পদ্মপাদ দণ্ডায়মান।

শঙ্কর। পদ্মপাদ — পদ্মপাদ, প্রকৃতিস্থ হও, শান্তি—শান্তি!

সনন্দন। প্রভু, আমি কোথায়? এই যে সেই দুষ্ট কাপালিক! একে কে নিধন কর্‌লে? গুরুদেব—গুরুদেব!—তিনি কোথায় গেলেন —তিনি কোথায় গেলেন?

শঙ্কর। বৎস, কার অনুসন্ধান কচ্চ— নৃসিংহদেবের? তিনি যার হৃদয়বাসী, আমার শত্রু নষ্ট ক'রে তার হৃদয়েই প্রবেশ করেছেন।

মণ্ডন। তুমি কোথায় ছিলে?

সনন্দন। ভাই, আমি গুরুদেবের বিপদ্ জেনে নৃসিংহদেবকে স্মরণ করেছিলেম, তার পর আর আমার কিছু স্মরণ নাই।

শঙ্কর। পদ্মপাদ, সাধারণ ব্যক্তির পদ-রক্ষার জন্য গঙ্গাবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না। তোমার সাধনবলে রক্ষাকর্ত্তা নারায়ণ—নৃসিংহ-রূপে আমায় রক্ষা করেছেন।

গণ। (সাষ্টাঙ্গ হইয়া) প্রভু, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

মণ্ডন। প্রভু, এই গণপতির দ্বারা আমরা কাপালিকের সংবাদ পেলেম।

শঙ্কর। আমি অবগত আছি। শুন গণ-পতি, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ তুমি জান না, এই জন্য আমায় কত ক্লেশ দিয়েছ, তা তুমি অনুভব কর্‌তে পার নাই। তুমি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলে, সন্দিহান হয়ে আমার স্থান ত্যাগ করো। তুমি ত্যাগ করেছিলে, কিন্তু নিয়তই আমার অন্ত-রাত্মা তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার সহিত অবস্থান করেছে, এতে আমার কিরূপ আনন্দ জানো? যেরূপ কোন সংসারী ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দেশ একমাত্র পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌লে তার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়, আমারও সেইরূপ। পাপ-পন্থা কিরূপ ভীষণ, দেখেছ, সকলের নিকট সেই ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে জীবের কল্যাণসাধন করো।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক*

কাপালিকগুরু ক্রকচের আশ্রম

ক্রকচ, কামকলা ও কাপালিকগণ

ক্রকচ। কে এ শঙ্কর! শুনলেম, আমার প্রিয় শিষ্য উগ্রভৈরব কাপালিককে বধ করেছে! যথায় যায়, তথায় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করে। আমার দূত সংবাদ এনেছে যে, কাপালিক-বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হয়ে রাজা সুধন্বা সসৈন্যে সজ্জিত। আমাদের ক্রিয়া-বলে সশিষ্য শঙ্কর ও সসৈন্যে রাজা সুধন্বার বধ-সাধন করা সত্বর আবশ্যক।

কামকলা। তোমরা সকলেই বুদ্ধিহীন, একেবারে ভয়ে অভিভূত। সশিষ্য শঙ্করকে বধ কি নিমিত্ত কর্‌বে? আমাদের মতাবলম্বী করা যাক্, তা হ'লে সমস্ত ভারতবর্ষ আমাদের নিকট অবনতমস্তক হবে।

১ কাপা। তুমি কি মনে করেছ, শঙ্কর সামান্য ব্যক্তি, তুমি কটাক্ষে অভিভূত কর্‌বে?

কামকলা। কেন, শঙ্কর তো মনুষ্য, স্বয়ং শঙ্কর বিচলিত হয়েছিলেন। আমায় পরীক্ষা কর্‌তে দাও। শুনেছিলেম, অঙ্গনা-সম্ভোগের নিমিত্ত শঙ্কর পরদেহে প্রবেশ করেছিল, এ আস্বাদ যে পেয়েছে, তারে বশ করা অতি সহজ। আমি প্রতিশ্রুত হচ্চি, তারে বশীভূত কর্‌বো।

ক্রকচ। যাও, পারো উত্তম।

[কামকলার প্রস্থান।

আমাদের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। যথায় যে জৈন ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক,—বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি পঞ্চোপাসকরূপে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কচ্ছে, তাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেছি। তারা সব সুসজ্জিত হয়ে আস্‌ছে। আমরাও সুসজ্জিত হয়ে অগ্রসর হই, মায়ানদী প্রস্তুত ক'রে রাজা সুধন্বার গতিরোধ করি। পরে ভৈরবদেবকে পূজায় সন্তুষ্ট ক'রে, তাঁর মারণ-শক্তিতে সমস্ত নষ্ট কর্‌বো। এসো—আমরা অগ্রসর হই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কামকলার প্রবেশ

কামকলা। ক্রকচ, তুমি জ্ঞানহীন! আমার দাসত্ব ক'রেও রমণীর কটাক্ষ-প্রভাব বোঝো নাই। তুমি কাপালিক, মন্ত্রই জানো, রমণীর মন্ত্র অবগত নও। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কে কোথায় শরীরধারী, যে নারীর কটাক্ষে না বিদ্ধ হয়! শঙ্কর তো পরকায়ে রমণীর আস্বাদ পেয়েছে। সে আমার হাবভাবে, অঙ্গসঞ্চালন দর্শনে, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুক্কুরের ন্যায় অনুগামী হবে। আরে পুরুষ! নারীর নিকট তোদের দম্ভ কিসের? বুঝি আস্‌ছে, আমি সঙ্গিনী-বেষ্টিতা হয়ে, মাধুরীজাল বিস্তার কর্‌বো। দেখি—যোগী-মীন আবদ্ধ হয় কি না!†

[প্রস্থান।

শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ

শঙ্কর। বহু কার্য্য এখনো সম্মুখে।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসক, ন্যায়,
বৈশেষিক দর্শন প্রভৃতি
হীনজ্যোতি বেদান্ত-তপন-অভ্যুদয়ে।
পরাজিত পঞ্চ উপাসক,
আছিল নির্ম্মলচিত্ত যে পন্থী যথায়,
করিয়াছে শিষ্যত্ব গ্রহণ,
প্রধান সকলে রত বেদান্ত-প্রচারে।
একমাত্র অজিত কুটিল কাপালিক।
বৌদ্ধগণ প্রচ্ছন্ন হইয়ে
অদ্যাবধি নানাভাবে আছে নানা স্থানে।
স্বার্থপর পাষণ্ড সকলে
মানব-অহিত কার্য্যে নিযুক্ত নিয়ত।
সে সবার বিনাশ ব্যতীত,
শান্তি নাহি হইবে স্থাপিত।
গৃহস্থিত বহ্নি যথা দগ্ধ করে গৃহ,
সেইমত সে সবার সিদ্ধিশক্তি যত,
বিনাশিবে পৈশাচিক চমূ।

* সময় সংক্ষেপার্থে অভিনয়কালীন এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়।

† সময় সংক্ষেপার্থে পূর্ব্বদৃশ্য অভিনয়ে পরিত্যক্ত হওয়ায়, কামকলার এই অংশটুকু তৎপরিবর্ত্তে বসিয়াছে।

সঙ্গিনীগণ সহ কামকলার পুনঃপ্রবেশ

গীত

না হেরে মাধুরী যে নারীর অধরে।
ছি ছি সখি, মিছে আঁখি তার কিসের তরে॥
করে না নারীর আদর,
এত তার কিসের কদর,
কিসের এত গুমর নিয়ে থাকে লো সে গুমরে॥
তার কাছে যেতে কে চায়,
যেতে যে বাধে লো পায়,
তার গায়ের হাওয়া কি সয় গায়?—
প্রেমরসে যার প্রাণ রসে না,
শুকিয়েছে প্রাণ জোর ক'রে॥

কামকলা। আহা, মরি মরি! তোমার পূর্ণ-যৌবন, যুবতীসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে নিঃসঙ্গ কেন ব'সে আছ? তুমি পণ্ডিত, শিক্ষাই করেছ, তর্কে পণ্ডিতকে নিরাশ কর্‌তে পারো। কিন্তু খণ্ডানন্দ বিনা যে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না, তা কি তুমি জান না? আমরা যুবতী, পরস্পর ঈর্ষ্যাবর্জ্জিত। তোমার সেবার জন্য এসেছি। তুমি ভোগের জন্য পরদেহে প্রবেশ করেছিলে। রাজরাণীরা অশিক্ষিতা অঙ্গনা, তাদের সহিত কি আনন্দ পাবে? আমাদের সেবায় নর-শরীরে নিত্যানন্দের আভাস প্রাপ্ত হবে।

শঙ্কর। স্বাগত জননি,—
এসো এসো অবিদ্যারূপিণি,
মায়াশক্তি স্বরূপিণি—
মহাকার্য্যে হও মা সহায়।
করো সংহারিণী প্রভাব বিস্তার,
অনাচারে নাশ' অনাচার,
বিদ্যারূপে বিহর সংসারে,
এসো কুৎসিতারূপিণি,
দুর্জ্জনের শাস্তিবিধায়িনি,
দুর্ম্মতি কাপালীগণে করহ বিনাশ।
রূপ পরিহর—নিজ রূপ ধর,
কুৎসিতা, বিনাশ করো কুৎসিত প্রকৃতি,
হও নিজ সংহার-কারণ।

কমণ্ডলু হইতে বারিনিক্ষেপ

কামকলা। দেহে অগ্নিবর্ষণ হচ্চে, দোহাই শঙ্কর—দোহাই শঙ্কর! রক্ষা করো! আমরা প্রতিজ্ঞা কচ্চি, তোমার শত্রুবিনাশে সহায় হব।

শঙ্কর। যাও মা, যাও, দুষ্কৃতগণের ধ্বংস-বিধান করো।

কামকলা। শঙ্কর, আজ হ'তে আমি তোমার দাসী, আমি যোগিনী আরাধনায় যোগিনীশক্তি লাভ করেছিলাম, তোমার কমণ্ডলুর বারিস্পর্শে আমি শক্তিহীনা। আজ হ'তে তোমার দাসী। তুমি সতর্ক হও। এই যে ঘোরতর দুর্য্যোগ দেখ্‌ছ,—এ কাপালিকমায়া-প্রভাবে। তুমি শিবশক্তি প্রকাশ ব্যতীত এই উগ্র-মায়া নিবারণ কর্‌তে পার্‌বে না। এখনি শত সহস্র বজ্রপাত হবে, সসৈন্য রাজা সুধন্বা ও সশিষ্য তুমি বজ্রাগ্নিতে ধ্বংস হবে।

শঙ্কর। আমি জগন্মাতার আশ্রিত, সামান্য কাপালিকশক্তি আমার অনিষ্টসাধন কর্‌বে না। আপনি যান. যদি আমার সাহায্য কর্‌বার ইচ্ছা করেন. কাপালিকগণের ভৈরব-পূজার ব্যাঘাত করুন।

*[কামকলা। কিরূপে কর্‌বো — আজ্ঞা দাও।

শঙ্কর। ক্রকচ যখন ভৈরব-পূজায় নিযুক্ত হবে. তুমি মোহিনীরূপে তার সম্মুখীন হয়ে মনশ্চাঞ্চল্য উৎপাদন কর্‌বে। তা হ'লেই ভৈরব রুষ্ট হবেন।]*

কামকলা। বাবা, আমাদের উপায় করো।

শঙ্কর। দেবদেবের কার্য্যে সহায়তা করো, দেবকার্য্যের সহায়স্বরূপ কৈলাসে যোগিনী-রূপে বাস কর্‌বে। চিরদিন কপট ব্যক্তির ধ্বংসের কারণ হবে।

[প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান।

সনন্দনের প্রবেশ

সনন্দন। প্রভু, সম্মুখে সহসা বিপুল নদী-স্রোত প্রবাহিত, রাজা সুধন্বা আপনার সাহায্যে যে সকল সৈন্য প্রেরণ করেছেন, তারা অগ্রসর হয়ে কাপালিক-প্রদেশে প্রবেশ কর্‌তে পারে নাই। আর যেরূপ ঘোর দুর্য্যোগ উপস্থিত, তাতে তো বিষম অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

শঙ্কর। চিন্তা দূর করো, রাজাকে সসৈন্য আমার পশ্চাতে আস্‌তে বলো, এ মায়ানদী অনায়াসেই আমরা পার হয়ে যাবো।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক*

মন্দির-প্রাঙ্গণমধ্যস্থিত হোমকুণ্ড

পূজারত ক্রকচ

ক্রকচ। হে প্রভু, হে রুদ্রমূর্ত্তি বিকট ভৈরব, আবির্ভাব হয়ে পূজা গ্রহণ করো। শত্রু বিনাশ ক'রে তোমার ভক্তগণের হিতসাধন করো।

সুসজ্জিতা কামকলার প্রবেশ

কি কামকলা, তুমি হেথায় কেন?

কামকলা। আমি অঞ্জলি প্রদান কর্‌বো।

ক্রকচ। আজ কি মোহিনীবেশ ধারণ করেছ! আজ আমি তোমার সংসর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী উপভোগ অপেক্ষা পরমানন্দ উপভোগ কর্‌বো। মনোমোহিনি, পূজা সমাপ্ত ক'রে ভৈরবের কৃপায় অগ্রে শত্রু বিনাশ করি।

কামকলা। শীঘ্র সমাপ্ত করো, আমিও পিপাসী।

ক্রকচ। অপেক্ষা করো—অপেক্ষা করো, আমি পূর্ণাহূতি প্রদান করি।

শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ

শঙ্কর। কাপালিক!

ক্রকচ। কে তুমি?

শঙ্কর। তোমার শত্রু, তোমার সমস্ত অধিকার রাজসৈন্যে পরিবৃত, কিন্তু এখনো তোমার জীবনরক্ষার উপায়বিধান কচ্চি। তুমি ভৈরবের নামে প্রতিশ্রুত হও যে, মানব-অহিতকর কার্য্যে আর নিযুক্ত থাক্‌বে না; তোমার দলস্থ সকলকে হীনপন্থা হ'তে বিরত কর্‌বে। ভারতবর্ষে কাপালিকগণের মধ্যে তুমি প্রধান, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার ক'রে জন-হিতকর অদ্বৈতপন্থা স্থাপনের সহায় হও, গুহ্য কদাকার সম্প্রদায়সমূহ বিনষ্ট করো, নচেৎ মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও।

ক্রকচ। তুমিই মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও।—
আয় আয় বিকটা প্রকৃতি,
কুক্রিয়ায় যে আছ যথায়,—
এসো শীঘ্র মহামারি, বায়ু-সঞ্চালনে;
এসো, হও মহাবলে অশনি সম্পাত,
বহ ঘোর প্রলয়-পবন,
উথল প্রলয়-বারি সাগর হইতে।

হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান

বিকটাগণের আবির্ভাব

নৃত্যগীত

খুট্ খুট্ খুট্ খুট্ গুট্ গুট্ গুট্ গুট্
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝেঁকে ঝেঁকে।
কিল্ কিল্ কিল্ কিল্
খিল্ খিল্ খিল্ খিল্
ডেকে হেঁকে এঁকে বেঁকে॥
তুড় তুড় তুড় তুড় তুড়ি, হাঁকারি চিকুরি,
তড় তড় তড় তড় তালি, হাড়ে হাড়ি চালি,
ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ কেলে মেঘে ঢেকে,
ঝড়ি বুড়ী ছোটে, কোঁ কোঁ সোঁ সোঁ হেঁকে॥
কল্ কল্ কল্ কল্ চলে নোনা জল,
তাথাই তাথাই আঁতি মাতি খাই,
গন্ গন্ গন্ গন্ গন্ আগুনে সেঁকে॥

শঙ্কর। মহাবিদ্যা হও মা উদয়,
ক্ষুদ্র শক্তি করহ হরণ।

[বিকটাগণের অন্তর্দ্ধান।

কাপালিক, দেখ, মন্ত্র বিফল তোমার।

ক্রকচ। ত্যজ দম্ভ,
এখনি বুঝিবে মম শক্তির প্রভাব।
ভূত প্রেত পিশাচ দানব,
হও আবির্ভাব—
কর পরাভব এই হিংস্রক যোগীরে।

হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান

ভূত-প্রেতগণের আবির্ভাব

নৃত্যগীত

দে—দে রে দে রে দে না হানা।
মার্ মার্ মার্ মার্ ধর্ ধর্ ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ খা না খা না॥
তড় তড় তড় তড় তোড়ে তাড়,
মাটী ফাঁড় পাড় পাহাড়,
মোচ্‌ড়া ঘাড়, চিবো হাড়,—
গুমে গুমে পোড়া হাওয়া,

*সময় সংক্ষেপার্থে এই দৃশ্যের প্রথম হইতে শান্তিরামের প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অভিনয়ে পরিত্যক্ত হয় এবং রক্ষিত অংশ পূর্ব্ব দৃশ্যের শেষ ভাগে সংযোজিত হয়।

ভ'ল্‌কে ভ'ল্‌কে উঠ্‌ক ধোঁয়া;
তোল রোল গণ্ডগোল,
আকাশ জোড়া তুফান তোল;
ফের্‌কে ফণা গর্জ্জে এসে,
দুনিয়া মেখে ফেল্‌ না বিষে;
এক গাড়ে—নিঃঝাড়ে,
যে আছে—না বাঁচে,—
বুড়ো যুবো মাগী ছানা॥

শঙ্কর। হর শক্তি হে নন্দিকেশ্বর,
শিবশক্তি-প্রভাবে তোমার।

[ভূতপ্রেতগণের অন্তর্ধান।

কাপালিক,
এখনো করহ নিজ মঙ্গল সাধন,
কুমতি করহ পরিহার।
ক্রকচ। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ!
এস এস বিকট ভৈরব,
বিপক্ষের দম্ভ চূর্ণ কর আবির্ভাবি।
করি এই দুষ্টের নিধন,
নিজ পূজা ভূমণ্ডলে করহ স্থাপন,
রক্ষা করো আশ্রিত সকলে।

হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান

হোমকুণ্ড হইতে ভৈরবের আবির্ভাব

ভৈরব। আরে দুরাচার কাপালিক, তোর এখনো জ্ঞানোদয় হ'লো না? প্রত্যক্ষ দেখ্‌লি, বিশ্বধ্বংসকারী অমঙ্গল শক্তিসকল আবাহন করেছিলি, সমস্ত শক্তি যার শক্তিতে বিমুখ হ'লো, এখনো তার পূজা না ক'রে বিরুদ্ধাচরণ কচ্ছিস্‌? এখনি তোর বিনাশ-সাধন করি; ধরার অমঙ্গলশক্তি মঙ্গলময় নররূপী শঙ্করকে অবলম্বন ক'রে মঙ্গলশক্তিতে পরিণত হোক্‌।

ক্রকচ। আমি যে হই, আপনার নিকট আমি অপরাধী নই, আপনার আমি উপাসক।

ভৈরব। তুই উপাসক নয়, মন্ত্র-বলে আমায় বশীভূত কর্‌বি, এই তোর কাম্য-কল্পনা। কিন্তু স্বয়ংই তার বিঘ্ন উৎপাদন করেছিস্‌, কামাসক্ত হয়ে আমার পূজায় প্রবৃত্ত হয়েছিস্‌। তোর পূজা পণ্ড, তোর মন্ত্রে আর আমি বাধ্য নই। বিনাশ প্রাপ্ত হ। তোর বিনাশে পৃথিবীতে প্রচার হোক যে, উৎকট কাম্যক্রিয়ায় ধ্বংস হবার আশঙ্কা আছে। নিষ্কাম ব্যক্তি ব্যতীত মহাশক্তি অন্য আধারে বহুদিন অবস্থান করে না।

ভৈরবের শূলাঘাতে কাপালিকের মৃত্যু

হে প্রভু, হে রুদ্রেশ্বর, হে স্বয়ম্ভূ, দাসকে আজ্ঞা দেন, এই দণ্ডে যুদ্ধার্থে সমাগত দশ-সহস্র কাপালিককে ভস্মসাৎ করি।

শঙ্কর। হে ভৈরবদেব, হে শিবসহচর! ধর্ম্মরক্ষা, পৃথিবীরক্ষার ভার ভৈরবদের উপরই অর্পিত—মানবের মঙ্গলবিধান করুন।

ভৈরব। শিব-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। হে প্রলয়াগ্নি, উদ্দীপ্ত হয়ে কাপালিকগণকে ভস্ম করো, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ বিনষ্ট হোক্‌, পৃথিবীতে সতীত্বনাশ, নরহত্যা প্রভৃতি দানবীর কার্য্যকলাপ কপটাচারিগণের সহিত ভস্ম হোক্‌।

[ভৈরবের অন্তর্ধান।

শান্তিরামের প্রবেশ

শান্তি। প্রভু, প্রভু—আশ্চর্য্য ঘটনা! কাপালিকগণ মায়াবলে উষ্ণ জলপ্রবাহ সৃজন ক'রে সৈন্যসামন্ত বিনষ্ট কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সহসা বিদ্যুদ্‌বরণী এক রমণী সেই মায়াস্রোত নিবারণ করেছেন। বহু উৎপাত উৎপাদন করেছিল, সেই রমণীর প্রভাবে সকলি বিফল হয়েছে। সহসা যেন মৃত্তিকা হ'তে মহা-অগ্নি উত্থিত হয়ে কাপালিকগণকে ভস্মসাৎ কচ্ছে।

শঙ্কর। চল বৎস, দুষ্কৃতিগণ নিজ দুষ্কৃতিরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে। উপস্থিত এ স্থলে আমাদের কার্য্য সমাপ্ত। এক্ষণে কামরূপের তান্ত্রিকগণ পরাজিত হ'লেই ভারতবর্ষের কোন স্থান অপরাজিত থাক্‌বে না। (সচকিত হইয়া) মা, মা!—

শান্তি। প্রভু, অকস্মাৎ এরূপ চঞ্চল হলেন কি নিমিত্ত?

শঙ্কর। বৎস, আমি মাতৃদর্শনে গমন কর্‌বো। মা আমায় স্মরণ করেছেন, আমি মুখে তাঁর স্তনদুগ্ধের আস্বাদ পেয়েছি। তোমরা সকলে মিলিত হয়ে অদ্যই কামরূপ অভিমুখে অগ্রসর হও। আমি মাতৃদর্শনান্তর তথায় উপস্থিত হবো।

শান্তি। যথা আজ্ঞা।

[শান্তিরামের প্রস্থান।

শঙ্কর। এস, বায়ুবীর্য্য দেহী,
বায়ুভরে লহ মোরে মাতৃসন্নিধানে।

[গগনমার্গে শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটী

শয্যাশায়িতা বিশিষ্টার নিকট মহামায়া ও জগন্নাথ

বিশিষ্টা। কই মা, এখনো তো আমার শঙ্কর এলো না? আমায় তো সে বলেছিলো, আমি স্মরণ কর্‌লেই সে আস্‌বে। সে তো আমার মিথ্যাবাদী নয়, তবে কেন এখনো বিলম্ব কচ্চে? এ জীর্ণদেহে আর অধিকক্ষণ তো প্রাণ থাক্‌বে না—আমি জোর ক'রে ধ'রে রেখেছি, আমি বাছাকে একবার দেখ্‌বো ব'লে ধ'রে রেখেছি, বেরুতে দিই নাই। সে আমায় 'মা' ব'লে ডাক্‌বে, শুনে তবে যাবো। তবে কেন মা—সে বিলম্ব কচ্চে?

জগ। (মহামায়ার প্রতি) হ্যাঁগা, তুমি যে হও বাছা, তুমি কিন্তু বড় ছ্যাঁচড়া,—আমাদের মত পরাণটা তোমাদের লয়। তোমাদের ঘুর-পাক খাওয়ান বুদ্ধি—ওই ঘুরপাকই খাওয়াও। মানুষের দরদ জানো নি। লিয়ে এসো, মাগী একবার দেখে মরুক্। ওঃ—খুদের একবার দেখা পেলে কানদুটো রগুড়ে ধ'রে হিঁচুড়ে আনতুম। "জগা দাদা—জগা দাদা" কইতো, আমি ভাবতুম ভালমানুষ। দয়ামায়ার ধার দিয়ে চলে নাই। দেবতাগুলো আর জায়গা পায় নি, ভালমানুষ দেখে তার পেটে ছেলে হন। আমার যদি কেউ ছেলে হ'তে আস্‌তো তো ন্যাদ্‌না ঝেড়ে তাড়াতুম—হয় কেন্‌না দেবতা। যদি মায়া-দয়ার মাথা খাবি, তবে মানুষের ঘরকে কেন আসিস্? গাছ থেকে ঝুলে পড় কেন্নাই। তারপর ধনুক লিবি লে, বাঁশী লিতে হয় লে, মাথা মুড়ুতে হয় মুড়ো—কে তোরে কি বল্‌তে যেতো।

বিশিষ্টা। বাবা শঙ্কর, আমি যে তোমার আশাপথ চেয়ে এখনো জীবন রেখেছি! বাপ আমার, আর কি মাকে দেখা দেবে না? তুমি যে আমার সাগর-ছেঁচা মাণিক! আয় বাপ—মরণ-সময় দেখা দে! বাবা, তুমি তো মিথ্যাবাদী নও, তবে কেন দেখা দিতে আস্‌ছ না?

শঙ্করের শূন্য হইতে অবতরণ

শঙ্কর। এই যে মা—আমি এসেছি।

জগ। খুদে—খুদে—তুই ঝিঁকুড় ঝামা! একবার চোখ চেয়ে দেখ্—মাগীর কি হাল করেছিস্। এই তো উড়ে এস্‌তে পারিস্, এত দিন একবার এস্‌তে নার্‌লি, তা হ'লে তো মাগীর এমন বেহাল হত নি।

মহা। জগন্নাথ, এসো, আমরা একটু অন্তরালে যাই, ওদের মায়ে-বেটায় কথা হোক্।

জগ। খুদে, একবার মা ব'লে ডাক্, মাগীর প্রাণটা শীতল হোক্, আমি শুনে যাই।

শঙ্কর। মা—মা, তুমি যে মুহূর্ত্তে স্মরণ করেছ, তোমার স্তনদুগ্ধের আস্বাদন আমার মুখে এসেছে।

জগ। তুই কি দুধ খেয়েছিলি? মাগীর মাইয়ে দুধ ছিল না, পাথর-কুচি দিয়ে তোরে পেলেছে। আহা, যা হোক্, তবু মাগী শেষ দেখাটা দেখলে।

[জগন্নাথ ও মহামায়ার প্রস্থান।

বিশিষ্টা। বাবা, আমার সময় উপস্থিত, পুত্রের কার্য্য কর।

শঙ্কর। (শিবের স্তব)

নগেন্দ্র-নন্দিনী-নাথ নিরীশ্বর,
নিন্দি রজতনিভ নন্দকর।
নিশানাথ নবরঞ্জিত মূর্দ্ধনী,
নগ্ন নীলগল নাগধর॥
নকারায় নমঃ।
মন্মথমর্দ্দন, মুরতি মহান্,
মহেশ মণ্ডিত মানব-ভাল।
মহামায়াধর মহিমা-অর্ণব,
মুড় মৃতাসন করাল কাল॥
মকারায় নমঃ।
শিব শুভশঙ্কর শশধরশেখর,
শক্তিসমন্বিত শিখরবাসী।
শ্বেত-অস্থিদল শরীরশোভিত,
ভস্মশ্বেতসিত অধরে হাসি॥
শকারায় নমঃ।

বাঘাম্বর বিভু বিরিঞ্চি-বন্দিত,
বিশ্বেশ্বরবর অভয়কর।
ব্যোমকেশ ভব, ববব্যোম্ ঘনরব,
বাহনবৃষভ বিষাণধর॥
বকারায় নমঃ।
যতীশ্বর যত যাজি যোগেশ,
যোগাসন যমদণ্ডহর।
যোগমায়ার্চ্চিত যোগী যাগব্রত,
যশস্বিন যুগ-অন্তকর॥
যকারায় নমঃ॥

বিশিষ্টা। বাবা, ডমরু-ধ্বনি শুনছি, আমি শিবলোকে যাবো না। শিবে আমার পুত্রজ্ঞান হয়েছে, আমি শিবলোকে দেবদেবের পূজা কর্তে পার্বো না। নারায়ণ আমাদের কুল-দেবতা, 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ ক'রে স্বামী আমার প্রাণত্যাগ করেছেন, তিনি নারায়ণ-সেবায় নিযুক্ত আছেন,—আমি তাঁর সহিত মিলিত হয়ে নারায়ণ-সেবায় নিযুক্ত থাক্‌বো—এই আমার সাধ।

শঙ্কর। (নারায়ণের স্তব)
নত আশ্রিতা তাপিতা মাতা।
মরণে দেহি চরণ ত্রাতা॥
নায়কবর নব জলধর।
রাধা-রমণ রসিক-প্রবর॥
যজ্ঞেশ্বর জগজীবন;
ণকার নিত্যানন্দ ঘন॥

পট-পরিবর্ত্তন

বিষ্ণুলোক

বিশিষ্টা। এই যে—এই যে গোলোকবিহারী মুরলীধারী! এই যে আমার স্বামী পারিষদ-রূপে তাঁর পার্শ্বে! আমি ভাগ্যবতী, সার্থক পুত্র গর্ভে ধারণ করেছিলেম! নারায়ণ—(মৃত্যু)

পট-পরিবর্ত্তন

পুনরায় পূর্ব্বদৃশ্য

শঙ্কর। মা মা—যে রূপে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে, যে রূপে লালনপালন করেছিলে, সে রূপ হরণ কর্‌লে। বিশ্বজননি! সন্তানকে ভুলে থেকো না।

জগন্নাথ ও মহামায়ার পুনঃপ্রবেশ

জগ। ওই যা—আহা, ছেলে দেখ্‌বার জন্যে মাগীর পরাণটা ছিল! আহা, জন্মদুখিনী গো—জন্মদুখিনী! মিন্সে মাগীতে পেটে খায় নি, ভাল একখানা পরে নি,—পরের লেগেই পাগল। আমি চাষার ছেলে, মা বলেছিনু,—তা ও খুদেকে চেয়ে যত্ন ক'রে আমায় পেলেছিল গো!

শঙ্কর। জগা দাদা—জগা দাদা—আজ আমরা মাতৃহীন হলেম।

জগ। কাঁদিস নে,—কাঁদিস্ নে, মাগী জুড়িয়েছে, এখন বেটার কাজ কর্। আমি এখন কোন্ খান্‌কে যাই—কি করি? মাগীকে এক-বার দেখে যেতুম, মা ব'লে ডাক্‌তুম—পরাণটা জুড়ুতুম। আমি এখন কি করি—বল্ তো খুদে!

শঙ্কর। জগা দাদা, জগা দাদা—তুমি শিব-পারিষদ, চিরপূজ্য হয়ে থাক্‌বে।

জগ। আর পার্‌ষদে কাজ নি! এখন কবে মরি, তুই এক একবার দাদা ব'লে মনে করিস্। (চমকিত হইয়া) হাঁ রে খুদে—কি ভেল্‌কী দেখাস রে? ওরে গাছপালা সব যে সাফ হয়ে যাচ্চে রে! খুদে খুদে—তোরে চিনে লিয়েছি। (মহামায়ার প্রতি) মাগী, মাগী, জেনেছি তুই কে! আমিই এক—আমিই অনেক! আমি—আমি নই, সেই-ই আমি—সেই-ই আমি।

[প্রস্থান।

মহামায়া। আরও কি ঘুর্‌বে—আরও কি ঘোরাবে?

শঙ্কর। ইচ্ছাময়ি, সে তোমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা নয়। তুমি যতদিন ঘোরাবে, ততদিন ঘুর্‌বো! এখনো তো বঙ্গদেশ অপরাজিত, এখনো তো আমায় সংসারে সর্ব্বজ্ঞ প্রচার করো নাই; এখনো তো কাশ্মীরে সারদাপীঠে বিদ্যা-ভদ্রাসনে স্থান পাই নাই। আমি তোমার ইচ্ছা-ধীন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ না হ'লে আমি কিরূপে নিস্তার পাবো?

মহা। ভাল ভাল—আমায় দুষ্‌বে বই কি! আমি আর কি কর্‌বো, আমি ত স্বাধীন নই, কেঁদে বেড়াই। [প্রস্থান।

রামদাস ও সখারামের প্রবেশ

রামদাস। এই যে শঙ্কর, হেথায় কি মনে ক'রে?

শঙ্কর। মাতার মুখাগ্নি কর্‌বো।

রাম। বটে, তোমার ছেলেবয়স থেকে এত ভির্‌কুটী? মুখাগ্নি ক'রে মাতার সম্পত্তির অধিকারী হবে! কথার কথা ব'লে গিয়েছিলে, 'সম্পত্তি তোমায় দিলুম, মাকে দেখো।' তা মুখাগ্নি করো, আমরা চল্লুম।

শঙ্কর। আমি সন্ন্যাসী, 'সম্পত্তির তো প্রয়াসী নই।

রাম। কলির সন্ন্যাসী কি না, তাই মুখাগ্নি কর্‌বে। তার পর শ্রাদ্ধের অধিকারী হয়ে, রাজাকে ব'লে বিষয় কেড়ে নেবে, তা নাও। সংকার তুমি এক্‌লা করো, আমরা ও দেহ স্পর্শ কর্‌ব না। তোমার জন্মবৃত্তান্ত তো আমরা জানি, শিবগুরু ঘরে ছিল না, তোমার মা গর্ভবতী হয়েছিল।

সখারাম। মেজো খুড়ো—চলো চলো,—এখানে থাক্‌লে গ্রামে একঘরে কর্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

শঙ্কর। শুষ্ককাষ্ঠে মাতৃদেহ হোক্ আচ্ছাদিত,
গৃহে হোক্ চিতার নির্ম্মাণ।
আজি হ'তে শূদ্রাচারী এ হীন প্রদেশে
শবদেহ দগ্ধ যেন হয় গৃহমাঝে;
ভিক্ষুক আসি ভিক্ষা নাহি করিবে গ্রহণ।
অগ্নিদেব, করে মম হও প্রজ্বলিত,
দগ্ধ করি মাতৃকায়া।

সহসা শুষ্ককাষ্ঠে শবদেহ আচ্ছাদিত ও অগ্নি প্রজ্বলিত হওন

অষ্টম গর্ভাঙ্ক*

কামরূপ—কামাখ্যাদেবীর নাটমন্দির

অভিনব গুপ্ত, তৎশিষ্য ও পলায়িত বৌদ্ধ কাপালিকগণ

অভিনব। হ্যাদে শাস্ত্রজ্ঞান আছে কেডার? তন্ত্রমর্ম্ম অনুভব কর্‌চে কেডা? শঙ্করটা তো সে দিনকার ছাওয়াল শুন্‌চি; শক্তি মান্‌বার চায় নি, কাশীতে ঠেক্‌ছিলো! কামরূপ আস্‌বার চায় আসুক, থোতা মুখটা ভোতা কর‍্যা ছাড়মু, শিষ্য কর‍্যা লয়্যা চক্রে বসাইমু।

১ বৌদ্ধ। প্রভু, যিনি শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান, যিনি শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান,—বৈষ্ণব, সৌর, জৈন, বৌদ্ধ, গাণপত্য,—যে যে সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি যে স্থানে ছিল, সকলে পরাজিত হয়ে শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। রাজা সুধন্বা অনুসন্ধান ক'রে যেখানে যে বৌদ্ধ কাপালিক, জৈন প্রভৃতি প্রচ্ছন্নভাবে আছে, তাদের বিনাশসাধন কচ্চে! আমরা পলায়ন ক'রে ভারতের একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে এসে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

অভিনব। ভালই কর্‌চ, মহামায়ীর প্রসাদ পাতি থাহো, চক্র কর্‌তি থাহো, শঙ্করাটারে আস্‌তি দাও, তখন বোঝ্‌বার পার্‌বা—শর্ম্মারাম কেডা! এহন যাও—নিশ্চিন্ত হয়্যা বাসায় ব'স যাইয়া। ভয়টা কিসের? দ্যাখবা এনে, শঙ্কইরা আইসা পদসেবা কর্‌ব।

বৌদ্ধগণ। প্রভু, আমরা আপনার শিষ্য, আমাদের রক্ষা-ভার আপনার উপর।

অভিনব। হ—হ বল্‌চি যে—নিশ্চিন্ত হয়্যা যাও। [বৌদ্ধ কাপালিকগণের প্রস্থান।

শিষ্য। কর্‌তা, আপনি শঙ্কইরার সাথ তর্ক কর্‌বার চাও না কি? অমন কাজে যাইও না, মান খোয়াবা—কলাম। মুই তার তর্ক দ্যাখ্‌ছি, কথার তোর উঠ্‌তি থাহে, টিক্‌বে কেডা! তাই বল্‌তিছি, একটা উপায় করো, তর্কে যাইও না।

অভিনব। হ—হ—শুন্‌ছি বড় তার্কিক,—শুন্‌ছি বড় তার্কিক।

শিষ্য। যা শোন্‌চ, তা পাকা জান্‌বা।

অভিনব। তুমি কি কর্‌বার সলা দাও?

শিষ্য। তোমার নি মারণ আসে? একটা রোগ চাইলা নিয়া শঙ্কইরার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাও।

অভিনব। ঠিক বল্‌চো—ঠিক্ বল্‌চো—ওই বগন্দর রোগটা চাল্‌মু, যন্ত্রণার চোটে এ দ্যাশ ছাইরা রর দিবে।

শিষ্য। মারণ কর্‌বার চাও না ক্যান্?

অভিনব। তার বিঘ্ন আছে। শুন্‌চি—বর যোগী, তার মারণে বিঘ্ন হইলেই আপন

---

* সময় সংক্ষেপার্থ অভিনয়কালীন এই গর্ভাঙ্ক পরিত্যক্ত হয়।

মরণ উপস্থিত হইব। ওই কর্কচ কাপালিক মারণ চাইলাছিলো, বিঘ্ন হওয়ায় তারে ভৈরবে মাইরে ফেলাইচে। ওই বগন্দর রোগ চালান কর্‌মু। আজই রাতারাইতি চলো—অভিচার করি।

শিষ্য। অঃ—ওই কৌশলই করো। শোন্‌চি, শঙ্কইরা আইজই তোমার সাথ বিচার কর্‌বার আস্‌বো।

অভি। আইচ্ছা, তুমি এহানে রও, বল্‌বা —পূজায় আছি। কাইল যাইয়া বিচার কর্‌মু।

[প্রস্থান।

শিষ্য। ভালো ভালো—কাইল আর বিচার কর্‌বো কেডা। বগন্দরের জ্বালাতেই অস্থির কর্‌বে।

শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ

শঙ্কর। আপনি কি আচার্য্য অভিনব গুপ্ত?

শিষ্য। না, আমি তাঁর শিষ্য, তিনি এহন পূজায় আছেন।

শঙ্কর। আপনি আমার এই শিষ্যকে তাঁর নিকট লয়ে যান, আমার মন্তব্য আচার্য্যের নিকট প্রকাশ কর্‌বে।

শিষ্য। আচ্ছা, চলেন। (স্বগত) এহনই ট্যার পাইবেন অনে।

[মণ্ডন মিশ্রকে লইয়া শিষ্যের প্রস্থান।

কামাখ্যাদেবীর প্রবেশ

শঙ্কর। মা, তুমি কে?

কামাখ্যা। আমি এই স্থানে থাকি। শোনো, তুমি বৃথা পরিশ্রম ক'রে এ দেশে এসেছ। এ কপটাচারী বামাচার প্রদেশে সরল অদ্বৈতপন্থা গৃহীত হবে না। তুমি পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ ক'রে বিষ্ণুলীলার সহায় হবে, তখন এই বামাচার দমিত হয়ে অদ্বৈতমার্গ গ্রহণ কর্‌বে।

[অন্তর্দ্ধান।

শঙ্কর। মা কামাখ্যাদেবী কি সন্তানকে দর্শন দিলেন? জননীর আদেশ শিরোধার্য্য।

ভগন্দর ব্যাধির প্রবেশ

শঙ্কর। তুমি কে?

ব্যাধি। আমি ভগন্দর ব্যাধি, অভিনব গুপ্তের অভিচারে প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু অনুমতি ব্যতীত আপনার দেবদেহে প্রবেশ কর্‌তে সাহস কচ্চি না।

শঙ্কর। কেন, দেহমাত্রই তো তোমার অধিকার?

ব্যাধি। হে সর্ব্বজ্ঞ, নিষ্পাপ শরীরে তো আমাদের অধিকার নাই।

শঙ্কর। আমি নিষ্পাপ নই, আমি জগতের পাপতাপ গ্রহণ ক'রে ভ্রমণ করেছি; তুমি আমার দেহে প্রবেশ করো।

ব্যাধি। প্রভু, জগতের পাপ গ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু সে পাপ আপনার অনুমতি ভিন্ন আপনাকে স্পর্শ কর্‌তে পারে না। আর আমরা ব্যাধি, অশুচি অবস্থা ব্যতীত আমাদের প্রবেশে অধিকার নাই। আমার নিবেদন এই,—আমি অভিনব গুপ্তের অভিচার-বলে আহূত হয়েছি, যদি আপনার দেহে স্থান না পাই, আমি সেই পাষণ্ডের দেহ অধিকার ক'রে তার পাপের দণ্ড-বিধান কর্‌বো।

শঙ্কর। না, তাতে অভিচার বিদ্যা ব্যর্থ হবে। এ বিদ্যা শাস্ত্রমূলক, আমি শাস্ত্র-রক্ষার্থে এসেছি, শাস্ত্র নষ্ট কর্‌বো না। এসো, আমি পাপকে আমার শরীর অধিকার কর্‌তে প্রশ্রয় দেবো। ভোগ ব্যতীত পাপের নাশ হয় না, জগতের পাপের ভোগ আমার শরীরেই হোক্‌।

ব্যাধি। প্রভু, জগতের সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আপনার সত্তায়, আমাদের কেন জন-অহিত-কারী সৃজন করেছেন?

শঙ্কর। তোমরা জন-অহিতকর নও, তোমাদের তাড়নায় পাষণ্ডহৃদয়ে ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবেশ করে। এসো, গোপনে আমার দেহে প্রবেশ কর্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক*

কামরূপ—শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম

সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, শান্তিরাম, গণপতি,
আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য প্রভৃতি
শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ

সনন্দন। ভাই, পবিত্র দেবশরীরে কিরূপে দুষ্ট ভগন্দর রোগ প্রবেশ কর্‌লে?

*সময় সংক্ষেপার্থ অভিনয়কালীন এই গর্ভাঙ্ক পরিত্যক্ত হয়।

মণ্ডন। ভাই, এ সকল আমাদের পাপের ফলাফল। গুরুদেব আমাদের পাপ গ্রহণ ক'রে এই ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ কচ্চেন। আহা, দেখ দেখ—রোগের তাড়নায় গুরুদেব শীর্ণ হয়েছেন! আমি অনেক অনুসন্ধান কর্‌লেম, এ দেশে তো সুচিকিৎসক নাই।

সনন্দন। রাজা সুধন্বা দুই জন ভিষক্‌ লয়ে এসেছিলেন, তাঁরা বলেন, এ রোগ তাঁদের অসাধ্য।

হস্তামলক ও শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ এবং হস্তামলকের করযোড়ে শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান

শঙ্কর। কি হস্তামলক?

হস্তা। প্রভু, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

শঙ্কর। তুমি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত পুরুষ, তোমার আবার প্রার্থনা কি?

হস্তা। প্রভু, আমি আপনার দাস, আমায় বঞ্চনা কর্‌বেন না।

শঙ্কর। ওহে, তোমরা শোন শোন—আজ মৌনী হস্তামলক আমার নিকট কি প্রার্থনা কচ্ছে।

আনন্দ। গুরুদেব, আপনার নিকট তো বহু বস্তু প্রার্থনীয় আছে।

শঙ্কর। এ বাতুলের প্রার্থনা কি জানো?

আনন্দ। আপনি অন্তর্য্যামী, আপনিই জানেন।

শঙ্কর। এ বাতুল আমার ভগন্দর রোগ প্রার্থনা করে। আরে পাগল, রোগ তোমায় কিরূপে প্রদান কর্‌বো?

হস্তা। প্রভু, আজ্ঞা করুন, আমি আকর্ষণ ক'রে লই।

শঙ্কর। (ব্যস্তভাবে) না না হস্তামলক, তোমার শরীর রোগগ্রস্ত হ'লে আমি রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা শতগুণ যন্ত্রণা পাব।

হস্তা। ভাই পদ্মপাদ, গুরুদেব আমার প্রতি বিমুখ। গুরুদেব অভিচার-বিদ্যার সম্মানরক্ষার্থে অভিনব গুপ্তের অভিচারে ভগন্দর রোগগ্রস্ত হয়েছেন। সেজন্য চিকিৎসকেরা এ রোগ শান্তি কর্‌তে অক্ষম।

সনন্দন। ভাই, তুমি কিরূপে সংবাদ পেলে?

হস্তা। রাজবৈদ্যেরা অসাধ্য বলায় আমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করেছিলেম। তাঁদের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হলেম, তর্কে পরাজিত হবার ভয়ে, অভিচার ক'রে গুরুদেবকে এই খল রোগগ্রস্ত করেছে।

সনন্দন। তুমি এখনো দুরাচারকে ভস্ম করো নি?

হস্তা। গুরুদেবের নিষেধ, তাই আমি নিজ শরীরে রোগ-গ্রহণের প্রার্থনা কচ্চি।

সনন্দন। হোক্‌ গুরুদেবের নিষেধ, আমি গুরুবাক্য-লঙ্ঘন-জনিত মহাপাপভার বহন কর্‌বো, তথাপি কপটাচারীর প্রাণবধ কর্‌তে নিরস্ত হব না। হে গুরুদত্ত চেতন মন্ত্র! তোমার প্রভাবে খল রোগ অভিচারী অভিনব গুপ্তের শরীরে প্রবেশ করুক্‌।

অভিনব গুপ্ত ও তৎশিষ্যের প্রবেশ

অভিনব। দ্যাহ দ্যাহ—আমার অভিচারের বলটা দ্যাহ—বগন্দরের জেরে ফেলেচে! (প্রকাশ্যে) শঙ্কর কেডা? আমি তর্ক কর্‌বার আইচি।

সনন্দন। হে খলব্যাধি, যদি এই দণ্ডে গুরুদেবের শরীর ত্যাগ ক'রে এই পশু-শরীরে প্রবেশ না করো, আমি অভিচারীর সহিত তোমায় বিনষ্ট কর্‌বো।

অভি। (অধীর হইয়া) ওরে বাপ্‌ রে—বাপ্‌ রে—মইল্লাম রে—মইল্লাম রে—গ্যালাম!—

শঙ্কর। স্থির হোন্‌—স্থির হোন্‌—কি হয়েছে?

অভি। আমারে ক্ষমা করেন, আমারে রক্ষা করেন। ওরে গ্যালাম রে—গ্যালাম! মইষে চড়্যা আমারে মার্‌বার আইস্‌তেচে—কনে যামু—

সনন্দন। যমালয়ে যাও।

[সশিষ্য অভিনব গুপ্তের পলায়ন।

শঙ্কর। পদ্মপাদ, কি কর্‌লে? তোমার বাক্য তো ব্যর্থ হবে না, নরহত্যা হবে যে?

সনন্দন। প্রভু, পশুহত্যা সামান্য পাতক, আপনার দর্শনে আমার দেহে স্থান পাবে না। দুষ্টের মরণে পৃথিবীর ভার লাঘব হবে, এ প্রদেশে সতীর সতীত্ব রক্ষা হবে, অভিচারীরা এই পশুর পরিণাম দর্শনে ভীত হয়ে আর দুরন্ত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হবে না। আর আমি

আপনার নাম স্মরণ ক'রে জনসমাজকে আশীর্ব্বাদ কচ্চি, যে শঙ্করলীলা আলোচনা কর্‌বে, তার প্রতি দৃষ্টশক্তি বলহীন হবে।

শিষ্যগণ। জয় নবরূপী শঙ্করাচার্য্যের জয়!

শঙ্কর। বৎস, সকলে প্রস্তুত হও, এ প্রদেশে আমাদের কার্য্য সমাপ্ত, আমরা কাশ্মীর অভিমুখে গমন কর্‌বো। যেমন সপ্তদ্বীপা ধরায় জম্বুদ্বীপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, জম্বুদ্বীপে যেরূপ ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ভারতবর্ষ মধ্যে কাশ্মীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—যথায় সর্ব্ববিদ্যা-প্রকাশিনী সারদাদেবী বিরাজমানা। অদ্যই সকলে গমনার্থে প্রস্তুত হও।

[শিষ্যগণের প্রস্থান।

কতদিনে হবে মম কার্য্য অবসান,
কর্ম্মভূমে কত দিন করিব ভ্রমণ!
ধন্য মহামায়া—
ধন্য এ ভৌতিক দেহ মায়ায় গঠিত,
চৈতন্য আচ্ছন্ন যার অদ্ভুত প্রভাবে।
প্রারব্ধ-গঠিত দেহ না হইবে ক্ষয়
কার্য্য অবসান বিনা;
বলবান্ কার্য্যের আসক্তি অদ্যাবধি!
বিদ্যা বা অবিদ্যা মায়া উভয়ই শৃঙ্খল;
স্বর্ণ-লৌহ-শৃঙ্খলের প্রভেদ যেমতি
বিদ্যা আর অবিদ্যার প্রভেদ সেরূপ;—
উভয়ই বন্ধন,
কার্য্যে কার্য্যক্ষয় বিনা বন্ধন না যায়।
কে বলিবে কতদিনে কার্য্য ফুরাইবে।

গৌড়পাদের প্রবেশ

এ কি, আমার পরম সৌভাগ্যের উদয়! পরম গুরু গৌড়পাদের পাদপদ্ম দর্শন কর্‌লেম।

গৌড়। বৎস, তোমার চিন্তায় আমি আকর্ষিত; আমার পরমগুরু ব্যাসদেবের দর্শন-লাভ করেছ, তাঁরই আদেশে ভাষ্য প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছ, তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ-প্রায়। তোমার ভাষ্যপ্রচারে অযথা শাস্ত্র-ব্যাখ্যা খণ্ডিত হয়েছে, পুণ্যভূমি ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিত। তোমার বেদান্তভাষ্য ব্যতীত বৌদ্ধ-দর্শন খণ্ডিত হতো না। ভগবান্ নারায়ণ বুদ্ধশরীরে বেদ অস্বীকার ক'রে বোধিসত্ত্ব স্থাপন করেছিলেন, তোমার ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারে বেদমর্য্যাদা রক্ষা হয়েছে; বৌদ্ধ-দর্শন যে বেদের অন্তর্গত, তা তুমি সপ্রমাণ করেছ। তোমার অল্প কার্য্যই অবশিষ্ট আছে, কাশ্মীর-গমনে কার্য্য পূর্ণ হবে। তথায় বাগ্‌দেবীর বিদ্যাভদ্রাসন স্থাপিত। সেই বিদ্যাভদ্রাসনে উপবেশন ক'রে সংসারে প্রচার করো যে, তোমার প্রবর্ত্তিত পন্থাই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত বিদ্যাভদ্রাসনে উপ-বেশনের কারো অধিকার নাই। তুমি সেই মন্দিরের দ্বাররক্ষক অপরাজিত পণ্ডিতগণকে পরাজিত ক'রে অদ্যাবধি অনুদ্ঘাটিত দক্ষিণ-দ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করো। পণ্ডিতবর্গের পরাজয়ে সকলের প্রতীতি জন্মাবে যে, তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তোমার মতই প্রকৃত মোক্ষপ্রদ ব'লে গৃহীত হবে। আমার বরে যোগশক্তিতে সশিষ্য মায়িক স্থান অতিক্রম ক'রে অচিরে তথায় উপস্থিত হও।

শঙ্কর। প্রভু, আপনার বাক্যে কৃতার্থ হলেম। আমার কার্য্য বিফল নয়, আপনার আশ্বাসবাক্যে প্রতীতি হচ্চে। আপনার চরণে শতকোটি প্রণিপাত।

গৌড়। বৎস, বর প্রার্থনা কর।

শঙ্কর। প্রভু, আপনার দর্শন লাভ করেছি, আমার আর বর প্রার্থনা কি! আজ্ঞা করুন, নিয়ত ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন থাকি।

গৌড়। তথাস্তু।

[প্রস্থান।

মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ

মণ্ডন। প্রভু, রাজা সুধন্বা আপনার নিমিত্ত রথ লয়ে উপস্থিত আছেন।

শঙ্কর। বৎস, সন্ন্যাসীর পদদ্বয় ব্যতীত তো অপর রথের প্রয়োজন নাই। চলো—রাজ-দর্শনে গমন করি। [সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক*

কাশ্মীর—সারদাপীঠ

মন্দির-রক্ষক

মন্দির-রক্ষক। এতদিনে কি কাশ্মীরের গৌরব, বীণাপাণি বাগ্দেবীর মহিমা—এই

*সময় সংক্ষেপার্থ এই গর্ভাঙ্ক অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হয়।

বালক সন্ন্যাসীর দ্বারা বিলুপ্ত হবে? মা'র মন্দিরের দ্বারসমূহ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ দ্বারা রক্ষিত। জনে জনে অদ্বিতীয় দার্শনিক; যাঁদের তর্কশক্তি সমস্ত ভারতে প্রচারিত, যাঁদের সম্মুখীন হ'তে কেহই কখন সাহসী হয় না, এই দুর্দ্দম বালক তাঁদের প্রতিভা বিনষ্ট কচ্চে! যিনিই এই বালকের সম্মুখীন হচ্ছেন, তিনিই পরাজয় স্বীকার ক'রে অবনত-মস্তকে এই বালককে দ্বার পরিত্যাগ কচ্চেন। মা'র মনে কি আছে—কে জানে! এই বালক কি সর্ব্বজ্ঞ? মা'র বিদ্যাভদ্রাসন কি অধিকার কর্‌বে?

কয়েকজন পণ্ডিতের প্রবেশ

১ পণ্ডিত। মহাশয়, সর্ব্বনাশ! কে এ কুহকী? এর সম্মুখে বাক্‌শক্তি বিজড়িত! বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, সৌগত, মীমাংসক প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ পরাস্ত হয়ে দ্বার পরিত্যাগ করেছেন। সাংখ্য, দার্শনিক, যাঁর বিজয়-পতাকা এতাবৎকাল গর্ব্বে উড্ডীয়মান ছিল, তিনিও সন্ন্যাসীর নিকট পরাজয় স্বীকার করেছেন। দিগম্বরপন্থী পথরোধ করেছেন, কিন্তু তাঁর উদ্যম নিশ্চয় বিফল হবে। বালকের তর্কশক্তিতে কাহারও জয়লাভের আশা নাই।

২ পণ্ডিত। এখনও দেখুন—দক্ষিণদ্বার রুদ্ধ। দিগম্বরপন্থী সাধারণ পণ্ডিত নন, তিনি নিশ্চয়ই বালককে নিরস্ত কর্‌বেন। মা সারদাদেবী—নিজ সিংহাসন নিজেই রক্ষা কর্‌বেন, বিদ্যাভদ্রাসনের গৌরব কদাচ নষ্ট হবে না।

দৈববাণী। না।

২ পণ্ডিত। ঐ শোন—দৈববাণী শোনো।

১ পণ্ডিত। ঐ দেখ—দক্ষিণদ্বার উদ্‌ঘাটিত।

দ্বার উদ্‌ঘাটিত হওন—শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, তোটকাচার্য্য, হস্তামলক, চিৎসুখ, শান্তিরাম, গণপতি প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ

শিষ্যগণ। জয় সর্ব্বজ্ঞ যতীশ্বর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

মন্দির-রক্ষক। এই কি শঙ্করাচার্য্য? পবিত্র বিদ্যাভদ্রাসন কি এই বালক কর্ত্তৃক অধিকৃত হবে? দৈববাণীও কি মিথ্যা? (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) পণ্ডিতবর, আপনি বিদ্যাবলে পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত ক'রে দক্ষিণ-দ্বার উন্মুক্ত করেছেন, কিন্তু আমায় নিরস্ত করুন। যে ব্যক্তি নির্ম্মলচিত্ত নয়, তারে সর্ব্বজ্ঞ ব'লে স্বীকার করা যেতে পারে না। কেবল তর্কবলে অন্যকে পরাস্ত ক'রে বিদ্যার পরিচয় হয় না, প্রকৃত জ্ঞানলাভই বিদ্যার পরিচয়। আপনি যদি শঙ্করাচার্য্য হন, এইরূপ লোক-পরম্পরায় শ্রুত আছি যে, অঙ্গনা-সঙ্গের নিমিত্ত আপনি পরকায় প্রবেশ করেছিলেন। অতএব আপনার আসক্তিবর্জ্জিত চিত্ত—আমি কিরূপে অবগত হব? সে পরিচয় না পেলে, এ সারদাপীঠের বিদ্যাভদ্রাসনে আপনাকে স্থান দিতে আমি প্রস্তুত নই। মায়ের কৃপায় আমি এই স্থানরক্ষায় নিযুক্ত আছি।

তোটকাচার্য্য। আপনি সারদাদেবীর পীঠ-রক্ষায় নিযুক্ত থেকেও কি নিমিত্ত এরূপ অযৌক্তিক ভাষা প্রয়োগ কচ্চেন? যদ্যপি পূর্ব্বজন্মে কেউ শূদ্র থাকে, পরজন্মে ব্রাহ্মণ হয়েও কি তাহার বেদে অধিকার হয় না?

শঙ্কর। হে মহাত্মন্, আমি আমার আত্ম-তৃপ্তির জন্য এই আসনে উপবেশনে ইচ্ছুক নই। আমি দেবদেব মহাদেবের আদেশে বেদান্তভাষ্য প্রস্তুত করেছি। নারায়ণস্বরূপ ব্যাসদেব ভাষ্যপাঠে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে বরপ্রদান করেছেন। তথাপি জনসমাজে সর্ব্বজ্ঞ ব'লে যদি আমি প্রামাণ্য না হই, তা হ'লে আমার ভাষ্য জনসমাজে গৃহীত হবে না। এই আসনে স্থানলাভ সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয়। আমি দেবদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে আমার ভাষ্য প্রচারে প্রবৃত্ত। যদি কৃতকার্য্য হয়ে থাকি, সারদাদেবী স্বয়ং আমায় স্থান দান করবেন।

দৈববাণী। বৎস, তুমিই একমাত্র এই আসনের যোগ্য: অসঙ্কোচে আসন গ্রহণ করো, তোমার উপবেশনে আসনের মর্য্যাদা রক্ষিত হবে।

শঙ্কর। দার্শনিক ঋষিগণে,
কূটবুদ্ধি মানবের নিরাশ কারণে,
দমিবারে চার্ব্বাক সকলে,
দেশকাল অনুসারে করেছেন দর্শন রচনা।

যোগমার্গ, কর্ম্মমার্গ আদি
বিরচিত সময়-উচিত প্রয়োজনে।
এবে মুক্তিপন্থা প্রসারিত ঈশ্বর-কৃপায়!
বেদান্তসূত্রের অর্থ জগতে প্রচার
আত্মার বিকাশ, অবিদ্যা বিনাশ,
ব্রহ্মজ্ঞানে আত্ম-দরশন,
গুহ্যতত্ত্ব 'তত্ত্বমসি' প্রকাশ ভুবনে।
মহাবাক্য হৃদিমাঝে করিয়ে ধারণ—
জনগণে আত্মজ্ঞানে কর অবস্থান।
মা সারদে, তব পীঠে
মম কার্য্য হোক্ সমাধান।

শঙ্করাচার্য্যের সারদাপীঠে উপবেশন

মন্দির-রক্ষক। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি যে সাক্ষাৎ জ্ঞানময় শঙ্কর, অজ্ঞানতাবশতঃ তা আমার উপলব্ধি হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞ যতীশ্বর, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। এতদিন সারদামাতার আসন-রক্ষক ছিলেম, আজ হ'তে আপনার আসন-রক্ষক-পদে নিযুক্ত ক'রে কৃতার্থ করুন।

শঙ্কর। পণ্ডিতবর, আমার আসন নয়, জননী সন্তানকে ক্রোড়ে স্থান দিয়েছেন মাত্র। মাতার আসনের আপনিই যোগ্য রক্ষক।

সকলে। জয় নরশঙ্কর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

শঙ্কর। হে বিরক্ত সন্ন্যাসিগণ, এখনো প্রচারকার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। তোমরা দেশ-দেশান্তরে এই অদ্বৈত-ভাষ্য প্রচার করো। আমি কেদারনাথ দর্শন ক'রে কৈলাস-দর্শনে ইচ্ছুক। তোমাদের মধ্যে যারা আমার সঙ্গী হবার ইচ্ছা করো,—এসো আমরা অদ্যই যাত্রা করি। [সকলের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক

কৈলাস-সন্নিকটস্থ পর্ব্বতপ্রদেশ

মহামায়ার প্রবেশ

গীত

কব কারে আর সে বিনা কে জানে,
কি বেদনা তারি বিহনে।
বিরহ-গাথা থরে থরে গাঁথা
রহিবে নীরব বিজনে।
নয়নবারি মিশাও নীহারে,
ঘন শ্বাস মিশ পবনে,
হৃদয়তাপ তপনে মিলাও,
কঠিন কায়া মিল গিরিসনে,
শূন্য প্রাণ গগনে।
বিনা প্রাণাধার, আমি আমি নই,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা তাই প্রাণময়ী,
কতই সহেছি কত সহে আর,
মিছার কেন বা সই—
বিফল আশা হৃদয়-মাঝে রাখিব কেমনে যতনে॥

*[গণপতির প্রবেশ

গণপতি। (স্বগত) ওরে বাপ্ রে! সেই কাপালিক ব্যাটার অবিদ্যা। এখানে কি কর্‌তে মর্‌তে এলো! পালাই—বেটী না দেখে।

মহা। বাবা—শোন—শোন—

গণ। কেন বাছা—তুমি পরের মেয়ে—পরের বউ, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, কেন তোমার কথা শুন্‌বো?

মহা। আমি যে তোমাদের মা, আমার কথা শুন্‌বে না?

গণ। মা আছ মা-ই আছ, তুমি ভালয় ভালয় পথ দেখ, আমিও ভালয় ভালয় পথ দেখি। আর বাছা, তোমার পাল্লায় পড়্‌ছি নে।

মহা। শোন না, তোমার গুরুর সংবাদ দিচ্চি।

গণ। কে—সেই তোমার কাপালিক? সে বেটা অক্কা পেয়েছে, তা জানো না বুঝি? তাই আমায় ধোঁকা লাগাতে এয়েছ?

মহা। তুমি কি মনে কচ্চ? আমি সে তো নই, আমি যে তোমার সত্যি মা। তোমার চোখ ঢাকা রয়েছে, আমি তোমার চোখ খুলে দিতে এসেছি। তুমি আমায় কে মনে করেছ? আমি সে নই, সে তোমার বিমাতা, আমি তোমার সত্যি মা।

গণ। বাছা, তোমার আর মা-গিরিতে কাজ নাই।

মহা। বাবা, আমি না পথ ছেড়ে দিলে, পথ দেখ্‌তে পাবে না। তোমার চোখের আবরণ এখনো ঘোচে নাই। তুমি এখনো তোমার গুরুকে চিন্‌তে পারো নাই। তাই তোমায় বল্‌তে এসেছি, তোমার গুরু মানুষ নয়,

তোমার গুরু সাক্ষাৎ শঙ্কর। এই কথাটি মনে রেখো, তা হ'লেই তুমি মোক্ষপ্রাপ্ত হবে।

গণ। (স্বগত) না, সে বেটী তো নয়। (প্রকাশ্যে) তুমি কে মা?

মহা। বাবা, আমি বল্লেও তো বুঝ্‌তে পার্‌বে না। তোমার বিমাতাও মরেছে, আমি যে দিন মর্‌বো, সেই দিন চিনবে।]*

[মহামায়ার প্রস্থান।

[গণ। তাই তো—তাই তো, আমি যেন আর এক রকম সব দেখ্‌ছি! আমি নিদ্রিত না জাগরিত। আমি কোথায়, আমার শরীর কি হ'লো! এ সব কি? গুরুদেব—গুরুদেব—চরণে স্থান দাও!]

মণ্ডন মিশ্র ও সনন্দনের প্রবেশ

সনন্দন। অদ্যাবধি ভারতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজয় ক'রে কাশ্মীরের সারদাপীঠে বাগ্দেবীর সিংহাসনে উপবেশন কর্‌তে কেহই সক্ষম হন নাই। গুরুদেব যখন সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজয় কর্‌লেন,—অকস্মাৎ দৈববাণী হ'লো—"বৎস, আমার আসনে উপবেশন কর্‌বার তুমিই একমাত্র যোগ্য। আমার আজ্ঞায় আসন গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষে 'সর্ব্বজ্ঞ' নামে প্রচারিত হও।" ভাই সুরেশ্বর, সমস্ত ভারতে অদ্বৈত মত স্থাপিত, পুণ্যভূমি জ্ঞানসূর্য্যে আলোকিত। ভাই, তুমি আনন্দ সংবাদে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কর্‌লে কেন?

মণ্ডন। শুন ভাই, অন্তর বিকল কিবা হেতু।
তুষার-আবৃত ঘোর পর্ব্বত-প্রদেশে,
নিত্য রজনীতে—
বামাকণ্ঠে কেবা করে সকরুণ গান?
যেন কোন নারী বিরহবিধুরা,
মনোব্যথা কহে এই জনশূন্য স্থানে!
দেখ দেখ, নারীমূর্ত্তি কে অগ্রগামিনী?

সনন্দন। হতেছে স্মরণ,
পূর্ব্বে যেন এই মূর্ত্তি করেছি দর্শন।
আছিলেন গুরুদেব যবে পরকায়ে,
নাহি পাই কোন মতে রাজ-দরশন,
অকস্মাৎ কৃপা করি আসি এক নারী—
সঙ্কটে করিল মাতা উপায় বিধান।
হেরি অবয়ব মম হয় অনুমান,
অগ্রগামী রমণী-মূরতি সে সুন্দরী!
মহা হিতৈষিণী সেই জননীস্বরূপা,
তাহে কেন অনিষ্ট আশঙ্কা কর তুমি?

মণ্ডন। নহে এ সামান্যা নারী হয় অনুমান।
প্রধানা প্রকৃতি।
মহাশক্তি ধরি নারী-কায় ভ্রমেণ ধরায়,
তাঁর বিরহ-সঙ্গীতে ভয় হয় চিতে,
লীলা বুঝি অবসান-প্রায়;
অচিরে বা শিবশক্তি হয় সংমিলিত।

শঙ্করাচার্য্য, শান্তিরাম, হস্তামলক, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ

*[শান্তি। প্রভু, প্রভু—দেখুন, অকস্মাৎ গিরিশৃঙ্গ ভেদ ক'রে সলিল উত্থিত হচ্ছে। প্রভু, ফিরুন, হেথায় বিপদ হ'তে পারে।

শঙ্কর। না বৎস, ভগবতী কিরূপ কৃপাময়ী দেখ। তোমরা দারুণ শীতে ক্লিষ্ট হয়েছ, সেই নিমিত্ত এই উষ্ণ প্রস্রবণ গিরিভেদ করে উত্থিত হয়েছে। এর উষ্ণতায়—স্থান উষ্ণ অনুভব কচ্ছ না? আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

সনন্দন। প্রভু, সকলই আপনার করুণা।

গণ। বাবা—বাবা, তুমি শিব, আমি জেনেছি, মা আমায় বলেছেন।

শঙ্কর। দেখ দেখ, গণপতি কি বলে শোনো।

সকলে। জয় শঙ্করাচার্য্যের জয়!]*

শঙ্কর। বৎস, এ জনহীন প্রদেশে কয়দিন রমণীকণ্ঠনিঃসৃত কোন সঙ্গীতধ্বনি শুনেছ?

মণ্ডন। হ্যাঁ প্রভু, আমি পদ্মপাদকে সেই কথাই বল্‌ছিলেম,—বোধ হ'লো, কোন রমণী-মূর্ত্তি দূরে দৃষ্টিগোচর হ'লো।

শঙ্কর। উনিই আমায় সংসারে এনেছেন, আবার উনিই আমায় সংসার হ'তে লয়ে যাবার জন্য এসেছেন। বৎস, আর আমি এ স্থানে কারে অবলম্বন ক'রে থাক্‌বো?

চিৎসুখ। প্রভু, কি নিদারুণ কথা বল্‌ছেন? আমাদের পরিত্যাগ ক'রে যাবেন? জানেন তো, আপনি এই নরমূর্ত্তিতেই আমার হৃদয়েশ্বর।

শঙ্কর। বৎস, কারে পরিত্যাগ কর্‌বো?—তোমাদের হৃদয়ে আমার ভাষ্য স্থাপিত।

তোমরা আমার হৃদয় অপেক্ষা প্রিয়, তোমাদের সাহায্যেই আমার কার্য্য সম্পন্ন। বৎস, চলো—কৈলাস দর্শন করি। কৈলাস হ'তে প্রত্যাগমন ক'রে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হয়ো!

[সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

কৈলাস

দেবগণবেষ্টিত বৃষভোপরি হর-গৌরী

শঙ্কর। বৎস, নরলীলা অবসান মম!
নিজ নিজ কার্য্য-অন্তে তোমরা সকলে,
যোগবলে হবে অবগত—
তোমা সবে জনে জনে কেবা।
কার্য্য অবসানে,
মম সম নিজ স্থানে করিও প্রয়াণ।

সনন্দন। প্রভু, আপনি লীলা সংবরণ কর্‌লেন, কিন্তু আমরা অনাথ হলেম।

শঙ্কর। বৎস, খেদ পরিত্যাগ করো। যে স্থলে বেদান্তচর্চ্চা হবে, জেনো—সেই স্থলেই আমরা যুগলে উপস্থিত হব, হৃদয়-মধ্যে নিয়তই আমাদের দর্শন পাবে।

সমবেত সঙ্গীত

বৃষভ-আসনে জগত-পিতা, জগত-জননী বামে।
কনক-রজত মিলিত ললিত, রাজিত যুগল ঠামে॥
হর—গৌর কর্পূর, গৌরী—চম্পা সুন্দর,
মনোমালিন্য-হরণ মূরতি,
দীন-শরণ চরণ-জ্যোতি,
জয় জয় জয় হর-পার্ব্বতী,
দ্বিদল চণক পুরুষ প্রকৃতি,
নিত্য চেতন নিত্য শকতি, লীলা নিত্যধামে॥

যবনিকা-পতন

ছত্রপতি

(শিবাজী)

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

১৩১৪ সাল ৩২শে শ্রাবণ, শনিবার,
মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

একমাত্র বিক্রেতা—
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ভাদ্র, ১৩১৪।

ছত্রপতি শিবাজী

[ঐতিহাসিক নাটক]

(১৩১৪ সাল, ৩২শে শ্রাবণ, শনিবার মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

১। মহারাষ্ট্রপক্ষীয় পুরুষগণ

শিবাজী [ছত্রপতি] (বিজাপুর-জাইগিরদার শাহজীর পুত্র, পরে মহারাষ্ট্র-রাজ্যাধিনায়ক)। দাদোজী কোণ্ডদেব (শিবাজীর শিক্ষাগুরু)। রামদাস স্বামী (শিবাজীর দীক্ষাগুরু)। শম্ভাজী (শিবাজীর পুত্র)। মোরোপন্ত (শিবাজীর মন্ত্রী)। গঙ্গাজী (স্বদেশভক্ত ব্রাহ্মণ)। তানাজী, সুরেরাও, বাজী-ফসলকর, যেশোজী কঙ্ক (শিবাজীর বাল্যসহচরগণ)। আবাজী, নীলোপন্ত, হীরোজী, সূর্য্যাজী, কাবজী, জিউ-মহালা (শিবাজীর সেনানায়কগণ)। রাওভাওসিংহ, পূজারী, রাজকর্ম্মচারী, মবুলা সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, পারিষদগণ, রামদাস স্বামীর শিষ্যগণ, দূতগণ ইত্যাদি।

২। বিজাপুরপক্ষীয় পুরুষগণ

খোবান খাঁ (বিজাপুরের মন্ত্রী)। আফজল খাঁ (বিজাপুরের সেনাপতি)। ফেরঙ্গজী (কোকান দুর্গাধিপতি)। শম্ভাজীমোহিতে (সুপ প্রদেশাধিপতি শিবাজীর বৈমাত্রেয় মাতুল)। মল্লিকজী (হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমান)। মুলানা আহম্মদ (কল্যাণ দুর্গাধিপতি)। কৃষ্ণাজী পন্ত (আফজল খাঁর দূত)। গোপীনাথ পন্ত, গোবিন্দ পন্ত (আফজল খাঁর পার্শ্বচরগণ)। বেগমপুত্র, ওমরাওগণ, হাবিলদার, মুসলমান-সৈন্যগণ ইত্যাদি।

৩। মোগলপক্ষীয়গণ

আওরঙ্গজেব (দিল্লীর সম্রাট্)। মোয়াজেম (ঐ পুত্র)। জাফর খাঁ (ঐ মন্ত্রী)। দিলির খাঁ, শায়েস্তা খাঁ, জয়সিংহ (ঐ সেনাপতি)। রামসিংহ (জয়সিংহের পুত্র)। আবুলফতে খাঁ (শায়েস্তা খাঁর পুত্র)। পোলাদ খাঁ (দিল্লীর কোতোয়াল)। উদয়ভানু (মোগল-অধিকৃত সিংহগড় দুর্গের রক্ষক)। জমাদার, হাবিলদার, দিল্লীর দূত, ওমরাওগণ, প্রহরীগণ, দূতগণ, মোগল সৈন্যগণ ইত্যাদি।

৪। অন্যান্য পুরুষগণ

মুসলমান সৈনিক, ইংরাজ, দিল্লী-গোলকোণ্ডা-বিজাপুর-কর্ণাট ও জিঞ্জিরার রাজ-প্রতিনিধিগণ, ওলন্দাজ-পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজ বণিক্-প্রতিনিধিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

জিজাবাই (শিবাজীর মাতা)। সইবাই (ঐ জ্যেষ্ঠা মহিষী)। পুতলাবাই (ঐ কনিষ্ঠা মহিষী)। লক্ষ্মীবাই (তানাজীর পত্নী)। বিজাপুর-বেগম, মুলানা আহম্মদের পুত্রবধূ, শায়েস্তা খাঁর বেগমগণ, পরিচারিকা, বাঁদীদ্বয়, মহারাষ্ট্র-নারীগণ, নাগরিকগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাংক

পুণা—শিবাজীর অন্তঃপুর-সংলগ্ন বহির্ব্বাটী

দাদোজী কোণ্ডদেব ও শিবাজী

দাদোজী। তোমার পিতা পত্র লিখেছেন, যে তুমি অতি অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ। সেই নিমিত্ত তাঁকে বিজাপুর দরবারে অপ্রতিভ হ'তে হয়েছে।

শিবাজী। দেব, কি কার্য্য আজ্ঞা করুন। আমার জ্ঞানকৃত এমন কোন কার্য্য হয়নি, যাতে পিতৃদেবকে অপ্রতিভ হ'তে হয়।

দাদোজী। বৎস, বিজাপুর দরবারে প্রকাশ, যে, তোমার মবুলা সহচরগণ অনেক স্থানে দস্যুবৃত্তি দ্বারা তোমাকে অর্থ এনে দিয়েছে; তাদের সাহায্যে তুমি তোরণা দুর্গ অধিকার করেছ, সেই দুর্গ সংস্কার করেছ, একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করেছ; তার নাম রায়গড় দিয়েছ। তোমার পিতার জাইগির বিজাপুরের সুলতানের অধীন; তিনি স্বয়ং সুলতানের কর্ম্মচারী। এরূপ অবস্থায় তোমার কার্য্যকলাপ কিরূপ সংগত ব'লে প্রতিপন্ন করো?

শিবাজী। দেব, আমরা অধীন সত্য; কিন্তু আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। আমি সেই আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করেছি মাত্র।

দাদোজী। প্রজারক্ষার ভার রাজার।

শিবাজী। কিন্তু রাজা ত সে ভার গ্রহণ করেন নাই। দুর্ব্বল পালন রাজার কার্য্য; কিন্তু চতুর্দ্দিকে দুর্ব্বল পীড়নই দেখ্‌তে পাই। গুরুদেব, ইতিপূর্ব্বে চরণে নিবেদন করেছিলেম, যে পিতৃদেবের আদেশ অনুসারে, কেবল পিতৃ-আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হ'য়ে সুলতান সভায় গমন করি, সেই দিন হ'তে ভবানীর কৃপায় আমার চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। সুলতান সভায় দেখ্‌লেম, হিন্দুর হিন্দু-পরিচ্ছদ নাই, হিন্দু-অভিবাদন নাই, হিন্দুর হিন্দু-ভাবে সদালাপ নাই, বিজাতীয় আদর্শে সকলেই প্রায় বিজাতীয় ভাবাপন্ন। বিজাপুর হ'তে যে সময় মহারাষ্ট্রে প্রত্যাগমন করি, পথে যে দৃশ্য দেখ্‌লেম, সে আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হ'য়ে আছে। দেখলেম —দেবমন্দির ভগ্ন, গোহত্যায় পৃথিবী কলুষিত, অনাচার, স্বধর্ম্মী-পীড়ন, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা নাই, বর্ণাশ্রম লুপ্তপ্রায়, তবে গুরুদেব, রাজা রক্ষক কিরূপ আজ্ঞা কচ্চেন?

দাদোজী। বৎস, তুমি বালক, তুমি যে ভাবের বশবর্ত্তী হয়েছ, তাতে সম্পূর্ণ বিপদ আহ্বান ক'চ্চো। শত্রুরা তোমায় বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ব'লে রাজসভায় প্রতিপন্ন কর্‌বে। রাজকোপে ভীষণ অমঙ্গলের আশঙ্কা।

শিবাজী। গুরুদেব, অধিক অমঙ্গলের আশঙ্কা কি? ধর্ম্ম নষ্ট,' কর্ম্ম নষ্ট, আচার নষ্ট, অমঙ্গলের আর বাকী কি? এই তুচ্ছ প্রাণ! দাস আপনার চরণকৃপায়, আপনার তেজপূর্ণ উপদেশে, মাতার মুখে পুরাণ শ্রবণে, তুচ্ছ প্রাণকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করে। লেখনী চালনার পরিবর্ত্তে অস্ত্রচালনা শিক্ষাদান করেছেন; অশ্বসঞ্চালন, লক্ষ্যভেদ, বিপদ ও মৃত্যু উপেক্ষা কর্‌তে দিন দিন শিক্ষা দিয়েছেন। প্রভু, এই সকল বিদ্যালাভ ক'রে কি জড়ের ন্যায় অবস্থান কর্‌বো? মাতৃভূমি পীড়ন, ধর্ম্ম পীড়ন, বিত্তাপহরণ,—কাপুরুষের ন্যায় সহ্য কর্‌বো? জননী ভবানী-আরাধনা ক'রে পুত্রবর প্রার্থনা ক'রেছিলেন কি বৃথা? ভবানী-বাক্য কি বৃথা? শিক্ষা, দীক্ষা সকলই কি বৃথা? তা হ'লে এ ক্ষণভঙ্গুর জীবন ধারণে তিলমাত্র ফল দেখি না। দেশের অবস্থা দেখুন; সম্রাটের সহিত বিজাপুরের বিরোধ, উভয়-পক্ষীয় মুসলমান সৈন্য সজ্জিত, কবে কোন্ সৈন্য লুণ্ঠন আশায় মহারাষ্ট্রে প্রবেশ কর্‌বে; তখন কিরূপে আত্মরক্ষা কর্‌বো? কিরূপে আশ্রিত দীন কুটীরবাসিগণকে রক্ষা কর্‌বো?

দাদোজী। তোমার কি রাজবিরুদ্ধাচরণ করা কল্পনা? যে আশঙ্কা ক'চ্চো, যদি সত্যই বিরোধী সৈন্য মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করে, তুমি একাকী কিরূপে সেই সজ্জিত সৈন্য প্রতিরোধ কর্‌বে?

শিবাজী। আমি একা, এরূপ আজ্ঞা কি নিমিত্ত কচ্চেন? ঐ যে দীনহীন, নগ্নদেহ মব্‌লাগণ,—আপনার শিক্ষিত বিদ্যায় তাদের অস্ত্রশিক্ষাদানে দাস সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছে। তারা সম্পূর্ণ যুদ্ধ-নিয়মাধীন, ভবানীর কৃপায় সকলে জননী জন্মভূমি-বৎসল, অস্ত্রধারী সৈন্যের সম্মুখীন হ'তে সম্পূর্ণ সক্ষম পারদর্শী। পর্ব্বত প্রদেশে, মোগল বা পাঠান বিরুদ্ধে দুর্গরক্ষা কর্‌তে পশ্চাৎপদ হবে না। তারা জন্মভূমির দুঃখে কাতর, তারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য কাতর, বিধর্ম্মীর অধীনতায় অসহিষ্ণু, তারা প্রাণের মমতাশূন্য। যদি মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার উদ্যম, মনুষ্য-জীবনে কর্ত্তব্য হয়, সেই কর্ত্তব্য-সাধনের সুযোগ সম্পূর্ণ উপস্থিত। মুসলমানেরা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত; বাদসা দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্য কৃতসংকল্প; এ সময় বিজাপুর আত্মরক্ষায় বিব্রত থাক্‌বে, এই পার্ব্বত্য প্রদেশের অবস্থা লক্ষ্য কর্‌বে না। এ অবস্থায় যদি আত্মোন্নতি সাধন কর্‌তে না পারি, তা'হলে আর সহস্র বৎসরে উন্নতির আশা থাক্‌বে না। স্বাধীনতা-অর্জ্জন কিম্বা জীবন-বিসর্জ্জন—এই আমার সংকল্প; অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি; পশ্চাৎপদ হ'তে আজ্ঞা কর্‌বেন না।

দাদোজী। বৎস, তুমি ধন্য, তোমার সাধু সংকল্প ধন্য! তুমি ভবানীর প্রকৃত বরপুত্র আমার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে। তুমি পদে পদে জয়যুক্ত হও, ভবানীর নিকট বৃদ্ধের এই প্রার্থনা।

জিজাবাইএর প্রবেশ
শিবাজীর প্রণাম করণ

জিজা। রাজ্যেশ্বর হও।

শিবাজী। মা, দেবদেব মহাদেবের রাজ্য, সেই রাজ্যরক্ষণভার তিনি তোমার পুত্রকে অর্পণ করেছেন। গুরুদেবের কৃপায়, তোমার শ্রীচরণপ্রসাদাৎ দাস দেবকার্য্য উদ্ধার কর্‌তে সম্পূর্ণ সক্ষম হবে।

দাদোজী। শুভে, শাহাজীর পত্রপাঠে তো শিব্বা ক্ষান্ত হয় নাই। শিব্বা আপনার ত্রুটি স্বীকার করে না; বলে, আমি ন্যায়সঙ্গত কার্য্যই ক'চ্চি। এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, এখন তো আমার শাসনাধীন নয়; আপনি যদি শিব্বাকে বোঝাতে পারেন,—দেখুন।

জিজা। ব্রাহ্মণ, আমি শিব্বাকে কি বোঝাবো? ভবানীর কৃপায় শিব্বাকে জঠরে ধরেছি—এই মাত্র। শিব্বা ভবানীর পুত্র, ভবানীর আদেশ পালন কর্‌বার জন্য আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। ব্রাহ্মণ, আপনি বৃহস্পতির ন্যায় বিচক্ষণ, শ্রেয়ঃ উপদেশ আপনি প্রদান করুন, সে ভার আমার উপর কেন অর্পণ ক'চ্চেন?

দাদোজী। মা, আমি শিব্বার উপদেষ্টা কি শিব্বা আমার উপদেষ্টা—আজ আমি বুঝতে অক্ষম। বালক বয়সে আমার একটি সুখস্বপ্ন ছিল, বয়সে সে স্বপ্ন বিস্মৃত হয়েছিলাম, আজ মা তোমার শিববা সেই সুখস্বপ্ন পুনর্জ্জাগরিত করেছে। আজ আমার মনে হচ্চে, আমি স্বাধীন, আমি চতুর্ব্বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমি শিব্বার উপদেষ্টা, আমি ধন্য!—আমার জন্ম ধন্য।—আমার কর্ম্ম ধন্য!—শিব্বার কল্যাণে, আমার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল! হরগৌরীর প্রসাদে তোমার শিব্বা মহারাষ্ট্রে সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপন কর্‌বে। শিব্বা—শিব্বা—বাবা, এ বৃদ্ধ বয়সে আমার জীবনের সাধ হ'চ্চে, আমার আক্ষেপ হ'চ্চে, আমার দিন সংক্ষেপ, আমি তোমায় ছত্রপতি দর্শন ক'রে দেহত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো না; কিন্তু আমি মানসচক্ষে দেখ্‌ছি, তুমি ছত্রপতি। ধর্ম্ম তোমার চিরসহায় হোন। (কম্পমান)

শিবাজী। প্রভু—প্রভু, প্রকৃতিস্থ হোন।

দাদোজী। বাবা, আমি প্রকৃতিস্থ; তোমার কল্যাণে আমি অচিরে শিবলোকে গমন কর্‌বো; এই বৃদ্ধের মৃত্যুশয্যায় তোমরা মাতা-পুত্রে উপস্থিত থেকো। (জিজাবাইয়ের প্রতি) মা, তুমি বীর-মাতা, বিপদ্-তরঙ্গে তোমার শিব্বা ঝম্প প্রদান করেছে, সে তরঙ্গ দেখে কখন নিরুৎসাহ হয়ো না, পুত্রকে নিরুৎসাহ করো না।

জিজা। ব্রাহ্মণ, আপনার শরীর অসুস্থ বোধ হ'চ্চে, এখন আর গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌বেন না, আজ আমার আবাসে অতিথি হোন। শিব্বা আপনার প্রসাদ পাবে।

দাদোজী। মা, আমি অসুস্থ নই, আমি আনন্দে পরিপূর্ণ। আমার সৌভাগ্য, তাই এই সংসারে কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়েছি। গৃহেই আহার করি, আর এখানেই আহার করি, সে শাহাজীর অন্ন।

জিজা। ঠাকুর, আসুন, বিশ্রাম কর্‌বেন। আপনার শুশ্রূষা ক'রে আমি কৃতার্থ হবো।

দাদোজী। মা, তুমি অন্নদাত্রী মাতৃস্বরূপা, তবে ব্রাহ্মণ বলে যা সম্মান করো।

[দাদোজী ও জিজাবাইয়ের প্রস্থান।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, গুরুদেব, যেদিন আমার বালক-হস্তে লেখনীর পরিবর্ত্তে অস্ত্র প্রদান করেছিলে, সেই দিনই তোমার মনোভাব অবগত হয়েছিলেম। তোমার শিক্ষায় আমার চরিত্র গঠিত. তোমার শিক্ষায় আমার চক্ষু উন্মীলিত, জন্মভূমির হীনাবস্থা তোমার শিক্ষায় আমার হৃদয় অঙ্কিত, তোমার শিক্ষায় আমি স্বাধীনতা-প্রিয়, তোমার শিক্ষায় আমি জন্মভূমির উদ্ধারে কৃতসংকল্প; তোমার আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হবো নিশ্চয়। বিপদ্‌সাগরে ঝম্প প্রদান করেছি সে তোমারই আদেশে। মা ভবানী আমার কাণ্ডারী. নির্ব্বিঘ্নে কূলে নিয়ে যাবেন সন্দেহ নাই।

তানাজী, সুরেরাও, বাজী-ফসলকর ও যেস্‌জী কঙ্কের প্রবেশ

ভাই, আমরা একত্রে বাল্যক্রীড়া করেছি, যৌবন-ক্রীড়া আরম্ভ হয়েছে, সে ক্রীড়া মৃত্যুতে শেষ হবে, অতি দুষ্কর ক্রীড়া, এ ক্রীড়ায় জীবন—পণ, ফল—মনুষ্যত্ব, অর্জ্জন—স্বাধীনতা।

তানাজী। শিব্বা, তুমি বন্ধু ব'লে সম্মান

করো, ক্রীড়ার সাথী ব'লে আদর করো; কিন্তু আমরা তোমার শিষ্য, তোমার দাস, তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র; যেরূপে আমাদের চালনা কর্‌বে, সেইরূপ চালিত হবো। আমরা অসভ্য দীন হীন মব্‌লা; তুমি বীর ব'লে সম্বোধন ক'রে, আমাদের হৃদয় বীরভাবে পরিপূর্ণ করেছ। তোমার কার্য্যে যদি জীবন দান কর্‌তে পারি, এ হ'তে উচ্চ আশা আমাদের আর নাই।

যেস্‌জী। তানাজী যা ব'ল্লে, আমরা পরস্পর সেই কথাই বল্‌তে আস্‌ছিলেম, আজ কোন দুষ্কর কার্য্যভার প্রদান করো, এই প্রার্থনা। চাকান দুর্গ অধিকার করা তোমার অভিপ্রায়; আজ্ঞা করো, আজই দুর্গ আক্রমণ করি।

শিবাজী। আক্রমণ করা আমার অভিপ্রায় নয়। তোমরা অনেক দুর্গ আক্রমণ কর্‌বে; কিন্তু সে সকল মহারাষ্ট্র-রক্ষিত দুর্গ নয়, মুসলমান-রক্ষিত দুর্গ। মহারাষ্ট্র-অঙ্গে আমাদের অস্ত্র আঘাত কর্‌বে না, তারা স্বদেশী, আমাদের ন্যায় পরপীড়িত, অনেক মহারাষ্ট্র বীরেরই এইরূপ অবস্থা। যদি তাঁরা একবার বুঝ্‌তে পারেন, যে স্বাধীনতার সময় উপস্থিত, যদি তাঁরা বুঝ্‌তে পারেন, যে মহারাষ্ট্রেরা একত্র হ'লে ভারত বিজয় করতে সক্ষম, যদি তাঁদের হৃদয়ে ধারণা হয় যে পরস্পর স্বার্থ পরিত্যাগ ক'রে একতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'লে মহারাষ্ট্রে আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপিত হবে, দেবালয় ভগ্ন, গো-হত্যায় পুণ্যস্থান কলুষিত হওয়া নিবারণ হবে, বিধর্ম্মী দূরীকৃত হ'য়ে মহারাষ্ট্র-বীর্য্য-বলে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অনায়াসে সাধিত হবে, তা হ'লে আমাদের ন্যায় তাঁরাও মাতৃভূমির কার্য্যে প্রাণপণ কর্‌বেন নিশ্চয়। এই মহাকার্য্য সাধন করা, এই একতা সংস্থাপন করা আমাদের উপস্থিত কার্য্য। আমরা অস্ত্রচালনে অক্ষম নই, তা আমরা বারবার প্রমাণ করেছি। কিন্তু আমরা যে ভ্রাতৃবৎসল, এই মহারাষ্ট্র প্রদেশে অতি হীনব্যক্তিও যে আমাদের সহোদরের ন্যায় প্রিয়, আমরা যে পরস্পর বিদ্বেষশূন্য, জগতে তা প্রচার কর্‌বো।

তানাজী। মহারাজ, কোকান দুর্গ তো মুসলমান-রক্ষিত?

শিবাজী। কোকান দুর্গ আমাদের প্রয়োজন; কিন্তু অতি সুদৃঢ় দুর্গ, বহু সেনায় রক্ষিত। বিফল প্রয়াসে আমাদের ক্ষুদ্র বলক্ষয় করা উচিত নয়। কোকান আক্রমণ কতদূর যুক্তিসঙ্গত, আমি স্থির কর্‌তে পাচ্চিনে।

তানাজী। মহারাজ যখন প্রথম তোরণা দুর্গ অধিকারের প্রয়াস পান, আমাদের সেনাবল, এ অপেক্ষা শত অংশে ন্যূন ছিল, আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত কিনা, এরূপ যখন আমরা বন্ধুচতুষ্টয়ে তর্ক-বিতর্ক করি, মহারাজ উৎসাহ বাক্যে বলেছিলেন, মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতা স্থাপনোদ্যমে আমাদের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। যদিচ আমরা অল্পসংখ্যক, জনে জনে একাকী দুর্গাধিকারে কৃতসংকল্প হ'লে তবে উদ্যম সফল হবে। মহারাজের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তদবধি পরাজয় আশঙ্কা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। মহারাজ আজ্ঞা কচ্চেন, দুর্গ দৃঢ়; আপনার অনুচরও দৃঢ় হস্তে তরবারি ধারণ করে, পরাজয় সম্ভব, স্বপ্নেও তার মনে স্থান পায় না। কোকান যখন আমাদের আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজন, সে দুর্গ যতদিন অধিকার না হয়, ততদিন মহারাজ বলেন, আমরা বিজাপুরের আক্রমণ হ'তে নিরাপদ নই। এ অনুচর যদি কার্য্যোদ্ধারে অক্ষম হয়, মহারাজের বহু সৈন্য বিনাশ হবে না, দাসের দেহরক্ষক মব্‌লা দ্বারা কোকান অধিকৃত হবে, আমার হৃদয় বারবার উত্তেজনা কচ্চে। প্রার্থনা, উদ্যম ভঙ্গ না হয়।

শিবাজী। যাও বীর, বীরকীর্ত্তি স্থাপন করো। অবশ্যই কোকান আমাদের অধিকৃত হবে।

তানা। মহারাজ, জয় সংবাদ ল'য়ে শীঘ্রই রাজসমীপে উপস্থিত হবো।

[প্রস্থান।

গঙ্গাজীর প্রবেশ

যেস্‌জী। কে তুমি?

গঙ্গা। আমি এই মহারাজ শিবাজীর দূত।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, আমি মহারাজ নই, আর তোমার সহিত যে আমি পরিচিত, এও আমার স্মরণ হয় না।

গঙ্গাজী। তুমিই মহারাজ, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ, মস্তকে গ্রহণ করো। আর পরিচয় নাই থাক্‌লো, এই আমার মত অনেককে নিয়েই তোমার কাজ।

শিবাজী। কি কার্য্য?

গঙ্গাজী। অনেক কাজ। প্রথম—হাটে মাঠে বাজারে সকলকে বলা, যে তোমরা মহারাষ্ট্র, তোমরা হিন্দু, তোমরা বীর, তোমার মাতৃভূমি দলিত, ধর্ম্ম পীড়িত, চক্ষু উন্মীলন ক'রে দেখো; বীরের ন্যায় মাতৃকার্য্য সাধন করো!

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, কে তুমি?

গঙ্গাজী। শোনো-শোনো আগে, আগে কার্য্যের তালিকা দিই। পথঘাট সব জানো কি? কোন্ পথে রাত্রে কোন্ দুর্গে প্রবেশ কর্‌তে হয়, সে পথ কে দেখাবে? এই ধেড়ে ধেড়ে আকাঁড়া জোয়ান অস্ত্রধারী সন্ধান নিতে গেলে, বেঁধে দুর্গে চালান দেবে। তারপর আজ না হয় কাল মুসলমান শত্রু আস্‌বেই আস্‌বে; তারা কোন্ পথে কিরূপভাবে আস্‌ছে, তার সন্ধান-সুলুক এনে কে দেবে? এই আমার মত যার হাড়ে লক্ষ্মী নেই—সেই।

শিবাজী। উপস্থিত কি দৌত্যকার্য্য করেছ?

গঙ্গাজী। এই এখনি জানতে পার্‌বে, আমি স'রে যাই।

[প্রস্থান।

ফেরঙ্গজীর প্রবেশ

শিবাজী। আপনি কে?

ফেরঙ্গজী। আমি কোকান দুর্গাধিপতি ফেরঙ্গজীর দূত। বোধহয় আপনিই মহাত্মা শিবাজী।

শিবাজী। আমি মহাত্মাগণের দাস, আমার নাম শিব্বা।

ফেরঙ্গজী। নমস্কার।

শিবাজী। নমস্কার।

ফেরঙ্গজী। ফেরঙ্গজী সংবাদ পেয়েছেন, যে আপনি কোকান দুর্গ অধিকার করবার সংকল্প করেছেন, সেই নিমিত্ত ফেরঙ্গজী আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন কর্‌তে আদেশ দিয়েছেন। অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। ফেরঙ্গজীর প্রথম প্রশ্ন—আপনার এই উন্মত্ততা কেন? দুর্গ বিজাপুর অধিপতি আদিল সা'র; ফেরঙ্গজী রক্ষক মাত্র। ধরুন তাঁকে পরাজয় ক'রে দুর্গ অধিকার কর্‌লেন, কিন্তু সে অধিকার আপনার ক'দিন থাক্‌বে। সুলতান-বিরুদ্ধাচরণে যে ভবিষ্যতে কি ভয়ঙ্কর ফল, তা কি একবারও বিবেচনা করেন নাই? এ কার্য্যে আপনার লাভ কি? আপনি একজন প্রধান জাইগিরদারের পুত্র। রাজকোপে আপনার সম্পত্তি নষ্ট হবে। আপনি কি আপনাকে এতদূর বলবান বিবেচনা করেন, যে আদিল সা'র বিরুদ্ধাচরণ ক'রে আপনি নিরাপদ হবেন? আপনি স্বাধীনতা-স্বপ্নে বিভোর আছেন, কিন্তু একবার কি চিন্তা করেন না, যে, সে স্বপ্ন মাত্র, বিপক্ষ তোপ-ধ্বনিতে তা ভঙ্গ হবে? মহারাষ্ট্র স্বাধীন হবে, এরূপ কুস্বপ্ন কিরূপে উদয় হলো?

শিবাজী। দূতবর, আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তর আমি প্রথম প্রদান করি, তা হ'লে সমস্ত প্রশ্নেরই একরূপ উত্তর হবে। এ আমার স্বপ্ন নয়—সত্য। মহারাষ্ট্র আজই স্বাধীন হয়, কেবল এক বাধা, পরস্পর হীনস্বার্থাধীন। হীন স্বার্থে মহারাষ্ট্র পরাধীন; জাইগিরদার পরস্পর বিরোধী,—এই হেতুই পরাধীন। যদি নিজ স্বার্থ উপেক্ষা ক'রে সকলে একবার সাধারণ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করেন, তা হ'লে অদ্যই মহারাষ্ট্র স্বাধীন। দূতবর, আমি তর্কের ছলে স্বীকার ক'চ্চি, যে স্বাধীনতা আমার স্বপ্ন মাত্র; রাজকোপে আমার সর্ব্বনাশ হবে; কিন্তু আমি সুখস্বপ্নে বিভোর আছি। ফেরঙ্গজী কি সুখে আছেন? যে দুর্গের তিনি অধিকারী, আজ যদি সেই দুর্গে কোন সুলতানের মুসলমান কর্ম্মচারী এসে গো-হত্যা করে, যে গৃহে তিনি ইষ্টপূজা করেন, সেই স্থান কলুষিত করে, ভূতের উপাসক ব'লে যদি তাঁরে সম্বোধন করে, তা হ'লে তাঁর কর্ত্তব্য কি হবে? তিনি কি সেই কর্ম্মচারীকে সেলাম প্রদান ক'রে, এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য কর্ব্বেন? হয়তো রাজপ্রসাদ লাভে আরো উচ্চ-পদ পাবেন, সেই পদের কি তিনি আকাঙ্ক্ষী? হয়তো তিনি উত্তর কর্‌বেন, যে, না,—আদিল সা এরূপ কর্‌বেন না; তিনি হিন্দুর সম্মান রাখেন, অনেক দেব-মন্দিরে বৃত্তি দেন, তাঁর

আশ্রয়ে অনেক হিন্দু প্রতিপালিত। কিন্তু আমি যে চিত্র প্রদান কর্‌লেম, এরূপ গো-হত্যা, ধর্ম্মগ্লানি, পবিত্রস্থান কলুষিত ভারতবর্ষে কি বিরল? তিনি এক দুর্গাধিকারী হ'য়ে একবার ইষ্টনাম জপ ক'রে, আপনাকে হিন্দু ব'লে পরিচয় দিতে কি লজ্জিত হন না? তাঁকে বল্‌বেন যে, ধর্ম্মের অবমাননা সহ্য ক'রে, মাতৃভূমির পীড়ন সহ্য ক'রে উন্নতিলাভ অপেক্ষা মাতৃভূমির নিমিত্ত উত্থিত হ'য়ে সর্ব্বনাশ ও জীবননাশ শতগুণে শ্রেয়ঃ।

ফেরঙ্গজী। মহাত্মন্, আমিই সেই অধম ফেরঙ্গজী! আপনার চরণে আমার এই তরবারির সহিত আমার দুর্গাধিকার অর্পণ কর্‌লেম। আসুন, দুর্গ অধিকার কর্‌বেন।

শিবাজী। (ফেরঙ্গজীকে আলিঙ্গন করিয়া) ফেরঙ্গজী, দুর্গাধিকার অপেক্ষা তোমার বন্ধুতা লাভ আমার শতগুণে আনন্দপ্রদ। দুর্গের অধিকারী তুমিই থাকো, মহারাষ্ট্র-শত্রুবিরুদ্ধে দুর্গ রক্ষা করো। সেই কার্য্যে তোমার বীরবাহু সম্পূর্ণ সক্ষম। দুর্গরক্ষা-উপযোগী যে সকল সামগ্রী প্রয়োজন, তুমি আমার নিকট হ'তে গ্রহণ করো।

ফেরঙ্গজী। মহাত্মন্, এ সম্মান আমার অদৃষ্টে ছিলো, আমি স্বপ্নেও তা অনুমান করি নাই।

গঙ্গাজীর পুনঃপ্রবেশ

গঙ্গাজী। কেমন মহারাজ! এখন আমায় দূত ব'লে চিনলে তো?

ফেরঙ্গজী। ব্রাহ্মণ, প্রণাম। (শিবাজীর প্রতি) মহাশয়, এই ব্রাহ্মণের উত্তেজনাপূর্ণ কথকতায় আমার স্বার্থপূর্ণ কঠিন হৃদয়েও স্বদেশপ্রেম অঙ্কুরিত হয়েছে। আমি এঁর নিকটেই আপনার স্বদেশভক্তির পরিচয় পাই। আমি পরীক্ষা কর্‌তে স্বয়ং এসেছিলেম, এক্ষণে আপনার কৃতদাস আপনার নিকট স্বদেশপ্রেম-প্রার্থী।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, কে তুমি? কোন্ মহাত্মা দীনবেশে এই উচ্চকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছ?

গঙ্গাজী। মহারাজ, আমি মহাত্মা-টহাত্মা নই, আমি একখানা কয়লা, খাম্‌কা এক জ্বলন্ত আগুনে প'ড়ে আঙ্‌রা হয়ে গেছি। আমার মত আরও আঙ্‌রা চারদিকে ছুটেছে। মহারাজ কি রামদাস স্বামীর নাম শোনেন নাই? শত শত নর-নারী তাঁর উত্তেজনায় মহারাষ্ট্র প্রদেশে ঘরে ঘরে মাতৃপূজার কথা প্রচার ক'চ্চে।

শিবাজী। ঠাকুর, সেই মহাপুরুষের দর্শন কোথায় পাওয়া যায়?

গঙ্গাজী। তাঁরে খুঁজ্‌তে হবে না, তিনি মহারাজকে খুঁজে নেবেন। মহারাজই সেই মহাপুরুষের প্রকৃত শিষ্য; তবে আমরা ফক্কড়, ফক্কুড়ি ক'রে বেড়াই; আমি যাই, মহারাজের তো অনেক কাজ রয়েছে।

শিবাজী। কোথায় যাবে?

গঙ্গাজী। ভাবছি, সুপপ্রদেশে আপনার মাতুলের কাছে। আপনার বিমাতার ভ্রাতা শম্ভাজীর নিকট, মহারাজের দোলের পার্ব্বণীর কথা পাড়্‌বো। মহারাজও পার্ব্বণী নেবার জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকুন।

[প্রস্থান।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ ইঙ্গিতে সুপপ্রদেশ অধিকার কর্‌বার জন্য উত্তেজনা কর্‌লে। সে প্রদেশ আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। ভাই, আমার সম্পূর্ণ আশা হচ্চে আমরা কৃতকার্য্য হবো; মারুতির অবতার রামদাস স্বামী আমাদের সহায়, আমাদের চিন্তার কারণ নাই। তবে আর কেন প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করি, বিজাপুর দরবারকে আর আমাদের ভয় কি? আত্মরক্ষার নিমিত্ত যতগুলি দুর্গ করগত করা সম্ভব, এসো আমরা জনে জনে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবাজীর অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যানস্থ কুঞ্জ

ফুলের সাজি হস্তে গাহিতে গাহিতে পুতলার প্রবেশ

গীত

আদরের ফুল নেবেন আদরে,
দেখ্‌বো প্রাণভরে আমার বড় সাধ করে।
যুগল ছবি সদাই ভাবি রাখি অন্তরে॥
হাসিতে মিল্‌বে হাসি,
দেখ্‌তে দাসী অভিলাষী,

নয়নে মিলবে নয়ন,
মুচকে হেসে দেখ্‌বো তখন,
দিবানিশি-তাইতো প্রয়াসী;
ঝর্‌বে সুধা কথায় কথায়,
সে সুধা প্রাণ সদা চায়,
আদর দেখে আদর শিখে
থাক্‌বো মনের আদরে॥

সইবাইয়ের প্রবেশ

সই। এই যে ফুল এনে হাজির করেছ?

পুতলা। কেন দিদি, এই ত পুজার সময়।

সই। রোজ রোজ এ কি পাগ্‌লামি! আমায় শুদ্ধ পাগল কর্‌লি?

পুতলা। দিদি, তুমি মহারাজকে মনে মনে পুজা ক'রে তৃপ্তি লাভ করো, আমার বাহ্যিক পুজা না দেখে তৃপ্তিলাভ হয় না।

সই। কই, রাজা ত উপস্থিত নাই, কার পুজা হবে?

পুতলা। কেন দিদি, তোমার হৃদয়-সিংহাসনে রাজা দিবারাত্র বিরাজমান।

সই। তবে আমার বুকে ফুল দিয়ে পুজা করো।

পুতলা। আমি রাজরাণীর দাসী, আমি পুজা কর্‌বো কি? এই সিংহাসনে বসো, তুমি পুজা করো।

সই। হ্যাঁরে, তোর জ্বালায় ত রোজ সিংহাসনে বস্‌ছি, তুই চোখ বুজে হাসিস্‌ কাঁদিস্‌, কি দেখিস?

পুতলা। কেন দিদি, আমি আমার ইষ্ট-দেবতার যুগলরূপ দর্শন করি। যখন তিনি বলেন, আমি দুর্গ জয় কর্‌তে যাবো, তখন ভয়ে কাঁদি; যখন দুর্গ জয় করেছেন দেখি, তখন আনন্দে মগ্ন হই। যখন তোমার সঙ্গে প্রেমালাপ কর্‌তে আসেন দেখি, তখন হাসি; কেন দিদি, তুমি ত দেখেছ, যখন হাসি তখন তিনি তোমার কাছে এসে বসেন। তুমি ফুল দাও, তিনি আমোদ ক'রে নেন।

সই। আজ এই ত, হাস্‌ছিস?

পুতলা। তিনি যে আমায় মনে মনে বল্‌ছেন—তিনি এখনি আসবেন। তুমি সিংহাসনে বসো, তিনি এলেন বলে।

সই। (স্বগত) এ কি বলে! সত্যই, যখন বলে তিনি আস্‌ছেন, তখন তিনি আসেন। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁরে, তুই সত্যি মনে মনে টের পাস্‌?

পুতলা। দিদি, আমি তোমার দাসী। দাসী কি কখন রাণীর কাছে মিছে কথা বলতে পারে?

সই। দিদি, তুমিই রাণী, আমিই দাসী। তুমি যথার্থ স্বামী পুজা শিখেছ, যথার্থ পতি-প্রেম শিখেছ। তুমি পতিগতপ্রাণা! দিদি, পতি-ভক্তি আমাকে শেখাও।

পুতলা। আমি দাসী, আমাকে কি কথা বল্‌ছো? পতিভক্তি পাবার আশায় তোমার চরণ আমি ধ্যান করি। রাণীর কৃপা ব্যতীত রাজার কৃপা কেউ পায় না।

জিজাবাইয়ের প্রবেশ

জিজা। মা, ফুল এনেছ—বেশ হয়েছে। চলো—শিব্বার কল্যাণে ভবানীর পুজা করি গে।

পুতলা। ভবানী পুজা কর্‌বেন্‌, আমরা ফুল তুলে আনি গে। এ ফুল ইষ্টদেবের যুগল-পুজার মনন ক'রে তুলে এনেছি, এ ফুলে ত ভবানী পুজা হবে না।

জিজা। (সইবাই-এর প্রতি) এ কি বলে? ইষ্টদেবের যুগল-পুজা—এ কি বলে? ও কি হর-গৌরীর পুজা করে?

সই। না মা, ও বলে পতি ইষ্টদেব, ও কি সব বলে মা, আমি বুঝ্‌তে পারি নে।

জিজা। মা, অমন পাগ্‌লামো করে! ফুলে দেবতার অধিকার, সে ফুলে কি নরের পুজা হয়?

সই। কেন মা, তুমিই ত বলেছ, প্রভু ভবানীর পুত্র, স্বামী ইষ্টদেব ত' সকল শাস্ত্রেই বলে। সে শাস্ত্রবচন, এই সতী সুভাষিণীর কথায় আজ আমার হৃদয়েও অঙ্কিত হয়েছে। তোমার ইষ্টদেব ভবানী, আমার ইষ্টদেব ত' আর কেউ নাই।

জিজা। মা, স্বামী ইষ্টদেব সত্য, কিন্তু ভবানীর পুজা কি উপেক্ষা কর্‌তে আছে?

সই। মা, ভবানীর পুজা কেন উপেক্ষা কর্‌বো? তাঁরই কৃপায় ইষ্টদেবের দর্শন পেয়েছি। আপনি মন্দিরে যান, আমরা ফুল

তুলে নিয়ে যাচ্চি। আয় দিদি, ফুল তুলে আনি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

জিজা। এ পুতলা কে? আমার স্বপ্ন কি সত্য? সত্যই কি ভবানীর নায়িকা আমার পুত্র-বধূরূপে আমার ঘরে অবস্থান ক'চ্চে? সত্য —নইলে এরূপ পতিভক্তি কি অন্য নারীতে সম্ভব! এর 'এয়োত্ব' প্রভাবে আমার শিব্বা সর্ব্বজয়ী হবে।

শিবাজীর প্রবেশ

শিবাজী। মা, আমায় উপদেশ দিন। আমি কর্ত্তব্য স্থির কর্‌তে অক্ষম। দেবি, আপনার উপদেশ ব্যতীত আমি কোন্ পথে অগ্রসর হবো, নির্ণয় কর্‌তে পার্‌চি না। মাতুল শম্ভাজিমোহিতে পদে পদে আমাদের কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত ক'চ্চেন। আমি অনুনয় বিনয় ক'রে তাঁকে নিরস্ত কর্‌তে পাচ্চিনে। আমার অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেন। বলেন, ভগ্নীর সপত্নীপুত্রের অনুরোধে, আমি আদিলসার কৃপা হ'তে বঞ্চিত হবো? সুপপ্রদেশ তাঁর করগত, তিনি যথাসাধ্য আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'চ্চেন। সুপপ্রদেশে যদি স্বদেশবিরোধী অবস্থান করেন, তা হ'লে মহারাষ্ট্রভূমে একতা স্থাপন করা অসাধ্য। এ অবস্থায় দাসের প্রতি আপনার কি অনুমতি?

জিজা। বাবা, রামায়ণে শুনেছি, রামচন্দ্র-বিরহে রাজা দশরথের প্রাণবিয়োগ হবে, এ কথা রামচন্দ্র জানতেন; কিন্তু তত্রাচ রামচন্দ্র সত্যের অনুরোধে বনগমন কর্‌তে নিরস্ত হন নাই। তুমিও যদি মাতৃভূমি উদ্ধার কর্‌বার নিমিত্ত যত্নশীল হবো সত্য ক'রে থাকো, তা হ'লে কর্ত্তব্য অবধারণ কর্‌তে ইতস্ততঃ কেন কচ্চো?

শিবাজী। মা, পাছে আপনার অপ্রিয় কার্য্য হয়, এই দাসের ভয়।

জিজা। আমার অপ্রিয় কার্য্য? শিব্বা, আমি কি মহারাষ্ট্র-রমণী নই? পীড়িত মাতৃ-ভূমির অবস্থা কি আমার হৃদয়ে অগ্নিবর্ণে অঙ্কিত নাই? ভাল, আমিই যদি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ না হই, তাতেই তোমার ক্ষতি কি? তোমায় বার বার বলেছি, তুমি ভবানীর পুত্র, ভবানীর কার্য্যে অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছ, পুণ্যভূমি উদ্ধারের জন্য তোমার জন্ম; সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন তোমার একমাত্র ধর্ম্ম,—মহারাষ্ট্র-স্বাধীনতার ধ্বজা ধারণ কর্‌বার জন্য তোমার বীরবাহু। শত্রুকে কম্পিত কর্‌বার জন্য তোমার তরবারি। তুমি ভবানীর পুত্র, আমার পুত্র নও। আমি ভবানীর দাসী, আমার গর্ভে তোমায় স্থান দিয়েছেন, পুত্রের লালন-পালনের ভার তাঁর দাসীর উপরে দিয়েছেন, এই আমার শ্লাঘা। তোমার কর্ত্তব্য তুমি স্থির করো, আর আমায় জিজ্ঞাসা করো না। তুমি ধার্ম্মিক, মাতা ব'লে যদি আমায় সম্মান করো, তা'হলে এই দৃঢ় মাতৃবাক্য গ্রহণ করো। ভবানী-কার্য্যে যে দুষ্কর ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, সেই কার্য্যে অবিচলিতচিত্তে অগ্রসর হও। তোমার কার্য্য ভবানীর কার্য্য; তোমার মাতা নাই, পিতা নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই;—যে ভবানীর কার্য্যে অগ্রসর, সে-ই তোমার পিতা, সে-ই তোমার মাতা, সে-ই তোমার ভ্রাতা, সে-ই তোমার বন্ধু। শোনো শিব্বা! মা ভবানীর নামে জানু পেতে, ভবানীকে স্মরণ ক'রে তোমায় মুক্তকণ্ঠে বল্‌চি যে, দেবীকার্য্যে যদি আমার মস্তক ছেদন করো, তোমার মাতৃহত্যা হবে না, তোমার কোন অপরাধ হবে না, আমি ভবানী সাক্ষ্য ক'রে বল্‌চি।

শিবাজী। মা—মা—বীরপ্রসবিনী, দেবী ভবানীস্বরূপিণী, শত্রুমর্দ্দিনী মহাদেবী! সন্তানের মস্তকে পাদপদ্ম দিন। মা, আজ দেবকার্য্যে বহির্গত হবো, কতদিনে পুনরায় পদধূলি গ্রহণ কর্‌বো—সে দেবীর ইচ্ছা।

জিজা। চলো বৎস, ভবানীর প্রসাদ গ্রহণ ক'রে কার্য্যে গমন কর্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সুপপ্রদেশ—শম্ভাজীমোহিতের দুর্গস্থ কক্ষ

শম্ভাজীমোহিতে ও গঙ্গাজী

গঙ্গাজী। মশায়, আপনাকে উপায় কর্‌তেই হবে, নইলে ব্রহ্মহত্যা হবো।

মোহিতে। কেন, তোমার শিব্বার উপর এত রাগ কেন?

গঙ্গাজী। কেন! আবাগের ব্যাটা সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছে! লোকের জোয়ান ছেলে নিয়ে সেপাই ক'চ্চে, আজ এখানে লুট ক'চ্চে, ত কাল সেখানে লুট ক'চ্চে, গোলা লুট ক'রে খাচ্চে, আমি বামুনের ছেলে, আমায় বলে কিনা সেপাই হ, আমি পোঁ পোঁ ক'রে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।

মোহিতে। আচ্ছা—এ সব ক'চ্চে কেন জানো?

গঙ্গাজী। কাঙ্গালের ঘোড়াবাই, বলে স্বাধীন হবো!—বলে মুসলমান তাড়াবো!—লম্বাচোড়া হেঁকে বলে, মাতৃভূমির শত্রু দমন কর্‌বো। ষণ্ডা ক'বেটা সঙ্গে জুটেছে, এই একে মারে ত ওকে মারে! মশায়, আপনাকে শাসন কর্‌তেই হবে।

মোহিতে। হুঁ হুঁ—বড় বাড় বেড়েছে বটে। নইলে আমায় ব'লে পাঠায়, আর সুলতানের অধীনতা কেন? সুপপ্রদেশ মহারাষ্ট্রের অধীন করুন। কথার ভাবটা কি বুঝেছ?

গঙ্গাজী। আজ্ঞে—একটুও নয়, আপনি ব্যাখ্যা ক'রে বলুন।

মোহিতে। আরে এই কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লে না? আমি সুলতান আদিলসার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে তাঁর তাঁবেদার হ'য়ে সুপ্রায় থাকি, আমার গলায় দড়ি!

গঙ্গাজী। আজ্ঞে হাঁ—গলায় দড়ি বটে!

মোহিতে। বুঝ্‌ছ না আস্পর্দ্ধাটা—আমার মরণ নাই—তাঁর তাঁবেদারি কর্‌বো!

গঙ্গাজী। আজ্ঞে মরণ আর কই হলো—মরণ আর কই হলো?

মোহিতে। এত সয়েও শাহজীর খাতিরে কিছু বলি নাই।

গঙ্গাজী। না—আর সইতে পাবেন না—আর সইতে পাবেন না।

মোহিতে। আবার সবো? আমায় বলে কিনা তাঁবেদার হও—আমার মুখে আগুন!

গঙ্গাজী। আজ্ঞে মুখে আগুন ত বটে—মুখে আগুন ত বটে!

মোহিতে। কোন রকমে একবার ধর্‌তে পারি, তা হলে একবার তার তাঁবেদারিটা বুঝে নিই।

গঙ্গাজী। আজ্ঞে মনে কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারেন—মনে করলেই বুঝ্‌তে পারেন।

মোহিতে। কি ক'রে—কি ক'রে?

গঙ্গাজী। সেটা তাঁবেদার বইতো নয়, রম্ভার লোভ দেখালেই ধরা দেবে।

মোহিতে। হাঁ হাঁ, বলেছ মন্দ নয়—বলেছ মন্দ নয়। কি লোভ দেখাই বল ত, কি লোভ দেখাই বল ত?

গঙ্গাজী। হাঁ—সে কাজ আমি এখনি পারি।—আমি এখনই ধরিয়ে দিতে পারি।

মোহিতে। কই দাও, কই দাও, তুমি যা চাবে আমি তাই দেবো।

গঙ্গাজী। হ্যাঁ—শেষ মামা-ভাগ্‌নে জোট ক'রে আমার এই ছেঁড়া উত্তরীয়টি কেড়ে নেন। আপনি মায়ায় পড়েছেন, নইলে এত সহ্য করেন।

মোহিতে। না — না — অসহ্য হয়েছে—অসহ্য হয়েছে।

গঙ্গাজী। তবে বলি শুনুন—শিব্বা হোরির পার্ব্বণী নেবার জন্য এইখানে আস্‌বে ভেবেছে।

মোহিতে। কিছু টাকা কড়ির অভাব হয়েছে বুঝি?

গঙ্গাজী। এখানে কাছে কোথায় আছে, সে সন্ধানও আমার একজন বন্ধু জানে। আমার বন্ধু বলে, ভয়ে আসতে পারে না, পাছে আপনি ধ'রে বন্দী ক'রে বিজাপুরে পাঠিয়ে দেন। আপনার মনের ভাব ত জানে—আপনি কত বড় খয়ের খাঁ!

মোহিতে। আচ্ছা—তুমি সেপাই নে গে তাকে ধরিয়ে দাও।

গঙ্গাজী। হুঁ—এতেই ত বলি, আপনার শাসন কর্‌বার ইচ্ছাই নাই। দু'জন চারজন লোক নিয়ে তাকে ধরা যায়?—তার সঙ্গে কম-বেশ পঞ্চাশজন লোক আছে।

মোহিতে। আমি পাঁচশো সেপাই তোমার সঙ্গে দিচ্চি।

গঙ্গাজী। সেপাই দেখ্‌লে সে সট্‌কাবে। আপনার হাবিলদারকে হুকুম দিন যে শিব্বার সঙ্গে জনকতক অস্ত্রধারী লোক দুর্গে প্রবেশ কর্‌লে কিছু না বলে। সোজায় কাজ রফা হয়ে যাবে। আর আমায় একখানা পত্র দিন—

"শিব্বা-বাপ—এসো, আমি তোমায় হোরির পার্ব্বণী দেবো।" আর তারও দরকার নাই, আমি তারে বুঝিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে আস্‌বো। তবে সে এক্‌লা আসতে চায় না। নিন, হাবিলদারকে ডেকে হুকুম দিন।

মোহিতে। কে আছিস?

দূতের প্রবেশ

দূত। খামিন্‌!

মোহিতে। হাবিলদারকে ডেকে দে।

[দূতের প্রস্থান।

(গঙ্গাজীর প্রতি) কিন্তু ধরিয়ে দিতে যদি না পারো ব্রাহ্মণ, তা হ'লে ভাল হবে না।

গঙ্গাজী। হুঁ—ধর্‌তেই এসেছি। আপনি বুঝতে পাচ্চেন না কি? এখনি বুঝতে পার্‌বেন।

হাবিলদারের প্রবেশ

মোহিতে। হাবিলদার, এই ব্রাহ্মণ যাদের সঙ্গে আনে, দুর্গ প্রবেশে তাদের কেউ না বাধা দেয়। তারপর এ যেরূপ বলে, আমার আদেশ জেনো—সেইরূপ কর্‌বে। যদি আমার কোন আত্মীয়কে বন্ধন কর্‌তে বলে তাতেও কুণ্ঠিত হয়ো না। যা বল্‌বে—যাকে বাঁধতে বল্‌বে, তাকেই বাঁধ্‌বে, যেরূপ বলে, আমার আজ্ঞা জেনে কর্‌বে।

হাবিল। যে আজ্ঞে।

গঙ্গাজী। ব্যাস্‌ — আর কি — ফাঁদে পড়েছে।

[হাবিলদারসহ গঙ্গাজীর প্রস্থান।

মোহিতে। সুলতানের কাছে পাঠালে পদবৃদ্ধি হয়। সেটা শাহজীর খাতিরে পেরে উঠ্‌বো না। আর এতই কি! শাহজীর এতই বা খাতির কিসের? না—লোকে বড় নিন্দে কর্‌বে। কর্ণাটে শাহজীর কাছেই পাঠিয়ে দোবো, তাতেও সুলতান খুসী হবে।

গঙ্গাজীর প্রবেশ

গঙ্গাজী। এই দেখুন, আপনার কাছেই আস্‌ছে।

মোহিতে। আমার কাছে কেন—আমার কাছে কেন? জমাদারকে বাঁধতে বলো।

গঙ্গাজী। আগে একটু মিষ্টি আলাপ হোক, বাঁধাবাঁধি ত হবেই।

শিবাজীর প্রবেশ

শিবাজী। মামাজি, সন্তান আপনার আজ্ঞায় উপস্থিত হয়েছে, পার্ব্বণী দিন।

মোহিতে। দোবো বইকি, দোবো বইকি। (গঙ্গাজীর প্রতি জনান্তিকে) ডাকো—ডাকো হাবিলদারকে ডাকো (সংকেত করিয়া) বাঁধুক —বাঁধুক।

গঙ্গাজী। (জনান্তিকে) ভাব্‌ছেন কেন—স্থিরই হোন না—কতদূর বাড়ই দেখুন না।

মোহিতে। কি পার্ব্বণী চাও, সুপপ্রদেশ?

শিবাজী। আজ্ঞে আপনার কৃপায় সুপপ্রদেশ ত আমার করগত হয়েছে। এ দুর্গও আমি অধিকার করেছি।

মোহিতে। হাবিলদার—হাবিলদার—

গঙ্গাজী। হাবিলদার এখন কোথায়? আমাকে হুকুম দিন না, আমিই বাঁধ্‌ছি।

মোহিতে। কে আছিস—কে আছিস?

শিবাজী। আজ্ঞে কি প্রয়োজন আজ্ঞা করুন, আমার মব্‌লা সৈন্য রয়েছে।

মোহিতে। বিশ্বাসঘাতকতা — বিশ্বাসঘাতকতা!

গঙ্গাজী। আজ্ঞে সম্পূর্ণ।

মোহিতে। কুলাঙ্গার—কুলাঙ্গার—

গঙ্গাজী। ঠিক। রুগীর মুখেই রোগ ব্যক্ত।

শিবাজী। মামাজি, আপনি অধীর হচ্চেন কেন? আমি বারবার চরণে নিবেদন করেছি যে সুপপ্রদেশ—যেমন আপনার অধিকারে আছে সেইরূপ থাক্‌বে, কেবলমাত্র ভবানী স্মরণ ক'রে, মাতৃভূমির নামে অঙ্গীকার করুন, যে মুসলমানের অধীনত্ব স্বীকার কর্‌বেন না।

মোহিতে। না—তোমার অধীনত্ব স্বীকার কর্‌বো,—সুলতানকে ছেড়ে, তুমি কাল্‌কের ছেলে, তোমায় সেলাম দেবো!

শিবাজী। মামাজি, আপনি পিতৃতুল্য, আমায় সেলাম দেবেন, এমন কথা শ্রীমুখে কেন আন্‌চেন?

মোহিতে। কেন আন্‌ছি?—লোকজন নিয়ে

বাঁধতে এসেছ, আর কেন আন্‌ছ? উঃ—ভণ্ড বামন—তোমার পেটে পেটে এত ছিল!

গঙ্গাজী। আজ্ঞে পেটে পেটে ছিলো—বেরিয়ে পড়েছে।

শিবাজী। মামাজি, আপনি মহৎ বংশোদ্ভব। মহারাষ্ট্র আপনার জন্মভূমি। একবার নয়ন উন্মীলন ক'রে জন্মভূমির অবস্থা দেখুন, দেবভূমি—আর্য্যভূমি বিধর্ম্মীপীড়িত। যে গো-দুগ্ধে অসহায় বাল্যাবস্থায় শরীর পুষ্ট হয়, আপনার মাতৃভূমে সেই গো-হত্যা নিত্য—উদাসভাবে আর কতদিন সহ্য কর্‌বেন?—কতদিন আর স্বজাতির দুর্গতি দেখ্‌বেন?—কতদিন লোকনিন্দা শুন্‌বেন?—কতদিন ধর্ম্মের গ্লানি, প্রতিমা ভগ্ন উপেক্ষা কর্‌বেন?—কতদিন দীনহীন মহারাষ্ট্র-সন্তানের পরপীড়ন দর্শন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আহার কর্‌বেন? দেশে অন্ন নাই; বস্ত্র নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, সকলই শেষ হলো। হে মহারাষ্ট্রবীর, আর নিশ্চিন্ত হওয়া আপনার উচিত নয়। জগতে এমন হীন পশু নাই, যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'লে মস্তক সঞ্চালন না করে। কেবল কি আমরা বিনা চেষ্টায় সেই বন্ধনে স্থির থাক্‌বো?—পরপীড়ন সহ্য কর্‌বো? না—আমরা আর্য্য সন্তান, আমরা হীন নই, আর্য্যকীর্ত্তি স্মরণ ক'রে, আর্য্যসন্তান বীরদম্ভে উত্থিত হোন,—শৃঙ্খল ছেদন করুন,—মাতৃঋণ পরিশোধ করুন,—মাতার দাসীত্ব মোচন করুন।

মোহিতে। নাও নাও, ঢের হয়েছে, খুব বক্তা তুমি বুঝেছি। এখন তোমার কি আজ্ঞা বলো, কি হুকুম বলো, তাঁবেদারকে কি ক'র্‌তে হবে বলো। আমি প্রাণ থাকতে সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ কর্‌বো না। এতে তোমার যা ইচ্ছা তাই করো।

শিবাজী। তবে মামাজি, উপস্থিত এ-স্থল হিন্দুর অধীন। মুসলমান অধীনে অদ্য রাত্রেই যাত্রা করুন। আশ্চর্য্য এই, ইষ্টপূজা করেন, প্রতিমাভঙ্গ দেখেন; দুগ্ধ পান করেন, গো-হত্যায় ক্ষুব্ধ নন; পিতৃমাতৃ তর্পণ করেন, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধা নাই! মামাজি, আমি আপনার ভাগিনেয়, এতে আমার দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হ'চ্চে।

গঙ্গাজী। মশায়, মশায়, "বিশ্বাসঘাতক—কুলাঙ্গার" আর কি কি ছড়া ঝাড়্‌বেন ঝাড়ুন। রুগীর মুখে রোগ ব্যক্ত হোক। উনি আপনার ভাগিনেয়, আপনার স্বরূপ বর্ণনা ত কর্‌তে পার্‌বেন না।

মোহিতে। ওঃ, ব্রাহ্মণ, খুব তোমার দরাজ মন।

গঙ্গাজী। আজ্ঞে হ্যাঁ আমি যে স্বাধীন, আমার যে পোড়া মুখ ঘুচেছে, আমার মস্তকে ত বিজাতির পাদুকা নাই? আমি ব্রাহ্মণ ব'লে আপনাকে চিনেছি, মহারাষ্ট্র ব'লে আপনাকে পরিচয় দিই। স্বাধীনতা জীবন, অধীনতা মৃত্যু—এ আমার বেদবাক্য ব'লে ধারণা হয়েছে।

মোহিতে। দাও দাও—আমায় বিজাপুরে পাঠিয়ে দাও।

শিবাজী। যে আজ্ঞে, অদ্যই প্রস্তুত হোন। আমার লোক সম্মানের সহিত আপনাকে পৌঁছে দেবে।

মোহিতে। কেন, আমার লোককে কি বন্দী করেছ?

শিবাজী। আজ্ঞে না, তারা মা ভবানীর কৃপায় আমার বাক্যে স্বাধীন মহারাষ্ট্র ব'লে আপনাকে পরিচয় দিতে লজ্জিত নয়। এক্ষণে তারা সকলেই আমার দলভুক্ত,—মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তারা আর মুসলমান-অধীন নয়, আপনার সঙ্গে তারা যাবে না।

মোহিতে। আচ্ছা আমি চল্লুম। বুঝ্‌তে পাচ্চ না, বুঝ্‌তে পাচ্চ না, এর ফল পাবে, সুলতান অল্পে ছাড়্‌বে না।

শিবাজী। মামাজি, যে জন্মভূমিবৎসল, স্বাধীনতা যার জীবন, সে সুলতান-কোপে ভীত হয় না! উপস্থিত কর্ণাটে আপনি আমার পিতার নিকট গমন করুন। ব্রাহ্মণ যেস্‌জীকে ব'লো, মাতুল মহাশয়কে কর্ণাটে প্রেরণ করেন।

গঙ্গাজী। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আস্‌তে আজ্ঞা হয়,—ক্ষুণ্ণ হবেন না, কর্ণাট থেকে গিয়ে আদিলসাকে সেলাম দেবেন।

[শম্ভাজীমোহিতে ও গঙ্গাজীর প্রস্থান।

শিবাজী। জননী জন্মভূমি, তোমার কার্য্যে, আমার অপরাধ নাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

তানাজীর গৃহ-মণ্ডপ

লক্ষ্মীবাই ও তানাজী

লক্ষ্মী। তুমি পূর্ব্বে দিন দিন রজনী-যোগে কোথায় যেতে, নিশাবসানে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ক্লান্ত হ'য়ে গৃহে আস্‌তে, আমি একদিন তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তুমি কোথায় যাও?" তুমি উত্তর দিয়েছিলে, "আমি বালিকা, আমি সে কথা শুন্‌বার যোগ্যা নই।" এখন তো আমি বালিকা নই, এখন বল—কোথায় যাও?

তানাজী। তোমার শোন্‌বার প্রয়োজন কি?

লক্ষ্মী। পূর্ব্বে প্রায়ই তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌তে, এখন মাস অন্তে কদাচ তোমার দেখা পাই। আমায় বলো, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী।

তানাজী। আমার নানা কার্য্য, সে সকল শুনে তোমার ফল কি?

লক্ষ্মী। আমার ফল কি? আমার স্বামী ঘরবাসী নয়, যখন দেখি—তখনই ঘোর চিন্তা-মগ্ন, শয়ন-ভোজনের অবকাশ নাই, স্বামীর এ অবস্থায় আমি কিরূপে নিশ্চিন্ত থাক্‌বো? কেনই বা আমায় বল্‌বে না? আমি তোমার দাসী, তোমার কার্য্যে ত বাধা প্রদান কর্‌বো না। স্বামীর কার্য্যে সহকারিতা সতীর কার্য্য, আমি তোমার কার্য্যের সহকারী হবো, আমায় বলো নচেৎ আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়, আমার সে মনোবেদনা তুমি না বুঝ্‌লে কে বুঝ্‌বে?

তানাজী। কার্য্যের সহকারিণী হবে? দেখো—ভীতা হয়ো না!

লক্ষ্মী। যে কার্য্যে তুমি ভীত নও, সে কার্য্যে আমি ভীতা কি নিমিত্ত হবো? আমি তোমার জীবনসঙ্গিনী, মঙ্গলামঙ্গলের অধিকারিণী, আমি ভীতা হবো—এই আশঙ্কায় আমার নিকট গোপন রাখো? কেন তুমি আমায় এরূপ হীন জ্ঞান করো? আমি অবলা, যদি সেই নিমিত্ত আমায় হীন বিবেচনা করো, তোমার সঙ্গের কি কোন মাহাত্ম্য নাই? তোমার সেবার কি কোন শক্তি নাই? তোমার দেবমূর্ত্তি দর্শনেও কি হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয় না? দিবা-রাত্র তোমার ধ্যানে কি আমার মন বিশুদ্ধ হয় নাই? তবে কেন আমার নিকট গোপন রাখ্‌বে? আমি ভীতা হবো, কেন আশঙ্কা কচ্চো?

তানাজী। শোন—আমরা পাঁচ বন্ধু একত্র হ'য়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, যে জন্মভূমিকে বিধর্ম্মীর অধীনতা হ'তে মুক্ত কর্‌বো। প্রতিজ্ঞা কথায় অল্প, কার্য্যে বড় অধিক। দিবারাত্র কার্য্য, আহার নিদ্রার অবকাশ নাই। কার্য্য—বলবান্ শত্রু-বিরুদ্ধে অসি ধারণ, একাকী সহস্র শত্রুমধ্যে অসি সঞ্চালন, দুর্ল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতারোহণ, দৃঢ় দুর্গপ্রাচীর অতিক্রমণ, শয়নে-স্বপনে অরি নিধন চিন্তা। আমি রজনী-যোগে কোথায় যেতেম জানো? কখন বা দুর্গ আক্রমণ, কখন বা বিপক্ষের রসদ লুণ্ঠন, কখন বা অসতর্ক বিপক্ষের উপরে ব্যাঘ্রের ন্যায় পতন, রজনীযোগে নিত্য এই কার্য্য ছিল। মুসলমানের নিকট দস্যু নামে অভিহিত হতেম। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন দিন দিন যুদ্ধ, দৃঢ় দুর্গ অবরোধ, অবিরাম রণশ্রম,—এই নিমিত্ত তোমার জন্য যতই ব্যাকুল হই, গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌তে অবকাশ পাই না।

লক্ষ্মী। তোমার কার্য্য শুনলেম, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, আমার কি কার্য্য, আমায় উপদেশ দাও। কিরূপে তোমার সহধর্ম্মিণী নাম সার্থক কর্‌বো, সে শিক্ষা আমায় প্রদান করো।

তানাজী। তোমার বহু কার্য্য, কার্য্য মমতাবিহীন, যদি কখনো অলস দেখো, তেজস্বিনী ভাষায় উৎসাহ প্রদান কর্‌বে; যদি রণে ভঙ্গ দিই, ভীরু ব'লে তিরস্কার কর্‌বে; স্বহস্তে সজ্জিত ক'রে যুদ্ধে বিদায় দেবে; আমি বীর বলে আত্মগৌরব করি, তুমিও বীরাঙ্গনা ব'লে আত্মগৌরব কর্‌বে। যদি কোনও বুভুক্ষু মহারাষ্ট্র দেখো অনশনে নিজ ভোজ্যবস্তু তারে প্রদান কর্‌বে। যদি কোন মহারাষ্ট্র-শিশু অনাথা দেখো, নিজ সন্তানের ন্যায় তারে পালন ক'র্‌বে, সঙ্গিনীগণকে নিজ নিজ স্বামীকে জন্মভূমির অনুরাগে উৎসাহিত কর্‌তে শিক্ষাদান কর্‌বে। যখন আবার দেখা হবে, আমরা পরস্পরে কার্য্যের পরিচয় আদান-

প্রদান কর্‌বো। আমি বিদায় হই, মহাকার্য্য উপস্থিত।

লক্ষ্মী। তবে এসো, তোমায় স্বহস্তে সজ্জিত করি।

তানাজী। অন্য সজ্জায় প্রয়োজন নাই, তুমি স্বহস্তে আমায় তরবারি দাও।

লক্ষ্মী। এই নাও (অসি প্রদান)

তানাজী। তবে বিদায় হলেম।

লক্ষ্মী। যাও, ভবানী তোমায় সঙ্কটে রক্ষা করুন। যে দিন ভবানী-কৃপায় আবার তোমার দর্শন পাবো, কিরূপ তোমার শিক্ষা গ্রহণ করেছি—পরিচয় দেবো। যোদ্ধারা মৃত্তিকায় শয়ন করে, আমার স্বামী যোদ্ধা—আজ হ'তে আমারও মৃত্তিকায় শয়ন। যোদ্ধারা কখন অনশনে কখন অর্দ্ধাশনে অতিবাহিত করে, আমি অনশনে অর্দ্ধাশনে বুভুক্ষু ব্যক্তির সেবা কর্‌বো, যাতে স্বামীর নিকট বীরাঙ্গনা ব'লে পরিচিতা হই, কায়মনোবাক্যে তা সাধন কর্‌বো, রাজগৃহে—দীন-কুটীরে আমার আদর্শ গৃহীত হবে, আমি বীরাঙ্গনা ব'লে আত্ম-গৌরব কর্‌বো।—আমায় চরণধূলি দাও।

[তানাজীর প্রস্থান।

আজ আমার নূতন জীবন, নূতন সংস্কার, —আজ আমি বুঝলেম আমি কে? কি নিমিত্ত নারীরূপে মার্হাট্টা গৃহে অবস্থিত, আজ বুঝ্‌লেম, আমি মাতৃভূমিবৎসল মহারাষ্ট্র-পত্নী, জন্মভূমিবৎসল মহারাষ্ট্র-পুত্র পালন কর্‌বো। যদি প্রয়োজন হয়,—না এমন নয়—কেন—এই ত আমি পতির হস্তে তরবারি তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি; তরবারি সঞ্চালনে কি নিমিত্ত অক্ষম হবো? না—এখন না—উপযুক্ত সময়েই উপযুক্ত কার্য্য বিধি। ওঃ মহারাষ্ট্র-রমণীর জীবন কি কঠিন! মমতা-বিসর্জ্জন—কার্য্যের প্রথম সোপান; মমতা ত দমন করেছি,—তবে চক্ষের জল—ক্রমে দমন কর্‌তে সক্ষম হবো!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বিজাপুর দরবার

খোবান খাঁ, আফজল খাঁ ও ওম্‌রাওগণ

খোবান খাঁ। মহাশয়, আমীর ওম্‌রাও সকলেই উপস্থিত আছেন, যেরূপ সদ্‌যুক্তি হয়, স্থির করুন। আওরঙ্গজেবের সহিত আমরা সন্ধি সংস্থাপন করেছি, উপস্থিত মোগল-ভয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু শিবাজীর উপদ্রব দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি?

১ ওম্‌রাও। মন্ত্রী মহাশয় যেরূপ বিবেচনা কর্‌বেন, তাই কর্ত্তব্য।

খোবান খাঁ। আমার বিবেচনায় শিবাজীর সহিত সন্ধি করাই কর্ত্তব্য।

২ ওম্‌রাও। কেন—আমরা কি তার সহিত যুদ্ধ কর্‌তে অক্ষম?

খোবান। উপস্থিত একরূপ অক্ষম। আমরা যদি পরস্পর আত্ম-বিগ্রহে নিযুক্ত না থাক্‌তেম, তা'হলে শিবাজীকে দমন করা অতি সহজ কার্য্য ছিল। আমাদের আত্ম-বিগ্রহই শিবাজীর উন্নতির কারণ,—আমাদের মধ্যে সাধারণ শত্রু-দমন-ইচ্ছা প্রবল না হ'য়ে, অনেক ওম্‌রাওয়ের স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছাই প্রবল।

১ ওম্‌রাও। বালক আর স্ত্রীলোক-চালিত রাজ্যের এরূপ অবস্থা হওয়াই সম্ভব।

খোবান। কিন্তু এতে বালক আর স্ত্রী-লোকের অপরাধ কি? বিজাপুর দরবারের আমরা সকলেই সদস্য, দরবারের উপর কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার। বিশৃঙ্খলার নিমিত্ত আমরাই দায়ী।

১ ওম্‌রাও। মন্ত্রী মহাশয়, আপনার কিরূপ শীতল শোণিত, আমরা বুঝ্‌তে পারি না। ঘাতক কর্ত্তৃক আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব হত হয়েছেন, তথাপি আপনি সুলতান ও সুলতান বেগমের শুভানুধ্যায়ী। এ হত্যার মূলে কে? আমাদের বিবেচনায় স্বয়ং বেগম।

খোবান। হ'তে পারে জানি না, কিন্তু স্বর্গীয় সুলতানের সেবায় আমরা সকলেই পুষ্ট, তাঁর পুত্র নাবালক, আমাদের মনো-মালিন্য পরিত্যাগ ক'রে তাঁর হিতসাধন করাই উচিত।

১ ওম্‌রাও। হিত আর অহিতে আমাদের ভালমন্দ কিছু বুঝ্‌তে পারি নে। আমাদের সকলের উপরেই বেগমের সন্দেহ। সকলের উপর কোন না কোন পীড়ন আছে। হেথায় পদবৃদ্ধির আশা নাই, এস্থলে শিবাজী প্রবল

হোক আর মোগলই প্রবল হোক, আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কি?

খোবান। কেমন আজ্ঞা কচ্চেন? আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি সম্পূর্ণ। বেগম যদি আমাদের সত্যই পীড়ক হ'ন, তাঁর পীড়ন সহ্য করা বিশেষ কঠিন নয়; কিন্তু যদি পর্ব্বতবাসী শিবাজীর অধীন হ'তে হয়, আমাদের গোলামী না ক'রে হিন্দুরা যদি আমাদের প্রভু হয়, সে অবস্থা কিরূপ ভয়ঙ্কর, তা কি একবারও অনুধাবন ক'চ্চেন না?

২ ওম্‌রাও। আপনি কি কর্‌তে বলেন?

খোবান। আমার মতে, যদি জাতীয় গৌরবের প্রতি লক্ষ্য রেখে, আমরা পরস্পর ঈর্ষাবর্জ্জনে প্রস্তুত থাকি, তা' হলে সকলে একত্র হ'য়ে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রয়োজন; নচেৎ সন্ধি স্থাপন ক'রে, রাজ্যের সুশৃংখলা সাধন কর্ত্তব্য।

আফ্‌জল। আপনার শিবাজী ভয় এত প্রবল কেন? সে ত একজন দস্যু, তারে দমন করা কঠিন কি?

খোবান। তারে দমন করা কঠিন কি? খাঁ সাহেব কি সমস্ত অবস্থা অবগত নন? মোগল বা পাঠান-বিরুদ্ধে শত শত যুদ্ধে শিবাজী জয়ী। তার অদ্ভুত সৈন্যপরিচালনায়, সে কোথায় কি অবস্থায় অবস্থান ক'চ্চে, তার গতি কোন্ প্রদেশে—কেহই নির্ণয় কর্‌তে সক্ষম নন। এই দূত-মুখে সংবাদ পাওয়া গেল, শিবাজী সসৈন্যে উত্তরে যাত্রা করেছে, পরক্ষণেই সংবাদ এলো, দূরে দক্ষিণ প্রদেশে কোন এক দৃঢ় দুর্গ তার অধিকারে। কখন্ কোন্ বেশে দুর্গে প্রবেশ করে, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তৃণবিক্রেতা বেশে কতবার শিবাজী-সৈন্য কত দুর্গ অধিকার করেছে। ঘোরতর অন্ধকার রজনী—ঘোরতর দুর্য্যোগ—শিবাজীর পরম সুযোগ! কখন বামে, কখন দক্ষিণে, কখন পশ্চাতে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত আক্রমণ করে। তার সহিত যুদ্ধ যদি সহজ বিবেচনা করেন, কোন্ ব্যক্তি কত সৈন্য নিয়ে তার সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত, দরবারে জ্ঞাপন করুন।

১ ওম্। তবে কি আপনি সন্ধি স্থাপন করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন?

খোবান। না, আপনারা যুদ্ধ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন, যুদ্ধ করুন। দরবারের মতই আমার মত। কেবল এই মাত্র আমার নিবেদন যে, আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রভুকে স্মরণ ক'রে তাঁর নাবালক পুত্রের কল্যাণসাধন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হোক। ভাল—এক্ষণে জিজ্ঞাস্য —দরবারে যুদ্ধের নিমিত্ত কোন্ কোন্ ওম্‌-রাও প্রস্তুত?

২ ওম্। (জনান্তিকে ১ম ওম্‌রাওয়ের প্রতি) বেটার বাপকে মেরে ফেল্লে, তবুও খয়ের খাঁ গিরি ছাড়ে না।

১ ওম্। (জনান্তিকে ২য় ওম্‌রাওয়ের প্রতি) আমাদের কি? আমরা কেন সেই দস্যু-যুদ্ধে প্রাণ দিতে যাই? ইচ্ছা হয়, উনি মন্ত্রী আছেন, উনিই যান।

খোবান। দরবার নীরব কেন? শীঘ্রই কর্ত্তব্য স্থির করা প্রয়োজন। আমরা তর্ক-বিতর্কে নিযুক্ত আছি, এ সময় বোধহয় চার পাঁচটি প্রদেশ শিবাজী অধিকার করেছে, এ সংবাদ লয়ে দূত আগমন ক'চ্চে। যদি কোন দূত বলে, যে শিবাজী সসৈন্যে বিজাপুরে আগতপ্রায়, তাতেও আমি আশ্চর্য্য হবো না! তার ক্ষিপ্রতা অলৌকিক!

১ ওম্। (জনান্তিকে) মন্ত্রী মশায় আপনার কাজ করুন; আমরা ওর ভিতরে নাই।

খোবান। দরবার এখনো নীরব? তবে কি আপনার কর্ত্তব্যের প্রতি অমনোযোগী?

পুত্রসহ বেগমের প্রবেশ

বেগম। হে ওম্‌রাওবৃন্দ, আপনাদের ভূতপূর্ব সুলতানের পত্নী, সেই সুলতানের বালকের হস্ত ধারণ ক'রে আপনাদের দরবারে উপস্থিত। যদি আমি আপনাদের নিকট অপরাধী হ'য়ে থাকি, এ বালক অপরাধী নয়, এ বালককে রক্ষা করুন। আপনাদের সুলতান-পত্নীর দরবারে এই ভিক্ষা।

১ ওম্। আমরা সদ্‌যুক্তিই কচ্ছিলেম—সদ্‌যুক্তিই কচ্ছিলেম।

বেগম। সদ্‌যুক্তি আর কি! আপনারা জনে জনে বীরপুত্র—বীর। সাধারণ শত্রু-দমনে অস্ত্র ধারণ করুন; নচেৎ সকলই নষ্ট হবে।

২ ওম্‌। বেগমসাহেব, সকল বিষয় বিবেচনা ক'রে করা কর্ত্তব্য।

বেগম। এখনো বিবেচনা? দরবারে এমন কি কেউ নাই যে, এই তুচ্ছ শত্রু দমনে উৎসাহিত? কি আশ্চর্য্য—সকলেই নীরব? এ দস্যুদমনে একজনও কি উদ্যমশীল নন? এখনো কি আপনারা বিমোহিত হ'য়ে অবস্থান ক'চ্চেন? এখনো কি স্বরূপ অবস্থা আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হ'চ্চে না? যদি আপনারা নিরুদ্যম হন, অচিরে বিজাপুর হ'তে মুসলমান-গৌরব অন্তর্হিত হবে। এখন যারা আমাদের পদানত, তাদের অধীনে দেহভার বহন কর্‌তে হবে, যারা এক্ষণে কুক্কুর বিড়াল শৃগালের ন্যায় আমাদের ঘৃণার পাত্র, তারা আপনাদের জন্মভূমি, ধনসম্পত্তি সমস্ত অধিকার কর্‌বে, আপনাদের পুত্র-কলত্র তাদের দাস-দাসী হবে; যারা সম্মানদানে কিঞ্চিৎমাত্র ত্রুটি প্রদর্শন কর্‌লে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'তো, তাদের সম্মান প্রদর্শন ক'রে জীবন রক্ষা কর্‌তে হবে; অট্টালিকায় বর্ব্বরেরা প্রবেশ কর্‌বে; পবিত্র স্থানসকল দস্যু কর্ত্তৃক কলুষিত হবে, পবিত্র সমাধিভূমি, যথায় পিতৃদেবগণ বিরামলাভ ক'চ্চেন, হয় তো দস্যুপদচালনে সেই স্থান বিদলিত হবে। এ অবস্থায় দরবার নীরব কেন? বীরবৃন্দের তরবারি কোষে নিদ্রিত কেন? বীর-হুঙ্কার কি নিমিত্ত গগনমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হচ্চে না?

আফজল। বেগমসাহেব, হুঙ্কার কিসের নিমিত্ত? একটা মর্কট বানরকে বন্দী কর্‌বার জন্য? গোলাম বেগমসাহেবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয় নাই, নচেৎ গোলাম মর্কটকে এতদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে বেগমের পদতলে নিক্ষেপ কর্‌তো।

বেগম। খাঁ সাহেব, রাজ-প্রসাদ গ্রহণ করুন। এতদিনে বিজাপুর দস্যু-ভয়ে নিশ্চিন্ত হলো!

আফজল। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হোন। সামান্য রজ্জুকে কেন কালসর্প বিবেচনা কচ্চেন?

বেগম। সামান্য শত্রু জ্ঞানে অল্প সৈন্য ল'য়ে যুদ্ধযাত্রা কর্‌বেন না। পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী, সপ্ত সহস্র পদাতিক, বহু পরিমাণে কামান এবং যথেষ্ট বন্য তীরন্দাজ ল'য়ে যুদ্ধযাত্রা করুন। কল্যই আয়োজন হবে, আজ দরবার ভঙ্গ হোক।

[বেগমের প্রস্থান।

[আফজল খাঁ ও মল্লিকজী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মল্লিকজী। খাঁ সাহেব, তামাম হাল সমঝ করেছ কি? শিবাজী কে জানো? আমি নমাজ কর্‌তে কর্‌তে দেখেছি, ও সয়তানের বেটা। আমাদের গুণা হয়েছে, গুণা হয়েছে।

আফজল। কি গুণা হয়েছে?

মল্লিক। গুণা হয় নাই? কাফেরকে বিজাপুর দরবার বড় বড় কাজ দিয়েছে। কাফেরকে কোতল করে না, কাফেরের ভূতের পূজার জাইগির দিয়েছে। এতে খোদা রেগেছে, তাই কাফের এত লড়ছে।

আফজল। মল্লিক সাহেব, সত্য বলেছ, শিবাজীর সয়তান সহায় নিশ্চয়। নচেৎ প্রতি যুদ্ধে জয়লাভ কিরূপে করে?

মল্লিক। দেখেন দেখেন আমার বাতটা ওয়াজিব কিনা দেখেন।

আফজল। যথার্থই আজ্ঞা করেছেন—যথার্থই আজ্ঞা করেছেন।

মল্লিক। আমরা মুসলমান, মুসলমানের মত কাজ কর্‌লে সয়তান দেবে যাবে।

আফজল। ঠিক আজ্ঞা করেছেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, দেখ্‌বেন, কাফেরদের কিরূপ হাল করি। আবালবৃদ্ধবনিতা কোতল কর্‌বো, ভূতের মন্দির ভাঙ্‌বো।

মল্লিক। আর এক্‌শো এক্‌শো গর্ত্ত কাট্‌বেন, আর সেই গর্ত্ত-এর লউ নিয়ে চার্‌দিকে ছিটাবেন। ব্যস্‌, সয়তানি একেবারে ছুটে যাবে।

আফজল। যুদ্ধে চলুন, দেখবেন, কি করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

গিরিতলস্থ প্রান্তর

গঙ্গাজী

গঙ্গাজী। দূর করো, ভেবেছিলুম বামুনের ছেলে, তলোয়ারখানা ধর্‌বো না, না খালি বাক্যি ঝেড়ে সুখ হয় না। সব কপাকপ,

কোপায়, আর আমি একা ধার্ম্মিকের মত এক-পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। একটু লাফান-ঝাঁপান চাই।

সুরেরাও, যেসজী কঙ্ক প্রভৃতি অনুচরগণসহ শিবাজীর পর্ব্বত হইতে অবতরণ

শিবাজী। কি ঠাকুর, কি সংবাদ?

গঙ্গাজী। আজ্ঞে আপনার মাতুলের কদর দেখে, এখানকার জাইগিরদারেরা একেবারে তাক্ হ'য়ে গেছে। বলে এমন নইলে মাতুল ভক্তি!

শিবাজী। কেন, আমার নিন্দা ক'চ্চে না কি?

গঙ্গাজী। আজ্ঞে না, পাছে সেই ভক্তিটে তাদের উপর গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সকলে কর দিতে প্রস্তুত।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, বোধহয় তোমার উপ-দেশে সকলে মাতৃকার্য্যে ব্রতী হয়েছে।

গঙ্গাজী। আজ্ঞে না, এতে আমার উপদেশ বড় চলে নাই, ভয় দেবতাই কতক উপদেশ দিয়েছেন। সকলে ভাবছে, কবে পার্ব্বণী আদায় করতে উপস্থিত হবেন।

শিবাজী। তানাজীর কিছু সংবাদ জানো?

গঙ্গাজী। ওঃ—সে বাঘের মেসো হলো।

শিবাজী। কি বলছ ঠাকুর?

গঙ্গাজী। আজ্ঞে, তাঁর অন্ধকারে চোখ জ্বলে। এই অন্ধকার রাত্রেই কোণ্ডনা দুর্গ ফতে করেছে।

শিবাজী। কল্যাণের কোন খবর জানো?

গঙ্গাজী। আবাজী স্বয়ং এসে সে খবর দেবেন, তিনি খুব জাঁকজমকেই আসছেন। কল্যাণ প্রদেশ হ'তেও পার্ব্বণী আদায় হবে বোধ হ'চ্ছে।

শিবাজী। এখন ঠাকুর কোন্‌দিকে যাবে?

গঙ্গাজী। বড় হাত সুড় সুড় কচ্চে, ঠিক বলতে পাচ্ছিনে।

শিবাজী। সে কি?

গঙ্গাজী। হাতখানা দেখুন দেখি, এ বামুনের হাতে তলোয়ার চলবে?

শিবাজী। ঠাকুর, তোমার যুদ্ধের সাধ হয়েছে?

গঙ্গাজী। আজ্ঞে হ্যাঁ, সব কপাকপ্ কোপায়, আমার কোমল প্রাণ রক্ত দেখে কেঁদে কেঁদে ওঠে। কত বোঝাই যে, প্রাণ স্থির হ'। তা কি স্থির হয়—অমনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। দেখুন—দেখুন এ-হাতে তলোয়ার ধরতে পারবো? বামুনে হাত—ভাবছি।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, তোমার তরবারি-ঝলকে শত শত শত্রুর চক্ষু মুদ্রিত হবে। মহারাষ্ট্র প্রদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুর্ব্বর্ণই তরবারি ধারণ করেছে। তুমি এই আমার তরবারি গ্রহণ করো।

গঙ্গাজী। কল্যাণের তরবারি বড় সাফ্, আমি আবাজীর নিকট একখানা চেয়ে নেবো।

তানাজীর প্রবেশ

শিবাজী। ভাই তোমার জয় সংবাদ, তোমার আসবার আগেই এসে পেঁ'ছেছে, অতি সুকৌশলে তুমি কোণ্ডনা দুর্গ আক্রমণ করে-ছিলে। অন্ধকার রজনীতে সিংহ যেরূপ করী-মুণ্ড বিদীর্ণ করে, তুমিও সেইরূপ অন্ধকার রজনীতে অসতর্ক মুসলমানকে পরাজিত করেছ। আজ হ'তে কোণ্ডনা দুর্গের নাম সিংহগড় হবে, আর পুরুষসিংহ তানাজী তার অধিকারী।

তানাজী। রাজা, দুর্গের অধিকার অপেক্ষা তোমার কার্য্যে প্রতিদিন রণশ্রম আমার প্রিয়।

শিবাজী। ভাই, তোমার বীরবাহু কদাচ অলসভাবে অবস্থান করবে না।

আবাজীর প্রবেশ

আবাজী। মহারাজ, কল্যাণ প্রদেশ মহা-রাজের পদানত, সমস্ত দুর্গই হস্তগত হয়েছে।

শিবাজী। আবাজী, তুমি আমার সহপাঠী, স্বর্গীয় দাদোজী কোণ্ডদেবের শিক্ষায়, তুমি যে তাঁর উপযুক্ত শিষ্য, কল্যাণ-জয়ে তার পরিচয় দিয়েছ।

আবাজী। মহারাজ অতি সামান্য কার্য্যে উচ্চ সম্মান প্রদান করেন।

শিবাজী। আবাজী, তোমার কার্য্য সামান্য নয়। কল্যাণ করগত হওয়ায় শত্রু-আশঙ্কা দূর হয়েছে। আমরা এখন বিজাপুর-বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষায় সম্পূর্ণ সক্ষম হব। তুমি ধন্য!

আবাজী। মহারাজ, কল্যাণ-দুর্গাধিপ মুলানা

আহম্মদ বন্দী অবস্থায় দরবারে আনীত হয়েছে, তার প্রতি কি আদেশ হয়?

শিবাজী। আবাজী, আর বন্দী কেন? এখন আমাদের অতিথি, সম্মানের সহিত দরবারে আন্‌তে আজ্ঞা দাও।

আবাজী। মহারাজের নিমিত্ত আর একটি অমূল্য রত্ন আনয়ন করেছি। রত্ন মহারাজেরই যোগ্য। মহারাজ গ্রহণ কর্‌লে কৃতার্থ হবো।

শিবাজী। আবাজী, যদি স্বদেশের কার্য্যে সে রত্নের প্রয়োজন হয়, তা'হলেই সে রত্ন আমার নিকট অমূল্য।

আবাজী। মহারাজ দর্শন মাত্রই বুঝ্‌বেন, সে রত্ন অমূল্য কিনা?

আবাজীর ইঙ্গিতে বাঁদীর সহিত মুলানা আহম্মদের পুত্রবধূর প্রবেশ

শিবাজী। এ কি! দরবারে স্ত্রীলোক কেন?

আবাজী। মহারাজ, এই অমূল্য নারীরত্ন। ভারতবর্ষে এ'র তুল্য সুন্দরী নাই, সম্রাজ্ঞী নুর্জ্জাহানও এ'র তুল্য সুন্দরী ছিলেন কিনা সন্দেহ।

শিবাজী। আবাজী, সত্য, আমাদের জননী যদি এরূপ সুন্দরী হতেন, তা'হলে আমরাও পরম সুন্দর হতেম। আবাজী, বোধহয় স্বর্গগত গুরুদেব দাদোজী কোণ্ডের নিকট অস্ত্রশিক্ষাই তোমার স্মরণ আছে, তাঁর নীতি-উপদেশ বিস্মৃত হয়েছ অথবা আমি সেই নীতি-উপদেশ বিস্মৃত হয়েছি কি না পরীক্ষার নিমিত্ত, এই কুলনারীকে সভায় উপস্থিত করেছ। আবাজী, গুরুদেবের নীতি-উপদেশ আমি বিস্মৃত হই নাই। নারী মাত্রই মা ভবানীর অংশ, আমার সম্পূর্ণ স্মরণ আছে, নারীর অপমানে ভবানীর অপমান, এ-কথা শয়নে-স্বপনে আমি বিস্মৃত নই। (রমণীর প্রতি) মা, পুত্রের নিকট আগমনে জননীর অপমান নাই, পুত্রের কল্যাণ কামনায়, পুত্রের নিকট জননী সর্ব্বদাই আগমন করেন। এতে জননীর মর্য্যাদার হানি হয় নাই। মা, সন্তানের আলয়ে নিশ্চিন্তে অবস্থান করুন। যাও, মুলানা আহম্মদ সা'কে সম্মানের সহিত দরবারে আনয়ন করো।

পুত্রবধূ। মহারাজ, বুঝলেম, রাজ্যশাসনে আপনি প্রকৃত উপযুক্ত। আপনি নবরাজ্য স্থাপনের উদ্যম ক'চ্চেন, কতদূর কৃতকার্য্য হবেন, জান্‌বার জন্য আপ্‌নার সমীপে উপস্থিত হয়েছি, নচেৎ আমার নিকট এই লুক্কায়িত জহর ছিল, জয়োন্মত্ত আবাজী দেখ্‌তেন, মুসলমান রমণী প্রাণ কিরূপ তুচ্ছ জ্ঞান করে। মহারাজ, আমার মনে মনে তোমায় সন্তান জ্ঞান হচ্চে। আমার হৃদয়ে উদয় হচ্চে, যে তোমার কুত্রাপি পরাজয় নাই। আমার অন্তর আপ্‌না হ'তে ঈশ্বরের নিকট তোমার জয় প্রার্থনা কচ্চে।

শিবাজী। মা, তোমার আশীর্ব্বাদ বিফল হবে না।

মুলানা আহম্মদের প্রবেশ

আসতে আজ্ঞা হয়। মাতা আমার কল্যাণের নিমিত্ত এখানে আগত। মাতাপুত্রের এতক্ষণ কথোপকথন হচ্ছিল। আপনাকে আমার এই অনুরোধ, আমার আতিথ্য গ্রহণ করে আমায় তৃপ্ত করুন। আর কবে আপনার বিজাপুর গমন অভিপ্রায়, আজ্ঞা কর্‌বেন। আপনি উপবেশন করুন, নচেৎ আমি আসন গ্রহণ কর্‌তে অক্ষম।

মুলানা। বীরবর, আপনার বীরত্বের কথা আমি শতমুখে শ্রুত আছি, কিন্তু এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব সৌজন্যগুণে যে আপনি বিভূষিত, তা' আমার ধারণা ছিল না। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি শত্রুর প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার অতি বিরল। আপনি মহাত্মা, আমি উচ্চকণ্ঠে প্রচার কচ্চি। উচ্চ রাজগুণে আপনি সম্পূর্ণ বিভূষিত। এখন আমার অনুমান হলো, যে পদে পদে কিরূপে আপনি জয়লাভ করেছেন। আপনার মাহাত্ম্যে সৈন্য সৃষ্টি হবে, বীর সৃষ্টি হবে, রাজ্য সৃষ্টি হবে, এ বিচিত্র নয়। আপনি রাজা—আপনি আসন গ্রহণ করুন, আমায় আপনাকে সম্মান প্রদানে অধিকার দিন। আপনি মানী, আপনাকে সম্মান প্রদানে মান বৃদ্ধি হয়।

শিবাজী। এক্ষণে আপনি ক্লান্ত—বিশ্রাম লাভ করুন, পরে কিরূপ আদেশ করেন, আমায় জানাবেন। তানাজী, মহারাষ্ট্রেরা কিরূপ

অতিথি সেবা করে, তা তুমি অবগত, এই মহাশয়ের আতিথ্য-ভার তোমার।

তানাজী। মহাশয়, অনুমতি হয়, আপনারা আগমন করুন।

মুলানা। মহারাজ, সেলাম।

পুত্রবধূ। বাবা, তুমি আমায় মা ব'লে সম্বোধন করেছ, আমি তোমায় সেলাম দিলে, তোমার অকল্যাণ হবে। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি প্রত্যহ প্রাতে ঈশ্বরের নিকট তোমার নিমিত্ত দোওয়া প্রার্থনা কর্‌বো।

শিবাজীর মস্তক অবনতকরণ

[তানাজীসহ মুলানা আহম্মদ, তৎপুত্রবধূ ও বাঁদীদ্বয়ের প্রস্থান।

শিবাজী। হে সমাগত মহারাষ্ট্রগণ, হে মাতৃভূমিবৎসল বীরগণ, হে কীর্ত্তিমান্ অস্ত্রধারিগণ, স্বর্গীয় দাদোজী কোণ্ডের উপদেশ শোনো, যদি কীর্ত্তিমান্ হ'বার উচ্চ আশা করো, মাতৃজ্ঞানে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌বে। ব্যভিচারীর ধ্বংস অনিবার্য্য! পুরাণ পাঠে অবগত আছ,—সীতার অপমানে লঙ্কা ধ্বংস হয়, দ্রৌপদীকে উরু প্রদর্শনে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ হয়। সাবধান, ব্যভিচারীর উন্নতি নাই। বীরগণ, হৃদয়ে করুণা রাখো, নারীর সহ আমাদের বিবাদ নাই, কিরূপে রমণীকে সম্মান কর্‌তে হয়, মহারাষ্ট্র তা প্রচার কর্‌বে। আমরা জন্মভূমির কার্য্যে ব্রতী, মাতৃকার্য্যে ব্রতী, নারীর অপমানে মাতার অপমান হবে।

একজন দূতের প্রবেশ

দূত। একজন মুসলমান সৈনিক রাজদর্শন প্রার্থনা করে।

শিবাজী। ল'য়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

সুরেরাও। বোধহয়, বিজাপুরের দূত।

মুসলমান সৈনিকের প্রবেশ

শিবাজী। সৈনিক, তোমার মন্তব্য প্রকাশ করো।

মুসলমান। মহারাজ, আমরা সপ্তশত মুসলমান, বিজাপুরের সৈনিক দল পরিত্যাগ ক'রে, মহারাজের অধীনে কর্ম্ম প্রার্থনা করি।

শিবাজী। এ প্রার্থনার কারণ কি?

মুসলমান। মহারাজ, যদিচ বিজাপুর মুসলমান রাজ্য, তথায় আমাদের দুরবস্থার পরিসীমা নাই। জাইগিরদারের পীড়ন, উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পীড়ন, সুলতানের পীড়ন,—আমরা মুসলমান হ'য়েও আমাদের স্বাধীনতা নাই—অধীনের অধীন। কিন্তু মহারাজের রাজ্যে মুসলমানেরা মহারাষ্ট্রের ন্যায় স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা প্রয়াসে মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, আশ্রিতকে বর্জ্জন কর্‌বেন না।

শিবাজী। এ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত কি?

যেস্‌জী কঙ্ক। বিজাপুরের সুলতানের সহিত আমাদের শত্রুতা। এ'রা মুসলমান, এ'দের উপর বিশ্বাস স্থাপন কতদূর সঙ্গত, তা' মহারাজ বিচার করুন।

আবাজী। আমার বিবেচনায় সঙ্গত। আমাদের বিজাপুরের সহিত শত্রুতা সত্য, কিন্তু সমস্ত মুসলমানের সহিত শত্রুতা নয়। বিজাপুরের অধীনে অনেক উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারী আছেন, এমনকি মহারাজের পিতৃদেব কর্ণাটে তাঁর সেনাপতি। আমাদের সৈনিককার্য্যে মুসলমান কি নিমিত্ত নিযুক্ত না হবে?

শিবাজী। আবাজী, তোমার প্রস্তাব অতি সঙ্গত। হে মুসলমান বীর, আজ হ'তে তোমরা আমার সৈন্যদলভুক্ত। প্রজা আমার পুত্রের ন্যায় প্রিয়। তোমাদের যখন আমার প্রজা হবার বাসনা, তোমরাও জনে জনে আমার পুত্রের ন্যায় আদরণীয়। তোমাদের বাহুবলে অনেক শত্রু পরাজিত হবে, এইরূপ আমার প্রত্যাশা। আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি জাতির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ করেছি, তোমরাও সেই স্বাধীনতার অধিকারী। স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ ক'রে, জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল কর্‌বে, সন্দেহ নাই। আমার সম্পূর্ণ ধারণা, প্রজাপীড়ক ওম্‌রাও-চালিত বিজাপুর দরবার, তোমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করেছে। আজ হ'তে তোমরা স্বাধীন—মহারাষ্ট্র প্রদেশে স্বাধীন। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে জাতিভেদ কখনই হবে না। জাতিভেদ বৃদ্ধি শত্রুর বাহু বলবান্ করে। জাতি-বিরোধে শত্রুর পদানত হওয়া অনিবার্য্য। স্বাধীন মহারাষ্ট্র প্রদেশে ধর্ম্ম-প্রভেদ বা জাতি-প্রভেদে

পরস্পর বিরোধের সম্ভাবনা নাই। স্বাধীনতা-প্রিয় মনুষ্যমাত্রই একজাতীয়। স্বাধীনতায় তারা একসূত্রে আবন্ধ। যে স্বাধীনচেতা, তার হৃদয়ে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নাই। ভেদ-বুদ্ধি কাপুরুষের হৃদয়ে, কাপুরুষে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ করে। সে ভেদাভেদ স্বাধীন মহারাষ্ট্রে নাই, পরমানন্দে স্বাধীন মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতা ভোগ করো। তোমার সহ-চরগণকে ল'য়ে এসো, আমি জনে জনে পুত্র সম্বোধনে সম্ভাষণ কর্‌বো।

মুসলমান। মহারাজ, কৃতদাস আপনার উদারতায় চির আবন্ধ।

[মুসলমান সৈনিকের প্রস্থান।

সকলে। (ব্যগ্রতা সহ) স্বামীজী আস্‌ছেন—স্বামীজী আস্‌ছেন!

রামদাস স্বামীর প্রবেশ

শিবাজী। গুরুদেব, চরণে দাসকে স্থান দিন। (চরণে পতন)

রাম। (তুলিয়া) শিব্বা, তোমায় আলিঙ্গন ক'রে হৃদয় শীতল কর্‌বো, আমার বহুদিন বাসনা। তুমি কে আমি ধ্যানে অবগত আছি। কিন্তু কুটিল মন সহজে বিশ্বাস স্থাপন করে না। ভূভার হরণে স্বয়ং শঙ্কর তোমার মাতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন,—কিন্তু পরীক্ষা ব্যতীত এতদিন আমার মনে প্রত্যয় জন্মায় নাই। যখন তুমি সেই মুসলমান-কুলনারীকে মাতৃ সম্বোধন কর্‌লে, তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই, তুমি জিতেন্দ্রিয় এই ধারণা জন্মে। কিন্তু তোমার হৃদয় যে ভেদাভেদ-জ্ঞানশূন্য, তুমি যে সমচক্ষে হিন্দু-মুসলমানকে দর্শন করো, সে পরিচয় এখন প্রাপ্ত হলেম। বৎস, তুমি যে হও, আমি সন্ন্যাসী, তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বার অধিকার আছে।

শিবাজী। গুরু—প্রভু—পিতা—আপনার চরণরেণুর প্রার্থী, এ ব্যতীত দাসের অন্য অভিমান নাই। দাসের যা আছে, প্রভুই তার অধিকারী, আপনার অধিকার গ্রহণ ক'রে দাসকে চরিতার্থ করুন। এই আপনার শ্রীচরণে অর্পণ কর্‌লেম।

উষ্ণীষ অর্পণ

রাম। ভাল, তোমার সম্পত্তি গ্রহণ কর্‌লেম। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, রাজকার্য্য পরি-চালনায় অপটু, তুমি আমার কর্ম্মচারী। শত্রু আগতপ্রায়, তৎপর হও।

শিবাজী। আপনার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হলেম তার নিদর্শন কি?

রাম। অপর নিদর্শন তো নাই, আমার উত্তরীয় গ্রহণ করো।

শিবাজী। জয় রামদাস স্বামীর জয়!

সকলে। জয় রামদাস স্বামীর জয়!

শিবাজী। এই আমাদের জয়পতাকা, আজ হ'তে গৈরিকবর্ণের জয়পতাকা মহারাষ্ট্রে উড্ডীয়মান হবে, সেই পতাকাতলে জয়লক্ষ্মী আবন্ধ। মারুতি কর্ত্তৃক যেরূপ দুরন্ত রাবণ ধ্বংস হয়েছিল, মারুতি-প্রদত্ত এই পতাকাবলে আমাদের শত্রুও সেইরূপ ধ্বংস হবে।

একজন দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ, সর্ব্বনাশ! দুরাত্মা বিজা-পুর-সেনাপতি আফ্‌জল খাঁ, তুলজাপুর আক্রমণ করেছে, শত শত দেবমন্দির ভগ্ন ক'রে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেছে। হিন্দু আবালবৃদ্ধ-বনিতা পথে হত্যা করতে করতে আস্‌ছে। তুলজাপুর লুণ্ঠিত, দেবী ভবানীর ভগ্ন প্রতিমা ভূমিতলশায়ী!

শিবাজী। গুরুদেব—গুরুদেব—মায়ের একি লীলা?

রাম। বৎস, কাতর হয়ো না, দেবীর ভগ্ন শরীর দৃষ্টি ব্যতীত নিদ্রিত হিন্দুর হৃদয় জাগ্রত হবে না, ধর্ম্মহীন জীবনে ধর্ম্মসঞ্চার হবে না, হীন প্রাণে মাহাত্ম্য উদয় হবে না। সেই নিমিত্ত দেবীর এই লীলা! এখন হ'তে যে ব্যক্তির শরীরে একবিন্দু হিন্দুশোণিত প্রবাহিত, অতি হীন হ'লেও সে ব্যক্তি উত্তেজিত হবে, অতি ক্ষীণ বাহুও বীরের ন্যায় তরবারি গ্রহণ কর্‌বে, ভীরু ব্যক্তিও তৃণের ন্যায় সমর-ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিতে উৎসুক হবে, এ অমঙ্গল নয়—শুভ—হিন্দু স্বাধীনতার ভিত্তি। অত্যাচার চরমসীমায় না উপস্থিত হ'লে পরাধীন দেশে পরাধীন জাতি নবজীবন প্রাপ্ত হয় না। নিরীহ আবালবৃদ্ধবনিতা হত্যা, অত্যাচারের চরমে উপস্থিত। অত্যাচারীর ধ্বংস

অনিবার্য্য। চলো, ভবানীর নামে আমরা অগ্রসর হই।

শিবাজী। প্রভু, আপনার চরণে আমার এক অভিমান, যে কর্ণে ভবানীর প্রতিমাভঙ্গ শ্রবণ করলেম, সেই কর্ণে যদি শত রণস্থলে শত্রুর আর্ত্তনাদ না শ্রবণ করি, নিরীহ নির্ব্বিরোধী হিন্দুর এক বিন্দু শোণিত পরিবর্ত্তে যদি সহস্র সহস্র শত্রুর বক্ষের শোণিত না প্রবাহিত হয়, যে পদাবিক্ষেপে দেবমন্দির দলিত, সেইরূপ সহস্র সহস্র শত্রুশির যদি পদ-বিদলিত না হয়, যদি মহারাষ্ট্রীয় শত্রু, সিংহাসনে বা অট্টালিকার সুখশয্যায় দিবারাত্র মহারাষ্ট্রীয় ধ্যানে কম্পিত না হয়, যদি সনাতন আর্য্যধর্ম্ম সংস্থাপনে সক্ষম না হই, তা'লে মৃত্যুকালে জান্‌বো, যে প্রভুর শ্রীচরণে অপরাধী! পিতৃকুল, মাতৃকুল—কলঙ্কিত! বিফল জন্ম—বিফল কর্ম্ম—বিফল উদ্যম—বিফল অস্ত্রধারণ—বিফল দেহভার বহনে জীবন অতিপাত করেছি! কুলের কণ্টক—কুলের কলঙ্ক—পিতৃমাতৃকুলের অধোগতির নিমিত্ত দেহ ধারণ করেছিলেম! কিন্তু না—কদাচ না—আপনার সম্মুখে আমার হৃদয় হ'তে উত্থিত হ'চ্চে—এই অসিতে শত্রুকুল নির্ম্মূল হবে, এই অসিতে শত্রুশোণিত স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত হবে, শত্রুশির গেন্ডুয়ার ন্যায় ঘূর্ণিত হবে, ভারতে মহারাষ্ট্র আর্য্য-স্বাধীনতার সহিত আর্য্যধর্ম্ম দিবাকরের ন্যায় দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করবে! জয় মা ভবানী!

রাম। স্বস্তি!

সকলে। জয় মা ভবানীর জয়, জয় রামদাস স্বামীর জয়!

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

ভগ্ন-মন্দির

মল্লিকজী

মল্লিকজী। বাঃ ক্যা তোফা! লালে লাল! খুব কোতল হয়েছে! খাঁ সাহেব ঠিক মুসলমান। কাফেরকে—কাট্‌বে—মার্‌বে। এই হুকুম—এই মুসলমানি।

গঙ্গাজীর প্রবেশ

গঙ্গাজী। সাহেব, মল্লিকজী কোথায়?

মল্লিকজী। (স্বগত) অ্যাঁ—এখনো কাফের এখানে আছে? অ্যাঁ এর হাতে যে হেতিয়ার! আমায় কোতল করবে না তো?

গঙ্গাজী। মশায় বলুন না, মল্লিকজী কোথায়? কোথায় গেলে তার তস্‌রিক্ দর্শন কর্‌বো?

মল্লিকজী। কেন—কেন—তুমি মল্লিকজীকে চাও কেন?

গঙ্গাজী। এই—তা হতেই আমার শত্রু নির্ম্মূল হবে।

মল্লিকজী। কে তোমার দুষ্‌মন?

গঙ্গাজী। আমার দুষ্‌মন শিবাজী—আর কে!

মল্লিকজী। তোমার দুষ্‌মন কেন?

গঙ্গাজী। আর সে কথা তোমায় কি বল্‌বো—আমার জোয়ান ভাইটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার সেপাই করেছে, আমার ধানের গোলা লুট ক'রে তার সেপাইকে খাইয়েছে।

মল্লিকজী। কেন—তুমি কি জাত?

গঙ্গাজী। জেতে হিন্দু, কিন্তু মুসলমান হবার জন্য ঘুর্‌চি।

মল্লিকজী। অ্যাঁ—অ্যাঁ—তুমি এমন আদ্‌মি—তুমি এমন আদ্‌মি?

গঙ্গাজী। না ত মল্লিকজী তুমি দেখ্‌ছ কি?

মল্লিকজী। আমিই মল্লিকজী — আমিই মল্লিকজী।

গঙ্গাজী। ইঃ—

মল্লিকজী। আরে হ্যাঁ, আমি কি ঝুট্ বল্‌চি?

গঙ্গাজী। দেখো মল্লিকজী, আমি মুসলমান হবো।—ও বাবা!

মল্লিকজী। তুমি চম্‌কাচ্চো কেন? মুসলমান হবে, তোমার ভয় কি?

গঙ্গাজী। উঁ! মল্লিকজী — মল্লিকজী আমার মাগ-ছেলে সব বাড়ীতে। জোয়ান স্ত্রী, বাচ্ছা বাচ্ছা সব ছেলেগুলি।

মল্লিকজী। তোমার ডর কি?

গঙ্গাজী। আর ডর কি, কখন শিবাজীর

সঙ্গে লড়াইয়ে হার্‌বে, আর আমার মাগ-ছেলে এক গাড় কর্‌বে।

মল্লিকজী। হার্‌বো কেন—হার্‌বো কেন? খাঁ সাহেব বহুৎ ফৌজ নিয়ে এসেছে।

গঙ্গাজী। ফৌজ আন্‌লে কি হবে? তবে তোমায় বল্‌বো মল্লিকজী—ও বাপ্‌রে!—

মল্লিকজী। কেন, তুমি এমন ডর পাচ্চো কেন?

গঙ্গাজী। তবে মল্লিকজী, তোমায় বল্‌বো!—ও শয়তানের সঙ্গে সলা করেছে, তুমি কারুকে ব'লো না।

মল্লিকজী। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক! তুমি কিসে জান্‌লে?

গঙ্গাজী। জান্‌লুম কিসে?—ভোর বেলা একদিন মাঠে হাত-পা ধুতে গেছি, দেখি খানিক দূরে মস্ত কালো তালগাছের মতন জোয়ান—মস্ত দুই কালো ডানা—বল্‌ছে, "আমি শয়তান, তোর উপর খুসী হয়েছি। আমার ঠেঙে মন্ত্র শেখ্‌, তুই যেখানে মনে কর্‌বি, উড়ে যেতে পার্‌বি, আর যাদের তুই সঙ্গে নিবি, তারাও তোর সঙ্গে উড়ে যেতে পার্‌বে।" কি চুপি চুপি মন্ত্র দিলে; অম্‌নি দেখি, এই হাত নাড়ে, আর ওড়ে!

মল্লিকজী। ঠিক ঠিক, শয়তানি শয়তানি!

গঙ্গাজী। তবে মল্লিকজী—তবে কি ক'রে জিত্‌বে?

মল্লিকজী। হুঁ, খাঁ সাহেব সলা করেছে, একটা বামুন সঙ্গে নিয়েছে, সেই বামুনটা শিবাজীকে বুঝিয়ে, খাঁ সাহেবের পাশ নিয়ে আস্‌বে, আর খাঁ সাহেব অম্‌নি বেঁধে চালান দেবে।

গঙ্গাজী। ঐ গেলো ব্যাটা—মলো ব্যাটা—ডাকাত ব্যাটা!

মল্লিকজী। আরে থাম্‌ থাম্‌—শোন্‌ শোন্‌!

গঙ্গাজী। বলো বলো—

মল্লিকজী। তারপর দরাজ লুট হুকুম হবে। যেমন তুলজাপুরের হাল দেখ্‌ছিস্‌, তেমনি সব জায়গার হাল হবে; আয়, তোরে মুসলমান কর্‌বো।

গঙ্গাজী। খাঁ সাহেব এখন কোথায় মল্লিকজী?

মল্লিকজী। পুরন্দরপুরের হিন্দুর দরগার এইরূপ হাল ক'রে, ওয়াইয়ের তরফ ছাউনি গাড়্‌বে।

গঙ্গাজী। তুমি এখানে রয়েছ যে?

মল্লিকজী। এই আঁখির সুখ ক'রে সায়ের ক'চ্চি।

নেপথ্যে। আর ভয় কি — শিবাজী আস্‌ছেন, আর ভয় কি?

মল্লিকজী। অ্যাঁ, কি?

গঙ্গাজী। মল্লিকজী, এসো এসো-পালাই চলো।

মল্লিকজী। আরে এ তরফ পালাবো কোথায়, ঐ যে সব কাফের আস্‌চে।

গঙ্গাজী। না মল্লিকজী, তোমার পায়ে ধরি মল্লিকজী, তোমায় এই দিকেই যেতে হবে মল্লিকজী! (জড়াইয়া ধরণ)

মল্লিকজী। ঐ এলো—ঐ এলো—আমায় ছাড়্‌ ছাড়্‌ আমায় পাক্‌ড়াবে।

গঙ্গাজী। হ্যাঁ মল্লিকজী, পাক্‌ড়াবোই ত মল্লিকজী!

মল্লিকজী। বেইমানি—বেইমানি!

গঙ্গাজী। হ্যাঁ মল্লিকজী, মল্লিকজী!

[ধাবমান মল্লিকজীর পশ্চাৎ গঙ্গাজীর প্রস্থান।

নেপথ্যে মল্লিকজী। দোহাই বাবা—ছেড়ে দে বাবা!

একদিক্‌ হইতে অনুচরগণসহ শিবাজী ও অন্যদিক্‌ হইতে কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ

১ নাগরিক। মহারাজ, দুর্দ্দশা দেখুন, যোগ-উপলক্ষে দেবীদর্শনার্থে বহুসংখ্যক যাত্রী উপস্থিত হয়েছিল, অকস্মাৎ মুসলমানেরা আক্রমণ ক'রে, নিরস্ত্র নিরীহ আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে হত্যা করেছে। মন্দির ভগ্নপ্রায়, দেবী-অঙ্গচ্ছেদ, চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠন, দারুণ হত্যাকাণ্ড, শোণিত-প্রবাহে শ্যামলা মেদিনী লোহিতাঙ্গী—হায় হায়, কি হলো!

শিবাজী। ভাই, আক্ষেপের সময় নাই, আক্ষেপে অত্যাচার নিবারণ হবে না। হিন্দুরা মোহমুগ্ধ, তাই এই দুর্দ্দশা; এ সকল আমাদের হীন সহিষ্ণুতার ফল। যদি মস্তক অবনত ক'রে এতদিন না বিজাতির পীড়ন সহ্য কর্‌তেম—যদি আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত দান কর্‌তে শিক্ষালাভ কর্‌তেম—যদি আপনাকে

মনুষ্য ব'লে আত্মসম্মান কর্‌তেম—যদি স্বদেশ রক্ষা, স্বজাতি রক্ষা, মানব-জীবনের কর্ত্তব্য জ্ঞান কর্‌তেম—যদি স্বজাতি, স্বধর্ম্ম, স্বদেশের প্রতি অনুরাগী হ'তেম,—যদি বিদেশী শৃঙ্খল ঘৃণা কর্‌তেম—যদি অদৃষ্টের উপর নির্ভর না ক'রে মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর কর্‌তেম, পুরুষত্বের উপর নির্ভর কর্‌তেম—যদি শাস্ত্রের বচন উপলব্ধি কর্‌তেম, যে যুদ্ধ-মৃত্যু তীর্থ-মৃত্যু অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ, সহস্র যাগ-যজ্ঞ অপেক্ষা জন্মভূমির কার্য্য উচ্চ—যদি স্বদেশ-অনুরাগ, স্বজাতি-প্রেম মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিচয়, এই সকল উচ্চ ধারণা হৃদয়ে স্থান দিতেম; তা হ'লে আজ আমাদের এ দুর্দ্দশা কদাচ হতো না;—তা হ'লে আমরা অন্নের জন্য বস্ত্রের জন্য বিজাতির মুখাপেক্ষী হতেম না,—তা হ'লে আমাদের নিরীহ, নির্ব্বিরোধী নিরস্ত্র শত শত স্বজাতির হত্যাকাণ্ড দর্শন কর্‌তে হতো না,—তা হ'লে দেবস্থান কলুষিত দেখ্‌তেম না, দেবী-অঙ্গ ছিন্ন দেখ্‌তেম না। এ সকল মহা-পাপের ফল,—জড়তা মহাপাপ, সেই মহা-পাপের ফল! এসো সকলে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি,—লুপ্ত ধর্ম্ম উদ্ধার করি, মাতৃভূমির পর-শৃঙ্খল মোচন করি, একতায় পরস্পর আলিঙ্গন করি, মনুষ্য ব'লে সমাজে পরিচয় দিই, বীরবীর্য্যে তরবারি ধারণ করি। এসো, শত্রুনিপাতে কৃতসংকল্প হই।

সকলে। জয় শিবাজীর জয়!

শিবাজী। জয় মা ভবানীর জয়—জয় রামদাস স্বামীর জয়—জয় আর্য্যধর্ম্মের জয়—জয় মাতৃভূমির জয়!

সকলে। জয় মা ভবানীর জয়—জয় রামদাস স্বামীর জয়—জয় আর্য্যধর্ম্মের জয়—জয় মাতৃভূমির জয়! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ কালী-মন্দির

লক্ষ্মীবাই

লক্ষ্মী। মা শিবরাণী, স্বামী আমার রণ-ভূমে; মা শিব-সীমন্তিনী, পদ-ছায়া দিয়ে তাঁরে রক্ষা করো। শুনেছি, দুর্ম্মদ আফ্‌জল খাঁ যুদ্ধার্থে অগ্রসর,—ঘোর রণ আসন্ন। রণ-রঙ্গিণী, রণভূমে অসিহস্তে শত্রুর শিরচ্ছেদন করো। মাগো তোমায় মা ব'লে তোমার প্রসাদী পুষ্প মস্তকে ধারণ ক'রে স্বামী যুদ্ধে গমন করেছেন, তোমার কার্ত্তিকের ন্যায় তাঁর বাহু-বল অমোঘ করো। শক্তিধরের শক্তিপ্রভাবে অসুরদল যেরূপ বিতাড়িত হ'য়েছিল, আমার স্বামীর অসিবলে সেইরূপ শত্রু বিতাড়িত হোক! শুনেছি, এ শঙ্কাপূর্ণ ডাকিনী-বিহারিণী বিজন প্রদেশে, অমাবস্যা নিশায় তোমার চরণে রক্তজবা অর্পণ কর্‌লে, তুমি মনস্কামনা পূর্ণ করো। মা, আমার রক্তজবা গ্রহণ ক'রে আমার কামনা পূর্ণ করো মা!

মুসলমান সৈন্যগণের প্রবেশ

১ সৈন্য। আরে এই জঙ্গলে ভি একটা কাফেরের মন্দির, আয় মন্দির তুড়ি আয়।

২ সৈন্য। আমি এই গো-হাড় গেঁথেছি; এ মূর্ত্তিটে তুল্‌বো না, ওর গলায় এই গো-হাড় দিব—কাফেরেরা খুব জব্দ হবে।

১ সৈন্য। আরে দেখ্‌-দেখ্‌ একটা কাফে-রের আউরাৎ দেখ্‌, খাঁ সাহেবের কাছে নিয়ে যাই আয়।

লক্ষ্মী। এ কি! কার কণ্ঠস্বর? শত্রুর স্বর অনুমান হ'চ্চে। এই যে শত্রু উপস্থিত।

২ সৈন্য। বিবি, তোমার বক্ত ফিরেছে, আমাদের সাথ চলো, খাঁ সাহেব তোমার খুব কদর করবে।

লক্ষ্মী। দুরাত্মা তস্কর, আর একপদ অগ্রসর হোস্‌নে, দেবীকোপে এখনি ভস্ম হ'বি!

১ সৈন্য। হাঁ হাঁ, বহুৎ জায়গায় আমরা খাক্‌ হয়েছি। তুলজাপুর, পুরন্দর সেথায় ভি এম্‌নি এম্‌নি ভূত ছিল। এসো বিবি, কেন বেইজ্জৎ হবে—বেগম হবে, বড় আরামে থাক্‌বে! কাফের তোমার কি কদর জানে, আইস বিবি, আইস, দরজা বন্ধ ক'রে কি কর্‌বে, এখনি দরজা তুড়্‌বো।

২ সৈন্য। আরে, দরজা তোড়ো—

মন্দিরদ্বারে পদাঘাত ও মন্দিরদ্বার ভগ্ন হওন

লক্ষ্মী। মা, কি কর্‌লি, কি হলো? সতীরাণী, তোর মনে কি এই ছিল মা, বিধর্ম্মীর হস্তে পতিত হলুম? এই যে—এই যে পশুবলির খড়্গ রয়েছে, এই যে মা আমায় বলির খড়্গ প্রদান করেছেন। মা, নরবলি গ্রহণ করো।

খড়্গহস্তে আক্রমণ

সৈন্যগণ। পালা—পালা—দেও—দেও

[সৈন্যগণের পলায়ন।

কয়েকজন মব্‌লা সৈন্যসহ তানাজীর প্রবেশ

তানাজী। কই, শত্রু কোথা? এ কি রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি, মুক্তকেশী, অসি-করা ভৈরবী! ভীমা আরক্তনয়না, কে এ শত্রুসংহারিণী! মা'র সহচরী কি আবির্ভূতা হ'য়ে শত্রু সংহার করছেন! একি লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, তুমি হেথায় কেন?

লক্ষ্মীর কাঁপিতে কাঁপিতে পতন

তানাজী। লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, চেয়ে দেখো আমি!

লক্ষ্মী। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) কোথায় আমি? একি!

তানাজী। মার মন্দিরে কি নিমিত্ত এসেছিলে?

লক্ষ্মী। অ্যাঁ অ্যাঁ, মার মন্দির! খড়্গ—খড়্গ—দানব সংহার কর্‌বো—দানব সংহার কর্‌বো—মার মন্দির কলুষিত কর্‌তে এসেছে।

তানাজী। স্থির হও, স্থির হও। শত্রু পলায়ন করেছে, তবে যদি নৃত্য কর্‌বার ইচ্ছা থাকে, আমি বুক পেতে দিচ্ছি, নৃত্য করো।

লক্ষ্মী। তুমি!

তানাজী। হাঁ আমি, তুমি এ বিজন স্থানে কি নিমিত্ত এসেছিলে?

লক্ষ্মী। তোমার বিজয়-কামনায়।

তানাজী। একাকিনী এ বিজন প্রদেশে আসা তোমার উচিত হয় নাই। তুমি কি শোন নাই, দুরাশয় আফ্‌জল খাঁর সৈন্যরা যথায় দেব-দেবী মন্দির, সেই স্থান আক্রমণ ক'রে দেব-দেবী মূর্ত্তি ভঙ্গ কর্‌চে, দেব-অঙ্গ ছিন্ন ক'চ্চে! এই সঙ্কট সময়ে তুমি এক দেবী মন্দিরে এসে কেন বিপদ আহ্বান করেছ?

লক্ষ্মী। কি আশ্চর্য্য, তোমার ন্যায় বীর-পুরুষেরা অস্ত্রধারী, অথচ দেব-মূর্ত্তি ভগ্ন হ'চ্চে! আমার স্মরণ হ'চ্চে, এ-মন্দিরও ম্লেচ্ছ আক্রমণ করেছিল, কিন্তু অসিধারিণী রমণী তাদের নিবারণ করেছে। আজ আমার মনে হয়, যে নারীর অস্ত্রধারণে অধিকার নাই, এ কথা ভ্রম মাত্র। যখন পুরুষেরা দেব-দেবী মন্দির রক্ষা কর্‌তে অক্ষম, তখন রমণীরা খড়্গ ধারণ ক'রে মন্দির রক্ষা কর্‌বে; না পারে মা'র চরণে নিজ শরীর বলি প্রদান কর্‌বে। যদি মুসলমান না অচিরে মহারাষ্ট্র-বলে বিতাড়িত হয়, তুমি দেখ্‌বে মহারাষ্ট্র-রমণীরা অসি হস্তে সেই দনুজকুল সংহার কর্‌বে। আজ হ'তে আর আমি অন্তঃপুরবাসিনী নই, আমি রণস্থল-বিহারিণী, ভীরুজন-উৎসাহবর্দ্ধিনী, আমি রণরঙ্গিণী জগদম্বার সহচরী।

তানাজী। সত্যই তুমি রণরঙ্গিণীর সহচরী রণরঙ্গিণী! চলো গৃহে চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কৃষ্ণাজী পন্তের শিবির

কৃষ্ণাজী পন্ত ও ছদ্মবেশী শিবাজী

শিবাজী। শিবাজী ত সন্ধি কর্‌বার জন্য লালায়িত; তার মনে নিশ্চয় ধারণা, সে আফ্‌জল খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিশ্চয় ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে।

কৃষ্ণাজী। তা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌লেন না কেন?

শিবাজী। সাক্ষাৎ কর্‌বেন! ভয়ে অভিভূত হ'য়ে শয্যাশায়ী হয়েছেন। খাঁ সাহেবের নিকট হ'তে আপনার মারফৎ পত্র পেয়ে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর ভয় দূর হয় নাই। আপনি স্বজাতি, তাই আপনার নিকট জান্‌তে পাঠালেন, যে খাঁ সাহেব যে মর্ম্মে পত্র লিখেছেন, তা কি তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায়?

কৃষ্ণাজী। অভিপ্রায় নয় কেন বিবেচনা ক'চ্চেন? খাঁ সাহেব শাহজীর পরম বন্ধু, খাঁ সাহেবও যেমন বিজাপুরের পক্ষে সৈন্য সঞ্চালন ক'চ্চেন, শিবাজীও সেইরূপ কর্‌বেন—জাইগিরদার হবেন, অশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন।

শিবাজী। তবে তাঁর অভিপ্রায় সত্য?

কৃষ্ণাজী। সত্য না হ'লে এরূপ পত্রই বা লিখ্‌বেন কেন? আর আমায়ই বা প্রেরণ কর্‌বেন কেন?

শিবাজী। শিবাজীর ভয় কি জানেন? তিনি লোকপরম্পরায় শ্রুত আছেন, তাঁরই পরামর্শে শাহজী বন্দী হন; তাঁরই পরামর্শে উপরে বায়ুপ্রবেশ-পথ-মাত্র কঠোর কারাগৃহে আবন্ধ থাকেন, সাজাহানের অনুরোধে সেই কঠোর কারাগার হ'তে মুক্তি লাভ ক'রেও বিজাপুরে চার বৎসর নজরবন্দী থাকতে বাধ্য হন। লোকে বলে, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভাজি খাঁ সাহেবের অনুচর দ্বারাই নিহত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণাজী। না না—সে অলীক কথা—সে অলীক কথা। তিনি বলেন, শিবাজী যখন শাহজীর পুত্র, তখন আমারও পুত্রস্থানীয়, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনুচিত; কারণ যুদ্ধে শিবাজী নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সে পুত্র-স্থানীয়, তাকে হত্যা করা কি কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় আক্রমণ হ'তে নিরস্ত আছেন।

শিবাজী। বড়ই অনুগ্রহ—বড়ই অনুগ্রহ।

কৃষ্ণাজী। কাল প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ হ'লেই শিবাজীর সকল সংশয় দূর হবে।

শিবাজী। ভাল মহাশয়, একটি নিবেদন করি, খাঁ সাহেব যখন তুলজাপুরের ভবানী-মন্দির আক্রমণ করেন, তখন কি মহাশয় উপস্থিত ছিলেন? শুনৃতে পাই, আবালবৃদ্ধ-বনিতা যারা উপস্থিত ছিল, সকলকে হত্যা করেছেন, দেবীকে অঙ্গহীন করেছেন, মন্দির ভগ্ন করেছেন,—এ সমস্ত কি মহাশয় স্বচক্ষে দেখেছেন?

কৃষ্ণাজী। না না—সে স্থানে উপস্থিত ছিলেম না।

শিবাজী। আমারও সেইরূপ ধারণা। নচেৎ আপনি হিন্দু, সে দৃশ্য দর্শনে আপনার হৃদয় বিদীর্ণ হ'তো! আপনি আর বিজাপুরে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে পারতেন না; এরূপ অত্যাচার নিবারণে অবশ্যই প্রাণপণ কর্‌তেন।

কৃষ্ণাজী। আমি একজন সামান্য কর্ম্মচারী—আমি একজন সামান্য কর্ম্মচারী, আমি কিরূপে নিবারণ কর্‌তেম?

শিবাজী। সত্য,—এরূপ অত্যাচার ত কেবল তুলজাপুরে নয়, পুরন্দরে এ হ'তেও অত্যাচার হয়েছে—যে পথে খাঁ সাহেব এসেছেন, সেই পথেই হাহাকার উঠেছে।

কৃষ্ণাজী। রাত্র হয়েছে, আর এ সকল আন্দোলনে প্রয়োজন কি? কল্য যেন শিবাজী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তা হ'লেই সমস্ত মিটে যাবে, শান্তি স্থাপন হবে। দেখো, যখন আমরা মুসলমানের অধীন, এরূপ ঘটনা ত হবেই, আমাদের চেষ্টায় ত নিবারিত হবে না।

শিবাজী। যদি নিবারিত হবার উপায় থাকে, তা হ'লে কি আপনি সে উপায় অব-লম্বনে প্রস্তুত?

কৃষ্ণাজী। আপনার কথার ভাব আমার উপলব্ধি হ'চ্চে না। যা সম্ভব নয়, সেরূপ আলোচনায় প্রয়োজন কি?

শিবাজী। হে ব্রাহ্মণ, আপনি সত্যই কি আমার কথার ভাব উপলব্ধি কর্‌তে অক্ষম? সত্যই কি আপনার ধারণা, যে এইরূপ দেবী-অঙ্গ ছিন্ন, মন্দির ভগ্ন, গোহত্যা, স্বজাতি আবালবৃদ্ধবনিতা হিন্দু হত্যা, এ সকল নিবারণের উপায় নাই? যদি এরূপ নিশ্চিত ধারণা হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে কিরূপে দেহভার বহন ক'চ্চেন?—কিরূপে আপনাকে হিন্দু ব'লে পরিচয় প্রদান করেন? কিরূপে যজ্ঞসূত্র করে ল'য়ে বেদমাতা গায়ত্রী পাঠ করেন?

কৃষ্ণাজী। কেন—কেন আমায় তিরস্কার কচ্চেন কেন? আমা হ'তে কি উপায় হবে?

শিবাজী। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনা হ'তে উপায় হবে না? আমি আপনার দাসানুদাস, কিন্তু সহায়হীন নই, আপনার সাহায্যে আমি হত্যাকারীকে দমন কর্‌বো ভরসা করি, তবে আপনার সাহায্যসাপেক্ষ।

কৃষ্ণাজী। আমার সাহায্যসাপেক্ষ কিরূপ; প্রকাশ করুন।

শিবাজী। প্রকাশ কর্‌বো—আপনার হৃদয় কি কিছু বলে না?—আপনি বিধর্ম্মীর মনো-ভাব সম্পূর্ণ অবগত হ'য়েও কি উপায় ক'র্‌তে অক্ষম? আপনার দ্বারা এখনই উপায় হয়। ব্রাহ্মণ, পীড়িত জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন—স্বজাতির কল্যাণ কামনা করুন—স্বধর্ম্মস্থাপনে উৎসাহিত হোন—দেবীর অঙ্গ-চ্ছেদের প্রতিশোধ প্রদান ক'রে যজ্ঞসূত্রধারণ

সার্থক করুন; নচেৎ ব্রাহ্মণজন্ম বিফল হবে—পিতৃপুরুষের তর্পণের অধিকারী হবেন না—বেদমাতা গায়ত্রী বিরূপা হবেন।

কৃষ্ণাজী। আপনি কে?

শিবাজী। (ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া) আমি আপনার দাস—আমি শিবাজী। অত্যাচারের প্রতিবিধান করুন—মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করুন—বিজাতি-হস্তে-হত হিন্দুগণের তর্পণ করুন—দেবকার্য্য সাধন করুন।

কৃষ্ণাজী। শিবাজী—শিবাজী—আর আমায় লাঞ্ছিত ক'রো না; আমি বিপ্রকুলাধম, মুসলমানের দাস, আমি তোমাকে প্রতারিত কর্‌তে এসেছি।

শিবাজী। কিরূপে?

কৃষ্ণাজী। আফ্‌জল খাঁ কোন এক দৈবজ্ঞ-প্রমুখাৎ শ্রুত হয়েছেন, যে তোমার সহিত যুদ্ধে তাঁর নিস্তার নাই, সেই নিমিত্ত তাঁর সন্ধির প্রস্তাব। তিনি কল্পনা করেছেন, যে সন্ধির নিমিত্ত তুমি তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে তোমাকে হত্যা, নয় বন্দী কর্‌বেন। আমি তোমায় প্রতারিত কর্‌তে পার্‌লে জাইগির প্রাপ্ত হবো। আমায় ধিক্, আমি তোমাকে প্রতারিত কর্‌তে উপস্থিত হয়েছি।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, প্রণামীস্বরূপ এই বহুমূল্য রত্ন গ্রহণ করুন।

কৃষ্ণাজী। বৎস, আর আমি রত্নের প্রত্যাশী নই। আমার হৃদয় কলুষিত, আমি স্বজাতি-হত্যা দর্শন করেছি, দেবীর মন্দির ভগ্ন দর্শন করেছি, দেবীর ছিন্ন অঙ্গ দর্শন করেছি, বোধ-হয় নিজ হস্তে চক্ষু উৎপাটন কর্‌লেও আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে না—অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধীভূত! একবার আলিঙ্গন দাও, তোমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শে আমার হৃদয় শীতল হোক। (আলিঙ্গন করিয়া) হায় হায়—আমার মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে,—আমি কি কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করেছি।

শিবাজী। আপনি কুলাঙ্গার নন, কুলতিলক। আপনার কৃপায় মহারাষ্ট্রভূমি প্রবল শত্রুশূন্য হবে।

কৃষ্ণাজী। বাবা, কিরূপে? আমি কি কার্য্য কর্‌বো, আদেশ করো?

শিবাজী। খাঁ সাহেবকে বলুন, যে আমি তাঁর সহিত সাক্ষাৎ ক'রে আনুগত্য স্বীকার কর্‌বো, কিন্তু তাঁর শিবির মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে আমার ভয় হয়। আমার ভয়, যে শিবিরে কুমন্ত্রীর উপদেশে পাছে আমায় বন্দী করেন। শিবির অন্তরে রেখে যদি অল্প রক্ষক-সমভিব্যাহারে অগ্রসর হন, আমিও দু'একজন রক্ষক ল'য়ে, তাঁর ও আমার শিবিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হ'য়ে, তাঁর বশ্যতাপন্ন হই।

কৃষ্ণাজী। বৎস, আফ্‌জল খাঁ অতি কুটিল, দীর্ঘাকায়, মহাবলবান্ পুরুষ; তুমি উপস্থিত হবামাত্র সহসা সে আক্রমণ কর্‌বে! কি জানি, তোমার যদি অকল্যাণ হয়!

শিবাজী। ভবানীর আশীর্ব্বাদে ও আপনার চরণ-কৃপায় আমি অসতর্ক নই। বিধর্ম্মীহস্তে অনায়াসে পরিত্রাণ পাবো। পারেন যদি, যে ক'জন অনুচর-বেষ্টিত হ'য়ে তিনি আস্‌বেন, সেই অনুচরগণকে তাঁর নিকট হ'তে একটু দূরে ল'য়ে যাবেন।

কৃষ্ণাজী। এ কার্য্য আমার দ্বারা সম্পূর্ণ হবে।

শিবাজী। তবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শয়ন করুন। আপনার প্রসাদে—কল্যাই জন্মভূমি শত্রু-বিহীন হবে। দাসকে বিদায় দিন—দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

কৃষ্ণাজী। ভবানী তোমার মঙ্গল করুন।

[শিবাজীর প্রস্থান।

যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে সক্ষম হই, জীবন ধারণ কর্‌বো; নচেৎ আত্মহত্যা ব্যতীত অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। বোধ হয়, এতদিন চণ্ডালগ্রস্ত ছিলেম, নচেৎ জন্মভূমির দুর্দ্দশা, স্বজাতির দুর্দ্দশা, ধর্ম্মপীড়ন, দেব-দেবী ভঙ্গ, কিরূপে সহ্য করেছি? মা ভবানী, আমার কি মার্জ্জনা নাই?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

আফজল খাঁ ও শিবাজীর শিবিরমধ্যবর্তী প্রান্তর

শিবাজী, কাবজী ও জিউমহালা

শিবাজী। আমরা প্রস্তুত?

কাবজী। মহারাজের আজ্ঞামত, সৈন্যেরা স্থানে স্থানে লুক্কায়িত আছে; কোকান প্রদেশ

গুপ্তভাবে স্বয়ং তানাজী রক্ষা ক'চ্চেন; যে মুহূর্ত্তে আপনার তোপধ্বনি শ্রুত হবেন, সেই মুহূর্ত্তেই অধ্যক্ষেরা চতুর্দ্দিক হ'তে শত্রু আক্রমণ কর্‌বেন।

শিবাজী। তুমি আর জিউমহালা উভয়ে আমার রক্ষার্থ নিকটে থেকো। এসো আমরা অন্তরালে অবস্থান করি; আফ্‌জল খাঁ যেন মনে করে, আমি ভীত হ'য়ে তার সমীপবর্ত্তী হ'তে বিলম্ব ক'চ্চি।

জিউ। মহারাজ, আমরা ভীত হ'চ্চি; আপনার বেশ পরিধান ক'রে আমি শিবাজী ব'লে পরিচয় দিলে হয় না? শুনেছি আফ্‌জল খাঁ অতি বলবান্।

শিবাজী। বীরবর, দেবমন্দির ভঙ্গকারী শত্রুনিধনে আমায় কেন বঞ্চিত কর্‌বে! আমি ভবানীর নিকট পণ করেছি, আমি স্বহস্তে তাকে বধ কর্‌বো—কোন আশঙ্কার কারণ নাই। এই দেখো, আমি লৌহবর্ম্মে অঙ্গ আবরণ করেছি, মস্তকে লৌহ-শিরস্ত্রাণ। এই দেখো, ব্যাঘ্রনখে আমার হস্ত সজ্জিত। অসি-শ্রেষ্ঠ ভবানী আমার কটিদেশে, আশঙ্কার কোন কারণ নাই। এসো অন্তরালে—বোধ হয় আফ্‌জল খাঁ আগতপ্রায়।

[সকলের প্রস্থান।

আফ্‌জল খাঁ, গোপীনাথ পন্ত, কৃষ্ণাজী পন্ত, গোবিন্দ পন্ত ও সৈয়দবণ্ডের প্রবেশ

গোপীনাথ। দেখুন, আপনার অভ্যর্থনার জন্য শিবাজী কিরূপ শিবির সজ্জিত করেছে।

আফ্‌জল। দেখ, গোপীনাথ পন্ত, তোমার প্রতি আমি রাগত হয়েছিলেম, তুমি অতি অন্যায় বাক্য প্রয়োগ করেছিলে। আমার নিকট শিবাজী আসতে ভয় পায়, একথা বল্‌তে তুমি সাহস করো? আমি তার নিমন্ত্রণে প্রতাপগড় পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছি, তুমি কিনা বল্লে, সন্দেহবশতঃ শিবাজী আস্‌তে অস্বীকৃত! বোধহয় সন্দেহ তুমিই করেছিলে, তাই এরূপ কথা উত্থাপন করো।

গোপীনাথ। আমার অপরাধ হয়েছে—আমার অপরাধ হয়েছে।

আফজল। যাও তুমি শিবাজীকে সংবাদ দাও, আমি উপস্থিত হয়েছি।

গোপীনাথ। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে।

[গোপীনাথের প্রস্থান।

কৃষ্ণাজী। খাঁ সাহেব, গোপীনাথের অপরাধ নাই। আপনি যেরূপ সজ্জিত হ'য়ে এসেছেন, শিবাজী দূর হ'তে দেখেই পলায়ন কর্‌বে। আপনার সৈন্যগণকে দূরে অবস্থান করতে আজ্ঞা দিন, দু'একজন মাত্র শরীররক্ষী নিকটে রাখুন; নচেৎ শিবাজী বহু সৈন্য দর্শনে পলায়ন কর্‌বে।

আফ্‌জল। আচ্ছা—আচ্ছা। সৈয়দবণ্ড, সৈন্যগণকে দূরে অবস্থান কর্‌তে বলো, তুমি আর গোবিন্দ পন্ত আমার নিকটে থেকো।

[সৈয়দবণ্ডের প্রস্থান।

কৃষ্ণাজী। খাঁ সাহেব, একটা মর্কটকে ধর্‌বার জন্য এত আয়োজন কেন করেছেন?

আফ্‌জল। শিবাজী এখনও বিলম্ব ক'চ্চে কেন?

কৃষ্ণাজী। আমি ত নিবেদন করেছি, সৈন্যরা যতক্ষণ দূরে অবস্থান না করে, শিবাজী আস্‌তে সাহস কর্‌বে না।

সৈয়দবণ্ডের পুনঃপ্রবেশ

সৈয়দ। খাঁ সাহেবের আজ্ঞামত সৈন্যেরা দূরে কুচ করছে।

আফ্‌জল। আঃ—এখনো বিলম্ব ক'চ্চে, আমি অধীর হ'চ্চি। কাফেরের শোণিত পানের জন্য আমার অসি চঞ্চল হ'চ্চে।

কৃষ্ণাজী। ঐ যে আস্‌ছে।

আফ্‌জল। ঐ তিনজনের মধ্যে শিবাজী কে?

সৈয়দ। ঐ নাটা আদ্‌মিটে। আমি লড়াইয়ে ওকে চিনেছি।

আফ্‌জল। দেখো কৃষ্ণাজী, দেখো, ডরে ওর পা কাঁপ্‌চে—যেমন জবাইয়ের আগে গো কাঁপে, তেম্‌নি কাঁপ্‌চে।

কৃষ্ণাজী। কাঁপ্‌বে না? আপনি বীর, আপনার দর্শনে কে না কম্পিত হয়?—কি বলেন সৈয়দজী?

সৈয়দ। ওয়াজেব্।

কৃষ্ণাজী। খাঁ সাহেব, একটু অগ্রসর হোন, ওর সম্পূর্ণ ভয় দূর হোক। (সৈয়দবণ্ড ও গোবিন্দ পন্তের প্রতি) আসুন, আমরা একটু

পেঁছিয়ে থাকি। খাঁ সাহেব অগ্রসর হোন; ঐ দেখুন শিবাজী, রক্ষক পশ্চাতে রেখে আপনিই আস্‌ছে।

আফ্‌জল খাঁর অগ্রসর হওন

শিবাজী। খাঁ সাহেব, সেলাম।

আফ্‌জল। এসো—এসো—কোলাকুলি করি এসো। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) মর্কট মউৎ দেখো। (অস্ত্রাঘাত)

শিবাজী। না বিধর্ম্মী, তোমার দিনই ফুরিয়েছে,—আমার সৌভাগ্য, তুমি অস্ত্রাঘাত আগে করেছ। (অস্ত্রাঘাত)

আফ্‌জল। কাফের খুন করলে—কাফের খুন কর্‌লে।

আফজল খাঁর পক্ষ হইতে সৈয়দবণ্ড, কৃষ্ণাজী ও গোবিন্দ পন্তের এবং শিবাজীর পক্ষ হইতে কাবজী ও জিউমহালার প্রবেশ

সৈয়দবণ্ড ও জিউমহালার যুদ্ধ ও সৈয়দের পতন এবং গোবিন্দ পন্তের কাবজীকে আক্রমণ

কাবজী। তুমি ব্রাহ্মণ, অবধ্য; যাও বিজাপুরে সংবাদ দাও। (জিউমহালা কর্ত্তৃক গোবিন্দ পন্তের অস্ত্র কাড়িয়া লওন এবং নেপথ্যে তোপধ্বনি ও "হর হর মহাদেব" শব্দ হওন)

নেপথ্যে মুসলমান সৈন্যগণ। ভাগো—ভাগো—দুষ্‌মন—দুষ্‌মন।

কাবজী। পশ্চাৎ ধাবমান হও—পশ্চাৎ ধাবমান হও। বিজাপুরে সংবাদ প্রদান কর্‌তে একজনও না ভগ্নপাইক প্রত্যাগমন করে।

শিবাজী। আমরা হিন্দু, কেহ আহত সৈন্যের উপরে অস্ত্রাঘাত করো না। (কৃষ্ণাজীর প্রতি) আমাদের অধীনস্থ কয়েকজন মুসলমান দ্বারা খাঁ সাহেব ও তার সঙ্গীর যথারীতি সমাধির ব্যবস্থা করুন।

কৃষ্ণাজী। যে আজ্ঞে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ভবানী-মন্দির সম্মুখস্থ নাটমন্দির

জিজাবাই ও পূজারি

পূজারি। মা, সাতদিন উপবাসী আছেন; আজ এই চরণামৃত ধারণ করুন।

জিজা। কার চরণামৃত ধারণ কর্‌বো—ভবানীর? ভবানী ত মৃত—বিধর্ম্মীহস্তে মৃত! তবে আর কেন তার চরণামৃত ধারণ কর্‌বো?

পূজারি। মা, আপনার মুখে অমন কথা সাজে না।

জিজা। সাজে না? কেন সাজে না? আমায় কি বিশ্বাস করতে বলো, সেই মহিষমর্দ্দিনী, শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী, চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী মহাদেবী জীবিতা আছে? না—কদাচ নয়। তা হ'লে কি তার অঙ্গ ছিন্ন হয়, তা হ'লে কি তার মন্দির ভগ্ন হয়! তা হ'লে কি তার সাম্‌নে নিরীহ যাত্রী হত্যা হয়!—না না আমি চরণামৃত ধারণ কর্‌বো না।

পূজারি। মা, আপনার বীরপুত্র বিধর্ম্মীর সম্পূর্ণ শাস্তি প্রদান কর্‌বে।

জিজা। কই, আমার বীর পুত্র কই, বীর পুত্র কোথায়? কই, বিধর্ম্মীর বক্ষের শোণিত আমার নিকট কই লয়ে এলো? বিধর্ম্মীর হাহাকার ধ্বনি কই গগনমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হ'চ্চে? আমি বীরজননী, কেমন ক'রে প্রত্যয় কর্‌বো? কই আমার মার অঙ্গচ্ছেদের কি প্রতিশোধ হ'লো? হায় হায়, কি হলো—আমার পাপ দেহ এখনও রয়েছে? মা, তুই মরেছিস্‌? মর্—মর্! আমিও মরি! যদি প্রতিশোধ না হয়, মহারাষ্ট্র মরুভূমি হোক, মহারাষ্ট্রে কোটী বজ্রাঘাত হোক। কালানলে সমস্ত দগ্ধ হোক, নিবিড় অন্ধকার সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা আচ্ছন্ন করুক! কি হলো—কি হলো—জননীর অঙ্গচ্ছেদ আর যে সয় না।

শিবাজীর প্রবেশ

শিবাজী। মা—মা, বিধর্ম্মীর বক্ষের শোণিত দর্শন করুন।

জিজা। কে রে শিব্বা, বিধর্ম্মীর বক্ষের শোণিত? দে দে আমার সর্ব্বাঙ্গে লেপন কর্! আমার তাপিত দেহ কিঞ্চিন্মাত্র শীতল হোক্।

শিবাজী। মা, রণ জয় হয়েছে, বিজাপুর-সৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত, সহস্র সহস্র বিধর্ম্মী-দেহ ধূলি-বিলুণ্ঠিত!—মহারাষ্ট্র বিধর্ম্মী ভয় শূন্য।

জিজা। শিব্বা, বীরচূড়ামণি, ভবানীর প্রিয়পুত্র, তোমায় গর্ভে ধারণ ক'রে আমি ধন্য —হিন্দুকুল পবিত্র—জন্মভূমি পবিত্র—যে প্রদেশে তোমার অঙ্গের বায়ু সঞ্চালিত হয় সে প্রদেশ পবিত্র—তোমার নাম উচ্চারণে দিক্ পবিত্র,—জয় মা ভবানীর জয়!

শিবাজী। মা মা, তোমার পদে যেন আমার অবিচলিত ভক্তি থাকে।

পূজারি। এখন ত সব হলো, এখন এক ঢোক চরণামৃত খাবি না টাক্‌রায় লেগে মর্‌বি? (শিবাজীর প্রতি) মহারাজ, বেটী আজ সাতদিন অনাহারে আছে।

জিজা। দাও বাবা, দাও—চরণামৃত পান করি।

পুরোহিতের চরণামৃত প্রদান

পূজারি। দেখো—আমার গৃহে এসে মাতা-পুত্রে যদি না দেবীর প্রসাদ ধারণ করো, তাহ'লে অপর পূজারি নিযুক্ত ক'রো, আমি আর পূজায় আসব না।

জিজা। চলো বাবা, চলো। আমি এখন জান্‌লেম, মা আমার মহারাষ্ট্রে বিরাজিতা;—মা নব-কলেবর ধারণ কর্‌বার নিমিত্ত জীর্ণ কলেবর ত্যাগ করেছেন;—মহারাষ্ট্রে আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে উৎসাহিত কর্‌বার নিমিত্ত এই বেশ ধারণ করেছেন! যেমন দক্ষযজ্ঞ নাশের নিমিত্ত সতী দেহত্যাগ করেছেন, সেইরূপ বিধর্ম্মী-ধ্বংসের নিমিত্ত কলেবর ত্যাগ করেছেন, শত্রুকুল নির্ম্মূল হবে—"জয় মা ভবানী" উচ্চরবে আর্য্যভূমি প্রতিধ্বনিত হবে —বর্ণাশ্রম স্থাপিত হবে—গোহত্যা নিবারিত হবে—আর্য্য-গৌরব পুনঃপ্রচারিত হবে! বাবা, চলো, আমরা প্রসাদ গ্রহণ কর্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দিল্লী—আওরঙ্গজেবের মন্ত্রণাগার

আওরঙ্গজেব, মোয়াজেম ও দিলির খাঁ

দিলির। জাঁহাপনা, বিজাপুরের বিরুদ্ধে এরূপ যুদ্ধ আয়োজন হয় নাই; সামান্য শিবাজী দমনের নিমিত্ত এরূপ আয়োজন কেন?

আওরঙ্গ। খাঁ সাহেব, আপনি রণবিশারদ দূরদর্শী বীরপুরুষ, আজও কি আপনার ধারণা, যে শত্রু ক্ষুদ্র হয়? যে সময় আপনি দারাসেকোর সৈন্য সঞ্চালন করেন, তখন আমা অপেক্ষা ক্ষুদ্র শত্রু কে ছিল? সম্রাটের ধনবল জনবল সকলই আমার বিরুদ্ধে, আপনার ন্যায় সেনাপতি আমার বিরুদ্ধে; তথাপি ত দারা-সেকো সিংহাসন রক্ষা কর্‌তে সমর্থ হন নাই।

দিলির। জনাব, জনাবের সহিত ক্ষুদ্র শিবাজীর তুলনা কর্‌বেন না।

আওরঙ্গ। খাঁ সাহেব, কিরূপ বল্‌ছেন? সামান্য জাইগিরদারের পুত্র, বিজাপুর পরাস্ত করেছে, বহুযুদ্ধে মোগলও পরাস্ত; এ শত্রুকে আমরা কদাচ সামান্য শত্রু বিবেচনা কর্‌তে পারি না। এই নিমিত্ত সিংহাসন আরোহণ ক'রেই এই প্রবল শত্রু দমনে কৃতসংকল্প হয়েছি। আর কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর্‌লে শিবাজী বিজাপুর অধিকার কর্‌বে। যদি এক-বার বিজাপুর অধিকার কর্‌তে সক্ষম হয়, তা হ'লে মোগল অপেক্ষা বলবান্ হবে। বিবেচনা করুন, কতদূর কৌশলী, যখন বিজাপুরের দ্বারে আমরা সসৈন্যে উপস্থিত হই, পাছে দাক্ষিণাত্যে মোগল প্রবল হয়, এই নিমিত্ত মোগল অধিকার আক্রমণ করে। তার নিশ্চয় ধারণা ছিল, বিজাপুরে মোগল অধিকারী হ'লে, শিবাজীর অধিকার অচিরে লয়প্রাপ্ত হবে, কিন্তু বিজাপুরের সহিত যখন আমাদের সন্ধি হয়, অম্‌নি বিনীতভাবে আমাদের সন্ধি প্রার্থনা করে। আমাদের সহিত সন্ধির পরেই বিজাপুর পুনরাক্রমণে প্রবৃত্ত হলো। এক্ষণে আমরা সিংহাসনপ্রাপ্ত, সে কারণে শিবাজী বিজাপুরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। সে নিশ্চয় অনুমান করেছে, যে মহারাষ্ট্র-আক্রমণে আমরা অচিরে অগ্রসর হবো। বোধহয় আপনি অচিরে সংবাদ পাবেন, যদিচ শায়েস্তা খাঁ বহু সৈন্য ল'য়ে অগ্রসর হয়েছেন, তত্রাচ তিনি পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হ'চ্ছেন। যদি সংবাদ পাই, যে যশোবন্ত সিংহ, যিনি শায়েস্তা খাঁর সাহায্যার্থ প্রেরিত হয়েছেন, তিনি শায়েস্তা খাঁকে সাহায্য না ক'রে এই পর্ব্বত-দস্যুর সহায়তা ক'চ্ছেন,

মোগলের সঙ্গে মহারাষ্ট্র-সংগ্রাম বহুদিনব্যাপী হবে; শিবাজী এক বিষম কণ্টক, আমার জন-হিতসাধনের প্রধান বাধা।

দিলির। জনাব! গোলাম সম্রাটের মনোভাব উপলব্ধি কর্‌তে অক্ষম। জনাবের হিত-সংকল্প শিবাজী কর্তৃক কিরূপে বাধাপ্রাপ্ত হবে?

আওরঙ্গ। খাঁ সাহেব, আমার সংকল্প আপনি অবগত নন—কেহই অবগত নন। সকলেরই ধারণা আমি পিতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী, বোধহয় অনেকেই বিবেচনা করেন—আমি সিংহাসন-লোলুপ। সিংহাসন আমার প্রয়োজন সত্য, কিন্তু ভোগ-বাসনার নিমিত্ত নয়। অতি উচ্চ প্রয়োজনে আমি সিংহাসন অধিকার করেছি; নচেৎ ভ্রাতৃ-বিরোধে অস্ত্রধারণ কদাচ কর্‌তেম না; মুসলমান শোণিতপাতে কদাচ প্রবৃত্ত হতেম না। আমার মহৎ উদ্দেশ্য, এরূপ কি আপনার বিশ্বাস হয়?

দিলির। যে কথা জনাব স্বয়ং ব্যক্ত ক'চ্চেন, গোলাম তা অবিশ্বাস কর্‌লে গুণাগার হবে।

আওরঙ্গ। আমার উদ্দেশ্য শুনুন,—দারাসেকোর সহিত যুদ্ধে আপনার বীরত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছি, আপনি কায়-মনোবাক্যে আমার পক্ষ হোন, এই আমার ইচ্ছা। দারার পক্ষ হ'য়ে পরাস্ত হওয়ায়, আপনার মনে দাগ থাকা সম্ভব, কিন্তু হে মুসলমান, যদি কোন ক্ষোভ আপনার হৃদয়ে থাকে, তা মোচন করুন।

দিলির। জনাব, কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্চেন। দিলির খাঁ আপনাকে মুসলমান ব'লে শ্লাঘা ক'রে থাকে, কপটতা ঘৃণা করে, কায়মনোবাক্যে দিলির খাঁ জনাবের পক্ষ।

আওরঙ্গ। আপনি যে প্রকৃত মুসলমান এ আমি সম্পূর্ণ অবগত, সেই নিমিত্ত আমি আপনাকে প্রধান সেনাপতি-পদে বরণ করতে কুণ্ঠিত হই নাই।—সেই নিমিত্ত আপনার কাছে আমার উদ্দেশ্য প্রকাশ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছি; আপনি অনন্যমনা হ'য়ে শ্রবণ করুন।

দিলির। জনাব, মরুভূমি যেমন বারির নিমিত্ত ব্যাকুল, গোলামের হৃদয়ও জনাবের অভিপ্রায় শ্রবণের নিমিত্ত সেইরূপ উৎসুক।

আওরঙ্গ। এই মাত্র প্রকাশ কর্‌লেম, জন-হিত সাধনাই আমার একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য। যুদ্ধবিগ্রহের কারণ কি? তার কারণ—ধর্ম্মভেদ, আচার-ব্যবহারভেদ। যদি সমস্ত ভারতবর্ষ ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী হয়, তাহ'লে যে ব্যক্তি প্রকৃত ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী, সমস্ত ভারতবর্ষ তার শাসনাধীন নিশ্চয় হবে। প্রজারা ইহকালে শান্তি উপভোগ কর্‌বে, পরকালে স্বর্গবাসী হবে। এই নিমিত্ত সমস্ত ভারতবাসীকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌বো, এই আমার চির উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত বিলাসী পিতাকে আবদ্ধ করেছি, কাফের-প্রিয় ভ্রাতাকে বধ করেছি, মোরাদকে প্রতারিত করেছি, সুজাকে বিতাড়িত করেছি। সিংহাসন-অধিকারে, সমস্ত ভোগ্যবস্তু-অধিকারে, কিন্তু একদিনের নিমিত্তও কি আমায় অলস দেখেছেন?—যে বিধর্ম্মী ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, সে পরম শত্রু হ'লেও তার প্রতি বিরূপ দেখেছেন? বিশেষ বিবেচনা করুন, যদি, যেরূপ আত্মবর্ণনা কর্‌লেম তাহা সত্য হয়, আপনি মুসলমান, আমায় সাহায্য করুন।

দিলির। বাদ্‌সার মহৎ উদ্দেশ্যে কথঞ্চিৎ সাহায্য কর্‌তে যে সমর্থ হবে, তার মনুষ্যত্ব সফল। কিন্তু এক নিবেদন, বলপ্রকাশে বাদসা কতদূর কৃতকার্য হ'তে পার্‌বেন, সে বিষয়ে গোলামের সন্দেহ।

আওরঙ্গ। কেন খাঁ সাহেব? কেতাবে স্পষ্ট লেখা আছে, ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বার নিমিত্ত কাফেরকে বোঝাবে, ভয়প্রদর্শন কর্‌বে, অবশেষে প্রাণবিনাশ কর্‌বে।

দিলির। দিল্লীশ্বর, কোরাণের অর্থ অতি উদার। মানব-হৃদয় ভয়-প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হয়, উদার প্রেমদান ব্যতীত অপরের হৃদয়ে উদারতা আনা অসম্ভব, আর উদারতা ভিন্ন মনুষ্য কখনো বিমল সত্য উপলব্ধি কর্‌তে পারে না। বাদ্‌সার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, কিন্তু বলপ্রকাশে সে উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হওয়ারই সম্ভাবনা।

আওরঙ্গ। কাফের হিন্দু পশুবিশেষ, বল-প্রকাশ ব্যতীত পশুহৃদয় দমন হয় না।

দিলির। দিল্লীশ্বর, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, যাদের হৃদয়ে ঈশ্বর-বিশ্বাস আছে, তারা কাফের নামে বর্ণিত হ'তে পারে না। এমন

অনেক স্থান আছে, যথায় প্যাগম্বরের নাম পর্য্যন্ত মনুষ্যের কর্ণগোচর হয় নাই; তারা কি দিন পাবে না? এরূপ নিষ্ঠুরতা খোদার নয়! গোলাম একটী গল্প শুনেছে, যে গেব্রিল পৃথিবীতে মনুষ্য পরীক্ষা কর্তে এসেছিলেন, একজন প্রেমিকের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়। গেব্রিল তাঁকে বলেন, "আমি খোদার নিকট হ'তে এসেছি; যে যেরূপ ব্যক্তি তার তালিকা আমার নিকট আছে, আমি প্রত্যক্ষ পরীক্ষার নিমিত্ত এসেছি।" সেই প্রেমিক ব্যক্তি উত্তর করেন, "আমি খোদা কেমন জানি না, কিন্তু আমি আদ্মি বড় ভালবাসি। এ তালিকায় আমার নাম আছে কিনা দেখুন দেখি?" গেব্রিল দেখ্লেন, তাঁর নাম তালিকার সর্ব্বপ্রথমে লিখিত। গল্প সত্য বা মিথ্যা গোলাম জানে না, কিন্তু গোলামের নিশ্চিত ধারণা, বলপ্রকাশে বাহ্যিক অধীনতা হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃত অধীনতা প্রেম ব্যতীত হওয়া সম্ভব নয়।

আওরঙ্গ। ইস্লামধর্ম্ম-প্রচার অবশ্যই খাঁ সাহেবের আন্তরিক বাসনা, তার উপায় সম্বন্ধে আমাদের সহিত মতভেদ। এ মতভেদ তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা মীমাংসা করা উচিত।

দিলির। আমার সহিত মতভেদ মীমাংসায় দিল্লীশ্বরের প্রয়োজন নাই, আমি মুসলমান, প্রতিজ্ঞা ক'রে বাদ্সার অধীনত্ব স্বীকার করেছি, বাদ্সার যেরূপ আজ্ঞা সেইরূপ কার্য্য কর্তে আমি বাধ্য।

আওরঙ্গ। হাঁ—হাঁ—আমাদের তা নিশ্চয় ধারণা। তথাপি যাঁরা ধর্ম্মপুস্তকে বিশেষ পারদর্শী, তাঁদের যেরূপ মত, তা অবগত হ'ন। তাঁদের মতে হিন্দু হোক আর যে জাতি হোক, যে ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ না করেছে, সেই কাফের। যে ইস্লামধর্ম্মে অনাস্থা প্রদর্শন কর্বে, তার প্রাণবধ বিধি।

দিলির। বাদ্সানন্দ, দয়াশীল প্যাগম্বর মানবহিতার্থে আগমন করেছিলেন, তিনি নিষ্ঠুর আদেশ প্রদান করেছেন, এরূপ কল্পনা কর্তেও আমার হৃদয়ে ব্যথা লাগে। তাঁর প্রেমের রাজ্য, তাঁর রাজ্যে প্রেমই প্রধান, এ আমার বাল্যাবধি ধারণা; সহসা সে ধারণার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মতামতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই; আমি বাদ্সার গোলাম, আমার মতামত বাদ্সার নিষ্প্রয়োজন।

মোয়াজেম। দিল্লীশ্বরের শ্রীমুখে দাস বহুবার শ্রুত আছে, যে প্যাগম্বরের প্রেমের রাজ্য। খাঁ সাহেব ত সঙ্গত কথা বল্ছেন।

আওরঙ্গ। হ্যাঁ, প্যাগম্বরের প্রেমের রাজ্য, তাঁর অসীম দয়া। তুমি যখন রাজকার্য্য পরিচালনা করবে, তখন বুঝ্বে, যে অনেক সময় সাধারণের হিতার্থে, সেই দয়ার বশবর্তী হ'য়ে মানবের প্রাণদন্ড-আজ্ঞা দিতে তুমি বাধ্য। সেই দয়ার প্রভাবই প্যাগম্বরের আজ্ঞা। যে ইসলাম্-ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'তে অসম্মত, তার প্রাণদন্ড হ'লে, প্রাণভয়ে বহু ব্যক্তি ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে নিজ নিজ কল্যাণ সাধন কর্বে।

মোয়াজেম। দিল্লীশ্বর, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, ভয়ে বা প্রলোভনে ধর্ম্মগ্রহণ কদাচ মানবের কল্যাণকর হওয়া সম্ভবপর নয়। ধর্ম্ম হৃদয়ের ধন, হৃদয়ের সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই মানবের কল্যাণকর। প্রতিদিন সহস্র সহস্র ব্যক্তি পদ-প্রার্থনায়, বাদ্সার প্রিয় হবার নিমিত্ত ইস্লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করে। কেহ বা রাজদণ্ডে প্রাণরক্ষার্থ, ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণে সম্মত হয়। এরা যে প্রকৃত ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী—এ কথা গোলামের ধারণা হয় না। আর বাদ্সা আজ্ঞা কর্লেন, যে সকলে ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হ'লে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ রহিত হবে। বিজাপুর ত ইস্লাম-ধর্ম্মাবলম্বী, তবে আমাদের সহিত বিজাপুরের বিবাদ কেন? বিবাদের মূল স্বার্থ। মৌখিক ধর্ম্মের ভাণে স্বার্থত্যাগী হয় না, ধর্ম্মসেবায় স্বার্থ দূরীভূত হয়।

আওরঙ্গ। বিজাপুর কাফের। বিজাপুর প্রদত্ত জাইগিরের উপস্বত্বে অনেক কাফেরের দেব-দেবীর পূজা হয়। আমার ইচ্ছা, প্রকৃত ইস্লামধর্ম্ম-বিস্তার, সময়ে এ সকল তোমার উপলব্ধি হবে। (দিলির খাঁর প্রতি) খাঁ সাহেব শুনুন, সায়েস্তা খাঁ ও যশোবন্ত সিংহ দ্বারা মহারাষ্ট্র দমিত হয় নাই, এই আমার ধারণা। এতদিনে জয় সংবাদ আসা উচিত ছিল। আমার বোধহয়, আপনাকে সে কার্য্যে যাবার নিমিত্ত প্রস্তুত হ'তে হবে। মোয়াজেমকেও পরে প্রেরণ ক'র্বার প্রয়োজন হ'তে পারে। সৈন্যের কিরূপ অবস্থা, আমরা কল্য স্বয়ং পর্য্যালোচনা

কর্‌বো; প্রাতে যেন তারা সুসজ্জিত হয়, এরূপ আজ্ঞা প্রদান করুন। বাদ্‌সাই সিংহাসন দৃঢ় করবার নিমিত্ত মহারাষ্ট্র দমন করা একান্ত প্রয়োজন। নমাজের সময় উপস্থিত, চলো আমরা যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

চাকান দুর্গের সন্নিকটে—সায়েস্তা খাঁর শিবির

সায়েস্তা খাঁ, রাও ভাওসিংহ ও সৈন্যগণ

১ সৈন্য। খাঁ সাহেব, আমরা মৃত্তিকা খনন ক'রে দুর্গমধ্যে উপস্থিত হই। ভাব্‌লেম, অচিরে দুর্গ অধিকার কর্‌বো; কিন্তু দেখ্‌লেম দুর্গরক্ষক ফেরঙ্গজী প্রস্তুত। তিনি সকলের অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ কর্‌লেন, সে ভীষণ আক্রমণে অধিকাংশ সৈন্য হত ও বান্দা বন্দী হয়েছিল। ফেরঙ্গজী আমায় এই দূতের সহিত প্রেরণ করেছেন। ফেরঙ্গজীর অভিপ্রায় এই দূতের মুখে শুনুন।

সায়েস্তা। দূতবর, ফেরঙ্গজীর কি অভিপ্রায়, তা ব্যক্ত করো।

রাও ভাওসিং। মশায় যদি ফেরঙ্গজীকে সশস্ত্র সসৈন্য দুর্গ পরিত্যাগ ক'রে স্থানান্তরে গমন কর্‌তে পথ প্রদান করেন, ফেরঙ্গজী আপনার করে দুর্গ অর্পণ কর্‌তে প্রস্তুত।

সায়েস্তা। ভাল ভাল, ফেরঙ্গজী অতি সুবোধ, আর অধিক দিন যুদ্ধ কর্‌লে সসৈন্যে বিনাশপ্রাপ্ত হতেন, আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত। তিনি সসৈন্যে কখন দুর্গত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত বলুন, আমরা পথ প্রদান কর্‌বো।

রাওভাও। তিনি অদ্যই প্রস্তুত।

সায়েস্তা। উত্তম। কিন্তু আমার এক অনুরোধ, তাঁর বীরত্বে আমি পরম সন্তুষ্ট, যদি তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আমি বীর-ব্যবহারে তাঁকে পুরস্কৃত কর্‌তে অভিলাষ করি।

রাও ভাও। যে আজ্ঞে, তিনি সসৈন্যে আপনার সৈন্য অতিক্রম ক'রে গমন কর্‌বার পর, একাকী প্রত্যাগমন ক'রে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন।

সায়েস্তা। আচ্ছা, তাঁকে সংবাদ দিন, আমি সম্মত। [রাও ভাওসিংয়ের প্রস্থান।

(১ সৈন্যের প্রতি) তুমি সেনানায়ককে আদেশ দাও, কেহ সসৈন্য ফেরঙ্গজীকে না অবরোধ করে। [১ সৈন্যের প্রস্থান।

২ সৈন্য। খাঁসাহেব, সসৈন্য ফেরঙ্গজীকে বন্দী করলে হয় না?

সায়েস্তা। না, একজন মহারাষ্ট্র জীবিত থাক্‌তে বন্দী হবে না, আর তারা প্রাণ উপেক্ষা ক'রে যুদ্ধ কর্‌লে বহু সৈন্য ক্ষয় হবে। এই সপ্তপঞ্চাশৎ দিবস দুর্গ অবরোধ ক'রে মহারাষ্ট্র-বিক্রম আমার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে। পুনঃ পুনঃ মহারাষ্ট্র-আক্রমণে আমি বিব্রত, অদ্যাবধি অল্প দুর্গই হস্তগত কর্‌তে সক্ষম হয়েছি। যদি ফেরঙ্গজীর সহিত প্রতারণা করি, অন্য কোন দুর্গাধিকারী জীবন থাক্‌তে দুর্গ পরিত্যাগ ক'র্ব্বে না; বিশেষ বর্ষায় আমার বারুদ সিক্ত, তানাজীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে মহা আতঙ্কে দিবারাত্র অবস্থান কর্‌তে হ'চ্চে। চাকান দুর্গ অধিকারে এলে পুণায় প্রত্যাগমন ক'রে এই দারুণ বর্ষা অতিবাহিত কর্‌তে পার্‌বো, সম্রাট্‌ও এ সংবাদে সন্তুষ্ট হবেন।

ফেরঙ্গজীর প্রবেশ

আসতে আজ্ঞা হয়।

ফেরঙ্গ। খাঁ সাহেবের কি আজ্ঞা?

সায়েস্তা। আপনার বীরত্বে আমি পরম পরিতুষ্ট। আপনার মঙ্গল কামনায় আপনাকে আহ্বান করেছি।

ফেরঙ্গ। খাঁ সাহেবের কৃপায় আপ্যায়িত হলেম।

সায়েস্তা। বিবেচনা ক'রে দেখুন, মোগল বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে নিশ্চয়; এই নিমিত্ত আমার অনুরোধ, শিবাজীর পক্ষ পরিত্যাগ ক'রে বাদ্‌সাই পক্ষ অবলম্বন করুন; বাদসা আপনাকে উচ্চ সম্মান প্রদান কর্‌বেন।

ফেরঙ্গ। খাঁ সাহেব, আমি সে সম্মান-প্রয়াসী নই। আমি হিন্দু, জীবন থাক্‌তে হিন্দুপক্ষ পরিত্যাগ কর্‌তে সমর্থ হবো না।

সায়েস্তা। এ আপনার সদ্‌বিবেচনা আমার অনুমান হয় না। আত্মরক্ষা পরম ধর্ম্ম। যশোবন্ত, জয়সিংহ প্রভৃতি হিন্দু বীরগণ

মোগল-অধীনতা স্বীকার ক'রে আত্মরক্ষা করেছেন। মোগল-অধীনতা স্বীকারে আপনার সম্মানের হানি হবে না; অপরদিকে নিশ্চয় জানবেন, মহারাষ্ট্রের নিস্তার নাই।

ফেরঙ্গ। খাঁ সাহেব বোধহয় আমায় পরাস্ত ক'রে এরূপ বিবেচনা ক'চ্চেন; কিন্তু জান্‌বেন, শিবাজী-পক্ষে আমি একজন ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি। শিবাজীর নায়কেরা জনে জনে শত ব্যক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম। এইরূপ বহুসংখ্যক নায়ক তাঁর সৈন্য সঞ্চালন করেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি দিল্লীশ্বরের অধীন হ'লে দিল্লীশ্বরের কোন লাভ নাই, কিন্তু আমার দারুণ অপকীর্ত্তি।

সায়েস্তা। আপনি কত অর্থ পেলে মোগলের অধীন হন?

ফেরঙ্গ। আমি শিবাজীর অর্থে পালিত, তাঁর প্রদত্ত বৃত্তিতে আমার সম্পূর্ণ সংকুলান হয়, অধিক অর্থের প্রয়াস আমার নাই।

সায়েস্তা। আপনার অপকীর্ত্তি হবে, কেন এমন আশঙ্কা ক'চ্চেন? যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ প্রভৃতি এঁরা কি হিন্দু নন?

ফেরঙ্গ। তাঁরা হিন্দু কি না—তাঁরাই জানেন। কিন্তু তাঁদের কিরূপ হিন্দু-ব্যবহার, আমি ধারণা কর্‌তে অক্ষম। যে মুসলমান তাঁদের দেব-দেবীকে ভূত দানো ব'লে অভিবাদন করে, যে মুসলমান তাঁদের দেবমন্দির ভগ্ন করে, পরমপূজ্য গোমাতাকে হত্যা করে, সেই মুসলমানের অধীনত্ব স্বীকার ক'রে কিরূপে তাঁরা তাঁদের ইষ্টদেবের পূজা করেন, কিরূপে দেবদেবীর নিকট মস্তক অবনত করেন, কিরূপে আর্য্যভূমির পীড়ন সহ্য করেন, এ আমার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না। খাঁ সাহেব, আপনার অনুকম্পায় আমি বাধিত; কিন্তু আপনার প্রস্তাবে আমি অসম্মত।

সায়েস্তা। আপনি অতি নির্ব্বোধ।

ফেরঙ্গ। আপনার নিকট সুবোধ বলে পরিচিত হবার আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।

সায়েস্তা। যান।

[ফেরঙ্গজীর প্রস্থান।

শিবির ভঙ্গ ক'রে পুণা অভিমুখে যাত্রা করো।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

ভবানী-মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

সইবাই, পুতলাবাই ও অন্যান্য নারীগণ

সইবাই। ভগ্নি, শত্রু দ্বারদেশে, অতি কঠোর শত্রু। শত্রু ধর্ম্মবিরোধী, দেববিরোধী, গো-ব্রাহ্মণবিরোধী, রমণীর জীবনের সুসার সতীত্ববিরোধী। শত্রু বালক নারী বৃদ্ধ উপেক্ষা করে না, পঙ্গপালের ন্যায় দেশ আচ্ছন্ন করেছে, পুণ্যভূমি পুণা শত্রুর করগত, বীরবৃন্দ জীবন উপেক্ষা করে বক্ষের শোণিতদানে শত্রু অবরোধের চেষ্টা ক'চ্চে। এ সময় আমরা বীর-রমণী—আমাদের কি কার্য্য নাই?

১ নারী। দেবি, এক্ষণে আমাদের কি কর্ত্তব্য বলুন?

সই। আমরা নারী, আমাদের ক্ষীণ বাহু শত্রুর প্রতিরোধ কর্‌তে অক্ষম, আত্মরক্ষায়ও অক্ষম, কিন্তু জীবনের সুসার সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব রক্ষায় আমরা সক্ষম।

২ নারী। দেবি, বিধর্ম্মী শত্রুর আক্রমণে অনেকেই ত ধর্ম্মবিচ্যুত হয়েছে; এ শত্রু প্রবল হ'লে কি উপায়ে ধর্ম্মরক্ষা?

সই। যারা ধর্ম্মভ্রষ্টা হয়েছে, তারা প্রজ্বলিত অনল অপেক্ষা যে পর-পরশন তীব্র, তাদের এরূপ ধারণা ছিল না। পর-পরশন যাদের অনল অপেক্ষা তীব্র জ্ঞান, ধর্ম্মরক্ষার্থে তীক্ষ্ণ ছুরিকা আলিঙ্গন যাদের কোমল জ্ঞান, যাদের জীবন অপেক্ষা সতীত্ব প্রিয়, তাদের সতীত্ব শিবরাণী ভবানী রক্ষা করেন। জনে-জনে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা গ্রহণ করো, এই ছুরিকা আমাদের সহায়। জেনো, এই ছুরিকা ভবানী প্রদত্ত; তিনি স্বয়ং আমার হৃদয়ে আবির্ভূতা হ'য়ে ব'লে দিচ্চেন, যে এই ঘোর বিপদে এই ছুরিকাই তোদের পরম সহায়।

অন্যান্য নারী। এই আমাদের সহায়, এই আমাদের সহায়, আমরা শত্রু বিনাশ কর্‌বো।

সই। না ভগ্নি, রমণীর কোমল কর নরহত্যার জন্য নয়; যদি শত্রু আগত হয়, স্তন্যপায়ী শিশুর বক্ষে অগ্রে এই ছুরিকা বিদ্ধ ক'রে, পরে আপনার হৃদয়ে বিদ্ধ কর্‌বো। বিধর্ম্মী দেখ্‌বে, মহারাষ্ট্রীয় রমণী কিরূপ

সতীত্বের আদর করে—কিরূপ জীবন উপেক্ষা করে,—কিরূপ কঠোর জননী—কিরূপ ধর্ম্ম-সোহাগিনী, মহারাষ্ট্র-রমণী কিরূপ তেজস্বিনী!

অন্যান্য নারী। বিধর্ম্মী দেখ্‌বে, মহারাষ্ট্র-রমণী তেজস্বিনী!

সই। পুতলা, তুই ছুরিকা গ্রহণ কর্‌লি নি?

পুতলা। দিদি, আমার ছুরির প্রয়োজন নাই, অনলের প্রয়োজন নাই, গরলের প্রয়োজন নাই, যোজন-অন্তরে বিধর্ম্মীর নিশ্বাসে আমার শরীর দগ্ধ হবে। দিদি, এত আয়োজন কেন? মহারাজ স্বয়ং রণস্থলে; ভবানীর খড়্গনির্ম্মিত ভবানী-তরবারি তাঁর বীর করে; অনল-উত্তাপে লৌহ যেমন তেজোময়, অনল সদৃশ মহারাজের তেজে সেইরূপ সহস্র সহস্র লৌহহৃদয় মহারাষ্ট্র বীর তেজঃপূর্ণ: বিধর্ম্মী সেই উত্তাপেই ভস্ম হবে। আমার শত্রুভয় নাই, পতঙ্গবৎ শত্রু অনলদৃষ্টে আক্রমণ করেছে, অনলে ঝম্পপ্রদানে ভস্মীভূত হবে। কেনই বা রমণী ব'লে, আমরা আপনাকে ঘৃণা করি—কেন বা আমাদের কোমলবাহু জ্ঞান করি! মা ভবানী নারীরূপা, তিনি মহিষমর্দ্দিনী শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী, আমরা তাঁর দাসী, আমরা কি নিমিত্ত শত্রুসংহারে সমর্থা না হবো! ধূমাবতী যেমন হুঙ্কারে দানব-দল ভস্ম ক'রেছিলেন, আমাদের হুঙ্কারেও তেমন শত্রুদল ভস্মীভূত হবে।

জিজাবাইয়ের প্রবেশ

জিজা। মা, তোমরা দেবার্চ্চনা পরিত্যাগ ক'রে এখানে কি ক'চ্চো? চলো, দেবমন্দিরে চলো—রণজয় প্রার্থনা করো। গৃহে গৃহে ভ্রমণ করো, যারা শত্রুভয়ে ভীত তাদের উত্তেজিত করো, যারা অলসে গৃহে অবস্থান ক'চ্চে, এরূপ পিতা ভ্রাতা পুত্রকে সজ্জিত ক'রে সমরক্ষেত্রে পাঠাও, বীরাঙ্গনার কার্য্য করো; কি নিমিত্ত ক্ষুদ্র ছুরিকা ধারণ করেছ?—শত্রুভয়ে আত্ম-হত্যা জন্য? সে কার্য্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা সাধিত হয়। আমাদের বহু কার্য্য উপস্থিত—আহত যোদ্ধাদের শুশ্রূষা, ভীরু হৃদয়-উত্তেজনা, দেব-অর্চ্চনা। এখনো অলঙ্কারে সজ্জিত কেন? অলঙ্কার ত্যাগ করো,—রণব্যয়ে প্রদান করো। সতীর সিন্দুর ও শঙ্খমাত্র আভরণ, অপর আভরণের প্রয়োজন নাই। রণ-ব্যয়ে সর্ব্বস্ব দান করো। মহারাষ্ট্র-রমণী মহারাষ্ট্র-রমণীর কার্য্য করো।

সকলে। আমরা মহারাষ্ট্র-রমণী, রণব্যয়ের নিমিত্ত বিভূষণা হ'য়ে মহারাষ্ট্র-রমণীর কার্য্য ক'র্‌বো; চলো চলো—আমরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করি।

নারীগণের গীত

চল চল কুলনারী।
বীররমণী, বীরজননী, অলসে রহিতে নারি॥
আহত জনে, সেবিব যতনে,
অলসে যে বসে পাঠাইব রণে,
পতিত সমরে, পশি তার ঘরে, মুছাব নয়ন-বারি॥
ঘোর সমরে পাঠাতে পতিরে,
নয়ন সিক্ত হবে না নীরে,
বীরসাজে সাজায়ে কুমারে, হাতে দিব তরবারি॥
যখন উঠিবে বীর কাহিনী,
গাইব মিলি বীর সোহাগিনী,
ঝলকে ঝলকে খেলিবে দামিনী, ধাইবে অস্ত্রধারী॥

[সই, পুতলা ও জিজাবাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিবাজীর প্রবেশ

জিজা। শিব্বা, শুনলেম, পুণা শত্রু-করগত; তুমি হেথায় কেন? যে গৃহে তুমি বাল্যক্রীড়া করেছ, সেই গৃহে বিধর্ম্মীর নটী আনন্দোৎসব কর্‌ছে; যে গৃহে শঙ্খধ্বনি ক'রে ভবানীর পূজা করেছি, তথায় বিলাসী মোগলের কলরব; যথায় শত শত ব্রাহ্মণভোজন হয়েছে, তথায় মোগলেরা গোমাংস ভক্ষণ ক'চ্চে; যে প্রাঙ্গণ দধি-দুগ্ধ-ক্ষীরে কর্দ্দমময় হতো, হয়ত সে স্থান গো-শোণিতে রঞ্জিত। শিব্বা, এ অবস্থায় তুমি হেথায় কেন? তোমার সিংহ-নাদে এখনো কেন শত্রু-হৃদয় কম্পিত হ'চ্চে না, তোমার তরবারি কেন শত্রু-শোণিতে রঞ্জিত নয়?

শিবাজী। মা, আপনার নিকট আমি প্রতিশ্রুত ছিলেম, যদি কোন দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, আপনার চরণে অগ্রে নিবেদন কর্‌বো, সেই দুষ্কর কার্য্যে অচিরে প্রবৃত্ত হবো, সেই নিমিত্তই চরণে নিবেদন কর্‌তে দাস আগত। কিন্তু মা, আজ তিরস্কৃত হলেম, অতি ন্যায্য তিরস্কার! সেই জন্য শ্রীচরণে এই প্রার্থনা, যখন মোগল সম্রাটের সহিত বিরোধ, দুষ্কর কার্য্যসাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত থাক্‌তে হবে, বারবার চরণে বিদায় গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বো না, সেজন্য মার্জ্জনা কর্‌বেন। উপস্থিত—আমার সেনানায়কের সহিত আপনারা সিংহগড়ে গমন করুন; পুণায় শত্রু, এ স্থান নিরাপদ নয়।

জিজা। কেন—কেন—তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর্‌তে আস্‌বে না কেন?

শিবাজী। মা, নিয়তই আপনার আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী; কিন্তু যে কঠোর কার্য্য সম্মুখে উপস্থিত, তাতে বারবার বিদায় গ্রহণ অসম্ভব! দেবি, আমার এই প্রার্থনা, জান্‌বেন, কঠোর কার্য্যেই নিযুক্ত আছি। যত দিন না মহারাষ্ট্র মোগলশূন্য হয়, ততদিন কঠোর কার্য্যে বিরাম নাই। মা, আশীর্ব্বাদ করুন!

জিজা। শিব্বা—শিব্বা—আর কতদিনে তোমার চন্দ্রবদন দেখ্‌তে পাবো?

শিবাজী। মা, যেদিন যে গৃহে তোমার কোলে পালিত হয়েছি,—সেই গৃহে আবার আপনার চরণ-পূজা কর্‌তে সক্ষম হবো, সেইদিন দেখা হবে। যদি আর সপ্তাহ পুণা শত্রু-অধিকারে থাকে, তা'হলে শিব্বা নাম পৃথিবী হ'তে অন্তর্হিত হবে। যদি সপ্তাহ পুণায় মোগল বিচরণ করে, তা'হলে আমার জন্ম বিফল জ্ঞান কর্‌বো। যদি সপ্তাহ সায়েস্তা খাঁ পিতৃপুরুষগণের লীলাগৃহে দম্ভে অবস্থান করে, তা'হলে তরবারি মোগল পদতলে রক্ষা কর্‌বো। ভবানীপূজার অধিকার নাই জান্‌বো—দেবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত জ্ঞান কর্‌বো! প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হ'চ্চি: যদি সপ্তাহ মধ্যে সে অনল শীতল হয়, দাস আবার চরণবন্দনা কর্‌বে।—মা বিদায়!

জিজা। বৎস, ভবানী তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ কর্‌বেন। তুমি বীরপুরুষ, তোমায় উপদেশ প্রদান বাহুল্য। তুমি আহত বিপক্ষকে আত্মপক্ষীয় আহত সৈন্যের ন্যায় শুশ্রূষা করো, তুমি বিধর্ম্মী রমণীকেও মাতৃজ্ঞান করো, তুমি হীনবলের প্রতি চিরসদয়, তোমার এই সকল গুণে মা ভবানী তোমার প্রতি প্রসন্না। প্রতিহিংসায় তোমার দ্বারা অনুচিত কার্য্য হবে না, এই আমার ধারণা।

শিবাজী। মা, তোমার পুত্র তোমার মুখে বিফল পুরাণ শ্রবণ করে নাই, শত্রুপরাজয় আমার সংকল্প, নর-পীড়নে আমার ঘৃণা, দুর্ব্বল পালন আমার রাজধর্ম্ম। আপনার পুত্র কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়েছে, একথা কখনো আপনার কর্ণগোচর হবে না।

জিজা। না, কদাচ নয়, তুমি ভবানীর বরপুত্র। আমি দেবীপূজায় চ'ল্লেম। তুমি দেবী প্রণাম ক'রে যুদ্ধযাত্রা করো।

[জিজাবাইয়ের প্রস্থান।

শিবাজী। (সইবাইয়ের প্রতি) আমি তোমার নিকটও বিদায় গ্রহণ কর্‌তে এসেছি!

সই। প্রাণেশ্বর, যেদিন তুমি আমার পাণিগ্রহণ করেছ, সেইদিনই জানি, রণক্ষেত্র তোমার বিলাসভূমি, সংগ্রাম তোমার কার্য্য, বিধর্ম্মীদমন তোমার উদ্দেশ্য, ধর্ম্মস্থাপন তোমার সংকল্প। যদিচ দাসী শ্রীচরণ সেবার চিরপ্রার্থী, কিন্তু সে প্রার্থনা যে এখন পূর্ণ হবে না, তা দাসী সম্পূর্ণ অবগত। দিবারাত্র আপনার ধ্যানে নিযুক্ত আছি, এক মুহূর্ত্ত আপনার প্রতিমূর্ত্তি অন্তর হ'তে দূর নয়, জীবনে-মরণে আপনার সঙ্গিনী। বিদায় গ্রহণ ক'রে ত আমার অন্তর হ'তে বিদায় হ'তে পার্‌বেন না। যাও নাথ, বীরকার্য্য সমাধা করো, যদি কখনো অবসর হয়, দাসী ব'লে স্মরণ রেখো।

শিবাজী। পুতলা, তুমিও আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও।

পুতলা। মহারাজ, আমি কে? আমায় চরণে স্থান দিয়েছেন, সেই চরণেই আছি; এক মুহূর্ত্ত আপনার চরণচ্যুত নই! মহারাজ আমার সর্ব্বস্ব, আমার পৃথক্ অস্তিত্ব কোথায়? আমি রণে মহারাজের সঙ্গে বিচরণ করি, মন্ত্রণাগৃহে মহারাজের পদতলে, জীবনে-মরণে এক মুহূর্ত্ত আমি মহারাজ হ'তে স্বতন্ত্র নই।

শিবাজী। যাও, মাতার সহিত আমার কল্যাণকামনায় দেবী আরাধনা করো।

পুতলা। আপনার কল্যাণ আমার মস্তকের সিন্দুর, মহারাজের স্বহস্তে প্রদত্ত, এ সিন্দুর কদাচ মলিন হবে না।

শিবাজী। সময় সংক্ষেপ, আমি দেবী প্রণাম ক'রে অচিরে যাত্রা কর্‌বো। তোমরাও জননীর সহিত সিংহগড়ে গমন করো।

[শিবাজীর প্রস্থান।

সই। পুতলা, কি হবে? আবার স্থির-নেত্রে কি দেখ্‌ছিস্?

পুতলা। দিদি, তুমুল ঝড় উত্থিত হয়েছে—ঘোরতর ঝঞ্ঝা,—ঐ দেখো—ঐ দেখো—ঐরাবত-বাহনে ইন্দ্রের ন্যায় যেন বজ্রকরে মহারাজ অসুর দমন ক'চ্চেন! শোনো—শোনো,—কলরব শোনো—শত্রুর আর্ত্তনাদ! দিদি—দিদি আমি কোথায়?

সই। পুতলা, তোর মন কি বলে?—এ মহাসংকট হ'তে আমরা কি পরিত্রাণ পাবো?

পুতলা। দিদি, কেন ভয় ক'চ্চো? কুজ্ঝটিকায় ক্ষণকাল দিনকরকে আবরিত করে, আবার তপন-কিরণে অন্তর্হিত হয়; মোগল কুজ্ঝটিকায় এ রাজ-সূর্য্য কখনই আবরণ কর্‌তে পার্‌বে না।

সই। পুতলা—পুতলা—আমার বড়ই আশংকা হ'চ্চে, শত্রু অতি বলবান্; মুষ্টিমেয় মহারাষ্ট্রসৈন্যে কি এই প্রবল শত্রু দমিত হবে?

পুতলা। দিদি, তুমি কি জান না, মহাদেবী ভবানীর তেজে মহারাজের বীরদেহ নির্ম্মিত, ত্রিশূল অংশে মহারাজের তরবারি, স্বয়ং দেব-দেব মহাদেব নররূপে ধরণীতে অবতীর্ণ! দেবদেবের পরাজয় কোথায়?

সই। তোর বিশ্বাসের অংশ আমায় দে, তা'হলে আমার হৃদয় শান্ত হবে।

পুতলার গীত

মাতৃভক্তি বিজয়মালা পরে যে গলায়।
তার আগে ধায় বিজয় নিশান
বিজয় পায় পায়॥
মাতৃমন্ত্র যে জন জপে,
সে কি ডরে অরির কোপে,
মাতৃকার্য্যে জীবন স'পে, কীর্ত্তিমান্ ধরায়॥
শক্তিরূপা সঙ্গে ফেরে,
বজ্র ফেরে তারে হেরে,
হেরে তারে নতশিরে রাজা রাজসভায়॥
মাতৃতেজ হৃদে ধরে, দাসত্ব-শৃংখল হরে,
অসি ধরে ভীরু করে রণাঙ্গনে ধায়॥

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাংক

পুণা—রাজপ্রাসাদস্থ কক্ষ

সায়েস্তা খাঁ ও মল্লিকজী

মল্লিকজী। খাঁ সাহেব, কোতল হুকুম দেন—কোতল হুকুম দেন।

সায়েস্তা। আরে রোসো মল্লিকজী, কখন আমার কোতল হুকুম হয় তা দেখো।

মল্লিকজী। আর কি, যখন পুণায় এসে পড়েছেন, তখন দুষ্‌মনের বুকে চড়ে ব'সেছেন।

সায়েস্তা। আমি দুষ্‌মনের বুকে চ'ড়ে বসেছি, না দুষ্‌মন আমার বুকে চ'ড়ে বসেছে—তা জানি না। দুষ্‌মন ঝড়ের মতন কখন এসে পড়্‌বে—এই ভয়ে আমার রাত্রে নিদ্রা হয় না, আর তুমি বল্‌ছ, "কোতল হুকুম দেন—কোতল হুকুম দেন।"

মল্লিকজী। আর দুষ্‌মন কি কর্‌বে! শয়তান শিবাজী ভয়ে পালিয়েছে।

সায়েস্তা। ও অমন পালায়, আবার অন্ধকার রাত্রিতে ঘাড়ে এসে পড়ে।

মল্লিকজী। আরে কোতল হুকুম দেন—কোতল হুকুম দেন, তা'হলে সব শয়তানি ছুটে যাবে।

সায়েস্তা। নাও, তুমি গিয়ে কোতল হুকুম দাও। কাকে কোতল করবে? পুণায় কি একটা হিন্দু আছে? আমি কড়া হুকুম দিয়েছি, যে আমার হুকুম না পেলে একজনও হিন্দু পুণায় আসতে না পায়।

মল্লিকজী। আরে চড়োয়া হ'য়ে কোতল হুকুম দাও, চড়োয়া হ'য়ে কোতল হুকুম দাও!

সায়েস্তা। মল্লিকজী, তুমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারো না—দেখ্‌তে পাই? তানাজী, মোরোপন্ত প্রভৃতির দৌরাত্ম্যে পুণায় রসদ পৌঁছে না, যশোবন্ত সিংহ কি অবস্থায়—সে

সংবাদ পাই নাই। এ শত্রু সামান্য শত্রু বিবেচনা ক'রো না।

মল্লিকজী। কোতল করুন—কোতল করুন—সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

সায়েস্তা। মল্লিকজী, তুমি কোতল কর্‌তে বেরোও, আমার কর্ম্ম নয়।

দূতের প্রবেশ

দূত। শিবাজীর নিকট হ'তে জনৈক দূত খাঁ সাহেবের দর্শনে আগত হয়েছে।

সায়েস্তা। ল'য়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

মল্লিকজী। শয়তান ভয় পেয়েছে—ভয় পেয়েছে।—গো মারো, কোতল করো—কোতল করো—কাফেরের দেবতা তুলে ফেলো।

সায়েস্তা। মল্লিকজী, তুমি মুখে কোতল হুকুম ক'চ্চো, গো মারচো, দেবতা তুলচো, মহারাষ্ট্রে এ কাজ বড় সোজা নয়।

গঙ্গাজীর প্রবেশ

মল্লিকজী। এ কে? এই কাফেরটা আমায় পাক্‌ড়েছিলো। এই কাফের—তুই সেই না?

গঙ্গাজী। আপনি কি আজ্ঞা ক'চ্চেন?

মল্লিকজী। তুই সেই—আমায় পাক্‌ড়েছিলি?

গঙ্গাজী। খাঁ সাহেব, ইনি কি বায়ুরোগগ্রস্ত?

মল্লিকজী। চোপ্‌রাও কাফের!—আমার কোমর জাপ্‌টে ধরেছিলো।

গঙ্গাজী। আজ্ঞে হাঁ।

মল্লিকজী। আমায় খিঁচে নে গিয়েছিলো।

গঙ্গাজী। আজ্ঞে হাঁ।

মল্লিকজী। সেই তুলজাপুরে।

গঙ্গাজী। খাঁ সাহেব, এরূপ বাধা প্রদান কর্‌লে ত আমি দৌত্যকার্য্য কর্‌তে অক্ষম।

সায়েস্তা। মল্লিকজী, স্থির হোন।

মল্লিকজী। খাঁ সাহেব, তুমি বুঝ্‌ছ না! ও যাদু কর্‌বে, এখনি কোমর জাপ্টে ধর্‌বে, খিঁচে নিয়ে যাবে। কোতল করো—কোতল করো।

গঙ্গাজী। খাঁ সাহেব, এর সম্মুখে ত কোন কথাই হ'তে পারে না!

সায়েস্তা। মল্লিকজী, আপনি কক্ষান্তরে অপেক্ষা করুন।

মল্লিকজী। আচ্ছা,—আমি যাচ্চি, হুঁসিয়ার, যাদু ক'র্‌বে। ভাল চাও ত কোতল করো—কোতল করো।

সায়েস্তা। কি বক্তব্য বলুন!

গঙ্গাজী। শিবাজীর বক্তব্য—আপনি সন্ধি করুন; কিন্তু সমস্ত মহারাষ্ট্রবাসীর অপর উদ্দেশ্য আছে। আমি শিবাজীর দূতরূপে আগমন করেছি, কিন্তু মহারাষ্ট্রের হিতসাধনের নিমিত্ত আমি হেথায় আগত। শিবাজী সন্ধি প্রার্থনা করেছেন সত্য, কিন্তু সন্ধি তাঁর মনোগত নয়। যেরূপ আফ্‌জল খাঁর সহিত সন্ধি ক'রে তারে নিধন করেছিলেন, এবারেও তাঁর অভিপ্রায় সেইরূপ। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, সামান্য বিজাপুরের সুলতান ও সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের বিস্তর প্রভেদ। বাদ্‌সার সহিত কপটতায় সমস্ত মহারাষ্ট্র সমূলে নির্ম্মূল হবে, তাই মহারাষ্ট্রবাসীর প্রার্থনা, আপনি শিবাজীকে দমন করুন, কিন্তু মহারাষ্ট্রকে অভয় দিন।

সায়েস্তা। শিবাজীকে কিরূপে দমন কর্‌বো?

গঙ্গাজী। যদি ইচ্ছা করেন, অদ্য রাত্রেই দমন কর্‌তে পারেন।

সায়েস্তা। কিরূপ—কিরূপ?

গঙ্গাজী। শিবাজী মনস্থ করেছেন, আপনি তাঁর সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে অসতর্ক হবেন, শিবাজীও পুণার পশ্চিমে বৃক্ষ-আবরণে সৈন্যস্থাপন ক'রে সহসা রজনীযোগে আপনাকে আক্রমণ কর্‌বে। আপনি প্রস্তুত থাক্‌লে, তার মন্ত্রণা বিফল হবে। শিবাজী স্বয়ং সৈন্যচালনা কর্‌বে, তাকে করগত করা আপনার পক্ষে অধিক সহজ হবে।

সায়েস্তা। আপনার কথা যে মিথ্যা নয়, এ কিরূপে জানবো?

গঙ্গাজী। অর্দ্ধরাত্রে প্রমাণ পাবেন। সতর্ক প্রহরী রাখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবেন, যে ধীরে ধীরে নগরের পশ্চিম প্রান্তে আলোক

প্রজ্বলিত হ'চ্চে! জান্‌বেন—সেই সময়েই সৈন্য সমবেত হবে।

সায়েস্তা। আপনার বাক্য যদি সত্য হয়, বাদসার নিকট বিশেষ পুরস্কার লাভ কর্‌বেন।

গঙ্গাজী। মহাশয় মহারাষ্ট্রবাসীকে অভয় প্রদান কর্‌লেই বিশেষ পুরস্কৃত জ্ঞান কর্‌বো। বাদ্‌সার সহিত বিবাদে মহারাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ হবার উপক্রম হয়েছে, এই সর্ব্বনাশ রহিত হয় এই আমার প্রার্থনা।

সায়েস্তা। আপনি উত্তম বিবেচনা করেছেন।

গঙ্গাজী। আমি শিবাজীর নিকট প্রত্যাগমন ক'রে কি বলবো?

সায়েস্তা। বল্‌বেন—আমি সন্ধিতে প্রস্তুত।

গঙ্গাজী। কি সর্ত্তে?

সায়েস্তা। যেরূপ সর্ত্ত শিবাজীর মনোনীত বুঝ্‌বেন, সেইরূপ বল্‌বেন।

গঙ্গাজী। তা হ'লে আপনার নিকট আমার পুনর্ব্বার আসার প্রয়োজন হবে। আর সেই সময় শিবাজী কিরূপ ক'চ্চে তার সন্ধান দিতেও আপনাকে পার্‌বো।

সায়েস্তা। প্রয়োজন হয়, আস্‌বেন।

গঙ্গাজী। রজনী আগতপ্রায়, শিবাজীর নিকট আগমনে ও প্রত্যাগমনে ফটক বন্ধ হবে, আমি কিরূপে প্রবেশ কর্‌বো? আমি আস্‌বার সময় সমস্ত সন্ধান নিয়ে আস্‌বো, যাতে আপনার সৈন্য তাকে আক্রমণ ক'রে বন্দী কর্‌তে পারে।

সায়েস্তা। এখন সে কোথা? সন্ধান পেলে, আমি তাকে আক্রমণ কর্‌তে সৈন্য পাঠাই।

গঙ্গাজী। আপাততঃ আমি তা অবগত নই। শিবাজীর কোন এক দূত নগরপ্রান্তে আমার নিমিত্ত অপেক্ষা কর্‌বে, আমি প্রত্যাগমন কর্‌লে শিবাজীর নিকট আমায় সঙ্গে করে লয়ে যাবে। শিবাজী অতি সতর্ক, কোন্ স্থানে অবস্থান ক'চ্চে সকলকে জান্‌তে দেয় না।

সায়েস্তা। আচ্ছা, তুমি যদি সন্ধান নিয়ে ফিরে এসো, যদি প্রহরীরা না তোমায় প্রবেশ করতে দেয়, বল্‌বে "সাবাস্তাজিন"। আজ এই কথা যে বলতে পার্‌বে, প্রহরীরা তাকে দোর খুলে দেবে, নচেৎ তার প্রাণবধ কর্‌বে।

গঙ্গাজী। যে আজ্ঞে আমি চল্লুম: আপনি প্রস্তুত থাকুন। যে মুহূর্ত্তে আমি সংবাদ দেবো, সেই মুহূর্ত্তেই যেন আপনার সৈন্যেরা আক্রমণের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকে। এ সুযোগ পরিত্যাগ কর্‌লে শিবাজীকে ধরা বড় কঠিন হবে।

সায়েস্তা। আমি অগ্রেই যথাস্থানে সৈন্যগণকে প্রেরণ কর্‌বো।

গঙ্গাজী। আমি বিদায় হলেম—সেলাম।

[গঙ্গাজীর প্রস্থান।

সায়েস্তা। কে আছ, হাবিলদারকে ডাকো। বাদ্‌সাহ যথার্থই বলেছেন, কাফেরেরা সকলেই বিশ্বাসঘাতক। একবার শিবাজীকে করগত কর্‌তে পার্‌লে মহারাষ্ট্র লুট কর্‌বো। শিবাজী বিস্তর অর্থসঞ্চয় করেছে,—মহারাষ্ট্রীয় রমণীরাও সুন্দরী!

হাবিলদারের প্রবেশ

তুমি সসৈন্যে প্রস্তুত হ'য়ে নগরের পশ্চিমপ্রান্তে গুপ্তভাবে অবস্থান ক্‌রো। রজনীযোগে নিকটে যদি কোথাও আলো প্রজ্বলিত হ'তে দেখো, জান্‌বে, শিবাজী সসৈন্যে আমাদের আক্রমণ কর্‌তে প্রস্তুত হ'চ্চে; সেই আলো লক্ষ্য ক'রে অমনি চতুর্দ্দিক হ'তে আক্রমণ কর্‌বে। যে শিবাজীকে ধৃত কর্‌তে পার্‌বে, সে বিশেষ পুরস্কৃত হবে।

হাবিল। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

সায়েস্তা। মল্লিকজী—মল্লিকজী।

মল্লিকজীর প্রবেশ

মল্লিকজী। হাঁ-হাঁ—কোতল হুকুম হবে নাকি, কোতল হুকুম হবে নাকি?

সায়েস্তা। আজ রাত্রে দেখ্‌বে, শিবাজীর কি দুর্দ্দশা হয়। কাল মহারাষ্ট্র কাফের-শোণিতে প্লাবিত হবে।

মল্লিকজী। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা—এই ত চাই—এই ত চাই!

সায়েস্তা। চলো—এখন নৃত্যঘরে আনন্দ করি গে।

মল্লিকজী। হাঁ-হাঁ—কোতল হুকুম দাও—কোতল হুকুম দাও, খুব আমোদ করো;—খুব আমোদ করো।

[প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

পুণার উপকণ্ঠস্থ বন

শিবাজী, গঙ্গাজী, তানাজী ও সৈন্যগণ

শিবাজী। কি সংবাদ?

গঙ্গাজী। সায়েস্তা খাঁ সম্পূর্ণ প্রতারিত হয়েছে। তার সেনারা নগরের পশ্চিম প্রান্তে আলোক প্রজ্বলিত হ'তে দেখ্‌লেই সেইদিকে আক্রমণ কর্‌তে ধাবিত হবে। পুরী প্রায় অরক্ষিত থাক্‌বে।

শিবাজী। ভাই তানাজী, এই ত সুযোগ। আমরা বহু দুর্গ উল্লঙ্ঘন করেছি, আমাদের পুণার গৃহপ্রাচীরও উল্লঙ্ঘন কর্‌তে কষ্ট বোধ হবে না।

গঙ্গাজী। সে সব কোন প্রয়োজন নাই, আমার সঙ্গে আসুন। 'সাবাস্তাজিন' ব'ল্লেই ফটক খুলে দেবে। স্বচ্ছন্দে গৃহপ্রবেশ কর্‌বেন—আজকের সংকেত বাক্য এই।

শিবাজী। সাধু—সাধু! তোমার ন্যায় সুহৃদ-সাহায্যে আওরঙ্গজেবকে বন্দী করা কঠিন নয়। দ্বিজবর, তোমার কৃপায় আজ পৈতৃক আবাসস্থান পুনরধিকার কর্‌বো। হে বীরবৃন্দ, তোমরা জনে জনে সহস্র সৈন্যের সম্মুখীন হ'তে সক্ষম; আমার পৈতৃক গৃহে বিধর্ম্মী বিহার ক'চ্চে, রাজগৃহে বর্ব্বরের আবাস, পুণ্যস্থানে চণ্ডালের পদক্ষেপ, গরুড় নীড়ে ভুজঙ্গের বিহার—আমার সেই পৈতৃক ভূমি আজ উদ্ধার করো—আমার কলঙ্ক দূর করো—আমার প্রতিজ্ঞা পূরণে সহায় হও।

তানাজী। শিব্বা, কথায় কি উত্তর প্রদান কর্‌বো, কার্য্যস্থলে নিয়ে চলো, আমরা বড়ই অধীর, তোমার পৈতৃক গৃহে বিধর্ম্মী মোগল, আমাদের হৃদয়ে দাবানল প্রজ্বলিত,—সে অনল আজ শোণিতস্রোতে শীতল হবে। প্রতি মুহূর্ত্ত যুগ বোধ হ'চ্চে, কতক্ষণে তোমার আদেশ প্রাপ্ত হবো, সেই নিমিত্ত পিধানে তরবারি চঞ্চল; আক্রমণে বিলম্ব কি?

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, কত প্রহরী পুরী রক্ষা ক'চ্চে?

গঙ্গাজী। দুই শতের অধিক নয়।

তানাজী। শিব্বা, আজ্ঞা দাও, দুই সহস্র হলেও বাধা প্রদান ক'র্‌তে পার্‌বে না। প্রতি বাহুতে সহস্র বাহুর বল, তোমার পিতৃগৃহ উদ্ধার কর্‌বো—উৎসাহ হৃদয়ে ধরে না। যদি আজ কেহ আমাদের প্রতিরোধ কর্‌তে পারে, সে সার্থক মাতৃস্তন্য পান করেছে। দেবারি অসুরেরা সদলবলে মোগলের সাহায্য প্রদান কর্‌লেও আমাদের আক্রমণে পুণা রক্ষা কর্‌তে অক্ষম হবে—চলো বিলম্ব কি?

শিবাজী। চলো, শত্রুকে প্রতারিত কর্‌বার জন্য আলোক প্রজ্বলিত কর্‌তে আদেশ দিই, আলোক লক্ষ্য ক'রে শত্রুসেনা ধাবিত হ'লেই আমরা পুরী আক্রমণ করবো।

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

পুণা—রাজপ্রাসাদস্থ নাচঘর

সায়েস্তা খাঁ, মল্লিকজী ও নর্ত্তকীগণ

সায়েস্তা। চলুক—চলুক—নাচ চলুক, আজ উৎসবের দিন; শয়তান শিবাজী এতক্ষণ বন্দী হয়েছে। যে শিবাজীকে ধরে আন্‌বে, এই মতির মালা দেব। চলুক—নাচ চলুক! শিবাজী সায়েস্তা খাঁকে চেনে না—আমি কি যে-সে লোক? এমন যে বাদ্‌সা আলমগীর তার মামা! হাঁ চলুক—নাচ চলুক!

নর্ত্তকীগণের নৃত্য-গীত

ঝড়দল বাদন গাজে।
বাজে বাজে হিয়া মাঝে॥
দামিনী দলকে আঁখিয়া ঝলকে,
তরতর ঝরঝর পবন হুঙ্কার
কাঁহা গে'ইয়া হামারি,
কোন কপট নারী যাদু কিয়া হৃদিরাজে॥

নেপথ্যে কলরব

সায়েস্তা। কিসের গোলযোগ? ওঃ—শিবাজীকে ধ'রে আন্‌চে। শয়তান আজ উপযুক্ত শিক্ষা পাবে। মহারাষ্ট্রে এসে বহুৎ ক্লেশ পেয়েছি, দিল্লীর আমোদ ছেড়ে ঝড়-বৃষ্টিতে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুর্‌চি, আজ তার সব শোধ দেবো। মল্লিকজী, আজই কোতল হুকুম হবে।

মল্লিকজী। হাঁ হাঁ, কোতল হুকুম হোক—কোতল হুকুম হোক!

নেপথ্যে বামা কণ্ঠে। দুষ্‌মন—দুষ্‌মন।

আব্দুল ফতে খাঁর প্রবেশ

আব্দুল। পিতা পিতা, পলায়ন করুন—পলায়ন করুন! দুষ্মন পুরী প্রবেশ ক'চ্চে; আমি দুষ্মনকে বাধা দিই, আপনি সত্বর পালান, আর তিল বিলম্ব ক'র্বেন না।

সায়েস্তা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

আব্দুল। পালান—পালান—কথার সময় নাই, ঐ দুষ্মন এলো।

মল্লিকজী। অ্যাঁ—কোথায় কোথায়—কোন দিকে যাবো!

লুক্কায়িত হওন

তানাজী ও সৈন্যসহ শিবাজীর প্রবেশ

শিবাজী। বালক, অস্ত্র পরিত্যাগ করো।

আব্দুল। দস্যু—তস্কর! দস্যুভয়ে মুসলমান অস্ত্র পরিত্যাগ করে না, দস্যুকে দণ্ড প্রদান করে।

শিবাজী। অকারণ কেন মৃত্যু আহ্বান ক'চ্চো?—অহেতুক নরহত্যায় আমার ঘৃণা!

আব্দুল। দস্যু, তোমার নিকট অস্ত্র পরিত্যাগ করা অপেক্ষা মৃত্যু আমার শতগুণে শ্রেয়ঃ।

শিবাজী। তবে মরো।

অস্ত্রাঘাত, আব্দুল ফতে খাঁর পতন ও সায়েস্তা খাঁর পলায়নোদ্যোগ

শিবাজী। সায়েস্তা খাঁ, আমি জানতেম, আপনি বীরপুরুষ; স্বচক্ষে পুত্রহত্যা দেখে পলায়নের চেষ্টা ক'চ্চেন! এই আপনার দম্ভ, এই দম্ভে মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন? আমার আবাসগৃহে নৃত্যগীত করতে সাহস করেছেন? কুক্ষণে মহারাষ্ট্রে পদার্পণ করেছেন, যদি মহারাষ্ট্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতেন, নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমোদ কর্বার সাহস হ'তো না—আপনি অবশ্যই দণ্ডনীয়।

সায়েস্তা। আমি নিরস্ত্র—আমি নিরস্ত্র—আমায় বধ ক'রো না।

শিবাজী। অস্ত্র গ্রহণ ক'রে আমার সহিত যুদ্ধ কর্বার ইচ্ছা আছে কি? আমি অস্ত্র দিতে প্রস্তুত। নিরস্ত্র ব্যক্তিকে বধ করা আমার ঘৃণা।

সায়েস্তা। আমি ত সন্ধি কর্তে প্রস্তুত ছিলেম—আমি ত সন্ধি কর্তে প্রস্তুত ছিলেম।

শিবাজী। কপটচারী, এখনো কপটতা! তুমি আমায় বন্দী কর্বে, এরূপ কল্পনা মনে স্থান দাও? এতদিনে কি মহারাষ্ট্র-বিক্রম তুমি অবগত হও নাই? পঙ্গপালের ন্যায় সম্রাট্-সৈন্য ল'য়ে এসেছ, তথাপি মুষ্টিমেয় মহারাষ্ট্র-সৈন্যের নিকট বারবার পরাজিত: এতেও কি তোমার চৈতন্য হয় নাই?

সায়েস্তা। আমি সত্যই সন্ধি কর্তে প্রস্তুত ছিলেম—সত্যই সন্ধি কর্তে প্রস্তুত ছিলেম। তোমার দূত তোমায় মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে।

শিবাজী। তুমি অতি হীন! তোমার সম্মুখে বীর-ব্যবহারে তোমার বীর পুত্র মৃত, তথাপি তুমি কপটচারে জীবনরক্ষার উপায় ক'চ্চ। তোমার ন্যায় ব্যক্তির পৃথিবীতে স্থান হওয়া উচিত নয়। আমি অস্ত্র প্রদানে তোমায় সম্মানিত কর্বার ইচ্ছা করেছিলেম, কিন্তু সে সম্মানের তুমি যোগ্য নও।

বেগমগণের প্রবেশ

১ বেগম। বীরবর, রক্ষা করুন—রক্ষা করুন, আমায় পুত্রহীনা করেছেন, আর কঠিন হবেন না, আমাদের চুড়ি রক্ষা করুন, আমাদের অনাথা কর্বেন না, আপনার নিকট আমরা পতি ভিক্ষা ক'চ্চি; আপনি মহৎ, আমাদের পতির জীবন দান দিন।

শিবাজী। মা, আপনি মাতার ন্যায় আমায় হেয় কার্য্য হ'তে নিরস্ত করেছেন। আমি এই কপটচারীর কপটতায় আত্মবিস্মৃত হ'য়ে সংকল্প পরিত্যাগ কর্ছিলেম, নিরস্ত্র ব্যক্তির অঙ্গে অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হ'চ্ছিলেম, আপনারা আমাকে সেই হেয় কার্য্য হ'তে উদ্ধার করেছেন; আপনাদের শত শত সেলাম। (সায়েস্তা খাঁর প্রতি) খাঁ সাহেব, রমণীতে আপনার জীবন রক্ষা করেছে, এই হেয় জীবনভার বহন করুন, এই আপনার দণ্ড।

গঙ্গাজী। মল্লিকজী—মল্লিকজী, বেরিয়ে এসো—কোতল হুকুম দাও, কোতল হুকুম দাও।

মল্লিকজী। বাপ্—সেই শালা শয়তান!

[বেগে পলায়ন।

সায়েস্তা। (স্বগত) শয়তান!—বিশ্বাস কি? কখন জানে মার্‌বে!

সায়েস্তা খাঁর সহসা লম্ফ প্রদান করিয়া জানালা হইতে পতিত হওন, এবং পশ্চাৎ হইতে গঙ্গাজী কর্ত্তৃক অস্ত্রাঘাতে অঙ্গুলি ছেদন

শিবাজী। এ কি ব্রাহ্মণ!

গঙ্গাজী। মহারাজ মার্জ্জনা কর্‌বেন, মহারাষ্ট্রীয় দান দেগে দিলেম।

শিবাজী। আমি যারে অভয় প্রদান করেছি, তার অঙ্গে কি নিমিত্ত অস্ত্রাঘাত কর্‌লে?

গঙ্গাজী। মহারাজের বাক্যে যে অবিশ্বাস করে,—মহারাজ অভয় দিয়েছেন, সে অভয় যে গ্রহণ না করে, তার অঙ্গে অস্ত্রাঘাতে মহারাষ্ট্র অপরাধী হয় না, এ মহারাজেরই নিয়ম। মায়েদের বোঝান, বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই, অবিশ্বাসের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ—এই তিনটি অঙ্গুলি মাত্র।

শিবাজী। মা, আপনাদের কোন চিন্তা নাই, অদ্য রাত্রে আপনারা নিজ নিজ শয়নাগারে অবস্থান করুন; কল্য দিল্লী যাত্রা কর্‌বেন।

বেগম। মহারাজ — মহারাজ — আমাদের স্বামীর কি হবে?

শিবাজী। আপনাদের অনুরোধে তাঁরও দিল্লী গমনে বাধা হবে না। তিনি বৃথা আশঙ্কা ক'রে বাতায়ন হ'তে লম্ফ প্রদান করেছেন।

বেগম। মহারাজের বাক্যে আশ্বাসিত হলেম।

[বেগমগণের প্রস্থান।

শিবাজী। (সৈন্যগণের প্রতি) এখনও আমাদের বিশ্রামের সময় নয়। যে বৃক্ষে আমরা মোগল সৈন্যদের ভ্রান্ত কর্‌বার জন্য মশাল জ্বালিয়েছি, এতক্ষণ মোগল সৈন্য তথায় উপস্থিত হ'য়ে, আমাদের অনুসন্ধান কচ্চে—চলো আমরা তাদের পশ্চাৎ আক্রমণ করি।

সৈন্যগণ। হর হর—মহাদেব!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রায়গড়—নাট-মন্দির

জয়সিংহ ও শিবাজী

জয়সিংহ। বীরবর, আজ আমার জীবন সার্থক! তোমার প্রসাদে আজ আমি স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে দেবীপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে সক্ষম হলেম। হেথায় মুসলমানের অধিকার নাই, হেথায় গো-ব্রাহ্মণ পালিত, বর্ণাশ্রম রক্ষিত, পবিত্র গৈরিক রাজপতাকা উড্ডীয়মান!

শিবাজী। সকলই মহারাজের কৃপায়। যে সময় মহারাজ ও দিলির খাঁ সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করেন, সে সময় আমি ক্ষিপ্রকারিতাবশতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম; কেবল মহারাজের উপদেশেই বাদ্‌সার সহিত সন্ধি কর্‌তে প্রবৃত্ত হই। যদি পিতার ন্যায় সে সময় আপনি আমায় উপদেশ প্রদান না কর্‌-তেন, নিশ্চয় মোগল কর্ত্তৃক আমার নবরাজ্য বিনষ্ট হ'তো।

জয়সিংহ। বৎস, তোমার সহিত মিলিত হ'য়ে বিজাপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে তোমার বীরত্ব যেরূপ দর্শন করেছি, তাতে আমার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে, যে সেনাপতি দিলির খাঁ ও আমি উভয়ে একত্র হ'য়ে কতদূর তোমায় পরাজয় কর্‌তে সক্ষম হতেম, তার নিশ্চয়তা নাই। যাই হোক, উপস্থিত বাদসার সহিত সন্ধি করায়, তুমি নবরাজ্য দৃঢ় কর্‌তে কৃত-কার্য্য হবে।

শিবাজী। মহারাজ আমায় পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করেন, পুত্রকে যথাবিধি রাজনৈতিক উপদেশ প্রদান করুন।

জয়। বৎস, আমার নিকট উপদেশগ্রহণ-ইচ্ছা কেবল তোমার উদারতার পরিচয় মাত্র। তুমি স্বাধীন, আমি পরাধীন; তুমি হিন্দুর গৌরব, আমি হিন্দুর গ্লানি; তুমি স্বধর্ম্ম-স্থাপক, আমি বিধর্ম্মীর নফর; বৎস, তোমায় উপদেশ প্রদান আমার ধৃষ্টতা মাত্র। তবে যে তোমায় বাদ্‌সার সহিত সন্ধি কর্‌তে উপদেশ দিয়েছিলেম, তার কারণ আমি বাদ্‌সার মনো-ভাব অবগত ছিলেম। যদি সেনাপতি দিলির খাঁ ও আমি উভয়েই তোমার নিকট পরাজিত হতেম, বাদ্‌সা নিরস্ত হতেন না, পুনরায় মহারাষ্ট্রে দ্বিগুণ সৈন্য প্রেরণ করতেন। প্রবল মোগলবলের সহিত অবিরাম যুদ্ধে নব-হিন্দু-রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি যথাজ্ঞানে উপদেশ প্রদান করেছিলেম। যাক্, এখন বাদ্‌সার পত্রের কি উত্তর প্রদান কর্‌বো, তোমার নিকট জানতে ইচ্ছা করি।

শিবাজী। বাদ্‌সা মহারাজকে কি পত্র লিখেছেন? ,

জয়। বাদ্‌সার পত্রে অবগত হলেম যে তুমি বাদ্‌সার পক্ষে বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় বাদ্‌সা পরম পরিতুষ্ট হয়েছেন, ও সপুত্র তোমায় দিল্লীগমনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করেছেন। তোমার বালক পুত্রকে পাঁচ হাজারী পদ ও তোমায় উচ্চ সম্মান প্রদান কর্‌বেন, এই তাঁর অভিপ্রায় এবং তোমায় স্বাধীন রাজা ব'লে দরবারে গ্রহণ কর্‌বেন। অবশ্যই এ নিমন্ত্রণ তোমার নিকটে এসেছে।

শিবাজী। আজ্ঞে হাঁ, সেই পরামর্শের নিমিত্তই মহাশয়ের চরণ দর্শন বাসনা করেছিলেম।

জয়। তোমার আহ্বানে আমারও দেবী-দর্শন-বাসনা পূর্ণ হলো; কিন্তু উপস্থিত অবস্থায় পরামর্শ প্রদান অতি কঠিন। বাদ্‌সার প্রকৃত মনোভাব অবগত হওয়া কাহারও সম্ভব নয়। তোমায় দিল্লীতে আহ্বান ক'রে কিরূপ ব্যবহার কর্‌বেন, তা নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু যদি তুমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করো, তা হ'লে বাদ্‌সার সহিত একরূপ সন্ধিভঙ্গ করা হবে।

শিবাজী। মহারাজের পরামর্শ ব্যতীত আমি কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অক্ষম।

জয়। বাদ্‌সার পত্র প্রাপ্ত হ'য়ে আমি বিস্তর চিন্তা করেছি। আমার মতে তোমার দিল্লী যাওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু আমি তোমার সহিত দিল্লী গমন কর্‌বো না; কি জানি, যদি তোমার কোন অনিষ্ট ঘটে, আমি দিল্লীতে উপস্থিত থাক্‌লে তার প্রতিবিধান কর্‌তে অক্ষম হবো। আমি আমার পুত্র রামসিংহকে পত্র লিখ্‌ছি, সে তোমায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সমাদর কর্‌বে, আর আমারও দেবীসমক্ষে প্রতিজ্ঞা, যতদিন আমার দেহে একবিন্দু শোণিত প্রবাহিত হবে, দিল্লীতে তোমার অনিষ্ট সম্ভাবনা হ'লে সে শোণিত ব্যয়ে আমি কাতর হবো না। তোমার কিরূপ অভিপ্রায় আমায় জানিয়ো, তোমার আতিথ্যে আমি পরম পরিতুষ্ট। হিন্দুকুলতিলক, তোমার জয় হোক —আমি শিবিরে প্রত্যাগমন করি।

শিবাজী। মহারাজ, দাসের নমস্কার গ্রহণ করুন। [জয়সিংহের প্রস্থান।

মোরোপন্ত, নীলোপন্ত, তানাজী ও গঙ্গাজীর প্রবেশ

তানাজী। মহারাজ, সংবাদ কি সত্য?

শিবাজী। হ্যাঁ ভাই, সেইজন্যই তোমাদের আহ্বান করেছি।

তানাজী। মহারাজকে যদি বাল্যাবধি না জান্‌তেম, তা হলে মনে হ'তো, আমাদের সহিত পরিহাস ক'চ্চেন. একি অদ্ভুত সংকল্প! আপনার মুখে বারবার শ্রুত আছি, যে বাদ্‌সা আওরঙ্গজেব অতি কুটিল পন্থাবলম্বী; স্বেচ্ছায় সেই কুটিলের আয়ত্তাধীন হ'তে চাচ্চেন, এ সংবাদে আমার হৃদয় কম্পিত হ'চ্চে!

শিবাজী। ভাই, আমার বিষম সন্ধিস্থল উপস্থিত। বিজাপুর আমাদের শত্রু, সর্ব্বদা সুযোগপ্রয়াসী, বাদ্‌সার নিমন্ত্রণ যদি উপেক্ষা করি. মোগলও আমাদের শত্রু। এই উভয় শত্রুর সহিত বিরাদে. যদি আমাদের নব-স্থাপিত হিন্দুরাজ্যের অমঙ্গল হয়, তা'হলে যে সকল বীরবৃন্দ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় জলধারাবৎ হৃদয়ের শোণিত দান ক'রে এই রাজ্য স্থাপন করেছেন, আমাদের তাদের নিকট অপরাধী হ'তে হবে।

তানাজী। শিব্বা, নিয়ত রণশ্রমে তুমি কি ক্লান্ত? ভাল, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আমাদের আজ্ঞা প্রদান করো, আমরা বাদ্‌সার ন্যায় শত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌বো।

শিবাজী। তানাজী, রাজ্য স্থাপন কেবল বলে হয় না। রাজনীতি উপেক্ষা করা কদাচ যুক্তিসঙ্গত নয়। তুমি বীর, যুদ্ধে প্রাণ দান কর্‌তে পারো, কিন্তু পিপীলিকা-জালে বিষধর কালসর্পকেও ব্যাকুল করে। রণদুর্ম্মদ শত্রু, কিন্তু বাদ্‌সার বল অপরিমিত, বিজাপুরও সেনাবলে ন্যূন নয়; দশ সহস্র শত্রু বিরুদ্ধে যদি আমরা প্রতিজন যুদ্ধ কর্‌তে সমর্থ হই, তথাচ শত্রুবল ক্ষয় হয় না। বাদ্‌সা কিরূপ ব্যবহার কর্‌বেন অবশ্য সন্দেহের স্থল, যদি দিল্লীতে আমার দুর্ঘটনা হয়, তোমরা প্রাণপণে রাজ্য রক্ষা ক'রো। আর যদি বাদ্‌সার সহিত

সন্ধি ক'রে রাজ্য দৃঢ় কর্‌তে সমর্থ হই, বিজাপুর অনায়াসে পরাস্থ কর্‌বো। আমার অনিষ্ট হ'লে একজন মহারাষ্ট্রের অনিষ্ট হবে, তোমরা সকলেই সশস্ত্র থাক্‌বে। কিন্তু ইষ্টসাধনে সমস্ত মহারাষ্ট্রের ইষ্ট, এ কার্য্যে আমায় বাধা প্রদান ক'রো না।

তানাজী। শিবাজী তুমি একজন মহারাষ্ট্রীয়? তোমার অনিষ্ট কেবল একজন মহারাষ্ট্রীয়ের অনিষ্টে? এ কথায় কি আমাদের মন পরীক্ষা ক'চ্চো?—রণজয়ে কতদূর গর্ব্বিত হয়েছ, তাই পরীক্ষা ক'চ্চো?—তুমি একজন? তুমি কি জানো না, তোমার অভাবে সমস্ত মহারাষ্ট্রপুরী অন্ধকার হবে! মহারাষ্ট্রে সকলই ছিলো, অস্ত্রধারী বীর ছিলো, ধনাঢ্য জাইগিরদার ছিল, মবলা ছিল, বর্গী ছিল, কেবল শিব্বা ছিল না, সেই নিমিত্ত মহারাষ্ট্র বিধর্ম্মীর পদানত হ'য়ে অবস্থান কর্‌তো। সমস্তই তমাচ্ছন্ন, স্বাধীনতার নাম উল্লেখও মহারাষ্ট্রে ছিল না, কিন্তু প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় শিবাজীর উদয় হলো, মহারাষ্ট্র উজ্জ্বল স্বাধীনতা-বিভায় বিভাসিত হ'য়ে, স্বাধীন হিন্দু পতাকা সগর্ব্বে ধারণ কর্‌লে। শিব্বা, তোমায় দিল্লী যেতে কদাচ দেবো না; তোমার বিরহে তানাজী জীবন ধারণ কর্‌তে অক্ষম। শত যুদ্ধে দেখেছ, সিংহবিক্রমে শত্রু আক্রমণ করেছি; কিন্তু তুমি দিল্লী গমন কর্‌বে, এ কথায় আমার জীবনের শোণিত শুষ্ক হয়েছে, বাহুযুগলে বালকের বল নাই, যেন প্রাণহীন দেহে তোমার সম্মুখে অবস্থান ক'চ্চি।

মোরোপন্ত। মহারাজ, এ দারুণ সংবাদে আমরাও নিজ্জীব।

শিবাজী। স্বদেশপ্রিয় বীরভাগ, স্বদেশহিত সাধনে গমন কর্‌বো, তোমরা কর্ত্তব্যপরায়ণ, কর্ত্তব্যসাধনে বাধা প্রদান ক'রো না; ক্ষণভঙ্গুর জীবনে অনিষ্ট আশঙ্কা পদে পদে! —যখন শত্রুসম্মুখীন হয়েছি, তখন নিবারণ করো নাই, আজ কেন নিবারণ ক'চ্চো? যদি অনিষ্টই ঘটে, তোমরা জনে জনে কর্ত্তব্যপরায়ণ, রাজারামকে সিংহাসনে স্থাপন ক'রে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'রো।

নীলোপন্ত। আমাদের পরিত্যাগ করা কি মহারাজের দৃঢ়সংকল্প?

শিবাজী। তোমাদের পরিত্যাগ কর্‌বো? তোমরা আমার জীবনের জীবন, মৃত্যুকালে তোমাদের মূর্ত্তি আমার সম্মুখীন হবে। দিল্লীদর্শন আমার আজীবন সাধ, যেখানে পূর্ব্বে সূর্য্যবংশ-চন্দ্রবংশ সসাগরা পৃথিবী শাসন করেছে, সেই ভূমি দর্শনের নিমিত্ত আমার হৃদয় বাল্যাবধি লালায়িত।

গঙ্গাজী। আর বোধ হয়, এখন কিরূপ মোগলেরা হিন্দুকে পদাঘাত ক'চ্চে, তা দেখবারও সাধ আছে।

শিবাজী। গঙ্গাজী, ব্যঙ্গের সময় নয়।

গঙ্গাজী। আজ্ঞে না, একেবারেই নয়।

শিবাজী। শ্রীবৃন্দাবন, কাশীধাম প্রভৃতি মহা মহা তীর্থদর্শন, গঙ্গাযমুনা প্রভৃতির পূতসলিলে অবগাহন—এ সাধ কোন্ হিন্দুর হৃদয়ে নাই?

গঙ্গাজী। আবার সেই সকল তীর্থস্থানে, ভগ্ন-মন্দির ও মস্‌জিদের উচ্চ-চূড়া, গো-শোণিতে-আরক্ত পবিত্র স্রোতস্বতী-পুলিন, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অপমান, হিন্দু-মস্তক-মুণ্ডন ক'রে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ—এ সকলও মহারাজের দৃষ্টিগোচর হবে;—না, চক্ষু মুদ্রিত করে পথ চলবেন?

শিবাজী। গঙ্গাজী, তোমার বাক্য সংযত করো।

গঙ্গাজী। মহারাজের রাজ্যে অন্যায় বাক্য সংযত কর্‌তে শিক্ষা ক'রেছি, কিন্তু ন্যায্য কথা বল্‌তে মহারাজের সম্মুখেও ভীত নই। ঐ উচ্চ মস্তক আওরঙ্গজেবের সিংহাসন-তলে অবনত হবে, এ কথা মনে হ'লে এ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণের মৃত্যু ইচ্ছা হয়। যা হোক আজ একটা লাভ হলো কি ক'রে রোদন করে, এ ব্রাহ্মণের জানা ছিল না, মহারাজ আজ সেই শিক্ষা দিলেন।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, কেন ব্যাকুল হ'চ্চো? আমি গুরুদেব রামদাস স্বামীর অনুমতি গ্রহণ ক'রে, তবে দিল্লীগমনের সংকল্প করেছি।

গঙ্গাজী। রামদাস স্বামী মহারাজের গুরু, কিন্তু এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের একমাত্র রত্ন শিবাজী।

তানাজী। স্বামিজী কি দিল্লী গমনের অনুমতি করেছেন?

শিবাজী। স্বামিজী আগত, তাঁর শ্রীমুখে শ্রবণ করো।

রামদাস স্বামীর প্রবেশ ও সকলের চরণ বন্দন

রামদাস। সকলে অবগত হও দেবী-আজ্ঞা আমার মুখে প্রকাশ হয়েছে, শিব্বার দিল্লী-গমন দেবীর আদেশ; তার কারণ দেবী আমার হৃদয়ে ব্যক্ত করেছেন। শিব্বার অভাবে মহা-রাষ্ট্রীয় রাজকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হবে, মহা-রাষ্ট্রীয়গণকে সেই শিক্ষা প্রদানার্থ কয়েকদিনের জন্য মহাদেবী শিব্বাকে স্থানান্তরিত ক'চ্চেন।

গঙ্গাজী। আর এই ব্রাহ্মণকেও সঙ্গে সঙ্গে পাঠাচ্চেন।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, মুসলমান-অধিকারে প্রবেশ তোমার অনিচ্ছা।

গঙ্গাজী। মহারাজ, এখন গো-অস্থিমালা ধারণে অনিচ্ছা নাই। রাজার প্রবৃত্তি-অনুসারে প্রজার প্রবৃত্তি হয়, আমিও ত মহারাজের প্রজা।

শিবাজী। না—না, তুমি কোথায় যাবে, মহারাষ্ট্রে তোমার বিস্তর কার্য্য।

গঙ্গাজী। মহারাজ, অনেকবার এই ব্রাহ্মণকে পুরস্কার করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় নাই—পুরস্কার প্রার্থনা করে নাই, এক্ষণে সেই পুরস্কারপ্রার্থী। মহারাজ দিল্লীর দরবার দেখ্‌বেন, প্রবলপ্রতাপ মোগল-দরবার-দর্শন, এ দীন ব্রাহ্মণেরও সাধ। কারাগারে আবদ্ধ করেন, সে স্বতন্ত্র; নইলে চরণদুটী পথশ্রমে ক্লান্ত নয়। মহারাজ সঙ্গে না নেন, এই ফাটা চরণ-যুগল সাহায্যে স্বচ্ছন্দে দিল্লীগমন কর্‌বো, হস্তী-অশ্ববাহনে মহারাজ না পোঁছিতে পোঁছিতে এ ব্রাহ্মণ পোঁছে যাবে।

[গঙ্গাজীর প্রস্থান।

শিবাজী। প্রভু, ভিক্ষা গ্রহণ করে দাসকে কৃতার্থ করুন।

রামদাস। তোমার জননীর নিকট ভিক্ষার নিমিত্তই উপস্থিত।

[শিবাজী ও রামদাস স্বামীর প্রস্থান।

তানাজী। যখন রামদাস স্বামীর আদেশ, আমাদের আর বক্তব্য কি? প্রাণপণে মহারাজের আজ্ঞা পালন কর্‌বো,—এই আমাদের কার্য্য।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রায়গড়—শিবাজীর অন্তঃপুর

শিবাজী ও সইবাই

শিবাজী। রাজ্ঞী, আমি দিল্লী গমন কর্‌বো, শুনেছ কি?

সই। হাঁ মহারাজ।

শিবাজী। আজই।

সই। মহারাজ সিদ্ধসংকল্প, দাসী চির-দিনই অবগত।

শিবাজী। দিল্লীশ্বর আমায় বহু সম্মানে আহ্বান ক'রেছেন। তোমার বালক পুত্রকে পঞ্চহাজারী পদ প্রদান কর্‌বেন, আমি সপ্ত-হাজারী পদপ্রাপ্ত হবো; এরূপ সম্মান সম্রাটের নিকট আর কেহই প্রাপ্ত হন নাই।

সই। মহারাজ—

শিবাজী। বিস্মিত হ'য়ো না, এইরূপ মর্ম্মে বাদসা আমায় পত্র লিখেছেন।

সই। মহারাজ, বাদসা অবশ্যই এরূপ পত্র লিখেছেন, এ কথায় আমি বিস্মিত নই, কিন্তু মুসলমান প্রদত্ত সম্মানে সম্মানিত হবেন, আপনার প্রিয় পুত্র সম্মানিত হবে, এ এক নূতন কথা শ্রীমুখে শুনলেম। শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট অবগত আছি, বালক বয়সে যখন স্বর্গীয় শ্বশুর ঠাকুর সুলতানের ইচ্ছামতে আপনাকে বিজাপুর দরবারে ল'য়ে যেতে ইচ্ছা করেন, তখন আপনি দৃঢ়সংকল্প করেছিলেন, মুসলমান-দরবারে কদাচ সেলাম দিতে গমন কর্‌বেন না, কেবল পিতৃ-অনুরোধে দরবারে গমন কর্‌তে বাধ্য হন; কিন্তু এখন সে অনু-রোধ নাই। মহারাজ স্বাধীন, স্বেচ্ছায় মুসল-মানকে সেলাম দিতে গমন ক'চ্চেন, মুসলমান-প্রদত্ত সম্মানে পুত্রকে সম্মানিত কর্‌বেন এবং আপনি সম্মানিত হবেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষা ক'চ্চেন, এ কথায় দাসী বিস্মিত হ'চ্চে।

শিবাজী। রাজ্ঞী, আমি তখন স্বাধীন ছিলেম। বালক বয়সে যদি সুলতান-কোপে পতিত হতেম, আমারই প্রাণবিনাশ হ'তো; কিন্তু এখন আমি স্বাধীন নই—আমি মহা-রাষ্ট্র-রাজ্যে অতি হীন প্রজারও দাস, সকলের ইষ্টসাধন আমার কায়মনোবাক্যে কর্ত্তব্য।

মুসলমানকে সেলাম দানে আমার ব্যক্তিগত অসম্মান হ'তে পারে, কিন্তু মহারাষ্ট্রের মঙ্গল। অবিরাম যুদ্ধে মহারাষ্ট্র ক্লান্ত, মহারাষ্ট্রে শান্তি স্থাপন হবে, এই নিমিত্তই মুসলমান-প্রদত্ত সম্মান গ্রহণে অগ্রসর হ'চ্চি। আমার অন্তর অতিশয় বিচলিত, কিন্তু কর্ত্তব্য অতি কঠোর। যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে ঘোরতর সংগ্রামে গমনকালীন স্বহস্তে আমাকে বীর-সাজে সজ্জিত করেছ—যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রফুল্ল বদনে আমায় যুদ্ধে যেতে বিদায় দিয়েছ—যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে রাজরাণী হ'য়ে দিবারাত্র প্রজার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছ, সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে ব্যাকুল অন্তরে তোমার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ কর্‌তে এসেছি; হাস্যমুখে বিদায় দাও।

সই। মহারাজ, হাস্যমুখে বিদায় দান আমার পক্ষে কঠিন নয়। দিবারাত্র আমার প্রাণেশ্বর যুদ্ধক্ষেত্রে, এই চিন্তার উত্তাপে আমার হৃদয়ের সুসার শুষ্ক! মহারাজের উপদেশে মহারাষ্ট্র-রমণীর কর্ত্তব্য দাসী সম্পূর্ণ অবগত। অবিচলিত-চিত্তে রণভূমে-পতিত এক-মাত্র পুত্রদর্শনে আনন্দপ্রকাশ মহারাষ্ট্র-রমণীর কর্ত্তব্য। দাসী এ কর্ত্তব্য অবগত, নচেৎ দাসী বালক শম্ভার মহারাজের সহিত দিল্লীগমনে আপত্তি কর্‌তো—প্রবল প্রতাপ কুটিল, বিধর্ম্মীর রাজ্যে যেতে মহারাজের চরণ ধ'রে নিষেধ করতো—মহারাজ বিদায় গ্রহণ কর্‌তে এসেছেন—শ্রুতমাত্রে মূর্চ্ছিতা হতো; কিন্তু মহারাজ বলেছেন, মহারাষ্ট্র-রমণীর কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র। প্রভু, প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হ'চ্চে, বল দিন, নচেৎ আত্ম-সংবরণ কর্‌তে দাসী অক্ষম হবে—নচেৎ জানু পেতে করজোড়ে দিল্লী যেতে মহারাজকে নিষেধ কর্‌বে। প্রভু, মুসলমান কালসর্পস্বরূপ, সেই কালসর্পের বিবরে যাবেন, আমায় বল দিন, আপনাকে বিদায় দিই।

শিবাজী। রাজ্ঞী, তোমার বলের অভাব নাই, স্বদেশ-অনুরাগ নর-নারীর প্রধান বল। স্বদেশ-অনুরাগে তোমার হৃদয় পূর্ণ, সেই স্বদেশ-অনুরাগে তুমি আমায় বলীয়ান্ করো। মুসলমানের নিকট মস্তক অবনত কর্‌তে স্বেচ্ছায় গমন ক'চ্চি, এতে আমার হৃদয় কিরূপ অধীর, তা কি তোমার অনুভূত হ'চ্চে না? তবে কেন আমায় অধীর করো—বীরাঙ্গনার ন্যায় বিদায় দাও।

সই। জননী জন্মভূমি প্রসন্না হও! মাগো, তোমার কার্য্যে স্বামীপুত্রকে কালসর্প-বিবরে বিদায় দান ক'চ্চি—জননী প্রসন্না হও! মাগো, বর প্রদান করো—হৃদয় ভক্তিপূর্ণ করো—মাগো, তোমার কৃপায় যেন ভারত-রমণীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা উদ্দীপিত হয়, কর্ত্তব্য যেন ভারত-রমণীর এক-মাত্র উদ্দেশ্য হয়। যেন ভারত-রমণী বীরাঙ্গনা বীরপুত্র-প্রসবিনী হয়—যেন পরাধীনতা অপেক্ষা ভারত-রমণীর মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান হয়—যেন পুত্রকে স্তন-দুগ্ধের সহিত স্বদেশ-ভক্তি প্রদান কর্‌তে সক্ষম হয়—যেন উপদেশ দানে পুত্রকে দৃঢ়ব্রত কর্‌তে সক্ষম হয়—মাগো, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যেন ভারতের একমাত্র জীবনের সার হয়—মুক্তি অপেক্ষা যেন কর্ত্তব্যসাধন ভারতের প্রিয় হয়—যেন ভারত-মহিলার উপ-দেশে ভারতভূমি আবার বীরভূমি ব'লে জগতে গৌরবান্বিত হয়। প্রভু, আমার হৃদয়ে শান্তি বিরাজিত, আপনি কর্ত্তব্যসাধনে গমন করুন।

পুতলাবাইয়ের প্রবেশ

শিবাজী। পুতলা, আমি দিল্লী যাবো। দিল্লী ভারতের রাজধানী, তোমার জন্য কি আন্‌বো?

পুতলা। আপনি দিল্লী যাবেন, দাসী কোথায় থাক্‌বে?

শিবাজী। আমি রাজকার্য্যে যাচ্ছি; তুমি বুদ্ধিমতী, অমন ইচ্ছা ক'রো না।

পুতলা। কেন—আমার ইচ্ছা ত আমার বশ নয়। আমি ত মহারাজকে অনেক দিন বলেছি, আমি ত চিরদিনই মহারাজের সঙ্গে থাকি। অনেকবার দেহ ধারণ করেছি, অনেক-বার দেহ ভস্মীভূত হয়েছে, কিন্তু আমি এক-দিনও মহারাজ হতে অন্তর নই; মহারাজ যেখানে—আমিও সেখানে। মহারাজের সহিত রণক্ষেত্রে বিচরণ করি, শিবিরে অবস্থান করি, রাজগৃহে মহারাজের পদপ্রান্তে থাকি, দিল্লীতেও মহারাজের সঙ্গে থাক্‌বো। তবে জড়দেহ, যেখানে মহারাজের আজ্ঞা, সেখানেই থাক্‌বে।

শিবাজী। পুতলা, তুমি বার বার এ কি বলো?

পুতলা। কাজকার্য্যে বিব্রত থাকায় মহারাজের স্মরণ নাই, আমার মহারাজের চরণসেবা ভিন্ন অপর কার্য্য নাই; আমার সমস্ত স্মরণ আছে। যতবার দেহ ধারণ করেছি, সমস্তই স্মরণ আছে, মহারাজ বারবার পৃথিবীতে কার্য্যের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন, দাসীও সঙ্গে আসে; আজ তা নূতন নয়।

শিবাজী। আমি দূরে থাকলে, তুমি কি আমায় দেখ্‌তে পাও?

পুতলা। আমি সঙ্গে থাকি; নচেৎ মহারাজ, আমি পতিপ্রাণা, কিরূপে জীবন ধারণ করি? আমি পতিপ্রাণা, এ পরিচয় সংসার অনেকবার পেয়েছে, এবারও পাবে! মহারাজ যেখানে যাবেন, চলুন।

শিবাজী। এ কি বলে!—উন্মাদিনী নয়, পতিপ্রাণা! শুনেছি যে সকল রমণী সহমৃতা হয়, তারা জাতিস্মর, এ কি সেই জাতিস্মর? পুতলা আমি যখন দিল্লীতে থাক্‌বো, তুমি কি কর্‌বে?

পুতলা। আমি চিরদিন যা করি, তাই কর্‌বো—মহারাজের পূজা কর্‌বো। কেমন দিদি—আমি আর কি করি?

জিজাবাইয়ের প্রবেশ

শিবাজী। মা, আপনার আশীর্ব্বাদ গ্রহণের নিমিত্ত যাচ্ছিলেম। আজ শুভদিন, আজই দিল্লী যাত্রা কর্‌বার মানস করেছি, আপনি কি আজ্ঞা করেন?

জিজা। শিব্বা, যতদিন তোমার স্মরণ আছে, স্মরণ করো। বাল্যাবধি কোন কার্য্যে তোমায় নিষেধ করেছি? বাল্যাবধি অতি দুষ্কর কার্য্য তোমার প্রিয়, আমি অবিচলিত চিত্তে সেই সকল দুষ্কর কার্য্য দর্শন করেছি। নিপুণ আরোহী যে ঘোটকারোহণে ভীত হয়েছে, সেই ঘোটক সঞ্চালন করেছ, আমি নিষেধ করি নাই; তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করেছ, আমি স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছি;—সন্তরণে বিস্তৃত নদীবক্ষ পারাপার হয়েছ, আমি নিষেধ করি নাই। লোকে যখন বলে, তুমি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেছ, যখন দুরারোহ পর্ব্বতদুর্গ আক্রমণ করেছ, যখন শতগুণ বিপক্ষবিরুদ্ধে সিংহনাদ করেছ, যখন মোগল বিজাপুর উভয় প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করেছ, একদিনের নিমিত্ত বলি নাই, তুমি নিরস্ত হও।

শিবাজী। আপনি বীরমাতা।

জিজা। বৎস, স্ত্রীলোকের যতদিন স্বামী বর্ত্তমান, ততদিন স্বামীর অধীন, তার পর যোগ্য পুত্রের অধীন। তুমি আমার যোগ্য পুত্র, তোমার ইচ্ছাধীন কার্য্য আমার কর্ত্তব্য। তুমি নিজ কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হ'চ্চো, আমার আর আদেশ অপেক্ষায় প্রয়োজন কি? তবে যদি গর্ভধারিণী ব'লে গৌরব করো,—আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি—তোমার যথা ইচ্ছা—গমন করো।

শিবাজী। আপনি বীরনারী, বীরজননী, বীরমাতার ন্যায় আপনার আদেশ।

সজ্জিত শম্ভাজীর প্রবেশ

শম্ভাজী। মহারাজ, আমরা কখন যাবো?

শিবাজী। গুরুজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করো। আমরা ভবানী প্রণাম ক'রে যাত্রা কর্‌বো।

শম্ভাজী। আমি বাবার সঙ্গে দিল্লী যাই, বিদায় দেন।

জিজা। চিরজীবী হও। সই, পুত্রকে কি সুন্দর বীরবেশে সজ্জিত করেছ! কুলতিলক, মহারাজের মুখোজ্জ্বল করো।

শম্ভাজী। মা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

সই। (চুম্বনকরণ)

শম্ভাজী। ছোট মা, তোমার পা'র ধুলো মাথায় দাও।

পুতলা। বাবা, পিতার ন্যায় কীর্ত্তিমান্ হও, এ অপেক্ষা আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।

শিবাজী। মা, আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই।

[শিবাজীর প্রণামান্তর শম্ভাজীসহ প্রস্থান।

জিজা। মা ভবানী, বজ্রে কি আমার হৃদয় নির্ম্মাণ করেছ; নচেৎ সর্ব্বস্ব বিদায় দিয়ে আমি কিরূপে স্থির আছি।

সই। মা—মা, আপনি চঞ্চল হবেন না,

আপনি চঞ্চল হ'লে আমরা কিরূপে স্থির থাক্‌বো?

জিজা। মাগো, জানি না, কি উপাদানে বিধাতা আমায় নির্ম্মাণ করেছেন! বাল্যকালে পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা। গর্ভবতী রমণী—বিপক্ষকরগত পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা—শিব্বাকে নিয়ে আমি জীবন ধারণ করেছি। আমি কঠোর জননী, কখনও মাতৃমমতা বালককে দিই নাই, কেবল দিবারাত্র কঠোর শিক্ষা দিয়েছি। অন্ধকার গৃহে একা রেখে অন্তরে অবস্থান করেছি, নির্জ্জন দেবী-মন্দিরে বালকের নিকট হতে দূরে প্রস্থান করেছি। যেস্থান জনশ্রুতিতে ভয়ময়, রজনীযোগে সেই স্থানে পুত্রকে যেতে আদেশ দিয়েছি। বালক-হৃদয়ে যদি কদাচ কখন ভয়ের সঞ্চার সন্দেহ হয়েছে—তৎক্ষণাৎ কঠোর তিরস্কার করেছি। অস্ত্র-শিক্ষায় ক্লান্ত হ'লে হীনবল ব'লে তাড়না করেছি। ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে আমার নিকট আগমন কর্‌লে আগে শিক্ষার পরিচয় নিয়ে, পরে খাদ্যসামগ্রী দিয়েছি। শিব্বা চিরদিনই দুষ্কর কার্য্যপ্রিয়, হৃদয় কম্পিত হয়েছে, তথাপি নিষেধ করি নাই; মাতৃস্নেহ পাষাণী হ'য়ে দমন করেছি। আজ আমি পুত্র-পৌত্রকে পাষাণ হৃদয়ে কঠোর আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ কর্‌লেম। পতির সহিত সহমৃতা হ'তে চেয়েছিলেম; কেন শিব্বা আমায় নিষেধ কর্‌লে,—তা হ'লে ত সপুত্র শিব্বাকে আজ বিদায় দিতে হতো না, আমার শূন্যগৃহ দেখ্‌তে হতো না, আমার জীবন শূন্য হ'তো না।

পুতলা। মা, কেন ভয় ক'চ্চেন? দেখ্‌ছেন না—আমার সিন্দুর উজ্জ্বল রয়েছে? ভবানীর বরপুত্রের ভয় কি?

জিজা। সুভাষিণী, ভগবতী তোমার বাক্য সফল করুন।

সই। মা, আপনি দেবীভক্ত, দেবী আমাদের একমাত্র আশ্রয়; আমরা বৃথা আক্ষেপ কেন করি! চলুন দেবীর চরণে আমাদের মনোবেদনা জানাই।

জিজা। এসো মা।

[জিজা ও সইবাইয়ের প্রস্থান।

পুতলা। গীত

জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।
মার ছেলে যে মাকে ডাকে
কীর্ত্তি গায় তার রবিশশী॥
দাপে তার ভূপাল কাঁপে,
বীরের অসি পড়ে খসি,
দৃষ্টিতে তার সৃষ্টি নগর
বিজন কানন মাঝে বসি;
সংকটে অটল সদাই
কান্তারে সাগর পশি।
শিশু করে অসি ধরে,
ভীরু হৃদয় হয় সাহসী॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দিল্লী—আওরঙ্গজেবের মন্ত্রণাগার

আওরঙ্গজেব ও জাফর খাঁ

আওরঙ্গ। বোধহয়, আমাদের আদেশমত পথে মহারাষ্ট্ররাজকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে?

জাফর। বাদ্‌সার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, এমন সাধ্য কোন কর্মচারীর নাই; কিন্তু গোলাম আশ্চর্য্য হ'চ্চে, সম্রাট পর্ব্বত-দস্যুকে রাজা বলে সম্বোধন ক'চ্চেন।

আও। মন্ত্রীবর, যথাযোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান প্রদানে আমাদের কবে কুণ্ঠিত দেখেছেন? রাজা শিবাজী অতি যোগ্য ব্যক্তি, যে বিজাপুর দমন আমার কষ্টসাধ্য হ'য়েছিল, জয়সিংহ, দিলির খাঁ প্রভৃতি সুযোগ্য সেনাপতি যাকে জয় কর্‌তে অশক্ত হ'য়েছিলেন, এই বীর পুরুষের সাহায্যে সেই বিজাপুর দিল্লীর অধীন। আমি রাজা ব'লে সম্মান করেছি, এ নিমিত্ত আশ্চর্য্য হ'চ্চেন,—সে ব্যক্তি রাজসম্মানের যোগ্য। আপনি প্রকাশ কর্‌লেন, বাদ্‌সাই আজ্ঞা পালিত হয়; যদি এরূপ হতো, এতদিন মহারাষ্ট্ররাজ নিমন্ত্রিত না হ'য়ে বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে আগমন কর্‌তেন। দিল্লী হ'তে দূরে আমার আজ্ঞা সম্পূর্ণ পালিত হয়, এ আমার ধারণা নাই।

দূতের প্রবেশ

দূত। কুমার রামসিংহ বাদসাদর্শন-অভিলাষী।

আও। কুমার এসেছেন উত্তম, আমি কুমারের নিকট দূত প্রেরণ করতেম।

[দূতের প্রস্থান।

জাফর। বাঙ্গালা হ'তে সায়েস্তা খাঁ এক অদ্ভুত পত্র প্রেরণ করেছেন। বাদসা সম্মুখে, বাদসার আজ্ঞা হ'লে সে পত্র পাঠ করি।

আও। অপেক্ষা করুন, কুমার রামসিংহ বিদায় হ'লে পত্রের মর্ম্ম শ্রবণ করবো।

রামসিংহের প্রবেশ

কুমার, মেরজা জয়সিংহের পুত্রের কোন স্থানে আসবার নিষেধ নাই; সংবাদ-প্রেরণ নিষ্প্রয়োজন ছিল।

রাম। ভৃত্যের প্রতি দিল্লীশ্বরের এইরূপই অনুগ্রহ। মহারাষ্ট্রশ্রেষ্ঠ শিবাজী নগরের বাহিরে শিবির স্থাপন করেছেন; বাদসার কিরূপ আজ্ঞা, ভৃত্যকে জ্ঞাপন করুন।

আও। রাজকুমার, দিল্লীর দরবার হ'তে "রাজা" উপাধি শিবাজী প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁকে "রাজা" ব'লে উল্লেখ করতে কুণ্ঠিত হবেন না; অতি সম্মানের সহিত তাঁকে নগরে ল'য়ে আসুন। মুখালিস খাঁকেও আপনার সহিত গমনের আদেশ প্রদান করা হয়েছে; যদি তিনি প্রস্তুত থাকেন, আমরা তাঁর অভ্যর্থনার জন্য দরবারে অপেক্ষা করবো।

রাম। বাদসার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

আও। উজির, পত্রের কি মর্ম্ম, তিনি বাঙ্গালা শাসন করতেও অক্ষম?

জাফর। বাদসার প্রভাবে বাঙ্গালা সুশাসিত, প্রজারা শান্তিপূর্ণ, এক টাকায় আট মণ চাউল, দীনদরিদ্রের গৃহেও অন্ন আছে, আর খাঁ সাহেবের প্রতাপও দোর্দ্দণ্ড।

আও। হাঁ, বাঙ্গালায় প্রতাপ মহারাষ্ট্রে প্রতাপ প্রকাশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সহজ। আমাদের ধারণা, বাঙ্গালায় প্রতাপ প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন, বাঙ্গালার প্রজামাত্রই রাজভক্ত। যাই হউক বাঙ্গালায় যে প্রজার অভাব নাই, ইহাই আহ্লাদের বিষয়। পত্রের মর্ম্ম কি প্রকাশ করুন।

জাফর। শিবাজী যে সম্রাটদর্শনে আসছেন—

আও। উজির, রাজা শিবাজী বলুন।

জাফর। রাজা শিবাজী যে সম্রাটদর্শনে আসছেন, তাতে খাঁ সাহেব ভীত।

আও। তিনি বঙ্গদেশে, তাঁর ভয়ের বিশেষ কারণ ত দেখি না।

জাফর। সাহান্‌সা, তাঁর ধারণা, শিবাজী —রাজা শিবাজী শয়তানিশক্তিসম্পন্ন। তিনি চল্লিশ হাত ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করেন, প্রস্তর প্রাচীর ভেদ ক'রে প্রবেশ করেন, কখনও গৃহ-চূড় ভঙ্গ ক'রে অকস্মাৎ আক্রমণ করেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁকে শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হ'তে দেখেছেন, অন্ধকার রজনীতে সেই শয়তানি-শক্তির বিশেষ বিকাশ। এই শয়তানি-শক্তির প্রভাবেই, বীরবর আফ্‌জল খাঁকে মুগ্ধ ক'রে রাজা শিবাজী বধ করেছেন, প্রহরীগণকে মুগ্ধ ক'রে পুণায় স্বয়ং খাঁ সাহেবকে পরাস্ত করেছেন। খাঁ সাহেব বলেন, বাগিচা হ'তে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাঁর দ্বিতলস্থ গৃহে প্রবেশ ক'রে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন। বাদ্‌সা সতর্কভাবে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন, এই তাঁর আবেদন। মহারাষ্ট্রবীর যাদুকর, এই তাঁর ধারণা।

আও। মন্ত্রীবর, প্রকৃত মুসলমানের নিকট শয়তানি-শক্তি বিশেষ বিকাশ পায় না, কারণ স্বয়ং প্যাগম্বর তাঁর সহায়। নটীর নৃত্যদর্শন বা বিলাসপ্রিয়তা সেই শয়তানি-শক্তির পুষ্টি-সাধক। মাতুলের তুষ্টির নিমিত্ত পত্রের উত্তর দিবেন, যে আমাদের অঙ্গুলী তাঁর অঙ্গুলীর মত কোমল নয়; রাজা শিবাজী সহজে তা কর্ত্তন করতে সক্ষম হবে না। আর বীরবর আফ্‌জল খাঁর ন্যায় আমরা অহেতুক হিন্দু-পীড়ক নই বা তাঁর ন্যায় কপট-আলিঙ্গন-প্রিয়ও নই। তাঁর তুষ্টির জন্য বিশেষ ক'রে উত্তর লিখবেন, যে ইস্‌লামধর্ম্ম বিস্তার আমাদের দিবারাত্র চিন্তা, এ ধর্ম্ম বিস্তারে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই বিরোধী। বাদ্‌সার গৃহে নৃত্য-গীত বাদ্যধ্বনি উত্থিত হয় না, এ নিমিত্ত বিলাসপ্রিয় দারাসেকোর পক্ষাবলম্বী ও সাসুজার পক্ষীয় মুসলমানেরা নিতান্ত সন্তুষ্ট নন,—ঐহিক বিলাস-সম্ভোগ যে মুসল-মানের প্রিয়, তাঁরাই আমাদের প্রতি বিরূপ। তাঁদের নিমিত্ত আমার সর্ব্বদা সতর্ক থাকা—

প্যাগম্বরের আদেশ। লৌহবর্ম্ম ধারণ করি, লৌহবর্ম্ম হৃদয়ের বল প্রদান করে, বিলাস-ইচ্ছা দূরে রাখে, মুকুটের অভ্যন্তরে লৌহ-শিরস্ত্রাণ ধারণে আমি অভ্যস্ত। তিনি উপদেশ দিয়েছেন, আমি অগ্রাহ্য কর্‌বো না, ন্যায্য উপদেশ উপেক্ষা করা আমার স্বভাব নয়। কেবল শয়তানি-শক্তির ভয়ে নয়, বহু কারণে সতর্কপ্রহরী-বেষ্টিত হ'য়ে রাজা শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বো।

জাফর। এক নিবেদন, বোধহয় সমুচিত অভ্যর্থনার জন্য রাজা শিবাজী নগর-বাহিরে শিবির সন্নিবেশ করেছেন। গোলামের নিবেদন, যাকে রাজা ব'লে শ্রীমুখে সম্বোধন ক'চ্চেন, সামান্য কর্ম্মচারী মুখালিস খাঁ প্রেরিত হ'লে সম্মানের ত্রুটি হওয়া সম্ভব।

আও। খাঁ সাহেব, যথাযোগ্য সম্মানের ত্রুটি হবে না। রাজা শিবাজী বাদ্‌সার নিকট সপ্তহাজারী পদপ্রার্থী, তাঁর যথাযোগ্য সম্মান মুখালিস খাঁর দ্বারাই হবে। আর রাজা শিবাজী বুদ্ধিমান্ ব'লে আমার ধারণা; যদি তিনি গর্ব্বিত না হন, তাঁর অবশ্যই উপলব্ধি হবে, যে বাদ্‌সার কর্ম্মচারীর দ্বারা নগর প্রান্ত হ'তে অভ্যর্থনা ক'রে আনা তাঁর সামান্য সম্মান নয়। আমাদের মন্ত্রণা শেষ হয়েছে, নমাজের সময় উপস্থিত।

[আওরঙ্গজেবের প্রস্থান।

জাফর। বাদ্‌সার মনোভাব অবগত হওয়া দুঃসাধ্য। আমি রাজা বলি নাই, তাতে তিরস্কৃত হলেম; কিন্তু অভ্যর্থনার ত বিশেষ সমারোহ নাই, এরূপ অভ্যর্থনায় শিবাজী অসন্তুষ্ট হবে, সন্দেহ নাই।'

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দিল্লী—শিবাজীর আবাস-কক্ষ

শিবাজী ও রামসিংহ

শিবাজী। রাজকুমার, বোধ হয় দিল্লী আগমন আমার যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই; বাদ্‌সা আমার সহিত প্রতারণা করেছেন।

রাম। বাদ্‌সা পিতাকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রতি বাদ্‌সার সম্পূর্ণ প্রত্যয় নাই। আমার ধারণা, আমি প্রতিভূস্বরূপ দিল্লীতে স্থান পেয়েছি। এ অবস্থায় মহারাজের কথার কি উত্তর প্রদান কর্‌বো? বাদ্‌সার মনোভাব আমার নিকট দুর্জ্ঞেয়।

শিবাজী। রাজকুমার, আর দুর্জ্ঞেয় নয়। আমি যখন মোগল রাজ্যে প্রবেশ করি, তখন যথাবিধি সম্মান প্রদানে বাদ্‌সাহের কর্ম্মচারী ত্রুটি করে নাই, ক্রমে দিল্লীর যত নিকটবর্ত্তী হয়েছি, পর পর ত্রুটি লক্ষিত হয়েছে। দিল্লী প্রবেশের পূর্ব্বেই এইরূপ, না জানি দরবারে কিরূপ হতাদরের সহিত গৃহীত হবো।

রাম। মহারাজ, আমার বিবেচনায় অসন্তোষ গোপন রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। যেরূপ আজ্ঞা ক'চ্চেন, সঙ্গত সত্য; কিন্তু দরবারে উপস্থিত না হ'লে বাদ্‌সার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হবে, আর সে ক্রোধ প্রকাশের সুযোগও প্রাপ্ত হবেন।

শিবাজী। যখন দিল্লীতে উপস্থিত, তখন দরবার গমন ব্যতীত উপায়ান্তর ত নাই।

রাম। মহারাজ, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন, বাদ্‌সাদর্শনোপযোগী কতকগুলি নিয়মাবলী আছে, হয়ত মহারাজ তা অবগত নন।

শিবাজী। কিরূপ, আজ্ঞা করুন।

রাম। সর্ব্বাপেক্ষা মহারাজের পক্ষে কঠিন নিয়ম এই যে ভূমিস্পর্শ ক'রে তিনবার সেলাম প্রদান প্রয়োজন।

শিবাজী। সত্যই কঠোর নিয়ম; এরূপ নিয়ম পালনে আমি অভ্যস্ত নই।

রাম। মহারাজ, অতিশয় উদ্বিগ্ন হ'চ্চি—আপনার রক্ষার ভার আমার উপর অর্পণ ক'রে পিতা আমায় কঠিন ভারাক্রান্ত করেছেন। মহারাজ দরবারের নিয়ম না পালন কর্‌লে আমি জীবন দান কর্‌তে পার্‌বো, কিন্তু বাদ্‌সার কোপ হ'তে মহারাজকে রক্ষা কর্‌তে কতদূর সমর্থ হবো, তা আমার উপলব্ধি হ'চ্চে না। আমার পক্ষে এ বিষম সমস্যার স্থল। এক নিবেদন এই, যে অবশ্যই রাজনীতির বশবর্ত্তী হয়েই, মহারাজ মুসলমান অধিকারে আগমন কর্‌তে সম্মত হয়েছেন; কার্য্য অর্দ্ধসম্পন্ন করা মহারাজের কার্য্যে লক্ষিত হয় না।

শিবাজী। ভাল, যেরূপ ব'ল্লেন, আমি সেইরূপ কার্য্যেই সম্মত; কিন্তু উপস্থিত

হৃদয়-তাড়নায় আমায় অতিশয় ব্যাকুল করেছে। কি জানি, ভবানীর চরণে কির্‌প অপরাধী হয়েছি, নচেৎ যে মস্তক কেবল তাঁর চরণে অবনত হয়েছে, সেই মস্তক বিধর্ম্মীর সিংহাসনতলে অবনত কর্‌বো; এ অপেক্ষা কঠোর শাস্তি নরকে আছে কিনা জানি না। যাই হোক, মহারাজের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হয়েছি, সে ব্রত উদ্‌যাপনে সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌বো। না পারি, আমার রক্ষার নিমিত্ত রাজ-কুমারকে দায়ী কর্‌বো না; আমি দরবারে যেতে প্রস্তুত।

রাম। বাদ্‌সা অদ্যই আপনাকে দরবারে সপুত্র ল'য়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন।

শিবাজী। ভাল, অদ্যই পিতাপুত্রে প্রস্তুত হবো।

রাম। অবশ্যই নজর প্রদানে মহারাজের অসম্মতি নাই।

শিবাজী। আর অতি অসঙ্গত কার্য্যেও অসম্মতি নাই, নজর প্রদান ত ন্যায্য কার্য্য।

রাম। মহারাজ, তবে এক্ষণে বিদায় হলেম।

[রামসিংহের প্রস্থান।

শম্ভাজীর প্রবেশ

শম্ভাজী। পিতা—পিতা, আমরা দরবারে কবে যাবো?

শিবাজী। হাঁ, মোগলকে সেলাম দিতে কবে যাবো, জিজ্ঞাসা ক'চ্চো?—আজই। আমরা পিতাপুত্রে আজই মোগল দরবারে ভূমি স্পর্শ ক'রে মোগলকে সেলাম দেবো।

শম্ভাজী। কেন পিতা, আপনি ত বলেন, বিধর্ম্মীকে সেলাম দিতে নাই?

শিবাজী। বল্‌তেম যখন মহারাষ্ট্রভূমে ছিলেম—সেখানে হিন্দু-স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীয়মান; সেই পতাকাতলে এই সগর্ব্ব উক্তি কর্‌তেম। আজ আমরা বিধর্ম্মীর অধিকারে, বিধর্ম্মী দরবারে মস্তক অবনত কর্‌তে বাধ্য।

শম্ভাজী। চলুন—আমরা বাড়ী যাই।

শিবাজী। বৎস, উপায় নাই, আর আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি ক'রো না, আমার সমস্ত শিরায় অগ্নি প্রজ্বলিত; যদি সেলাম না দিই, মোগল আর আমাদের গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌তে দেবে না।

শম্ভাজী। সেলাম কর্‌তে ত আমি শিখি নাই, কি ক'রে সেলাম ক'র্ব্বো?

শিবাজী। যখন দরবারে উপস্থিত হবে, একবার দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ ক'রে মস্তক অবনত ক'রো, একবার মহাদেবী ভবানীকে স্মরণ ক'রে মস্তক অবনত ক'রো, আর একবার জন্মভূমির উদ্দেশে সেলাম দিও।

শম্ভাজী। এ আমি পার্‌বো।

শিবাজী। চলো, আমরা প্রস্তুত হইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দিল্লীর দরবার

আওরঙ্গজেব, জাফর খাঁ, রামসিংহ ও ওমরাওগণ

১ ওমরাও। আমাদের ধারণা ছিল, রাজা শিবাজী দস্যুপ্রধান দানবপ্রকৃতিগত একজন হীনচেতা মহারাষ্ট্রীয়; কিন্তু দেখ্‌লেম, সম্পূর্ণ বিপরীত—অতি সজ্জন—অতি সদালাপী।

আও। আপনারা কি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে গমন করেছিলেন?

২ ওম। জাঁহাপনা, রাজা শিবাজীকে দর্শনের জন্য সমস্ত দিল্লীবাসী রাজপথে উপস্থিত হয়েছিল; কুলাঙ্গনারাও প্রাসাদশিখর হ'তে অবলোকন করেছেন। সকলের ধারণা ছিল, মবলারা বর্ব্বর, কিন্তু শিবাজীর সেনারা সুশিক্ষিত, ইতস্ততঃ দৃষ্টিবিহীন প্রণালীবদ্ধ হ'য়ে বীরপদে নগরে প্রবেশ কর্‌লে। এই শিক্ষাবলেই, তারা বহু রণজয়ী।

আও। আপনাদের মধ্যে কেহ তাঁর আবাসে গিয়েছিলেন কি, নচেৎ তাঁর সৌজন্য কির্‌পে অবগত হ'লেন?

১ ওম। জাঁহাপনা, কৌতূহলবশতঃ বান্দা তাঁর সহিত আলাপ কর্‌তে তাঁর গৃহে উপস্থিত হয়েছিল।

আও। বোধ হয়, আপনি একা নন, অনেকেই তাঁর সৌজন্যে বশীভূত হয়েছেন।

২ ওম। সাহানসা, রাজা শিবাজী আলাপের যোগ্য ব্যক্তি।

আও। এখনই তার প্রমাণ প্রদান কর্‌তে পার্‌বেন, তিনি দরবার আগমনে আদেশ পেয়েছেন।

১ ওম। তিনি দরবারে আগমন কর্‌লে, জনাব অবশ্যই তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবেন।

আও। সম্ভব! আমরা রাজা শিবাজীর উদ্দেশে রাজকার্য্য উপেক্ষা ক'রে, অনেক সময় অপব্যয় কর্‌লেম। উজির, রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে বিবাদের কারণ দূর নয়, কিন্তু চিন্তার কারণ নাই; বোধ হয়, রাজা যশোবন্ত সিংহ সে ভার গ্রহণ কর্‌বেন। গোলকোণ্ডা বিজাপুরকে সাহায্য করেছেন, এ সংবাদ আমরা অবগত; সত্বর গোলকোণ্ডায় পত্র প্রেরিত হোক, যে সম্রাট্‌বিরোধী কার্য্যের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কিরূপ অর্থদণ্ড দিতে গোলকুণ্ডা প্রস্তুত?

ওমরাওগণ। (পরস্পর) রাজা শিবাজী আস্‌চেন!—রাজা শিবাজী আস্‌চেন!

আও। আজ দরবার রাজকার্য্যে অমনোযোগী কি নিমিত্ত? (জাফর খাঁর প্রতি) বাঙ্গালা সুশাসিত আপনার নিকট অবগত হলেম।

শম্ভাজীসহ শিবাজীর প্রবেশ

আও। আসুন রাজা শিবাজী!

শিবাজী। (তিনবার সেলাম করিবার ভাণ করিয়া স্বগত) "হরহর মহাদেব"—"জয় মা ভবানী"—"জয় পিতৃদেব!"

শিবাজীকে ভূমি হইতে অনেক দূরে মস্তক নত করিয়া কুর্ণিশ করিতে দেখিয়া, রামসিংহের শিবাজীকে আবরণ করিয়া দণ্ডায়মান হওন

আও। কুমার রামসিংহ, আপনার আবরণে রাজা শিবাজীকে দর্শন কর্‌তে আমি অক্ষম হ'চ্চি।

শম্ভাজী। (সেলাম করিবার ভান করিয়া) "ব্যোম্‌ মহাদেব"—"জয় মা ভবানী"—"জয় জন্মভূমি!"

আও। বালক কি বল্‌ছে?

রাম। দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের প্রতিনিধি সকলের ধারণা, সেই ঈশ্বর উদ্দেশে বালক সেলাম প্রদান ক'চ্চে।

আও। আমার বোধ হয়, রাজা শিবাজী এইরূপ সম্মান প্রদানে সুশিক্ষিত করেছেন।

শিবাজীর নজর প্রদান

এ যে বহুমূল্য দ্রব্য; এরূপ দ্রব্য দিল্লীর ভাণ্ডারে বিরল! কুমার রামসিংহ, রাজার স্থান নিরূপিত হয়েছে, রাজা উপবেশন করুন। আজ হ'তে রাজা পঞ্চহাজারী।

শিবাজী। কুমার, সম্রাটের নিকট আমি সপ্তহাজারীর প্রার্থী।

আও। রাজা দণ্ডায়মান কেন, উপবেশন করুন। অনেক রাজকার্য্য, রাজার সহিত অধিক আলাপ কর্‌বার অবকাশ নাই। মন্ত্রী, অপর কোন কোন পত্রের উত্তর দেয়া আবশ্যক?

রাম। আসুন। (শিবাজীকে লইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গমন)

শিবাজী। সিংহাসন হ'তে এত দূরে আমার স্থান? এ স্থান তো ওমরাও-স্থানে পরিগণিত? দেখ্‌ছি ওমরাও যশোবন্ত সিংহ উপবিষ্ট, এই সকল ব্যক্তির ন্যায় অনেক ওমরাও আমার সেনা পরিচালনা করে। আমি স্বাধীন রাজা, স্বাধীন রাজাও অপর স্বাধীন রাজার সম্মানের নিমিত্ত তাঁর অধীনে সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন; আমি সেই সম্মান প্রদানের নিমিত্ত অষ্টমবর্ষীয় পুত্রের পঞ্চহাজারী পদ প্রার্থনা করি ও স্বয়ং সপ্তহাজারী পদের প্রার্থী হই। আমি যে তাঁর সৈন্যভুক্ত হবো, এরূপ কল্পনা আমার নয়। বাদ্‌সা যখন পঞ্চহাজারী প্রদান কর্‌লেন, আমার অনুমান হলো, সপ্তহাজারীর পরিবর্তে ভ্রমক্রমে পঞ্চহাজারী ব'লে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তা নয়, অপমান করাই তাঁর উদ্দেশ্য! আমি বাদ্‌সা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে অপমান করা যে দিল্লীর সম্রাটের অভ্যাস, এ সংবাদ মেরজা জয়সিংহ আমায় দেন নাই।

রাম। রাজা, রোষপ্রকাশের উপযুক্ত সময় নয়।

শিবাজী। আর উপযুক্ত অনুপযুক্ত কি? যতদূর সম্ভব, সহ্য করেছি; এ অপমান অসহ্য। বাদ্‌সা মুসলমান ব'লে আত্মশ্লাঘা ক'রে থাকেন, মুসলমানের প্রধান ধর্ম্ম অতিথি-সৎকার, কিন্তু সে ধর্ম্মপালন বাদসা করেন না। স্বর্গগত দারাসেকো বাদ্‌সাকে নবাবজি বলে ব্যঙ্গ কর্‌তেন, সে ব্যঙ্গের সার্থকতা আজ উপলব্ধি হ'লো! বাদ্‌সার বল অপেক্ষা ছল প্রধান! বাদ্‌সা পিতার সহিত ছলনা করেছেন, ভ্রাতার সহিত ছলনা করেছেন, অধীনস্থ ব্যক্তির সহিত ছলনা করেছেন, আজ

অতিথির সহিত ছলনা ক'রে কপটীর শীর্ষ-স্থান অধিকার কর্‌লেন।

আও। রামসিংহ, রাজা কি বল্‌ছেন?

শিবাজী। সম্রাট্‌, কুমারকে কি নিমিত্ত জিজ্ঞাসা ক'চ্চেন? আমার বক্তব্য আমার নিকট শুনুন। বাদ্‌সার সৌজন্যব্যঞ্জক পত্রে সৌজন্য-বশতঃ বাদ্‌সাকে সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত দিল্লীতে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু যে বাদ্‌সার পত্র অবিশ্বাসযোগ্য, একথা মুক্তকণ্ঠে বাদসার দরবারে প্রকাশ ক'চ্চি—দিল্লীর বাদ্‌সার বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য নাই। আমায় পঞ্চহাজারী ব'লে অসম্মান ক'রে বাদ্‌সা স্বয়ং সম্মানিত হন নাই। এই পঞ্চহাজারীর ভয়ে ভীত হ'য়ে, বাদ্‌সার অনেক যোগ্য ব্যক্তি মহারাষ্ট্র পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন কর্‌তে বাধ্য হয়েছেন, একথা বাদ্‌সার অবিদিত নয়। আমার অসম্মানে মুসলমান বাদ্‌সা যে অতিথিসৎকারে পরাঙ্মুখ, এই কলঙ্ক আপনার উপর গ্রহণ করেছেন। এরূপ কলঙ্কে যদি বাদ্‌সা লজ্জিত না হন, তাহ'লে বাদ্‌সা-চরিত্র, মানবচরিত্রের বহির্ভূত!

রাম। মহারাজ স্থির হোন, বাদ্‌সার ক্রোধে প্রাণদণ্ড হওয়া সম্ভব।

শিবাজী। কি, আমার প্রাণদণ্ড! কে আমার প্রাণদণ্ড কর্‌বে? আমার প্রাণদণ্ড কর্‌তে কে সাহসী হবে? বাদ্‌সা বিশেষ অবগত আছেন, যে আমার প্রতি বিন্দু রক্তপাতে মহারাষ্ট্রে শত শত শিবাজী সৃষ্টি হবে। এক শিবাজীর জন্য বাদ্‌সা কপটতা অবলম্বনে বাধ্য হ'য়েছেন; কিন্তু এরূপ কপটতা বাদ্‌সার উর্ব্বর মস্তিষ্কে নাই, যাতে এই নব-উত্থিত শিবাজী-চমূকে প্রতারিত কর্‌বেন। দিল্লীর সিংহাসনে ব'সে মহারাষ্ট্র-সিংহনাদে বাদ্‌সা কম্পিত হবেন। বাদ্‌সা যদি অতিথির প্রাণবধ করেন করুন—অতিথিসৎকার মুসলমানের প্রধান ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম বর্জ্জন করেন করুন; কিন্তু দরবার শুনুন, বাদ্‌সা শুনুন, তুচ্ছ প্রাণভয়ে স্বরূপ বাক্য প্রয়োগে কদাচ কুণ্ঠিত হবো না।

আও। কুমার রামসিংহ, দেখ্‌ছি রাজা শিবাজী পথ-শ্রমে অপ্রকৃতিস্থ, ওরে প্রকৃতিস্থ করে সভায় আনা উচিত ছিল।

শিবাজী। শ্রুত আছি, বাদ্‌সা সর্ব্বদা ঘাতকের অস্ত্রভয়ে বর্ম্মাবৃত থাকেন, কিন্তু তা-অপেক্ষা কঠিনতর বর্ম্মে তীক্ষ্ণধার অপবাদ অবরোধ করেন; লজ্জা বা কলঙ্কভয় কখন বাদ্‌সার হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

[শম্ভাজীকে লইয়া শিবাজীর প্রস্থান।

আও। কুমার রামসিংহ, বোধ হয় রাজা পর্ব্বত প্রদেশবাসী, সেই নিমিত্ত মোগলের নিয়মাবলী অবগত নন; যতদিন না নিয়ম শিক্ষা করেন, তাঁর দরবার আগমন নিষেধ। আমরা যে তাঁর নিমিত্ত রাজপরিচ্ছদ, বহুমূল্য রত্ন ও হস্তী উপহার প্রদানে মানস করেছিলেম, রাজা যখন প্রকৃতিস্থ হ'য়ে দরবারে আস্‌বেন, সে সকল উপযুক্ত সময়ে প্রদত্ত হবে। আজ দরবার কিঞ্চিৎ চঞ্চল দৃষ্ট হ'চ্চে, সকলে স্ব-স্থানে গমন কর্‌তে পারেন। উজির, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন।

[জাফর খাঁ ও আওরঙ্গজেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জাফর। বর্ব্বর শিবাজীর প্রতি সাহানসার কি আদেশ, বান্দা অবগত হ'লে সেইরূপ কার্য্য করে।

আও। রাজা উপস্থিত দিল্লীতে বাস করুন, কোতোয়াল সতর্ক থাক্‌বে রাজা স্থানান্তরে না গমন করেন।

জাফর। যেরূপ অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করেছে, তাতে প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।

আও। না, তাতে মহারাষ্ট্র প্রদেশ দমন হবে না। রাজা শিবাজী একজন বীরপুরুষ, যদি উনি ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন, সিংহাসনের একজন প্রধান সহায় হবেন। আমি নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি, রাজা আমার অতিথি, যদি কেহ ঈর্ষাবশতঃ তাঁকে হত্যা কর্‌বার ইচ্ছা করে, আমি তা প্রতিরোধ কর্‌বো, সেই নিমিত্ত কোটালের প্রতি আদেশ, রাজার আবাসস্থান পঞ্চসহস্র প্রহরীর দ্বারা রক্ষিত হোক। রাজা অকারণ আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তিনি পর্ব্বত প্রদেশ অধিকার ক'রে মনে মনে গর্ব্বিত, যে তিনি মোগলের অধীন নন। অবিলম্বেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হবেন যে সমস্ত ভারতবর্ষই মোগলের অধীন। মোগলের অধীনত্ব স্বীকার ব্যতীত ভারতে অবস্থান বিড়ম্বনামাত্র। রাজার বালকপুত্রের দরবারে আস্‌বার নিষেধ নাই; দিল্লীর ঐশ্বর্য্যদর্শনে বালকহৃদয় মুগ্ধ হবে,

পার্ব্বতীয় দৃঢ়তা সে হৃদয়ে স্থান পাবে না। বালক যদি ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, প্রাণ-দণ্ড অপেক্ষা রাজা শিবাজীর অধিক দণ্ড হবে। পুত্রের মমতায় হয়ত রাজা স্বয়ং ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বে। আদেশ পালন করুন।

জাফর। সাহানসা, গোলামের অপরাধ মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়। সম্রাটের প্রতি এরূপ কটু-বাক্য প্রয়োগ, গোলামের অসহ্য; প্রাণদণ্ড ব্যতীত এ বর্ব্বরের অপর দণ্ড নাই।

আও। যে ব্যক্তি ভীরু, প্রাণদণ্ড তার পক্ষে কঠিন দণ্ড; কিন্তু যে ব্যক্তি অসি হস্তে শত শত যুদ্ধে সকলের অগ্রগামী, দিল্লীর দরবারে সে কটুবাক্য প্রয়োগে সঙ্কুচিত নয়, অপমান অপেক্ষা যার মরণ শ্রেয়ঃজ্ঞান, তার নিকট প্রাণ-দণ্ড অতি সামান্য দণ্ড। যথাবিধি দণ্ড প্রদান কর্‌তে যদি অসমর্থ হতেম, দিল্লীর রাজদণ্ড বলে গ্রহণ কর্‌তে সক্ষম হতেম না, আল্লা কদাচ সে রাজদণ্ড আমার হস্তে অর্পণ কর্‌তেন না! গর্ব্বিত রাজা শিবাজীর উপযুক্ত দণ্ডবিধান হয়েচে। সঙ্কীর্ণ কারাবাসে স্বাধীন পর্ব্বত-বিহারীর হৃদয় দিন দিন সঙ্কুচিত হবে। এবার যেদিন পুনরায় রাজাকে দরবারে দেখবেন, সেদিন এরূপ উন্নত মস্তক দেখ্‌বেন না, এরূপ ভূমি স্পর্শ না ক'রে সেলাম দিতে দেখ্‌বেন না, এরূপ অসংযত বাক্‌পটুতা দেখ্‌বেন না। যথা-বিধি বাদ্‌সাকে সেলাম দিয়ে নতশিরে কর-যোড়ে দণ্ডায়মান দেখবেন। সিংহ যেমন আবদ্ধ হ'য়ে বাজীকরের সহিত ক্রীড়া ক'রে দর্শকের আনন্দ-উৎপাদন করে, এই পর্ব্বতসিংহ সেই-রূপ নিজ উগ্রতা পরিহার ক'রে ক্রীড়ার সিংহের ন্যায় বশবর্ত্তী হবে। আজ্ঞা পালন করুন, শত্রু দমনের চিন্তাভার গ্রহণের প্রয়োজন নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

দিল্লী—শিবাজীর আবাস-কক্ষ

শিবাজী ও শম্ভাজী

শিবাজী। মিথ্যা—মিথ্যা—সকলই মিথ্যা! আমার জন্ম মিথ্যা—ভবানীর পুত্র মিথ্যা, দাদোজী কোণ্ডের উপদেশ মিথ্যা, মাতার মুখে পুরাণ শ্রবণ মিথ্যা—দেবদেবী সমস্ত মিথ্যা—ধর্ম্ম মিথ্যা—কর্ম্ম মিথ্যা; মিথ্যা ধর্ম্মসংস্থাপনে কেন প্রাণপণ করেছি! যাক্‌, মহারাষ্ট্র অতল সলিলে নিমগ্ন হোক—মহারাষ্ট্র জাতির উচ্ছেদ হোক! কেন?—এ অপমান সহ্য ক'রে কেন এ দেহভার বহন কর্‌বো?

শম্ভাজী। পিতা আপনি এরূপ ক'চ্চেন কেন?

শিবাজী। কেন? আমার কার্য্যের অবসান হয়েছে। আমি পবিত্র বৃন্দাবন মথুরা বারাণসী দর্শন ক'রে গঙ্গা-যমুনায় অবগাহন ক'রে কীর্ত্তির চূড়াস্বরূপ বিধর্ম্মীকে সেলাম প্রদান করলেম! বংশধরকে বিধর্ম্মীর তক্তে সেলাম দিতে দীক্ষা দিলেম! স্বয়ং কলুষিত হলেম, পুত্রকে কলুষিত কর্‌লেম, হিন্দুগৌরব কলুষিত কর্‌লেম, জাতীয় অভিমান কলুষিত কর্‌লেম? এখন মহারাষ্ট্র নামে লোকে উপহাস কর্‌বে! শিবাজী নামে লোকের ঘৃণার উদ্রেক হবে, এই কি পরিণাম!

শম্ভাজী। পিতা, অমন কর্‌বেন না, আমার কান্না আস্‌ছে।

শিবাজী। কাঁদো—কাঁদো—চক্ষের জলে তোমার পাপ ধৌত হোক, চক্ষের জলে তোমার কোমল দেহ জলময় হোক্‌ আমার চক্ষে জল নাই—হৃদয়তাপে সমস্ত বারি শুষ্ক হ'য়েছে!

শম্ভাজী। পিতা, আর অমন কর্‌বেন না, আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে!

শিবাজী। আর প্রাণে প্রয়োজন কি? মোগল বন্দী—মোগলের দাস। যাও—যাও, সরে যাও,—আমার নিকট থেকো না। তীক্ষ্ন তরবারি, কেন আর কোষে আবদ্ধ আছ! অনেক বিধর্ম্মী-শোণিত পান করেছ, আমিও আজ বিধর্ম্মী, বিধর্ম্মীর দাস—আমার শোণিত পান ক'রে তৃপ্ত হও।

তরবারি উন্মোচন করিয়া মূর্চ্ছা ও
শম্ভাজী কর্ত্তৃক হস্তধারণ

বৈদ্যবেশী গঙ্গাজীর প্রবেশ

গঙ্গাজী। মহারাজের হস্ত পরিত্যাগ করো, বলো,—জয় মা ভবানী।

শম্ভাজী। জয় মা ভবানী—জয় মা ভবানী!

শিবাজী। (অজ্ঞান অবস্থায়) শিব্বা, আজ তুমি বিশ্বাসহারা কি নিমিত্ত? তুমি আমার

পুত্র, তোমার পরাজয় কোথায়? স্মরণ করো— বাল্যকালে সুষুপ্ত অবস্থায় রাজ-স্বপ্ন আমিই প্রদান করেছি, শতদুর্গ আক্রমণে আমিই তোমার অগ্রগামী, কে তোমার অপমান কর্‌বে? তুমি কোথায় অপমানিত হয়েছ? যে আওরঙ্গ-জেবের সভায় ভারতের সমস্ত নবাব-সুলতান, রাজা-মহারাজ, আমীর-ওমরাও বাঙ্‌নিষ্পত্তি কর্‌তে সাহস করে না, যাঁর আজ্ঞা ব্যতীত উত্থান-উপবেশনে কেউ সক্ষম নয়, সেই সভা তুমি বিনা সেলামে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছ। তোমায় বন্দী কর্‌বে এরূপ তুমি মনে স্থান দাও? তুঙ্গ পর্ব্বত-শিখরে বজ্রোপম লৌহগৃহে আবদ্ধ ক'রে কেউ তোমায় বন্দী কর্‌তে পার্‌বে না। আমি আমার কার্য্যে তোমায় দিল্লীতে এনেছি, আবার আমার কার্য্যে তোমায় পুনরায় মহারাষ্ট্রে ল'য়ে যাবো। তখন তুমি বুঝ্‌বে, কি সম্মানের নিমিত্ত তোমায় দিল্লীতে মোগলের নিকট উপস্থিত করেছি। স্থির হও।

শিবাজীর প্রকৃতিস্থ হওন

গঙ্গাজী। (শিবাজীর অচেতন অবস্থায় "দেবীবাক্য" সঙ্গে সঙ্গে ছুরিকা দ্বারা দেওয়ালে লিখিয়া) জয় মা ভবানী! জয় মা ভবানী!

শম্ভাজী। জয় মা ভবানী!

শিবাজী। কে এসেছে—কে এসেছিল?

গঙ্গাজী। দেখুন—কে এসেছিল, তাঁর বাক্য আমি ছুরিকা দ্বারা দেওয়ালে লিখেছি।

শিবাজী। (লেখা পাঠ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক) মা অসুরনাশিনী, অবোধ সন্তানকে মার্জ্জনা করো। (গঙ্গাজীর প্রতি) আপনি কে?

গঙ্গাজী। আমি বৈদ্য।

শিবাজী। বৈদ্য?

গঙ্গাজী। সংবাদ পেলেম আপনি রুগ্ণ, তাই উপস্থিত হয়েছি।

শিবাজী। কে সংবাদ দিলে?

গঙ্গাজী। সংবাদ যে দিক, মহারাজ শিবাজী যে পীড়িত এ ত প্রত্যক্ষ। নচেৎ হিন্দুর গৌরব, হিন্দুর আশা-ভরসা শিবাজী কি বিপদে কাতর হন? তাঁর হৃদয়ে কি কখন নৈরাশ্য আশ্রয় করে? তাঁর ধৈর্য্য কি বিচলিত হয়? তিনি কি স্বদেশের, স্বজাতির, স্বধর্ম্মীর মমতা পরিত্যাগ কর্‌তে পারেন? তিনি কি নিজ অস্ত্রে আত্মহত্যার উদ্যম করেন?

শিবাজী। কে তুমি?—গঙ্গাজী?

গঙ্গাজী। বৈদ্য বলায় আপনার হানি কি?

শিবাজী। হ্যাঁ গঙ্গাজী, তুমি বৈদ্যই বটে। আমি পীড়িত।

গঙ্গাজী। পীড়ার ত চিকিৎসা কর্‌বো?

শিবাজী। বটে বটে—দৈবকার্য্যও চাই। গঙ্গাজী, গঙ্গাজী, তোমার অভিপ্রায় আমার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে। তুমি কি পদব্রজে দিল্লী অবধি এসেছ?

গঙ্গাজী। মহারাজের নিকট ত মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস নাই।

শিবাজী। অকারণ কেন এত কষ্ট কর্‌লে?

গঙ্গাজী। কষ্টের উপযুক্ত পুরস্কার পাবার প্রত্যাশায়।

শিবাজী। গঙ্গাজী, তোমার যোগ্য পুরস্কার ত পৃথিবীতে নাই।

গঙ্গাজী। আছে — মহারাজ শিবাজীর মুক্তি।

শিবাজী। গঙ্গাজী, তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা পরাজিত। তোমার বৈদ্য-বেশ দর্শনে আমার মনে একটি কৌশলের উদয় হ'চ্চে, বোধ হয় তুমিও মনে মনে সেইরূপ যুক্তি করেছ। আমার মনে হ'চ্চে আমি রুগ্ণ, এই কথা প্রচার করি, তোমার দ্বারা চিকিৎসাও হোক, আর দৈবশান্তির নিমিত্ত দেবস্থানে, পীরের স্থানে প্রতি শুক্রবার মিষ্টান্ন প্রেরণ করি।

গঙ্গাজী। মহারাজ এ অতি উত্তম যুক্তি, কিন্তু এ যুক্তি আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। আমি ভেবেছিলেম, রোগী রাজা শিবাজীর পরিবর্ত্তে বৈদ্য শিবাজী বাইরে যাবে, আর বৈদ্যরাজ স্বয়ং রোগী হবেন।

শিবাজী। না গঙ্গাজী, তাহ'লে শম্ভা মোগল-করগত থাক্‌বে, আমিও পলায়নের জন্য প্রস্তুত নই, সম্ভবতঃ মোগল কর্ত্তৃক ধৃত হবো, আর তোমারও কঠোর দণ্ড হবে। আমি জানি

কঠোর দণ্ড তুমি তৃণজ্ঞান করো, কিন্তু যা সদ্‌যুক্তি তাই করা শ্রেয়ঃ। সতর্ক মোগলকে পরাজিত করা সময়-সাধ্য।

গঙ্গাজী। মহারাজ, বামুনে বুদ্ধির আর কত দৌড়! আমি নিত্য আপনাকে দেখ্‌বার ছলে আস্‌বো, যেরূপ আদেশ করেন, পালন কর্‌বো।

রামসিংহের প্রবেশ

রাম। মহারাজ, পিতা আমার মস্তক বিষম কলঙ্কভারে অবনত করেছেন; আপনাকে বন্দী করাই বাদ্‌সার উদ্দেশ্য। এ-পুরী প্রহরী-বেষ্টিত। পিতাকে পত্র লিখেছি: মুক্তির উপায় ত কিছু দেখি না।

শিবাজী। রাজকুমার, আমার নিমিত্ত চিন্তিত হবেন না। আমার এক আবেদন, আমার সহিত যে সকল মবুলা সৈন্যেরা দিল্লী আগমন করেছে, এ স্থানের জলবায়ু তাদের অসহ্য, বাদ্‌সার আদেশ পেলে, তারা গৃহে প্রত্যাগমন করে।

রাম। মহারাজ, এ আবেদন বাদ্‌সা আহ্লাদের সহিত গ্রহণ কর্‌বেন, কিন্তু মুক্তির একমাত্র উপায় মহারাজ পরিত্যাগ ক'চ্চেন।

শিবাজী। এক সহস্র মাত্র মবুলা মোগল রাজধানী হ'তে আমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। যদিচ জনে জনে তারা আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাতে কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। তারা মহারাষ্ট্রে প্রত্যাগমন কর্‌লে, আমার বন্ধুরা সংবাদ প্রাপ্ত হবেন। তাঁরা আমার মুক্তির উপায় অবশ্য কর্‌বেন।

রাম। ভাল, মহারাজের যেরূপ অভিরুচি। এক নিবেদন, দিল্লীশ্বর আপনার পুত্রের সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন: যদি অনুমতি করেন, সময়ে সময়ে কুমারকে ল'য়ে দরবারে উপস্থিত হই।

শিবাজী। আমার কোন আপত্তি নাই।

শম্ভাজী। না—আমি যাবো না।

শিবাজী। যাও বাবা, রাজকুমার আমার পরম আত্মীয়, তিনি যা বলেন, সেইরূপ করো। (স্বগত) পিতা—পিতা—স্বর্গ হ'তে দেখুন, আবার বিধর্ম্মীর দরবারে পুত্রকে প্রেরণ করতে আমি বাধ্য। আমি বাল্য-চাপল্য বশতঃ আপনার বাক্য উপেক্ষা করেছিলেম, তার সম্পূর্ণ প্রতিফল।

রাম। মহারাজ কি ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছেন?

শিবাজী। রাজকুমার, ক্ষুণ্ণ হবার কারণের অভাব নাই। এসো শম্ভা, তোমায় দরবারের পরিচ্ছদে স্বহস্তে সজ্জিত ক'রে দিই।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রায়গড়—শিবাজীর অন্তঃপুর

সইরাই ও পুতলাবাই

সই। পুতলা, একি, তুই এরূপ কাতর হচ্ছিস কেন? আমরা ক্ষত্রিয় রমণী, স্বামী সর্ব্বদাই সঙ্কটমধ্যে বিচরণ করেন, এতে আমাদের কাতর হওয়া উচিত নয়! তুই এতদিন ত আনন্দ কচ্ছিলি? আজ তিন দিন এমন ব্যাকুল হচ্ছিস কেন?

পুতলা। দিদি, যখন আমরা বৃন্দাবন, মথুরা, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করেছি, তখন আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলেম, যখন পবিত্র-সলিলা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীতে অবগাহন করেছি, তখন পবিত্রমনে স্বামীর অনুগমন করেছি। এখন আমরা বন্দী, প্রভুকে বিষণ্ন দেখ্‌ছি, তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছেন, তিনি দিবারাত্র চিন্তামগ্ন, আমি আনন্দ কর্‌বো কেমন ক'রে?

সই। তুই আয়—মা তোরে দেবী মন্দিরে ডাকছেন?

পুতলা। কেমন ক'রে যাবো, চতুর্দ্দিক্‌ মোগল প্রহরী বেষ্টিত, আমার ত যাবার উপায় নাই।

সই। কি পাগলের মত বক্‌চিস্‌?

পুতলা। ঐ দেখো—ঐ দেখো দিদি, চতুর্দ্দিকে সতর্ক প্রহরী বিচরণ ক'চ্চে, ঐ শোন,—কঠোর নাদে অধ্যক্ষরা সতর্ক ক'চ্চে, বিনা অনুমতিতে কেউ না পুরের বাহিরে গমন করে। ঐ শোন—মহারাজকে বন্দী ক'রে প্রহরীরা উপহাস ক'চ্চে, কেহ কেহ কটুবাক্য প্রয়োগ ক'চ্চে। আমি প্রহরীশ্রেণী ভেদ ক'রে কেমন ক'রে যাবো?

একদিকে জিজাবাই ও অন্যদিকে তানাজী, মোরোপন্ত, নীলোপন্ত ও কৃষ্ণাজীর প্রবেশ

তানাজী। মা আমরা মহারাণী পুতলা-দেবীর পত্র পেলেম, ঘোর বিপদ্ উপস্থিত! এ সংবাদে কিরূপে স্থির থাক্‌বো? মার্জ্জনা করুন, অন্তঃপুরে প্রবেশ রাণীর আজ্ঞা।

জিজা। পুতলা, এ কি তোর উন্মত্ততা? তুই রাজকর্ম্মচারীদের নিকট পত্র কি নিমিত্ত প্রেরণ করেছিস্? কেন এই সকল বীরপুরুষ-দের উৎকণ্ঠিত করেছিস? দিন দিন তোর এ কি আচার? তুই কুলনারী, রাজকর্ম্মচারীদের কি নিমিত্ত পত্র লিখেছিস্?

পুতলা। কেন মা তিরস্কার ক'চ্চ? সংকটে রাজকর্ম্মচারীদের সংবাদ না দিয়ে কিরূপে স্থির থাক্‌বো? প্রভু মোগলের বন্দী, মোগল কর্ম্মচারীরা প্রভুর প্রাণবধের নিমিত্ত বার বার বাদ্‌সাকে উত্তেজিত ক'চ্চে, প্রভু সহায়বিহীন। কয়জন পারিষদ মাত্র সহায়, তারাও একরূপ প্রভুর সহিত বন্দী। এরূপ সংকটে কর্ম্মচারী-দের আহ্বান না কর্‌লে কে প্রভুকে উদ্ধার কর্‌বে? মাগো, কর্ম্মচারিবৃন্দের রাজাকে রক্ষা ব্যতীত উচ্চ কার্য্য কি আছে? প্রভু বন্দী অবস্থায় অবস্থান কর্‌লে কি রাজকার্য্য হবে? বিপক্ষ আক্রমণ কার বাহুবলে নিবারিত হবে? মহারাষ্ট্র কে রক্ষা কর্‌বে? বীরবৃন্দ, আমার করজোড়ে মিনতি, মহারাজকে রক্ষা করুন, নচেৎ স্বদেশ হিতের যত অনুষ্ঠান করছেন, সকলই বিফল হবে। এখনি উপায় বিধান করুন।

জিজা। পুতলা, স্থির হ! তোর কথা যদি সত্য হয়, যদি যেরূপ অবস্থা বর্ণনা কর্‌লি সত্য হয়, তথাপি রাজকার্য্যে তোর হস্তক্ষেপ কি নিমিত্ত? রাজকর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য, তোর উত্তেজনার অপেক্ষা করে না। তুই কুলস্ত্রী, কুলস্ত্রীর আচার কর্, পতির সংকটে ক্ষত্রিয় রমণী দেবারাধনা করে, সেই দেবারাধনায় নিযুক্ত হও। মা কেঁদো না, তোমার এ অনুচিত কার্য্য হয়েছে, এ কার্য্যে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। দিবারাত্র চিন্তা ক'রে তোমার মস্তিষ্ক বিকল হয়েছে। শিবাজী আমার সামান্য নয়, ভবানীর পুত্র, তার বিপদ্ আশংকা কর্‌লে ভবানীর অসম্মান হয়। তার অমঙ্গল সম্ভাবনা? যদি সত্যই বিপদ্ হ'য়ে থাকে, বিপদ্-উদ্ধারিণীকে ডাকো। এরূপ আচরণে শিব্বার নিকট তিরস্কারভাজন হবে।

পুতলা। মা আমি দাসী, তিরস্কার-পুরস্কারের প্রার্থী নই, তাঁর সেবার প্রার্থী, তাঁর শ্রীচরণ-প্রার্থী। মাগো, আমি কেমন ক'রে স্থির থাক্‌বো! ঐ যে, ঐ যে প্রহরীগর্জ্জন শুন্‌তে পাচ্চি, এই যে তিনি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে শয্যা-শায়িত। মা মা, কি হবে? (মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণাজী। মা, এ'র কথা উপেক্ষা কর্‌বেন না। যেদিন আমি বিজাপুরের পক্ষে আফ্‌জল খাঁর দূত হ'য়ে, মহারাজ শিবাজীর অতিথি হই, রজনীযোগে যখন মহারাজ শিবাজী আমার অতিথি হন, সেই সময়ে তাঁর বামপার্শ্বে এই রমণী মূর্ত্তি আমি দর্শন করেছি। তখন আমার মনে হলো, এ দৃষ্টিভ্রম, এখন মনে হচ্চে এই সাধ্বীই মহারাজের রাজশক্তি, এ'র শক্তিতেই মহারাজ বলবান্, এ'র ভাগ্যেই মহারাজ রাজ্যেশ্বর। যাই হোক কথার সময় নাই, আমি বিদায় হলেম। আমি আজই দিল্লী যাত্রা কর্‌বো। আমার সমস্ত বিশ্বাস হচ্চে, দেখি যদি এই ব্রাহ্মণ কাষ্ঠবিড়ালীর দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হয়!

তানাজী। মা, আমায় দূত সংবাদ দিলে, একটা জনশ্রুতি এইরূপ যে দিল্লীতে মহারাজ আবদ্ধ। যদি সত্য হয় আমাদের কি কর্ত্তব্য?

জিজা। বাবা, তোমাদের কর্ত্তব্য, তোমরা জানো, আমি স্ত্রীলোক, আমায় কি বল্‌ছ? আমার এই মাত্র ধারণা, যে তোমাদের মহারাজ যেরূপ আদেশ দিয়েছেন, সেই কার্য্য সমাধান করা তোমাদের কর্ত্তব্য। যদি শিব্বা সত্যই বন্দী হ'য়ে থাকে, তার অনুপস্থিতিতে যেরূপ তার আদেশ, সেইরূপ তোমরা পালন করো।

তানাজী। মা, জনশ্রুতি শ্রবণে আমরা অধীর হয়েছি। মহারাজ আমাদের জীবন, আমরা দেহমাত্র। বল নাই, বুদ্ধি নাই, সমস্ত শূন্যজ্ঞান হ'চ্চে। যদি মহারাজ বন্দী হ'য়ে থাকেন, কি নিমিত্ত জীবন ধারণ কর্‌বো? রাজপুতেরা যেমন জহরব্রত অবলম্বন ক'রে সদলে বিনষ্ট হতো, আমরাও সেইরূপ মোগল-রাজ্য আক্রমণ ক'রে জীবন অর্পণ কর্‌বো। ক্ষুদ্র পদাতিক হ'তে উচ্চ সেনানায়ক পর্য্যন্ত

সকলের এই সংকল্প; আপনার কিরূপ আজ্ঞা?

জিজা। তানা, এ মহারাষ্ট্রের যোগ্য সংকল্প নয়, শিব্বা কে? শিব্বা জন্মভূমিবৎসল—এইজন্য শিব্বা প্রধান। শিব্বা জন্মভূমির শত্রুবিনাশে কৃতসংকল্প, এইজন্য শিব্বা মহারাষ্ট্রের প্রিয়, শিব্বা জন্মভূমির কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেছে, এইজন্য শিব্বা বীরাগ্রগণ্য! শিব্বা জন্মভূমির হিতসাধনে তৎপর, এইজন্য শিব্বা রাজা। শিব্বা ধর্ম্মসংস্থাপক, এইজন্য ভবানীর প্রিয়পুত্র ব'লে প্রমাণ। শিব্বার কার্য্যই প্রশংসার, নচেৎ শিব্বা সামান্য নরদেহধারী। এমন শত শিব্বা যদি মুসলমান-কারাগারে আবদ্ধ হয়, তথাপি জন্মভূমির কার্য্যে তোমাদের তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য; জন্মভূমির কার্য্য শিব্বার প্রিয় কার্য্য, তোমরা সেই প্রিয় কার্য্য সাধন ক'রে শিব্বার বন্ধু। তোমরা সকলে জানো, শিব্বার জন্মদাতা যখন বিজাপুরে বন্দী, যখন তাঁর জীবন সংশয়, তখনও শিব্বা একদিনের নিমিত্ত কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হয় নাই। তোমরাও সেই উচ্চ আদর্শ অনুকরণ করো, জন্মভূমিবৎসল তোমাদের বন্ধু হোক, জন্মভূমির কার্য্যে তোমাদের কর্ত্তব্য হোক, জন্মভূমির কার্য্যে জীবন ধারণ করো, জন্মভূমির কার্য্যে সর্ব্বদা জীবন বিসর্জ্জনে প্রস্তুত থাকো। মনুষ্যত্ব লাভ কর্‌বে, গৌরব লাভ কর্‌বে, জনে জনে শিব্বার ন্যায় কীর্ত্তিমান্ হবে, যাও জনে জনে স্বকার্য্য সাধনে মনোনিবেশ করো!

তানাজী। মা! মহারাজের অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণে আমরা কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত থাক্‌বো?

জিজা। সংবাদ জনশ্রুতি, মাত্র, আর পতিবিরহবিধুরা উন্মাদিনী পুতলার প্রলাপ! পুতলা দৈবদৃষ্টিসম্পন্না হ'লেও কার্য্যস্থলে স্বপ্ন বা উচ্ছ্বাসের উপর নির্ভর করা কদাচ যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু যদি সংবাদ সত্যই হয়, তোমাদের অভিপ্রায় কি?

তানাজী। আপনার চরণে ত অগ্রেই নিবেদন কর্‌লেম। লক্ষ সৈন্য ল'য়ে চতুর্দ্দিক্ হ'তে দিল্লী আক্রমণে অগ্রসর হবো! মহারাজ বন্দী, আমরা প্রতিজনে সহস্র ব্যক্তিকে প্রতিরোধ কর্‌তে সমর্থ হবো। মোগলকে কম্পিত কর্‌বো! দিল্লীর সিংহাসনে কপট বাদ্‌সা সত্রাসে আমাদের সিংহনাদ শ্রবণ কর্‌বে। যদি কৃতকার্য্য না হ'তে পারি, জীবন বিসর্জ্জন দেবো, এই আমাদের সংকল্প।

জিজা। বালিকা পুতলার প্রলাপ অপেক্ষা তোমাদের এ বীরত্ব প্রলাপ মাত্র। তোমাদের জন্মভূমি কার হস্তে অর্পণ কর্‌বে? মহারাষ্ট্রীয় বালক রমণীগণকে কে রক্ষা কর্‌বে? রাজপুতের জহরব্রত গৌরবের বটে কিন্তু ফলপ্রদ নয়। বিশাল রাজপুতানা আমার বাক্যের সার্থকতা প্রদান ক'চ্চে। রাজপুত আজ মোগল অধীন। মহারাষ্ট্রের সংকল্প নিষ্ফল গৌরব নয়—গৌরব কার্য্য সম্পন্ন, গৌরব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপন! মহারাষ্ট্র-রমণী এমন কেহই নেই যে অগ্নি অপেক্ষা পর-পরশন তীব্রতর জ্ঞান না করে। ঘরে ঘরে সহমৃতা তার প্রমাণ; কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রতি মহারাষ্ট্র-রমণীর লক্ষ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনে সন্তানকে দীক্ষিত করা তাদের কার্য্য! অহেতু শত্রুভয়ে অগ্নিপ্রবেশ তাদের সংকল্প নয়। মহাকার্য্যে ব্রতী হয়েছ, মহাকার্য্য সাধন করো। শিব্বা বন্দী, এ কথা শ্রবণে শত্রুরা মহারাষ্ট্র আক্রমণ কর্‌তে অগ্রসর হবে, তোমরা সেই শত্রু নিবারণে প্রস্তুত হও। শিব্বা ভবানীর পুত্র, তার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়ো না। যদি সে বন্দী হ'য়ে থাকে, স্বয়ং ভবানী তাকে উদ্ধার কর্‌বে। কর্ত্তব্য পালন করো, রাজমাতার আদেশ।

তানাজী। বীর জননী, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

[তানাজী প্রভৃতির প্রস্থান।

জিজা। মা, কি হলো মা! শিব্বা কি সত্যই মোগল কারাগারে? আহা বাছা যে আমার মুখপানে চেয়ে বিদায় ল'য়ে গেছে! আমি তো বলি নাই, শিব্বা, সঙ্কটে যেও না। মা ভবানী, কি কর্‌লে?

সই। মাগো, সত্যই যদি মহারাজ আবদ্ধ হ'য়ে থাকেন, মহারাজের আদর্শে মহারাষ্ট্রবাসী জনে জনে এর প্রতিবিধানের নিমিত্ত প্রাণ উৎসর্গ কর্‌বে! ঘরে ঘরে বীর নারী একমাত্র পুত্রকে প্রাণদানে উত্তেজিত করবে; চতুর্ব্বর্ণ একপ্রাণে অস্ত্রধারণ ক'রে বিপক্ষ বিতাড়িত কর্‌বে! বীরনারী স্বহস্তে বেণীছেদন ক'রে

ধনুর্গুণ নির্ম্মাণ করবে! অলঙ্কারে তীরফলক প্রস্তুত করবে। দীনবেশে দেশে দেশে ভিক্ষা ক'রে রণব্যয়ের অর্থ সংগ্রহ কর্‌বে! মা, যখন বীর পুত্র প্রসব ক'রেছ, আমরা যখন বীর স্বামী বরণ করেছি, দিন দিন ত আমাদের এই-রূপ সঙ্কট আশঙ্কা। শত্রু-কারাগার, রণভূমি এ সকল ত দিবারাত্র চক্ষুর উপর বিরাজ করে,—আজ কেন আমরা কাতর হবো! তুমি বার বার বলো—তিনি ভবানীর পুত্র, ভবানীর প্রতি কেন আমরা বিশ্বাসহারা হই?

পুতলা। (উত্থিত হইয়া) মা, মা, ভবানী এসেছেন, ভবানী আশ্বাস দিচ্ছেন, ভবানী উদ্ধার কর্‌বেন বল্‌ছেন। মহামায়া সকলকে মুগ্ধ কর্‌বেন, মায়া প্রভাবে প্রহরীরা মুগ্ধ হবে, তীব্রদৃষ্টি সম্রাট্‌ও প্রতারিত হবে। জয় ভবানী—জয় ভবানী—আর চিন্তা নাই। মা, ভবানী সংবাদ দিতে আমায় পাঠিয়েছেন। মা—মা—এসো এসো—সহস্র রক্তোৎপল তুলে দেবী-পূজা করি গে।

জিজা। মা, মুখ তুলে কি চেয়েছ মা!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

দিল্লী—শিবাজীর আবাস-কক্ষ

শিবাজী, গঙ্গাজী, হীরোজী ও পারিষদগণ

শিবাজী। দেখুন, আজ মা ভবানীকে স্মরণ ক'রে বহির্গত হই।

গঙ্গাজী। মহারাজ, আজই পেটিকামধ্যে সপুত্র পলায়ন করুন। প্রহরীরা এখন আর পেটিকা অনুসন্ধান করে না, প্রতি শুক্রবারে দেবস্থানে মিষ্টান্ন প্রেরিত হয়, এই তাদের ধারণা।

শিবাজী। (হীরাজীর প্রতি) কি বলেন, মা ভবানীকে স্মরণ ক'রে পেটিকার মধ্যে প্রবেশ করি?

হীরোজী। মহারাজ শঙ্কা দূর হ'চ্চে না। মব্‌লা সৈন্যরা থাক্‌লে ভাল হতো, যদি ধৃত হন, কতকটা তারা বাধা প্রদান কর্‌তো।

শিবাজী। অগণন মোগল সৈন্যের মাঝে প্রাণ দিতে পার্‌তো, আমার পলায়নের বাধা ব্যতীত সাহায্য হতো না। আমরা পেটিকার মধ্যে প্রবেশ করি, আপনারা সামান্য মব্‌লা-বেশে আমাদের দু'জনকে বহন ক'রে লয়ে যান। আর বহুদিন হ'তে আমি পীড়িত, এ কথা প্রকাশ আছে, আজ আমার পীড়া বৃদ্ধি হয়েছে, কেহ না বিরক্ত করে, এ কথা প্রহরীদের জানান।

হীরোজী। আমি এই সংবাদ দিয়ে, আপনার বেশ পরিধান ক'রে আপনার শয্যায় শয়ন কর্‌বো। ভৃত্যরা যদি কেউ প্রবেশ করে বা প্রহরীরা গোপনে অনুসন্ধান করে, দেখবে যে আপনি শয্যায় আছেন।

শিবাজী। আপনি কিরূপে পলায়ন কর্‌বেন?

হীরোজী। কল্য আমি নিজবেশে কোনও ঔষধের নিমিত্ত গমন ক'চ্চি, প্রহরীদের বল্‌বো। প্রহরীরা আমায় যাবার নিষেধ কর্‌বে না; কিন্তু মশায়, আমার চিন্তা হ'চ্চে।

গঙ্গাজী। কোন চিন্তা নাই। আমি প্রহরীদের সহিত বিশেষ আলাপ করেছি, আমি ভাং-মিশ্রিত মিষ্টান্নে তাদের বুদ্ধিশক্তি আবরিত কর্‌বো। চলুন, আমরা প্রচার করি, মহারাজের বড় পীড়া; মঙ্গল-কামনায় কালও মিষ্টান্ন প্রেরণ করা যাবে।

[গঙ্গাজীর প্রস্থান।

পেটিকা লইয়া দুইজন মব্‌লা ও শম্ভাজীর প্রবেশ

শিবাজী। এসো বৎস, আজ আমাদের এই অপূর্ব্ব যাত্রা।

শম্ভাজী। মহারাজ, এতে যেতে পার্‌বো?

শিবাজী। 'পার্‌বো না', জেনো এ কথা মহারাষ্ট্র ভাষায় নাই। কেবল হীনকার্য্য কর্‌বো না—এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

পেটিকায় শিবাজী ও শম্ভাজীর প্রবেশ

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

দিল্লী—শিবাজীর আবাস-বাটীর তোরণ

গঙ্গাজী ও জমাদার

গঙ্গাজী। (মিঠায়ের চুপ্‌ড়ি হস্তে) আরে, খাও না জমাদার সাহেব, খাও না।

জমাদার। রাজা কেমন আছেন, জানো?

গঙ্গাজী। আরে, দিন কতক ব্যারাম গড়ালেই ত ভালো। ব্যামো ভাল হ'লে ত আর মিষ্টান্ন বিতরণ হবে না।

জমাদার। এ রাজাটার কত রোপেয়া? বাদ্‌সার মাফিক খরচ ক'চ্চে। হিন্দু-ফকির মুসলমান-ফকিরকে দেদার দিচ্চে; আর প্যাঁটরা প্যাঁটরা ভর্ত্তি ক'রে মেঠাই ভেজ্‌চে!

গঙ্গাজী। প্যাঁটরা ক'রে মেঠাই পাঠায়!

পেটিকা লইয়া ভৃত্যগণকে গমন করিতে দেখিয়া

ঐ অত বড় প্যাঁটরা সব, মেঠাইয়ে ভর্ত্তি, খুলে দেখনি ত! আমার অম্‌নি লোলা সক্‌ সক্‌ করতে থাকে। মনে হয় যে, ঐ প্যাঁটরার মত পেট হ'তো, দু'হাতে মেঠাই খেতুম। দেখো না দেখো না—একটা প্যাঁটরা খুলে দেখো না—মেঠাইয়ে সব ভর্ত্তি!

জমাদার। আরে, আমরা ঢের দেখেছে! আগে আগে আমরা প্যাঁটরা না দেখে কি ছেড়ে দিতো! ভাব্‌ছি, রাজাটা মারা যাবে। আজ খবর পেলো, শুয়েছে। হকিম বলেছে, কেউ গোলমাল না করে।

গঙ্গাজী। তাহ'লেই ত মুস্কিল, আর মেঠাই খেতে পাবো না,—তোমায় কে ব'ল্লে—তোমায় কে ব'ল্লে?

জমাদার। ঐ হীরোজী। বাদ্‌সাকে রোজ খবর ভেজি কিনা; সেই ব'ল্লে বড় অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে, বেশীদিন আর টে'কে না!

গঙ্গাজী। আজ্‌কের দিন ত মেঠাই খেয়ে নি!

জমাদার। খুব খাচ্চে—খুব খাচ্চে।

মত্ত অবস্থায় কতকগুলি প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরীগণ। বড় জবর মেঠাই—বড় জবর মেঠাই! বামুন, আর গোটা কতক দে!

গঙ্গাজী। না, এ মেঠাই আমি খাবো, আর আদ্দেক জমাদার সাহেব খাবে।

জমাদার। দে—দে—আমার মুখে গুঁজে দে।

গঙ্গাজী। জমাদার সাহেব তুমি খাও; ঐ হীরোজী আস্‌ছে, খবরটা নিই।

জমাদার। বাঃ বাঃ—বড় জবর!

হীরোজীর প্রবেশ

গঙ্গাজী। (জনান্তিকে) কি সংবাদ!

হীরোজী। (দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গী করিয়া জনান্তিকে) ভোরের বেলায় যে পেটিকা পীরের দরগায় যাবার ভাণে মব্‌লারা মাথায় ক'রে নিয়ে গেছে, সেই পেটিকায় মহারাজ সপুত্র গমন করেছেন। আর আর পারিষদেরা পেটিকা বহন-ছলে সকলে চ'লে গেছে। আমি এতক্ষণ মহারাজের শয্যায় মহারাজার বেশে শয়ন ক'রে-ছিলেম। এখন শীঘ্র চলো—জনকতক মব্‌লা সৈন্য ল'য়ে, যারা মহারাজের পশ্চাৎ গমন কর্‌বে, সুযোগ পেলে তাদের প্রাণবধ কর্‌বো।

গঙ্গাজী। (চিৎকার করিয়া) আহাঃ—

জমাদার। কি হয়েছে?—কি হয়েছে?

গঙ্গাজী। আর কি হয়েছে! বদ্দি ডাক্‌তে যাই; (হীরোজীর প্রতি) আপনি হকিম ডাক্‌তে যান।

[উভয়ের প্রস্থান।

জমাদার। আহা! রাজাটা বড় ভালো ছিলো।

১ প্রহরী। আরে জমাদার, রেখে দাও রাজা,—ফুর্ত্তি করো—ফুর্ত্তি করো! একটা কাফেরকে পাহারা দেবার জন্যে পাঁচ হাজার লোক মজুৎ; কোথায় ভাগ্‌বে!

সকলের নৃত্য-গীত

হুঁসিয়ার রহে না নেহি ঝুক্‌না।
হরদম্‌ ভাঙ্গ্‌ পিনা, হরদম মিঠাই খানা,
হরদম্‌ কু'দে ফিরে, তাল ঠুক্‌না॥
কই না জাগে, কই না ভাগে, হাকিম না রাগে,
পাহারা মে দাগ না লাগে;
যে জান মাঙ্গে উস্‌কো রোক্‌না।
পিছে মজেমে ভর্‌ ভর্‌ ভর্‌ হুক্কা
ফুক্‌না॥

পেলাদ খাঁর প্রবেশ

পেলাদ। একি, এরূপ উন্মত্ততা কিসের নিমিত্ত?

জমাদার। এরা আমোদ ক'রে মিঠাই খেয়েছে!

পেলাদ। এ কি, মাদক-মিশ্রিত মেঠাই নাকি? শিবাজীর খবর কি?

১ প্রহরী। এতবেলা — সেটা মরিয়ে গিয়েছে।

জমাদার। শুনলেম, তার ব্যামো বড় ভারি। হীরোজী আর একটা বামুন জল্‌দি হকিম ডাক্‌তে গেলো।

পেলাদ। একি, এমন অবস্থা! দেখা থাক্‌!

ভিতরে প্রবেশ

জমাদার। একি, বড় নেশা হয়েছে, বড় বেয়াদবি ত হলো! এ বামুনটে কি খাওয়ালে নাকি!

১ প্রহরী। থোরা ভাঙ্‌—থোরা ভাঙ্‌!

পেলাদ খাঁর বাহিরে দ্রুত আগমন

পেলাদ। একি—কি ক'রেছ — শিবাজী কোথায়—তার লোকজন কোথায়?

জমাদার। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

পেলাদ। তার গৃহ শূন্য—শয্যা শূন্য—নিস্তব্ধ—জনপ্রাণী নাই,—কোথায় গেলো? তুমি ঘুস খেয়ে বা'র ক'রে দিয়েছ!

জমাদার। অ্যাঁ—না—না কোতয়ালজী! ঐ বামুনদুটো মিঠাই দিলে—তাই খেয়েছি!

পেলাদ। অবশ্যই ঘুস খেয়েছ! আমি তোমাদের সতর্ক থাক্‌তে বলেছি, কেন সতর্ক হও নাই? দেখো—খোঁজো—যদি না ধর্‌তে পারো—বাদসার কোপে জানে-বাচ্ছায় মারা যাবে।

জমাদার। হুজুর, আমাদের অপরাধ নাই —আমাদের অপরাধ নাই!

পেলাদ। না—তোমাদের অপরাধ নাই—আমার অদৃষ্টের অপরাধ!—যাও দেখো—চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করো; সর্ব্বনাশ হবে—বাদসার কোপে সকলের প্রাণ যাবে।

[পেলাদ খাঁ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কি সর্ব্বনাশ হলো! বাদ্‌সার নিকট কি ক'রে সংবাদ দেবো! আর বিলম্ব করা উচিত নয়, এই দণ্ডেই সংবাদ প্রদান করি!

[প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

দিল্লীর দরবার

আওরঙ্গজেব, জাফর খাঁ, রামসিংহ ও ওমরাওগণ

আও। কুমার রামসিংহ! আজ শিবাজীর মেজাজ কিরূপ?

রাম। জাঁহাপনা, আজ দুই দিবস হকিমের আদেশে, কেউ না তাঁকে বিরক্ত করে! শুনলেম, তাঁর সঙ্কট পীড়া, শয্যায় শুয়ে আছেন।

আও। সে কি! আমার অতিথি, রাজ-হকিমকে ডাকো; আমি তাঁর উপর চিকিৎসার ভার অর্পণ কর্‌বো। আমার অতিথি, তাঁর অমঙ্গলে আমার অপবাদ হবে।

[হকিম ডাকিতে জনৈক দূতের প্রস্থান।

পেলাদ খাঁর প্রবেশ

কোতোয়ালজী, কি দুঃসংবাদ এনেছেন, সে জন্য অপরাধীর ন্যায় দরবারে দণ্ডায়মান হয়েছেন? —শিবাজীর কি কোন কুসংবাদ?

পেলাদ। জাঁহাপনা — জাঁহাপনা — গোলাম —গোলাম—

আও। সত্বর বলো—আমি সকল সংবাদের জন্য প্রস্তুত। যখন আমার অতিথির এরূপ কঠিন পীড়া যে তাঁর গৃহে প্রবেশ সকলের নিষেধ, কুমার রামসিংহেরও প্রবেশ নিষেধ, দু'দিন প্রকৃত সংবাদ না পাওয়ায় যেজন্য আমি রাজহকিমকে সংবাদ প্রেরণ করেছি, এরূপ কোন তোমার সংবাদ নাই, যা শ্রবণে আমি প্রস্তুত নই।

পেলাদ। শিবাজী সপুত্র পলায়ন করেছে।

আও। চতুর্দিকে দূত প্রেরিত হোক, বোধ হয়, আমার অতিথি পীড়ার তাড়নায় কোন দিকে বহির্গত হ'য়েছে। যাঁর বাদ্‌সার প্রসাদ ইচ্ছা, সত্বর সংবাদ আনুন। সমস্ত দাক্ষিণাত্য জয়-সংবাদ অপেক্ষা রাজা শিবাজীর সংবাদে আমি আনন্দিত হবো। কোতোয়ালজি, বোধ হয় তাঁর পারিষদবর্গেরও কোন সংবাদ জানেন না?

পেলাদ। সাহানসা, শিবাজীর গৃহে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌লেম, তথায় জনমানব নাই; কেবল বহির্দ্দেশে প্রহরীরা সশস্ত্র অবস্থান ক'চ্চে।

জাফর। শয়তানি! শয়তানি!

আও। শয়তান মোগল-গৃহে প্রবেশ করেছে। কোতোয়ালজি, যান, যদি কিঞ্চিৎ অপরাধ লাঘব কর্‌তে পারেন চেষ্টা করুন: জান্‌বেন, আপনি সামান্য অপরাধে অপরাধী নন।

[পেলাদ খাঁর প্রস্থান।

কুমার রামসিংহ, রাজা শিবাজী তাঁর মব্‌লা সৈন্যগণকে স্বদেশে প্রেরণার্থ দরবারে আবেদন করেছিলেন, বোধ হয় তখন আমাদের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। সসৈন্যে পলায়ন অপেক্ষা একক পলায়নের বিশেষ সুযোগ হবে, এই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। আমাদের প্রতি তাঁর এরূপ সন্দেহ তখন আমার অনুভূতি হয় নাই; কিন্তু সে আমার ভ্রম, এরূপ ভ্রম আমার সর্ব্বদা হয় না। অনুমিত হওয়া উচিত ছিল, কারণ যখন তাঁর আবেদন প্রাপ্ত হই, যে তিনি গোল-কোণ্ডা, বিজাপুর প্রভৃতি মোগল অধীনস্থ কর্‌বার নিমিত্ত স্বদেশযাত্রা প্রার্থনা করেন, আমরা সে আবেদনপত্রের পার্শ্বে লিখি, "যথাসময়ে আদেশ প্রাপ্ত হবেন"; তদবধি আর সে আবেদনের উল্লেখ নাই।—কুমার কি বলেন? এ অবস্থায় আমার জানাই উচিত ছিল, যে আমাদের আতিথ্য-সৎকারে রাজা শিবাজী সন্তুষ্ট নন।

রাম। দিল্লীশ্বর, নফর একথার উত্তর প্রদানে কিরূপে সক্ষম হবে?

আও। হ্যাঁ, তারপর শুনলেম, প্রতি বৃহস্পতিবারে রাজা শিবাজী গুরুপূজা করেন, পরদিন অতিথি-ফকির, দেবস্থান-পীরস্থানে পেটিকাযোগে মিষ্টান্ন প্রেরণ করেন; তখনও অবশ্য কুমার তাঁর মনোভাব অবগত হ'তে পারেন নাই। এ সকল পেটিকার ক্রয় ভার কি রাজকুমারের ছিল? রাজকুমারের পাচক দ্বারা কি মিষ্টান্ন সকল প্রস্তুত হ'তো? অবশ্য কি প্রয়োজন আপনার জানা ছিল না। যান—দেখুন —তিনি আপনার পিতার দ্বারা প্রেরিত, তাঁর অমঙ্গলে আপনার পিতা ক্ষুব্ধ হবেন, তাঁর সংবাদ গ্রহণ ক'রে দরবারে প্রত্যাগমন ক'র্‌বেন। এবার যখন কুমারের সাক্ষাৎ লাভ হবে, কুমারের নিকট রাজা শিবাজীর সংবাদ প্রত্যাশা কর্‌বো।

রাম। (স্বগত) শিবাজী স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন সংবাদ পাই, তাহ'লে আমি পিতৃ-প্রদত্ত ভার হ'তে উদ্ধার লাভ করি, মৃত্যু-দণ্ডও আমার পুরস্কার জ্ঞান হয়।

আও। বাদ্‌সার আজ্ঞা কি উপলব্ধি হয় নাই?

রাম। জাঁহাপনা, যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌বো।

আও। যথাসাধ্য নয়, দরবারে সংবাদ প্রেরণ কর্‌বেন, এই আমার প্রত্যাশা।

রাম। (স্বগত) আজ হ'তে দরবারে আসা আমার নিষেধ, সে অমঙ্গল নয়।

[সেলাম করিয়া রামসিংহের প্রস্থান।

আও। দরবার ভঙ্গ হউক। খাঁ সাহেব অপেক্ষা করুন।

[ওমরাওগণের প্রস্থান।

জাফর। জনাব, গোলাম তখনই নিবেদন করেছিল, কাফেরের প্রাণবধ করুন।

আও। আপনার বিবেচনা-অনুরূপ পরা-মর্শ প্রদান ক'রেছিলেন। যদি শিবাজীর প্রাণ বধ হতো, আপনার কি ধারণা, একজনও হিন্দু সর্দ্দার আর আমার পক্ষাবলম্বন কর্‌তো? অপর রাজা কি আমায় প্রত্যয় ক'রে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'তো? রাজা শিবাজী কর্ত্তৃক আমি বহুবার প্রতারিত হ'য়েছিলেম; আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁর বালকপুত্রকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে রাজা শিবাজীকে মুসলমানের অধীনস্থ জয়সিংহের ন্যায় সেনানায়ক-পদে স্থাপন করি। যদি জয়সিংহের পুত্র বিশ্বাসঘাতকতা না করতেন, যদি কোতোয়াল আমার আজ্ঞা উপেক্ষা না কর্‌তেন, আপনিও যদি প্রকৃত মন্ত্রীর ন্যায় পেটিকা কোথায় যায়-আসে স্বরূপতত্ত্ব গ্রহণ কর্‌তেন, তাহ'লে শিবাজী পলায়ন কর্‌তে সমর্থ হ'তেন না। গুপ্তচর-বিভাগের সর্দ্দার তারাবৎ রায়কে গোপনে আদেশ দিন, যে নানা বেশে বহুজন রাজা শিবাজীর অনুসন্ধানে প্রেরিত হয়—যোগী, সন্ন্যাসী, ফকির উদাসীন-বেশে প্রতি সম্প্রদায় অনুসন্ধান করে।—যান, সত্বর যান।

জাফর। শয়তান — শয়তান — শয়তানি যাদুতে পালিয়েছে।

আও। শয়তানের যাদু আমাদের অসতর্ক্তা, অথবা শয়তানের প্রধান যাদু—অর্থ।

[জাফর খাঁর প্রস্থান।

আমাকেও প্রতারিত করেছে! পার্ব্বতীয় মূষিক সামান্য শক্তিশালী নয়! কি আশ্চর্য্য—আমার স্পর্দ্ধা চূর্ণ হলো! দারার সহিত যুদ্ধে আমি চিন্তান্বিত হই নাই, মুরাদ-সুজাকে দমন অতি সহজেই নিষ্পন্ন হয়েছে, দিল্লীর সিংহাসন সহজেই অধিকার করেছি, কিন্তু এই পর্ব্বতদস্যুকে দমন কর্‌তে বা আমি অক্ষম হই। যদি এই পার্ব্বতীয় যোদ্ধা মহারাষ্ট্রে প্রত্যাগমন কর্‌তে পারে, জয়সিংহ তার সহায় হবে নিশ্চয়, উভয়েই রণকুশল, দুই শত্রু দমন নিতান্ত সহজ নয়; কিন্তু কঠিন কার্য্যে কখনই পরাঙ্মুখ হই নাই, অনেক কঠিন কার্য্যসাধনে সক্ষম হয়েছি, যেরূপে হোক মহারাষ্ট্র অধিকার করা আমার জীবনের একমাত্র সংকল্প। মোগল গৌরব উচ্চচূড়ায় আরোহণ করেছে, এক কলঙ্ক মোগল-বাদ্‌সা পার্ব্বতীয় বর্ব্বর দ্বারা প্রতারিত হ'লো!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রায়গড়—শিবাজীর দরবার

শিবাজী, তানাজী, মোরোপন্ত প্রভৃতি পারিষদ ও মবলাগণ

শিবাজী। সুহৃদ্‌বৃন্দ, আমার প্রবাস-বৃত্তান্ত শ্রবণ করো। মহারাষ্ট্র হ'তে যাত্রা ক'রে যতই দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলেম, ততই বিধর্ম্মীর অতুল বৈভব দর্শনে মা ভবানীকে স্মরণ ক'রে কাতর স্বরে ব'ললেম, "মাগো, কি অপরাধে তোমার আশ্রিত সন্তানগণকে বঞ্চিত ক'রে, বিধর্ম্মীকে তোমার পুণ্যভূমি প্রদান করেছ?" দিল্লীতে উপস্থিত হ'য়ে, দেখলেম্‌, যেস্থানে চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবৃন্দ শাসন-দণ্ড পরিচালন কর্‌তেন, তথায় সেই সকল বংশোদ্ভব বীরপুরুষগণ পূর্ব্ব-গৌরব বিস্মৃত হ'য়ে বিধর্ম্মীর সিংহাসনতলে সেলাম প্রদান ক'চ্চেন। সেই সিংহাসনতলে সপুত্র সেলাম প্রদান করলেম। সেই মহাপাপ অচিরে ফলবতী হ'লো; সামান্য প্রহরীর আয়ত্তাধীন হ'য়ে অবস্থান কর্‌তে বাধ্য হ'লেম, দীনভাবে বিধর্ম্মী সম্রাটের নিকট নিষ্ফল আবেদন প্রদান কর্‌লেম। পেটিকার অভ্যন্তরে পলায়ন, পুত্রকে পরগৃহে স্থাপন, পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ, সন্ন্যাসী-বেশধারণ, সদা সশঙ্কিত-চিত্তে বন্য-পথে ভ্রমণ, বিশাল বিধর্ম্মী রাজ্য পদব্রজে অতিক্রমণ, ভিক্ষাবৃত্তি—এই সমস্ত আমার প্রবাসের ইতিহাস।

সকলে। কি বিশ্বাসঘাতকতা! কি কপটতা!—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

শিবাজী। হাঁ প্রতিশোধ! মহারাষ্ট্রে গভীর নাদে প্রতিধ্বনিত হোক—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! কিন্তু প্রতিশোধ আমার নিমিত্ত নয়, আমি জন্মভূমির ক্ষুদ্র দাসমাত্র, মহারাষ্ট্রীয় গৌরবের নিমিত্ত প্রতিশোধ—মহারাষ্ট্র অধিকার বিস্তারের নিমিত্ত প্রতিশোধ—স্বাধীনতার নিমিত্ত প্রতিশোধ—শত্রুর ভয়োৎপাদনকারী গৈরিক সনাতন ধ্বজা, হিন্দুগগনে উড্ডীয়মানের নিমিত্ত প্রতিশোধ,—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—মা ভবানীর আজ্ঞায় প্রতিশোধ!

সকলে। জয় মহারাজ শিবাজীর জয়!—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

শিবাজী। কিন্তু হে বীরবৃন্দ, আমরা কি উন্মাদের ন্যায় 'প্রতিশোধ' 'প্রতিশোধ' ব'লে চিৎকার ক'চ্চি—আমরা কি কেবল বাক্‌-আড়ম্বরে প্রবৃত্ত? আমরা কি শত্রু বল অবগত নই, সেই নিমিত্ত আস্ফালন ক'চ্চি?

সকলে। কদাচ নয়—কদাচ নয়।

শিবাজী। না, কদাচ নয়,—যখন আওরঙ্গজেবের বন্দী হই, তখন একদিন অবিশ্বাস-বশতঃ ভেবেছিলেম যে ভবানী প্রণাম ক'রে ভগবান্‌ রামদাস স্বামীকে প্রণাম ক'রে, মাতার চরণধূলি গ্রহণ ক'রে আমি ঈদৃশ অবস্থায় পতিত হলেম! তখনই মা ভবানী আবির্ভূতা হ'য়ে স্বরূপ অবস্থা আমার গোচর কর্‌লেন। মার কৃপায় বুঝ্‌লেম, এই অপমান আমার সম্মানের বীজবপন,—মার কৃপায় বুঝ্‌লেম, শত্রুদল কিরূপ বলবান,—মার কৃপায় বুঝ্‌লেম, শত্রু বলবান হ'য়েও বিকারের বলগ্রস্ত। সেই মহাবলের প্রতি গ্রন্থিতে উচ্ছেদকারী সন্দেহ অবস্থান ক'চ্চে। রাজার সন্দেহ—কর্ম্মচারীর উপর, কর্ম্মচারীর সন্দেহ—রাজার উপর, প্রজার

সন্দেহ—রাজার উপর, রাজকর্ম্মচারীর উপর; ভয়বন্ধনে পরস্পর আবন্ধ, মিত্রতায় নয়। শত্রু অপেক্ষা আমরা সংখ্যায় অল্প, শত্রু অপেক্ষা আমরা ধনহীন, শত্রু অপেক্ষা আমরা অস্ত্রশস্ত্র-বিহীন; কিন্তু এক বল বিশ্বাস। বিশ্বাসসূত্রে মহারাষ্ট্র আবন্ধ, সেই বিশ্বাসে একতারূপ দৃঢ়-বলে আমরা বলীয়ান, কিন্তু বিষম সন্ধিস্থলে আমরা উপস্থিত। একদিকে প্রবল-প্রতাপ আওরঙ্গজেব-সৈন্য—শিক্ষিত সেনানী চালিত হ'য়ে মহারাষ্ট্র অভিমুখে আগমন ক'চ্চে, অপরদিকে সুযোগ-প্রয়াসী বিজাপুর সম্রাট্-কোপে আমাদের দুর্দ্দিন বিবেচনা ক'রে প্রাণ-পণে আক্রমণের নিমিত্ত সুসজ্জিত হ'চ্চে। কিন্তু দিল্লীর সেনা এখনো দূরে, বিজাপুর এখনো সজ্জিত নয়, আমাদের এই প্রধান সুযোগ। এই সুযোগে মুসলমান-করগত সমস্ত দুর্গ অধিকার কর্‌বো,—এসো, মন্তব্য কল্যই কার্য্যে পরিণত করি। মহারাষ্ট্রের বিশ্রামের অবকাশ নাই—মহারাষ্ট্রের মৃত্যুতে বিশ্রাম—অপর বিশ্রাম নাই। আজ রাত্রে মনোনীত করো, কোন্ বীর কত সৈন্য ল'য়ে কোন্ দুর্গ আক্রমণ কর্‌বে।

মোরোপন্ত। মহারাজ, ইতিপূর্ব্বে আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত আছি, যে রাজাদেশ গ্রহণ ক'রে আমরা যে যে স্থানে রাজ-কৃপায় প্রতিজনে স্থাপিত, তার শত ক্রোশস্থিত কোন দুর্গে মুসলমান পতাকা উড্ডীয়মান হবে না! এক্ষণে আমরা রাজাদেশ প্রাপ্ত, আমরা নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে কল্যই যত্নবান হবো।

তানাজী। মহারাজ, রাজ-আজ্ঞা গ্রহণ ক'রে কোণ্ডনা দুর্গ ইতিপূর্ব্বে অধিকার ক'রেছিলাম। মহারাজ বিন্দুকে সিন্ধু ক'রে আমায় পুরুষসিংহ ব'লে সম্মান করেন, তদবধি দুর্গের নাম সিংহগড় হয়, আর তথায় আমি রক্ষকরূপে স্থাপিত হই। সম্রাটের সহিত সন্ধিতে সেই দুর্গ এক্ষণে শত্রুকরগত, আমার সেই দুর্গ অধিকার মহারাজের নিকট প্রার্থনা করি।

শিবাজী। দুর্গ দৃঢ়নির্ম্মিত, সুশিক্ষিত রাজপুতসেনা-রক্ষিত! দাক্ষিণাত্য রক্ষার নিমিত্ত সেই প্রধান দুর্গ হস্তগত করা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। চলো, আমরা দু'জনে মিলিত হ'য়ে দুর্গ অধিকার করি।

তানাজী। মহারাজ যদি আমায় সাহায্য করেন, তাহ'লে দুর্গ জয় ক'রে সম্পূর্ণ দুর্গাধিপ কি ক'রে হবো? মহারাজ চিন্তা দূর করুন। আজ হ'তে তৃতীয় দিবসে দুর্গ-চূড়ে রাজা শিবাজীর পতাকা স্থাপন কর্‌বো, এই বীর সমাজে আমার প্রতিজ্ঞা। মহারাজ অবগত আছেন, বাল্যকাল হ'তে তানাজী কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, মা ভবানী তানাজীর সমস্ত প্রতিজ্ঞাই পূরণ ক'রেছেন। এ প্রতিজ্ঞাও নিশ্চয় পূর্ণ ক'র্‌বেন। মহারাজের নিকট অদ্যই বিদায় প্রার্থনা করি। আমি মা ভবানীর নিকট প্রার্থনা ক'রেছিলেম্, যে মহারাজের নিরাপদে প্রত্যাগমন দর্শন ক'রে, মা ভবানীর পাদপদ্মে যেন স্থান পাই। মহারাজের চন্দ্রবদন দর্শন করেছি, আর আমার অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই। মহারাজের কার্য্যে জীবন অর্পণ কর্‌তে যদি সক্ষম হই, আমার জন্ম সার্থক জেনে জীবনলীলা সমাপন কর্‌বো। মহারাজ বিদায় দিন।

শিবাজী। ভাই—ভাই—সুহৃদ্‌বর তানাজী, কোন দুষ্কর কার্য্য তোমাতে অসম্ভব? তুমি বীরচূড়ামণি, সিংহাসনের প্রধান স্তম্ভ। এই ত তোমার কার্য্যের প্রারম্ভ, এখনো আমাদের বহু দুষ্কর কার্য্যসাধন অসমাপ্ত। আমার নিশ্চয় ধারণা--সিংহগড়ে আবার সিংহ প্রবেশ কর্‌বে—হুঙ্কারে দূরে শত্রুর হৃদয় কম্পিত হবে। যাও ভাই, তোমার দুর্গ তুমি অধিকার করো। (আলিঙ্গন)

তানাজী। শিব্বা, তোমার আলিঙ্গন আমার মৃত্যুতেও স্মরণ থাকবে। [প্রস্থান।

শিবাজী। তোমরা সকলে নিজ নিজ কর্ত্তব্যে ব্রতী; আমারও বিশ্রামের অবকাশ নাই। বিজাপুর প্রতিরোধ করা আমার ভার। বিজাপুরের অচিরে উপলব্ধি হবে, যে মহা-রাষ্ট্র-শত্রু সর্ব্বদা সতর্ক—সর্ব্বদা প্রস্তুত—শত্রুকে সুযোগ প্রদানে নিতান্ত অসম্মত। মা ভবানী অবশ্যই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বেন। জয় মা ভবানী!

সকলে। জয় মা ভবানী!—জয় শিবাজীর জয়!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিংহগড়—দুর্গ-প্রাকার

প্রাকারোপরি তানাজী ও বালকবেশী লক্ষ্মীবাই, দূরে প্রহরী

প্রাকার-নিম্নে মব্‌লা সৈন্যগণ

তানাজী। বালক, তোমার অদ্ভুত শক্তি, আমার পশ্চাতে এই দুরারোহ দুর্গ-প্রাচীর আরোহণ করেছ। এই স্তম্ভে তুমি রজ্জু বন্ধন করো, অপর স্তম্ভে আমি রজ্জু বন্ধন ক'চ্চি। রজ্জু সাহায্যে সৈন্যেরা অনায়াসে দুর্গারোহণ কর্‌তে সমর্থ হবে।

লক্ষ্মী। আমি উভয় রজ্জুই বন্ধন ক'চ্চি, আপনি অগ্রসর হ'য়ে দেখুন বুঝি প্রহরী আস্‌চে।

তানাজী। সত্য প্রহরী, এই শরাঘাতে নিপাত করি। (শরত্যাগ করণ)

প্রহরী। শত্রু—শত্রু—

প্রাকার হইতে দুর্গাভ্যন্তরে পতন

দুর্গাভ্যন্তর হইতে। শত্রু—শত্রু—জাগো—জাগো—ওঠো—ওঠো—অস্ত্রধারণ করো।

রজ্জু ধরিয়া মব্‌লাগণের আরোহণ ও দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ

পট পরিবর্ত্তন

দুর্গাভ্যন্তর

তানাজী, উদয়ভানু ও উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ

তানাজী। অকারণ কেন হিন্দু শোণিত-পাত কর্‌বেন, আমার দুর্গ আমায় অর্পণ করুন।

উদয়ভানু। বীরবর, এক্ষণে দুর্গ মোগলের, আমি তার রক্ষক। আমায় পরাজয় ক'রে দুর্গ অধিকার করুন।

তানাজী। আপনি হিন্দু, হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'চ্চেন?

উদয়। আমি হিন্দু, এইজন্য বিশ্বাস-ঘাতক নই। বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন, যদি যুদ্ধ অপেক্ষা বাক্য আপনার প্রিয় হয়, আপনার মব্‌লা সৈন্যদের নিবারণ করুন, দুর্গ মধ্যে যাতে প্রবেশ না করে।

তানাজী। আপনার যুদ্ধ সাধ প্রবল; তাই ম্লেচ্ছের দাস হ'য়ে, স্বাধীন মহারাষ্ট্রকে নিবারণ কর্‌বার প্রয়াস ক'চ্চেন।

উভয়। আপনার কটূক্তির এই উত্তর, এখনি ম্লেচ্ছের দাসের দাস হবেন।

উভয়ের যুদ্ধ—অগ্রে উদয়ভানু, পরে তানাজীর পতন

তানাজী। মব্‌লাগণ, দুর্গ জয় ক'রে মহা-রাজকে সংবাদ দিয়ো। তাঁরে ব'লো, আমি সম্মুখ সংগ্রামে পতিত; জয়বার্ত্তা তাঁর নিকট ল'য়ে যেতে পার্‌লেম না।

সৈন্যগণের পলায়নোদ্যম ও তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মীবাই ও সূর্য্যাজীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। (সৈন্যগণের প্রতি) যে পশ্চাদ্‌পদ হবে, তারেই হত্যা কর্‌বো, সূর্য্যাজি, অগ্রসর হও, এখনই দুর্গ করগত হবে।

সূর্য্যাজী। চলো চলো, বীরবর তানাজীর মৃত্যুর প্রতিশোধ দিই! একি! তোমরা ভুবন-বিজয়ী মব্‌লা—তোমরা শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'চ্চো? কোথায় যাবে? কোথায় তোমাদের স্থান? জনসমাজে ঘৃণিত হ'য়ে কেন জীবন ধারণ কর্‌বে? এসো, আমার পশ্চাতে এসো, বিজয়লক্ষ্মী এখনই আমাদের বশীভূতা হবেন।

লক্ষ্মী। আরে হীনপ্রাণ সৈন্যগণ, এখনও তোমরা সূর্য্যাজীর অনুসরণ কর্‌তে বিলম্ব ক'চ্চো? এই তোমাদের বীর-গৌরব, এই তোমাদের মহারাষ্ট্রনামের শ্লাঘা? সম্মুখ-সমরে বীরবর তানাজী পতিত, তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ দিতে অগ্রসর হ'চ্চো না? এসো, আমার পশ্চাতে আগমন করো—এখনি দুর্গ-জয় হবে। সূর্য্যাজীর প্রতাপে শত্রুর আর্ত্তনাদ শোনো,—এসো এসো, শত্রুসেনা বিদলিত করি।

মব্‌লাগণ। জয় মহারাজ শিবাজীর জয়!

সূর্য্যাজী। প্রাচীরে অগ্নি প্রজ্বলিত করো, আলোক দৃষ্টে মহারাজ রায়গড়ে সংবাদ প্রাপ্ত হবেন, দুর্গ আমাদের অধিকৃত।

লক্ষ্মী। (তানাজীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া) বীরবর, দর্গজয় হয়েছে।

তানাজী। তোমার জিহ্বায় পুষ্প বরিষণ হোক। ধীমান্‌, আক্ষেপ এই, মহারাজকে জয়

বার্ত্তা স্বয়ং দিতে পার্‌লেম না। কিন্তু আমি মনে মনে জান্‌তেম, এই আমার শেষ যুদ্ধ।

লক্ষ্মী। বীরবর, খেদ পরিত্যাগ করুন, তোমার অর্দ্ধ শরীর পতিত, তোমার অপর অর্দ্ধাঙ্গ জয়সংবাদ মহারাজকে দেবে। দেখ, তোমার অর্দ্ধাঙ্গ জীবিত।

তানাজী। কেও? লক্ষ্মী? তুমি বীর-রমণী, পতির আজ্ঞা পালন ক'রো। আমি বিদায় গ্রহণ কালে বলেছিলেম, যদি দেহপতন হয়, তুমি সহমৃতা হ'বার সাধ ক'রো না, মাতৃভূমি কার্য্যে নিযুক্ত থেকো, তাহ'লেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কার্য্য কর্‌বে। বীরাঙ্গনা বিদায়!—হর হর মহাদেব!

মৃত্যু

লক্ষ্মী। না—আমি সহমৃতা হবো না, আমি অশ্রুবর্ষণ কর্‌বো না। আমার অনেক কার্য্য অসম্পূর্ণ, কার্য্য সম্পন্ন হ'লে তোমার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বো।

শিবাজী, জিজাবাই, সইবাই, পুতলাবাই ও মহারাষ্ট্র-রমণীগণের প্রবেশ

শিবাজী। তানাজি—তানাজি—ভাই, তুমি কোথায় গেলে? তুমি আমার দক্ষিণ বাহু! ওঃ, এখন বুঝ্‌লেম—বিদায়গ্রহণকালে তোমার কণ্ঠস্বর কেন বিজড়িত হ'য়েছিল! তুমি আমায় ত্যাগ ক'রে যাবে, একথা আমি জান্‌তেম না। হায়! সিংহগড় অধিকার হ'লো কিন্তু সিংহ চলে গেলো!

লক্ষ্মী। মহারাজ, কিন্তু সিংহিনী তার পতির দুর্গে উপস্থিত। স্বামী তাঁর কার্য্যভার আমার উপর অর্পণ ক'রেছেন, বৃথা বিলাপে ফল কি, বীরোচিত সৎকারের আয়োজন করুন।

শিবাজী। হাঁ বীরাঙ্গনা, বীরোচিত সৎকারের আয়োজন হবে। রাজ-স্কন্ধে বীরদেহ বাহিত হবে, আমার এই উষ্ণীষ তানাজীর বক্ষে স্থাপন কর্‌লেম। শোকচিহ্ন স্বরূপ দ্বাদশ দিবস উষ্ণীষ মস্তকে ধারণ কর্‌বো না।

জিজা। তান্না—তান্না, বৃদ্ধ মাতাকে ছেড়ে কোথায় গেলে? তুমি যে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমি যে তোমার করে আমার শিব্বাকে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত থাকি। ওঠো বাবা, শিব্বা তোমার নিকট দণ্ডায়মান, আজ কেন তোমার বন্ধুকে আলিঙ্গন ক'চ্চো না?

লক্ষ্মী। রাজমাতা, আমি তোমার পুত্র-বধূ—অনাথা, তুমি কাতর হ'লে আমার স্থান কোথা? বীরকার্য্যে আমার পতি নিহত, বীরমাতা শোকসংবরণ করো।

জিজা। মা—মা, তুমি এই ঘোর রণভূমে পতির সহকারিণী হ'য়েছ, ধন্য তোমার পতি-ভক্তি!

শিবাজী। এসো, বীরদেহ বহন ক'রে কে গৌরবান্বিত হবে! চলো বীরদেহ পবিত্র স্থানে ল'য়ে সৎকার করি।

জিজা। সকলে বীর-শরীরে পুষ্প বরিষণ ক'রো।

নারীগণের তানাজীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পুষ্প-বরিষণ ও গীত

বীরলোক তোমা ডাকে পুলকে।
চলো বীরলোকে ধরা মগ্ন শোকে॥
বীরকায়া পূজি বীরনারী,
পুষ্পাসনে দানি নয়ন-বারি।
বীরবৃন্দ চাহে ব্যথিত প্রাণে
বীরমণি, তব বদন পানে;
চিত্রিত সম সবে ভাবে নীরবে,
অগ্রে হেরি কারে যাবে আহবে;
হীন, স্বাধীন তব অসি-ঝলকে।
বীরকার্য্যে ডাকে বীরলোকে॥

[তানাজীর দেহ বহন করিয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দিল্লী—আওরঙ্গজেবের মন্ত্রণাগৃহ

আওরঙ্গজেব ও জাফর খাঁ

আওরঙ্গ। মোয়াজেম ও যশোবন্তসিংহের সৈন্যরা মহারাষ্ট্র গমনে সজ্জিত?

জাফর। হাঁ জাঁহাপনা, কল্যই তারা যুদ্ধ-যাত্রা কর্‌বে।

আও। শিবাজীর মহারাষ্ট্রে পৌঁছানোর সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি, কিন্তু তার পুত্র মহারাষ্ট্রে কি না, এ সংবাদ আসে নাই। বোধ হয়, এখনও আমাদের রাজ্যে কোথায় লুক্কায়িত

আছে। শিবাজী চতুর; সে নিশ্চয় তার পুত্রকে কোন স্থানে রেখে স্বদেশ যাত্রা করেছে, অনুসন্ধান করুন। যদি শম্ভাজী ধৃত হয়, তা-হ'লেও শিবাজীকে কতক পরিমাণে দমন করা সম্ভব। ঘোষণার উপর আরও লক্ষ মুদ্রা অধিক পুরস্কার ঘোষণা করুন।

জাফর। গোলামের এক নিবেদন, চতুর্দ্দিকে শত্রু, এ সময়ে মহারাষ্ট্র আক্রমণ কি সুযুক্তি?

আও। আপনি কি এখনও বোঝেন নি, যে মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য? আপনার কি বিবেচনা শিবাজী মহারাষ্ট্রে উপস্থিত হ'য়ে নিশ্চিন্ত আছে? যদি কেহ আপনার নিকট সংবাদ আনে, যে মহারাষ্ট্র হ'তে শত ক্রোশ পর্য্যন্ত মোগলের অধিকার নাই, একথা অবিশ্বাস কর্‌বেন না। আমার বিশ্বাস, এত-দিনে দাক্ষিণাত্যে সমস্ত দুর্গই মহারাষ্ট্র কর্ত্তৃক অধিকৃত।

জাফর। জনাব, সামান্য শত্রুকে জনাবের যোগ্য শত্রু কিরূপে বিবেচনা ক'চ্চেন? জয়-সিংহ ও দিলির খাঁর প্রতাপে ভীত হয়ে, অনেক দুর্গ সম্রাট্‌কে অর্পণ ক'রে সম্রাটের নিকট পদপ্রার্থী হ'য়ে শিবাজী দিল্লী আগমন করে-ছিল। তার দমনের জন্য বাদসা কি নিমিত্ত উদ্বিগ্ন?

আও। উজির, সামান্য শত্রু—আপনার এ ধারণা কি নিমিত্ত হ'লো? শিবাজী দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি দুর্গ, যার অধিকাংশ মোগলের নিকট হ'তে বলপূর্ব্বক অধিকার করেছিল, সেই সকল দুর্গ পুনরর্পণ ক'রে আমাদের পক্ষ হ'য়ে বিজাপুরকে পরাস্ত করে, পরে দিল্লীতে উপস্থিত হয়। সে ভেবেছিলো যে আমাদের সাহায্যে সে বিজাপুরে অধিকার বিস্তৃত কর্‌তে পারবে। বিজাপুরের অধিকারী হ'লে তার বল শতগুণে বৃদ্ধি হবে, আর সেরূপ অবস্থায় মোগল তার অপেক্ষা বলবান হবে না, —এই তার সন্ধির উদ্দেশ্য, এই নিমিত্তই দিল্লীর তক্তায় সেলাম-প্রদান। আমি তার মনো-ভাব অবগত হয়েছিলাম, তাই তারে পঞ্চহাজারী ব'লে উপেক্ষা প্রদর্শনে তাকে বন্দী কর্‌বার সুযোগ প্রাপ্ত হই। এক্ষণে সে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছে, প্রতিহিংসায় প্রত্যেক মহা-রাষ্ট্রকে উত্তেজিত করেছে; সে উত্তেজনায় মহারাষ্ট্র শতগুণে বলীয়ান্ হয়েছে। জান্‌বেন, মহারাষ্ট্রেরা যুদ্ধবিক্রমে রাজপুত অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়, কিন্তু শঠতা অবলম্বনে রাজপুতের ন্যায় ঘৃণা করে না। তারা ফল-প্রার্থী, রাজপুতের ন্যায় কেবল গৌরবপ্রার্থী নয়। গৌরবের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হয় না, কিন্তু তাদের যুদ্ধকৌশল বিত্রস্ত হয় না, এরূপ সতর্ক সেনানী মোগলের মোগলের নাই।

দূতের প্রবেশ

দূত। জনাব, বোম্বাই প্রদেশস্থ একজন ইংরাজ জনাবকে সেলাম দিতে উপস্থিত।

আও। ল'য়ে এসো।

ইংরাজের প্রবেশ

ইংরাজ। (সেলাম করিয়া) Emperor ডাকিয়াছিলেন, দূরে আছি, আসিতে বিলম্ব হইল, মাপ করিবেন।

আও। সাহেব, উপবেশন করো। শুনেছি তোমরা জলযুদ্ধে সুনিপুণ, দস্যু শিবাজী জলতরী লুণ্ঠন করে কিরূপে? তোমরা তাদের দমন কর্‌তে সমর্থ নও কেন? সুরাটে তোমাদের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করেছে, তারও প্রতিশোধ দিতে তোমরা পরাঙ্মুখ! তোমাদের চরিত্র যেরূপ শ্রুত আছি, তাতে ত এরূপ সহিষ্ণুতা সঙ্গত বিবেচনা হয় না।

ইংরাজ। জনাব সাহস দিলে সব পার্‌বে। আমরা বাণিজ্য করি, লাভের জন্য দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, দাঙ্গা-হ্যাঙ্গামা করি না। জনাব সাহস দিচ্ছেন, লেকেন হামাদের কুঠি শিবাজীর কাছে, কেমন সুড়্‌সুড়্ করিয়া কুঠি লুট করিবে, ঐ ডরে ডাকাতকে টাকা দিয়া ঠাণ্ডা রাখি।

আও। তোমাদের সহিত যদি সিদ্দি, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ একত্রিত হয়, আর বাদ্‌সাই সৈন্য-সাহায্য, অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হও, তা'লে কি তোমরা শিবাজীর রাজ্য আক্রমণ কর্‌তে প্রস্তুত?

ইংরাজ। জনাব, আমরা ভাব্‌বে—ভাব্‌বে। শিবাজী অনেক frigate নির্ম্মাণ করিয়াছে,

আমাদের man-of-war অধিক নাই। জনাব যেমন বলিবেন, তেম্‌নি হইবে।

আও। আচ্ছা, তোম্‌রা পরামর্শ ক'রে আমায় সংবাদ দিও।

[ইংরাজের প্রস্থান।

উজির দেখো—কিরূপ প্রবল শত্রু। জলযুদ্ধে ইংরাজ সর্ব্বপ্রধান, বাদ্‌সার সাহস পেয়েও তারা শিবাজীর সহিত বিবাদ কর্‌তে অসম্মত। নৌযুদ্ধেও শিবাজী সম্পূর্ণ প্রস্তুত। শিবাজীর নৌবল খর্ব্ব না হ'লে, মক্কা-যাত্রী মুসলমানের বড় বিপদ। তাদের রক্ষার্থ আরব্য-সাগরে ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ, সিদ্দি ও ইংরাজ যাতে প্রস্তুত হয়, এ নিমিত্ত অর্থ ও সৈনা দ্বারা উৎসাহ প্রদান আবশ্যক। আমার আক্ষেপ এই যে, আমার জীবিত অবস্থায় ভারতবর্ষে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হ'চ্চে। মনে মনে আশা ক'রেছিলেম যে, সমস্ত ভারতবর্ষে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে সমর্থ হবো, কিন্তু তার বিষম কণ্টক—শিবাজী। শিবাজীকে দিল্লীতে আবদ্ধ রাখ্‌বার জন্য আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, সে অনুশোচনার প্রয়োজন নাই। উপস্থিত কার্য্যে মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য। মোয়াজেম ও যশোবন্ত সিংহের সৈন্যগণের মহারাষ্ট্র যাত্রার জন্য সুবন্দোবস্ত হয়েছে কিনা, বিশেষ তত্ত্বাবধান করুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রায়গড়—শিবাজীর অন্তঃপুর কক্ষ

জিজাবাই, সইবাই, পুতলাবাই ও শম্ভাজী

শম্ভাজী। ঠাকুমা, তুমি মহারাজকে ব'লো, এ ছোট ছোট ঘর ভাল নয়; আমাদের বড় বাড়ী ক'রে দিন। আর কি সিংহাসনে বসেন—বাদ্‌সার কেমন ময়ূরতক্ত! মহারাজ একটা ময়ূরতক্ত কর্‌তে পারেন না?

জিজা। আমি বুড়ো মানুষ, আমার কথা কি শুন্‌বে, তুই বলিস।

শম্ভাজী। আমি ব'লেছিলুম, আমার উপর বিরক্ত হ'লেন। ব'ল্লেন, আমরা পর্ব্বত-প্রদেশী মহারাষ্ট্রীয়, আমরা বিলাসী মোগল নই, ময়ূরতক্ত ক'র্‌লে কি হয়? মহারাজের পছন্দ নাই, দিল্লীর মতন সহর করুন, এ ছাই সহর।

সই। তবে তুই দিল্লী যাবি? মহারাজকে বল্‌, তোকে পাঠিয়ে দিন।

শম্ভাজী। আমার খুব মন। বাদ্‌সা মহারাজের উপর রাগ ক'রেছিলেন, আমায় কত ভালবাস্‌তেন। আমি রোজ দরবারে যেতুম, ওম্‌রাওরা আমায় তাদের বাড়ী নিয়ে যেতো, সেথা কত নাচ হ'তো, গান হ'তো। তারা কেমন নর্ত্তকী, কেমন পোষাক, কেমন গয়না—তোমার তেমন আছে? তোমারও নাই, ছোটমারও নাই।

জিজা। তুই তাদের নাচ শিখ্‌তে পারিস নি?

শম্ভাজী। কেন শিখ্‌বো না, আমি কত নাচ্‌তুম! মথুরায় যে বামুনদের বাড়ীতে মহারাজ আমায় রেখে এলেন, তারা যখন আমায় মহারাষ্ট্রে আনছিলো—কে সে বামুন? কে সে বামুন?—

সই। কৃষ্ণাজী। বল—

শম্ভাজী। তারা তিন ভাই, আর তাদের তিনটে ধেড়ে ধেড়ে মাগী আছে, তারা ক'জনে আমায় পথে নিয়ে আস্‌তো। কখন মেয়ে সাজাতো, তারা আপনারা ভিক্ষুক হ'তো আমি মেয়ে সেজে নাচ্‌তুম; আর তারা কর্‌তো—"অন্নদান—বস্ত্রদান!"

সই। তুই কেমন নাচ্‌তে পার্‌তিস—কই নাচ দেখি?

শম্ভাজী। দাঁড়াও, মেয়ে সেজে আসি—আমার পরচুলো আছে, ঘাগ্‌রা আছে।

সই। না—না—তুই অম্‌নি নাচ্‌।

শম্ভাজী। আর তোমরা সেই মাগীদের মতন করো? ওঠো ঠাকুমা, ওঠো, তোম্‌রাও ওঠো। ঐ যেন মসলমান, যারা আমায় খুঁজতে এসেছে, তারা চার পাশে দাঁড়িয়েছে, আর আমরা যেন তাদের ভোগা দিয়ে নাচ-গান ক'চ্চি। তারা পয়সা দিচ্চে—কাপড় দিচ্চে। ছোটমা ওঠো—ঠাকুমা ওঠো—

সই। (দাঁড়াইয়া) ওঠ্‌ না পুতলা?

শম্ভাজী। ছোটমা না ওঠে—নেই নেই, ছোটমা এখন আর আমায় ভালবাসে না। কারো কিছু কর্‌তে হবে না; আমি আপনি নাচ্চি।

নৃত্য-গীত

দুনিয়ামে যব্ আয়া ভাইয়া, সওদা
কুছতো লেনা।
মিট্টিমে কব মিট্টি মিলে, উস্‌কা কা ঠিকনা॥
ভুখে অন্ন দিজো, কিজো সাচ্চা
সওদাগরি।
লংগে বস্ত্র দেকে মোলো,
আমিরী তোম্‌হারি॥
এক দেনেসে সও মিলেগা, এয়্‌সা
সওদা ভারি।
আচ্ছা সওদা সো না চিন্‌হে
ঝুটমুট ইলামদারি॥
যো চাহে মুল লে সেকে, কিসিকা নেই মানা।
বে-ফয়দা যব্ দিন গুজারে আখের মে
পছতানা॥

সই। (হাস্যকরণ।)

পুতলা। দিদি, তুমি এ সকলের প্রশ্রয় দাও?

সই। কেন, কি হয়েছে? ছেলেয় ছেলে-খেলা কর্‌বে, এতে দোষ কি?

পুতলা। না দিদি, আমার ও ভাল লাগে না।

সই। হাঁরে, তুই অমন হয়েছিস কেন? যখন শম্ভা এসে পৌঁছয় নাই, তুই দিবারাত্র কাঁদ্‌তিস্। শম্ভা এলো, আদর ক'রে কোলে নিলি, তারপর তোর কি হ'লো—কে জানে! কে জানে ভাই, তুমি কেমন ছেমোচাপা মানুষ।

পুতলা। শম্ভা, তুমি যদি অমন নাচ-গান কর্‌বে, দিল্লীর কথা কবে, আমি তোমার কোন কথা শুন্‌বো না।

শম্ভাজী। নেই শুন্‌লে! তুমি যেন সেই তিনটে বাম্‌নীর ছোট বাম্‌নীটে। সেও দিল্লীর নাচ-গানের কথা গল্প কর্‌তে গেলে, বল্‌তো—"ছিঃ ও সব ম্লেচ্ছ আচার! মহারাষ্ট্রীয় রাজ-পুত্রকে শিখ্‌তে নাই।"

পুতলা। দিদি, কেন বিষণ্ণ থাকি, এখনো কি বোঝো নাই? তুমি শম্ভাকে জঠরে ধ'রেছ, কিন্তু আমি সূতিকাগারে প্রথম কোলে করেছি। আমার সন্তান হয় নাই, তথাপি শম্ভাকে কোলে নিয়ে আমার স্তনে দুগ্ধ এসেছে, সেই দুগ্ধ শম্ভা পান করেছে। শম্ভা আমার নিকট খাবার চাইতো, মনোদুঃখে আমায় বল্‌তো, কেঁদে আমার কাছে আস্‌তো, আবদার আমার উপর কর্‌তো। দিদি, আমার কত সাধের শম্ভা, আমি না কথা কইলে কাঁদ্‌তো,—কর-জোড়ে জানু পেতে বল্‌তো—'অমন কাজ কর্‌বো না।'

সই। না না, তুই মনোদুঃখ করিসনে। ও ছেলেমানুষ, ওর কথায় রাগ করিস?

পুতলা। রাগ কি দিদি, আমার অন্তর দগ্ধ হ'চ্চে। মহারাজের সহিত কঠোর ক্ষত্রিয়-বালক দিল্লী যেতে বিদায় দিলেম; শম্ভা ফিরে এলো, আনন্দে কোলে কর্‌লেম, কিন্তু দেখ্‌লেম, আমার সেই কঠোর ক্ষত্রিয়-বালক শম্ভার পরিবর্ত্তে ম্লেচ্ছাচার, বিলাস-দীক্ষিত বালক ঘরে ফিরে এলো। দিদি, আমি যে শম্ভাকে রাজসিংহাসনে দেখ্‌বো সাধ করেছি—শম্ভাকে সিংহাসনে দেখে মহারাজের সঙ্গে যাবো, মা ভবানীর চরণে দিন দিন প্রার্থনা করেছি। জিজামাতা তাঁর মহারাষ্ট্র পুত্রকে সুশিক্ষিত ক'রে রাজচক্রবর্ত্তী হিন্দুকুল-গৌরব মহারাজ করেছেন! আমার শম্ভার এ কুশিক্ষা হ'লো কেন?

সই। (হাস্য করিয়া) পাগল! ছেলেমানুষ, দিল্লীর বৈভব দেখে সাধ হয়েছে, তাই বলে: এর মধ্যে কি শিক্ষা ফুর্‌লো? তুই শম্ভাকে মানুষ করেছিস সত্য, কিন্তু আমি কি গর্ভে ধরি নাই, আমার কি সাধ নয় যে শম্ভা মহা-রাজের রাজাসনের যোগ্য হয়?

পুতলা। দিদি, তবে কেন তুমি শম্ভাকে প্রশ্রয় দাও? বিলাস—অলসের সহচর, বিলাস—ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, ধনলোলুপ, পরপীড়ক; বিলাসের অঙ্কুর বালক-প্রকৃতি হ'তে সমূলে উৎপাটিত না হ'লে, যৌবনে শাখা-প্রশাখা নিয়ে বর্দ্ধিত হ'য়ে দুশ্ছেদ্য হয়। যেমন সুন্দর দেব-মন্দির বটবৃক্ষ দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়, মানব-হৃদয়ে দেব-প্রকৃতিও সেইরূপ খণ্ডবিখণ্ড হয়। তুমি বালক ব'লে ক্ষমা কচ্চো? জিজামাকে জিজ্ঞাসা করো, তাঁর বালককে তিনি ক্ষমা করেন নাই। তাঁর বালককে কুশিক্ষা স্পর্শ কর্‌তে দেন নাই, তাঁর বালক দিল্লীর ছবির পরিবর্ত্তে রাজা রামচন্দ্রের সিংহাসন শয়নে-স্বপনে দেখ্‌তেন, যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরী

তাঁর নয়নপথে বিরাজিত থাক্‌তো। একি!—মহারাষ্ট্র বালকের মুখে ছার দিল্লীর বৈভব কীর্ত্তন—ছার নর্ত্তকীর ব্যাখ্যা—সেই হীন অনুকরণ! এ কি বজ্রের অধিক হৃদয়ে বাজে না? যে দিল্লীতে স্বাধীন পর্ব্বতবাসী বালক বন্দী ছিল, স্বাধীন-বায়ুসেবিত সেই বালক-মুখে কারাগারের গৌরব! দিদি, তুমি আমায় ভগ্নীর মত স্নেহ করো, আমার সকল অনুরোধ রক্ষা করো, আমার মলিন বদন দেখ্‌লে কাতর হও। নবস্থাপিত হিন্দুরাজ্যের ভাবী অধিপতির বাল্যচরিত্র গঠনে কদাচ উপেক্ষা ক'রো না।

শম্ভাজী। দেখো না ঠাকুমা; কত বক্‌চে; তুমি ছোট মাকে বকো।

জিজা। না না, তুমি তোমার ছোট মার কথা শোনো। দিল্লী ম্লেচ্ছের রাজ্য, তথায় ম্লেচ্ছাচার, সে আচারে হিন্দুধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়। গোমাংসভোজী মুসলমানের বিলাসবৈভব হিন্দুর পক্ষে বিষময়। তুমি শিব্বার পুত্র, শিব্বার ন্যায় বীর হবে। শিব্বার মত যশ, তোমার ভুবনব্যাপী হবে। শিব্বার মত তুমি রাজসিংহাসনে ব'সে প্রজাপালন কর্ব্বে। অস্ত্রের ঝঙ্কার তোমার বাদ্য, হুঙ্কার তোমার সঙ্গীত, রণস্থল তোমার বিলাসভূমি। কি হীন দিল্লীর বৈভব, তোমার ছোট মার কাছে পুরাণ শুনো, হিন্দুর কি অতুল বৈভব ছিল:—সেই বৈভবের তুমি অধিকারী হবে।

শম্ভাজী। তুমিও ছোটমার কাছে শিখেছ।

পুতলা। দিদি, সর্ব্বনাশ দেখেছ?

সই। হাঁ দিদি, মার্জ্জনা করো। শম্ভা বর্ব্বর হ'য়ে ফিরে এসেছে। শম্ভা তোমার, আমার নয়। যদি আমার হ'তো, তাহ'লে তোমার ন্যায় স্নেহদৃষ্টিতে আমি বুঝ্‌তেম, যে শম্ভা মুসলমান-সহবাসে মহারাষ্ট্র-ভূমিকে ঘৃণা করে, তার গৃহ অপেক্ষা দিল্লীর কারাগার প্রিয়, স্বাধীনতা অপেক্ষা বিধর্ম্মী বাদ্‌সার আদর তার মনোনীত—শম্ভা কুশিক্ষাপূর্ণ।

শিবাজীর প্রবেশ

শিবাজী। মা, মহারাষ্ট্র-বীরের প্রতাপে পুরন্দর, মাউলি, কর্ণালা, লোহাগাদ, জুনার প্রভৃতি দৃঢ় দুর্গসকল আমাদের অধিকারে এসেছে। সকল সেনানায়কই নিজ নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করেছে, কেবল আমিই অলসভাবে মহারাষ্ট্রে অবস্থান ক'চ্চি। এক্ষণে মোগল-বাহিনী সজ্জিত হ'য়ে মহারাষ্ট্র-অভিমুখে অগ্রসর; সাজাদা মোয়াজেম ও মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই বিপুলবাহিনী সঞ্চালন ক'চ্চেন। দায়ুদ খাঁর অধীনেও অসংখ্য মোগল সেনা মোগলরাজ্য-রক্ষার্থ সতর্ক। মোগল দমন ভার আমি স্বয়ং গ্রহণ করেছি, সে কারণ অদ্য সুরাট যাত্রা কর্‌বো—কঠিন কার্য্য—আপনার পদধূলি ব্যতীত সুসম্পন্ন হবে না।

জিজা। বাবা, এখন আর মনোভাব তোমার নিকট গোপন কর্‌বো না। তুমি মার প্রাণের ব্যথা জানো না—কি কঠিন প্রাণে বার বার তোমায় বিদায় দিই, তা তুমি জানো না। আর কেন, আর আমার এ যন্ত্রণা কেন? নিত্য যুদ্ধ, নিত্য বীরগৃহে রোদন ধ্বনি, আর কতদিন শুন্‌বো? তুমি আর কেন আমায় সংসারে আবদ্ধ রেখেছ? আমায় তুমি বিদায় দাও, আমি ভগবান্‌ রামদাস স্বামীর পাদুকা বক্ষে ল'য়ে অশান্ত হৃদয় শান্ত করি। মা ভবানী আমায় কতদিনে মুক্তি প্রদান কর্‌বেন?

শিবাজী। মা তোমার পদধূলি গ্রহণ ক'চ্চি; তুমি বীর মাতা, আমার বিপদ-আশঙ্কা কি নিমিত্ত করো?

জিজা। শিব্বা, বীরমাতা কি মাতা নয়? বীর মাতা কি পুত্র গর্ভে ধরে নি? পুত্র কি তার স্তন পান করে নি? পুত্র কি তাকে মা বলে ডাকে নি? বীর মাতার কি হৃদয় পাষাণ? যাও বৎস, জন্মভূমিকে স্মরণ ক'রে অনেক সহ্য করেছি, আরো সহ্য কর্‌বো। বিধাতা বুঝি আমায় সৃষ্টি ক'রে দেখ্‌ছেন যে মারহাট্টা জননীর হৃদয় কত কঠিন।—যাও, যুদ্ধে জয়ী হও। তোমার কার্য্য তুমি করো, বার বার আমার আজ্ঞা গ্রহণ প্রয়োজন নাই। যেদিন ছত্রপতি হ'য়ে সিংহাসনে বসবে, সেই দিন মা ব'লে আবার আমায় ডেকো, নচেৎ ভবানী-সেবায় নিযুক্ত থাক্‌বো।

শিবাজী। মা, আমি শম্ভাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, তারে শিক্ষার্থে পাললা দুর্গাধিপতির নিকট রেখে যাবো। দিল্লী হ'তে কুশিক্ষা ল'য়ে

এসেছে, গৃহে থাক্‌লে আদরে আদরে নষ্ট হবে।

পুতলা। প্রভু, শিক্ষার্থে কোথায় নিয়ে যাবেন? কেবল কঠোর শিক্ষা, শিক্ষা নয়। কঠোর শিক্ষায় অস্ত্রধারী হ'তে পারে, কঠোর শিক্ষায় সৈন্যচালনা কর্‌তে পারে, কঠোর শিক্ষায় যুদ্ধ জয় কর্‌তে পারে, কিন্তু পূর্ণ শিক্ষা হয় না, চরিত্র গঠন হয় না, হৃদয় প্রস্ফুটিত হয় না। বালকের প্রথম শিক্ষা মার মুখে, মার নিকট হ'তে কোথায় শিক্ষা দিতে ল'য়ে যাবেন? মায়ের স্নেহপূর্ণ শিক্ষা ব্যতীত বালক কোথায় ভক্তি শিক্ষা কর্‌বে? কিরূপে স্বধর্ম্মীকে ভ্রাতৃপ্রেমে আলিঙ্গন কর্‌তে শিখ্‌বে? মোগলসৈন্যে অনেক কঠোর যোদ্ধা আছে, তারা কুলাঙ্গার, স্বদেশদ্রোহী, স্বধর্ম্ম-দ্রোহী, বিধর্ম্মীর কৃতদাস। এরূপ কঠোর শিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষিত হওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ! মাতৃশিক্ষা ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা কদাচ হবে না, চরিত্রের পূর্ণতা কদাচ লাভ কর্‌বে না। প্রভু, আমার মিনতি, শম্ভাকে কদাচ স্থানান্তরে ল'য়ে যাবেন না।

শিবাজী। পুতলা, তোমার এ কি নূতন শিক্ষা? তুমি ত কখনো আমার ইচ্ছার প্রতি-রোধ কর্‌তে না? তুমি আমাকে অভ্রান্ত বলো; সন্তানের মমতায় আজ আমায় কেন ভ্রান্ত বিবেচনা কচ্চো?

পুতলা। রাজকার্য্য মহারাজের, সে জন্য রাজ-ইচ্ছা কখনো প্রতিরোধ করি নাই; কিন্তু পুত্রের শিক্ষা-ভার পিতা-মাতা উভয়ের। শম্ভার শিক্ষায় আমাদেরও দায়িত্ব আছে, আমাদেরও কর্ত্তব্য আছে। মনে-জ্ঞানে যা শ্রেয়ঃ জানি, শ্রীচরণে নিবেদন করেছি। রাজ-ইচ্ছায় বাধা প্রদান করি নাই, সে অধিকার দাসীর নাই।

শিবাজী। পুতলা, চিন্তা দূর করো; বিনা আয়াসে শিক্ষিত পুত্র ঘরে ব'সে পাবে। (সই-বাইয়ের প্রতি) সই, তোমরা শম্ভাকে ল'য়ে ভবানীর মন্দিরে এসো।

[প্রস্থান।

শম্ভাজী। ঠাকুমা, আমি পাললায় যাবো না।

জিজা। ছিঃ, তোমার পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌তে আছে? চলো আমিও তোমার সঙ্গে ভবানীর মন্দিরে যাই।

[জিজাবাই ও শম্ভাজীর প্রস্থান।

পুতলা। দিদি, মহারাজ কেন কঠিন হলেন?

সই। ছিঃ কাঁদিস নে! পাললা আর কত দূর? শম্ভা কি সেথায় চিরদিন থাকবে?

নেপথ্যে। জয় ছত্রপতি শিবাজীর জয়!

সই। শোন্‌ শোন্‌, প্রজার জয়ধ্বনি শোন, বোধহয় জয়সংবাদ এসেছে।

জিজাবাইয়ের পুনঃপ্রবেশ

। মা, এতদিনে বোধ হয়, মা ভবানী আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌লেন। শিব্বা আমার ছত্রপতি হ'য়ে সিংহাসনে বস্‌বে।

সই। সে কি মা, এই ত যুদ্ধের উদ্যোগ হচ্ছিল?

জিজা। না, বাদ্‌সা দূত প্রেরণ ক'রে শিব্বার সহিত সন্ধি করেছেন। সেই সন্ধিতে মহারাষ্ট্র স্বাধীন রাজ্য ব'লে বাদ্‌সা স্বীকার করেছেন।

সই। মা, বাদ্‌সার এ পরিবর্ত্তন কি নিমিত্ত হলো?

জিজা। বাদ্‌সা, সাজাদা মোয়াজেমকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার ক'রে আর তাঁর সহিত রাজপুতবীর যশোবন্ত সিংহকে যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। হঠাৎ বাদসার মনে সন্দেহ হয়, যে সাজাদা ও যশোবন্ত সিংহ মিলিত হ'য়ে বিদ্রোহের সূচনা কচ্চেন। এই উভয়ের দমনের নিমিত্ত বাদসা শিব্বার সহিত সন্ধি করেছেন। এখন বোধ হয় মহারাষ্ট্রে কিছুদিনের জন্য শান্তি স্থাপন হলো।

সই। বুঝি সেই জন্যই প্রজারা জয়ধ্বনি ক'চ্চে।

জিজা। সেই জন্যও বটে আর বিশেষ রামদাস স্বামী গাগা ভট্টরাজকে শিব্বার "ছত্র-পতি" অভিষেকের নিমিত্ত পাঠিয়েছেন। শিব্বা আমার ভবানীর কৃপায় ছত্রপতি হবে। মা, তোমায় তার বামে দেখে জীবন সার্থক করবো।

পুতলা। মা, আমার শম্ভার রাজ্যাভিষেক দেখ্‌বে না?

জিজা। তোমার শম্ভা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে।

পুতলা। দিদি, দিদি, কি আনন্দের দিন! মা, আমি ফুল তুলে আনি গে, আমিও তোমার সঙ্গে আজ ভবানী পূজা কর্‌বো। অঞ্জলি দিতে শিখিয়ে দিও।

জিজা। চল মা, আমরা সকলে কুসুম চয়নের জন্য যাই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ

কর্ম্মচারী। ছত্রপতির অভিষেক, সকলে আনন্দ করো, নগরে আনন্দোৎসব হোক, জয় ছত্রপতি শিবাজীর জয়!

[ঘোষণা দিয়া প্রস্থান।

নাগরিকগণের প্রবেশ

১ লোক। চল্ চল্, একদিকে সোনা একদিকে মহারাজ ওজন হবেন—চল্ চল্ সকলের দেখ্‌বার ব্যবস্থা আছে।

২ লোক। ওজন দেখে কি কর্‌বি! দেখ্‌বি চল—রাজভাণ্ডার খুলে দিয়েছে—দীন দরিদ্র সব লুটে নিচ্চে।

৩ লোক। ওঃ!—ব্রাহ্মণেরা যে হীরে-মুক্তো কত কি পেয়েছে—কি বল্‌বো!

৪ লোক। যদি দেখ্‌তে চাস্ ত দেখ্‌বি, যখন মহারাজ স্বহস্তে বীরদের স্বর্ণ-অলঙ্কার প্রভৃতি নানাবিধ উপহার প্রদান কর্‌বেন। যারা যুদ্ধে মৃত, তাদের পরিবারেরা অদৈন্য হবে।

৫ লোক। আরে, রঙ্গভূমি দেখ্‌বি চল্—মল্লযুদ্ধ, লক্ষ্যভেদ, অশ্ব-সঞ্চালন প্রভৃতি কত রকম বল পরীক্ষা হবে, দেখ্‌বি চল্।

৬ লোক। তুমি তুকারামের কীর্ত্তন শুনেছো?—আহা কি মিষ্টি, হৃদয় দ্রব হ'য়ে যাবে!

সকলে। আনন্দের দিন—আনন্দের দিন—মহারাজ শিবাজীর অভিষেক। জয় হিন্দুকুল-তিলক মহারাজ শিবাজীর জয়!—জয় বীর-চূড়ামণি শিবাজীর জয়! জয় মাতৃভূমিবৎসল শিবাজীর জয়!—জয় মহারাজ শিবাজীর জয়!—জয় ছত্রপতি শিবাজীর জয়!

নাগরিকগণের গীত

সকলের গীত

জাগ্রত ভারত পুণ্যবতী।
শিব শিব শিবাজী ছত্রপতি॥
ধূপ-গন্ধে দশ দিশা আমোদিত,
বেদধ্বনি ঘন গগনে সমুত্থিত;
গৈরিক ধ্বজা উড়ে ভীত শত্রুচিত,
বীর-গাথা কবি-কণ্ঠে তরঙ্গিত।
ঘোর তিমির দূর হেরি ত্বিষাম্পতি,
বিমল সদানত বিভাসে জ্যোতি।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

শিবাজীর দরবার

সিংহাসনোপরি শিবাজী

শিবাজী, মোরোপন্ত, সভাসদগণ, এবং অন্যান্য রাজ-প্রতিনিধি ও বণিক-প্রতিনিধিগণ

মোরোপন্ত। ছত্রপতি, বাদ্‌সা আলমগীর মণি-মুক্তা-হীরকাদি বহুমূল্য
"ছত্রপতি শিবাজী"—লিখিত এই
প্রেরণ করেছেন, দৃষ্টি করুন। সম্রাট্-প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত।

শিবাজী। সম্রাট্-প্রতিনিধির যোগ্য আসন প্রদান করুন। এই বহুমূল্য মুকুট পর্ব্বত-বাসী-মহারাষ্ট্র-মস্তকে শোভা পায় না, মুকুট ভাণ্ডারে রক্ষিত হোক।

মোরো। ছত্রপতি, গোলকোণ্ডা বিজাপুর ও কর্ণাটরাজ্যের প্রতিনিধিগণ বহুমূল্য উপহার ল'য়ে সমাগত।

শিবাজী। প্রতিনিধিগণের সাদর অভ্যর্থনা করুন।

মোরো। জিঞ্জিয়ার সিদ্দিগণ রাজ-উপহার প্রেরণ করেছেন।

শিবাজী। সিদ্দি-প্রতিনিধির যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করুন।

মোরো। ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বণিক্‌গণ নজর ল'য়ে উপস্থিত।

শিবাজী। আদরের দ্রব্য—আদরে গৃহীত হোক।

মোরো। বোম্বাই হ'তে ইংরাজ--বণিক্ নজর ল'য়ে দণ্ডায়মান।

শিবাজী। ইংরাজ-বণিকের অতি সৌজন্য, দণ্ডায়মান কি নিমিত্ত, আসন প্রদান করুন।

মোরো। সকল স্থান হ'তে চৌথ প্রদত্ত হয়েছে।

শিবাজী। অভিষেক-দিনে সুহৃদ্‌গণ সুহৃদের কার্য্যই করেছেন।

মোরো। ছত্রপতির অভিলাষ, সমাগত মহাশয়গণ ছত্রপতির অভিষেক উপলক্ষে একপক্ষ মহারাষ্ট্রের অতিথি হ'য়ে সকলের আনন্দবর্দ্ধন করুন।

সকলে। জয় মহারাজ শিবাজীর জয়!

ইংরাজ। পেশোয়াজি, হাম্‌লোকের হুকুম হয়—কুঠি ফিরি।

মোরো। কেন সাহেব? আপনারা কার্য্যপ্রিয়, কিন্তু একপক্ষ অবস্থানে কার্য্যহানি হবে না।

ইংরাজ। আমরা রুটি-পনির খাই, পুরিমিঠাই খাইলে জিব জড়ায়, গোস্ত্ না খাইলে বাঁচিবে না। হেতায় মছ্‌লি পর্য্যন্ত চলিবে না, fortnight হেটায় থাকিলে starve করিবে।

মোরো। কেন সাহেব, মহারাষ্ট্র অতিথিসৎকারে পরাঙ্মুখ নয়; যে জাতির যে দ্রব্য ভোজ্য, সমস্তই প্রস্তুত হয়েছে। তবে যে জাতিরা মাংসাহারী, তাদের জন্য ছাগমাংসের আয়োজন হয়েছে।

ইংরাজ। S's blood! stiff goat's meat, no help!

রামদাস স্বামীর প্রবেশ

শিবাজীর সিংহাসন হইতে উত্থান

রাম। বৎস, সিংহাসন ত্যাগ ক'রো না, ছত্রপতির নিষেধ।

শিবাজী। গুরুদেব, স্মরণ করুন, দাস আপনার প্রতিনিধি মাত্র; রাজপ্রাসাদে সন্ন্যাসীর গৈরিক-পতাকা উড্ডীয়মান।

রাম। বৎস, আমি বৈদিক সন্ন্যাসী, তুমি রাজসন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী কিন্তু তোমার ন্যায় সর্ব্বত্যাগী কে? আমি এই হিন্দুরাজ-অভিষেকের দিন, হিন্দু-রাজসভায় শাস্ত্রমর্ম্ম উচ্চ-কণ্ঠে প্রকাশ ক'চ্চি যে, যে মহাপুরুষ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত, তারই মন্ত্র সফল—যে জন্মভূমি-ভক্ত তারই ভক্তি সফল—যে জন্মভূমির নিমিত্ত স্বার্থত্যাগী তারই ত্যাগ সফল! মহারাজ, যদিও তুমি ছত্রপতি, কিন্তু আমার গৈরিক বস্ত্রের ন্যায় তোমার রাজমুকুট ত্যাগব্যঞ্জক—তোমার উচ্চ ত্যাগ, তোমার আত্মবিসর্জ্জন। তুমি তোমার নও, তোমার মাতার নও, পিতার নও, পুত্রের নও,—তুমি হিন্দুর, হিন্দুর নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগী। 'জননী জন্মভূমি' তোমার মন্ত্র, সেই মন্ত্রে কঠোর সাধনে সিদ্ধ হয়েছে। তোমার সম্পদ্ হোক—বৈভব হোক, এ আশীর্ব্বাদে তুমি তৃপ্ত হবে না, তোমার যোগ্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় বাল্যাবধি জননী জন্মভূমির পূজা কর্‌বে—ধরাসনে অর্দ্ধাশনে অনশনে অনলস হ'য়ে যে জন্মভূমির পূজা কর্‌বে--মাতৃভূমি-রক্ষার্থে যার অসি সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাক্‌বে—মাতৃভূমির সন্তানগণ যার জীবন অপেক্ষা প্রিয় হবে—যে মাতৃভূমে ধর্ম্ম-রক্ষা, গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষা—বর্ণাশ্রম-রক্ষার জন্য বক্ষের শোণিত দানে প্রস্তুত হবে, সে তোমার ন্যায় ছত্রপতি হ'য়ে মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল কর্‌তে সক্ষম হবে! সকলে জয়ধ্বনি করো,—জয় ছত্রপতি শিবাজীর জয়!

সকলে। জয় ছত্রপতি শিবাজীর জয়!

পঞ্চম অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রায়গড়—শিবাজীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

শিবাজী ও সইবাই

শিবাজী। যখন আমি হিন্দুরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম উদ্যম করি, আমি পিতৃআদেশে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত, এই ধারণায় বিজাপুরের সুলতান পিতার উপর ক্রুদ্ধ হন, কৌশলে তাঁরে কারারুদ্ধ করেন, এবং আমি ক্ষান্ত না হ'লে সেই কারাগারে বায়ু-প্রবেশের পথ রুদ্ধ ক'রে পিতার প্রাণ বধ কর্‌বেন, এইরূপ সঙ্কল্প করেন।

সই। মহারাজ, দাসীকে আশ্বাস প্রদান

করো,—তোমার মুখচন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন দেখে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্চে। সেই পূর্ব্ব ঘোর বিপদের কথা কেন উত্থাপিত ক'চ্চো? আবার কি সেইরূপ কোন বিপদ্ উপস্থিত?

শিবাজী। হাঁ—সেই বিপদ্ সময়ে তোমার সহিত পরামর্শ করি, তুমি তেজস্বিনী মহারাষ্ট্র-রমণীর ন্যায় আমায় উপদেশ প্রদান করো, যে, পিতৃদেবের প্রাণ-সংশয়—তাঁর রক্ষার উপায় করা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু জন্মভূমির কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। আমি সে শ্রেয়ঃকার্য্য পরিত্যাগ কর্‌লে পিতৃদেব তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ কর্‌তেন, কিন্তু তোমার উপদেশে আমি এরূপ সংকট সময়েও মাতৃভূমির কার্য্য পরিত্যাগ করি নাই। এক্ষণে আবার সেইরূপ সংকট, তোমার কিরূপ উপদেশ বলো?

সই। মহারাজ, তোমার বিজয়-ডঙ্কা চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হচ্চে, বিজাপুর বিচ্ছিন্ন; স্বয়ং বাদ্‌সাও দমিত।

শিবাজী। আমি বাল্যকাল হ'তে বিপদে বর্দ্ধিত, শত্রু-সংঘর্ষণ আমার জীবন, কিন্তু সে বহিঃশত্রু—হৃদয়ের শত্রু নয়। আমার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হয়েছে, তোমার হৃদয়েও বজ্রাঘাত কর্‌বো, প্রস্তুত হও।

সই। কি, কি, শম্ভার কি কোন অকল্যাণ হয়েছে?

শিবাজী। না, শম্ভা জীবিত। পুত্র জন্মগ্রহণ করে, পিতামাতা বর্ত্তমানে কালগ্রাসেও পতিত হয়, এ ত সামান্য অশুভ; কিন্তু কুপুত্র, এ অপেক্ষা কঠিন শেলাঘাত আমার কল্পনায় উদয় হয় না! তোমার শম্ভা ব্যাভিচারী, ব্রাহ্মণ-কন্যার সতীত্ব হরণের চেষ্টা করেছে। কি নিদারুণ সংবাদ, এ অপেক্ষা শম্ভার মৃত্যু সংবাদ কেন এলো না!

সই। রাজ্যেশ্বর, তুমি এই নিমিত্ত কাতর? কুপুত্র বড়ই যন্ত্রণা সত্য, কিন্তু সে যন্ত্রণা হতে পরিত্রাণের উপায় অতি সহজ, শাস্ত্র সম্পূর্ণ বিধি দিচ্চে, কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ পথপ্রদর্শন ক'চ্চে, কুপুত্র বর্জ্জন করো। মহারাজ তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হৃদয় আমার জন্য ব্যাকুল হয়েছে; আমার হৃদয়ে ব্যথা লাগ্‌বে, এই জন্য ব্যাকুল। ব্যথা পাবো সত্য, কিন্তু আমি কি রাজসহধর্ম্মিণী নই? আমার হৃদয়ের কোমলতা রাজকর্ত্তব্যে বাধা প্রদান কর্‌বে, এই কি মহারাজের ধারণা? মহারাজ, তুমি আমার ইষ্টদেবতা, আমি তোমার চরণ স্পর্শ ক'রে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, রাজকার্য্যে কুলাঙ্গার শতপুত্রের মুণ্ডচ্ছেদ আমি সচক্ষে দেখ্‌তে প্রস্তুত।

শিবাজী। তোমার আমা অপেক্ষা বজ্র-নির্ম্মিত হৃদয়। কি নিদারুণ বজ্রাঘাত! কেন রণস্থলে আমার মৃত্যু হয় নাই—কেন শত্রু-অস্ত্র আমায় স্পর্শ করে নাই—কেন শত্রুর গোলাগুলি আমা হ'তে অন্তরে পতিত হয়েছে! আমি ত সর্ব্বাগ্রে শত্রু আক্রমণ করি। শত শত ব্যক্তি আমার পার্শ্বে নিপাতিত হয়, তবে আমার কেন পতন হ'লো না! কত কোটী জন্মের সঞ্চিত ফলে এই নিদারুণ দণ্ড!—সই, সই, কি হলো!

সই। মহারাজ, শম্ভা তোমার একমাত্র পুত্র নয়। শম্ভা আমার একমাত্র পুত্র, আমি কাতর নই; তুমি কেন এরূপ ব্যাকুল হ'চ্চো? তোমার রাজারাম, চন্দ্রের ন্যায় কলায় কলায় বর্দ্ধিত, পূর্ণকলায় মহারাষ্ট্র আলোকিত কর্‌বে।

শিবাজী। তুমি পাষাণ—বজ্রে নির্ম্মিত—অথবা তুমি জান না, পুত্রের উপর পিতার কি আশা ভরসা স্থাপিত! আজীবন কঠোর আয়াস-সাধ্য অর্জ্জন কার জন্য করে—কার জন্য দুর্দ্দম শত্রু দমন ক'রে রাজ্য-স্থাপন করে—কার জন্য বৈভব—মরণে কার পিণ্ড-প্রয়াসী? অহো, আমার বংশে কুলাঙ্গার—আমার বংশে কুলাঙ্গার!

সই। মহারাজ, তোমার পুত্র কে? তুমি আপনার জন্য কি কার্য্য করেছ? তোমার বৈভব কোথায়? তুমি তোমার নয়, তবে তোমার পুত্র কে? তুমি তোমার মাতৃভূমির—তোমার সিংহাসন মাতৃভূমির—তোমার বৈভব মাতৃভূমির! তোমার ন্যায় যে মাতৃভূমির কার্য্যে ব্রতী, সেই তোমার উত্তরাধিকারী—শত সহস্র মহারাষ্ট্র-বীর, যারা তোমার ন্যায় মাতৃভূমির কার্য্যে নিষ্ঠ, তারা তোমার উত্তরাধিকারী—মাতৃভূমিতে উপযুক্ত পুত্রের অভাব নাই, সেই মাতৃভূমির বৈভবের অধিকারী! তুমি সর্ব্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী গুরুর শিষ্য, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিহার করো। কাতর হ'য়ো

না, রাজার ন্যায় দুর্জ্জনের দণ্ড বিধান করো।

শিবাজী। সত্য! পিতার সঙ্কটে তোমার উপদেশ গ্রহণ ক'রেছিলেম। সকল কর্ম্মচারী-দের অনুরোধ, প্রাণদণ্ড কর্‌বো না, কিন্তু পান্‌লা দুর্গে বন্দী অবস্থায় অবস্থান কর্‌বে; বিশুদ্ধচেতা জনার্দ্দন পন্থকে তার কারারক্ষক নিযুক্ত কর্‌বো। দেখি, যদি সং-সঙ্গে অসৎ-হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়। এ বিষম সমস্যার স্থল, রাজ্য কাকে দিয়ে যাবো? শম্ভাজী জ্যেষ্ঠ পুত্র, যদি তার পরিবর্ত্তে কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, ভবিষ্যতে সিংহাসনের জন্য জ্যেষ্ঠে-কনিষ্ঠে দ্বন্দ্ব হবে—গৃহবিবাদে রাজ্য বিচ্ছিন্ন হবে; কিন্তু ব্যভিচারীকে কিরূপে সিংহাসনে স্থাপিত কর্‌বো? কঠিন মনোবেদনা সহ্য কর্‌তে আমি প্রস্তুত; কিন্তু নবস্থাপিত হিন্দুরাজ্য উৎসন্ন হবে, এ চিন্তা হৃদয়ে উদয় হওয়া অপেক্ষা আমার নরক-যন্ত্রণা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। মহারাজ, রাজমাতা কুমার রাজারাম ও মধ্যমা রাণীমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে খ্যাপা মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হ'য়েছেন।

সই। খ্যাপা মহাদেব কি?

শিবাজী। নগরপ্রান্তে ঘোর শ্মশানভূমে এক মহাদেব আছেন, যে তাঁর পূজা করে, সবংশে নিপাত হয়। বারবার চেষ্টায় তাঁর মন্দির সংস্কার কর্‌তে পারি নাই, সংস্কার মাত্রেই ভগ্ন হয়। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁকে পূজা ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সেই মন্দিরে মা উপস্থিত হয়েছেন, এ সংবাদে আমার হৃদয় কম্পিত হ'চ্চে।

সই। শ্মশানেশ্বরের মন্দির।

পরি। মহারাজ, আমাদেরও হৃদ্‌কম্প হ'চ্চে। তিনি মহারাজকে আর রাণীমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌তে ডেকেছেন। আমি ছোট রাণীমাকে সংবাদ দিয়েছি, আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে তাঁর পরিচর্য্যায় ফিরে যেতে নিষেধ ক'রেছেন। মহারাজ, মাকে ঘরে আনুন।

[প্রস্থান।

শিবাজী। তোমরা শীঘ্র প্রস্তুত হ'য়ে এসো, মা বুঝি আমাদের মমতা পরিত্যাগ ক'রে সেই ভীষণ দেবমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন।

[শিবাজীর প্রস্থান।

পুতলার প্রবেশ

পুতলা। দিদি, দিদি, পরিচারিকা সংবাদ দিলে, মা শ্মশানভূমে শিবমন্দিরে এসেছেন; আমাদের আশীর্ব্বাদ করবার জন্য সেখানে যেতে বলেছেন। শুনেছি যারা সংসারবিরাগী, সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে এই শিবপূজা করে; আর কারো তাঁর পূজার অধিকার নেই। দিদি যখন বজ্রাঘাত হয়, তখন কি উপর্য্যুপরিই বজ্রাঘাত হয়? মা কি আমাদের ছেড়ে যাবেন? তা'হলে মহারাজের ঘোর সন্তপ্ত হৃদয় কে শীতল কর্‌বে দিদি?

সই। মহারাজ কি তোরে কোন নিদারুণ সংবাদ ব'লেছেন?

পুতলা। না দিদি, কিন্তু তুমি ত জানো, মহারাজের সঙ্গে আমার অস্তিত্ব—আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই! যখন তিনি ব্যথা পান—আমার প্রাণেও সে ব্যথা বাজে! মহারাজের হৃদয় ঘোর অশান্তিপূর্ণ—আমার হৃদয়ও অস্থির!

সই। পুতলা, স্থির হ'য়ে শোন,—তুই বড় ভগ্নীর মতন আমায় চিরদিন দেখিস, তুই আমার কাছে সত্য কর্—আমার একটি অনু-রোধ রাখ্‌বি?

পুতলা। দিদি, আমি তোমার দাসী, তুমি কি আজও মনে করো, যে তোমার এমন কোন কথা আছে যে আমি রাখ্‌বো না?

সই। পুতলা, ভেবেছিলেম এ নিদারুণ কথা তোরে ব'ল্‌বো না, এ দারুণ বেদনা তোর প্রাণে আমি দেবো না। দিদি, আমি রাজরাণী, রাজার সহধর্ম্মিণী—রাজকার্য্য অতি কঠিন, সে কঠিন কার্য্যে তাঁর সহধর্ম্মিণী, কিন্তু আমি রমণী ভিন্ন আর কিছুই নই। আমি পুত্র গর্ভে ধ'রেছি, রাণী হ'য়েও ত মার প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। শম্ভা আমার রাজকোপে পতিত, রাণীর কোপেও পতিত, জননীর কোপে নয়, শত অপরাধী পুত্রেরও জননীর নিকট

অপরাধ নাই, মার প্রাণ ত বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই!

পুতলা। দিদি, দিদি, বলো—শম্ভা কি করেছে?

সই। শম্ভা ব্যভিচারী, ব্রাহ্মণ-কন্যার উপর অত্যাচার ক'রেছে। তার কারাদণ্ড হ'য়েছে, তার আর ত্রিসংসারে কেউ থাক্‌বে না, তুই তারে দেখিস্।

পুতলা। দিদি—

সই। পুতলা তুই অধীর হোস্ নে। শম্ভাকে তুই সূতিকাগারে কোলে নিয়েছিলি, শম্ভা তোর; তোর শম্ভা তোকেই সমর্পণ ক'রে যাবো। তোর সাধ, শম্ভাকে রাজসিংহাসনে দেখে তুই মহারাজের সঙ্গে যাবি; মা ভবানীর প্রসাদে তোর সাধ পূর্ণ হোক।

পুতলা। দিদি, তুমি কেন ভাব্‌ছ? আমার মন বল্‌ছে, আমি শম্ভাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজার হাত ধরে চ'লে যাবো।

সই। তোর সাধ পূর্ণ হবে, আমার সাধও পূর্ণ হয়েছে। রাজ্যেশ্বরের বামে বসেছি, আর আমার সাধ নাই। আমার হৃদয় ভগ্ন—ভগ্ন হৃদয়ে আর কতদিন দেহভার সহ্য হবে! পুতলা, এতদিন তোর আমার আনন্দেই আনন্দ ছিল, আজ আমার পতিপুত্র তোরে অর্পণ কর্‌লেম, আজ হ'তে আমার পতিপুত্র তোর। চল্, মা ডেকেছেন, মার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করি গে।

পুতলা। দিদি, তুমি যদি জান্‌তে, তুমি মহারাজের বামে বস্‌লে আমার কি আনন্দ—যুগল দর্শনে আমার কি অপূর্ব্ব ভাব—মহারাজ তোমার, তোমার পুত্র রাজ্যের অধিকারী, এই ভাবসাগরে আমি দিবারাত্র সন্তরণ করি, এ আমার কি আনন্দধাম—আমি দিবারাত্র কি আনন্দধাম-বিহারিণী—আমি কি সুখ-স্বপ্নে নিমগ্ন, তা'হলে তুমি নিষ্ঠুর হ'য়ে বল্‌তে না স্বামীপুত্র তোরে দিলুম। আমি কে, আমি ত কেউ নই, পতির প্রাণে আমার প্রাণ, পতির জীবনে আমার জীবন।

সই। পুতলা, মা বলেন, তুই ভবানীর নায়িকা; সত্যই তুই নায়িকা। চল্—মার পাদ-পদ্মে প্রণাম করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রায়গড়—শ্মশানস্থ শিব-মন্দির

জিজাবাই, শিবাজী, সইবাই ও পুতলাবাই

জিজা। শিব্বা, আমার জীবনের বাহ্যিক বৃত্তান্ত তুমি জানো,—কিরূপে হোরির দিন বাল্যক্রীড়ায় আমার বিবাহের সূচনা, কিরূপে স্বামীর প্রতি আমার পিতার বিরাগ, কিরূপে স্বামীর সহিত আমার পিতার যুদ্ধ, কিরূপে গর্ভাবস্থায় স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, কিরূপে পিতার বন্দী, কিরূপে নানাস্থানবাসী, কিরূপে দিবারাত্র রণকোলাহল শ্রবণ, এ সকল তুমি স্বর্গীয় দাদোজী কোণ্ডের নিকট অবগত। অনশন, অর্দ্ধাশন, নানাস্থান ভ্রমণ, গর্ভবাসেই তোমার অভ্যস্ত। তোমায় ভবানীর বরপুত্র বলি; কেন, তা জানো না! আমি যখন পিতৃ-গৃহে বন্দী, আমি মা শিবাই দেবীর মন্দিরে দিবারাত্র অতিবাহিত কর্‌তেম,—'সুপুত্র হোক' দিবারাত্র আমার কামনা ছিলো। একদিন মন্দির-অভ্যন্তরে নিদ্রিত, স্বপ্নে দেবদেব মহাদেব আমার নিকট উপস্থিত। দেবদেব বললেন, "জিজা, আমি তোর প্রতি প্রসন্ন, আমি ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য তোর গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর্‌বো, দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত আমায় চক্ষুর অন্তর ক'রো না, তারপর মাতৃস্নেহে আমার কার্য্যে বাধা প্রদানে বিরত থেকো। পুত্রকে ছত্রপতি দেখে শিবলোকে গমন কর্‌বে।" শিবাই দেবীর নামে তোমার নাম শিব্বা; কিন্তু বাবা, তুমি যে হও—আমার পুত্র, পুত্রের কার্য্য করো। দেবদেবের আদেশ-অনুসারে তোমায় লালন পালন করেছি, শত শত বার অতি দুষ্কর কার্য্যে মমতাশূন্য হ'য়ে তোমায় বিদায় দিয়েছি, আমার কার্য্য অবসান। তোমায় ছত্রপতি দেখেছি, আমার সাধ পূর্ণ; এখন দেবদেবের শেষ আদেশ পালন কর্‌বো। তিনি প্রতিশ্রুত আছেন, শিবলোকে আমায় স্থান দেবেন। আমি প্রায়োপবেশন ক'রে দেহত্যাগের বাসনায় দেব-দেবের শরণাপন্ন হয়েছি। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো, আমার পরম কার্য্যে বাধা দিয়ো না।

শিবাজী। মা—মা—

জিজা। আর তোমার মা নই। যতদিন

তোমায় ছত্রপতি দেখি নাই, ততদিন তোমার মা ছিলুম, আজ হতে দেবদেবের কিঙ্করী। তোমায় দেবকার্য্যে বাধা দিই নাই, মা ব'লে আমার দেবকার্য্যে বাধা দিও না। তুমি 'মা' ব'লে ডাক্‌লে, আমি দেব-আজ্ঞা পালন কর্‌তে পার্ব্বো না।

শিবাজী। মা, কঠোর কার্য্যে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে!

জিজা। সই, পুতলা, দেবদেবের কৃপায় তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক্।

সই। মা, আপনার আশীর্ব্বাদে ত আমার সাধ অপূর্ণ নাই! আমি ছত্রপতির বামে ব'সেছি; কিন্তু মা, আমি চিরদিনই তোমার দাসী। ঈশ্বরী-সেবা দাসীর চিরদিনই কার্য্য, সে কার্য্যে মা আমায় বঞ্চিতা কর্‌তে পার্‌বে না। তুমি দেবদেবের শরণাগতা, আমি যেদিন থেকে তোমার গৃহে এসেছি, সেইদিন থেকেই তোমার শরণাগতা। তোমার দেবকার্য্য তুমি সাধন করো, কিন্তু দাসীকে দাসীর কার্য্যে বঞ্চিতা কর্‌তে পার্‌বে না।

পুতলা। মা, শম্ভা তোমার পদধূলি পায় নাই, আমার অঞ্চলে পদধূলি দাও, আমি তার মাথায় দেবো। এই পদধূলি প্রভাবে তার মাথায় মুকুট শোভা পাবে।

লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ

লক্ষ্মী। মা, আমিও তোমার পুত্রবধূ, আমাকেও আশীর্ব্বাদ করো।

জিজা। মা, তোমার প্রতীক্ষাই কর্‌চি, আমার জীবনের অমূল্য রত্ন তোমার নিকটে রেখে যাই, সেই রত্ন তুমি হিন্দু রমণীর ঘরে ঘরে বিতরণ কর্‌বে—এই ভার তুমি গ্রহণ করো। আমার সেই অক্ষয় রত্ন মাতৃভূমির অনুরাগ, বিতরণে শেষ হবে না; প্রতি গৃহে সেই অনুরাগ বিতরণ করো। ঘরে ঘরে ব'লো—হিন্দুরমণী মা জানকীর ন্যায় চিরদুঃখিনী—দুঃখপসরা আজীবন বহন কর্‌তেই হিন্দু-রমণীর জন্ম; কিন্তু হিন্দুরমণীর অতি উচ্চ কার্য্যের ভার—তার সন্তানকে শিক্ষা প্রদান—সন্তানের জীবন গঠন—সন্তানের হৃদয়ে জন্ম-ভূমির অনুরাগবীজ রোপণ—স্নেহপূরিত সুশিক্ষায় সেই অঙ্কুরে বারি সিঞ্চন। ভার অতি কঠিন। এই দেব কার্য্যসাধন—হিন্দু-রমণীর জীবনের ব্রত; অনুষ্ঠান—আত্ম-বিসর্জ্জন, স্বার্থত্যাগ; ব্রতফল—দেবকৃপায় শিব্বার ন্যায় জন্মভূমিবৎসল পুত্রলাভ!—যে মাতৃভূমিবৎসল পুত্রের জন্মে পৃথিবী পবিত্র, বায়ু পবিত্র—যার যশঃ-সৌরভ দশদিক্ ব্যাপ্ত—যার জলপিণ্ড প্রদানে পিতৃলোক আনন্দিত, স্বাধীনতা যার রাজলক্ষ্মী, সেই কুলতিলক পুত্রলাভ হবে। মা, ঘরে ঘরে হিন্দুরমণীকে এই মহাব্রতরূপ অমূল্য রত্ন দিয়ো। তোমার মনস্কামনা দেবদেব পূর্ণ করুন।

লক্ষ্মী। মা, তোমার এই অমূল্য রত্নের আমিও অধিকারী; মাতৃহীন অনাথ আমার পুত্র, মাতার ন্যায় তাদের দীক্ষিত কর্‌বো। তোমার আজ্ঞা পালন কর্‌বো, তোমার এই উপহার দেশে দেশে বিতরণ কর্‌বো, যতক্ষণ বাঙ্‌নিস্ফুরণ হবে, যতদিন অজপা না রুদ্ধ হবে, ততদিন এই রত্ন বিতরণ আমার সমাপ্ত হবে না।

জিজা। সকলে আমায় বিদায় দাও।

সকলের প্রণামকরণ ও জিজাবাইয়ের মন্দির-দ্বার বন্ধকরণ

শিবাজী। তোমরা গৃহে যাও, আমি এই শ্মশানভূমে মার প্রহরী।

সই। মহারাজ, পদধূলি দিন।

শিবাজী। রাণী আমি বুঝেছি, আমার সকল সহ্য হবে। কঠিনা জননী কঠিন পুত্র প্রসব করেছে, শত বজ্রাঘাতে তার হৃদয়ে ব্যথা লাগে না। পুতলা, কার্য্যের জন্য আমার জীবন-ধারণ, আবার কার্য্যে যাবো। আমার একটি কার্য্যভার তোমায় দিই, সইকে তুমি দেখো। কঠিন স্বামীর হস্তে বিধাতা সইকে অর্পণ করেছেন, তুমি ভিন্ন তাকে দেখবার আর কেউ রইল না। (লক্ষ্মীবাই-এর প্রতি) ভগ্নি, আমার ন্যায় তোমার অনেক কার্য্য! মা বিদায় দিয়েছেন, আমার পুরবাসিনীগণেরও ভার তোমার; তুমি এদের গৃহে নিয়ে যাও। রাজমাতা নাই, অবকাশ মত তত্ত্বাবধান ক'রো।

লক্ষ্মী। আমি চিরদিন রাজচরণে বিক্রীত। (সই ও পুতলাবাই-এর প্রতি) দিদি, চলুন আমরা রাজপুরে যাই। মার ভার মহারাজের,

আমাদের নয়; তবে কেন আমরা শ্মশানভূমে থাক্‌বো।

[শিবাজী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিবাজী। এখনও কার্য্য—কঠিন কার্য্য—মমতাবিহীন কার্য্য। কার্য্যের বিরাম নাই—মমতার স্থান নাই। আজ আমি মাতৃহীন! বাল্যাবধি-জীবনসঙ্গিনী সই বুঝি আমায় পরিত্যাগ কর্‌লে, আহা মর্ম্মাহত দুঃখিনী! শম্ভা,—তুমি মাতৃঘাতী; তোমার কঠিন পিতা, পিতৃঘাতী হবার তোমার শক্তি নাই। সংকট, আজীবন তুমি আমার সাথী—তুমি বন্ধু; তোমার আশ্রয়ে এই হৃদয়তাপ নিবারণ কর্‌বো। এসো, ঘোররূপে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হও, তোমার সেই ভীষণদর্শন মূর্ত্তি—আমার শান্তি। অপেক্ষা করো—মাতৃক্রিয়া সমাপ্ত ক'রে দুর্গমে তোমার সহিত ভ্রমণ কর্‌বো।

মোরোপন্তের প্রবেশ

মোরো। মহারাজ, রাজমাতা—

শিবাজী। কৈলাসবাসিনী কৈলাসযাত্রা ক'রেছেন, তিনি মন্দির মধ্যে প্রায়োপবেশনে। কিন্তু পেশোয়াজি, আমরা সংসারে; সংসারের বার্ত্তা কি?

মোরো। মহারাজ, রাজ-আদর্শে আমরাও কঠিন, নচেৎ রাজমাতা অদর্শনে রাজকার্য্যে অপারগ হ'তেম। গুরুতর সংবাদ এই, পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা অকস্মাৎ সমুদ্রতীরস্থ নগর আক্রমণ ক'রে মন্দির ভঙ্গ করেছে, মসজিদ ভঙ্গ করেছে, হিন্দু-মুসলমান বালক-বালিকা হরণ ক'রে ক্রিশ্চান-ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রেছে। অত্যাচারে হিন্দু-মুসলমানেরা সশঙ্কিত। আপাতত পঞ্চশত মুসলমান সপরিবারে পলায়ন ক'রে নগরে উপস্থিত হ'য়েছে। জলদস্যুরা মস্‌জিদ ভঙ্গ করেছে, সমাধি খনন করেছে।

শিবাজী। তারা কোথায়—তাদের কেন নিয়ে আমার নিকট এলে না? আহা! সন্তাপিত প্রজা আমার নিকটে এসে কতক শান্তি লাভ কর্‌তো।

মোরো। মহারাজ, এ হিন্দুর সমাধিভূমি।

শিবাজী। তাতে বাধা কি? প্রজা আমার পুত্র, এতে হিন্দু-মুসলমান নাই। তাদের মস্‌জিদ্‌ ভঙ্গ হয়েছে, শিবমন্দির ভঙ্গের ন্যায় আমার প্রাণে ব্যথা লেগেছে, তাদের সমাধি খনন হয়েছে, আমার দেবস্থান কলুষিতের ন্যায় বোধ হ'চ্চে। আমি তাদের রক্ষা-কর্ত্তা পিতা-স্বরূপ, আমি তাদের রক্ষা কর্‌তে পারি নাই, এই ত্রুটির জন্য তাদের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা কর্‌বো। এই ভীষণ শ্মশান-ভূমে এই নিদারুণ অবস্থায় আমার প্রতিজ্ঞা, যে আরব সাগর অচিরে জলদস্যু-ভয়-রহিত হবে—জলে স্থলে সমান শাসন স্থাপিত হবে। যারা আমার প্রজাপীড়ক, তারা আমার পুত্র-পীড়ক অপেক্ষা অমার্জ্জনীয় শত্রু। চলো, জগৎ দেখবে, মহারাষ্ট্রীয়েরা যেরূপ স্থলে প্রবল, জলেও সেইরূপ দুর্দ্দমনীয়। মহারাষ্ট্র-নৌবল অচিরে নৌবলে-বলী পাশ্চাত্ত্যশত্রুর ভয় উৎপাদন কর্‌বে। চলো, আমি বিলম্ব কর্‌লে জননী কুপিতা হবেন। চলো—মন্দির রক্ষার্থ প্রহরী স্থাপিত হোক।

রামদাস স্বামীর প্রবেশ

রাম। হেথায় প্রহরী আমি, তোমার অস্ত্র-ধারী প্রহরীর কার্য্য এখানে নাই।

শিবাজী। প্রভু, প্রভু, আমার বক্ষে পাদ-পদ্ম দিন, আমার হৃদয় অশান্তি-পূর্ণ।

রাম। বৎস, কার্য্যের নিমিত্ত তোমার জন্ম-গ্রহণ, কার্য্যই তোমার জীবন, কার্য্যই তোমার শান্তি। কার্য্যে গমন করো, আমারও কার্য্য উপস্থিত, আমায় কার্য্যের অবসর দাও।

[রামদাস স্বামীর মন্দিরে প্রবেশ এবং
শিবাজী ও মোরোপন্তের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দিল্লী—আওরঙ্গজেবের মন্ত্রণাকক্ষ

আওরঙ্গজেব ও জাফর খাঁ

আও। চঞ্চল হবো না? এ পর্ব্বতদস্যু কি সত্য শয়তানি-বল-সম্পন্ন। দাক্ষিণাত্যে মহাবলশালী আদিলসাহি, নিজামসাহি, কুতবসাহির সুলতানগণ, উত্তরে এই বিপুল মোগল-প্রতাপ, একাকী পরাস্ত ক'রে স্থলে রাজ্য সংস্থাপন করেছে, সমুদ্রেও তার সমান শাসন। পাশ্চাত্ত্য-নৌবলে-বলী পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ,

ইংরাজ প্রভৃতি বণিকগণ, জলযুদ্ধবিশারদ জিঞ্জিরার দুর্দ্ধর্ষ সিদ্দিগণের সহিত মিলিত হ'য়েও মহারাষ্ট্র-নৌবলে পরাজিত! আরব-সাগর মহারাষ্ট্রের অধিকারে। এ শত্রু যদি দমন কর্‌তে অক্ষম হই, তা'হলে আমার দিল্লীর সিংহাসন বিফল—শাসন বিফল—মোগল-বল মর্য্যাদাবিহীন। পুনঃ পুনঃ আমায় অপমানিত কর্‌তে এই সামান্য দস্যু সাহস ক'চ্চে; আমি প্রতিবিধানে অশক্ত। সেনাপতি দিলির খাঁকে সংবাদ দিয়েছেন?

জাফর। সম্রাটের আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালিত হয়েছে। কিন্তু নিবেদন, অবিরত রণব্যয়ে রাজকোষ শূন্য, সৈন্যরা বেতন প্রাপ্ত হয় না, রণশিবিরে আহার্য্য নাই। কৌশলী শত্রুর আক্রমণে দিন দিন বলক্ষয়।

আও। তারপর—

জাফর। সমস্ত বিবরণ গোলামের নিবেদন করা কর্ত্তব্য।

আও। আপনার অভিপ্রায়—যুদ্ধে ক্ষান্ত হবো?

জাফর। সাহানসা, মন্ত্রীরা স্বীয় বুদ্ধি-বৃত্তি অনুসারে মন্ত্রণা প্রদান করে, কার্য্য সম্রাটের ইচ্ছা।

আও। হাঁ—কার্য্য আমার ইচ্ছায় হবে।

দিলির খাঁর প্রবেশ

আসুন খাঁ সাহেব। একদিন আমাদের তর্ক হয়, হিন্দুরা যে কাফের আপনি অস্বীকার করেন; অবস্থা শুনুন, এতে আপনার মতের পরিবর্ত্তন হয় কিনা জানি না। আমার রাজ-কার্য্য বিব্রত, মহাতীর্থ মক্কা গমনে অক্ষম, এ নিমিত্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করি। তীর্থযাত্রী বহু মুসলমান ও সেই প্রতিনিধি সমভিব্যাহারে অর্ণবযানে আরবসাগরপথে গমন করে। শিবাজী সেই সম্রাট্-প্রতিনিধি ও অন্যান্য মুসলমানগণের তীর্থের উপহারোপযোগী দ্রব্য-সকল লুণ্ঠন করেছে, এখনো তারা কাফের নয়?

দিলির। কাফের শব্দের প্রকৃত অর্থ হয় ত গোলাম অবগত নয়। মুসলমানের সহিত মহারাষ্ট্রের শত্রুতা, মুসলমানের অর্থ বলপূর্ব্বক অপহরণ করেছে, তীর্থযাত্রী ব'লে লুণ্ঠনে বিরত হয় নাই। কিন্তু অনেক স্থলে অধীনস্থ হিন্দুর দেবস্থানে মুসলমান কর্ত্তৃক নানাপ্রকার উপদ্রব হয়েছে। শিবাজী যাত্রীর অর্থ লুণ্ঠন করেছে, কিন্তু অধীনস্থ মস্‌জিদ ও পীর-স্থানে তার বৃত্তি আছে। পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক মুসলমান মস্‌জিদ ভগ্ন ও পীরস্থান কলুষিত হওয়ায় শিবাজী তাদের দণ্ড প্রদান করেছে।

আও। মস্‌জিদে, পীরস্থানে বৃত্তি প্রদান, মুসলমান প্রজার জন্য ক্রিশ্চান দমন, খাঁ সাহেবের মতে এই সকল শিবাজীর গৌরবের কার্য্য, কিন্তু খাঁ সাহেব কখনো রাজ্যপরিচালনা করেন নাই, প্রজার তুষ্টিসাধন প্রয়োজন হয়, এ কথা খাঁ সাহেব অবগত নন। সেই প্রয়োজনে এই মুসলমান-সাম্রাজ্যে হিন্দুর ভূতপূজার মন্দির সকল এখনো উন্নতশির। আপনার কি এখনো ধারণা নাই, যে হিন্দুরা আমাদের বাহ্যিক সেলাম দেয়, ভয়ে? শিবাজী কার্য্যে-বাক্যে সম্পূর্ণ মুসলমান-বিদ্বেষী, একথা যে খাঁ সাহেবের কি নিমিত্ত ধারণা হয় না, আমরা অনুমান কর্‌তে অপারগ।

দিলির। সাহানসা, গোলাম আজ্ঞাবাহী, গোলামের মতামতের অপেক্ষা কি?

আও। উত্তম বিবেচনা করেছেন, আজ্ঞা পালন করুন। দুই লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত, তাদের পরিচালনা ক'রে মহারাষ্ট্র ধ্বংস করুন। কি আস্পর্দ্ধা—যদি সম্রাট্‌কার্য্যের প্রতিনিধির উপর অত্যাচার হ'তো, একদিন তা মার্জ্জনীয় ছিলো; ধর্ম্ম-প্রতিনিধির উপর আক্রমণ—তীর্থের উপহার লুণ্ঠন! মহারাষ্ট্র-রাজ্য ভস্মীভূত করুন, হিন্দুর চিহ্ন তথায় না থাকে, ধর্ম্ম-বিরোধীর মার্জ্জনা নাই;—আজ্ঞা পালন ক'রে সিংহাসনের দক্ষিণে আসন গ্রহণ করুন।

দিলির। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

আও। অসাধ্য সাধন করুন—অপমানের প্রতিশোধ প্রদান করুন—ধর্ম্মদ্রোহীকে উচ্ছেদ করুন।

জাফর। সাহানসা, গোলাম নিবেদন করেছে, একে অনবরত রণব্যয়, আবগারি প্রভৃতি সম্রাট-আজ্ঞায় মোল্লার দ্বারা উচ্ছেদ হওয়ায় সে সকল শুল্কের আয় নাই, নানা প্রকার শুল্কস্থাপনে অনেক হিন্দু বণিক্ উচ্ছেদ হওয়ায় সে আয়ও বিশেষ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ; এই বিপুল বাহিনীর

ব্যয় কিরূপে সঙ্কুলান হবে, তা নিরূপণে গোলাম অশক্ত—পুনর্ব্বার গোলাম নিবেদন ক'চ্চে, রাজকোষ অর্থশূন্য।

আও। এখনি রাজকোষ অর্থপূর্ণ হবে। প্রত্যেক হিন্দুর মস্তকের উপর জিজিয়া কর সংস্থাপিত হোক্—রাজকোষ একদিনে পরিপূর্ণ হবে।

জাফর। সাহানসা, গোলাম যথাজ্ঞান নিবেদন কর্‌তে বাধ্য, হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিই মিলিত হ'য়ে এই মোগল-সিংহাসন ধারণ ক'চ্চে, উভয় জাতিই মোগলের প্রজা, এরূপ এক পক্ষের উপর কর স্থাপনে হিন্দুরা মর্ম্মাহত হবে, তাতে সাম্রাজ্যের অমঙ্গল সম্ভাবনা।

আও। যে অমঙ্গল হয় হোক, আমি ইসলামধর্ম্ম-আশ্রিত, হিন্দু কর্ত্তৃক ইসলামতীর্থ-যাত্রীর অপমান হয়েছে, এ কদাচ আমার সহ্য হবে না। এতে হিন্দুরা মর্ম্মাহত হয় হোক, এতে আপনার ন্যায় মুসলমান আমায় পরিত্যাগ করেন করুন, সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় ক্ষতি নাই, মুকুট পরিবর্ত্তে ফকিরের শিরস্ত্রাণ ধারণ কর্‌তে হ'লে আমি ক্ষুব্ধ নই। কিন্তু আমি ইসলামধর্ম্ম-আশ্রিত, কায়মনোবাক্যে সে ধর্ম্ম-গৌরব রক্ষায় আমার কদাচ ত্রুটি হবে না। আমি জানি, কাফের সংসর্গে অর্দ্ধকাফের বহু ওম্‌রাও বিলাস-লালিত, আমার বিলাসশূন্য দরবার তাদের অসন্তোষজনক—মদ্যপান, নৃত্য-গীত দমিত হওয়ায় তারা মনঃক্ষুণ্ণ; কিন্তু তাতে আমি পশ্চাৎপদ হবো না। যে কার্য্যে পিতার অসন্তোষে পশ্চাৎপদ হই নাই, যে কার্য্যে ভ্রাতৃহত্যা করেছি, সে কার্য্যে কদাচ পরাঙ্মুখ হবো না। আমায় কারো নিকট উপদেশ প্রয়োজন নাই। রাজনীতি অনুসারে মতামত জিজ্ঞাসা করি, আমার কর্ত্তব্য আমার নিকট। আমি মুসলমান, মুসলমানের কোরাণের হুকুম পালন কর্‌বো।—আজ্ঞা পালিত হোক।

[প্রস্থান।

জাফর। খাঁ সাহেব, ক্রোধের উপযুক্ত সময়?

দিলির। উজির সাহেব, শুনলেন ত সমস্ত ভার সম্রাট্ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। যথাশক্তি আজ্ঞাপালন মাত্র আমাদের কার্য্য।

জাফর। বোধ হয় মোগল-গৌরব পতনোন্মুখ।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রায়গড়—শিবাজীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

শিবাজী

শিবাজী। শম্ভা—শম্ভা—তোর জন্মে পৃথিবী কলঙ্কিত! একি, আমার পুত্র ব্যভিচারী—আমার পুত্র মদ্যপায়ী!—এখনও মমতা—এখনও তার মুণ্ডচ্ছেদে আজ্ঞা দিই নাই।

পুতলার প্রবেশ

পুতলা, তুমি বলো, আমার জীবন তোমার জীবন; যদি সত্য হয়, তা'হলে তোমার ন্যায় অভাগিনী আর পৃথিবীতে নাই। জননীর মুখে শুনেছি, যে গর্ভাবস্থা হ'তে আমার জীবন ঘোর বিপদাচ্ছন্ন। যতদিন স্মৃতির উদয়, ততদিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আমি সুখী নই, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিরাম নাই। প্রাণপণ-আয়াসে বিজাপুর দখল কর্‌লেম, হিন্দু পতাকা দূর কর্ণাটে স্থাপন কর্‌লেম, সম্মুখে বাদসার সহিত ঘোর সংঘর্ষ, পঙ্গপালের ন্যায় সেনাবেষ্টিত হ'য়ে সম্রাট্-সেনাপতি দিলির খাঁ আগত; কিন্তু এ সংবাদে আমার হৃদয়ের তেজ সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হ'য়েছিল, পতঙ্গের ন্যায় বিপুল সেনা ধ্বংস কর্‌বো, মনে মনে উৎসাহ ক'রেছিলেম। উৎসাহে সেনাপতি-গণকে আজ্ঞা প্রদান ক'রেছিলাম, সে উৎসাহে সমস্ত মহারাষ্ট্র উৎসাহিত। অকস্মাৎ কি দারুণ বজ্রাঘাত, এ বজ্রাঘাতেও জীবিত আছি! আমার হৃদয় অতি কঠিন, অনেক সহ্য হয়, অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু যদি আমার হৃদয়ের সহিত সত্যই তোমার হৃদয় মিলিত হয়, তুমি নারী এ কঠোর যন্ত্রণা কিরূপে সহ্য করো! আমি অভাগা, তুমি আমা অপেক্ষা অভাগিনী!

পুতলা। মহারাজ! আমি সুভাগিনী, স্বামীর সহিত জীবন-জড়িত, হৃদয়-জড়িত, আত্মা-জড়িত!

শিবাজী। পুতলা, তুমি কি কোমল দেহে

এত কঠিন? তুমি পতিপ্রাণা আমার সম্পূর্ণ ধারণা, তুমি কি আমার সকল যন্ত্রণার ভাগিনী —আমার হৃদয়সংকটের তুমি কি অংশী?—এ দারুণ অগ্নিদাহ কি তোমার হৃদয়ে? তাপে পাষাণ ভস্ম হয়, এর কণামাত্র তাপে আমার জীবনসঙ্গিনী সইবাই চিতায় শয়ন ক'রে শান্তিলাভ করেছে;—এ তাপ আমার হৃদয়েই সহ্য হয়েছে, তোমার সহ্য হয়? অহো কি যন্ত্রণা!

পুতলা। মহারাজ, যন্ত্রণাই আপনার বাসনা, যন্ত্রণা অবলম্বন ক'রে বার বার দেহ-ধারণ করেন। হিন্দুর হৃদয়তাপ গ্রহণ কর্‌তেই আপনার জন্ম, মহারাজ আজ কেন তা বিস্মৃত হ'চ্ছেন?

শিবাজী। পুতলা, বুঝ্‌লেম এ যন্ত্রণা তোমায় স্পর্শ করে নাই, তাহ'লে তোমার প্রাণ প্রবোধ মান্‌তো না, আমায় তুমি প্রবোধ দিতে না। তুমি পুরুষ নও, তোমার কখনো ঔরসজাত পুত্র জন্মে নাই, তুমি কখনো হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উচ্চ আশা করো নাই, রাজ্যস্থাপন ক'রে রক্ষার জন্য ব্যাকুল হও নাই; আমার পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, বহু আয়াসে রাজ্যস্থাপন করেছি, প্রাণপণে রাজ্য সুদৃঢ় কর্‌বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সকল বিফল। রাজ্য আমার সহিত স্থাপিত, আমার জীবনে রাজ্যের জীবন, আমার দেহত্যাগে পতন অনিবার্য্য! আমার বংশধর সিংহাসনের যোগ্য নয়, সে সিংহাসন আর কে রক্ষা কর্‌বে?

পুতলা। মহারাজ, যে দেবতেজে রাজ্য স্থাপিত, সেই দেবতেজেই রাজ্য রক্ষিত হবে।

শিবাজী। বালিকার ন্যায় তোমার প্রবোধ বাক্য! স্বীয় আদর্শে পুরস্কারদানে, দন্ড-বিধানে মহারাষ্ট্র ব্যভিচারশূন্য, মহারাষ্ট্র মাদকতাহীন; কিন্তু আমার বংশধর ব্যভিচারী, আমার বংশধর মাদকসেবী। পবিত্র সংসর্গ, পবিত্র শিক্ষা সকলই বিফল, দুর্নীতাচারীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। যখন সেই মাদকসেবী—যখন সেই ব্যভিচারী সিংহাসনে উপবেশন কর্‌বে, তখন সেই আদর্শে সমস্ত মহারাষ্ট্র ব্যভিচারী হবে—সমস্ত মহারাষ্ট্র মাদকসেবী হবে! জাতীয় ধ্বংসকারী বিলাস, রাজগৃহ হ'তে দীনকুটীরে প্রবেশ কর্‌বে, সেই বিলাসচালিত মহারাষ্ট্র স্বার্থপর হবে, অর্থের জন্য পরপীড়ক হবে, হিন্দু হিন্দু-মহারাষ্ট্রের লুণ্ঠন ভয়ে, মহারাষ্ট্র জাতীয় ধ্বংস কামনা কর্‌বে।—হায় হায়, এত আয়াস বিফল হ'লো!

পুতলা। মহারাজ, আমার শম্ভাকে কঠিন শিক্ষকহস্তে অর্পণ করেছেন, আমার শম্ভাকে আমার কাছে দিন। আমি মার পদধূলি অঞ্চলে রেখেছিলেম, সেদিন পাললা দুর্গে গিয়ে সেই পদধূলি তার মস্তকে দিলেম, অবনত মস্তকে সে গ্রহণ কর্‌লে, আমায় মা ব'লে ডেকে তার চক্ষে দশধারা! পুত্রকে মার কাছে দিন; নিবেদন করেছি, মার শিক্ষা ব্যতীত পুত্রের চরিত্র গঠন হয় না—মার শিক্ষা ভিন্ন হৃদয় কোমল হয় না—হৃদয়ের কোমলতাই দৃঢ়তা। মহারাজ, আমার শম্ভাকে আমার শিক্ষায় নিযুক্ত করুন।

শিবাজী। তুমি উন্মাদ—ক্ষিপ্ত; তোমার সে বালক শম্ভা আর নাই—তোমার যে অঞ্চল ধ'রে ভ্রমণ কর্‌তো সে শম্ভা আর নাই। তার সে প্রফুল্ল বদন নাই, চক্ষের সে নির্ম্মলতা নাই, সেই বিলাসী নয়নে অগ্নিময় অপাঙ্গ; স্বার্থ-পরতায় শিক্ষাগ্রহণে অসহিষ্ণু, বিলাস তার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

পুতলা। মহারাজ শম্ভার পিতা—শম্ভার মাতা নন। মার হৃদয়ের স্নেহবল আপনি জানেন না। কোথায় কে ব্যভিচারী আছে, যে মার কাছে নির্ম্মলহৃদয়ে না আসে—নরদেহে কোথায় কে পশু আছে, যার মাতৃনাম উচ্চারণে হৃদয়ে দেব-ভাব উদয় না হয়? মহারাজ, শম্ভাকে আমায় দিন, সিংহাসনের যোগ্যপুত্র আপনাকে অর্পণ কর্‌বো।

শিবাজী। পুতলা, তুমি ভ্রান্ত, দিল্লী-গমনের পূর্ব্বে শম্ভা তোমার নিকট পালিত হয়েছে, তুমি সেই শম্ভাকেই জানো, কি বিলাস-বীজ দিল্লী হ'তে রোপণ ক'রে ফিরে এসেছে, তার আভাসমাত্র পেয়েছ; কিন্তু সেই বীজ কিরূপ ফলে ফুলে বর্দ্ধিত, তার দৃঢ়মূল সহস্রমুখে কিরূপ হৃদয়ে জড়িত, কি বিকট ছবি যদি তুমি জান্‌তে, তাহ'লে শম্ভার ছায়া ঘৃণা কর্‌তে, যেখানে শম্ভা পাদচারণা করে সে স্থান অপবিত্র বিবেচনা কর্‌তে, শম্ভার নাম নিতে তোমার জিহ্বা দগ্ধ হ'তো।

পুতলা। মহারাজ, মার প্রাণ আপনি জানেন না।

শিবাজী। জীবনে কেন আমার দারুণ ভ্রম হ'লো, কেন বিলাসি-সহবাসে, বিধর্ম্মি-সহবাসে বালক পুত্রকে দিল্লী ল'য়ে গেলেম, কেন নিত্য দরবার গমনে নিষেধ করি নাই, পিতা হ'য়ে কেন পুত্রের সর্ব্বনাশ করলেম।

পুতলা। মহারাজ, রণক্ষেত্র আপনার কার্য্যস্থল, রাজসভা আপনার কার্য্যস্থল; সন্তানকে মাতৃস্নেহ প্রদান আপনার কার্য্য নয়। যে মাতৃস্নেহবলে মহারাজ ভুবনবিজয়ী, যে মাতৃস্নেহবলে শত্রুসম্মুখে আপনি বজ্রহৃদয়, যে মাতৃস্নেহে আপনার দয়া-সিঞ্চিত হৃদয় কুসুমের ন্যায় কোমল, সেই মাতৃস্নেহে আমার শম্ভা আপনার পদানুসরণের যোগ্য হবে।

শিবাজী। কেন, বৃথা আশ্বাস প্রদান করো? শম্ভার পরিবর্ত্তন কি সম্ভব?

পুতলা। মহারাজ, এমন কি হৃদয় আছে, যে স্নেহের শক্তি অনুভব করে না, এমন কি হৃদয় আছে যে মাতৃস্নেহে বিগলিত হয় না, মার রোদনে দ্রব হয় না? যদি শম্ভা দিল্লীর কুসংস্কারে এরূপ কলুষিত হ'য়ে থাকে, যে আমার চক্ষে জল দেখে সে দ্রব হবে না, আমি তার সম্মুখে দেহত্যাগ করবো। মৃত্যুকালে বলবো—'শম্ভা, তুমি আমার মৃত্যুর হেতু হ'লে!' উপদেশে তারে পরিবর্ত্তন করতে অক্ষম হই, মৃত্যুতে সে পরিবর্ত্তিত হবে, তখন তার মার স্নেহ উপলব্ধি হবে, তখন সে বুঝবে—সে মাতৃহীন, তখন মার অশ্রুপূর্ণ চক্ষু তার মনঃক্ষেত্রে উদয় হ'য়ে দুর্ব্বৃত্তি দূর করবে! মাকে স্মরণ ক'রে শম্ভা নিষ্কলঙ্ক হবে।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। মহারাজ, পাললা দুর্গ হতে জনার্দ্দনপন্ত এই পত্র প্রেরণ ক'রেছেন।

শিবাজী। (পত্র গ্রহণ করিয়া) কি জানি, কি কালসর্প এই পত্রে লুক্কায়িত! (পত্র পাঠ করিয়া) পুতলা—পুতলা—আমায় ধরো—আমায় সান্ত্বনা করো, তোমার শম্ভা পাললা দুর্গ হ'তে পলায়ন করেছে, দুইজন প্রহরীও তার সঙ্গে নিরুদ্দেশ; অনুসন্ধানে ব্যক্ত, তারা হিন্দুবেশী মুসলমান, নিশ্চয় ছদ্মবেশী বিজাপুর বা মোগলচর। সহস্র অশ্বারোহী চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হ'য়ে তত্ত্ব অবগত নয়।

পুতলা। মহারাজ স্থির হোন্। যদি আমি সতী হই, যদি কায়মনোবাক্যে আপনার পদে আমার মতি থাকে, যদি মার আশীর্ব্বাদে আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়, আমার দেহত্যাগের আগে তোমার শম্ভাকে তোমার সিংহাসনে স্থাপন করবো; যদি না পারি, জন্মজন্মান্তরে যেন আপনার শ্রীচরণে বঞ্চিতা হই। যদি রাজদূতে না শম্ভার তত্ত্ব পায়, আমি বিরলে আপনার চরণ ধ্যান ক'রে শম্ভার সংবাদ আপনাকে দেবো। মহারাজ নিশ্চিন্ত হ'য়ে সভায় যান, আমি শম্ভার সংবাদ আন্‌চি।

শিবাজী। তুমি কি সত্যই ভবানীর নায়িকা? তোমার কথায় আমার হৃদয়ে শান্তির উদ্রেক হ'চ্চে—আমার শত্রুদমনের উৎসাহ হ'চ্চে। আমি তোমার কথায় প্রত্যয় ক'রে রণসাগরে ঝম্প প্রদান করবো। আমার হৃদয় বলছে যে শত্রুদমন ক'রে যখন তোমার নিকট পুনরায় আসবো, তখন শম্ভাকে আমি পাবো।

পুতলা। মহারাজ আশীর্ব্বাদ করুন।

[শিবাজীর প্রস্থান।

লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ

লক্ষ্মী। মহারাণী, ছত্রপতি হেথায় ছিলেন না?

পুতলা। তিনি এইমাত্র সমরসভায় গেলেন। দিদি, তোমার মুখভাব দেখে অনুমান হ'চ্চে, তুমি কোন অমঙ্গল সংবাদ মহারাজকে দেবে। আমার মিনতি, কি সংবাদ আমায় বলো। মহারাজ শম্ভার জন্য কাতর, তার কি কোন সংবাদ পেয়েছ?

লক্ষ্মী। রাজ্ঞি, বড়রাণী শম্ভাকে প্রসব ক'রেছিলেন মাত্র, তুমিই প্রকৃত শম্ভার মাতা, এ দারুণ সংবাদে তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হবে।

পুতলা। না ভগ্নি, তুমি সে ভয় ক'রো না, আমার সকল সহ্য হবে, আমায় বলো;—আমার হৃদয়ের আশা, আমি শম্ভাকে সিংহাসনে নিশ্চয় দেখবো। বলো, শম্ভা কোথায়?

লক্ষ্মী। রাজ্ঞী, তোমার আশাই ফলবতী হোক্, তোমার সাধ পূর্ণ হোক্, তোমার

সাধ পূর্ণ হ'লে আমারও সাধ পূর্ণ হবে। আমি আমার স্বামীর চরণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, যে, যে কার্য্যে মহারাজ অপারগ হবেন, আমি সেই কার্য্য সাধন কর্‌বো, আমি আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌তে যাবো, তাই মহারাজের পদধূলি গ্রহণ কর্‌তে এসেছি। কিন্তু আর আমার মহারাজের পদধূলির প্রয়োজন নাই, তোমার পদধূলিতেই আমার কার্যসিদ্ধি হবে।

পুতলা। ছিঃ দিদি, আমার অকল্যাণ হবে।

লক্ষ্মী। না, আমি এতদিনে বুঝেছি, মহারাজ কার শক্তিতে অজেয়, কার শক্তিতে দুর্দ্দমনীয় বিধর্ম্মী দমন ক'চ্চেন, কার শক্তিতে হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন কর্‌তে সক্ষম হয়েছেন, কার শক্তিতে স্বাধীনতা-ধ্বজা মহারাষ্ট্রে উড্ডীয়মান,—শক্তিরূপা, তোমার শক্তিতে। আমিও তোমার শক্তিতে অসাধ্য সাধন কর্‌বো। রাজকুমার বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন ক'রে দিলির খাঁর অধীনস্থ হয়েছেন, রাহুগ্রাসে শশধর, আমি তাঁকে মুক্ত কর্‌বো। আশীর্ব্বাদ করো, আর আমি বিলম্ব কর্‌তে পারি না।

পুতলা। যাও ভগ্নি যাও, মা ভবানী মা'র সহায় হোন। [লক্ষ্মীবাইয়ের প্রস্থান। (স্বগত) মন, কেন কুণ্ঠিত হ'য়ে দেহে বাস কচ্চো? তুমি ত কুণ্ঠিত নও! তুমি ইচ্ছা কর্‌লে ভুবনব্যাপী, যাও, দিলির খাঁর শিবিরে যাও, তুমি ভুবনমোহিনী, মোহিনী মায়ায় সকলকে আচ্ছন্ন ক'রে আমার শম্ভাকে এনে দাও—সতীরাণী গণেশজননীর কার্য্য করো।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দিলির খাঁর শিবির

দিলির খাঁ ও শম্ভাজী

দিলির। রাজকুমার, আপনি অতি সুবোধ, আপনি সম্রাটের নিতান্ত প্রিয়পাত্র হবেন, এই মহারাষ্ট্রের শাসন-ভার সম্রাট্ আপনার উপরেই অর্পণ কর্‌বেন। আপনার শুভাগমন সংবাদ এতদিন দিল্লীতে উপস্থিত হয়েছে,—সম্রাট্ নিশ্চয় আপনাকে রাজা উপাধি দেবেন, আর সপ্তহাজারী পদে স্থাপিত কর্‌বেন।

শম্ভাজী। খাঁ সাহেব, আপনাকে প্রথমেই নিবেদন করেছিলেম, আমি পদপ্রার্থী নই; হিন্দুর রণমৃত্যু শ্রেয়ঃ। আমি সেই শ্রেয়ঃ মৃত্যু-কামনায় আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার সকল গিয়েছে, ধর্ম্মরক্ষা ক'রে জীবন ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লেই আমি কৃতার্থ হই। পিতা আমায় অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে কারারুদ্ধ ক'রেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর সম্মুখীন হ'য়ে যেরূপ সর্ব্বাগ্রে তিনি শত্রু আক্রমণ করেন, আমি তাঁর সেনা আক্রমণ কর্‌বো। তাঁর অজেয় হস্তে নিস্তার নাই, তিনি স্বহস্তে পুত্রমুণ্ড ছেদন ক'রে সুখী হোন।

দিলির। আপনার ধর্ম্মরক্ষার চিন্তা নাই —ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে মৃত্যুর প্রয়োজন হবে না। আপনি মোগল সৈন্য পরিচালনা ক'রে শত্রু আক্রমণ কর্‌বেন, জয়লাভ কর্‌বেন নিশ্চয়। আপনার পিতা আপনাকে বন্দী ক'রেছিলেন, তার সম্পূর্ণ ফলভোগী হবেন।

শম্ভাজী। খাঁ সাহেব, সম্মুখযুদ্ধে বোধ হয় পিতাকে দেখেন নাই! যাক্‌,—আমরা অলসভাবে কেন এস্থানে অবস্থান করি?

দিলির। রাজকুমার, শীঘ্রই আপনি আপনার বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ প্রাপ্ত হবেন। দুর্গ প্রাচীর ভগ্ন কর্‌বার উপযোগী বৃহৎ কামানসকল আরংগাবাদ হ'তে আগতপ্রায়, বোধ হয় অদ্যই পেঁাছাবে। কল্যই আমরা ভূপালগড় দুর্গ আক্রমণ কর্‌বো।

শম্ভাজী। ভূপালগড়—সে ত বহু দূর? সে দুর্গের সমীপবর্ত্তী হ'তে বহুদিন গত হবে। আর বর্ষায় পথও যারা যাতায়াতে অনভ্যস্ত, তাদের পক্ষে সুগম নয়।

দিলির। আপনি রাজকুমার, রাজগৃহে বাস করেছেন, সকল পথ অবগত নন, উত্তরে উপত্যকাপথে একদিনে ভূপালগড়ে উপস্থিত হবো।

শম্ভাজী। উত্তর উপত্যকাপথে? সে যে গিরিসঙ্কট? পর্ব্বতোপরি সারি সারি লুক্কায়িত দুর্গশ্রেণী, সে পথে যাত্রা কর্‌লে সসৈন্যে বিনষ্ট হবেন। যে ব্যক্তি আপনাকে পথনির্দ্দেশ করেছে, সে নিশ্চয়ই প্রতারক।

দিলির। না রাজকুমার, সে ব্যক্তি ভূপালগড়েই ছিল, বিনা অপরাধে দুর্গাধিপের আদেশে নিষ্ঠুররূপে তার শরীর দগ্ধ হয়ে-

ছিল, সেই কোপে দুর্গাধিপকে প্রতিশোধ দেবার নিমিত্ত আমাদের পথ প্রদর্শন ক'রে ল'য়ে যাবে। চিকিৎসায়, উপস্থিত অনেক আরোগ্যলাভ করেছে।

শম্ভাজী। সে ব্যক্তি কোন্ জাতি?

দিলির। মহারাষ্ট্রীয়।

শম্ভাজী। খাঁ সাহেব, মহারাষ্ট্রে এক আমিই কুলাঙ্গার, আর কুলাঙ্গার নাই। অতি হীন ব্যক্তিও কদাচ স্বদেশদ্রোহী হবে না। যদি দুর্গাধিপের প্রতি ক্রোধ থাকে, রণ অবসানে সে স্বহস্তে তার বিনাশ সাধন কর্‌বে, কিন্তু কদাচ শত্রুকে দুর্গপথ প্রদর্শন কর্‌বে না। রাজভক্তিতে সকল হৃদয়ই পরিপূর্ণ, নীচবৃত্তির স্থান তথায় নাই।

দিলির। ঐ সে ব্যক্তি আস্‌ছে, প্রতারক ব'লে কদাচ অনুমান হয় না। কিন্তু আপনি যখন সন্দিহান, পুনরায় পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্।

গঙ্গাজীর প্রবেশ

গঙ্গাজী। খাঁ সাহেব এখনো বিলম্ব ক'চ্চেন? এখনো কুচ কর্‌বার আজ্ঞা দেন নাই? (সহসা শম্ভাজীকে দেখিয়া) একি, রাজকুমার হেথায়! একি আমার চক্ষের ভ্রম, একি কোন দুঃস্বপ্ন?

দিলির। দুঃস্বপ্ন নয়, মহারাজ শম্ভাজী প্রত্যক্ষ। মহারাজ আমাদের দক্ষিণ হস্ত,—ওঁরই প্রভাবে মহারাষ্ট্র জয় হবে।

গঙ্গাজী। রাজকুমার, হেথায় কি নিমিত্ত বলুন?

শম্ভাজী। আমি যে কারণে হেথায় উপস্থিত, আপনার সে তত্ত্বে প্রয়োজন নাই; আমি দিল্লীশ্বরের শরণাপন্ন।

গঙ্গাজী। তবে আপনার কলঙ্কের অবসান হোক্।

ছুরিকা প্রহারে অগ্রসর হওন ও হস্ত হইতে ছুরিকা স্খলিত হইয়া ভূতলে পতন এবং দুইজন প্রহরীর বাঁধিবার নিমিত্ত নিকটে গমন

খাঁ সাহেব, ধর্‌বার প্রয়োজন নাই। ক্ষণপূর্ব্বে এই ছুরিকা প্রভাবে করিমুণ্ড বিদারে সক্ষম ছিলেম, কিন্তু এক্ষণে এই বাহুতে বালকের বল নাই; নচেৎ কুলাঙ্গার রাজপুত্রকে এক-মুহূর্ত্তও জীবিত দেখ্‌তেন না।

দিলির। তুমি প্রতারক? আমাদের গিরি-সঙ্কট মধ্যে ল'য়ে যেতে চেষ্টা ক'রেছিলে?

গঙ্গাজী। হাঁ!

দিলির। কঠোর যন্ত্রণায় তোমার প্রাণবধ হবে।

গঙ্গাজী। অধিক যন্ত্রণা কি দেবে খাঁ-সাহেব! যে রাজকুমার রাজ্যের আশা-ভরসা, মহারাষ্ট্র-সিংহাসনের ভাবী অধিকারী, সেই রাজকুমার বিধর্ম্মীর দাস, স্বচক্ষে বিধর্ম্মীর পার্শ্বে দেখ্‌লেম—নিজ মুখে সে কথা ব্যক্ত কর্‌তে শুন্‌লেম, এ অপেক্ষা মহারাষ্ট্রীয়কে কি গুরুতর দন্ড দেবেন? অগ্নিতে দগ্ধ করবেন? চক্ষু উৎপাটন কর্‌বেন? চর্ম্মচ্ছেদ ক'রে বধ কর্‌বেন? করুন—চক্ষু আমার কণ্টকপূর্ণ! (গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া) আপনাকে প্রতারণা কর্‌বার জন্য স্বহস্তে দেহ দগ্ধ ক'রেছিলেম, স্বচক্ষে আমার অবস্থা দেখেছেন, তাতে তিল মাত্র যন্ত্রণা অনুভব করি নাই, এক্ষণে আমার দেহে কোটী নরকাগ্নির উত্তাপ। খাঁ সাহেব, আমায় বধ-আজ্ঞা দিন,—যন্ত্রণার অবসান করুন। মহাপাপে এই যন্ত্রণা, আত্মহত্যা মহাপাপ, আর এ পাপে লিপ্ত হবো না।

দিলির। যাও, তুমি দেশে প্রত্যাগমন করো, এই তোমার দন্ড! যাও, মহারাষ্ট্র-অধিপতিকে সংবাদ দাও, যে তাঁর পুত্রের বাহুবলে অচিরাৎ তাঁর রাজ্য ভস্মীভূত হবে।

গঙ্গাজী। আরে কুলাঙ্গার মহারাষ্ট্রীয়—আরে ম্লেচ্ছাচার পিতৃদ্রোহী—আরে নারকী জন্মভূমি-বিদ্বেষী — আরে কুক্কুর-অপেক্ষা-হীনপ্রাণ পশু! তুই হিন্দুসূর্য্য, হিন্দুগৌরব ছত্রপতি শিবাজীর পুত্র হ'য়ে নিজমুখে বিধর্ম্মীর দাস ব'লে পরিচয় দিলি? তোর জিহ্বা দগ্ধ হ'লো না—তোর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হ'লো না—নরকাগ্নি তোরে ভস্মীভূত কর্‌লে না! বোধ হয় তাতে তোর মহাপাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হ'তো না! সেই নিমিত্ত ভবানীর কোপে এখনো জীবিত আছিস্। আমি মহা-রাষ্ট্রীয়, রাজভক্ত, স্বদেশবৎসল, আমার অভি-শাপ কদাচ বিফল হবে না! যে বিধর্ম্মীর

শরণাপন্ন হয়েছিস্, সেই বিধর্ম্মীর হস্তে কঠোর যন্ত্রণায় তোর মৃত্যু নিশ্চয়।

দিলির। (স্বগত) মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ এই নিমিত্তই এত কঠিন। মহারাষ্ট্রে জনে জনে এই ব্যক্তির ন্যায় স্বদেশবৎসল। আশ্চর্য্য, নিজ হস্তে এইরূপ নিজ শরীর দগ্ধ ক'রেছিল, মৃত্যুতে এর কি দণ্ড হবে! যদি আমি স্বাধীন হ'তেম, এইরূপ প্রভুভক্তির পুরস্কার প্রদান কর্‌তেম। (দূতের প্রতি) যাও, এ'রে শীঘ্র শিবিরের বাহিরে ল'য়ে গিয়ে মুক্তি প্রদান করো।

গঙ্গা। আরে নীচাচার, তোরে গর্ব্বে ধ'রে সে গর্ব্ব দগ্ধ হয়নি! তুই ভূমিষ্ঠ হ'লে সে ভূমি দগ্ধ হয়নি? তোরে ধিক্কারদানে মানব জিহ্বা অক্ষম। খাঁ সাহেব, আমায় মুক্তি দেবে? আমার দেহত্যাগই মুক্তি, আর মুক্তি নাই।

[গঙ্গাজীকে লইয়া প্রহরীগণের প্রস্থান।

দিলির। রাজকুমার, বাতুলের কথায় বিষণ্ণ হবেন না। আপনার সতর্কতায় মোগলসৈন্য রক্ষা হ'লো, এ প্রশংসা বাদ্‌সা শতমুখে কর্‌বেন। আপনি সৈন্য পরিচালনা করুন, চলুন অদ্যই ভূপালদুর্গ আক্রমণ-উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আজ আমার নিশ্চয় ধারণা, আপনার বাহুবলে দিল্লীশ্বরের জয় হবে।

শম্ভাজী। খাঁ সাহেব, পুনঃ পুনঃ মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা ক'রে আপনি কি মহারাষ্ট্র-বল অবগত নন? যে বলে বহু রণ-বিশারদ সেনানায়ক বারবার পরাজিত, আমা-দ্বারা সে বল খর্ব্ব হবে, এরূপ বিবেচনা কর্‌বেন না। আমি প্রস্তুত, যেরূপ আজ্ঞা কর্‌বেন, সেইরূপ অনুষ্ঠিত হবে।

দিলির। আপনি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন, কল্য সজ্জিত হবো। [শম্ভাজীর প্রস্থান। (স্বগত) রাজকুমারের সাহস বা ি কিছুমাত্র অভাব নাই। অনুমান হয়, কেবলমাত্র অভিমানে দেশত্যাগী। [দিলির খাঁর প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

শিবাজীর দরবার

শিবাজী, মোরোপন্ত ও মবলাসৈন্যগণ

শিবাজী। সংবাদ পেলেম, শত্রু ভূপাল দুর্গ-অভিমুখী। পেশোয়াজি, আপনি দশ সহস্র সৈন্য ল'য়ে শত্রুর পশ্চাৎ আক্রমণ করুন, রসদ লুণ্ঠন করুন, নব সৈন্যের আগমন নিবারণ করুন। আমি স্বয়ং দুর্গাধিপ ফেরঙ্গজীর সাহায্যে গমন কর্‌বো।

ফেরঙ্গজীর প্রবেশ

এই যে ফেরঙ্গজী! বীরবর এরূপ বিষণ্ণ কেন? দুর্গ কি শত্রুকরগত?

ফেরঙ্গ। মহারাজ, সর্ব্বনাশ, পাললা হ'তে রাজকুমার শম্ভাজী পলায়ন ক'রে মোগল সেনাপতি দিলির খাঁর শিবিরে গমন করেন। দিলির খাঁ 'সম্রাট্ কৃপায় রাজকুমার রাজা উপাধি ও সাতহাজারী মুন্‌সব্‌দার পদপ্রাপ্ত হবেন' ব'লে তাঁকে প্রতারিত করেছেন। উপস্থিত, কুমারকে ল'য়ে দিলির খাঁ ভূপালদুর্গ অবরোধ করেন। দিলির খাঁ কর্ত্তৃক রাজকুমার সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হওয়ায়, আমাদের সৈন্যেরা কুমারের বধ-আশঙ্কায় অস্ত্রপ্রয়োগে বিরত হয়।

শিবাজী। ভূপালদুর্গ পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছেন? বোধহয় দুর্গ এতক্ষণ শত্রু-করগত!

ফেরঙ্গ। না মহারাজ! দৃঢ় দুর্গ, দুর্গের সেনানায়ক সুকৌশলী, যদিচ কুমারের আশঙ্কায় শত্রুকুল নির্ম্মূল হয় নাই, কিন্তু শত্রুর বিশেষ অনিষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হয়েছি। শত্রুদল বিচ্ছিন্ন, তথাপি কুমার নবোৎসাহে উৎসাহিত হ'য়ে মধ্যে মধ্যে দুর্গ আক্রমণ করেন।

শিবাজী। তোমরা রাজকুমারকে বধ করতে সাহস করো নাই? ফেরঙ্গজী, এরূপ প্রত্যাশা আমার তোমার নিকট নয়, সামান্য মহারাষ্ট্র পদাতিকের নিকটেও নয়। রাজকুমারের বধ-আশঙ্কায় অস্ত্র প্রয়োগ কর নাই? তোমাদের রাজকুমার কে?—তোমাদের রাজা কে? আমি?—জান কি, কি নিমিত্ত আমি তোমাদের রাজা? আমি জন্মভূমিকে ভক্তি করি, জন্মভূমির কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেছি, পিতার সংকটে জন্ম-ভূমির কার্য্য উপেক্ষা করি নাই, জন্মভূমির কার্য্যে মাতুলকে পদচ্যুত করেছি, ভ্রাতা ব্যাংকোজীর সঙ্গে বিরোধ করেছি,—জন্মভূমি আমার সর্ব্বস্ব—এই নিমিত্ত আমি তোমাদের রাজা। তুমি এই রাজার রাজকার্য্য উপেক্ষা

ক'রেছ? শম্ভা আমার পুত্র, তুমি মাতৃভূমির পুত্র, শম্ভা তোমার কে? শম্ভাকে কি নিমিত্ত বধ ক'রো নাই? আমার অসন্তোষ-ভাজন হবে? আমার প্রতি তোমার কি এইরূপ হীন ধারণা? ভাল, আমি যদি যথার্থই এইরূপ হীন হই, পুত্রের মমতায় তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতেম; তুমি মহারাষ্ট্রীয়, তুমি মাতৃভূমির সন্তান, তুমি এরূপ হীন ব্যক্তির সন্তোষ-অসন্তোষের উপর লক্ষ্য ক'রে তোমার জন্মভূমিকে বিপদ্‌গ্রস্ত করো? ফেরঙ্গজী, এরূপ প্রত্যাশা আমি তোমার নিকট কখনো করি নাই। অতি গর্হিত কার্য্য করেছ, যতদূর পারো—অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করো।

ফেরঙ্গ। মহারাজ, দাস ঘোরতর অপরাধে অপরাধী। অপরাধের দণ্ড বিধান করুন। মহারাজের অসন্তোষভাজন হ'য়ে, আমার জীবনের আর তিলমাত্র সাধ নাই।

শিবাজী। ফেরঙ্গজী, এখনো তোমার ভ্রম—এখনো তোমার আমার সন্তোষ-অসন্তোষের প্রতি লক্ষ্য? আমার সন্তোষ—আমার আজ্ঞা পালন। মহারাষ্ট্রের শত্রু বিনাশ—আমার আজ্ঞা, এতে পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, পুত্র নাই, বন্ধু নাই। যে জন্মভূমির শত্রু, তার বধসাধন আমার আজ্ঞা। যদি তুমি সেই আজ্ঞা পালন ক'রে শম্ভার মুণ্ড ল'য়ে আমার নিকট উপস্থিত হ'তে, আমি স্বহস্তে আমার কণ্ঠহার তোমার গলদেশে শোভিত করতেম। যাও, রাজ্যে ঘোষণা দাও, যে শম্ভার মস্তকের মূল্য লক্ষ মুদ্রা, যে সে মস্তক আমার নিকট ল'য়ে আস্‌বে, সে আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। যাও, আর আমার সম্মুখে অবস্থান ক'রো না।

[ফেরঙ্গজীর প্রস্থান।

(সৈন্যগণের প্রতি) ভেরী-নিনাদ করো, এই দণ্ডে যুদ্ধযাত্রা কর্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

দিলির খাঁর শিবির

দিলির খাঁ ও দিল্লীর দূত

দিলির। মহারাষ্ট্র-রাজকুমার দ্বারা আমাদের বার বার বিশেষ মঙ্গল সাধিত হয়েছে। মহারাষ্ট্রেরা সম্মুখ আক্রমণ করে না, কিন্তু কখনো সম্মুখে, কখনো পশ্চাতে—এরূপ সহসা আক্রমণ করে যে, অনেক সময় যদি রাজকুমারকে সম্মুখে সংস্থাপন কর্‌তে না পার্‌তেম, আমাদের বিপুল সৈন্যের অতি অল্প মাত্র অবশিষ্ট থাক্‌তো। যেখানে রণসন্ধি, সেই স্থানেই কুমারকে অগ্রসর করি, কুমারের বধাশঙ্কায় শত্রু অস্ত্রচালনে বিরত হয়।

দিল্লীর দূত। বীরবর, উপায়ান্তর নাই। সম্রাটের দৃঢ় আজ্ঞা, কুমার প্রেরিত হোক; আজ্ঞা লঙ্ঘনে অপরাধী হবেন।

দিলির। কুমার-সম্বন্ধে সম্রাটের মনোগত কি?

দিল্লীর দূত। তাঁরে বলপূর্ব্বক ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে, শিবাজীকে বাধিত করেন।

দিলির। আমি কুমারের নিকট প্রতিশ্রুত, তাঁর অনিষ্ট হবে না।

দিল্লীর দূত। ইস্‌লামধর্ম্ম-গ্রহণে তাঁর অনিষ্ট নাই, ইষ্ট। তাঁর পিতা বাধিত হবেন; তিনি সম্মান লাভ কর্‌বেন, দিন দিন পদবৃদ্ধি হবে।

দিলির। দূতবর, যেদিন রাজকুমার আমার নিকট প্রথম উপস্থিত হন, তিনি আমায় বিনয় সহকারে বলেন, যে আজ হ'তে আমি আপনার দাস। যে কার্য্য আদেশ কর্‌বেন, তৎক্ষণাৎ তা সম্পন্ন কর্‌বো, কেবল যে কার্য্যে আমার ধর্ম্মনাশ হয়, এমন আদেশ পালনে অসমর্থ হবো। আমি তাঁকে আশ্বাস প্রদান ক'রে স্থান দিয়েছি। তাঁর যেরূপ হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগ, তিনি ইস্‌লামধর্ম্ম-গ্রহণে কদাচ সম্মত হবেন না। সম্রাটের অভীষ্ট সিদ্ধ না হ'লে তাঁর অনিষ্ট হওয়া নিশ্চয়, এমন কি প্রাণবধ হ'তে পারে।

দিল্লীর দূত। আপনি সেনাপতি, আপনার চিন্তার প্রয়োজন কি?

দিলির। আপনি স্বরূপ আজ্ঞা করেছেন।

দিল্লীর দূত। তবে কুমারকে ল'য়ে আমি কল্যই যাত্রা কর্‌বো। অনুমতি হয়, শিবিরে প্রত্যাগমন করি।

দিলির। যে আজ্ঞে!

[দিল্লীর দূতের প্রস্থান।

(হাঁটু পাতিয়া স্বগত) আল্লা! এ কি ঘোর সঙ্কটে আমায় ফেল্‌লে! আল্লা রক্ষা করো! আমি মুসলমান, রাজপুত্র আমার আশ্রিত, অতিথি—বহু সঙ্কটে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হ'য়ে আমার প্রাণরক্ষা করেছে। আমি স্ব-ইচ্ছায় প্রতিজ্ঞা ক'রে তাঁর সহিত বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ, কিরূপে তাঁর অনিষ্ট সাধন কর্‌বো? অপর দিকে সম্রাটের ভৃত্য, তাঁর আজ্ঞাপালনে বাধ্য। এ কি ঘোর সমস্যাস্থল! আমি মুসলমান, আমা হ'তে অধর্ম্ম হবে? এ অপেক্ষা শত্রু-অস্ত্রে মৃত্যু শ্রেয়ঃ ছিল।

দূতের প্রবেশ

দূত। সেনাপতি, শিবাজীর নিকট হ'তে দূত উপস্থিত হয়েছে।

দিলির। ল'য়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

(স্বগত) সত্য, আমি সেনাপতি, আমায় সম্রাটের আদেশ পালন কর্ত্তব্য। না, বিষম সমস্যা।

দূতের সহিত পুরুষবেশী লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ

এ বালক কে? দূত কোথায়?

লক্ষ্মী। আজ্ঞে আমিই দূত।

দিলির। আপনি?

লক্ষ্মী। অন্য মহারাষ্ট্রীয়—ধর্ম্মনাশ ভয়ে মুসলমানের শিবিরে আস্‌তে সম্মত নয়। তাদের ধারণা, আপনারা বলপূর্ব্বক মুসলমান করেন।

দিলির। সে কি, এরূপ ধারণা কি নিমিত্ত? দূতের প্রতি বলপ্রকাশ কদাচ আমার নিয়ম নয়।

লক্ষ্মী। শরণাগত বা দূতের প্রতি আপনার অন্যায় নিয়ম নয় সেই নিমিত্ত দৌত্যকার্য্য গ্রহণ ক'রেছি। মহাশয় কি স্বয়ং সন্ধি করবার ক্ষমতা সম্রাটের নিকট প্রাপ্ত?

দিলির। আজ্ঞা হাঁ।

লক্ষ্মী। যেরূপ সর্ত্তে সন্ধি কর্‌বেন, সম্রাটের তা গ্রাহ্য হবে?

দিলির। অবশ্য।

লক্ষ্মী। আপনি যেরূপ বাক্যদান কর্‌বেন, সেই বাক্য পালিত হবে। আপনার বাক্যদানের পর সম্রাট্ যদি বিরুদ্ধ আদেশ প্রেরণ করেন, সে অবস্থায় কিরূপ হবে?

দিলির। এরূপ আদেশের সম্ভাবনা নাই। বার বার এ আশঙ্কা আপনার কি নিমিত্ত?

লক্ষ্মী। খাঁ সাহেব, আশঙ্কার কি কোন কারণ নাই, বা সন্ধি সম্বন্ধে আপনার বাক্য, আর শরণাগতকে আশ্বাসপ্রদান উভয়ে প্রভেদ আছে?

দিলির। এরূপ প্রশ্ন কি নিমিত্ত?

লক্ষ্মী। সন্ধির প্রস্তাবের আগে মহাশয়ের সম্পূর্ণ ক্ষমতা অবগত হওয়া আবশ্যক। আমি জান্‌তে উৎসুক, যদি মহাশয় বাক্যদান করেন, যে এইরূপ সর্ত্তে সন্ধি কর্‌বো, শিবাজী যদি সেই সর্ত্তে সম্মত হন, আর যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষান্ত হ'য়ে সন্ধির উদ্যোগে তৎপর হন এবং সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য কর্‌তে প্রস্তুত থাকেন, আপনার পক্ষ হ'তে ত কোন কারণে সে বাক্যদান বিফল হবে না?

দিলির। আপনি পুনঃ পুনঃ কেন একথা উত্থাপন ক'চ্চেন? কোন কারণে আমার বাক্য অন্যথা হবে না!

লক্ষ্মী। আপনি বল্‌ছেন, আপনি যেরূপ বাক্যদান কর্‌বেন, সম্রাট্ তার বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান কর্‌বেন না। কিন্তু যদি করেন, সে অবস্থায় কি? আপনার বাক্য মিথ্যা হয় হোক, সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ কর্‌তে কদাচ পার্‌বেন না!

দিলির। কি! আমি মুসলমান, আমি বাগ্‌দান কর্‌লে, সম্রাট্ যদি তার বিরুদ্ধে আজ্ঞা প্রদান করেন, আমি সে আজ্ঞা পালনে কদাচ বাধ্য নই; কারণ তাঁর নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত হ'য়েই আমি বাগ্‌দান কর্‌বো।

লক্ষ্মী। আপনি মুসলমান, আপনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত, এই নিমিত্ত আপনি যে কথা প্রদান কর্‌বেন, তার বিরুদ্ধে সম্রাটের আজ্ঞাপালনে আপনি বাধ্য নন; কিন্তু আমার সংশয় উপস্থিত হ'চ্চে।

দিলির। আপনি দূত, কিন্তু আপনার কথা অসম্মানসূচক, আপনি পুনঃ পুনঃ আমার কথায় সন্দেহ প্রকাশ ক'চ্চেন।

। খাঁ সাহেব, মুসলমান! সন্দেহের

কি কারণ নাই? শরণাগত অতিথির প্রতি কল্য প্রাতে কি ব্যবহার কর্‌বেন? তাকে দিল্লী প্রেরণ কর্‌বেন; জানেন, তথায় ধর্ম্মনাশ হবে! আপনাকে সেই শরণাগত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ ব'লেছে, যে তার দ্বারা আপনার সমস্ত আদেশ পালনে তিলমাত্র ত্রুটি হবে না, কেবল তার স্বধর্ম্মের প্রতি আঘাত না হয়, এই তার মিনতি। আপনি পুনঃ পুনঃ আদেশ দিয়েছেন, সে আশঙ্কা তার নাই, কিন্তু কাল সে বাদ্‌সার আদেশমত দিল্লীতে প্রেরিত হবে; আপনি সেনাপতি, আজ্ঞাপালনে বাধ্য, এই ব'লে মনকে প্রবোধ দিচ্চেন। বাক্য ভঙ্গ করে, আশ্বাস ভঙ্গ ক'রে, মনকে প্রবোধ দিয়ে শরণাগতের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হয়েছেন, এ অবস্থায় আপনার কথায় সন্দিহান হওয়ায় বিশেষ অপ-রাধী নই। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে ছত্রপতি যদি আপনার নিকট উপস্থিত হন, তাঁকে ধৃত ক'রে বাদ্‌সার নিকট প্রেরণ করা আপনার দ্বারা অসম্ভব, এ কিরূপে বিবেচনা কর্‌বো! তখন অনেক প্রবোধ আপনার মনে উপস্থিত হবে। তখন মনে হবে, ছল-বল-কৌশল যুদ্ধের নিয়ম। শরণাগতকে পরিত্যাগ অপেক্ষা আপনার মনকে প্রবোধ দেওয়া সহজ হবে। এ অবস্থায় সন্দিহান না হবো কেন?

দিলির। কে তুমি? তুমি দিল্লীর সংবাদ, আমার সহিত রাজকুমারের কথোপকথন—কিরূপে অবগত?

লক্ষ্মী। রাজকুমারের একজন পরিচারিকা আপনার আশ্বাস-বাক্যের কথা রাজকুমারের নিকট শোনেন, আর দিল্লীর দূত পথে একজন নর্ত্তকীর গানে মুগ্ধ হ'য়ে, সেই নর্ত্তকীর নিকট হেথায় আগমনের কারণ ব্যক্ত করেন। সেই নর্ত্তকীই আমার নিকট প্রকাশ করে।

দিলির। বুঝ্‌লেম তুমি কে! তুমি বালক নও, তুমিই সেই নর্ত্তকী, তুমিই সেই পরি-চারিকা; তুমি ছত্রপতির দূত নও, তোমার মন্তব্য কি?

লক্ষ্মী। আমার মন্তব্যে আপনার প্রয়ো-জন নাই। আপনি মুসলমান, শরণাগত অতিথিকে রক্ষা করা মুসলমানের প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু সে ধর্ম্ম যদি সম্রাট্‌ভয়ে মুসলমান বর্জ্জন করে, তাহ'লে হয় অতি হীনবল ধর্ম্ম, অথবা বর্জ্জনকারী মুসলমান নয়, এই দুইটির একটী নিশ্চিত সত্য।

দিলির। তুমি এ সকল তত্ত্ব কি নিমিত্ত ক'রেছ?

লক্ষ্মী। কি নিমিত্ত? রাজকুমার আমার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, রাজকুমার আমার সর্ব্বস্ব, রাজকুমার আমার জীবন। মুসলমান, দুঃখিনী রমণীর জীবনভিক্ষা দিন, রাজ-কুমারকে মুক্তি প্রদান করুন। অতিথিকে আশ্বাসিত করেছেন, মুসলমান হ'য়ে তার সহিত প্রতারণা কর্‌বেন না—শরণাগতের অনিষ্টসাধন কর্‌বেন না,—আপনি বীরপুরুষ, সম্মুখে স্ত্রীহত্যা দেখ্‌বেন না।

দিলির। আমি মুক্তি প্রদান কর্‌লে, রাজ-কুমার কোথায় যাবেন? তিনি পিতৃরাজ্যে যেতে অসম্মত।

লক্ষ্মী। আমি তারে সম্মত করাবো।

দিলির। যদি পারো, দেখো, আমায় সত্যে মুক্ত কর্‌বে। শিবির দ্বারেই দুইটি ঘোটক প্রস্তুত থাক্‌বে। আমি রাজকুমারকে প্রেরণ ক'চ্চি, পার অদ্য রাত্রেই প্রস্থান করো। আমার আজ্ঞায় এ শিবিরে পাহারা থাক্‌বে না, তোমরা স্বচ্ছন্দে পলায়ন কর্‌তে পার্‌বে।

[দিলির খাঁর প্রস্থান।

লক্ষ্মী। জিজিয়া, কৈলাস হ'তে তোমার কন্যার প্রতি আশীর্ব্বাদ পূর্ণ করো, কন্যার মনস্কামনা সিদ্ধ করো। রাজঋণে, স্বামীর ঋণে মুক্ত করো, তারপর তোমার পদসেবার নিমিত্ত আমায় গ্রহণ ক'রো।

শম্ভাজীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। সেলাম মিঞাসাহেব।

শম্ভাজী। আমি মুসলমান নই, আমি হিন্দু।

লক্ষ্মী। হিন্দু তা ত জানি, দিল্লী গিয়ে ত মুসলমান হবেন। সম্রাট্‌ আওরঙ্গজেব আপনাকে ল'য়ে যেতে দূত প্রেরণ করেছেন। আনন্দের সংবাদ, কালই খাঁ সাহেব আপনাকে সেই দূতের সহিত দিল্লী প্রেরণ কর্‌বেন।

শম্ভাজী। খাঁ সাহেব আমায় তোমার নিকট প্রেরণ করেছেন, তুমি কি এই সংবাদের জন্য আমায় ডেকেছ? জানি না, আমার হিত বা

অহিত—তোমার কামনা! অবশ্যই কোন গুহ্য রহস্য আছে, নচেৎ খাঁ সাহেব তোমার ন্যায় বালকের নিকট বিশেষ অনুরোধ ক'রে কখনই প্রেরণ কর্‌তেন না। আমি কে—তুমি জানো কি?

লক্ষ্মী। জানি।

শম্ভাজী। যদি সত্যই জানো, তবে কিরূপে অনুমান ক'চ্চো, যে রাজা শিবাজীর পুত্র দিল্লীতে প্রেরিত হ'য়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বে। সম্রাটের তাড়নায়? সম্রাটের তাড়না জীবনাবধি। স্বহস্তে জীবননাশ কর্‌তে কি অসমর্থ? প্রাণভয়ে বা এরূপ পৃথিবীতে কোন্ প্রলোভন আছে, যাতে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ কর্‌তে আমায় প্রবৃত্তি হবে?

লক্ষ্মী। রাজকুমার, অনুমান ত অসঙ্গত নয়। যে ভুবনবিজয়ী পিতাকে পরিত্যাগ ক'রে, বিধর্ম্মীর শরণাপন্ন হয়, যে সেই বিধর্ম্মী দেশ-শত্রুকে প্রাণের মমতা উপেক্ষা ক'রে গিরিসংকট হ'তে রক্ষা করে, যে গর্ভধারিণী জননী অপেক্ষা স্নেহময়ী ধাত্রী-জননীর বক্ষে বজ্রাঘাত করতে কুণ্ঠিত নয়, যার আচরণে ভগ্ন হৃদয়ে তার গর্ভধারিণীর প্রাণনাশ হয়, যে স্বধর্ম্মীর শত্রু,—সে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বে, এরূপ কল্পনা কোনও রূপে অসঙ্গত নয়।

শম্ভাজী। তুমি কে? কেন আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগ্রত করো, কেন আমায় দগ্ধ করো?

লক্ষ্মী। তোমার হৃদয়ে ব্যথা লাগে, এরূপ ত আমার ধারণা নাই। ব্যথার স্থান কোথা, মমতা কোথা, তুমি কার? তোমার হৃদয়ে ব্যথা কি নিমিত্ত লাগ্‌বে? তুমি ত জন্ম-ভূমির নও, পিতার নও, মাতার নও, স্বধর্ম্মীর নও, তবে তোমার হৃদয়ে ব্যথা কিসের?

শম্ভাজী। তুমি কে? তোমার অতি তীব্র বাক্য! এ বাক্যবাণ বজ্রহৃদয়েও প্রবেশ করে।

লক্ষ্মী। তবে এসো, মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করো।

শম্ভাজী। কোথায় যাবো, আমার স্থান কোথায়?

লক্ষ্মী। তোমার জন্মভূমে, তোমার পিত্রালয়ে—যেখানে তোমার ধাত্রীমাতা, অন্নজল পরিত্যাগ ক'রে তোমার নিমিত্ত রোদন ক'চ্চে, —যেখানে তোমার নিমিত্ত প্রতিগৃহে হাহাকার —যেখানে বীরধীর অটল ছত্রপতি মর্ম্মাহত —যেখানে তোমার আগমনে প্রজার জয়নাদে দশদিক্ পূর্ণ হবে।

শম্ভাজী। তুমি কে? পিতা কি মার্জ্জনা কর্‌বেন? পিতৃচরণে আমার কি স্থান আছে?

লক্ষ্মী। তোমার পুত্র নাই, পিতৃ-মমতা কিরূপ জান না; কিন্তু সত্যই যদি তোমার মার্জ্জনা না করেন, যদি তোমার বধ-আজ্ঞা প্রদান করেন, যদি স্বহস্তে তোমার শিরশ্ছেদন করেন, তথাপি তোমার শ্রেয়ঃ কি? দিল্লীগমন, না জন্মভূমি—পিতৃপদ দর্শন?

শম্ভাজী। তুমি কি মুক্তির কোন উপায় করেছ?

লক্ষ্মী। হাঁ এসো, ঘোটক প্রস্তুত।

শম্ভাজী। কিন্তু আমি খাঁ সাহেবের নিকট প্রতিশ্রুত, তিনি না আমায় পরিত্যাগ কর্‌লে আমি স্থানান্তরে যাবো না।

লক্ষ্মী। তিনি না পরিত্যাগ কর্‌লে তোমার মুক্তির উপায় কিরূপে হ'তো? রজনীতে এই বালকের নিকট কি নিমিত্ত প্রেরণ কর্‌তেন? শিবিরের বাইরে দেখো, ঘোটক প্রস্তুত, শিবির অরক্ষিত, বিলম্ব ক'রো না—প্রভাত নিকট।

শম্ভা। চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দুইজন প্রহরীর প্রবেশ

১ প্রহরী। আঃ—আজ ঘুমিয়ে বেঁচেছি।

২ প্রহরী। খামকা খাঁ সাহেবের আজ এত দয়া হ'লো যে? পাহারায় একটু ঢুললে ত গর্দ্দানা যায়, আজ আপনি যে শুতে হুকুম দিয়ে গেল?

১ প্রহরী। ও আমিরী মেজাজ, ওর কি কিছু ঠিকানা আছে? চল্ চল্—ঐ খাঁ সাহেব আস্‌ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দিলির খাঁ ও দিল্লীর দূতের প্রবেশ

দিল্লীর দূত। শম্ভাজীর নিদ্রা ভঙ্গ হ'তে কিছু বিলম্ব হয় দেখ্‌ছি!

দিলির। না, অধিক বিলম্ব হবে না, আমি

তাঁর শিবিরে দূত প্রেরণ করেছি, একেবারে প্রস্তুত হ'য়েই আস্‌তে বলেছি।

দূতের প্রবেশ

কি সংবাদ, রাজকুমার কি আস্‌ছেন?

দূত। আজ্ঞে তাঁর তত্ত্ব পেলেম না।

দিলির। শিবিরে অপেক্ষা করগে; বোধ হয় গোসলখানায় গিয়েছেন।

[দূতের প্রস্থান।

দিল্লীর দূত। খাঁ সাহেব, আপনার মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি, আপনার অতিথি গোসলখানায় গিয়ে থাকেন উত্তম, আমি আপনার অবস্থাগত হ'লে চতুর্দ্দিকে দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরণ কর্‌তেম; কারণ যদি আপনার অতিথি আপনার আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে থাকেন, আপনার প্রতি সম্রাট্ দোষার্পণ কর্‌বেন। সম্রাটের ধারণা হবে, যে আপনার অজ্ঞাতসারে তিনি কদাচ পলায়নে সক্ষম হন নাই। সম্রাট্ সন্দিহানচিত্ত, আপনি শিবাজীর উৎকোচ গ্রহণ করেছেন, অনেকেই করেন, এরূপ অনুমান কর্‌তে পারেন; কারণ মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে পরাজিত অনেক সেনাপতির প্রতি তাঁর এরূপ ধারণা। আর যদি আপনার অজ্ঞাতসারেই পলায়ন করেছেন, এরূপ বাদসার ধারণা হয়, তাহলে আপনার অসতর্কতার প্রতি বিশেষ দোষারোপ কর্‌বেন। কিম্বা সিদ্ধান্ত কর্‌তে পারেন, যে আপনি মুসলমান, বাদসা-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে অতিথি সম্বন্ধে আপনার বাক্য রক্ষা করেছেন। জানেন, বাদসা নিতান্ত মার্জ্জনাশীল নন; আর আপনি পূর্ব্বে হিন্দুর প্রতি পক্ষপাতী সাজাদা দারাসেকোর প্রধান সৈনিক ছিলেন, একথাও বাদসার স্মরণ হ'তে পারে, এবং সাজাদা দারাসেকোর সেই হিন্দুর প্রতি পক্ষপাত আপনার হৃদয়েও সংক্রামিত, বাদসা কর্ত্তৃক এরূপ অনুমিত হওয়াও সম্ভবপর। দেখুন, এখনো তাঁর তত্ত্ব নাই—চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান কর্‌বার আজ্ঞা প্রদান করুন।

দিলির। আপনার আদেশমতই কার্য্য হবে; কিন্তু বিনা অপরাধে অপরাধী কর্‌লে আমার উপায়ান্তর নাই।

দিল্লীর দূত। সেই কথাই নিবেদন করেছি। দিল্লীতে যদ্যপি আমি একা ফিরি, সম্রাটের বিশেষ অসন্তোষের কারণ হবে।

[দিলির খাঁর প্রস্থান।

দিল্লীর দূত। দিলির খাঁ, যদি উপস্থিত থেকে স্বরূপ অবস্থা অবগত হ'তে না পারি, তবে কি জন্য দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছি! তোমার দুরভিসন্ধির আভাস কল্য রাত্রেই পেয়েছি।

নেপথ্যে কোলাহল

এই যে, খুব কৃত্রিম সরগরম হ'চ্চে।

[দিল্লীর দূতের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

রায়গড়—শিবাজীর কক্ষ

পুতলাবাই

পুতলা। এই ত রাজ্যে জয়ধ্বনি! মহারাজ শত্রু জয় ক'রে রাজ্যে প্রত্যাগমন ক'চ্চেন, কিন্তু আমার শম্ভা কোথায়? যখন মহারাজ আমায় বলবেন, "কই আমার শম্ভা কই", আমি কি উত্তর দেবো? জগজ্জননী ভবানী আমায় কি আমার ইষ্টদেবের নিকট মিথ্যাবাদী কর্‌বেন! না, কদাচ নয়—শম্ভা—শম্ভা—তুমি কোথায়?

শম্ভাজীর সহিত লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ

লক্ষ্মী। রাজরাণী—এই যে তোমার শম্ভা।

পুতলা। শম্ভা, মা ব'লে এসো। কেন বাবা, অপরাধীর ন্যায় দাঁড়িয়ে আছো? আমি তোমার মা, আমার কাছে ত তোমার অপরাধ নাই।

শম্ভাজী। মা, পিতা কি আমায় মার্জ্জনা কর্‌বেন?

পুতলা। তুমি কি জান না—ঘোর অনিষ্টকারী শত্রুরা মহারাজের মার্জ্জনা-গুণের অকপটে প্রশংসা করে!

শম্ভাজী। মা, মহারাজের নিকট সকলের মার্জ্জনা আছে, কিন্তু স্বদেশদ্রোহীর মর্জ্জনা নাই।

পুতলা। তুমি আর স্বদেশদ্রোহী নও, তোমার অনুতাপ তোমার মার্জ্জনা—পিতৃস্নেহ তোমার মার্জ্জনা; তথাপি যদি রাজ-রোষে

পতিত হও, মাতৃস্নেহ-আবরণে তুমি নিরাপদ। মা'র কোলে কারও অধিকার নাই, স্বয়ং শমন দূরে অবস্থান করে। মা'র পুত্র মা'র কাছে এসেছ, মহারাজের বিজয় অসিও মাতৃস্নেহে ভগ্ন হবে।

শম্ভাজী। মা, মা, বুঝি মহারাজ আস্‌ছেন। তাঁর সম্মুখে যেতে আমার হৃৎকম্প হ'চ্চে! তুমি আমার জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করো, তার পর আমি তাঁর চরণে পতিত হবো।

[অন্তরালে গমন।

শিবাজীর প্রবেশ

শিবাজী। পুতলা, রণজয় হয়েছে, কিন্তু শম্ভা কই?—বুঝি শম্ভাকে পাও নি? সে ভবানীর ইচ্ছা,—কি জানি, যদি সহসা পুত্র-ঘাতী হই!

লক্ষ্মী। মহারাজ, রাজ-সমীপে আমার এক ভিক্ষা আছে, জয়োল্লাসে নগর উৎসবে মগ্ন, আমার হৃদয় নিরানন্দ। নিরানন্দ হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করুন।

শিবাজী। ভগ্নি, তোমায় ত আমার অদেয় কিছুই নাই, এত বিনয় কি নিমিত্ত?

লক্ষ্মী। মহারাজ, আমার নিবেদন, যে রাজদ্রোহী শম্ভার পরিবর্ত্তে মহারাজকে মুসলমান-বিদ্বেষী রাজকুমারকে প্রদান কর্‌বো, মহারাজ গ্রহণ করুন। ভগ্নী রাজরাণী সত্য-পাশে বদ্ধ, তাঁকে মুক্ত করুন।

শিবাজী। শম্ভা কোথায়?

শম্ভাজী। এই যে পিতা, আপনার পদ-তলে! মহারাজ, আমি জানি স্বদেশদ্রোহীর মার্জ্জনা নাই, কিন্তু পুত্রের পিতার নিকট যাচ্ঞার অধিকার আছে। আমি বধের যোগ্য, আমার প্রতি এই আজ্ঞা হোক, যে একাকী শত্রুদুর্গ আক্রমণ ক'রে আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিই। আমি রাজদ্রোহী ছিলেম, এখন কায়মনো-বাক্যে মুসলমান-বিদ্বেষী; মহারাজের বিদ্বেষও এত তীব্র কিনা জানি না। মহারাজ, বহুস্থানে বহু বিধর্ম্মী দুর্গ আছে, আমার বিধর্ম্মী-বিদ্বেষ পরীক্ষা করুন, এই আমার রাজচরণে ভিক্ষা।

শিবাজী। শম্ভা, শম্ভা, কতদিনে তোমার পুত্র হবে—কতদিনে পিতৃস্নেহ তোমার উপ-লব্ধি হবে,—পিতার মনের ব্যথা কতদিনে বুঝ্‌বে? বংশধর, আমার প্রাণে কেন ব্যথা দিয়ে-ছিলে? মুসলমান তোমার শত্রু, একথা আমার যে কি শান্তিপ্রদ, তা কি তুমি অনুভব করতে পারো? যাও বৎস, সজ্জিত হ'য়ে এসো; নগরে উৎসবের দিন, পিতা-পুত্রে নগর ভ্রমণ ক'রে প্রজার আনন্দ বর্দ্ধন কর্‌বো। বিলম্ব ক'রো না, প্রজারা যত শীঘ্র হয়, মহানন্দ অনুভব করুক।

[শম্ভাজীর প্রস্থান।

শিবাজী। পুতলা, তুমি সতী; তুমি আমার শম্ভাকে এনে দেবে, সত্য করেছিলে, সে সত্য তোমার পূর্ণ।

পুতলা। সে আমার দিদির কৃপায়। দিদি শম্ভাকে মোগল-শিবির হ'তে উদ্ধার ক'রে এনেছে।

শিবাজী। ভগ্নি, আমি তানাজীর নিকট ঋণী, কি তোমার নিকট অধিক ঋণী!

লক্ষ্মী। তবে মহারাজ, আমায়ও ঋণে মুক্তি প্রদান করুন; আমি ঋণমুক্ত হ'য়ে রাজ-দম্পতির নিকট বিদায় হই।

শিবাজী। ভগ্নি, তুমি কি আমায় পরি-ত্যাগ কর্‌বে? তা হ'লে তানাজীর শোক আমার পুনরুদ্দীপিত হবে।

লক্ষ্মী। মহারাজ, এদেহ-বহনে আর আমার অধিকার নাই, তাতে আমার স্বামী ক্রুদ্ধ হবেন, আর আমায় গ্রহণ কর্‌বেন না। আমি নর্ত্তকী-বেশে বিধর্ম্মীর সুরাপাত্র স্পর্শ করেছি, পরিচারিকারূপে বিধর্ম্মীর প্রেমালাপ শ্রবণ করেছি, বিধর্ম্মীর নিকট জানু পেতে ভিক্ষা ক'রেছি; তাতে আমি ক্ষুব্ধা নই—রাজ-কুমার উদ্ধার হয়েছেন। কিন্তু মহারাজ, আমার কার্য্য অবসান; কার্য্য অবসানে ত আর কর্ম্ম-ভূমে স্থান নাই। আমি আমার স্বামীর পবিত্র চরণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেম যে, যে কার্য্য সাধনে মহারাজ স্বয়ং অশক্ত হবেন, মহা-রাজের সেই কার্য্য সাধন কর্‌বো। মহারাজের চরণকৃপায় আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ। রাজকুমার ঘরে প্রত্যাগমন করেছেন, নগরে উৎসব, আমারও উৎসবের দিন, আমি স্বামিদর্শনে যাত্রা করি। —রাজদম্পতি, নমস্কার।

শিবাজী। ভগ্নি—

লক্ষ্মী। মহারাজ, স্বামী-উদ্দেশগামিনী রমণীকে নিষেধ কর্‌বার রাজারও ত অধিকার নাই।—মহারাজ, বিদায়!

[লক্ষ্মীবাইয়ের প্রস্থান।

শিবাজী। পুতলা, আজ বাল্যসখা তানাজী আমার সম্মুখে!

পুতলা। মহারাজ, বীরবর তানাজী আপনার চিরসঙ্গী—চিরদিন আপনার কার্য্যের সহকারী।

শিবাজী। পুতলা, আমার শরীর অবসন্ন, কি জানি এ ভাব কি নিমিত্ত! কিন্তু এখনো কার্য্যের বিরাম নাই, এখনো প্রজার কার্য্য, কত-দিনে ভবানী অবসর দেবেন! পুতলা, প্রাণ প্রিয়ে, তুমি আমার হৃদয়-তাপহারিণী!

শম্ভাজীর প্রবেশ

পুতলা, তোমার নিকট হ'তে, শম্ভার হাত ধ'রে দিল্লী যাত্রা করেছিলেম, আমার জীবনে সেই এক দারুণ ভ্রম, বিলাসপূর্ণ দিল্লীতে মহারাষ্ট্র-শিশুকে কলুষিত করেছি, আজ আবার পুত্রের হাত ধ'রে তোমার নিকট হ'তে যাচ্চি। পারি যদি, রাজকার্য্যে-দীক্ষিত পুত্র তোমায় পুনরর্পণ কর্‌বো।

পুতলার রাজার পদধূলি লইয়া প্রথমে স্বীয় মস্তকে পরে শম্ভার মস্তকে প্রদান করতঃ শম্ভাকে চুম্বন ও আশীর্ব্বাদ; শম্ভাজীর প্রণাম করণ।

[শম্ভাজী ও শিবাজীর প্রস্থান।

পুতলা। মা, মা—আজ আমার সুখের দিন! তোমার কৃপায় আজ আমি চরম সুখের দিনের আভাস পাচ্চি। তুমি কৃপাময়ী, কন্যার সাধ কখনো অপূর্ণ রাখ্‌বে না।

[প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

বটবৃক্ষতল

রামদাস স্বামী ও শিষ্যগণ

রামদাস। বৎস, ইতিপূর্ব্বে রাজগৃহে গমন আমাদের একবার প্রয়োজন হয়েছিল, সেদিন পাটরাণী সইবাই শিবলোকে গমন করেন; আবার রাজগৃহে অদ্য আমাদের প্রয়োজন। কালের কুটিল গতি, ভগবান্ কালরূপী, তাঁর গতিরোধ হয় না। এসো কালরূপী ভগবানের স্তোত্র পাঠ ক'রে রাজগৃহে গমন করি।

সকলের গীত

ব্যাপিত ভুবন আদি অন্তহীন,
সৃজন-পালন তোমাতে বিলীন,
কে বুঝে তোমার স্থিতি কি গতি।
বিভু মহাকাল মাত্রায় ত্রিকাল
হৃদয়ে প্রকৃতি মহা ক্রিয়াবতী॥
কারণ-সাগর খেলে তব কায়,
অনন্ত অশান্ত লহরমালায়,
বিম্ব তায় ফোটে, কোটী রবি ছোটে,
কোটী শশিতারা উথলে জ্যোতি॥
গর্জ্জে অহঙ্কার গভীর হুঙ্কার,
শব্দ অনিবার রব নাহি আর,
হয় রয় যায়, চক্রাকারে ধায়,
ধ্যানাতীত তব গতি-রতি-মতি॥
নমঃ নমঃ কাল কুটিল করাল,
ক্রিয়া-বিজড়িত বিরাট্ মূরতি॥

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

রায়গড়—শিবাজীর প্রাসাদস্থ কক্ষ

শিবাজী ও পুতলাবাই

শিবাজী। পুতলা, তোমার স্মরণ আছে, একদিন তুমি আমার জন্য সুশীতল বারি আন্‌ছিলে, আমি কৌতুক ক'রে তোমায় বলে-ছিলেম, যে ওকি পুতলা, আমি বারি চেয়েছি, তুমি অনল কি নিমিত্ত আন্‌ছ? আমার কথার উপর তোমার বিশ্বাস এত প্রবল, যে তোমার সেই বিশ্বাসে সেই শীতল জল অনল হ'য়ে তোমার অঙ্গুলী দগ্ধ করেছিল। তদবধি তোমার সহিত আমি পরিহাস করি না। আমি জানি, আমি যে কথা বল্‌বো, তুমি তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যয় কর্‌বে।

পুতলা। প্রভুর শ্রীমুখে ত কখনো মিথ্যা উচ্চারিত হয় না।

শিবাজী। তোমার সাধ, শম্ভাকে সিংহা-সনে দেখ্‌বে; আমার কথায় সে সাধ পূর্ণ করো। শম্ভা সিংহাসন পাবে।

পুতলা। মহারাজ, ঐ যে শম্ভা আমার মানসক্ষেত্রে উদয়, ঐ যে শম্ভা সিংহাসনে,—আমার সাধ পূর্ণ।

শিবাজী। আর কেন মহারাজ বলো, আর ত আমরা রাজা-রাণী নই। আমি সর্ব্বত্যাগী, তুমি আমার সঙ্গিনী। আমি পূর্ব্বে তোমার কথা প্রলাপ বিবেচনা কর্‌তেম, কিন্তু আজ আমার ধারণা অন্যমত। তুমি আমার সঙ্গিনী, জীবনে-মরণে সঙ্গিনী। আমার এই শোথরোগ আমার বন্ধু, কার্য্যে আমায় অবসর দিয়েছে। তুমি বুঝেছ কি, আমাদের কার্য্য অবসান? কিঞ্চিৎ যা বাকী আছে, এখনই শেষ হবে।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। মহারাজ, অমাত্যেরা রাজ-আজ্ঞামত উপস্থিত।

শিবাজী। তাদের এই স্থানে আস্‌তে বলো। পুতলা, আজ তোমার স্থানান্তরে যাবার প্রয়োজন নাই।

পুতলা। প্রভু, এখনি ত কার্য্য অবসান হবে, আমি প্রস্তুত হয়ে আসি।

[পুতলার প্রস্থান।

মোরোপন্ত প্রভৃতি রাজসভাসদগণের প্রবেশ

শিবাজী। অমাত্যগণ, আপনারা সকলে মিলিত হ'য়ে, বহু আয়াসে এই হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করেছেন। সম্পত্তি অর্জ্জন অপেক্ষা রক্ষা কঠিন। এক্ষণে রাজ্যরক্ষার ভার আপনাদের, যেরূপ আয়াস সহকারে রাজ্য অর্জ্জন করেছেন, সেইরূপ অনলস হ'য়ে রাজ্যরক্ষা করুন। দেখ্‌বেন, নবার্জ্জিত রাজ্য যেন ভ্রাতৃবিবাদে বিচ্ছিন্ন না হয়,—গৃহ-বিবাদে বিধর্ম্মী শত্রু না প্রবল হয়। যেরূপ ধূপগন্ধ দেবমন্দির হ'তে প্রভাত ও সন্ধ্যা-সমীরণ বহন ক'রে দশদিক আমোদিত ক'চ্চে—যেরূপ বেদধ্বনি পুনর্ব্বার প্রতিধ্বনিত—যেরূপ গোব্রাহ্মণ রক্ষিত—যেরূপ বর্ণাশ্রম স্থাপিত, মহারাষ্ট্রে তার কোনরূপ অঙ্গহানি না হয়। প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে মহাকীর্ত্তি স্থাপন করুন। রাজ্য দুই অংশে দুই পুত্রকে প্রদান করা আমার অভিপ্রায়, কিন্তু আমার অভিপ্রায় মত কার্য্য হোক বা না হোক, তার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করা আপনাদের আবশ্যক নাই। রাজ্যরক্ষা আপনাদের কার্য্য। গৃহবিবাদ প্রধান বিঘ্ন, সে বিঘ্ন কোনরূপে না উপস্থিত হয়। রাজারাম দশমবর্ষীয় বালক, শম্ভা চঞ্চলচিত্ত, আমার শত উপদেশ উপেক্ষা করেছে, আমার শেষ উপদেশ যে গ্রহণ কর্‌বে, এরূপ বিশ্বাস আমার নয়। যদ্যপি শম্ভা অমিত-পরাক্রম, অভীত-হৃদয় না হ'তো, তার দুশ্চরিত্র দর্শনে আমার মনে হ'তো, সে আমার পুত্র নয়, কোন নীচ-বংশোদ্ভব শিশু ল'য়ে রাণী পালন করেছেন—এই আমার ধারণা হ'তো। কিন্তু দোষ শম্ভার নয়—আমার। বোধ হয়, যদি বাল্যকালে আমার ন্যায় তার গর্ভধারিণীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হ'তো, তা হ'লে তার বিক্রমের সহিত হৃদয়ের কোমলতা জনহিতকারী অমৃত নিঃসরণ কর্‌তো। শম্ভা নিষ্ঠুর, বিলাসী, আত্মপর-বিবেচনাশূন্য,—আমার শেষ কথা, আপনারা রাজ্য রক্ষা করুন। আপনারা বাক্যদান করুন, আমি নিশ্চিন্ত হই।

মোরোপন্ত। মহারাজের শয্যা স্পর্শ ক'রে আমরা শপথ ক'চ্চি, আজ্ঞা পালনে জীবন উৎসর্গ কর্‌বো।

সকলের শয্যায় মস্তক অবনত করণ

কিন্তু মহারাজের শ্রীমুখে এরূপ নিরাশাব্যঞ্জক কথা কেন? এ যে শেলাঘাত অপেক্ষাও গুরুতর আঘাত। মহারাজ পাঁচদিন মাত্র পীড়িত, ইন্দ্রিয়সকল পূর্ব্বের ন্যায় সবল, তবে কেন এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ক'চ্চেন?

শিবাজী। পেশোয়াজি, চরমকালের ছায়া মানব-দৃষ্টিতে পতিত হয়, সে ছায়া আমার চক্ষে নিপতিত। শোক পরিহার করুন, আপনারা প্রত্যক্ষ দেখেছেন,—মাতৃশোক, জায়া-শোক, বন্ধুশোক, স্বদেশবৎসল বীরগণের শোক, কার্য্যের অনুরোধে পাষাণ হৃদয়ে সহ্য করেছি। আপনারাও মহাকার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে আমায় বিস্মৃত হোন।

মোরো। মহারাজ কিরূপ আদেশ ক'চ্চেন—কাকে বিস্মৃত হবো? জগতে কে আপনাকে বিস্মৃত হবে? মহারাষ্ট্রের জীবন, হিন্দুর প্রাণ, গোব্রাহ্মণরক্ষক, দেবদেবীরক্ষক, দেবদেব সদাশিবের সাক্ষাৎ-অবতার ছত্রপতি মহারাজ

শিবাজীকে বিস্মৃত হ'তে বলেন! এ কঠিন আজ্ঞা—এ আজ্ঞা মহারাষ্ট্রে কখনই পালিত হবে না। যতদিন একজন হিন্দুও ভারতে স্থান পাবে, ততদিন তার হৃদয়ে মহারাজের স্থান। মহারাজ, ছত্রপতি, কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষ, শক্তিদান করুন, আপনার রাজ্যভার বহনের শক্তি আমাদের নাই, আপনার শক্তিদানে কার্য্য সম্ভব, আপনার নাম উচ্চারণে ভীরুও বীর হয়. অকর্ম্মণ্যও রাজকার্য্য-নিপুণ হয়।

শিবাজী। আমার স্থির বিশ্বাস, আপনাদের দ্বারা রাজ্য রক্ষিত হবে, আপনারা নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবেন, নচেৎ আমি শক্তিহীন হ'তেম।

মোরো। সে মহারাজের নামের প্রভাব, মহারাজের আমোঘ শক্তির প্রভাব।

সজ্জিতা পুতলাবাইয়ের প্রবেশ

শিবাজী। এসো—এসো—চিরসঙ্গিনী এসো, স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ হ'চ্চে, এ বেশে তোমায় অনেকবার দেখেছি। ঐ শোন—ঐ শোনো—আমাদের আহ্বান ক'চ্চে; কৈলাস শূন্য ক'রে মায়ের সঙ্গিনীরা এসেছে, কেবলমাত্র গুরুদেবের চরণে বিদায় গ্রহণের অপেক্ষা। এই যে গুরুদেব—

রামদাস স্বামীর প্রবেশ

গুরুদেব বিদায় দিন।

পুতলা। দাসীও বিদায়প্রার্থী।

রাম। বৎস, দেবকার্য্যে তুমি আবির্ভূত, দেবকার্য্য সুসম্পন্ন ক'রেছ, ঊনবিংশ বর্ষব্যাপী ঘোর যুদ্ধে মুসলমান বল চূর্ণ ক'রে বিরাট্ হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করেছ। তোমার নাম বিধর্ম্মীর ভয়োৎপাদনকারী, স্বধর্ম্মীর আনন্দবর্দ্ধক, প্রতি হিন্দু-জিহ্বায় ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় উচ্চারিত। যথায় স্বাধীনতার অভ্যুদয়, তথায় তোমার দেব-আত্মার উৎসব হবে, তথায় তুমি অলক্ষিতে শক্তি-সঞ্চার কর্‌বে, আমিও তোমার সম্মানে ভারতে সম্মানিত হবো। তোমার গুরু ব'লে ভারতে চিরদিন পরিচিত থাকবো। তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বার অধিকার দিয়েছ, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কার্য্য সুসম্পন্ন। (পুতলার প্রতি) মা, তুমি এই মহাকার্য্যে মহাশক্তি। দেবদম্পতি, দেবলোকে গমন করো।

শিবাজী। পুতলা, এসো—

পুতলা। প্রভু, আপনাকে প্রদক্ষিণ ক'রে আপনার সহগমন করি; এবারও আপনাকে প্রদক্ষিণ করে সঙ্গে যাবো। (সকলের প্রতি) বৎস, আমার গর্ভের সন্তান নাই, তোমরা আমার পুত্র, তোমরা বিদায় দাও, প্রভুর সঙ্গে যাই।

সকলে। মা—মা—

পুতলা। প্রভু, চলো। (পার্শ্বে শয়ন)

সকলে। কি হলো, মহারাষ্ট্র শূন্য হলো!

রামদাস। শোক সংবরণ করো। সম্মুখে বহু কার্য্য, অনলসভাবে নিজ নিজ কার্য্যে লিপ্ত হও। চিন্তা নাই—যদিচ ছত্রপতি দেহ পরিত্যাগ ক'রেছেন, তাঁর আত্মা আমাদের সঙ্গে আছেন। যে যথায় স্বাধীনতা সংস্থাপনে উদ্যমশীল হবে, যথায় বিজাতীয় শৃঙ্খল ভার বোধ হবে, যথায় মনুষ্যত্বের অভ্যুদয়, এই মহান্ আত্মা তথায় সর্ব্বদা অবস্থান কর্‌বেন। আমাদের ছত্রপতি বর্ত্তমান, যথায় মাতৃভূমি-বৎসল সম্মিলিত, যথায় স্বাধীনচেতা অস্ত্রধারী, যথায় পরপীড়ক-শাসন-অসহিষ্ণু বীরহৃদয় অত্যাচারদমনহেতু প্রাণদানে কৃতসংকল্প, যথায় নবজীবন সঞ্চারিত, যথায় জাতীয়তার উদ্বোধন—সেই স্থানে এই মহান্ আত্মা চিরদিন বিরাজ কর্‌বেন! শিবাজীর নাম-কীর্ত্তনে দাসত্বশৃঙ্খল মোচন হবে। যতদিন পৃথিবীতে মনুষ্যের বাস—শিবাজীর অক্ষয়স্মৃতি বিলুপ্ত হবে না!

যবনিকা পতন

চণ্ড

[ঐতিহাসিক নাটক]

(১১ শ্রাবণ, ১২৯৭ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

চণ্ড (লাক্ষরাণার জ্যেষ্ঠ রাজকুমার)। রঘুদেবজী (ঐ মধ্যম রাজকুমার, সংসারত্যাগী)। মুকুলজী (ঐ কনিষ্ঠ রাজকুমার, অধুনা মিবারের রাণা)। শিখণ্ডী (ধাত্রী-পুত্র)। পুর্ণরাম (ভাট)। রণমল্ল (রাঠোরাধিপতি)। যোধরাও (ঐ রাজকুমার)। খাণ্ডাধারী (ঐ বয়স্য)।

স্ত্রী-চরিত্র

গুঞ্জমালা (লাক্ষরাণার কনিষ্ঠা মহিষী)। বিজরী (ঐ সখী)। কুশলা (ধাত্রী)।

সভাসদ্‌গণ, প্রজাগণ, একজন লোক ও তাহার স্ত্রী, ভীল-সর্দ্দার ও তাহার অনুচরগণ, ঘাতকম্বয়, পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ, রাঠোর সৈন্যগণ, কয়েকজন আহত সৈনিক, রাঠোরীয় বৃদ্ধ ও বালকগণ, চিতোরবাসিগণ, ইত্যাদি।

সূচনা ও পরিশিষ্টের দ্বন্দ্ব

সূচনা

হেথা কেন লাজহীনা, হেথা কি লো তোর?
ধরা-মাঝে ইন্দ্রাসন, বাপ্পারাও-সিংহাসন,
ভুবন-বিখ্যাত পুরী পবিত্র চিতোর।
সূর্য্যসম সূর্য্য-অংশ, শিশোদীয় মহাবংশ,
করি যার গুণ-গানে আনন্দে বিভোর;—
হেথা কেন লাজহীনা, হেথা কি লো তোর?

পরিশিষ্ট

দেখি দেখি সয়ে থাকি, দেখি কিসে জোর,
থাকে বা না থাকে শেষ গুমোরের ঘোর।

সূচনা

শোন্ তবে কিসে এত গুমোর আমার।
উচ্চ তানে করি গান, লাক্ষরাণা মতিমান্,
জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ড তাঁর গুণের আধার।
রাঠোরীয় রণমল্ল, শত্রু যার জানে ভল্ল,—
চণ্ডে দিতে দুহিতা হইল বাঞ্ছা তাঁর।
রাজপুত-প্রথা মানি, ভট্ট নারিকেল আনি,
রাঠোরের অভিপ্রায় করিল প্রচার।
কৌতুকে কহিল রাণা, "ভট্টরাজ, বুঝি মানা—
নারিকেল প্রদানিতে শুভ্র গুম্ফ যার?"
রহস্য শুনিয়া সবে, হাস্য কৈল উচ্চরবে,—
শুনিয়া চণ্ডের মনে জন্মিল বিকার;—
শোন্ শোন্ কিসে এত গুমোর আমার।

পরিশিষ্ট

বল্ বল্, সেই ভাল, শেষ ভাল যার,
স'য়ে থাকি, দেখি কিসে শেষ হও পার।

সূচনা

হীন সনে দ্বন্দ্ব করে হীন যেই জন,
সরস আখ্যান মম শোনে সুধীগণ।
পরিহাসি, নররায়, সম্বোধিল যে কন্যায়,
মনে মনে কুমার করিল আন্দোলন—
মাতা সম তারে মানি, গ্রহণ করিব পাণি,
কেমনে তাহার, দিয়ে ধর্ম্ম-বিসর্জ্জন।
রাণা কত বুঝাইল, নারিকেল নাহি নিল,
নরপতি নারিকেল করিল গ্রহণ,
রাখিতে রাঠোর মান; করি রাণা অভিমান,
কহিল, "এ কন্যা-গর্ভে জন্মিলে নন্দন—
দিব রাজ্য-অধিকার, সিংহাসন হবে তার;
পুত্র হ'য়ে বার বার ঠেলিলি বচন!"
দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালা, বৃদ্ধ-গলে দিল মালা,
হর-বরে হলো পুনঃ গৌরী সমর্পণ!
দেখ্ লো আখ্যান মম, শুনিছে সুজন॥

পরিশিষ্ট

হয় যদি শেষ বেশ, বুঝিব তখন।

সূচনা

কুমার জন্মিল পরে, নৃত্য-গীত ঘরে ঘরে,
নব সুত, নবীন প্রণয়ে দৃঢ় ডোর।
পঞ্চম-বর্ষীয় পুত্র, দেখ কিবা কর্ম্মসূত্র,
হিন্দু-যবনের যুদ্ধ গয়াধামে ঘোর।
জ্যেষ্ঠ পুত্রে ডাকি রায়, প্রকাশিল অভিপ্রায়,
নিকট হইল কাল পরমায়ু চোর।
ধর্ম্ম-যুদ্ধে বিসর্জ্জন, এ জীবন মম পণ,
তুমি মম প্রতিরূপ লহ রাজ্য মোর।
কহে চন্ড, "হে ধীমান্, করেছেন বাক্য-দান,
বিমাতা-নন্দন অধিকারী এ চিতোর।"
কোলে তুলে এত বলি, সিংহাসনে মহাবলী,
বসাইল শিশু-ভ্রাতা মুকুলকিশোর!—
যাই চ'লে নাহি সহে নীচ-সঙ্গ তোর।

পরিশিষ্ট

সুধী-পদে নমস্কার, ও তো ক'রে অহঙ্কার,
কত ব'লে গেল চলে, দাসী আছে শেষ।
গুণহীনা তাই ভয়, নিবেদন সবিনয়—
মার্জ্জনা প্রার্থনা সবিশেষ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবনস্থ দেবালয়

চন্ড, পূর্ণরাম, শিখন্ডী ও রঘুদেবজী

চন্ড। যতদিন মহারাণা লাক্ষ বীর্য্যবান্
বসিতেন সিংহাসনে, ছিলে উদাসীন
ভাই, রাজকার্য্যে তুমি, ক্ষতি কিছু জন্মে
নাই তাহে। এবে তিনি গয়াধামে, পণ
তাঁর আত্ম-বিসর্জ্জন যবন-সংগ্রামে।
সিংহাসনে বালক মুকুল বোধহীন,
একা আমি রাজকার্য্য করিব কিরূপে?
"সোদর সোদর," শুনি শাস্ত্রের বচন,—
তবে ভাই, সহায় না হও কি কারণে?

পূর্ণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই খুব বাহাদুর, বাহাদুরী কর্‌লেই হয় না—বাহাদুরী কর্‌লেই হয় না, রাখ্‌তে পার্‌লে হয়। সিন্নি দেখে এগুলে হয় না—সিন্নি দেখে এগুলে হয় না, কোঁৎকা দেখে না পেছোও—কোঁৎকা দেখে না পেছোও।

শিখ। এ কে?

চন্ড। পূর্ণরাম ভাট।

রঘু। ও পাগল।

চন্ড। না—না,
মহাজ্ঞানী। শিরোধার্য্য তব উপদেশ;
মতিভ্রম পদে পদে মানব-জীবনে।

রঘু। বীর বিনা বীরকার্য্য করিতে সাধন
কেবা পারে? হীনজনে গুরুভারার্পণ
নহে তো সঙ্গত। আমি দীন-হীন, জান
চিরদিন, অলস অবশ চিত্তদাস;—
সে কারণ যবে মহারাণা রোষভরে
কহিল তোমারে "সিংহাসন দিব তোর
বিমাতা-নন্দনে," তুমি চাহিলে বদন-
পানে মোর; করিলাম পণ সেই কালে
সভাস্থলে—দেবকার্য্যে বিসর্জ্জন দিব
এ জীবন—র'ব সদা সংসারে বিরত।
আত্মত্যাগী মহাজন, স্বার্থ পরিহরি,
রাখিলে পিতার মান। পদানত জনে
দেহ শক্তি মহেষ্বাস প্রতিজ্ঞা-পালনে:
কি কারণ পুনঃ মোরে দিতে চাহ রাজ-
কার্য্য-ভার? করি নাই উদ্বাহ-স্বীকার
রাঠোর-নন্দিনী সনে জনক-বচনে
কর্ত্তব্যের অনুরোধে, যবে প্রভু তুমি
নারিকেল করিলে বর্জ্জন, পিতৃরোষ
ল'য়ে শিরোপরে। ঘোর সংসার-বন্ধন
সন্ন্যাসীর নিষেধ, শোন হে মহাজন।
ধর্ম্মপথে অগ্রসর, সদাশয় পিতা
করিলেন দারপরিগ্রহ আমা দোঁহা
হেতু; দেহ' আজ্ঞা করি প্রতিজ্ঞা পালন,
বীর তুমি, বীর-কার্য্য তব সুশোভন;

পূর্ণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোরা দুজনেই খুব বাহাদুর—তোরা দুজনেই খুব বাহাদুর, আমি আর জানি না, আমিই তো নারিকেল এনেছিলেম। খুব নাম, খুব সুখ্যাতি, খুব আত্মত্যাগ, সে তো সুখ্যাতির পালা, এখন নিন্দার জ্বালা সইতে পার, তবে না বাহাদুরী। তুমি সন্ন্যাসী—ছুরি মার্‌লে কথা না কও, তবে তো জানি! তা না হলে রাজকার্য্যের ভার নিয়ে, ঘোড়া চ'ড়ে, সুখ্যাতি নিয়ে আমিও বেড়াতে পারি,—চেলি পরে বাহাদুরী আমিও কর্‌তে পারি।

চণ্ড। আশীর্ব্বাদ কর ভট্ট, কর্ত্তব্য-পালনে
যেন কভু নাহি হই পরাঙ্মুখ!
রঘু। যেন
দেবকার্য্যে মতি গতি রহে চিরদিন।
পূর্ণ। যেন'র কর্ম্ম নয়—যেন'র কর্ম্ম নয়,
মন বাঁধা চাই—মন বাঁধা চাই।
[পূর্ণরামের প্রস্থান।
শিখ। বাতুল, বর্ব্বর, চণ্ডে দেয় উপদেশ!
চণ্ড। ভট্টের মহিমা ভাই, না জান বিশেষ।
হেরি তব ও চন্দ্রবদন বিচলিত
মন, এ কেমন বিধাতার বিড়ম্বনা,—
সুকুমার রাজার কুমার উদাসীন,
সহায়-বিহীন! সিংহাসন শোভা পায়
যার পদার্পণে, জন-মন-ফুল্ল-কর,
সুন্দর স্বভাব, কান্তি রতিপতি জিনি—
সন্ন্যাসী হেরিয়া তোরে এ বিজন বনে
কাঁদে প্রাণ। রহ উচ্চাশয়! উচ্চধ্যানে,
বারিব না উচ্চ কার্য্য তব। পড়ে মনে
জননীর কোলে যবে শুইতে দুলাল
রাজগৃহ করি আলো, হেন সহোদর
বিজন-নিবাসী বৃত্তিহীন, তাই ভাই,
জননীর নামে সাধি করিতে গ্রহণ
কাবেরিয়া কৈলবারা বৃত্তির কারণ;—
জননীরে স্মরি রাখ ভ্রাতার বচন।
ক্ষুদ্র দুই জনপদ প্রদানি তোমায়,
মম দান লয়ে কর কৃতার্থ আমায়।
রঘু। সন্ন্যাসী—আকাশ-বৃত্তি-ভোগী; তব দান
মতিমান্ গ্রহণ আমার, মাতৃস্বর্গ
কামে, বৃত্তি-ভোগী হবে দীন-হীন জনে।
রেখো নিজ দাসে মনে, দেবকার্য্যে যাই।
সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ লহ ধাত্রী-ভাই।
চণ্ড। রাজকার্য্যে বিব্রত, কি জানি কবে হায়,
ও চন্দ্রবদন দেখা পাব পুনরায়।
রঘু। দাস তব, সদা ধ্যান করি শ্রীচরণ,
বারেক দর্শনে পুনঃ জুড়াব নয়ন।
[রঘুদেবজীর প্রস্থান।
চণ্ড। প্রাণ কাঁদে ভাই, রঘুদেব—রঘুদেব,
স্বর্ণকান্তি রঘুদেব! চল কার্য্যে যাই।
শিখ। দ্বিতীয় প্রহর নিশা, এবে কার্য্য কিবা!
চণ্ড। জান না কি, রাজদাস আমি নিশি দিবা।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বারান্দা

গুঞ্জমালা ও কুশলা

গুঞ্জ। রাজমাতা—রাজমাতা—রাজমাতা নাম,
রাজদণ্ড প্রকৃত চণ্ডের করে, সবে
অনুগত; গৌরব-বিহীন সিংহাসনে
মুকুল স্থাপিত, যেন ক্রীড়ার পুত্তলী,—
রাণা নাম, উজ্জ্বল মুকুট শিরে (আত্ম-
ত্যাগী চণ্ড) শূন্য রাজদণ্ড, শূন্য রাণা-
খ্যাতি, (চণ্ড অতি ধীর মহাত্মা সুজন),
দিয়েছেন বিমাতা-নন্দনে! কিবা আত্ম-
ত্যাগ—কিবা আত্মত্যাগ, বিরল ভুবনে!
রাজকার্য্য করেন সকলি কৃপা করি
কনিষ্ঠের কল্যাণ-সাধন হেতু! আহা—
কি আদর্শ পুরুষ-প্রধান! মান্য গণ্য
রাজ্যমাঝে, নাহি আত্মোন্নতি অভিলাষ!
রাজমাতা রহ চেড়ী সম, কর যদি
কোন কার্য্য অনুষ্ঠান,—চণ্ডের এ মানা,
চণ্ডের ও মানা—কিবা প্রভুত্ব রাণীর!
সোদর তাহার দেব অবতার, শান্ত
রঘুদেব, সদা দেব-পূজা-রত, যেবা
যবে অভিমত, যেই ব্যয় প্রয়োজন,
রাজকোষ হ'তে হয় তখনি পূরণ!
ধিক্ রাজ্যে, ধিক্ রাণা, ধিক্ ধিক্ মোরে,
নফরে প্রভুত্ব করে, প্রভু তার দাস!
কুশ। সে কি রাজমাতা,
এ কি আচার তোমার!
কেমনে ভুলিলে রাণি, পূর্ব্ব-বিবরণ?
গয়াধামে ধর্ম্মরণে লাক্ষরাণা যবে
করিল গমন, চণ্ডে দিতে সিংহাসন
বাঞ্ছা ছিল তাঁর,
কেবা হতো প্রতিবাদী,—
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য-অধিকারী চিরদিন;
কে করিত নিবারণ মুকুট গ্রহণ
চণ্ডের, কেমনে বল মুকুল পাইত
রাজ্যভার? উদার-স্বভাব মতিমান্,
পিতারে প্রতিজ্ঞা হ'তে করিল উদ্ধার,
তোমার নন্দনে করি রাজ্য-সমর্পণ।
গুঞ্জ। হীনমতি ধাত্রী, কি বুঝিবি সমাচার!
আমি ছিলেম অন্ধ চণ্ডের কৌশলে,
ক্রমে তার আচরণে খুলিল নয়ন;

সন্দ যেবা ছিল, এবে ঘুচেছে সকল;
রাজ্যে হেরি উচ্চ নীচ সবে মোর অরি।
কুশ। রাজমাতা, এ কি কথা শুনি তব মুখে!
জান না—জান না রাণি, চণ্ডের মহিমা;
রাজভক্ত, পিতৃভক্ত, স্বদেশ-বৎসল
চণ্ড সম কেহ কি জন্মেছে ত্রিসংসারে?
শোন পূর্ব্ব-বিবরণ, জনক তোমার
পাঠাইল নারিকেল রাজার সভায়—
ভট্ট-হস্তে, তব শুভ বিবাহ কারণ,
ছিল মন চণ্ডে তোমা করিতে অর্পণ।
গুঞ্জ। জানি সে কাহিনী, কেন কর গণ্ডগোল?
আজন্ম চণ্ডের ঘৃণা পিতৃবংশোপরে,
তাই নারিকেল নাহি করিল গ্রহণ
অহঙ্কারে; মারবারপতি মম পিতা,
চণ্ডরাণা লাক্ষের নন্দন, নারিকেল
তাই নাহি করিল গ্রহণ; জানি পূর্ব্ব-
কথা, কেন মিছে তোলো আর? সেই চণ্ড—
যার মম পিতা প্রতি হেন ব্যবহার,—
মুকুলের কল্যাণ সে চাহিবে এখন!
কুশ। অকারণ কেন রাণি, কহ কটু বাণী?
ঘৃণা-দ্বেষ-বর্জ্জিত সুজন মহামতি
চণ্ড, সে কি কভু করে মারবা-ঈশ্বরে
অবহেলা?
গুঞ্জ। সম্মার্জ্জনী সম নীচ মুখে উচ্চ কথা।
কুশ। কেন রাণি, বৃথা দেও ব্যথা,—
জান না সে বিবরণ, দোষ' সে কারণ।
গুঞ্জ। শুনি, শুনি সুধামুখি, শ্রীমুখে তোমার
সে কাহিনী; কহ—কহ, কেন নারিকেল
ভট্টে করি অপমান, নাহি নিল চণ্ড
মহামতি, রাণা লাক্ষে অবজ্ঞা করিয়ে?
কুশ। নারিকেল যবে ভট্ট আনিল সভায়,
কৌতুক করিয়া রাণা কহিলা ভট্টেরে,
"তব নারিকেল বুঝি নহে বৃদ্ধ হেতু—
শুভ্র গুম্ফ যার তার নাহি অধিকার?"
সভাসদ্ হাসিল সে রহস্য শুনিয়া,—
এ রহস্য-কথা ক্রমে শুনি চণ্ডদেব
মনে মনে বিচার করিল, পিতা যেই
কন্যা ল'য়ে রহস্য করিল, কি প্রকারে
সেই কন্যা পুত্র হ'য়ে করিব গ্রহণ!
প্রকাশিল অসম্মতি সেই সে কারণ।
গুঞ্জ। আহা, কিবা ধর্ম্মজ্ঞান—পিতৃ-বাক্য হেলা!
হীন-বুদ্ধি লাক্ষরাণা জগতে প্রচার,
পাপকার্য্যে বার বার কৈল অনুরোধ,
সুবোধ তনয় কেন শুনিবে বচন!
ধাত্রী তুমি. কি বুঝিবে প্রকৃতি উহার,
চির-অহঙ্কার করে রাণাবংশ বলি;—
হীন বংশে করিবে বিবাহ, তাই—তাই
না করিল কর্ণপাত নৃপতি কথায়!
কুশ। হেন মিথ্যা সমাচার কে দিয়েছে রাণি?
নাহি জান তুমি, নহে—নহে অহঙ্কার—
জননী ভাবিয়া তোমা কৈল নমস্কার।
করিলেন রাণা যেই বংশের সম্মান,
কভু কি সম্ভব, সেই রাণার সন্তান
হেয় জ্ঞানে সম্বন্ধ করিল অবহেলা!
হেন হীনমতি চণ্ড কেন ভাব রাণি?
গুঞ্জ। জান যদি বিবরণ, কহ দেখি শুনি
চণ্ড প্রতি ভূপতি কি করিল ব্যাভার—
আছে কি স্মরণ, কিবা নাহি তাহা মনে?
দেখ, যদি স্মৃতিপথে উঠে সেই কথা;—
পুত্রের ব্যাভারে রাজা পাইলেন ব্যথা,
নারিকেল করিলা গ্রহণ,—আছে স্মৃতি?
ক্রোধে চণ্ডে লক্ষ্য করি কহিল ভূপতি,
"এ কন্যার গর্ভে যেই জন্মিবে নন্দন,
বঞ্চিয়ে তোমারে তারে দিব সিংহাসন।"
অশীতি বৎসর বৃদ্ধ, আছিল বাসনা
বানপ্রস্থে করিবেন দেব-উপাসনা,—
করিতে হইল গৃহধর্ম্ম-আচরণ!
হেন কোথা জন্মে কার সুবোধ নন্দন—
পিতৃধর্ম্ম পথে কাঁটা! দ্বাদশ বৎসর
বয়ঃক্রম সেইকালে মম, ছিল ভাগ্যে
পুত্রফল, তাই কোলে পাইনু মুকুলে।
চণ্ডের আছিল মনে, এই বৃদ্ধকালে
হবে কি নন্দন,—হের বিধি-বিড়ম্বনা,—
পূরিল না পিতৃভক্ত চণ্ডের বাসনা।
রাজার প্রতিজ্ঞা জানে সভাস্থ সকলে,
অর্পিবেন মুকুট মুকুলে, কি বিভ্রাট—
সিংহাসন-অধিকারী বিমাতার সুত!
কুশ। প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ রাণা নাহি ছিল কভু,
থাকিলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, গয়াযাত্রাকালে
কি হেতু করিল রাণা চণ্ডেরে জিজ্ঞাসা—
"কি সম্পত্তি মুকুলে করিব সমর্পণ?"

দেখ রাণি, ধাৰ্ম্মিক নন্দন পূৰ্ব্বকথা
করিয়া স্মরণ, বসাইলা সিংহাসনে
মুকুলে তোমার, পিতৃবাক্য রক্ষা হেতু।
স্বয়ং নৃপতি, যত সভাসদ্ আর,
ভূয়সী প্রশংসা দানে কৈল পুরস্কার।

গুঞ্জ। তোরই মুখে ব্যক্ত যত চণ্ডের কৌশল।
করেছিল ছল রাণা বুঝিতে চণ্ডের
মন, নহে চিতোর-ঈশ্বর মিথ্যাবাদী?
ছিল তার প্রতিজ্ঞা স্মরণ, চণ্ড কিবা
বলে, সিংহাসনে তার লালসা কেমন,
চণ্ড সনে পরামর্শ সেই সে কারণ।
বুঝিবারে মন ধাত্রি, বুঝিবারে মন,—
আপন প্রতিজ্ঞা তার আছিল স্মরণ।
কৌশল-আকর চণ্ড, বুঝিয়া আভাস,
প্রকাশিল আত্মত্যাগ মহিমা আপন।
ভালমতে জানে লাক্ষভূপে, অসম্মতে
অনর্থ ঘটাবে, নিজ প্রতিজ্ঞা পালিবে,
দূরীকৃত হবে চণ্ড, অধিকার যাবে।
ভাবিল কৌশলী, এই বালক মুকুল,
নাম মাত্র রাজ্য তারে করিয়া অর্পণ,
চিতোরে হইব আমি প্রকৃত ভূপাল।
পূরিয়াছে সকল বাসনা, রাজ্য তার—
প্রকৃত যে অধিকারী, মুকুল পুত্তলী।
দেখি আর কয় দিন রহে যদি প্রাণ,
পুত্র লয়ে পিতৃরাজ্যে করিব পয়ান;
সহে না যন্ত্রণা আর পর-অধীনতা!

কুশ। শোন শোন, হিতবাণী কহি রাজমাতা,
মুকুলে ধরেছ গর্ভে, পালিয়াছি আমি,
ধ্যানে জ্ঞানে করি তার কল্যাণ-কামনা;
বিহঙ্গিনী করে যথা শাবকে রক্ষণ,
সেইমত অনুক্ষণ রাখি মুকুলেরে;
কেবা বন্ধু কেবা তার অরি জানি ভাল;
চণ্ড তার পরম সুহৃদ, দিবানিশি
হিত চিন্তে, চিন্তে সদা গৌরব উন্নতি;
তার সনে বিসংবাদ নহে তো যুকতি।

গুঞ্জ। যা—যা, ডাকি নাই তোরে পরামর্শ
তরে;
হিত চিন্তে—হিত চিন্তে, ফিরায় ইঙ্গিতে!
আমি ক্রীতদাসী, তিনি রাজ্য-অধিকারী,
রাণী হয়ে এ যন্ত্রণা সহিতে না পারি।

কুশ। বুঝিয়াছি বাসনা তোমার, ইচ্ছা তব
চিতোরে করিবে রাজা মারবার-বাসী;—
পিতা ভ্রাতা আনিবে চিতোরে, বসাইবে
সিংহাসন পরে, কর মনোমত কাৰ্য্য,
কে তোমারে বারে—হিতকথা শুনে যেই
হিত কহি তারে; রাজ্যে অনর্থ ঘটাবে,
শুনে যদি এ সকল, চণ্ড যাবে চলে—
ভাসিতে হইবে শেষ নয়নের জলে!

গুঞ্জ। অগোচর নহে মোর তোর অভিপ্রায়;
চণ্ড সনে ছায়াসম তোমার কুমার
ফিরে নিশি-দিন, যদি চণ্ড রাজা হয়,—
রাজমন্ত্রী-পদ পাবে তোমার তনয়,
সে কারণে করিস্ রে চণ্ডের গরিমা;
কি আস্পৰ্দ্ধা, বাঁদী হয়ে হেন
কাজ তোর।

কুশ। বাঁদী সত্য, সত্য কথা কহিতে
না ডরি—
রাজপুত-সুতা আমি, কেন মিথ্যা কব?
দণ্ড দেহ রাজমাতা, অকাতরে সব।
সাধুপুত্র, সদা সেবা করে সাধুজনে,
বিপরীত হের তুমি বিদ্বেষ-নয়নে!

গুঞ্জ। সুদিন পাইলে দণ্ড দিব সমুচিত।

কুশ। রাজমাতা, চিরদিন ধাত্রী কহে হিত।

[ধাত্রীর প্রস্থান।

মুকুলজীর প্রবেশ

মুকু। মা—মা, দাদাজী কেমন আমার জন্যে ঘোড়া কিনে এনেছে দেখেছ?

গুঞ্জ। তোর শত্রু! তোর শত্রু! তোর দাদা নয়—তোর দাদা নয়, বুঝেছিস্ অভাগা, বুঝেছিস্?

মুকু। না মা, না মা, আমার দাদাজী! আমার দাদাজী!

গুঞ্জ। ছি! ছি! ছি। কি অদৃষ্ট। আপনার সন্তান পর। আহা—বাছা বালক, কি বুঝবে! আহা—বাছা রে, তোকে নিয়ে আমি কোথায় যাব, এ শত্তুরের হাত কেমন করে এড়াব!

মুকু। হ্যাঁ মা, শত্রু? দাদাজী বলে শত্তুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তবে কি আমি দাদাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করবো? দাদাজী আমায় ভাল তলোয়ার এনে দিয়েছে, আমি খেলতে শিখেছি,—আমি চল্লেম,—আমি যুদ্ধ করবো। [মুকুলজীর প্রস্থান।

গুঞ্জ। আরে অভাগা সন্তান, কোথায় যাস্
—কোথায় যাস্?

বিজয়ীর প্রবেশ

বিজ। ধাত্রী সনে—হীনজন—কিবা পরামর্শ
তব রাজমাতা? পরাধীনা কেন আর
রহ? বাঁধ বুক, দেহ পরিচয় তুমি
রাঠোর-ঝিয়ারী, নহ সামান্যা রমণী—
কেবা জীয়ে পদতলে দলিয়ে ফণিনী!
এই দণ্ডে—এই দণ্ডে বিলম্বে কি কাজ?
অন্যথা করো না কথা। সরলা কামিনী,
ছিলে এত দিন ছলে ভুলে, এবে রাণি,
প্রত্যক্ষ দেখিলে, সত্য কিবা মিথ্যা মম
বাণী; হও প্রস্তুত সত্বর ক্ষত্র-সুতা।
বুঝেছ কি—বুঝেছ কি ধাত্রীর ব্যাভার—
অনুগত সেবক চণ্ডের, পুত্র তার!
গুঞ্জ। যেই দিন পদার্পণ করেছি চিতোরে,
চিনিয়াছি কে কেমন সেই দিনে। কিন্তু
শুন লো সজনি, আমি পরাধীনী নারী,
কি উপায় করি, চণ্ড বলবান্ অরি,
হ'লে তার বিরুদ্ধ-আচারী, প্রাণসখি,
ডরি পাছে মুকুলের বধে সে জীবন,—
নিবারণ কেমনে করিব? বৈরিপুরী—
বিপক্ষ সকলে; তবে কেমনে বল না
অরি-মাঝে কি করিব অবলা ললনা?
মনসাধ মিলায়েছে মনে। যেই দিন
মুকুল বসিল সিংহাসনে, ভেবেছিনু
রাজ্যভার করিব গ্রহণ, পিতা-ভ্রাতা
আনিব চিতোরে, মনসুখে যাবে দিন;
উল্লাসে উৎসবে রব, প্রজায় শাসিব
ইচ্ছামত, কার্য্য হবে ইচ্ছায় আমার।
হের সব বিপরীত! পরাধীনা, হীনা,
কি করিব হায়—হায়, বিধি-বিড়ম্বনা;
অবলা কি বুঝিব লো খলের ছলনা।
খুলেছে নয়ন, কিন্তু আশা পরিহরি,
কোন মতে হরি কাল ভগবান্ স্মরি;
ভয়ে নাহি কহি কথা দুষ্টজনে ডরি।
বিজ। কেন ডর, কিবা ডর? শোন রাজমাতা,
প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচার করিতে নারিবে
লোকভয়ে। সবে কহে চণ্ড মহামতি,—
উন্মত্ত প্রকৃতি তার জানাও সবায়।
গুঞ্জ। প্রেরিয়াছি পত্র আমি পিতার সদনে—
লিখিয়াছি আসিতে ভ্রাতায়, এত দিনে
সমাগত-প্রায় যোধরাও। যেবা হয়
করিব ভ্রাতার আগমনে, নহে সখি,
অনর্থ ঘটাবে চণ্ড, তিরস্কার শুনি।
বিজ। কালি যদি কৌশলে মুকুলে বধে প্রাণে,
কি করিবে যোধরাও আসি? জান নাকি
বোঝ না, কৌশলময় চণ্ড দুষ্টমতি?
আনিয়াছে ঘোটক নূতন মুকুলের
তরে, বন্যদুষ্ট বাজী, পৃষ্ঠে আরোহণ
আকিঞ্চন মুকুল করিবে, পদতলে
দলি তারে তুরঙ্গ বধিবে, কিম্বা যাবে
মৃগয়ায়, কে কোথায় ছুটিবে কুরঙ্গ
অন্বেষণে:—বালকে বধিতে কিবা ভার?
জেনেছি নিশ্চয় এই ষড়্যন্ত্র হয়।
গুঞ্জ। শূন্য দেখি, শোন প্রাণসখি, উপায় কি
করি? দেখি চক্ষুপরে, বুঝেছি সকলি,
পলকে শিহরে প্রাণ, কেঁদে কেঁদে মরি।
বিজ। সুযোগ কি হেতু ঠেল পায়?
আছে দিব্য উপায় এখন।
যবে সভাসদ্‌গণ
লয়ে চণ্ড বসিবে সভায়, উপনীত
হয়ে তথা করিবে প্রকাশ, "রাজমাতা
আমি, নিজ হস্তে লব রাজকার্য্য-ভার;
চণ্ডের শাসন নহে মম অভিমত।"
ন্যায্য কথা গ্রাহ্য করি লবে সব যত
সভাসদে, চণ্ড হবে বিষহীন অহি।
মিছে ডরি সখি, রহ যদি সহি, কহি
শোন, যেন'—যেন' স্থির অনর্থ ঘটিবে!
অকূলে নয়নজলে কেন লো ভাসিবে?
সুযোগ থাকিতে কর উপায় বিধান।
নাহি ভয়—নাহি ভয়, সভাস্থ সকলে
সাপক্ষ হইবে তব জানিহ নিশ্চয়;
নিপীড়িত সবে তার কঠিন শাসনে।
গুঞ্জ। আসে চণ্ড—চল সখি, বসিয়া বিরলে
যুক্তি করি, যেন নাহি মজি শত্রুছলে।
[উভয়ের প্রস্থান।

শিখণ্ডী ও চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ড। ধাত্রী-পুত্র তুমি মম—সোদর সমান
মতিমান্; ত্যজ অভিমান, রাজমাতা
জননী আমার, যদি ক্রোধভরে ক'ন
মন্দ কথা, তাহে কিবা ব্যথা—মাতা ভাল

মন্দ কহে, পুত্র সহে,—সহিতে উচিত।
রমণী-স্বভাবে কবে কি কহিল রাণী,
অমঙ্গল ঘটিবে করিলে কর্ণপাত
তাহে। আজি অসন্তোষ জন্মেছে তোমার
মনে, কালি সন্তুষ্ট হবেন আমা প্রতি;—
নারীজাতি কটু কহে স্বভাব-প্রভাবে।
শিখ। না শুনিলে কেমনে বুঝিবে বিবরণ।
সামান্য কারণে নাহি করি নিবেদন
তব পদে, প্রাণ কাঁদে রাণীর বচনে।
চণ্ড। ভাল ভাল শুনিব পশ্চাৎ, অতি ক্লান্ত
এবে আমি, রাজদাস—বিরামের নাহি
অবকাশ; তিরস্কার—পুরস্কার সম
মম ভাই, রাজকার্য্য করিব সাধন
সাধ্য মত; ভাল মন্দ কথায় না ডরি।

মুকুলজীর প্রবেশ

মহারাণা, কি কারণ হেথা আগমন?
নিরূপিত এ সময়ে বিদ্যা উপার্জ্জন।

মুকু। দাদাজি, তোমার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো।

চণ্ড। কেন মহারাণা? আমি রাজদাস, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কেন?

মুকু। কেন দাদাজি, তুমি যে বল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হয়?

চণ্ড। আমি তো শত্রু নই, আমি রাজ-অমাত্য—আমি রাজবন্ধু—আমি মহারাণার শত্রুর শত্রু।

মুকু। কেন দাদাজি, তুমি বল, মা যা বলে, তা শুন্‌তে হয়; মা যে বলেন, তুমি শত্রু।

চণ্ড। ভাই শিখণ্ডি, তুমি রাজ-অমাত্য সকলকে আহ্বান ক'রে সভায় নিয়ে এস, বলো বিশেষ কার্য্য। মহারাণা, মা কি বলেন আমি শত্রু? [শিখণ্ডীর প্রস্থান।

মুকু। দাদাজি, তুমি ঘোড়া কিনে এনেছ, আমি চড়্‌লে ফেলে দেবে ব'লে; আমি মরে যাব আর তুমি রাণা হবে।

চণ্ড। এও কি মা বলেছেন?

মুকু। দাদাজি, তুমি শত্রু হয়ো না, আমি যুদ্ধ কর্‌তে ভয় পাই নি। দাদাজি, তুমি শত্রু হলে আমি কার সঙ্গে বেড়াব? দাদাজি, তুমি শত্রু হয়ো না, তুমি মাকে বল্‌বে এস, তুমি শত্রু নও।

চণ্ড। মহারাণা, এখনি সভায় যেতে হবে, রাজবেশ পরিধান ক'রে বার হতে হবে।

মুকু। আমি যাচ্ছি, রাজবেশে সভায় আস্‌ছি। দাদাজি, তুমি মাকে বল্‌বে চল, তুমি শত্রু নও।

চণ্ড। আমি সেই জন্যই সভায় যাচ্ছি।

মুকু। দাদাজি, তুমি শত্রু নও—শত্রু নও?

চণ্ড। না।

মুকু। দাদাজি, তুমি সভায় যাও, আমি এখনি যাব, মাকে নিয়ে যাব। দাদাজি, তুমি সকলের সাম্‌নে মাকে বলো, তুমি শত্রু নও! দাদাজি, আমি পরিচ্ছদ পরে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

চণ্ড। অন্তরের গূঢ় স্থল কর অন্বেষণ
মন। পশি অভ্যন্তরে গুহ্যতম স্তরে
হের কোথা স্বার্থ লুক্কায়িত। উচ্চ আশ,
উন্নতি প্রয়াস আছে কি গোপনে ধরি
স্বদেশ-বৎসল ভাব? আধিপত্য-লিপ্সা,
কিবা চিতোরের হিতে চালিত অন্তর?
সত্য-তত্ত্ব কর নিরূপণ। দেখ মন,
স্বার্থ-শূন্য নহে কি অন্তর? কহ তব
আছে কি সন্দেহ তায়? প্রকাশ সত্বর।
পাপ ইচ্ছা লুক্কায়িত রহে ধর্ম্ম-ভাণে,
ভুলায় মানবে, পুষ্ট হয় হৃদি-মাঝে,
শেষে করে আপন প্রকাশ, কৃতদাস
হেরে যবে মন। পশি স্তরে স্তরে বদ্ধ-
মূল বসে সে অন্তরে, নারে হীনবল
নরে, তারে করিতে উচ্ছেদ; প্রিয় হয়
প্রাণের সুসার সম;—সে দশা কি মম?
আধিপত্য-লালসায় বহি রাজ্যভার?
নহে কেন জননী বিরূপা—নহে কেন
লোক নিন্দা ডরি? বড় সাধ করেছিলে
মন, বড় আশে রাজকার্য্যে প্রাণপণ
তব, ভাব নিশি-দিন কেমনে মুকুলে
শিখাইবে মহাকার্য্য প্রজার পালন;—
বাপ্পারাও মুকুটের গৌরব রাখিতে
সদা যত্ন; সেই সিংহাসন-যোগ্য হবে
নব রাণা নিয়ত বাসনা; এ কি ছল,
প্রতারণা করেছে কি হৃদি অধিকার?
নির্ণয় করিতে নারি,—পেয়েছি আঘাত
আচম্বিতে, বিচঞ্চল মতি নহে স্থির।
ধৈর্য্যের বন্ধন—বাঁধ ধৈর্য্যের বন্ধন,

হীনজন সম কেন হও বিচলিত?
থাক যদি ধর্ম্মপথে কি হেতু ব্যথিত?

[প্রস্থান।

পূর্ণরাম ও বিজয়ীর প্রবেশ

বিজ। বলি বুড়ো দাদা, কি মনে করে?

পূর্ণ। তোমার তরে, দেখ্‌তে তোমায় নয়ন ভ'রে; বেঁধেছো রূপের ডোরে, থাক্‌তে কি আর পারি ঘরে? তাই তোমার তরে ঘুরে ফিরে, ঠোনা খেয়ে ঘরে পরে, হুজুরে দাঁড়িয়েছি করে করে,—বল দেখি রূপসী আমায় কৃপা করে না করে।

বিজ। ইস্‌ আজ রস যে ধরে না, মারবার থেকে আস্‌ছো না কি?

পূর্ণ। জনার না চিবুলে মুখে এত রস হয় কি বিধুমুখি! ভাব্‌লেম রসিক হ'য়েছি—রসনাগরীর কাছে যাই, মারবার থেকে এলেম তাই।

বিজ। মহারাজকে আমার পত্র দিয়েছিলে?

পূর্ণ। ভাটের হাতে পত্র পেয়ে আহ্লাদে আটখানা—রাজা আহ্লাদে আটখানা, আর মন মানে না মানা, তোমার কথাই তোলাপাড়া তোমার কথাই শোনা; শুনছি খুব চাল্‌ চালো, আট ঘাট বাঁধ্‌ছো ভালো, দেখিস্‌ লো দেখিস্‌ শেষকালে না পস্তাও, মুখে তুল্‌তে গিয়ে না বিষম খাও,—কোন্‌ পথে যাও, ভাল করে ঠাউরে নাও।

বিজ। আমি আবার কি আট ঘাট বাঁধ্‌ছি বল, বুড়োর কথা শোন!

পূর্ণ। রাজ-মহলে থাক, রাজা-রাজড়াকে পত্র লেখ, মন্ত্র দাও রাজরাণীর কাণে, শেষে প্রাণ না বেরোয় হেঁচ্‌কি টানে; সাপের রোঝা সাপে চুব্‌লে মারে, ভূতের রোঝা ভূতে মারে,—খেলে যে নিয়ে যারে, কেমন বিধাতার কল—সে পেয়ে বসে তারে; দেখ সাবধান, বুড়োর কথায় পেতো কাণ, যার বিশ ত্রিশটা প্রাণ, সেই রাজা-রাজড়াকে চিঠি লিখে,—পিরীত কতদূর টেঁকে, একটু বুঝে সুঝে দেখো।

বিজ। আ মর্‌ বুড়ো, আমি রাজাকে পিরীতের পত্র লিখেছি না কি?

পূর্ণ। এই পিরীতেই পিরীত বাঁধে—এই পিরীতেই পড়ে ফাঁদে—এই পিরীতেই আগে হারে, শেষে কাঁদে।

বিজ। আ মর্‌ বুড়ো, কি বল্‌ছিস্‌?

পূর্ণ। যা বল্‌ছি—বুঝ্‌লে এখনি বুঝ্‌তে পার, ফির্‌লে এখনি ফির্‌তে পার, আর বুড়োর কথার ধার না ধার, যা ইচ্ছে তাই কর।

বিজ। বুড়ো-দাদা, একটা কাজ পার, কিন্তু গোপনে?

পূর্ণ। পার্‌বো না কেন—আমরা বর জোটাই, তোমার মত রস-নাগরীর গোপনের কাজই তো চাই।

বিজ। না না, সে সব কাজ নয়, জান তো আমি কুমারী!

পূর্ণ। কুমারী নিয়েই তো কাজ, নইলে ভাটের কায কি সাতভাতারী নিয়ে?

বিজ। বুড়ো-দাদা, কেবলই তামাসা। আমার বড় দয়া হয়েছে, দেখ দেখি,—চণ্ডের আচরণ দেখ দেখি, আপনার মার পেটের ভাই, তাকে বনে দিয়েছে! তুমি এই পত্রখানি যদি রঘুদেবকে দাও—চুপি চুপি, কেও যেন টের না পায়—আর তারে বোলো, যে তোমায় পত্র লিখেছে, সে তোমার ভাল কর্‌বে।

পূর্ণ। আচ্ছা দাও—যা বল্‌ছো বল্‌বো, কিন্তু ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছ, আর তোমায় মানা কর্‌বো না, এখানে স্ত্রীলোক মানা শুনে না!

বিজ। বুড়ো-দাদা, তুমি কি বল্‌ছো? আবার খেপেছ না কি?

পূর্ণ। খেপেই আছি, যত দেখ্‌ছি, ততই খেপ্‌ছি; খ্যাপার হাটে কে ভাল থাকে বল। কই, পত্র দাও?

বিজ। এই নাও—দেখ, চুপি চুপি দিও।

পূর্ণ। আমি চুপি চুপি দেব, কিন্তু তুমি আপনিই ঢাক বাজাবে। লোকে গোল করে না, যারা পিরীত করে, তারা সাম্‌লাতে গিয়ে আপনা আপনি মরে।

বিজ। তুমি একশোবারই পিরীত পিরীত কি কর্‌ছো? পিরীত-পেরেত আমায় পায় নি, তোমার ভয় নাই।

পূর্ণ। ভ্রমর পদ্মে মধু খায়, আর কাট-ঠোক্‌রা কাঠে ঠোক্‌রায়—যার যে সখ্‌! যার যে সখ্‌!

[পূর্ণরামের প্রস্থান।

বিজ। এ বুড়ো মড়া সব টের পেয়েছে না কি? না, ও অমনি মরে। আমি মনের আগুন মনে চেপে রেখেছি, রঘুদেবকে দেখা অবধি আমি জ্যান্তে মরা হয়ে রয়েছি! ওই চণ্ডা—চণ্ডা আমার কাল; চণ্ডা যদি দূর হয়, রাণীকে যে দিকে ফিরাব, সেই দিকে ফির্‌বে; আমারি রাজ্য হবে,—আমারি রাজ্য হবে; রঘুদেবকে বলে পারি, ছলে পারি, যেমন করে পারি নেবো। কি নীরস, কি নীরস, একবার স্ত্রী-লোকের পানে ফিরে চায় না! যাই, রাণীর কাছে ভাল করে ফোস্‌লাই, ভয়ে না পেছোয়; চণ্ডাকে দূর কর্‌তেই হবে। কি কুক্ষণেই চিতোরে এসেছিলেম, রঘুদেবকে দেখে সকল সুখে বঞ্চিত হলেম; যদি না পাই, কুমারী আছি —কুমারীই থাক্‌বো। কি অদৃষ্টের ফের, যৌবনটাই বুড়ো-রাজার সখী হয়ে কেটে গেল!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

সভাসদ্‌গণ আসীন

১ স। মহাশয়, অকস্মাৎ এ সভা-সম্মিলন কি জন্যে বল্‌তে পারেন? কোন শত্রুর সংবাদ এসেছে না কি?

২ স। আমি তো কিছুই অবগত নই, এই যে রাণাকে নিয়ে মহামতি চণ্ড আস্‌ছেন। এ কি! অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে রাজমাতাও উপস্থিত!

১ স। কোন গুরুতর কার্য্য সন্দেহ নাই।

চণ্ড, মুকুল ও গুঞ্জবালার প্রবেশ

চণ্ড। মহারাণা, নিবেদন—শোন সভাসদ্
সবে, যে কারণ সভা-সংযোজন; শুনি
লোক-মুখে বাণী মহারাণী অসন্তুষ্ট
মম প্রতি, রাজকার্য্য করি নহে তাঁর
অভিমত;—সন্দিগ্ধ মাতার মন মম
আচরণে;—অরি আমি জন্মেছে প্রতীতি;
আপন উন্নতি হেতু বহি রাজ্যভার,
রাজ্য-লিপ্সা হৃদয়ে আমার,—স্বার্থ মাত্র
অভিপ্রায়, স্বার্থের আশায় সদা ফিরি।
মনোগত জননীর, প্রজার পালন
করেন গ্রহণ নিজ করে, এ নফরে
দিবেন বিদায়, দাস অবকাশ চায়;
সভামাঝে রাজ্যভার জননীর পায়
করি সমর্পণ। আকিঞ্চন—হাস্য-মুখে
মা আমায় করুন বিদায়। মাতৃপদে
দাসের মিনতি, যদি অপরাধী হয়ে
থাকি শ্রীচরণে, নিজগুণে মহারাণী
করুন মার্জ্জনা,—করি মেলানি কামনা।

গুঞ্জ। কুমার আমার, ভাল মন্দ তার মম
ভার; ইথে কেন নানা কথা ওঠে—কেন
মার্জ্জনা মেলানি, নানা কথা শুনি—কেন
সভা-সংযোজন? ইচ্ছা হয় রাজ্য-ভার
কর সমর্পণ, নহে যাই পিত্রালয়ে
মুকুলে লইয়ে; দ্বন্দ্ব নাহি করি—দ্বন্দ্বে
ডরি; সদা ভয় মম সহায়-বিহীনা
নারী, ইচ্ছা থাকে কর রাজ্য, কিবা তায়
বাধা? তুমি বলবান্, সৈন্যগণে তোমা
মানে, রাজ্যে সবে গণে, রাজকোষ তব
করে, প্রজাগণে বশ, গায় তব যশ,
তব অভিপ্রায়মত রাজকার্য্য হবে;—
কি বলে অবলা তাহে কিবা হবে যাবে।

চণ্ড। মাতা, নমস্কার—লহ রাজ্যভার, রাজ-
কার্য্যে নাহি সাধ আর, ছিল বহু আশা—
দিছি জলাঞ্জলি, করযোড়ে শ্রীচরণ
ধরি নিবেদন করি, চিতোর-আসন—
বাপ্পারাও-সিংহাসন বিখ্যাত ভুবনে,
উচ্চ কুলে মুকুল উদ্ভব, সে গৌরব
যেন নাহি হয় তিরোহিত,—অতি উচ্চ
শিশোদীয় বংশ, যেন ধ্বংস নাহি হয়।

গুঞ্জ। রাজ্য কর, কে বারে তোমারে, চ'লে যাই
পুত্র লয়ে; আমি ক্ষুদ্র রণমল্ল-সুতা—
শিশোদীয়-বংশের মমতা নাহি মম!
তুমি কুলধ্বজ, তুমি কুলের শেখর,
গৌরব উজ্জ্বল কর বসি সিংহাসনে,—
নাহি আর লাক্ষরাণা, কি ভয় তোমার?

চণ্ড। থাকিলে সে সাধ মনে, বল গো জননি,
কে করিত প্রতিরোধ? কে তোমারে আজি
সম্বোধিত রাজমাতা বলি? সভাসদ্
সবে জানে, জিজ্ঞাস আপনি, মহারাণা
কৃপায় কিঙ্করে অর্পিবেন রাজদণ্ড
যবে, কেবা কোলে তুলে মুকুলে বসালে

এ আসনে? কে দিলে কিরীট তার শিরে?
স্মর পূর্ব্বকথা, অকারণ কেন গঞ্জ
মাতা? বিনা দোষে কেন বৃথা কটু বাণী?
লহ রাজ্যভার মা গো, খেদ নাহি তায়—
কাঁপে কায় ভবিষ্যৎ ভাবি, আছে কিবা
বিধাতার মনে কেবা জানে! সযতনে,
পাল মা, নন্দনে; রেখো বংশের সম্মান,
উপযুক্ত উপদেশ কোরো মা প্রদান;
সুশাসনে পুত্র সম পালিহ প্রজায়,—
রাজ্যে যেন সবে গায় যশ, যেন সবে
রহে বশ, রাজভক্তি হৃদয়ে ধরিয়ে—
অতুল গৌরব যেন নাহি হয় ক্ষয়,
শত মুখে গায় যেন মুকুলের জয়।

গুঞ্জ। উপদেশ শুনিবার নাহিক বাসনা,
যেবা ইচ্ছা কর বৎস, নাহি মম মানা।

চন্ড। ধৈর্য্য ধর রাজরাণি, যাইব এখনি,—
এই মাত্র খেদ মনে শুন গো জননি,
ছেড়ে যাই পিতৃ-পিতামহ-রাজধানী
জনমের মত; শোন মহারাণা, আজি
বিদায়-সময়, তাই ডাকি 'ভাই' ব'লে—
দাদা বলে এস ভাই কোলে, দেহ মোরে
আলিঙ্গন জন্মের মতন; চন্দ্র-মুখ
করি দরশন, লয়ে মস্তক আঘ্রাণ,
চ'লে যাই যথা পথ দেখাইবে আঁখি;
তুমি প্রাণাধিক, কি অধিক কব আর—
দেখো—দেখো, রেখ রাণা-বংশের সম্মান।

মুকু। দাদাজি—দাদাজি, তুমি কোথায় যাবে, আমি যেতে দেব না।

চন্ড। ছেড়ে তোরে যেতে কি রে চাহে
মম প্রাণ—
জীবন-সর্ব্বস্ব তুমি, হৃদয়ের ধন—
কি করিব, দৈব-বিড়ম্বনা—তাই সহি
দারুণ যন্ত্রণা, কেবা বুঝিবে বেদনা
মম? রাখি তরবারি জননীর পায়,
কৃতাঞ্জলিপুটে দাস মাগে গো বিদায়।

[প্রস্থান।

মুকু। দাদাজি—দাদাজি, তুমি কোথায় যাও? দাদাজি, যেও না।

[মুকুলজীর প্রস্থান।

১ স। অদ্য এ কি চমৎকার? এ কি?

২ স। আশ্চর্য্য।

[সভাসদ্‌গণের প্রস্থান।

বিজয়ীর প্রবেশ

বিজ। নাও, তলোয়ার নাও—দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছো? যতক্ষণ বিদায় না হয়, নিশ্চিন্ত থেকো না, ও ভারি মায়াবী, তুমি জান না—চল, আগে রাজকোষ হাতে নাও।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজ-তোরণ-সম্মুখ

প্রজাগণ ও পূর্ণরাম

১ প্র। কি কৃতঘ্ন! কি কৃতঘ্ন! রাজা চন্ডের প্রতি এই ব্যবহার!

২ প্র। ওহে বোঝ না, এক মুখে শুন্‌তে ভাল। ভিতরে ভিতরে কি হয়েছে—কে জানে?

৩ প্র। কি, তুমি এমন কথা বল? স্বদেশ-বৎসল, দরিদ্রের পিতা, দুষ্টের দমন, ন্যায়বান্‌, দয়াবান্‌, আত্মত্যাগী মহাপুরুষ!

২ প্র। কি জানি ভাই, রাজপুরের কথা।

পূর্ণ। মুখ দে বেরোয় হাওয়া, শূন্যে চলে হাওয়া, উত্তরে বয় হাওয়া, আবার দক্ষিণে বয় হাওয়া—কখন ঘোরে, কখন ফিরে—এ হাওয়ার ওপরে যে নির্ভর করে, তার চোদ্দপুরুষ আঁট-কুড়ো। এই নামের ডাকে গগন ফাটে, আবার সে পায়ে হাঁটে; কখন হাতীতে যায়, কখন লোক গায়ে ধুলো দেয়; এই অদৃষ্টের উপাসনা করে, এই 'অদৃষ্ট'—'অদৃষ্ট' ক'রে মরে;—আমি বুড়ো ভাট ঠ্যাঁটা, অদৃষ্টের অদৃষ্টে মারি পাঁচ ঝাঁটা। বালির ওপর বাস, নারীর মুখের হাস, নদীর ধারে চাষ, আর সু-অদৃষ্টের আশ—এর উপর যার বিশ্বাস, তার সাতপুরুষ কাটে ঘাস।

১ প্র। কি ভাট মশায়—কি ভাট মশায়, কাকে ঘাস কাটাচ্ছেন?

পূর্ণ। আপনিই ঘাস কাট্‌ছি।

২ প্র। কেন ভাট মশায়, ঘাস কি হবে?

পূর্ণ। বিধাতাপুরুষের ঘোড়া খাবে।

২ প্র। আর বিধাতাপুরুষকে কি দেবেন?

পূর্ণ। তার পেট ভরা আছে—অনেক গাল খেয়েছে, অনেক গাল খাচ্ছে; তবে যদি আমার ঠেঁয়ে কিছু খেতে চায়, তা হ'লে বলি,—'বাবা

কপালের লেখাটুকু চেটে খাও, তোমার ভাল মন্দ তুমি নাও, এখন বুড়ো হয়েছি, ছুটী দাও।'

৩ প্র। তবে তার ঘোড়ার জন্য ঘাস কাট্‌ছেন কেন?

পূর্ণ। লোকের মুখে দিব কি?

৩ প্র। ঘোড়ার ঘাস কাট্‌ছেন, তা লোকের মুখে দেবেন কেন?

পূর্ণ। বিধাতাপুরুষ কি আর টাট্টু ঘোড়া চড়ে? লোকের জিবে জিবে ফেরে, লোকেই তো সব করে; কখনও কেউ ভাগ্যবান্ হয়, কখনও কেউ আবার অধঃপাতে যায়—কখন কেউ মহৎ, কখনও কেউ অসৎ! লোকের জিবেই সব ফারখতাখাঁত হচ্ছে।

২ প্র। আচ্ছা মশাই, এই রাজবাড়ীর কথাটী কি বল্‌তে পারেন?

পূর্ণ। তুমি কি ভাব্‌ছো পরের জন্যই ঘাস কাট্‌ছি? আগে আপনার মুখে এক নুড়ো দিয়েছি; অনেক বয়স হয়েছে, অনেক দেখেছি, এখন কথায় আর হাওয়ায় আমার বিশ্বাস নাই; যে বিশ্বাস করে, সে তোমাদের মত রাস্তার ধারে ঘুরে বেড়ায়।

২ প্র। আপনিও তো রাস্তার ধারে ঘুর্‌ছেন?

পূর্ণ। বেশ বলেছো ভাই, রোগ এখন সারে নাই—তা নহিলে ঘোড়ার ঘাস কাটি?

চণ্ড ও শিখণ্ডীর প্রবেশ

শিখ। এ কি মহাশয়, হেন অত্যাচার কার
প্রাণে সয়? কি নির্দ্দয়! হেন কৃতঘ্নতা
আছে কি ধরায় আর! জীবন-যাপন—
প্রাণপণ শিশোদীয় উন্নতি সাধনে,
ধ্যানে জ্ঞানে শয়নে স্বপনে রাণা হিত
বিনে নাহি তব সৌরভ গৌরব, হৃদি-
আশ—আত্ম-বিসর্জ্জন করি, প্রতিফল
এই কি ফলিল? এই তার পরিণাম?
বিধি বাম, তব নির্ব্বাসন! কেন আর
রাখি এ জীবন? দেহ-ভার অকারণ
বহি—কত সহি, কত সহে প্রাণে? এ কি
কি দুর্জ্জয় প্রকৃতি-বিকার! কৃতঘ্নতা-
পূর্ণ এ সংসার, করে নরক বিহার
ধরা মাঝে; ধিক্ ধিক্ দুষ্টের দমন,
শিষ্টের পালন, তুমি মতিমান্ কর
দুর্জ্জনে দমন, রাখ কুলমান, কেন
অকূলে শিশোদী-কুলে দেহ বিসর্জ্জন?
তব সুশাসনে, প্রজাগণে দুঃখ নাহি
জানে,—নির্ব্বাসনে হবে রাজ্য অত্যাচার-
ময়; মহা ভয় বিরাজিবে ঘরে ঘরে,
প্রাণাধিক মুকুলে মজাবে, ছারখার
হবে তোমা বিনে হাস্যময়ী রাজধানী,
রোদনের ধ্বনি পূর্ণ হবে অচিরাৎ।
ভাসায়ো না—মজায়ো না সবে, কবে তুমি
আত্মবিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ? ফের ভাই,
লহ ভার, কর পুনঃ প্রজার পালন,
ত্যজ অভিমান, ঘৃণা করহ বর্জ্জন।

চণ্ড। ঘৃণা অভিমানে নাহি পায় স্থান মম
মনে, অভিমানে নাহি যাই নির্ব্বাসনে;
কি কব তোমায় ভাই, কিবা বেদনায়
ছেড়ে যাব চিতোরনগরী। অধিকারী
মহারাণা, তাঁর জননীর মানা, আজ্ঞা
মম প্রতি ত্যজিতে বসতি; ন্যায়মতে
বালকে মাতার অধিকার, অনুমতি
তাঁর রাণা-আজ্ঞা সম মানি। করি যদি
অবহেলা, শিখাইব রাজ্যে অনিয়ম,
প্রজাগণ হবে মতিভ্রম, সুশাসন
কেহ না মানিবে। বোঝ ভাই, রাণাপদে
গৌরব টুটিবে, মম আদর্শ লইবে
সবে; কায়মনোবাক্যে আমি রাণা-দাস,
প্রভুর সম্মান যাবে কিঙ্কর হইতে?
অনুচিত উপদেশ তব হে ধীমান্!
অস্থি রাণা-অংশে, জন্ম রাণাবংশে, রাণা-
পুত্র বলি লোকে গণে, ত্যজি জন্মভূমি—
রাণার সম্মান হেতু; ছিল সাধ,—সাধে
বিসংবাদ,—কি করিব দৈব-বিড়ম্বনা!
সবে মিলে রেখো ভাই, মুকুলে যতনে,
জীবন-উৎসর্গ কর তার প্রয়োজনে।
বিধি বাদী মম ভাগ্যে রাজ-সেবা নাই,—
সুখে থাক, মনে রেখো, যাই ভাই—
যাই।

শিখ। তব সেবা ভিন্ন অন্য নাহি মন;
এ জীবন শ্রীচরণে করেছি অর্পণ,
তব নির্ব্বাসনে অদ্য মম নির্ব্বাসন।

মুকুলের প্রবেশ

মুকুল। দাদাজি—দাদাজি, তুমি যেও না, আমায় ফেলে যেও না, আমার মন কেমন কর্‌ছে। দাদাজি! তোমায় না দেখে আমি থাক্‌তে পার্‌বো না।

চণ্ড। শূন্য দেহে চলে যাই, প্রাণ তোর ঠাঁই,—
সম্পদ সম্পদ তব, সর্ব্বস্ব আমার,
প্রাণাধিক তুমি; যবে আপন গৌরবে
রাজদণ্ড লয়ে করে শাসিবে প্রজায়—
করিলে স্মরণ, দাস দিবে দরশন।
যাও ভাই, জননী-সদনে—রেখো মনে,
কিঙ্কর তোমার আমি জীবনে মরণে,—
নির্ব্বাসনে তুমি ধ্যান জ্ঞান। থেকো ধর্ম্ম-
পথে, সাধুবাক্যে রেখো প্রীতি, সদা কায়-
মনে জননী-চরণে রেখো মতি, মাতৃ-
সেবারত রহ, অবিরত সুখে থাক,
দেবগুরু আশীর্ব্বাদে, মাগি গো বিদায়।

মুকু। না দাদাজি, যেও না দাদাজি—তুমি যেও না, তোমায় ছেড়ে আমি থাক্‌তে পার্‌বো না।

গুঞ্জমালা ও বিজয়ীর প্রবেশ

গুঞ্জ। চণ্ড অতি মহৎ সুজন, চণ্ড অতি
আত্মত্যাগী,—না, না? কহে কিবা
প্রজাগণে?
বড় ধীর, বড় শান্ত, বড় উচ্চাশয়,
করুণাসাগর! এ কি, কেহ নাহি কহ
কোন কথা? হের বিদ্যমান পান-পাত্র—
মুকুলের পান-পাত্র, এতে হলাহল
কে দেছে? বিচার কর, রাজমাতা আমি,
বিচার প্রার্থনা করি; বল সবে এক-
বাক্যে আমি নিতান্ত কলহ-প্রিয়, বল—
বল, কেবা আছ প্রজামাঝে—আমি নীচ,
অতি হীন! জান কি সকলে বন্যবাজী-
বিবরণ? আসিয়াছে তুরঙ্গ সুন্দর,
পৃষ্ঠে লয় যারে তার জীবন সংশয়।
সেই ঘোড়া—চণ্ড মহাশয়, যার গুণ-
গান রাজ্যময়—এনেছেন মুকুলের তরে
মহা সমাদরে, আদর না ধরে আর—
বিমাতার পুত্রের কারণ আয়োজন
হয়; জান বা না জান সমুদয়, শোন
পরিচয়; মৃগয়ায় মুকুল যাইবে—
চণ্ড মহামতি—রাণা প্রতি ভক্তি অতি,
আপনি যাবেন সাথে; পরে মৃগয়ায়,
কেবা কোথা যায়, কেবা তার দায়ী বল?
মুকুল বিহনে রাজ-সিংহাসন শূন্য
নাহি রবে—আছে রাণা, লাক্ষ সুত চণ্ড,
গৌরবে বসিবে শিশোদীয় কুলমান
করিতে উজ্জ্বল; সবে কর সুবিচার,
নহি অন্য অপরাধী, পুত্রের কল্যাণ-
কামনা নিয়ত মম; নারী হীন-জ্ঞান,—
কে দোষী নির্দ্দোষী শীঘ্র কহ প্রজাগণে—
দোষী হই, দণ্ড মোরে দেহ এইক্ষণে।

৩ প্র। এ কি সম্ভব। এ কি সম্ভব?

২ প্র। সত্য মিথ্যা কে জানে, আমরা তো আর দেখ্‌তে যাই নি। রাজ্য-আশা বড় আশা।

১ প্র। তুমি কি বল, এ কি কথা!

বিজ। স্বচক্ষে দেখেছি পাত্রে দিতে হলাহল;
স্বকর্ণে শুনেছি যত মৃগয়া-মন্ত্রণা;
এতে যদি কোন জন করে অপ্রত্যয়,
করিব প্রমাণ, বল কার অবিশ্বাস?

মুকুল। দাদাজি—দাদাজি, তুমি যাও—দাদাজি, তুমি যাও! মা তোমায় মেরে ফেল্‌বে, হেথা থেকো না দাদাজি, তুমি যাও!

চণ্ড। (স্বগত) দ্বিধা হও ও মা শ্যামা
ধরা! এ অধম
সন্তানে দেহ মা স্থান; দারুণ কলঙ্ক-
ভার সহিতে না পারি আর! বজ্র নাহি
ধরে জলধর! কাল বিষধর বুঝি
ত্যজিয়ে গহ্বর, নাহি আশে মম পাশে
কলঙ্ক আশঙ্কা করি,—কত সহে! কোথা
মৃত্যু—বন্ধু অভাগার, করহ উদ্ধার,
কত সব, কত সহে মানব-হৃদয়ে?

২ প্র। দেখ কোন উত্তর নাই—কি বুঝি ভাই, কি বুঝি?

৩ প্র। মাহাত্ম্য,—বুঝ্‌তে পার্‌ছো না?

২ প্র। অত মাহাত্ম্য ভাই আমাদের নাই।

১ প্র। তুমি বর্ব্বর! তোমাতে আর চণ্ডেতে কি বিশেষ নাই?

শিখ। ভাই—ভাই, কি কারণ আছ অধোমুখে?
কি হেতু শ্রীমুখে নাহি বাণী দেহ আজ্ঞা,—
এই কি সংসার!—শঠ খলের আগার!
এই পরিণাম! দুরদৃষ্ট, তুমি ধন্য!

চণ্ড। কেন মাতা, স্তনদানে পালিলে আমায়?
মেদিনী—কেন মা, স্থান দেছ অভাগায়?
কেন পিতা, আদরে পালিলে ভাগ্যহীনে?
এস তাত, বারেক চিতোরে—দেখে যাও
তনয়ের দশা, দেখে যাও কলঙ্কের
ভার; হতমান তবু আছে হীন প্রাণ।

মুকুল। দাদাজি, তুমি যাও—আমি তোমায় —ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো দাদাজি।

গুঞ্জ। দেখ—দেখ, কিবা যাদু জানে যাদুকর!
বালক সহজে ভোলে, অরি নাহি চিনে।

৩ প্র। দেখ—দেখ, কি কালসাপিনী দেখ!

বিজ। রাজমাতা, চল যাই—চল যাই, মুকুলকে নিয়ে চল যাই; প্রজাদের মনোভাব কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

গুঞ্জ। এস মুকুল এসো, তুমি হেথায় কেন, —রাজ-সিংহাসনে বস্‌বে চল।

মুকুল। আমি যাচ্ছি মা, তুমি দাদাজীকে আর কিছু বলো না।

বিজ। চল রাণি—চল, সৈন্যদের আজ্ঞা দাও, প্রজারা না রাজপথে গোল করে। ভয় নাই, চণ্ড চলে যাবে; ও রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে বলেছে, তা যাবে। আপনার কথা রাখ্‌বে, তা না হ'লে প্রজারা যে মিথ্যাবাদী বল্‌বে। লোকের কথায় বড় ভয়। সাপ যেমন বুকে হাঁটে, এরা তেমনি লোকের কথায় মরে বাঁচে; না হলে কি পৃথিবীতে মানুষের বাস থাক্‌তো?

গুঞ্জ। এস রাণা।

মুকুল। দাদাজি, আমি যাই—তুমি যাও দাদাজি, হেতা থেকো না।

[গুঞ্জমালা, বিজরী ও মুকুলের প্রস্থান।

শিখ। তোমরা হেথায় কি কর্‌ছো, আপন আপন কাজে যাও।

২ প্র। সেই ভাল, আমাদের কেন মাথা-ব্যথা?

১ প্র। আহা, চণ্ডের নির্ব্বাসন! চণ্ডের নির্ব্বাসন! কি সর্ব্বনাশ হলো!

[প্রজাগণের প্রস্থান।

পূর্ণ। যে লোকের কথায় মরে বাঁচে, কলঙ্কে যার ভয়—যার একটু এদিক্ ওদিক্ হলে মর্‌তে ইচ্ছা হয়—কোন কাজে হাত দেওয়া তার নয়। কে না জানে রকম রকম কত হাওয়া বয়—যার কড়া জান, যার কড়া প্রাণ, ঠিক যে দেছে আপনাকে বলিদান—সে পাষাণ; সে আপনার কাজ চায়, সময় বুঝে সয়, আপনার কথা নিয়ে রয়;—সে কি কোন কথায় পাতে কাণ, তার কি এত মানের ভাণ! আমি বুড়ো ভাট, মিছে কেন বকে মরি? থাকি একটু, শেষটা দেখে সরি।

চণ্ড। সত্য, কেন মিছে করি মরণকামনা?
গেছে কিবা—আছে তো সকলি;
আছে ধর্ম্ম—
হই নাই ধর্ম্মপথ-চ্যুত; তবে কেন
মরণ কামনা করি; মৃত্যু-চিন্তা যোগ্য
নহে মম। ধর্ম্মাশ্রয়, ধর্ম্মপথে মতি
গতি মম; পাপশূন্য হৃদয় আমার;
মন নাহি করে তিরস্কার, তবে কেন
মৃত্যু-চিন্তা? হয় তায় অধর্ম্ম-সঞ্চার।
কিন্তু কাঁপে কায় হেরি ভবিষ্যৎ ছবি!
মারবার-বাসী আসি বেড়িবে চিতোর।
শিশোদীয়-বিদ্বেষী রাঠোর, প্রজাগণে
শত্রুর শাসন সহি রহিবে কেমনে?
চাবে কেবা মুকুলের মুখপানে, যবে
দুরন্ত রাঠোরগণে করিবে পীড়ন?
কি জানি বা বধিবে জীবন! রাজমাতা
সহায়-বিহীনা নারী, নির্ব্বাসিত—আমা
হতে কি উপায় হবে;—বুঝি বা
মজিবে
সুন্দর চিতোরপুরী। বিধাতার লীলা—
নরে কি বুঝিতে পারে; দেখি যেবা হয়;
ভাবিয়ে কি হবে, করি সাহসে আশ্রয়।
থাকিতে জীবন, নাহি সব কোন মতে,
দেশ-হিতে দিব প্রাণ দেখিবে জগতে।

পূর্ণ। যে বড়, সকল কার্য্যে দড়, কিছুতে হয় না জড়সড়; যদি বড় হও—পড় যদি বড়র মত পড়। আ মর্ বুড়ো ভাট, কেন কর্‌ছিস্ হড় বড় বড়?—কে জানে, মেলা কথা জিবে হচ্ছে জড়।

রঘুদেবজীর প্রবেশ

রঘু। শ্রীচরণ-দর্শন-মানসে আসিয়াছে
দাস তব, পূজ্যপাদ কর আশীর্ব্বাদ।

চণ্ড। এস ভাই, দেহ আলিঙ্গন, পিতৃধামে
বঞ্চিত অভাগা—যাই নির্ব্বাসনে। হেরে
তোর মুখ-সুধাকর, উথলে অন্তর

সাগর-সলিল সম। প্রাণের সোসর
সোদর দোসর তুমি, জুড়াল নয়ন
মন তব আগমনে। যাই দূরদেশে,
স্বদেশে নাহিক স্থান, হতমান—বহি
কলঙ্ক-কালিমা-ভার। বিমাতা বিরূপা,—
ক'ন মাতা মুকুলের প্রাণনাশ-আশে
ফিরি সদা, সাধ মম রাজ-সিংহাসনে।
লোক-মাঝে এ কলঙ্ক দিল মাতা শিরে,
প্রাণ আছে এত অপমানে! কি কহিব,
দুর্নাম—দুর্নাম জুড়ি জগৎ-সংসার,
বেজেছে দুর্নাম ভাই—ভাই রে আমার,
জীবন-বহন লাগে ভার; কত সহি
ধর্ম্মে স্মরি, ডরি পাছে ধৈর্য্যচ্যুত হয়!
মান হত—মান হত, অপযশ দশে!

রঘু। মেঘে ঢাকা সূর্য্য নাহি রবে চিরদিন,
মেঘান্তে সুবর্ণ-রশ্মি অধিক সুন্দর,
ছিন্ন মেঘমালা শোভে ইন্দ্র-চাপরূপে
হেম-রশ্মি মাখি কায়, আঁখি-বিনোদন।
ধর্ম্ম-বলে অচিরে ঘুচিবে এ কালিমা,
উজ্জ্বল গৌরবে নিজ উন্নত বৈভবে—
শোভিবে ধরণী-মাঝে; কলঙ্ক-কালিমা-
ছটা, মেঘ-ঘটা সম, যাবে দূরে ত্বরা,
রবে মাত্র মহিমা বর্দ্ধনে। আসিয়াছি
বিদায় লইতে পায় জনমের মত।
জান ভাই, ভঙ্গুর শরীর বিনির্ম্মিত
মৃত্তিকায়, কবে যায় কেবা জানে। ভাবি
তাই ভাই, হয় কি না হয় দেখা আর।
রেখো মনে পদাশ্রিত অকৃতী অধমে,
ক্রিয়াহীন উদাসীন মাগিছে বিদায়।

চণ্ড। দেখা কি হবে না, হ্যাঁ রে দেখিতে
পাব না
আর চাঁদ-মুখ তোর, হৃদি-ফুল্ল-কর?
কেন রে ব্যথিত প্রাণে কর বজ্রাঘাত,—
যাবে কি ভ্রমণে? ফিরিবে কি পুণ্যধামে?
যথা যাও থাক সুখে, মনে রেখো ভাই;
কেমনে বিদায় দিব, বিদায় মাগিব,—
সরল-কমল মুখ পুনঃ কি হেরিব?

রঘু। ত্যজ খেদ, কাষ্ঠ তৃণ স্রোতে সংযোজন;
ভঙ্গুর সংসার, কিবা বিচ্ছেদ-মিলন।

চণ্ড। কঠিন সঙ্কল্প তব মমতা-বিহীন।
আজি বাল্যকাল পুনঃ পড়ে মনে, পড়ে
মনে কেলি-গৃহ, তব কিশোর বদন-
খানি পড়ে মনে, যেই দিন উদাসীন
সংসারবিরাগী, রাজপুত্র ভোগসুখ
পরিহরি পশিলে বিজনে; বৃথা খেদ,
চলে যাই, চিতোরে নাহিক মম স্থান,
মেলানি তোমার ঠাঁই মাগি, হে চিতোর!
সুন্দর নগর, জন্মভূমি স্বর্গাধিক
গরীয়সী, মাগি হে বিদায়; হে চিতোর-
বাসি, পুণ্যধাম-অধিকারী, নমস্কার—
ছেড়ে যাই সহোদর জীবনের সার।
হে শিখণ্ডি, তব ঠাঁই মাগি হে বিদায়,
প্রণাম জানায়ো তব জননীর পায়;
মাতৃসম ধাত্রী-মাতা, যাঁর করুণায়
অসহায় বাল্যকাল কাটিল হেলায়।

শিখ। সাথে লও প্রভু তব কিংকরে কৃপায়।

চণ্ড। কোথা যাবে—নির্ব্বাসিত
আমি, কেবা বল
দেখিবে মুকুলে? যদি মম প্রিয় কার্য্য
ইচ্ছা তব, বাক্য ধর, রহ এ নগরে;
রেখো—রেখো যতনে রাণায়; শত্রু নাহি
ছায়া স্পর্শে তার; যদি হয় প্রয়োজন,
করো প্রাণদান, রেখো শিশোদীয়-মান,
দিও না হে ব্যথা, কথা করিয়ে অন্যথা।
হা ধিক্ মমতা, প্রাণ যেতে নাহি চায়,—
সোনার চিতোরপুরি, বিদায়—বিদায়!

রণমল্ল, যোধরাও ও খাণ্ডাধারীর প্রবেশ

রণ। কি চণ্ড ম'শায়, কোথায় আগমন? নীচজনের কথায় কর্ণপাত করেন না নাকি? পদব্রজে কোথায়—পদব্রজে কোথায়? কিছুই চিরস্থায়ী নয়—কিছুই চিরস্থায়ী নয়; অহংকার মানবজীবনে ভ্রম মাত্র।

[চণ্ডের প্রস্থান।

খাণ্ডা। ইস্—এখনও অহঙ্কারে মট্‌মট্ কর্‌ছে।

যোধ। মহারাজ, শত্রু এখনও বলবান্—সমস্ত প্রজা বশীভূত, বারণকে অঙ্কুশ-আঘাতে উত্তেজিত কর্‌বেন না, আসুন আমরা পুরী প্রবেশ করি।

রণ। এ ব্যক্তিকে অচিরে প্রতিশোধ দেওয়া কর্ত্তব্য।

যোধ। অগ্রে রাজকার্য্য গ্রহণ করুন, অভীষ্টসিদ্ধি করুন।

[রণমল্ল, যোধরাও ও খান্ডাধারীর প্রস্থান।

শিখ। পালিব বচন ভ্রাতা, হব না কাতর;
বক্ষের শোণিত-দানে রাখিব চিতোর।
তব প্রিয়কার্য্য, মম প্রিয় এ জীবনে;
পারি যদি, কভু দন্ড দেব দস্যুগণে।

[শিখন্ডীর প্রস্থান।

পূর্ণ। বাঃ বাঃ! কি মণি-কাঞ্চন যোগ! চিতোরে রাজভোগ, আর বিলম্ব সয় নি; তা না সয় না সোক, যা হবার হোক. তোর কেন মাথা ব্যথা বুড়ো ভাট? আঃ মরি এ বয়সে এত ঠাঁট! আহা, তোর কি বুদ্ধির জোর—কেমন মেলালি,—চিতোর আর রাঠোর! কেমন শুভক্ষণে সম্বন্ধ বাগালি, কেমন শুভক্ষণে নারিকেল এনেছিলি—যেমন করেছিস্ করে ঘোঁট, তেমনি শুভ যোটাযোট। চিতোর গড়াবে রাঠোরের পায়—তোর কি তায়? চিতোর বজায় হয় কি না হয়, তোর কি এত দায়? আছে দায়—আছে দায়, নইলে কি বুড়ো ভাট ফ্যাল ফ্যাল করে চায়? মশায়, আপনার এক-খানি পত্র আছে।

পত্র প্রদান

রঘু। কি পত্র, ভট্টরাজ?

পূর্ণ। ওর ভেতর তো সেঁধুই নি, তবে ভাটের হাতে চিঠি, হ'তে পারে পিরীতের কাহিনী, কি জানি। যে পত্র দেছে, গোপনে বল্‌তে বলেছে সে তোমার ভাল কর্‌বে: কন্দর্প তোমার মনে ধর্‌বে, তোমার আপনার বোঝাবুঝি, বুড়ো ভাট চ'লে যায় সোজাসুজি।

[পূর্ণরামের প্রস্থান।

রঘু। (পত্র পাঠ করিয়া)
দংশে অহি আয়ুহীনে; মহাকাল ফিরে
সাথে মহাফাঁস ধরি, মৃগয়া-কানন
তার এ সংসার। কিবা লীলা! ঘৃণা দ্বেষ
ভালবাসা এক বস্তু বহুরূপ ধরে।
মগ্ন নরে, স্নেহে গলে, বিদ্বেষ-ঘৃণায়;
সম ঘৃণ্য স্নেহ দ্বেষ নাহি বোঝে হায়!

বিজরীর প্রবেশ

বিজ। হুঁ, তোমায় কে পত্র লিখেছে আমি জানি, বল্‌বো কেন?

রঘু। জান যদি জননি, কহিও সমাচার—
কুমার সন্ন্যাসী, আমি কুমার তাঁহার;
ছলনা নন্দন সনে মাতার কি সাজে!
বিলাসীর প্রেম, চিতাভস্ম সন্ন্যাসীর
সার। ভট্ট বাতুল নিশ্চয়—প্রেম-লিপি
দিল মোর করে, খরশিরে রত্নময়
কিরীট সুন্দর। লহ ফিরায়ে লিখন,
জানায়ো জননী-পদে মম নমস্কার—
জগতে রমণীগণে জননী আমার।

বিজ। সন্ন্যাসী হইয়ে কর ধর্ম্ম বিসর্জ্জন,
ব্যথা দেও রমণী-হৃদয়ে। তব প্রেম-
অভিলাষী দাসী. সন্ন্যাসি, সকাতরে
কামিনী প্রণয় মাগে; করো না বঞ্চিত,—
হবে ধর্ম্মকর্ম্ম নাশ কাঁদালে অবলা।
নারীর স্বভাবজাত লাজ পরিহরি,
ভিখারিণী প্রেম-ভিক্ষা চায় পায়, পদে
রাখ তায়। মজায়েছ অবলা বালায়,
দেছে বালা আত্ম-বিসর্জ্জন, সমর্পণ
জীবন যৌবন শ্রীচরণে। গুণমণি,
কাতরা কামিনী, নিদারুণ বাণী কেন
হেন শেল সম? কত সয়—কত সয়
রমণী হৃদয়ে? ত্যজ ভয়, হীনজন
নাহি করে তব আকিঞ্চন। অযতনে
নবীন যৌবন যাবে. কি হেতু বিরাগ?
অনুরাগে কেন অনুরাগ. প্রাচীনের
সাজে ত্যাগ. প্রেমরাগ সোহাগ যৌবনে।

রঘু। কে মা তুমি, দেবী কি মানবী—
বিদ্যাধরী
অপ্সরী কিন্নরী কিবা? কিংকরে ছলনা
ক'রো না, করুণাময়ি! দাস দীন অতি,
হিতাহিত নাহি জ্ঞান, ধর্ম্মে নাহি মতি।

বিজ। নাহি কি অধরে রাগ. আবেশ নয়নে,
যৌবন-তরঙ্গ কলেবরে, উচ্চ হৃদি—
প্রেমের আবাস বুঝি করে না প্রকাশ,
বুঝি মোরে ভুলায় দর্পণ. কেশদাম
নহে সুচিকণ, রতিপতি সনে রতি.
নিতম্ব-বিহারী গেছে বুঝি পরিহরি
বিলাস ভবন. তাই বুঝি মনে নাহি
ধরে। রূপ-অহঙ্কারে পিপাসীরে বারি
নাহি কর দান, কিবা কৌমার-আতঙ্ক,
প্রেমরঙ্গ কিবা, কিবা লোকলাজে বাধে?
কিশোর সন্ন্যাসী. কেন বাদ সাধ সাধে?

তোমার কৌমার ব্রত—কুমারী কিঙ্করী;
রূপ হেরি পরিণয়-সুখ পরিহরি,
দিবানিশি বুঝি তোমা স্মরি, জ্বলে মরি,
স্মরশরে; ত্যজি কুলমান, পদে রাখি
প্রাণ, ধরি পায় কর প্রেম-সুধাদান।

রঘু। মায়ার নিদান তুই কে রে পিশাচিনী?
মাতৃ-সম্বোধনে জানি পলায় প্রেতিনী!
কে রাক্ষসি! পুত্রের শোণিত কর আশ,
লজ্জাহীনা, শত ধিক্ তোমার প্রয়াস।

[রঘুদেবজীর প্রস্থান।

বিজ। কি লজ্জা! কি ঘৃণা!
এ কি, এ কি অপমান!
তবু তো না বোঝে মন, নাহি ফিরে প্রাণ!
কি লজ্জা, কি ঘৃণা, কি দারুণ অপমান।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

মুকুল ও কুশলা

মুকু। দাই-মা, তুমি দাদাজীর কথা মাকে আর বলো না, মা তোমার ওপর রাগ কর্‌বেন। মা তোমায় কারাগারে পাঠাতেন—আমি কাঁদ্‌লেম, পায়ে ধর্‌লেম, মিনতি কর্‌লেম, তাই তোমায় কিছু বলেন নি। দাই-মা, তুমি কিছু বলো না, দাদাজী চলে গেছে,—আমি তোমায় না দেখ্‌তে পেলে বাঁচ্‌বো না।

কুশ। না বাবা—না বাবা, আমি কিছু বল্‌বো না। আহা, আমার নয়নের নিধি।

মুকু। দাই-মা তুমি মা'র কাছে যেও না, সখী-মা'র কাছে যেও না, তুমি তোমার ঘরে থেকো, আমি লুকিয়ে তোমার কাছে যাব।

কুশ। আমার আঁধার ঘরের দীপ, তোমায় দেখ্‌লে আমি সকল দুঃখ ভুলি।

মুকু। দাই-মা, দাদাজী বলে ভয় কর্‌তে নেই, কিন্তু নূতন দাদাজী আমার পানে চাইলে —আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল! নূতন দাদাজীর হাসি দেখে আমার কান্না এলো! নূতন দাদাজী ভাল না—দাই-মা, নূতন দাদাজী ভাল না।

কুশ। ভয় কি বাবা, ভয় কি? তোমার দাদাজী তোমায় আদর কর্‌বে, ভয় কি?

গুঞ্জমালা ও বিজয়ীর প্রবেশ

গুঞ্জ। সর্ব্বনাশী বাঁদি, তুই মুকুলকে কি শেখাচ্ছিস্? নূতন দাদাজীর কথা কি বল্‌ছিস?

বিজ। বাঁদি, তুই প্রাণের ভয় করিস্ নি?

কুশ। না।

মুকু। না—মা, দাই-মা আমায় কিছু বলে নি, বল্‌ছে নূতন দাদাজী আমায় আদর কর্‌বে।

বিজ। তোর বড় আস্পর্দ্ধা, তুই মুকুলের দাই, তাই রাজমাতা তোরে মার্জ্জনা করেছেন, তুই জানিস্?

কুশ। আমি রাজমাতার কাছে কোন অপরাধী নই।

মুকু। দাই-মা, তুমি যাও। না সখী-মা, আমায় কিছু শেখায় নি। দাই-মা, তুমি যাও।

কুশ। না, যার কখন জীবনে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গে নি, যে আশা ভরসা জলাঞ্জলি দেয়নি, যার উচ্চ অভিলাষ হৃদয়ে পরিপূর্ণ, তার প্রাণের ভয়? আমি বৃদ্ধা রাজপুতকুমারী, ধর্ম্মাশ্রিতা, সত্যবাদিনী—আমার প্রাণের ভয় কি? মিবাররমণীর পরিচয় জান না, তাই ভয়ের কথা উত্থাপন কর্‌ছো।

গুঞ্জ। বাঁদি, ফের তোর ছোট মুখে বড় কথা?

মুকু। ও মা, তুমি দাই-মাকে কিছু বলো না।

গুঞ্জ। না বাবা—না বাবা।

মুকু। দাই-মা তুমি যাও—দাই-মা, তুমি যাও। [ধাত্রীর প্রস্থান।

বিজ। মুকুলের আস্পর্দ্ধাতেই বেড়েছে।

গুঞ্জ। আমার মুকুলকে প্রাণের মত দেখে, তা না হলে এত সই? পিতা আস্‌ছেন, খুব হর্ষ দেখ্‌ছি,—নূতন সংবাদ কি?

বিজ। আমি যাই, বোধ হয়, তোমার সঙ্গে কি কথা আছে।

[বিজয়ীর প্রস্থান।

মুকু। আমিও এই সময় দাই-মার কাছে যাই।

[মুকুলজীর প্রস্থান।

রণমল্লের প্রবেশ

রণ। গুঞ্জমালা, প্রজারা সব তোমার কথা প্রত্যয় করেছে। আমি তোমার নামে রাজ্যে

ঘোষণা দিয়েছি, যে চণ্ডকে রাজ্যে স্থান দিবে, তার প্রাণবধ হবে। চণ্ডকে বধ কর্‌তে যোধরাওকে পাঠিয়েছি;—সে যেতে চায় না, আমি তোমার নাম করে পাঠিয়েছি।

গুঞ্জ। কেন পিতা অকারণ নরহত্যা কোন্
প্রয়োজন? চণ্ড গেছে নির্ব্বাসনে, কিবা
ভয় আর? এবে চূর্ণ অহঙ্কার, দর্পী—
নহে অন্য দোষে দোষী; ভুলাতে প্রজায়
করিলাম দোষারোপ, জীবন নিধন
কি কারণ? মুকুলের হবে অকল্যাণ
বিনা দোষে বধিলে তাহারে।

রণ। নাহি বোঝ,
ভুজঙ্গ জীবিত হয় বায়ুর সেবনে,
অগ্নিদানে ভস্ম কর অহি, খল ধূর্ত্ত
শঠজনে কদাচিৎ দয়া অনুচিত।
ও কে—যুক্তি শোনে?

গুঞ্জ। অন্য নহে—সখী মম।

রণ। কে—কে, কিবা নাম? কোথা ধাম?
কি সুন্দরী!

গুঞ্জা। বিজরী।

রণ। বিজরী,—সেই বিজরী হেথায়?
ডাক না—ডাক না, সখী তব লজ্জা কিবা;
আছে গুপ্ত-কথা বিজরীর সনে; ডাক—
ভূসম্পত্তি-অধিকারী হয়েছে বিজরী—
কেহ করেছে প্রদান—কোন বন্ধু, মানা
নাম নিতে; বিজরী বুঝিবে সবিশেষ;
ডাক না—ডাক না, কোথা।

গুঞ্জ। বিজরি—বিজরি!

বিজরীর প্রবেশ

রণ। এত লজ্জা কিসে? এত লজ্জা কিসে?
আমি
বৃদ্ধ, আছে কোন সবিশেষ কথা, গুহ্য
কথা; এস সাবকাশমত মোর ঘরে!
গুঞ্জমালা যাই আছে বহুকার্য্য, সখী
তব! আহা বালিকা যখন, নিছি
কোলে; লজ্জা মোরে! এস সাবকাশমত।

গুঞ্জ। পিতা—পিতা, প্রের দূত, বার'
যোধরায়ে,
চণ্ড সনে আর দ্বন্দ্ব নাহি মম।

রণ। যাই,—
তাই যাই। বিজরি—বিজরি, সাবকাশ-
মত এস, আছি প্রতীক্ষায়।

গুঞ্জ। প্রের দূত,
শীঘ্র বার্ত্তা দেহ যোধরায়ে, ছিল বাদ—
ঘুচেছে বিবাদ; কেন জ্ঞাতির নিধন
অকারণ। যেই অস্থি মুকুলের দেহে,
সেই অস্থি-বিনির্ম্মিত চণ্ডের শরীর।
যাও পিতা, নিবারণ কর যোধরায়ে।

রণ। যাই—যাই; এস—এস, রব অপেক্ষায়।
কি সুন্দরী! আহা মরি, হরে মন প্রাণ!

[রণমল্লের প্রস্থান।

বিজ। কেন সখি অসম্মত চণ্ডের নিধনে?

গুঞ্জ। না—না, উদ্ধার হয়েছে কার্য্য—
বধে কিবা
ফল; হবে তায় মুকুলের অকল্যাণ।

[গুঞ্জমালার প্রস্থান।

বিজ। চঞ্চল কটাক্ষ হেরি বৃদ্ধের নয়নে;
এত কি গোপন কথা আছে মোর সনে?
ভূসম্পত্তি কে দিল আমায় মারবারে?
নাহি তিন কুলে কেহ। রাখি হস্তগত,
নারীর ইঙ্গিতে ফিরে মদন পীড়িত;
রঘুদেব—রঘুদেব, হৃদয়ের ধন!
কত দিনে তোমা সনে হবে সম্মিলন?
এই যে আবার বুড়ো আস্‌ছে।

রণমল্লের পুনঃ প্রবেশ

রণ। বিজরি—বিজরি!

বিজ। কি—কি?

রণ। তুমি আমায় পত্র লিখেছিলে—তুমি আমায় পত্র লিখেছিলে? তুমি আমার বড় সুহৃদ্—তুমি আমার বড় সুহৃদ্। তুমিই গুঞ্জমালাকে বুঝিয়েছিলে?

বিজ। পত্রে তো রাজপদে নিবেদন করেছি।

রণ। তোমার পত্র পেয়েই তো এলেম—তোমার পত্র পেয়েই তো এলেম। গুঞ্জমালার পত্র পেয়ে আসিনি, তোমার সঙ্গেই পরামর্শ কর্‌বো, তোমার কথা শুনেই চল্‌বো। বিজরি বিজরি, অনেক পরামর্শ আছে—অনেক পরামর্শ আছে; এস না—এস না, আমার প্রকোষ্ঠে এস না।

বিজ। এখনি রাজমাতা আমায় ডাক্‌বেন।

রণ। কোন দাসীকে দিয়ে বলে পাঠাও না, তুমি ব্যস্ত আছ। এ চিতোরপুরী কার জান? যদি আমি হেথা থাকি, তোমার।

বিজ। সে কি মহারাজ! চিতোরপুরী আমার কি?

রণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমার কথার নড়চড় নাই; পরে বুঝ্‌তে পার্‌বে—পরে বুঝ্‌তে পার্‌বে—সমস্ত চিতোর তোমার কথায় উঠ্‌বে বস্‌বে, তোমার বুদ্ধিতে আমি ফির্‌বো; যেথা তুমি, সেথা আমি। দেখ, এ পরামর্শের স্থল নয়, আমার প্রকোষ্ঠে এস।

বিজ। সে কি মহারাজ, এই রাজমাতা এলেন বলে।

রণ। বটে বটে, তবে আমি যাই—তবে আমি যাই, রজনীতে পরামর্শের উত্তম সময়।

বিজ। এখনি রাজমাতা আস্‌বেন।

রণ। আমি যাই—আমি যাই; দেখো মনে থাকে যেন—মনে থাকে যেন?

[রণমল্লের প্রস্থান।

বিজ। রঘুদেব, নিশ্চয় ফলিবে মম আশা,
বৃদ্ধ মম নাচিবে ইঙ্গিতে; ছলে বলে
কৌশলে অভীষ্ট সিদ্ধ করিব নিশ্চয়;
গাইব বসিয়া দোঁহে মদনের জয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

একখানি কুটীরের সম্মুখ

একজন স্ত্রীলোক ও চণ্ড

স্ত্রীলো। বাছা, বসো, বড় ক্লান্ত হয়েছ, এ অতি শীতল স্থান, এইখানে একটু বসো।

চণ্ড। মা, একটু জল দাও—পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হয়েছে।

স্ত্রীলো। আহা বাছা রে, চাঁদমুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে! একটু বসো বাবা, জল এনে দিচ্ছি; একটু শীতল হও। আহা, কোন্ অভাগীর সর্ব্বনাশ ক'রে চ'লে এসেছিস্, বাবা!

ঐ স্ত্রীলোকের স্বামীর প্রবেশ

স্বামী। ওরে কি করেছিস্, সর্ব্বনাশ করেছিস্, কাকে বস্‌তে জায়গা দিয়েছিস্!

স্ত্রীলো। তুমি কি বল্‌ছো, এ কি দস্যু? দেখ দেখি, যেন পূর্ণিমার চাঁদটী! না বাবা, তুমি বসো, ওঁর কথা তুমি শুনো না, আমি জল আন্‌ছি!

স্বামী। না—না, তুমি ওঠো; যাও যাও, এখনি আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। তুমি চণ্ড, আমি চিনেছি!

স্ত্রীলো। কি সর্ব্বনাশ হবে, কে টের পাবে, তুমি ঘরের ভেতর এসো। আহা, লুকিয়ে একটু জল খেয়ে যাক্। এসো বাবা, উঠে এসো।

চণ্ড। না—মা, মধুর-ভাষিণি, তোমার কথায় আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়েছে। আমি অভাগা, যেথায় যাই সর্ব্বনাশ হয়, আমি চল্লেম! ওঃ! আর পদ চলে না।

স্বামী। ওই সর্ব্বনাশ হলো! ওই রাজ-রক্ষী এলো, ওঠো—ওঠো, পালাও—পালাও।

যোধরাওর প্রবেশ

যোধ। যোধরাও নাম, মারবার-অধিপতি,
পুজ্য রণমল্লের নন্দন; বীরবর,
আসিয়াছি পিত্রাদেশে; অরি তব, বন্দী
করিব তোমারে, হও প্রস্তুত সত্বর
সম্মুখ-সংগ্রামে; লহ অস্ত্র, অস্ত্রহীন
তুমি; ক্লান্ত যদি, কর ক্লান্তি দূর ধীর;
আতিথ্য-গ্রহণে কর কৃতার্থ আমায়;
মম দাসগণে তব সেবারত রবে,
হ'লে শ্রমউপশম বিক্রম প্রকাশি,
বীরশ্রেষ্ঠ, বিপক্ষ বিমুখ; কিবা আজ্ঞা,
কহ মহাশয়, আছি আজ্ঞা অপেক্ষায়।

চণ্ড। মহাশয়, সবিনয় যাচ্ঞা আমার,
রাজমাতা-আদেশে, কি পিতৃ-অনুরোধে
হেথা আগমন তব? কহ সবিশেষ
মহাযশা; রাজকার্য্যে পরিব বন্ধন—
রাজমাতা আজ্ঞা রাণা-আজ্ঞা সম মানি।
কিন্তু যদি মহাশয়, হয় অন্য মত
নহি আমি মারবার অধীন। যদবধি
দেহে রবে প্রাণ, সাধ্যমত নিবারিব
বিপক্ষ সংগ্রামে; বীর তুমি, বীর ধর্ম্ম
অবগত, স্বেচ্ছায় না পরিব বন্ধন।

যোধ। মহাশয়, মারবার-পতির কিঙ্কর
আমি, মম আগমন পিতার আজ্ঞায়,
নহি বীর, চিতোর-অধীন, রাজ-আজ্ঞা-

বাহী, রহি সদা যত্নবান্‌ পিতৃ-আজ্ঞা
পালিতে জীবনে; রাজমাতা নাহি জানি।

চণ্ড। তবে ত্বরা হও যত্নবান্‌; ক্ষমা কর
বীর, অস্ত্র তব না স্পর্শিব; এই বৃক্ষ-
শাখা আয়ুধ আমার—বার' অরি, তীক্ষ্ণ
অস্ত্র ধরি।

যোধ। রাজ-আজ্ঞা করিব পালন;
কিন্তু হে ধীমান্‌, কেন কলঙ্ক দানিবে
মম পরে, নহে রীতি বিপক্ষ-নিরস্ত্র-
আক্রমণ; যোগ্য অরি সনে কর যোগ্য
ব্যবহার। ধর অস্ত্র, রাখ হে মিনতি।

চণ্ড। রাজপুত্র, করুন মার্জ্জনা।

যোধ। এস তবে। (উভয়ের যুদ্ধ)

খাণ্ডাধারীর প্রবেশ

খাণ্ডা। (সৈন্যগণের প্রতি) কর আক্রমণ, কর আক্রমণ।

যোধ। আরে—
সাবধান, নাহি মোরে কর অপমান।

খাণ্ডা। চণ্ড—চণ্ড, রাজমাতার আজ্ঞা, ক্ষান্ত হও।

চণ্ড। তবে কর বন্দী, রণ অবসান মম।

ভীল-সর্দ্দার ও তাহার অনুচরগণের প্রবেশ

সর্দ্দা। আরে, এই রে, এই রে, চণ্ডা এই রে—তোরা কে বটে রে কে বটে? দুষ্মন কি মিতে বটে? ওরে আয় রে, আয়, এই চণ্ডা রে চণ্ডা।

সকলে। আরে, কই বটে, রে, কই বটে, চণ্ডা রে চণ্ডা?

খাণ্ডা। বাঁধো—বাঁধো, দেরি করো না, দেরি করো না।

সর্দ্দা। আরে, কে বাঁধে রে, কে বাঁধে? আমি ভীল-সর্দ্দার, আমি ভীল-সর্দ্দার, দুষ্‌-মনেরে মার, মার, মার।

ভীলগণ। মার, মার, মার।

খাণ্ডাধারীর পলায়ন ও যোধরাওকে ধৃতকরণ

চণ্ড। সর্দ্দার, ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

সর্দ্দা। আরে, কি বটে রে কি বটে?

চণ্ড। আমি রাজমাতার আজ্ঞায় বন্দী। রাজদূতদের নিবারণ করো না; তোমরা প্রজা, রাজবিরুদ্ধাচরণ উচিত নয়।

সর্দ্দা। আরে, তাই বটে রে তাই বটে, রাজ-মা কে বটে; চণ্ডা রে চণ্ডা, বাপ মা তুই, বটে, ভীলের আর কে বটে,—চণ্ডা বটে, চণ্ডা বটে।

সকলে। চণ্ডা রে চণ্ডা, বাপ মা তুই বটে।

চণ্ড। কি, তোমরা রাজমাতাকে মান না?

সর্দ্দা। মেয়ে-রাজার প্রজা মোরা নই বটে রে নই বটে, দশ কুড়ি ভীল মোরা ঘর ছেড়ে যাই বটে, যাই বটে রে যাই বটে।

সকলে। যাই বটে রে যাই বটে।

সর্দ্দা। তুই যেথা যাবি, ভীল সেথা পাবি, চণ্ডা রে চণ্ডা, বাপ মা তুই বটে রে তুই বটে।

সকলে। চণ্ডা রে চণ্ডা, বাপ মা তুই বটে রে তুই বটে।

যোধ। বীরবর, আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি, রাজা রণমল্লের আদেশে আপনাকে বন্দী কর্‌তে এসেছি; আপনি এক্ষণে স্বাধীন, আমাকে যুদ্ধে পরাভব করেছেন।

চণ্ড। সর্দ্দার, আমার অনুরোধে রাজ-পুত্রকে পরিত্যাগ কর।

সর্দ্দা। ওরে ছাড় বটে রে ছাড় বটে, চণ্ডা বলে বলে ছাড় বটে।

চণ্ড। ক্ষত্রিয়-প্রধান, আপনার সম্মান, আপনার মাহাত্ম্য—আমি নির্ব্বাসিত, আপনার পূজো কি কর্‌বো, অনুমতি প্রদান করুন, আমি আসি।

যোধ। আপনি মহাশয়!

সর্দ্দা ও ভীলগণ। ওরে দুষ্‌মনটা বেশ বটে রে বেশ বটে, চণ্ডারে মানে, বাহওয়ারে বাহওয়া! রাজার ব্যাটা, শির নওয়া, শির নওয়া।

[যোধরাওয়ের প্রস্থান।

ভীলগণ। গীত

কাঁধে নিয়ে চল যাই,
যাই বটে রে যাই বটে;
লড়াই তো নাই, লড়াই তো নাই,
নাই বটে রে নাই বটে।
দল্‌ দল্‌ দল্‌, চল্‌ চল্‌ চল্‌,
ভাই বটে রে ভাই বটে;

যারে ভাই চাই, তারে তো পাই,
পাই বটে রে পাই বটে।
বাপ মা ভাই, সাথে তো ধাই,
ধাই বটে রে ধাই বটে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

মুকুলজী, রণমল্ল, শিখণ্ডী ও সভাসদ্‌গণ

মুকু। দাদাজি, আমি খেল্‌তে যাবো?

রণ। না ভাই গোপাল, একটু বসো—রাণা মুকুলজি, তুমি আমার প্রাণের নিধি, তোমায় চক্ষের আড় কর্‌তে আমার ইচ্ছা হয় না। চারিদিকে শত্রু, কখন কে তোমার প্রাণ বধ করে, আমি এই আশঙ্কায় সদাই অস্থির। কি পাপ রাজ্য চিতোর, বালকের প্রতি মমতা নাই।

শিখ। পুণ্যভূমি চিতোরনগরী মহারাজ,
মহারাণা প্রজার সর্ব্বস্ব ধন, যাঁর
নাম স্মরি চিতোর-নিবাসী শয্যা ত্যজে—
উচ্চ নীচ সকলের একমাত্র সাধ
রাণা-কার্য্যে জীবন অর্পণ, ভল্লমুখ
রাণা-প্রতিকূলে বক্ষে লইতে বাসনা
সবাকার; অবিচারে হেন তিরস্কার
রাজন্, না শোভা পায়; শত্রু নহে কেহ।

রণ। তুই শত্রু; রক্ষি, বাঁধ ওরে।
(রক্ষক কর্তৃক বন্ধন) শঠ তুই—
কপট আচারে অন্ধ করিবি আমায়?

শিখ। হের কিবা অত্যাচার, সভাসদ্‌গণ!

রণ। বিদ্রোহী—বিদ্রোহী—রাজদ্রোহী!
করে মূঢ়
উত্তেজনা, বিদ্রোহ সভায়; শীঘ্র—শীঘ্র—
শীঘ্র ল'য়ে যাও কারাগারে, যেন কেহ
বিদ্রোহী-বক্তৃতা নাহি শোনে, রাণারাজ্যে
অত্যাচার যে করে প্রচার, "অত্যাচার"—
"রাজ্যে অত্যাচার" সদা মুখে যার, সেই
রাজদ্রোহী, রাজনীতি অনুসারে।

শিখ। করি
বিচার প্রার্থনা, বিনা দোষে অপমান।

রণ। লয়ে যাও—লয়ে যাও, কারাগারে
যাও।

[শিখণ্ডীকে লইয়া রক্ষীর প্রস্থান।

১ স। মহারাজ, বিচার উচিত, নির্দ্দোষী বা
দোষী, অপরাধ সপ্রমাণ, হে রাজন্,
কর্ত্তব্য প্রথম; নহে সবে অত্যাচারী
ক'বে, রাণা-হিত-কার্য্যে রত সদা এই
শিখণ্ডী ধীমান্, জ্ঞাত চিতোর-নিবাসী।

রণ। বাহ্য আবরণে রাখে অন্তর গোপন
শঠ জন, ভুলে তায় সরল-প্রকৃতি।
মুখে মধু অন্তরে গরল, বুঝিবে কে
শঠের কৌশল; কল্য করিব প্রমাণ
সভা-বিদ্যমান, রাজদ্রোহী এ দুর্জ্জন।

১ স। অদ্য সে নির্দ্দোষী, নহে
দোষ সপ্রমাণ,—
সন্দেহ প্রমাণ নহে; হেন অপমান
কার বাক্যে সর্দ্দারের, কেবা অপরাধ
করেছে আরোপ?

রণ। কহে "রাজ্যে অত্যাচার"।

১ স। অত্যাচার বিদ্যমান, মহারাজ।

রণ। এই—
খাণ্ডাধারী জানে।

১ স। এ ব্যক্তির বাক্যোপরে
যদি মান অপমান সমর্পিত তবে
মান রক্ষা অতি সুকঠিন এ সভায়,
যার অপমানে ঘৃণা—সভাকার্য্য তার
সাধ্যাতীত, মাগি অবসর, নমস্কার।

[প্রথম সভাসদের প্রস্থান।

রণ। অবজ্ঞা আসনে, হের সভাসদ্‌গণে।

২ স। চক্ষ-কর্ণ-হীন মোরা সবে, অবসর
মাগি, নমস্কার রাণাসনে, নমস্কার।

[সভাসদ্‌গণের প্রস্থান।

মুকু। দাদাজি, দাই-ভাইজী আমায় বড় ভালবাসে, কারাগারে দিও না দাদাজি।

রণ। আমার হৃদয়-চন্দ্র, যত্নের নিধি, তুমি জান না।

মুকু। না দাদাজি, দাদা-ভাই আমার শত্রু নয়। দাদাজি, দাদা-ভাইকে ছেড়ে দিতে আজ্ঞা দাও।

রণ। যাও—খেলা কর গে, আমার চক্ষু-জুড়ানো ধন, খেলা কর গে।

মুকু। দাদাজি, ভাইজীকে ছেড়ে দাও।

রণ। হাঁ যাও, খাণ্ডাধারি, ছেড়ে দিতে বল গে। সোনার চাঁদ খেলা কর গে।

[মুকুলের প্রস্থান।

খাণ্ডা। মহারাজ, ওদের ছেড়ে দিলেন কেন, বন্দী কর্‌লেন না?

রণ। ক্রমে ক্রমে; তস্কর যেমন দ্বারে আঘাত ক'রে গৃহস্থ নিদ্রিত কি জাগ্রত বোঝে, সেইরূপ শিখণ্ডীকে বন্দী করে চিতোরের ভাব বোঝা যাক্, সভার দ্বারা অপমানিত হয়েছি প্রজারা জান্‌লে, অনেকে আমার পক্ষ হ'তে পারে; কতক প্রজা বশ চাই, নতুবা কার্য্য হতে পারে না।

খাণ্ডা। তাই তো বলি—তাই তো বলি, বুড়ো রাজা কত বুদ্ধি ধরে!

রণ। খাণ্ডাধারি, তুই একবার বিজরীকে ডেকে আন্, বল্ গে রাজার আজ্ঞা তুমি সভায় এসো; সে নির্জ্জনে আমার সঙ্গে দেখা করে না, রাজ-আজ্ঞা বল্লে অমান্য কর্‌তে পার্‌বে না; বাপ্পারাওয়ের সিংহাসনে আমায় আসীন দেখুক, আমার বৈভব দেখুক, তার লোভ জন্মাক, যা—যা, এই স্থান এখন নির্জ্জন, কেউ আস্‌বে না।

খাণ্ডা। রাজবুদ্ধি নইলে বুদ্ধি!

[খাণ্ডাধারীর প্রস্থান।

রণ। একটী ক্ষুদ্র কণ্টক—একটী ক্ষুদ্র কণ্টক। ধৃতরাষ্ট্র যেমন আলিঙ্গনে লৌহ-ভীম চূর্ণ করেছিল সেইরূপ ইচ্ছা হয়—সহসা সাহস হয় না—যাক্ কয় দিন। রঘুদেব, রঘুদেবকে আমার ভয়, সমস্ত মিবার তার পদানত! বালক-বধের উপায় অতি সহজ। আজ আজ্ঞা দিয়েছি, রাণার ভোজ্য-সামগ্রী অগ্রে আমার নিকট আস্‌বে; একদিন কোন দ্রব্যে একটু—ওই বিজরীকে আন্‌ছে, কি বোঝাচ্ছে, খাণ্ডাধারী আমার দক্ষিণ হস্ত। আমি লুকিয়ে শুনি।

সিংহাসনের নিম্নে লুক্কায়িত হওন

খাণ্ডাধারীর সহিত বিজরীর প্রবেশ

বিজ। কই, রাজা কই?

খাণ্ডা। মহারাজ যেখানেই থাকুন, তোমার কপালে রাজসিংহাসন আছেই আছে; এই যে তোমার হাতে যে দাগ দেখ্‌ছো, এতে রাণী কর্‌বেই কর্‌বে; তুমি যে তেমন নও, বড় আপনার কাজ ভোল।

বিজ। কিসে?

খাণ্ডা। মহারাজের মন কিনে নাও, মন কিনে নাও।

বিজ। মহারাজের মন কিন্‌বো কি?

খাণ্ডা। হুঁ, মন কিন্‌বো কি—মন কিন্‌বো কি—বুড়ো মানুষ, দুটো গায়ে হাত বুলোলেই হলো। (সিংহাসনের নিম্নে রাজার অঙ্গভঙ্গিকরণ) কিন্তু দেখ, আমি এত কর্‌ছি, শেষটা আমায় ভুলো না।

বিজ। (স্বগত) বুড়ো মড়া এই সিংহাসনের নীচে লুকিয়ে আছে। (প্রকাশ্যে) দেখ খাণ্ডাধারি, তুমি আমার বন্ধু বটে, কিন্তু আমার মনের সাধ মনেই রইলো।

খাণ্ডা। কেন, তোমার যে সাধ ইচ্ছা কর না, যার রাজা হাতে, তার আবার সাধের ভাবনা!

রণমল্লের সিংহাসন-নিম্ন হইতে উত্থান

রণ। খাণ্ডাধারি, যাও।

[খাণ্ডাধারীর প্রস্থান।

বিজরি, কি সাধ আমায় বল, এ কার সিংহাসন জান? বাপ্পারাওয়ের এ সিংহাসনে কারে বসাবো?—তোমায়; তোমার সাধ পূর্ণ হয় নি!

বিজ। সে কি মহারাজ, এ রাজসিংহাসনে আমি বস্‌বো কি?

রণ। তবে কে বস্‌বে? আমার সঙ্গে বস্‌বার উপযুক্ত কে?

বিজ। এ মুকুলজীর সিংহাসন।

রণ। যাক্—যাক্, তোমার সাধ কি বল—তোমার সাধ কি বল?

বিজ। আমি শত্রু-ভয়ে সদা সশঙ্কিত।

রণ। তোমার শত্রু, আমায় বল নি? সে এখনো জীবিত আছে? কে বল—কে বল?

বিজ। মহারাজকে বল্‌লে এখনি তার প্রাণ বধ কর্‌বেন, আমার প্রতিশোধ কি হলো? মরে গেল, ফুরিয়ে গেল।

রণ। তুমি কি চাও বল? নির্ব্বাসিত কর্‌তে বল, নির্ব্বাসিত করি, অগ্নিতে পোড়াতে বল, অগ্নিতে পোড়াই—কারাগারে রাখ্‌তে বল, কারাগারে রাখি।

বিজ। মহারাজ, আমি পূজা কর্‌তে গেছলেম, শিবের গায় অঞ্চল ঠেকেছিল, এই নিমিত্ত আমাকে পদাঘাত করেছে। যদি দাসীকে পায়ে রাখেন, কিঙ্করীর প্রতি সদয় হন, তা হলে বন্দী করে আনুন; বন্দী-গৃহের চাবি আমায় দিন, নিত্য আমি তার আহার নিয়ে যাবো আর তিন পদাঘাত কর্‌বো, তবে আমার মনের খেদ মিট্‌বে।

রণ। কে বল—কে বল, এই দণ্ডেই বন্দী কর্‌ছি।

বিজ। মহারাজ কৃপা ক'রে কত দিন দাসীকে ডেকেছেন, কিন্তু আমার দিবানিশি প্রাণ কাঁদ্‌ছে, দিবানিশি সেই পদাঘাত স্মরণ হচ্ছে, দিবানিশি প্রাণ জ্বল্‌ছে; ভেবেছি, যদি মনের খেদ দূর হয়, তবেই প্রাণ রাখ্‌বো, নতুবা এই ছার প্রাণে প্রয়োজন কি?

রণ। ছি! ছি বিজরি! ও কথা মুখে আনে? এ সামান্য কথা, এ আমায় এদ্দিন বল নি—এ আমায় এদ্দিন বল নি!

বিজ। মহারাজ কি দাসীর কথায় কর্ণপাত কর্‌বেন?

রণ। অ্যাঁ, এমন কথা বিজরি! আমি রাজ-মুকুট তোমার পায়ে রাখ্‌তে পারি।

বিজ। মহারাজ, দাসীকে অনুগ্রহ করে সর্কলি বলেন।

রণ। বলি, কথার কথা বলি, আগে তোমার শত্রুকে শাসিত করি। কে বল, এখনি বন্দী করে আনি।

বিজ। মহারাজ, যদি করুণা করেছেন, তো বাঁদীকে এই ভিক্ষা দিন—

রণ। ভিক্ষা কি বিজরি, আজ্ঞা বল।

বিজ। আমি নিত্য কারাগারে যেতে পার্‌বো না, আমার মহলে যদি বন্দী করে আনেন, তা হলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, যখনি অবকাশ পাই, তখনি গে শাস্তি দিই।

রণ। তাই হবে বিজরি, তাই হবে; এর জন্যে এত মিনতি কেন, তোমার শত্রু কে বল?

বিজ। মহারাজ, আমার শত্রু রঘুদেব।

রণ। রঘুদেব? রঘুদেব আমারও শত্রু! বোঝ বিজরি, তোমায় আমায় মিল বোঝ!

বিজ। আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলে আনন্দে মহারাজের পদসেবা কর্‌বো।

রণ। পদসেবা কি বিজরি, তুমি আমার বুকের ধন! চিতোরের ঈশ্বরী! মুকুলজী আর ক'দিন—বুঝেছ বিজরি, বুঝেছ? তুমিই চিতোরের ঈশ্বরী! সর্দ্দারগুলোকে দূর কর্‌তে পার্‌লে হয়—কাকেও নির্ব্বাসিত, কাকেও বন্দী, কাকেও বধ কর্‌তে হবে। আর বিলম্ব নাই, প্রায় সকল উচ্চপদই মারবারীদের দিয়েছি, কেবল সভাসদেরা চিতোরবাসী, তা আজ তাদের সর্ব্বনাশ আরম্ভ হ'য়েছে।

বিজ। রাজমাতা আমার অনুসন্ধান কর্‌বেন, যাই মহারাজ, বিদায় হই।

রণ। আর রাজমাতা, রাজাই কে, তার রাজমাতা?

বিজ। না—না মহারাজ, প্রকাশ হবে, আমি চল্‌লেম।

[বিজরীর প্রস্থান।

রণ। চিতোরেশ্বরি, আমায় মনে রেখো; খাণ্ডাধারি—খাণ্ডাধারি!

খাণ্ডাধারীর প্রবেশ

খাণ্ডা। ওঃ—হো—হো—হো!

রণ। হাস্‌ছিস্ কেন?

খাণ্ডা। মহারাজের কি অদৃষ্ট, ধূলা ধরেন তো সোণা হয়! আজই বিজরী আপনার হবে, আমি সব শুনেছি।

রণ। আজই কি করে পাব? রঘুদেবকে বন্দী করা তো সহজ নয়।

খাণ্ডা। আরে, সে সহজ হোক আর নাই হোক, বিজরীকে পাওয়া তো সহজ।

রণ। না, রঘুদেবকে বন্দী না কর্‌তে পার্‌লে বিজরী আমার হবে না।

খাণ্ডা। হবে না? আমার নামই না।

রণ। কিসে—কিসে?

খাণ্ডা। মহারাজ কি বুঝ্‌লেন?

রণ। কি?

খাণ্ডা। ও রঘুদেবকে ভালবাসে, ওঃ—হো—হো—হো! ও রঘুদেবের জন্যে মরে; তাই তো বলি, ও রঘুদেবের কাছে ভাল ভাল সামগ্রী পাঠায়; পদাঘাত কর্‌বে! আপনার শোবার ঘরে বাহু বেড়ে বন্দী কর্‌বে; ওঃ—হো হো—হো—হো! আজই বিজরীকে দিচ্ছি।

রণ। বলিস্ কি—বলিস্ কি? আমার

অঙ্গুরী নে। কি করে—কি করে? কি করে আজই বিজরীকে পাব? আবার যোধরাও আস্‌ছে, ও গেলেই তুই আসিস্‌। বলিস্‌ কি —বলিস্‌ কি, আজই পাব?

খাণ্ডা। না পান, আমার কাণ কেটে দেবেন।

[খাণ্ডাধারীর প্রস্থান।

রণ। আঃ! এমন সময় আবার কি কর্‌তে এলো? যা হোক্‌, খাণ্ডাধারী একটা ঠাউরেছে; বিজরীর জন্যে জ্বলে মলুম।

যোধরাওয়ের প্রবেশ

কি সংবাদ, যোধরাও?

যোধ। রাজপদে, পিতৃ-
পদে মম নমস্কার, রাজ্যে শুনি হুল-
স্থুল, অসন্তুষ্ট সভাসদ্‌গণ, তাহে
অনর্থ সম্ভব, নরনাথ! নিবেদন
জানায় কিঙ্কর, সবে কহে অপরাধ
বিনা শিখণ্ডীর কারাবাস, মানী জনে
অসম্মান যুক্তিসিদ্ধ নহে কদাচিৎ।

রণ। কিবা শঙ্কা? মারবার-সর্দ্দারে বেষ্টিত
আমি, উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত যত মম
আত্মীয়-স্বজন, দুর্গ মারবার-সেনা-
করগত, কি আশঙ্কা সভাসদ্‌গণে?

যোধ। বুঝিতে না পারি
স্বদেশে কিবা প্রয়োজন,—
চিতোর-নিবাসিগণে বঞ্চিত করিয়ে,
উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত কি হেতু রাঠোর!
মিবারের রাজকার্য্য মিবারবাসীর,—
পরকার্য্যে অযশ অর্জ্জন কি কারণ?
ন্যায়মত সুশাসন স্থাপন উচিত।

রণ। পরকার্য্য—পরকার্য্য?—রাজপুত্র হেন
বোধহীন! কার এ চিতোর, অধিকার
কার? এ বুঝি ভূতের বোঝা বহি! পূর্ণ
এত দিনে সকল বাসনা; শুভক্ষণে
নারিকেল পাঠাই মিবারে, ফলবান্‌
তরু, রক্ষা হেতু হও সুচেষ্টিত, আশা-
অতীত সংযোগ বিধাতার সঙ্ঘটন।

যোধ। বুঝিতে না পারি পিতা,
অভিপ্রায় তব,—
চিতোরে কি করিব বসতি? পরাধীন—
রাণার অধীন রব স্বদেশ ত্যজিয়া?

রণ। কার অধীনতা, কেবা রাণা? শীঘ্র হব
নিষ্কণ্টক; কার্য্য কর আজ্ঞামত, ত্বরা
কণ্টক ঘুচিবে; শোন পুত্র পণ মম
শিশোদীয়-বংশ আর চিতোরে না রবে।

যোধ। অস্থির অন্তর পিতা, বচনে তোমার,
কূট অভিসন্ধি এ কি শুনি মহারাজ!
মুকুল সন্তান তব, মম সম পিণ্ড-
অধিকারী, দৌহিত্র-সন্তান, রাজ্যভূমি
করে লোকে দান, রক্ষাকর্ত্তা তুমি তার;
চাহ কি সন্তানে তাত, করিতে সংহার?
এ কি অহি সম আচরণ, ধর্ম্মকর্ম্ম-
নাশ—মনুষ্যত্ব-বিসর্জ্জন! হে রাজন্‌,
কাঁপে প্রাণ হেন কথা শ্রীমুখে শুনিয়ে—
বৃদ্ধকালে বিষময় বিষম লালসা!—
নাহি নরকের ডর, আছ মৃত্যু-গ্রাসে!
ক্ষম দাসে, কটু কহি তব ভাবে, ত্রাসে—
কর দেব, দুরাশা বর্জ্জন।

রণ। রাজবংশে
জন্ম, নাহি উচ্চাশয়? ত্যজিব সুযোগ—
ইন্দ্রের বাঞ্ছিত এই বিপুল সম্ভোগ?

যোধ। কর ভোগ, পিতা তুমি, কি কহিব আর,
রহিব না হেরিব না দুর্নীতি-ব্যাভার,
রক্ষক ভক্ষক, নিজ বালক-নিধন,
ধন্য উচ্চ আশা, কর সম্ভোগ রাজন্‌!

রণ। বোঝ—বোঝ, শোন কথা, কোথা
যাও? কোথা
যাও? ফেরো—ফেরো, শোন—শোন না
বচন?

যোধ। উভয় সংকট, স্থান করিব বর্জ্জন।

[যোধরাওয়ের প্রস্থান।

রণ। বুঝি সর্ব্বনাশ করে, যেও না—যেও না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গুণ্ডমালার কক্ষ

মুকুল ও কুশলা

মুকু। দাই-মা, তুমি হেথায় এসেছ, মা রাগ কর্‌বেন; আমি তোমার ঘরে গিয়েছিলেম।

কুশ। কেন বাবা?

মুকু। দাই-মা, তুমি আমায় নিয়ে পালাও, দাদাজী আমায় মেরে ফেল্‌বে, দাদাজীর চোখ

দেখে আমার ভয় করে। আমার মুখপানে চায় —আমার মনে হয়, আমায় খেয়ে ফেল্‌বে—দাই-মা, আমায় নিয়ে চল—চণ্ড দাদাজীর কাছে আমায় নিয়ে চল।

কুশ। ভয় কি বাবা, ভয় কি?

মুকু। দাই-মা, তুমি জান না—আজ ভাই-জীকে বন্দী করেছে, বোধ করি মেরে ফেল্‌বে, যারা আমায় ভালবাসে, তাদের মেরে ফেল্‌বে যারা আমার কাছে থাক্‌তো, যারা আমার সঙ্গে যেতো, যারা আমায় ভালবাস্‌তো, তাদের সব মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন যারা আমার সঙ্গে যায়, তাদের দেখ্‌লে আমার ভয় করে, আমি চম্‌কে চম্‌কে উঠি, মনে হয় আমায় কেটে ফেল্‌বে। ঐ মা আস্‌ছে, তুমি মাকে বলো না দাই-মা—আমি লুকুই, তুমি মাকে বলো না। মা যদি দাদাজীকে বলে দেয়, তা হলে আজই আমাকে মেরে ফেল্‌বে।

[মুকুলজীর প্রস্থান।

কুশ। (স্বগত) কি হবে, কি কর্‌বো? শিখণ্ডীও বন্দী হয়েছে, আমি একা স্ত্রীলোক, মুকুলজীকে নিয়ে কি করে পালাবো!

গুঞ্জমালার প্রবেশ

কুশ। আসিয়াছে পুনঃ তব পাশে লাজহীনা;
সর্ব্বনাশ উপস্থিত বুঝেও বোঝ না,
দেখেও দেখ না; রাজকার্য্য ছিল তব
সাধ, পুরিল কি সে বাসনা? কেবা তুমি
চিতোর নগরে? রাজমাতা, ছিলে 'রাজ-
মাতা' চণ্ড ছিল পুরে যবে, নহ এবে
রাণী, তুমি সামান্যা রমণী, পরাধীনী
রাঠোর নন্দিনী, পিতৃ-অন্ন দাসী, নিজ পতি-
অধিকারে—কে গণে তোমারে? পরিপূর্ণ
রাঠোরে নগর; হের রাঠোর-ঈশ্বর
রাজপুরে, উচ্চ পদে রাঠোর স্থাপিত;
আজি শুনি রাজসভা ভঙ্গ অত্যাচারে,
উচ্চ কোন সভাসদ্ বন্দী কারাগারে—
রাজমন্ত্রী খাণ্ডাধারী, বেশ্যার ঘটক,—
ক্ষুব্ধ নহি তাহে, আমি ধাত্রী-
নহি অধিকারী; অধিকারমত কথা
কহি; রাজমাতা, আসিয়াছি বড় ব্যথা
পেয়ে।

গুঞ্জ। শুনিয়াছি পুত্র তব বন্দী পিতৃ-
রোষে, নিরুপায়—কি উপায় করি, ধাত্রি!
কহি যদি পিতায়, শুনিব কটু বাণী,
বুদ্ধিভ্রমে দাসী আমি হয়ে রাজরাণী!

কুশ। আসি নাই পুত্রের কারণে—গর্ব্বে যবে
ধরেছি নন্দনে, জানি রাণি, রাজপুত-
রমণী, পালিত রাজপুত-গৃহে, ঘোর
ঝঞ্ঝাবাতে, রণে বনে দুর্গমে কান্তারে,
কারাগারে কাটিবে জীবন তনয়ের,—
কুসুম-বিস্তৃত পথে বীর নাহি চলে।
মুকুলের ধাত্রী, মম অন্তর শিহরে,—
ব্যাকুল হয়েছি রাণি, মুকুলের তরে।

গুঞ্জ। এ্যাঁ—এ্যাঁ ধাত্রি, কি বল?

কুশ। দেখ কিবা,
ষড়্‌যন্ত্র ভেদিতে কি নার, রাজমাতা?

গুঞ্জ। কুঠার মেরেছি ধাত্রি, আপনার পায়।
তুমি মুকুলের মাতা, সাপিনী জননী
আমি; কহিয়াছি কত কটু বাণী, ক্ষমা
কর, কি জানি লো কি ফলে কপালে, শূন্য
হেরি, কি উপায় করি—শঙ্কায় শুকায়
কায়! ধাত্রি, কি হবে—কি হবে? এ বিষম
বিপদে বান্ধব নাহি হেরি; কি কুক্ষণে
আধিপত্য আশে হায়, চণ্ডেরে বিদায়
দিনু, সাধু জন,—বুঝি তার অভিশাপে
মনস্তাপে মরি লো কুশলা! কিবা লয়
তোর মনে, অভিপ্রায় পিতার বুঝিতে
নারি। নাহি অন্য আশ, করি মুকুলের
জীবন-প্রয়াস; কর্ম্ম-ফেরে বন্দী নিজ
ঘরে; যা হবার হইয়াছে ফিরিবে না;
ভাবি পরিণাম; তুমি হিতৈষিণী, তুমি
বিপদসাগরে সখী, মন্দ অভিপ্রায়।
সন্দ কর কি পিতায়? কাঁদি দিবানিশি,
ভাবি মনে, মা হয়ে কি হইনু রাক্ষসী।

কুশ। কি কহিব রাজমাতা, ডরে মম কথা
নাহি সরে; পিতার তোমার রাজ্য-লিপ্সা
বিকট বদনে; খরে আরক্ত নয়নে
দুষ্টাকাঙ্ক্ষা, কুটিল কঠোর দৃষ্টি হেরি
বালক শিহরে—যেন কেশরী-শাবক
কিরাতের তীব্র লক্ষ্যে! শুনি দৌহিত্রের
সনে হবে একত্রে ভোজন, পাছে কেহ
মুকুলের ভোজ্যদ্রব্যে দেয় হলাহল;
তুমি মাতা, তোমায় প্রত্যয় কিবা, প্রাণ

সম প্রিয়তম তাঁর দৌহিত্র দুলাল;—
মা হতে অধিক স্নেহ, কেবা সেই জন!

গুঞ্জ। কহ মোরে মঙ্গলভাষিণি, কোথা যাব—
কুমারের প্রাণ রক্ষা করিব কেমনে—
আছে কি উপায় কিছু? বিপক্ষ চৌদিকে,
বিজরীর ব্যবহার বুঝিবারে নারি,
সন্দ হয় সদা যেন গুপ্ত তত্ত্বে ফেরে,
বিপক্ষের পক্ষে যেন রয়েছে প্রহরী।
সর্ব্বনাশ কিরূপে নিবারি; নাহি চাই
রাজ্যধন, সিংহাসন যাক ছারেখারে,
কেমনে বাছার রাখি প্রাণ? এ সংকটে
কিসে হই পার?—নারী সহায়বিহীনা!
বুদ্ধিমতী তুমি লো কুশলা সুকৌশল
কর গো বিধান, চল যাই পলাইয়া
নিশি-যোগে, চল পশি বনে, বন্য সনে
করি বাস।

কুশ। কোথা যাবে—বিজরী প্রহরী,
কাণে কাণে কথা তায় খাণ্ডাধারী সনে;
নিশ্চয় রাঠোর পক্ষ; বিপক্ষ সতর্ক
অতি; চখে চখে রাখে; গুপ্ত অনুচর
বধিবে জীবন পথে, এখনো প্রকাশ্যে
কিছু করিবারে নারে, প্রজাগণে ডরে;
বধিবে কুমারে তোমা সনে কবে দস্যু-
গণে হত্যাকারী, অর্থলোভে মিথ্যা কবে
দীন জনে, হত্যা-দোষ করিবে স্বীকার
সভাস্থলে, প্রাণ-দণ্ড হবে সে সবার;—
প্রজাগণে বুঝিবে, হইবে কার্য্যোদ্ধার।

গুঞ্জ। কি হবে কুশলা, তবে কে করিবে ত্রাণ,—
অকূল সাগর-মাঝে কূল নাহি দেখি।

কুশ। শোন রাণি, আছে এক বিপদে
কাণ্ডারী!

গুঞ্জ। কোথা কে সে? কহ ত্বরা
ওলো সুভাষিণি,
জান যদি উপায় কি হেতু নাহি কহ,—
আমা হতে কুমারে তোমার স্নেহ।

কুশ। চণ্ড;
চণ্ড এই অকূল পাথারে কর্ণধার,
আছে মান্দুদেশে, প্রের সংবাদ সত্বর।

গুঞ্জ। বুঝি ধাত্রি, নিরুপায়—তাই হেন কহ
প্রবোধিতে মোরে, নির্ব্বাসনে পাঠায়েছি
যারে, যারে নৃশংস ব্যাভারে, বিনা দোষে
দিয়াছি বিদায়; রাজপুত্র পথে পথে
করিল ভ্রমণ নিদারুণ পিত্রাদেশে,
শোভিত মিবার, প্রজাগণে নাহি দিল
স্থান, কোথা নাহি পাইল আশ্রয় শ্রান্তি-
দূর হেতু; পথ-ক্লান্ত মুমূর্ষু যখন,
রাজভয়ে বারি-বিন্দু কেহ না দানিল,
ঘাতক রক্ষকগণে কৈল আক্রমণ,
অস্ত্রহীন নিঃসহায় যবে—সত্য নহে
মম আজ্ঞামত—কিন্তু সে তো জানে মম
অনুমতি বিনে ঘটে নাই এ সকল;—
কোন্ মুখে পাঠাব সংবাদ—কি কহিব,
মার্জ্জনা কি করে কেহ হেন অপরাধ?

কুশ। চণ্ডের প্রকৃতি তুমি নহ অবগত
সতি, অতি উচ্চ-মতি স্বদেশ-বৎসল,
বীর ধীর গভীর সাগর সম, শ্রেষ্ঠ—
শ্রেষ্ঠ হতে, দেবোপম উদার-হৃদয়;
কুমারের প্রতি কত স্নেহ তব রাণি?
চণ্ডের সর্ব্বস্বধন তোমার নন্দন।
কুলমান-বংশের গৌরব একমাত্র
উদ্দেশ্য জীবনে তার, সেই কোলে তুলে
বসায়েছে সিংহাসনে বালক মুকুলে;
শুনিলে সংকট, স্থির কভু না রহিবে;
হেন লয় মনে, কভু নিশ্চিন্ত সে নহে,
ব্যগ্রচিত্ত নিয়ত রাণার তত্ত্ব হেতু,
রাণা তার ধ্যান জ্ঞান, কল্যাণ-কামনা
বিনা কিছু আর নাহি তার ত্রিসংসারে।

গুঞ্জ। কহ ধাত্রি, কেমনে সংবাদ দিব, চারি
ভিতে অরি, অরিপুরে বাস,
সঙ্গে অরি,
কুটিল সতর্ক চক্ষু এড়াব কেমনে?
কেবা যাবে—

কুশ। বুঝি দেবি, সদয় দেবতা;
আসে পূর্ণরাম ভাট, ওই দূত তব।

গুঞ্জ। প্রত্যয় করিব ভাটে?

কুশ। সাধু ভট্টরাজ,
বিশ্বাস না হবে ভঙ্গ; কর চিন্তা দূর।

পূর্ণরামের প্রবেশ

পূর্ণ। যেখানে যাই, চোখ আছে, তাই দেখ্‌তে পাই, খালি কাণাকাণি, খালি ফুশ-

ফুশানি; এ সব হানাহানির পূর্ব্বলক্ষণ। আ মর্ বুড়ো, তোর কেন ভিরকুটি, তোর কেন এত বচন? যে আগ ভেবে না কাজ করে, শেষে পস্তায় তোর কি তায়? আছে একটু দায়, নইলে ঘুরে বেড়াই? যার ধন কেন সেই নিক না, তা হলে তো এত গোল বাধে না, বুড়ো ভাটের মন কাঁদে না।

গুঞ্জ। কি লিখি?

কুশ। লিখ, বিপদ।

গুঞ্জ। কিছু নয় আর?
কুশ। অঙ্কিত করিয়ে দাও মোহর তোমার।

পূর্ণ। ভারি কাণাকাণি, শেষটা দেখ্‌ছি, তোরে নিয়েই টানাটানি।

কুশ। ভট্টরাজ, একটী কাজের ভার নেবে?

পূর্ণ। আর কেন পাতনামা, দাও না কি দেবে।

গুঞ্জ। চন্ডকে এই চিঠি দিতে হবে।

পূর্ণ। বুঝেছি, কেন দেরি কর্‌ছো তবে? দেখ্‌ছিস্ মন, লোকে আপনার বুদ্ধিফেরে সন্দেহ করে মরে; চারদিক্ ফরসা, এখন নির্ভরসাই ভরসা! হ্যাঁ, খুব নে কথা ক'য়ে, এ দিকে যাক সময় ব'য়ে। এক পলে কি হয়ে যায় জানিস্? এক পল আগে জ্যান্ত ছিল—এক পলে কাটা গেল। পল যোড়া দে সময় বাড়ে, পলের ভেতর বজ্জর পড়ে, যে পলের হিসাব রাখে কড়ে, তার পা কি বে-তাকে পড়ে। আ মর্ বুড়ো গড়ে, এখানে দাঁড়িয়ে কেন রে ভেড়ের ভেড়ে, পল যদি তুই এত মানিস্?

[পূর্ণরামের প্রস্থান।

গুঞ্জ। কি উপায়ে করি নিবারণ, পিতা সনে
একত্রে ভোজন মুকুলের, কহ মোরে?
কুশ। যদি কুমারের সনে একত্র ভোজন
আকিঞ্চন করেন ভূপাল, দৃঢ় পণে
প্রকাশিবে অসম্মতি,—বুঝিবে অন্তরে
রাজা, কিছু না করিবে সন্দেহের ডরে;
প্রবল সর্দ্দারগণ হয় নি দমন,
পাপাভীষ্ট পাপিষ্ঠ না করিবে সাধন;
যাই আমি—
গুঞ্জ। কহ ধাত্রি, নাহি কোন ভয়?
কুশ। করো না সম্মতি দান, হোক যেবা হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কারাগার

শিখন্ডী ও ঘাতকদ্বয়

শিখ। কে তোমরা?

১ ঘা। মানুষ, আর কে।

শিখ। তোমরা কি ঘাতক?

২ ঘা। যদি হই, তার আর কি?

শিখ। তবে বধ কর।

২ ঘা। তুমি বেশ মানুষ, বাঃ! কেউ আঁৎকে উঠে শিউরে ওঠে—কেটে সুখ মেটে না।

শিখ। দেখ, আমার ঠেঙে একটা বিদ্যা ছিল; আমি ভাল লোহা পেলে সোণা কর্‌তে পারি। তোমরা কেউ সে বিদ্যা শিখে নিবে?

১ ঘা। সত্যি?

শিখ। এই প্রত্যক্ষ দেখ না, তোমার তলোয়ার তো ভাল লোহার?

১ ঘা। ইস্পাতের, কাট্‌বো যখন টের পাবে।

শিখ। তবে আর কি, একজন একটু সিঁদুর আন দেখি?

১ ঘা। যা না—যা না, খপ্ ক'রে নিয়ে আয় না।

২ ঘা। তুই যা না।

১ ঘা। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, তুই দাঁড়া।

[প্রথম ঘাতকের প্রস্থান।

২ ঘা। দেখ, তুমি ওকে শিখিও না, আমায় শেখাও।

শিখ। কি করে শেখাব, সিঁদুর না হলে তো হবে না।

২ ঘা। তুমি মন্তরটা শিখিয়ে দাও না?

শিখ। আরে, সে কি ক'রে সিঁদুর দিতে হয়, না দেখ্‌লে পারবে না।

২ ঘা। তবে তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমার শিক্‌লি খুলে দিচ্ছি।

শিখ। কি ক'রে যাব, রক্ষীরা যে ধর্‌বে।

২ ঘা। আরে আমরা লুকোনো পথ দিয়ে আসি যাই, রক্ষীরা কি জানে আমরা এসেছি। হাঃ হাঃ হাঃ! রাজাদের কথা তুমি জান না, আমাদের লুকিয়ে পাঠিয়ে দেয়, সে কথা কি কাকে কোকিলে জান্‌তে পারে;—আমরা মেরে

যাই, রক্ষীরা এসে দেখে খবর দেবে। 'কে মার্‌লে'—'কে মার্‌লে' একটা গোল পড়ে যাবে! আমাদের বুড়ো রাজা কি একটা কম সেয়ানা ঠাউরেছ? এমনি মার্‌তুম, লোকে ঠাওরাতো তুমি আপনিই মরেছ; একজন চেপে ধর্‌তুম, আর একজন গলার শির কাট্‌তুম। নাও—চল চল, সে আবার এসে পড়্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রণমল্ল ও খাণ্ডাধারী

রণ। কই, এখনো তো আস্‌ছে না?

খাণ্ডা। মহারাজ, ভাব্‌ছেন কেন—যে ফাঁদ পেতেছি, পড়্‌লো বলে। এখন রাণীর কাছে আছে, আমি যাব না—রাণী আমায় বড় সন্দ করে।

রণ। ঠিক তো?

খাণ্ডা। আর একটু বসুন না।

রণ। তুই রঘুদেবের কাপড় কোথা পেলি?

খাণ্ডা। তার ঠেঙে যে যা চায়, তাই দেয়; আমি বল্লুম, "বাবা এই কাপড়খানি আমায় দাও"—তখনি ছেড়ে দিলে।

রণ। এখন তোরে এক কাজ কর্‌তে হবে—লোক নিয়ে যা, আজ রঘুদেবকে বধ কর্‌তে হবে।

খাণ্ডা। বড় সোজা কথাটি কি না—একে তো সেই ষণ্ডা জোয়ান, তার পর সর্দ্দারদের সেইখানে আস্তানা হয়েছে—সহরের যত লোক আস্‌ছে যাচ্ছে, দিন-রাত পা পুজো কর্‌ছে।

রণ। এ কাজ কর্‌তেই হবে—যেমন করে হয়; খুব পাকা দেখে লোক নিয়ে যা।

খাণ্ডা। ও কাঁচা পাকার কর্ম্ম নয়।

রণ। না পারিস্‌ তো তোর আর মুখ দেখ্‌বো না; দেখ্‌ না, এত ফিকির জানিস্‌।

খাণ্ডা। বড় শক্ত।

রণ। কর্‌তেই হবে—ও থাক্‌তে আমার রাত্তিরে ঘুম হয় না—ও এখনি মনে কর্‌লে মিবার শুদ্ধ তোলপাড় কর্‌তে পারে, সর্দ্দার-দের নিয়ে কি একটা ষড়্‌যন্ত্র কর্‌ছে, আর ও থাক্‌লে বিজয়ীর মন পাব না।

খাণ্ডা। মহারাজ, মন নিয়ে কি ধুয়ে খাবেন?

রণ। না—না, ঐরাবতের আহার ভেক হয়ে চায়!

খাণ্ডা। সে ফিরেও তাকায় না।

রণ। আরে, তুই বুঝিস্‌ নে, সে বেঁচে থাক্‌লে সর্ব্বনাশ হবে; এ কাজ যদি না পারিস্‌, তুই আর আমার সাম্‌নে আসিস্‌ নি। তুই জানিস্‌, ও আজ মনে কর্‌লে রাজা হতে পারে; যতদিন ও আছে, মুকুলকে মার্‌তে আমার সাহস হয় না। গুঞ্জমালা বোধ করি ওর ভরসা পেয়েছে, নইলে আজ আমার মুখের ওপর বল্‌লে, "না, আমি মুকুলকে তোমার সঙ্গে খেতে পাঠাব না।" আমি থেমে গেলেম, বুঝ্‌লেম, অবশ্য কারুর সাহস পেয়েছে। কে আর সাহস দেবে, ঐ রঘুদেব বেটাই দিয়েছে।

খাণ্ডা। মহারাজ, ওরে মার্‌লে একটা গোলযোগ হবে।

রণ। হয় হবে, ও মলে সকলের বুক ভেঙে যাবে।

খাণ্ডা। ঐ শিকার পড়েছে, আপনি চুপ ক'রে এই চাদরখানা মুড়ি দিয়ে বসুন। আহা! কি ত্রিভঙ্গ, রঘুদেবই এসে দেখ্‌বে! ওর পেটের কথা আপনাকে শোনাই, শুনুন।

বিজয়ীর প্রবেশ

বিজ। কই খাণ্ডাধারী, রঘুদেব কই?

খাণ্ডা। আমায় কি দেবে আগে বল?

বিজ।, যা চাও।

খাণ্ডা। শেষটা মনে রেখো, আর কিছু না; তুমি খুব বুদ্ধি করেছ, একটি কাজ কর্‌তে পার্‌লেই বস্‌; মুকুলকে তো রাজা মার্‌বেই—সে তোমাকে তো এক রকম বলেইছেন; তুমি একদিন যোগাড় ক'রে মদের সঙ্গে একটু বিষ দিতে পার্‌লেই রঘুদেবকে নিয়ে সিংহাসনে বসো, কেমন, তোমার মনের কথা টের পাই নি বল?

বিজ। রাজা মদ খাবে কেন?

খাণ্ডা। তুমি দিলে কোঁত্‌ কোঁত্‌ গিল্‌বে।

বিজ। খাণ্ডাধারি, তুমি কি চাও?

খাণ্ডা। আগে রঘুদেবের বামে সিংহাসনে বসো, তবে বল্‌বো।

বিজ। তোমায় আমি রাজমন্ত্রী কর্‌বো, তুমি আমার সহায় হও।

খাণ্ডা। তোমার কোন্‌ কাজটা না কর্‌ছি বল?

বিজ। ও সব রক্ষীরা রয়েছে কেন?

খাণ্ডা। তোমার প্রাণধন যে ষণ্ডা, যদি পালায় তো তুমি ধরে রাখ্‌বে, না আমি ধরে রাখ্‌বো? যাও, ঐ গোঁ হয়ে বসে আছে।

[খাণ্ডাধারীর প্রস্থান।

রণমল্লের বিজরীর নিকটে আচ্ছাদিত হইয়া আগমন

বিজ। প্রাণনাথ, ত্যজ অভিমান, কথা কও,
চাও চাঁদবদন তুলিয়ে, তৃপ্ত কর
নয়ন-চকোর, সদা সুধা-অভিলাষী;—
ক্ষমা কর, দাসী উন্মাদিনী—গুণমণি
ধরি পায় প্রাণ রাখ, প্রাণের জ্বালায়
এনেছি তোমায় বন্দী করি; প্রাণেশ্বর
সদয় অন্তর তুমি; নিদয় হয়ো না
অবলায়; যেবা যেই মাগে তব পায়
তখনি সে পায়, তবে কেন কৃপানিধি
তাপিত তরুণী, বারিবিন্দু নাহি কর
দান? কুল শীল মান জীবন যৌবন
সমর্পণ করে নারী, কর হে গ্রহণ;
যায় প্রাণ, খোলো মুখ, তোলো আবরণ।

রণ। এই যে প্রাণ-প্রেয়সী, প্রাণের ফাঁসী, আমি তোমার তরে দিবানিশি বসে চ'খের জলে ভাসি।

বিজ। কি সর্ব্বনাশ, এ কে?

[বিজরীর প্রস্থান।

রণ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! আপনি শেকল পরেছ, এখন কোথায় পালাচ্ছো; যাও—যাও, ঘুরে এস, ঘুরে এস—রঘুদেবকে ফেলে থাক্‌তে পার্‌বে না।

বিজরীর পুনঃ প্রবেশ

বিজ। পিতা তুমি মহারাজ, ধর্ম্ম-অবতার,
আমি তব তনয়ার সখী—ক্ষমা কর,
ধর্ম্ম ভিক্ষা চাহে পদে কুমারী কামিনী;
নৃপমণি, ফেল না হতাশে, বধ প্রাণ
ইচ্ছা যদি, কর নির্ব্বাসিত, দেহ দণ্ড
যেবা আজ্ঞা হয়, সদাশয় রাখ ধর্ম্ম-
ভয়, নিরাশ্রয় অবলায় করো না হে—
করো না পীড়ন, বীর-ধর্ম্ম—ধর্ম্ম রক্ষ'
বীর তুমি ধর্ম্মনাশ করো না প্রয়াস।

রণ। কারে বল্‌ছো? আমি রঘুদেব চিন্‌তে পার্‌ছো না? এ কার কাপড়, রঘুদেবের না? দেখ—ভাল করে দেখ, রঘুদেবের আশা কর্‌ছো—সিংহাসনে বসাবে।

বিজ। প্রাণ দণ্ড কর—তনু খণ্ড খণ্ড করি
লহ প্রাণ; অনল-দহনে বিষ-দানে
কুক্কুর-চর্ব্বণে শূলে হস্তি-পদতলে—
কঠিন নিয়মে বধ কর নরপতি;
করো না অধর্ম্ম, রাখ কন্যার মিনতি।

রণ। ইস্‌, এত ধর্ম্ম! তুমি কার আশায় আমায় বঞ্চিত কর্‌তে চাও? রঘুদেব! রঘুদেব যমালয়ে, এই দেখ, ঘাতক তাকে বধ ক'রে আমায় তার কাপড় এনে দিয়েছে। দেখ্‌ছো, চিনেছো—এ রঘুদেবের কাপড়।

বিজ। এ্যাঁ—এ্যাঁ! (মূর্চ্ছা)

রণ। তুমি একা নও, অনেকেই মূর্চ্ছা গিয়েছে।

ঘাতকের সহিত খাণ্ডাধারীর প্রবেশ

খাণ্ডা। মহারাজ, সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে! কারাগার হ'তে শিখণ্ডী পালিয়েছে। শীঘ্র আসুন, সৈন্যদের আজ্ঞা দিন, প্রজারা মহা গোল কর্‌ছে, বিদ্রোহী বা হয়। এই বেলা দমন না কর্‌লে মহা সর্ব্বনাশ হবে!

রণ। এ্যাঁ, বলিস্‌ কি?

[বিজরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিজ। আমি কোথায়? এই তো আমার গৃহ,—ওহো, এখনি নরাধম আস্‌বে, কোথায় পালাবো? এই গবাক্ষ হতে উদ্যানে পড়ি। উঃ! বড় উচ্চ—প্রাণ যায় যাবে! [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দেবালয়-সম্মুখ

প্রজাগণ, রঘুদেব ও সভাসদ্‌গণ

প্রজা। জয় রঘুদেবজীর জয়! জয় রঘুদেবজীর জয়!

১ স। পূজা ধর পরমাত্মা পরম-পুরুষ
সনাতন; আর্য্য! মজে রাজ্য অত্যাচারে

মহাশঙ্কা ঘরে ঘরে, রাজদূত—যম-
দূত সম ফেরে; কবে কারে ধরে, কবে
বধে বিনা অপরাধে; কবে হরে ধন,
গোধন হরণ করে; কুলের কামিনী
নাহি মানে—সুন্দরী রমণী ঘরে যার,
অকস্মাৎ বুকে ছুরি তার; ধনী জন
সদা সশঙ্কিত, প্রজা ছিন্ন-ভিন্ন, মানী-
গণ মানচূর্ণ—পাপাচার পরিপূর্ণ
ন্যায়শূন্য রাজ্যভার যার; হাহাকার-
ধ্বনি ওঠে প্রতিধ্বনি রাজধানী
বেড়ি নিরন্তর; উচ্চপদ যার, প্রাণ কাঁপে
তার, ঘাতকের গুপ্তছুরি চারিদিকে;
কারাগারে শিখণ্ডীনিধন হত্যাকারী-
হস্তে শুনি; প্রজাগণে সৈন্যে বধে রাজ-
পথে; কর পূজ্যপাদ উপায়বিধান
এ বিপদে, নহে প্রভু মিবার মজিবে,
অস্ত যাবে সূর্য্যবংশ-বিখ্যাত গৌরব।

রঘু। বনবাসী দীন দাস, কিশোর সন্ন্যাসী—
ফলমূলে জীবন-যাপন, কার্য্য মম
দেবসেবা কুসুম-চয়ন; রাজ্য-কোলা-
হল, অস্ত্র-ঝনৎকার, রণ-সিংহনাদ,
বাদ-বিসংবাদ কভু কর্ণে নাহি পশে;
সহায়-বিহীন, নাহি কার্য্য-কুশলতা
মম, কহ আমা হতে উপায় কি হবে?

২ স। শ্রীমুখে পাইলে আজ্ঞা চিতোর-
নিবাসী
অগ্নিসম গর্জ্জিয়ে উঠিবে, যুবা বৃদ্ধ
বালক বনিতা অস্ত্র ধরি নিবারিবে
অত্যাচারী দেশ-অরি; লাক্ষরাণা-বংশ-
ধর, তুমি দেব, দেহ প্রজারে আশ্রয়,
মহাভয় দূরীকৃত কর মহাশয়!

রঘু। স্বধর্ম্ম-পালন শ্রেয়ঃ শোন মতিমান্;
রাজা রাজধর্ম্মে, যোদ্ধ যুদ্ধকর্ম্মে, কৃষি-
কার্য্যে কৃষী রবে রত, সন্ন্যাসীর ব্রত—
ঔদাস্য সংসার-কার্য্যে; স্বধর্ম্ম-পালন
মঙ্গল-সাধন, অমঙ্গল ধর্ম্মে হেলা,
বিষয়ী-সন্ন্যাসী করে অধর্ম্ম অর্জ্জন।
অধর্ম্ম বারণ কভু অধর্ম্মে না হয়,
নিজ নিজ ধর্ম্ম পালে যেই রাজ্যে সবে,
সে রাজ্যের নাহিক পতন; নিজ কার্য্যে
রত রহ সবে, অনিষ্ট না হবে, ইষ্ট-
সিদ্ধি তাহে অসংশয়; যবে অত্যাচার-
পূর্ণ ধরা, ধর্ম্মরক্ষা হেতু সাধুজন,
শোণিত-প্রদানে হরে ধরণীর তাপ,
সেই রক্তস্রোতে হয় অত্যাচারী নাশ—
সুখের আবাস পুনঃ হয় এ মেদিনী,
সাধুর শোণিতে যবে ধৌত হবে ধরা—
জেন হবে অত্যাচার নিবারণ ত্বরা।
নিয়ত প্রার্থনা মম ঈশ্বরের পায়,
মঙ্গল বিধান বিভু করুন কৃপায়।
দুর্যোগ নিকটে, সবে কর হে গমন।

সভা। নমস্কার দেব, যেন পদে রহে মন।

প্রজা। জয় রঘুদেবের জয়! জয় রঘুদেবের
জয়!

[প্রজাগণ ও সভাসদ্‌গণের প্রস্থান।

রঘু। ঘোর ধূম্রবর্ণ মেঘমালা বেগে ধায়
ঝটিকা-বাহনে, ক্ষণপ্রভা রহি
রহি লক্‌লকে ভুজঙ্গিনী-জিহ্বা সম,
নৃত্য করে প্রভাময়ী কঠোর নাদিনী!
ঘূর্ণবায়ু গর্জ্জনে ভীষণ, গণ্ডগোল—
ঘন ধূলি মাখি কায় উন্মাদ কানন
ধরায় নোয়ায় শির—বিকৃতি প্রকৃতি—
তিমির-বসনা ঘোর রণরঙ্গে মাতি!—
শান্ত হও ভয়ঙ্করি, দিব বলিদান,
সন্তান-শোণিতে যেন পূরে মা পিপাসা,
দাসের রুধিরে যেন শান্তি লভে ধরা।

খাণ্ডাধারী ও ঘাতকদ্বয়ের প্রবেশ

১ ঘা। উঃ! বেজায় জোয়ান।

খাণ্ডা। ভয় কি, তিন জন আছি। মহাশয়,
মহারাজ এই পরিচ্ছদ আপনাকে উপঢৌকন
পাঠিয়েছেন।

রঘু। কৃতার্থ এ দাস; ঐ রুধির—রুধির!

খাণ্ডা। মহাশয়, রাজপোষাক গ্রহণ করুন।

রঘু। (হস্ত প্রসারণ করিয়া)
কিঙ্করে করুণা অতি, শান্ত হও ভীমা—
সন্তানে লহ মা বলি, পিও রক্তধারা—

ঘাতক কর্ত্তৃক আঘাত

পুরাও কামনা, তৃপ্ত হও রক্তে মম;

পুনর্ব্বার আঘাত

চৌদিকে রুধির-স্রোত, রুধির—রুধির!
রুধির-তরঙ্গ বয়ে যায়—মুণ্ডমালা

ভাসে শত শত! ঐ—ঐ, রুধির—রুধির।

পতন

[খান্ডাধারী ও ঘাতকগণের প্রস্থান।

ওই—ওই—ওই রাঙা চরণ তারিণী—
ওই রাঙা পা দুখানি,—বিদায় ধরণি!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রঘুদেবের সমাধি-মন্দির

চিতোরবাসী পুরুষগণ ও স্ত্রীলোকগণ

১ পু। শাঁক বাজাস্ নে, শাঁক বাজাস্ নে, চুপি চুপি চল্, ফুল্ দিয়ে আলে রেখে চ'লে যাই।

২ পু। শাঁকটা বাজাই, কে আর টের পাবে?

১ পু। ওরে না না, বুঝিস্ নে—রাজ-দূত কাণ খাড়া করে রয়েছে, এখনি টেনে নিয়ে যাবে।

১ স্ত্রী। ধরে ধর্‌বে, তাই বলে পুজো কর্‌বো না?

গাহিতে গাহিতে স্ত্রী-পুরুষগণের সমাধি-মন্দির প্রদক্ষিণকরণ ও তাহাতে পুষ্প বরিষণ

গীত

পুরুষগণ

জয় জয় রঘুদেব, জয় জয় জয়,
কিশোর কাননবাসী করুণা-নিলয়।

স্ত্রীগণ

জয় কমনীয় কায়, শশিকর রাঙা পায়,
জয় জয় কৌষিক বসন।

পুরুষগণ

জয় সদয়-হৃদয়।

স্ত্রীগণ

প্রসন্ন বদনে শান্তি, হের কান্তি মনোভ্রান্তি,
জয় জয় প্রফুল্ল-নয়ন।

পুরুষগণ

জয় জয় প্রেমময়!
জয় জয় রঘুদেব, জয় জয় জয়,
কিশোর কাননবাসী করুণা-নিলয়।

স্ত্রীগণ

জয় বনফুল-হার, নিরঞ্জন নিরাধার,
কুমার—কুমার-অবতার;

পুরুষগণ

জয় মদন বিজয়!

স্ত্রীগণ

চন্দনচর্চ্চিত অঙ্গ, মনোমত মানভঙ্গ,
স্মরণে হরণ দুখভার।

পুরুষগণ

জয় সভয়ে অভয়!
জয় জয় রঘুদেব, জয় জয় জয়!
কিশোর কাননবাসী করুণা-নিলয়।

১ পু। অই রে কে আস্‌ছে, পালা—পালা—পালা।

শিখন্ডীর প্রবেশ

শিখ। রঘুদেব, রঘুদেব, ভাই—ভাই, আহা
কিশোর-সন্ন্যাসী, দেব-অবতার! বুঝি
মমতায় এতদিন ধরি এ জীবন,—
হলো না—হলো না প্রতিদান, রহিল রে
প্রতিহিংসা-তৃষা; তবে কেন দেহভার—
ভার গুরু-ভার; আহা, তোমার মরণ!
রঘুদেব, কুমার, কিশোর-যোগী কোথা
ভাই, কোথা তুমি দেখা দাও—
দেখা দাও;
হা রঘুদেবজী—ই! হা রঘুদেবজী—ই!
করো না রে ঘৃণা, এস ভাই মৃত্যুকালে।

বিজয়ীর প্রবেশ

বিজ। এ কি, তুমি না ক্ষত্রিয়! আত্মহত্যা-
প্রতিশোধ? ধিক্! আত্মহত্যা রমণীর,
এ কি বীর-ব্যবহার, প্রতিহিংসা পরাঙ্মুখ!
ধরণীর গর্ব্বে রঘুদেব, রণমল্ল
সিংহাসনে, কাঁদে শিশোদীয় কুল, দস্যু
রাঠোর উল্লাসে ভাসে, বীরত্ব প্রকাশ

এই তব আত্ম-বলিদানে? হেয় মৃত্যু-
প্রতিদান! ছিঃ ছিঃ, আমি নারী, ঘৃণা হয়
মম; শোক পরিহর, বীর-কার্য্য ধর,
শত্রুর শোণিতে কর অনল নির্ব্বাণ;
মৃত্যু ইচ্ছা যদি শত্রু-শব-শয্যাপরে
লভিও বিরাম শুয়ে অনন্ত শয়নে;
মৃত রঘুদেব, নারী আমি তবু প্রাণ
ধরি, বহি দেহ প্রতিবিধানের তরে;
বীর তুমি, বহ ব্যথা বীর-ব্যবহারে;—
নারীর প্রকৃতি কভু সাজে কি তোমারে?
শিখ। কহ মাতা, বৃথা কেন রাখিব জীবন?
জ্বলিল বিদ্রোহানল, সাজিল আবাল-
বৃদ্ধ রণে, রক্তস্রোত ঢালিল সলিল
সম তৃণ জ্ঞান করি প্রাণ, অর্দ্ধাশনে
অনিদ্রায় বিনা আচ্ছাদনে, বারিধারা
প্রখর রবির কর, তরু যথা মাথা
পাতি নিল, অর্থশূন্য, অস্ত্রহীন, ধনু-
গুণ বেণী-বিনির্ম্মিত, অপূর্ণ তূণীর,
ভগ্ন অসি, কুঠার আয়ুধ কা'র করে,
পশিল সমরে হায়, মাংসাহারী জীব
পোষণ কারণ? বলবান্ অরি মহা
অস্ত্রে সুসজ্জিত, ভোগপুষ্ট, রাজকোষ
অনাবৃত রণ-ব্যয়ে, সঞ্চালিত শ্রেণী—
সুদক্ষ সামন্তবৃন্দে; দমিল সহজে
অরক্ষিত অশিক্ষিত প্রজাগণে; পুঞ্জ
পুঞ্জ অস্থি স্তূপাকার নেহার প্রান্তর-
বক্ষে, হের চক্ষে দগ্ধ গৃহ, রাজ্য যুবা-
শূন্য, মৃদু রোলে কাঁদে অনাথা বিধবা
শিশু সুত কোলে ল'য়ে, অস্ত্রাঙ্কিত হের
অঙ্গ মম, পুনঃ কেন প্রতিহিংসা-সাধ;—
দুর্ব্বার রাঠোর, দুর্গপূর্ণ রাঠোরীয়
চমু; রণবহ্নি প্রজ্বলিত করি পুনঃ
কিবা ফল স্বগণ-নিধনে; ত্যজি দেহ,—
দেখিতে সহিতে নারি বিপক্ষ-প্রভাব।
বিজ। হয়েছে দুর্দ্দিন গত, সুদিন উদয়,
আসিছে চিতোরে চণ্ড বিপক্ষ বিজয়,
ভাতিবে সৌভাগ্য-সূর্য্য উজ্জ্বল কিরণে,
রাঠোরীয় বংশ ধ্বংস হবে আজি রণে।
শিখ। কে তুমি, কি হেতু কহ প্রবোধ-বচন?
আসিবে না নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর,
রাজমাতা-অনুমতি বিনা, রঘুদেব-
মৃত্যুবার্ত্তা শুনি মম মুখে, হাহা রবে
পড়িল ধরণীতলে, কুঠার-আঘাতে
শালবৃক্ষ যথা, অবিরল চক্ষুজলে
ভাসিল দুকূল, ত্যজি শ্বাস রক্ত আঁখি
গর্জ্জিয়ে উঠিল দন্তে অধর চাপিয়ে;
কিন্তু হায়, ভালে কর হানি বার বার
কহিল গভীরে, "কি করিব বদ্ধ হস্ত-
পদ, নাহি রাজমাতা-অনুমতি, রাণা-
প্রতিনিধি রাজমাতা—বালক কুমার
অধিকার জননীর, চিতোর প্রবেশ
নিষেধ আমার, তবে কি করি বিধান,—
রাজ-আজ্ঞা অবহেলা করিবারে নারি।"
বিজ। কর চিন্তা দূর শূর, নাহি বাধা আর,
রাজমাতা-আজ্ঞা-মত আসে মহাবল।
শিখ। আসে চণ্ড মতিমান্ রাজ্ঞী আজ্ঞামত।
অগণ্য রাঠোর সৈন্য, দুর্গ সুরক্ষিত,—
আসে একা, কিবা সৈন্য সাথে, কোথা এবে?
নাহি শুনি আয়োজন নিবারিতে তারে,
সতর্ক রাঠোরগণে বার্ত্তা নাহি জানে,
এ কেমন! কেন বোধ দেহ অকারণ?
বিজ। ধীর! হও স্থির, চণ্ড মহাবীর আজি
নিশিযোগে পশিবে চিতোরে ছদ্মবেশে,
দেওয়ালি উৎসবে মত্ত রবে সবে, আছে
রণদক্ষ সেনা তার দুর্গ-মাঝে ভৃত্য-
সাজে, কয় দিন হতে নগরে নগরে,
গ্রামে গ্রামে বিলায় মিষ্টান্ন মহারাণা,—
ফিরে যামিনীতে; নিত্য নিত্য আনাগোনা,
অসতর্ক প্রহরী-সকল সন্দিহান,
নাহি হবে, স্বল্প সৈন্য ল'য়ে দুর্গমাঝে
চণ্ড প্রবেশিবে, ছলে ভুলেছে রাঠোর।
শিখ। এ মিষ্টান্ন বিতরণ চণ্ডের কৌশলে?
আসা যাওয়া নিত্য নিত্য বাহিরে ভিতরে
শত্রুরে করিতে অন্ধ? না না, দ্বন্দ্ব উঠে
মনে, কহ বিবরণ সবিশেষ, কোথা
চণ্ড, কিরূপে বা সৈন্যগণ তার আছে
দুর্গে দাসভাবে, কেহ সন্দ না করিল,
কি ছলে ভুলিল ক্রূরমতি সন্দিহান
অরি?
বিজ। কয় জন মাত্র আইল প্রথমে;
চণ্ডগত-প্রাণ যত ভীল অনুচর,
অত্যল্প বেতনে করি দাসত্ব স্বীকার,
সেবায় তুষিল দুষ্টগণে, প্রয়োজন-
মত ক্রমে আনিল বান্ধব যত ছিল;

ভীল ভিন্ন অন্য ভৃত্য নাহি সামন্তের
প্রায় এবে।

শিখ। বুঝিলাম—বুঝিলাম, কহ
কিরূপে এ গুহ্যবার্ত্তা তুমি অবগত?

বিজ। আমি অবগত! কি বুঝিবে কি আগুন
হৃদি-মাঝে, কি পিপাসা—রণমল্ল-বক্ষ-
রক্ত-তৃষা, কি অশান্তি—কি অশান্তি!
নিশি-দিন ভ্রমি অবিচ্ছিন্ন-গতি, হের ছিন্ন
পদ, হের রুক্ষকেশ ধূলি-ধূসরিত,
হের ক্ষত অঙ্গ বন্যপথে শত শত
কণ্টক-আঘাতে—মান্দুরাজ্য—চণ্ড যথা
নির্ব্বাসিত, ইষ্ট স্থান মম, আসি যাই
তন্তুবায়-তুরিসম; উৎসুক-নয়নে
দেখি, তীব্র-কর্ণে শুনি, জানি চণ্ড-সেনা-
গণে জনে জনে, দাস-সাজে দুর্গ-মাঝে
দেখি এবে সবে, দূর হতে দূরান্তরে
দিন দিন মিষ্টান্ন উৎসব, ব্যগ্র-চিত্তে
করি আন্দোলন হেতু কিবা, নিত্য ভ্রমি
উৎসবের সনে, আজি মহা সমারোহ
গোসুন্দায়, হোথা গুপ্তপথে ছদ্মবেশে
চণ্ড আসে গোসুন্দাভিমুখে; অকস্মাৎ
বিদ্যুৎ-ঝলক সম চকিল-হৃদয়ে
তত্ত্ব যত, পরে ধাত্রী সনে ঠারেঠোরে
রাজ্ঞীর বচনে আজি নিশ্চিত হইল
অনুমান, হেরিনু প্রমাণ সমাগত-
প্রায় চণ্ড, ঊর্দ্ধশ্বাসে এসেছি নগরে,
আশা মনে, আক্রমণে পারি যদি কোন
সাহায্য করিতে; দেহ বিশ্বস্ত সর্দ্দারে
সমাচার, হও সবে প্রস্তুত গোপনে,
ঘোর সিংহনাদে যবে চণ্ড আক্রমিবে,
মিলিয়ে সদল-বলে দিও রণে হানা।

শিখ। কে তুমি, মা?

বিজ। কে আমি? কে আমি? উন্মাদিনী—
রণমল্ল-বক্ষ-রক্ত-পান-আকাঙ্ক্ষিণী!
করালিনী! মণি-হারা কাল-ভুজঙ্গিনী!

[বিজয়ীর প্রস্থান।

শিখ। অদ্ভুত-চরিত্র বামা! উষ্ণ রক্তস্রোত
বহে কায় ভীমার কথায়, বিভীষণা—
সংহার-রূপিণী, সত্য বাণী; রক্ত আঁখি।
মুখ-ভঙ্গী দশন-পেষণে প্রকাশিত;
দেখিব কি হয়, আশা ধরি নিরাশায়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

মুকুল, গুঞ্জমালা ও কুশলা

গুঞ্জ। চিতোরী প্রাকার ওই নেহার সম্মুখে,
আইল যামিনী—কোথা চণ্ড? চিহ্ন তার
নাহি হেরি, নাহি শুনি সৈন্য-কলধ্বনি;—
কি করিবে একা পশি অসংখ্য বিপক্ষ-
মাঝে ফিরে গেলে সর্ব্বনাশ! আজি সাঙ্গ
হ'লো এ উৎসব, পুনঃ কি কৌশলে বল
দুর্গ হতে আসিব বাহিরে! বহু কষ্টে
অনুমতি করেছি গ্রহণ, নিরুপায়—
হুতাশে শুকায় প্রাণ, কি হবে সজনি,
মুকুলের কল্যাণ না হেরি! ফিরে অরি
সুযোগ-প্রয়াসে, কবে ভাঙ্গে লো এ পোড়া
কপাল, কি হবে! ক্রূর-কার্য্য-পরায়ণ
কুটিল বিপক্ষ বুঝি ভেদিল মন্ত্রণা,
পথে চণ্ডে করেছে নিধন, দুর্গ-দ্বারে
গুপ্তচর আছে বা লুকায়ে, আক্রমিবে
উত্তরিলে তথা মোরা সবে, আজি বুঝি
সকলি ফুরায়; মহোৎসব অবসান,
জনশূন্য এ প্রান্তর, এবে কাঁপি ত্রাসে
নাশে পাছে নরঘাতী গুপ্তচর আসি।

কুশ। যেবা হয় রহি সবে প্রতীক্ষায় এই
স্থানে, নিরুপায় হায়, চণ্ড না আইলে।
সদা সন্দ হয় মম সহজে নৃপতি
দিল অনুমতি এ উৎসবে, দুরভীষ্ট
কি আছে, কে জানে, নহে কথায় না ভোলে
খলমতি; বাড়িল যামিনী ক্রমে, ওই
দীপমালা সাজায় আঁধারে পুরবাসী
দেওয়ালি-সম্মান হেতু; দূরে কা'রে নাহি
হেরি, বৃক্ষ মাত্র ব্যোমচক্রে সম্মিলিত;—
ইষ্ট ভ্রষ্ট হলো, গেল সকলি মজিল,
কোন দিকে নাহি দেখি কল্যাণ-বিধান।

গুঞ্জ। পলাইয়া চল রাখি প্রাণ, চল পশি
বনে, যেবা হয় পরিণামে।

কুশ। ভাল মন্দ
বোধ নাহি আর, শূন্যাকার অন্ধকার
হেরি, কোথা ত্রাণ কোথা যাব, দ্রুতপদ
ঘাতকের বিলম্ব না হবে, পথশ্রান্ত
বালকে ধরিতে; পুর্ণ রাঠোর মিবার,—
কোথা শত্রু কোথা মিত্র কিছুই না জানি,

কে দিবে আশ্রয়, কহ রাজদণ্ডভয়ে?
পড়িবে ঘোষণা রাজ্যময়, ধন-লোভে
তত্ত্ব দিবে নিঃস্ব জন, তবে কিবা ফল
পলায়নে? টুটিল আশার বাসা মনে!

মুকু। মা, পালিও না—দাই-মা, তুমি তো বল দাদাজী মিথ্যা বলে না, দাদাজী আস্‌বে, তুমি দেখ মা, দেখো; আমি বাঁচ্‌বো, মা—বাঁচ্‌বো; আমার আর বুক কাঁপ্‌ছে না, আমি দাদাজীর সঙ্গে সঙ্গে থেকে যুদ্ধ কর্‌বো; দাদাজী থাক্‌লে আমার ভয় করে না; দেখো দাই-মা, আমায় কেউ মার্‌তে পার্‌বে না।

গুঞ্জ। ধাত্রি—ধাত্রি,
ওলো ফাটে প্রাণ বালকের
প্রবোধ-বচনে, বাছা ভাল মন্দ নাহি
জানে, শুনে চণ্ড আসে—আনন্দ ধরে না
আর, জন্ম-জন্মান্তরে করিয়াছি
পাপ, অন্নে দিছি ছার, বিশ্বাস বিনাশ
করিছি লো কত, ঘরে ডেকে মারিয়াছি
ছুরি বুকে, সতিনী-নন্দন আহা, সাধু
সদাশয় পাঠায়েছি নির্ব্বাসনে, তাই
ভুঞ্জি প্রতিফল; নিজ পতি-রাজধানী
শমন-ভবন সম হেরি, একমাত্র
বংশধর রক্ষিবারে নারি, অভাগিনী
মম সম ধরণী কি ধরে আর! যাই
পিতৃ-সন্নিধানে, করি আবেদন জানু
পাতি, কর জুড়ি কেঁদে বলি, "লহ রাজ্য-
ধন, সিংহাসন নাহি প্রয়োজন, মাগি
মাত্র বালকের প্রাণ-দান, শিশু পুত্র—
দৌহিত্র তোমার, কর অভয় প্রদান
এই ভিক্ষা চাই, রাজ্য কর বিনা বাধে।"

কুশ। চাহ রাণি, পাষাণে সলিল, আকিঞ্চন
অমৃত ভুজঙ্গ-দন্তে, বজ্রে কোমলতা;—
শুনি রাণি, অশ্ব-পদধ্বনি।

গুঞ্জ। যাও ধাত্রি,
পলাও মুকুলে লয়ে, আসিছে ঘাতক,—
নিশ্চয় এ নরহন্তা, দেখ যদি কোন
মতে পার বাঁচাইতে, যাও—যাও, আছ
কি সাহসে? রহি শত্রু বিলম্বিতে, যাও—
দেখ কিবা? এলো—এলো, আসে
বায়ুগতি!

মুকু। মা, দাদাজী—দাদাজী! অমন ঘোড়া কেউ চড়্‌তে পারে না। দেখ্‌ছো না দাই-মা, দেখ্‌ছো না ঝড়ের মত আস্‌ছে!

কুশ। আসে এক অশ্বারোহী, নামে অশ্ব হতে,
সুশিক্ষিত বাজী নাহি চলে এক পদ,
আসিছে আরোহী এই দিকে।

মুকু। মা, দাদাজী!

কুশ। চুপ, মা গো চিতোর-ঈশ্বরি, এত দিনে
পড়েছে কি মনে তব আশ্রিত মুকুলে?

চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ড। নমস্কার রাণা, মাতা কর আশীর্ব্বাদ;
ধাত্রী মা গো, করে দাস শ্রীচরণ সাধ।

কুশ। চিরজয়ী হও বৎস, ঘুচাও বিষাদ।

মুকু। দাদাজী—দাদাজী, আমায় কোলে নাও।

চণ্ড। ভাই—ভাই, মুকুল—মুকুল—মহারাণা,
চণ্ডের প্রাণের নিধি, বাপ্পা-বংশধর!

গুঞ্জ। লজ্জাহীনা বৎস, তাই আছি দাঁড়াইয়া,
অন্য জনে পশিত মেদিনী-বক্ষে, তুমি
সুজন সুধীর, উচ্চ-মনে তব হিংসা
দ্বেষ নাহি পায় স্থান, অবোধ রমণী
আমি বাছা, কত ক্লেশ দিয়াছি
তোমারে—
মাহাত্ম্যে তোমার ধীর, চাব ক্ষমা নাহি
অধিকার, নিজগুণে করেছ মার্জ্জনা।

চণ্ড। সন্তানে করো না অপরাধী মাতা; নাহি
অবসর, ধীর-পদে হও অগ্রসর,
প্রবেশ করো না পুরী, দূরে হের ভীল-
অনুচর মম, যথা যাবে যেও পাছে,
লয়ে যাবে রঘুদেব-সমাধি-মন্দিরে,—
কানন-মাঝারে অতি নিরাপদ স্থান,
নিশায় কেহ না যায় তথা আশঙ্কায়।

গুঞ্জ। বৎস, দূর কর চিন্তা মম, জিজ্ঞাসি
তোমায়,
লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ-রক্ষিত রাজধানী,
একা তুমি কি করিবে, কেমনে বা পুরী
প্রবেশিবে? সাবধান সতর্ক প্রহরী
সদা ফিরে, পিপীলিকা প্রবেশিতে মানা।

চণ্ড। ত্যজ ভয়, রণজয় করিব নিশ্চয়,
প্রসন্ন ও পদ-ধ্যানে মা প্রসন্নময়ী;
সংগ্রামে পণ্ডিত মম ভীল-অনীকিনী,
ভৃত্যভাবে দুর্গে অবস্থিত, অতি স্বল্প
সেনা সহ পশিব নগরে, মহারণ্য

খাণ্ডবে অনল যথা দহিব বিপক্ষ-
পক্ষ রোষানলে, কেহ না পাইবে ত্রাণ।
শোন মাতা, যে উদ্দেশ্যে মিষ্টান্ন উৎসব
উপদেশ মম, নিত্য হবে আনাগোনা,
জিজ্ঞাসিলে রক্ষিগণ করিব উত্তর,
আছিলাম রাণা সনে গোস্‌ন্দা নগরে
দেবালি উৎসবে, আসিয়াছি দুর্গে রেখে
যেতে তারে, জানে নিত্য লোক আসে যায়,
সন্দ না করিবে; যাও বাড়িছে রজনী।

কুশ। হও গো চিতোরেশ্বরি, সমরে সহায়,
আশ্রিতে রেখো মা পায়, দেহ রণ-জয়।

[চণ্ড ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভীলগণের প্রবেশ

ভীলগণ। গীত

কাড়া সাড়া দিলে, খাড়া দাংগা মিলে
কাড়ি বুড়ী বোলে,
কুড়্ কুড়্ ঝাঁইরে কুড়্ কুড়্ ঝাঁই;—
বড় মিঠে লড়াই রে মিঠে লড়াই।
হাল্লা ওঠে, গরমি ছোটে,
জোটে জোটে ধাই;
সাঁই সাঁই সাঁই রে, সাঁই সাঁই সাঁই,—
বড় মিঠে লড়াই রে মিঠে লড়াই।
রণারণি, ঝনাঝনি, হানাহানি,
মজা উড়াই রে মজা উড়াই,—
বড় মিঠে লড়াই রে মিঠে লড়াই।

চণ্ড। হের ঐ চিতোর নগর পুণ্যধাম—
উচ্চ-শির-প্রাচীর-বেষ্টিত, ধরাধর-
গর্ব্ব খর্ব্ব যাহে, সূর্য্যবংশ-অবতংস
গৌরব-আকর বাপ্পারাও, কীর্ত্তি যাঁর
ব্যাপ্ত ধরাতলে, বসিতেন ওই পুরে;
স্বর্গোপম গরীয়সী মম জন্মভূমি,—
পিতৃ-পিতামহ-দেবালয়,—আজি তথা
বিহরে রাঠোর—রম্য নন্দন-কাননে
দুরন্ত দানবদল, রাণা-সিংহাসনে
মারবার-কিরাত-বর্ব্বর, কেশরীর
গহবরে জম্বুক, বসে চণ্ডাল বেদিতে,
রাজ-হস্তী ভুজঙ্গ-বেষ্টনে জরজর,
সুন্দর চিতোর এবে পিশাচের ঘর।

গীত

১ ভীল। রণারণি ঝনাঝনি হানাহানি—
মজা উড়াই রে মজা উড়াই,—
বড় মিঠে লড়াই রে মিঠে লড়াই।

সকলে। কাড়া সাড়া দিলে * * *

চণ্ড। নৃত্য গীত বাদ্যধ্বনি উঠিল যথায়
অবিরত, উঠে দিবানিশি হাহাকার—
ধনী ধনশূন্য, মানী মানচূর্ণ—ছিন্ন-
ভিন্ন রাজধানী, পরিপূর্ণ পাপাচারে,—
হুতাশ হতাশ দীর্ঘশ্বাস মহাত্রাস
বিহরে চিতোরে, মরে প্রজা অনাহারে,
দগ্ধ ঘর শ্রীহীন নগর, নিরানন্দ
রবহীন সবে, কারু নাহি ত্রাণ, বৃদ্ধে
অসম্মান, যুবাগণে বধে প্রাণে, করে
বালকে প্রহার, নাহি নারীর নিস্তার,
পৈশাচিক আনন্দে মগন, দুষ্ট দুষ্ট
দস্যুদল পুরবাসী-রক্তপানে, রাণা
বন্দীপ্রায় জীবন সংশয়, রাজমাতা
নিরাশ্রয়,—ঘাতকের ছুরি চারিদিকে,—
প্রকট বিকট অত্যাচার ভয়ঙ্কর,
নাহি আর সে চিতোর আনন্দ-নগর।

গীত

১ ভীল।
দুষ্‌মন চড়াই রে দুষ্‌মন চড়াই,
সাম্‌নে লড়াই রে সাম্‌নে লড়াই,

সকলে। কাড়া সাড়া দিলে * * *

চণ্ড। জানিতে কি রঘুদেবে,
কিশোর-সন্ন্যাসী
রঘুদেব? কুমার—কুমার-অবতার।
হাস্যানন স্বর্ণকান্তি প্রসন্ন-নয়ন,
কৃপানিধি প্রেমময় পরমপুরুষ
সনাতন, কামজয়ী, বিষয়বর্জ্জনে
বসিত কাননে, উচ্চ-ধ্যানে নিমগন,
কল্যাণ-কামনা বিনা ছিল না জীবনে
কিছু যার, হত সেই প্রজা-মনোহর
ঘাতকের গুপ্ত অসিমুখে; শোকে মগ্ন
মিবার-নিবাসী, ডরে প্রকাশিতে নারে
দারুণ মনোবেদনা, নীরবে নয়ন-
জল ঝরে, শূন্য-দৃষ্টি শূন্য পানে চায়,—
বেজে আছে প্রজার হৃদয়ে বজ্রাঘাত—
হয় নাই প্রতিশোধ—সে শোণিতপাত।

গীত

১ ভীল। দে হানা, দে হানা,
পড়্ পড়্ পড়্ ঝন্‌ঝনা।
দুষ্‌মন চড়াই রে দুষ্‌মন চড়াই,
সাম্‌নে লড়াই রে সাম্‌নে লড়াই।

সকলে। কাড়া সাড়া দিলে * * *

চণ্ড। আকুল নগর, চল যাই—আবাহন
করে দীপ-মালা শিখা দোলাইয়া, ভল্ল-
মুখে, তীক্ষ্ণ অসি-ধারে অভ্যর্থনা তথা,
মিষ্টালাপ অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকারে, ঘোর
সিংহনাদে, শিষ্টাচার শত্রু-শিরশ্ছেদ।
মহোল্লাস মহারঙ্গ মহান্ মেলায়,
ভৈরব উৎসব আজি ভৈরবী নিশায়।

গীত

১ ভীল।
তাধেই তাধেই ধেই—লড়াই লড়াই রে।
দে হানা দে হানা, পড়্ পড়্ পড়্ ঝন্‌ঝনা,
তাধেই তাধেই ধেই, লড়াই লড়াই রে।

সকলে। কাড়া সাড়া দিলে * * *

চণ্ড। লহ সঙ্গে দোসর বিক্রম পথশ্রম
নাশি রণশ্রমে, চল যাই পাব তথা
গৌরব অশন, তৃষা তৃপ্তি করি হেরি
রক্তস্রোত রক্ত-প্রস্রবণ, শত্রু-শবে
রচিত কুসুম-শয্যা, মুণ্ডে উপাধান,
ফেরব-সঙ্গীতরোল বিকট করাল,
চঞ্চুপুটে পাকসাটে গৃধ্র দিবে তাল।

গীত

১ ভীল।
ধাঁই ধাঁই ধাঁই ভাই, আঁধিয়া উঠাই,
দে হানা দে হানা, পড়্ পড়্ পড়্
ঝন্‌ঝনা,
লাগে লড়াই রে আঁধিয়া উঠাই।

সকলে। কাড়া সাড়া দিলে * * *

চণ্ড। হের ওই বিমান-বিহারী ভয়ঙ্করী
ইষ্টদেবী চিতোর-ঈশ্বরী, ধূম্রবর্ণা
বিকট-দশনা বিভীষণা রণপ্রিয়া
রুধির-লোলুপা লক্ লক্ জিহ্বা, অট্ট-
হাস্য-আস্য কপালিনী, কোলে খেলে স্বর্ণ-
বর্ণ রঘুদেব, পিয়ে পীযূষ-পূরিত
স্তন, ওই আরক্ত-নয়না চলে ভীমা
চিতোরাভিমুখে, লট্ পট্ কেশদল,
গলে দোলে মুণ্ডমালা, ওই শূন্যপথে
সংহার-রূপিণী আগে আগে, চল পাছে,
রুধির-তরঙ্গ-রঙ্গ ভীষণ নিশায়,
ভৈরব কল্লোল ঘোর ভৈরবী-পূজায়।

গীত

ভীলগণ।
আঁধিয়া উঠাই রে আঁধিয়া উঠাই।
কাড়া সাড়া দিলে * * *

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রণমল্ল ও খাণ্ডাধারী

রণ। খাণ্ডাধারি, বস্ না—বস্ না, আজ ভারি আমোদ।

খাণ্ডা। মহারাজ, বস্‌বো কি—কি হলো দেখি; আজ আপনি অত মদ খাচ্ছেন কেন? রাণা ম'লেই একটা গোল উঠ্‌বে, মহারাজকেই সকলে সন্দেহ কর্‌বে।

রণ। তাই তো বুদ্ধি ক'রে মদ খাচ্ছি, বিজরী এলেই দুজনে ভোঁ হয়ে পড়ে থাক্‌বো। তুই তো সব ঘাতক ঠিক ক'রে রেখে দিয়েছিস্? মুকুল ঢুক্‌বে, আর ঘাড়ে এক ঘা—বুঝেছিস্?

খাণ্ডা। তা বুঝেছি—সব ঠিক আছে, তারা না পারে, আমিই সার্‌বো। আর ভয় কি, কোন্ বেটা কি বলে—যখন ও তিন বেটা সর্দ্দার ধরা পড়েছে, আর আমি কিছু ভাবি নি।

রণ। আমি ভয় করি নি, রণমল্ল ভয় করে না; তবে কি জানিস্, কাজ কি একটা গোল-যোগে? এদিকে আমি বিজরীকে নিয়ে প'ড়ে আছি, তুই ফাঁকে থাক্‌বি, কোন্ বেটা কি বলে—সন্দ করে মনে মনে রাখুক। আঃ, বাপ্পা-রাওয়ের সিংহাসনে বস্‌বো, কি আমোদের দিন—কি আমোদের দিন!—বিজরীকে পাব! মুখের গ্রাস পালিয়েছে,—শিখণ্ডীকে খুঁজে পেলি নি? তা হ'লে বেটাকে ছাল খুলে ফেলে মার্‌তুম।

খাণ্ডা। সে কোথায় দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

রণ। বেটা দাইয়ের ছেলে, দেখ দেখি রাজ-বিদ্রোহ করে! মুণ্ডটা কেটে দাই বেটীকে দেখাতে পার্‌তুম, বেটী বড় গুঞ্জমালার সঙ্গে ফুস্‌ ফুস্‌ করে, মুকুলকে আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়ায়। এখনও বিজরী আস্‌ছে না কেন?

খাণ্ডা। মহারাজ বিজরী বিজরী কর্‌ছেন, আমার বড় সন্দ হয়, এদ্দিনের পর বেটী যখন আপনি চিঠি লিখে বেড়িয়েছে, কি একটা মনে আছে।

রণ। আর কি মনে আছে, রঘুদেব তো নেই; আর যা মনে থাকুক—আমার চাই, ওকে পেয়ে মরি, সেও স্বীকার। খাণ্ডাধারি, তুই ভাবিস্‌ নে—তুই ভাবিস্‌ নে। তুই ভাব্‌ছিস্‌ বিজরীর তোর ওপর রাগ—বাসি ফুল কি সুঁকবো রে বাসিফুল সুঁকবো না! খাণ্ডাধারি, একটু খা না?

খাণ্ডা। না মহারাজ, আর খাব না—সতর্ক থাক্‌তে হবে; আমি চল্লেম—দেখি ঘাতকেরা কি কর্‌ছে। ক'দিন তো ফাঁকে ফাঁকে কেটে গেল, বেটারা রোজ বলে আজ মার্‌বো। দেখুন দেখি ভীল বেটারা কি বেইমান, আপনি তাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে রাজমাতাকে মিষ্টান্ন বিলাতে দিলেন। আজ তারা না পারে, আমি অন্যলোক ঠিক কর্‌ছি।

[খাণ্ডাধারীর প্রস্থান।

রণ। বাঃ—বাঃ খুব মজা, খুব মজা! এরা সব কে, এরা সব কে? ইস্‌, সব হাড় বেরিয়েছে—মরা সর্দ্দারগুলো, মরা সর্দ্দারগুলো! জ্যান্ত হ'য়ে এস, তলওয়ার নিয়ে এস, কেমন দেখ রণমল্ল ভয় পায়। দেখেছো ত—দেখেছো ত, যুদ্ধ ক'রে দেখেছো ত—রণমল্ল বুড়ো হ'য়েছে, তলওয়ার চালাতে জানে, সরে যাও—সরে যাও, আমি তোমাদের মারি নি, ঘাতকে মেরেছে, তাদের কাছে যাও। দেখ্‌ছো বাবা, মদের খেয়াল, আর মদ নয়, খালি সিদ্ধি আর আফিঙ। বিজরীর সঙ্গে আমোদ করে মদ ছেড়ে দেবো। ইস্‌, বুকটা কাঁপ্‌ছে—বুকটা কাঁপ্‌ছে; কোথায় কে, মিছে—মরা আবার আসে, তবে মেরে সুখ? যা যা যা, তোরা মরা—ও! যেন হাড় ঠক্‌ ঠক্‌ শুন্‌তে পাচ্ছি, যেন চারদিক্‌ রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে! বিজরী বেটী যে এক্‌লা থাক্‌তে বলেছে,—না, কারুকে ডাকি। খাণ্ডাধারি, খাণ্ডাধারি! আচ্ছা, রঘুদেবকে তো একদিনও দেখ্‌তে পাই নে, এই বেটাদেরই দেখি—এই বেটাদেরই দেখি।—যাঃ! সব মিলিয়ে গেল, আর ভয় নাই।—এ কি? এই বিজরী এসেছে—এই বিজরী এসেছে!

বিজরীর প্রবেশ

এস প্রেয়সি, কাছে এস—চাঁদবদন ঢেকে রেখেছ কেন? খোল, অনেক দিন দেখি নি—একবার দেখি। তোমার যে চিঠি এনেছিল, সে বেটা ভারি মজবুত, এত টাকা দিতে চাইলেম, কিছুতেই বল্‌লে না, তুমি কোথায় পেয়েছ—গুপ্তভাণ্ডারের চাবি পেয়েছ?

বিজ। হুঁ।

রণ। আর হুঁ হাঁ কেন? মুখ খুলে দুটো কথা কয়ে প্রাণ জুড়াও।

বিজ। দেখ্‌বে, দেখ্‌বে, মুখ দেখ্‌বে দেখ!

রণ। ছি প্রেয়সি! তুমি রসিকা হয়ে এমন কথা বল্‌ছো?

বিজ। হা হা হা হা! মুখ দেখ্‌বি—দেখ্‌ তবে দেখ্‌, এই দেখ্‌, আমার বাসর-সজ্জা দেখ্‌, হাঃ হাঃ হাঃ!

রণ। কে তুই—কে তুই?

বিজ। আমি, আমি—বিজরী, বিজরী—বিজরীর ছায়া, প্রাণশূন্য কায়া, ছায়া—ছায়া—ছায়া!

হা হা হা হা! শূন্য কায়া—হা হা,
প্রাণ গেছে
রঘুদেব-পাশে রঘুদেব-পাশে, হা হা—
শূন্য প্রাণ শ্মশান,—শ্মশান ধবক্‌ ধবক্‌
চিতানল জ্বলে, ধু—ধু—ধু—ধু জ্বলে
দেখ্‌,
এই দেখ্‌, এই দেখ্‌—বিজরী বিজরী—
নহে সে বিজরী—ছায়া, বিজরীর ছায়া!

রণ। ওই—ওই! দূর হ—দূর হ।

বিজ। দেখ্‌ দেখ্‌, সুখের বাসর সজ্জা আজি
সুখের বাসর, অস্থি-পুষ্প-মালা, রক্ত-
সুগন্ধি-চন্দন, অপঘাতী শূন্যদেহী
প্রাণী অগণন, ওই দেখ—ওই দেখ
নৃত্য করে সখী মম, সখী ওই—ওই,
শোন্‌ শোন্‌ পেচক গায়ক, ঝিম্‌ ঝিম্‌
তাল দেয় কালনিশা তাথেই তাথেই!

রণ। ও কি—ও কি!
বিজ। ওই—ওই ডাকিনী হাকিনী সঙ্গে শিবা
শকুনি গৃধিনী, আসে হা—হা হু—হু
হৈ হৈ ধ্বনি কল্যাণ-বচনে নরমুণ্ড
কৌতুকে যৌতুক দিতে সুখের বাসরে—
সুখের বাসরে ঘোর মঙ্গল-আরাব!
রণ। এ্যাঁ—এ্যাঁ!
বিজ। ওই—ওই, হৈ—হৈ গায় ছায়া-দেহী,
ছায়া-নৃত্য, ছায়ায় ছায়ায় কোলাকুলি,
কিলিকিলি ঘন ঘোর হুলুধ্বনি, ঘন
করতালি, নীরবে ভৈরব সমারোহ!
রণ। ও—হো!

প্রস্থানোদ্যত ও পতন

বিজ। হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! মূর্চ্ছা গেছে, মূর্চ্ছা গেছে—নরহত্যা কর্‌বো না, রঘুদেব ঘৃণা কর্‌বে। এই যে, এই পাগড়ী, বেঁধে রেখে যাই, হাঃ হাঃ হাঃ! তারা এসে মার্‌বে, আমি আর মার্‌বো না—আমি আর মার্‌বো না; বেঁধে রেখে যাই—বেঁধে রেখে যাই, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
[বিজরীর প্রস্থান।

রণ। স'রে যা—স'রে যা! আমি না, খাণ্ডা-ধারী। ঘুর্‌ছে ঘুর্‌ছে—পেত্নী ঘুরছে, পেত্নী ঘুরছে;—ঘোরে, ঘোরে, ঘোরে ঘোর।

অচেতন

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্মুখ

জনৈক সর্দ্দার ও শিখণ্ডী

সর্দ্দা। কে তব সংবাদদাতা? দ্বিতীয় প্রহর
হইল অতীত, দেখ ত্রিযাম উদয়,
দেওয়ালি উৎসব ত্যজি পুরবাসিগণ
ফিরিতেছে, রাজপথ জনশূন্য-প্রায়,
সুরামত্ত ভ্রমে মাত্র ভীল-দাসগণ;
কোথা চণ্ড, মিছে কেন নিশি জাগরণ
আশায় প্রত্যয় আর কেন অকারণ—
বৃথা পরিশ্রম, বৃথা প্রজা-সংযোজন।
শিখ। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা আর কর মহাশয়,
এখনো ফেরেনি রাণা দেখি কিবা হয়।
সর্দ্দা। পূর্ণরাম?

পূর্ণরামের প্রবেশ

শিখ। ভট্টরাজ, জাগ্রত এখনো,
সংবাদ কি আছে কিছু আজ নিশাকালে?

পূর্ণ। সাধ ক'রে যে পরের বোঝা বয়, তারে অনেক সইতে হয়,—বোঝ না কেন, রাত্রি জেগে ঘোরে রাস্তাময়। যদি ফেলতে পারি মাথার ভার, বোঝা নিয়ে কি বেড়াই আর? আজ রাতটে থাকি সয়ে, বয়ে বয়ে চাঁদি গেছে খ'য়ে! প্যাঁচে পড়েছি জোট বাঁধিয়ে। ভাব্‌লেম এক, হলো আর—মনে করেছিলেম, একটা সুবাদ হলে চিতোরে রাঠোরে মিল্‌বে, তা নয়, এখনি কিলোকিলি চল্‌বে! দূর দূর, ভাটের বুদ্ধি কি না—ঘরের খেয়ে ঝগড়া কেনা! আ মর্, রাজায় রাজায় মিল হয়! যা নয় তাই তোর;—দেখ্‌লি বুদ্ধির ফেরে কত ঘোর; চিতোরে আজ বস্‌লে রাণা, তবে ঘুচ্‌বে তোর প'ড়েন আর টানা।

শিখ। ভট্টের আভাস বোঝ, সংবাদ নিশ্চয়।
সর্দ্দা। ওই বুঝি কুমার ফিরিল, অশ্বারোহী
আগে, পাছে সেনা কয় জন, নহে রাণা—
নিবারে রক্ষকগণে,—ছাড়িল দুয়ার
দেখ ভীল-দাসগণ মত্ততা বর্জ্জন
করি শ্রেণীবদ্ধ সুশিক্ষিত যোদ্ধৃসম,
জনে জনে অস্ত্র রেখেছিল সংগোপনে।

পূর্ণ। কাজ কি আর কাণাকাণি, হলো বলে হানাহানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি, বুড়ো ভাট কোথায় যাবি? আ মর, এইখানে থাক্‌বি? কাটাকাটি দেখবি? আচ্ছা দেখে নে—ঠেকে শিখে নে, আর কখনও পরের কথায় থাকিস্ নে; হলে রাণার জয়, নাকখত দিও ভট্ট মহাশয়!

(নেপথ্যে) জয় রঘুদেবজী! জয় রঘু-দেবজী!

(নেপথ্যে)—সাজ—সাজ, শত্রু! শত্রু!
(নেপথ্যে) জয় রঘুদেবজী! জয় রঘুদেবজী!
শিখ। চণ্ড—চণ্ড, আক্রমণ—আক্রমণ! এস
হে চিতোরবাসি, চল আনন্দ-উৎসবে,
রাঠোরীয় বংশ ধ্বংস হবে মহাহবে।
[শিখণ্ডী ও সর্দ্দারদের প্রস্থান।

চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ড। ওই শত্রু—ওই শত্রু, কর আক্রমণ—
দ্রুতপদে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ,—

দ্রুতপদে দ্রুতপদে—ধাও দ্রুতপদে।
[চণ্ডের প্রস্থান।

কাড়া বাজাইতে বাজাইতে ভীলগণের প্রবেশ

গীত

ভীলগণ।
দে হানা দে হানা, পড় পড় পড় ঝন্‌ঝনা।
[ভীলগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে) হা রঘুদেবজী! হা রঘুদেবজী!

শিখণ্ডীর প্রবেশ

শিখ। ওই ঘোর মেঘের গর্জ্জন শুন রণে,
কেবা যাবে মহারঙ্গে, এস সঙ্গে মম;
হায় রঘুদেবজী! হায় রঘুদেবজী!

সর্দ্দার ও চিতোরের সেনাগণের প্রবেশ

সর্দ্দা। চল চল দ্রুতপদে শত্রু করি নাশ।
[সর্দ্দারের প্রস্থান।

সৈন্য। জয় রঘুদেবজী! জয় রঘুদেবজী!
[সৈন্যগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে)। জয় রাঠোর! জয় মারবার!

বিজরীর প্রবেশ

বিজ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! মহা সমারোহ,
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ভাট—ভাট, দেখ
—দেখ, মহা সমারোহ!

(নেপথ্যে) জয় রঘুদেবজী! জয় রঘুদেবজী!

বিজ। ওই শুন মুহুর্ম্মুহু ঘোর সিংহনাদ,—
ওঠ জাগো হে চিতোরবাসি, অবসান
দুঃখ এতদিনে; জাগো পীড়িত চিতোর,
দস্যুদলে দল পদতলে, ওঠো জাগো—
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

(নেপথ্যে) জয় রঘুদেবজী! জয় রঘুদেবজী!

(নেপথ্যে) জয় রাঠোর! জয় রাঠোর!

বিজরীর গমনোদ্যত ভাটের হস্ত ধারণ

বিজ। ছাড় ছাড় কেন বার, উন্মাদিনী আমি,
দেখিব সংগ্রাম, ছাড় পশিব সমরে,
হেরিব শত্রুর বক্ষ-শোণিত-নির্ঝর।

পুর্ণ। সাধে কি করি টানাটানি, হোক্ না কেন হানাহানি, তুমি এইখানে থেকে দেখ না, মরুতে হয় শেষে কেন ম'র না, দেখে নাও শেষটা কি হয়; হ'লে রাণার জয়, তুমি একলা নয়, মরতে কে করে ভয়?

বিজ। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ, রণমল্লের রক্ত দেখবো,—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

পুর্ণ। এইখানটায় ওঠ না—আমি বুড়ো মানুষ, চোখ চলে না; কি দেখ্‌ছো, আমায় বল না।

বিজ। অন্ধকার, বারিধারা সম ঝরে তীর,
দুর্জ্জয়—দুর্জ্জয় অরি বারে আক্রমণ,
নাহি হেলে নাহি টলে পদ, অস্ত্র হানে—
ঝাঁকে ঝাঁকে চপলা চমকে, গেল—গেল,
টলিছে স্বপক্ষ সেনা, অরি বলবান্,
অসংখ্য অসংখ্য অরি করে আক্রমণ,
উঠে পড়ে পলে লক্ষ অসি, অরি—অরি,
চারিদিকে অরি, অরি বিনা কিছু নাহি
হেরি, শুন বন্দুক-নিনাদ, ঘনধূমে
অন্ধকার, পক্ষশ্রেণী সম চলে গুলী,
কি হয় কি হয় রণে মজে বা সকলি!

(নেপথ্যে) জয় রাঠোরের জয়! জয় মারবারের জয়!

পুর্ণ। চণ্ড কোথায়—চণ্ড কোথায়? দৃষ্টি রাখ সূর্য্য-আঁকা পতাকায়।

বিজ। ওই ধ্বজা—ওই ধ্বজা, ধূমকেতু সম
ভাতে গর্ব্বভরে, ওই অরাতি-সংহার-
কারী, ওই চণ্ড—ওই ভীমবাহু, ওই
শত্রু-মাঝে মেঘাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড,
হেথা সেথা, ওই বামে দক্ষিণে সম্মুখে—
ওই চণ্ড—লণ্ডভণ্ড করে দস্যুদল,
ওই যমদণ্ড তুলে ফেলে শতবার,
প্রচণ্ড-বিক্রমে ছিন্নভিন্ন শত্রুচমু,
রণজয়—রণজয়, কি ভয়—কি ভয়!

(নেপথ্যে) জয় রঘুদেবজী, জয় রঘুদেবজী!

পুর্ণ। এখন আমোদ রাখ, ভাল করে দেখ আসে পাশে কে কোথায়,—রাঠোর কি পালায় এক কথায়।

বিজ। ওই—
সুদক্ষ অধ্যক্ষবৃন্দ ফিরায় বাহিনী
উচ্চনাদে, পুনঃ রণ—পুনঃ আক্রমণ,
অসংখ্য অরাতি চারিধারে, ক্ষুদ্র সেনা,
দ্বীপসম সাগর-মাঝারে, রিপু-অস্ত্র-
তরঙ্গ-বেষ্টিত;—অগণন অনীকিনী।

(নেপথ্যে) জয় রঘুদেবজী! জয় রঘুদেবজী!
(নেপথ্যে) জয় রাঠোর! জয় রাঠোর!

পূর্ণ। এই যে হেঁকে হুঁকে গেল, দেখ দেখি চিতোরের দল কি হলো।

বিজ। দ্রুতপদে চলে ওই দৃঢ় চতুষ্কোণ—
শিখণ্ডী-চালিত, বায়ুবেগে পড়ে শত্রু-
পরে, মিশামিশি মহারণে, অন্ধকার—
দৃষ্টি নাহি চলে, মেঘাকারে ধূলারাশি,
তীক্ষ্ণ অসি ভল্লশির বিজলী ঝলকে,
নাহি শুনি সিংহনাদ, নীরব সমর,—
চারিধারে নরমুণ্ড, ঝরে রক্তস্রোত
শত শত চিত্রে শরাসন, ওই চণ্ড—
অরাতি-সূদন চালে ভল্ল বাসুকির
ফণা, ফিরে মণ্ডল-আকারে ভীম অসি,
উল্কাসম ধায় মহাবীর, পড়ে পাছে
রাশি রাশি হস্ত পদ শির, আর্ত্তনাদ
রণস্থলে,—জয় জয়! শত্রু ভঙ্গীয়ান!
পলায় পলায়—ধায় রড়ে পাছে নাহি
চায়, নারে নায়ক বাঁধিতে ভগ্ন শ্রেণী।
(নেপথ্যে) মার মার্—ধর্ ধর্—পালা
পালা—এল এল—জয় রঘুদেবজী! জয়
রঘুদেবজী!

পূর্ণ। চারিদিকে ধর্ ধর্, সরবার এই অবসর!

বিজ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

[উভয়ের প্রস্থান।

কতকগুলি রাঠোরীয় সৈন্যের বেগে প্রবেশ
ও ব্যস্তভাবে পলায়ন

জনৈক রাঠোরীয় সেনানায়কের প্রবেশ

রা-নায়ক। ফের—ফের রাঠোরীয় সেনা,
কয়জন
মাত্র অরি, দল পদতলে, ফেরো—
ফেরো,
ভুবনবিখ্যাত বীর্য্য তোমা সবাকার.
ফেরো ফেরো নির্ভীক-হৃদয়, রণজয়
এখনি হইবে, কয়জন মাত্র অরি—
কয়জন মাত্র অরি দল পদতলে।
(নেপথ্যে সৈন্যগণ) জয় রাঠোর!
জয় রাঠোর!

[রাঠোর সৈন্যগণের প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রস্থান।

চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ড। এই দেখ ভগ্ন-সৈন্য দলবদ্ধ পুনঃ,
আক্রমিছে নেহার চিতোর-সেনাগণে,—
দেহ রণ, বীরদর্পে কর আক্রমণ,—
ছিন্নভিন্ন হইবে এখনি, বৃক্ষপত্র
যথা ঘূর্ণবায়ে, বজ্র সম পড় শত্রু-
মাঝে, স্বল্প শ্রম—প্রতি জনে শত দস্যু
বধিতে হইবে, শত দস্যু মাত্র এক
বীরের বিরোধী,—স্রোতে তৃণ রহে কত
ক্ষণ, কর আক্রমণ—কর আক্রমণ,
সিংহের বিক্রম শিবা সয় কতক্ষণ!

ভীলগণের কাড়া বাজাইতে বাজাইতে প্রবেশ

গীত

ভীলগণ।
দে হানা—দে হানা, পড়্ পড়্ পড়্
ঝন্‌ঝনা।

[ভীলগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে) চণ্ড—চণ্ড, পালা—
পালা—পালা।

রাঠোর-সেনানায়কের প্রবেশ

রা-নায়ক। ফেরো—ফেরো, চণ্ডে
কিবা ভয়? নহে তার
অভেদ্য শরীর, তোমা সম অস্ত্র বিন্ধে
কায়, ফেরো—এখনি হইবে রণজয়।

রাঠোর-সৈন্যগণের প্রবেশ

রা-সৈন্য। পালা—পালা, আর রণজয়ে
কাজ নেই, রাজা কোথা—কার জন্যে লড়ি?

ভীলগণের প্রবেশ ও গীত

ভীলগণ।
দে দানা দে হানা, পড়্ পড়্ পড়্
ঝন্‌ঝনা।

[সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

চণ্ডের পুনঃ প্রবেশ

চণ্ড। অস্ত্রহীন বিকলাঙ্গ বৃদ্ধ বা বালক
নাহি ক্ষমা—কর বধ, ক্ষত্র ধর্ম্ম নহে
দস্যু সনে, নাহি ক্ষমা—বধ যারে পাও,
হা রঘুদেবজী! হা রঘুদেবজী!

কয়েকজন রাঠোরীয় আহত সৈনিকের প্রবেশ

আ-সৈন্য। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর,
অস্ত্র রাখি পায়,
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, মৃতপ্রায় মোরা!

সসৈন্যে শিখণ্ডীর পুনঃ প্রবেশ

শিখ। বধ—বধ, নাহি ক্ষমা, বধ দস্যুগণে।
হা রঘুদেবজী! হা রঘুদেবজী।

[সকলের প্রস্থান।

কতকগুলি রাঠোরীয় বৃদ্ধ ও বালকগণের প্রবেশ

বৃদ্ধ ও বালক। আমাদের মেরো না—আমাদের মেরো না।

[বৃদ্ধগণ ও বালকগণের প্রস্থান।

সর্দ্দারের প্রবেশ

সর্দ্দা। বধ বধ—রাঠোরীয় বংশ কর নাশ। হা রঘুদেবজী। হা রঘুদেবজী!

[প্রস্থান।

বিজরী ও খাণ্ডাধারীর প্রবেশ

বিজ। এই খাণ্ডাধারী—এই খাণ্ডাধারী! বধ কর, বধ কর!

খাণ্ডা। দোহাই বাবা, দোহাই বাবা!

ভীল-সর্দ্দার ও তদীয় অনুচরগণের প্রবেশ

ভীল-স। ধর্ বটে, মার বটে, খাণ্ডাধারী ওই বটে।

জনৈক সর্দ্দারের প্রবেশ

সর্দ্দা। পোড়াও অনলে, দগ্ধ কর পাপিষ্ঠেরে। হা রঘুদেবজী! হা রঘুদেবজী!

[খাণ্ডাধারীকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রণমল্ল

রণ। আর পিরীত না—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে; বেটীর জাঁহাবেজে ভুজপাশ! আঃ—বাপ্পারাও মুকুলকে কে মার্‌লে—মুকুলকে কে মার্‌লে? প্রাণ-প্রেয়সি, একটু সর, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি! আমি না—আমি না, খাণ্ডাধারি—খাণ্ডাধারি! ওই পেত্নী—ওই পেত্নী! পেত্নী! পেত্নী!

(নেপথ্যে) এই দিকে—এই দিকে, জয় রঘুদেবজী!

রণ। কিসের গোলমাল—কিসের গোলমাল? খাণ্ডাধারী আমায় বেঁধেছে—আমায় বেঁধেছে; খুলে দে—খুলে দে, আমি খুল্‌তে পাচ্ছি নে, খুলে দে—খুলে দে, খাণ্ডাধারি!

বিজরীর প্রবেশ

বিজ। এই নরাধম, বাঁধিয়াছি শয্যাসনে,—বধ কর—বধ কর।

রণ। কি, বধ কর্‌বে—এসো।

চতুর্দ্দিক্ হইতে রণমল্লকে আক্রমণ

কতকগুলি রাঠোর-সৈন্যের প্রবেশ

রা-সৈন্য। রাজাকে রক্ষা কর—রাজাকে রক্ষা কর।

শিখণ্ডীর প্রবেশ

শিখণ্ডী কর্ত্তৃক রাঠোর-সৈন্যগণ হত

রণ। আয়—আয়, কে তুই—শিখণ্ডী? একখানা অস্ত্র দে, দেখ,—বুড়ো বয়সে বাহুতে বল আছে কি, দেখ্।

বিজ। বধ—বধ, শীঘ্র বধ পাপিষ্ঠ
দুর্জ্জনে।

রণ। কে তুই—বিজরী! তুই পেত্নী নয়—তুই পেত্নী নয়, তবে আর তোরে ভয় কি? এই আমার হাতে ম'রে পেত্নী হ।

বিজরীকে আক্রমণ, শিখণ্ডীর বাধা দেওন, উভয়ের যুদ্ধ, শিখণ্ডী, বিজরী ও রণমল্ল সকলেরই পতন

দেখ্ ক্ষত্রিয়কুলের কালি, মর্‌তে জানি কি না; চল্ চল্—স্বর্গে যাই, সেখানে লড়্‌বো। পেত্নী কাছে আসিস্ নে—পেত্নী কাছে আসিস্ নে,—স্বর্গে যাই, স্বর্গে যাই।

[মৃত্যু।

চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ড। এ কি—শিখণ্ডী!

শিখ। দেখ।
বীরেন্দ্র, দিয়েছি দেহ রাণা-প্রয়োজনে,
তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ, তব বাক্য শিরে রাখি।
ভাই—ভাই, বলো জননীরে পড়িয়াছি
রাণা-কার্য্যে শত্রু-শব-শয্যাপরে, আজ্ঞা-
মত তাঁর। হত পূজ্য রঘুদেব আমি
থাকিতে চিতোরে, প্রায়শ্চিত্ত এই মম!
বিদায় এখন, রঘুদেব—রঘুদেব—
কোথা ভাই, দেখা দাও চরম সময়!

[মৃত্যু।

চণ্ড। বীরের বাঞ্ছিত শয্যা রচি নিজ করে
শুয়েছ হে মহাবাহু, অনন্ত-শয়নে;
হা শিখণ্ডি, হা হা ভাই দোসর আমার,
অর্দ্ধ অঙ্গ বিনিময়ে জয়লাভ আজি;—
হা শিখণ্ডি, হা শিখণ্ডি, কোথা গেলে
ভাই?

বিজ। শোন চণ্ড, আমি তব কুলের কামিনী,
করিয়াছি রঘুদেবে মানসে বরণ,
রঘুদেব প্রাণপতি; কুমার লীলায়
রমণীর অঙ্গ অস্পর্শীয়, তাই দাসী
এ জনমে বঞ্চিত সেবায় শ্রীচরণ,
তাই না পাইনু, ত্যজি অপবিত্র দেহ,
ধরি দিব্যকায় রাঙ্গা পায় পাব স্থান
পুলকে পরমধামে, মম প্রেতক্রিয়া
কর তুমি, অগ্নি দিও মুখে, এই ভিক্ষা
মৃত্যুকালে। কোথা রঘুদেব—দেখা দেও!
ওই রঘুদেব! ওই রঘুদেব—দেখা
দেও!
ওই রঘুদেব! ওই রঘুদেব! ওই—

[মৃত্যু।

চণ্ড। বীরাঙ্গনা তুমি মাতা পালিব বচন,
মৃত্যুকালে রঘুদেবে করেছ স্মরণ,
দিব্যধামে যাও—রহ রঘুদেব সনে।
রণমল্ল, এই—এই সে নর-পিশাচ;
জীবনে কলঙ্ক তব, গৌরব মরণে;—
কর গতি বীর-মৃত্যু করিয়াছে লাভ,
শবদেহ সবে মিলি লহ দাহ-স্থানে॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

দুর্গ

চণ্ডের প্রবেশ

তূর্য্যধ্বনি ও সৈন্য-সমাবেশ

চণ্ড। হের—
জনশূন্য প্রাচীরনিচয়, গর্ব্বভরে
ফিরিত যথায়, দস্যু রাঠোর-প্রহরী—
রাঠোর গর্ব্বিসে; হের বৃহন্দে বৃহন্দে
যথা দস্যুদল রবিকরে প্রদর্শিত
অস্ত্রের ফলক, ধাইতেছে মহারোলে
ফেরুপাল শকুনি গৃধিনী; অট্টালিকা-
শ্রেণী যথা—রাঠোর তস্কর, আনন্দের
মহারোলে কাঁপাইত নিশা, শূন্য রব-
হীন এবে; নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে ভ্রম নিজ
পিতৃধামে, নিজ দুর্গ কর অধিকার,
পাতি পাতি চিতোর করহ অন্বেষণ,—
যথা পাও, বধ কর রাঠোর দুর্জ্জন।
হা রঘুদেবজী! হা রঘুদেবজী।

সৈন্যগণের প্রবেশ

সৈন্য। মার্—ধর্—পোড়াও—কাট।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

সমাধি-মন্দির

গুঞ্জমালা, মুকুল ও কুশলা

গুঞ্জ। হলো বুঝি রণ অবসান; আশা ভয়ে
দোলায় অন্তর, শব্দ স্তব্ধ,—নাহি শুনি
অস্ত্র-ঝনঝনি, বীরকণ্ঠে উত্তেজনা-
ধ্বনি, নাহি ঘন ঘোর সমর-গর্জ্জন,
বীর-পদভরে দ্রুত অশ্ব-সঞ্চালনে
নহে আর কম্পিতা মেদিনী, ধূম সম
ধূলা-রাশি না হেরি গগনে, কি জানি লো
কি হলো সংগ্রামে; স্বল্প মাত্র ভীল-সৈন্য
চণ্ডের সহায়, অগণন রাঠোরীয়
দুর্ম্মদ কটক, শত্রুপক্ষ রণদক্ষ
সামন্ত-চালিত,—যুদ্ধ-বার্ত্তা কেহ নাহি
দিল সখি, বিগ্রহে কি বিপক্ষ প্রবল!

কুশ। মম মনে নাহি লয় পরাজয়, যবে
রণনাদে চমকিল নীরব ত্রিযাম,

শুনিলাম রাঠোরীয় ঘোর সিংহনাদ
মুহুর্ম্মুহু ঘোর রবে বাধিল আহব,—
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার মহা কোলাহল
শুনিনু সভয়ে, ক্রমে উঠে আর্ত্তনাদ—
"জয় রঘুদেব" শব্দ ভেদিল গগন,
আত্মপক্ষ-সিংহনাদ ক্রমে উচ্চতর,—
পরে সেনাভঙ্গ-রোল, মহাগণ্ডগোল,
পুনঃ পুনঃ 'জয় রঘুদেব', বিপক্ষের
হাহাকার ধ্বনি;—রাজরাণি, রণজয়
হয়েছে নিশ্চয়।
গুঞ্জ। কহ কল্যাণ-ভাষিণি,
তবে কেন কেহ নাহি আনে সমাচার?
হতেছে আকুল মন প্রত্যয় না মানে,
দুর্জ্জয় রাঠোরগণ অটল সংগ্রামে,
শঙ্কা নাহি ঘোচে লো সজনি; নহে মম
কপাল তেমন, তাই কত ওঠে মনে,—
কে আসে লো কে আসে ও?
স্বপক্ষ কি অরি
বুঝিতে না পারি, এস পালাই মুকুলে
ল'য়ে, যদি বিজয়ী স্বপক্ষ এই হয়,
কেন নাহি জয়োল্লাস—আসিছে নীরবে,
গোপনে আসিছে শত্রু মুকুলে বধিবে।
কুশ। এস এস বৃক্ষ-আড়ে, বুঝিতে না পারি।

মুকু। কোথা যাব? কেন ভীরুর মত পালাব; দাদাজী যুদ্ধে প'ড়ে থাকে, আমিও এইখানে অস্ত্র হাতে ক'রে মর্‌বো। আমি ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়ের মত প্রাণ দেব। মা—মা, দাদাজী, দাদাজী!

চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ড। বন্দি রাণা,—মাতা তব চরণ-প্রসাদে
হয়েছে সমর-জয়; ধাত্রী-মাতা, মহা-
মূল্য ধন-বিনিময়ে, পড়েছে সমরে
শত্রু-শবোপরে শূর সংগ্রাম-বিজয়ী—
শিখণ্ডী দোসর, আর নাহি পাব তারে,—
স্বর্গবাসী স্বর্গধামে—ত্যজিয়া আমারে!
ধাত্রী। খেদ নাহি কর বৎস, ধন্য পুত্র মম,
ধন্য আমি তারে গর্ভে ধ'রে! রাজকার্য্যে
সম্মুখ-সমরে দেছে প্রাণ, ক্ষত্র চায়
অধিক কি আর,—ধন্য নন্দন আমার!
গুঞ্জ। অতুলনা প্রভুভক্তি তব, পুরস্কার
নাহি এ ধরায়, ধন্য তুমি বীর-মাতা,
সুরপুরে বীরাঙ্গনা বিহরে যথায়,
দেববালাগণ তথা তব কীর্ত্তি গায়!
মুকু। দাদাজি, দাই-ভাইজী রণস্থলে কোথায়
পড়ে আছে দেখ্‌বো?
চণ্ড। চল, রঘুদেবের পূজা করে যাই।

ভীলগণের প্রবেশ ও গীত

হাড়িয়া পি'হি মোরা হাড়িয়া পি'হি,
চাঁদমুখী ভিল্‌নী ঢালি দি'হি,—
হাড়িয়া ঢালি দি'হি।
দিংদ্যাংড়া দিংদ্যাংড়া মাদল বোলে,
ঠুম্‌কি নাচি আং ঝুম্‌কি দোলে;
থমকে ঠমকে, ভিল্‌নী চমকে,
আঁখি ঠারি মু ঝাঁপি লিহি!
চণ্ড। উল্লাসের দিন এবে নহে বন্ধুগণ,
নাহিক বিরাম যত দিন রাঠোরীয়
বংশ ধ্বংস নাহি হয়, মুন্দর নগরে
ফিরে গেছে দস্যুদল আপন আলয়;
আত্মীয়-সৎকার-অন্তে যাইব তথায়,
আজি নিশাকালে তথা আক্রমিব সবে,
নির্ব্বংশ রাঠোর হ'লে শান্তি লাভ তবে।

পুর্ণরামের প্রবেশ

কি ভট্টরাজ!

পুর্ণ। হয়েছে রণজয়, আমোদ পড়েছে চিতোরময়—একবার দেখতে এলেম রাণায়। তার পর নিয়ে বিদায়, বৃন্দাবন কি মথুরায়, ভট্টরাজ পায় পায়, আর কি ভেড়ের ভেড়ে ভাট থাকে হেথায়!

চণ্ড। সে কি ভট্টরাজ, আগে রাঠোর নির্ব্বংশ দেখে যাও।

পুর্ণ। কর্‌তে গেলেম আঁটা-আঁটি, নারকেল নিয়ে ভিরকুটি; তার পর ব'য়ে রাজ-মাতার আর বিজরীর চিঠি, বাধলো এই লট-খটি;—শেষ কাটাকাটিতে মিটলো। আবার কি হ'তে কি হয়, বুড়ো ভাট আর কি রয়। যার চিতোর, সেই পেলে, ঘোটা-ঘোট সব ঘটলো; আর দেখতে সাধ নাই, গুড়ি গুড়ি যাই, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো চাই;—নিয়ে সব্বায়ের বালাই এই পালাই। তবে—রাণা বস্‌বে সিংহা-সনে, দেখে যাব সাধটা মনে, দাঁড়িয়ে আছি তাই।

চিতোরবাসিগণের প্রবেশ

চি-বাসী। জয় বীরচূড়ামণি চণ্ডজীর জয়!

চণ্ড। আমি রাজভৃত্য মাত্র, বল রঘুদেব-জীর জয়।

চি-বাসী। জয় রঘুদেবজীর জয়!

চণ্ড। বল রাণাজীর জয়!

চি-বাসী। জয় রাণাজীর জয়!

চণ্ড। হা রঘুদেব—ভাই! আর কি তোমার চন্দ্রবদন দেখতে পাব না—হা রঘুদেব! হা রঘুদেব! হা পবিত্র-আত্মা! হা পরম-পুরুষ! অভাগা চণ্ডকে একবার দেখা দাও!

চি-বাসী। জয় রঘুদেবজীর জয়! জয় রঘুদেবজীর জয়! জয় রাণাজীর জয়!

চণ্ড। রঘুদেব, প্রাণাধিক, সমাধি তোমার!
হা ভাই—হা গুণনিধি—চণ্ডের জীবন,
চিরপ্রিয় শিখণ্ডী তোমার, নেছ সঙ্গে
তারে, রেখে গেলে অভাগারে, কোথা আছ
ভুলে—এস ভাই, হেরি চাঁদমুখ ভাই;
হা রঘুদেবজী! হা রঘুদেবজী!

চি-বাসী। হা রঘুদেবজী! হা রঘুদেবজী!

সকলে। রঘুদেবজীর জয়, জয় রঘুদেবজীর জয়, জয় রাণাজীর জয়!

সকলের সমাধি-মন্দিরের উপর পুষ্পবর্ষণ

সকলে। গীত

ঠেলে পায় ভুলে আছ কেমনে,—
হও হে উদয় হৃদয়শশী, আঁধার তোমা বিহনে।
রাখ পায় কিশোর সন্ন্যাসী,
রাঙা চরণ-সুধা-পিপাসী,
চাও হে চাও কাননবাসী, কাতরে নয়ন-কোণে।
এস হে কুমার-ফুলহার,
কৃপাময় মুছাও নয়ন-ধার,
ব্যথার ব্যথিত তোমায় জেনে,
তাই এসেছি কাননে।
জয় জয় পরম-পুরুষ সনাতন
কাঞ্চন-গঞ্জন-কায় মদন-মোহন।

যবনিকা-পতন

'একটা পয়সা দাও না'—যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র

[প্রফুল্ল। চতুর্থ অংক, পঞ্চম গর্ভাংক]

প্রফুল্ল

[সামাজিক নাটক]

(১৬ বৈশাখ, ১২৯৬ সাল ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

যোগেশচন্দ্র ঘোষ (ধনাঢ্য ব্যক্তি)। রমেশচন্দ্র (এটর্ণি, যোগেশের মধ্যম ভ্রাতা)। সুরেশচন্দ্র (যোগেশের কনিষ্ঠ)। যাদব (যোগেশের পুত্র)। পীতাম্বর (যোগেশের কর্ম্মচারী)। কাঙালীচরণ (ডাক্তার)। শিবনাথ (সুরেশের বন্ধু)। মদন ঘোষ (বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো)। ভজহরি (কাঙালীর ভাগিনেয়)।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যাঙ্কের দাওয়ান, ইনেস্পেক্টর, জমাদার, পাহারাওয়ালাগণ, ইন্টারপ্রিটার, অন্নদা পোদ্দার, উকিলগণ, কয়েদীগণ, জেল-ডাক্তার, ব্যাপারীদ্বয়, শুঁড়ী, মাতালগণ, মুটে, ডাক্তার, সহিস, ভৃত্য, জেলদ্বাররক্ষক ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

উমাসুন্দরী (যোগেশের মাতা)। জ্ঞানদা (যোগেশের স্ত্রী)। প্রফুল্ল (রমেশের স্ত্রী)। জগমণি (কাঙালীর স্ত্রী)। খেমটাওয়ালীদ্বয়, বাড়ীওয়ালী, পরিচারিকা।

সংযোগস্থল—কলিকাতা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা

উমা। মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটটী আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন করে রেখো; মা লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাক্‌বেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে। দেওর দুটীকে পেটের ছেলের মত দেখো। জান্‌বে, তোমার যাদবও যেমন রমেশ সুরেশও তেমনি। মেজ বৌমাকে যত্ন কোরো, মা, আপনার পর সব যত্নের, তুমি মেজ বৌমাকে যত্ন কল্লে তোমাকে মার মতন দেখ্‌বে। আর নিত্য নৈমিত্তিক পাল পার্ব্বণ বার ব্রত যেমন আছে; সকলগুলি বজায় রেখো, এখন গিন্নী হ'লে, সব দিকে বুঝে চোলো, বরং দুকথা শুনো তবু কারুকে উঁচু কথা বোলো না, কারুর মনে দুঃখ দিও না, সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়িও; আর কি বল্‌বো মা, পাকা চুলে সিঁদুর পরে নাতির নাতি নিয়ে সুখে ঘর ঘরকন্না কর।

জ্ঞান। হাঁ মা, তুমি কি আর বৃন্দাবন থেকে আস্‌বে না?

উমা। কেমন করে বলবো মা, গোবিন্‌জী, কি পায়ে রাখ্‌বেন!

জ্ঞান। না মা তুমি ফিরে এস, তুমি গেলে বাড়ী খাঁ খাঁ কর্‌বে। আর আমি কি মা, সব গুছিয়ে কর্‌তে পার্‌বো? তোমার আদরে আদরেই বেড়িয়েছি, ঘর ঘরকন্নার কি জানি মা।

উমা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী! তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড় বাড়ন্ত; তোমায় কচি বেলা থেকে যে দিকে ফিরিয়েচি, সেই দিকে ফিরেছ। তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমা হ'তে আমার ঘর ঘরকন্না সব বজায় থাক্‌বে।

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফু। মা, তুমি হেথায় রয়েছ, আমি তেল নিয়ে সৃষ্টি খুঁজ্‌ছি, তুমি রোজই বেলা কর্‌বে; আমি ভাত চাপা দিয়ে এয়েছি, তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে তবে খাবো; তা তুমি তো নাইবে না, এস নাইবে এস।

উমা। তোর ডালবাটা খেয়ে আর আশ মিট্‌ল না!

প্রফু। তুমি খেতে দাও বুঝি? যে দিন চাই, সেই দিন বল পেটের অসুখ কর্‌বে।

উমা। তা এইবার আমি মলে খুব এক মাস ধরে ডালবাটা খাস্।

প্রফু। হাঁ মা, তুমি যদি বৃন্দাবনে যাও, আমিও যাব।

উমা। আগে তোর নাতি হোক্, তার পর যাবি।

প্রফু। নেই নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাখাবে কে? উনুন ধরাবে কে? পাথর মেজে দেবে কে? মনে কচ্ছো ঝি রাখ্‌বে? সে বাসনে সগ্‌ড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো? সেই আমায় মাজ্‌তে দাও নি—এক দিন ডালের খোসা, এক দিন শাগের কুচি ছিল; আমায় নিয়ে চল।

জ্ঞান। তুই যাদবকে ফেলে যেতে পার্‌বি?

প্রফু। মা কি যাদবকে ফেলে যাবে না কি? ও মা, তুমি কি নিষ্ঠুর মা! ওঃ হরি! তবেই তুমি আমায় নিয়ে গেছ! তুমি যার যাদবকে ফেলে যাচ্ছ! এই মাসেই আস্‌বে, তুমি তো একুশে যাবে?

উমা। আঃ! দাঁড়া বাছা, আগে যাওয়াই হোক।

প্রফু। ওমা শীগ্‌গির এস, বট্‌ঠাকুরের গলা পাচ্ছি।

উমা। তুই যা ভাত খেগে যা, তার পর আমার পাতে খাস্ এখন, আমি যোগেশকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছি।

প্রফু। না না তুমি শীগ্‌গির এস, আমি তেল নিয়ে বসে রইলুম।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

যোগেশের প্রবেশ

যোগে। মা, রমেশ গাড়ী ঠিক্ করে এল, একখানা গাড়ীই নিলুম; তুমি মেয়ে গাড়ীতে থাক্‌বে, আমরা আলাদা গাড়ীতে থাক্‌বো, সে নানান্ লট্‌খটি, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাব।

উমা। এখনও খাও নি?

যোগে। না একটু কাজ ছিল।

উমা। খাওয়া দাওয়া হ'লে একবার আমার কাছে যেও। আমি দেনা পাওনাগুলো তুলে দেব। আর বল্‌ছিলুম কি, চাটুজ্যে ঠাকুরপোর তো কিছু নেই, ঢের সুদ খেয়েছি, ওর বন্ধক জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিও।

যোগে। তা বেশ তো।

উমা। আর বাবা, বল্‌ছিলুম কি, বামুণ-গিন্নীর বড় সাধ আমার সঙ্গে যায়, হাতে কিছু নেই, একজন বামুণের মেয়ে আমার সঙ্গে থাক্‌তো—

যোগে। মা, তুমি 'কিন্তু' হ'য়ে বল্‌ছো কেন? যাকে সঙ্গে নিতে হয় নাও, যা ইচ্ছা হয় বল। বাবার কিছু কত্তে পারি নি, তুমিও কখন কিছু ভার দাও নি, তুমি 'কিন্তু' হ'লে আমার মনে দুঃখ হয়।

উমা। বাবা, আমি তোদের পেটে ধরে-ছিলুম বটে, কিন্তু আমি মা নই, তোরাই আমার বাপ, আমি কখন তোদের একটা ভাল সামিগ্রী কিনে খাওয়াতে পারি নি; কিন্তু বাবা, তোমাদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছা হয়েছে দিয়েছি। আমার আর কিছু সাধ নেই, যারা যারা ধারে তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, এইটী আমার ইচ্ছে। শুনেছি বাবা, দেনা দিতেও আস্‌তে হয়, পাওনা নিতেও আস্‌তে হয়। গোবিন্‌জী যেন এই করেন, তোমাদের রেখে যাই, আর না ফির্‌তে হয়! তা বেশী পাওনা নয়, সব জড়িয়ে সড়িয়ে হাজার টাকা।

যোগে। তা তুমি যাকে যা দিতে হয়, দিয়ে দিও।

উমা। তাই বল্‌ছি বাছা, তোমরা উপযুক্ত সন্তান, তোমায় না বলে কি কিছু পারি; তবে আমি তাদের ডাকিয়ে বলে দিইগে, আর যার যা জিনিস বন্ধক আছে ফিরিয়ে দিই গে।

যোগে। মা, সে পাগ্‌লা মদন ঘোষ ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায়? কোথায়?

যোগে। আমি তারে বাইরে একটা ঘর দিয়েছি, সে তেম্‌নি পাগল আছে।

উমা। বাবা, সে পাগল নয়, অমনি পাগ্‌-লামো করে বেড়ায়। ও সব লোক কি ধরা দেয়!

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদ। এই যে যোগেশের মা আছ, যোগেশ আছ।

উমা। বাবা, প্রণাম করি।

মদ। আমি বল্‌ছিলুম কি বংশটা লোপ হ'ল—যা হয় করে একটা বে-থা দাও না। যেমন মেয়ে হয়, একটা পুত্র সন্তান নিয়ে দরকার। শুন্‌ছি, তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কচ্ছো, আমারও ঐ সঙ্গে একটা সম্বন্ধ কর। বয়স আমার বেশী নয়, কিসের বয়স!

যোগে। মদন দাদা, তোমার কনে গড়াতে দিয়েছি, মোটা মোটা সুন্দরীর চেলা দিয়ে!

মদ। ওই ঠাট্টা কর, ওই ঠাট্টা কর, বংশটা লোপ হয় যে!

উমা। বাবা, ওর কথায় রাগ করো না। তোমার নাত্ বোয়েদের আশীর্ব্বাদ কর্‌বে এস। তোমার মেজ নাত্‌বো'র আজও ব্যাটা হয় নি, আর একটা মাদুলী দিতে হবে।

মদ। ব্যাটা হয় নি! সে কি! চল তো, চল তো।

উমা। বাবা, তবে জিনিসগুলো বার করে দিও।

যোগে। আচ্ছা মা।

[উমাসুন্দরী ও মদন ঘোষের প্রস্থান।

জ্ঞান। ঠাক্‌রুণের এক কথা! ওরে পাগল বল্লে বড় রাগেন।

যোগে। ঐ যে ওঁরে মাদুলী দিয়েছিল, তার পর আমরা হয়েছি।

জ্ঞান। ও মা! তুমি এখন আবার কাগজ নিয়ে বস্‌লে কি গা! নাইবে টাইবে না?

যোগে। এই যাচ্ছি, এই চাবিটে নিয়ে মা যে সব জিনিসপত্র বন্ধক রেখেছিলেন, মাকে দিয়ে এস তো, ছোট সিন্ধুকে আছে।

জ্ঞান। হাঁ গা, তোমাদের ক'দ্দিন হবে?

যোগে। মাকে রেখেই চলে আস্‌বো: তার পর যা হয়—

জ্ঞান। যা হয় কি একটা মুখের কথাই খসাও, কাজ তো বারমাসই আছে। নাও, খাও দাও, মন নির্বিষ্ট করে কাগজ নিয়ে বসো এখন।

যোগে। মাকে রেখে এসে, ভাব্‌ছি, দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌ব, তুমি যাবে? যাও তো, নিয়ে যাই।

জ্ঞান। আর অতোয় কাজ নেই, মাকে রেখে এসে উনি আবার বেড়াতে যাবেন! আজ সাত বচ্ছর বেড়াতে যাচ্ছ, আর আমায় সঙ্গে নিচ্ছ!

যোগে। না, এবার সত্যি বেড়াতে যাব।

জ্ঞান। তা খেয়ে দেয়ে তো বেড়াতে যাবে, স্নান কর গে; বাবা, ভ্যালা কাজ শিখেছিলে কিন্তু! কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সক্ নেই!

যোগে। সক্ করবো কি, সক্ করবার কি দিন পেয়েছিলুম! তুমি তো জান না, দুটী অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি করে চালিয়ে এসেছি। বাবা মরে গেলেন, বাড়ীখানা পাওনাদারে বেচে নিলে, মাকে নিয়ে দুটী অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধরে খোলার ঘর ভাড়া করে রইলুম। সে এক দিন গেছে! এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি, এক দুঃখ সুরেশটা মানুষ হ'ল না; তা ভগবান্ সকল সুখ দেন না। দাও তো বোতলটা।

জ্ঞান। তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পুজো করি নি। তোমার সব গুণ—ঐ একটু ঢুক্ করে খাওয়া কেন? আগে দিনে ছিল না, এখন আবার দিনে একটু হয়েছে। ঐ এক কাঁচ্চা চন্নামেত্তর মুখে না দিলেই নয়!

যোগে। আমি তো মাত্‌লামো কর্‌তে খাই নি, হাড়ভাঙা মেহন্নৎ হয়, গা গতর কাম্‌ড়াতে থাকে, খেলে একটু সবল হওয়া যায়, ঘুম হয় —এ কি জান, বিষ বল বিষ, অমৃত বল অমৃত।

জ্ঞান। অত হাড়ভাঙা মেহন্নতেই দরকার কি। একটু কম করে কর, ও খাওয়ায় কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি।

যোগে। পাগল!

জ্ঞান। পাগল কেন, এই দিনে খাওয়া ছিল না, দিনে খাওয়া হয়েছে।

যোগে। ক'দিন ভাবনায় ভাবনায় ক্ষিদে হচ্ছে না, তাই একটু একটু খাচ্ছি—রমেশ, ব্যস্ত আছ?

রমেশের প্রবেশ

রমে। আজ্ঞা না।

যোগে। বেরোবে না?

রমে। আজ আদালত বন্ধ, বেরুব না।

যোগে। বেরিও হে, আদালত বন্ধই হোক, আর যাই হোক, বেরুনো ভাল। শোনো একটা কথা বলি, যদিচ আমরা পৈতৃক সম্পত্তি কিছু পাইনি, কিন্তু আমি তোমাদের পেয়েছিলুম;

নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম্ম কর্‌তে পাত্তেম না; সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ কর্‌তে আলস্য বোধ হ'ত, তোমরা সেই খোলার ঘরের ভেতর শুয়ে—ফিরে দেখ্‌তুম, আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়্‌তো; সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল। আমার যা বিষয় আশয়, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশী। এই কাগজখানি দেখ, একখানি বাড়ী আমার স্ত্রীর নামে করেছি। কি জানি, পরে যদি ছেলের সঙ্গে না বনে, তীর্থ ধর্ম্ম করুন তারিই ভাড়া থেকে চল্‌বে; আর মার নামে খানকতক কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, মাসে মাসে তারির সুদ বৃন্দাবনে পাঠান যাবে; আর বাকী বিষয় তিন বখরা করেছি, এই কাগজ দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, তুমি এটর্ণি হয়েছ, উকিলপাড়ার বাড়ী তোমার ভাগে রেখেছি। তুমি দেখ, যে ভাগ তোমার ইচ্ছা হয় আমায় বলো, সেই ভাগ তোমার। আর সুরেশের কি করা যায়? ও তো বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে, এখন কিছু হাতে না পায় তার একটা উপায় ঠাওরাও।

রমে। দাদা, আমাদের কি পৃথক্‌ করে দিচ্ছেন!

যোগে। না ভাই, তা নয়। এত দিন মা ছিলেন, এখন বৌয়ে বৌয়ে বনুতি হোক না হোক; তুমি পরে বুঝবে যে, সম্পত্তি বিভাগ হওয়াই ভাল। এক বখ্‌রা যা আমার থাক্‌বে, তা থেকে আমার চল্‌বে। এক ছেলে—আর আমি কাজকর্ম্ম কর্‌বো না। ঈশ্বর ইচ্ছায় তোমাদের বাড়্‌বাড়ন্ত হোক। যাদবকে দেখো, আমি দিনকতক বেড়িয়ে আসি। এক অন্নেই রইলুম, তবে চিহ্নিতনামা হ'য়ে রইল এইমাত্র। ব্যাপারীদের দিয়ে নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে থাক্‌বে, তা তিন ভাগ কত্তে ব্যাঙ্ককে (Advice) এড্‌ভাইস করেছি।

রমে। দাদা মহাশয়, সুরেশকে দিচ্ছেন দিন; আপনার স্বোপার্জ্জিত বিষয়, ছেলে আছে; আমায় মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি কোথায় আপনাকে রোজ্‌-গার করে এনে দেব, আমায় ও সব কেন! তবে আপনি দিচ্ছেন, আমি 'না' বল্‌তে পারি নি।

যোগে। রোজ্‌গার ক'রে দিতে চাও দিও, তোমার ভাইপো রইলো। তুমি এ নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না; আর একটী কথা, আমার বিবেচনায় কলিকাতায় গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী। এই পাড়ায় দেখ, চাক্‌রী বাক্‌রী করে আন্‌ছে—নিচ্ছে, খাচ্ছে; যেই একজন চোখ বুজ্‌লো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল; কি খায় তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা বল্‌বো কি! ভাই রে! আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি! আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি; সেটী অতিথশালা নয়, তাতে এইরূপ অনাথ গৃহস্থেরা এক একটী ঘর নিয়ে থাক্‌তে পাবে; আর পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখেছি, তারই সুদ থেকে কোন রকমে শাক অন্ন খেয়ে দিনপাত কর্‌বে, তুমি তার (Trustee) ট্রাষ্টি। আজকে একটা লেখা পড়া করো, আমি সই করে দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌বো। ত্রিশ বচ্ছর খেটেছি, এক দিনও একটু বিশ্রাম করি নি, একটু আলস্য হয়েছে।

রমে। আজ্ঞা, এ সব এত তাড়া কেন? আপনি বেড়িয়ে আস্‌তে চান, বেড়িয়ে আসুন।

যোগে। না, কাজ শেষ করে যাওয়া ভাল। আমি সমস্ত ভারতবর্ষে বেড়াব, কি জানি শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে।

রমে। আজ্ঞা, যে রকম অনুমতি। আমি তা হ'লে বাড়ীতেই একটা তয়ের করে রাখি।

[রমেশের প্রস্থান।

জ্ঞান। ওমা! আবার ঢাল্‌ছ কেন?

যোগে। বড় বৌ, আজ বড় আমোদের দিন!

জ্ঞান। তা ওঠ না, নাইতে হবে না?

ঝিএর প্রবেশ

ঝি। বাবু, মাঝ দরজায় সরকার মশাই দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছেন। আমায় বল্লেন, বাবুকে খপর দে।

যোগে। কে পীতাম্বর? কাঁদ্‌ছে কেন?

ঝি। আমি তো তা জানি নি, খপর দিতে বল্লেন।

যোগে। তারে এইখানেই ডাক্‌।

[ঝিএর প্রস্থান।

বড় বৌ, একটু সরে যাও। [জ্ঞানদার প্রস্থান।

ওর কি বাড়ী থেকে কিছু খপর এলো নাকি—

পীতাম্বরের প্রবেশ

কি হে পীতাম্বর?

পীতা। আজ্ঞা, বাবু সর্ব্বনাশ হয়েছে! ব্যাঙ্ক বাতি জেবলেছে!

যোগে। কি! কি! কি!—কোন্ ব্যাঙ্ক?

পীতা। আজ্ঞা, (Reunion) রিইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছে।

যোগে। আঁ! আঁ! আমার যে যথাসর্ব্বস্ব সেথা! "আজ বড় আমোদের দিন!" "আজ বড় আমোদের দিন!" আবার ফকির হলুম!

পীতা। বাবু! বাবু! আবার সব হবে, ব্যস্ত হবেন না,—

যোগে। (মদ খাইয়া) না না, আমি ব্যস্ত হই নি। যাও পীতাম্বর, যাও—খাতা তয়ের কর গে, (Insolvent Court) ইন্‌সল্‌ভেন্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি এখন জেলে বেড়াতে যাই!

পীতা। বাবু, আপনিই রোজগার করেছিলেন—গিয়েছে, আবার রোজ্‌গার কর্‌বেন।

যোগে। হাঁ, হাঁ, তুমি যাও, আমি সব বুঝি। পীতাম্বর, সব আছে, কিন্তু সে দিন আর নাই, সে উৎসাহ নাই। ত্রিশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় রোজ্‌গার করেছি, গেল—একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল!

(মদ্যপান)

পীতা। বাবু! বাবু! করেন কি! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ কর্‌বেন না,—

যোগে। না না যাও, তুমি যাও—পীতাম্বর, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, কার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছ? কাল আমি তোমার বাবু ছিলুম, আজ পথের ভিখারী। (মদ্যপান)

পীতা। বড় মা,—আসুন সর্ব্বনাশ হয়।

[প্রস্থান।

জ্ঞানদার প্রবেশ

যোগে। বড় বৌ, "আজ বড় আমোদের দিন!" আজ থেকে আমার ছুটি, আর আমার কাজ নাই, আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে!

জ্ঞান। গিয়েছে, আবার হবে, ভাবনা কি?

যোগে। ভাবনা কি? অনেক ভাবনা! ভাবনা আমি, ভাবনা তুমি, ভাবনা তোমার ছেলে যাদব; কিন্তু অনেক ভেবেছি, আর ভাব্‌বো না—ফুর্‌লো, আবার হবে! ত্রিশ বৎসর হ'ল, এক কথায় গেল, এক কথায় হবে! হবে ত? হবে ত? আবার হবে, বাঃ! বাঃ! ক্যা ফুর্‌তি! কুচ্‌পরওয়া নেই, মদ লেয়াও!—ওই যা ফুরিয়ে গেল। (বোতল নিক্ষেপ) মদ লেয়াও, মদ লেয়াও;—বাঃ বাঃ এমন মজা!—কোন্ শালা খেটে মরে! বড় বৌ, কি আমোদের দিন! কি আমোদের দিন! আমি মদ আনি গে।

[প্রস্থান।

জ্ঞান। ঠাকুর পো! ঠাকুর পো! শীগ্‌গির এস, সর্ব্বনাশ হ'ল!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙালীর ডাক্তারখানা

সুরেশ ও জগমণি

সুরে। কি বহুরূপি বিদ্যাধরী, বিদ্যাধর কোথায়?

জগ। এ দিকে তো খুব চালাকী হয়, কাজের চালাকী তো কিছু দেখ্‌তে পাই নি: সে চালাকী থাক্‌লে এতদিন জুড়ী চড়্‌তিস্!

সুরে। চালাকী কি এক দিনেই শেখে বিদ্যাধরি? তোমার বিদ্যাধরের কাছে থাক্‌তে থাক্‌তে দুটো একটা শিখ্‌বো বৈকি। এক ছিলিম তামাক সাজো, বেশীক্ষণ বস্‌বো না। নগদ পয়সা, দুছিলিম তামাক দিও। আর বিদ্যাধরকে ডাক।

জগ। সে এখন পুজো কচ্ছে, ব'স, তামাক খাও।

সুরে। বাবাঠাকুরের নিষ্ঠেটুকু আছে; পুজোর মন্তর কি?—কস্যং গলাং কাটিতং—কার গলা কাট্‌বো।

জগ। আমরা গলা কেটেই বেড়াচ্ছি কি না! যাও, তুমি বাড়ী থেকে বেরোও।

সুরে। তা শীগ্‌গির বেরোচ্ছি নি, তুমি ইন্দ্রের সভায় নাচ্‌তে যাও কি পোশাকে?—না দেখ্‌লে আমি যাচ্ছি নি। সে দিন যে চাপরাশী সেজেছিলে,—বাঃ বিদ্যাধরি, চমৎকার!

জগ। তামাক খাবে খাও, মেলা বক্ বক্ কচ্ছো কেন?

সুরে। আচ্ছা, চাপরাশী রূপে তো বিল সাধো, খান্‌সামা রূপে তো তামাক দাও, খাস্ বিদ্যাধরী রূপে তো টাকা ধার দাও,—আর ক'টি রূপ আছে বিদ্যাধরি, আমায় বল দেখি? (সুর করিয়া)—

"ঘুচাও মনোভ্রান্ত লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।
তোমার লক্ষ্মীরূপা কোন্ রমণী,
রুক্মিণী কি কমলিনী,
চিন্তামণি কর চিন্তা নিবারণ॥"

জগ। চোপ্ ষ্টুপিড্!

সুরে। বিদ্যাধরি, আবার বল; তোমার ইংরেজি বুক্‌নীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল; আর এই দা-কাটাতে বুক ঠাণ্ডা হ'ল।

জগ। শোন্! গাধা ছোক্‌রা, তোরে বলি শোন্! রোজ রোজ দু-চার টাকা ধার করিস্, কি কত্তে? আমি কিছু চার টাকায় চল্লিশ টাকা না লিখিয়ে দেবো না। সুদ শুদ্ধ তোর ভাই-কেই দিতে হবে; তার চেয়ে কেন বিষয়টা ভাগ করে নে না।

সুরে। বাহবা বাঃ! বহুরূপিণি বিদ্যাধরি! সাবাস্! এ দোকান তুলে দিয়ে এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও,—আমি তোমার চাপকাণ পাগ্‌ড়ী দিচ্ছি।

(নেপথ্যে কাঙালীচরণ) জগা, কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্?

সুরে। খুড়ো, আমি,—বিদ্যাধরীর বক্তৃতা শুন্‌ছি, আর খর্‌সান্ খেয়ে কাস্‌ছি।

কাঙালীচরণের প্রবেশ

কাঙা। কেও সুরেশ, কতক্ষণ বাবা, কতক্ষণ?

জগ। আমি বল্‌ছিলুম, দু-চার টাকা করে ধার কর্‌ছিস্ কেন? বিষয় বখরা করে নে, উকিলের চিঠি দে,—আমরা থেকে মকদ্দমা করে দিচ্ছি; তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে।

কাঙা। হাঁ হাঁ, ক্রমে বুঝ্‌বে, ক্রমে বুঝ্‌বে। কি বাবা, কি মনে করে?

সুরে। তোমার বিদ্যাধর আর বিদ্যাধরীর যুগল দর্শন, আর গোটা কতক টাকা কর্জ্জন।

জগ। এক শো টাকার নোট কর্ত্তন তো?

সুরে। রূপসি, তার কি আর অন্যথা হবে।

জগ। তাতে আজ হচ্ছে না, দু শো টাকা লিখে দাও তো হয়।

সুরে। এ যে বাবা, বাড়াবাড়ি বিদ্যাধরি!

(নেপথ্যে।)। কাঙালী বাবু, বাড়ী আছেন?

কাঙা। কে! বকেয়া নাম ধরে ডাকে কে? আমি তো হরিহর ডাক্তার। জগা, বল্ এ হরি-হর বাবুর বাড়ী, কাঙালী বাবুর বাড়ী নয়।

সুরে। ও বিদ্যাধরি, আমায় খিড়্‌কী দোর দিয়ে বার করে দাও,—মেজ দা!

জগ। যাও, বাড়ীর ভেতর দিয়ে পালাও, রান্না-ঘরের জানলা ভাঙ্গা আছে, সেইখান দিয়ে বেরিয়ে পড়। [সুরেশের প্রস্থান।

(নেপথ্যে।) বাড়ীতে কে আছ গো? কাঙালী বাবু বাড়ী আছেন?

জগ। এ কাঙালী বাবুর বাড়ী না, হরি-চরণ বাবুর বাড়ী।

নেপথ্যে। আচ্ছা, হরিচরণ বাবু, হরিচরণ বাবুই সই।

কাঙা। আমি সরে থাকি, শীগ্‌গির তাড়াস্। [কাঙালীর প্রস্থান।

জগর দরজা খুলিয়া দেওন
ও রমেশ বাবুর প্রবেশ

জগ। আপনি কা'কে খুঁজ্‌ছেন?

রমে। ডাক্তার বাবুকে।

জগ। তা আমায় বলে যান, আমি তাঁর কম্পাউন্ড।

রমে। আপনি মেয়েমানুষ, (Compo-under) কম্পাউন্ডার।

জগ। ওমা, তাও তো বটে।

রমে। তাও তো বটে কি?

জগ। আমি বাবুর বাড়ীর ঝি, তা বাবু বাড়ী নেই, আপনি এখন আসুন।

রমে। বাবু বাড়ী আছেন বৈকি। তুমি যখন (Compounder) কম্পাউন্ডার, আবার ঝি; বাবুকে ডাক গে, বিশেষ দরকার আছে, কোন ভয় নাই; বল, তাঁর ভাল হবে।

নেপথ্যে। কে রে ঝি, কে রে?

কাঙালীর প্রবেশ

কাঙা। আমি এই প্রাক্‌টিশ করে খিড়্‌কী দোর দে ফিরে এলুম।

রমে। বসুন বসুন, কাঙালী বাবু বল্‌বো না হরিচরণ বাবু বল্‌বো? আপনি যে নামে প্রচার হ'তে চান, আমার আপত্তি নেই।

কাঙা। আপনি তো রমেশ বাবু?

রমে। হাঁ, আমি সম্প্রতি এটর্ণি হয়েছি। আপনি রাণাঘাটে একটা মাগীর সংগে ফেরাবি? যেই মাগীর সংগে ফেরাবি করেছিলেন, তার ভাইপো আমায় এই কাগজপত্রগুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালের (Warrant) ওয়ারিণ বার কর্‌বার জন্যে।

কাঙা। কি আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে বসে অপমান করেন? চাপরাসী;—

রমে। আপনার চাপরাসী তো ঐ রূপসী, তা তো উনি হেথা হাজিরই আছেন. ব্যস্ত হবেন না; কি বল্‌তে এসেছি শুনুন,—সে কাগজপত্র দেখে আপনি যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি তা আমার ধারণা হয়েছে, ক্রমে সন্ধান পেলুম. কলিকাতাতে আপনি এটর্ণির ক্লার্ক-গিরিও করে গিয়েছেন। আমি নূতন আপিস কর্‌বো, আপনার মত একজন মহাশয়ের আবশ্যক। আপনার ভয় নেই. আমি সেই ভাইপো ব্যাটাকে তাড়িয়েছি, সে ব্যাটাকে কাগজও ফিরে দিচ্ছি নি, তারে ধাপ্পা দিয়ে দিইচি যে চারশো টাকা নিয়ে আয়. সে এখন বিশ বাঁও জলে! এই দেখুন. সে কাগজ আমার হাতে।

কাঙা। কই দেখি? কই দেখি?—

রমে। এই দেখুন. এ তো চিন্‌তে পেরেছেন? তবে কাগজগুলো আমার ঠেঁয়ে থাক্‌বে, আপনার ঠেঁয়ে দিচ্ছি নি। আমি নূতন উকিল বটে, তবে নেহাত কাঁচা নই. পাঁচবার এক্‌জামিনে ফেল্‌ হয়ে তবে পাশ হয়েছি। আপনি যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেক আমায় যেতে হবে, আপনিও হাতে থাকা চাই. বন্ধুত্বর নিয়মই এই।

জগ। তা বটে তো বাবা! তা বটে তো বাবা! মুখপোড়া, মানুষ চেন না? এঁর সংগে আলাপ কর্‌; তোর কপাল ফির্‌বে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বল্লে, যেন ভাগবৎ পড়্‌লে! কি বাবা, কি কর্‌তে হবে বল। তুমি যা বল্‌বে, ছুঁপিডের কাণ ধরে আমি করাব।

রমে। বাঃ রূপসি! আপনার নাম কি? আপনি সাক্ষাৎ বুদ্ধিরূপিণী।

জগ। আমায় বিদ্যাধরী বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয়। এখন কাজের কথা বল।

রমে। সুরেশ বলে একটী ছোক্‌রা তোমার এখানে আসে?

কাঙা। কে সুরেশ?

জগ। আ মর! বুড়ো হলি, কাকে বিশ্বাস কত্তে হয়, কাকে অবিশ্বাস কত্তে হয় জানিস্‌ নি? এসে বাবা, এসে।

রমে। তোমার কাছে টাকা ধার করে?

জগ। হাঁ তা করে।

রমে। তার নোটগুলো আমি কিন্‌বো, আর এবার এলে তারে বুঝিয়ে ঠিক্‌ কর্‌তে হবে যাতে একখানা (Bond) বণ্ডে সই করে, বলো. পাঁচশো টাকা পাবে। খানকতক কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাক্‌বে. তাতে (Endorse) এণ্ডরস্‌ করিয়ে নেবে। কথাটা এই. তার বিষয়ের স্বত্ব আমি কিনে নেব।

কাঙা। বুঝেছি. বুঝেছি।

রমে। বুঝেছ তো?

জগ। বুঝ্‌লে কি হবে. তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে আজ ছ-মাস বোঝাচ্ছি নালিস কত্তে, সে বলে আমি দাদার নামে নালিস কর্‌বো না।

রমে। তোমাদের কাছে নোট আছে কত টাকার?

কাঙা। সে প্রায় চার পাঁচশো টাকা হবে।

রমে। তারে ভয় দেখাও—নালিস কর্‌বো।

জগ। সে তো তাই চায়. বলে. দাদা কি আমায় জেলে দেবেন? দাদা না দেয়, বৌ সব দেবে। এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি কর্‌বে? একটু ঘটে বুদ্ধি নেই।

রমে। আচ্ছা. ও বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে। আপনি আমার ক্লার্ক হবেন? কাল থেকে বেরোবেন. মাইনে পাবেন না. আপনি ক্লায়েন্ট জোটাবেন তারই কস্টের দশ-আনা ছ-আনা; সেই ছ-আনা আপনার মাহিনার হিসাবে জমা খরচ হবে।

কাঙা। তা বাবা, আমার হাতে তো ক্লায়েন্ট

নেই, আমি একটা বদ্‌নামী হ'য়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিছু মাইনে না দিলে চল্‌বে না, যা হোগ, ডিস্‌পেন্সরি খুলে নিকিরী-পাড়া ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আন্টেক করে দিন পোষায়, আরো আরো সব কার্য্য আছে, তাতেও কিছু পাই। গোটা কুড়িক করে টাকা দিও, তার পর কষ্টের দশ আনা ছ-আনা বল্‌ছো, চার আনা বার আনাতেও রাজী আছি।

রমে। আচ্ছা, তার জন্যে আট্‌কাবে না।

জগ। তোমার তো একটা পেয়াদা চাই?

রমে। তা আমি দেখে নেব এখন।

জগ। কেন নূতন আপিস কচ্ছো, আমায় কেন রাখ না,—আমি তোমার চিঠি নিয়ে যাব।

রমে। তা রূপসি, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুরদাদা; এখানে ডিস্‌-পেন্সরি চালাতে হবে, আর আর কাজ আছে তোমায় দেব।

জগ। ডিস্‌পেন্সরিও চল্‌বে?

রমে। চলবে না কেন, খুড়ো সকাল বিকেল নিকিরীপাড়া ঘুরে আস্‌তে পার্‌বে, দিনের বেলা তুমি ওষুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। দেখ্‌লি ষ্টুপিড, মানুষ চিনিস্‌ নি।

রমে। তবে আসি, কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। রূপসি, চল্লুম।

কাঙা। এগারটার সময় বেরুলে চল্‌বে?

রমে। হাঁ, তা চল্‌বে।

রমেশের প্রস্থান।

কাঙা। জগা, এইবার বরাত ফির্‌লো আর কি! আবার যখন এটর্ণি পেয়েছি আর কিছু ভাবি নে, এই পাশের জমীটে মাগীকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে দেড়শো টাকা করে কাঠা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীকে দিয়েই একখানা গাড়ী তয়ের করে নেব, আর চীৎপুর থেকে দুটো ঘোড়া, বাগান একখানা কর্‌তেই হবে, যা হ'ক তরিটে তরকারীটে আস্‌বে; জগা কথা কচ্ছিস্‌ নি যে?

জগ। বল্‌ বল্‌ তোর আক্কেলের দৌড়টা শুনি; তুই মুখ্যু কি না, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল দিয়ে বসেছিস্‌। ও দেখ্‌তে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, কোন রকম করে সুরেশটাকে হাত করে রাখ্‌, ওদের ঘরওয়া বিবাদ বাধ্‌লো বলে, মকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকীলের কাছে যাস্‌, যে খরচা আদায় কর্‌তে পার্‌বি।

কাঙা। তোর তো বুদ্ধি বড়, আমার নামে জালিয়াতের নালিস করে চৌদ্দ বৎসর ঠেলুক, —সেই মাগীর সব কাগজপত্র নিয়ে রেখেছে।

জগ। আমি চখে দেখ্‌লুম, আর আমায় পরিচয় দিচ্ছিস্‌ কি? মকদ্দমা কি আজ বাধাতে পার্‌বি? দু-বছরে বাধে তো ঢের। ও যে উকীল দেখ্‌ছি, তত দিন বিশটা জাল কর্‌বে। আর আমার কথা তুই দেখিস্‌, যখন ডাক্তারখানা রাখ্‌তে বল্লে, কারুকে বিষ খাওয়ার মৎলব যদি না থাকে তো, কি বলেছি। ওকে আমি দু-দিনে হাত করে ওর পেটের কথা সব নেব।

সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরে। বিদ্যাধরি, মেজ্‌দা এসেছিল কেন হে?

জগ। ওরে তোর কপাল ফিরেছে, ওরে তোর কপাল ফিরেছে!—(পদধূলি প্রদান)

সুরে। আরে যাও বিদ্যাধরি, আমার সিঁথে খারাপ হবে।

জগ। পাঁচ পাঁচশো টাকা! একটা সই কল্লেই—বস্‌!

সুরে। পাঁচ পাঁচশো টাকা চাই নি, আমায় দশটা টাকা দাও,—আমি হেণ্ডনোট লিখে এনেছি দেখ।

জগ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্‌ নি, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্‌ নি।

কাঙা। তাই তো হে খুড়ো, তুমি অমন বোকা কেন?

সুরে। দেখ কাঙালী খুড়ো, বিদ্যাধরী শোনো,—এ যে দু দশ টাকা ধার করি, এ দিতে দাদা মারা যাবে না, আর দেবেও। পাঁচশো টাকা দিতে চাচ্ছ বাবা, পঞ্চাশ হাজারে ঘা দেবে তবে; ভাব্‌ছ, বোকারাম টাকার লোভে একটা সই করে দেবে এখন। আমার নিজের টাকা থাক্‌তো, ঠকিয়ে নিলে আপত্তি ছিল না, দাদার যে সর্ব্বনাশ কর্‌বে, তা রূপসী বিদ্যাধরী পাচ্ছো না। চিরকাল দাদার খেলুম, দাদা বকেন আমার গুণে, কিন্তু অমন দাদা কারুর হবে না।

জগ। আমি আর টাকা দিতে পার্‌বো না, যে টাকা ধার নিয়েছিস্ দে, নইলে আমি নালিস কর্‌বো।

সুরে। আমি তোমায় দুবেলা সাধ্‌ছি বিদ্যাধরি, জজ সাহেবও ইন্দ্রের অপ্সরী দেখ্‌বে, আর আমারও টাকা ক'টা শোধ যাবে; সুধু তাই না, আমার একটা বাজারে নাম বেরুবে, বিদ্যাধর খুড়োর মতন মহাজনও দু-একটা জুট্‌বে। তোমার চন্দ্রবদন যত না দেখ্‌তে হয় ততই ভাল, বুঝ্‌লে বিদ্যাধরি? টাকা দেবে কি না বল।

জগ। না, আমার টাকা কড়ি নেই।

সুরে। তবে চল্লুম, সেলাম পেঁাছে বিদ্যা-ধর খুড়ো, বিদেয় হলেম। এক গুণ নিয়ে চার-গুণ লিখে দিলে তোমার মত ঢের মহাজন পাব।

[সুরেশের প্রস্থান।

জগ। বুঝ্‌লি পোড়ার মুখো! একে সোজা দিক্ দিয়ে হবে না, এরে উল্টো প্যাঁচ কস্‌তে হবে। সই করে দিলে ওর দাদার উপকার হবে যদি বুঝ্‌তে পারে, তখনি সই কর্‌বে।

কাঙা। কি রকম, কি রকম?

জগ। রোস্, এখন দাঁড়া, আমি মনে মনে ঠাওরাই। খাই গে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

প্রফুল্ল ও সুরেশ

সুরে। হাঁরে মেজো, দাদার না বড় অসুখ করেছে?

প্রফু। ঠাকুর পো, আমার হাত পা পেটে সেঁদিয়ে যাচ্ছে, ঠাক্‌রুণ কাঁদ্‌ছেন। বট্ ঠাকুরকে কে কি খাইয়েছিল!

সুরে। তা এখন দাদা কোথা?

প্রফু। এখন ভাল হয়েছেন, ঘরে শুয়ে আছেন। তোমায় তাড়াতাড়ি আমি ঝিকে পাঠিয়ে দিলুম খুঁজ্‌তে; সে যদি চিক্কুরি দেখ্‌তে! ডাক্তার এল, মাথায় জলটল দে তবে ভাল হ'ল। ছেলেটাও যত কাঁদে আমিও তত কাঁদি। এমন সর্ব্বনেশে জিনিসও খাইয়েছিল! দিদিকে লাথি মেরেছেন, ছেলেটাকে চড় মেরেছেন, মাকে গালাগালি দিয়েছেন।

সুরে। দাদা খেয়েছেন?

প্রফু। ডাক্তার পাঁঠার কৎ খেতে বলে ছিলেন তাই খেয়েছেন, এ বেলা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খা'বেন। ঠাকুর পো, অমনি করে আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়! মা বলেন, চারিদিকে শত্তুর, শত্তুর হাস্‌ছে।

সুরে। এখন ভাল আছেন তো?

প্রফু। হাঁ, সরকার মশাইকে ডেকে কি কাজ বলেছেন, চিঠি লিখেছেন; আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়? আমার ভাই, কান্না পাচ্ছে।

সুরে। আমিও তাই ভাব্‌ছি, হাতে টাকা নেই, তা নইলে একটা মাদুলী আন্‌তুম। বৌদিদির সেই মাদুলী পর্‌লে আর কেউ কিছু কর্‌তে পার্‌তো না।

প্রফু। হাঁ ঠাকুরপো এমন মাদুলী?

সুরে। সে মাদুলীর কথা বল্‌বো কি, ওই বাড়ীর অমনি একজনকে খাওয়াতো বৌ মাদুলী যেই পর্‌লে আর, কেউ কিছু কর্‌তে পার্‌লে না। কি খাওয়ায় জান, রাঙা জলপড়া। ভাগ্‌গিস ভালয় ভালয় কেটে গেল, নইলে লোক পাগল হয়। এমন জলপড়া নয়, তুমি যদি খাও তো অমনি ধেই ধেই করে নাচ।

প্রফু। ওমা! সে নাচাই বটে, সে যে হাত পা ছোঁড়া! তা তুমি সে মাদুলী এনে দাও, আমি দিদিকে বলে টাকা দেওয়াব এখন।

সুরে। তা হলে আর ভাব্‌না ছিল কি, 'র' টাকায় আন্‌লে ওষুধ ফল্‌বে না।

প্রফু। তবে কি হবে! আমার ঠেঁয়ে আট গণ্ডা পয়সা আছে।

সুরে। আর সেই যে মাক্‌ড়িগুলো আছে, তা তো তুমি আর পর না।

প্রফু। না, সে তুলে রেখেছি, দিদি বলেছে কাণবালা গড়িয়ে দেবে।

সুরে। তা সেইগুলো পেলেই হতো—

প্রফু। তা নাও আমি দিচ্ছি, দুটো মাদুলী এনো, আমিও একটা চুপি চুপি পরে থাক্‌বো, যদি ওঁকে কেউ কিছু খাওয়ায়।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

সুরে। দেখি কত দূর হয়। (লিখন) "মেজদাদা, মেজ বৌদিদির মাক্‌ড়ি লইয়া অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা দিইছি।" ,ভায়ার দেখে অঙ্গ শীতল হবে! বল্‌বেন, খুব করেছ। কি রে যেদো, কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন?

যাদবের প্রবেশ

যাদ। কাকা বাবু, বাবার অসুখ করেছে।

সুরে। অসুখ করেছিল, দেখ্‌ গে যা, ভাল হয়ে গিয়েছে; তা'র কান্না কিসের, তোর অসুখ করে না?

যাদ। বাবা আমায় রোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি।

সুরে। ডাক্‌বেন এখন, যা, তুই কাছে যা দেখি।

যাদ। তুমি বাইরে যেও না, যদি আবার অসুখ করে।

সুরে। না, আর অসুখ কর্‌বে না।

প্রফুল্লের পুনঃপ্রবেশ

প্রফু। ঠাকুরপো, এই নাও।

সুরে। মেজ বৌদিদি, যাদবকে দাদার ঘরে দিয়ে এস তো, আর এই চিঠিখানা মেজদাদাকে দিও।

যাদ। কাকী মা, আমার কান্না পাচ্ছে, আবার যদি বাবার অসুখ হয়?

প্রফু। না, বালাই! আর অসুখ হবে কেন। চল্‌ তোরে আমি নিয়ে যাই।

সুরে। যেদো, যা তোর বাপের কাছে যা, কাঁদিস্‌ নি। আমি কেমন সুন্দর বেটম-বল্‌ কিনে এনে দেব এখন। কাল তোকে গড়ের মাঠে খেল্‌তে নিয়ে যাব।

[যাদবকে লইয়া প্রফুল্লের প্রস্থান।

এই যে, আমার বুদ্ধিমান্‌ মেজদাদা উপস্থিত: সইসের মাথায় যে ব্রাণ্ডীর কেশ দেখছি: এ'র জন্যেও মাদুলী গড়াতে হ'বে। দাদা যখন ক্যানেস্‌তারা থেকে বা'র করে একটু একটু খান, তখনি আমি জানি; ও এমন জলপড়া না! আমি আর যা করি তা করি, এ জলপড়া ছোঁব না। ইস্‌! আমায় দেখে বামাল সাম্‌লাচ্ছেন!

রমেশের প্রবেশ

রমে। সুরেশ, এখানে দাঁড়িয়ে কি

সুরে। তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল, তাই দিতে এসেছি।

রমে। কই দে।

সুরে। মেজ বৌদি'র হাতে দিইছি।

রমে। তোর হাতে কি?

সুরে। সুপুরি; ও মুটের ঠেঁয়ে কি গা?

রমে। ও কৌন্‌সুলি সাহেবকে সওগাত পাঠাতে হবে।

সুরে। কৌন্‌সুলি, না ঢুকু ঢুকু ঢালি?—

[সুরেশের প্রস্থান।

রমে। ওরে, এ দিকে আয়, ওই উ দিকে রাখ্‌গে যা।

সইসের প্রবেশ ও বাক্স রাখিয়া প্রস্থান

যা'তে পরের অপকার, তা'তে আপনার উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখ্‌রা, তার পরে বাপের বিষয় বখ্‌রা, ভাই-পো হবেন জ্ঞাতি শত্রু! এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়গুলো যে ব্যাপারী ব্যাটারা বেচে নেবে, তাতো প্রাণে সইছে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান চাই।.যখন মদ ধরেছে সই করে নেবার ভাবি নি, আজই হ'ক কালই হ'ক (mortgage) মর্টগেজ সই করে নিচ্ছি। ভাবনা (Registry) রেজেস্টারী—তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়; জুড়ুতে দেওয়া হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে, একবার দাদার কাছে যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

যোগেশ ও জ্ঞানদা

জ্ঞান। ছেলেটাকে চড় মেরেছিলে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, একবার ডাক।

যোগে। ডাক্‌বো কি, আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখা'তে লজ্জা হচ্ছে, এই সর্ব্ব-নাশ, তা'র উপর এই ঢলাঢলি!

জ্ঞান। ও আর মনে কর'না। ও ছাই আর ছুঁও না।

যোগে। আবার!

জ্ঞান। একবার যাদবকে ডাক।

যোগে। যাদব, এ দিকে এস।

যাদবের প্রবেশ

কাঁদ্‌ছ কেন? কেঁদ না বাবা, মেরেছিলুম লেগেছে?

যাদ। না বাবা, তোমার যে অসুখ করেছে।

যোগে। অসুখ করেছিল ভাল হয়ে গিয়েছে।

যাদ। আর অসুখ কর্‌বে না বাবা?

যোগে। না, আর অসুখ কর্‌বে না; আবার কাঁদ্‌ছ?

যাদ। বাবা, আর অসুখ কর' না, মা কাঁদ্‌বে, ঠাকুর মা কাঁদ্‌বে, কাকী মা কাঁদ্‌বে।

যোগে। না, আর অসুখ কর্‌বে না, তুমি ঠাকুর মা'র কাছে গে গল্প শোন গে।

যাদ। না বাবা, আমি গল্প শুন্‌বো না, তোমার কাছে বস্‌বো।

জ্ঞান। না না, গপ্প শুন্‌গে ও ঘুমুগে। হাঁ গা, খানকতক রুটী গড়ে আনি না, দুধ দিয়ে খাও, ভাতে হাতে করেছ—

যোগে। না না, পোড়ার মুখে আজ আর কিছু উঠ্‌বে না।

জ্ঞান। তবে শোও গে।

যোগে। এই যাই, রমেশকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি, একটা কথা বলে শুই গে।

জ্ঞান। আয় যাদব, আয় খাবি আয়।

যাদ। হাঁ মা, বাবার যদি আবার অসুখ করে?

জ্ঞান। আর অসুখ কর্ব্বে কেন?

[যাদবকে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থান।

যোগে। এক দিনে কি কাণ্ড হ'য়ে গেল! মদের কি আশ্চর্য্য মহিমা! এই ঢলাঢলি কল্লুম, তবু মনে হচ্ছে একটু খেয়ে শুলে হ'ত। এই সর্ব্বনাশটা হ'য়ে গিয়েছে, বোধ হচ্ছে যেন স্বপ্ন; শেষটা কি দেন্দার হব! মাগ ছেলে তো পথে বস্‌লোই! উঃ! ইচ্ছা হচ্ছে আবার মদ খেয়ে অজ্ঞান হই। ওঃ! এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়!—ভাই, সব শুনেছ?

রমেশের প্রবেশ

রমে। আজ্ঞা, শুন্‌লুম বৈ কি।

যোগে। ঢলাঢলি করেছি, শুনেছ?

রমে। বলেন কি! হঠাৎ এ সর্ব্বনেশে খপর এলে লোক জলে ঝাঁপ দেয়; আপনি খুব ভাল করেছিলেন, নইলে, একটা ব্যামো স্যামো হ'ত।

যোগে। আর ভাল করেছি ছাই! মা'র উপোস গিয়েছে, ছেলেটাকে মেরেছি, বাড়ী শুদ্ধ কান্নাহাটি, শত্রুর মুখ উজ্জ্বল!

রমে। না না আপনি বুঝ্‌ছেন না, (Sudden shock) সডন্ সকে একটা ব্যামো হতে পাত্তো।

যোগে। না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন উপায় কি? কারবার (Close) ক্লোজ করেছি, ব্যাপারীর দেনা প্রায় দেড়লাখ টাকা। বিষয় বেচে তো না দিলে নয়; আমি ব্যাপারীদের ঠেঁয়ে সময় নিয়ে দালাল ধরিয়ে দিই।

রমে। মা একটা বলছিলেন,—বলেন, এখন বেচ্‌লে কি দাম হবে? আধা দরে যাবে, তিনি বল্‌ছিলেন বৌয়ের নামে কল্লে হয় না? তার পর ক্রমে ক্রমে বেচা যাবে।

যোগে। ছিঃ! তিনি যেন মেয়ে মানুষ বলেছেন, তুমি ও কথা মুখে আন! লোকের কাছে জোচ্চোর হ'ব! সুনাম থাক্‌লে খেটে খাওয়া চল্‌বে। আর চলুগ আর নাই চলুগ, আমায় বিশ্বাস করে মাল ছেড়ে দিয়েছে— বিশ্বাসঘাতক হব?

রমে। তা তো বটেই, তা তো বটেই, তবে একটা কথা, দরে না বিকুলে তো সব দেনা শোধ যাবে না।

যোগে। আমি সকলকে ডেকে বলি যে, আমার এই আওহাল, তোমরা সব আপনারা রয়ে বসে বেচে কিনে নাও। না রাজী হয়, জেল খেটে শোধ দেবো। এখন আর আমার বিষয় না, পাওনাদারের, তা'দের যেমন ইচ্ছে তা'ই হবে। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা করে বল্‌তে পারি, কখন প্রবঞ্চনার দিক্ দিয়ে চলি নি। যা'রা প্রবঞ্চক, তা'রা কখন ব্যবসাদার হ'তে পারে না। বিশ্বাস ব্যবসার মূল, দেখছ না, আমাদের জা'তে পরস্পর বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও প্রায় কেউ উন্নতি লাভ কত্তে পারে

না; লোকের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি তা'ই করেছি, সে বিশ্বাস কখনও ভাঙ্‌বো না, এতে জেলে যাই, স্ত্রী রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল।

রমে। আমিও তো তাই বলি, তবে মা বল্‌ছেন এই জন্যই শোনালুম।

যোগে। মা বলুন, যিনি অধর্ম্মে মতি দেবেন তিনি মা'ই হ'ন্‌ আর বাপই হ'ন্‌ তাঁ'র কথা শুন্‌তে নেই। তুমি আজ রাত্রিতেই ব্যাপারীদের ডাকাও, আমি একটা বিলি করি, তা নইলে হবে না।

রমে। কাল সকালে ডাকাব। দাদা, ময়রাদের একটা ছেলের ওলাউঠা হয়েছে, ব্রাণ্ডি একটু দিলে হয় না? আমার কাছে ঔষধ চাইতে এসেছে; আপনি ডাক্‌লেন, চলে এসেছি।

যোগে। তা আমাদের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও না।

রমে। কে ডাক্তার না কি একটু ব্রাণ্ডি খেতে বলেছে।

যোগে। তবে ডিস্‌পেন্সারিতে লিখে দাও।

রমে। লিখে দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে আছে, ওর তাপ দেবার জন্যে একটা এনেছিলুম; আমি দিয়ে আসি গে।

যোগে। শীগ্‌গির এস, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি, যা হয় একটা রাত্রেই শেষ কর্ব্বো;

[রমেশের প্রস্থান।

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে, মন না মতিভ্রম, বিশেষ মা'র কথা ঠেলা বড় মুস্কিল।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমে। দাদা, এই টুকু দিই? না, আর একটু ঢাল্‌ব?

যোগে। বেশী না হয়।

রমে। দাদা, আজ আমি ব্যাপারীদের খপর দিয়ে পাঠাই, কাল সকালে সব আস্‌বে, আজ হিসাব পত্র মিলুচ্ছে, সকলে তো আসতে পার্‌বে না।

যোগে। তা বটে, কিন্তু আজ আমার ঘুম হবে না।

[রমেশের মদের বোতল রাখিয়া প্রস্থান।

যাদবের পুনঃ প্রবেশ

কি রে যাদব, আবার এলি যে?

যাদ। বাবা, ঠাকুর মা কাঁদ্‌ছে।

যোগে। কেন রে?

যাদ। ছোট কাকা বাবু চোর হয়েছে, কাকীমার মাক্‌ড়ী নিয়ে গিয়েছে।

যোগে। সে কি! এ আবার কি সর্ব্বনাশ! শেষ দশায় কি আমার এই হ'ল? আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবন পাঠান হয় না, চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলেম? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল!

যাদ। বাবা, তুমি কি কচ্ছো? আমার মন কেমন করে।

যোগে। করুগ, আমার কি? আর কোন কথার তত্ত্ব করবো না, যা হয় হ'ক, আজ থেকে আমার চেষ্টা রহিত। এই যে সুরাদেবী! যখন কৃপা করে এসেছ, আমি পরিত্যাগ কর্ব্বো না, আজ থেকে তোমার দাস! (মদ্যপান!)

যাদ। বাবা, কি কচ্ছো? আমার মন কেমন করে, তুমি অমন ক'র না।

যোগে। তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই। বিস্মৃতি! বিস্মৃতি! আমায় বিস্মৃতি দান কর!

যাদ। বাবা, তোমার অসুখ হবে, ঠাকুর মা বলেছে বোতল খেয়ে অসুখ হয়েছে, আর খেয়ো না বাবা!

যোগে। যা, তুই যা। আজ থেকে গা ঢেলে দিলুম, যে যা বলুক; লোকনিন্দা কিসের ভয়?

সুরেশের প্রবেশ

সুরে। দাদা বাবু, কি কচ্ছেন?

যোগে। কেও সুরেশ? যা খুসী কর ভাই, আর তোমায় আমি কিছু বল্‌বো না। নেচে বেড়াও, খালি আমোদ করে বেড়াও, কিছু চেষ্টা কর'না। আমি অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, —কিছু না, কিছু না, ঠেকে শিখেছি। আর

কি ভাবি, যা হবার হবে, ক' দিক্ ভাব্‌বো? সব দিক্ ফাঁক! খালি জমাট নেশা চলুগ।

সুরে। ও মা! শীগ্‌গির এস, দাদা আবার মদ খাচ্ছে।

যোগে। মাকে ডাক্‌ছিস্? ডাক্, কিছু ভয় করি নি, আর মাকে ভয় করি নি। আমি যে লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়ার ভয় কি! কিছু ভয় নেই, বস্; যা এই আংটীটে নিয়ে যা, দু-বোতল মদ নিয়ে আয়। এক বোতল তুই নিস্, এক বোতল আমায় দিস্।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। ও বাবা যোগেশ, আবার কি সর্ব্ব-নাশ কচ্ছো?

যোগে। কিছু না, তুমি যাও মা, ঘুমের অষুধ খাচ্ছি। (মদ্যপান।)

উমা। ও সুরেশ, দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? কেড়ে নে না।

যোগে। খবর্‌দার,—মার্ ডালেগা!

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, যোগেশ কি সর্ব্বনাশ করে দেখ্।

রমে। মা, তুমি সরে যাও, সরে যাও; যত মানা কর্ব্বে, তত বাড়াবে,—মাতালের দশাই ওই!

যোগে। বাড়াবই তো! ভয় কিসের? ত্রিশ বৎসর ভয় করে চলেছি; লোকনিন্দে? বড় বয়েই গেল!

রমে। ও সুরেশ, মাকে নিয়ে যা; আমি দাদাকে ঠাণ্ডা কচ্ছি। যত ঘাঁটাবি, তত বাড়াবে। যাদবকে নিয়ে যা।

সুরে। আয়্ যাদব আয়, মা এস।

উমা। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে!

রমে। মা, চেঁচিও না, চার দিকে শত্রু হাস্‌ছে।

সুরে। চল মা চল, মেজদাদা ঠাণ্ডা কর্ব্বে এখন।

রমে। যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

[সুরেশ, যাদব ও উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

দাদা, তুমি তো খুব খেতে পার?

যোগে। হাঁ বিশ বোতল খাব। যা, আর দু-বোতল নিয়ে আয়্।

রমে। খেয়ে ঠিক্ থাক, তবে তো—

যোগে। ঠিক আছি, বেঠিক্ পাবে না। তবে কি জান, বড় সর্ব্বনাশ হয়েছে, প্রাণটা কেমন কচ্ছে, তাই খাচ্ছি, মাতাল হই নি।

রমে। হয়েছ বৈকি।

যোগে। চোপ্‌রাও!

রমে। চোপরাও?—কই, লেখ দেখি?

যোগে। আচ্ছা, দাও দোয়াত কলম দাও।

রমে। অমন লেখা না, ঠিক সই কর্ত্তে পার, তবে—

যোগে। ঠিক্ কর্ব্বো, দাও।

রমে। (কলম, দোয়াত, কাগজ প্রদান)

যোগে। (সই করিয়া) বাঃ! বাঃ! কেয়া জবর সই হুয়া! শুধু সই? সই-মোহর করে দিই, আন।

রমে। কই দাও।

যোগে। (মোহর লইয়া মোহর করণ)

রমে। (স্বগত) একটা কাজ তো হলো, রেজেষ্ট্রী করি কি করে? দেখা যাগ।

যোগে। কি, কি, কি ভাব্‌ছ? কাজ গুছি-য়েছ, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। যা খুসী কর, আমায় মদ দাও।

উমাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, এখনও যে ঠাণ্ডা হ'ল না?

রমে। আবার এয়েছ? তোমরা যা জান কর, আমি চল্লুম।

[রমেশের প্রস্থান।

যোগে। মা, তুমি মানা কর্ত্তে এয়েছ? আর মদ খাব না, কেন খাব না? এই যে ত্রিশ বৎসর খেটে মলুম কেন? কি কাজ কল্লুম! তুমি বুড়ো মা, আজন্ম বাঁদীর মত খাট্‌লে, তোমার কি কল্লুম? পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, যে বাঁদীর অধম হ'য়ে সংসার কল্লে, তার কি কল্লুম? একটা ছেলে—তার হিল্লে কি রাখ্‌লুম? ভাইটে চোর হলো, তার কি কল্লুম? রমেশ মাতাল দেখে সই করে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে—চেষ্টা করে তো এই কল্লুম্! মনে কচ্ছো, মাতলামো কচ্ছি? না,

মনের দুঃখে বল্‌ছি, বল্‌তে বল্‌তে আগুন জ্বলে উঠে, জল দিই—(মদ্যপান) মা, তুমি কিছু বলো না, তোমার বড় ছেলে আজ মরেছে!

[যোগেশের প্রস্থান।

উমা। ও বাবা, কোথায় যাস্? ও বাবা, কোথায় যাস্? ও সুরেশ, তোর দাদাকে দেখ্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর চক্

ব্যাঙ্কের দাওয়ান ও রমেশ

দাও। রমেশ বাবু, আপনার দাদা কোথা?

রমে। তাঁর ভারি অসুখ! তিনি শুয়ে আছেন।

দাও। ডাকুন, ডাকুন, শুন্‌লে অসুখ ভাল হয়ে যাবে; (I bring good news.) আই ব্রিং গুড নিউস্!

রমে। ডাক্‌বার যো নেই। কাল মুর্চ্ছা গিয়েছিলেন, ডাক্তার বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছে, কোন রকম (Excitement) এক্‌-সাইট্‌মেন্ট না হয়।

দাও। বটে, তা হতেই তো পারে, বড্ড (Shock) শক্‌টা লেগেছে। তা আপনাকেই বলে যাচ্ছি, আপনারা (Despair) ডেসপেয়ার হবেন না, কালকে (Latest, private Telegram to agent) লেটেষ্ট প্রাইভেট টেলিগ্রাম এজেন্টের কাছে এসেছে—(The Bank may recover) দি ব্যাঙ্ক মে রিকভার। বোধ করি, দিন পোনেরয়ের ভিতর ফের (Payment) পেমেন্ট আরম্ভ হবে, কেউ এ খপর জানে না, (Secretary) সেক্রেটারি আমি আর আপনি এই শুন্‌লেন, আপনার দাদা আমার (Intimate friend) ইন্টিমেট ফ্রেন্ড, তাঁর (Mind) মাইন্ডটা কতকটা (Relieve) রিলিভ্ কর্‌বার জন্যে এসেছিলেম।

রমে। এ খপর তো তাঁকে এখন দিতে পার্ব্বো না, বেশী (Excitement) এক্‌-সাইট্‌মেন্ট হবে, তাঁর (Heart affect) হার্ট এফেক্ট করেছে কি না।

দাও। (Never mind) নেবার মাইন্ড! আপনি জেনে থাকুন, দিন পনোর না দেখে কিছু নূতন (Arrangement) এরেঞ্জমেন্ট কর্ব্বেন না। (It is almost certain that we will recover.) ইটিজ্ অল্‌মোষ্ট সার্‌টেন্ দ্যাট উই উইল রিকভার।

রমে। (Thank you, much obliged for your information) থ্যাঙ্ক্ ইউ! মাচ্ ওব্লাইজ্‌ড্ ফর্ ইয়োর ইন্‌ফরমেশন্।

দাও। আমি বড় ব্যস্ত আছি, সকাল সকাল বেরুতে হবে চল্লুম, (Good morning) গুড্ মরণিং!

[দাওয়ানের প্রস্থান।

রমে। গুড্ মরণিং। ইস্! আজ না রেজেষ্টারি করে নিতে পাল্লে তো নয়। দাদার সঙ্গে দাওয়ান ব্যাটার দেখা হ'লেই সব দিক্ মাটী। আজ যদি রেজেষ্টারি না কত্তে পারি, আর ব্যাঙ্ক যদি (Pay) পে করে, সুরেশের (One-third share) ওয়ান্-থার্ড শেয়ার তো বাগিয়ে নিতেই হবে। যদি দাদা টের পায়? টের পায়, টের পাবে! আমার ওয়ান্-থার্ড কে ঘুচাবে, (Joint Hindu family) জয়েন্ট হিন্দু ফ্যামিলি। আমি মাক্‌ড়ি চুরির নালিসটে আঁধারে ঢিল ফেলেছিলুম। দেখ্‌ছি, এটা কাজে আস্‌বে, ওর ঠেঁয়ে ওর (Share) শেয়ারটা লিখিয়ে নেবার সুবিধা হ'তে পারে, জেলের ভয়ে লিখে দিলেও দিতে পারে। দিক্ না দিক্, নাড়া দেওয়া উচিত। এই যে কাঙালী—

কাঙালীর প্রবেশ

কাঙা। আমায় ডেকেছেন কেন?

রমে। দেখ, আমি মাক্‌ড়ি চুরি গিয়েছে বলে পুলিসে জানিয়ে এসেছি; কে করেছে, কি বৃত্তান্ত তা কিছু বলি নি। তুমি এখন গিয়ে (Information) ইন্‌ফর্‌মেশন দাও যে, অন্নদা পোদ্দারের হোথা মাল আছে, পুলিস সন্ধান করে বার কর্ব্বে, আর অন্নদাও সুরেশের নাম কর্ব্বে। তুমি আজ তোমার স্ত্রীকে দিয়ে যোগাড় করে সুরেশকে বাড়ীতে আটক্ কর।

কাঙা। আর ওতো (Mortgage) মর্ট-গেজ করে নিচ্ছেন, আর সুরেশকে আটক্ করে কি দরকার? মর্টগেজ হ'লে তো আর ওর (One-third share) ওয়ান্-থার্ড শেয়ার থাক্‌ছে না যে, ভয় দেখিয়ে লিখে নেবেন?

রমে। না, তবু লিখে নেওয়া ভাল।

কাঙা। মর্টগেজ যদি সাজস্ প্রমাণ হয়?

রমে। এতো আমি আপনার নামে করি নি।

কাঙা। তবে কা'র নামে?

রমে। তবে আর তোমায় (Assignment) এসাইন্মেণ্ট কাপি কত্তে বলেছি কি। এ সব হেঙ্গাম মিটে যাক্, এক ব্যাটাকে শালের জোড়া টোড়া পরিয়ে এসাইন্মেণ্ট সই করে রেজেষ্টারি করে নেব।

কাঙা। কা'র নামে মর্টগেজ কল্লেন, রেজে-ষ্টারি করে দেবে কে?

রমে। এটা আর বুঝতে পাল্লে না? মর্ট-গেজ রাখছে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া, বাড়ী এলাহাবাদ; যে হয় এক ব্যাটা খোট্টা একশো টাকা পেয়ে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া হবে এখন; সে জন্যে ভাবি নি, যা হয় কর্ব্বো। এখন আজকে রেজেষ্টারি করে নিতে পাল্লে হয়। একটা ব্রান্ডি, পোর্টের মতন লাল রঙ্ করে রাখ্‌বো, একটু লাল রঙ্ পাঠিয়ে দিও তো। থাকুক একটা, দাদার খোঁয়ারির মুখে পোর্ট বলে দিলে চোল্‌তে পার্ব্বে।

কাঙা। আপনি বেশ ঠাউরেছেন, আমার একটা বওয়াটে ভাগ্নে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীর মতন চাল চলন। সে কিছু টাকা পেলেই আবার পশ্চিম চলে যায়, তা'কেই মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজান যাবে।

রমে। সে পরের কথা পরে, পুলিসে জানিয়ে এস গে।

কাঙা। যে আজ্ঞা। [কাঙালীর প্রস্থান।

রমে। এখন পীতাম্বরে ব্যাটাকে হাত কত্তে পাল্লে হয়।

পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। ছি ছি ছি কি আক্কেল! মেজবাবু, কোথায় ঘরের কলঙ্ক ঢাক্‌বেন, না ব্যাপারী-দের সামনে বল্লেন কি না বাবু মদ খেয়ে পড়ে আছেন!

রমে। ও সব না বোলে কি রফায় রাজী কত্তে পার্‌তুম? ব্যাপারীরা যদি দেখে দাদা ঘর বাড়ী বেচে দেনা দিতে রাজী, তা'হ'লে কি এক পয়সা কমাতে চাইবে? মর্টগেজ দেখেও নরম হ'ত না, পাকা কলা পেয়ে বস্‌তো। তুমি তো বোঝ না, বোল্‌তো টাকা দাও, নইলে জেলে দেব; দাদাও বিষয় বেচে দিতেন। রক্ষা হয় কিসে বল দেখি?

পীতা। তা'ই বোলে কি দেশ জুড়ে বাবুর কলঙ্কটা কল্লেন! এ ছাইয়ের বিষয় থাক্‌লেই বা কি, না থাক্‌লেই বা কি—যখন মান গেল, জোচ্চোর বোলে গেল, মাতাল জেনে গেল! আমি বড়বাবুকে তুলি গে; তুলে বলি যে, মেজবাবু এই করে বিষয় বাঁচাচ্ছেন।

রমে। পীতাম্বর, তুমি দাদাকে না মেরে আর নিশ্চিন্ত হচ্ছো না! তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না, দাদা টাকার শোকে মদ খাচ্ছেন। আমি বিষয় বাঁচাচ্ছি সাধে? আজ দেখ্‌ছো এই,—যে দিন বাড়ী বেচে ভাড়াটে বাড়ীতে যাবেন, সে দিন গলায় দড়ি দেবেন। মাতাল বলে—মদ ছাড়্‌লেই গেল, জোচ্চোর বোলে—দেনা দিলেই ফুরুলো; সব ফিরে পাওয়া যায়, প্রাণ গেলে তো আর প্রাণ ফির্‌বে না! পীতাম্বর, তা তোমার কি বল,—তোমার তো মা'র পেটের ভাই নয়, তোমার এক চাক্‌রী গেল, আর এক চাক্‌রী হবে। তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি, দাদাকে অমন বেহেড্ কখন দেখেছ কি? এ টাকার শোকে না কি?

পীতা। আপনি মাতাল বলে পরিচয়টা দিলেন কেন?

রমে। মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল পীতাম্বর! আমাতে কি আর আছি, আমি মর্ম্মে মরে গেছি! তোমায় বল্‌ছি কথা শুন,—দাদা জিজ্ঞাসা কোল্লে বল্‌বো, সবাই কিস্তিবন্দীতে রাজী হয়ে গিয়েছে। তুমিও বলো, হাঁ।

পীতা। আজ যেন বল্লুম, তার পর?

রমে। আজ বিকালে সব বেটাকে রাজী কর্ব্বো—কেন ভাব্‌ছ?

পীতা। যা ভাল হয় করুন, দেড় লাখ টাকা পাওনা, পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন, আমার তো বোধ হয় হ'বে না।

রমে। পীতাম্বর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা,

আমি যা বলি শুনো,—দাদার প্রাণটা রক্ষা কর, দাদাকে বাঁচাতে পাল্লে সব বজায় থাক্‌বে।

পীতা। তা সত্য, টাকার শোকেই এ ঢলাঢলিটা হ'ল। তা মেজবাবু, না বল্লেই হ'ত; মাতাল জেনে গেল, কথাটা ভাল হ'ল না।

রমে। তুমি একটি উপকার কর, ঐ মদনা পাগ্‌লার কথা মা শোনেন। ওকে দিয়ে মাকে বলাও, যেন দাদাকে বলেন রেজেষ্টারি করে দিতে। একবার রেজেষ্টারিটে কত্তে পাল্লে বুঝ্‌তে পারি, ব্যাপারী ব্যাটারা রাজী হয় কি না।

পীতা। আমি বলাচ্ছি, কিন্তু গিন্নী মা বল্লেও বড়বাবু রাজী হবেন না।

রমে। চেষ্টা তো কত্তে হয়।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

বড় বৌ, বড় বৌ।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞান। কি গা?

রমে। এই দিকে এস না।

জ্ঞান। কি বল্‌বে বল না? ওখানে গেলে বকেন।

রমে। এখানে আর কেউ নেই শোনো,—বড় বৌ, বিষয় যাক্‌ সব যাক্‌, আমি ভাবি নি, সংসারের জন্যেও ভাবি নি; আমি মোট ব'য়ে সংসার কর্ব্বো; কিন্তু দাদাকে বাঁচাই কিসে? দেখ্‌ছো তো! শিবতুল্য মানুষ!—টাকার শোকে মদ খেয়ে ঢলাঢলিটা করেছেন। বলেছেন, বাড়ী বেচে দাও। কিন্তু বড় বৌ, বাড়ী বেচ্‌লে আর দাদাকে পাব না, দম ফেটেই মারা যাবেন!

জ্ঞান। তা ঠাকুরপো, আমি কি কর্ব্বো বল? আমার তো ভাই, আর হাত পা আস্‌চে না।

রমে। না, এই সময় বুক বাঁধ, তুমি অমন কল্লে আমরা ভাস্‌ব।

জ্ঞান। আমি কি কর্ব্বো বল? ঠাকুরপো, আমার ডাক্‌ ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। কাল সমস্ত রাত দুটি চক্ষের পাতা এক করি নি। ছেলেটা সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কেঁদেছে—আর যদি ভাই, সে ছট্‌ফটানি দেখতে,—জল দাও, বুক যায়! এই ভোর বেলা এক গেলাস জল খেয়ে ঘুমিয়েছে।

রমে। এক উপায় আছে, যদি দাদাকে রেজেষ্টারি করে দিতে রাজী কত্তে পার, তা হ'লে সব দিক্‌ বজায় থাক্‌বে।

জ্ঞান। রেজেষ্টারি কি?

রমে। বিষয়টা বেনামী কচ্চি; সইও করেছেন, রেজেষ্টারি করে দিতে নারাজ হচ্ছেন। এ না কল্লে পাওনাদারেরা সব বেচে নেবে।

জ্ঞান। দেনা শোধ হবে কি করে?

রমে। রয়ে বসে বন্দোবস্ত কর্ব্বো। এই নূতন রাস্তাটা যাচ্ছে, অনেক বাড়ী পড়বে, বাড়ীর দর তিন গুণ হবে। খান দুই বাড়ী ছেড়ে দিলেই শোধ যাবে।

জ্ঞান। ও দেনা রাখ্‌তে রাজী হবে না।

রমে। উনি বল্‌ছেন তো, আবার টাকার শোকে মদও তো খাচ্ছেন, বাড়ী বেচে তা'র পর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলুন।

জ্ঞান। আর বলো না ঠাকুরপো, আর বলো না।

রমে। তা শেওরালে হবে কি, বাড়ী বেচ্‌লে একটা না একটা কাণ্ড হবে। মা অনুরোধ করুন, তুমি অনুরোধ কর, আমি অনুরোধ করি—

জ্ঞান। মাকে দিয়েই বলাই, আমায় ধম্‌কে তাড়িয়ে দেবেন।

রমে। মা থাক্‌বেন, তুমিও থাক্‌বে। যাও। মাকে বুঝিয়ে বল গে। দাদা উঠলে মাকে বুঝিয়ে নিয়ে যেও, আমিও থাক্‌বো এখন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

নেপথ্যে। রমেশ বাবু! রমেশ বাবু!

রমে। কে হে, হাবুল? এ দিকে এস।

মঙ্গলসিং জমাদার ও ইনিস্পেক্টরের প্রবেশ

কি? মাক্‌ড়ির কিছু তদন্ত হ'ল?

ইনি। ওহে সর্ব্বনাশ!

রমে। সর্ব্বনাশ কি?

ইনি। অন্নদা পোদ্দারের দোকানে মাল ধরা পড়েছে, তা'কে (Arrest) য়্যারেষ্ট করে এনে তদন্ত করে দেখলুম, তোমার গুণধর ভাই সুরেশ চুরি করেছে!

রমে। সে কি! সুরেশ চুরি করেছে?

ইনি। এ সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল! কি করি

বল দেখি? পোদ্দার ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো ডেপুটী কমিসনরের কাছে রিপোর্ট কোর্ব্বে।

রমে। সে কি? সুরেশ চুরি করেছে! সে পোদ্দার ব্যাটার দম্।

ইনি। না হে দম্ না, মঙ্গল সিংএর সাম্‌নে বাঁধা দিয়েছে। এ আজ কলুটোলার থানা থেকে এসেছে, নালিসের কথা কিছু শোনে নি। শুনেই বোল্লে, সুরেশ বাবু বাঁধা দিয়েছে। সুরেশ বাবু না হ'লে যখনি বাঁধা দিতে গিয়েছিল, তখনি ধত্তো। ওর (Uniform) ইউনিফরম্ ছিল না কি না, দাঁড়িয়ে শুনেছে। সুরেশ ব'লেছে, দাদার মাক্‌ড়ি,বৌকে ফাঁকি দিয়ে এনেছি।

মঙ্গ। হাঁ বাবু, সব সাঁচ্ হ্যায়, হাম্ শুনা।

রমে। আঁ! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! সুরেশ চোর হ'ল!

ইনি। এখন কিছু খরচ কর; রামা স্যাক্‌রা বলে এক ব্যাটা আছে, সে টাকা শো চার-পাঁচ পেলে কবুল দেবে, বাক্স ভেঙে চুরি করেছি। বল তো, আমি সেই ব্যাটাকে চালান দিয়ে মোকদ্দমা সাজিয়ে দিই?

রমে। বল কি হাবুল! আমি একজন নির্দ্দোষী লোককে সাজা দেওয়াব? আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না।(I have taken my oath to aid justice.) আই হ্যাব্ টেক্‌ন মাই ওথ টু এড্ জষ্টিস্।

ইনি। তবে উপায় কি?

রমে।(Let justice take its course.) লেট্ জস্টিস্ টেক্ ইটস্ কোর্স। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না, যা জান কর!

ইনি। সে কি হে, মেয়াদ হবে যাবে।

রমে। (Let justice be done. Oh! help me my God) লেট্ জষ্টিস্ বি ডন্, ওঃ হেল্প মি মাই গড! ওহো হো হো!

জমা। বাবু, মত্‌লব হ্যায়।

ইনি। দেখ্‌তা; তবে রমেশ বাবু চল্লুম।

রমে। আর কি বল্‌বো! ওহো! হো হো হো!

জমা। বাবু, শালা বদ্‌মাস্ হ্যায়।

[ইনিস্পেক্টার ইত্যাদির একদিকে, ও অপরদিকে রমেশের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

জ্ঞানদা ও যোগেশ

জ্ঞান। অসুখ করেছে শোবে এস না, উঠ্‌লে কেন?

রমেশের প্রবেশ

রমে। দাদা মশাই, গায়ে কাপড় দিয়েছেন যে, জ্বরভাব হয়েছে না কি?

যোগে। কে জানে ভাই, ঘামও হচ্ছে, শীতও কচ্ছে।

রমে। সে কি! আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

যোগে। দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যাপারীদের সঙ্গে কি হ'ল বল?

রমে। আজ্ঞা, সব খবর ভাল—আমি এসে বল্‌ছি। ঘামও হচ্ছে শীতও কচ্ছে—একি!

[রমেশের প্রস্থান।

যোগে। বড় বৌ, কাছে এস; আমার যেন ভয় ভয় কচ্ছে, যেন কে আশে পাশে রয়েছে।

জ্ঞান। ওমা সে কি গো!

যোগে। চট্ করে—না কিছু না, ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্—এ সব কি এ! এখনও কি নেশা রয়েছে! মাথা টল্‌ছে, বুকটায় হাত দাও। বড় বৌ, কাল কিছু হাঙ্গাম করেছিলুম? কিছু মনে নেই।

জ্ঞান। না, কিছু কর নি, তুমি শোবে এস।

যোগে। না, চোখ্ বুজলে ভয় হয়, আমি বসে থাকি। শরীর ঝিমুচ্ছে! শরীর ঝিমুচ্ছে—

নেপথ্যে। বড় বৌ, সরে যাও, ডাক্তারবাবু যাচ্ছেন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

কাঙালীকে লইয়া রমেশের প্রবেশ

যোগে। ও বাবা! এ কে!

রমে। দাদা, আমি ডাক্তার এনেছি; মশাই দেখুন দেখি, ঘামও হচ্ছে, শীতও কর্চ্ছে।

কাঙা। ইনি কি (Alcohol) এল্‌কোহল ব্যবহার করে থাকেন?

রমে। আজ্ঞা, একটু হয়েছিল।

কাঙা। তারির (Reaction) রি-এক্‌সন্, আর কিছু না, ভয় নেই। আপনি যে করে গিয়ে পড়্‌লেন, আমি মনে কল্লুম (Apoplexy)

এপোপ্লেক্‌সি হয়েছে। কি কি হয়েছে, একটু (Mild dose) মাইল্‌ড ডোসে খেতে দিন।

যোগে। না, মদ আর ছোঁব না।

কাঙা। হাঁ, তা আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ কত্তে হবে বৈকি। রমেশ বাবু, বাড়ীতে কুইনাইন থাকে তো পোর্টের সঙ্গে একটু একটু দিন। রি-এক্‌সন্‌টা বড় বেশী হয়েছে। মশাই, একটু ভয় ভয় কচ্ছে কি?

যোগে। আজ্ঞা, শরীরটে কেমন যেন ছম্‌-ছমে হয়েছে?

কাঙা। হাঁ, (Collapse) কোল্যাপ্স আন্‌তে পারে। এক কাজ করুন, (Twelve ounce Port and three grain Quinine) টোয়েল্‌ভ আউন্স পোর্ট, অ্যান্ড থ্রি গ্রেন কুইনাইন, সোডাওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন। বড্ড রিএক্‌সনটা হয়েছে। ভয় পাবেন না, সেরে যাবে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আর এল্‌কোহল না ছোঁন্‌;—

রমে। তা ওষুধটা আপনার ঐখান থেকেই পাঠিয়ে দিন।

কাঙা। আচ্ছা, আপনার লোক পাঠিয়ে দিন।

রমে। আসুন।

[রমেশ ও কাঙালীর প্রস্থান।

যোগে। একটু পোর্ট খেলে বোধ হয় উপকার হবে। গা গতর যেন লাঠিয়ে ভেঙেছে! এক ডোস্‌ খেয়ে শুয়ে পড়্‌বো। মানুষটা বিজ্ঞ, ঠিক্‌ ধরেছে।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞান। হাঁ গা, ডাক্তার কি বলে গেল?

যোগে। ওষুধ পাঠিয়ে দেবে।

জ্ঞান। কোন ভয় নেই তো?

যোগে। না।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমে। দাদা, আমার ঠেঁয়েই আছে, একটু কুইনাইন আর সোডাওয়াটার দিয়ে খান দু ডোস্‌ হবে, তা'র পর পাঠিয়ে দিচ্ছে।

যোগে। কি বল্‌ছো?

রমে। বল্‌ছি, ভয় নেই।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

যোগে। হাঁ হে, এ ব্রান্ডীর গন্ধ যে?

রমে। এখনকার ঐ (Best Port) বেষ্ট পোর্ট। দেখছেন না, একটু রঙেরও তফাং। (Advocate-General) এড্‌ভোকেট জেনারেলের জন্যে ফ্রান্স থেকে এসেছিল। আমি একটা নিয়ে এসেছিলুম, দু এক জন চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এই একটুকু আছে।

যোগে। খেতে একটু নেশাও হ'ল, কিন্তু (Immediate relief) ইমিডিয়েট রিলিভ বোধ হচ্ছে, (Taste) টেষ্টও ব্রান্ডীর মতন।

রমে। ব্রান্ডীর ওরকম রঙ হয় কি?

জনৈক চাকরের প্রবেশ ও ঔষধ দিয়া প্রস্থান

যোগে। কি রকম খেতে বলেছে?

রমে। মাঝে-মাঝে একটু একটু খান, এই যে দু-শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখুন, ঠিক্‌ এক রকম রঙ, এই এখন চলিত হয়েছে।

যোগে। ব্যাপারীদের কি হলো?

রমে। আজ সে কথা থাক্‌, আপনার শরীর অসুখ।

যোগে। না, সে কথা না শুন্‌লে আমার আরও অসুখ বাড়্‌বে।

রমে। ব্যাপারীদের কথা তো টাকা চায়। আপনার অসুখ, আমরা তো ঘরওয়া একটা পরামর্শ করি নি।

যোগে। আর পরামর্শ কি, বেচে কিনে তো দিতে হবে, একটা সময় নাও।

জ্ঞানদার ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ

রমে। বৌ, দাদা বল্‌ছিলেন সব বেচে কিনে ব্যাপারীদের দাও। মাস দুই বাদে বেচ্‌লে তিন গুণ দর হ'ত, চাইকি খান দুই বাড়ী বেচেই সব দেনা শোধ যেতো; তা ওঁর সামগ্রী উনি বেচ্‌তে চাচ্ছেন, তো আমি কি বল্‌বো বল?

জ্ঞান। হাঁ গা কেন, দু দিন তর্‌ নেই? সব তাড়াতাড়ি! সাত গুষ্টীকে পথে বসাবে কেন বল দেখি?

উমা। বাবা যোগেশ, আমারও ইচ্ছা, রয়ে বসে বেচা। ছেলেটা পুলেটা হয়েছে, ঐ অপো-

গণ্ড ভাইটে, আমি বুড়ো মা,—এ বয়সে কোথায় বাড়ীভাড়া করে থাক্‌বো বল?

যোগে। মা, তুমিও ঐ কথা বল্‌ছো?

উমা। বাবা, সাধে বল্‌ছি, দু দিন বাদে যদি দর হয়, ভদ্রাসনটা থাকে; ব্যাপারীদের টাকার সুদ ধরে দিলেই হবে।

রমে। তা বৈকি, আমি (Twelve per-cent) টুএল্‌ভ পার্‌সেন্টের হিসাবে দেব।

যোগে। রমেশ, তোমারও কি ঐ মত?

রমে। দাদা, সাধে মত! কোথায় যাই বলুন দেখি, বুড়ো মাকে নিয়ে আজ কার দ্বারস্থ হ'ব? যাদবের কি হবে? ঐ সুরেশটার কি হবে? এমন নয় যে, কারুকে বঞ্চিত কচ্ছি, দুদিন আগু আর পিছু।

যোগে। ব্যাপারীরা থাম্‌বে?

রমে। কৌশল করে থামাতে হবে।

যোগে। কৌশল কি! সোজায় বল, থামে আমার আপত্তি নেই, আমি কৌশল কত্তে চাই নি।

রমে। তবে মা, আমি কি কর্ব্বো বল? ব্যাপারীরা যদি টের পায়, দাদা বেচে দিতে বল্‌ছেন, তারা বল্‌বে আজই বেচ। আর বেচ্‌তেই যে যাচ্ছেন, তাও কিছু এক দিনে হয় না। কেউ কেউ বদমায়েসী করে একটা (Attachment) এটাচমেন্ট বার কত্তে পারে, তার পর তারে বোঝাও সোঝাও, তার মন নরম কর, না হয় ডিক্রী করে কোর্ট থেকে আধা কড়িতে বেচে নেবে।

যোগে। কি কৌশল কত্তে বল?

রমে। আমি পীতাম্বরের সংগে পরামর্শ করেছি, সে ঠিক্ ঠাউরেছে। সে বলে বেনামী করুন।

যোগে। কি বেনামী? এ তো জুচ্চুরি!

রমে। দাদা, জুচ্চুরি না কল্লে জুচ্চুরি। এই যে বো'র নামে বাড়ী করেছেন, বৌ কি টাকা দিয়েছিল, না আপনার রোজ্‌গার? এও বলুন জুচ্চুরি! আপনি বল্‌বেন, আমি রোজ্‌গার করে দিয়েছি। ঐ সুরেশটা বদ্‌মায়েস, ও যদি বলে (Joint family) জয়েন্ট ফেমেলি, দাদা আমাদের ফাঁকী দেবার জন্য করেছেন। বলুন, এত দিন আমাদের খাওয়ালেন, পরালেন, বলুন জুচ্চুরি করেছেন।

যোগে। হুঃ। (মদ্যপান)

উমা। ও কি খাচ্ছ?

রমে। ও ওষুধ। তা দাদা, আমায় জেলে দেন দিন; সর্ব্বস্ব যাবে আমি প্রাণ থাক্‌তে দেখতে পার্ব্বো না। যেদো ভিখিরী হবে, বৌ রাঁধুনী হবে,—মাকে আবার মামার বাড়ী রেখে আস্‌বো, তা আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না। আমি বল্‌ছি কাল রাত্রে আপনার কাছ থেকে (Mortgage) মর্টগেজ লিখিয়ে নিয়েছি, (Registrar) রেজিষ্ট্রার ডাকিয়ে আনি, আপনি বলুন মিছে, আমায় বাঁধিয়ে দিন, আপদ্ চুকে যাগ; দ্বীপান্তরই যাই এসব দেখতেও আস্‌বো না, বল্‌তেও আস্‌বো না। দেখ দেখি মা, দু দিন তর্ নেই। ওঁর মা বল্‌ছে, স্ত্রী বল্‌ছে, পুরাণো চাকর পীতাম্বর সে বল্‌ছে, আধা কড়িতে সর্ব্বস্ব বেচ্‌বেন, আর দেনাদার হয়ে থাক্‌বেন।

যোগে। রমেশ, রমেশ, শোন শোন,—আমি সই করেছি?

রমে। আজ্ঞে, আপনি করেছেন কি—আমি সই করিয়ে নিয়েছি, আমি তো বল্‌ছি।

যোগে। তবে জোচ্চোর হয়েছি।

উমা। বাবা যোগেশ, আমার এই কথাটী রাখ; আমি তোরে গর্ভে ধরেছি, তোর মাতৃঋণ শোধ হবে এই কথাটী রাখ; রমেশ যা বল্‌ছে শোনো, তোমার ভাল হবে। এই দেখ দেখি বাবা, তুমি টাকার শোকে মদ খেয়েছ; যখন বাড়ী বেচে যাবে, তখন কি আর তোমায় তুমি থাক্‌বে! তুমি জান, আমি ঋণ কত ডরাই! আমি তোমার ভালর জন্য বল্‌ছি, সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও। আজি দিচ্ছ, না হয় কাল দেবে।

রমে। মা, ঋণ শোধ যাচ্ছে কৈ? তা হোলেও তো বুঝ্‌তুম, মোট ব'য়ে সংসার চালাতুম।

যোগে। (Mortgage) মর্টগেজ কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ?

রমে। দেখিয়েছি, না দেখালে আজ সাত-খানা এন্‌তাকাল এসে পড়্‌তো।

যোগে। তবে তো কাজ অনেক এগিয়েই রেখেছ। ভাই, একটা কথা আছে বিষম 'সমিস্যে', তার মানে আমি বুঝ্‌তুম না—আজ

বুঝ্‌লুম, আমার বিষম সমিস্যে! মার অনুরোধ, স্ত্রীর অনুরোধ; হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই স’ক! কুনাম রট্‌তে দেরি হয় না। মাতাল নাম রটেচে, এতক্ষণ জোচ্চোর নামও বাজ্‌লো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা থেকে আমার উপর দিয়ে অনেক সয়েছে; আজও স’ক। বড় বৌ, খুব কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছ,—জুচ্চুরি করে বিষয় রাখ্‌বে; পার ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—আমার সব ফুরিয়েছে! যখন সুনাম গেছে—সব গেছে, আর কিসের টানাটানি? আর মমতাই বা কিসের? ভায়া তো রেজেষ্টারি কর্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে আছ; চল, শুভস্য শীঘ্রং! আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিখিয়ে দিও কি বল্‌তে হবে। মা, তোমার না ওষুধ নিয়ে ছেলে হয়েছিল? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে!—একটী মাতাল, একটী জোচ্চোর, একটী চোর!

রমে। দাদা মশাই, কি বল্‌ছেন?

যেগে। আর "দাদা মশাই" না, ভয় নেই—আর আমি কথা ফেরাচ্ছি নি, রেজেষ্ট্রী করে দে’ব, ভয় নেই। বড় বৌ, আমি বলেছিলুম, দিন কতক নিশ্চিন্ত হ’ব, তা’র দেরি ছিল; কিন্তু তোমরা আজ আমায় নিশ্চিন্ত কল্লে।

জ্ঞান। অমন কচ্ছো কেন? তোমার মত হয়, বেচেই দাও।

যোগে। আর গোড়া কেটে আগায় জল কেন? সুনাম খুয়েছি! সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার রত্ন হারিয়েছি! পিতৃবিয়োগে দরিদ্র হয়েছিলুম, কিন্তু পরেশ মণি সুনাম ছিল; সেই পরেশ মণি যা’তে ঠেকেছে সোণা হয়েছে,—সে রত্ন আমার নেই! চল রমেশ, তবে তয়ের হও।

[যোগেশের প্রস্থান।

উমা। না বাবা রমেশ, ও বেচে কিনেই দিক্।

জ্ঞান। ঠাকুরপো, ও যখন অমন কচ্ছে—

রমে। মা, ছেলেটীর মাথা না খেয়ে আর নিশ্চিন্ত হচ্ছো না? বেচে কিনে দিয়ে গলায় দড়ি দিক্, এই তোমার ইচ্ছে? যাও, তোমাদের কথা আমি শুনি নি, যেদোকে আমি ভাসিয়ে দিতে পার্ব্বো না। আমি পৈ পৈ করে বারণ করেছিলুম, দাদা, ও ব্যাঙ্কে টাকা রেখো না, শুন্‌লেন না। ওঁর কি এখন বুদ্ধি শুদ্ধি আছে যে, ওঁর কথা শুন্‌তে হবে? কত দুঃখে রোজ্‌গার হয়, তা’ত কেউ জান না? তা হলে বুঝ্‌তে, মানুষটার প্রাণে কি ঘা লেগেছে! এই ডাক্তার বলে গেল কি, রমেশ বাবু সাবধান! যে ঘা লেগেছে, হঠাৎ একটা খারাপ হ’তে পারে। সর্ব্বস্ব খোয়াবেন আবার জেলে যাবেন, আবার ঋণকে ঋণ রইলো, এই কি তোমাদের ইচ্ছে? আঃ! আমার মরণ নেই!

উমা। বাবা, রাগ করিস্ নি, রাগ করিস্ নি।

জ্ঞান। ঠাকুরপো দেখ, ও বড় অভিমানী।

রমে। এই আমিও তাই বলি, উঁচু মাথা হেঁট হবে, পাঁচ জন হাস্‌বে, তা’ হ’লে কি বাঁচ্‌বে?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙালীর বাড়ীর উঠান

সুরেশ, শিবনাথ ও জগ

সুরে। বিদ্যাধরি, বিদ্যাধরি, দোর খোলো।

জগ। কে ও সুরেশ! আমি এই বিল সেধে টাকা নিয়ে এলুম। এই নাও, এই পাঁচ টাকার নোটখানা নাও।

শিব। কে বাবা, তোমার এ মহাজন কে বাবা! লক্ষ্মী আপনি, অপ্সরী কি কিন্নরী! আ মরি মরি! চাপকাণের কি বাহার হয়েছে! আবার এই যে তক্‌মা দেখ্‌ছি! বিবি, পাগ্‌ড়ীটে পর, কি বাহার দেখি; সুরেশ, এ হিজ্‌ড়ে বেটীকে পেলি কোথা?

সুরে। চল চল, মজা আছে; মদন দাদা এসেছে?

জগ। সে অনেক ক্ষণ বসে আছে।

সুরে। শিবে, সে বেটীরা পেছিয়ে পড়্‌লো নাকি?

শিব। পেছিয়ে পড়্‌বে কেন? ঐ যে সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছা দেখা দিয়েছে! কিন্তু বাবা, তুমি যে পেটেন্ট্ বার করেছ, বলিহারি যাই।

জগ। কি বল’ছ পাঁঠা? আমি পাঁঠা রেঁধে রেখেছি, আমোদ কর্ব্বে বলে গেলে—

সুরে। বিদ্যাধরি, আজ ব্যাপারটা কি? না

চাইতে চাইতেই টাকা, পাঁঠা রে'ধে রেখেছ! আজ গলায় ছুরি দেবে, না বাঁধিয়ে দেবে?

জগ। চোপ্ শুয়ার!

শিব। বাঃ, বাঃ, বুলিদার!

জগ। এ ইষ্টুপিড্ কে?

শিব। ফের্ জিতা, পড় বাবা পড়—

জগ। চোপ্! কাণ মলে দেব।

শিব। এ কে বাবা? দিনেতে অশ্বিনী হ'ত রেতে কামিনী!

খেম্‌টাওয়ালীদ্বয়ের প্রবেশ

বাবা, মেয়ে-মানুষ দেখ! মনে করেছ, তোমরাই া! তোমাদের বাবার বাবা দাঁড়িয়ে!

জগ। যা যা, ভেতরে যা, আমোদ কর্ গে যা।

শিব। রূপসি, তুমি না এলে রাজচটক হবে না।

জগ। আমি যাচ্ছি, তোরা যা, আমার একটু কাজ আছে।

শিব। রূপসি, এস মাথা খাও, তা নইলে এক তিল আমোদ হবে না।

সুরে। আরে আয়্ না, এর চেয়ে মজা হবে আয়্।

শিব। হাঁরে, তুই বলিস্ কি এর চেয়ে মজা হয়? আমি আধ ঘণ্টায় ভঙ্গী ঠাওর কত্তে পাল্লেম না। যেন কামিখ্যের হিজ্‌ড়ে ডা'ন! রূপসি, গাছচালা জান?

সুরে। আয় না, আর এক চেহারা দেখবি, আয় না।

শিব। বাবা, এর উপর যদি তোমার ফর্-মেসে চেহারা থাকে, তা'হ'লে তুমি হোসেন খাঁ! সব কত্তে পার, ইন্দ্রের শচী আন্‌তে পার।

সুরে। আয়, মজা দেখ্‌বি আয়।

শিব। রূপসি, ভুলে থেকো না, আমোদ হবে না, তোমার নাচ দেখ্‌তে হবে; এস হে।

১ খেমটা। হাঁ মিতে, ও কি দাড়ি গোঁপ কামিয়েছে?

শিব। এই মুরুব্বিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তত্ত্ব পাই নি বাবা!

[জগ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। মড়ারা সব মরেছে! কারুর দেখাটী নেই। ওদের ইয়ারের মন, এ কোটরে যদি না ট্যাঁকে, তা হ'লে তো ফস্কালো, কাজ করে তার বাঁধন নেই।

জনৈক দরওয়ানের প্রবেশ

তোম কে হায়?

দর। বাবু ঘরমে আছে?

জগ। কেন?

দর। ভিতর যাব, একঠো কথা আছে।

জগ। কি কথা আছে, হাম লোক্‌কো বল।

দর। আরে এ তো বড় ঝামিল্! তোম নোকর হায়, তোম্‌সে ক্যা বোলে।

জগ। নোকর হায় তো কি হুয়া হায়, কোন্ বাবুসে কথা বাত্রা হায়?

দর। জগ বাবুসে।

জগ। হাম লোক হচ্ছি জগবাবু।

দর। আরে! এ আওরাৎ ক্যা চাপ্‌রাসী!

জগ। তুমি তো সন্ধান নিতে আয়া হায়, সুরেশ বাবু আয়া কি না?

দর। আরে, এতো ঠিক্ হুয়া, আওরাৎ তো বাবু বন্ গিয়া! বাঙ্‌লা কা বহুৎ তামাসা! সেলাম, বাবু সেলাম!

জগ। বাতকা জবাব দিতে পার্‌তা নেই?

দর। হাঁ হাঁ, ওহি বাত!

জগ। তুমি যাও, পোড়ার মুখো মিন্‌সেকে জল্‌দী করকে পাহারালা নিয়ে আস্‌তে বল।

দর। সেলাম বাবু সা'ব।

[দরওয়ানের প্রস্থান।

মদন ঘোষ, সুরেশ, শিবু ও খেম্‌টাওয়ালী দ্বয়ের প্রবেশ

শিব। ছিঃ বিদ্যাধরি! এমন ফাঁকা জায়গা থাক্‌তে অমন কোঠোরে জায়গা করেছ?

জগ। তা এইখানেই ব'স, তা এইখানেই ব'স। আমি আস্‌ছি, এইখানে একটু কাজ সেরে আস্‌ছি।

শিব। দোহাই সুন্দরি! অনাথ হ'ব! অনাথ হ'ব!

জগ। আমি এলুম বলে।

[জগর প্রস্থান।

সুরে। মদন দাদা, এই তো সব কনে এনে হাজির করেছি, একটা পছন্দ করে নাও।

মদ। কৈ কৈ? তা ভাই, তোমরা কর্ব্বে না তো কর্ব্বে কে? যা'কে হয় দাও, যা'কে হয় দাও; কি জান বংশরক্ষা, বংশরক্ষা—

সুরে। মদন দাদা, গোটা দুই বে কর, কি জানি, একটা যদি বাঁজা হ'ল?

মদ। তা ভাই, তোমার কথায় আমার অমত নেই, তোমার কথায় আমার অমত নেই।

সুরে। দেখ, দাদার আপত্য নেই।

১ খেমটা। আমাদের ভাগ্যি।

মদ। তবে দাদা আজকে বে হ'লে হয় না?

সুরে। তা হবে না কেন, পুরুত ডাকাই।

শিব। সুরে সুরে, বিদ্যাধরী আসুক, যুগল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা কর্ব্বো।

মদ। ভায়া, এরা সব ওড়না গায়ে দিয়ে এসেছে, এরা তো বেশ্যা নয়?

সুরে। মহাভারত! এদের চোদ্দ পুরুষ কুলীন, ঘটকের কাছে কুলুজী আছে।

মদ। তাই বল্‌ছি ভাই, তাই বল্‌ছি। কি জান দাদা, দত্তপুকুরে একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আমি দাঁতে কুটো করে তবে জাতে উঠি।

সুরে। দাদা, কনেদের একবার গান শোনো।

মদ। কনে গাইবে!

সুরে। গাইবে না, ওরা সব কি যেমন তেমন কনে, এরা সব রাত্রের (Deputy Magistrate) ডেপুটী মেজিস্ট্রেট। গাও হে কনেরা, গাও।

গীত

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল।
ডাগ্‌রা নাগর বরণ দু-পোড়
বদনখানি বাদার বিল॥
মরি কি আঁকা বাঁকা,
চেপ্টা নাকে নয়ন ঢাকা,
আকর্ণ হাঁ, দু মেড়ে ফাঁকা;
গস্তে গেছে বাছার দাড়ী,
উল্টো ঠোঁটে মজায় দিল॥

সুরে। দাদা, বাহবা দিলে না? চুপ করে কি ভাব্‌ছ?

মদ। হাঁ দাদা, হাঁ দাদা—

শিব। কি বল্‌ছো?

মদ। বলি, এরা তো যাত্রাওয়ালার ছেলে নয়?

শিব। রামঃ!

মদ। তা'ই বল্‌ছি, তা'ই বল্‌ছি; কি জান, বোসেরা একটা যাত্রাওয়ালার ছোঁড়ার সঙ্গে বে দিয়েছিল, সেই অবধি আশঙ্কা আছে—

জগর প্রবেশ

শিব। না, কাজ নেই কাজ নেই, তোমার সন্দেহ হয়, এই কনে বে কর।

মদ। এ কে, এ যে সেই চাপরাসী!

শিব। সে কি চাপরাসী কিসের?

মদ। তবে কি বৌরূপী?

শিব। বহুরূপী কেন? কনে দেখ্‌ছো? আ মরি মরি!

২ খেমটা। তোমার বরাত ভাল, বরাত ভাল।

শিব। গালে হাত দিয়ে কি দেখ্‌ছো?

মদ। কি জান ভাই, আশঙ্কা হয়; দেখ্‌ছি গোঁপ টোপ তো কামায় নি?

শিব। চল্‌ সুরে চল্‌, তোর দাদার পছন্দ হবে না।

সুরে। তা'ই তো দেখ্‌ছি, এমন বিদ্যাধরী ছেড়ে দিলুম—

মদ। পছন্দ হবে না কেন? পছন্দ হবে না কেন? যেমন হয় হ'লেই হ'ল, যেমন হয় হ'লেই হ'ল; কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

সুরে। এস বিদ্যাধরি, আমার দাদার বাঁয়ে এস।

জগ। (স্বগত) আঁটকুড়ীর ব্যাটা মরেছে!

সুরে। কি বিদ্যাধরি, চুপ করে আছ যে? বর পছন্দ হচ্ছে না নাকি?

জগ। (স্বগত) আ মর্‌!

শিব। কি বাবা ডাকিনি, কি মন্তর আওড়াচ্ছ?

সুরে। দাদা, কনের সঙ্গে কথা কও।

মদ। ভায়া, এই তো আমোদ প্রমোদ হ'ল, এখন বাসর ঘর হবে না?

সুরে। সে কি দাদা, আগে বে হ'ক্‌।

মদ। হাঁ হাঁ, তবে পুরুত ডাক।

সুরে। কনে পছন্দ হয়েছে তো?

মদ। তা হয়েছে, কি জান বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

সুরে। শিবে, মন্তর পড়।

শিব। "অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ, যঃ প্রদগ্ধা কুলে মম"—

সুরে। বল হরি, হরিবোল—

খেমটাদ্বয়। উলু উলু উলু—

কাঙালীর প্রবেশ

কাঙালী। জগা, সর্ব্বনাশ করেছিস্! ঘরে চোর পুষে রেখেছিস্! পাহারাওয়ালা জমাদার বাড়ী ঘেরওয়া করে রেখেছে।

জগ। ওমা! সে কি গো!

কাঙা। এই দ্যাখ, এই সার্জন্ আস্ছে।

ইনেস্পেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ

ইনে। সুরেশ বাবু, এ মাক্‌ড়ি কার?

সুরে। এ মাক্‌ড়ি মেজ বো'র।

ইনে। আপনি কোথায় পেলেন?

সুরে। আমি তা'কে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইনে। ভুলিয়ে, না বাক্স ভেঙে?

জমা। (খেম্‌টাওয়ালীদ্বয়ের প্রতি) আরে তোম্ লোক খাড়া রহো।

ইনে। কি বাক্স ভেঙে?

জমা। আপ্ চালান দিজিয়ে, বহু যেয়সা গাওয়া দে। (জনান্তিকে) বাবু, এস্‌মে কুচ্ মিলেগা?

সুরে। কি! বৌকে সাক্ষী দিতে হবে!

জমা। নেই তো কা, পুলিস মে সব কইকো চালান দেগা।

সুরে। তবে আমি বল্‌ছি, বৌ কিছু জানে না, আমি বাক্স ভেঙে চুরি করেছি।

জমা। কবুল দেতা?

ইনে। সুরেশ বাবু, সত্যি কথা বলুন, আপনার তাতে ভাল হবে। শুনুন, আপনি বৌকে জড়ান, বে'চে যেতে পারেন।

সুরে। সে কি ইনেস্পেক্টর বাবু! আমার প্রাণ যায় সেও কবুল, আমি আপনার কুলবধুকে পুলিসে হাজির কর্ব্বো! আমি কবুল দিচ্ছি, আপনি লিখে নিন;—দাদার বাক্স দাদার বাইরের ঘরে ছিল, আমি ভেঙে চুরি করেছি।

জমা। আরে বাবু, শুনিয়ে তো, মারা যাওগে কাহে?

সুরে। মারা যাই যাব, আমার এই কথা জমাদার সাহেব, আমি আমোদ করে বেড়াই, কিন্তু কাপুরুষ নই; আমার যদি (Transportation) ট্রান্সপোর্টেশন হয়, তবু আমার এই এক কথা। আমিই কুলাঙ্গার, আমি কোন্ বংশে জন্মেছি, তা জানেন? আমাদের সাত পুরুষে মিথ্যা কথা জানে না।

ইনে। আপনি আপনাদের বৌকে বাঁচাবার চেষ্টা কচ্ছেন, কিন্তু আপনি ছেলে মানুষ, বুঝতে পাচ্ছেন না। আপনাদের বৌয়েতে আর আপনার মেজ দাদাতে ষড়্‌যন্ত্র করে আপনাকে ধরিয়ে দিচ্ছে; বলেন তো, রিপোর্ট লিখে নিই, —আপনাদের বৌ আপনাকে বাঁধা দিতে দিয়েছিল।

সুরে। কি! মেজ দাদা আমায় বাঁধিয়ে দেবেন! মিথ্যা কথা! আর যদিও দাদা আমায় শাসিত কর্ব্বেন মনে করে থাকেন, বৌ যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। যা'র মুখ দেখ্‌লে প্রাণ শীতল হয়, যার সরলতার তুলনা হয় না, যার মিষ্ট কথা শুনলে আমারও প্রাণ নরম হয়, ইনেস্পেক্টার সাহেব, তুমি সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখ নি, তাই ও কথা বল্‌ছো। আর এমন কথা মুখে এনো না, তোমার মহাপাতক হবে।

কাঙা। আঃ, আমার চিঠি ছিঁড়ে কে পাঁচ টাকার নোট বার করে নিয়েছে? (শিবুকে ধরিয়া) দেখি, তোর হাতে কি দেখি? এই আমার নোট! এই আল্‌পিন গাঁথা! ইনেস্পেক্টার সাহেব ধর, এ চোর!

সুরে। সে কি বিদ্যাধরি, চুপ করে রইলে যে? তুমি যে ধার দিলে?

কাঙা। ধার দিলে বৈ কি? আবার জবরদস্তি! এই দেখ জমাদার সাহেব, ভাইপোকে পাঠাব বলে গালা টালা এ'টে সব ঠিক করে রেখেছিলুম্, ছিঁড়ে বার করে নিয়েছে।

সুরে। শিবে, তুই ভাবিস্ নি আমি মজেছি না মজ্‌তে আছি! দেখ্‌ছি, ষড়্‌যন্ত্রই বটে! জমাদার সাহেব, আমার বন্ধুর কিছু দোষ নেই, যা দোষ সব আমার, আমি ওকে ডেকে এনেছি।

জমা। বাহার গিয়া চিঠি লেকে গিয়া নেই? রেজেস্টারি নেই কর্‌কে ঘর্‌মে রাখ্‌কে গিয়া কাহে?

কাঙা। আমার কম্পাউণ্ডারকে বলে গিয়েছিলেম রেজেষ্টারি কত্তে।

জমা। আচ্ছা, নালিস কিয়া, হাম লোক চালান দেতা। খোদাবন্দ্ লে চলে?

সুরে। ইনেস্পেক্টার সাহেব, আমি সত্য বল্‌ছি, আমার বন্ধুর কোন অপরাধ নেই। এই মাগী আমায় ঐ নোট ধার দিয়েছিল, আমি ওর ঠেঁয়ে রেখেছি, এ চুরি নয়। যদি চুরির দাবী হয়, সে দাবী আমার উপর দিন। ওকে ছেড়ে দিন। ও আস্‌তে চায় নি; আমি ওর মা'র কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইনেস্পেক্টার সাহেব, এ ভদ্রলোকের ছেলেকে খামকা খামকা অপমান কর্ব্বেন না। চোর ধরা আপনাদের কাজ, আপনি অনায়াসে বুঝ্‌তে পাচ্চেন, আমি সত্য বল্‌ছি কি মিথ্যা বল্‌ছি। বাবু, আপনার পায়ে ধচ্ছি, মিনতি কচ্ছি, একে ছেড়ে দিন, আমাকেই দুই চুরির দাবী দিয়ে চালান দিন।

ইনে। কাঙালী বাবু, মাম্‌লা সাজিয়েছেন বটে, টেঁক্‌বে না।

কাঙা। (জনান্তিকে) ইনেস্পেক্টার বাবু, ওর মা'র হাতে ঢের টাকা, কিছু আদায় করে নিন না। একবার ওর বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই কিছু পাবেন; আর নালিস বন্ধ হ'তে মানা করেন, আমি চেপে যাচ্চি।

ইনে। চল্ এন্‌লোককো লে চল, আওরত লোককো ছোড়্ দেও।

মদ। বাবা আমি নই, আমি নই, আমায় বে দিতে এনেছিল।

সুরে। হায়! হায়! আমি এত লোককে মজালুম! বন্ধুকে মজালুম, এই পাগলাটাকে মজালুম! নরাধম বিট্‌লে বামুণ, তোর মনে এই ছিল? কেন ভদ্রলোককে মজাস্? ছেড়ে দিতে বল। কাঙালী খুড়ো, রাগ থাকে, আমার উপর দাবী দাও; শিবু ভয় করো না, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আমি সব সত্য কথা বল্‌বো।

মদ। হায়! হায়! বে কত্তে এসে মজ্‌লুম!

ইনে। এ আবার কে? এরে ছেড়ে দাও।

জমা। শিবু বাবু, ইনেস্পেক্টার সাবকো কুচ্ কবলায়কে ছুট্টী লেও।

শিব। যা বলেন, আমি মার ঠেঁয়ে নিয়ে দেব।

জমা। তোম্‌বি আও, রিপোর্ট লেখ্‌নে হোগা।

[জগ ও কাঙালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। তুই ভারি গাধা! সুরেশকে ফাঁসাবার কথা, ওকে নিয়ে টানাটানি কল্লি কেন?

কাঙা। আরে জানিস্ নি, ও বড় পাজী! ওর মা'র হাতে ঢের টাকা আছে। সে দিন বল্লুম, হ্যাণ্ডনোট সই করে দে, তা আমায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে এল।

জগ। আ মুখ্যু! আ মুখ্যু! যখন ওর মা'র হাতে টাকা আছে বল্‌ছিস্, ওকে অমনি করে চটাতে হয়? দেখ দেখি আলাপ হয়েছিল, আমায়ও পছন্দ করেছিল—আজও রাগ বরদাস্ত কত্তে পাল্লি নি,—কাজ কর্ব্বি? দূর্! যা, রমেশ বাবুকে খপর দি গে যা, আমি রাঁধি গে। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বাটীর দরদালান

যোগেশ ও পীতাম্বর

পীতা। বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে, সুরেশ বাবু চুরির দাবীতে গ্রেপ্তার হয়েছে! জামিন নিলে না, মেজ বাবুকেও খুঁজে পাচ্ছি নি; কি হবে! কি করি, বাবু বাবু!

যোগে। কি, কারে ডাক্‌ছো?

পীতা। আজ্ঞা—

যোগে। আমায়? আমায় কি বল্‌তে এসেছ? যাও, মেজ বাবুর কাছে যাও, যাও মা'র কাছে যাও, যাও বড় বো'র কাছে যাও। যারা বিষয় রক্ষা কর্চ্ছে তাদের কাছে যাও, আমি রেজেষ্টারি আফিসে এক কলমে বিষয়, মান, মর্য্যাদা তোমাদের মেজ বাবুকে দিয়ে এসেছি। বাকী প্রাণ, তার ওষুধ এই! (বোতল প্রদর্শন)

পীতা। আজ্ঞা, সুরেশ বাবু ফৌজদারীতে পড়েছেন।

যোগে। আমি তো শুনেছি, এ আর বিচিত্র কি! চুরি, জুচ্চুরি, বাট্‌পাড়ী, দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান, সেথায় ফৌজদারী হওয়া আশ্চর্য্য কি! আমায় আর কিছু শুনিও না, আমার কাছে কেউ এস না; আমি কিছু

শুনবো না বলেই মদ খাচ্চি, ভুলে থাক্‌বো বলে মদ খাচ্ছি, প্রাণ বেরুবে বলে মদ খাচ্ছি। আমার মহাজন শুঁড়ী, কারবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞান বিসর্জ্জন, এইতে যদ্দিন যায়। যখন মর্ব্বো, ইচ্ছে হয় টেনে ফেলে দিও। যাও, ততদিন আর আমার কাছে এস না।

জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। ও বাবা, সুরেশকে নাকি পাহারা-ওয়ালায় ধরেছে?

যোগে। শুনেছি, আর দুবার শুনাতে চাও, শোনাও। বড়বৌ, শোনাতে চাও, শোনাও। সকলে মিলে বল, সুরেশকে ধরেছে, সুরেশকে ধরেছে। আমার উত্তর শুন্‌বে! আমি কি কর্ব্বো, আমি কি কর্ব্বো, আমি কি কর্ব্বো! মা, সে দিন ছিল, যে দিন আমার এক কথায় লাখ টাকা আস্‌তো; বোধ হয় খুনী আসামীও আমি জামিন্ হ'লে ছেড়ে দিত; সে দিন ছিল যে দিন জজ, মাজিষ্ট্রেট্, কালেক্টার আমার অনুরোধ রক্ষা কত্তো; সে দিন ছিল যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙালীর আদর্শ ছিলেম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি আমায় লোকে জান্‌তো, আজ সে দিন নেই; আজ মদ আমার প্রিয়সঙ্গী, জোচ্চোর আমার খেতাব!

উমা। ও বাবা, সুরেশের অদৃষ্টে যা আছে হ'বে, তুই মদ বন্ধ কর্; আমি বুড়ো মা—আর আমায় দগ্ধাস্ নি।

যোগে। তুমি মা? ভাল, তোমার ঋণ তো শোধ দিয়েছি, রেজেষ্টারি করে দিইছি, আর তোমার অনুরোধ কি? যা কারুর হয় না, তা আমার হয়েছে, মাতৃঋণ শোধ গিয়েছে!

উমা। আমার কপালে কি মরণ নেই? যম কি আমায় ভুলে রয়েছে? যোগেশ, তুই এ কথা বল্লি! তোর যে আমি বড় পিত্তেস্ করি!

যোগে। মা, তুমি মাতালের পিত্তেস্ কর? জোচ্চোরের পিত্তেস্ কর? বিশ্বাসঘাতকের পিত্তেস্ কর? এমন পিত্তেস্ রেখ না; যাও, তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও, যে বিষয় রক্ষা কচ্ছে, সে সব দিক্ রক্ষা কর্ব্বে! মা, বড় প্রাণ কাঁদ্‌ছে তাই একটা কথা তোমায় বল্‌ছি,—মনে করে দেখ, যখন আমি কাজ কর্ম্ম করে সন্ধ্যার পর ফিরে আস্‌তুম, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হ'ত আবার মাকে প্রণাম কর্ব্বো, আবার ভাইদের মুখ দেখ্‌বো, আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ কর্ব্বো, আবার ছেলের মুখচুম্বন কর্ব্বো; সমস্ত দিন কাজে ভুলে থাক্‌তুম্, আস্‌বার সময় মনে হ'ত যে, আমার জুড়ী চল্‌তে পাচ্ছে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই! দশ মিনিট দেরি আমার দশ ঘণ্টা বোধ হতো। গাড়ী থেকে নেবে দোরে ছেলেকে দেখ্‌তেম, উপরে উঠে ভাইদের দেখ্‌তেম, বাড়ীর ভেতর তোমাদের দেখ্‌তেম, বাড়ী আস্‌তেম, স্বর্গে আস্‌তেম। আজ সেই বাড়ী আমার নরক! বাড়ী আমার না, জুচ্চুরি করে এ বাড়ীতে র'য়েছি। মা আমায় চান না বিষয় চান, পরিবার আমায় দেখেন না বিষয় দেখেন, ভাই আমায় দেখেন না বিষয় বাগিয়ে নেন; বাঃ। কি সুখের সংসার! তবে আমায় কা'কে দেখ্‌তে বল? আমার আর শক্তি কৈ? জোচ্চোর, জোচ্চোর, জোচ্চোর! মা, আমি জোচ্চোর! ছি ছি ছি!

উমা। বাবা, আমায় তুমি কেন তিরস্কার কচ্ছো? আমি তোমার বিষয় দেখি নি, আমি প্রাণ রক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলেম; তুমি টাকার শোকে মদ ধল্লে, সকলে বল্লে তুমি বাড়ী বেচ্‌লে প্রাণে মারা যাবে।

যোগে। প্রাণের জন্য, তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা। মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ; সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতেম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'তো, আমার মনে এই শান্তি থাক্‌তো, এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি নি। সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি, আর ফির্‌বে না, বিশ্বাস ভঙ্গ করে তার দোর খুলে দিয়েছি।

পীতা। বাবু, আপনি প্রতিপালক অন্ন-দাতা, আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয়, আপনি বিবেচক, বিবেচনা করে দেখুন, সপরি-বার ডোবাবেন না।

যোগে। পীতাম্বর, আবার নূতন কথা! সপরিবারে ডোবাব না বলেই রেজেষ্টারি করে দিয়েছি, সপরিবার রক্ষা হ'ক আমায় ছেড়ে

দাও। মান গিয়েছে, মান গিয়েছে, বুঝেছ পীতাম্বর, দুর্নাম রটেছে!

জ্ঞান। ওগো, আমাদের গলায় ছুরী দিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তা'ই কর।

যোগে। কেন, আমার গরজ কি? ইচ্ছা হয় গঙ্গা আছে ঝাঁপ দাও, আগুন আছে পুড়ে মর, ব'টী আছে গলায় দাও, বিষ আছে কিনে খাও; আমায় কেন বল্‌ছো? আমার উপায় আমি কচ্ছি, তোমাদের উপায় তোমরা কর।

পীতা। বাবু, একটু ঠাণ্ডা হ'ন, সব ফির্‌বে, সব পাবেন।

যোগে। কি ফির্‌বে, কি পাব? স্বীকার করি টাকা ফিরে পেতে পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচ্‌বে না, কারুর কখনও ঘুচে নি, রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে। এ দুঃখের সংসারে ভগবান্ একটী রত্ন দেন, সে রত্ন যা'র আছে সেই ধন্য! সুনাম! রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীন দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান্ অপেক্ষাও পূজ্য হয়। সে রত্ন আমার নাই, আছে মদ—চল হে যাই।

[যোগেশ ও জ্ঞানদার প্রস্থান।

উমা। ওরে, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

পীতা। গিন্নি মা, গিন্নি মা, কাঁদ্‌বার দিন পাবেন; একটা কথা বলি শুনুন, থানায় শুনলেম মেজ বাবু, ছোট বাবুকে ধরিয়ে দিয়েছেন।

উমা। অ্যাঁ! বল কি! রমেশ কোথায়? তারে ডাক।

পীতা। আমি তো তাঁরে খুঁজে পাচ্ছি নি।

উমা। দেখ খুঁজে দেখ, শীগ্‌গির আমার কাছে নিয়ে এস। দীনবন্ধু! একি আবার শুনলেম!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফু। ওমা, ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়ে দাও মা, মা, শীগ্‌গির আন্‌তে পাঠিয়ে দাও।

উমা। তুই বাছা, আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস্ নি।

প্রফু। ওমা, তোমার পায়ে পড়ি মা, বট্-ঠাকুরকে বলে ঠাকুরপোকে আন, ঠাকুরপো খেয়ে যায় নি। আন্‌তে পাঠাও মা, আন্‌তে পাঠাও, নইলে আমি বাঁচ্‌বো না মা, তোমার পায়ে পড়ি।

উমা। আন্‌তে পাঠিয়েছি, তুই চুপ কর্।

প্রফু। মা, তুমি আমায় ভাঁড়িও না, তোমরা পরামর্শ করেছ ঠাকুরপোকে শাসিত কর্ব্বে; আমি ভুল্‌বো না, আমি এইখানে বসে রইলেম, আমি খাব না, কিছু না।

উমা। যাই, একবার বাবার কাছে যাই, তিনি কি উপায় করেন দেখি। তুই আয়, এখানে এক্‌লা বসে কি কর্‌বি?

প্রফু। না আমি যাব না, ঠাকুরপোকে না দেখে উঠ্‌বো না। আমার মাক্‌ড়ির জন্যে ঠাকুরপোকে ধরেছে, আমি সব গহনা খুলে বাক্সয় পুরিছি, যদি ঠাকুরপো না ফিরে আসে, বাক্স শুদ্ধ জলে ফেলে দেব, আর আমিও জলে ঝাঁপ দেব।

[উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

রমেশের প্রবেশ

রমে। ওরে, তুই এখানে বসে রয়েছিস্?

প্রফু। ওগো, ঠাকুরপোকে ধরেছে, তুমি শীগ্‌গির ঠাকুরপোকে নিয়ে এস।

রমে। শোন্, আমি সেইখান থেকেই আস্‌ছি, কাল যদি কেউ সাহেব টায়েব জিজ্ঞাসা কত্তে আসে—

প্রফু। ওমা! সাহেব আস্‌বে কি গো! আমি সাহেবের সাম্‌নে বেরুব কেমন করে?

রমে। দোরের পাশ থেকে কথা কইতে হবে।

প্রফু। ওমা! আমি তা পার্ব্বো না!

রমে। শোন্, ন্যাকামো করিস্ এখন। তোকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে যে, সুরেশকে মাক্‌ড়ি তুমি দিয়েছিলে? তুই বলিস্, না, বাক্স ভেঙে নিয়েছে।

প্রফু। না, তাতো না, আমি মাদুলী আন্‌তে দিয়েছিলুম!

রমে। তুই বল্‌বি বাক্স ভেঙে নিয়েছিল।

প্রফু। ওমা, কি করে বল্‌বো!

রমে। কি করে বল্‌বি কি? যেমন করে

কথা কচ্ছিস্, তেমনি করে বল্‌বি। এই কথা বল্‌তে আর পারবি নি?

প্রফু। না, আমি তা পার্ব্বো না।

রমে। পার্‌বি নি? তবে তোকে সাহেব ধরে নিয়ে যাবে।

প্রফু। আমি মাকে ডাকি, আমি মা'র কাছে যাই।

রমে। শোন্ শোন্, তুই এ কথা না বল্লে সুরেশের মেয়াদ হয়ে যাবে, মেয়েমানুষের ঠেঁয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে শুন্‌লে সাহেব বড় রাগ কর্ব্বে, সুরেশকে কয়েদ দেবে।

প্রফু। ওগো, তুমি আমার সব গহনা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস, ঠাকুরপোর জন্যে আমার বড় প্রাণ কেমন কচ্ছে, আমি মিছে কথা বল্‌তে পার্ব্বো না,—ঠাক্‌রুণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়।

রমে। তবে সুরেশ জেলে যাক।

প্রফু। না গো, তুমি নিয়ে এস।

রমে। আমার কথা শুন্‌বি নি? আমি তোর স্বামী, মা তোরে শিখিয়ে দিয়েছেন জানিস্ স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা শুন্‌তে হয়।

প্রফু। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি।

রমে। খবরদার! কেটে ফেল্‌বো! দূর করে দেব! শোন্, যা শিখিয়ে দিলুম বলিস্ তো বল্‌বি, নইলে আর তোর মুখ দেখ্‌ব না।

প্রফু। আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।

যাদবের প্রবেশ

যাদ। ও কাকা বাবু, তুমি ছোট কাকা বাবুকে কেন ধরিয়ে দিয়েছ? ও কাকা বাবু, ছোট কাকা বাবুকে ধরিয়ে দিও না।

রমে। চোপ্!

যাদ। না কাকা বাবু, আর বল্‌বো না, কাকা বাবু ঘাট হয়েছে কাকা বাবু, ও কাকিমা তুমি বল না, ছোট কাকা বাবুকে আন্‌তে বল না?

রমে। যেদো, এখান থেকে বেরো।

যাদ। যাচ্ছি কাকা বাবু, যাচ্ছি।

[যাদব ও প্রফুল্লের প্রস্থান।

যোগেশের প্রবেশ

যোগে। ভ্যালা মোর ভাই রে! চাঁদ রে! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর ফেল্ করেছিল! কি অবিচার! কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান কত্তে পাত্তে! সুরেশকে জেলে দাও, যেদোর গলায় পা দাও, আমার জন্য ভেব না,—আমি মদ খেয়েই থাক্‌ব।

রমে। কি মাত্‌লামো কচ্ছো!

যোগে। সাবাস্! সাবাস! উঁকিল কি চিজ্! ও দেরি না, দেরি না, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব না, যেদোর গলায় পা দাও, আর বুড়ো মাকে চালকুম্‌ড়ী কর; আর মা আমার রত্ন-গর্ভা, একটী মাতাল, একটী উঁকিল, একটী চোর!

রমে। মাত্‌লামোর আর যায়গা পেলে না?

[রমেশের প্রস্থান।

যোগে। যেদো, ধর্ ধর্, তোর কাকাবাবুকে ধর্।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর সম্মুখ

মদন ঘোষ

মদ। বরাত্! বরাত্! কনে জুটেছিল সবই হয়েছিল, বংশরক্ষাটা হ'ল না। বরাত্! বরাত! আর কি কর্ব্বো! দিন দিন যৌবনটা বয়ে গেল, কি কর্ব্বো; বরাত্! বরাত্! ও বাবা আবার পাহারাওয়ালা আসে যে! আমি না, আমি না—

জগ ও কাঙালীচরণের প্রবেশ

জগ। কি বর, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছো না? অমন কচ্ছো কেন? আমি যে কনে!

মদ। তুমি কনে না পাহারাওয়ালা? তোমার সঙ্গে কে, উটিও কি কনে?

জগ। ও কনে কেন? ও পুরুষ মানুষ; ও আমার—

মদ। ওকি তোমার বড় দিদি?

জগ। হ্যাঁ, একটা কথা বলি শোন।

মদ। হ্যাঁগা, তোমাদের কোন্ দেশে বাড়ী? তোমাদের মেয়ে মদ্দের গোঁপ বেরোয়?

জগ। গোঁপ বেরুবে কেন, শোন না;—

মদ। তবে যে তোমার দিদির গোঁপ বেরিয়েছে?

জগ। দিদি কেন? ও আমার মাস্‌তুতো ভাই।

মদ। মেসো, না বোন্‌পো?

জগ। কথা শোন, তা নইলে আমি চলে যাব।

মদ। না, যেও না, যেও না, কি জান বংশরক্ষা, কি জান বংশরক্ষা।

কাঙা। ও তোর বাপের পিণ্ডি, কি কথা বল্‌ছে শোন না।

মদ। হাঁ হাঁ, পিণ্ডির স্থল, পিণ্ডির স্থল! বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!

জগ। তুমি যদি কনে চাও একটী কথা বল্‌তে হবে; এই কথা, তুমি ঘরে ছিলে তুমি দেখেছ যে, চিঠি ছিঁড়ে নোট বা'র করে নিয়েছে। সাহেব যখন জিজ্ঞাসা কর্ব্বে তুমি বল্‌বে যে, চিঠি ছিঁড়ে নিয়েছে।

মদ। ও বাবা, সাহেব!

জগ। হাঁ, হাঁ, তোমায় জমাদার এখনি নিতে আসবে।

মদ। ও বাবা! আমি না, আমি না।

জগ। শোন্‌না, ব্যাটা ছেলে, অত ভয় পাচ্চো কেন?

মদ। দোহাই জমাদার সাহেব! আমি না, আমি না। [মদন ঘোষের প্রস্থান।

কাঙা। জগা, তোর যেমন বিদ্যে, পাগ্‌লার কাছে এসেছিস্‌ সাক্ষী কত্তে, দেখ্‌ দেখি কত বড় অপমানটা হ'ল? আমার সাম্‌নে তোরে কনে বোল্লে।

জগ। তোর মতন গাধা শ্বশুর আর জন্মায় না; যদি পাগ্‌লাটাকে দে বলাতে পাত্তুম তা হ'লে মাজিষ্টারের কি বিশ্বাস জন্মাত বল দেখিন্‌?

যোগেশের প্রবেশ

যোগে। কে বাবা, তোমরা যুগলে! তোমরা কি রমেশ ভায়ার ইষ্ট দেবতা? যাও কেন, যাও কেন, যদি কৃপা করে দর্শন দিলে প্রাণ ঠাণ্ডা করে যাও; যেও না যেও না, যেদোকে এনে দিচ্ছি আছড়ে মার।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পুলিস কোর্ট

মাজিষ্ট্রেট্‌, ইণ্টারপ্রিটার, উকিলগণ, সুরেশ, শিবনাথ, অন্নদা পোদ্দার, পীতাম্বর, জমাদার, কনষ্টেবলগণ ও কোর্ট-ইনেস্পেক্টার ইত্যাদি

পাহা। এই চোপ্‌রাও! চোপ্‌!

ইণ্টা। সুরেশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদা পোদ্দার, শিবনাথ লাহিড়ী আসামী।

পাহা। সুকলাস গুই আসাম্‌! শিবলক্ষ্মী বেওয়া আসাম্‌।

১ উ। (I appear for the first prisoner) আই এপিয়ার ফর্‌ দি ফার্ষ্ট প্রিজনার।

২ উ। (I for the second prisoner) আই ফর্‌ দি সেকেন্ড প্রিজনার।

৩ উ। (I appear for Sivnath) আই এপিয়ার ফর্‌ শিবনাথ।

জমা। খোদাবন্দ্‌! ঘর্‌সে বাকস্‌ তোড় কে আসামী সুরেশ, মাক্‌ড়ি চুরি কর্‌কে অন্নদা পোদ্দারকা দোকানমে বেচা।

ইণ্টা। (Breaking box, stealing earring) ব্রেকিং বক্স ষ্টিলিং ইয়ারিং।

মাজি। (I understand) আই আন্ডারষ্ট্যান্ড।

ইণ্টা। গাওয়া লে আও—

রমেশের প্রবেশ

ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি—

রমে। ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি যাহা বলিব সব সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না।

ইণ্টা। কি নাম?

রমে। রমেশচন্দ্র ঘোষ।

সুরে। মেজদাদা, মিথ্যা হলপের প্রয়োজন নাই। আমায় সাজা দেওয়াবেন দেওয়ান, আমিই স্বীকার করে নিচ্ছি। ধর্ম্ম অবতার! দাদার ঘরে কাঠের বাক্সতে এই মাক্‌ড়িগুলি ছিল, আমি বাটালি দিয়ে বাক্স ভেঙে এ মাক্‌ড়িগুলি অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা রেখেছিলেম।

[রমেশের প্রস্থান।

পীতা। হুজুর, ধর্ম্ম অবতার! আমার একটী আর্‌জি শুন্‌তে আজ্ঞা হয়।

মাজি। টোম্‌, কোন্‌ হ্যায়?

(ইন্টারপ্রিন্টার ও মাজিস্ট্রেটের কাণে কাণে কথা)

মাজি। (O is it!) ও ইজ ইট? ক্যা আর্‌জ বোলো।

পীতা। হুজুর, এ আসামী অতি সদাশয়। ও'র ভাজ রমেশ বাবুর স্ত্রী, এই মাক্‌ড়ি-গুলি ও'কে দেন, কিন্তু পাছে ও'র ভাজকে সাক্ষী দিতে হয়, এই ভয়ে আসামী দোষ স্বীকার করে নিচ্ছে। ইনি চুরি করেন নি, মাক্‌ড়িগুলি ও'কে দিয়েছিল।

মাজি। আচ্ছা বাই-জরুকা গাওয়া ডেও।

সুরে। হুজুর, ধর্ম্ম অবতার, আমার নিবেদন শুনুন, আমার ভাজ আমায় দেন নি, আমি ফাঁকি দিয়ে—চুরি করে নিয়ে এসেছি; আমার কথা সত্য, মিথ্যা নয়, আপনি আমায় সাজা দিন! এই পীতাম্বর আমাদের বাড়ীর পুরাণ লোক, আমার মায়ায় মিথ্যা কথা বল্‌ছে। ধর্ম্ম অবতার, আর একটী আমার নিবেদন, আমার বন্ধু শিবনাথের নামে চুরির দাবী হয়েছে, শিবনাথ নির্দ্দোষী, আমিই নোট নিয়েছিলেম।

মাজি। (Young man, you will be punished for your confession) ইয়ং-ম্যান্‌, ইউ উইল্‌ বি পানিস্‌ড ফর্‌ ইওর কন্‌ফেসন্‌।

ইন্টা। তোমার কবুল দেওয়াতে সাজা হবে।

সুরে। সাজা হয় হোক্‌, আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ! যখন আমার ভাই আমায় মেয়াদ দেবার জন্যে মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, নানা হলপ্‌ কত্তে প্রস্তুত, যখন আমার এই বিপদ্‌, জেনে দাদা, মেজদাদাকে বারণ করেন নি, তিনিও আসেন নি, তখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, আমিই ঘরের কণ্টক, সে কণ্টক দূর হওয়াই আবশ্যক। আমার বাড়ীর কথা জানেন না, মা আমার সাবিত্রী! আমার দাদা সাক্ষাৎ সদাশিব! বড় ভাজ অন্নপূর্ণা! ছোট ভাজ সরলা সোণার প্রতিমা! মেজদা উকিল; আমি নির্গুণ, আমার দূর হওয়াই উচিত।

১ উ। (He is speaking under police persuasion) হি ইজ স্পিকিং আণ্ডার পুলিস পারসুয়েশন্‌।

মাজি। (No help, I have warned him) নো হেল্প্‌, আই হ্যাব্‌ ওয়ারেণ্ড্‌ হিম। টুমি যাহা বলিটেছ ফিরাইয়া না লইলে টোমার সাজা হইবে।

সুরে। ধর্ম্ম অবতার! সাজা দিন এই আমার প্রার্থনা। আমার মত নরাধমের চোর ডাকাতের সঙ্গে বাস হওয়া ভিন্ন আর কি হতে পারে! আমি একজন পোদ্দারকে মজাতে ব'সেছি, আমার নির্দ্দোষী বন্ধুকে মজাতে বসেছি, অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক এনেছি—কুলা-ঙ্গারকে দণ্ড দিন।

মাজি। নোট চুরির কঠা কি বোলো।

জমা। ইস্কা কুচ গাওয়া নেই হ্যায় খোদা-বন্দ্‌।

সুরে। ধর্ম্ম অবতার! এ মকদ্দমায়ও আমি দোষী। যে বন্ধু আমায় মুখ থেকে খাবার দেয়, তা'কে আমি নীচাশয় নরাধমদের কাছে নিয়ে গিয়ে চোর অপবাদ দিয়েছি।

মাজি। টোমার পোনের ডিবস কঠিন পরিশ্রমের সহিট কারাগার হইল। (Mr. Pearson, I discharge your client) মিষ্টার পিয়ারসন্‌, আই ডিসচার্য ইয়োর ক্লায়েন্ট।

৩ উ। (Thank your worship) থ্যাঙ্ক ইয়োর ওয়ার্‌সিপ।

জমা। তোম্‌ এসা বেকুব! যাও, জেল্‌মে যাও!

শিব। জমাদার সাহেব, দাঁড়াও দাঁড়াও; আমার বন্ধুকে একবার দেখি! সুরেশ, ভাই, তোমার এই দশা হলো! তুমি সদাশয় আমি জান্‌তেম, কিন্তু যে, বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তা কখনও আমি জানি নি। তোমার কাছে আমি বন্ধুত্ব শিখ্‌লেম; তোমার বন্ধুত্ব আমি এ জন্মে ভুলব না, আর যদি পারি, এ ঋণের এক কণা শোধ্‌বার চেষ্টা পাব। সুরেশ, ভাই, একবার কোল দাও! আমার কোন গুণ নাই, তোমার কিছুই কত্তে পার্ব্বো না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জেন যে, আমার প্রাণ দিয়েও যদি তিলমাত্র উপকার হয়, আমি এই দণ্ডে

প্রস্তুত। যদি আমার ক্ষুদ্র কুটীর থাকে আধখানি তোমার, যদি একখানি বস্ত্র থাকে—আধখানি ছিঁড়ে তোমায় দেব, যদি এক মুঠো অন্ন থাকে—আধমুঠো তোমায় দেব। ভাই রে, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার ভাইই তোমার শত্রু! কিন্তু দাদা, আজ থেকে আমি তোমার ছোট ভাই! তোমার নফর!

পাহা। চল্! চল্! হড়্বড়াও মৎ!

জমা। আরে, রও রও।

সুরে। শিবনাথ, আমার একটী অনুরোধ রেখ—আমার মত লোকের কুসঙ্গ ছেড়ে সৎ হও, লেখা পড়ায় মন দাও, মানুষ হবার চেষ্টা পাও; আমি আমার বুড়ো মা'র বুকে বজ্রাঘাত করে চল্লেম, কুলে কলঙ্ক দিলেম। তুমি ভাই, তোমার মাকে সংগুণে সুখী কোরো, যদি কখন আমার সঙ্গে দেখা হয় মুখ ফিরিয়ে চলে যেও, কখন আমার ছায়া মাড়িও না। আমার দাদাদের দোষ নেই, তাঁরা বার বার আমায় শোধ্রাবার চেষ্টা করেছেন, আমি নির্ব্বোধ, তাঁদের উপদেশ শুনি নি। আমার এক অনুরোধ, তোমার মাকে একবার আমার বুড়ো মা'র কাছে পাঠিয়ে দিও, যেন তিনি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করেন, মেজকে বুঝিয়ে বলেন তার কোন দোষ নেই, আমি নিজের দোষে সাজা পেয়েছি। সে অন্নজল পরিত্যাগ কর্ব্বে, তোমার মা যেন তাকে ভুলান। আমার বাড়ীতে হাহাকার উঠ্বে, কেউ দেখ্বার লোক থাক্বে না, পার যদি এক একবার যেদোকে আদর করো। ভাই, বিদায় দাও। জমাদার সাহেব, নিয়ে চল। পীতাম্বর, তোমার ঋণ আমি শুধ্তে পার্ব্বো না, তুমি এ অকর্ম্মণ্যর জন্যে কেঁদ না। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পীতাম্বরের বাটীর সম্মুখ

কাঙালী ও পীতাম্বর

কাঙা। আপনাকে আমি যে দিন অবধি প্রদর্শন করেছি, সেই দিন অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হয়েছে, আপনি অতি সজ্জন ও প্রকাণ্ড অজ্ঞ।

পীতা। ম'শয়ের আমার নিকট প্রয়োজন?

কাঙা। আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি, আপনার সৌহার্দ্দ্য জন্য আমি একান্ত সুললিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধৃষ্ট।

পীতা। ম'শয়ের কিছু আবশ্যক আছে কি?

কাঙা। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাজলক্ষ্মী আপনার ঘরে বিচলা হ'ন।

পীতা। যে আজ্ঞা, তার পর?

কাঙা। আপনি তো বহুদিন বহুদিন বিষয় কার্য্য করে মাথার কেশ অসিত কল্লেন, এখন যা'তে আপনি খোস্ মেজাজে নিরুদ্বেগে কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম করে প্রদেশে গিয়ে বস্তে পারেন, আর নিরুদ্বেগে কাল-কবলিত হন, তা'র উপায় আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত কত্তে এসেছি।

পীতা। কি উপায় 'উদ্‌ভ্রান্ত' কল্লেন?

কাঙা। আপনি আপনার ভবনে পর্য্যবেক্ষণ কত্তে প্রস্তুত?

পীতা। প্রস্তুত অপ্রস্তুত পরে বল্‌ছি, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

কাঙা। উত্তম! উত্তম! আমি অভিপ্রায় বিখ্যাত কচ্ছি; আপনাকে আমি পাঁচশত টাকা প্রাপ্ত করাতে পারি।

পীতা। প্রাপ্ত করান।

কাঙা। উত্তম উত্তম, পরিলোচনা করে দেখুন, অমনি তো কিছু হয় না, আপনাকে একটী কার্য্য কত্তে হবে, কোন কষ্ট নাই।

পীতা। কি কাজটা শুনি?

কাঙা। শাদা কাজ, অতি গলিজ কাজ, কোন কষ্ট না, আপনার প্রতি আড়ষ্ট হয়েছি, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করা।

পীতা। কাজ যে গলিজ, তা আপনার দর্শনেই বুঝেছি।

কাঙা। বুঝ্বেনই তো বুঝ্বেনই তো, আপনি অতি অজ্ঞ।

পীতা। পাঁচশো টাকা কে দেবে?

কাঙা। আমি আপনাকে দিব, আপনি আমার বন্ধু হ'লেন, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা কর্ব্বো না, আমার কথা সর্ব্বথাই অনটল পাবেন।

পীতা। কাজটা কি বলুন না?

কাঙা। আপনি আপনার প্রদেশে পর্য্য-

বেক্ষণ করুন, আর কিছুই না; জায়গা জমি কিনুন, ভোগদখল করিতে রহুন।

পীতা। কথাটা তো এই, যোগেশ বাবুকে ছেড়ে চলে যাই? তা হচ্ছে না, আমি তাঁর পরিবারকে দিয়ে নালিশ রুজু করাচ্ছি। রমেশ বাবুকে বল্‌বেন, কিছু না পারি, তাঁর জুচ্চুরি আমি আদালতে প্রকাশ করে দিচ্ছি।

কাঙা। এই কথাটী আপনি অবিভীষিকার মতন বল্লেন।

পীতা। অবিভীষিকা কেন? ঘোরতর বিভীষিকা সাম্‌নে দেখ্ছি, আবার অবিভীষিকা কোথায়!

কাঙা। এ কার্য্যে আপনার লাভ কি?

পীতা। লাভ এই, আমার অন্নদাতা প্রতি-পালককে রক্ষা কর্ব্বো, দুর্জ্জনকে সাজা দেব।

কাঙা। ভাল পাঁচশত টাকায় না রাজী হ'ন, হাজার টাকা দেওয়া যাবে।

পীতা। আপনি "পর্য্যবেক্ষণ" করুন, "পর্য্যবেক্ষণ" করুন, এখানে মত্‌লব খাট্‌বে না।

কাঙা। ম'শয়, মোচোড় দিচ্ছেন মিছে, আর বাড়বে না; যে টাকা মকদ্দমায় পড়তো, সেইটে না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে, দুশো একশো বলেন তাতে আটক্‌ খাবে না।

পীতা। কেন ব্যাজ্‌ ব্যাজ্‌ কর্চ্ছেন? চলে জান না।

কাঙা। তুমি তো নেহাৎ নির্ব্বুদ্ধি হে, কেন টাকাটা ছাড়?

পীতা। আরে, কোত্থেকে এ বালাই এল! ভাল চাও তো বেরিয়ে যাও, দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! সক্কাল বেলা!

কাঙা। আচ্ছা চল্লেম্‌, দেখে নেব, উকি-লের সঙ্গে লেগেছ! শেষটা বুঝ্‌বে। (Civil criminal) সিভিল ক্রিমিনেল দুই রকম (Suit) সুটে মারা যাবে।

রমেশের প্রবেশ

কাঙা। রমেশ বাবু, ইনি বেগোড় কত্তে চান।

রমে। পীতাম্বর, তুমি কি করে বেড়াচ্ছ? শুন্‌ছি নাকি বৌকে দিয়ে আমার নামে নালিস করাবে? তুমি যে মা'র চেয়ে দরদী দেখ্‌তে পাই! দাদা মদে ভাঙে সব উড়িয়ে দিক্‌, তা'র পর ছেলেটা পথে বসুক্‌।

পীতা। ম'শয়, যার বিষয় সে ওড়াবে, আপনি কেন ফিরিয়ে দিন না।

রমে। ফিরিয়ে নিতে চাও, নাও; ওয়ান্‌-থার্ড পাবে বৈ তো না। আমি (Receiver appoint) রিসিভার এপয়েন্ট করেছি, যেদো সাবালক হ'লে রিসিভারের ঠেঁয়ে নিয়ে নেবে।

পীতা। মেজবাবু, ভাল চান তো ফিরিয়ে দিন, নইলে আপনার ব্যাভার আদালতকে জানাব, আপনি অতি দুর্জ্জন, নইলে ভাইকে মেয়াদ খাটান!

রমে। শোন, কাঙালী শোন! আমি দুর্জ্জন বটে?

পীতা। রমেশ বাবু, আপনি লোকালয়ে মুখ দেখান কেমন করে, আমি তাই ভাবি। এক ভাইকে জেলে দিলেন, বড় ভাই—যে বাপের মতন প্রতিপালন করে এল, তারে দর-ওয়ান দিয়ে বাড়ী ঢুক্‌তে দিলেন না।

রমে। তোমার এমনি আক্কেলই বটে, বাড়ীতে ওঁর অধিকার কি? উনি তো (Convey) কন্‌ভে করে দিয়েছেন, আমি আমার (Client's behalf) ক্লায়েন্টের বিহাফে দখল করেছি।

পীতা। টাকা দিলেন না, কিছু না, অমনি কন্‌ভে হ'য়ে গেল!

রমে। টাকা দিই নি—তুমি এমন কথা বল? তোমার নামে (Defamation) ডিফামেশন সুট্‌ হ'তে পারে। রেজেস্টারি অফিসে মর্ট-গেজের কাপি দেখে এস। বরাবর হ্যান্ডনোট কেটে এসেছেন, তাই হ্যান্ডনোটের টাকা জড়িয়ে মর্টগেজ দিয়েছেন।

পীতা। আপনার সঙ্গে আমার তর্কের দরকার নেই, আপনি যা জানেন করুন, আমি যা জানি কর্ব্বো।

রমে। পীতাম্বর, আমার কথা বোঝো।

পীতা। আর বুঝ্‌তে চাই নি ম'শয়, আপনাকে তো তাড়িয়ে দিতে পার্ব্বো না, আমিই চল্লুম।

রমে। পীতাম্বর শোন, আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

পীতা। আপনি নরাধম!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

কাঙা। আপনি এর এত খোসামোদ কচ্ছেন কেন? শুনেছি তো আপনাদের বড় বৌ আপনার মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন; এখন তো আপনার দখলে সব, দখল করে বসে থাকুন; তার পর যা হয় হবে। ভাড়াটে বাড়ীর খাজানা সেধে আদায় করুন, দখলে তো থাক্। আপনার দাদার দফা নিশ্চিন্ত করুন, তিনি দিন রাত মদ খাচ্চেন; এক নাবালগ, আর বৌ। এক পীতাম্বরকে যে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন সেই টাকা খরচ করে ওর জ্ঞাতকে দিয়ে ওর দেশে এক মাম্‌লা রুজু করে দিন। আমি খপর নিয়েছি ওর জাঠ্‌তুতো ভায়েদের সঙ্গে ভারি বিবাদ।

রমে। যা হয় এক রকম কত্তে হ'বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রেসিডেন্সী জেল

কয়েদীগণ ও মেট

১ ক। কাঁদ্‌ছো কেন? ছ'টা বছর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে। এই আমি পাঁচ বচ্ছর আছি, দিন কতক একটু ক্লেশ, তার পর সয়ে যাবে,—আমার মত মোটা হবে।

২ ক। ওরে, ও শালার আট দিন হয়েছে।

৩ ক। দে শালার মাথায় চাঁটি! দে শালার মাথায় চাঁটি!

মেট। তুই শালা কি হাঁ করে দেখ্‌ছিস্? পাথর ভাঙ্। (প্রহার)

সুরে। উঃ মা!

মেট। হাঃ হাঃ! এখানে মাও নেই, বাবাও নেই! ভাঙ্ শালা, ভাঙ্ পাথর; জোরে ঘা দে, এই কাঁড়িটী সাবাড় কত্তে হবে।

সুরে। ও ভাই, আর যে পারি নি; হাতে ফোস্‌কা হয়েছে!

৩ ক। ওরে ওরে, গোপালের হাতে ফোস্‌কা হয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ!

১ ক। তোর অর্দ্ধেকগুলো যদি ভেঙে দিই, তুই কি দিস্?

সুরে। আমার ঠেঁয়ে তো কিছু নেই, পাঁচটা টাকা ছিল কেড়ে নিয়েছে।

মেট। তুই শালা যে বল্লি, তোর ভাই আছে, তোর মা আছে; ঘর থেকে টাকা আনা না, যোগাড় করে হাঁসপাতালে থাক্ না।

সুরে। বাড়ীতে কি করে খপর পাঠাব?

মেট। তা'র যোগাড় কচ্ছি। আমায় ষোলটা টাকা দিবি, তা'র পর এখানে যদি আমাদের সঙ্গে মিশিস্ আর টাকা ছাড়্‌তে পারিস্, কি মজায় থাক্‌বি তা বুঝ্‌তে পার্‌বি। শ্বশুর বাড়ী তো শ্বশুর বাড়ী! মদ খাও গাঁজা খাও যা খুসী কর, আর যদি ভদ্র-আনার জারি কর, পাথর ভাঙো, আর মেটের বেত খাও।

টরণ্‌কি, রমেশ ও কাঙালীর প্রবেশ

টর। এ আসামি, তোমারা উকিল আয়া হ্যায়।

সুরে। মেজদাদা, আমায় কি এমনি করে শাসিত কত্তে হয়? আমায় বাঁচাও, আমার প্রাণ গেল!

রমে। চুপ করে শোন, তুই যদি কথা শুনিস্ তো আমি কালই খালাস করে নিয়ে যাই।

সুরে। আমায় যা বল্‌বে শুন্‌বো, আমি রোজ স্কুলে যাব, আর বাড়ী থেকে বেরোব না।

রমে। দেখিস্! খবরদার!

সুরে। না মেজদাদা, দেখো, আর আমি কখন কিছু দুষ্টুমী কর্ব্বো না।

রমে। আচ্ছা, এইটেতে সই করে দে দেখি, আপিল করে তোরে ছাড়িয়ে নিতে হবে। কৌন্সুলির টাকা যোগাড় কত্তে হবে, সই কর্।

সুরেশের সহি করণ

রমে। কাঙালি, কোথায় গেলে? সাক্ষী হও।

সুরে। দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙালী কেন?

রমে। সাক্ষী হবে।

সুরে। কিসের সাক্ষী! রসো, যাতে কাঙালী আছে তা'তে অবশ্যই জুচ্চুরি আছে, আমায় জেলে দিয়েছ, বোধ করি ট্রেনস্‌পোর্ট দেবার চেষ্টা কচ্ছো।

রমে। না না, কাঙালীকে না সাক্ষী হ'তে বলিস্, নেই নেই। দে, আর একজনকে সাক্ষী কর্ব্বো এখন।

সুরে। আগে তুমি বল, এ কিসের লেখা-পড়া?

রমে। আর কিছু না, তোর বখ্‌রা বাঁধা রেখে টাকা তুল্‌তে হ'বে। সেই টাকা কৌন্সুলিকে দিয়ে আপিল কর্ব্বো।

সুরে। আমার বখ্‌রা কি?

রমে। তুই জানিস্ নি, দাদা আমাদের দু ভাইকে ফাঁকী দিয়ে বিষয় করেছে, এ বিষয়ে তোরও বখ্‌রা আছে, আমারও বখ্‌রা আছে।

সুরে। দাদা ফাঁকী দিয়েছেন! তোমার মিথ্যা কথা। মেজদা, আমার ক্রমে চক্ষু খুল্‌ছে, তোমায় কাঙালীর সঙ্গে দেখে, তোমায় আর এক চক্ষে দেখ্‌ছি, আমি এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, তুমি আমায় শোধ্‌রাবার জন্যে জেলে দাও নি, এ কষ্ট মা'র পেটের ভাই কখন দিতে পারে না; মা'র পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুকেও দেয় না। আমি এখন ভাবছি যে তুমি আমায় জেলে দিয়ে মাকে কি বোলে বোঝালে? দাদাকে কি বলে বোঝালে? মেজ-বৌকে কি বলে বোঝালে? বড় বৌকে কি বলে বোঝালে? না, তুমি আপনি ষড়্‌যন্ত্র করে আমায় জেলে দিয়েছ। তুমি আমার ভাই নও—শত্রু! বোধ হয় দাদা বেঁচে নাই, কিম্বা তোমার ষড়্‌যন্ত্রে কোন বিপদে পড়েছেন, তা নইলে আপিলের টাকার জন্য আমার বখ্‌রা বাঁধা দেবার কোন আবশ্যক হ'ত না। তুমি সত্য বল, তাঁদের কি হয়েছে?

রমে। সুরেশ, তুই কি পাগল হয়েছিস্? দে, দে, কাগজখানা দে।

সুরে। ক্রমে আরও আমার চক্ষু খুল্‌ছে—তুমি আমায় জেল থেকে খালাস কত্তে এস নি, আপনার কাজ কত্তে এসেছ, আমার বখ্‌রা লিখে নিতে এসেছ; কিন্তু মেজদা, শোন—আমার তো বখ্‌রা নেই, যদি থাকে তা'র এক কড়াও তুমি পাবে না। আমি জেলে পচে মরি, দ্বীপান্তর যাই, ফাঁসী যাই, সেও স্বীকার—তবু যে কাঙালীর বন্ধু তা'কে আমি বখ্‌রা লিখে দেব না। পরমেশ্বর জানেন, আরও কি ষড়্‌যন্ত্র তোমার মনে আছে! পরমেশ্বর জানেন, দাদার কি সর্ব্বনাশ তুমি করেছ! যাও মেজদা, ফিরে যাও, এ কাগজ তুমি পাবে না।

রমে। সুরেশ, ভাই, তুমি কি শোন নি যে, আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমার হাতে টাকা নাই?

সুরে। মেজদা, বড় চমৎকার বোঝাচ্ছ! দাদার টাকা নাই, তোমার টাকা নাই, তোমরা কৃতী! আর আমি, যে কখনও এক পয়সা রোজ্‌গার করি নি, আমার সইয়ে টাকা পাবে? মেজদা, তুমি আমার চেয়ে মিথ্যাবাদী! আমার চেয়ে কেন, বোধ করি কাঙালীর চেয়েও মিথ্যা-বাদী; তুমি যে দাদার মা'র পেটের ভাই—এই আশ্চর্য্য!

কাঙা। বাবাজী, অবুঝ হয়ো না, অবুঝ হয়ো না, তোমার দাদা তোমার ভালর জন্য এসেছে।

সুরে। বুঝেছি কাঙালীচরণ, আমার ভালর জন্য পুলিসে নালিস করেছিলেন, আমার ভালর জন্য আমায় তোমার বাড়ী পুরে গ্রেপ্তার করে দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্যে মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্য বখ্‌রা লিখে নিতে এসেছেন;—আর ভালয় কাজ নেই, আমি কাগজ ছিঁড়ে ফেল্লুম, তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত!

রমে। তবে জেলে পচে মর্।

সুরে। দাদা, বড় নিরাশ হ'লে, জোচ্চোর, জোচ্চোরের বন্ধু! জেলে জুচ্চুরি কত্তে এসেছ? তোমার জেল হয় না কেন তা জান? আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয় নি।

রমে। আমার কথা হয়েছে, এরে নিয়ে যাও।

টর। চল্ বে, চল্।

মেট। খাট্‌না শালা, বসে রয়েছিস্? (সুরেশকে প্রহার)

সুরে। ও মা গো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না!

ডাক্তারের প্রবেশ

মেট। বাবু, দেখুন তো মুখ দে রক্ত উঠ্‌ছে।

ডাক্তা। ইঃ! তাই ত! হাঁসপাতালে নিয়ে যাও। [সুরেশকে লইয়া মেটের প্রস্থান।

টর। খানেকা ঘণ্টা হুয়া, চল্—লইন্ হো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

উমাসুন্দরী ও পীতাম্বর

উমা। পীতাম্বর, তুমি সত্যি বল, আমার সুরেশের তো ভাল মন্দ কিছু হয় নি? তুমি আমায় এনে দেখাও, আমার রাত্রে বুক ধড়্ফড়্ করে, মন হু হু করে, যদি একবার চোখ বুজি, নানান্ স্বপ্ন দেখি, কত কি তোমায় কি বল্বো: পীতাম্বর, লক্ষ্মী বাপ, আমায় বল, সে প্রাণে বেঁচে আছে তো?

পীতা। গিন্নি মা, তোমায় বোঝাতে পাল্লেম না বাছা, আমি কটু দিব্যি গেলে বল্লেম তবু তুমি বিশ্বাস কর্ব্বে না? পুলিস্ থেকে খালাস পেয়েই রেল্‌গাড়ী চড়ে মার্ দৌড়! আমি কত বোঝালেম যে, গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করে যাও, তা বল্লে যে, না। সব ছোঁড়ার দল নিয়ে আমোদ কত্তে বেরিয়ে গেল। নদে শান্তি-পুরে যে মেলা আছে, সেই মেলা দেখে আস্‌বে।

উমা। তা বাবা, তুমি লোক পাঠাও, শীগগির তা'রে নিয়ে এস। তা'রে যদি আর তিন দিন না দেখি, তা হ'লে আর বাঁচ্‌বো না।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নী মা কি বলে! আমি লোক পাঠাই নি গা? বড় বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমার ভাইকে পাঠিয়েছি; সে পত্রে লিখেছে, আর দিন চেরেক সেখানে হ'বে, মেলা শেষ হ'লেই চলে আস্‌বে।

উমা। বাবা পীতাম্বর, তুমি আমায় নিয়ে চল, আমি একবার দেখে আসি, তা'র পর সে পোনের দিন থাকুক।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নীমার কথা! সে নেড়ানেড়ীর কাণ্ড, তুমি কোথা যাবে বল দেখি?

উমা। বাবা, তোমার বাড় বাড়ন্ত হ'ক্, তোমার ব্যাটার কল্যাণে আমায় একবার নিয়ে চল, আমার বড় আদরের সুরেশ! মেজটা হবার পর, ন-বচ্ছর আমার ছেলেপুলে হয় নি, তার পর বাছাকে পেয়েছিলেম। চার-বচ্ছর অবধি দস্যি রোগে ভুগেছিল, মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে হারানিধিকে পাই। লোকে বলে দুরন্ত হয়েছে, কিন্তু বাছা আমার কিছু জানে না। আমি কাছে না বস্‌লে আজও খেতে পারে না। সুরেশ একলা শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আমি রেতে উঠে উঠে দেখে আসি,—সেই সুরেশকে আমি পাঁচ দিন দেখি নি! আমার বুক খালি হ'য়ে গিয়েছে! পীতাম্বর, তুমি আমার এ কথাটী রাখ, একবার আমায় দেখিয়ে নিয়ে এস।

পীতা। আচ্ছা, আজ "তারে" খবর লিখি, যদি না আসে কাল তখন নিয়ে যাব। এ দিকে নানান্ ঝঞ্ঝাট পড়েছে, আমার মাথা চুল্‌কোবার সাবকাশ নেই।

উমা। তা বাবা, তুমি না যেতে পার এক জন লোক করে দিও, তা'র সঙ্গে আমি যাব।

পীতা। আচ্ছা, তা'ই হবে গো তা'ই হবে, তুমি এখন পুজো কর গে।

উমা। বাবা, পুজো কর্ব্বো কি! পুজো কত্তে যাই, সুরেশকে দেখি; খেতে বস্‌তে যাই, সুরেশকে মনে পড়ে; চোখ বুজ্‌তে যাই, সুরেশকে দেখি! হাঁ বাবা, সুরেশ আমার আছে তো, সত্যি বল্‌ছিস্? হাঁ বাবা, তোর চোখ ছল্ ছল্ কচ্ছে কেন? তবে বুঝি আমার সুরেশ নাই!

পীতা। বুড়ো হ'লে ভীমরতী হয়, চোখে বালি পড়েছে চোক ছল্ ছল্ কচ্ছে—

উমা। বাবা, আমি যা'কে জিজ্ঞাসা করি, সেই বিমর্ষ হয়, যোগেশের কাছে ভয়ে যাই নি, সে আমায় দেখ্‌লে নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, বড় বৌমা কথা চাপা দেয়, আমি আর ভাব্‌তে পারি নি। বাবা, আমি কি কুক্ষণেই মেজটার পরামর্শ শুনেছিলেম; কেন আমি যোগেশকে বল্লুম্ যে, রেজেস্টারি করে দে। আমার ধর্ম্ম-ভীতু ছেলে, লোকে জোচ্চোর বল্‌বে, এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে! আমি আবাগী এই সর্ব্বনাশের গোড়া। যদি যোগেশ না মনের দুঃখে অমন হ'ত, তা' হ'লে কি মেজটা সুরেশকে ধরিয়ে দিতে সাহস কত্তো? আহা! বড় বৌমা কচি ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এল;

দুধের বাছা কিছু জানে না, বলে, মা আমরা বাড়ী ছেড়ে কেন যাব? গোবিন্‌জী কেন আমায় এ মতি দিলেন? মা হ'য়ে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম্ম খোওয়াতে বল্লেম! আমি আজন্ম তামাসা করেও মিথ্যা কথা বলি নি। মা হ'য়ে কেন কালসাপিনী হলেম! ধর্ম্ম খুই-য়েই আমার এ দশা হ'ল! আমার ধর্ম্মের সংসারে পাপ সেঁধিয়েছে, তা'ই বাছা আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি। ভাল মন্দ যা হয় একটা সত্যি কথা বল, তা'র কি মেয়াদ টেয়াদ হয়েছে?

পীতা। দেখ্‌লে, সে দিন কালীঘাটে পুজো দিয়ে এলুম; মেয়াদ হোয়েছে, মেয়াদ হ'লে কেউ পুজো দেয়? তোমার যেমন কথা,—এ নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, ও কথা চাপা দেয়। তুমি রাত দিন ব্যাজ্ ব্যাজ্ কর্ব্বে, কাঁহাতক লোকে তোমার কথার জবাব দেয়? এখন তো বাপু কথা হ'য়ে গেল, কাল তো তোমায় নিয়ে যাব।

উমা। নিয়ে যাবে তো বাবা?

পীতা। হাঁ গো হাঁ! ভাল যন্ত্রণা! এ বুড়ী মর্‌বে কবে গা?

উমা। বাছা, মরণ হলেই বাঁচি রে! মরণ হলেই বাঁচি!

পীতা। মরো এখন, এখন পুজো কর গে।

উমা। যাই বাবা, তবে নিয়ে যাস্।

[উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞান। পীতাম্বর, কাঁদ্‌ছো কেন?

পীতা। বড় মা গো, বুড়ীর কথা শুন্‌লে পাষাণ ফেটে যায়! মাগীকে ধম্‌কে ধাম্‌কে তাড়িয়ে দিলুম্, খায় দায় তো? ও যে বাঁচে এমন বোধ হয় না! এ দশটা দিন কি করে কাটাই?

জ্ঞান। বাছা, আমি যে কি কর্ব্বো কিছু ভেবে পাই নি; একবার ভাতে হাতে করেন, রাত্রে তো দুটী চক্ষের পাতা এক করেন না, কখন বুক ধড়্‌ফড়্ করে, কখন নিশ্বাস পড়ে না, বুকে তেলে-জলে দিই, পুরাণ ঘি মালিস্ করি। একটু নিথর হ'য়ে থাক্‌লে আমি মনে করি ঘুমুলেন, তা নয়, সেটা আমায় ভুলোনো যে, ঘুমুচ্ছেন; আবার ঘরের দোরে এসে দেখি যে, নিশ্বাস ফেল্‌ছেন—কাঁদছেন।

পীতা। তাইতো বড় মা, কি হবে? দশটা দিন কি করে কাট্‌বে! আমি তা বাপু বড় বড় কৌন্সুলিকে কাগজপত্র দেখালেম্, আপিল হবে না।

জ্ঞান। হাঁ বাবা, পাথর ভাঙা মোকুব করাতে পাল্লে না?

পীতা। কৈ আর পাল্লেম; চার হাজার টাকা নিয়ে চেষ্টা বেষ্টা কল্লুম, কিছুই তো কত্তে পাল্লেম না! দুঃখের কথা কি বল্‌বো জমাদারের ঠেঁয়ে শুন্‌লেম, কে উকিল এসে জেলারকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে, যা'তে খাটুনি মোকুব না হয়; সে উকিল আর কেউ নয়, আমার বোধ হয় মেজবাবু।

জ্ঞান। সে কি! সে কি চণ্ডাল? তুমি আরও টাকা কব্‌লাও, সে ডব্‌কা ছেলে, পাথর ভাঙ্‌লে বাঁচ্‌বে না।

পীতা। চণ্ডালের অধম! আর তো টাকা হাতে নাই মা! মা গো, তুমি গহনা খুলে দিলে আমার বুক ফেটে গেল! সেইগুলি বাঁধা দিয়ে তাড়াতাড়ি চার হাজার টাকা নিয়ে গেলুম। মা, মহাজনে আর টাকা দিতে চায় না, কে নাকি বলেছে ঝুটো গহনা।

জ্ঞান। আমার আরও গহনা আছে তোমায় দিচ্ছি, যেদোর ভাতের গহনা আছে, সেগুলোও নাও।

পীতা। দেখি, বোধ হয় তা নিতে হবে না, একটা খপর পাচ্ছি—

জ্ঞান। কি খপর বাবা?

পীতা। সেটা এখন পাঁচকাণ কর্ব্বেন না, বোধ হয় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে।

জ্ঞান। পাওয়া যায় ভালই, কিন্তু তুমি আর দেরি করো না, যাতে পাথর ভাঙা মোকুব হয় আগে কর; আমি গহনা পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাবা, তোমায় বল্‌বো কি, তুমি পেটের ছেলের চেয়ে বেশী, কিন্তু তোমার সাম্‌নে আমি এক দিনও বেরুই নি, আজ আমার ইচ্ছে কচ্ছে জেল-দারগার পায়ে গিয়ে ধরি। বাবা, আমার ওঁর চেয়ে সুরেশের জ্বালা বড় হয়েছে!

পীতা। তবে তাই পাঠিয়ে দেবেন, আমি চট্ করে খেয়ে নিই। [পীতাম্বরের প্রস্থান।

প্রফুল্লের প্রবেশ

জ্ঞান। মেজবৌ কি করে এলি! পালিয়ে আসিস্‌ নি তো?

প্রফু। না দিদি, আমায় পাঠিয়েছে; বলেছে ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। একবার মা নাকি গেলেই ছেড়ে দেয়।

জ্ঞান। মা যাবে কি লো?

প্রফু। হাঁ দিদি, ঠাকুরপো একখানা কাগজ সই কল্লেই হয়; ওর উপর নাকি রেগে আছে, যদি ওর কথায় না সই করে, মা সই কত্তে বল্লেই সই কর্ব্বে, তা হলেই ঠাকুরপো আস্‌বে। দিদি গো, তোমরা চলে এলে গো, আমার ঠাকুরপোর জন্যে বড় মন কেমন কচ্ছে গো! ছাই খেয়ে কেন মাক্‌ড়ি দিয়েছিলেম্‌ গো!

জ্ঞান। কাঁদিস্‌ নি, কাঁদিস্‌ নি, চুপ কর্‌, মা শুন্‌বেন।

প্রফু। মাকে বল্‌বো না?

জ্ঞান। না না, খপরদার! বলিস্‌ নি।

প্রফু। তবে দিদি, ঠাকুরপো কেমন করে আস্‌বে?

জ্ঞান। মা শোনে নি, তা'র জেল হ'য়েছে, শুন্‌লেই মরে যাবে।

প্রফু। মা মরে যাবে! ভাগ্‌গিস দিদি তোমায় বলেছিলেম; আমায় চুপি চুপি মাকে বল্‌তে বলেছিল, তোমায় বল্‌তে বারণ করে-ছিল; না দিদি, আমায় বলেছে ঠাকুরপোকে ছেড়ে দেবে; আমায় ভুলিয়ে রাখ্‌তো, আজ আন্‌বো কাল আন্‌বো, আমি কাল পরশু দু দিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস করে রইলেম। আমায় বল্লে, ঠাকুরপোকে এনে দেব, তবে আমি বেরিয়েছি—এখন কিছু খাই নি, ঠাকুরপো না এলে আমি না খেয়ে মর্‌বো। দিদি, মাকে তেল মাখাতে পাই নি, তোমায় দেখ্‌তে পাই নি, যেদোকে দেখ্‌তে পাই নি, তা'তেও তবু খেতুম, ঠাকুরপোকে না দেখলে আমি বাঁচ্‌বো না।

জ্ঞান। কি প্রতারণা! সে কি চণ্ডাল! আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণা! রামায়ণে শুনেছিলেম, কে একজন রাক্ষস চোখে ঠুলি দিয়ে থাক্‌তো, স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখ্‌তো না, সেই এসে কি জন্মেছে! এ কারুর নয়।

প্রফু। ও দিদি, তুমি ওঁর নিন্দা করো না, মা যে বলেন ওঁর নিন্দে শুন্‌তে নেই; হাঁ দিদি, ঠাকুরপোর কি হবে?

জ্ঞান। তুই খাবি আয়্‌, আমি ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়েছি।

প্রফু। হাঁ দিদি, ঠাকুরপো এলে তোমরা সকলে ও বাড়ীতে যাবে? ও আমায় বাপের বাটী না পাঠিয়ে দিলে আমি তোমাদের আস্‌তে দিতেম না, দেখ্‌তেম দেখি, কেমন করে আস্‌তে; আমি যেদোকে কোলে নিয়ে মায়ের দুটো পা জড়িয়ে বসে থাক্‌তেম।

জ্ঞান। আর যাব কেমন করে ভাই, আমা-দের তাড়িয়ে দিলে, আর কোথায় যাব!

প্রফু। তোমাদের তাড়িয়ে দিলে! তবে যে বল্লে তোমরা চলে এলে,—ওকি সব মিছে কথা কয়! তবে আমি ওর কথা শুন্‌বো কেমন করে? মা আমায় কি বলে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি করে শুন্‌বো—মিথ্যা কথা কি করে শুন্‌বো—দিদি, আমি খাব না, কিছু কর্ব্বো না, আমি মর্‌বো।

জ্ঞান। না তুই খাবি আয়্‌, আমরা আবার সে বাড়ীতে যাব।

প্রফু। তাড়িয়ে দিয়েছে, যাবে কেমন করে?

জ্ঞান। ঠাকুরপো হয়, তামাসা কচ্ছিলেম।

প্রফু। হাঁ হাঁ তাই বল। দিদি, আমি এখন খাব না, আমি মাকে তেল মাখিয়ে দিয়ে যেদোকে খাইয়ে দেব, আর খাব।

জ্ঞান। মা'র এখন ঢের দেরি, তুই আয়্‌।

প্রফু। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি। ওমা! বট্‌ঠাকুর আস্‌ছে! দিদি, যেদোকে পাঠিয়ে দিও।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

যোগেশ ও যাদবের প্রবেশ

যাদ। বাবা, ছোট কাকাবাবু কখন আস্‌বে বল না? বাবা, আমার মন কেমন কচ্ছে বাবা।

যোগে। তুই স্কুলে যাস্‌ নি?

যাদ। না বাবা, আমি পড়া ভুলে যাই, মাষ্টার ম'শয় মারেন; ছোট কাকাবাবু না এলে আমার পড়া মুখস্থ হবে না। বল না বাবা, কখন আস্‌বে?

যোগে। রাত্রে আস্‌বে।

যাদ। বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি তুলে দিও; আমি তা নইলে রাত্রে কেঁদে উঠি। আমার ভয় করে বাবা, ও বাবা কাঁদ্‌ছো কেন বাবা?

জ্ঞান। ও যেদো, তোর কাকীমা এয়েছে রে।

যাদ। ছোট কাকাবাবু?

জ্ঞান। সে রাত্রে আস্‌বে।

যাদ। আমি আজ শোব না মা, আমি দেখ্‌ব মা।

জ্ঞান। তা দেখিস্‌, তোর কাকিমার সঙ্গে খাবি যা।

যাদ। কাকিমা, কাকিমা—

[যাদবের প্রস্থান।

যোগে। মেজবৌমা এসেছেন?

জ্ঞান। হাঁ, তোমার গুণধর ভাই, মাকে খপর দিতে পাঠিয়েছেন। মতলব করেছেন মাকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরপোর ঠেঁয়ে কি সই করিয়ে নেবেন।

যোগে। এই কথা বল্‌তে এসেছেন, ওঁকেও কি বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে তয়ের করেছে নাকি?

জ্ঞান। রাম! রাম! এমন কথা মুখে আন! চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তবু মেজবৌয়ে কলঙ্ক নাই; ঠাকুরপোর জন্য ও তিন দিন খায় নি। ছেলেমানুষ, বুঝিয়েছে ঠাকুরপো আস্‌বে—আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বল্‌তে এসেছে।

যোগে। তুমি জান না, জান না, ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে।

জ্ঞান। ছিঃ! অমন কথা মুখে আন! আবার সকালে সুরু করেছ নাকি?

যোগে। উঃ! সব ভুল্‌তে পাচ্ছি, সুরেশ-টাকে ভুল্‌তে পাচ্ছি নি!

জ্ঞান। তা সুরেশের একটা উপায় কর।

যোগে। কি উপায় কর্ব্বো, আমা হ'তে কোন উপায় হবে না। পীতাম্বর আছে, যা জানে করুক।

জ্ঞান। ছি ছি! কি হ'লে!

যোগে। কি হ'য়েছি, আগাগোড়াই তো জান।

জ্ঞান। ভগবতি, তোমার মনে এই ছিল মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গরাণহাটার মোড়—শুঁড়ির দোকানের সম্মুখ

ব্যাপারীদ্বয়

১ ব্যা। এমন মানুষটা এমন হ'য়ে গেল?

২ ব্যা। ম'শয়, টাকার শোক বড় শোক! পুত্রশোক নিবারণ হয়, টাকার শোক যায় না।

১ ব্যা। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, পীতাম্বর যা বল্লে সত্যি—মদ খাইয়ে লিখে নিয়েছে? না আমাদের ঠকা'বার জন্য সাজস্ করে এইটে করেছে?

২ ব্যা। কি বল্‌বো ম'শয়, সাজসও হ'তে পারে, মদেরও অসাধ্যি কাজ নাই। রমেশবাবু কাল এসেছিলেন আমার পাওনাটা কিনে নিতে; আমায় কি না সর্ব্বেশ্বর সাধখাঁ পেয়েছেন? দশ হাজার টাকা পাওনা, পাঁচশো টাকায় বেচে ফেল্‌বো? ব্যাঙ্ক খুল্‌বে সন্ধান পেয়েছে, সব কিনে নিতে এসেছে, জুচ্চুরি মত্‌লবটা দেখ! ও সাজস্, সাজস্!

১ ব্যা। শুনছি যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

২ ব্যা। সেও সাজস্।

ব্যাঙ্কের দাওয়ানের প্রবেশ

দাও। ওহে, তোমরা যাও না, সকাল সকাল টাকাগুলো নিয়ে এস না।

১ ব্যা। ম'শয়, যে হুজুক দেখিয়েছিলেন।

দাও। আর ভয় নেই হে! আর ভয় নেই!

২ ব্যা। "আর ভয় নেই" বল্লেই হলো, না, বাতী জ্বালালেই হ'ল।

১ ব্যা। ম'শয়, আপনার তো যোগেশবাবুর সঙ্গে খুব আলাপ; শুনছি নাকি রমেশবাবু ফাঁকি দে লিখে পড়ে নিয়েছেন, এ সাজস্, না সত্যি?

দাও। সাজস্ না, সত্য; রমেশটা ভারী জোচ্চোর!

২ ব্যা। কি করে জান্‌লেন ম'শয়?

দাও। আমি তার পর দিনই যোগেশকে খপর দিতে যাই যে ব্যাঙ্ক পেমেন্ট কর্ব্বে, তুমি কিছু বন্দোবস্ত করো না। রমেশটা আমার সঙ্গে দেখা কত্তে দিলে না, ওর এই সব মত্‌লব ছিল।

২ ব্যা। মদ খাইয়ে যেন লিখে নিয়েছে, রেজেষ্টারি হ'ল কি করে? ঠকানও বটে সাজসও বটে; উনি আমাদের ঠকাতে বেনামী কত্তে গিয়েছেন, শোনেন নি যে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে, আর ইনি সবাইকে ফাঁকি দেবেন, মত্‌লব করেছেন।

[ব্যাপারীগণ ও দাওয়ানের প্রস্থান।

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন খাবেন, শুধু একবার ব্যাঙ্কে যাবেন আর একটা এফিডেবিট করে আস্‌বেন চলুন। আমি বল্‌ছি, আস্‌বার সময় চার কেশ মদ নিয়ে আস্‌বেন।

যোগে। ব্যাঙ্কে আবার কি কত্তে যাব?

পীতা। চেক্ বইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন কিনা, একখানা চেক্ বই নিয়ে আসবেন। আমাদের দেবে না, আর রমেশবাবুর নামে যে টাকা জমা দেবার এডভাইস করেছিলেন, সেইটে কান্‌শেল করে আসবেন। আর হাজার দুচ্চার টাকার একখানা চেক্ কেটে দেবেন, দেখি যদি জেলে কিছু সুবিধা কর্ত্তে পারি।

যোগে। কিছু সুবিধা কত্তে পার্ব্বে? ঐটে হ'লে আমি আর কিছু চাইনি, সুরেশটাকে ভুল্‌তে পাচ্ছি নি! পীতাম্বর, তা নইলে আর আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতেম না, ও ছেলে-বেলা থেকে আমা বৈ আর জানে না। কত মেরেছি ধরেছি কখনও একবার মুখ তুলে চায় নি। আহা! কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘট্‌লো! কারে দুষচি, আমারই বা কি? গাড়ী আন, ওখানে ব্যাপারীরা রয়েছে আমি যাব না।

পীতা। আচ্ছা, এ গাড়ীরই কি হয়েছে, একখানা গাড়ী নেই? বোধ হয় সব খড়্‌দায় বেরিয়ে গিয়েছে; আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি গাড়ী করে নিয়ে আসছি।

শিবনাথের প্রবেশ

শিব। পীতাম্বরবাবু, শুনেছি নাকি জেলে ঘুস দিলে খাটা বন্ধ হয়?

পীতা। আপনি কে?

শিব। আমি সেই শিবনাথ! যা'কে সুরেশ বাঁচিয়ে ছিল, আমি হাজার টাকা নিয়ে দু-দিন জেলের দোরে ফিরেছি; কা'কে দিতে হয় জানি নি, আপনি যদি এই টাকা নিয়ে ঘুস দিতে পারেন।

পীতা। বাপু, তুমি চিরজীবী হও। তোমার টাকা দেবার দরকার নাই, আমি দেখ্‌ছি।

শিব। না পীতাম্বরবাবু, আপনি নিন্, আমি মা'র ঠেঁয়ে চেয়ে এনেছি, মা ইচ্ছে করে দিয়েছেন।

[শিবনাথ ও পীতাম্বরের প্রস্থান।

ব্যাপারীদ্বয়ের পুনঃপ্রবেশ

২ ব্যা। এই যে যোগেশবাবু! লুকুবেন না, লুকুবেন না, আমরা দেখেছি! খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে! এমনি জুচ্চুরিটে কত্তে হয়? ঘর থেকে মাল দিয়ে আমরা চোর? আপনি রইলেন বাড়ীতে দোর দিয়ে, ভাইকে আমাদের ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের হকের টাকা ডোম্বার নয়, কারুর তো জুচ্চুরি করে নিই নি।

[ব্যাপারীদ্বয়ের প্রস্থান।

যোগে। এই অদৃষ্টে ছিল! রাস্তায় গালা-গালগুলো দিয়ে গেল। ওদেরই বা দোষ কি? জুচ্চুরি করেছি; দূর হ'ক, আর মুখ দেখাব না, চলে যাই।

একজন ইতর : প্রবেশ

গীত

স্ত্রী। মা, তোর এ কোন্ দেশী বিচার।
আমি ডেকে বেড়াই পথে পথে,
দেখা দাওনা একটী বার॥
মদ খেয়ে বেড়াস ধেয়ে,
কে জানে কেমন মেয়ে
কোলের ছেলে দেখ্‌লি নি চেয়ে;
আমিও মাত্‌বো মদে মা বলে,
ডাক্‌বো না আর।

কি ইয়ার, আড়্ নয়নে চাচ্ছ যে? এক গ্লাস্ মদ খাওয়াবে?

যোগে। যা যা সরে যা, দেক্ করিস নি।

স্ত্রী। সরে যাব? কেন বল দেখি? জোর! জোর না কি? বটে ঢের দেখেছি—জুচ্চুরির জায়গা পাও নি? থাক্ আমি চল্লেম!

[স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

যোগে। ধিক্ আমায়! এ ছোটলোক মাগীও জেনেছে! এও আমায় জোচ্চোর বলে গেল! আর কারুর মুখ চাব না, যার যা আছে তাই হবে। সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি কর্ব্বো! আমি যে মদ খাই সে কি তার দোষ? না সে জেলে গিয়েছে আমার দোষ? যাক্—কে কার জন্য মরে, কে কার জন্য বাঁচে। যে মরে, মরুক্, আমার আর পেছু ফের্বার দরকার নেই। যে পথে চলেছি সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই শুঁড়ীর দোকান। কিসের লজ্জা! টাকা তো সঙ্গে নেই—বাঃ, এই যে ঘড়ি ঘড়ির চেন্ রয়েছে! (দোকানে প্রবেশপূর্ব্বক) ভাই, এই ঘড়ি ঘড়ির চেন্ রেখে এক বোতল ব্রাণ্ডি দাও তো, বিকেল বেলা ছাড়িয়ে নে যাব।

শুঁড়ী। আমাদের সে দোকান না, আমরা জিনিস বাঁধা রেখে দিই নি।

যোগে। দাও ভাই দাও, নিদেন আধ বোতল দাও।

শুঁড়ী। দাও হে একটা ব্রাণ্ডি দাও; ম'শয় নগদ খাবার বেলা অন্য দোকানে খান, আর ঝুঁকীর বেলা আমার হেথা? নিন্, ভদ্রলোক চাচ্ছেন ফেরাব না; পেছনে বেঞ্চি আছে বসে খান গে।

[যোগেশের প্রস্থান।

ওরে মস্ত খদ্দেরটা, দু-পয়সার চাট দিগে, তামাক টামাক যা চায়, দিস্।

মাতালগণের মদ খাইতে খাইতে গীত

রাণী-মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পা'বে, পয়সা নেবে না।
ঠোঙা করে শালপাতাতে,
চাট দেবে হাতে হাতে,
তেল মাখা মটর ভাজা মোলাম বেদানা॥

রাস্তায় পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। কৈ ছাই! গাড়ী তো পেলেম না! বাবু কোথায় গেলেন? শুঁড়ীর দোকানে ঢুক্‌লেন নাকি? কৈ না, হেথা তো নেই, বাড়ী চলে গেছেন।

শুঁড়ী। ম'শয় যান কেন, ভাল মাল আছে, যা চান তাই আছে।

পীতা। দুর্গা! দুর্গা!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

১ মা। আয়্ আবার গাই, আয়্, আবার গাই আয়্।

২ মা। বেশ! বেশ! খুব আমোদ হবে।

যোগেশের প্রবেশ ও মাতালগণের সহিত নৃত্য

চুচ্চুরে হ'য়ে মদে, এলো চুলে কোমর বেঁধে,
হর্ ঘড়ী তামাক দেয় সেধে;—
বাপের বেটী মুদীর মেয়ে, ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে,
নাচ গাও যত পার তার কি ঠিকানা।
মুদিনীর এমনি কেতা, পড়ে থাকে যেথা সেথা,
জমাদার পাহারালা'র নাইক নিশানা॥

পীতাম্বরের পুনঃ প্রবেশ

পীতা। কি সর্ব্বনাশ! এও দেখ্‌তে হ'ল! হাড়ী বাগ্‌দীদের সঙ্গে বাবু নাচ্ছেন! বাবু? বাবু কি কচ্ছেন, আসুন।

যোগে। পীতাম্বর, পীতাম্বর, ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! আমোদ হবে না, আমোদ হবে না।

পীতা। ওরে মুটে, তোদের আট আট আনা পয়সা দেব, ধরে নিয়ে আস্‌তে পারিস্?

মুটে। নেই বাবু, হামি লোক পার্‌বে না, মাতোয়ালা হুয়া।

পীতা। ওরে, তোমরা দুজন লোক দাও ভাই, বড়মানুষ লোক্‌টা বেইজ্জত হয়, আমি তোমাদের পাঁচ টাকা দেব।

শুঁড়ী। ও সেধো, যা তো, তোতে আর গঙ্গাতে নিয়ে যা।

যোগে। নাচ, নাচ, নাচ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না।

১ লোক। চলুন বাবু চলুন, খুব আমোদ হবে এখন।

যোগে। আয় আয় তোরা আয়, খুব মদ খাব এখন।

মাতালগণ। আয় আয় বাবু ডাক্‌ছে আয়, খুব মদ খাওয়া যাবে।

[যোগেশ ও মাতালগণের প্রস্থান।

(দোকানের মধ্যে) ওহে, আর একটা ব্রাণ্ডী নিয়ে এস।

শুঁড়ী। যাচ্ছি বাবু।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর উঠান

জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল

জ্ঞান। মধুসূদনের ইচ্ছায় আজ সকালটা মানুষের মতন আছেন, পীতাম্বরের সঙ্গে বেরুলেন, আবার কাজ কর্ম্ম দেখ্‌বেন বল্‌ছেন। যদি এই ছাই না খান তা হ'লে কি ওঁর তুল্য মানুষ আছে!

প্রফু। দিদি, তুমি খেতে দাও কেন দিদি?

জ্ঞান। আমি কি কর্ব্বো বোন্? সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ীর দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত হচ্ছে, যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তা হ'লে ঘরে ঘরে আশীর্ব্বাদ করে, আর লোকে ভাতার পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে।

প্রফু। হাঁ দিদি, কোম্পানী কেন দিক্ না।

জ্ঞান। ও বোন্ তোমার আমার কথায় কি তুলে দেবে? শুনেছি শুঁড়ী পোড়ারা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়, অত টাকা কি ছাড়্‌বে বোন?

প্রফু। হাঁ দিদি, আমরা যদি টাকা দিই, তুলে দেয় না?

জ্ঞান। পাগল, কত টাকা দেব বোন?

প্রফু। কেন দিদি, তুমি বল তো গহনা বেচে দিই; একশো দুশো টাকায় হবে না?

জগর প্রবেশ

জগ। কি গো মায়েরা, কি হচ্ছে গো?

প্রফু। তুমি কে গা?

জগ। আমায় চেন না বাছা? আমি যে তোমাদের খুড়ী হই! আহা! বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে!

প্রফু। ও দিদি! কে এয়েছে দেখ গো! ও দিদি! কে গা!

জ্ঞান। কে গা তুমি? তোমার কেমন আক্কেল গা! পুরুষ মানুষ মেয়ে সেজে বাড়ীর ভেতরে এসেছ? ভাল চাও তো সরে যাও।

জগ। সে কি বাছা! আমি যে তোমাদের খুড়ী হই!

জ্ঞান। হাঁ গা বাছা, তুমি কে গা?

জগ। আমার বাছা, বাড়ী এইখানে। আহা! তোমাদের সোণার সংসার ছারখার গেল—তাই দেখ্‌তে এলুম। বলি, মা'রা কেমন আছেন, বাবা কেমন আছেন?

প্রফু। ও দিদি, এ ডাণ! তুমি সরে এস।

জ্ঞান। না বাছা, আর এক সময় এস, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি।

জগ। মা, বাড়ী এসেছি, অমন করে বিদায় কত্তে আছে কি? আহা! সুরেশ আমায় জান্‌তো, আমার বাড়ীতে যেতো, কত আব্‌দার কত্তো। আহা! বাছা আমার কোথায় রইলো!

জ্ঞান। ও বাছা, চুপ কর চুপ কর, ঠাক্‌রুণ শুন্‌বে।

জগ। চুপ কর্ব্বো কি; আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! অমন ডব্‌কা ছেলে তার কপালে এই হ'ল!

জ্ঞান। ও বাছা, ক্ষমা দাও।

প্রফু। ও দিদি ও দিদি, ওকে তাড়িয়ে দাও।

জগ। হাঁ বাছা, সুরেশের কি কল্লে? বাছাকে আন্‌তে পাঠালে না? তোমরা পেটে অন্ন দিচ্ছ কেমন করে? বাছা, জেলে রয়েছে, আর তোমরা নিশ্চিন্ত রয়েছ?

জ্ঞান। রয়েছি রয়েছি, বাছা, তুমি বেরোও, দাঁড়িয়ে রইলে যে? তুমি কেমন মানুষ?

জগ। আহা সুরেশ রে!

জ্ঞান। বেরুবে তো বেরোও, নইলে অপমান হবে; ঝি, ঝি, মাগীকে তাড়িয়ে দে ত।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। কি বড় বৌমা, কি বড় বৌমা?

জগ। কে, দিদি? আমায় চিন্‌তে পার্ব্বে না, সুরেশ আমায় খুড়ী খুড়ী বল্‌তো।

জ্ঞান। তা বল্‌তো বল্‌তো, দূর্ হবি তো হ! ঝী মাগী কোথায় গেল, দূর করে দিক্ না গা।

উমা। ছি মা ছি! দুর্ব্বাক্য কারুকে বল্‌তে নাই, মানুষ বাড়ীতে এসেছে। এস দিদি এস, মেজবৌ একখানা পীঁড়ি এনে দাও।

প্রফু। ওমা, ও ডাণ! ওকে তাড়িয়ে দাও না।

উমা। চুপ কর্ আবাগী! পীঁড়ি নিয়ে আয়। এস! দিদি এস।

জগ। আহা দিদি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে;—তোমাদের সোণার সংসার কি কি হয়ে গেল!

উমা। আর দিদি, সব গোবিন্‌জীর ইচ্ছা! আমার তো হাত নেই।

জগ। দিদি, তোমায় একটা কথা বল্‌তে এসেছিলুম, নিরিবিলি বল্‌তুম।

জ্ঞান। (জনান্তিকে) ওগো বাছা, তোমায় আমি পাঁচ টাকা দেব, তুমি কোন কথা বলো না।

জগ। না, আমি কি সুরেশের কথা বলি! আমি আর একটা কথা বল্‌তে এসেছিলুম। গিন্নীর সঙ্গে দেনা পাওনা আছে, তাই বল্‌তে এসেছিলুম। দিদি, শুনছো? একটা কথা বল্‌তে এসেছিলুম।

উমা। তা বল না।

জগ। তুমি অন্যমনস্ক হচ্ছো?

উমা। আর বো'ন আমাতে কি আমি আছি! সুরেশকে না দেখে আমি দানো পেয়ে রয়েছি।

জগ। আহা! তা বটেই তো, কোলের ছেলে!

জ্ঞান। তুমি কি কর?

জগ। ভয় নেই মা, ভয় নেই মা, ভয় নেই। দিদি, নিরিবিলি বল্‌বো, বৌমাদের যেতে বল।

জ্ঞান। কেন গা, আমরা রইলেমই বা।

জগ। না বাছা, সে একটা গোপন কথা।

উমা। বৌমা, এসতো গা, কি বল্‌ছে শুনি।

প্রফু। ও দিদি, তুমি যেও না, এ মাগী ডাণ! মাকে খাবে!

উমা। দাঁড়িয়ে রৈলে কেন গা? তোমরা এস, একটা কি মানুষ বল্‌ছে শুনে যাই।

জ্ঞান। আয়্ মেজবৌ, মধুসূদনের মনে যা আছে হবে!

প্রফু। ও দিদি লুকিয়ে থাকি এস, মাগী মাকে ধরে নিয়ে যাবে।

জ্ঞান। বল্‌ছে কিছু মিছে না, মাগী যেন রাক্ষসী!

প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার অন্তরালে অবস্থান

জগ। আমি তো দিদি, বড় মুস্কিলে পড়েছি; সুরেশ মাঝে মাঝে এর চুরি কত্তো, ওর চুরি কত্তো, আমি কি কর্ব্বো, চৌকিদারকে ঘুষ দিয়ে, জমাদারকে ঘুষ দিয়ে কত রকম করে বাঁচিয়ে বেড়াতেম; এই করে প্রায় শপাঁচেক টাকা খরচ করে ফেলেছি।

উমা। বল কি গো বল কি! সুরেশ চুরি করে বেড়াতো! বাবা তো আমার তেমন নয়।

জগ। ও দিদি, সঙ্গগুণে হয়; ঐ যে শিবে বলে একটা ছোঁড়া, সেই সব শিখিয়েছে।

উমা। তা'র পর? তা'র পর?

জগ। আমি দিদি, এ টাকার কথা ধরি নি কিন্তু কত্তা, সে পুরুষ মানুষ, বড় টাকার মায়া! আমায় ধমক ধামক করে বল্লে টাকা কি করেছিস্? আমি ভয়ে বলে ফেল্লেম সুরেশকে দিয়েছি। এই—সুরেশের ঠেঁয়ে হ্যান্ডনোট লিখে নিয়েছে। আমি দিদি, এদ্দিন ঠেলে রেখেছিলুম, আরতো টাল্‌তে পারি নি, সে বলে নালিস কর্ব্বো। বলে, কেন? ওর ভায়েরা রয়েছে টাকা দেবে না কেন? কি কর্ব্বো দিদি, বড় দায়ে পড়ে এসেছি।

জ্ঞান। এত কথা কি হচ্ছে?

প্রফু। মাগী মন্ত্র পড়্‌ছে, ঐ দেখ না চোখ দুটো যেন কোঠোর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে!

উমা। দেখ বো'ন, তুমি আর দিন কতক রাখ, আমি সুরেশের দেনা এক কড়া রাখ্‌বো না, যেমন করে পারি শোধ দেব। আমি বড় বিপদে পড়েছি, গোবিন্‌জীর ইচ্ছায় শুন্‌ছি একটু হিল্লে লাগছে; একটা কিছু সুবিধা হ'লেই সুদ শুদ্দ চুকিয়ে দেব, ওর ভায়েরা না দেয় আমি যাদের ধার দিয়েছি, আদায় হ'লেই তোমায় ডেকে চুকিয়ে দেব।

জগ। কত্তা তো আর রাখ্‌তে চায় না; সে বলে কেন, ওর মেজ ভাই চুকিয়ে দিক না, ও একটা সই কল্লেই চুকে যায়।

উমা। কিসের সই? আবার সই কিসের?

জগ। কে জানে বো'ন, রমেশবাবু নাকি বলেছে।

উমা। না বো'ন, আর সই ট'য়ে কাজ নাই, আমি সবই চুকিয়ে দেব, বেটা তো নয় আমার পেটের কণ্টক! কি একটা সই করে নিয়ে আমার যোগেশকে উন্মাদ করেছে। সুরেশ ফিরে

আসুক, কত টাকা শুনি, হিসেব করে সব চুকিয়ে দেব।

জগ। দিদি, সে কথাও বল্‌তে এসেছি, অমন ডব্‌কা ছেলে এখনও দশ দিন রয়েছে।

উমা। দশ দিন নয় বোন, চিঠি লিখেছে পরশু দিনে আস্‌বে।

জগ। কে চিঠি লিখেছে গো?

উমা। পীতাম্বরের ভাই নবদ্বীপ থেকে তা'কে আন্‌তে গিয়েছে।

জগ। নবদ্বীপ কি গো?

উমা। তবে কোথা গিয়েছে?

জগ। ওমা! তুমি কিছু শোন নি? না বোন, বল্‌বো না, আমায় বৌমায়েরা বারণ করেছে।

উমা। তুমি বল, শীগ্‌গির বল, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে! সে কি নাই? সুরেশ কি আমার নেই?

জগ। নাই কেন, বালাই! কত্তা তো ঠিক্‌ বলেছে; আহা! মাগী জানে না, সেকেলে মানুষ ভুলিয়ে রেখেছে।

উমা। কি? কি? আমায় বল, আমায় শীগ্‌গির বল?

জগ। ও বোন, তুমি কারুর কথা শুন না, তুমি তোমার মেজ বেটার সঙ্গে চল। সুরেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সই কত্তে বল্‌বে চল। যা হবার হ'বে, কারুর কথা শুন না, ছেলে যদি বাঁচে সব পাবে।

উমা। শীগ্‌গির বল, শীগ্‌গির বল, আমার সুরেশ কোথায় শীগ্‌গির বল? আমার প্রাণ থাক্‌তে থাক্‌তে বল; বল, বল, তোমার পায়ে পড়ি বল; দেখ্‌ছো কি, আমার প্রাণ যায় বল, বল!

প্রফু। ও দিদি, মা কেমন কচ্ছে।

জ্ঞান। ওরে! তাই তো।

জ্ঞানদা ও প্রফুল্লের অন্তরাল হইতে প্রবেশ

জ্ঞান। মা, মা, অমন কচ্ছো কেন মা? তুমি চলে এস; দূর হ মাগী দূর হ।

উমা। বল বল শীগ্‌গির বল, কেন স্ত্রী-হত্যা দেখ্‌ছো; তুমি সেকেলে মানুষ স্ত্রীহত্যা করো না; বল দিদি বল, আমার প্রাণ রাখ, সুরেশকে পাব তো?

জগ। দিদি, কি বল্‌বা বল, তা'র যে জেল হ'য়েছে; সে পাথর ভাঙ্‌ছে।

উমা। অ্যাঁ জেল হ'য়েছে!

জ্ঞান। না মা না, মিছে কথা, ও মাগী রাক্ষসী! দূর হ!

উমা। অ্যাঁ! জেল হয়েছে? পাথর ভাঙ্‌ছে? মধুসূদন! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞান। ওমা কি হ'ল গো! সর্ব্বনাশ হ'ল! মা, মা, মিছে কথা; মা শোন মা,—দূর্‌ হ মাগী!

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হল না, মাগী মূচ্ছো গেলো, কাল আবার আস্‌বো। মাগী যেন ন্যাকা, মূচ্ছো যাবার আর সময় পেলে না! কাজের কথা শোন্‌, তবে মূচ্ছো যাবি।

জ্ঞান। বেহারা, বেহারা, মাগীকে গর্দ্দানা দে, তাড়িয়ে দে তো।

জগ। দূর হোক্‌কে ছাই! মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না? সেইখানে ধর্‌বো।

প্রফু। ওমা, ওঠো মা, ওঠো।

উমা। আ মর! ঘুমুচ্ছি, ঘুম ভাঙাচ্ছিস্‌ কেন? গোল কচ্ছিস্‌ কেন? আমি উঠ্‌বো না।

প্রফু। ও দিদি, মা কি বলে গো!

জ্ঞান। মা, মা, কি বল্‌ছো, ওঠো না।

উমা। যা পোড়ারমুখি, আমি খাব না।

জ্ঞান। ওমা, কি বল্‌ছো? মা, ওঠো না।

উমা। আ মর! ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে গিয়ে বল্‌বো, এমন ঝীও সঙ্গে দিলে, আমায় ত্যক্ত করে মাল্লে!

জ্ঞান। হায়! হায়! মেজবৌ রে, সর্ব্বনাশ হ'ল! মা বুঝি খেপ্‌লো!

উমা। কৈ রে, সুরেশ আমার কৈ? সুরেশ রে, বাপ্‌ রে, তোরে কি আমি পাথর ভাঙ্‌তে পেটে স্থান দিয়েছিলেম! বাবা রে, তুই কি আর ফির্‌বি? আর কি মা বল্‌বি? তুই যে আমার হারানিধি! আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোরে পেয়েছি। আমার সেই সুরেশ! সুরেশ পাথর ভাঙ্‌ছে! ও মা, বুক যায়, বুক যায়! বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞান। কি সর্ব্বনাশ! কি হবে! মেজবৌ, ঝীকে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দে, ডাক্তার ডেকে আনুক। [প্রফুল্লের প্রস্থান।

ওমা ওঠো, মা, অমন কচ্ছো কেন? মা, ওঠো মা, ঠাকুরপো আবার ফিরে আস্‌বে, তা'রে পাথর ভাঙ্‌তে হবে না। মা, মা, শুন্‌ছো মা? মা, মা!

উমা। হাঁ মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না মা, আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিও না মা, আমি বাবা এলে যা'ব, আমি বাবাকে দেখে যা'ব!

জ্ঞান। ওমা কা'কে কি বল্‌ছো? আমি যে তোমার বড়বৌ!

উমা। ওহো-হো-হো! কি হ'ল! কি হল! বাপ্‌ রে সুরেশ রে! ও বাবা, তোমায় ধরে রেখেছে বাবা? বাবা, তাই আস্‌তে পাচ্ছ না বাবা? তুমি যে মা নইলে থাক্‌তে পার না! আহা, হা! হা! কি হ'ল! বুক যায়! বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

(নেপথ্যে যোগেশ।) পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! আমোদ হবে না,—"রাণী মুদিনীর গলি"—

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচ্‌বো! এই যে বড়-বৌ! ও পড়ে কে, মা? তুল্‌ছো কেন? তুল্‌ছো কেন? ঘুমুক; হয় মদ খাও, নয় ঘুমাও, বস্‌! বড়বৌ, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর মদ খাও—

পীতা। বড় মা, এ কি গো?

জ্ঞান। আর কি বল্‌বো বাছা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! এক মাগী এসে মাকে খপর দিয়েছে।

যোগে। পীতাম্বর, পীতাম্বর, মদ নিয়ে এস, খুব সর্‌গরম হ'ক! খেয়ে পড়ে থাকি।

পীতা। বাবু, একেবারে উচ্ছন্ন গেলে? গিন্নী মা যে মূর্চ্ছা গিয়েছেন! দেখ্‌ছো না?

যোগে। তোর কি? তুই কেন মুচ্ছো যা না।

পীতা। যান, মাত্‌লাম কর্ব্বেন না। বড় মা, ধরুন, গিন্নী মাকে বিছানায় নিয়ে যাই, বড় মা, মাকে বিছানায় নিয়ে যাই, গিন্নী মা! গিন্নী মা—

উমা। কে রে রূপো? ঠাক্‌রুণ এ দিকে আস্‌ছেন নাকি? রান্না ঘরে যাই, রান্না ঘরে যাই। [উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদার প্রস্থান।

(নেপথ্যে জ্ঞান।) ও পীতাম্বর, ও পীতাম্বর, এ দিকে এস, এখুনি আছাড় খেয়ে পড়বে।

যোগে। কোথা যাস্‌ শালা? মেয়েদের পেছনে পেছনে কোথা যাচ্ছিস্‌?

পীতা। যান ম'শয়, মাত্‌লামীর সময় আছে।

যোগে। চোপ্‌রাও শুয়ার! আমি মাতাল? দেখ্‌, বাড়ীর ভেতর থেকে যা বল্‌ছি; ভাল চাস্‌ তো বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোও! শালা, অন্দরে ঢুকে মেয়েদের পেছনে ফির্‌ছো?

পীতা। বাবু, গিন্নী মা যে মরে!

যোগে। মরে মরুক! তোর বাবার কি?

(নেপথ্যে জ্ঞান।) ও পীতাম্বর, শিগ্‌গীর এস, শীগ্‌গির এস।

পীতা। যাই মা, যাই; যাচ্ছি বড় মা, এখানে এক আপদে ঠেকেছি।

যোগে। শালা, তবু যাবি? (ইট লইয়া পীতাম্বরকে প্রহার।)

পীতা। ওরে বাপ্‌ রে! খুন কল্লে রে! খুন কল্লে রে!

যোগে। ধর্‌ শালাকে! চোর! চোর! চোর!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম গর্ভাংক

শিবনাথের বাড়ীর ছাদ

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরে। ভাই শিবনাথ, তুমি আমার মাকে এই খানে নিয়ে এস, আমায় দেখ্‌তে পেলেই তাঁর বাই-রোগ সেরে যাবে, আমি তো এখন সেরেছি।

শিব। তা আন্‌ব হে, তুমি এতো মিনতি কর্চ্ছো কেন? তোমায় যে বাঁচাতে পার্ব্বো, এ আমার মনে ছিল না; তাহ'লে কি তোমার মাকে রমেশ বাবুর বাড়ী যেতে দিই। তুমি কিছু ভেব না, মা রোজ দেখে আসেন; আর তোমাদের মেজবৌ যে যত্নটা কর্চ্ছে, তোমায় আর কি বল্‌বো। মা বলেন, অমন বৌ কারুর হবে না।

সুরে। শিবনাথ, তোমার ঋণ আমি কখনও শুধ্‌তে পার্ব্বো না।

শিব। তুমি ঐ কথা একশো বারই বল। তোমার ধার আমি কখন শুধ্‌তে পার্ব্বো না—তুমি আপনি জেলে গিয়ে আমার জেল বাঁচিয়েছ।

সুরে। ভাই শিবনাথ, তুমি বড়বো'র কোন খপর পেলে?

শিব। না ভাই, আমি সে খপর তো কিছুতেই পেলেম না; সে যে বাড়ী বেচে কোথায় গিয়ে আছে, আমি (Advertise) এডভার্‌টাইজ করে দিয়েছি (Detective Police) ডিটেক্‌টীব পুলিসকে টাকা দিয়ে খপর নিচ্ছি, আমি আপনি রোজ ঘুর্‌ছি, কিছুতেই কিছু সন্ধান কত্তে পাচ্ছি নি।

সুরে। তাঁরা বোধ হয় বেঁচে নাই; দাদার কোন খপর পেয়েছ?

শিব। সে কথা তোমায় আর কি বল্‌বো! রমেশ বাবু কতক্‌গুলো মাতাল ঠেকিয়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মদ খাচ্ছেন, আর পথে পথে বেড়াচ্ছেন। আমি এত আন্‌বার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই বাগ ফেরাতে পারি নি।

সুরে। আমাদের সোণার সংসার ছারখার হ'ল! কি কুক্ষণেই মেজদাদা জন্মেছিলেন! দাদার এ দশা হবে আমি স্বপ্নেও জানি নি! কখন এক্‌টা মিথ্যা কথা বলেন নি, কখন পর-স্ত্রীর মুখ দেখেন নি। ভাই রে, যদি ব্যামোতে আমার মৃত্যু হ'তো সেও ভাল ছিল, আমি বেঁচে উঠে দাদার এই দশা দেখ্‌তে হ'ল!

শিব। সুরেশ, কেন আক্ষেপ কচ্ছো? তুমি সব ফের পাবে: তুমি একটু ভাল করে সেরে ওঠো, আমি টাকা খরচ করে মকদ্দমা কর্ব্বো। তোমার মেজদার জোচ্চুরি আমি বার করে দিচ্ছি। মা বলেছেন, বাড়ী বেচ্‌তে হয় সেও কবুল, তবু যাতে তোমার মেজ্‌দাদা জব্দ হয় তা কর্ব্বেন।

সুরে। হাঁ হে, পীতাম্বরের কোন খপর পেয়েছ?

শিব। সে চিঠি লিখেছে, শীগ্‌গির আস্‌বে, বড্ড কাহিল আছে, একটু সার্‌লেই আস্‌বে: অমন লোক হবে না। তোমার দাদা মাথায় ইট মেরেছিল, জ্বরে কাঁপ্‌ছে, আমি এত বারণ কল্লেম, তবু তোমার খালাসের দিন আমার সঙ্গে গেল। আহা! বেচারা রাস্তায় ভির্‌মি গেল, আমি এক বিপদে পড়্‌লেম, এ দিকে তোমায় নিয়ে সাম্‌লাব, না তা'কে নিয়ে সাম্‌লাব।

সুরে। আমার সে সব কিছুই মনে নাই।

শিব। তুমি তিন মাস অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছ, কি করে জান্‌বে।

সুরে। দেখ তিন মাস যে কোথা দে কেটেছে ভাই আমার কিছুই মনে নাই। আমার স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়, কে আমায় জেল থেকে নিয়ে এল; তার পর জ্ঞান হ'য়ে দেখি তোমার মা কাছে বসে, তুমি কাছে বসে। ভাই শিবনাথ, আমি জেলে যাবার সময় একবার কোল দিয়ে-ছিলে আজ একবার কোল দাও, তোমার মত বন্ধু আমার যেন জন্ম জন্মান্তরে হয়।

শিব। সুরেশ, আমরা বন্ধু নই; মা বলেন তোরা দু ভাই; আমার মায়ের পেটের ভাই নাই, তুমি আমার ভাই। আমার পুলিসের কথা মনে পড়্‌লে এখনও গা কাঁপে! তুমি আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছ। ভাই সুরেশ, আমি তোমার উপদেশ শুনেছি, আমি শুধ্‌রেছি, আমি আর কুসঙ্গে মিশি নি।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তা। সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, তোমার গুণধর ভাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিল, সুরেশ কেমন আছে? আমি বল্লেম, মরে গেছে; খুসী যে! পথে আবার কাঙালে বেটা ধরেছে, তা'রেও বলেছি তুমি মরেছ। সে বেটা বিশ্বাস করেছে। তার মাগ বেটী—বেটীই বল আর বেটাই বল, মাথা চাল্‌তে লাগ্‌লো: অমন চেহারা কখন দেখি নি বাবা! (Monster of ugliness) মন্‌ষ্টার অব আগ্‌লিনেস্‌! শিব বাবু, তোমার ফ্রেন্ডকে একটু একটু বেড়াতে বল।

শিব। বেড়াচ্ছে তো, রোজই একটু একটু ছাদে পাইচারী কচ্ছে।

ডাক্তা। একটুর কর্ম্ম নয়; সেরে গিয়েছে তো, সকাল বিকেলে খানিক খানিক বেড়িয়ে আস্‌বে। চল, তিনজনে খানিক বেড়িয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙালীর কম্পাউণ্ডিং রুম

রমেশ, কাঙালী ও জগ

কাঙা। এখন নিশ্চিন্ত, রামরাজ্য ভোগ করুন। কেমন বাবু বলেছিলেম? ও অকাল কুষ্মাণ্ড পীতাম্বরও ঘোর আহাম্মক, ওকে আপনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন; পাঁচ হাজার টাকাও লাগ্‌লো না, দু-হাজার টাকায়ই ফৌজ-দারিতে গ্রেপ্তার করে দিলেম। এখন যাগ, তার পর মকদ্দমা যা হয় হবে। ওর জাস্তুতো ভাইটে বড় ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়। যখন টেনে নিয়ে যায়, সে যে তামাসা! আমি হাসতে হাসতে বাঁচি নি।

রমে। কি রকম? কি রকম?

কাঙা। সেই তো আপনার দাদা মেরেছিল; বেটা এমনি পাজী—বিছানায় পড়ে, জ্বরে, তবু সুরেশের খালাসের দিন গাড়ী করে চল্লো।

রমে। তাতো শুনেছি, তার পর?

কাঙা। সুরেশও মুদ্দোর ও-ও মুদ্দোর, কে কাকে দেখে! ও বেটা তো গাড়ীর ভেতর ভির্‌মি গেল, সুরেশও ভির্‌মি যায় যায়—

রমে। সেই দিনেই ল্যাটা মিট্‌তো, চৌরঙ্গীর মাঠ না পেরুতে পেরুতে মারা যেত, কোত্থেকে শিবে বেটা যুট্‌লো।

কাঙা। হাঁ, ঐ এক বেটা চামার! বেটা দুজনকে মুখে জল দিয়ে বাতাস করে, বাড়ী নিয়ে গেল।

জগ। হুঁ হুঁ, আমি তো বলেছিলেম যে, শিবেকে চটাস্ নি, হাতে রাখ, তা'হ'লে তো এ কাজ হয় না। সুরেশটা হাঁসপাতালে পচ্‌তো! সকলকে হাতে রাখা ভাল, সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা ভাল। ঐ যে তুই মদনাকে পাগল বলে অগ্রাহ্য করেছিলি কত বড় কাজটা পেলি বল দেখি? পাগল বল্লে হয় না, দলিলের বাক্স তুই চুরি কত্তে পার্‌তিস, না আমি পাত্তেম? বড়-বৌটা যে খাণ্ডারণী! তোকে জায়গা দিতো, না আমায় জায়গা দিতো?

কাঙা। পাগ্‌লাটা খুব হুঁসিয়ার! কেমন সন্ধান করে করে সিন্ধুক ভেঙে নিয়ে এসেছে।

জগ। রোজ কেন ওর কাছে যেতেম এই বোঝ। রমেশ বাবু, তুমি উকিলই হও, আর যেই হও আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও। বেটা ছেলে, ভয়েই সারা হও, মিছে ডিক্রী করে যদি তোমার দাদাকে না ধর, তা না হলে কি তোমাদের বৌ হাজার টাকায় বাড়ী বেচে? গেছ্‌লো গেছ্‌লো দলীল চুরি, রেজেষ্টারি আপিসে তো নকল পেতো।

রমে। বাবা! তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কাণ কাট! মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী করে দাদাকে ওয়ারিণ ধরা আমার বুদ্ধিতে আস্‌তো না, বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ'ত না; যদি (False personification) ফল্‌স্ পার্‌সনিফিকেশনের চার্জ্জ আন্‌তো তা'হ'লে সর্ব্বনাশ হত।

জগ। চার্জ্জ আন্‌লেই হ'ল! তবে পয়সা খরচ করে মাতাল লাগিয়েছ কি কত্তে? দিনে রেতে চোখ চাইতে পাল্লে তো আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে? তবে তো চার্জ্জ আন্‌বে?

রমে। আচ্ছা, বড়বৌ বাড়ী বেচে টাকা দেবে কি করে ঠাওর পেলে?

জগ। আমরা সব এক আঁচড়ে মানুষ চিনি; ওরা সব পতিপ্রাণা, পতিপ্রাণা!

কাঙা। বাড়ীটের খুব দর হ'য়েছিল, যদি দলিলগুলো হাত না হ'ত, ফ্যাশাদে ফেলে-ছিল; হাতে কতক টাকা পেতো। তোমাদের বড়বৌ যে দস্যি! স্বচ্ছন্দে মকদ্দমা চালাতো। আপনার ঠেঁয়ে দলিল দেখে খদ্দের বেটা ভারি দম্ খেয়ে গেল।

জগ। তা নইলে বাড়ী হাজার টাকায় বাগাতে পাত্তেন না; পাগ্‌লাকে দিয়ে তো দলিল আনিয়েছি, আরও কি কাজ করি দেখ! বড়বৌ মনে করেছে চোরে চুরি করেছে, পাগ্‌লার পেটে পেটে এত, তা ধত্তে পারি নি। এখনও আন্দাজ হয়, মাগীর হাতে দু-তিনশো টাকা আছে, আর মদে খরচ করো না, মদ বন্ধ করে দাও, ঘরের টাকায় টান পড়ুক। বেঙ্কের টাকা তো আটক হ'য়েছে?

রমে। সে আমি (Administrator general) এড্‌মিনেষ্ট্রেটার জেনারেলের হাতে দিয়েছি, ব্যাপারীর টাকা পেমেণ্ট করে বাকী

টাকা হাতে নিয়েছে; সে এখন বিশ-বাঁও জলে! পীতাম্বরে যখন ধরা পড়েছে আমি আর কিছু ভাবি নি!

জগ। হাঁগা, ও সাহেবটাকে হাত কল্লে কি ক'রে?

রমে। ওরা তো তাই চায়, আস্‌তে কাটে যেতে কাটে। দরখাস্ত কল্লেম আমাদের যৌত টাকা, একজন মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে; পীতাম্বরে আপত্তি করেছিল।

কাঙা। আর ধরাই পড়ে গেল, কেবা আপত্তি করে! চাচা আপন বাঁচা; তবে ও টাকার বড় কিছু পাওয়া যাবে না, একবার এড্‌মিনেষ্ট্রেটারের গর্ভে গেলে আর কিছু বার হয় না।

রমে। তা কি কর্ব্বো, সব দিক সাম্‌লান ভার। ও টাকায় আর তেমন লোভ কল্লুম না, শেষ যা হয় দেখা যাবে; এখন নগদ টাকা হাতে পড়্‌লে মকদ্দমা চল্‌তো; শুধু আমার ভয় পীতাম্বর বেটাকে।

কাঙা। সে ভয় কর্ব্বেন না, সে ভয় কর্ব্বেন না। বেটাকে যখন ফৌজদারিতে ধল্লে তখন বেটা মরণাপন্ন। ঐ শিবে বেটা ডাক্তার এনে আপত্তি কল্লে যে, পথে মারা যাবে। ওর জাস্তুতো ভাই দেখ্‌লেম ভারি ভদ্রলোক, হেড কনষ্টেবলকে টাকা গুঁজে বল্লে যে মারা যায় আমার দায়, তুমি নিয়ে চল। চাজ্জ'টা তো যে সে দেয় নি!

জগ। কি মকদ্দমাটা আমায় তো একদিন-ও বল্লি নি, এর ভালমন্দ বুঝবো কি করে? মনে করিস্‌ আমি মেয়ে মানুষ, তোরা পুরুষ, ভারি বুদ্ধি তোদের? এই মাই দুটো কাটাতে পাত্তেম তো বুঝ্‌তেম, কোথায় কে পুরুষ, কা'র কত ছাতি, পোড়া ভগবান্‌ যে মেরেছে, কি কর্ব্বো।

রমে। রূপসি, তুমি সব পার।

জগ। কি কেশ্‌টা করেছিস্‌ শুনি?

কাঙা। ঐ যে ছোট একখানা তালুক করে ছিল না? কিছু টাকা দিয়ে এক বেটা ডোমকে আদ মারা করে ওর জাস্তুতো ভাই ফৌজদারি বাদিয়েছে, যে উনি নায়েবকে হুকুম দিয়ে মেরেছেন।

জগ। এই তো কাঁচিয়েছিস্‌, যাকে মেরেছে সেই ওর হ'য়ে সাক্ষী দেবে; ওর জাস্তুতো ভাই পেঁচে পড়্‌বে।

কাঙা। আরে, সে টাকার লোভে ইচ্ছা করে মার্‌ খেয়েছে, ঠিক্‌ ঠাক্‌ সাক্ষী দেবে। আর যে অবস্থায় তাকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে গেল, হয় তো পথেই মারা যাবে।

জগ। বটে, বটে! মফঃস্বলের লোক এমন! আহা হা হা! তারাই সুখী, তারাই সুখী! আমিও এ বুদ্ধি করেছিলেম, কেমন বল্‌ পোড়ার মুখো, বলি নি যে, শিবেকে জব্দ কত্তে চাস্‌ মাথায় লাঠি মেরে পুলিসে গে দাঁড়া? আপনি না পারিস আমি যাচ্ছি! তা তুই রাজী হ'লি কৈ?

রমে। সুরেশের খবর কিছু শুনেছ?

কাঙা। কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি; যে ডাক্তারটা দেখ্‌ছিল, তা'কে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, সে বল্লে আজ তিন দিন মরেছে, কিন্তু জগা বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

রমে। আমায়ও ডাক্তার বেটা বল্লে; কিছু ভাব বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

জগ। ও মিছে কথা, আমি ডাক্তার বেটার মুখ দেখেই বুঝেছি। কারুকে বিশ্বাস করে কোন কাজ কর্ব্বে না। এখন ধর, ও বেঁচেই আছে! আমার আর একটা বুদ্ধি নাও,—আজই হ'ক, কালই হ'ক, আর দু-দিন বাদেই হ'ক তোমাদের বড়বৌকে আর যেদোকে এনে বাড়ীতে পোরো।

কাঙা। কেন তাদের এনে ফল কি?

রমে। না না, ঠিক বল্‌ছে, এখনও সব-দিক্‌ মেটে নি, কেও যদি বড়বৌকে হাত করে মকদ্দমা চালায়, সে এক ফ্যাসাদ হবে।

জগ। আরও আছে, এই ডাক্তারখানাটা রয়েছে, এতে কোন্‌ অষুধটা নেই? বল যদি কিছু কাজই হ'ল না, ডাক্তারখানা রেখে লাভ?

রমে। ও কি কথা রূপসি!

জগ। ক্রমে বুঝবে, ক্রমে বুঝবে, আগে বাড়ী নিয়ে এস।

রমে। তা'রা কোথা আছে? বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তা'তো সন্ধান কত্তে পারি নি।

জগ। সে সন্ধান আমি কর্ব্বো।

রমে। যাগ, পাঁচ কথায় কেটে গেল, একটা

কাজের কথা হ'ক—তোমার ভাগ্‌নেকে শিখিয়ে রেখো, কাল (Assignment registry) এসাইন্‌মেন্ট রেজেষ্টারি করে নেব; রেজে-ষ্ট্রারটা ভারি বজ্জাত! সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেষ্টারি করে না; ভাল করে শিখিয়ে রেখ।

কাঙা। আপনিই কেন শেখান না, সে এখানে রয়েছে। ওরে ভজা! ভজা! মরেছে! পড়্‌লো কি ঘুমুলো, ঘুমুলো কি মলো, ওরে ভজা!

ভজার প্রবেশ

ভজ। মর্‌! ঘুমুতে দেবে না, একটু যদি চোক বুঝেছি, ভজা, ভজা, ভজা! ভজা যেন ওর বাপের খান্‌সামা।

জগ। ভজহরি বাবা, কাল তোমায় রেজে-ষ্টারি আপিসে যেতে হবে।

ভজ। কুচ পরওয়া নেই! যাওয়েঙ্গে!

রমে। যখন রেজেষ্ট্রার জিজ্ঞাসা কর্ব্বে যে, তুমি কি কাজ কর? তুমি বল্‌বে, তুমি জমীদার, সপ্তচর পরগণা তোমার জমীদারী, নাম বলবে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া।

ভজ। জমীদার মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া, রায় বাহাদুর।

রমে। না না, রায় বাহাদুর বোলো না।

ভজ। খালি জমীদারী দিয়া? কুচ পরওয়া নেই, আজ রাত্‌কা ওয়াস্তে রুপেয়া লেয়াও।

কাঙা। কাল একেবারে টাকা পাবি।

ভজ। মামা, আমায় কচি ছেলে পেলে নাকি? রোজ্‌ রোজ টাকা চাই, তবে এ কায হবে।

রমে। আচ্ছা, এই দু-টাকা নাও।

ভজ। কেয়া! জমীদারকা সাম্‌নে দোরো-পেয়া নজর লেয়ায়া! তা হচ্ছে না, নিদেন ষোলটা টাকা আজ রাত্রে চাই। এই ধর না পাঁটা একটা আড়াই টাকা, দু-টাকার একটা মদ, আট টাকার কম একটা হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ হবে না; এই তো ফুট্‌-কড়াই হ'য়ে গেল! ষোলটা টাকা বার কর, আর মামা মামীকে যা দাও, তা আলাদা—তবে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া! তা নইলে বাবা যে ভজহরি সেই ভজহরি! পোষাক, ঘাড়, ঘড়ির চেন, হীরের আঙ্‌টী তো তোমায় দিতেই হবে; আমি খালি গোঁপে তা দিয়ে থাক্‌বো, বোধ হয় এ থেকে এক পোয়া আতর নিতে পারি।

রমে। আচ্ছা, চার্‌টে টাকা নাও।

ভজ। চার টাকার মতনও কাজ আছে, রামেশ্বর বদ্দিনাথ সাজ্‌তে বল, দু-টাকাই বায়না নিচ্ছি। মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীদার; ষোল রুপেয়া নজর লেয়াও।

কাঙা। আচ্ছা আট্‌টা টাকা নে!

ভজ। বকো মৎ বেকুব, হাম নিদ্‌ যায়, জমীদারকা সাত হড়্‌বড়াতে হো?

রমে। আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস, আমি ষোল টাকাই দিচ্ছি।

ভজ। এতো বায়না, আসলের বন্দোবস্ত কি বলুন? আমি বেশী চাই নি, লক্ষ্ণৌয়ে পুটীয়া বলে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, সে বেটী টাকার জন্যে আমায় তাড়িয়েছে। শ-দুই টাকা—নইলে ফের ঢুকতে পার্ব্বো না, এই দুশো, রেল ভাড়া, আর আমায় কি দেবে?

রমে। আচ্ছা, তা'র জন্য আটক খাবে না।

ভজ। জমীদারীর চাল চুল সব ঠিক্‌ পাবেন, মোচ্‌মে তা চড়ায় গা এসাই, পায়ের ফেলে গা এসাই, বাত করে গা হোঁ হোঁ, যেসাই বেকুবি মাঙো ওত্তাই বেকুবি হ্যায়; গাধ্‌ধাকা মাফিক কলম পাক্‌ড়ে গা উল্টা, কাগজ উল্টাবি লেগা জমীদার লোক যেসা বেকুব হোতা ওসাই বন্‌ যাগা; কুচ পরওয়া নেই, রোপেয়া লেয়াও।

রমে। তোমায় যে গোটা কতক কথা শেখাব। (টাকা প্রদান)

ভজ। বাবু, আজ রাত্রে মদটা ভাঙ্‌টা খাবো, সব কথা কি মনে থাকবে। কাল টাট্‌কা টাট্‌কা বলে দেবেন, কাজ ফতে করে দেব, বস্‌।

[ভজহরির প্রস্থান।

রমে। এ ছোকরা চালাক আছে।

কাঙা। তা খুব!

জগ। বাবা, আমাদের বন্দোবস্ত কি কল্লে? একখানা বাড়ী আর দশ হাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছ, সেটাও অমনি এক সঙ্গে সেরে ফেল্লে হয় না?

রমে। তা'র জন্য ভাবনা নাই, তা'র জন্য ভাবনা নাই, সে হবে হবে।

[রমেশের প্রস্থান।

জগ। স্টুপিড্‌কে এত দিন ধরে যে বল্‌ছি, বাড়ী খানা লিখে নে, হাতে থাক্‌তে কাজ গুছিয়ে নে, কায রফা হ'য়ে গেলে তোমার মুখে ঝাড়ু দিয়ে বিদায় কর্ব্বে।

কাঙা। না, তা'র যো কি; আজ না হয় কাল, কদ্দিন ভাঁড়াবে।

জগ। আচ্ছা, দেখি আর দিন কতক, তোর বুদ্ধি শুনেই চলি; যদি ফাঁকি পড়ি তোকেও ধরিয়ে দেব, ওকেও ধরিয়ে দেব। আমি বাদসাজাদীর সাক্ষী হ'ব, তা না হয় কজনেই জেলে যাব, খেটে মর্‌বো। বুদ্ধি দেব আর ফাঁকে পড়্‌বো, সে বান্দা আমি নই; তুই স্টুপিড্ তখন দেখবি। ভজা'র ঘটে যা বুদ্ধি আছে তোর তা নাই।

কাঙা। আরে, ঠকাবে না। ঠকাবে না।

জগ। আমি তোমাদের দুজনকে বাঁধিয়ে দেব—এই আমার কথা। বিধাতা মরে না, দেখ্‌তে পেলে তা'র মুখে আগুন জেলে দিই। এমন গোঙার মুখ্যুর সঙ্গে আমায় যুটিয়েছে! আমার কতক যুগ্‌গি রমেশ।

জগ। চল্ চল্ ক্ষিদে পেয়েছে।

জগ। পিণ্ডি খাবি যা। আমি চল্লুম মদনমোহনের বাড়ী। আজ শুনেছি কি ভাল দিন আছে, দেখি যদি বৌটা মদনমোহন দেখ্‌তে যায়, তা'হ'লে পেছু পেছু গিয়ে বাসার সন্ধান কর্ব্বো, নয় তো আবার কাল ভোরে গঙ্গার ঘাট খুঁজ্‌তে হবে।

কাঙা। আচ্ছা ওদের খুঁজিস্ কেন? তা'রা যেখানে হয় থাকুক না, তোর কি?

জগ। এ কাজটা চল্লিশ হাজার টাকার কাজ, তুই কি বুঝ্‌বি? আমি যা খুসী করি, তুই বকাস্‌নি।

কাঙা। যা মর্‌গে যা. আমার ক্ষিদে পেয়েছে। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভগ্ন-গৃহ

যোগেশ ও জ্ঞানদা

যোগে। কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ? আমার সঙ্গে লুকোচুরি; কেমন ধরেছি? ভাল মানুষের মতন চাবিটী বার করে দাও, আজ দুদিন আর বেটারা মদ খেতে দেয় না।

জ্ঞান। তুমি আবার কি কত্তে এসেছ? ছেলেটা কি করে উপোস করে মর্‌ছে তাই দেখ্‌তে এসেছ?

যোগে। আমি কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে আসি নি, মদ ফুরিয়েছে মদ চাই, টাকা বা'র করে দাও সুড়্ সুড়্ চলে যাচ্ছি। কারুর মুখ দেখ্‌তে চাই নি, ঢুকু ঢুকু মদ খেতে চাই, বস্।

জ্ঞান। তোমার একটু লজ্জা হয় না? মাগছেলে অন্নাভাবে মরে, যার বাড়ী ভাড়া, সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্যে তাড়িয়ে দেবে; বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল তা চুরি করে নিয়ে গিয়েছ, আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ? ধিক্ তোমায় ধিক্!

যোগে। ধিক্ একবার, ধিক্ লাখবার! আমাকে ধিক্, তোমাকে ধিক্, যেদোকে ধিক্, আর যে যে আছে সবাইকে ধিক্; ধিক্ বলে ধিক্, ডবল ধিক্! কেমন বাবা ধিকের ওপর দিয়েই একটা ছড়া বেঁধে দিলেম; নাও, বাপের সুপুত্র হ'য়ে বাক্সটী খোলো।

জ্ঞান। ওগো একটু হুঁস কর, কোথায় দাঁড়াব তা'র স্থল নাই, আগামী বাড়ী ভাড়া দেবার কথা, দিতে পারিনি, কখন তাড়িয়ে দেয়; ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে, তোমার কি দয়া মায়া নাই? পাখীতে যে ছেলের আধার যোটায়? ঘরে চাল নাই, এখনি যেদো ক্ষিদে পেয়েছে বলে আসবে, তুমি টাকা চাইতে এসেছ, তোমার লজ্জা নাই?

যোগে। বড় বড় লম্বা কথা কচ্ছো যে? কিসের লজ্জা! লজ্জা থাক্‌লে কেউ জুচ্চুরি করে? লজ্জা থাক্‌লে কেউ মদ খায়? লজ্জা থাক্‌লে কেউ ভিক্ষা করে? আজ তিন দিন ভিক্ষা করে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাঁতে কাটিনি, একটা পয়সার জন্য রাস্তার লোকের কাছে হাত পাতছি, আবার লজ্জা দেখাচ্ছ? তবে আর কি, কিসের লজ্জা! নিয়ে এস টাকা নিয়ে এস!

জ্ঞান। বকো আমি চল্লেম।

যোগে। যাবে কোথা, টাকা বার কর; না বার কত্তে পার চাবি দাও আমি বার করে

নিচ্ছ; ঐ যে বাক্স রয়েছে আমি ভেঙে নিতে পার্ব্বো।

জ্ঞান। কি কর, কি কর! আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে; আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, দুটী ঘর ভাড়া করে আছি, দূর করে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগে। তা আমার কি? কেউ আমার মুখ চেয়েছিলে, কেউ আমার মুখ চাচ্ছ? আমি এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি; বিষয় চিনেছিলে বিষয় নিয়ে থাক। কেমন ঠকিয়ে নিয়েছ হা, হা, হা! ছেড়ে দাও বল্‌ছি—

জ্ঞান। ওগো একটু বোঝ, তোমার পায়ে পড়ি একটু বোঝ।

যোগে। ছেড়ে দাও বল্‌ছি, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও, নইলে খুন কর্ব্বো।

জ্ঞান। খুন কর্ব্বে কর আপদ চুকে যাক্।

যোগে। বটেরে হারামজাদী! (পদাঘাত)

জ্ঞান। ও বাবারে!

যোগে। এখনও ছাড়লিনি, ছাড় হারাম-জাদী ছাড়।

[গলাধাক্কা দিয়া বাক্স লইয়া প্রস্থান।

বাড়ীওয়ালীর প্রবেশ

বাড়ী। ওগো বাছা, ভাড়া দাও। ওগো কথা কচ্ছো না যে? বাছা ভাল চাও তো ভাড়া দাও নইলে আমি আর বাড়ীতে জায়গা দিতে পার্ব্বো না, আমি পতিপুত্রহীন, এই ঘর দুটী ভাড়া দিয়ে খাই—ওমা, তুমি কেমন ভাল মানুষের মেয়ে গা? যেন কে কাকে বল্‌ছে, রাজরাণী শুয়ে ঘুমুচ্ছেন; ওমা এ যে সিট্‌কে মিট্‌কে রয়েছে, মৃগী রোগ আছে নাকি? ওমা এমন লোককে ভাড়া দিয়েছি, খুনের দায়ে পড়বো নাকি।

জ্ঞান। ও মা!

বাড়ী। কি গো কি, তোমার কি হয়েছে?

জ্ঞান। কিছু হয় নি বাছা।

বাড়ী। না হয়েছে নাই নাই, এক দিনের ভাড়া দিয়ে তুমি উঠে যাও; কোন দিন দাঁত ছিরকুটে মরে থাক্‌বে, আমার হাতে দড়ি পড়বে।

জ্ঞান। মা, আমার হাতে কিছুই নাই, আমার ছেলে আসুক নিয়ে চলে যাব।

বাড়ী। হাঁগা তুমি কেমন জোচ্চোরণী গা? এই যে থালা ঘটী বাঁধা দিয়ে ধার করে নিয়ে এলে; আমার ভাড়া দাও বাছা, ভাড়া দিয়ে চলে যাও, জুচ্চুরির আর যায়গা পাও নি?

জ্ঞান। ওমা আমি যা এনেছিলেম চোরে নিয়ে গেছে, ঘটী বাটী যা আছে তুমি বেচে নিও, আমি ছেলেটী এলেই চলে যাচ্ছি।

বাড়ী। ওমা ঘটী বাটী তো ঢের, ভ্যালা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলেম; তাই চলে যেও বাছা, চলে যেও।

[বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান।

যাদবের প্রবেশ

যাদ। মা তুমি কাঁদছো কেন?

জ্ঞান। যাদব চল, এখানে আর আমরা থাক্‌বো না।

যাদ। কোথা যাব মা?

জ্ঞান। কালীঘাটে যাব, চ' যাবি?

যাদ। ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খেয়ে যাব।

জ্ঞান। না, সেইখানে গিয়ে খাবে।

যাদ। আজ ভাত কি নেই?

জ্ঞান। না, আজ রাঁধি নি।

যাদ। পথে চলতে পার্ব্বো না, বড্ড ক্ষিদে পাবে; আর এক পয়সার মুড়ি কিনে দিও।

জ্ঞান। হা ভগবান্, অদৃষ্টে এই লিখে-ছিলে! ভিক্ষে কত্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব!

প্রফুল্লের প্রবেশ

যাদ। কাকিমা এয়েছে, কাকিমা এয়েছে—

প্রফু। দিদি! যাদব যা'তো, এই সিকিটে নিয়ে যা, খাবার কিনে আন আমরা খাব।

যাদ। ওমা দেখ মা দেখ, খাবার কিনে আনি গে মা।

জ্ঞান। যাও বাবা যাও।

[যাদবের প্রস্থান।

প্রফু। দিদি! তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি?

জ্ঞান। মেজবৌ, তুমি কেমন করে এলে?

প্রফু। আমায় পাঠিয়ে দিলে, বল্লে তোমা-

দের বড় দুঃখ হয়েছে ওদের নিয়ে আয়। দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি, আমি নিয়ে আস্‌ছি বলে এসেছি, কিন্তু দিদি তোমাদের নিয়ে যাব না; কি তা'র মতলব আছে আমি তোমাদের বলতে এসেছি, নিতে এলে খপরদার যেও না; সেই ডাইনী মাগী আর এক মিন্সে ডান যেদো যেদো বলে কি ফুস্‌ ফুস্‌ করে, আমার বুক শুকিয়ে যায়; খপরদার দিদি, তোমাদের নিতে এলে যেও না!

জ্ঞান। বো'ন তোমার কাছে আমার একটী মিনতি আছে, তুমি এক দিন যাদবকে পেট ভরে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তা'র পর আমি গলা টিপে মেরে ফেলবো। এক দিন যদি পেট ভরে খাওয়াতে পারি আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিন দিন একবেলাও পেট ভরে দিতে পারি নি; রাত্রে একটু ফেন খাইয়ে শুইয়ে রাখি। বো'ন আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই। আমি মহাপাতকী, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেম তাই এ দশা হয়েছে, কিন্তু দুধের ছেলে ক্ষিদেয় ছটফট করে, এ যাতনা আর দেখতে পারি নি! আজ আমাকে বার করে দিয়েছে, ভাড়া দিতে পারি নি রাখবে কেন; মনে করেছিলেম ভিক্ষা করে দুটী খাইয়ে জলে গিয়ে উঠবো, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এলে।

প্রফু। দিদি, তুমি কেঁদো না, আমার এ গহনাগুলি নাও, এই বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌তুম, মাকে দেখ্‌বার কেউ নাই, না খাইয়ে দিলে খায় না, কি কর্ব্বো, আমায় ফিরে যেতে হবে, তুমি এগুলি নাও, আমি আবার এসে যেখান থেকে পাই টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞান। বো'ন তোমার গহনা নিয়ে আমি কি কর্ব্বো? এতো থাক্‌বে না, আমার স্বামী আমার শত্রু! সে দিন বাড়ীবেচা তিনশো টাকা বাক্স ভেঙে চুরি করে নিয়ে গেল; আজ বাসন বাঁধা দিয়ে ঘর ভাড়ার টাকা এনেছিলেম, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রফু। দিদি, তুমি কি আমায় পর ভাবছো? আমি তোমার পর নই, আমি তোমার সেই ছোট বোন; আমার পেটের ছেলে নাই, যাদব আমার ছেলে, আমার যা আছে সব যাদবের! আমি যাদবের জিনিষ যাদবকে দিচ্ছি, তুমি কেন নেবে না দিদি?

জ্ঞান। মেজবৌ, পর ভাবি নি, আমি কি ছিলেম কি হয়েছি! আমার বাড়ীর যে সব সামগ্রী কুকুর বেড়ালে খেয়ে অরুচি হয়েছে, সে আমার যাদব খেতে পায় না; যে স্বামী আমার মুখে রোদের আঁচ লাগলে কাতর হ'ত সে আমায় লাথি মেরে ফেলে গেল; যে কাপড়ে সল্‌তে পাকাতুম সে কাপড় যাদবের নাই; কখনও চন্দ্র সূর্য্য মুখ দেখে নাই, আজ নিরাশ্রয় হ'য়ে পথে চলেছি—

যাদবের প্রবেশ

যাদ। কাকিমা, কাকিমা, বাবা হাত মুচড়ে সিকি কেড়ে নিয়ে গেল।

জ্ঞান। দেখ বো'ন দেখ আমার অদৃষ্ট দেখ! আমি কোথায় যাব; স্বামী কার শত্রু হয়? ভগবান, কেন আমার এ পেটের বালাই দিয়েছেন, আমার কি মরণ নাই?

প্রফু। দিদি তুমি কাঁদছো কেন, অমন কচ্ছো কেন?

জ্ঞান। কে জানে ভাই, আমার শরীর কেমন কচ্ছে, আমি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। (উপবেশন)

বাড়ীওয়ালীর পুনঃ প্রবেশ

বাড়ী। হাঁ গো এখনও ঘরে রয়েছ, এখনও বেরোও নি?

প্রফু। কে মা তুমি, তোমার কি এই বাড়ী? তুমি কি ভাড়ার জন্য বলছো? কত ভাড়া হয়েছে বল আমি দিচ্ছি?

বাড়ী। এ তোমার কে গা?

প্রফু। আমার জা।

বাড়ী। আহা, তোমার জা, ওর এমন দশা কেন গা?

প্রফু। ওগো বাছা সে ঢের কাহিনী! তুমি আমার মা, আমার দিদিকে আর ছেলেটিকে যদি যত্ন কর তুমি বাছা যা চাও আমি তাই দিই।

বাড়ী। হুঁ হুঁ বড় লোকের ঘরের মেয়ে তা বুঝতে পেরেছি। কি কর্ব্বো বাছা কড়ি নেই, এই ঘর দুটি ভাড়া দিয়ে খাই, তা নইলে

কি ভালমানুষের মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই?

প্রফু। তা বাছা তুমি এই হার ছড়া রাখ, এই বাঁধা দিয়ে খরচপত্র চালিও; আমার সঙ্গে এস, আমি আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেব, টাকা ফুরুলেই এক একখানা গহনা দেব, তুমি বেচে চালিও।

বাড়ী। হাঁ বাছা, আমার কাছে কেন রেখে যাচ্ছ? তোমাদের বাড়ী কেন নিয়ে যাও না; আমি কোথায় গহনা বাঁধা দেব, কে কি বল্‌বে, আমি কাঙাল মানুষ আমি অত পার্ব্বো না।

প্রফু। ওগো বাড়ী নিয়ে যা'বার যো নাই। আচ্ছা, তোমায় আমি টাকা দেব।

বাড়ী। আচ্ছা, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি; তুমি ভাড়া দেও বাছা; তোমার দিদির কাছে টাকা দিয়ে যাও, এনে নিয়ে দিতে হয় আমি দিতে পার্ব্বো।

জ্ঞান। মেজবৌ, বো'ন তুমি কেন অমন কচ্ছো, আমার দিন ফুরিয়েছে আমি আর বাঁচব না, যেদোর যদি কিছু কত্তে পার দেখ।

যেদো। কেন মা কেন বাঁচবি নি? ওমা বলিস নি মা, আমায় ভয় করে?

জ্ঞান। মেজবৌ, পড়ে গিয়ে বুকে লেগেছে আমার দম আটকাচ্ছে।

প্রফু। ওগো বাছা, তুমি একজন ডাক্তার ডেকে আন না।

বাড়ী। না বাছা, আমি কব্‌রেজ ডাক্‌তে পার্ব্বো না। ঘরে মলে আমার ঘর ভাড়া হবে না, তোমাদের খুন বিদায় কর। ওমা মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে যে গো, ওঠো গো ওঠো, মত্তে হয় রাস্তায় গিয়ে মর।

প্রফু। হাঁগা বাছা, তোমার দয়া নাই; মানুষ মরে, তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ!

বাড়ী। না বাছা আমার দয়া মায়া নাই। ঘরে মলে আমার ঘর ভাড়া হবে না, আমি ভাড়া চাই নি বাছা, তোমরা বিদায় হও।

প্রফু। ও বাছা, তুমি যা চাও তাই দিচ্ছি, তাড়িও না বাছা, আমি তোমায় সব গহনা দিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ী। হাঁ হাঁ, তোমার গহনা নিয়ে আমি বাঁধা যাই।

প্রফু। কোথায় নিয়ে যাব, কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

জ্ঞান। মেজবৌ তুই ভাবিস নি, আমি সেরে উঠেছি, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছিল সেরে গিয়েছে, তুই বাড়ী যা।

প্রফু। দিদি কি হবে দিদি, কৈ দিদি তুমি তো সার নি, তুমি যে এখনো কাঁপছো।

জ্ঞান। না বো'ন, তোর ভয় নেই, আমার অমন হয়; ঠাকরুণ পাগল মানুষ, এক্‌লা আছেন তুই দেখগে যা; তোর ঠেঁয়ে যদি টাকা থাকে আমায় দিয়ে যা।

প্রফু। হাঁ দিদি সেরেছ তো? আমি তবে যাই, এই নাও; (টাকা দিয়া) তবে আসি দিদি। আমি পাল্কি বেহারাদের দিয়ে তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেব, সর্দ্দারকে বলে দেব তোমার রোজ খপর নেবে।

জ্ঞান। এস বো'ন এস।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

বাড়ী। হাঁগা তুমি চোখ টিপলে যে? ওকে তো বিদায় কল্লে, আমি বাছা তোমায় রাখতে পার্ব্বো না।

জ্ঞান। আমি যাচ্চি মা, তোমায় কি ভাড়া দিতে হবে?

বাড়ী। আমি এক পয়সা চাই নি বাছা, তুমি বিদায় হও।

জ্ঞান। এই নাও একটি টাকা নাও, আমি পাঁচ দিন এসেছি; তুমি যাও, আমি বাসন কোসন নিয়ে বেরুচ্ছি।

বাড়ী। নাও শিগ্‌গির নাও, ঐ ধোপা পাড়ার ভেতর খোলার ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে থাকগে।

[বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান।

জ্ঞান। যাদব যাদব, কাঁদিস নি চল। মা মা ভগবতি, তোমার মনে এই ছিল মা, আশ্রয় হীন কল্লে! শরীরে বল নাই, রাস্তায় চলতে চলতে পথে পড়ে মরে থাকবো, মুন্দফরাশে টেনে ফেলে দেবে। এ অনাথ বালক কোথায় যাবে! লক্ষ্মীর কথায় শুনেছিলেম আপনার ছেলেকে খাওয়াবার জন্য সাপ রেঁধেছিল, আমারও তা'ই ইচ্ছে হচ্ছে, আমি মলে এর দশা কি হবে!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রমেশের ঘর

রমেশ ও জগ

রমে। প্রফুল্ল আনতে পাল্লে না।

জগ। আমার ওকে আর বিশ্বাস হয় না, ও তেমন শাদাটি আর নেই। আমি যোগাড় করে রেখেছি, মদনাকে তা'র বাড়ীর দোর-গোড়ায় পাহারা রেখেছি, ছেলেটা বেরুবে আর ভুলিয়ে নিয়ে চলে আসবে। হাতে হ'লেই হ'ল, বৌকে তো আর দরকার নাই।

রমে। বৌকে দরকার আছে বৈকি। পীতাম্বরে বেটা শুন্‌ছি আসছে, সে বেটা এসেই একটা হাঙ্গাম বাধাবে তা'র সন্দেহ নাই।

জগ। তা ছেলেকে আনতে পাল্লে বৌকে হাত করা শক্ত হবে না; ছেলেটা খেতে পায় না, খাবার দাবার দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে, বৌটাকে ছেলে দেখাবার নাম করে আনা যাবে। একটা ভাবছি বৌটা থাক্‌লে ছেলেটাকে মারা মুস্কিল; সে পরের কথা পরে, বাড়ীতো এনে পোর; আমি চল্লেম, রাত হয়েছে।

রমে। আমায়ও বেরুতে হবে, মা রাত্রে যে চেঁচায়, বাড়ীতে থাক্‌তে ভয় করে।

জগ। তুমি তো বাগানে যাবে? আমায় অমনি নাবিয়ে দিয়ে যেও না।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফু। আমি যা ঠাউরেছি তা'ই, ছেলে এনে মেরে ফেলবে! ক্ষুদ কুঁড়ো খেয়ে বেঁচে থাকুক আমি তারে দুধ ঘি খাওয়াতে চাই নি, প্রাণে বেঁচে থাকুক, পরমেশ্বর করুন প্রাণে বেঁচে থাকুক!

সুরেশের প্রবেশ

সুরে। মেজ, মা কোথা?

প্রফু। ঠাকুরপো, তুমি কোত্থেকে এলে?

সুরে। আমি রাত্রি বেলা যে দিকদে বাড়ী সেঁধুতেম সেই দিক্‌দে সেই পাঁচিল টপ্‌কে এসেছি।

প্রফু। ঠাকুরপো তুমি যেদোকে বাঁচাও।

সুরে। তা'রা কোথায়?

প্রফু। আড্ডায় বেয়ারাদের জিজ্ঞাসা কর, আমায় পাল্কি করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল, তুমি যেদোকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

সুরে। এত রাত্রে তো তাদের দেখা পাব না?

প্রফু। তবে কাল সকালে খপর নিও।

সুরে। তা'ই নেব; মা কোথায়?

প্রফু। শুয়ে আছেন।

সুরে। তুমি এত রাত্রে জেগে বসে আছ যে?

প্রফু। তিনি ঘুমুতে ঘুমুতে উঠেন।

সুরে। তা তুমি মা'র কাছে না থেকে এখানে রয়েছ যে? যদি আর এক দিকদে চলে যান?

প্রফু। না, তিনি এই ঘরেই আসবেন। যখন জেগে থাকেন যেন ছেলেমানুষ হ'ন, যেন নূতন শ্বশুরঘর কত্তে এসেছেন, আমায় মনে করেন তাঁর বাপের বাড়ীর ঝি, এই খাওয়ালেম তখনি ভুলে যান, বলেন ঝি, ঠাকরুণ কি আজ আমায় খেতে দেবেন না? আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নি; কি বলেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নি, ঐ দেখ আসছেন, চক্ষের পল্লব পড়ছে না, মনে কচ্ছো জেগে আছেন, তা নয় ঘুমুচ্ছেন।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। সই কর, সই কর, মদ খাস খাবি; আমার বিষয় থাকুক, আমার বিষয় থাকুক, সই করবি নি? রমেশ, রমেশ, ওকে খুন করে ফেল; ওহো আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে, আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে!

সুরে। ওমা, মা, আমি যে তোমার সুরেশ।

উমা। শিগ্‌গির রেজেষ্টারি করে নে, শিগ্‌গির রেজেষ্টারি করে নে, ভাঙ ভাঙ পাথর ভাঙ; আমার সব ফুরুলো! গড় গড় গড় গড়, এই বৃন্দাবনে এয়েছি।

প্রফু। ওমা, অমন কচ্ছো কেন মা? ঠাকুর-পো এসেছে দেখ না মা?

উমা। উঃ বৃন্দাবনে কি অন্ধকার! খালি ধোঁয়া, খালি ধোঁয়া, কিছু দেখবার যো নেই!

গড় গড় গড় গড়, ভাঙ পাথর ভাঙ, পাথর ভাঙ, বুক যায় বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

প্রফু। এমনি মূর্চ্ছা যান, আমি ধরি আমাকে নিয়ে পড়েন, এই দেখ না আমার সর্ব্বাঙ্গ থে'তো হ'য়ে গিয়েছে।

সুরে। ওমা, মা, আমি যে সুরেশ মা, কেন অমন কচ্ছো? ওমা, ওঠো মা, আমি যে সুরেশ; মা এই দেখ্‌তে কি আমায় গর্ভে ধরেছিলে? এই দেখ্‌তে কি আমায় বুক চিরে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিলে? হায় হায় এই দেখ্‌তে কি আমি জেল থেকে বে'চে এলেম, মাগো আর যে সয় না মা!

উমা। ও ঝি ঝি, এত বেলা হ'ল আমায় কিছু খেতে দিবি নি? আমি অপাট করেছি তা'ই বুঝি ঠাকরুণ খেতে দেবে না?

সুরে। ওমা, মা, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছো না? আমি যে তোমার সুরেশ, দেখ মা।

উমা। ও ঝি, শ্বশুর মিন্‌সের আক্কেল দেখেছিস, সরে যেতে বল; আমি কি সেই ছোট বৌটী আছি যে কোলে করে নিয়ে বেড়াবে।

প্রফু। মা ঠাকুরপোকে চিন্‌তে পাচ্ছো না? চেয়ে দেখ না ঠাকুরপো ফিরে এসেছে।

সুরে। ও মা, মাগো, একবার কথা কও, বুক ফেটে যাচ্ছে মা!

উমা। সরে যেতে বল, সরে যেতে বল, এখন আমি বুড়ো মাগী হয়েছি, এখন আমায় আদর করা কি? বল্লি নি, বল্লি নি, আমি চল্লেম আমি চল্লেম; ওহো হো হো হো! বুক যায়! বুক যায়! বুক যায়!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

জনৈক মাতাল ও যোগেশ

যোগে। কি বাবা, কায গুছিয়েছ, আর মদ দেবে না?

মা। আর মদ কোথায় পাব, কাপ্তেন ঘাল হ'ল আর মদ কোথায় পাব?

যোগে। যেও না শোন, একটা কথা শোন; একজন যোগেশ ছিল, সে তোমাদের ছুঁতো না, তোমাদের মুখ দেখ্‌লে নাইতো; তা'র একটী স্ত্রী ছিল, দেখলে প্রাণ জুড়াত, একটী ছেলে ছিল, তা'রে কোলে নিত, চুম খেত; দিন গেলো দিন ফুরুলো, আবার একজন যোগেশ হ'ল; বলে যোগেশ, যোগেশ কিনা কে জানে; এ যোগেশ কে তা জান? স্ত্রীর বাড়ী বেচা টাকা নিয়ে পালাল, স্ত্রীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বাক্স নিয়ে চলে এল; ছেলেটার হাত মুচড়ে পয়সা কেড়ে নিলে, প্রাণে একটু লাগলো না, কারুকে সে চায় না; বল্‌তে পার কোন্ যোগেশ আমি? সে, কি এ!

মা। ছেড়েদে, ছেড়েদে।

[মাতালের প্রস্থান।

যোগে। আচ্ছা যাও। কোন যোগেশ আমি সে কি এ!

জনৈক লোকের প্রবেশ

ওহে একটা পয়সা দাও না, একটা পয়সা দাও না। [উভয়ের প্রস্থান।

শিবনাথ ও ভজহরির প্রবেশ

শিব। সরে যা সরে যা, গায়ের ওপর পড়িস্‌নি।

ভজ। ক্যা তোম হামকো পছান্তা নেই? হাম মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীদার।

শিব। এ পাগল না কি?

ভজ। পাগল নয় ম'শয় পাগল নয়, সুরেশ বাবু কোন্ বাড়ীতে থাকেন বলতে পারেন? সুরেশ ঘোষ, সুরেশ ঘোষ; এখানে কোন শিবনাথ বাবুর বাড়ী থাকেন।

শিব। সুরেশ বাবুকে কি দরকার?

ভজ। হাম উস্‌কা মহাজন হ্যায়, জমিনদার; মোচ্ দেখ্‌কে সমজাতা নেই? ম'শয়, শিবনাথ বাবুর বাড়ী বলতে পারেন?

শিব। আমার নাম শিবনাথ; তোমার সুরেশ বাবুর সঙ্গে কি কায?

ভজ। শুনুন না, বুঝতেই তো পেরেছেন, আমার কোন পুরুষে জমীদার নয়; সুরেশ বাবুর ভাই রমেশ বাবু আজ আমায় জমীদার করেছেন, আমি যোগেশ বাবুর বিষয় বাঁধা রেখেছিলেম. সে বিষয় রমেশ বাবুকে লিখে দিয়ে রেজেষ্টারি করে এলেম: হাম জমিনদার হ্যায়, সপ্তচর পরগণা হামারা হ্যায়।

শিব। তুমি জমীদার?

ভজ। জমিনদার নেই? রেজেষ্টার লিখ্‌লিয়া জমিনদার। ও ম'শয় আপনি বুঝতে পার্ব্বেন না শাদা লোক, সুরেশ বাবুর কাছে নিয়ে চলুন; তিনি না বুঝতে পারেন, একটা উকিল ডাকুন আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। রমেশ বাবু ফাঁকি দিয়েছে বাজার রাষ্ট্র কথা একথা শোনেননি? আমাকে জমীদার সাজিয়ে ছিল।

শিব। বুঝেছি বুঝেছি, আমার সংগে এস।

ভজ। ক্যা জমিনদার এসা যাগা? সোয়ারি লেয়াও; তোম্‌ ক্যায়সা দাওয়ান? তোমকো বরতরফ করেগা।

শিব। তুমিও তো এ জুচ্চুরির ভেতর আছ? আমরা নালিশ কল্লে তোমারও তো মিয়াদ হয়?

ভজ। অত দূর কর্ব্বেন কেন, আমায় নিয়ে রমেশ বাবুর কাছে হাজির হ'লেই তাঁর গা শিউরে উঠ্‌বে, লিখে দিতে পথ পাবে না; চলুন না, আমি বাগিয়ে সব্‌ ঠিক্‌ করে দিচ্ছি।

শিব। তুমি যদি শেষ পেছোও।

ভজ। পেছোবো তো এগিয়েছি কেন? অবিশ্বাস হয়, একটা উকিল ডেকে এফিডেবিট করিয়ে নাও না; আর আমি আগে তো এক পয়সা চাচ্ছি নি, তোমাদের বিষয় পাইয়ে দিই আমায় কিছু দিও, তোমরাও সুখে স্বচ্ছন্দে থেক, আমিও পুটীয়াকে নিয়ে থাক্‌বো।

শিব। আচ্ছা তুমি এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

জ্ঞানদা ও যাদবের প্রবেশ

জ্ঞান। যাদব, এক কথা বলি শোন, এই চারটে টাকা বেশ করে বেঁধে নে, কেউ চাইলে দিস্‌নি, কারুকে দেখাস্‌নি, ইচ্ছা হয় লুকিয়ে বা'র করে দোকানে যা কিনে খাস্‌। আর এখন এই দু-আনা পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেগে, আমি এইখানে বসে থাকি।

যাদ। কেন মা তুমি এস না, তুমিও তো খাও নি মা।

জ্ঞান। আমি খেয়েছি বৈকি।

যাদ। অমন হাঁপাচ্ছ কেন মা?

জ্ঞান। হাঁপিয়েছি, তাইতো বসে আছি, তুই যা।

যাদ। মা তোরে জল এনে দেব মা?

জ্ঞান। না বাছা তুমি যাও, খাওগে।

[যাদবের প্রস্থান।

এইতো আসন্নকাল উপস্থিত, অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে যাবে! যেদোর কি হবে আর দেখতে আসবো না, আজ তো বাছা খেতে পাবে!

যোগেশের প্রবেশ

যোগে। কোথাও তো কিছু হ'ল না, এই চারটে পয়সা পেয়েছি এক ছটাক মদ দেবে। এ কে, জ্ঞানদা পড়ে নাকি?

জ্ঞান। তুমি এসেছ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। একটা কথা শোন; আমায় মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ করেছি! আমি শিব পুজো করে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলেম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই! এখনও শোধরাও তোমার সব হবে।

যোগে। মচ্ছো, রাস্তায় মরতে এসেছ? তোমাদের এত দূর হয়েছে? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! যেদোও মরেছে? বেশ হয়েছে! মচ্ছো মর, আমি মদ খাইগে; ঘরে মরতে পাল্লে না? তা মর রাস্তায়ই মর; কি কর্ব্বো হাত নেই, মদ খাইগে! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

জ্ঞান। তুমি আমার একটী উপকার কর, যদি এই কথাটী স্বীকার পাও, তা হ'লে আমি সুখে মরি। কোন রকমে যদি যেদোকে পীতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি পীতাম্বরকে যদি একখানা চিঠি পাঠিয়ে দাও, সে এসে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি সুখে মরি।

যোগে। তুমি রাস্তায়, যেদো সেথায় মর্‌বে, কেমন? তা বেশ! আমি বল্‌তে পারি নি, মিছে কথা বল্‌বো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি লিখ্‌বো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, যদি শীগ্‌গির না ঘাড়ে চাপে তা'হ'লে পার্ব্বো; আর ঘাড়ে চাপ্‌লে আমি কি কর্ব্বো! কি বল, আমি লাথি মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন?

জ্ঞান। তোমার অপরাধ কি, আমায় ভগবান্‌ মেরেছেন!

যোগে। না না, ভূতটা তফাতে আছে, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি; আমিই মেরে ফেলেছি, কি কর্ব্বো বল, ভূতে মেরেছে, চারা নাই! মচ্ছো, মর—মর; (জ্ঞানদার মৃত্যু) আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরদালান

রমেশ ও কাঙালী

রমে। বৌ মারা গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল করে জিজ্ঞাসা কল্লেম, শুন্‌লেম পীতাম্বরে বেটা তা'র দেশে নিয়ে গেছ্‌লো, সেইখানে মারা গেছে। এখন ছেলেটা কোথায় গেল? সেইটাকে ধত্তে পাল্লেই যে আপদ্ চোকে; এড্‌মিনিষ্ট্রেটারের কাছ থেকে টাকাটা বা'র করে আনি। দাদা পাগল হয়েছে। পীতাম্বরে বেটা মামলার উদ্যোগ করে, বেনামী স্বীকার পাব, দাদার না হয় খোরাকী বন্দোবস্ত কর্ব্বো,—সেও কি, দু এক বোতল মদ দিয়ে রেখে দেব, মদ খেতে খেতেই একদিন অক্কা পাবে।

কাঙা। জগা তো ঠিক্ বলেছিল, ছেলেটা হাত করা ভারি দরকার, দেখ্‌ছি ওর ভারি বুদ্ধি। বাবু, একজন খেটে খুটে বিষয় কল্লে, আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁকতালায় মেরে দিলেন!

জগ, যাদব ও মদনের প্রবেশ

এই যে জগা ছেলে নিয়ে এসেছে।

যাদ। ও মদন দাদা, এ কে মদন দাদা? আমার ভয় করে মদন দাদা! আমার মা কোথায় মদন দাদা? কৈ ভাত রেঁধে ডাক্‌ছে মদন দাদা? ও মদন দাদা, আমার ভয় কচ্ছে মদন দাদা!

রমে। ভয় কি! আয়্ এ দিকে আয়্, তোর মা বাড়ীর ভিতর আছে।

যাদ। আমার মা'র কাছে নিয়ে চল, আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমার ভয় কচ্ছে!

রমে। চুপ্! কাঁদিস্ নি।

যাদ। না না, কাকা বাবু, আমি কাঁদ্‌বো না, তুমি মের না কাকা বাবু!

রমে। যা, এর সঙ্গে যা।

যাদ। ও কাকা বাবু, আমার ভয় করে কাকা বাবু! আমার তেষ্টা পেয়েছে কাকা বাবু, একটু জল দাও, কাকা বাবু।

রমে। না, জল খায় না, তোর অসুখ করেছে।

যাদ। না কাকা বাবু, অসুখ করে নি কাকা বাবু, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রমে। ক্ষিদে পেয়েছে! কেটে ফেল্‌বো!

যাদ। হাঁ কাকা বাবু, আমি দুদিন খাই নি কাকা বাবু, আমি মাকে খুঁজ্‌ছি; মা টাকা বেঁধে দিয়েছিল কে কেটে নিয়েছে, আমি কিছু খেতে পাই নি; আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও।

রমে। জল খায় না, যা, ওর সঙ্গে যা।

যাদ। আমি আর চল্‌তে পারিনি, কাকা বাবু!

রমে। এই চাবি নাও, যে মহলটা বন্ধ আছে, সেইটে খুলে তারির ভেতর রাখ গে। নিয়ে যাও, পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাও।

কাঙা। এস, তোমার মা'র কাছে নিয়ে যাই, চল।

যাদ। সত্যি বল্‌ছো, মিছে কথা বল্‌ছো না?

রমে। আবার কথা কাটাতে লাগ্‌লো, মেরে হাড় ভেঙে দেব, অসুখ করেছে শুগে যা।

যাদ। অসুখ করেছে? আমি কিছু খাব না একটু জল দাও।

রমে। না, যা যা জল দেবে এখন যা।

যাদ। ও মদন দাদা তুমি এস।

[যাদব, মদন ও কাঙালীর প্রস্থান।

জগ। কাজ তো গুছিয়ে আছে, একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস; তুমি রোগ বল্লেই টাকার লোভে একটা রোগ বল্‌বে এখন, আর ওষুধও লিখে দেবে এখন। বেশ, কারুর সন্দেহ কর্‌বার যো নাই; ছেলে পথে পথে বেড়াচ্ছিল, যত্ন করে বাড়ী নিয়ে এসেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, মারা গেল, তুমি কি কর্ব্বে?

মদনের পুনঃপ্রবেশ

মদ। পাহারাওয়ালা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না।

জগ। চোপ্! এখনি বেঁধে নিয়ে যাব।

মদ। না না, আমি তো চুরি করি নি, তুমি যা বল্‌বে তা'ই শুনছি। পাহারাওয়ালা সাহেব, ছেলে তো এনে দিয়েছি, এখন আমি কোথাও চলে যাই, তুমি আর আমায় ধরো না।

জগ। চুপ করে বস। ওকে দিন কতক ভুলিয়ে রাখ, কি জানি কোথাও গোল করুক। আর ওষুধের যদি একটা ওল্টা পাল্টা কত্তে হয়, বলা যাবে পাগ্‌লাটা ওল্টা পাল্টা করেছে, কোন কিছু দোষ চাপাতে হয়, ওর ওপর দিয়ে চাপান যাবে।

রমে। ঠিক্ বলেছ। মদন দাদা, তুমি যেতে চাচ্ছ, আমি কনে ঠিক্ করে রাখ্‌লেম, আর তুমি চল্লে?

মদ। হাঁ দাদা সত্যি? হাঁ দাদা সত্যি?

রমে। সত্য বৈ কি।

মদ। তাই বল্‌ছি, তাই বল্‌ছি, বংশটা লোপ হয়, বংশটা লোপ হয়।

রমে। দিব্যি কনে ঠিক করেছি।

মদ। তা যেমন হ'ক, কি জান বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

রমে। যেমন হ'ক কেন, বেশ কনে ঠিক্ করেছি, তুমি বৈঠকখানায় বস গে।

মদ। হাঁ দাদা, আর পাহারাওয়ালার সঙ্গে বে দেবে না?

রমে। পাহারাওয়ালা কেন?

মদ। দেখ দাদা, বেশ্যার মেয়ে বে দিয়েছিল, দাঁতে কুটো করে জাতে উঠেছি, যাত্রাওয়ালার ছেলে বে দিয়েছিল, দুটো কাণ মলা খেয়ে চুকেছে, এই পাহারাওয়ালা বিয়ে করে আমার প্রাণটা গেল! আর পাহারাওয়ালা বে দিও না দাদা।

রমে। না মদন দাদা, বেশ মেয়ে।

মদ। তাই বল্‌ছি, তাই বল্‌ছি, কি জান বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

[মদনের প্রস্থান।

জগ। তবে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস, দুদিন খায় নি আর জোর দুদিন টেঁক্‌বে।

[জগ ও রমেশের প্রস্থান।

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফু। কিছু জান্‌তে পাল্লেম না, কি ফুস্ ফুস্ কল্লে; ছেলেটাকে কি ধরেছে? আমার মন আজ কেমন কচ্ছে, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি; আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে! আমি আর কাঁদ্‌তে পারি নি, আমার কান্না এসে না, আমার বুকের ভিতর কেমন কচ্ছে! ঠাকুরপো কি সন্ধান পায় নি? কি করি, আমার বুকের ভিতর কেমন করে উঠ্‌ছে!

ঝির প্রবেশ

ঝি। বৌ ঠাক্‌রুণ, একটু মুখে জল দেবে এস, না খেয়ে না ঘুমিয়ে তুমি কি পাগলের সঙ্গে মারা যাবে? শুনেছিলেম কলকাতার বৌগুলো কেমন কেমন হয়, আমি এমন বৌ তো কখন দেখি নি; এস, সকাল সকাল নাও, দুটো খাও।

প্রফু। দেখ ঝি, বুঝি আমার এ বাড়ীতে খাওয়া ফুরিয়েছে; আমার বড় মন কেমন কচ্ছে! আমার যদি এমন হয়, তা'হ'লে আর আমি বাঁচ্‌ব না; আমায় কে যেন ডাক্‌ছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদ্‌ছে; আমি কাঁদ্‌তে পারি নি, আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছে।

ঝি। ও কিছু নয়, খাওয়া নেই নাওয়া নেই, রাতদিন পাগলের সঙ্গে ঘোরা, বাতিক বেড়েছে।

প্রফু। না ঝি, আমার কোথায় কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে! আমার বড্ড মন কাঁদছে; তোমায় একটী কথা বলি, যদি আমার ভাল মন্দ হয় আমার গহনাগুলি তুমি নিও, বেচে যা টাকা হবে তা'ই থেকে ঠাক্‌রুণকে খাইও, আবাগীর আর কেউ নাই!

ঝি। বালাই! অমন সোণারচাঁদ বেটা রয়েছে, তুমি অক্ষয় অমর হও, কেউ নেই কি?

প্রফু। না ঝি, অমন আবাগী ভারতে আর জন্মায় না! তুমি আমার কাছে বল, তুমি কোথাও যাবে না, মাকে দেখবে, আমি আর বাঁচ্‌ব না, আমার কোথা ভরাডুবি হয়েছে!

ঝি। হাঁগো হাঁ, তাই হবে, তুমি এখন এস; ফাঁকে ফাঁকে দুটি খেয়ে নেবে, ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবে, তা নইলে বাঁচ্‌বে কেন?

প্রফু। আমার মা, বাঁচ্‌তে এক তিল ইচ্ছে নাই, কেবল ঐ আবাগীর জন্য মনটা কাঁদে। আমার ছেলে বেলা মা মরে গিয়েছিল, আমি শ্বশুরবাড়ী এসে মা পেয়েছিলেম; সেই মা আমার এমন হ'ল! আমাদের সোণার সংসার ভেসে গেল!

ঝি। কি কর্ব্বে মা, কারু তো হাত নয়; এস মা, এস!

প্রফুল্ল। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীমিত্রের ঘাট

শিবনাথ, সুরেশ ও ভজহরি

শিব। ওহে সুরেশ, আমি তো ছেলে কোথাও খুঁজে পেলেম না। আমি সমস্ত রাত থানায় ঘুরেছি, পাঁচজন লোক লাগিয়ে কলিকাতার অলি গলি খুঁজেছি, কেউ তো বলে না যে দেখেছি।

সুরে। বল কি! তবে সর্ব্বনাশ হয়েছে, সে আর নাই! মেজদা মেরে ফেলেছে।

শিব। সে কি?

সুরে। আর সে কি! তোমায় তো বলেছি, মেজবো'র ঠেঁয়ে শুনে এলেম তা'কে মেরে ফেলবার পরামর্শ কচ্ছে। ভাই শিবনাথ, আমার প্রাণের ভিতর জ্বলে জ্বলে উঠ্‌ছে, যেদোকে যদি না পাই, এ প্রাণ আর আমি রাখবো না! আমি কি এই যাতনা ভোগ কর্‌বার জন্যই জন্ম গ্রহণ করেছিলেম! ভাই, আমার যেদোকে এনে দাও, যেদোকে না পেলে আমি এ শ্মশান থেকে যাব না। আমি তিন দিন দেখ্‌বো তা'র পর জলে ঝাঁপ দেব।

ভজ। ওহাইয়াদ, ওহাইয়াদ, সাফ ওহাইয়াদ! সুরেশ বাবু, একে না পেলে মর্‌বো, ওকে না পেলে মর্‌বো, তা হ'লে তো আর বাঁচা হয় না, দিনের ভিতর দুশোবার মরতে হয়; মনে করেছেন কি আপনিই ঝড় ঝাপটা খাচ্ছেন, আর কেউ কখন খায়নি? তবে কাঁদছেন কাঁদুন, বেশী বাড়াবাড়ি কেন?

সুরে। ভাই রে, আমার মতন অভাগা পৃথিবীতে আর নাই! আমার অন্নপূর্ণার মত মা জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বেড়াচ্ছেন, আমার ইন্দ্রের মত বড় ভাই পথে পথে ভিক্ষা কচ্ছেন, আমার রাজলক্ষ্মী বড়ভাজ অনাহারে পথে পড়ে মরেছেন, আজ অনাথার মত পোড়ালেম,—আমার প্রফুল্লকমল মেজবৌ দিন দিন মলিন হচ্ছেন, আজ আমার ব্রজের গোপাল হারিয়েছে! আমি আপনি জেল খেটেছি তা'তে দুঃখিত নই, আমার যেদোর মুখ মনে পড়্‌ছে আর আমি প্রাণ ধত্তে পাচ্ছি নি!

ভজ। মুখ মনে কত্তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনে পড়ে; আমার ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ নয়, এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাসামুখী মা ছিল, গেঁটা গোটা সব ভাই ছিল, বোনটা আমি না খাইয়ে দিলে খেত না; তা'র পর শোন, একদিন খেলিয়ে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ী শুদ্ধ কাঁদ্‌ছে; কি সমাচার? না জমিদারে আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত খোলে পড়েছে, প্রাণ ধুক্ ধুক্ কচ্ছে, সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরুন; তা'র পর জমিদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলে পুলে নিয়ে মা-ঠাকরুণ বেরুলেন, দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, যা দুটী পান আমাদের খাওয়ান আপনি উপোস যান, এক দিন তো গাছতলায় পড়ে মরুন—

সুরে। আহা হা!

ভজ। রসো, আহা হা করো না; ঝড়ে যেমন আঁব পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে পড়্‌লো আর মলো; বোনটাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদতে লাগলো, আমিও কাঁদ্‌তে লাগলেম, তা'র পর আর সন্ধান নাই! কেমন, মুখ মনে পড়্‌বার আছে?

সুরে। আহা ভাই, তুমিও বড় দুঃখী।

ভজ। তা'র পর মামা বাবুর কাছে গিয়ে পড়্‌লেম; গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উনুন ধরান, ভাত রাঁধা; মামা বাবুর বেত্, আর মামী ঠাক্‌রুণের ঠোনার সঙ্গে ফেণে ফেণে ভাত; জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।

সুরেশের জনৈক পরিচিতের প্রবেশ

সু-প। কেউ তো কিছু বল্‌তে পারে না, একজন ময়রা বল্লে একটী ছেলে খাবার কিন্‌তে

এসেছিল, এক্‌টা বুড়ো এসে বল্লে শীগ্‌গির আয়্ তোর মা ডাক্‌ছে; কিন্তু কে যে তা আমি কিছু সন্ধান কত্তে পাল্লেম না।

সুরে। ও ভাই, তুমি আবার যাও, কোন রকমে সন্ধান কর; আহা! কখনও কোন ক্লেশ পায় নি, ননী ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে! কখনও রাস্তায় বেরুতে পেতো না, কখনও ভূঁয়ে নাবে নি, কোলে কোলে বেড়িয়েছে, না জানি তা'র কত দুর্গতিই হচ্ছে!

ভজ। রসো রসো বিনিয়ে কেঁদো এখন; বুড়ো বল্লে বুঝি, বুড়ো সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে? সুরেশ বাবু, সন্ধান হয়েছে, তোমার মায়ের পেটের সহোদর নিয়ে গিয়েছে। সে বুদ্ধটী আমার মাতুলানীর অনুচর! সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, একটু আড়ালে দাঁড়াও আমি সন্ধান নিচ্ছি, ঐ যে তোমার মধ্যম, মা'র পেটের ভাই গাড়ী থেকে নাব্‌ছেন, যাবার যো কি? চুম্বকে যেমন লোহা টানে তেমনি টান দিয়েছি, আমায় দেখে নড়্‌বার যো কি? একটু আড়ালে দাঁড়াও, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমাদের দু জনকে একত্রে দেখলে সর্‌বে।

সুরেশ ও শিবনাথের অন্তরালে অবস্থান,
ও রমেশের প্রবেশ

ক্যা রমেশ বাবু, আপ্ হিঁয়া তস্‌রিপ কাহে লেয়ায়া, মেজাজ্ খোস্?

রমে। কি হে তুমি যাও নি?

ভজ। হাম লোক জমীদার হ্যায়, যাতে যাতে দো এক রোজ রহে যাতা।

রমে। আরও কিছু টাকা চাই না কি?

ভজ। মেহেরবানি আপ্‌কা।

রমে। আচ্ছা এস, আমি ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট কিনে দিচ্ছি, আর একখানা চেক দিচ্ছি এলাহাবাদের ব্যাঙ্কের উপর।

ভজ। যাবই তো; রয়ে গিয়েছি কেন জানেন, আরও যদি কিছু কাজ কর্ম্ম দেন।

রমে। আর এখন কিছু কাজ হাতে নেই, হ'লে চিঠি লিখে পাঠাব।

ভজ। সো তো আপ্ লিখিয়েগা, সো তো আপ্ লিখিয়েগা, দোস্তি হুয়া ও সব তো চলেই গা: দেখিয়ে হাম্‌সে কাম চল্‌তা, দোসরাকো কাহে দেনা?

রমে। সত্য বল্‌ছি এখন আর কিছু কাজ হাতে নাই।

ভজ। আবি নেই, দো রোজমে হো শেক্তা। আগর ভাতিজা মরে তো একঠো জমিন্‌দার গাওয়া চাহিয়ে, ওস্কো বেমার হুয়াথা; হাম্‌তো জমিন্‌দার হ্যায়, আপ্‌কো মোকামমে যাতা হ্যায়।

রমে। ভাতিজা! ভাতিজা কে?

ভজ। ভাইপো গো, ভাইপো, যাদব!

রমে। ও কি কথা!

ভজ। সুরেশবাবু, আসুন সন্ধান পেয়েছি।

রমে। এই যে সুরেশ বেঁচে আছে, মিছে কথা বলেছে পাজী বেটা!

ভজ। ম'শয় যান কেন, যান কেন, ভাইয়ের সঙ্গে একবার আলাপ করে যান।

[রমেশের প্রস্থান।

শিবনাথ ও সুরেশের প্রবেশ

সুরে। কি সন্ধান পেলে, কি সন্ধান পেলে? আছে তো, বেঁচে আছে তো?

ভজ। বোধ হচ্ছে তো আছে, আসুন শীগ্‌গির আসুন, বাবুর বাড়ীতে চলুন।

শিব। বাড়ীতে যাবে, যদি ঢুক্‌তে না দেয়?

ভজ। আমাতে সুরেশ বাবুতে গেলে দোর ভাঙলেও কিছু বল্‌বে না, ঢুক্‌তে দেবে না কি?

[সকলের প্রস্থান।

জনৈক লোকের প্রবেশ

গীত

মন আমার দিন কাটালি মুল খোয়ালি
ভাল ব্যাসাত কল্লি ভবে।
এক্‌লা এলে এক্‌লা যাবে,
মুখ চেয়ে কা'র ঘুর্‌ছ তবে॥
কে তুমি বল্‌ছো আমি,
দেখ্ ভেবে আর ভাব্‌বি কবে;
ভাঙ্‌বে মেলা, ঘুচ্‌বে খেলা,
চিতার ছাই নিশানা রবে॥

যোগেশের প্রবেশ

যোগে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! কি কর্ব্বো, গেল তা কি কর্ব্বো? আমার

সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! গেল, যাক্; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! হাঁ হে, তুমি তো মড়া পোড়াতে এসেছ।

লোক। হাঁ।

যোগে। মদ টদ খাচ্ছ না?

লোক। এ কে রে!

(পালাইতে উদ্যত)

যোগে। বল না বল না, আমায় যা বল্‌বে তা'ই কর্ব্বো, বেশি খা'ব না, এক গেলাস দাও, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে পয়সা দাও, চট্ করে এনে দিচ্ছি। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! গেল তা কি কর্ব্বো?

[লোকের প্রস্থান।

আহা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! ঐ না কা'রা মড়া পুড়িয়ে যাচ্ছে, গায়ের ব্যথার জন্য একটু মদ খাবে না? যাই ওদের সঙ্গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

[যোগেশের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের দরদালান

মদন ও প্রফুল্ল

মদ। না না, আমি পার্ব্বো না, আমি পার্ব্বো না! ছেলে মার্‌বে, ছেলে মার্‌বে! আমায় লুকিয়ে রেখে দাও, আমায় লুকিয়ে রেখে দাও; ছেলে মার্‌বে, ছেলে মার্‌বে, বংশ লোপ কর্ব্বে, বংশ লোপ কর্ব্বে।

প্রফু। কি গা কি বল্‌ছো? ছেলে মার্‌বে কি বল্‌ছো গা?

মদ। ওগো বংশ লোপ কর্ব্বে, বংশ লোপ কর্ব্বে, ছেলে মার্‌বে! সেই পাহারাওয়ালা ছেলে মার্‌বে। হায়! হায়! আমি কেন পাহারা-ওয়ালা বে করেছিলেম!

প্রফু। মদন দাদা, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল, ছেলে মার্‌বে কি?

মদ। না না আমি বল্‌বো না, আমায় ধর্‌বে, জমাদারে ধর্‌বে, আমি কোথায় লুকবো?

প্রফু। মদন দাদা, তোমার ভয় নেই, তুমি বল।

মদ। না না, সে তেমন পাহারাওয়ালা নয়, সে ধর্‌বে, আমার ভয় কর্চ্ছে।

প্রফু। কে ধর্‌বে? ছেলে মার্‌বে কি আমায় শিগ্‌গির বল।

মদ। না না বল্‌বো না, আমি তা'র ভয়ে সিঁধুক ভেঙে দলিল চুরি করে আন্‌লেম, তবু ছাড়্‌লে না; আমি তা'র ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এলেম, তবু ছাড়্‌লে না; ছেলে মার্‌বে, না খেতে দে মার্‌বে, আমায় বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, দুধ দিয়েছিলেম, তা'ই বে'চে আছে,—না না দুধ দিই নি। আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফু। মদন দাদা, মদন দাদা, কা'কে ধরেছে? যেদোকে?

মদ। হাঁ, হাঁ, না, না, আমি না, আমি দলিল চুরি করেছি, ধরিয়ে দেবে; হায়! হায়! বে কত্তে গে মজ্‌লেম, বে কত্তে গে মজ্‌লেম! কেন এ দস্যি পাহারাওয়ালা বে কল্লেম? সেই আমায় ভয় দেখিয়ে দলিল চুরি কত্তে বল্লে, তা'কে আমি দলিল দিলেম, এখন আমায় ধরিয়ে দেবে; কি হবে, কি হবে, আমি ছেলে-টাকে দুধ দিয়েছি জান্‌লেই এখনি আমায় বে'ধে নে যাবে, আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফু। মদন দাদা দাঁড়াও।

মদ। না না, দাঁড়াব না, আমায় ধর্‌বে, আমি লুকবো।

প্রফু। মদন দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, ছেলে কোথায় বল?

মদ। ওরে বাপরে! আমায় ধর্‌লে রে!

প্রফু। তুমি কেন ভয় পাচ্ছো, ছেলে কোথায় বল? আমি ছেলেকে বাঁচাব; মদন দাদা, শীগ্‌গির বল কোথায়?

মদ। ঐ তোমাদের পোড়ো মহলে রেখেছে, আমায় ছেড়ে দাও আমি লুকুই, আমি পালাই, আমায় মেরে ফেল্‌বে!

প্রফু। মদন দাদা, তোমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয় এত কর?

মদ। না না মর্‌তে পার্ব্বো না, মর্‌তে পার্ব্বো না! আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

প্রফু। মদন দাদা, ধিক্ তোমায়! মা বল্‌তেন তুমি একজন সাধু পুরুষ, তোমার কি এই বুদ্ধি? তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অধর্ম্ম কর? প্রাণের ভয়ে বাক্স ভেঙে চুরি কর? প্রাণের ভয়ে কচি ছেলে এনে রাক্ষসের মুখে দাও? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থাক্‌বে? একবার ভেবে দেখ, যম তোমার সঙ্গে ফির্‌ছে, যখন ধর্ম্মরাজ তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বেন যে, তুমি বালক ভুলিয়ে এনে রাক্ষসকে দিয়েছ? তখন তুমি কি উত্তর দেবে? মদন দাদা, সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে কর, এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, বালকের প্রাণরক্ষার উপায় কর; ছার প্রাণ চিরদিন থাক্‌বে না, ধর্ম্মই সাথী, ধর্ম্ম রক্ষা কর, ধর্ম্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও; মদন দাদা, যা করেছ তা'র আর উপায় নাই, আমায় বলে দাও যেদো কোথায়? আমি তাকে কোলে নে বসি, দেখি, কোন্ রাক্ষস আমার কাছ থেকে নেয়? এখনও বল্‌ছো না? তোমার কি মরণ হবে না? এ মহাপাতকের কি শাস্তি হবে না? যদি হিত চাও, যদি ঘোর নরকে তোমার ভয় থাকে, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও; যমরাজ দণ্ড তুলে তোমার পেছনে পেছনে ঘুর্‌ছেন তুমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছো না।

মদ। অ্যাঁ অ্যাঁ যমরাজ?

প্রফু। হাঁ, যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে! যদি সেই মহা ভয় হ'তে উদ্ধার হ'তে চাও, সাহস বাঁধ, আমার সঙ্গে এস, যেদো কোথায় দেখিয়ে দেবে এস; তুমি সামান্য পাহারাওয়ালার ভয় কচ্ছো? যমদূতকে ভয় কর না, ধর্ম্মরাজকে ভয় কর না? অবোধ বালককে ভুলিয়ে এনেছ, তবু স্থির আছ? প্রাণভয়ে তা'র প্রাণরক্ষার উপায় কচ্ছো না? তোমার প্রাণে ধিক্, তোমার ভয়ে ধিক্, তোমার জন্মে ধিক!

মদ। চল চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!—যদি ধরে?

প্রফু। তোমার এখনও ভয়? যখন যমদূত ধর্‌বে তার উপায় কি করেছ? এখনও ধর্ম্মের আশ্রয় নাও, সামান্য ভয় ছাড়।

মদ। চল চল, এই দিকে চল, মরি মরবো ছেলে দেখিয়ে দেব; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

যাদব, রমেশ, কাঙালী ও জগ

যাদ। ও কাকা বাবু, একটু জল দাও! আমার আগুন জ্বল্‌ছে গো আগুন জ্বল্‌ছে!

রমে। জল দিচ্ছি এই ওষুধটা খা।

যাদ। না গো জ্বলে যায়, জ্বলে যায়, আমায় একটু জল দাও।

জগ। কোন্‌টা দেব?

রমে। (Tartar Emetic) টার্‌টার এমিটীক দাও, ডাক্তার আস্‌ছে, বমি হ'বে দেখ্‌বে এখন।

জগ। না না, পেটে কিছু নেই উঠ্‌বে কি? সেইটেই উঠে যাবে, ডাক্তার বল্‌বে খেতে দাও; এইটে দাও, খুব ছট্‌ফট্ কর্ব্বে দেখ্‌বে এখন।

যাদ। ওগো না গো, ও কাকা বাবু, আমি সন্ধ্যাবেলা মর্‌বো, এখন আর দুঃখ দিও না! আমার সব শরীরে ছুঁচ ফুটছে, কাকা বাবু, তোমার পায়ে পড়ি, কাকা বাবু!

রমে। ডাক্তার আস্‌ছে, ডাক্তার আস্‌ছে।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তা। গুড মর্ণিং, কেমন আছে?

জগ। আহা, বাছা আজ নির্জীব হ'য়ে পড়্‌ছে।

কাঙা। ডাক্তার বাবু, বাঁচ্‌বে তো? বাবুর ছেলে নেই পুলে নেই, কেউ নেই, ঐ ভাইপোটী সর্ব্বস্ব!

যাদ। ও ডাক্তার বাবু, আমার কিছু হয় নি, আমায় একটু জল খেতে দিলেই বাঁচবো।

ডাক্তা। দাও, দাও জল দাও।

জগ। ও আমার পোড়ার দশা, জল কি তলায়!

যাদ। ওগো, আমায় জল না দাও, একটু দুধ খেতে দাও, আমি কিছু খাই নি।

রমে। ডাক্তার সাহেব, (Delirium set in) ডিলিরিয়াম সেট ইন্ কল্লে।

ডাক্তা। এত দুধ সুরুয়া রয়েছে, তোমাকে খেতে দেয় না?

যাদ। না ডাক্তার বাবু, আমাকে খেতে দেয় না।

ডাক্তা। ছুট্।

জগ। ডাক্তার বাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না!

রমে। (Doctor, your fee) ডক্টর, ইয়োর ফি।

ডাক্তা। একটা (Bilster) ব্লিস্টার দাও।

যাদ। না গো না, আর বেলেস্তারা দিও না গো; আমার পেটের খানা এখনও জ্বল্‌ছে; এই দেখ—ঘা হয়েছে।

[ডাক্তার ও রমেশের প্রস্থান।

ও মা গো, একবার দেখে যাও গো; মা, তুমি কোথায় আছ গো! জ্বলে গেলেম গো! জ্বলে গেলেম! মা গো, একবার দেখে যাও!

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমে। ওহে কাঙালী, ডাক্তারকে রাখ্‌তে গিয়ে দেখি, ভজহরি, সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর চার বেটা দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ কচ্ছে; বাড়ী ঢোক্‌বার যেন কি মত্‌লব কচ্ছে।

জগ। তা'র ভয় কি, এই বেলেস্তারা খানা দিলেই হ'য়ে যাবে এখন।

যাদ। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি; আমায় গলা টিপে মেরে ফেল! জ্বলে গেল গো, জ্বলে গেল! ও কাকা বাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমি একটু জল খেয়ে মরি। কাকা বাবু, কাকা বাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকা বাবু!

কাঙা। চল যাওয়া যাক্, মদনাকে পাঠিয়ে দিই, এই মালিস্‌টা এক ডোস্ খাওয়ালেই হ'য়ে যাবে এখন; এই বিছানার কাছেই রইলো।

যাদ। ও কাকা বাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকা বাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমায় একটু জল দাও, জল খেলেও বাঁচ্‌বো না কাকা বাবু!

রমে। দাও, একটু জল দাও।

জগ। না না, তবু পাঁচ মিনিট যুঝ্‌বে।

যাদ। না আমি জল খেলেই মর্‌বো, না আমি জল খেলেই মর্‌বো; এই দেখ না আমার গায়ে ইঁদুর পচার গন্ধ বেরিয়েছে, আমায় কুকুরে চিবিয়ে খাচ্ছে।

জগ। চল চল দেখা যাগ্‌গে; ভজহরিটার সঙ্গে সুরেশ যুটেছে, আমার ভাল বোধ ঠেক্‌ছে না। আমি তো বলেছিলুম্ ডাক্তারটা পাজী, মিছে কথা কয়েছে, সুরেশ মরে নি।

[রমেশ, কাঙালী ও জগর প্রস্থান।

যাদ। ওমা গো, কতক্ষণে মর্‌বো মা!

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফু। এই যে আমার যাদব! যাদব, যাদব, বাবা!

যাদ। কেও কাকিমা এসেছ? আমায় একটু জল দাও। (প্রফুল্লের জল দেওন) আমি আর খেতে পাচ্ছি নি, আমার চোকে কাণে জল দাও; কাকিমা আমায় না খেতে দে কাকা মেরে ফেল্লে।

প্রফু। পরমেশ্বর, কি কল্লে! ও বাবা, এই দুধ খাও!

যাদ। আর গিল্‌তে পার্ব্বো না, গলা আট্‌কে গিয়েছে; দেখ্‌লে না, জল গিল্‌তে পাল্লেম না; কাকিমা, মা কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাক্‌লে মা আমার খুঁজে খুঁজে আস্‌তো। যদি বেঁচে থাকে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়, বোলো না, আমি না খেতে পেয়ে মরেছি। আমায় আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদ্‌তো, খেতে পাই নি শুন্‌লে, মা আমার বুক চাপ্‌ড়ে মরে যাবে। কাকিমা, বোলো আমি ব্যামোতে মরেছি।

প্রফু। বালাই! বালাই! ছি বাবা, ও সব কথা বল্‌তে নাই। যাদব, যাদব, বাবা, বাবা! পরমেশ্বর, রক্ষা কর!

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদ। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! এই নাও এই নাও, এই পারাভস্ম নাও; আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পেয়েছি, এই খাইয়ে দাও। আমি লুকিয়ে রেখেছিলেম, বেঁচে থাক্‌বে বলে লুকিয়ে রেখেছিলেম, এখনি বাঁচ্‌বে! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! (পারাভস্ম লইয়া দুগ্ধের সহিত প্রফুল্লের খাওয়াইয়া দেওন) আর আমি পাগল নই, আর আমি পাগল নই, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

রমেশ, কাঙালী ও জগর পুনঃ প্রবেশ

জগ। কৈ, কোথায় কি? তুমি যেমন, বাতাস নড়্‌লে ভয় পাও! তোমার ভয় হয়, গাড়ী করে আমার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

প্রফ্। কে রে রাক্ষসি! মা'র কোল থেকে তা'র ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্? তোর সাধ্য না, রাক্ষসি, দূর হ! নরকে তোর মত যত পিশাচী আছে একত্র হ'লে পার্ব্বে না, দূর্ হ! দূর্ হ!

কাঙা। এ কি সর্ব্বনাশ!

রমে। প্রফুল্ল, তুই হেথা কি কত্তে এসেছিস্? এখান থেকে যা, ছেলের বড় ব্যামো, চিকিৎসা কত্তে হবে।

প্রফ্। তুমি এখনও প্রতারণা কচ্ছো? তোমায় অধিক কি বল্‌বো, তুমি কা'র জন্য এ সর্ব্বনাশ কচ্ছো? তুমি কা'র জন্য সহোদরকে পথের ভিখারী করেছ? কা'র জন্য কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ? কা'র জন্য বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজ্‌গার কচ্ছো? তুমি কা'র জন্য গর্ভধারিণীকে পাগলিনী করেছ? শুনেছি তুমি বিদ্বান্, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখ ভোগ কর্ব্বে? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী হয়েছেন, ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যু-শয্যায়! এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে, তোমার জীবনে কি সুখ, আমি তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

রমে। দেখ্ প্রফুল্ল, ছোট মুখে বড় কথা কস্ নি; ভাল চাস্ তো দূর্ হ, নইলে তোরে খুন কর্ব্বো।

প্রফ্। তুমি কি মনে কর আমি প্রাণ এত ভালবাসি যে, অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব? প্রাণভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কার্য্য কর্‌তে দেব? আমি ধর্ম্মকে চিরদিন আশ্রয় করেছি, ধর্ম্মকে ভয় করেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই; নিশ্চয় জেন তোমার চেষ্টা বিফল হবে। সকল কার্য্যের শেষ আছে, তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা! ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেছেন, আর সহ্য কর্ব্বেন না, সতর্ক হও; আমি সতী, আমার কথা শোন, যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্ম-বিরোধী হ'য়ো না। তুমি কখনই এ শিশুকে বধ কর্‌তে পার্ব্বে না।

মদ। না মা, বধ কর্‌তে পার্ব্বে না, ধর্ম্ম-রাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও; না না, বধ কর্‌তে পার্‌বে না। আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই।

জগ। তবে রে মড়া মদনা! তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ?

মদ। হাঁ হাঁ, আমি জান্‌লা ভেঙে এনেছি, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও! জমাদার, আর তোমায় ভয় করি নি, পাহারা-ওয়ালা, আর তোমায় ভয় করি নি, চাপ্‌রাসি, আর তোমায় ভয় করি নি। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও।

রমে। প্রফুল্ল, দূর্ হ! ভাল চাস্ তো দূর্ হ!

প্রফ্। আমার ভাল কি! এ সংসারে আমার ভাল আর কি আছে? আমার ভাল আমি চাই নি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি এত দিন মা'র জন্য বড় অস্থির ছিলেম, আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হয়েছি।

জগ। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু, কি কচ্ছো? ওদের ঠেলে ফেলে দে ছেলেটাকে নিয়ে চল।

মদ। খপর্‌দার পাহারাওয়ালা, খুন কর্ব্বো! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

রমে। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তোরে খুন করে ফেল্‌বো! সরে যাবি তো যা।

যাদ। কাকিমা পালাও, তোমায় মেরে ফেল্‌বে, আমি মরি, তুমি পালিয়ে যাও!

প্রফ্। তোমার কি প্রাণ পাষাণে গড়া? এই স্নেহপুতলী ছেলেকে না খাইয়ে মার্‌ছো! ছি ছি ছি! তোমায় ধিক্! তোমায় সহস্র ধিক্! আমার কথা শোন, আমার মিনতি রাখ, আর মহাপাতকে লিপ্ত হ'য়ো না, আমি আবার বল্‌ছি, ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেছেন, আর সহ্য কর্ব্বেন না।

রমে। তবে মর! (প্রফুল্লের গলা টেপন)

মদ। ছেড়ে দে রাক্ষসি! ছেড়ে দে নরাধম! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সার্জ্জন, জমাদার, ইন্‌স্পেক্টার, পাহারাওয়ালার সহিত সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর, ডাক্তার ও ভজহরি ইত্যাদির প্রবেশ

পীতা। আরে নীচপ্রবৃত্তি নরাধম! স্ত্রী-হত্যা বালকহত্যা কর্‌ছিস্! (রমেশকে ধৃত-করণ)

ডাক্তা। ওহে শিবু, শিবু, ভয় নাই ছেলে বেঁচে আছে! (Pulse steady) পাল্‌স ষ্টেডি আছে, দিন দুই তিনে সেরে যাবে, ভয় নাই।

মদ। হাঁ হাঁ পাহারাওয়ালা, আমি রোজ রাত্রে দুধ খাইয়েছি; ভয় নাই ভয় নাই, পারা-ভস্ম দিয়েছি। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সুরে। ডাক্তার বাবু, এ দিকে দেখুন, মেজবৌদিদির মুখে রক্ত উঠ্‌ছে!

ডাক্তা। ইস্‌! তাই তো!

সুরে। মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি!

প্রফু। ঠাকুরপো এসেছ? যেদোকে দেখো; আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার জন্য ভেব না, আমি মা'র জন্য জোর করে প্রাণ রেখেছিলেম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হলেম। আমি তোমায় মাক্‌ড়ি দিয়েই সর্ব্বনাশ করেছিলেম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর; আমি জান্‌তেম না এ সংসারে এত প্রতারণা! ভগবান্‌, আমায় ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন,—যেখানে প্রতারণা নাই, সেইখানে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁর দুঃখিনী মেয়ে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, আজ আমায় তিনি কোলে নিচ্ছেন! (রমেশের প্রতি) দেখ, তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা কর্ব্বো না— জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। তুমি বড় অভাগা— সংসারে কারুকে কখন আপনার কর নি! আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন। ঠাকুরপো, অভাগিনীকে কখন মনে করো—আমি চল্লেম—(মৃত্যু)

সুরে। দিদি, দিদি, মেজবৌদিদি! মেজ-বৌদিদি! শিবনাথ, শিবনাথ, কি হলো! মেজ দাদা! তোমায় বল্‌বার আর কিছু নাই।

পীতা। নরাধম! তোর কার্য্য দেখ্‌!

ভজ। রমেশ বাবু, হাম বোলাথা এক্‌ঠো জমিন্‌দার গাওয়া রাখ্‌ দিজিয়ে। এই দেখুন না, তা হ'লে তো এই ফ্যাসাদ হতো না; এই-বার এই বালা পরুন!

ইন্‌স্পেক্টর কর্ত্তৃক রমেশের হস্তে হাতকড়ি প্রদান

রমে। দেখ জমাদার, বে-আইনী করো না! বে-আইনী করো না!

ভজ। রমেশ বাবু, কিছু বে-আইনী নয়; ক্রিমিনেল প্রসিডিওরে মার্ডার, এটেম্‌প্‌ট টু মার্ডারে বালা মল দুই পর্‌তে হয়।

জগ। আমায় ধরো না, আমায় ধরো না! আমায় ছেড়ে দাও!

জমা। চোপ্‌রাও গস্তানি!

জগ। দেখ দেখ, তোমার নামে আমি কেস্‌ আন্‌বো; তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।

ভজ। মামা, তুমি কিছু দাবী দেবে না? বে-আইনী টে-আইনী কিছু বল্‌বে না? এত দিন উকিলের বাড়ীর চাকরী কল্লে কি? একটা সেক্‌সন খোঁজো, দুটো মুখের কথাই খসাও! বাবা, ঢের ঢের বদমায়েসী দেখেও এলেম, করেও এলেম, কিন্তু মামা মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে!

জমা। কেঁও রমেশ বাবু, আবি ধরম দেখ্‌-লায়া নেই? যব ভাইকো কয়েদ্‌ দিয়া তব্‌তো বহুত ধরম্‌ দেখ্‌লায়াথা।

ভজ। ছেলাম রমেশ বাবু, ছেলাম! ধর্ম্ম দেখানটুকু আছে না কি? তুমি আমার মামী মামার ওপর! সত্যি কথা বল্‌তে কি, মামার মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনি নি, মামীর মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনি নি।

ইন্‌। রমেশ বাবু, বেশ বাগিয়ে ছিলে, কিন্তু শেষটা রাখ্‌তে পাল্লে না; তা'হ'লে একটা (Historical character) হিষ্টরি-ক্যাল্‌ কেরেক্টার হ'তে!

ভজ। রমেশ বাবু, পাঁচজনে পাঁচদিক্‌ থেকে পাঁচকথা কচ্ছে, তুমি একবার ধর্ম্ম দেখিয়ে বক্তৃতা কর। তোমার মুখে ধর্ম্মের দোহাই শুন্‌লে লোক যে বয়েসে আছে, সেই বয়েসেই থাক্‌বে।

যাদ। কাকিমা, কাকিমা!

ডাক্তা। ভয় নাই, ভয় নাই, এই যে তোমার কাকীমা! ভয় কি? তুমি এই দুধ খাও।

যাদ। আমার মা কি আছে?

ডাক্তা। তোমার কাকীমা আছে ভয় নেই।

পীতা। নরাধম, নররাক্ষস! সংসারটা এমনি ছারেখারে দিলি?

ভজ। সে কি পীতাম্বর বাবু, কি বল্‌ছো? এমন কুলের ধ্বজা আর হয়! আবাল-বৃদ্ধবনিতা ওর নাম গাইবে, যমরাজ ওরে

নরকের মেট্ করে দেবে। মামা বাবু, মামিমা, তোমরাও এক একজন কম নও, তোমাদের তিনের ভেতর যে কে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা কর্‌তে; এমন পাথরকুচীর প্রাণ, দোহাই বল্‌ছি আমার বাপের জন্মে দেখি নি! এই ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মার্‌ছিলে? তোমাদের বাহাদুরী যে, আমার চোখেও জল বার করেছ।

মদ। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তুমি কোথায়! দেখ এত পাহারাওয়ালা জমাদার এসেছে, আমি আর কিছু ভয় করি নি। প্রফুল্ল, তোমায় বাঁচাতে পাল্লেম না, এই আমার দুঃখ রইল; আমি পাগল নই, আমি পাগল নই; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

ভজ। না তুমি পাগল নও, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি। মা, তুমি এই পাগলকে মানুষ করেছ, কিন্তু মা, তোমার মৃত্যুতে যেন ভজহরির দুর্ব্বুদ্ধি দূর্ হয়! মামা বাবু, মামিমা, রমেশ বাবু, দেখ আমি যদি জজ হ'তেম, তোমাদের মাপ কত্তেম; তোমরা যথার্থই অভাগা।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। বাপ্ রে, বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

সুরে। ভাই শিবু, আমার কি সর্ব্বনাশ দেখ! মা, মা, জননি! তোমার অভাগা সুরেশকে একবার কোলে কর; মা গো, দেখ, আমি প্রাণ গুর্‌তে পাচ্ছি নি!

ভজ। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—" সুরেশ বাবু, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যাদবকে পেলে এই ঢের; আর বেশী কাঁদাকাটী করো না, যা হ'বার হ'য়ে গিয়েছে, ফের্‌বার তো নয়।

যোগেশের প্রবেশ

যোগে। এই যে আমার বাড়ীই জটলা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এসেছে। এই যে যেদো, এই যে মা, এই যে রমেশ? দেখ্‌ছো, দেখ্‌ছো, দেখ, মরবার সময় ও দেখ্‌বে, দেখ, দেখ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল, আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

যবনিকা পতন

অশোক

[ঐতিহাসিক নাটক]

(১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

বিন্দুসার (পাটলিপুত্রের সম্রাট্)। সুসীম (বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র)। অশোক (ঐ পুত্র, সুসীমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা)। বীতশোক (ঐ পুত্র, অশোকের সহোদর)। কুনাল (অশোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র)। মহেন্দ্র (ঐ পুত্র, দেবীর গর্ভজাত)। ন্যগ্রোধ (সুসীমের পুত্র)। কহ্লাটক (বিন্দুসারের মন্ত্রী)। রাধাগুপ্ত (ঐ)। আকাল (আবাসহীন দরিদ্র)। উপগুপ্ত (বৌদ্ধ-গুরু)। মার (পাপ-প্ররোচক, সয়তান)। চণ্ডগিরিক (ঐ অনুচর)।

তক্ষশিলার সভাপতি (পরে মন্ত্রী), সেনাপতি, ধর্ম্মযাজক ও সদস্যগণ, তীরন্দাজ, চণ্ডাল-সর্দ্দার, কলিঙ্গ-সৈনিক, জনৈক জৈন, আভীর, ঘোষণাকারী, মার-দূত, ঘাতকদ্বয়, মার-অনুচর, দ্বাররক্ষকদ্বয়, বৌদ্ধভিক্ষুগণ, রাজকর্ম্মচারিগণ, দূতগণ, রাজপ্রহরিগণ, সৈন্যগণ, বিন্দুসারের দেহরক্ষকগণ, রাজ-পারিষদগণ, অন্যান্য রাজগণ, চণ্ডালগণ, সেনানায়কগণ, সভাসদ্‌গণ, মার-অনুচরগণ, বৌদ্ধ-উপাসকগণ, লোকগণ, ব্রাহ্মণগণ, চণ্ডাল-বালকগণ, গ্রীক মিশর প্রভৃতি বিদেশীয় রাজদূতগণ, বৌদ্ধগণ, পথিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

সুভদ্রাঙ্গী (বিন্দুসারের পত্নী)। চন্দ্রকলা (সুসীমের পত্নী)। পদ্মাবতী (অশোকের পত্নী)। দেবী (ঐ দ্বিতীয়া পত্নী)। সঙ্ঘমিত্রা (ঐ কন্যা, দেবীর গর্ভজাতা)। কাঞ্চনমালা (কুনালের পত্নী)। চিত্তহরা (বারবিলাসিনী, পরে 'তিষ্যরক্ষিতা' নামে অশোক-পত্নী)। তৃষা (মারের কন্যা)।

চিত্তহরার পরিচারিকা, পদ্মাবতীর পরিচারিকা, চণ্ডাল-পত্নী, আভীর-পত্নী, জনৈকা বৃদ্ধা, দেবীর সহচরীগণ, নর্ত্তকীগণ, সঙ্ঘমিত্রার সহচরীগণ, চণ্ডাল-বালিকাগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

হিমালয়স্থ গিরি-কন্দরের সম্মুখ

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ

১ বৌদ্ধ। এ কি, আজ নির্ম্মল হিমাদ্রি প্রদেশে প্রকৃতির এরূপ ভাবান্তর কেন? যেন বায়ু কলুষিত, শুভ্র তুষাররাশি যেন মলিন, সূর্য্যালোক দীপ্তিহীন, সহসা এ কি পরিবর্ত্তন! হৃদয় যেন ঘোর ভারাক্রান্ত!

২ বৌদ্ধ। আমরাও বার বার ধ্যানস্থ হবার চেষ্টা ক'চ্ছি, কিন্তু মনের বিক্ষেপ কিছুতেই নিবারণ হ'চ্ছে না। সমাধিভঙ্গ হ'য়ে প্রভুও এদিকে আস্‌ছেন, দেখ্‌ছি।

উপগুপ্তের প্রবেশ

উপগুপ্ত। বৎস, ধ্যানযোগে অদ্ভুত রহস্য অবগত হ'য়েছি, শ্রবণ কর। অচিরে যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর হবেন, যিনি বুদ্ধদেবের পরম স্নেহের পাত্র, অশোক নামে সেই পুরুষপ্রবরকে দুরন্ত মার ছলনা ক'র্‌বে।

১ বৌদ্ধ। প্রভু, দুরাচার মার কি এরূপ ক্ষমতাশালী?

উপগুপ্ত। বৎস, অবিদ্যাপুত্র মারের স্বভাব —অমঙ্গল সাধন। কিন্তু জগতের উৎপত্তি প্রেমে। প্রেমই জগতের ভিত্তি। সেই প্রেমে অমঙ্গল হ'তে শতগুণ মঙ্গল উৎপাদিত হয়। যেরূপ মহা দৈব-দুর্য্যোগান্তে বাহ্যপ্রকৃতি সুন্দর ও নির্ম্মল হয়, সেইরূপ অন্তঃপ্রকৃতিও প্রবল অন্তর্বিপ্লবান্তে নির্ম্মল ভাব ধারণ করে। মারের প্রলোভনের অস্ত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। বাসনা-প্রভাবে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসে মানবদেহ গঠিত। এ নিমিত্ত মানব শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি দ্বারা প্রতারিত হয়। কিন্তু সেই প্রতারণা-জনিত ঘোর অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হওয়ায় যন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে। ক্রমে তার উপলব্ধি জন্মে যে, নির্ব্বাণলাভ ব্যতীত যন্ত্রণার তাড়নায় পরিত্রাণ

পাবার আর উপায় নাই, বাসনা বর্জ্জন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ-পন্থা অবলম্বন করে; পরিশেষে সাধনার দ্বারা সেই পরমার্থ প্রাপ্ত হয়। মার কর্ত্তৃক প্রলোভিত হ'য়ে বুদ্ধদেবের পরম স্নেহাস্পদ ভূপাল অচিরে নির্ব্বাণ-লুব্ধ-চিত্ত হবেন। দেখ দেখ! দুর্ম্মতি তার মায়াজাল বিস্তার ক'রবার জন্য আমাদের নিকট আগমন ক'চ্ছে। আমরা যাতে জগতের মঙ্গলকার্য্যে বিরত থাকি, সেই উপদেশ প্রদান ক'র্‌বে এই তার বাসনা।

মারের প্রবেশ

মার। আমি বুদ্ধদেবের নিকট হ'তে আস্‌ছি। তাঁর ইচ্ছা, তোমরা সকলে, যতদিন না শরীর পতন হয়, ধ্যানস্থ হ'য়ে কাল যাপন কর। আমারও বাসনা, এই নির্জ্জন প্রদেশে ধ্যানারূঢ় হব। আর আমার কার্য্যে প্রীতি নাই. আমার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হ'য়েছে। বৌদ্ধধর্ম্মও অচিরে লুপ্ত হবে। বেদবর্জ্জিত ধর্ম্ম কখন চিরস্থায়ী হয় না। বুদ্ধদেব কেবল নিজ-প্রভাবে ধর্ম্মস্থাপন ক'রেছেন বই তো নয়। দেখ্‌ছ না, তাঁর "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" লোপ হ'চ্ছে। বুদ্ধ-অবতারের পূর্ব্বে যেরূপ পশু-হনন, যাগ-যজ্ঞাদি হ'চ্ছিল, সেইরূপই হ'চ্ছে। তবে তোমরা কয়জন অবশ্য বুদ্ধদেবের কৃপায় নির্ব্বাণ লাভ ক'র্‌বে। কিন্তু তোমাদের পর যারা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন ক'রবে, তারা নিশ্চয় নরকগামী হবে—আমি কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ ক'রেছি।,

উপগুপ্ত। মার, যতদিন এ কল্প ক্ষয় না হয়, তুমি নিজ পাপ-তাপে দগ্ধ হবে। তুমি বুদ্ধদেবের নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হ'য়েছ; কিন্তু যদ্যপি সেই রাজাধিরাজ অশোককে প্রতারিত ক'রতে অসমর্থ হও, তা'হলে তুমি তাঁর দাসের ন্যায় আজ্ঞাপালনে বাধ্য হবে। যাও, দূর হও! আমাদের উপর তোমার অধিকার নাই। তুমি অবগত আছ, তোমার প্রতি শাসন-ক্ষমতা বুদ্ধদেব আমায় প্রদান ক'রেছেন। যদ্যপি অচিরে এ স্থান পরিত্যাগ না কর, তোমার দণ্ডবিধান ক'র্‌ব।

[মারের প্রস্থান।

১ বৌদ্ধ। প্রভু, ব্রাহ্মণেরা যে বলে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিনষ্ট হবে, এ কি তাদের দর্পমাত্র?

উপগুপ্ত। বৎস, যদি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হ'তে, তাহ'লে কদাচ এরূপ সন্দেহ তোমার হৃদয়ে উদিত হ'ত না। যতদিন ধরণী অধর্ম্মে না পরিপূর্ণ হবে, ততদিন বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ নাই। জগতের সমস্ত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম—'অহিংসা—সর্ব্বভূতে আত্ম-জ্ঞান'। এই জগৎ-প্রেম লাভই সকল ধর্ম্মের লক্ষণ. জগৎ-প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন। ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রচার হ'তে পারে; কিন্তু যে ধর্ম্ম—ধর্ম্মের এই সার মর্ম্ম বর্জ্জিত, সে ধর্ম্ম—ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম। চল, আমাদের বহু কার্য্য। ধরায় শান্তিদান—'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' প্রচার। সুসময় উদয় হ'য়েছে. বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভবিষ্যৎ বাণী সকলে অবগত আছ যে, দুইশত বৎসর পরে তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বিস্তারিত হবে। সেই দুইশত বৎসর গত। সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর আমাদের সহায় হবেন। আমাদের চির প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র নগরের বহির্দ্দেশস্থ বিজন কুঞ্জ

মার ও চিত্তহরার প্রবেশ

মার। কর যদি কার্য্য মম উপদেশ মত,
প্রেমে যদি নাহি হও রত,
চিরস্থায়ী রহিবে যৌবন;
আছিলে কুটীরবাসী,
স্বল্প পণে দেহ দান
ছিল তব জীবিকা উপায়।
এবে আমার কৃপায়—
পাবে ধন, পাবে জন, পাবে সিংহাসন।
আসিছে সুসীম, তারে করহ ছলনা।
চিত্তহরা। ভুলাইতে বিধিমতে করিব যতন।
কিন্তু ভাবি মনে,
রাজ্যেশ্বর, রাজার নন্দন—
শতশত রূপবতী নারী, সদা আজ্ঞাকারী,

আপনারে ধন্য সেই মানে—
যে নারী যে দিনে পায় তার সেবিতে চরণ।
মার। চিন্তা নাহি কর,
তুমি মম কন্যা আজি হ'তে—
তব হৃদে আমার আসন।
অপ্সরারে ঠেলি পায়
তব পায় ধরিবে নিশ্চয়,
যারে তুমি হানিবে কটাক্ষ বাণ।
কোকিলের কুহুস্বর কঠোর মানিবে,
তব কণ্ঠস্বর যার শ্রবণে পশিবে।
স্পর্শি তব কায়
কুসুম কঠিন হবে জ্ঞান।
নিয়ত তোমায় মাধুরী-মালায়
ঘেরিয়ে রাখিব আমি।
বসি এই শুভ্র শিলাসনে
কর গান আপনার মনে।
প্রেরিয়াছি অনুচরে আনিতে সুসীমে।
[মারের প্রস্থান।

চিত্তহরার গীত

স্ববশে থাকিতে কেন আপন দোষে।
যাব অকূলে ভেসে ম'জে প্রেম-রসে॥
পর আপন কবে, কেন কাঁদিব তবে,
কুসুম-প্রাণে ছি ছি এত কি সবে:
পরে আপন ভেবে, মিছে জ্ব'লে কি হবে,
পাব না মণি, কেন ধরিব ফণি,
দহিব দশন-বিষে দিবা-রজনী:
সাধে বাদ সেধে, পড়িয়া ফাঁদে,
কেন রব অবশে পর-প্রেম-পরশে॥

সুসীমের প্রবেশ

সুসীম। কে তুমি রমণী, বসি একাকিনী
ঢালিছ স্বরলহরী বসিয়ে বিরলে?
কাঁদাইয়ে কোন অভাগায়, এসেছ হেথায়?
গৃহ কার অন্ধকার তোমার বিহনে?
চাও বিনোদিনি, রাজার কুমার,
পরিচয় মাগে সবিনয়।
চিত্ত। আমি আপনি কাঁদি, কাঁদাই নি কারে,
আমি আপনি ফিরি, আলো-আঁধারে;
আমি আপনি আপন, নইকো আর কার,
পরাব না, প'র্‌বো না তো গলার কার হার:
আমি মনের বেগে পণ করি কঠিন,
এক্‌লা হেসে এক্‌লা কেঁদে কাটিয়ে
দেব দিন।
আমি ক'রতে চুরি কুসুমের হাসি,
আপন মনে ফুলের সনে হই কাননবাসী।
জানি না তো প্রাণ আমার কি চায়—
মাখ্‌তে বুঝি চাঁদের কিরণ,
ভাস্‌তে মলয় বায়;
চাই মেঘের কাছে কেড়ে নিতে
দামিনীর মালায়,
মাধুরী দেখ্‌বো রেখে সোহাগের ডালায়;
আমি কুরূপ দেখে অন্তরে ডরাই,
প্রাণ ঢেলে গান ক'রতে আসি
বিরলেতে তাই।
সুসীম। শীত-উষ্ণ দেশে, পর্ব্বত প্রদেশে,
প্রান্তরে, সলিলে, ফোটে যে সুন্দর ফুল—
বিকসিত মম উপবনে।
ধরায় সুন্দর বস্তু আছিল যথায়—
একত্রিত সকল (ই) সে বনে।
সুরঙ্গ বিহঙ্গ যত গায় শাখী-শিরে—
বন্ধ আছে সুবর্ণ পিঞ্জরে।
ধরণী-সাগর-গর্ভ করিয়ে লুণ্ঠন,
একত্রিত অমূল্য রতন,
গজশিরে, শুক্তির জঠরে
মুকুতা আছিল যত—
একত্রিত ঝালর-বিন্যাসে:
মৃদুমন্দ নির্ঝর-ঝঙ্কারে
উথলে সুরভি বারি পরশি গগন:
বিলায় মলয়-বায় সৌরভ তথায়;
করে মৃদু কলধ্বনি প্রবাহিণী,
মম বিলাস আবাস হৃদয়ে ধরিয়ে তার
সুষমার সাগর মাঝারে রাখিব তোমারে,
এস সাথে আদরিণি!

চিত্ত। যেতে পারি, তোমায় দেখে আমার সাধ হ'চ্ছে—যাই: কিন্তু আমি কুৎসিত দেখ্‌লে ডরাই! আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই—আমার প্রাণের দোষে কোথাও স্থির হ'তে পারি না। এখানে তো কেউ কুৎসিত নাই?

সুসীম। সুন্দরি, আমার উপবন সুষমার আধার। সুন্দর সুন্দরী কিঙ্কর কিঙ্করী ভিন্ন আমার অপর পরিচারক পরিচারিকা নাই। কৃপা ক'রে উপবনে এস, দেখ্‌বে সকলই সুন্দর।

তুমি সৌন্দর্য্যের রাণী, আমার উপবনই তোমার যোগ্য রাজ্য।

চিত্ত। দেখো, আবার তো প্রতারিত হব না?

সুসীম। প্রতারণা! তুমি আমার হৃদয়ের রাণী, তোমার সহিত প্রতারণা?

চিত্ত। অনেক সুন্দর রাজকুমার, যদিচ তোমার মত সুন্দর নয়, অমনি ক'রে আমায় সেধেছে; অমনি ক'রে আমায় ভুলিয়ে নে গিয়েছে; কিন্তু কুৎসিত দেখে ঘৃণায় সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। অনেকে শপথ ক'রে প্রাণ দিতে চেয়েছে, অনেকে পায় ধ'রেছে। কিন্তু দেখেছি, বুঝেছি—সে সমস্তই প্রতারণা!

সুসীম। আমিও তোমার পায় ধর্‌ছি, আমিও তোমায় শপথ ক'রে প্রাণ দিচ্ছি, আমি পাটলিপুত্রের যুবরাজ; আমার প্রতি কপটতা আরোপ ক'র না।

চিত্ত। পায় ধরা, প্রাণ দেওয়া—ও সব পুরণো হ'য়েছে। সকলে মনে ক'রেছিল, আদর ক'রে নিয়ে যাবে, দাসী ক'রে রাখ্‌বে। যখন সভায় যাবে, তার বিবাহিতা স্ত্রী তার পাশে ব'স্‌বে। আমি স্বাধীনা, স্বেচ্ছায় কেন দাসী হব?

সুসীম। তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! সাম্রাজ্যের গৌরব-প্রচারার্থ কাল হ'তে সপ্তাহ নগরীতে মহোৎসব। কল্য পশু-ক্রীড়া প্রদর্শিত হবে। আমি তোমায় ল'য়ে সেই সভায় সর্ব্ব-সমক্ষে উপস্থিত হব।

চিত্ত। আমায় ত কেউ রাজরাণী ব'ল্‌বে না।

সুসীম। তবে, আমি শপথ কচ্ছি, যে দিন রাজ্যেশ্বর হব, তুমিই আমার বামে ব'সে মুকুট ধারণ ক'র্‌বে। এই দেখ, যুবরাজের মুকুট, যুবরাজের তরবারি—তোমার পায় রাখ্‌ছি।

তদ্রূপ করিতে উদ্যত

কহ্যাটকের প্রবেশ

কহ্যাটক। কি করেন, কি করেন, যুবরাজ! পাটলিপুত্রের যুবরাজের মুকুট, যুবরাজের তরবারি—এ অপরিচিতা নারীর পায় রাখ্‌বেন না।

চিত্ত। ইনি সত্যই বলেছেন, ইনি সত্যই বলেছেন—কি করেন, যুবরাজ!

সুসীম। প্রাণেশ্বরি, বৃদ্ধ নির্ব্বোধের কথায় অভিমান ক'র না। মন্ত্রি, যাও—যান, মহারাজকে পরামর্শ দিন, আমার কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ ক'র না।

কহ্যাটক। যুবরাজ, মুকুটের অসম্মান, তরবারির অসম্মান—আমি এ রাজসংসারে পালিত, আমার সম্মুখে ক'র্‌বেন না।

সুসীম। [অঙ্গুলিত্র (দস্তানা) নিক্ষেপ পূর্ব্বক] তবে দূর হও।

কহ্যাটক। (স্বগত) বৃদ্ধবয়সে এই অপ-মান সহ্য ক'রতে হ'ল!

অশোকের প্রবেশ

অশোক। (স্বগত) এ কি! এই নির্জ্জন স্থানেও কি আমার অধিকার নাই—এও কি যুবরাজের বিলাস-স্থান?

চিত্ত। ওমা—ওমা, কি কুৎসিত গো! আমি এখানে থাক্‌বো না—আমি এখানে থাক্‌বো না!

[প্রস্থানোদ্যতা।

সুসীম। যেও না, যেও না, এখনি দূর ক'রে দিচ্ছি।

চিত্ত। আগে রাজ্য থেকে বিদায় ক'রে দাও, নইলে আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না!

[চিত্তহরার প্রস্থান।

সুসীম। যেও না, যেও না—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুসীমের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রীমহাশয়, এ কি! আপনি এরূপ অবস্থায় কেন?

কহ্যাটক। কুমার, আমার গ্রহ রুষ্ট, তাই অপমানিত হ'তে হেথায় এসেছিলেম। দূত আমার নিকট প্রকাশ কর যে, যুবরাজ মত্ত হ'য়ে কোন বারবিলাসিনীতে আত্মসমর্পণ ক'চ্ছেন। আমি তাই নিবারণ ক'র্‌তে এসে-ছিলেম।

অশোক। আপনি কি যুবরাজের কার্য্য-কলাপ পরিদর্শনের জন্য দূত নিযুক্ত করেন?

কহ্যাটক। না না, সে ব্যক্তি অপরিচিত। তার নিকটে কুৎসিত সংবাদ পেয়ে আমায় উপস্থিত হ'তে হ'য়েছে। চন্দ্রগুপ্তের অন্তঃ-

পুরে বারবিলাসিনী প্রবেশ ক'র্বে, এইজন্য ব্যস্ত হ'য়ে তা নিবারণ ক'র্তে এসেছিলেম।

আকালকে বন্ধন করিয়া লইয়া কয়েকজন
কর্ম্মচারীর প্রবেশ

কহ্ল্যাটক। এ কে এ?

কর্ম্মচারী। মন্ত্রীমহাশয়, এ ব্যক্তি চোর—দুইবার রাজদণ্ডে কোড়া প্রহারে দণ্ডিত হ'য়েছে।

কহ্ল্যাটক। কি ক'রেছে?

আকাল। তোমাদের কষ্ট পেতে হবে না, আমিই ব'ল্ছি। (মন্ত্রীর প্রতি) আমি চোর নই, চোর কি এ'রা ধরেন? আমি সৌখিন। আমি কেমন অট্টালিকায় শুতে পারি না, ছেলেবেলাকার অভ্যেস, রাস্তায়—জঙ্গলে একধারে প'ড়ে থাকি, এই প্রধান দোষ; আর দ্বিতীয় দোষ—ক্ষীর-সর-নবনী আমার পেটে সয় না, তাই ভিক্ষান্নের চেষ্টা করি।

অশোক। তোমার এ দশা কেন?

আকাল। বল্লুম তো—সখ! এই আপনি রাজকুমার হ'য়ে সভায় না ব'সে, বনে-বাদাড়ে একলা ঘোরেন কেন? তা যখন মন্ত্রীমহাশয় আছেন, আর আপনিও উপস্থিত আছেন, যে ব্যক্তি কোড়া প্রহার করে, তাকে বার বার কেন দুঃখ দেবেন?—হাত টাটাবে। প্রহরীদের হুকুম দেন, গর্দ্দানাটা কেটে ফেলুক! ওঁদেরও আমোদ হবে, আমিও নিস্তার পাব।

অশোক। ওদের আমোদ হবে কেন?

আকাল। আজ্ঞে, পাঁটা কেটে ঢাক-ঢোল বাজায়, কাঁচা মানুষের মাথা কেটে একটু আমোদ ক'র্বে না? এরা যেদিন ধ'রে কারেও না মার্তে পারে, মন-মরা হ'য়ে থাকে। ওদেরও একটু আনন্দ দেন, আর আমারও রাস্তায় শো'য়া বাইটে নিবারণ করুন।

অশোক। মন্ত্রীমহাশয়, দেখ্ছি—এ ব্যক্তি অবস্থায় দীক্ষিত হ'য়ে সত্য কথা ব'ল্তে ভীত নয়। আমার অনুরোধ, আপনি বিচারপতিকে ব'লে একে মার্জ্জনা করুন। এ ব্যক্তি অর্থহীন, আবাসহীন, সংসারে একজন অভাগা, (আকালের প্রতি) তোমার ভয় নাই, তুমি কাঁদ্ছ কেন?

আকাল। কুমার, ভয়ে কাঁদ্ছি না। দেখ্ছি, অভাগা একা আমি নই; রাজপুত্রও অভাগা, নইলে অভাগার দুঃখ বুঝ্তেন না।

অশোক। তোমার নাম কি?

আকাল। দেশে আকাল হ'য়েছিল, সেই সময় পৃথিবীতে পদার্পণ ক'রেছি, সেই জন্য পিতামাতা সুন্দর 'আকাল' নাম দিয়েছেন। আকালেই হোক বা সুন্দর ভাগ্যবান্ পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়াতেই হোক, শীঘ্রই পিতামাতা প্রাণত্যাগ করেন। বিনা বেতনে একজন চাকর রাখা চ'ল্বে, চাকর কিন্তে হ'তো, তার সিকি খরচে আমি মানুষ হ'তে পারবো, আর দয়া প্রকাশ করাও হবে, সেই জন্য জমীদার আশ্রয় দিলেন। সেইখানে তো একজন ক্রীতদাসীর কাছে মানুষ হলেম; সে ভাগ্যবতীও আমার পাঁচ বছর বয়সের সময় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'ল। সেই সময় থেকে মার খেয়ে মারে অরুচি হ'য়ে গেল। পালিয়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে শেষ এই সৌখিন হ'য়ে প'ড়েছি।

অশোক। তোমার কথাবার্ত্তা শিক্ষিতের ন্যায়।

আকাল। দীন পিতামাতা বাল্যকালেই মরে গেলেন, সেই হ'তেই আজীবন শিক্ষা পেয়ে আস্ছি।

কহ্ল্যাটক। এর বন্ধনমুক্ত ক'রে আমার আবাসে নিয়ে যাও।

[আকালকে লইয়া রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

সুসীমের পুনঃ প্রবেশ

সুসীম। দূর হ, দূর হ, বাঁদীপুত্র, নাপ্তিনী-পুত্র, চণ্ডালিনী-পুত্র, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত! —দূর হ!

অশোক। যুবরাজ, সমস্ত ভোগসুখ পরিত্যাগ ক'রে আমার ধৈর্য্যের বন্ধন ছেদন ক'রবেন না। পুনরায় এরূপ উক্তি ক'রলে আপনার জিহ্বা নীরব হবে।

সুসীম। কি, তুই আমায় খুন ক'র্বি, খুন ক'র্বি? আচ্ছা দেখি, মহারাজ এ কথা শুনে কি বলেন।

[সুসীমের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রীমহাশয়, ব'ল্তে পারেন, আমি অভাগা, না, ঐ দীন ব্যক্তি অভাগা?

কহ্লাটক। যুবরাজ, এ বর্ব্বরের কথায় বিষণ্ণ হবেন না।

অশোক। ধিক্ জন্ম—ধিক্ মম মাতৃস্তন্য পান,
ধিক্ হস্ত-পদ, ধিক্ শ্রবণ-নয়ন,
মাতৃ-নিন্দা শুনিনু শ্রবণে!
রুদ্ধ না হইল তাহে শ্রবণ-বিবর,
মস্তক-শোভিত স্কন্ধ মাতৃনিন্দুকের
হেরি, উৎপাটিত নাহি হইল নয়ন!
হস্ত না স্পর্শিল তরবারি,
পদ না করিল চূর্ণ নিন্দুক-বদন!
ধিক্ ধিক্—শত ধিক্ জীবনে আমার।

[অশোকের প্রস্থান।

কহ্লাটক। মহারাজের বুদ্ধিভ্রম—অযোগ্য ব্যভিচারী পুত্রের আদর, সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজ-লক্ষণযুক্ত পুত্রের অনাদর! রাজচক্রবর্ত্তী-ব্যঞ্জক জটুল-চিহ্নকে কুষ্ঠরোগ-জ্ঞানে ঘৃণা করেন।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহাশয়! মহারাজ আপনাকে সভায় আহ্বান ক'রেছেন। উৎসবের কিরূপ আয়োজন হ'য়েছে, জান্‌বার ইচ্ছা করেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উৎসব-সভার নিকটস্থ নির্জ্জন স্থান

অশোক

অশোক। কিবা কার্য্যে রাজবংশে জনম আমার!
ওই হীন বিলাসী আমোদপ্রিয়গণ—
সপ্ত দিবারাত্র হেয় উৎসবে মগন,
আমিও কি তাহাদের মধ্যে একজন?
হেন হীন প্রকৃতির কুৎসিত আগার
যদ্যপি শরীর মম—
এখনি বর্জ্জন প্রয়োজন।
কিন্তু কভু নয়,
হেন নীচাশয় হৃদয় নহেক মম।
এ কি উত্তেজনা!
সসাগরা ধরণী কামনা
নিরন্তর অন্তরে আমার—
কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত।
পিতৃঘৃণা—কুৎসিত বলিয়ে,
মাতৃস্নেহে নহে অধিকারী,
উচ্চ কর্ম্মচারিগণে করে অবহেলা।
মাত্র মন্ত্রিদ্বয়, জ্ঞান হয়, পক্ষ মম—
মনোভাব রাজ-ডরে প্রকাশিতে নারে!
কিন্তু উপেক্ষায় শত গুণে বৃদ্ধি উত্তেজনা!
একচ্ছত্র রাজদণ্ড করিব ধারণ,
উচ্চ আশ হৃদয়ে বিফল কভু নয়!
নহে মম সামান্য জীবন,
নহি আমি সামান্য মানব,
নরমাঝে নরশ্রেষ্ঠ নিশ্চয় মানিবে!

বিন্দুসার, সুভদ্রাঙ্গী, সুসীম, কহ্লাটক ও রাধাগুপ্তের প্রবেশ

সুসীম। (জনান্তিকে বিন্দুসারকে স্পর্শ করিয়া বৃক্ষান্তরালস্থ অশোককে দেখাইয়া) ওই—

বিন্দুসার। (সুভদ্রাঙ্গীর প্রতি) দেখ, তোমার অশোকের যেরূপ আকার—সেইরূপ প্রকার। অতি সামান্য প্রজাকেও উৎসব-দর্শনে আমি অধিকার প্রদান ক'রেছি। অশোকও উপস্থিত থাক্‌লে আমি বিশেষ আপত্তি ক'রতেম না, বরং উৎসব-দর্শনেচ্ছু হ'লে আমি ভাব্‌তেম যে, অশোকের কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্ব আছে। কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত অশোককে উৎসব-স্থলে উপস্থিত হ'তে উপদেশ দিয়েছিল, কিন্তু সে উপদেশ উপেক্ষা ক'রে এই নির্জ্জন প্রদেশে ক্ষিপ্তের ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন ক'চ্ছে। ধিক্, কি মহাপাতকে এই হীন সন্তান আমার বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছে! (অশোকের প্রতি) অশোক, তুমি যদি উৎসব-দর্শনে ইচ্ছুক, সভাস্থলে উপস্থিত না হ'য়ে এ স্থানে কেন গুপ্তভাবে অবস্থান ক'চ্ছ? মন্ত্রীরা তো তোমায় যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অশোক। উৎসব-দর্শন-ইচ্ছা নাহি মহীপাল,
ঘৃণা মম উৎসব-দর্শনে।

বিন্দুসার। তবে কেন চোরের মত এক-দৃষ্টে উৎসব লক্ষ্য ক'চ্ছ?

অশোক। দেখিতেছি, কত হীন মানব-হৃদয়!
হীন কার্য্য কত প্রিয় তার!
মনুষ্যত্ব কিরূপ ক'রেছে পরিহার!
দেখুন সম্রাট্,

হেন শক্তি নরের শরীরে,
যাহে—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি
দাস সম আজ্ঞায় চালিত।
কিন্তু সেই মহাশক্তি উপেক্ষা করিয়ে
সপ্ত দিবারাত্র আজি বিলাসে বিব্রত,
যাহে—চিত্ত পশু সম হয় অবনত।

বিন্দুসার। আরে মূঢ়, মনুষ্যত্ব কেবল তোমার আছে, আর এ রাজ্যে কারো মনুষ্যত্ব নাই?

অশোক। মহারাজ, দাসের মনুষ্যত্ব আছে বা না আছে—পরীক্ষা করুন।

বিন্দুসার। বিলাস তোমার হীন বিবেচনা হয়! তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত, শুনেছ আছ কি?

অশোক। মহারাজ, আরও বিস্মিত হ'চ্ছি—তক্ষশিলায় বিদ্রোহ, আর রাজধানীতে অকারণ উৎসব! কোন নূতন রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই, রাজপুরে কোন রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করে নাই, কোন দেব-দেবীর পূজা নাই,—কেবল উৎসবের নিমিত্ত উৎসব—যে উৎসবে নর্ত্তকীরা প্রধান—(জানু পাতিয়া) ধরণীশ্বর, এ নিমিত্তই এই উৎসবের প্রতি আমার ঘৃণা!

বিন্দুসার। তোমার উৎসবের প্রতি ঘৃণা নয়, ঘৃণা আমার প্রতি।

অশোক। না, মহারাজ! আমার ঘৃণা—হীন পারিষদের প্রতি, ঘৃণা—হীন প্রজাবর্গের প্রতি, যাদের উত্তেজনায় এই উৎসব-কার্য্যে মহারাজ অনুমতি দিয়েছেন। এ উৎসবে তারা রাজভক্তি প্রদর্শন ক'চ্ছে না, মনুষ্যত্বহীন বিলাসীরা রাজ-সম্মান-ভাণে আপনাদিগের বিলাস-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত ক'চ্ছিল। তক্ষশিলায় বিদ্রোহ, সে বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত কারো উৎসাহ নাই। পিতামহ রাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত-স্থাপিত এই বিরাট সাম্রাজ্য যে, অঙ্গহীন হ'চ্ছে—এর প্রতি কারো লক্ষ্য নাই। তক্ষশিলা যদি দমিত না হয়, তক্ষশিলায় যদি রাজ-শাসন স্খলিত হয়, দিন দিন অপরাপর প্রদেশও পাটলিপুত্রের সিংহাসন উপেক্ষা ক'রতে উত্তেজিত হবে—তক্ষশিলাবাসীর সকলেই অনুকরণ ক'র্‌বে।

বিন্দুসার। দেখ রাজ্ঞি, বর্ব্বরের স্পর্দ্ধা দেখ! মন্ত্রীবেষ্টিত সম্রাট্‌কে কদাচার কুরূপ বাতুল—উপদেশ প্রদান ক'চ্ছে।

অশোক। মহারাজ, দাস তো কোন নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করে নাই।

বিন্দুসার। তুমি তক্ষশিলা দমন কর্‌বার নিমিত্ত প্রস্তুত না কি?

অশোক। মাত্র রাজাজ্ঞার অপেক্ষা।

সুসীম। (জনান্তিকে বিন্দুসারের প্রতি) বাবা, অশোককে পাঠিয়ে দিন না, তা'হলে আপনার আপদ সহজেই চুকে যায়।

বিন্দুসার। আমার আজ্ঞার অপেক্ষা? আজ্ঞা দিলুম, তক্ষশিলা দমন কর।

অশোক। সৈন্য সজ্জিত হ'তে আদেশ প্রদান করুন।

বিন্দুসার। তোমার সৈন্য তুমি বেছে নাও; এ হীন প্রদেশ, হীনচেতা লোক—বিলাসরত, এ প্রদেশের সৈন্য তোমার ন্যায় বীরপুরুষের যোগ্য নয়।

অশোক। তবে আমি একা তক্ষশিলা প্রদেশ জয় ক'রব, এইরূপ কি রাজাদেশ?

বিন্দুসার। আদেশ তুমিই প্রার্থী।

সুভদ্রা। দুখিনীর সন্তানকে কি বিসর্জ্জন দেবেন, মহারাজ?

বিন্দুসার। রাজ্ঞি, আজ আবার কি নূতন কৌশল? তোমার পুত্র কি তক্ষশিলা-দমনে একা অগ্রসর হবে বিবেচনা ক'রেছ? তুমি কি বোঝ না যে, এই দাম্ভিকের দম্ভ আমায় অবমাননা ক'র্‌বার নিমিত্ত? (অশোকের প্রতি) বীরপুরুষ, বীরত্ব প্রকাশ কর, দণ্ডায়মান কেন? তক্ষশিলা জয় ক'রে এস, আমি তোমায় সিংহাসন প্রদান ক'রব। অপেক্ষা কেন?

অশোক। মাতৃ-আজ্ঞার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান, মহারাজ!

বিন্দুসার। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাতৃ-আজ্ঞা ব্যতীত গমন ক'রতে পারবে না—তোমার অসীম বীরত্ব! তোমার পিতার আজ্ঞা শোন! তক্ষশিলা জয় না ক'রে নগর প্রবেশ ক'র' না।

[অশোক, সুভদ্রাঙ্গী, কহ্যাটক ও রাধাগুপ্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অশোক। মহারাণি, রাজাজ্ঞা পালন করি, অনুমতি দিন।

সুভদ্রাঙ্গী। বৎস, জয়যুক্ত হও! রাজ-আজ্ঞা পালন কর।

রাধাগুপ্ত। মা, মার্জ্জনা করুন! মহারাজ

যেরূপ কঠোর পিতা, আপনিও কি সেইরূপ কঠোর জননী?

সুভদ্রাঙ্গী। না রাধাগুপ্ত, আমি কঠোরা জননী নই। বাবা, তোমরা অশোকের প্রকৃতি জান না। আমি অনুমতি না দিলে যদি অশোকের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, অশোক দেহের মমতা এখনি পরিত্যাগ ক'রবে।

অশোক। মা মা, তুমি রোদন ক'র' না! আমি তোমার আশীর্ব্বাদে জয়ী হ'য়ে প্রত্যাগমন ক'রব, শান্ত হও!

সুভদ্রাঙ্গী। বৎস,

শান্ত হ'তে কাহারে করিছ অনুরোধ?
কিরূপে করিব শান্ত অশান্ত হৃদয়?
নহ নারী,
কিরূপে বুঝিবে তুমি মায়ের বেদনা?
অশোকের সম পুত্র কর নি প্রসব,
দাও নাই অশোক নন্দনে বিসর্জ্জন,
শান্ত হ'তে অনুরোধ কর সে কারণ।
বুঝি বা জানিতে মোরে মমতা-বর্জ্জিত,
বুঝি বা ভাবিতে মম আদরের ত্রুটি;
কিন্তু শোন, বৎস,
আজি করি মনোভাব প্রকাশ তোমারে।
রাজরাজেশ্বর পুত্র জন্মিবে আমার,
দৈবজ্ঞের গণনা এরূপ;
স্নেহ-দৃষ্টে চাহিলে তোমার পানে
পাছে তব হয় অকল্যাণ,
স্নেহের প্রকাশ নাহি করি সেই হেতু।
অজানিত সুদূর প্রদেশে
সেই পুত্র, অন্তরের নিধি,
শত্রুমাঝে অসহায় করিব প্রেরণ—
শান্ত কে করিবে, বৎস, জননীর মন!

অশোক। মাগো, দৈবজ্ঞ গণন, ভিক্ষুর বচন,
মম হৃদয়ের উত্তেজনা—
অবশ্য হইব মাতা রাজরাজেশ্বর,
তব আশীর্ব্বাদে আমি হব সর্ব্বজয়ী।

[প্রণামপূর্ব্বক অশোকের প্রস্থান।

সুভদ্রাঙ্গী। করুণা-আকর যেই দেবতামণ্ডল—
অনাথের নাথ চিরদিন,
রক্ষা ক'র অনাথ নন্দনে।

[সুভদ্রাঙ্গীর প্রস্থান।

রাধাগুপ্ত। মহাশয়, সর্ব্বনাশ হ'লো! কি উপায়ে রাজকুমারকে রক্ষা করা যায়?

কহ্লাটক। চল, দ্রুতগামী দূত প্রেরণ ক'রে কুমারকে রাজ্যপ্রান্তে কোন নির্জ্জন স্থানে আবদ্ধ রাখা যাক্। এ ব্যতীত তো অপর উপায় দেখি না। মহারাজ দিবারাত্র এই যোগ্য পুত্রের মৃত্যু-কামনা করেন। দেখ্‌লে না, এই পুত্র বিসর্জ্জন দিয়ে মহারাজ পরম আহ্লাদিত। সতর্কভাবে কার্য্য করা উচিত, নচেৎ আমাদের অমঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

অগ্রে অশোক পশ্চাৎ বীতশোকের প্রবেশ

বীতশোক। দাদা, কোথা যাও?

অশোক। রাজাদেশ পালনে।

বীতশোক। তোমার স্ত্রী-পুত্রদের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রলে না?

অশোক। সে অবকাশ নাই।

বীতশোক। দাদা, তুমি তো বড় কঠিন?

অশোক। কর্ত্তব্যের পথ তো কোমল নয়, বীতশোক? তুমি আমার হ'য়ে আমার স্ত্রী-পুত্রদের ব'ল, যে আমার স্নেহের অভাব নয়, তবে রাজকার্য্য বড় কঠোর।

বীতশোক। আমি কি ক'রে ব'লব, আমি তো তোমার সঙ্গে যাব। রাজাদেশ পালন যদি তোমার কর্ত্তব্য হয়, আমি তোমার কনিষ্ঠ, তোমার অনুগমন করা আমার কর্ত্তব্য।

অশোক। না, বীতশোক, তুমি ফিরে যাও, আমাদের মা বড় দুখিনী; আমার অদর্শনে কাতরা হবেন, তুমি সান্ত্বনা ক'র।

বীতশোক। দাদা, তুমি আমায় কর্ত্তব্য-পালনে শিক্ষা দিয়েছ, কিন্তু সে শিক্ষার পরীক্ষা-গ্রহণ কই ক'চ্ছ? তুমি একাকী অসহায় শত্রু-মাঝে গমন ক'রবে, আমি তোমার কনিষ্ঠ সহোদর, রাজগৃহে রাজভোগে অবস্থান ক'রব?

অশোক। চিন্তা দূর কর উচ্চাশয়,
জেন, মম কোন কার্য্যে নাহি পরাজয়।
বিশাল সাম্রাজ্যপতি করিয়ে আমায়
প্রেরিয়াছে অদৃষ্ট ধরায়;
না ধরে ধরণী-বক্ষ হেন কোন জন,
নতশির না হইবে সম্মুখে আমার।

নাহি অসি তীক্ষ্ণধার পিধানে কাহার
দেবতা-গঠিত অঙ্গে করিবে প্রবেশ,
দেব-প্রিয়দর্শী আমি জানিহ নিশ্চয়।
নিশ্চিন্ত হইয়ে কর জননীর সেবা;
ভ্রাতা বলি আলিঙ্গনে পুনঃ সম্ভাষিব।
বীতশোক। হেন দেবকার্য্যে যদি তব আগমন,
তবে কি কারণ—কনিষ্ঠ তোমার—
তাহে করহ বঞ্চন?
তব উচ্চ গৌরবের অংশমাত্র দানে
আজি যদি করহ বঞ্চনা,
কর মানা সাথী হইবারে—
যেই দেবকার্য্যে তুমি ধরণীমণ্ডলে—
সেই দেবগণে আমি কহি সাক্ষী করি,
তব মহাকার্য্যে হব নিশ্চয় সহায়।
নাহি মম তব সম উচ্চ অভিলাষ,
জ্যেষ্ঠ সেবা একমাত্র পিয়াস হৃদয়ে।
অশোক। কর তবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সেবা মম,
মাতার নয়ন-ধার করহ মোচন।
বীতশোক। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব,
লঙ্ঘিতে না পারি,
কিন্তু তব অতি নিষ্ঠুরতা;
নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করি সম্মুখে তোমার,
তব কার্য্যে ছার দেহ করিব বর্জ্জন।

[অগ্রে অশোক পরে বীতশোকের অপরদিকে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর—সুভদ্রাঙ্গীর মহল

সুভদ্রাঙ্গী ও পদ্মাবতী

পদ্মাবতী। মা মা, কি হবে? মহারাজ প্রভুকে বর্জ্জন ক'রেছেন, নগরে প্রবেশ নিষেধ। কি হবে, মা, কি হবে!

সুভদ্রাঙ্গী। আমরা দীনা রমণী, আমরা কি ক'রব, মা? দীননাথকে ডাক', আর তো উপায় নাই।

পদ্মাবতী। মা, তোমার শ্রীমুখে শ্রবণ ক'রেছি, তুমি ব্রাহ্মণকুমারী, কোন মহাপুরুষ গণনা করেন যে, তোমার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ ক'রবেন, সেই জন্যই তোমার পিতা তোমাকে রাজপুরে রেখে যান। তোমার অসামান্য সৌন্দর্য্য-দর্শনে ঈর্ষ্যায় রাজ্ঞীগণ তোমায় হীন ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত ক'রেছিলেন। পুত্র-আশায় সে সমস্ত তুমি সহ্য ক'রে রাজ-কৃপায় পাটরাণী হ'য়েছিলে। সর্ব্বসুলক্ষণ ও রাজচক্রবর্ত্তীর জটিল-চিহ্নযুক্ত পুত্র প্রসব ক'রেছ। তবে এ পরিণাম কেন মা? সকলই কি বিফল হ'ল?

সুভদ্রাঙ্গী। আমি দূরদৃষ্টিহীনা অবলা, আমি কি ব'লব মা? দেবতার যেরূপ ইচ্ছা, তাই পূর্ণ হবে।

প্রহরিগণসহ বিন্দুসারের প্রবেশ

মহারাজ, রাজ-অন্তঃপুরে রাজসম্মুখে অস্ত্রধারী প্রহরী কি সাহসে উপস্থিত?

বিন্দুসার। কর্ত্তব্য পালনে; যে দাম্ভিক, পিতা ও রাজাকে উপেক্ষা ক'রে রাজ-অন্তঃপুরে লুক্কায়িত আছে, তার অন্বেষণে। তোমার অশোক কোথায়?

সুভদ্রাঙ্গী। আমা অপেক্ষা মহারাজ তো অশোকের অবস্থা অবগত। অশোক রাজ-আজ্ঞায় তক্ষশিলায় যাত্রা ক'রেছে।

বিন্দুসার। কুৎসিতা নাপিতনী, আর ক্ষৌরকার্য্যে আমাকে প্রতারিত ক'রতে পারবে না। তোমার পৈশাচিক মোহিনীতে আর আমি ভুলবো না। যদি নিজের মঙ্গল, কনিষ্ঠ পুত্রের মঙ্গল, পুত্রবধূ, পৌত্রের মঙ্গল কামনা থাকে, অশোককে প্রহরীর হস্তে অর্পণ কর।

সুভদ্রাঙ্গী। মহারাজ, মঙ্গল বা অমঙ্গল হোক্, পতিসম্মুখে কখনো এ জিহ্বায় মিথ্যা উচ্চারিত হয় নাই। অশোকের পাটলিপুত্র-রাজবংশে জন্ম, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'লে সে প্রাণ-ত্যাগ ক'রত, কদাচ রাজ-আদেশ লঙ্ঘন ক'রে আমার অনুরোধেও অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাক্‌তে সম্মত হ'ত না। অন্তঃপুরে অহেতু রাজ-অনুচর প্রবেশ ক'রেছে।

বিন্দুসার। সত্যবাদিনি, অশোক অন্তঃপুরে নাই? উত্তম! কনিষ্ঠপুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রকে ল'য়ে এই অনুচরের সহিত অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে গমন কর। রাজ-আদেশে এখনি পুরী দগ্ধ হবে।

সুভদ্রাঙ্গী। প্রভু, প্রহরীবেষ্টিত হ'য়ে পুত্রবধূর সহিত কোথায় যাব?

পদ্মাবতী। কেন, মা, রাজরাণী যথায়

যাবেন, তাঁর দাসীও তথায় তাঁর সেবার নিমিত্ত থাক্‌বে। কেন বিষণ্ণ হ'চ্ছেন? শ্রীরামচন্দ্র যখন জানকী-বর্জ্জন ক'রেছিলেন, তখন তপোবনে তো তাঁর স্থান হ'য়েছিল, তাঁর শিশুদুটিও দেবতার কৃপায় পালিত হ'য়েছিল; দেবতার কৃপায় আমাদেরও স্থান হবে।

বিন্দুসার। হ্যাঁ, কারাগারে।

পদ্মাবতী। যে আজ্ঞে, মহারাজ!

বিন্দুসার। রাজ্ঞি, তোমার পুত্রবধূও তোমার ন্যায় দাম্ভিকা।

বীতশোক ও কুনালের প্রবেশ

বীতশোক, শুনেছি, তুমি সত্যবাদী! তোমার জ্যেষ্ঠ এ পুরে লুক্কায়িত আছে?

বীতশোক। মহারাজ, মূষিক অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাক্‌তে পারে, সিংহ কিরূপে থাক্‌বে? তিনি তক্ষশিলায় গমন ক'রেছেন, আমি তাঁর নিকট বিদায় ল'য়ে আস্‌ছি।

বিন্দুসার। কুনাল, তুমি জানো, তোমার পিতা কোথায়? সত্য বল, আমি অঙ্গীকার ক'চ্ছি, তার প্রাণবধ ক'রব না।

কুনাল। মহারাজ, পিতা যদি অন্তঃপুরে থাক্‌তেন, কদাচ তাঁর অপরাধে তাঁর মাতা-ভ্রাতা-স্ত্রী-পুত্র রাজ-কোপে পতিত হ'চ্ছেন দেখে উদাসীন থাক্‌তেন না, রাজসম্মুখে নিশ্চয় উপস্থিত হ'তেন।

বিন্দুসার। খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়েই রাজসম্মুখে নিজ নিজ স্বাধীনচিত্তের পরিচয় দিতে প্রস্তুত দেখ্‌ছি। যাও, সকলে রক্ষীর সহিত গমন কর। (প্রহরীর প্রতি) সর্দ্দার—

সর্দ্দার-প্রহরী। মহারাজাধিরাজ—

বিন্দুসার। যে পুরে নন্দবংশীয় রমণীগণ আবদ্ধা ছিলেন, তথায় ল'য়ে যাও, সতর্ক প্রহরী যেন কাকেও সে পুরে প্রবেশ ক'রতে না দেয়। দুইজন প্রহরী এ গৃহে অগ্নি প্রদান কর। প্রত্যেক বস্তু ভস্মসাৎ ক'রে আমায় সংবাদ দেবে।

প্রহরী। রাজ্ঞীমাতা, দাস আজ্ঞা-অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

সুভদ্রাঙ্গী। চল, বাবা।

[প্রহরিগণ সহ সুভদ্রাঙ্গী, পদ্মাবতী, বীতশোক ও কুনালের প্রস্থান।

বিন্দুসার। (অপর প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) গৃহে অগ্নি প্রদান কর। [বিন্দুসারের প্রস্থান।

১ প্রহরী। আয় রে, পোড়াবার আগে সিন্দুক-পেঁড়ায় কি পাই দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মায়া-কানন

মার ও তৃষার প্রবেশ

তৃষা। পিতা, মর্ম্ম তব বুঝিবারে নারি,
কি কারণ মায়া-বন ক'রেছ সৃজন?
কহ তুমি অশোকের অরি,
কি হেতু না সংহার তাহারে?
পরিবর্ত্তে তার,
সসাগরা ধরা-অধিকার,
অর্পিবে তাহারে, যে জন পরম শত্রু তব?
মার। না কর বিচার,
আজ্ঞামত কার্য্যে রও রত।
অরি—বুদ্ধ মম, চাহে—
অহিংসা তাহার ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
কিন্তু আমি অশোকে অর্পিলে অধিকার,
নররক্ত-স্রোতে সিক্ত হবে ধরাতল,
বৌদ্ধধর্ম্ম যাবে রসাতলে।
তৃষা। দয়াবান্‌ অশোক দেখেছি পরীক্ষিয়া,
হেন নরহত্যাকারী সে কেমনে হবে?
মার। অবস্থায় হবে দয়া ঘোর নির্দ্দয়তা।
পিতৃ-ঘৃণা,
ভ্রাতা—যার বার বার রক্ষিল জীবন—
করিতেছে মরণ-কামনা অশোকের,
নির্ব্বাসিত তাহারি কৌশলে।
মাতা-পত্নী-ভ্রাতা-পুত্র কারাগারবাসী,
পিতৃরাজ্যে উপহাস-ভাজন সবার,
ঘৃণ্য লোকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বলি।
হেন অবস্থা-পীড়নে, এক বুদ্ধ বিনা
কাহার হৃদয়ে আর দয়া পাবে স্থান!
উল্লাস আমার—
বৌদ্ধধর্ম্ম যাবে ছারখার।
মিত্র মম, অরি নহে অশোক কুমার।
এস, হই অন্তর্ধান!
দিব উপদেশ এবে কি কার্য্য তোমার।

[মার ও তৃষার প্রস্থান।

অশোক ও তৎপশ্চাৎ আকালের প্রবেশ

অশোক। কে তুই?

আকাল। এই পত্র দিতে এসেছি।

অশোক। কার পত্র?

আকাল। দেখ্‌তে চাও, না, শুন্‌তে চাও?

অশোক। কি দেখ্‌ব?

আকাল। এই পত্র দেখ্‌বে।

অশোক। (পত্র গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিয়া) যাও, মন্ত্রীম'শায়কে আমার নমস্কার জানিয়ে ব'ল', মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-পুত্র বন্দী,—এ অবস্থায় তাঁর বন্ধুগৃহে লুক্কায়িত থাক্‌বার জন্য অশোক জন্মগ্রহণ করে নাই। অচিরে তক্ষশিলায় অধিকার স্থাপন ক'রে মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-পুত্রের কারামোচন ক'র্‌বে।

আকাল। তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পাতাবার ইচ্ছা হ'চ্ছে।

অশোক। তুই কে?

আকাল। তোমারই মত রাজরাজেশ্বর, দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

অশোক। তুমি সেই আকাল না?

আকাল। সে যবে ছিলুম, তবে ছিলুম। এখন রাজার চাল চেলে দু'পা হাঁকিয়ে বরাবর এসেছি।

অশোক। তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ কর?

আকাল। করি।

অশোক। প্রাণের ভয় কর না?

আকাল। গোড়া থেকে সেটা তো বড় দেখেন নি।

অশোক। যাও।

আকাল। যাবার বড় ইচ্ছা নাই।

অশোক। তবে থাক।

আকাল। থাক্‌বারও বড় ইচ্ছা নাই।

অশোক। তবে কি ইচ্ছা?

আকাল। রাস্তায় এক্‌লা শুতুম, এখন জুড়িদার পেলুম; দু'জনে গল্পগাছা ক'রে ঘুমিয়ে প'ড়্‌ব।

অশোক। তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌বে?

আকাল। সখ হ'য়েছে বটে।

অশোক। পার্‌বে?

আকাল। পারা তো বড় ভারি কাজ দেখ্‌ছি নে। দু'পায়ে চলা, যা কিছু জোগাড় ক'রে খাওয়া, আর বনেবাদাড়ে এক পাশে প'ড়ে থাকা।

অশোক। আমি দস্যু।

আকাল। আমায় কিসে শান্ত-শিষ্ট দেখ্‌লে?

অশোক। আমার সঙ্গে থাক্‌তে চাও কেন?

আকাল। গেরো; আর বাক্যব্যয় কেন? অনেক তো কথা কাটাকাটি হ'ল, এখন চল না, কোথায় যাবে। দুটী খাবার-দাবার ইচ্ছে থাকে তো বল, জোগাড় ক'রে দেখি।

অশোক। যাও, আমার সঙ্গ ত্যাগ কর। তোমার মনোভাব আমি বুঝেছি, তুমি আমার সামান্য উপকার ভোল নাই; তুমি কৃতজ্ঞ, সেই জন্য তোমার সঙ্গে ব্যঙ্গ-পরিহাস ক'রেছি। যাও, আমার নিকট থেক' না; আমি দানব, আমার দেহে অস্থি নাই, মাংস নাই, রক্ত নাই, কেবল আপাদমস্তক নিষ্ঠুরতাপূর্ণ। তুমি রাজপুর থেকে আস্‌ছ, তুমি কি শোনো নাই, আমি সংসার-পরিত্যক্ত—সংসারকে প্রতিশোধ দেব, এই নিমিত্ত জীবিত?

আকাল। আমিও সংসারে এতদিন কার-কারবার ক'র্‌লুম, আমারও তো সংসারে দেনা-পাওনা আছে; যদি শোধবোধ ক'র্‌তে হয়, তোমার মতন একজন মহাজন খাড়া না ক'রে কি ক'রে কার-কারবার চালাব?

অশোক। পার্‌বে?

আকাল। পরখ ক'রে দেখ।

অশোক। (সহসা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখ' দেখ' কি আশ্চর্য্য! এ কি আমার চক্ষের ভ্রম! কি দেখ্‌ছি, মেঘের উপর ঘোটকারোহণ ক'রে কে আস্‌ছে! এ অরণ্য কি কোন উপদেবতার আবাস-স্থান? (আকালের প্রতি) তুমি স'রে যাও, তুমি এ স্থানে থাক্‌লে, তোমার কোন অমঙ্গল হ'তে পারে।

আকাল। আমারও আপনার মত চার্‌দিকে মঙ্গল ছড়াছড়ি! একটু অমঙ্গলের তার পেলে মুখ বদল হবে।

আকাশ হইতে অশ্বারোহণে মারের
ভূমিতলে অবতরণ

মার। তুমি না সংসারকে প্রতিশোধ দেবে, মনে ক'চ্ছ?

অশোক। যদি করি?

মার। আমার সাহায্য ব্যতীত পার্‌বে না।

অশোক। আমি কারও সাহায্য-প্রার্থী নই।

মার। আমার অধীনতা স্বীকার কর, নচেৎ এখনি প্রাণ হারাবে।

অশোক। অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা প্রাণ-ত্যাগ কষ্টকর হবে না।

মার। আমি তোমায় সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর ক'রব।

অশোক। সে আধিপত্য আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু তুমি যে সে আধিপত্য দিতে শক্তিমান্‌, এরূপ আমার ধারণা জন্মে নাই। মাত্র তুমি কুহকী, এই পরিচয় পেয়েছি।

মার। কর কি কুহকী জ্ঞানে উপেক্ষা আমায়?
জান কি, কে আমি ভূমণ্ডলে?
পূর্ণ আধিপত্য মম পঞ্চভূত 'পরে;
আজ্ঞায় আমার—
অট্টালিকা আকাশ সৃজিবে,
মলয় মারুত ঘোর ঝটিকা বহিবে,
অগ্নিরাশি প্রজ্বলিত হইবে তুষারে;
উথলিবে সাগর-সলিল—
করিবারে ধরা আচ্ছাদন;
ঘেরিবে রজনী, কাঁপিবে ধরণী,
এখনি ইঙ্গিতে মম।
তোমা প্রতি হ'য়েছি সদয়,
তাই দানিতে আশ্রয়
আগমন হেথা মম।
ইচ্ছা তব তক্ষশিলা করিতে দমন,
কিন্তু, একাকী কিরূপে কার্য্য
করিবে সাধন?
হের,
সৃজি এ কাননে সৈন্য সাহায্যে তোমার;
যত বৃক্ষ লক্ষ্য হয় তব,
অস্ত্রধারী মানব হইবে।
ধর আজ্ঞা অরণ্য আমার—

বৃক্ষশ্রেণীর সৈন্যরূপে পরিণত হওন

অশোক। শক্তিশালী তুমি করি অবশ্য স্বীকার,
কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞায়
আসিয়াছি একাকী দমিতে তক্ষশিলা।
ভাগ্য মাত্র সহায় আমার,
পরীক্ষিব ভাগ্যে আছে কিবা;
না ল'ব সাহায্য কারো অধীনতা করি।
রুষ্ট হও, তুষ্ট হও, তাহা নাহি গণি,
জীবনে প্রতিজ্ঞা মম হবে না লঙ্ঘন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন

মায়াকাননের পরিবর্ত্তে প্রান্তর

অশোক। কি আশ্চর্য্য,
বন পরিবর্ত্তে হেরি বিস্তৃত প্রান্তর!
ভোজবিদ্যা-বিশারদ হবে কোন জন।
কিন্তু কিবা প্রয়োজনে
এসেছিল মম সন্নিধানে?
সসাগরা ধরাপতি আমি,
হেন বা বুঝিল বিদ্যাবলে।
যে হয় সে হয়,
হইব ধরণীপতি নাহিক সংশয়।
বেগবান্‌ নদে কেবা রোধে,
কে বারে উদ্যমশীল পুরুষের গতি!
তক্ষশিলা নিশ্চয় করিব অধিকার।

[অশোকের প্রস্থান।

আকাল। চল, আমিও পেছু নিলুম।

[আকালের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্ত

মার ও তৃষার প্রবেশ

তৃষা। পিতা, কার্য্য তব বুঝিবারে নারি।
অধীনতা অস্বীকার করিল অশোক,
তবু হেরি
আনন্দ-উৎফুল্ল তব বদনমণ্ডল!

মার। রাজ্যলিপ্সা মনে জাগে যার,
মুখে অধীনতা মম করি অস্বীকার
নিস্তার কি পায় সেই জন?
অধীনতা অস্বীকার করিয়ে আমার
শত গুণে দম্ভ বৃদ্ধি হইল তাহার;
মানব বা দৈবশক্তি কিছু না মানিবে,
হবে নিজ ইচ্ছায় চালিত,
জান না কি স্বেচ্ছাচারী ক্রীতদাস মম?
তক্ষশিলা-আধিপত্য করিয়া গ্রহণ,
না মানিবে পিতার শাসন,

সাম্রাজ্যে হইবে ঘোর বিগ্রহ উদয়।
এবে কার্য্য তব
কলঙ্কিত করিতে অশোকে।
উজ্জয়িনীবাসী কোন ধনাঢ্য বণিক্—
একমাত্র কন্যা তার পরমা রূপসী;
উচ্চ আশ বণিক্-হৃদয়ে,
চাহে কোন উচ্চ বংশে অর্পিতে নন্দিনী।
অশোকের সনে যদি পার মিলাইতে,
পরিণয় হয় যদি অশোকের সনে,
রাজকুল কলঙ্কিত হবে,
ঘৃণিত হইবে তায় ক্ষত্রিয় সমাজে।
দুর্দ্দান্ত অশোক কভু ঘৃণা নাহি সবে,
ক্ষত্ররাজগণ সনে বিবাদ বাধিবে
ক্ষত্রবংশ ক্ষয় হবে তায়।
পার যদি কোন মতে এ কার্য্য সাধিতে,
মহা তুষ্ট হব তব প্রতি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

তক্ষশিলা—মন্ত্রণা-কক্ষ

সভাপতি, সেনাপতি, ধর্ম্মযাজক ও সদস্যগণ

সভাপতি। এখন কি উপায়? আমি নিশ্চয় সংবাদ পেলেম, আমাদের শাসনের নিমিত্ত পাটলিপুত্র হ'তে রাজপুত্র প্রেরিত হ'য়েছে। পাটলিপুত্রের অসংখ্য সেনা কিরূপে নিবারণ ক'রব?

সেনাপতি। কেন চিন্তিত হ'চ্ছেন? এ বন্ধুর প্রদেশে পাটলিপুত্রের সেনার যুদ্ধ অসম্ভব। বীরপ্রসবিনী তক্ষশিলার জনে জনে সহস্র যোদ্ধার সম্মুখীন হ'তে সক্ষম। চিন্তা দূর করুন, অদ্য সহকারী সেনাপতি সৈন্য পরিচালনা ক'রে সেনার মনোভাব অবগত হবেন। যতদূর আমার ধারণা, প্রত্যেক সেনা মরণ সঙ্কল্প ক'রে যুদ্ধে প্রবেশ ক'র্‌বে। স্ত্রৈণ বিন্দুসার রাজার সুখ-লালিত সেনাগণ কদাচ আমাদের সমকক্ষ হবে না।

১ কর্ম্মচারী। তবে কি আপনার যুদ্ধ পণ?

ধর্ম্মযাজক। অবশ্য, তোমরা বীরপুত্র—বীর; রণ তোমাদের জাতিধর্ম্ম; রাজ্যশাসনে অশক্ত স্ত্রৈণ সম্রাটের অধীনতা স্বীকারে কেন কলঙ্ক গ্রহণ ক'রবে? যে পর্য্যন্ত তক্ষশিলার উপযুক্ত রাজা নির্ণীত না হয়, আসুন, আমরা সিংহাসনে রাজমুকুট স্থাপন ক'রে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করি।

সভাপতি। সেইরূপই হোক।

একজন দূতের প্রবেশ

দূত। সভাপতি মহাশয়, নিবেদন—এক দেবমূর্ত্তি বীরপুরুষ সভায় আগমন ক'চ্ছেন।

সভাপতি। তিনি যিনিই হো'ন, বিনা অনুমতিতে রক্ষীরা কেন তাঁরে নগরে প্রবেশ ক'র্‌তে দিয়েছে?

দূত। তাঁরে নিবারণ ক'র্‌তে কেউ সাহস করে নাই। দুর্গ-সমীপে যখন সেই বীরপুরুষ উপস্থিত, সহকারী সেনাপতি সৈন্য-পরিচালনা ক'চ্ছিলেন; দৃঢ় অস্ত্রে সজ্জিত সেনাগণ স্পন্দ-হীন হ'য়ে তাঁরে পথ প্রদান ক'রেছেন।

সভাপতি। কে সে?

অশোকের প্রবেশ

অশোক। তোমাদের রাজা—শাসনকর্ত্তা। রাজ্যে সুনিয়ম স্থাপনের নিমিত্ত আমি আগত। প্রজারা যা'তে পুত্রের ন্যায় পালিত হয়, উচ্চ-নীচ প্রজার প্রতি যাতে সমভাবে ন্যায়-দৃষ্টি স্থাপিত হয়, রাজ্য যা'তে ধনধান্যে পূর্ণ হয়, যাতে দীনতা রাজ্যে না থাকে, সেই রাজকার্য্য সাধনের জন্য আমি উপস্থিত। অবনত মস্তকে আমার শাসনাধীন হও। যদি কেহ বিরূপ থাক, নিজ ইষ্টদেবকে স্মরণ কর, রাজদণ্ডে যমপুরে প্রেরিত হবে।

সভাপতি। আপনি একা আমাদের শাসন ক'রবেন?

অশোক। আমি একা—আমি একাই শত সহস্র। অর্ব্বাচীন সভাপতি! সসাগরা ধরণীর অধিপতি তোমার সম্মুখে—এ তোমার উপলব্ধি হ'চ্ছে না? শীঘ্র আসন পরিত্যাগ ক'রে রাজ-সম্মানের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হও। রাজপুত্র অশোক সসাগরা ধরণী শাসন ক'রবার জন্য জন্মগ্রহণ ক'রেছে।

ধর্ম্মযাজক। সত্য — সত্য — সত্য! কুমার অশোক আমাদের রাজা। যে দুর্দ্দান্তপ্রতাপ নির্ভীকহৃদয় বীরপুরুষ একাকী তক্ষশিলায় প্রবেশ ক'রে তক্ষশিলার শাসন-সভায় রাজ-

সিংহাসনে উপবেশনের নিমিত্ত উপস্থিত, যে রাজলক্ষ্মীর বরপুত্র, রাজলক্ষ্মীর উত্তেজনায় অমিত শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় প্রদান ক'রেছেন —আমি তক্ষশিলার পুরোহিত—আমি সেই রাজাধিরাজকে তক্ষশিলার অধিপতিরূপে বরণ ক'রলেম।

পট পরিবর্ত্তন

রাজসভা

মহারাজ, এই রাজমুকুট ধারণ ক'রে সিংহাসনে উপবেশন করুন।

অশোকের সিংহাসনে উপবেশন

ধর্ম্মযাজক। সভাপতির জন্য অদ্য আমি পুষ্পহার এনেছিলেম, মহারাজের গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করি। (রাজ-কণ্ঠে ফুলহার পরাইয়া দিয়া) জয় মহারাজাধিরাজ কুমার অশোকের জয়!

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ কুমার অশোকের জয়! জয় তক্ষশিলার অধীশ্বর কুমার অশোকের জয়! জয় রাজলক্ষ্মীর বরপুত্র কুমার অশোকের জয়!

অশোক। শুন শুন তক্ষশিলা-মুখপাত্রগণ,
পুত্রের স্থানীয় আজি তোমরা সকলে।
যোগ্যপুত্র রহে যথা পিতৃকার্য্যে রত,
রাজ্যের মঙ্গল হোক হৃদয়ের ব্রত,
জনে জনে পরিচয় প্রদান' সংসারে—
রাজকার্য্যে সুনিপুণ কিরূপ সকলে।
সভাপতি!—

সভাপতি। মহারাজ!

অশোক। আজি হ'তে মন্ত্রী পদ তব।
সেনাপতি!—

সেনাপতি। মহারাজ!

অশোক। সৈন্যভার তোমায় অর্পিত,
যেবা যেই কার্য্যে যোগ্য, মন্ত্রীমহাশয়,
সেই কার্য্যে তাহারে করুন নির্ব্বাচিত।

সকলে। জয় তক্ষশিলা-অধীশ্বরের জয়!

অশোক। মন্ত্রীবর, তক্ষশিলার রাজ-সিংহাসন যে এরূপ অমূল্য রত্নাদিখচিত ও রাজমুকুট যে এরূপ রাজন্যবৃন্দের ঈর্ষ্যা-উৎপাদনকারী, আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলেম না।

সভাপতি (মন্ত্রী)। মহারাজ, এই আমাদের ক্ষোভের কারণ ছিল, পাটলিপুত্র আমাদের অবস্থা অবগত নয়। আমাদের রাজকোষ অর্থ-পূর্ণ। তক্ষশিলার চতুষ্পাঠী বোধ হয় পাটলি-পুত্র ব্যতীত সকল স্থানে বিখ্যাত। মহারাজা-ধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যভুক্ত হ'য়ে আমরা যে সাম্রাজ্য-বিস্তারে সাহায্য ক'রেছি, ইহা পাটলি-পুত্র যে বিস্মৃত হ'য়েছেন, ইহাই আমাদের ক্ষোভের কারণ ছিল। আজ রাজকুলতিলক মহারাজ অশোক আমাদের সেই ক্ষোভ নিবারণ ক'রেছেন।

সহচরীগণ সহ দেবীর প্রবেশ

অশোক। মন্ত্রীবর, কে এ সুন্দরী? দরবারে কি আবেদন জিজ্ঞাসা করুন।

সভাপতি। মহারাজ, এরা আমার পরিচিতা নন, বোধহয় উজ্জয়িনীবাসী।

অশোক। উজ্জয়িনীবাসী! হেথায় কি নিমিত্ত?

দেবী। মহারাজ, অনুমতি হয়, দাসী রাজ-পদে তা'র প্রার্থনা জ্ঞাপন করে।

অশোক। সুন্দরি, তোমার আবেদন শ্রবণে আমি প্রস্তুত, সিংহাসনের নিকট অগ্রসর হও।

দেবী। মহারাজ, দাসী উজ্জয়িনী-নিবাসী, বহুযত্নে রত্নহার প্রস্তুত ক'রেছে; মহারাজ অশোকের উপযুক্ত কি না, জান্‌বার নিমিত্ত সভায় দণ্ডায়মান।

অশোক। শ্রদ্ধার উপহার আমাদের সর্ব্বদাই আদরের।

দেবী। তবে দাসীর আবেদন পূর্ণ হো'ক। রাজকণ্ঠে এ রত্নহার কিরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, দর্শন ক'রে দাসী চরিতার্থ হবে, রাজপদে দাসীর এই নিবেদন।

অশোক। ভাল, সুন্দরি, তোমার সম্মুখেই আমি এই মালা ধারণ ক'র্‌ব।

দেবী। তবে ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'রে মালা গ্রহণ করুন।

রাজকণ্ঠে রত্নহার প্রদান

ধর্ম্মযাজক। জয় রাজদম্পতীর জয়! তক্ষ-শিলাবাসি, জয়ধ্বনি কর,—মহারাজের উপযুক্ত মহারাণী আমরা প্রাপ্ত হ'লেম।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয়!

দেবী। হে তক্ষশিলাবাসি, আমি আমার ইষ্টদেবের গলদেশে মাল্য প্রদান ক'রেছি। আজ ন্তন নয়, বহুদিন আমি আমার হৃদয়েশ্বরকে বরণ ক'রেছি, কিন্তু আমার স্থান রাজ-শ্রীচরণে, সিংহাসনে নয়। দাসী—হীন-কুলোদ্ভবা বণিক্-কুমারী, মহারাজের গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধা। মহারাজ আমার প্রাণেশ্বর, কিন্তু আমি সেবিকা —দাসী মাত্র।

সভাপতি। জননি—রাজরাজেশ্বরি, আপনিই এই গুণগ্রাম-ভূষিত মহারাজের বামে বস্বার উপযুক্ত।

ধর্ম্মযাজক। মন্ত্রীমশা'য় স্বরূপ আজ্ঞা ক'রেছেন।

অশোক। একি! আমার পত্নী আছেন। আমি রাজ-আজ্ঞায় তক্ষশিলায় আগত। তোমরা এ কিরূপ ব'ল্ছ?

ধর্ম্মযাজক। এ সাধ্বী যখন রাজকণ্ঠে মাল্য-প্রদানে সাহস ক'রেছেন, যে নর-শার্দ্দুলের নিকট তক্ষশিলাবাসী নতশির, সে মহারাজের রাণীর যোগ্যা যদি তিনি না হন, তবে ত্রিভুবনে মহারাজের যোগ্যা নারীরত্ন নাই। মাল্যপ্রদানে তক্ষশিলার নিয়মানুসারে ইনি রাজপত্নী। মহারাজ, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন! ব্রাহ্মণ আপনাকে দান ক'চ্ছেন, ব্রাহ্মণের দান উপেক্ষা ক'রবেন না।

সকলের জানু পাতিয়া উপবেশন

সভাপতি। (জানু পাতিয়া করজোড়ে) দাসগণেরও এই প্রার্থনা, রাজ্ঞীকে সিংহাসনে স্থান দেন।

অশোক। আমি প্রজাগণের বাধ্য। এস, প্রিয়ে, সিংহাসনে উপবেশন কর।

দেবী। মহারাজ! আমি দাসী—সিংহাসন আমার স্থান নয়, আমার স্থান চরণতলে। আমি উচ্চাভিলাষিণী নই, প্রাণেশ্বরের সেবা-প্রয়াসী। সাধুর আজ্ঞায় যখন পিতার সহিত দেশভ্রমণে বহির্গত হই, মহারাজ তক্ষশিলায় গমন ক'চ্ছেন, কোন এক পরিব্রাজিকার নিকট সংবাদ পেয়ে, মহারাজকে দর্শন ক'রতে পথিমধ্যে অবস্থান করি। তেজঃপুঞ্জ বীরমূর্ত্তি দর্শনমাত্রে আত্ম-সমর্পণ ক'রেছি — পদসেবার কামনায় — সিংহাসন-প্রত্যাশায় নয়।

অশোক। তুমি আমার সিংহাসনের অনুপ-যুক্তা নও। যদি তুমি সিংহাসনে উপবেশন ক'র্তে অসম্মতা হও, আমি সিংহাসন হ'তে অবতরণ ক'রে তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হ'চ্ছি। তোমার রত্নহার বিনিময়ের উপযুক্ত রত্ন আমার নাই। তবে কুসুমরত্ন—দেবপ্রিয়, এই কুসুমরত্নে গ্রথিত রাজগলদেশের মালা তোমায় অর্পণ ক'র্লেম।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয়!

সহচরীগণের গীত

চাঁদ-ধরা ফাঁদ পেতেছিল, যতনে মালা গে'থে।
ধ'রতে গিয়ে প'ড়লো ধরা,
চাঁদ ধ'রেছে বুক পেতে॥
কিনেছে বিকিয়ে গিয়ে, ধ'রেছে ধরা দিয়ে,
এ সাধের খেলা দিয়ে-নিয়ে, নয় শুধু নিয়ে;
দিয়েছে তাই পেয়েছে,
কোমল-কঠিন এক হ'য়েছে,
দুই ধারা এক স্রোতে চলে,
ডুবেছে প্রাণ তায় মেতে॥

দ্বিতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

পাটলিপুত্র—রাজসভা

কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত

কহ্লাটক। সেই দিনই রাজবৈদ্য ব'লে-ছিলেন, যদিচ পক্ষাঘাতে এবার নিস্তার পেলেন, অচিরে জীবনলীলা সম্বরণ ক'রতে হবে নিশ্চয়।

রাধাগুপ্ত। কিন্তু আজ কয়দিন মহা-রাজকে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হ'চ্ছে, না? চ'লে-ফিরে বেড়াচ্ছেন?

কহ্লাটক। বৈদ্য বলেন, এ বায়ু-প্রভাবে, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায়। বহুদিন আর এ অবস্থায় অতিবাহিত হবে না।

রাধাগুপ্ত। এখন কি কর্ত্তব্য বিবেচনা ক'চ্ছেন? কুমার অশোক তো আজও উপস্থিত

হ'লেন না। যুবরাজ সুসীমও তক্ষশিলা পরিত্যাগ ক'রেছেন, সংবাদ পেলেম। তিনি উপস্থিত হ'লে মহারাজ তাঁরেই সিংহাসন অর্পণ ক'রবেন, সেই জন্যই ভারতের সমস্ত করপ্রদ রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। তাঁর অভিপ্রায়, নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে যুবরাজকে সিংহাসন প্রদান করেন।

কহ্লাটক। আমি এই আশঙ্কায় কৌশলে যুবরাজকে তক্ষশিলায় প্রেরণ ক'রেছিলেম।

রাধাগুপ্ত। আপনার অদ্ভুত কৌশল।

কহ্লাটক। এতে আমার প্রশংসা নাই। তক্ষশিলার গোলাপকুঞ্জ-বর্ণন শ্রবণে সেই বারবিলাসিনী মুগ্ধা হ'য়ে যুবরাজকে তক্ষশিলার ভারগ্রহণে উত্তেজিত করে। সেই বারবিলাসিনীর সন্তোষের জন্য মহারাজের শত অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে, তিনি তক্ষশিলার অধিকার কুমার অশোকের নিকট হ'তে গ্রহণ ক'রেছেন এবং কুমার অশোকও সেই কারণে উজ্জয়িনীতে প্রেরিত হ'য়েছেন। কিন্তু আমাদের পত্র প্রাপ্ত হ'য়েছেন—সংবাদ দিয়েছেন; এবং পরদিনই উজ্জয়িনী পরিত্যাগ ক'রবেন প্রকাশ ক'রেছেন। কিন্তু আজও কি নিমিত্ত উপস্থিত হ'চ্ছেন না, ব'লতে পারছি না। পথে কি কোন বাধা প্রাপ্ত হ'য়েছেন? এই যে কুমার!

অশোকের প্রবেশ

কুমার, শুনুন,—আপনাকে বিশ্রামের সময় দিতেও আমরা অসম্মত। শুনছি, যুবরাজ সুসীম আগতপ্রায়।

অশোক। পিতা কেমন আছেন?

কহ্লাটক। তাঁর অবস্থা শোচনীয়। রাজমুকুট সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক রাজকার্য্য আমরাই নির্ব্বাহ ক'চ্ছি। যদি যুবরাজ সুসীম নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ বেশ্যার অনুরোধে, আপনার ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে তক্ষশিলায় না গমন ক'রতেন, এতদিন রাজ্য-শাসনের ভার তাঁর উপরেই অর্পিত হ'ত। মহারাজ আপনার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, তক্ষশিলা জয় ক'রলে সিংহাসন আপনাকে অর্পণ ক'রবেন। আপনি মহারাজের নিকট সেই প্রার্থনা করেন—আমাদের আবেদন। যুবরাজ সুসীম অধিকার প্রাপ্ত হ'লে অচিরে এই বিপুল সাম্রাজ্য ছারখারে যাবে।

অশোক। মন্ত্রীবর, আমি পুত্র,—মহারাজের আজ্ঞা পালন করা আমার কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য-পালনে রাজ-ইচ্ছায় তক্ষশিলার সিংহাসন যুবরাজকে অর্পণ ক'রে উজ্জয়িনীতে আমি গমন ক'রেছিলেম, কেবল আপনাদের অনুরোধে নয়। মহারাজ আমায় সিংহাসন দেবেন—প্রতিশ্রুত ছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁর অনিচ্ছায় সিংহাসন গ্রহণ ক'রতে আমি অসম্মত।

কহ্লাটক। আপনি যদি এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, আমাদের আর উপায়ান্তর নাই। আপনাকে সিংহাসনে বঞ্চিত ক'রে আপনার পিতা সত্যভ্রষ্ট হবেন; আপনার মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলে একরূপ চির কারারুদ্ধ থাক্‌বেন; আমরা রাজকার্য্যে বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত, আমাদের জীবনসংহার হবে; ব্যভিচার রাজপুরে বিরাজ ক'রবে, বেশ্যার পদার্পণে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন কলুষিত হবে। অধর্ম্মের প্রভাবে ধর্ম্ম পুণ্যভূমি পরিত্যাগ ক'রবেন; অপহরণ, সতীত্বনাশ, নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ-সংহার—রাজপ্রিয় ব্যভিচারী কর্ম্মচারীর নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য হবে। এ সকলে যদি আপনি উদাসীন হন, তা'হলে জান্‌ব যে পুণ্যভূমি দেবকোপে অভিশাপগ্রস্ত! ভারত-সিংহাসনে একচ্ছত্র রাজা উপবেশন ক'রবেন—সেই একচ্ছত্র রাজ্যেশ্বর কুমার অশোক—এ সাধু প্রচারিত প্রবাদ মিথ্যা। সমস্ত মিথ্যা—চন্দ্র-সূর্য্য-তারকামালার দীপ্তি মিথ্যা, শ্যামা মেদিনীর শোভা মিথ্যা, দিবারাত্রি মিথ্যা। অধর্ম্মের অধিকারী একমাত্র সত্য!

অশোক। যদি সত্যই এরূপ অবস্থা হয়, আপনি রাজনীতি-বিশারদ জগৎপূজ্য চাণক্যের শিষ্য, চলুন, আমরা রাজার নিকট তক্ষশিলার অধিকার ল'য়ে স্বজনে তথায় বাস করি। রাজার যেরূপ ইচ্ছা, রাজ্যভার তাঁরেই অর্পণ করুন।

কহ্লাটক। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য ছারখার হবে, আর আপনি উদাসীন থাক্‌বেন?

অশোক। মন্ত্রীবর, কঠিন সমস্যা! কিন্তু আমি নিরুপায়, আমি মাতার নিকট পিতৃ-আজ্ঞা-পালনে প্রতিশ্রুত।

নেপথ্যে বিন্দুসার। না না—আমি একবার সুসীম এলো কিনা দেখ্‌ব। সে এসেছে—সে এসেছে—আমি তার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেয়েছি।

দেহরক্ষকগণের সাহায্যে প্রবেশ

অশোক। পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন।

বিন্দুসার। কে তুই? দূর হ, আজও তোর মৃত্যু হ'ল না! তুই অস্পৃশ্য, তোর মাতা অস্পৃশ্যা, তোর ছায়া অস্পৃশ্য, দূর হ'—দূর হ'—

অশোক। পিতা, যদিচ আমি আপনার বিরক্তিভাজন, সন্তানের একমাত্র প্রার্থনা গ্রাহ্য করুন। উজ্জয়িনী বা তক্ষশিলার চির অধিকার আমার উপর অর্পণ করুন। আমি তথায় আমার মাতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন ল'য়ে বাস করি, আর আপনার সম্মুখীন হ'য়ে বিরক্তিভাজন হব না।

বিন্দুসার। তোরে তক্ষশিলার অধিকার দেব! এ সাম্রাজ্যের একখণ্ড ভূমি তোরে দেব না। আত্মীয়-স্বজন নিয়ে তক্ষশিলায় বাস ক'র্‌বে? তোমার আত্মীয়-স্বজন কারাগারে, তাদের অগ্নিদগ্ধ ক'রে বধ ক'র্‌তে আজ্ঞা দেব।

অশোক। আমার স্বজন মহারাজেরও স্বজন, তাঁদের প্রতি কঠোর আজ্ঞায় রাজ্যে কলঙ্ক ঘোষণা হবে।

বিন্দুসার। রাজ্য ছারেখারে যাক্, সিংহাসন ভস্ম হোক, সমুদ্র পৃথিবী গ্রাস করুক, দিক্ দাহ হোক! দূর হ'—দূর হ'—

অশোক। পিতা, যদি ধর্ম্ম থাকে, যদি জ্যোতিষ-বাক্য সত্য হয়, যদি আমার নির্ম্মল অন্তরের উত্তেজনা না বিফল হয়, আপনি সীমান্ত রাজ্যের অধিকার দিতে অসম্মত হ'চ্ছেন, আমি এই পাটলিপুত্রের অধীশ্বর হব নিশ্চয়।

বিন্দুসার। অধীশ্বর হবে? অধীশ্বর হবে? দূর হ'! তুই আবার নগরে প্রবেশ করেছিস্? তোর যে প্রাণবধের আজ্ঞা দিই নাই, এই তোর প্রতি যথেষ্ট ক্ষমা! কুষ্ঠরোগী, নাপ্‌তিনী-পুত্র, দূর হ'—দূর হ'—

[দেহরক্ষকগণ সহ বিন্দুসারের প্রস্থান।

অশোক। কোথা ধর্ম্ম! নামে মাত্র আছ কি
জগতে?
ভাগ্যহীন বহুজনে ধরে এ ধরণী;
কিন্তু অতি দীন জন
পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত নহেক কদাচন!
আত্মহত্যা উপায় কি মম?
বিদ্রোহী হৃদয়,
এত অপমানে ধৈর্য্য না ধরিতে পারে।
মাতৃস্নেহ মাতৃবাক্য বন্ধন কেবল,
নহে প্রজ্বলিত কোপানলে
ভস্মসাৎ করিতাম এ পাপ সংসার।
যেন এ পাপ ধরায়,
পিতা-পুত্র পুনরায় সম্বন্ধ না হয়!
আজীবন পশু বা মানবে
সমভাবে করিয়াছি দয়া বিতরণ,
কিন্তু এবে রাখি যদি এ ঘৃণ্য জীবন,
স্তম্ভিত করিব ধরা নিষ্ঠুর আচারে।
দেখিব দেখিব,
প্রবল শোণিত-স্রোতে তিতি' বসুমতী
হয় বা না হয় তার আচারবর্ত্তন!

কহ্ল্যাটক। কুমার, আর কি নিমিত্ত ইতস্ততঃ ক'চ্ছেন? শাস্ত্রের বচন—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"।

অশোক। সত্য।

বেগে বিন্দুসারের প্রবেশ

। রাজকুমার, অবধান, মহারাজ সংবরণ ক'রেছেন।

কহ্ল্যাটক। সে কি?

দেহরক্ষক। মহারাজ হেথা হ'তে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে "সুসীম, সুসীম" বলে চীৎকার ক'রলেন্। অকস্মাৎ শোণিত বমন হ'য়ে প্রাণবায়ু নির্গত হ'ল।

অশোক। এও আমার কঠোর শিক্ষার অন্তর্গত। আমিই এক প্রকার পিতার মৃত্যুর হেতু। আমি ভাগ্যবান্ বা অভাগা জানি না, কিন্তু রাজ্য-গ্রহণ আমার নিশ্চয় সঙ্কল্প।

কহ্ল্যাটক। মহারাজ, সিংহাসন গ্রহণ করুন, রাজসিংহাসন কখন' রাজাশূন্য থাকে না।

অশোকের সিংহাসন স্পর্শ করণ

কহ্ল্যাটক ও রাধাগুপ্ত। (অশোকের মস্তকে

রাজমুকুট পরাইয়া দিয়া) জয় মহারাজ অশোকের জয়!

রাধাগুপ্ত। কিন্তু বহুকার্য্য সম্মুখে; অনেক রাজ-অমাত্য এবং সেনাপতি প্রভৃতি অনেক অনাচারী কর্ম্মাধ্যক্ষ কুমার সুসীমের পক্ষ। তাঁরা সকলেই কুমার সুসীমকে রাজা ক'র্‌বার জন্য উদ্যোগী হবেন, তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, এজন্য আমাদের বিশেষ যত্ন আবশ্যক।

অশোক। যুবরাজের পক্ষে সেনাপতি ব্যতীত আর কে?

কহ্যাটক। মহারাজ, আর যুবরাজ ব'ল্‌বেন না! তিনি তক্ষশিলা যাত্রার নিমিত্ত ব্যগ্র হ'য়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া উপেক্ষা করেছিলেন। এখন যুবরাজ নির্দ্দেশ ক'র্‌বার ভার মহারাজের।

কয়েকজন রাজ-পারিষদের প্রবেশ

১ পারিষদ। মন্ত্রীমহাশয়, সংবাদ কি সত্য?

২ পারিষদ। এ কি! সিংহাসনে কুমার অশোক কি নিমিত্ত?

রাধাগুপ্ত। আপনারা তো জানেন, সিংহাসন রাজাশূন্য থাকে না।

১ পারিষদ। সিংহাসন যুবরাজ সুসীমের।

কহ্যাটক। তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন নাই। তিনি যৌবরাজ্য উপেক্ষা ক'রে বার-বিলাসিনীর প্ররোচনায় তক্ষশিলায় গমন ক'রেছিলেন। স্বর্গগত মহারাজ তাঁর সম্মান-স্বরূপ যুবরাজ ব'ল্‌তেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি যুবরাজ নন।

১ পারিষদ। অন্যায় ব'ল্‌ছেন, উনি মহারাজের পরিত্যক্ত পুত্র।

অশোক। না, আমি তক্ষশিলাজয়ী—পিতৃসত্যে আমারই সিংহাসন।

২ পারিষদ। আমরা তা স্বীকার করি না।

অশোক। অস্বীকারের ফল মৃত্যু।

পারিষদগণ। না, রাজদ্রোহীর মৃত্যু! (অসি নিষ্কাসন)

সৈন্যগণসহ আকালের প্রবেশ

আকাল। আরে সভাসদ্‌ ম'শায়েরা, তাও কি হয়! আমরা যে সব এদিক ওদিক ছিলুম! মহারাজের তলোয়ারখানা অনেক কাটাকুটি ক'রে হয় তো ভোঁতা হ'য়ে গিয়েছে।

অশোক। সত্য! আমার অসি বীরের নিমিত্ত, এ সকল কাপুরুষ-বধের নিমিত্ত নয়। এদের কারাগারে ল'য়ে যাও। (মন্ত্রীদ্বয়ের প্রতি) মহাশয়, স্বরূপ বলেছেন—অনেক কার্য্য, বিরামের অবসর নাই, আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-মধ্যস্থ শিবির-অভ্যন্তর

সুসীম, চিত্তহরা ও নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীগণের গীত

ব'স আদরে বামে, বহে মধু যামিনী।
ধর আদরে করে, পাশে ব'সে কামিনী॥
প্রেমিক-প্রাণে কত পিয়াস জাগে,
চোখে চোখে কথা প্রাণে সোহাগ মাগে—
ধরা ফুলমালিনী, নিশা শশিশালিনী॥
সুখের নিশি, খেলে মদন-রতি,
সুখের নিশি, খেল' যুবা-যুবতী,
সুখের রাতি, খেল' প্রমোদে মাতি—
প্রমোদে কলিকা দোলে মৃদুহাসিনী॥

চিত্তহরা। নে নে, তোদের আর গাইতে হবে না চলে যা। [নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

সুসীম। কেন, শোন না, কি ক'র্‌বে?

চিত্তহরা। যাও যুবরাজ! তক্ষশিলার গোলাপকুঞ্জ আমার মনে প'ড়ছে, আর আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।

সুসীম। কিন্তু আমার ত ভাল লাগছে?

চিত্তহরা। তোমার নীরস প্রাণ, তাই তোমার ভাল লাগ্‌ছে।

সুসীম। তুমি গোলাপকুঞ্জ ত্যাগ ক'রে এসেছ; কিন্তু আমার গোলাপকুঞ্জ আমার সঙ্গে। তোমার যৌবন—প্রফুল্ল উপবন—গোলাপকুঞ্জ তোমার কপোলে, গোলাপকুঞ্জ তোমার অধরে, কুসুমরাশির উপর ঊষার আভার ন্যায় তোমার বর্ণ-আভা, প্রভাত সমীরে ঈষৎ আন্দোলিত সরোবর-তরঙ্গের ন্যায় তোমার অঙ্গ-তরঙ্গ। তুমি যেখানে, সেইখানেই আমার নন্দনকানন।

চিত্তহরা। এখন আর তুমি আমার কোন কথাই শোন না। কেন বল দেখি, এত তাড়া-তাড়ি তক্ষশিলা ত্যাগ ক'রে এলে?

সুসীম। না না বোঝ না, কেন চিন্তিত হ'চ্ছ? পিতা শীঘ্রই ম'র্‌বেন পত্র লিখেছেন। আমায় সিংহাসন দেবার অপেক্ষায় বহু যত্নে প্রাণবায়ু বহির্গত হ'তে দেন নাই। কেবল সিংহাসন-গ্রহণের বিলম্ব মাত্র। রাজমুকুট ধারণ ক'রেই আজ্ঞা দেব, পাটলিপুত্রের পরি-বর্ত্তে তক্ষশিলায় রাজধানী হবে।

চিত্তহরা। তুমি যেমন ঐ বুড়োর কথায় বিশ্বাস কর। এই তো পক্ষাঘাত আজ ক'বছর হ'য়েছে। এই আজ মরে, কাল মরে, বরাবর শুন্‌ছি। তুমি যখন তক্ষশিলায় যেতে চেয়ে-ছিলে, বুড়োর তোমার হাতে ধ'রে কান্না, "যেও না সুসীম, গেলে আর দেখা হবে না!" সে তো আজ বছর ফির্‌তে গেল, কই ম'ল?

সুসীম। না না, অবস্থা বড় শোচনীয়! দিন দিন মন্দ হ'য়ে আস্‌ছে, রাজ-বৈদ্য স্বয়ং আমায় পত্র লিখেছেন। তা না হ'লে কি আমি তক্ষশিলা ছেড়ে আস্‌তুম?

চিত্তহরা। আর কতদিন তাঁবুতে তাঁবুতে থাক্‌তে হবে?

সুসীম। নিকটেই এসেছি, পাটলিপুত্র আর এক দিনের পথ।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। মহারাজ, পাটলিপুত্র থেকে দূত এসেছে। শুন্‌লুম, বড় দুঃসংবাদ।

চিত্তহরা। তারে এই খানেই ডাক্, বুড়ো ম'ল কি না শুনি। [পরিচারিকার প্রস্থান। বুড়ো যদি ম'রে থাকে, তোমায় কিন্তু তিন দিনের ভিতর তক্ষশিলায় ফির্‌তে হবে। মাথায় মুকুট পরার যা দেরী, আর দেরী ক'র্‌তে পাবে না।

আকালের প্রবেশ ও ক্রন্দন

সুসীম। কি হ'য়েছে? তুমি রোদন ক'চ্ছ কেন?

আকাল। মহারাজ ম'রেছে।

চিত্তহরা। খুব ক'রেছে।

আকাল। অম্‌নি খামকা খুব ক'র্‌বে? এত অন্যায় সয়! (ক্রন্দন) বুড়ো হ'লে কি একটু আক্কেল থাক্‌তে নাই! ম'লেই হ'লো, একটু তর্ ক'রতে নাই! এই এখানে যুব-রাজের তাঁবু, আর বেহায়া বুড়ো সেই খানে তুই ম'লি!

সুসীম। পিতা ম'রেছেন?

আকাল। খুব ম'রেছেন, মুখে রক্ত উঠে ম'রেছেন।

সুসীম। আমায় রাজ্য দিয়ে গেছেন?

আকাল। তা বুড়ো তার তর্ ক'র্‌লে কই? খামকা ম'ল। আর সেইটে গো সেইটে, রাণী-মাসী, যেটাকে দেখে ডরাও, সেই সিংহা-সনে চেপে ব'সেছে। কি হবে গো কি হবে! (ক্রন্দন)

সুসীম। কে সিংহাসনে ব'সেছে?

আকাল। কে বল না গো মাসী-রাণী? বট না নিম না অশথ? ঐ যে, কি একটা নাম বলে—

সুসীম। অশোক সিংহাসনে ব'সেছে?

আকাল। ব'স্‌ল' আর সাধে—ঐ বুড়োর আক্কেলে!

সুসীম। তার পর?

আকাল। আমি ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদলুম।

সুসীম। আমি যুবরাজ থাক্‌তে অশোক সিংহাসনে ব'স্‌ল'! কেউ কোন আপত্তি ক'র্‌লে না?

আকাল। আপত্তি ক'র্‌বে? ঐ দুটো বুড়ো খেম্‌টা নাচ নাচ্‌লে গো!

চিত্তহরা। বুড়ো কে?

আকাল। তুমি, রাণী-মাসী, থাক' থাক' ন্যাকা হও! এই এক্‌টার নাম কালাটোকা না কি?

সুসীম। কহ্লাটক?

আকাল। আর তার পোঁ-ধরাটা।

সুসীম। সেনাপতি কিছু বল্‌লেন না?

আকাল। ব'ল্‌লে না! খুব বল্‌লে! চুপি চুপি আমার কাণে কাণে ব'ল্‌লে।

সুসীম। কি ব'ল্‌লে?

আকাল। তাইতো গো! কি ব'ল্‌লে, রাণী-মাসী?

চিত্তহরা। ব'ল্‌লে তোর গুষ্ঠির পিণ্ডি।

আকাল। না, ও কথা তো নয়—

সুসীম। আমায় যেতে ব'লেছে?

আকাল। হ্যাঁ, একেই বলে রাজবুদ্ধি! যেতে ব'লেছে, যেতে ব'লেছে—পিণ্ডি নয়—পিণ্ডি নয়—যেতে ব'লেছে।

চিত্তহরা। তুমিও যেমন যুবরাজ, তোমার সেনাপতিও তেম্নি। বোকা লোক, কিছু ব'ল্‌তে পারে না, একে পাঠিয়েছে।

আকাল। ব'ল্‌তে পারে না! এইবার হুঁস ক'রে বলি। রাণী-মাসী, এই রাতারাতি যুবরাজকে নিয়ে আমার সঙ্গে চল। একেবারে গিয়ে পড়'—আর যায় কোথা—টকাটক্ শির ওড়াও!

সুসীম। আমার সৈন্যসামন্ত সব সজ্জিত হ'তে বলি। কতক লোকজন পেছিয়ে র'য়েছে, কাল সকালে উপস্থিত হবে। আমি কাল যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌ব।

আকাল। তবেই বেগোড় ক'র্‌লে!

সুসীম। সেনাপতি আমায় একা যেতে ব'লেছে না কি?

আকাল। তবে আর মজা হবে কি? যেমন তোম্‌রা রাতারাতি জোড়ে গে ব'স্‌বে, রাণী-মাসী, অম্‌নি "জয় মহারাজ সুসীমের জয়" হল্লা ক'রে টকাটক্ মাথা ওড়াব। আমি কিন্তু সেই বুড়ো দু'টোর গর্দ্দানা টিপে ধ'রব। ছাড়্‌ব'? তবে আর রাগ প'ড়্‌বে কিসে?

চিত্ত। চল, চল, যুবরাজ—

আকাল। আরে, এস না গো! কি ভাব্‌ছ মহারাজ? পূব দোরে জন-মানব নাই। মনে ক'রেছে, খাল কাটা আছে, সে দিক্ দিয়ে আর কেউ যেতে পার্‌বে না। আমি অম্‌নি তোমাদের নিয়ে সুট ক'রে গিয়ে নগরে উঠ্‌ব।

সুসীম। চল'। আমি দূর হ'তে দেখ্‌ব, যদি তোমার কোন দুরভিসন্ধি থাকে, তখনি তোমার প্রাণবধ ক'র্‌ব।

আকাল। মহারাজ, আর দেখ্‌বেন কি? আমি রাণী-মাসীর মুক্তার মালা মাথায় জড়িয়ে নাচব'।

সুসীম। চল। আমার ইচ্ছায় অশোক নির্ব্বাসিত হ'য়েছিল। তার মাতা, পত্নী প্রভৃতি কারাবাসে—আবার আমায় উপেক্ষা! এবার অশোকের সহিত তার পরিবারকে তপ্ত তৈলে বিনাশ ক'র্‌ব। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র নগরের পূর্ব্বতোরণ

জ্বলন্ত অঙ্গার ও খদিরপূর্ণ পরিখা—তদুপরি অশোক-মূর্ত্তি

কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত

রাধাগুপ্ত। অতি চমৎকার শিল্পী! দেখুন, একদিনে কি সুন্দর মহারাজের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রেছে! প্রকৃত যেন মহারাজ অশোক দাঁড়িয়ে আছেন ব'লে ভ্রম হয়। পরিখার নীচে অগ্নিকুণ্ড রেখে কি সুন্দর আচ্ছাদন দিয়েছে। দিনমানে যেন সুন্দর রাজপথ আমার অনুভব হ'য়েছিল।

কহ্লাটক। কিন্তু সুসীম কি এত অর্ব্বাচীন হবে? সে ব্যক্তির কথায় প্রতারিত হ'য়ে এই পথে আস্‌বে?

রাধাগুপ্ত। আপনি চিন্তা দূর করুন। সে অতি চতুর। সুসীম যেরূপ অর্ব্বাচীন, সে ব্যক্তি নিশ্চয় কৃতকার্য হবে। চলুন আমরা অন্তরালে যাই।

কহ্লাটক। কিন্তু তা হোক, সেনাপতি ও সৈন্যেরা তার বশীভূত। সুসীমের অপেক্ষায় এখনো অন্তরের ভাব প্রকাশ করে নাই। সুসীমের সৈন্য নিকটস্থ হ'লেই সে তার স্বরূপ ব্যক্ত ক'র্‌বে। উজ্জয়িনীর কয়জন সৈন্য মাত্র আমাদের সহায়।

রাধাগুপ্ত। চলুন, আজই সেই উজ্জয়িনীর সৈন্য দ্বারা পাটলিপুত্রের সৈন্যগণকে অস্ত্রহীন ক'র্‌বার চেষ্টা করা যাক্। এ সময়ে সকলেই প্রায় নিদ্রিত, সকলেই অসতর্কভাবে অবস্থান ক'চ্ছে। আমরা গোপনে অস্ত্রাগার অধিকার করি, তা'হলে অন্য কার্য্য সহজ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুসীম, চিত্তহরা ও আকালের প্রবেশ

আকাল। রাণী-মাসী, রাণী-মাসী, চেন' তো! ঐ অশোক—পেছু ফিরে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। কেউ কোথাও নাই। (সুসীমের প্রতি) যুবরাজ, যুবরাজ, লাফ দিয়ে প'ড়ে গর্দ্দানাটা কেটে ফেল'।

সুসীম। চুপ! (অশোকের মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া) আরে নাপ্‌তিনীপুত্র, শমন দর্শন

কর! (বেগে ধাবমান ও পরিখায় পতন) আগ্ন
—আগ্ন—প্ড়ে মল্ম!

চিত্তহরা। একি হ'ল!

আকাল। প্ড়ে ম'চ্ছে আর কি?

চিত্তহরা। অ্যাঁ!

আকাল। অ্যাঁ কি! তুমিও ঝাঁপ দিয়ে দেখ না, বেশ গন্‌গনে আগ্ন।

চিত্তহরা। প্রতারণা, প্রতারণা!

আকাল। ঠিক ব্ঝেছ, মাসী!

চিত্তহরা। দোহাই বাবা, দোহাই বোন্‌-পো! আমায় কিছ্ ব'ল না, আমার সব গয়না-গাঁটি তোমায় খ্লে দিচ্ছি।

আকাল। আর খ্ল্‌বে কেন? সাজগোজ ক'রে আছ, ঝাঁপ দিয়ে সহমরণে যাও না! তা কি ক'র্‌বে, দেখ! আমি চল্ল্ম। এক একবার বোনপো ব'লে মনে ক'র।

[আকালের প্রস্থান।

চিত্তহরা। হায় হায়, কি হ'ল! আমি এখন কোথায় যাব!

মারের প্রবেশ

মার। চিন্তা কর দ্র, কি ভয় তোমার?
সর্ব্বদা র'য়েছি আমি তোমার রক্ষণে।
এক কার্য্য ক'রেছ সাধন,
অন্য কার্য্য করহ গ্রহণ,
তুমি প্রিয় তনয়া আমার—
মম বাঞ্ছা সম্প্রণ হবে তোমা হ'তে।

চিত্ত। কে তুমি? এই তো আমায় পথে বসিয়েছ। এখনি প্রাণবধ হ'ত! কি জানি, কেন সে আমায় বধ করে নাই। হয় তো শত্রপক্ষীয় কেউ দেখ্‌লেই আমার প্রাণবধ হবে। আমি বেশ ছিল্ম, কেন তুমি আমায় প্রতারণা ক'রে আমার মা'র কাছ থেকে নিয়ে এলে?

মার। কেবা আমি পরিচয় চাহ, স্লোচনে?
বহ্ নামে পরিচিত আমি,
ধরণী আমার লীলাভূমি,
নর-নারী-হৃদিমাঝে অট্টালিকা মম।
শ্ন স্কেশিনি,
কেহ কহে সয়তান আমায়;
মার নামে পরিচিত বৌদ্ধের নিকটে;
ওই নামে জৈন করে সম্ভাষণ,
হিন্দ্গণে অবিদ্যা মায়ার প্ত্র জানে।
মমাশ্রয় গ্রহণ যে করে—
নারী কিম্বা নরে—
অতুল ঐশ্বর্য্য করি তাহারে প্রদান।
ধন, জন, মান—সংসারে প্রধান কহে লোকে।
আত্মা মোরে ক'রেছ বিক্রয়,
সর্ব্বত্র হইবে তব জয়।
এস, আছে অন্য বহ্ কাজ।

চিত্ত। আর আমার তোমায় বিশ্বাস নাই; এই তো তুমি আশা দিয়ে নিরাশ ক'রেছ। এখনি কে আমার প্রাণবধ ক'র্‌বে। ভাগ্যিস্ সে আমায় বধ করে নাই, অন্য কেউ দেখ্‌তে পেলে আমার প্রাণ নেবে। আমার উপর মন্ত্রী-দের রাগ, অশোকের রাগ, আমায় ধ'র্‌তে পার্‌লে আর আমার নিস্তার নাই।

মার। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার কথা কেন অবিশ্বাস ক'চ্ছ? আমার মতাবলম্বী হ'য়ে একটা রাজ্যক্রয় ক'রবার ধনরত্ন পেয়েছ। আমি তোমায় মিথ্যা বলি নাই। তুমি পাটরাণী হবে ব'লেছি; স্সীমের রাজরাণী হবে, এ কথা তুমি আমার ম্খে শোন নাই। ব'লেছি, তুমি সাম্রাজ্যেশ্বরী হবে। তোমায় অচিরে অশোকের বামে বসাব।

চিত্তহরা। সে আমায় পেলেই তো কেটে ফেল্‌বে!

মার। না, তোমার র্পে ম্গ্ধ হবে।

চিত্তহরা। তাই যদি হয়, ও মা ঘেন্নার কথা! ঐ কুর্প কুপ্র্ষকে নিয়ে থাকার চেয়ে আমার মরণ ভাল। কুনাল রাজা হত, তার রাণী হওয়ায় স্খ ছিল। আ মরি মরি! কি দ্'টী চক্ষ্—যেন কুনাল পাখী! আমি তোমার কথা শ্ন্‌বো না। আমি রাজার রাণী হ'তে চাই নি। আমি যেখানে ছিল্ম, সেইখানে যাব। স্সীমের কাছে যা পেয়েছি, তাতে আমার এ জন্মটা রাজরাণীর মত কেটে যাবে।

মার। অবাধ্য হ'য়ো না, অবাধ্য হ'লে ধন-রত্ন কিছ্ই থাক্‌বে না। যে কুটীরবাসিনী ছিলে, সেই কুটীরবাসিনী প্নর্ব্বার হবে। সামান্য কপর্দ্দক বিনিময়ে তুমি কুর্প প্র্ষ-কেও দেহ বিক্রয় ক'রতে, এখন রাজ্যেশ্বরের প্রতি তোমার ঘৃণা! রাজরাণী হ'লে—কুনালকে ইচ্ছা কর, কুনালকে বশীভূত ক'র্‌তে পার্‌বে। নচেৎ আমার কোপে সর্ব্বস্ব নষ্ট হবে।

চিত্তহরা। ও মা, যে গোঁয়ার, অশোককে আমি কেমন ক'রে বশ ক'র্‌ব?

মার। তার উপায় আমি ক'র্‌ব। এস আমার সঙ্গে।

চিত্তহরা। কোথায় যাব?

মার। পুষ্পবনে নানা আনন্দে দিনযাপন ক'র্‌বে; সঙ্গীত-ধ্বনিতে তোমার শ্রবণ তৃপ্ত হবে; সুন্দর দৃশ্যে নয়ন রঞ্জিত হবে, সুস্বাদু দ্রব্যে দেহ পুষ্ট হবে, সুরভি-কুসুমশয্যায় নিদ্রা যাবে।

। উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজসভা

অশোক, কহ্লাটক, রাধাগুপ্ত, অন্যান্য রাজগণ, সভাসদ্‌ ও প্রহরিগণ

কহ্লাটক। সমাগত ভারতের রাজেন্দ্রমণ্ডল,
একমাত্র অনাগত কলিঙ্গ-ঈশ্বর
ফিরেছেন রাজ্যমুখে অর্দ্ধপথে আসি।
দম্ভভরে দূত তাঁর দিল সমাচার—
করপ্রদ রাজা নন অশোকরাজার।
নির্ব্বাচিত যুবরাজ কুমার সুসীম,
সখ্যতায় আবদ্ধ ছিলেন তাঁর সনে।
পিতৃদ্রোহী ভ্রাতৃদ্রোহী—তারে কদাচন
সম্রাট্‌-সম্মান নাহি করিবে প্রদান।

১ রাজা। মন্ত্রীমহাশয়, কলিঙ্গপতির নিতান্ত দাম্ভিকতা, আমি এই সমাগত রাজেন্দ্র-বর্গের মুখপাত্র হ'য়ে মহারাজাধিরাজ অশোককে অবনত মস্তকে সম্রাট্‌ ব'লে অভি-বাদন ক'চ্ছি।

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ অশোকের জয়!

মারের প্রবেশ

কহ্লাটক। আপনি কে?

মার। আমি মহারাজের নিমিত্ত উপঢৌকন আনয়ন ক'রেছি। মহারাজ, কৃপায় গ্রহণ করুন।

উপঢৌকন সম্মুখে স্থাপন

অশোক। আপনি কে? এ সকল বহুমূল্য উপঢৌকন! এ সকল আপনি কোথায় পেলেন?

মার। মহারাজের সহিত আমি পরিচিত, মহারাজের বস্তুই মহারাজকে অর্পণ ক'চ্ছি। আর আমার করজোড়ে প্রার্থনা, মহারাজ আমায় দাস ব'লে গ্রহণ করুন।

অশোক। আপনি সেই বাজীকর, যার সহিত প্রান্তরে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল?

মার। হাঁ মহারাজ, যেরূপ ভবিষ্যৎ গণনা ছিল, তা সত্য—পরীক্ষায় আমার প্রতীতি জন্মেছে। আপনার চির অধীন, তাই অধীনতা স্বীকার ক'র্‌তে উপস্থিত।

কহ্লাটক। আপনি কে, তার তো পরিচয় দিলেন না।

মার। অগ্রে মহারাজের পরিচয় শুনুন; মহারাজ, আপনি ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র। পৃথিবী পাপ পরিপূর্ণ, এই পাপ দমনের নিমিত্ত নর-রূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। নরদেহ ধারণে মোহাচ্ছন্ন, সে নিমিত্ত আপনার পূর্ব্বস্মৃতি আবরিত। আপনার চিরদাস আজ্ঞা বহন ক'র্‌তে উপস্থিত।

রাধাগুপ্ত। আপনি কে, পরিচয় দিন।

মার। আমি দেব-শিল্পী, সুরপুরে আমার নাম ময়, দেবরাজের কার্য্যে ধরায় উপস্থিত। রাজদরশনে আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত!

কহ্লাটক। আপনি ক্ষিপ্তের ন্যায় কি ব'লছেন?

মার। আপনি তীক্ষ্নবুদ্ধি রাজমন্ত্রী। আমি ক্ষিপ্ত বা সত্যবাদী পরীক্ষা করুন। আমি ভূত-ভবিষ্যৎ অবগত।

কহ্লাটক। আচ্ছা, ভবিষ্যৎ বার্ত্তা কি বলুন।

মার। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারাজের জীবন সংহারার্থে কোন বিপক্ষ তীরনিক্ষেপ ক'র্‌বে, কিন্তু মহারাজের দেবত্ব-প্রভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

অকস্মাৎ অশোকের মস্তকের উপর দিয়া তীরের গমন

নেপথ্যে। ধর ধর—

অশোক। বোধ হয়, তুমিই সেই তীর-নিক্ষেপকারীর উপদেষ্টা।

মার। সমস্ত শ্রবণ করুন, পরে আমায় যেরূপ বিবেচনা করেন, ক'র্‌বেন। আমার প্রতি দোষারোপ ক'রবেন না। মহারাজের শত্রুর

উপদেশে এ তীর নিক্ষিপ্ত। যুবরাজ সুসীমের পত্নী পূর্ণগর্ভবতী, তাঁরই সন্তানকে সিংহাসন প্রদানের জন্য এই তীর নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে।

তীরন্দাজকে ধৃত করিয়া রাজপ্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ

অশোক। তুমি তীর নিক্ষেপ ক'রেছ?

তীরন্দাজ। হাঁ, রাজদ্রোহীর বিনাশার্থে।

অশোক। কার উপদেশে?

তীরন্দাজ। সে কথার উত্তর আমার নিকট প্রাপ্ত হবেন না।

কহ্ল্যাটক। যন্ত্রণায় তোমার জিহ্বায় সত্য-বাক্য নিঃসৃত হবে।

তীরন্দাজ। পরীক্ষায় বুঝবেন, কদাচ না।

অশোক। এরে কারাগারে ল'য়ে যাও।

[তীরন্দাজকে লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

মার। মন্ত্রীমহাশয়, আমার প্রতি সন্দেহ দূর করুন। আরও ভবিষ্যৎ গণনা শুনুন। মহারাজ মাতৃবিয়োগজনিত শোক-সন্তপ্ত হবেন; রাজপত্নী অদর্শন হবেন; রাজপুত্র রাজপ্রসাদ উপেক্ষা ক'রবেন; সুসীম-পত্নীর গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ ক'রবে—যদি জীবিত থাকে—সে মহারাজাধিরাজ অশোকের উপর আধিপত্য প্রচার ক'রবে।

নেপথ্যে। রাজমাতা আস্‌ছেন, রাজমাতা আস্‌ছেন—

সুভদ্রাঙ্গীর প্রবেশ

সুভদ্রাঙ্গী। অশোক, দৈবজ্ঞ-গণন পূর্ণ আজি -
তোমারে নেহারি সিংহাসনে।
এ সংসারে আর স্থান নাহিক আমার।
রাজ্যেশ্বর দেখিতে তোমায়,
প্রাণবায়ু আছে মম কায়।
সেই সাধে রাজগৃহে আগমন মম,
সেই বাসনায় আছি এ ধরায়,
সেই হেতু পতি সনে চিতা-আরোহণে
করি নাই একত্রে গমন।
আজি পূর্ণ মনস্কাম,
বক্ষে ধরি পতির পাদুকা,
পতি-পদ সেবিবারে করিব প্রয়াণ।

অশোক। কেন গো জননি, কেন কহ নিদারুণ বাণী?
রাজগৃহে চিরদিন তুমি মা দুঃখিনী—
সন্তানের সুখ-কামনায়
কত মাতা, সহেছ লাঞ্ছনা।
দুর্দ্দিন হ'য়েছে গত, আগত সুদিন,
কেন, মাতা, কেন তবে স্নেহ পরিহরি,
সন্তাপিত পুত্রেরে ত্যজিয়ে
চাহ দিতে দেহ বিসর্জ্জন?
সহেছ, মা, বিস্তর আমার তরে,
দেখে যাও সুখী কয় দিন।

সুভদ্রাঙ্গী। ধর বৎস, বাক্য মম, তুমি সুপণ্ডিত!
সংস্কার হৃদয়ে সবার—
ব্রাহ্মণ-কুমারী আমি, রাজভোগ হেতু
আসি রাজপুরে ব'রেছি রাজারে,
ক্ষৌরকার্য্যে ভুলাইয়া নৃপতির মন
প্রতিষ্ঠিত মহিষীর পদে।
সাধুর কথায়, রাজেশ্বর পুত্র-কামনায়
আসিয়াছি রাজপুরে প্রত্যয় না করে।
সে প্রত্যয় করিতে স্থাপন,
মাতার কলঙ্ক তব মোচন কারণ,
সতীর কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে সাধন,
ভোগ-দেহ ভস্মীভূত করিব চিতায়।
নহ তুমি অবাধ্য কুমার,
মাতৃ-মহাকার্য্যে বাধা ক'র না প্রদান।

[সুভদ্রাঙ্গীর প্রস্থান।

অশোক। মা, মা—

[অশোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

কহ্ল্যাটক। অকস্মাৎ কি দুর্দ্দৈব! সভা ভঙ্গ হ'ক, রাজন্যবর্গ নিজ নিজ স্থানে বিরাম লাভ করুন।

[কহ্ল্যাটক, রাধাগুপ্ত ও মার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আপনি কে? কিরূপে এ সকল সংবাদ অবগত?

মার। আমি আপনাকে পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু আমি যে সত্য ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান অবগত, সে প্রত্যয় আপনার জন্মে নাই। যে শিল্পী মহারাজ অশোকের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে যুবরাজ সুসীমকে প্রতারিত ক'রেছিল, আমিই সেই শিল্পী। আমি মহারাজের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমার বাক্যে অবিশ্বাস করেন করুন, কিন্তু আপনারা রাজনীতিজ্ঞ, সুসীমের পুত্র

জীবিত থাক্‌লে বিদ্রোহের মূল উৎপাটিত হবে না।

[মারের প্রস্থান।

রাধাগুপ্ত। মহাশয়, এ ব্যক্তি যেই হ'ক, এ কথা সত্য যে, সুসীমের পুত্র-সন্তান যদ্যপি জন্মগ্রহণ করে, তারে রাজ্যপ্রদানের জন্য অনেকেই উদ্যোগী হবে। মহারাজ সম্মত হবেন না। আমাদের কর্ত্তব্য, গোপনে এর মূলোচ্ছেদ করা! দেখুন, বিবেচনা করুন।

কহ্লাটক। রাজকার্য্যে দয়া বা নিষ্ঠুরতা উভয়ই পরিহার্য্য।

রাধাগুপ্ত। সত্য, কিন্তু কৌশলে রাজ-অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর

পদ্মাবতী, দেবী, কুনাল, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা

কুনাল। মা, মা, আমি আর এক মা পেয়েছি, আমি ভাই পেয়েছি, ভগ্নী পেয়েছি। দেখ, মা, দেখ—আমার নূতন মা কেমন! কেমন চাঁদপানা ভাই, কেমন চাঁদপানা ভগ্নী! মহেন্দ্র, সঙ্ঘমিত্রা, মাকে গান শোনাও।

গীত

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। নর-দেহে তবে কেন
এসেছি ভবে,
যদি ভালবাসা নরে বিলা'তে নারি।
আছে মানব-হৃদয়, তবে দিব পরিচয়,
অনাথে হৃদে যদি ধরিতে পারি॥
কুনাল [আঁকর দিয়া]। মিছার এ ছার
শরীর ধারণ,
করি অনাথ সেবা—
সফল হবে মানব-জনম।
মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। হেরি দুখ নিশিদিন,
যদি রহি উদাসীন,
মুছাতে নয়ন-বারি নারি যতনে।
কর বিফলে দোলে, কেন চরণ চলে,
জন-হিত-ব্রত যদি না থাকে মনে॥
কুনাল [আঁকর দিয়া]। স'হে ত্রিতাপ দহন,
কেন মাটির দেহ ক'র্‌ব বহন!
মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। আত্ম-প্রসাদ,
যদি নাহি করি সাধ,
ভঙ্গুর দেহে ফিরি কি ফল-আশে।
ধন-জন-মান—বিনা আত্মপ্রদান,
প্রয়োজন কিবা এই পান্থবাসে?
কুনাল [আঁকর দিয়া]। আত্ম-প্রসাদ
আত্মদানে—
শান্তি দেবী বসেন প্রাণে।

পদ্মাবতী। দিদি, কে তুমি?

দেবী। রাজরাণি, তুমি আমার দিদি, আমি তোমার দাসী। আমি বণিক্-কন্যা, সাধুর আদেশে মহাভাগ্যে মহারাজের গলায় মাল্য প্রদান ক'রেছি। মহারাজের ঔরসে এই পুত্র-কন্যা।

পদ্মাবতী। দিদি, দিদি, আমার পরম আনন্দের দিন! আজ আমি ভগ্নী পেলেম, আমার একটী সন্তান ছিল, তিনটী হ'ল।

দেবী। না রাজরাণি, আমি তোমার ভগ্নী সম্বোধনের যোগ্যা নই, আমি ও আমার সন্তানেরা রাজপুরবাসী হ'বার যোগ্য নয়। আমি পবিত্র রাজরাণী-দর্শনে জীবন সার্থক ক'র্‌ব, পুত্র-কন্যা পবিত্র পদধূলি গ্রহণ ক'র্‌বে, সেই বাসনায় হেথায় উপস্থিত হ'য়েছি।

পদ্মাবতী। কেন, দিদি, কেন, তুমি রাজ-গৃহের যোগ্যা নও কেন? দুই ভগ্নীতে একত্রে থাক্‌ব। রাজপুত্র রাজকন্যার ন্যায় তোমার কন্যা-পুত্র প্রতিপালিত হবে।

দেবী। দিদি, আমার কন্যা-পুত্র ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই; এবং ভূমিশয়নে অভ্যস্ত, ফল-মূল আহারে তৃপ্ত, রাজভোগ আমাদের নিষেধ। এ বালক-বালিকার পালন-ভার আমার, সেই নিমিত্তই সংসারে আমার স্থান।

পদ্মাবতী। আহা, দিদি, কেন এ কঠিন পণ ক'রেছ? রাজগৃহ আলো-করা বালক-বালিকাকে কেন সন্ন্যাসীর ন্যায় দীক্ষিত ক'চ্ছ? তুমি স্বয়ং রাজসিংহাসনের উপযুক্ত, কি নিমিত্ত সকল সুখে বর্জ্জিতা হ'চ্ছ? তোমার কথায় আমার চ'খে জল আস্‌ছে।

দেবী। কেন, দিদি, দুঃখিত হ'চ্ছ? তোমার আশীর্ব্বাদে আমার মত ভাগ্যবতী ধরণীতে

জন্মগ্রহণ করে না। আমি বামন হ'য়ে চন্দ্র স্পর্শ ক'রেছি, চন্দ্রসুধা পান ক'রেছি, দেব-কার্য্যে সন্তান উৎসর্গ ক'রেছি।

পদ্মাবতী। ভগ্নি, তুমি কি মহারাজের আদেশ-মত সকল ভোগে বঞ্চিত হ'য়েছ, পুত্র-কন্যাকে বঞ্চিত ক'রেছ?

দেবী। না ভগ্নি, মহারাজ পুনঃ পুনঃ আমাদের রাজগৃহে অবস্থান ক'রতে অনুরোধ ক'রেছিলেন। কিন্তু যে মঙ্গলময় সাধুর কৃপায় এই দু'টী রত্ন-লাভ ক'রেছি, তাঁরই আদেশে মহারাজের পদে মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রে সেই সাধুর ইচ্ছামত জীবন যাপন ক'চ্ছি। কন্যা ভূমিষ্ঠা হবার পর আর রাজদর্শন আমার ঘটে নাই। আমি মহারাজের অজ্ঞাত স্থানে কুটীর-বাসিনী ছিলেম। যদিচ আমি মহারাজের গলে মাল্যদান ক'রেছি, আমি রাজনীতি-অনুসারে বিবাহিতা নই। আমি রাজপুরবাসিনী হ'লে মহারাজের কলঙ্ক হবে।

পদ্মাবতী। তুমি দেবী, কলঙ্ক তোমায় স্পর্শ করে না। তোমায় গৃহে স্থান দিলে গৃহ পবিত্র হয়। তুমি স্বেচ্ছায় কেন ভোগসুখে বঞ্চিত হ'চ্ছ?

দেবী। ভগ্নি, সেই সাধুর উপদেশে আমার হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে যে, আত্মত্যাগই পরমভোগ, অপর সকল ভোগই কণ্টক-মিশ্রিত।

পদ্মাবতী। ধন্য তোমার সাধু, ধন্য তোমার শিক্ষা, ধন্য তোমার মমতাবর্জ্জিত হৃদয়, ধন্য তোমার আত্মত্যাগ!

দেবী। দিদি, আমার আত্মত্যাগ অতি সামান্য। আমি সেই সাধুর নিকটেই শুনেছি, তোমার আত্মত্যাগে পৃথিবী চমকিত হবে, তোমার আত্মত্যাগে রাজ্যের কলুষ নাশ হবে। আত্মত্যাগ-বলে স্বামীকে ল'য়ে অক্ষয় স্বর্গ-ভোগ ক'র্‌বে। দিদি, আমি আসি। আমার পুত্র-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন এদের দ্বারা দেবকার্য্য উদ্ধার হয়।

পদ্মাবতী। দিদি, একান্ত থাক্‌বে না?

দেবী। না, দিদি, এ আমার স্থান নয়।

কুনাল। মা মা, আমায় তোমাদের সঙ্গী কবে ক'র্‌বে, মা? আমি কবে অম্‌নি ক'রে গান ক'রে বেড়াব, মা!

দেবী। বাবা, মনোবাঞ্ছা দেবতা পূর্ণ করেন। তুমি রাজ্যেশ্বর, রাজগৃহে থাক।

[পদ্মাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পদ্মাবতী। আত্মত্যাগই পরম ভোগ—যা'তে রাজভোগ উপেক্ষা করে! আশ্চর্য্য রমণী, আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগিনী, আশ্চর্য্য কুমার-কুমারী!

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। রাণী মা, রাণী মা, যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল। যেমন তোমাদের দু'পায়ে থেৎলেছে, তেম্‌নি পেটে-পোয়ে অপঘাতে ম'র্‌বে!

পদ্মাবতী। কে, কে?

পরিচারিকা। কে আর! আপনি অক্কা পেয়েছে, মাগও আজ পেটে-পোয়ে মারা যাবে।

পদ্মাবতী। কি হ'য়েছে?

পরিচারিকা। সেনাপতি বিদ্রোহ ক'রেছিল না? সেই রাগে মহারাজ হুকুম দিয়েছেন যে, সুসীমের যে-যেখানে আছে, বধ কর। আজ রাত্রেই নাক-নাড়া দেওয়া ঘুচে যাবে। মনে ক'রেছিলেন, পেটের ছেলে হোক, মেয়ে হোক, রাজ-সিংহাসনে বসাবেন।

পদ্মাবতী। তুই কোথায় সংবাদ পেলি?

পরিচারিকা। কেন, মন্ত্রীম'শায় টাকা দিয়ে তার দাসীদের ব'লেছে, আজ রাত্রে দোর খুলে রেখে স'রে থাকিস্‌। যারা মার্‌তে যাবে, তাদের একজন আমার মামাতো ভাই, আমায় হুবহু সে সব খবর ব'লেছে। দেখ' না মা, রক্তে নদী ব'য়ে যাবে। যে-যেখানে শত্রু আছে, কাটা প'ড়্‌বে।

পদ্মাবতী। তুই এখন যা, আমি পূজা-গৃহে থাক্‌ব, কেউ না আমায় বিরক্ত করে।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বুঝি, আমার আত্মত্যাগের সময় উপস্থিত। পতির মহাপাপ-কার্য্য অবশ্য নিবারণ ক'র্‌ব। এতে তাঁর কোপে পতিতা হই, পরিত্যক্তা হই, আমার প্রাণবধ হয়, তথাপি আমি এ নিষ্ঠুর কার্য্য নিষ্পন্ন হ'তে দেব না। আমি সহ-ধর্ম্মিণী, পতির কল্যাণ-সাধন আমার কর্ত্তব্য; কর্ত্তব্য-কার্য্যে কখনও পরাঙ্মুখ হই নাই। কর্ত্তব্য-কার্য্যে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর শুশ্রূষার জন্য

কারাবাসিনী হ'য়েছি। আজ উচ্চ কর্ত্তব্যের দিন, এ আমার ভাগ্য।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—চন্দ্রকলার কক্ষ

চন্দ্রকলা

চন্দ্রকলা। এ কি—পুরী শূন্য! দাস-দাসীরা চ'লে গেছে! আজ সকলেই কথার অবাধ্য হ'য়েছিল। আমায় কি বধ ক'র্বে? অশোক কি এত নিষ্ঠুর! আমায় বধ করুক, তাতে আমি দুঃখিতা নই; যখন আমি পতি-হারা, আমার আর জীবনের মমতা কি? কিন্তু আমার গর্ভের সন্তানের কি উপায় হবে? ভেবেছিলুম, সর্ব্ব-সুলক্ষণ-যুক্ত পুত্রের মুখ দেখে সকল দুঃখ নিবারণ হবে। আমার পুত্র-মুখ দর্শন ক'র্বেন আশায় মৃত্যুশয্যায়ও আমার শ্বশুরের কত আহ্লাদ! আমি আস্বা-মাত্র উৎসবের আজ্ঞা দিলেন। সেই শ্বশুর আমার নাই। অভাগার জীবন-রক্ষা কিরূপে ক'র্ব? কোথায় যাব? চতুর্দ্দিকে রাজ-প্রহরী—পালাবার তো পথ নাই। কি হবে, কি হবে—ভগবান্ রক্ষা কর!

বেগে পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মাবতী। দিদি, দিদি, এই বস্ত্র পরিধান কর, শীঘ্র চ'লে এস।

চন্দ্রকলা। কে তুমি?

পদ্মাবতী। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না, দিদি?

চন্দ্রকলা। কে, পদ্মাবতী? এ বেশে কেন?

পদ্মাবতী। তুমিও বেশ পরিবর্ত্তন কর। এস, এই বস্ত্র পরিধান ক'র্তে ক'র্তে এস। বিলম্ব ক'র না; বিলম্ব ক'র্লে গর্ভস্থ সন্তান রক্ষা হবে না, তোমার মৃত্যুর সহিত তোমার সন্তান নষ্ট হবে।

চন্দ্রকলা। অশোক কি এত কঠিন! আমার স্বামীর প্রাণবধে ক্ষান্ত হ'ল না!

পদ্মাবতী। কথার সময় নাই, সত্বর হও।

চন্দ্রকলা। কোথায় যাব?

পদ্মাবতী। নগর পরিত্যাগ ক'রে যাই চল। নগরে রাজ-চরের দৃষ্টিপথ থেকে লুক্কায়িত থাক্‌তে পারবে না।

চন্দ্রকলা। নগর-দ্বার সতর্ক প্রহরী-বেষ্টিত, কিরূপে বহির্গত হব?

পদ্মাবতী। এই সময় চণ্ডালেরা কার্য্য-অবসানে গৃহে প্রত্যাগমন করে, আমরাও তাদের সঙ্গে বহির্গত হব। সেই জন্যে এ-বেশ পরি-বর্ত্তন ক'র্তে ব'ল্‌ছি।—এস—শীঘ্র এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

দুইজন ঘাতকের প্রবেশ

১ ঘাতক। এ কোন মাগী-টাগী দিয়ে বিষ খাওয়াতে হয়। মন্ত্রীর যেমন কাজ, আমাদের এই ষণ্ডা দুটোকে পাঠিয়েছে।

২ ঘাতক। আরে জানিস্ নে, সুসীম যেমন ছিল, এ রাণীটে তেমন নয়, এর সব রক্ষকেরা বশ।

১ ঘাতক। দূর ভেড়ো, এর আবার রক্ষক কোথায়? যমালয়ে এরে রক্ষা ক'র্বে। তাদের কি একজনও বেঁচে? ঐ ভূতোর দলে আমিও এসেছিলুম—মজাসে টক্ টক্ করে গর্দ্দানা ওড়ালুম।

২ ঘাতক। তবে যে একে মার্‌তে কাঁচু-মাচু ক'চ্ছিস?

১ ঘাতক। আরে ছ্যা! মেয়েমানুষকে মার্‌ব কি?

২ ঘাতক। আরে বুঝিস্ নি! এও এক মার্‌তে মজা আছে রে—মজা আছে! "বাবা, মেরো না, মেরো না" ব'লে হাতজোড় ক'র্তে থাকে, অম্‌নি বুকে ছুরি বসিয়ে দিলুম, ধড়-ফড় ক'র্তে লাগ্‌ল। এক এক বেটী মর্‌বার সময় গাল দেয়, শুন্‌তে ভারি মিষ্টি।

১ ঘাতক। আরে দেখ্, আমাদের মার্‌বার আগে বুঝি কেউ কাজ সেরে গিয়েছে। এই যে গয়নাগাঁটি, কাপড়-চোপড় সব প'ড়ে র'য়েছে।

২ ঘাতক। তোর যদি এক কাণাকড়ি বুদ্ধি ঘটে থাকে! কাজ সেরে গেলে গয়না কাপড়-চোপড় সব ছেড়ে যেত? মাগী আমাদের দম দেবার জন্য কাপড়-চোপড় ফেলে কোথায় লুকিয়েছে। আয়, খুঁজি আয়।

১ ঘাতক। রাণীর বেশ না থাক্‌লে চিন্‌ব কেমন ক'রে?

২ ঘাতক। ন্যাকা আর কি? দরাজ হুকুম —যাকে পাব, তাকে কাট্‌ব।

১ ঘাতক। আরে সব দোর খোলা—কোথাও চ'লে গেল না কি?

২ ঘাতক। মর ভেড়ো! বাঁদী বেটীকে দোর খুলে রাখ্‌তে মন্ত্রীম'শায় বলে নাই? সব ভুলে যাস্‌ কেন?

১ ঘাতক। আয় তবে, কোথায় গেল দেখি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাংক

বনপথ

পদ্মাবতী ও সদ্যপ্রসূতা চন্দ্রকলা

পদ্মাবতী। দিদি, জল খাও।

চন্দ্রকলা। (জলপান করিয়া) আঃ—

পদ্মাবতী। দিদি দেখ, একবার ছেলের মুখপানে চেয়ে দেখ, কি ভুবন-উজ্জ্বল সন্তান প্রসব ক'রেছ দেখ!

চন্দ্রকলা। দেখেছি, আর আমার ছেলে নয়। ছেলের মুখ দেখে আমার অনেক সাধ উঠেছিল। কোলে ক'র্‌ব, স্তন্যপান করা'ব, চাঁদমুখের হাসি দেখে প্রাণ জুড়াব, কিন্তু সে সকল সাধ আমি তোমায় দিয়ে গেলুম, অনাথকে তুমি দেখ, আমার দেখ্‌বার সময় নাই।

পদ্মাবতী। দিদি, তুমি প্রসব-যাতনায় কাতর হ'য়েছ, এখনই সবল হবে।

চন্দ্রকলা। দিদি, আর আমি কাতর নই। গর্ভরক্ষার জন্য কাতর হ'য়েছিলুম। পুত্র প্রসব ক'রেছি, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নারীরূপা দেবীকে দিয়ে যাচ্ছি। পরকালের ভয়ও আর আমার নাই। তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—যখন তোমার আমি কৃপাভাজন হ'য়েছি, তখন নারায়ণও আমায় কৃপা ক'র্‌বেন! তুমি বল, আমার ছেলে তোমার হ'ল—এই সংবাদ শোন্‌বার জন্য আমার প্রাণবায়ু বেরোয় নাই।

পদ্মাবতী। দিদি, কেন অমন ক'চ্ছ, তুমি এখনই ভাল হবে।

চন্দ্রকলা। না, দিদি, না। আমি কালের স্পর্শ অনুভব ক'রেছি, এখনি যেতে হবে। হেথা থাক্‌বারও আর আমার ইচ্ছা নাই। নারী-জীবনে সাধের সমুদ্রতরঙ্গ উঠে, কিন্তু পদে পদে নিরাশা। নিরাশাই নারীর জীবন। আমি পাটলিপুত্র-সিংহাসনের যুবরাজ-পত্নী, সাধের স্রোত কতই ব'য়েছে—স্বামীর বামে ব'স্‌ব, স্বামীকে রাজ্যশাসনের উপদেশ দেব, প্রজাদের পুত্রবৎ পালন ক'র্‌ব, সাধের সাগর উথ্‌লেছিল! কিন্তু সে সাধ-সাগর মন্থন ক'রে হলাহল উঠেছে। স্বামীর উপেক্ষিতা, বারবিলাসিনী কর্তৃক অপমানিতা—কিন্তু তথাপি আমার স্বামী—কপালে সিন্দূর ছিল। ভাব্‌তেম, আমার গর্ভস্থ সন্তানের পিতা আছে—সে সাধেও বিষাদ। সিন্দূর ঘুচ্‌ল, তবু সাধ অবসান হ'ল না। আশার কুহকে আমার মনে হ'ত, আমার গর্ভের পুত্র সন্তান—সেই সন্তান রাজ্যেশ্বর হবে। কিন্তু তখন জানিনে, দুর্দৈব আমায় রাজপুর হ'তে বহির্গত ক'রে অরণ্যে প্রেরণ ক'র্‌বে। তখন জানি নি যে, করুণাময়ী রাজরাণী অভাগিনীর জন্য অরণ্যচারিণী হবে, তখন জানি নি, অনাথিনীর বনপথ মৃত্যুশয্যা হবে। কিন্তু এক পরম সান্ত্বনা, আমার পুত্রের রক্ষণে দেবী জগদ্ধাত্রী মানবীরূপে উপস্থিত হ'য়েছেন। দিদি, বিদায়! (মৃত্যু)

পদ্মাবতী। দিদি, দিদি—ফুরুল'! এই সংসার! রাজরাণীর মৃত্যুশয্যা—ধরণী, অরণ্য—রাজপুত্রের সূতিকাগার! এই রাজ্য, এই ভোগ! এই নিমিত্ত কোলাহল, এই নিমিত্ত অস্ত্রসংঘর্ষণ, নরহত্যা, ধ্বংসকারী রণ-তরঙ্গ! পরিণাম—মৃত্যু! অজানিত তমোময় সাগরে ঝম্পপ্রদান! ক্ষণভঙ্গুর দেহে অবস্থান ক'রে ক্ষণভঙ্গুর দেহীর নিপীড়ন—বিবেচক জ্ঞানী-নামে আত্মপরিচয়—এ কি দুরন্ত কুহক! এ কি ঘোর আত্মপ্রতারণা! এ অবস্থায় সুখের কল্পনা, আশার উত্তেজনা! তম—তম—ঘোর তম—তমোময় ভবিষ্যৎ! (শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া) আহা, শিশু যেন আমার বক্ষে থেকে আমার অন্তরের ভাব উপলব্ধি ক'রে হাস্য ক'চ্ছে। যেন চাঁদমুখে ব'ল্‌ছে, "সত্য—সত্য প্রতারণা"। এখন কি করি! কোথায় যাব—কোথায় আশ্রয় পাব? এ-যে মহাভার আমার মস্তকে! এ অনাথকে কিরূপে রক্ষা করি? কোন্‌ স্থানে রাজ-দূতের চক্ষু আবরিত ক'রে

এই শিশুকে লালন-পালন করি? স্তনে দুগ্ধ নাই—সদ্যপ্রসূত শিশুর উপায় কি ক'র্‌ব? (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) ওই বুঝি রাজ-দূত অন্বেষণে আস্‌ছে, লতাগুল্মে লুক্কায়িত হই।

[অন্তরালে গমন।

অনুচরগণসহ চণ্ডাল-সর্দ্দার ও তৎপত্নীর প্রবেশ

চণ্ডাল। তোরা লোককে হামি ব'ল্‌লে যে, মাগীদুটার পিছু লে, ও হামাদের চাঁড়াল ঘরের জেনানা নয়—ডর মারে ভাগ্‌ছে। ভালমানুষের জানানা, দেখ্‌তো কত বুরা বাত হ'লো। বনে কাঁহা ঘুসে যাবে, বাঘা ঢাঁসাবে।

চণ্ডাল-পত্নী। আরে, মিন্সে, দেখ্ দেখ্—কাহার জানানা প'ড়ে!

চণ্ডাল। আরে, ছুঁস্ না, ছুঁস্ না—ভাল আদ্‌মির জানানা।

পদ্মাবতীর পুনঃ প্রবেশ

পদ্মাবতী। বাবা, বাবা, আমায় রক্ষা কর।

চণ্ডাল। তু কে বেটী?

পদ্মাবতী। আমি হতভাগিনী, তোমার কন্যা। আমি এই সন্তান নিয়ে বিপন্না, আমায় রক্ষা কর।

চণ্ডাল। হামার বেটী! (পত্নীর প্রতি) এ মাগী, আজ বেটী পেলোরে—চাঁদমতন বেটী—চাঁদমতন নাতি।

চণ্ডাল-পত্নী। চল্ চল্ ঘরে নিয়ে যাব। বেটী নাই, বেটা নাই—হামার ফাঁকা ঘর আলো ক'র্‌বে! (পদ্মাবতীর প্রতি) আরে তোর বেটাকে কি খিয়ালি? হামার পাশ মউ আছে, মিন্সেকে সরবৎ পিয়াবো, তাই চাক তুড়েছি। দে দে, নাতি কোলে দে—খিয়াই।

শিশুকে বক্ষে গ্রহণ

চণ্ডাল। বেটী, এটা তোর কে? এটা তো মুন্দর হ'য়েছে; তুই ভালা আদ্‌মি, হামি লোক তো ছোঁবে না, ইটার কি হবে?

পদ্মাবতী। বাবা, ইনি আমার ভগ্নী, এ'রই এই অনাথপুত্র।

চণ্ডাল। এখন আর এর বেটা নয়—হামার নাতি; তোর বেটা, তুই পাল্‌বি।

চণ্ডাল-পত্নী। সর্দ্দার, ইটা জ্বালিয়ে দে না।

চণ্ডাল। দূর মাগী, হামি লোক ছোঁবে কেমন ধারা! তুই দেখ্‌ছিস্ না, হামি কি হামার বেটীকে হামার হাঁড়ীর ভাত খিলাবো! বেটী রাঁধ্‌বে, হামারা বুড়া-বুড়ী মিলে বেটীর সাথ খাব। এ বেটী, এখন কি করি, তুই বাতা না?

চণ্ডাল-পত্নী। এর আর সলা ক'র্‌তে লারলি, কাটকুটা চাপায়ে দে, বেটী হামার জ্বালান ক'রে দেবে।

কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষুর প্রবেশ

১ বৌদ্ধ। এই সেই শিশু। (পদ্মাবতীর প্রতি) মা, উদ্বিগ্ন হ'য়ো না, আমরাই শবদেহ সৎকারের নিমিত্ত আগমন ক'রেছি। (চণ্ডাল-সর্দ্দারের প্রতি) সর্দ্দার, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে এ'রে নিয়ে যাও, আমাদের তো জান'।

চণ্ডাল। ভিক্ষু-বাবারা এয়েছে, মুর্দ্দারের কাম হবে। চল বেটী চল, তোর বাপের ঘরে থাক্‌বি চল্।

[বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ বৌদ্ধ। (চন্দ্রকলার মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া) ইনি মহাপুরুষের গর্ভধারিণী। গুরু-দেব উপগুপ্তের আজ্ঞা, কোন পবিত্র স্থানে এ'র সৎকার্য্য সম্পন্ন হবে। চল, আমরা মৃত-দেহ ল'য়ে যাই।

[মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

দুর্গ-সম্মুখস্থ প্রান্তর

অশোক, রাধাগুপ্ত, সেনানায়কগণ, সভাসদ্‌গণ ও সৈন্যগণ

অশোক। হে তক্ষশিলাবাসী বীরগণ, হে উজ্জয়িনীবাসী যোদ্ধৃবর্গ, তোমাদের অসীম সাহসে পাটলিপুত্রের সেনা নিরস্ত হ'য়েছে; বিদ্রোহী সেনাপতি হত হ'য়েছে। এক্ষণে তোমরা জনে জনে নিজ নিজ দলবলে মমতা-শূন্য হ'য়ে চতুর্দ্দিকে শত্রু সংহার কর। যে সুসীমের পক্ষ, তারে সবংশে নিধন কর; এতে বালক, বৃদ্ধ, নারী বধে ঘৃণা ক'র না।

সেনানায়কগণ। জয় রাজাধিরাজ অশোকের জয়!

অশোক। যাও—বনে, গুপ্তস্থানে, যেখানে

শত্রু লুক্কায়িত—সেইখানে অনুসন্ধান ক'রে বধ কর। যাও, চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান কর।

সেনানায়কগণ। জয় মহারাজ অশোকের জয়!

[সেনানায়কগণের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রি, সুসীম-পত্নীর বধ-সংবাদ পেয়েছ?

রাধাগুপ্ত। না, মহারাজ, তাঁরে কেউ অনুসন্ধান ক'রে পায় নাই।

অশোক। কোন্ অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার অর্পণ ক'রেছিলে? পুনর্ব্বার অনুসন্ধান ক'র্‌তে ব'ল, কোথাও লুক্কায়িত আছে।

রাধাগুপ্ত। মহারাজ, সর্ব্বস্থান অনুসন্ধান করা হ'য়েছে, কোথাও তাঁর নিদর্শন নাই।

অশোক। নগর-দ্বারে সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত কর; কোনরূপ ছদ্মবেশে লুক্কায়িত ভাবে না পলায়ন করে!

রাধাগুপ্ত। মহারাজ, সতর্ক প্রহরীই আছে।

অশোক। গত রাত্রে কে নগরের বাহিরে গিয়েছে, সংবাদ গ্রহণ ক'রেছ?

রাধাগুপ্ত। রাজমাতার সহমরণ-উৎসবে যে সকল চণ্ডালেরা পথ পরিষ্কৃত ক'রেছিল, তারাই কেবল রাজাদেশে নগর পরিত্যাগ ক'রে যায়, অপর জনপ্রাণী নগরের বাহিরে যেতে পারে নাই।

অশোক। তাদের সহিত রমণী ছিল?

রাধাগুপ্ত। আজ্ঞে তারা নর-নারীতেই কার্য্য করে।

অশোক। তাদের মধ্যে অনুসন্ধান ক'র্‌তে দূত প্রেরণ কর।

রাধাগুপ্ত। মহারাজের অভিপ্রায় মত কার্য্য হ'য়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অশোক। তবে কোথায় গেল?

বীতশোকের প্রবেশ

বীতশোক। মহারাজ, অন্তঃপুর হ'তে মহারাণী কোথায় গিয়েছেন।

অশোক। সে কি! কোথায় গেল—অনুসন্ধান কর।

বীতশোক। চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান ক'রে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অশোক। তবে নিশ্চয়ই শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হ'য়েছে।

বীতশোক। মহারাজ, তার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।

অশোক। জাননা, নিশ্চয় শত্রুর কার্য্য। নিশ্চয়ই শত্রু—চতুর্দ্দিকে শত্রু! রাজ-আজ্ঞা প্রচার কর, যদি কল্য প্রাতে রাজরাণীর কোন না সংবাদ পাওয়া যায়, সমস্ত পাটলিপুত্র ভস্ম হবে। এখন' রাজ্যে শত্রু লুক্কায়িত আছে; যত দিন না তারা সমূলে নির্ম্মূল হয়, দোষী-নির্দ্দোষী বিচার নাই, সকলের প্রাণ সংহার হবে। যাও, আজ্ঞা প্রচার কর; যাও—কি নিমিত্ত দণ্ডায়মান?

বীতশোক। মহারাজ, সকল কার্য্য সকলের দ্বারা সম্ভব নয়, দাস এ কার্য্যে অপারক।

অশোক। তুমিও শত্রু, তোমার প্রাণ বিনাশ হবে।

বীতশোক। আমি শত্রু নই, আমি রাজ-ভৃত্য—রাজদাস। কিন্তু নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ-বিনাশ যে ন্যায়-সঙ্গত নয়, এ কথা মৃত্যু উপেক্ষা ক'রেও মহারাজকে পুনঃপুনঃ নিবেদন ক'র্‌ব।

অশোক। বীতশোক, আমায় তুমি কঠিন ব'লে তিরস্কার ক'চ্ছ.—তুমিও দুঃখিনীর পুত্র—সত্য, কিন্তু আমার ন্যায় কঠিন শিক্ষালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হও নাই। নিৰ্ম্মম শিক্ষক তোমায় দীক্ষাদান করেন নাই। যাও মন্ত্রী, আজ্ঞা প্রচার কর।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

আকালের প্রবেশ

আকাল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

আকাল। একটা জিনিস খুঁজ্‌তে।

অশোক। কি জিনিস?

আকাল। মহারাজের মেজাজ।

অশোক। আকাল, তা আর খুঁজে পাবে না।

ঘোর হৃদয়-ঝটিকা উড়ায়েছে স্বভাব আমার,
ঘোর ঘূর্ণবায়ু—
শত্রুর উত্তাপে বায়ু অতীব প্রবল—
বহিবে তুমুল ঝড়—

বারিধারা সম হবে শোণিত বর্ষণ—
তবে শান্ত হবে এ ঝটিকা।
নহে মহামার—
নিস্তার নাহিক আর কার
সহিয়াছি বিস্তর পীড়ন,
পীড়নে করিব মোর শাসন স্থাপন।

মারের প্রবেশ

মার। জয় নরদেহী দেবরাজের জয়!

আকাল। বাবা, দানব না দত্যি যে তুমি হও, মহারাজকে সহস্রলোচন ইন্দ্রটা ক'র না। মাথায় গায়ে লোচনের উপর রাজপোষাক, রাজ-মুকুট প'রে মহারাজ চোখ-করকরানিতে অস্থির হবেন।

মার। সপ্তসূর্য্যসমপ্রভাব জয় মহারাজ অশোকের জয়!

আকাল। দানব-বাবা, সূয্যি দেবতাটাও ছাড়ান দাও। সূয্যি হ'লে মহারাজের সমস্ত দিন রোদে ঘুরে মাথা ধ'র্‌বে। আর গোটা দুই দেবতা ছেড়ে—এই চন্দ্রটা, তাহ'লে রাত্রে ঘুর্‌তে হবে, আর কলায় কলায় ক্ষ'ইতে হবে; আর পবনটা, তাহ'লে সৃষ্টির লোককে বাতাস ক'রে সারা হ'বেন—এই গোটা চার দেবতা ছাড়ান দিয়ে মহারাজকে তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যে যেটা ইচ্ছা হয়, ক'রে দাও।

মার। তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ কর?

আকাল। করি, তোমার আক্কেলে।

মার। মহারাজ, দেখুন—আমার সমস্ত গণনাই সত্য; দেখুন—রাজরাণী নিরুদ্দেশ। অপর গণনাও যে সত্য, তা অচিরে জান্‌বেন।

কুনালের প্রবেশ

অশোক। কুনাল, তুমি মলিন কেন? তুমি কি তোমার মাতৃ-অদর্শনে বিষণ্ণ হ'য়েছ? শীঘ্র রাজদূত শত্রুর অভিসন্ধি ভেদ ক'রে তোমার মাতাকে উদ্ধার ক'র্‌বে। তুমি যে রাজ-প্রসাদ প্রার্থনা কর, যে রাজ্যভার গ্রহণে অভিলাষী, এই দণ্ডে তা প্রদত্ত হবে।

কুনাল। মহারাজ, আমি রাজ্য-প্রার্থী নই। মহারাজ রাজ্যভার প্রদান ক'র্‌লে, সে ভার আমি শ্রীচরণে পুনরর্পণ ক'র্‌ব। স্বর্গগতা রাজ-মাতার উপদেশে দাসের হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে যে, মানবের মার্জ্জনাই একমাত্র রত্ন। আমি নিশ্চয় শ্রীচরণে নিবেদন ক'চ্ছি, জননী কোন মঙ্গল-কার্য্যে আত্মগোপন ক'রেছেন। মহারাজ তক্ষশিলায় গমনাবধি—মহারাজের মঙ্গল-কামনায়—অনশনে, অৰ্দ্ধাশনে দেবকার্য্যে নিযুক্তা থাক্‌তেন। কেবল রাজ-মাতার সেবার জন্য এক-একবার দেব-মন্দির হ'তে বহির্গত হ'তেন।

অশোক। আমার মঙ্গল-কামনায়? তাই আত্মগোপন!

কুনাল। হাঁ মহারাজ, রাজ্যে যেরূপ অনিষ্ট উৎপন্ন হ'চ্ছে, রাজ্যের মঙ্গলকামনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অশোক। কুনাল, তুমি রাজ-মাতার পরম আদরের ছিলে। তোমার ও তোমার পিতৃব্যের ভার চিতারোহণকালীন তিনি আমার উপর অর্পণ করেন। সেই জন্য রাজ-কোপে তোমাদের উভয়েরই নিস্তার; কিন্তু আমার অনুমতি ব্যতীত যদি তোমার মাতা আত্মগোপন ক'রে থাকেন, তাহ'লে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। যাও, আমার সম্মুখে অবস্থান ক'র না।

কুনাল। মহারাজ, দাস তো রাজ-প্রসাদ প্রাপ্ত হয় নাই?

অশোক। হাঁ, আমি প্রতিশ্রুত—কি প্রসাদ বল?

কুনাল। মহারাজ, নিরীহ পাটলিপুত্রের প্রজাবর্গের প্রাণনাশের যে কঠিন আজ্ঞা প্রচার হ'য়েছে, তা প্রত্যাহার করুন।

অশোক। তোমার পিতার বাক্য লঙ্ঘন হয় না। রাজ-প্রসাদ-স্বরূপ আদেশ প্রত্যাহার ক'র্‌ব, কিন্তু তোমার জননীর প্রাণবধ হবে।

কুনাল। মহারাজ, যদি শত-সহস্র ব্যক্তির জীবন রক্ষা হয়, জননী হাস্যমুখে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ ক'র্‌বেন।

[প্রণাম করিয়া কুনালের প্রস্থান।

মার। মহারাজ, সুবিচার করুন, আমার সমস্ত গণনা সত্য কি না, বলুন? দেখুন, আপনার পত্নী নিরুদ্দেশ, পুত্র রাজ-প্রসাদ-স্বরূপ রাজ্য অবাধ্য হ'য়ে উপেক্ষা ক'রলে। যদি সত্য হয়, আমার কথায় প্রত্যয় করুন, আপনি ইন্দ্র, পাপের দণ্ডবিধানের জন্য ধরা-তলে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

অশোক। হাঁ, আমি ইন্দ্র—কিরূপে পাপের দণ্ডবিধান ক'র্‌ব, সে পরামর্শ প্রদান কর।

আকাল। মহারাজ, দাসের মিনতি, দানবের কথায় প্রত্যয় ক'র্‌বেন না; দানব সত্য ব'লে প্রতারিত করে।

অশোক। আকাল, স্মরণ কর—যখন প্রবাসে তুমি আমার সাথী হও, আমি তোমায় নিষেধ ক'রেছিলেম। তুমি কি জান না, আমিও দানব। দানবের পরামর্শ অবশ্য গ্রহণ ক'র্‌ব। (মারের প্রতি) কি পরামর্শ বল? অগ্রে বল, রাজমহিষী কোথায়?

মার। মহারাজ, রাজরাণী মহারাজের কোন বলবান্ শত্রুর শক্তিতে আচ্ছাদিত। সে শক্তি ভেদ ক'রবার আমার সামর্থ্য নাই, তথায় আমার দৃষ্টি অন্ধ।

অশোক। কে আমার শত্রু জান?

মার। বুদ্ধ।

অশোক। কোথায় সে শত্রু?

মার। মহারাজ, সে শত্রু ইচ্ছায় আকার-ধারী, ইচ্ছায় নিরাকার হ'তে পারে। তার সহিত শত্রুতার একমাত্র উপায়—হিংসা। মার্জ্জনা রাজ-হৃদয় হ'তে একেবারে পরিত্যাগ করুন, নর-হিংসায় দৃঢ় হ'ন, তাহ'লে সে শত্রু ক্ষুব্ধ হবে।

অশোক। আমি দৃঢ়সংকল্প।

মার। মহারাজ, আপনি যে ইন্দ্র, তার আর এক প্রমাণ প্রদান করি। আজ্ঞা দেন, এই মুহূর্ত্তে প্রান্তর বিস্তৃত হ্রদরূপে পরিণত হবে, হ্রদ-বক্ষে সুন্দর পুরী নির্ম্মিত হবে, সেই পুরীতে পাপীর প্রলোভনের নিমিত্ত অপ্সরা-গণের নৃত্য-গীত হবে। প্রলোভিত হ'য়ে যে ব্যক্তি সেই পুরী প্রবেশ ক'র্‌বে, জান্‌বেন সে পাপী, রক্ষকের প্রতি আজ্ঞা দেবেন, তার যেন প্রাণবধ হয়।

অশোক। কই, তোমার বর্ণনা-অনুসারে পুরী নির্ম্মিত হ'ক।

প্রবল ঝটিকা এবং মেঘমালার আবির্ভাব

সকলে। এ কি প্রলয় অন্ধকার!

[অশোক, মার ও আকাল
ব্যতীত সকলের পলায়ন।

আকাল। দেখি, বেটা দানব তোর কীর্ত্তিটে, একটা প্রাণ বই তো নয়।

মার। মহারাজ, চিন্তিত হবেন না; আপনি মেঘবাহন, মেঘদল আপনার পূজার নিমিত্ত উপস্থিত।

অশোক। না না, তিলমাত্র নহিক চিন্তিত।

কর ঘোর প্রলয় গর্জ্জন মেঘদল,
করি নিজ হৃদয়ের ছায়া দরশন;
বহ বহ প্রবল পবন,
প্রবল ঝটিকা যথা
আলোড়িত করিছে অন্তর—
আলোড়ন কর ধরাতল।
চূর্ণ কর সুন্দর যে বস্তু আছে যথা;
ধ্বংস হ'ক মানবমণ্ডল,
মম কোপানল-অনুরূপ প্রলয় দামিনী
সহস্র দলকে দলি উগার' প্রলয় ধারা—
বজ্র-হৃদয়ের মম হেরি ছায়ারূপ!

সহসা ঝটিকা ও মেঘমালার অন্তর্দ্ধান এবং
প্রান্তর হ্রদে পরিণত হওন, হ্রদ-মধ্যে
দৃশ্যমান পুরী

চণ্ডগিরিকের প্রবেশ

মার। মহারাজ, আমার এই ব্যক্তিকে পুরী-রক্ষক নিযুক্ত করুন। আজ্ঞা দেন, যে পুরী প্রবেশ ক'র্‌বে, তার প্রাণবধ ক'র্‌বে।

অশোক। যাও, সাবধানে পুরী রক্ষা কর; কোন প্রবেষ্টা যেন না বহির্গত হয়।

মার। মহারাজ, এইবার কলিঙ্গ-দমনের নিমিত্ত শীঘ্র প্রস্তুত হ'ন। কলিঙ্গরাজের এত-দূর দম্ভ যে, সে স্বয়ং সম্রাট্ ব'লে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

অশোক। কলিঙ্গের অবজ্ঞা আমি বিস্মৃত হব না, কিন্তু অগ্রে গৃহ-শত্রু দমন করি। নিশ্চয় জেন'—কলিঙ্গ আমার কোপে ভস্মসাৎ হবে।

মার। শুনুন, মহারাজ, অপ্সরাগণের সঙ্গীতে—বাঁশীর রবে হরিণ যেমন মুগ্ধ হয়, পতঙ্গ যেমন অগ্নি-অভিমুখী হয়, পাপীরা সেইরূপ মুগ্ধ হ'য়ে পুরী প্রবেশ ক'র্‌বে।

পুরী-মধ্যে মার-সঙ্গিনীগণের নৃত্য-গীত

এসেছি বড় সাধ ক'রে।
করি গান মনের টানে,
শোনাই যার মনে ধরে॥

যে বোঝে বেদনা,
তার থাক্‌বো কেনা সদাই বাসনা,
গানে জানাই ব্যথিত জনে,
কত ব্যথা অন্তরে॥
দরদী বিনে, দরদ কে জানে—
বেদরদীর দরদ নাই প্রাণে;
ব্যথার ব্যথিত হ'লে পরে,
ব্যথায় ব্যথা নেয় হরে॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কলিঙ্গ—দুর্গ-সম্মুখ

অশোক, সেনানায়ক ও সৈন্যগণ

অশোক। হের, শূন্য দুর্গ—প্রাচীরে নাহিক
আর অরি;
শূন্য রাজপুরী, শূন্য এ নগরী,
কিন্তু নহে শ্রম অবসান।
কলিঙ্গ-ঈশ্বর—গর্ব্বিত বর্ব্বর
মধ্য-দুর্গ ক'রেছে আশ্রয়।
এখন' আশ্বাস তার মনে,
সুবিশাল পরিখা-বেষ্টনে
আক্রমণ রোধিবে আমার।
কি আশ্চর্য্য। এত দিনে জন্মে নাই জ্ঞান—
বজ্রধারী-অরি-অস্ত্রে চূর্ণ হয় মেরু।

১ সেনানায়ক। হের, মহারাজ,
দুর্গমাঝে মেঘাকারে উঠিতেছে ধূম।

অশোক। বুঝি, করিবারে মম অসিরে বঞ্চনা,
নেছে পরিবার সনে অগ্নির আশ্রয়।
যাও, কেহ আনহ সংবাদ।

২ সেনানায়ক। একাকী আসিছে এক সৈনিক
এদিকে,
হইতে শরণাগত বুঝি বা বাসনা।

কলিঙ্গ-সৈনিকের প্রবেশ

কলিঙ্গ-সৈনিক। আরে দানব, আরে নর-রাক্ষস, বিফল তোর আকিঞ্চন! তোর অধীনত্ব স্বীকার অপেক্ষা আহত ভূপাল সবান্ধবে, সপরিবারে অগ্নি-প্রবেশ ক'রেছেন। তোর দানবীয় কর্ণে সংবাদ দেবার জন্য একমাত্র আমিই জীবিত। শোন্ নরাধম, গর্ব্ব করিস্‌নে! জয়-পরাজয় দৈবাধীন, কিন্তু কলিঙ্গ-গৌরব ক্ষুণ্ণ নয়। বার বার যুদ্ধে কলিঙ্গের বিক্রমের পরিচয় পেয়েছিস্। শুনেছি, তুই আপনাকে ইন্দ্র ব'লে স্পর্দ্ধা করিস্। যদি সাহস হয়, একাকী আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ; যদি পরাজিত হই, সত্যই তোরে ইন্দ্র ব'লে স্বীকার ক'র্‌ব; নচেৎ—ভীরু কুক্কুর নামে জগতে তোর প্রচার হবে।

[অশোকের সহিত যুদ্ধান্তে
কলিঙ্গ-সৈনিকের পতন।

অশোক। টেনে ফেল দূরে—
কুক্কুরের ভক্ষ্য হোক রসনা উহার।
কুণ্ঠিত নহিক আর প্রতিজ্ঞা-পালনে—
ভস্মসাৎ কলিঙ্গ হইবে।
যাও চতুর্দ্দিকে—
হন হন, বধ বধ যথা পাও যারে।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ করহ সংহার,
অগ্নি দাও প্রতি ঘরে ঘরে,
প্রজ্বলিত শিখা দৃষ্ট হ'ক দূরদেশে,
রণশ্রম শান্তি কর শোণিত-প্রবাহে।

[অশোকের প্রস্থান।

১ সেনানায়ক। মহারাজের এ কি কঠিন আজ্ঞা! শত্রু পরাজিত, কালব্যাপী যুদ্ধে প্রজা নিপীড়িত, তাদের হত্যা করা বীরের কার্য্য নয়।

২ সেনানায়ক। মহাশয় কি রাজ-কোপে হত হ'তে প্রস্তুত? উনি স্বয়ং ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌বেন, দয়ায় কেহ তাঁর কার্য্য অবহেলা করে কি না। মহারাজের কঠিন আজ্ঞা-পালনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু রাজ-আজ্ঞাবাহী হব—প্রতিজ্ঞা ক'রে অস্ত্রধারণ ক'রেছি, আমরা অনন্যোপায়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নর-শোণিত-প্লাবিত ও শবদেহাচ্ছাদিত
কলিঙ্গ নগর

অনুচরগণ সহ মারের প্রবেশ

মার। হের, ওরে বোধহীনগণে,
কি কারণে অশোকে ক'রেছি রাজ্যেশ্বর!
হের, স্থলে স্থলে স্তূপাকার শব,

মাংসাহারী-দ্বন্দ্ব দেহ ল'য়ে,
শৃগালের আনন্দের রোল দিবানিশি,
লক লকে অগ্নি-জিহ্বা গগনমণ্ডলে!
শুন, চারিদিকে রোদনের ধ্বনি,
নরস্রোত ধায় বনপথে,
কেহ অনাহারে পথে প'ড়ে মরে;
জীবিত আহত দেহ টানিছে শৃগাল!
তথাপিও নহে শান্ত শাণিত আয়ুধ,
বধে বৃদ্ধ-বালক-বনিতা,
টল টল আরক্ত মেদিনী রক্ত-ধারে!
নাচ, গাও, আজি মহা আনন্দ-উৎসব।
বুদ্ধ-পরাভব—
জয়ধ্বনি তোল' সবে মিলি।

সকলে। জয় জয় দুষ্কৃতি-জনক!
জয় জয় লোকক্ষয়কারি!

সকলের গীত

হিংসা-দ্বেষে ধরা পূর্ণ হবে,
সমর ঘোর খর শোণিত ব'বে,
ব্যাপিবে দশদিশি হাহা রবে,
জয় জয় জয়—বোধিসত্ত্বপরাজয়!
পর ঈর্ষ্যা-রত—নর-হৃদয়-ব্রত,
অনলে গরলে হবে সলিলে হত,
গুপ্ত তীক্ষ্ম ছুরি খেলিবে শত;
মারে পরাজয় কে ক'রে কবে,
এ বিশাল ভবে—কি ভয় তবে?
জয় জয় জয়— অভয় অভয়—
বৌদ্ধধর্ম্ম পাবে লয়।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কলিঙ্গ—অশোকের শিবির

অশোক ও আকাল

অশোক। আছিলাম দীন, ঘৃণ্য স্বদেশ-
তাড়িত,
এবে অদৃষ্ট-প্রভাবে আমি ভারত-ঈশ্বর।
সুমেরু কুমেরু মম শাসন-অধীন,
বিশাল কলিঙ্গ রাজ্য মম করতল।
দানব শাসন মানে অধীনে আমার,
নির্ম্মাণ ক'রেছে পুরী ইন্দ্রের সমান।
সত্য যদি ইন্দ্রের না হই অবতার—
ইন্দ্র যথা স্বর্গপুরে অমর-প্রধান—
ধরায় নাহিক কেহ আমার সমান।
পণ মম অবশ্য করিব সম্পূরণ,
আধিপত্য করিব স্থাপন
স্থলে জলে পবনে গগনে।
জলচর ভূচর খেচর
আনত মস্তকে মোরে পূজিবে সকলে।

আকাল। হ্যাঁ, মহারাজের যে একাধিপত্য—তা ঠিক। স্থল—নর-অস্থিতে সাদা, জল—শোণিতে আরক্ত, গগনে হাহাকার-ধ্বনি উঠ্‌ছে, আর গৃহ দগ্ধ হ'য়ে সেই আলোকে জগৎকে দেখাচ্ছে—আপনার কি বিস্তৃত আধিপত্য! বাকী ছিলেন সূর্য্যদেব, তিনি আপনার কলঙ্ক-ছায়ায় মুখ ঢাকা দেবেন।

অশোক। কি! প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার দর্প চূর্ণ ক'রব্ না? যে সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মুখে আমায় উপেক্ষা ক'রেছে, তার দণ্ড-বিধানে পরাঙ্মুখ হব?

আকাল। তাও কি হয়, তাতে যে পুরুষার্থে খাটো হ'তে হবে! লক্ষ লক্ষ লোক অস্ত্রের দ্বারা বধ, দুর্ভিক্ষে বধ, অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে বধ, জলমগ্ন হ'য়ে বধ, বনে বন্যপশু কর্ত্তৃক বধ, এ যে না ক'রতে পার্‌লে, সে কি রাজা! রাজাকে লোকে দেখ্‌বে কেমন? যেন যমের মাস্‌তুতো ভাই। কবে ম'র্‌বে—তাই আবালবৃদ্ধ কামনা ক'র্‌বে। যে দেশে আপনার মত তেজীয়ান্ রাজা থাক্‌বে, সে দেশের লোক পাখীর গান শুন্‌বে না, ফুল ফোটা দেখ্‌বে না, ঘরে বাস ক'র্‌বে না, মাঠ থেকে শস্য কেটে এনে রাঁধ্‌বে না—তা না হ'লে আর স্থলে, জলে, পবনে অধিকার বিস্তার কি হ'ল? পাখী প্রাণ-ভয়ে সাগরপারে পালাবে, ফুলের মুখ পুড়ে ছাই হবে, মাঠে লাঙ্গলই প'ড়বে না—তা শস্য হবে কি! আর প্রজার ঘর পুড়ে যাবে, দিব্যি নীল আকাশের তলায় সুখে মহা-নিদ্রায় শয়ন ক'র্‌বে।

অশোক। কিছু কঠোর আজ্ঞা প্রচার ক'রেছি সত্য। যদি প্রজারা বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌ত, এরূপ কঠোর আজ্ঞা দিতেম না। মূঢ়েরা বুঝ্‌তে পারে নাই, আমি কে?

আকাল। মহারাজ, আগে আমরাই বুঝ্‌তে পারি নাই, এখন ক্রমে বুঝ্‌ছি।

অশোক। কি বুঝ্‌ছিস্? আমি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী নই?

আকাল। আজ্ঞে তা জানিনে, তবে শুনেছি, ইন্দ্র অসুরারি, আপনি অসুরের সখা।

অশোক। অসুরের সখা!

আকাল। মহারাজ সহস্রলোচন হ'তে চাচ্ছেন, কিন্তু দু'টি চক্ষু যা আছে, তাও অন্ধ। নইলে বুঝ্‌তেন, যার কুহকে রাজ্য-মধ্যে অকস্মাৎ হ্রদ হয়, হ্রদ-মধ্যে রত্ন-নির্ম্মিত পুরী হয়, যার যানে শতক্রোশ একদিনে আসা যায়—মহারাজ, সে মানুষ হ'লেও দানব! দানবের প্ররোচনায় এ রাজ্য ছারখার ক'রেছেন। এর নাম আধিপত্য নয়—এর নাম সংহার।

অশোক। যা, এখন আমি রণশ্রান্ত, নিদ্রা যাব।

আকাল। যে আজ্ঞে।

[আকালের প্রস্থান।

অশোক। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত—নহে নিদ্রা-আকর্ষিত।

পটুয়া-চিত্রিত দৃশ্যপটে যে প্রকার
শত শত দৃশ্য হেরে দর্শক সম্মুখে,
সেই মত এই রণক্রিয়া
আনিছে ভীষণ দৃশ্য মনঃক্ষেত্রে মম।
সত্য কথা, অধিকার বিস্তার এ নয়!
পাবে ডর নর মম নাম উচ্চারণে:
মম ছায়া দরশনে—
মানিবে শমন দরশন!
ভীষণ—ভীষণ দৃশ্য জাগে মনঃপটে।
দগ্ধ ঘর, জনশূন্য—সুন্দর নগর,
গগন-পরশি উচ্চ হাহাকার-ধ্বনি,
অভিনীত পুনঃ পুনঃ মস্তিষ্ক-মাঝারে।
করি শান্তভাবে নিদ্রা-উপাসনা,
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক যদি স্নিগ্ধ হয় তাহে।

শয্যায় শয়ন

(অকস্মাৎ উত্থিত হইয়া) একি—একি—চতুর্দ্দিকে আমার মূর্ত্তি! আমি—আমি—লক্ষ লক্ষ আমি! ছায়া নয়—জীবিত মূর্ত্তি! মুণ্ডহীন, অঙ্গহীন, ক্ষীণ—ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে ভিক্ষা ক'চ্ছি! শত শত আমি—কোটী কোটী আমি! —আমার সন্তান অনাথ—আমার পত্নী অনাথ—আমারই পুত্রেরা পথে পথে ভিক্ষা ক'চ্ছে, দুর্ভিক্ষে অন্নাভাবে ম'র্‌ছে! একি—একি!—আকাল—

আকালের পুনঃ প্রবেশ

তুই কোথায় ছিলি?

আকাল। আজ্ঞে, শিবিরের এক পার্শ্বে।

অশোক। কেন?

আকাল। কে জানে, বার বার ভাবি, মহারাজের কাছ থেকে পালাই, কে যেন আবার টেনে আনে।

অশোক। আকাল, আমার মস্তিষ্ক দগ্ধ হ'চ্ছে।

আকাল। এই ক'দিন ধ'রে জ্বাল দিচ্ছেন, ফুট্‌বে না।

অশোক। কত রাত্রি?

আকাল। অরুণ উদয় হ'য়েছে।

নেপথ্যে সঙ্গীত-ধ্বনি

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বালি,
পরম রতন দিব শান্তি ডালি,
চির শান্তি—শান্তি—শান্তি!

অশোক। কে ও—কে ও—কারা গান গেয়ে যাচ্ছে? ডাক, ডাক! [আকালের প্রস্থান। এই তো আমি জাগ্রত—তথাপি তো দূরে ছায়ার ন্যায় সেই ভীষণ দৃশ্য! সেই কোটী কোটী আমি—শত প্রকারে দুঃখভোগ ক'চ্ছি! নিশ্চয় আমি দানব দ্বারা অধিকৃত হ'য়েছি। হায় হায়, আমি ত এমন ছিলেম না! বাল্যকালে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রাণ-বিনাশ দেখে আমার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌ত: তৃণের উপর পদবিক্ষেপ ক'র্‌তে মনে হ'ত, তাদের ব্যথা লাগ্‌বে। কি নিষ্ঠুরতা আমার প্রাণে প্রবেশ ক'র্‌লে! আকাল সত্য ব'লেছে! নিশ্চয় সে দানব—তার দানব-প্রকৃতি আমায় আশ্রয় ক'রেছে। পিতার বর্জ্জন, সংসারের ঘৃণা, অনাথ, দীন অবস্থায় একাকী পথে পথে ভ্রমণ—তাতেও আমি শান্তিচ্যুত হই নাই। কি দৃশ্য—কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

উপগুপ্ত, আকাল ও বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের প্রবেশ

তোমরা কি গান ক'চ্ছিলে—গান কর।

ভিক্ষুগণের গীত

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বালি,
পরম রতন দিব শান্তি ডালি,
চির শান্তি—শান্তি—শান্তি!

যত্ন করি ধরি হৃদয়ে অহি,
কেন দংশন-তাড়ন নিয়ত সহি,
এ কি ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি!
ভ্রান্ত চিত, নাহি বাহিরে অরি,
অন্তরে রাখিয়াছ আদর করি,
ঠেকিয়ে শেখ, অরি—বিবেকে দেখ,
আসিয়ে ভবে, যদি মানব হবে,
বিমল হৃদে হের শান্তি,
অমৃতময় কিবা কান্তি,
কিবা কান্তি—কান্তি—কান্তি!

অশোক। আবার!

উপগুপ্ত। কি মহারাজ?

অশোক। তোমরা কে?

উপগুপ্ত। আমরা বৌদ্ধ, বুদ্ধদেবের উপাসক।

অশোক। বুদ্ধদেব কে?

উপগুপ্ত। নির্ম্মল হৃদয় ব্যতীত কে তিনি, বোঝা যায় না।

অশোক। ইস্—কি ভীষণ!

উপগুপ্ত। কি মহারাজ?

অশোক। ব'ল্‌তে পার, আমি তন্দ্রা-আকর্ষিত হ'য়ে ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি—জাগ্রত অবস্থাতেও যেন সেই স্বপ্নের ছায়া দেখ্‌ছি। আমার যেন কোটী কোটী মূর্ত্তি হ'য়েছে—কেউ মস্তকহীন, কেউ অঙ্গহীন, কেউ বা দীন দরিদ্র বুভুক্ষু, কার' স্ত্রী-পুত্র অন্নাভাবে ম'র্‌ছে, কার' গৃহ দগ্ধ, গৃহানলে আত্মীয়-স্বজন দগ্ধ—এ কি ভীষণ স্বপ্ন!

উপগুপ্ত। স্বপ্ন নয়—সত্য, মহারাজ, দৃশ্য সম্পূর্ণ সত্য!

অশোক। সত্য! সত্য! সত্য কি?

উপগুপ্ত। মহারাজ, যত কোটী আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখেছেন, তত কোটী বার আপনাকে জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে হবে। কলিঙ্গে যত ব্যক্তি আপনার পীড়নে হত হ'য়েছে, তাদের এক এক জনের যন্ত্রণা এক এক জন্মে ভোগ ক'রে প্রতি জীবন অবসান হবে?

অশোক। কেন? কেন? মিথ্যা কথা!

উপগুপ্ত। মিথ্যা নয়, মহারাজ!
শুন, বুঝ, কর্ম্মের প্রভাব।
কর্ম্মের প্রভাবে
কর্ম্মগত দেহ ধরে জীবে,
ভোগে হয় কর্ম্ম অবসান।
আসিয়ে কলিঙ্গপুরী ক'রেছ শ্মশান
তোমার আজ্ঞায়
অস্ত্র-ঘায় মৃত যে সকলে—
সেই অস্ত্র অলঙ্ঘ্য নিয়মে
স্পর্শিয়াছে তোমার অন্তরে!
দুষ্ট সংস্কারে
বিজড়িত করিয়াছে অন্তর তোমার।
যদবধি কর্ম্মফল না হবে নির্ব্বাণ,
উৎকট কর্ম্মের ফল অবশ্য ফলিবে—
দেহ ধরি পুনঃ পুনঃ অবশ্য ভুঞ্জিবে—
নিজ ভবিষ্যৎ-ছবি দেখায় অন্তর!

অশোক। একি, একি! তবে আছে কি উপায়!
কর্ম্মভোগে কিসে আমি পাইব নিস্তার?

উপগুপ্ত। কথঞ্চিৎ কর্ম্মনাশ কর্ম্মে হয়, নৃপ।
যতদিন দেহে রহে প্রাণ,
সৎকর্ম্ম যদ্যপি, রাজা, কর অনুষ্ঠান,
হ'তে পারে এক দেহে দণ্ড দুষ্কর্ম্মের।
দিয়ে আত্ম-বিসর্জ্জন
লহ যদি বুদ্ধের শরণ,
দুষ্কর্ম্মের বহু অংশ হইবে মোচন।
কিন্তু তুমি সসাগরা-পতি,
আত্মত্যাগ কত দূর সম্ভব তোমার,
মনে মনে বুঝ, মহারাজ!
চাহ তুমি জলে-স্থলে-শূন্যে অধিকার—
সেই অধিকার নাহি ক্রয় হয় বলে।
প্রেম মাত্র মূলমন্ত্র বিশ্ব-অধিকারে।

প্রস্থানোদ্যোগ

অশোক। কোথায় যান—কোথায় যান? আমায় পরিত্যাগ করে যাবেন না, আমি আপনাদের দাস!

উপগুপ্ত। কর, ভূপ, স্বদেশে গমন,
কালে দেখা হবে আমার সহিত।

[বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ সহ উপগুপ্তের প্রস্থান।

আকাল। মহারাজ, উপেক্ষা ক'র্‌বেন না, অদ্যই যাত্রা করুন।

অশোক। আকাল, তুমি আমার হৃদ্‌বন্ধু—তুমি আমার উপদেষ্টা। চল, আমি স্বয়ং স্বদেশ-যাত্রার আজ্ঞা দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন-প্রদেশ

পদ্মাবতী ও ন্যগ্রোধ

ন্যগ্রোধ। শুন গো জননি, অদ্য আনন্দ সংবাদ!
দানি শ্রীচরণ-ধূলি, কল্যাণ-বচনে
কহিলেন গুরুদেব চিবুক ধরিয়ে—
"হে বৎস, সমাপ্ত অধ্যয়ন এতদিনে।"
গুরুবাক্য শিরোধার্য্য মম!
বাক্যে তাঁর করিলে বিশ্বাস,
জ্ঞানজ্যোতি অবশ্য প্রকাশ
হইবে নাশিতে মম অজ্ঞান-তিমির।
কেন, মা'গো,
এ শুভ সংবাদে তব চক্ষে হেরি নীর?

পদ্মা। বৎস, আছি প্রতিশ্রুত তব গুরুর নিকটে,
যেই দিন সম্পূর্ণ হইবে অধ্যয়ন,
তোমারে গুরুর কার্য্যে করিব অর্পণ।
কাঁদে প্রাণ সে দিন স্মরিয়ে,
কেমনে বিদায় দিব তোরে—
ভীষণ সংসারক্ষেত্র-সমর-অঙ্গনে।

ন্যগ্রোধ। মা'গো, জন্ম জন্ম তপস্যা করিয়ে
গুরুপদ একান্ত সেবিলে—
ভাগ্যবানে হয় গুরু-কার্য্য-অধিকারী।
মহাকার্য্যে নন্দনে অর্পণে
কেন, মা, বিষাদ ভাব মনে?
হেন ভাগ্যোদয় বহু পুণ্যে হয়—
সকলি তো জান, মাতা।

পদ্মা। আরে আরে অভাগী-নন্দন,
গর্ভে তোরে করি নি ধারণ—
এ কঠিন পণ, বুঝি, ক'রেছি সে হেতু।
নহে, হায়, আপন কুমারে
কেবা প্রাণ ধ'রে—
করে পণ পরকার্য্যে করিতে অর্পণ।

ন্যগ্রোধ। কহ, মাগো, গর্ভে যদি কর নি ধারণ,
কহ, তবে, কোথা মাতা, কোথা পিতা মম?

পদ্মা। রাজবংশে করিয়াছ জনম গ্রহণ।
পাটলিপুত্রের নৃপ পূজ্য বিন্দুসার,
সুসীম নামেতে তাঁর প্রথম কুমার—
তুমি তাঁর ঔরসে উদ্ভব।

ন্যগ্রোধ। রাজবংশে জন্ম যদি, কহগো জননি,
বনে কি কারণে চণ্ডালের সনে
পালিত হইল এ অধম?

পদ্মা। নিদারুণ বিবরণ শুন, যাদুমণি,
ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে তব পিতা হত—
গর্ভস্থ সে কালে তুমি;
করিতে সে বংশোচ্ছেদ হইল মন্ত্রণা,
মন্ত্রিগণে করিল কল্পনা—
রজনীতে বধিবারে তোমার মাতায়।
চণ্ডালের বেশে মিলি চণ্ডালের দলে—
নর-নারী যাহারা সকলে
এসেছিল রাজপথ-মার্জ্জন-কারণ—
মিলি সেই চণ্ডালের দলে,
ভুলাইয়ে সতর্ক প্রহরী,
ত্যজি রাজপুরি
লইয়ে মাতারে তব করিনু পয়ান।
পথশ্রমে ক্লান্ত মাতা তব
বনপথে হইল প্রসব,
পুত্রমুখ অভাগিনী হেরিল বারেক।
কাতরে তোমারে স'পি মম করে
পরলোকগতা অভাগিনী।

ন্যগ্রোধ। জীবনদায়িনী ধাত্রী কে তুমি, জননি?

পদ্মা। যার সনে দ্বন্দ্বে তব পিতার নিধন,
গৃহিণী তাহার আমি, শুনহ কুমার।

ন্যগ্রোধ। রাজরাণী—কানন-বাসিনী!
কতই সহেছ এই অনাথ-রক্ষণে!
পতিবাসে কি কারণে কর নি গমন?
কেন বা জননী সনে করিলে পয়ান?

পদ্মা। ভ্রূণহত্যা, নারীহত্যা, এ অতিপাতকে,
ত্যজিলাম রাজপুরী, রক্ষিতে পতিরে।
স'পি তোরে কারে, গৃহে যাব ফিরে?
রাজার কুমারে
কেমনে চণ্ডালে দিব করিতে পালন?
সে কারণে আছি এ অজ্ঞাতবাসে।
সদা শঙ্কা চিতে, যদি কোন মতে
গুপ্তচরে জানে এ সন্ধান,
নিশ্চয় বধিবে তব প্রাণ—
চণ্ডালের সনে মিলে আছি সে কারণে।

ন্যগ্রোধ। জগদ্ধাত্রী ধাত্রী-মা আমার!
যদি হয় সম্ভব কখন'
মাতৃধার আংশিক শোধিতে
বহু জন্ম-জন্মান্তরে—

তিলমাত্র ঋণ তব নাহি হবে শোধ!
মহা তপস্বিনী তুমি, বিনা তপস্যায়
আত্মজয় হেন কার সম্ভব সংসারে?
ধর, মা, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত!
পদ্মাবতী। হও, বৎস, গুরু-কার্য্য উদ্ধারে
সক্ষম—
আশীর্ব্বাদ অধিক না জানে ধাত্রী তোর।
ন্যগ্রোধ। মাগো, চণ্ডালের বসতি এ বনে—
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ সাধু সদাশয়
আমার শিক্ষার হেতু কোথায় পাইলে?
কেমনে এ দাস তাঁর কৃপার ভাজন?
পদ্মাবতী। পেয়েছি তাঁহারে, বৎস,
তাঁহার কৃপায়।
বসি বৃক্ষমূলে তোরে ল'য়ে কোলে—
আঁখি-জলে বক্ষ ভেসে যায়—
হেরিলাম তেজঃপুঞ্জ কায়,
মধুর বচনে সম্ভাষি দাসীরে
কহিলেন মহামতি—
"ভাগ্যবতি, সম্বর ক্রন্দন!
তব আত্ম-বিসর্জ্জনে
জগজ্জনে মহারত্ন-লাভে
শান্তিময়ী ধরায় রহিবে ভ্রাতৃভাবে
এই কুমারের ভার দেবতার,
আসিয়াছে দাস তাঁর শিশুর রক্ষণে।
সর্ব্বশাস্ত্র-সুপণ্ডিত হইবে নন্দন,
দেবতার কার্য্যে পুত্রে কর' সমর্পণ।
শুদ্ধ-সত্ত্ব-জ্ঞানবান্ হইবে কুমার,
দেবকার্য্যে দানিতে করহ অঙ্গীকার।"
পণে বদ্ধ সাধুর নিকটে
জানিনে তখন, হৃৎপিণ্ড করিয়ে ছেদন
সংসার-পাথারে ফেলে দিতে হবে তোরে!
ন্যগ্রোধ। মাতঃ, সম্বর ক্রন্দন,
দেবকার্য্যে জন্ম যদি—সার্থক জীবন!
সার্থক পালন!
সার্থক, জননি, তব আত্ম-বিসর্জ্জন,
নারীরূপে দেবী তুমি ধরণী-মাঝারে!

উপগুপ্তের প্রবেশ

উপগুপ্ত। রাখ পণ, সমর্পণ করহ নন্দন।
শুন, সাধ্বি, কিবা মহা উচ্চ প্রয়োজন।
মহাপাপে লিপ্ত তব পতি—
সিক্ত ক্ষিতি শোণিত-ধারায়
নিষ্ঠুর আচারে তার।
নির্ম্মিত সুন্দর পুরী প্রান্তর-মাঝারে—
নৃত্য-গীত হয় অবিরত।
মুগ্ধচিত তাহে যে প্রবেশে—
তারি প্রাণ নাশে
হত্যাকারী রাজচরগণে।
কত শত জীবন-সংহার
অহর্নিশি হয় অনিবার!
কুমার তোমার
হত্যাকাণ্ড করিবে বারণ।
নিষ্ঠুর আজ্ঞায় ভস্ম কলিঙ্গ নগর।
নিরন্তন ঘোর পাপ-ক্রিয়া
দমিত হইবে এই বালক-প্রভাবে।
হবে ভূপতির মহা কল্যাণ-সাধন—
পাপলিপ্ত মন বুঝিবে দুর্নীতাচার তার।
প্রায়শ্চিত্ত-কার্য্য হবে ভবে,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" দেশে দেশে গা'বে,
"জয় বুদ্ধদেব" উচ্চ হইবে ধ্বনিত!
শান্তিময় ধর্ম্মের বন্ধনে
একচ্ছত্র ধর্ম্মরাজ্য হইবে ধরায়!
পদ্মাবতী। হীনবুদ্ধি রমণীরে করহ
মার্জ্জনা!
নহে আজ' অতীত শৈশব,
কানন-নিবাসী শিশু ছিল অধ্যয়নে,
কেমনে সংসার-রণে করিয়ে প্রবেশ
অধর্ম্ম-বিনাশে শান্তি করিবে স্থাপন?
শান্ত কর—আকুল পরাণ।
উপগুপ্ত। যোগ-বলে দিব্য দৃষ্টি দিতেছি
কুমারে—
সর্ব্বজ্ঞ হইবে যেই দৃশ্য দরশনে।
স্পর্শ কর বালকে, মা সাধ্বী ভাগ্যবতি!
যেই দৃশ্য নেহার ধরায়—
হইয়াছে, হয় যাহা, হবে ভবিষ্যতে—
আছে, হয়, হইবে অঙ্কিত ব্যোমপটে,
নর-চক্ষু-অগোচর তাহা—
কভু হেরে ভাগ্যবান্ জন।

পট পরিবর্ত্তন

দৃশ্য—আকাশমণ্ডল

[পাত্রহস্তে বুদ্ধদেবের প্রবেশ ও কূপ হইতে জল উত্তোলনকারিণী জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট মধুর দোকানের সন্ধান গ্রহণ। স্ত্রীলোকের অদূরে

মধুর দোকান দেখাইয়া দেওন। বুদ্ধদেবের মধুর দোকানের সম্মুখে গমন এবং মধু প্রার্থনা। মধু-বিক্রেতার বুদ্ধদেবকে পাত্র পূর্ণ করিয়া মধুদান। মধুবিক্রেতার অপর দুই ভ্রাতার প্রবেশ এবং বুদ্ধ-দেবকে মধু লইতে দেখিয়া এক ভ্রাতার বুদ্ধদেবকে তিরস্কার করণ ও অন্য ভ্রাতার ক্রোধে বুদ্ধদেবকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিবার প্রস্তাব। বুদ্ধদেবের সকলকে আশীর্ব্বাদ করণ—ভ্রাতৃত্রয়ের বুদ্ধদেবের পদতলে পতিত হওন।]

উপগুপ্ত। দেখ চেয়ে, পাত্র ল'য়ে করে
মধু হেতু কে আসে নগরে;
হের, কে রমণী মহাপুরুষে দেখায়
কোথা মধুবিক্রেতা-আলয়।
হের, ভিক্ষু ভিক্ষা করে মধু,
হের, মধু-ব্যবসায়ী
পাত্র পূর্ণ করে মধু দানে।
হের দুই ভ্রাতা তার—
এক ভ্রাতা সাধুরে করিছে তিরস্কার,
ফেলিতে সাগরে ধ'রে কহে অন্য জন।
হের, নিত্য-নির্ব্বিকার নরের আচার,
আশীর্ব্বাদ করিছেন তিন জনে;
পেয়ে দিব্য জ্ঞান
সাধুর সম্মান করিতেছে ভ্রাতৃত্রয়।

পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য

মধুদাতা—রাজ্যেশ্বর অশোক নামেতে;
তুমি—ওই মধুময়ী—দেবকার্য্যে
অশোক-গৃহিণী;
ফেলিতে সাগরে তাঁরে যাহার কল্পনা—
পুণ্যভূমি ভারত ত্যজিয়ে সাগর-মাঝারে
লঙ্কাধামে সিংহাসনে বসে সেই জন;
করি তিরস্কার
চণ্ডাল-আবাসে স্থান হ'য়েছে তোমার;
কিন্তু আত্ম-তিরস্কারে, দেব-দরশনে,
দিব্য জ্ঞানার্জ্জনে, বাসনা বর্জ্জনে,
ল'য়েছ কার্য্যের ভার চরণে মাগিয়ে—
আশৈশব নহ তুমি সংসার-পীড়িত।
ভোগের কামনা ছিল অপর দোঁহার—
ভোগ হেতু দগ্ধ হয় সংসার-কটাহে।
কিন্তু অচিরে সে মধুদাতা—মধুদান ফলে—
বুদ্ধ-প্রতিনিধি রূপে
বিস্তীর্ণ ধরায় শান্তি রাজ্য করিবে স্থাপন
বুদ্ধ দরশন বিফল না হবে।
অধিকার লঙ্কায় যাহার—
মহাকার্য্যে সেও হবে প্রধান সহায়।

ন্যগ্রোধ। বুদ্ধদেব দেছেন দর্শন!
খুলেছে নয়ন—খুলেছে নয়ন—
বুঝিয়াছি কিবা হেতু জনম গ্রহণ!
জগদ্ধাত্রী মাতা, তব সার্থক পালন;
কার্য্যে যাই—প্রণাম চরণে।

পদ্মাবতী। জন্ম তব, ধরার কল্যাণে;
কিন্তু কাঁদে প্রাণ
রমণীর সহজাত মায়ার বন্ধনে।

উপগুপ্ত। ত্যজ শোক, মঙ্গলদায়িনি!
মঙ্গলা,—মঙ্গল হেতু জনম তোমার!
অজ্ঞান চণ্ডালগণে জ্ঞান-দান হেতু
অরণ্যবাসিনী তুমি দুরিতহারিণী।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

হ্রদ-মধ্যস্থ মায়াপুরী-সম্মুখ

মার-অনুচর দ্বার-রক্ষকদ্বয়

১ রক্ষক। এতদিনে মারের রাজ্য পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। কত সহস্র লোক বধ ক'রেছি। প্রভুর ইচ্ছা—পৃথিবীর সমস্ত লোক তাঁর নরকে স্থান পায়।

২ রক্ষক। অশোক রাজা থাক্‌তে তা হবে। ওই এক ঝাঁক লোক আস্‌ছে। ওরা গান ক'চ্ছে না কেন?

সেতু পার হইয়া লোকগণের প্রবেশ

১ লোক। কি চমৎকার পুরী—যেন ইন্দ্র-ভবন!

২ লোক। কত হীরে, মতি—যেন চাঁদ-সূর্য্যি-তারা—সব ঝক্ ঝক্ ক'চ্ছে।

৩ লোক। থামের একটা কাণ ভেঙ্গে বেচ্‌লে রাজ্য কেনা যায়।

পুরীর ভিতর হইতে নর্ত্তকীগণের আগমন

নৃত্য-গীত

সাধ সদা তারে হৃদয়ে ধরি।
যেই যতন জানে, তারে যতন করি॥
নীরস প্রাণে কেবা আদর জানে,
জীবন-যৌবন কি ফল দানে,

এ তো মন না মানে—
আপন আপনি রহি মানে;
রসিক বিনে, সহিব দহিব কত অভিমানে;
কি কাজ মে'নে, প্রেম-আশে ফাঁস যতনে পরি॥

১ নর্ত্তকী। আসুন না, আসুন না, আনন্দ ক'র্‌বেন আসুন, কা'র' মানা নাই। মহারাজ সকলের আনন্দের জন্য আনন্দ-ভবন প্রস্তুত ক'রেছেন।

৩ লোক। ভাই, আমি যাব না, আমার কেমন গা ছম্‌-ছম্‌ ক'চ্ছে! দেখ্‌—এ কোন মায়া—এমন কি পুরী হয়! এখন আমার মনে হয়, আমাদের গ্রামে যারা এই পুরী দেখ্‌তে এসেছিল, তারা তো কেউ ফেরে নাই?

১ লোক। তুমি থাক' থাক'—চম্‌কে ওঠ'। এ আজব সহর, কত সব শোভা দেখে বেড়াচ্ছে। চল না, যাওয়া যাক্‌।

[লোকগণের পুরী প্রবেশের উপক্রম।

বেগে ন্যগ্রোধের প্রবেশ

ন্যগ্রোধ। যেও না, এ মায়াপুরী, গেলে প্রাণবধ হবে। আমায় স্পর্শ ক'রে দেখ—এরা সব মারের কিঙ্কর-কিঙ্করী। দেখ—পুরী রত্ন-নির্ম্মিত নয়, নারকী-মায়ায় নির্ম্মিত। ওরা সুন্দরী নয়, নরকের পিশাচিনী।

লোকগণ। (ন্যগ্রোধকে স্পর্শ করিয়া) ওরে বাপ্‌রে!

[লোকগণের পলায়ন।

১ রক্ষক। (জনান্তিকে ২ রক্ষকের প্রতি) দেখ্‌—ছোঁড়া কি সব মন্ত্রণা দিয়ে ওদের সব তাড়ালে! বেটাকে তপ্ত তেলে ভাজ্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) আসুন, আসুন—

ন্যগ্রোধ। চল, তোমাদের আমি চিনি।

২ রক্ষক। (জনান্তিকে) ওরে ছোঁড়া কি বলে রে?

১ রক্ষক। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) গাও, গাও, থাম্‌লে কেন?

নর্ত্তকীগণ। না না, আমরা গাইতে পার্‌ব না, আমাদের প্রাণ ছট্‌ফট্‌ ক'চ্ছে! কে এ, কে এল?

১ রক্ষক। রও, কি মন্ত্র জানে—ওর মন্ত্র বা'র ক'চ্ছি।

২ রক্ষক। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) গাও না, গাও না—ওমন ক'চ্ছ কেন?

নর্ত্তকীগণ। না না, গাইতে পার্‌ব না, স্বর বন্ধ হ'য়ে গেছে।

[ন্যগ্রোধের পুরীমধ্যে প্রস্থান এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের গমন।

পট পরিবর্ত্তন

পুরী-অভ্যন্তর
চণ্ডগিরিক

ন্যগ্রোধকে লইয়া দ্বার-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ

১ রক্ষক। সর্দ্দার সর্দ্দার, এই ছোঁড়া লোক ভাংচি দিচ্ছিল, কি পরামর্শ দিচ্ছিল, সব পালাল।

চণ্ডগিরিক। দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেল্‌।

রক্ষকদ্বয়ের তদ্রূপ করিবার চেষ্টা করণ

১ রক্ষক। সর্দ্দার, সর্দ্দার, বর্শা ভেঙ্গে গেল!

চণ্ড। কোথাকার ভাঙ্গা বর্শা এনেছিস?

ন্যগ্রোধকে খড়্গাঘাত করণ ও খড়্গ ভঙ্গ হওন

বটে, বটে! বুজ্‌রুকি শিখেছ—তোমার বুজ্‌রুকি ভাঙ্গ্‌ছি! নিয়ে আয় তো, তপ্ত তেলের কড়ায় ফেল্‌ তো!

রক্ষকদ্বয়ের ন্যগ্রোধকে তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করণ, তৈল-কটাহ হইতে পদ্ম—তদুপরি ন্যগ্রোধের শূন্যে উত্থান

সকলে। ওরে বাপ্‌রে—গা জ্ব'লে গেল রে—পালা পালা—

[সকলের পলায়ন।

পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য

রক্ষকগণের বেগে প্রবেশ

রক্ষকগণ। ওরে বাপ রে—পুড়ে মলুম রে—

নর্ত্তকীগণ। কি রে—কি রে?

রক্ষকগণ। পালা—পালা—এখনি পুড়ে ম'র্‌বি!

[সকলের পলায়ন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজ-প্রাসাদ

অশোক

অশোক। মিথ্যা স্বপ্ন—উৎসাহিত মস্তিষ্ক-সৃজন—
কলিঙ্গ-সংহার দৃশ্য করি দরশন!
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা-বশে
হেরিয়াছি কল্পনা-সৃজিত ছবি!
আত্মত্যাগ শুনি মাত্র ভিক্ষুর বদনে—
আত্মত্যাগী কে আর ধরায়?
সংসার আঁধার—
নাহি কোন প্রিয় বস্তু যার,
আত্মত্যাগ ভাণ তার উদর-পূরণে।
অলস জীবন—
আয়াস-ব্যতীত চাহে নিজ প্রয়োজন—
চাহে মান—আধিপত্য সবার উপর।
মিথ্যাবাদী—কই তার বচন সফল—
কোথা উপদেষ্টা মম!
আত্মত্যাগ—আত্মত্যাগ—বাক্য আড়ম্বর!
কোথা কেবা আত্মত্যাগী আছে এ সংসারে!
আত্মত্যাগ নাহি হেরি প্রকৃতির রীতি—
পশু-পক্ষী, জলচর, তরু-লতা আদি
আত্মপুষ্টি নিরন্তর করিছে সাধন।
আমি—এই সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর—
ত্যজি ভোগ, ত্যজি রাজ্য, আধিপত্য ত্যজি,
পীত-বস্ত্র করিব ধারণ!
প্রতারক ভিক্ষুগণে নিধন উচিত।

কহ্লাটকের প্রবেশ

কহ, মন্ত্রি,
গুরুতর রাজকার্য্য কিবা উপস্থিত,
যাহে—বিনাদেশে আসিয়াছ রাজ-দরশনে?
কহ্লা। বার্দ্ধক্যে হ'য়েছি, প্রভু, আশায় নিরাশ।
হেরি আপনারে সিংহাসনোপরে
কত সাধ উঠেছিল মনে!
ভাবিয়াছিলাম চন্দ্রগুপ্তের আসনে
অধিষ্ঠিত দুষ্টহন্তা শিষ্টের পালক,
রামরাজ্য যথা প্রজা আনন্দে রহিবে!
কিন্তু, নৃপ, তব ব্যবহার—
শেল সম বাজে এই বৃদ্ধের হৃদয়ে।
অশোক। করি বহু মার্জ্জনা তোমায়,
সেই হেতু শুনি বহু অনুচিত বাণী,
কহ, কোন্ কার্য্য অন্যায্য আমার?
রাজ-কার্য্য—দুষ্টের দমন,
সেই কার্য্যে বার বার বাদী তোমা দোঁহে
তুমি আর রাধাগুপ্ত প্রতি কার্য্য মম
অন্যায় বলিয়ে নিত্য কর আলোচনা।
কহ্লা। নাহি, নৃপ, মার্জ্জনা-প্রার্থনা,
কি কার্য্য অন্যায্য হেন তব কার্য্য সম?
কি জানি, কি পৈশাচিক বলে
নির্ম্মিত হ'য়েছে পুরী রতন-মালায়,
কি জানি, কি পৈশাচিক বলে
শুষ্ক স্থলে হ্রদের উদয়—
নর-হত্যা নিত্য শত সে পিশাচালয়ে!
পুরীর সৌন্দর্য্যে যেবা হয় আকর্ষিত,
প্রবেশিলে ঘাতক সংহারে তার প্রাণ।
একি প্রলোভন—নর-হত্যার কারণ!
নরনাথ, বন্ধ তোমা সাধে করযোড়ে,
কলঙ্ক করহ দূর ভগ্ন করি পুরী।
উচ্চ বংশে জনম তোমার,
উচ্চ কীর্ত্তি করহ প্রচার,
হ'ক ধরা প্রেমের আগার তব।
অশোক। বুঝিলাম উপদেশ তব,
নাশিব সুন্দর পুরী দেবের বাঞ্ছিত!
মম ডরে প্রকম্পিত দেশ-দেশান্তর,
দূর হ'তে উপহার করিছে প্রেরণ।
সিরিয়া, মিশর, গ্রীস্, এপিরাস,
গান্ধার, তাতার, লঙ্কা সদা সশঙ্কিত;
মম পূজার কারণ
প্রতিনিধি করিছে প্রেরণ।
তব বাক্যে আধিপত্য দিয়ে বিসর্জ্জন
প্রেমরাজ্য করিব স্থাপন—
হব যায় ভীরু-জ্ঞানে উপেক্ষা-ভাজন!
ভিক্ষুর নিকট হ'তে আনি উপদেশ
রোধিছ শ্রবণ-পথ মম।
শুন, মন্ত্রি, নর-নারী—অলস যে জন
নিজ কার্য্য করিয়ে বর্জ্জন—
আকর্ষিত হয় পুরী সন্দর্শন হেতু;
সর্ব্ব অনিষ্টের সেতু—
অলস-সংহার উদ্দেশ্য আমার।
নিজ নিজ কার্য্যে রত রহুক সকলে—
প্রাণনাশ কাহার' না হবে।

দুর্ব্বলতা—মানবের আলস্য-প্রভাবে,
মম রাজ্যে দুর্ব্বলতা কভু না রহিবে।
যাও,
নাহি কর বাক্-আড়ম্বর বহু।

চণ্ডাগিরিকের প্রবেশ

চণ্ড। মহারাজ, মহারাজ—
অশোক। কেন গণ্ড ডরে তোর আভা-
বিবর্জ্জিত?
কেন তোর বচন জড়িত,
আপাদমস্তক কম্পমান,
ভীরুতার কিবা হেন উৎকট কারণ?
চণ্ড। মহারাজ, ভিক্ষু এক জন—
অশোক। পশিয়াছে পুরে? বধ' তারে।
প্রের' নগরে নগরে দূতগণ—
ভিক্ষুগণে দানি প্রলোভন
আনুক সমীপে তোর বধের কারণ।

চণ্ড। মহারাজ, শত শত ভিক্ষু বধ ক'রেছি, এক বালক ভিক্ষু এল, গায়ে অস্ত্র ভেঙ্গে যায়! তপ্ত তেলে ফেল্‌তে গেলুম—মহারাজ, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! তপ্ত তেলে পদ্ম ফুট্‌ল—সেই পদ্মফুলে ব'স্‌ল, ক্রমে শূন্যে উঠ্‌ল, এক অঙ্গ দিয়ে জল প'ড়্‌ছে আর এক অঙ্গ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। আমার গায়ে যেন অগ্নিবৃষ্টি হ'চ্ছে! রত্নপুরী কম্পমান, যেন ঘোর ভূমিকম্প হ'য়েছে।

অশোক। মিথ্যাবাদী—

চণ্ড। মহারাজ, যদি মিথ্যা হয়, জিহ্বা উৎপাটন ক'রে বধ ক'র্‌বেন।

অশোক। কে সে ভণ্ড, আমি স্বহস্তে তারে বধ ক'র্‌ব।

হঠাৎ চমকিত হইয়া

এ কি দেখি, অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকার—
আচ্ছাদিত দিশা—ঘোর প্রলয়ের মেঘে!
ঝলকে প্রলয়ানল ব্যাপি দিগন্তর,
বজ্রপাত মুহুর্ম্মুহুঃ, উৎপাত ভীষণ!
গর্জ্জিছে পবন—যেন কোটী দৈত্যে মিলি
গর্জ্জে ঘোর নাদে উলটিতে বসুন্ধরা!
মহাডরে বাসুকী কম্পিত
পৃথ্বী স্থির রাখিবারে নারে!
পুনঃ সেই স্বপ্ন ভয়ঙ্কর—
পুনঃ কোটী কোটী আকার আমার
তুলিতেছে উচ্চ হাহাকার!
মন্ত্রি, মন্ত্রি, কোথা তুমি, ধর মোরে।

কহ্যাটক। মহারাজ, স্থির হ'ন, স্থির হ'ন। অকস্মাৎ মেঘ-গর্জ্জনে কেন ভীত হ'চ্ছেন?

অশোক। কেন—কেন ভীত হ'চ্ছি? এ দৃশ্যে অসুর ভীত হয়! দেখ, দেখ, শত-সহস্র কায়ে আমি যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্ছি! ঐ দেখ—মস্তক নাই, অঙ্গ নাই, অগ্নি-দগ্ধ, ক্ষুধায় ক্লান্ত, জলমগ্ন, ব্যাঘ্রের উদরে প্রবেশ ক'চ্ছে—শত শত আকারে অশেষবিধ যন্ত্রণা! মন্ত্রি, উপায় কর।

কহ্যাটক। মহারাজ, সেই সাধুর নিকট অপরাধী হ'য়েছেন; তাঁর পায় মার্জ্জনা ভিক্ষা ভিন্ন অপর উপায় দেখি না।

অশোক। চল চল, আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

উদ্যানের একাংশ

মার ও তৃষার প্রবেশ

মার। হায় হায়, বুঝি, মম হয় পরাজয়!
বৌদ্ধ-ভিক্ষু ছিল যে যথায়,—
ত্যজি পর্ব্বত-গহ্বর,
নির্জ্জন অরণ্যবাস করি পরিহার,
একত্রিত অশোকের কল্যাণ-সাধনে।
আজি, বুঝি, প্রমাদ ঘটায়,
ভুলায় রাজায়;
ভিক্ষুর বচনে সন্তাপিত মনে
নিষ্ঠুরতা অশোক বর্জ্জিবে;
কিন্তু গৃহ শূন্য—নাহিক গৃহিণী।
আদরের তুমি, মা, নন্দিনী—
পাপ-তৃষা-উত্তেজিনী!
কাম-পিপাসায় কর অশোকে অধীন,
নহে আর না দেখি নিস্তার।
তৃষা। কেন ডর', পিতা, অশোকের মন
হ'য়েছিল ক্ষণিক বর্ত্তন,
উত্তপ্ত হৃদয়-সৃষ্ট চিত্র দরশনে—
রত্নময় পুরে নহে হত্যা নিবারণ।

মার। অদ্য হবে সেই পুরী নাশ;
হ'তেছে হুতাশ—
পণ্ডশ্রম হবে মম ন্যগ্রোধ-প্রভাবে।
যাও ত্বরা যথা চিত্তহরা,
বিবিধ মোহিনী-বেশে সাজাও তাহারে—
যে ছবি-দর্শনে রূপ-আকর্ষণে
সাধিয়ে অশোক তারে আনে রাজ-গৃহে।
সঙ্গিনী হইয়ে সাথে সাথে র'য়ে।
কর, মাতা, বিধিমতে অনিষ্ট-সাধন;
আজ(ই) কর কার্য্যের সূচনা।
মম কার্য্যে বারনারী প্রধান সহায়—
মহা মহা বীর তাহে হয় পরাজয়;
কাঞ্চনে না ভুলে, যশে নাহি টলে—
সেও লুটে কুলটার পায়!
দেখি, যদি প্রতারিতে পারি আকালেরে—
সহায়ে তাহার হয় বহু কার্য্যোদ্ধার,
কথা তাহার অতি প্রত্যয় রাজার।

[উভয়ের প্রস্থান।

আকালের প্রবেশ

আকাল। বুঝে নিলুম, বাবা, ও নেড়া মাথা, হলদে কাপড়ের কর্ম্ম নয়! ও গানই ঝাড়' আর বুলিই ঝাড়'—রাজা এসে নিজ মূর্ত্তি ধ'রেছে। দানোয় পেয়েছে, সে কি ছাড়ে! তুই কি ক'র্‌বি, তাই ভাবছিস্, না? রাস্তায় শোয়া তোর আর পছন্দ হ'চ্ছে না—ভিক্ষে ক'র্‌তে গা লাগ্‌ছে না? রাজভোগে আছ, দুগ্ধফেন-শয্যায় শুচ্ছ!—ওরে আবাগের বেটা, এ সব তোর সইবে কেন—তা বুঝিস্ নে! রাজার ওপর মমতা হ'চ্ছে? তা কি ক'র্‌বি! ও ভূত ছাড়াতে তোর বাবাও পার্‌বে না!

মারের প্রবেশ

মার। কি, ম'শায়, আপনি হেথায়?

আকাল। কই—না।

মার। আপনি কি রকম লোক? র'য়েছেন আর ব'ল্‌ছেন—না!

আকাল। আর তুমি কি রকম লোক, দেখ্‌ছ—আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ?

মার। আপনি রাজপুরী ছেড়ে এখানে, তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি।

আকাল। বেশ, বাহাবা দিচ্ছি! পথ্ দেখ।

মার। আমার একটী উপকার ক'র্‌তে হবে।

আকাল। সেটী হবে না।

মার। কেন?

আকাল। আমাদের কোন পুরুষে যা কখন' করে নাই, তা কেমন ক'রে ক'র্‌ব বল?

মার। আপনি তো রাজ-পারিষদ?

আকাল। তুমি তো রাজার ঘাড়ের ভূত?

মার। মশা'য়, রাজার মহা বিপদ্ উপস্থিত, দেখ্‌ছেন না?

আকাল। দেখ্‌ছি তো সাম্‌নেই।

মার। সত্য বলছি, রাজার মহা বিপদ্।

আকাল। আমিও সত্য ব'ল্‌ছি, আমি তা বেশ বুঝেছি।

মার। আপনি জানেন না, রাজার কাছে একজন বুজরুক এসেছে।

আকাল। তোমার বুজরুকিতেই প্রাণ ঠাণ্ডা আছে, আর বুজরুক দেখ্‌তে চাই না।

মার। কি ব'ল্‌ছেন, ম'শায়, ধর্ম্ম নষ্ট হবে।

আকাল। ঐ একটু রেখে ব'ল্‌লে—তোমার প্রভাবে তা' অনেক দিন হ'য়েছে।

মার। আমি কি ক'রেছি, বল'? মহারাজ গর্ব্বিতের গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রেছেন, আমি পাপীর দণ্ড-বিধান ক'র্‌তে উপদেশ দিয়েছি।

আকাল। পাপীর দণ্ড-বিধান ক'র্‌তে গেলে তোমাকে তো আগে গিয়ে কুপোর ভেতর সুড়্ সুড়্ ক'রে সেঁধোতে হয়।

মার। ম'শায়, হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট ক'রবার জন্য এসেছে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যাবে, আবার যাগ-যজ্ঞ লোপ হবে, নাস্তিকতা প্রবল হবে। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম—নাস্তিক ধর্ম্ম, তা কি জানেন না?

আকাল। আহা, তোমার দুঃখে আমার কান্না আস্‌ছে!

মার। আমার দুঃখ কি, রাজাই ধর্ম্মভ্রষ্ট হবেন।

আকাল। তোমার কষ্ট নয়? একে তো রাজার দুঃখে তুমি ভেবে সারা, তার উপর ছাগল, মোষ, মানুষের রক্ত খেতে পাবে না; আহা, এমন কষ্ট কি কার' হয় গা!

মার। আপনি পরিহাস করেন?

আকাল। সহ্য না হয়, স'রে গেলেই যেতে পার।

মার। আমি আপনার কাছে এসেছিলুম একটা বিদ্যা দিতে।

আকাল। কি, কেমন ক'রে মানুষের ঘাড়ে চাপ্‌তে হয়?

মার। পরিহাস ক'র্‌বেন না, শুনুন! সে বিদ্যাবলে আপনি যেখানে মনে ক'র্‌বেন, সেখানে যেতে পা'র্‌বেন।

আকাল। আরে ছ্যাঃ! এ বিদ্যে নিয়ে কি ক'র্‌ব!

মার। তবে কি বিদ্যা চান?

আকাল। এমন বিদ্যে যদি দিতে পার যে উড়্‌ব মনে ক'র্‌লে শুয়ে প'ড়্‌ব, আর শোব মনে ক'র্‌লে উ'ড়্‌ব।

মার। সত্য, আমি এমন বিদ্যা দিতে পারি —যাতে কুবেরের মত ধন হয় আর অপ্সরার মত স্ত্রী পান।

আকাল। কুবেরের ধন, অপ্সরা স্ত্রী, আপনি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখল ক'র্‌তে থাকুন, আমি পাঠ লিখে দিচ্ছি।

মার। তুমি অবিশ্বাস ক'চ্ছ—আমার শক্তি তো তুমি দেখেছ।

আকাল। তা যাও, ভালয় ভালয় তালগাছে গে ব'সগে।

মার। আমার তোমার প্রতি পুত্রের মত স্নেহ হ'য়েছে।

আকাল। আচ্ছা, দু'বার বাবা ব'ল্‌ছি—শুনে চ'লে যাও।

মার। আমার যদি কথা শোন, তোমার ভাল হবে, নচেৎ তোমার অনিষ্ট ক'র্‌ব।

আকাল। আগে ইষ্ট হ'ক, তারপর তো অনিষ্ট ক'র্‌বে।

মার। আমি কে জান?

আকাল। তোমাদের সঙ্গে তো কুটুম্বিতে নাই, কেমন ক'রে জান্‌বো বল?

মার। তোমার প্রতি আমার বড় স্নেহ হ'য়েছে।

আকাল। ও গায়ের ঝাল গায়ে মার না, বাবা! তোমার স্নেহে যে ফেটে ম'রব—তা' হলে পুত্রশোক পাবে! কাজ কি তোমার সে বালা'য়ে!

বীতশোকের প্রবেশ

বীতশোক। ওহে আকাল, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, মহারাজ ক্ষিপ্ত-প্রায়! কে এক বুজ-রুক এসেছে, সে না কি আগুনে পোড়ে না! মহারাজ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'র্‌তে ক'র্‌তে তাঁর দর্শনে যাচ্ছেন, অবিরল জল-ধারায় তাঁর অঙ্গ ভেসে যাচ্ছে! এ যে ভারি বুজরুকি আরম্ভ হ'ল!

আকাল। কিহে, তোমার চেলা-চামুণ্ড ছেড়েছ না কি?

মার। সত্য কথা বল্‌লুম, বিশ্বাস তো ক'র্‌লে না—দেখগে, সর্ব্বনাশ হ'চ্চে।

বীতশোক। চল চল, বিলম্ব ক'র না। (মারকে দেখিয়া) কে ও?

আকাল। চিন্‌তে পাচ্ছেন না? চলুন, বল্‌ছি। [আকাল ও বীতশোকের প্রস্থান।

মার। আমি কি শক্তিহীন হ'য়েছি! এই সামান্য ব্যক্তি ধনের প্রলোভন, নারীর প্রলোভন উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেল! একে বশীভূত ক'র্‌তে পার্‌লে অশোক চিরদিনের জন্য আমার হস্তগত হ'ত। এইরূপ লোভ-বর্জ্জিত সামান্য ব্যক্তিই জগতের বেশী উপকার করে। বীতশোক সন্দিগ্ধচিত্ত, রাজার প্রিয় সহোদর —দেখি, যদি ওর দ্বারা কার্য্য হয়।

কুনালের প্রবেশ

কুনাল। এতদিনে সুদিন উদয় হ'য়েছে—মহাপুরুষ দর্শন দিয়েছেন। আমি এই ভোগ-ঐশ্বর্য্য-পরিবৃত, স্নেহময়ী জননীর উপদেশে বঞ্চিত, ইন্দ্রিয়ের ছলনায় ভোগ-তৃষায় পীড়িত —আমায় কি তিনি কৃপা ক'র্‌বেন! মা মা, স্নেহময়ী জননি! ভোগ-সাগরে সন্তানকে নিক্ষেপ ক'রে কোথায় গিয়েছ? অকুল সংসার-সাগরে তোমার চরণই আমার তরণী! মা, দুস্তরে কে আমায় নিস্তার ক'র্‌বে! আমার কি সুদিন হবে? সাধুর কৃপা কি পাব? প্রভু, প্রভু, দাসের প্রতি কি দয়া হবে!

গীত

বিনা তৃতীয় নয়ন, এ বিফল নয়ন,
কিবা প্রয়োজন—
যদি বুদ্ধদেবে নাহি করে দরশন।

সতত শ্রবণ করে চঞ্চল মন,
মধুর মোহিনী স্বরে সদা বিমোহন,
পরম শত্রু দেহে রয়েছে শ্রবণ।
করে ধন জন মান, দিবে মোরে ত্রাণ,
হবে বুদ্ধদেব-পদে লুণ্ঠিতপ্রাণ;
দীনভাবে কবে ভ্রমিব ভবে,
ঘোর অভিমান নাশ হবে,
তৈলধারাবত, বুদ্ধদেবে চিত
হবে শ্রীপাদপদ্মে লীন জীবন।

[কুনালের প্রস্থান।

মার। আর এই দেখ না—এই এক রাজ-বংশীয় ভিক্ষু, কি আশ্চর্য্য প্রার্থনা ক'চ্ছে! চক্ষু যাক্, কর্ণ যাক্, সমস্ত ভোগ-সুখ যাক্।—এর ছায়া স্পর্শ করাও চলে না!

[মারের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

মায়াপুরী—শূন্যে ন্যগ্রোধ

অশোক, কহ্লাটক, আকাল ও রাজ-সভাসদ্‌গণ

অশোক। তেজঃপুঞ্জ ওহে মহাজন,
কৃপায় রাখহে পায় এই অভাগায়!
দুর্দ্দান্ত দানব এই মানব-শরীরে—
পতিতপাবন, কর পতিতে উদ্ধার!
মহাভয়ে এসেছি আশ্রয়ে,
বঞ্চনা ক'র না নিজ গুণে।

ন্যগ্রোধ। (শূন্য হইতে অবতরণপূর্ব্বক)
কি কাজ হইবে করি ভৃত্যে উপাসনা?
কর যদি মার্জ্জনা-কামনা মহাপাপে,
বুদ্ধদেবে কর উপাসনা
অপার করুণা তাঁর—ঘুচিবে যন্ত্রণা,
পাবে ত্রিতাপে নিস্তার।

আকাল। তুমি উড়্‌তেই শেখ আর ধ্যানেই ব'স, আর গা দিয়ে জলই বা'র কর, আর আগুনই বা'র কর—কিন্তু তুমি এই ছেলে বয়সেই খুব দম্‌বাজ্।

ন্যগ্রোধ। কেন, বাবা?

আকাল। আর তোমায় 'বাবা' ব'ল্‌তে হবে না। দোরে-দোরে তোমাদের 'বাবা' বলা অভ্যেস, আমি খুব জানি।

অশোক। কি কর, আকাল!

আকাল। আরে দাঁড়াও, মহারাজ, একটু চান্‌কে নিই—না চান্‌কালে বাগ পাবে না।

ন্যগ্রোধ। বাপু, তুমি কি ব'ল্‌ছ?

আকাল। এই ঝড়-ঝাপ্‌টা তুল্‌তে পার, ভয় দেখাতে পার, আসমানে উড়্‌তে পার—আর কাতর হ'য়ে রাজা বল্‌লে 'রক্ষা কর'—তুমি বরাতি-চিঠি কাট্‌লে বুদ্ধদেবের উপর। বল্‌লে কি না, সাগরে ঝাঁপ দিয়ে মাণিক তোল'। তোমার বুদ্ধদেব কেমন, কোথায় থাকে, সে আসমানে ওড়ে, কি জলে ডুব ফোঁড়ে—তার কে সাত পুরুষের ধার ধারে বল?

ন্যগ্রোধ। শুন, বৎস, অপূর্ব্ব কথন,
কপিলাবস্তুতে ছিল রাজার নন্দন—
সিদ্ধার্থ তাঁহার নাম।
দয়ার আধার, রাজ্য-ধন করি পরিহার,
হরিবারে জরা, মৃত্যু, বার্দ্ধক্যের ভয়—
কঠোর সাধনে বুদ্ধত্ব গ্রহণে
জীবের নিস্তার হেতু করেন প্রচার—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" সংসার মাঝারে।
যেই লয় তাঁহার আশ্রয়
ভব-ভয় না থাকে তাহার।

আকাল। বাঃ, বেশ বুঝ্‌লুম।

কহ্লাটক। কি বুঝ্‌লি, বর্ব্বর?

আকাল। বুঝ্‌লুম—কার বাগানে কি গাছ আছে, কিসের বড় ওষুধ হয়। (ন্যগ্রোধের প্রতি) বলি, ও ঠাকুর, দিব্যি গপ্প তো শোনালে, এখন তারে কোথায় পাওয়া যায়, বল? না হয় আপনি কিছু বাত্‌লে দিয়ে চ'লে যাও। নইলে আসমানে উড়ে পালাবার চেষ্টা ক'র্‌লে আমি ঠ্যাং ধ'রে ঝুলে প'ড়্‌ব।

অশোক। প্রভু, যদি অজ্ঞানের প্রতি কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেন, আমায় মহাভয়ে পরিত্রাণ করুন।

ন্যগ্রোধ। নিজ পরিত্রাণ, নৃপ, আছে নিজ স্থানে;
পরিত্রাণ—স্বার্থ-বিসর্জ্জনে।
আমার আমার—পুত্র পরিবার,
রাজ্য-অধিকার, বৈভব আদির অহঙ্কার—
যন্ত্রণার মূলাধার জানিহ, ভূপাল!
ত্যজি "আমি"—বিশ্বে হও লয়,
বিশ্ব-প্রেমে ভুল আপনায়—
প্রেমে পাবে নিস্তার এ ত্রিতাপ-জ্বালায়।

যত দিন 'আমি আমি' রবে
যন্ত্রণা না যাবে—
সার কথা শুন, নৃপমণি!

অশোক। দয়াময়, ব'লে দাও—কিরূপে আত্মত্যাগ ক'র্‌তে হয়?

ন্যগ্রোধ। ভোগ-তৃষা—স্বার্থ বলিদান দেহ মতিমান্‌,
জনগণ-মঙ্গল-কামনা
একমাত্র স্বার্থ রাখ হৃদে।
জন-সেবা-মহাব্রতে অভিমান যাবে,
জ্ঞান-রত্ন করগত হবে;
জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ করি সংস্কার
পাপের বন্ধন হ'তে লভহ উদ্ধার।

আকাল। বাঃ সোজা কথাটি বাংলে দিয়েছ! গোটা দুই তিন বলি দেবে, গোটা দুই তিন ছেড়ে দেবে, টপ্‌ ক'রে জ্ঞানটা হাতে ধ'রে নেবে—সিদে রাস্তা বাংলেছেন—সোজা চ'লে যাও।

ন্যগ্রোধ। সত্য ব'লেছ, অতি কঠিন পন্থা, একমাত্র অভ্যাসে সহজ হয়। দৃঢ়পণে অভ্যাস ব্যতীত অপর উপায় নাই।

অশোক। আজি হ'তে সর্ব্ব-ত্যাগ করি তব পদে;
আজি হ'তে ধরণী-শয়ন,
অর্দ্ধাশনে অনশনে জীবন-যাপন,
বিলাইব রত্নাগারে আছে যত ধন,
আজি হ'তে দীন-সেবা জীবনের সার।

ন্যগ্রোধ। মহারাজ, সামান্য ধন-রত্ন-বিতরণে মনস্কামনা পূর্ণ হবে না। জ্ঞানরত্নই প্রকৃত রত্ন সেই রত্ন-বিতরণে কৃতসংকল্প হ'ন।

অশোক। আমি অজ্ঞান—আমি কিরূপে সে রত্ন বিতরণ ক'রব?

ন্যগ্রোধ। ভিক্ষুগণে করিয়ে সন্ধান
রাজ্যে আনি করহ সম্মান;
প্রেরি দেশে দেশে—
অতি দূর দূরান্তরে যথা নর বসে,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" করিতে জ্ঞাপন
মহাজনগণে, রাজা, করহ প্রেরণ।
করি ঘোর কঠোর সাধন—
মহাজ্ঞান করিয়া অর্জ্জন,
জগতের কল্যাণ কারণ
ক'রেছেন বুদ্ধদেব যে ধর্ম্ম প্রচার—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" সর্ব্ব ধর্ম্মসার।

অশোক। মন্ত্রী ম'শায়, এই পাপপুরী এই দণ্ডে ধ্বংস ক'র্‌তে আজ্ঞা দিন।

সহসা মায়াপুরী অন্তর্হিত হইয়া প্রান্তরে পরিণত হওন

ন্যগ্রোধ। তব পুণ্য-সংকল্পে, রাজন্‌?
মায়ায় সৃজিত পুরী হের নাহি আর,
পূর্ব্ববৎ হের, ভূপ, বিস্তৃত প্রান্তর।

অশোক। একি! সত্যই দানবীয় সৃষ্টি! প্রভু, সে দানব কোথায়?

ন্যগ্রোধ। একদিন তার কুৎসিৎ স্বরূপ দর্শন ক'র্‌বেন, জান্‌বেন, বুদ্ধদেবের কৃপা-বলে দানবীয় শক্তি হ'তে রক্ষিত হ'য়েছেন। রাজ্যভার পরিত্যাগ ক'র্‌বেন না, নির্লিপ্তভাবে রাজ্য করুন। রাজ-সাহায্য ব্যতীত ধর্ম্মপ্রচার হয় না—সেই প্রচার-কার্য্যের নিমিত্ত রাজমুকুট ধারণ করুন।

অশোক। না না, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আমায় ভিক্ষু-বস্ত্র দিন।

ন্যগ্রোধ। মহারাজ, ত্যাগ নাহি ভিক্ষুর বসনে,
কমণ্ডলু, করঙ্গ, কৌপীনে,
অঙ্গে ভস্ম-বিভূষণে, কিবা
আঁধার গহ্বরে, তুঙ্গ গুঙ্গ 'পরে—
ত্যাগ নাহি বাহ্য-আচরণে।
বিতাড়িত বাসনাবিবেকে,
সুখদুঃখ সমভাব, বৈরাগ্যের বলে—
শোচনা-আকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত—
আত্মজয়—ত্যাগের লক্ষণ।
তরুমূল, সিংহাসন—তুল্য জ্ঞান যার,
বিদূরিত যার অহংকার,
সেই ত্যাগী—
নহে ত্যাগ ভাণ মাত্র—আত্ম-প্রবঞ্চনা।
দেব-কার্য্য করহ উদ্ধার,
হ'ক ধর্ম্ম ধরায় প্রচার,
মহাকার্য্যে প্রয়োজন সাহায্য রাজার।

দেবী, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার প্রবেশ

দেবী। মহারাজ, দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন। পদানত পুত্র-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অশোক। কল্যাণি, তুমি কে?

। ভুলেছ কি দাসীরে, ভূপাল!
তব পুত্র, তব কন্যা পালনের ভার
আছিল আমার—
যেই পুত্র-কন্যা-কামনায়
ক'রেছিল বরমাল্য প্রদান কিঙ্করী—
করিয়াছে দাসী, প্রভু, সে কার্য্য সাধন,
আজ তব নন্দিনী-নন্দন,
চরণে অর্পিয়া দাসী মাগিছে বিদায়।

অশোক। দেবি—প্রাণেশ্বরী! আমি তোমায় ভুলি নাই। তুমি আমার শত আহ্বান উপেক্ষা ক'রে রাজপুরে এস নাই। তোমার স্থান সিংহাসনে, তুমি তা উপেক্ষা ক'রে দীন-হীনার ন্যায় গোপনে অবস্থান ক'রেছ। আমি তোমায় ভুলেছি ব'লে অপরাধী ক'র না।

দেবী। মহারাজ, যে দিন দাসীকে চরণে স্থান দিয়েছিলেন, সেই দিনই দাসী নিবেদন ক'রেছিল যে, দাসী সিংহাসনের যোগ্যা নয়। দাসী বণিক্-কুমারী, ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনের অধিকারিণী হ'তে পারে না। পাটলিপুত্রের রাজবংশে কখন' কলঙ্ক-কালিমা পতিত হবে না। আমি দাসী—দাসী হওয়া আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ।

কহ্ণা। মা মা, তুমিই একমাত্র রাজরাণী হবার উপযুক্ত। পাটরাণী নিরুদ্দেশ, তুমি শূন্য রাজগৃহ আলো ক'রে ব'স, মা!

দেবী। আপনি পিতৃতুল্য, অযথা প্রলোভনে মুগ্ধ ক'র্‌বেন না।

মহেন্দ্র। পিতা, মাতৃ-উপদেশে আমি বাল্যাবধি অবগত হ'য়েছি, আমি রাজপুত্রের যোগ্য নই; সেই জন্য মাতার চরণে ভিক্ষুর আশ্রয়-গ্রহণ প্রার্থনা ক'রেছিলেম,—যা'তে বুদ্ধদেবের মহাধর্ম্ম প্রচারের অধিকার প্রাপ্ত হই। সে অনুমতি মাতা মহারাজের আজ্ঞা ব্যতীত দিতে অস্বীকৃতা হন। সে কারণে মহারাজের পদে সেই প্রার্থনায় সন্তান দণ্ডায়মান।

সঙ্ঘমিত্রা। মহারাজ, কন্যারও রাজপদে ঐ নিবেদন। পুত্র-কন্যার আবেদন গ্রাহ্য করুন।

অশোক। তোমরা কুল-তিলক, আমি তোমাদের পুণ্যে মহাপাপে পরিত্রাণ পাব। যাও, বৎস, তোমাদের মহাকার্য্যে বাধা প্রদান ক'র্‌ব না। কিন্তু হৃদয়-তন্ত্রী ছেদ ক'রে তোমাদের অনুমতি প্রদান ক'চ্ছি; মহাকার্য্যে অভাগা পিতাকে ভু'ল না। যদি জান্‌তে যে, তোমাদের চন্দ্রবদন দর্শনে আমার হৃদয়ে কি ভাব উপস্থিত, তা'হলে বোধ হয় আমার নিকট বিদায় প্রার্থনা ক'র্‌তে কাতর হ'তে। তোমরা নির্লিপ্তা মাতার উপদেশে ভোগ-সুখ-বর্জ্জনে সংসারে নির্লিপ্তভাবে পালিত হ'য়েছ। তোমাদের মহাব্রতে উৎসর্গীকৃত হৃদয়ে আমার এ মনোবেদনা অনুভব কর্‌বার স্থান নাই। (দেবীর প্রতি) দেবি, তুমি প্রকৃত দেবী—সত্য, কিন্তু নিষ্ঠুর জননী!

ন্যগ্রোধ। (মহেন্দ্রের প্রতি) দাদা, দাদা, আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত সুসীমের পুত্র। চল, চল, আমরা দু'জনে বুদ্ধদেবের কৃপায় বুদ্ধদেবের কার্য্যে দেশে দেশে ভ্রমণ করি।

অশোক। কি, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! কি ভ্রম—কি অজ্ঞানতা! আমি তোমায় গর্ভাবস্থায় বধ ক'র্‌তে পারি নাই, এ জন্য ক্ষুব্ধ হ'য়েছিলেম! হায় হায়, তুমি আমার ভ্রাতা! আমি নরাধম, তখন জানি নে, কি আত্ম-সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেম! তোমার জননী কোথায়, বল। আমি নিজ স্কন্ধে চতুর্দ্দোল বহন ক'রে তাঁরে রাজপুরে ল'য়ে আসি। আমি অনেক মহাপাপ ক'রেছি। কিন্তু দেব-জননীকে সংহার ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হ'য়ে রাজ্য হ'তে বিতাড়িত ক'রেছি—এ স্মৃতি জন্ম-জন্মান্তরে লুপ্ত হবে না। বৎস, এ মহাপাপের কি আমার মার্জ্জনা আছে? তোমার জননী কোথায়, বল, যদি সম্ভব হয়, কথঞ্চিৎ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত তাঁর চরণে শরণাপন্ন হই!

ন্যগ্রোধ। মাতা আমার বুদ্ধদেবের চরণসেবার নিমিত্ত তাঁর নিকট উপস্থিত। অনুতাপই পরম প্রায়শ্চিত্ত। সমস্ত সংবাদ আমার গুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হবেন। তিনিই আপনার প্রকৃত আশ্রয়। সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ দয়া, আপনার প্রতি গুরুদেবের সেইরূপ।

অশোক। কে তোমার গুরুদেব?

ন্যগ্রোধ। মহানুভব উপগুপ্ত। তাঁরই কৃপায় বুদ্ধদেবের দর্শনলাভ ক'র্‌বেন।

কহ্ণাটক। বাবা, আমিই তোমার জননীকে হত্যা ক'র্‌তে মহারাজকে উপদেশ দিই, আমার উপায় কি?

ন্যগ্রোধ। আপনি রাজ-কার্য্যে কর্ত্তব্য বোধে উপদেশ দিয়েছিলেন—আপনি নির্ম্মলাত্মা।

কহ্যাটক। ধন্য মার্জ্জনা, ধন্য মার্জ্জনা!

ন্যগ্রোধ। (মহেন্দ্রের প্রতি) চল, ভাই, হেথায় কার্য্য অবসান।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। মহারাজ, বিদায় দিন।

অশোক। কি ব'ল্‌ব, আমি অজ্ঞান, তোমাদের মহিমা কি জান্‌ব!

দেবী। আমিও রাজ-চরণে বিদায় প্রার্থী।

আকাল। বাবা, কখন' আমার তাক্ লাগে নাই, আজ তোমরা তিনজনে তাক্ লাগালে! তুমি আকাশে ঝুলেও আমায় তাক্ লাগাতে পার নাই, কিন্তু আজ, বাবা, অবাক্ হ'য়েছি! লাউ-কুম্‌ড়োর মতন আগে ফল ধ'রে যে ফুল ধরে—দুনিয়া ঘুরে এ আমার জানা ছিল না। সে বেটা মায়া ক'রে সোণার বাড়ী ক'রেছিল কি সাম্‌নে মায়ার খেলা দেখ্‌ছি, তা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে! তোমাদের আমি ছাড়্‌ছি নি! তোমাদের বুদ্ধদেব কোন্ বেটা—আমাকে চিন্‌তে হ'চ্ছে।

ন্যগ্রোধ। নিশ্চয় চিন্‌বেন! হৃদয়ের ব্যাকুলতাই বুদ্ধদেবের কৃপালাভের একমাত্র মূল্য।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজবাটীর সম্মুখ

বীতশোক, আকাল ও ব্রাহ্মণগণ

১ ব্রাহ্মণ। ছোট রাজা, হ'ল কি! নাস্তিকগুলো এসে দেশ ভরিয়ে ফেল্‌লে। "অহিংসা, অহিংসা" এক ঢেউ উঠেছে! যজ্ঞে পশু-বধকে কি হিংসা ব'লে? শাস্ত্র-জ্ঞান নাই, ঋষি-বাক্য অমান্য! মূর্খেরা জানে না যে, শাস্ত্রে ব'ল্‌ছে—সদ্য মাংস ভক্ষণ প্রধান হবিষ্যান্ন।

আকাল। খুড়ো আমার খুব শাস্ত্র মানে—দাঁত নাই, তবু ভক্তি ক'রে পাঁটার হাড়খানি চোষেন!

১ ব্রাহ্মণ। কি, তোমায়ও ভূতে ধ'রেছে না কি?

আকাল। এতদিন ধরে নাই, এবার ব্রহ্মদৈত্য ধ'র্‌ব ধ'র্‌ব ক'চ্চে।

১ ব্রাহ্মণ। আরে যাও যাও, এখন মস্‌করা রাখ! (বীতশোকের প্রতি) ছোটরাজা, তোমায় এর উপায় ক'র্‌তেই হবে, নইলে আমরা কি অন্নাভাবে মারা যাব? মহারাজকে তো উপগুপ্ত না উপদেবতা পেয়ে ব'সেছে। সঙ্গে ক'রে নে সমস্ত ভারতবর্ষটা তো ঘোরালে। সমস্ত হিন্দু-তীর্থ গেল, মহারাজের সে সব তীর্থ-দর্শন হ'ল না। কোথায় ওঁর বুদ্ধদেব ব'সেছিল, কোথায় পোষাক ছেড়েছিল, কোথায় ধ্যান ক'রেছিল, কোথায় বেড়িয়েছিল, কোথায় যমের বাড়ী গিয়েছিল, সেই সব জায়গা খুঁজে খুঁজে বেড়ান হ'য়েছে। মাটি খুঁড়ে সব অস্থি বা'র করা হ'য়েছে, সেই সব অস্থির উপর স্তূপ নির্ম্মাণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যে সব চেলা-চামুণ্ডা ছিলেন, তাঁদেরও অস্থির সব স্তূপ হবে।

২ ব্রাহ্মণ। এ সব কি সত্যি সব বুদ্ধদেবের অস্থি না কি?

১ ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন, এতদিন সে সব অস্থি আছে! কোত্থেকে সব ভাগাড় খুঁড়ে অস্থি বা'র ক'চ্ছে। ঐ উপগুপ্তটা কি ঝানু কম!

বীতশোক। না না, সে সকল অস্থি পরম যত্নে রক্ষিত ছিল।

১ ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন ছোটরাজা! ঐ উপগুপ্ত বেটা চ্যালাদের দিয়ে পেঁড়া-বন্দী ক'রে রাখিয়েছিল।

বীতশোক। না না, পুরাতন স্তম্ভের গর্ভে সুবর্ণ-পেটিকায় সে সব অস্থি রক্ষিত হ'য়েছিল।

১ ব্রাহ্মণ। শোনেন কেন! তবে আর নূতন ক'রে স্তূপ হ'চ্ছে কেন?

বীতশোক। সেই অস্থি বিভাগ ক'রে ভারতবর্ষব্যাপী সব স্তূপ হবে।

১ ব্রাহ্মণ। আর সঙ্গে সঙ্গে বিহার নির্ম্মাণ। হাড়ি, শুঁড়ি, ম্যাথর, মুদ্দফরাস সব মাথা কামিয়ে হল্‌দে কাপড় প'রে পায়ের উপর পা দিয়ে খাবে, আর বামুনগুলো ভেসে যাবে!

বীতশোক। আচ্ছা, আপনারা তো বলেন, বুদ্ধদেব অবতার?

১ ব্রাহ্মণ। নাস্তিক অবতার, নাস্তিক

অবতার—কলির লোককে নরকগ্রস্ত ক'র্‌তে এসেছেন!

বীতশোক। তবে না শ্‌নুতে পাই, অবতার ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে আসেন?

২ ব্রাহ্মণ। শোন কেন! কেউ বলে অবতার, কেউ বলে নয়।

১ ব্রাহ্মণ। মহারাজ তো সব বড় বড় বিহার নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন, পালে পালে সব বৌদ্ধ-ভিক্ষু—নাস্তিকের দল এসে হল্‌দে কাপড় প'রে মাথা কিনে ব'সেছেন। হাঁড়া হাঁড়া ঘি যাচ্ছে, কাঁথার মত সর, ভার ভার দুধ, মাখমের পর্ব্বত—এই সব বিহারে চ'লেছে। ব্যাটারা দিব্য মজা মেরে পায়ের উপর পা দিয়ে খাচ্ছে। রাত্রে দোর দিয়ে থাকেন—বোধ হয়, নিরিবিলি ভিক্ষুণীদের সেবা নেন।

বীতশোক। ভিক্ষুণীরা না আলাদা থাকে?

১ ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন ছোটরাজা! ও মাণিকজোড়ের পাতা—

আকাল। আহা, খুড়োকে তো সমস্ত রাত এ সব তদ্‌বির ক'রে বেড়াতে হয়! খুড়ো, ঘুমোও কখন?

১ ব্রাহ্মণ। আরে নে নে, বেল্লিকপনা রাখ্‌! ছোটরাজা, তুমি থাক্‌তে এ সব কি হ'তে ব'স্‌ল? মহারাজকে দেখ্‌ছি তো যাদু ক'রেছে।

বীতশোক। কি ব'ল্‌ব বলুন? এক বেটা দিনকতক ভোজবাজী দেখালে। তা যদি গেল, এখন দমবাজীতে প'ড়েছেন। আকাল, ব'ল্‌তে পার, খাম্‌কা ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-ভাইপো কোত্থেকে আমদানী হ'ল?

আকাল। গাছে ফলেছিল।

৩ ব্রাহ্মণ। আর যে'টা ভাইপো ব'লে এসেছে, আমি শুনেছি, ওটা চাঁড়াল ছিল।

বীতশোক। চাঁড়াল কি দোষ ক'রেছে বলুন? যে জাতের ছায়া অস্পৃশ্য, তিনি রাজ-মহিষী আর তাঁর গর্ভে রাজপুত্র—রাজকন্যা! তবে মা মানা ক'রে গিয়েছেন, দাদার কথায় কোন কথা কব না।

আকাল। আহা, ছোটরাজার ভ্রাতৃভক্তিটুকু খুব! মুখটি টিপেই আছেন, দাদার একটী কথাও কন না।

বীতশোক। কি বল! ন্যায্য-অন্যায্য ব'ল্‌তে হবে না?

আকাল। হবেই তো! নইলে ভ্রাতৃভক্তি জাহির হবে কিসে?

১ ব্রাহ্মণ। যেতে দিন, যেতে দিন, ও বর্ব্বরের কথা! আপনি ঐ হল্‌দে কাপড়-পরা ব্যাটাদের একটু দাবিয়ে দেবেন।

বীতশোক। আমার কাছে যে ঘেঁষে না! জানে শক্ত পাল্লা, দম্‌বাজী চ'ল্‌বে না। ব্যাটারা কি ভক্তবিটেল! রাজার খোলা ভাণ্ডার পেয়েছেন, দিনে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সব মারেন, আর রাত্রে দোর বন্ধ ক'রে সব ধ্যানে বসেন! আপনি ঠিক ব'লেছেন, ওই ভিক্ষুণীদের সঙ্গে রাত্রে দেখা-সাক্ষাৎ হয় বই কি!

১ ব্রাহ্মণ। হয় না তো কি! না হয় জিব কেটে ফেল্‌ব!

আকাল। দোহাই ম'শায়! নাক কাটুন—কাণ কাটুন, ঐ জিবটী কাট্‌বেন না—পর-চর্চ্চার ফোয়ারা এমন আর কোন জিবে বেরুবে না। জিব কেটে কেন আপনার বাক্যসুধায় বঞ্চিত ক'র্‌বেন?

১ ব্রাহ্মণ। যথা কথা তোর না সয়, তুই স'রে যা।

আকাল। সয় না কি ব'ল্‌ছ, খুড়ো, মধুর স্রোত ঢাল্‌ছ! আপনার সুখ্যাতি আর পর-চর্চ্চার চেয়ে এমন কিছু আর কি মিষ্টি আছে, খুড়ো—যেন টাট্‌কা চাকের মধু!

১ ব্রাহ্মণ। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখুন দেখুন,—যেন রাহুর মত মহারাজকে ঘিরে আস্‌ছে! রাজসভায় আর ব্রাহ্মণ-সজ্জনের জায়গা নাই।

বীতশোক। এ কথা ব'ল্‌ছেন কেন? নিত্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাড়ী তো নিয়মমত সিধে যায়। আপনাদের তো মহারাজা অযত্ন করেন না।

১ ব্রাহ্মণ। করেন না কেমন ক'রে আর? ওদের কথাই ষোল কাহণ।

আকাল। তা কি ক'র্‌বেন বলুন, আপনারা তো ঠোঁটই খোলেন না,—পাছে দু'চারটী কেলে ছাগল বেরিয়ে পড়ে!

১ ব্রাহ্মণ। আরে নাও, কে ঐ বেল্লিকদের সঙ্গে তর্ক করে!

আকাল। আহা, খুড়োর ক্ষমা গুণটী বড়!

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

অশোক, কহ্লাটক এবং কয়েকজন বৌদ্ধ-ভিক্ষুর প্রবেশ

অশোক। বীতশোক, তুমি সভায় যাও না কেন?

বীতশোক। মহারাজ, ওঁরাই সভা আলো ক'রে আছেন।

অশোক। তুমি ব্যঙ্গ ক'চ্ছ! সত্যই এ'দের পদার্পণে আমার সভা উজ্জ্বল!

বীতশোক। আজ্ঞে, দিব্য আহারাদি করেন —চেহারা খুব জলুষ!

কহ্লাটক। কুমার, নিষ্পাপ দেহ যে জ্যোতিঃপূর্ণ, এ তো আপনার অজ্ঞাত নয়।

বীতশোক। তা তো নয়ই—তা তো নয়ই! খুব সংযম আছে, কাম-ক্রোধাদি রিপু সব দমন ক'রেছেন। কি আজ্ঞা হয় সব ভিক্ষুঠাকুরেরা?

১ ভিক্ষু। কুমার, রিপুজয়ী এক বুদ্ধদেব। আমরা রিপুজয়ী ব'লে স্পর্দ্ধা ক'র্‌তে সক্ষম নই।

বীতশোক। হাঁ, হাঁ সত্য ব'লেছেন! বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি বাতাম্বু গলিতপত্র ভক্ষণ ক'রে রিপু জয় ক'র্‌তে পারেন নাই—রমণীর ললিত মুখদর্শনে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন।

অশোক। (ভিক্ষুগণের প্রতি) মহাশয়, আমার মিনতি—এ স্থানে এ সকল কথা আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। আপনারা নিজ নিজ স্থানে গমন করুন।

ভিক্ষুগণ। যে আজ্ঞে, মহারাজ!

[বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের প্রস্থান।

অশোক। বীতশোক, এ কি তোমার আচরণ?

বীতশোক। কেন, মহারাজ, সত্য কথা বলায় তো আপনার নিষেধ নাই। যদি নিষেধ করেন, বারান্তরে এরূপ ক'র্‌ব না।

অশোক। ওঁরা পরম যোগী, ওঁদের প্রতি এরূপ সন্দেহ?

বীতশোক। মহারাজ, মার্জ্জনা ক'র্‌বেন—ভোগী ব্যক্তি যে ইন্দ্রিয় দমন ক'র্‌তে পারেন, এ আমার ধারণা নাই।

অশোক। ভাল, তুমি এস, আমার অপর কার্য্য আছে। একদিন তোমায় বুঝিয়ে দেব যে, তৃষাবর্জ্জিত ভোগ সম্ভব। বহু তীর্থ ভ্রমণ ক'রে ও বহু পরীক্ষায় এ ধারণা আমার দৃঢ়ীভূত হ'য়েছে; ক্রমে তুমিও বুঝ্‌বে।

বীতশোক। মহারাজ, বুঝ্‌লে অবশ্য স্বীকার ক'র্‌ব।

[বীতশোকের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রী ম'শায়, সাধু-নিন্দায় বীতশোকের যে মহা অকল্যাণ হয়!

কহ্লাটক। মহারাজ, আমি বিস্তর তর্ক ক'রে দেখেছি, উনি কোনমতেই স্বীকার করেন না যে, এ'রা সাধু। বলেন, বিজ্ঞান-বলে কতকটা ভেল্কী দেখিয়ে মহারাজকে ভুলিয়েছেন।

অশোক। আচ্ছা, দেখা যাক! সংবাদ পেয়েছেন যে, যারা আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, তারা রটনা ক'রেছে যে, আমি হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী! এতে নিষ্ঠাচার শত শত ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-রক্ষার্থে সভয়ে নির্জ্জন স্থানে বাস ক'চ্ছেন। আপনি অদ্য প্রতি প্রদেশে, প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে প্রচার করুন যে—হিন্দু হ'ক, জৈন হ'ক, যে ধর্ম্ম উপাসক হ'ন্—যিনি এ রাজ্যে বাস করেন, যিনি নিষ্ঠাচার, স্বধর্ম্মের প্রতি যাঁর অনুরাগ, তিনি বৌদ্ধ-ভিক্ষুর ন্যায় আমার সম্মানভাজন, বৌদ্ধের ন্যায় তাঁরাও রাজ-সাহায্য প্রাপ্ত হবেন।

কহ্লাটক। মহারাজ, কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্ছেন? হিংসা-বর্জ্জিত সনাতন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ব্যতীত সকল ধর্ম্মই কুসংস্কারাবৃত। এরূপ সমদৃষ্টি রাজাদেশে কুসংস্কার প্রশ্রয় পাবে। তাতে এই মহান্ ধর্ম্মপ্রচারে হানি হওয়া সম্ভব।

অশোক। না মন্ত্রীবর, প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বধর্ম্ম-পালক কদাচ কুসংস্কার-জড়িত হয় না —গুরুদেব বার বার আমায় উপদেশ দিয়েছেন। যদি কুসংস্কার-জড়িত দেশাচারে কোনও নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির মালিন্য থাকে, তা অচিরে অপনীত হয়। সদাচারের অপার মহিমা—তাতে মালিন্য স্পর্শ করে না। জ্ঞানার্জ্জনে নিষ্ঠাব্রত একমাত্র অবলম্বন। সত্বর যা'তে এ আদেশ প্রচার হয়, যত্নবান্ হ'ন।

কহ্লাটক। যে আজ্ঞা, মহারাজ! (প্রস্থানোদ্যোগ)

অশোক। আর এক কথা—রাজ্যে যা'তে অনাথ, রুগ্‌ণ ব্যক্তি শুশ্রূষা হয়, যথায়

চিকিৎসাশালা আবশ্যক, কিছুমাত্র ব্যয়কুণ্ঠ না হ'য়ে, তাহা যেন স্থাপিত হয়। পশুপক্ষীরাও মনুষ্যের ন্যায় শারীরিক নিয়মাধীন, তাদের রোগ-তাড়না দূরীকরণের নিমিত্ত ঐরূপ চিকিৎসাগার নির্ম্মিত হ'ক। যে সকল ওষধি দুষ্প্রাপ্য, তার বীজ আনয়ন ক'রে যত্নে রোপিত হ'ক। তীর্থ ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌লেম, গমনাগমনের বিস্তৃত পথের অভাব—রাজ্যময় বিস্তৃত পথ নির্ম্মিত হ'ক। পথিকের জল-কষ্ট নিবারণার্থে বহু কূপ খননের আদেশ দিন। যান, বহু কার্য্য—রাত্রি-দিবা কার্য্য। রাজ্য—ভার, ভোগ নয়।

কহ্ন্যাটক। মহারাজের জয় হ'ক!

[কহ্ন্যাটকের প্রস্থান।

অশোক। আকাল, একটি কাজ ক'রতে পার্‌বে?

আকাল। আজ্ঞা ক'র্‌লেই ক'র্‌তে যাব, পারব কি না, জানি না।

অশোক। যদি উড়তে বলি?

আকাল। লাফ মার্‌ব।

অশোক। যদি ডুবতে বলি?

আকাল। ডুব ফুড়্‌ব।

অশোক। যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে বলি?

আকাল। বোঁ ক'রে চম্পট দেব।

অশোক। শোন্‌, তুই বীতশোককে কোন-রূপে রাজসজ্জায় আমার সিংহাসনে বসাতে পারিস্‌?

আকাল। আমায় নিজে ব'স্‌তে বল্‌লে যতটা সোজা হ'ত, ততটা সোজা নয়—তবে দেখি।

অশোক। আচ্ছা দেখ্‌ দেখি, যদি পারিস্‌। আমি রাজ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'রে, স্নান-আহারাদি-অন্তে বিরাম করি, জানিস্‌ তো? সেই সময়ে বীতশোককে রাজমুকুট পরিয়ে সিংহাসনে বসাতে পারবি? দেখিস্‌ যেন কেউ টের পায় না।

আকাল। আর কেউ টের পাবে না, তবে মুকুট প'রে ছোটরাজা হাড়ে হাড়ে টের পাবেন।

অশোক। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছিস বুঝে-ছিস, দেখি তোর বাহাদুরি।

[আকালের প্রস্থান।

উপগুপ্তের প্রবেশ

শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দাসের!
কোন্‌ ভাগ্যোদয়ে আজ পবিত্র এ পুরী?

উপগুপ্ত। তীর্থস্থান যথা যথা ক'রেছ ভ্রমণ—
যথা প্রভুর জনম,
যেই যেই স্থানে পর্য্যটন,
তপস্যা যথায়,
বোধিসত্ত্ব লাভ যে আসনে—
সে সকল পুণ্যস্থলে
স্তম্ভ, স্তূপ বিহার নির্ম্মাণ—
নিরন্তর বাসনা তোমার।
চৌরাশি সহস্র স্তূপ নির্ম্মাণ-কল্পনা
নিরন্তর জাগিছে অন্তরে।
পূর্ণ যাহে হয় তব সাধু মনস্কাম,
সেই হেতু আগমন মম।

অশোক। পরম কৃতার্থ দাস অপার কৃপায়!
কিন্তু, দেব, ল'য়ে তবাশ্রয়
তবু দ্বন্দ্ব মনে হয়—
প্রতি তীর্থে স্তম্ভ, স্তূপ, বিহার সকল
কেমনে উঠিবে?
শিল্প-নিপুণতা হেন আছে রাজ্যে কার,
যাহার সাহায্যে হবে এ কার্য্য উদ্ধার?

উপগুপ্ত। এস, আছ প্রতিশ্রুত বুদ্ধদেব-
স্থানে।
রাজাদেশ-পালনে করহ অঙ্গীকার।

মারের প্রবেশ

মার। আমি তো রাজ-কিঙ্কর, আমি তো রাজ-কিঙ্কর চিরদিনই আছি।

অশোক। প্রভু, এ তো মায়াধর—মায়াপুরী নির্ম্মাণ ক'রেছিল। কে জানে, কি শক্তি-প্রভাবে এ অমানুষিক কার্য্যে সক্ষম। এ মহা পাপাচার, একে কি নিমিত্ত আহ্বান ক'রলেন। এ ক্ষণমধ্যে মায়াস্তূপাদি নির্ম্মাণ ক'রবে, কিন্তু অচিরে সে সকল ধ্বংস হবে।

উপগুপ্ত। না, মহারাজ, এই পাপাচার-নির্ম্মিত স্তূপ চিরদিনের নিমিত্ত ভারতে মহারাজের মহিমা প্রচার ক'র্‌বে। আজ্ঞা প্রদান করুন, যে দিন যে তীর্থে অনুমতি ক'র্‌বেন, তথায় যেন অচিরে স্তূপ নির্ম্মিত হয়। কুণ্ঠিত হবেন না, যেমন বলবান্‌ পশু আরোহণে অনা-য়াসে ভ্রমণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ পাশব

প্রবৃত্তির সারভূত শক্তির আশ্রয় গ্রহণে সঙ্কুচিত হবেন না।

অশোক। প্রভু, ভারতের শিল্পীর পরিচয় কি এ স্তূপ নির্ম্মাণে ধরাবাসী প্রাপ্ত হবে না!

উপগুপ্ত। বৎস, সমস্তই শিল্পীর কৌশলে নির্ম্মিত হবে। ভারতের শিল্পনৈপুণ্য জগতে অবিদিত থাক্‌বে না। কেবলমাত্র এর বিঘ্ন-উৎপাদন-শক্তি হরণ করা প্রয়োজন। (মারের প্রতি) যাও—দূর হও, সময়ে আজ্ঞা পালন ক'র। [মারের প্রস্থান।

অশোক। প্রভু, কে এ ব্যক্তি?—ভূত, প্রেত, পিশাচ না দানব? আকার মানুষের ন্যায় দেখ্‌লেম!

উপগুপ্ত। এর স্বরূপ আকার এখনই তোমার দৃষ্টিগোচর হবে। দর্শন কর—(অশোককে স্পর্শ করণ)

পট পরিবর্ত্তন

দৃশ্য—কুঞ্জবন

কুঞ্জবন-মধ্যে সুন্দর বেশভূষায় সহচর ও সহচরীগণ-বেষ্টিত মারের বিহার। সহসা জ্যোতিঃ-প্রকাশ; জ্যোতিঃ-স্পর্শে কুঞ্জবন নরকে পরিণত হওন এবং সহচর ও সহচরীগণ সহ মারের কদাকার ও কুৎসিত মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হওন

অশোক। মরি মরি, কি পুষ্পরাজি-বিকসিত কুঞ্জসারি—যেন দেব-দেবী আনন্দে বিহার ক'চ্ছেন! ওই কি অমরাবতী? গোধূলি-ছায়াচ্ছন্ন কেন? এ কি! মহান্ জ্যোতিঃ-প্রবাহ কোথা হ'তে আস্‌ছে! জ্যোতিঃ-স্পর্শে সমস্ত শ্রীভ্রষ্ট হ'য়েছে! দেখুন—পূতি-মাংস-অস্থি-বিকীর্ণ মলমূত্র-বেষ্টিত কি কুৎসিত স্থান! কোথায় সেই দেব-দেবী মূর্ত্তি—আলোক-প্রভাবে সকলই বিনষ্ট! ক্ষতপূর্ণ কদাকার দেহী—মূর্ত্তিমান্ ঘৃণার আকার! গুরুদেব, এ সকল কি?

উপগুপ্ত। ক্ষতপূর্ণ আপাদমস্তক হের মার—
ওই তার ঘৃণিত আগার।
হের—হিংসা, তৃষা, সংশয় প্রভৃতি
যত মার-পরিবার, কুরূপ অন্তর
আচ্ছাদিত মায়ার মোহিনী-বেশে।
মহান্ এ পরম আলোকে
দগ্ধ আরোপিত কায়া—
হের, বৎস, স্বরূপ আকার সবাকার।

পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য

অশোক। কোথায় মিশিল সবে আবাস সহিত?
কহ, প্রভু
কোথা করে অবস্থান স্বগণে দুর্জ্জন?
কেন ধরে সুন্দর মূরতি?
কিবা ওই মহা জ্যোতিঃ,
স্পর্শে যাহা—
স্বরূপ কুৎসিত তনু প্রকাশ পাইয়ে
আবাস সহিত মিলিল অনিলে যেন।

উপগুপ্ত। মানব-হৃদয়ে স্থান জেন ও সবার।
মোহাচ্ছন্ন মানবে সঞ্চালি
নিত্য করে জীবলোকে কেলি,
মুগ্ধ করি' মোহিনী-আকার ধরি'!
কভু বার-বিলাসিনী,
কভু চাটুকার
কহে মৃদু সুমধুর বাণী;
কভু দুষ্ট উপদেষ্টা রূপে
ন্যায়-পরিচ্ছদে সাজাইয়া রোষে
নরে আনে বশে,
প্রেম-ছায়া কামে করে দান;
পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করে সত্য ভাণে।
বসি হৃদে হেন মতে মোহি জনে জনে
পাপের সংসার তার করে সুবিস্তার।
কিন্তু ওই মহান্ আলোকে
দীপ্ত যদি হয় হৃদিস্থল,
সূর্য্যালোকে শিশির যেমন
পায় লয় পাপাচার কায়া।
পাপ-ধ্বংসকারী সেই মহাসূর্য্যকরে
হৃদ্‌পদ্ম হয় সুপ্রকাশ—
পদ্মাসনে বুদ্ধদেব বসেন তাহায়।

অশোক। প্রভু, প্রভু—সংশয় দূর করুন! যদি অন্তরে ওদের স্থান, তবে বহির্দৃষ্টিতে কি আকার দেখ্‌লেম?

উপগুপ্ত। জেন, বৎস, বহির্দ্দেশে অন্তরের ছবি।

শূন্য—শূন্য—শূন্য সমুদয়
কিছু নাই, কিছু আর নয়,
আত্ম-অভিমান করিয়া আশ্রয়

সহে নর অশেষ যন্ত্রণা।
কেহ ভোগের আশায়
অন্তরের পাপবৃত্তি করে উত্তেজনা;
বর্দ্ধিত আকারে
মার কলেবরে দেখা দেয় তারে
তার অন্তরের ছবি।
অতি তুষ্ট যাহার সাধনে
কুক্রিয়ার শক্তি তারে দানে,
স্বার্থের কারণে ইন্দ্রিয় চালনে
উৎপাত ঘটায় এ সংসারে—
মায়া-শক্তি পায় সে দুর্জ্জন।
বাসনার প্ররোচনে
দুষ্টা শক্তি-আরাধনে
পূর্ণকাম সিদ্ধিলাভ করি।
কিন্তু ওই মহা জ্যোতিঃ নিহিত হৃদয়ে
ধ্যানযোগে হয় দীপ্তিমান্,
বোধিসত্ত্ব লভে সেই বুদ্ধদেবে হেরি।

অশোক। প্রভু প্রভু, আমার হৃদয় কম্পিত হ'চ্ছে! আমার হৃদয়েও কি ওদের বাস?

উপগুপ্ত। বৎস, চিন্তা ক'র না, শীঘ্র বিতাড়িত হবে। কোনরূপ আত্মপ্রতারণায় ক্রোধযুক্ত হ'য়ো না। কামের নিকট সতর্ক থেক'। কাম বহুরূপধারী।—দয়া, মায়া, প্রেম—বিশেষ ধর্ম্মের আকারে তার ছলনা। কদাচ তারে প্রশ্রয় দিও না। রাজ-কার্য্যে গমন কর, আমি স্বস্থানে যাই।

অশোক। প্রভু, প্রণাম গ্রহণ করুন।

উপগুপ্ত। মার-জয়ী হও।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

ক্রন্দনরত আকাল

বীতশোকের প্রবেশ

বীতশোক। কিহে, আকাল, কাঁদ্‌ছ কেন?

আকাল। আর যাও, ছোটরাজা, আমার মনের দুঃখ মনেই রাখ্‌ব, কারেও ব'ল্‌ব না।

বীতশোক। কি বলই না, শুনি?

আকাল। হাঁ বলি, আর মহারাজকে ব'লে তুমি গর্দ্দানা নেওয়াও।

বীতশোক। না না, বল না?

আকাল। আমি এমন বোকা রাজার দেশে থাক্‌ব না। তা নয় তো কি! ঐ উল্লুক-ভাল্লুক ব্যাটাদের কথায় মাটিতে শোবে, একবার খাবে, মৃগয়ায় যাবে না, দুটো আমোদ ক'র্‌বে না, রাত-দিন কাজ—কাজ—কাজ! আমিও হায়রাণ হয়েছি! দিবারাত্র ফরমাস্—ঐ ঘিয়ের মটকি ক'টা নিয়ে আশ্রমে দিয়ে এস, ঐ ঘন দুধের সরের থান বৈকালিক পাঠাও, ঐ ফলের পর্ব্বত, ছানার ঢিপি, সব চালান দাও—আমি আজ চম্পট দিচ্ছি। তবে একটা মনের সাধ মনে রইল।

বীতশোক। কি সাধ হে?

আকাল। সে আবার আপুনি তামাসা ক'রে উড়িয়ে দেবেন।

বীতশোক। না না, তামাসা ক'র্‌ব না, বল না?

আকাল। আপনাকে একবার মুকুট মাথায় দিয়ে রাজ-সিংহাসনে দেখ্‌বার আমার বড় সাধ।

বীতশোক। আজ তোমার এ কি ভিট্-কিলেমি?

আকাল। ঐ জন্যেই বলি নাই, মনের সাধ মনে মেরেছি। আচ্ছা, চল্‌লুম্—নমস্কার!

বীতশোক। কিহে, আজ ব্যাপারখানা কি?

আকাল। সে অনেক কথা।

বীতশোক। বলই না?

আকাল। তবে সিংহাসনে চেপে ব'সে শুনুন। সে সব ভঙ্গী ক'রে দেখালে তবে বুঝ্‌তে পার্‌বেন। এই বসুন, মাথায় মুকুট দিন। আপনি যেন রাজা, আর আমি যেন ঐ হাড়গিল্লে মন্ত্রীটে,—এই যেন আপনি ব'সেছেন, আর এই যেন আমি দাঁড়িয়ে আছি। দিন, দিন—মুকুট মাথায় দিন।

বীতশোকের সিংহাসনে উপবেশন এবং আকালের বীতশোকের মস্তকে মুকুট প্রদান

দিয়েছেন তো? আর এই আমি দাঁড়িয়ে আছি,—দাঁড়িয়ে আছি তো—আছি।

বীতশোক। দাঁড়িয়ে তো আছ, তারপর?

আকাল। এই—এ দিকে দাঁড়িয়ে আছি, এই ও দিকে দাঁড়িয়েছি; আবার—এ দিকে দাঁড়াচ্ছি তো ওদিকে দাঁড়াচ্ছি। ঐ মহারাজ আস্‌ছেন, বাপরে—পালাই—

[আকালের পলায়ন।

অশোকের প্রবেশ

অশোক। বীতশোক, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার মুকুট ধারণ করিস্—আমার সিংহাসনে উপবেশন করিস্?

বীতশোক। মহারাজ, আকাল পরিহাস ক'রে—

অশোক। পাটলিপুত্রের সিংহাসনে উপবেশন—পরিহাস? রাজমুকুট ধারণ—পরিহাস! তুই বিদ্রোহী।

বীতশোক। মহারাজ, আকালকে জিজ্ঞাসা করুন।

অশোক। বুঝেছি—বুঝেছি—আকালের সঙ্গে তোর পরামর্শ, তাই পলায়ন ক'র্‌লে।

রাধাগুপ্ত ও রাজপারিষদগণের প্রবেশ

দেখুন, বীতশোকের ব্যবহার দেখুন! ইনি আমার সিংহাসনে—আমার মুকুট ধারণ ক'রে উপবেশন ক'রেছেন। রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত, আপনারা সতর্ক হ'ন।

বীতশোক। মহারাজ, দাসের কোনও অপরাধ নাই।

অশোক। আবার নিরপরাধ ভাণ!

বীতশোক। মহারাজ, যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে, মার্জ্জনা করুন।

অশোক। বিদ্রোহীর অপরাধ অমার্জ্জনীয়। তবে তুমি আমার সহোদর—রাজ্য কর্‌বার ইচ্ছা হ'য়েছে, রাজ-ভোগ তোমার লালসা,—সাত দিন সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে যদিচ্ছা ভোগ কর। যেরূপ উৎসব তোমার অভিমত, সেরূপ কর। সপ্তাহ ভোগান্তে তোমার শিরশ্ছেদ হবে। মন্ত্রি, সাতদিন আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ ইনি সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌বেন। যেরূপ রাজভোগ ওর অভিলাষ, যে সুন্দরী রমণীর প্রতি ওঁর দৃষ্টি, ওঁর বাসনা-তৃপ্তির জন্য যেন ওঁর অভাব হয় না। ওঁর যেরূপ অভিপ্রায়, সেইরূপ ওঁর ভোগের আয়োজন ক'র্‌বেন। নগরে সাতদিন উৎসব হ'ক, উনি উৎসব-আনন্দ করুন।

[অশোকের প্রস্থান।

রাধাগুপ্ত। মহারাজের কি আজ্ঞা প্রকাশ করুন?

বীতশোক। আজ্ঞায় আর কাজ নাই, অজ্ঞান হই নাই—এই ঢের।

রাধাগুপ্ত। মহারাজ, গাত্রোত্থান করুন, বিরামের সময় উপস্থিত।

বীতশোক। আর বিরাম কাজ নাই! আজই নাইয়ে এনে কপালে সিন্দুরের টিপ দিয়ে যা কর্‌বার করুন।

[বীতশোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তৃষা ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

নৃত্য-গীত

হয় যদি হবে মরণ, আজ কেন ভেবে
মিছে মজা হারাবে।
ফোটে ফুল লোটায় মধু ঝ'র্‌বে কি ভাবে॥
ম'র্‌বে তো সবাই মরে, নিত্য কেবা ভেবে মরে,
মরণ হ'লে ফুরিয়ে যাবে, নাও আমোদ ক'রে;
এসো হে সোহাগ ভরে, সোহাগীরে হৃদে ধ'রে
পিয়ে অধর-সুধা থাক বিভোরে;
আসুক মরণ, থাক্‌লে বিভোরে—
কি এসে যাবে॥

তৃষা। আসুন, মহারাজ, উপবনে বিহার ক'র্‌বেন।

বীতশোক। আর বিহার ক'র্‌ব কি! উপদেবতা ঘাড়ে চেপে যে হাড়ে হাড়ে বিহার করাচ্ছে!

তৃষা। আসুন, আসুন, সময় ব'য়ে যায়।

বীতশোক। গেলে আর ক'চ্ছি কি বল?

তৃষা। তোরা যা লো যা, আমি রাজাকে নিয়ে যাচ্ছি।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মহারাজ, এত ভাব্‌ছেন কেন? সাত দিন তো আপনার অধিকার? সাত দিন যা আজ্ঞা ক'রবেন, সম্পন্ন হবে।

বীতশোক। সুন্দরি, জানি না তুমি কে? কিন্তু তোমার পাপ-ছায়া আমার অন্তরে ফেল্‌বার বৃথা চেষ্টা ক'চ্ছ। তোমার অভিপ্রায়, আমি রাজাকে বধ ক'র্‌বার উদ্যোগ করি। কিন্তু শোন, যদি আমার দেহে হিংসা থাক্‌ত, অগ্রে তোমার শিরশ্ছেদ ক'র্‌তেম। যাও, কে তোমায় প্রেরণ ক'রেছে জানি না। তারে ব'ল, মহারাজ আমার ইষ্টদেব। আমি পরিহাস-পরবশ হ'য়ে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন ক'রেছি,—পিতা-পিতামহ-জ্যেষ্ঠভ্রাতার সিংহাসন উপেক্ষা! তবে প্রাণের মমতা এখন' বর্জ্জিত হই নাই, তাই

আমায় বিষণ্ন দেখ্‌ছ। আমি নির্ব্বোধ, কিন্তু বংশের কলঙ্ক নই।

[বীতশোকের প্রস্থান।

অশোক ও রাধাগুপ্তের পরস্পর বিপরীত দিক্ হইতে প্রবেশ

অশোক। কোথায় গেল, সঙ্গে গেল কি?

রাধাগুপ্ত। না, মহারাজ, বিষণ্নভাবে নিজ মন্দিরে গমন ক'র্‌লেন।

অশোক। কে তুমি?

তৃষা। আমি মহারাজের নিকট পত্র ল'য়ে এ।

অশোক। কে পত্র দিয়েছে?

তৃষা। গোপনে মহারাজকে নিবেদন ক'র্‌ব।

রাধাগুপ্ত। মহারাজ, রাজাজ্ঞা হ'লে কার্য্যে গমন করি।

অশোক। আসুন।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

তৃষা। এই পত্রে সমস্ত অবগত হবেন। যদি ইচ্ছা হয়, দাসীর দ্বারা উত্তর প্রেরণ ক'র্‌বেন।

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি, তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম জান্‌তে ইচ্ছুক? বৌদ্ধ-ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী দ্বারা জান্‌তে পারেন।

তৃষা। জেনেছেন,—কিন্তু তা'তে তাঁর তৃপ্তি হয় নাই। তাঁর মনে সংশয় যে, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সামান্য অবস্থার ব্যক্তি, হয় তো কোন দীন-দরিদ্র ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হ'য়ে ভিক্ষা দ্বারা সম্মানের সহিত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মহারাজ যদি ভোগ বর্জ্জন ক'রে থাকেন, সে আশ্চর্য্য! আপনি কি রত্ন প্রাপ্ত হ'য়ে কঠোর আত্ম-বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছেন, সে কথা জান্‌বার তাঁর ইচ্ছা। আপনি যদি কৃপায় স্বয়ং তাঁরে দর্শন দিয়ে তাঁর সন্দেহ দূর করেন!

অশোক। আমি প্রতিশ্রুত হ'তে পারি না। তুমি সময়ান্তরে এস, আমি উত্তর দেব।

তৃষা। যে আজ্ঞে।

[অসাবধানতার ভাণে একখানি চিত্রপট নিক্ষেপ করিয়া তৃষার প্রস্থান।

অশোক। কে এ পত্রলেখিকা! কোন উচ্চ-বংশীয়া হবে। অবশ্য এরূপ সন্দেহ হওয়া সম্ভব; ভোগ-ইচ্ছা সহজেই দমন করা যায় না। একি, পত্রবাহিকা ফেলে গেল না কি? (ভূপতিত চিত্রপট তুলিয়া লইয়া) সুন্দর—ধ্যানস্থ নারী-মূর্ত্তি! নিম্নে "তিষ্যরক্ষিতা" লিখিত; সুন্দরীর নাম কি তিষ্যরক্ষিতা?

আকালের প্রবেশ

আকাল। মহারাজ, কি ও!

অশোক। কিছু না। কি সংবাদ?

আকাল। মহারাজ, আমি গুন্‌তে শিখেছি।

অশোক। বটে!

আকাল। পরীক্ষা ক'রে দেখুন! ওখানা কোন' স্ত্রীলোকের ছবি।

অশোক। কিসে?

আকাল। আপনার গোপন করায়, আর শিউরে ওঠায়।

অশোক। যাও, বীতশোক কি ক'চ্ছে, সন্ধান নাও।

আকাল। তা নিচ্ছি। কিন্তু মহারাজা ভূঁয়েই শোন আর এক সন্ধ্যেই খান, আমি রাস্তায় গড়িয়ে উপোস ক'রে দেখেছি, ও মেয়ে-মানুষের ফাঁড়া কাটে না। মহারাজের ও ফাঁড়া কাটে নাই, বোধ হয়।

অশোক। যাও যাও! এ কুল-কামিনীর ছবি, তাই গোপন ক'র্‌লেম।

আকাল। মহারাজ রুষ্ট হ'ন হবেন! যিনি আপনার ছবি আঁকিয়ে বিলোন, তিনি কুল-কামিনী নন, কুলের ধ্বজা!

[আকালের প্রস্থান।

কহ্যাটকের প্রবেশ

অশোক। কি সংবাদ?

কহ্যাটক। মহারাজকে দাস পূর্ব্বেই নিবেদন ক'রেছিল যে, সনাতন অহিংসা ধর্ম্ম ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া না হয়; কিন্তু রাজ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। মহারাজের আজ্ঞামত প্রচারিত হ'য়েছে যে, সকল ধর্ম্মাবলম্বী অবাধে নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠান করুক, মহারাজ সকলেকেই আশ্রয় প্রদান ক'র্‌বেন। তার ফল

দেখুন,—গর্ব্বিত নাস্তিক জৈন, তাদের উপাস্য মহাবীরের মূর্ত্তির পদতলে—ব'লতে জিহবা জড়িত হ'চ্ছে—

অশোক। কি কি?

কহ্লাটক। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত ক'রেছে।

অশোক। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! রাজাজ্ঞা প্রচার করুন যে, প্রতি জৈনের মস্তকের মূল্য দশ স্বর্ণ মুদ্রা। রাজকর্ম্মচারীর নিকট মুণ্ড আনয়ন মাত্র প্রাপ্ত হবে। আজ হ'তে জৈন-নিধন আমার সঙ্কল্প।

কহ্লাটক। যে আজ্ঞা মহারাজ, দাসও সেই প্রার্থনা ক'রেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অলিন্দ

বীতশোক

বীতশোক। এত দিনে জন্মেছে প্রত্যয়,
মৃত্যু মহাভয়—মৃত্যু মহাশিক্ষাদাতা।
বুঝিয়াছি—বুঝেছি এখন,
কি কারণে নৃপতি-নন্দন
ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ভিক্ষু করি দরশন
হইলেন তপাচারী!
বিনা মৃত্যু-জয়
নাহি আর শান্তির উপায়।
ক'রেছেন বুদ্ধদেব পথ-প্রদর্শন—
করিবারে মৃত্যু পরাজয়,
একমাত্র উপায় সে পন্থাবলম্বন।
বৃথা কার্য্যে কেটেছে সময়,
সাধনার নাহিক উপায়,
গত দিন—মরণ নিকট,
কাঁপে হৃদি অহর্নিশি বিষম চিন্তায়!
এই চক্ষু সুন্দর এ ধরা না হেরিবে,
শ্রবণ না শুনিবে পাখীর গান,
পুষ্পঘ্রাণ নাসিকায় না স্পর্শিবে,
রসাস্বাদ বর্জ্জিত হইবে জিহবা;
কমনীয় কান্তি পরশনে
আর কায়া প্রফুল্ল না হবে—
ফুরাইবে ফুরাবে সকলি!

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ, একদিন গত, ছয়দিন অবশিষ্ট। চলুন, সুন্দরীরা সুধাপাত্র ল'য়ে আপনার অপেক্ষায় র'য়েছে।

[দূতের প্রস্থান।

বীতশোক। আর আঁখি নিদ্রা না করিবে
আকর্ষণ!
মস্তিষ্ক উত্তপ্ত দিবানিশি,
স্বপ্নাচ্ছন্ন ব'য়ে যায় দিন!

[বীতশোকের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিত্তহরার কক্ষ

"তিষ্যরক্ষিতা"-রূপী চিত্তহরা

চিত্তহরা। মা গো, কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! ঐ তো রূপ! মর পোড়ারমুখো, তার উপর একটু সুগন্ধ মাখ্—গায়ের বোট্‌কা গন্ধ ঘুচুক! মাগো, কাছে এলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে! এখন' খেল্‌ছেন—মনে ক'চ্ছেন, গাঁথা পড়েন নাই! টেনে তুল্‌লেই হয়, ঘৃণায় তুলি নাই, যদ্দিন যায়—যাক্। কি চমৎকার বেশ ক'রে দিয়েছে! কি চমৎকার চুলের রং ক'রেছে, যেন চাঁদের আলো—চুলে বাঁধা! কি চমৎকার রং! রংএ মুখের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেছে! কে ব'ল্‌বে—আমার বয়স হ'য়েচে! সুসীম যা দেখে ম'রেছিল, বেশভূষায় তা' চেয়ে শতগুণে সুন্দরী হ'য়েছি। ঐ আস্‌ছে—ধ্যানে বসি। (ধ্যানমগ্নভাবে উপবেশন)

অশোকের প্রবেশ

অশোক। (স্বগত) কি সুন্দর! ধ্যানমগ্না —যেন ধ্যানে গঠিতা মূর্ত্তি! কি কঠিন পণ— রূপ-যৌবন বিসর্জ্জন দিয়ে ইষ্টলাভের জন্য কুমারীব্রত অবলম্বন ক'রেছে! (প্রকাশ্যে) আমি এসেছি। (স্বগত) গভীর ধ্যানমগ্না! (উচ্চ-কণ্ঠে) আমি এসেছি।

চিত্তহরা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করণ)

অশোক। (স্বগত) এ দীর্ঘনিশ্বাস কেন?

চিত্তহরা। কই—কই—কোথা গেল? (বাহু প্রসারণ করিয়া উত্থান)

অশোক। কি, কি, কার অনুসন্ধান ক'চ্ছ?

চিত্তহরা। না মহারাজ—না মহারাজ—কিছু না—আমি পাগল, আমার মনের ঠিক নাই!

অশোক। সুন্দরি, কার ধ্যানে নিমগ্না ছিলে? কারে হারা হ'য়ে ওরূপ বাহু প্রসারণে আলিঙ্গনে উদ্যত হ'য়েছিলে!

চিত্তহরা। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন! জিজ্ঞাসা ক'রবেন না, রমণীকে লজ্জা দেবেন না। আমি আত্মহারা, আমার বামন হ'য়ে চন্দ্র-আকিঞ্চন।

অশোক। কি—কি ব'ল্‌ছ?

চিত্তহরা। মহারাজ, কেন উপদেশ দিতে আসেন? আমি কার ধ্যান ক'র্‌ব? আমি অষ্ট-প্রহর এক ধ্যানে মগ্ন! আমার হৃদয় হৃদয়-দেবতায় পূর্ণ—সেথায় অন্য দেবতার স্থান নাই।

অশোক। কে সে ভাগ্যবান্‌?

চিত্তহরা। মহারাজ, কেন লজ্জা দেন? আমি দাসী, পদাশ্রিতা, আমায় লজ্জা দেবেন না।

অশোক। কি ব'ল্‌ছ?

চিত্তহরা। মহারাজ, আপনি রাজা, আপনার অজ্ঞাত কি আছে? আপনি কি সত্যই জানেন না, আমি কার ধ্যানে মগ্ন? কে আমার অন্তর অধিকার ক'রেছে, তা কি আপনার অজানিত? এতদিনে যদি বুঝে না থাকেন, তা'হলে রাজ-দর্শন-সাধ আমার ফুরুল! আর মহারাজকে কষ্ট দেব না, আর মহারাজকে আস্‌বার জন্য অনুরোধ ক'র্‌ব না।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা—তিষ্যরক্ষিতা—সত্য বল, তুমি কি আমার অনুরাগিণী?

চিত্তহরা। (মৌনভাবে অবস্থান)।

অশোক। বল বল! যদি সত্য হয়, কেন আমায় স্বর্গসুখে বঞ্চিত কর? আমার গৃহ শূন্য, আমার গৃহ আলো ক'রে, আনন্দদায়িনি, আনন্দ বিস্তার কর!

চিত্তহরা। মহারাজ, বিবেচনা করুন—অজানিতা, অপরিচিতাকে গ্রহণ ক'রে তো রাজ-পুরী অপবিত্র হবে না?

অশোক। না, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী—সাধনের সহায়। আমি অদ্যই চতুর্দ্দোল প্রেরণ ক'রে তোমায় ল'য়ে যাব। এস হৃদয়েশ্বরি—হৃদয়ে।

চিত্তহরা। না না, মহারাজ, সময় দিন—বিবেচনা করুন, উতলা হবেন না। না না, আমায় স্পর্শ ক'র্‌বেন না।

[চিত্তহরার প্রস্থান।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা—তিষ্যরক্ষিতা—

[অশোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কাল—রাত্রি। স্তূপ-নির্ম্মাণ-রত শিল্পিগণ

দেবী

সহচরীগণসহ বোধিবৃক্ষের শাখা-হস্তে সঙ্ঘমিত্রার প্রবেশ

সঙ্ঘমিত্রা। সারিপুত্র মহোদয় বুদ্ধ-পারিষদ
অস্থি তাঁর প্রতিষ্ঠা করিবে স্তম্ভ মাঝে—
মহাকার্য্য-ভার তুমি ল'য়েছ, জননি,
পতিভক্তি হৃদে ধরি সাহায্যে পতির।
দেহ তনয়ায় ভার,
সাধ্যমত দেবকার্য্যে জীবন-যাপনে।
দিবসরজনী প্রভেদ না মানি
অন্নপানি করিয়ে বর্জ্জন
নিয়োজিত আছ মহাকার্য্য-অনুষ্ঠানে!

দেবী। বৎসে,
রাজার সাহায্যে কার্য্য করিব সাধন—
নহি হেন ভাগ্যবতী;
হইয়াছি পিতার সম্পত্তি-অধিকারী,
প্রীত্যর্থে তাঁহার
দেবকার্য্যে সে সম্পত্তি করিব অর্পণ,
এই ক্ষুদ্র বাসনা আমার।
কহ কল্যাণি, আমায়,
কিবা কার্য্যে তুমি উৎসাহিতা—
যামিনীতে আগমন তব যে কারণ?
চাঁদমুখ নিরখিয়ে পরিতৃপ্ত হৃদি।

সঙ্ঘমিত্রা। মাতা, আশ্চর্য্য প্রভাব মম
মহেন্দ্র ভ্রাতার—
লঙ্কাধামে বুদ্ধদেবে পূজে ঘরে ঘরে।
নরপতি তথা উৎসাহিত আদর্শে পিতার,
ব্যস্ত সদা বৌদ্ধসঙ্ঘ নির্ম্মাণ কারণ,
হইয়াছে শত শত স্তম্ভ উত্তোলিত।
রাজরাণী উন্মাদের প্রায়
সুনির্ম্মল বৌদ্ধধর্ম্ম-দীক্ষা-পিপাসায়।
কিন্তু,
সে দীক্ষা-প্রদানে অসম্মত ভ্রাতা মম—

নারী-সঙ্গ ভিক্ষুর নিষেধ।
সে কারণে ভিক্ষুণী প্রেরণে
ক'রেছেন পত্রে ব্যক্ত নিজ অভিলাষ।
পত্র-পাঠে উৎসাহিত হৃদয় আমার;
তাই আসিয়াছি শ্রীচরণ বন্দিতে, জননি!
পতিসনে, ভিক্ষুণী-বেষ্টিত,
উপনীত হব লঙ্কাধামে।
পিতৃ-আজ্ঞা ক'রেছি গ্রহণ—
প্রস্তুত অর্ণবতরী ল'য়ে যেতে তথা—
নন্দিনীরে বিদাও, জননি!

দেবী। কোন্ বৃক্ষশাখা এই হেরি তোর করে,
প্রয়োজন সিদ্ধ কিবা হবে এ শাখায়?

সংঘমিত্রা। চিনিতে কি হেতু শাখা নার গো জননি?
পবিত্র বৃক্ষের শাখা লঙ্কাধামে ল'য়ে
রোপণ করিব তথা অতি সযতনে,
হবে তায় বুদ্ধগয়া সম তীর্থস্থান—
বৃক্ষে পূজি পবিত্র হইবে জনগণ।
যেই বৃক্ষতরুমূলে বসি ভগবান্
লভিলেন বোধিসত্ত্ব ধরার কল্যাণে—
তাহারি পবিত্র শাখা নেহার, জননি!

দেবী। শুভক্ষণে তোদের দিয়েছি গর্ভে স্থান!
সফল জীবন, বৎসে, তোদের জনমে।
পতিকুল পিতৃকুল উজ্জ্বল উভয়।
যাও, মাগো, করি আশীর্ব্বাদ,
অবাধে পূরুক মনস্কাম।
ব'ল মহেন্দ্ররে
কার্য্যে তার পিতৃলোক পুলকিত!
ব'ল রাজ-মহিষীরে
পুত্র-কন্যা সঁপি তাঁর করে
নিশ্চিন্ত জননী সে দোঁহার!
যথাযোগ্য সম্ভাষণে তুষিও রাজায়,
জামাতারে জানাইও কল্যাণ বচন—

সংঘমিত্রা ও সহচরীগণের গীত

যাঁর পদে সঁপেছি জীবন,
তাঁরই কাজে যাই চলে।
চরণ—ধ্যানে ধ'রে হৃদয়-কমলে॥
কৃপাময় তাঁহার(ই) কৃপায়—
চিনেছি তো তাঁয়,
প্রাণ সঁপেছি তাইতে রাঙ্গা পায়;
কায়মনে যাঁর শরণ নিলে
চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে;
যাই সকলে গগনভেদী রোল তুলে।
জয় জয় জয় বুদ্ধদেবের জয় বলে॥

[সংঘমিত্রা ও তৎসহচরীগণের প্রস্থান।

দেবী। আমি কি কঠিনা জননী, পুত্র-কন্যা বিদায় দিয়ে আমার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হ'চ্ছে, আমি আপনাকে শত ধন্য জ্ঞান ক'চ্ছি! যাই, যতক্ষণ দেখা পাই, দেখি।

[দেবীর প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাধাগুপ্ত ও সভাসদ্‌গণ

কুনালের প্রবেশ

কুনাল। মন্ত্রীবর, শুনছি না কি রাজ-কোপে কাকার আজ প্রাণদণ্ড হবে। আপনি আমার মিনতি রক্ষা করুন, আসুন, মহারাজের চরণে সকলে মিলে মাৰ্জ্জনা-প্রার্থনা করি।

রাধাগুপ্ত। আমরা অনেক প্রার্থনা ক'রেছি, মহারাজ মাৰ্জ্জনা ক'র্‌বেন না।

কুনাল। তবে মহারাজকে অনুরোধ করুন, কাকার পরিবর্ত্তে আমার প্রাণবধ করুন।

অশোকের প্রবেশ

অশোক। কি কুনাল, তোমার খুল্লতাতের প্রতি যে তোমার বড় স্নেহ!

কুনাল। মহারাজ, কাকা স্বর্গীয়া রাজ-মাতার বড় আদরের ধন, ওঁর প্রাণবধে তিনি স্বর্গে চঞ্চলা হবেন। পিতা, পিতা, বাল্যকালে কাকার কোলে লালিত হ'য়েছি, জননীর অদর্শনে কাকা আমায় জননীর মত তাঁহার স্নেহভরা হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। পিতা, সন্তানের প্রার্থনা রক্ষা করুন।

অশোক। কুনাল, তোমার কি ধারণা যে, তোমার পিতা তাঁর স্বর্গীয়া জননীকে বিস্মৃত হ'য়েছেন? তোমার কি ধারণা, জননীর শেষ বাক্য তিনি রক্ষা ক'র্‌বেন না? তিনি হাতে হাতে সমর্পণ ক'রেছেন—তা তোমার পিতা ভুলেছে? তুমি কি জান না, বীতশোক আমার

প্রাণের প্রাণ, আমার রাজ্যের দোসর! শান্ত হও!

কুনাল। পিতা, পিতা, মার্জ্জনা করুন, সন্তান অজ্ঞান।

প্রহরিগণ-বেষ্টিত বীতশোকের প্রবেশ

অশোক। বীতশোক, সাত দিন রাজ্যভোগ কিরূপ ক'র্‌লে?

বীতশোক। মহারাজ, দিবা-রাত্র মৃত্যু-মুখ দর্শন ক'রেছি। চতুর্দ্দিকে মৃত্যুচ্ছায়া—স্বপ্নবৎ দিন গত হ'য়েছে। ভোজ্যবস্তু, মহোৎসব, নৃত্য-গীত কিছুই আমার ইন্দ্রিয়-গোচর হয় নাই।

অশোক। তোমার কি বোধ হয়, তৃষা-বর্জ্জিত ভোগ সম্ভব?

বীতশোক। মহারাজ, মৃত্যু যার সম্মুখে, তার তৃষা কোথায়?

অশোক। জেন, ঐ যে ভিক্ষু—সপ্তাহ পূর্ব্বে যাদের ব্যঙ্গচ্ছলে ব'লেছিলে যে, বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি 'বাতাম্বুপর্ণাশী' হ'য়েও নারীর ললিত মুখদর্শনে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন, অতএব ভোগীর কাম-জয় অসম্ভব। সেই ভিক্ষুরা কি অবস্থায় কালযাপন করেন অবগত ছিলে না, সেই নিমিত্ত ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছিলে! যে মৃত্যুচ্ছায়া তোমায় রাজ্যভোগে বঞ্চিত ক'রেছিল, সেই মৃত্যু সম্মুখে রেখে তাঁরা দিবা-নিশি দেবকার্য্যে কালহরণ করেন। এসো আমায় আলিঙ্গন প্রদান কর। তুমি স্বর্গীয়া মাতার আদরের ধন—কনিষ্ঠ সহোদর; দোসর হ'য়ে সিংহাসনে উপবেশন কর।

বীতশোক। গুরু, জ্ঞানচক্ষু-উন্মীলনকারী, পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর—আর আমায় মোহে জড়িত ক'র্‌বেন না! আপনার কৃপায় আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত—আমি বুদ্ধদেবের জ্যোতি দর্শন ক'রেছি—সেই জ্যোতি আমায় মহাভয়ে আশ্বাস প্রদান ক'রেছে। মহারাজ, গুরু,- আর ভোগ-বাসনায় আমায় জড়িত ক'র্‌বেন না।

অশোক। কি কি, তুমি ভিক্ষু-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌বে?

বীতশোক। আপনার আজ্ঞা-অপেক্ষা।

অশোক। বীতশোক, তোমার নিদারুণ বাক্যে আজ আমার সকল কথা মনে প'ড়্‌ছে! শৈশবকালে তোমায় মাতার ক্রোড়ে যেরূপ দেখেছিলেম, আজ মানস-নেত্রে সেইরূপ দেখ্‌ছি! চলৎশক্তি প্রাপ্ত হ'য়ে ছায়ার ন্যায় আমার পাছে পাছে ভ্রমণ ক'রেছ—সে দৃশ্য উদয় হ'চ্ছে! যখন স্বজনখণ্ডিত, তোমার সান্ত্বনাবচনে অন্তরতাপ শীতল হ'য়েছে। আমায় সিংহাসনে উপবিষ্ট দর্শনে তোমার সেই হর্ষোৎফুল্ল বদন আমার চিত্ত আলোড়িত ক'চ্ছে! বীতশোক, আমায় পরিত্যাগ ক'রে যেও না।

বীতশোক। মহারাজ, যে দিন বৌদ্ধধর্ম্ম আপনি গ্রহণ করেন, সেই দিন তো আপনি ভিক্ষু-আশ্রম প্রার্থনা ক'রেছিলেন—কেবল মহাপুরুষের আদেশে দেবকার্য্যে রাজভিক্ষু-রূপে রাজ-গৃহে বাস করেন। যে আশ্রম আপনার বাঞ্ছিত, সেই পরমাশ্রমে নিজ-দাসকে কেন বঞ্চিত করেন? অনুমতি করুন, আমি সজ্জিত হ'য়ে আসি।

[বীতশোকের প্রস্থান।

অশোক। কুনাল, কুনাল, তোমার কাকাকে ফেরাও! আমি কঠোর ভ্রাতা—আমার কথা উপেক্ষা ক'রেছে, তোমার স্নেহ উপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না। যাও, কুনাল, যাও, তোমার কাকাকে নিবারণ কর, যেন আমার হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়ে রাজ্য শূন্য ক'রে চ'লে যায় না!

কুনাল। কেন, পিতা, মহানন্দে কেন নিরানন্দ হ'চ্ছেন? ভঙ্গুর সংসারে মায়া বর্জ্জন করুন! আপনি জ্ঞানী, অসারকে সার বিবেচনা ক'র্‌বেন না। আমার জ্ঞান হ'চ্ছে, পিতৃদেবগণ আনন্দে নৃত্য ক'চ্ছেন—রাজ-বংশে আবার ভিক্ষু-সন্তান! যেন চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ ক'চ্ছে! যেন দেব-দেবীগণ মহামহোৎসবে নৃত্য ক'চ্ছেন! যেন বসুমতী আনন্দময়ী, আনন্দ-স্রোত স্থলে-জলে, পবনে-গগনে-তপনে—মহা আনন্দ! আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার সন্তান যেন খুল্লতাতের পথাবলম্বী হয়।

কুনালের গীত

নিদারুণ বন্ধন কত দিন সহিব,
ত্রিতাপ-দহনে কত দিন দহিব,
পান্থবাসে কত রহিব।
কবে পীতবসন হবে দেহের(ই) ছাদন,

ভ্রমিব স্বাধীন চিতে বিহগ যেমন,
নিতি শমন-শাসন, পীড়ার তাড়ন,
কবে হইবে মোচন;
একে মাটীর কায়া, আছে বেড়িয়ে মায়া,
ভৃত্য পাবে কবে চরণ-ছায়া,
শান্তি-বারি প্রাণ ভরি পিয়িব।

ভিক্ষুবেশে বীতশোকের পুনঃ প্রবেশ

বীতশোক। গুরু, জ্ঞানদাতা, বিদায় দিন!

অশোক। (সিংহাসন হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক বীতশোককে আলিঙ্গন করিয়া) বীত-শোক, বীতশোক, কি ব'লে বিদায় দেব! তোমার জননী জীবিতা থাক্‌লে কি এমন নিষ্ঠুর হ'তে পার্‌তে?

বীতশোক। দাদা, আর কেন পথ প্রদর্শন ক'রে বাধা দেন? মৃত্যুসঙ্কুল সংসারে মমতায় আর আবদ্ধ ক'র্‌বেন না।

কুনাল। কাকা, বিদায়ের সময় মহারাজের নিকট জৈন-বধ ভিক্ষা নেন।

অশোক। কুনাল, ও কথা মুখে উচ্চারণ করিস্‌ নে। নাস্তিক জিন মহাবীরের পদতলে বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত করে! জৈনকুল নির্ম্মূল ব্যতীত এর প্রতিশোধ হবে না।

বীতশোক। দাদা, বিদায় হলুম। যদি মৃত্যুঞ্জয় হ'তে পারি, কথঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত গুরুর সমীপে উপস্থিত হব।

অশোক। চল চল, কোথায় যাবে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

চণ্ডাল-কুটীর

পদ্মাবতী ও চণ্ডাল বালক-বালিকাগণ

১ বালক। দেখ্‌ মায়ি, আমরা পাখ্‌ মারি না, হরিণকে খিলাই। তোর বাতটা লিয়ে লিছু।

১ বালিকা। হামি-লোক চিঁউটী ভি মারি না। ধান দিই—পুছ।

পদ্মাবতী। কেন মার না?

১ বালক। হামরা ভুলি না, ভুলি না, হামি ব'লবে, হামি ব'লবে—

২ বালক। তুই চুপ! হামি ব'লবে।

পদ্মাবতী। (দ্বিতীয় বালকের প্রতি) আচ্ছা, তুমি বল?

২ বালক। পাখ-পাখালির দরদ লাগে যে, তুই বল্‌লি!

১ বালক। তুই ঠিক বল্‌লি না। হামি-লোককে যদি কেউ মারে, হামিলোকের যেমন ব্যথা লাগে, পাখভি জানোয়ারভি সবকোইকো তেমনি ব্যথা লাগে। তাদের বুলি নাই, ব'লতে শেখে না, তারা আপনার বুলিতে কাঁদে, তাদের মার্‌লে হামাদের পাপ হবে—হামরা ভি জানোয়ার হ'য়ে যাব, হামাদের ভি মার্‌বে।

পদ্মাবতী। আচ্ছা, তোমরা পিঁপড়ে মার না কেন? তারা তো চেঁচায় না?

২ বালক। তারা খুদে খুদে, তাদের বুলি শোনা যায় না, লেকেন পুরা ব্যথা লাগে। টিপে দিলে আদ্‌মি লোক যেমন হাত-পা ছুড়ে মরে, তেমনি হাত-পা ছোড়ে।

পদ্মাবতী। তাদের ধান দাও কেন?

১ বালিকা। হাঁ হাঁ, ওদেরভি ভুখ্‌ লাগে —হামরা সমঝ্‌ ক'রেছি, ওরা মাটী খুদে ঘর বানায়। সর্দ্দার যেমন আনাজ জমা করে, ওরা ভি তেমনি শীতের মরসুমে বাহির হয় না, বৈঠে বৈঠে খায়।

পদ্মাবতী। আচ্ছা, তোমাদের যে গানটি শিখিয়েছি, গাও।

চণ্ডাল বালক-বালিকাগণের গীত

বুদ্ধ বুদ্ধ ফুকারনা।
বুদ্ধ ক্ষেপা হবে, খেল্‌ না খেলাবে,
চিঁউটী ভি কভি না মার না।
দেখ চিড়িয়া চলে, মিঠি বুলি বোলে
উসিকো আপনা সমঝ্‌ না।
কিসিকো বুরাই না মান্‌না,
কোহি নেহি বেগানা,
সবকোই কো আপনা বিচারনা।

পদ্মাবতী। বাছা, বুদ্ধদেব তোমাদের খুব কৃপা ক'রবেন।

২ বালক। সেটা কে মায়ি? তোর বেটাটার মত হামাদের সাথে নাচ্‌বে—কুঁদ্‌বে—খেল্‌বে?

পদ্মাবতী। তাঁকে তোম্‌রা ডেক'—তিনি তোমাদের চরণে স্থান দেবেন।

২ বালিকা। চল্ চল্—ডাকি চল্।

সকলে। এ বে বুদ্ধু, এ বে বুদ্ধু!

২ বালক। হামিলোক রোজ ফুকারি—আস্‌বে তো?

১ বালক। যে দিন আস্‌বে, গউ চরাব না —খেল্‌বো। আজ যাই, গউ চরাই। তোরা-গুলোন আজভি মালা বানাস, হামি-লোক্‌কে দিবি, মায়ীকে ভি দিবি।

২ বালক। আয় আয়, মাঠে ভি আয়, ধান কুড়াবি।

[বালক-বালিকাগণের প্রস্থান।

উপগুপ্তের প্রবেশ

উপগুপ্ত। মা, এ স্থানে তোমার কার্য্য অবসান; তোমার শিক্ষায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চণ্ডাল, হিংসা-দ্বেষ বর্জ্জন ক'রেছে। বন হিংসা-বর্জ্জিত। এখন রাজপুরে চল, কিন্তু এই চণ্ডালিনীর বেশে তথায় অবস্থান ক'রতে হবে। পিশাচিনীর ছলনায় তোমার স্বামীর প্রাণ-বিনাশ হওয়ার সম্ভাবনা। তুমি রাজ-গৃহ থেকে তা নিবারণ ক'রবে।

পদ্মাবতী। প্রভু, আপনি ইচ্ছাময়—ইচ্ছা ক'র্‌লে তো স্বামীকে পিশাচিনীর নিকট হ'তে মুক্ত ক'র্‌তে পারেন।

উপগুপ্ত। মা, প্রারব্ধ বলবান্—ভোগ ব্যতীত তার ক্ষয় হয় না। পূর্ব্ব জন্মে যে সময় মধু প্রদান ক'রেছিলেন, স্বয়ং ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা জ্ঞানবান্ ব'লে সে সময় যে গর্ব্ব করেন, সেই গর্ব্ব খর্ব্ব হবে। যদি আমি নিবারণ করি, মহারাজ আমার কথায় সে পাপিনীকে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন, কিন্তু চিরদিনের জন্য সে পাপ-ছবি তাঁর হৃদয়ে অঙ্কিত থাক্‌বে।

পদ্মাবতী। প্রভু, আপনার কথায় তো তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

উপগুপ্ত। বিশ্বাস—সত্য! কিন্তু, মা, তুমি নির্ম্মলা—রূপমোহ যে কিরূপ বলবান্, তা জান না। তার চরিত্রের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ ব্যতীত রূপ-মোহ দূর হবে না। বিশেষতঃ, সে মার-সহচরী, ধর্ম্ম-ভাণে মহারাজকে প্রতারিত ক'রেছে। তার প্রতারণা প্রত্যক্ষ না ক'রে সে মোহ দূর হবে না। তোমার সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। স্বার্থত্যাগিনি, তোমার আত্ম-বঞ্চনা এখন' অবসান হয় নাই—ক্ষুব্ধা হ'য়ো না।

পদ্মাবতী। প্রভু, আমি সে নিমিত্ত ক্ষুব্ধা নই। আমি পরম আহ্লাদে রাজ-সমীপে চণ্ডালিনী বেশে অবস্থান ক'র্‌ব। রাজার গলায় মাল্য দিয়ে আমি রাণী, নচেৎ আমি কে? কিন্তু, প্রভু, ভাবি—কি উপাদানে মানব-হৃদয় নির্ম্মিত যে, আপনার শ্রীচরণ-স্পর্শেও মোহ দূর হয় নাই!

উপগুপ্ত। মা, এ ঘোর পরীক্ষার স্থল। প্রবল ইন্দ্রিয়াদিকে সামান্য প্রশ্রয় দানে দানবের ন্যায় বলবান্ হয়। রাজা কিরূপ মোহ-জড়িত, তুমি রাজপুরে অবস্থান ক'রে উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌বে। মহারাজের জীবন-রক্ষার তুমিই এক-মাত্র উপায়। জগতে সাধ্বীর আদর্শ প্রদান তোমারই কার্য্য—তোমার পূর্ব্ব-জন্মের বুদ্ধ-দর্শনের ফল। সত্বর প্রস্তুত হও।

পদ্মাবতী। প্রভু, কবে দাসী বুদ্ধদেবের দর্শন পাবে?

উপগুপ্ত। স্বামীর সহিত একত্র দর্শন ক'র্‌বে। সেই দিন তোমার কার্য্য অবসান।

চণ্ডাল-সর্দ্দার ও তৎপত্নীর প্রবেশ

চণ্ডাল। আরে বেটী, তুই টুক্‌রাগুলোকে কি বল্‌লিরে? সব "বুদ্ধু বুদ্ধু" ব'লে হল্লা তুল্‌ছে। বাপ্‌রে, আমার ডর লাগে! তোর বুদ্ধুটা তো খাপা হবে না?

উপগুপ্ত। না, বাবা, তাঁর তোমাদের প্রতি পরম প্রীতি।

চণ্ডাল। ঠিক তো? তবে বেশ! হামি-লোক আর শিকারে যাই না, পুছ কর।

উপগুপ্ত। তোমরা পরম মঙ্গল লাভ ক'র্‌বে।

পদ্মাবতী। (চণ্ডাল ও তৎপত্নীর প্রতি) বাবা, মা, এতদিন তোমরা আমায় কন্যার ন্যায় রেখেছিলে। আজ আমি স্বামী-গৃহে যাব, বিদায় দাও।

চণ্ডাল। না, মা, সেটী হবে না! পরাণ ধ'রে পার্‌বে না। তুই যে ক'বরষ আলি—কাঁড়ি কাঁড়ি ধান হ'ল, যই হ'ল, গম হ'ল, বুট হ'ল। গউকে আনাজ খাওয়াই, তবু কম্‌তি হয় না—গোলা ভ'রে ভ'রে আছে।

চণ্ডাল-পত্নী। তুই বনের লছমী, তোকে ছাড়বে না। মিন্সে-মাগী বুকের ভেতর ধ'রে রাখ্‌ব।

পদ্মাবতী। মা, আমি পতি-সেবায় যাব, তাতে তুমি কেন বাধা দেবে? হাস্যমুখে কন্যাকে স্বামীর ঘরে যেতে বিদায় দাও।

চণ্ডাল। হ্যাঁ মা, হামাদের মায়া কাট্‌বি তো কেমন ক'রে থাক্‌বো গো? পরাণটা যে ধক্‌ধক্‌ ক'র্‌বে! মাগী মুণ্ডে ভাত তুল্‌বে না। তুই রাঁধাবাড়া ক'রে না খেলে মাগী খায় না। তুই খা'লি দেখ্‌লে তবে খাবে। ও দানা-পানি ছোড়্‌বে।

চণ্ডাল-পত্নী। না না, মিন্সে, আমি কাঁদ্‌বে না। আয়, বেটী আয়, তোর ঝুঁটি বাঁধি, ফুলের মালা জড়াই। পলাশফুলের মত রাঙ্গা ক'রে সিন্দুর দিই, আয়, বেটী আয়। জামাই-ঘর যাবে না? যাবে—হামি ভি কাঁদ্‌বো না, তুই ভি কাঁদিস্‌ নে।

চণ্ডাল। দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌, মাগী কাঁদ্‌চে, আর হামায় মানা দিচ্ছে, ব'ল্‌ছে—কাঁদিস না।

চণ্ডাল-পত্নী। ও মিন্সে, ও মিন্সে, কাপ্‌ড়া বুন্‌লি—কোথায় রাখ্‌লি? বেটীকে নয়া কাপড়া পিনিয়ে দামাদ-ঘর ভেজব না? আদ্‌মি লোক যে নিন্দা ক'র্‌বে, বুরা ব'ল্‌বে।

উপগুপ্ত। মা মা, কি প্রেমের সংসার স্থাপন ক'রেছিস্‌!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

পথ

দেবী ও বীতশোক

বীতশোক। কহ ঠাকুরাণি, কেন হেন
বিষাদিনী!
শত শত শুদ্ধ-আত্মা প্রচারকশ্রেণী
দেশ-দেশান্তরে, সাগরের পারে,
তুঙ্গ শৃঙ্গ করি উল্লঙ্ঘন
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' করেন বিস্তার
আরোপিত যে ধর্ম্ম-প্রভাবে
য়ুরোপ, এসিয়া, মিসর, সিরিয়া,
অবনত নৃপ শত শত বুদ্ধের চরণতলে।
মহান্‌ প্রতাপশালী রাজ্যেশ্বরগণ
ধর্ম্মতত্ত্ব সংগ্রহ কারণ
প্রেরিছেন যোগ্য দূত ভারতের দ্বারে।
মুক্তদ্বার রাজার ভাণ্ডার—
পথ, ঘাট, কূপের খনন, নির্ম্মাণ
চিকিৎসাগার—
নর, পশু, পক্ষীর পীড়ার শান্তি হেতু।
নন্দিনী নন্দন তব—জন্ম শুভক্ষণে—
লঙ্কাধাম আলোকিত তাদের প্রভায়,
বোধিবৃক্ষ-পূত-শাখা রোপিত তথায়
ক'রেছেন নন্দিনী জামাতা তব—
তবে কেন দুঃখ ভাব, গুণবতি?

দেবী। ধ্যানমগ্ন আছ নিরন্তর—
সংসারের রোল নাহি পশে কর্ণে তব,
সে হেতু না জান অনর্থ রাজ্যেতে কত।
অষ্টাদশ সহস্র জৈনের শিরশ্ছেদ
হইয়াছে একদিনে।
ক্ষিপ্ত প্রজাগণে
নৃপতির প্রসাদ—সুবর্ণ প্রলোভনে
করে অন্বেষণ কোথা কোন জৈন বসে।
নির্জ্জন অরণ্যে কিম্বা পর্ব্বত-কন্দরে।
যারে দেখে তার নাহি ত্রাণ,
মুণ্ড আনে নৃপ বিদ্যমান
মহাহিংসা প্রবল ভারতে।
নিষ্ঠুর আদেশে হেন, কহ, উচ্চাশয়,
জনগণে কেমনে অহিংসা-শিক্ষা পাবে?
উচ্ছেদ পরম ধর্ম্ম হয় বা বপনে!

বীতশোক। মহারাজের ক্রোধ শান্ত হয় নাই?

দেবী। বরং অধিক উত্তেজিত হ'য়েছেন। আজ সংবাদ পেয়েছেন যে, পুনর্ব্বার জৈনেরা প্রভুর মূর্ত্তি তাদের উপাস্য দেবতার পদতলে অঙ্কিত ক'রেছে। তিনি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণে বহির্গত হ'য়েছেন যে, হত্যাকাণ্ড কঠোররূপে চালিত হয় কি না? অদ্য রাজাজ্ঞা—যে জৈনের প্রতি দয়া প্রকাশ ক'র্‌বে বা যে গোপনে রক্ষা ক'র্‌বে, যে কেহ জৈনকে এক মুষ্টি অন্ন বা এক গণ্ডূষ জল প্রদান ক'র্‌বে, সে সপরিবারে বিনষ্ট হবে। ঐ দেখ, বধার্থে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে! ঐ দেখ, রাজ-প্রসাদলাভার্থে ছিন্নমুণ্ড ল'য়ে যাচ্ছে!

জনৈক জৈনকে লইয়া দুই জন
সৈনিকের প্রবেশ

জৈন। বাপু, এইখানেই বধ কর।

১ সৈনিক। না, তুমি এক জন সর্দ্দার—তোমায় রাজার সম্মুখে কাট্‌ব।

দেবী। বাবা, তুমি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে কেন জীবন রক্ষা কর না?

জৈন। মা, কেন এমন আজ্ঞা ক'চ্ছেন? আমি পবিত্র জৈন-ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌ব? আমায় তুষানলে দগ্ধ ক'র্‌লে নয়, চর্ম্ম উৎপাটন ক'রে বধ ক'রলে নয়, মৃত্তিকা-গর্ভে আবদ্ধ ক'রে প্রাণনাশ ক'র্‌লে নয়। আমি কোন মহা-পাপ ক'রেছিলেম, সেই জন্য—"বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ কর" এরূপ বাক্য আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'রলে!

দেবী। (সৈনিকদ্বয়ের প্রতি) তোম্‌রা আমায় চেন?

১ সৈনিক। কে, মা রাজরাণী? আপনি এ ভিক্ষুণীর বেশে কেন? আমরা তক্ষশিলা-বাসী, আমাদের সম্মুখেই রাজ-গলে রত্নহার দিয়েছিলেন।

দেবী। তবে আমার এক অনুরোধ, এরে পরিত্যাগ কর।

১ সৈনিক। মা, তা'হলে রাজ-রোষে আমার প্রাণবধ হবে।

বীতশোক। শোন সৈনিক, মহারাজকে ব'ল যে, আমি অদ্য রাজদর্শনে যাব। যতক্ষণ না রাজ-সমীপে উপস্থিত হই, ততক্ষণ এ ব্যক্তির প্রাণবধ না হয়। আমার নাম বীতশোক।

জৈন। আপনারা কি জৈন? তবে এ বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বেশে কেন? প্রাণের ভয় ক'র্‌বেন না, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'ন। এক দেহ যাবে, অপর দিব্য দেহ প্রাপ্ত হবেন।

[জৈনকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

বীতশোক। ভগবতি, আপনি স্বস্থানে যান, অদ্যই এ হত্যাকাণ্ড নিবারিত হবে। আমি রাজ-সমীপে প্রতিশ্রুত, আমার কার্য্যান্তে রাজার নিকট উপস্থিত হব। অদ্য আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে।

দেবী। মৃত্যুঞ্জয় হও।

বীতশোক। দেবি, আপনার আশীর্ব্বাদ বিফল হবে না।

[দেবীর প্রস্থান।

পথিপার্শ্বস্থ কুটীর-দ্বারে বীতশোকের আঘাত
এবং কুটীর হইতে জনৈক আভীর-পত্নীর
বাহিরে আগমন

বীতশোক। মা, আজ আমায় স্থান দিতে পার?

আভীর-পত্নী। আমার মানুষ সর্দ্দার-বাড়ী দুধ দুইতে গেছে। সে ফিরে আসুক, তুমি এই দোরে ব'স। আমরা বড় দুঃখী—আমার মানুষ দিন খেটে খায়। দু'পা এগিয়ে যাও, সেখানে তোমার মত ঢের সন্ন্যাসী আছে। বেশ খাবে-দাবে—সুখে থাক্‌বে।

বীতশোক। মা, আমায় স্থান দাও, তোমা-দের দুঃখমোচন হবে। আমার মুণ্ড দেখ্‌ছ—কত ওজনের? এর যা ওজন, তত ওজনের সোণা পাবে।

আভীরের প্রবেশ

আভীর-পত্নী। আমায় ভোলাচ্ছ! (আভী-রকে দেখিয়া) ওগো দেখ, এই সন্ন্যাসী আমায় ভোগা দিচ্ছে। ব'ল্‌ছে—"আমার মাথার যতটা ওজন, রাজার কাছে ততটা সোণা পাবে, আমায় থাক্‌তে দাও।"

আভীর। কি আবল-তাবল ব'ক্‌ছ ঠাকুর? যাও, এখানে হবে না।

বীতশোক। শোন, আমি মিথ্যাবাদী নই। তোমায় উপায় বলি, শোন—

অন্তরালে পরস্পরের কথোপকথন

আভীর। (বীতশোকের প্রতি) যাও, তুমি বাড়ীর ভেতর যাও।

বীতশোকের কুটীর মধ্যে প্রবেশ

(স্ত্রীর প্রতি) যা আছে, এক মুঠো খেতে দে।

আভীর-পত্নী। ও কি ব'ল্‌লে! চুপি চুপি?

আভীর। ও একটা পাগল—ব'ল্‌লে, আমার মাথাটা কেটে রাজার কাছে নিয়ে চল।

আভীর-পত্নী। হ্যাঁরে হ্যাঁ, ঢাঁট্‌রা দিয়ে গেছে বটে! মাথাটা কেটে নিয়ে গেলে রাজা টাকা দেয়!

আভীর। আহা, ও আমাদের মত কাঙ্গাল! বুঝি, দল থেকে তাড়িয়ে দেছে। খেতে পায় না, তাই পেটের দায়ে মনে ক'চ্ছে—ম'লেই বাঁচি। দুঃখের জ্বালায় আমারও একদিন মনে হ'য়েছিল। যা যা, দু'টি খেতে দি গে।

[আভীর-পত্নীর কুটীর মধ্যে প্রস্থান।

ও দিকে ভারি হল্লা হ'চ্ছে!

আভীর-পত্নীর পুনঃ প্রবেশ

আভীর-পত্নী। ওগো, ওগো, পাগল বটে! বুক চিরে রক্ত দিয়ে একটা শুকুনো পাতায় নখ দিয়ে কি লিখ্ছে।

বীতশোকের পুনঃ প্রবেশ

বীতশোক। বাবা, এস! আমার শিরশ্ছেদ ক'রে এই পত্র আর মুণ্ড নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হও। এই মুণ্ডের ওজনে সোণা পাবে। আমি সত্য ব'ল্ছি, আমি ভিক্ষু—আমার কথা মিথ্যা হবে না।

আভীর। হাঁ হাঁ, যাও যাও! দুটি খেয়ে নাও—তারপর কাট্‌ব এখন।

বীতশোক। তবে শীঘ্র এস, বাবা!

[বীতশোকের পুনরায় কুটীর মধ্যে প্রস্থান।

আভীর-পত্নী। কাটি আয়! ও পাগল—ওর মরাই ভাল! ও মিছে নয়—সৃষ্টির লোক সোণা আন্‌ছে, আর আমাদের ক'র্‌লেই দোষ।

রাজাজ্ঞা-ঘোষণাকারীর প্রবেশ

ঘোষণাকারী। যে আশ্রয় দেবে, সবংশে কাটা যাবে। কেউ আশ্রয় দিও না। দেখ্‌বামাত্র প্রাণ-বিনাশ করো। মুণ্ড ল'য়ে গেলে, মহারাজ সুবর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন।

[ঘোষণাকারীর প্রস্থান।

আভীর-পত্নী। এখন দেখ্‌, রাজার হাতে মর্‌বি না কাট্‌বি?

আভীর। আয় তবে কাটি।

[উভয়ের প্রস্থান।

অশোক, রাধাগুপ্ত এবং পশ্চাতে জৈনকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ

অশোক। কই, বীতশোক কোথায়? তার অনুরোধে এই পাষাণ্ডকে এখন' জীবিত রেখেছি।

১ সৈনিক। মহারাজ, এইখানে ছিলেন।

কুটীর হইতে পত্র হস্তে আভীরের বহিরাগমন

আভীর। কেটেছি, মহারাজ, কেটেছি! এই লেখা দেখুন।

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি সর্ব্বনাশ!

বীতশোকের মুণ্ড লইয়া আভীর-পত্নীর কুটীর হইতে বহিরাগমন

আভীর-পত্নী। এই দেখ, মুণ্ড দেখ! সোণার তাল দাও, রাজা!

অশোক। বীতশোক—বীতশোক—

(মূর্চ্ছা)

উপগুপ্তের প্রবেশ

উপগুপ্ত। মহারাজ, প্রকৃতিস্থ হ'ন।

অশোক। প্রভু, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! বীতশোক ছেড়ে গিয়েছে—আমার বুকে দারুণ শেলাঘাত! আমার রাজ্য যাক্, ধন যাক্, সকল যাক্! পৃথিবী আমায় গ্রাস করুক! মা আমায় স্বর্গ হ'তে অভিশাপ দিচ্ছেন! আমার হাতে হাতে স'পে দিয়েছিলেন, তারই ছিন্নমুণ্ড আমি দেখ্‌লেম!

কুনালের প্রবেশ

কুনাল, দেখ, আমি ভ্রাতৃঘাতী!

উপগুপ্ত। মহারাজ, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

অশোক। প্রভু, আমি আমার ভ্রাতার মৃত্যুর কারণ হ'লেম! যখন আমি পিতৃ-স্নেহ-বর্জ্জিত, ভ্রাতৃগণের ঘৃণিত, জনসমাজ-ত্যক্ত, বীতশোক ছায়ার ন্যায় আমার সাথী ছিল। আমি রুষ্ট-ভাষা প্রয়োগ ক'র্‌লে কখন' অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। যে দিন আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালনে তক্ষশিলা যাত্রা করি, বীতশোক আমার সাথী হ'বার জন্য কাতরভাবে আমার নিকট প্রার্থনা ক'রেছিল। আমি নিবারণ করায় প্রতিজ্ঞা করে যে, একদিন আমার কার্য্যে তার দেহ অর্পণ ক'রে ভ্রাতৃবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত

প্রদর্শন ক'রবে। মহাপুরুষ প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রেছে। যে দিন ভিক্ষুবেশে বিদায় গ্রহণ করে, সে দিন 'মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে পুনরাগমন ক'র্‌ব'—এই প্রবোধ আমায় দেয়। সে মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যু উপেক্ষা ক'রেছে, কিন্তু আমার মনে আমি কি প্রবোধ দেব। প্রভু! আমি কি ক'রলেম! কেন তারে বিদায় দিয়েছিলেম! এই কি আমার ভ্রাতৃস্নেহ! (পত্র প্রদান)

কুনাল। পিতা, এ দারুণ শোক কথঞ্চিৎ নিবারণের একমাত্র উপায়—এই মহাপুরুষের আদর্শ গ্রহণ, জনহিতে নিজদেহ উৎসর্গীকৃত করণ—সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ! (জানু পাতিয়া বীতশোকের উদ্দেশে) মহাপুরুষ, সন্তানকে কৃপা কর—তোমার আদর্শ গ্রহণে বল দাও।

উপগুপ্ত। মহারাজ, মহাপুরুষের দেহ-ত্যাগে শোক করা অনুচিত। সাধু ভ্রাতার অনুরোধ পালন করুন। তিনি আপনার শোণিতে লিখেছেন—রাজ্যে হত্যাকাণ্ড নিবারিত হ'ক, দীন-দরিদ্র রাজ্যে না থাকে, আর এই হত্যাকারীকে মহাপুরুষের মস্তকের তুলায় স্বর্ণ প্রদান করেন। মহাপুরুষের আজ্ঞা-পালন আপনার প্রায়শ্চিত্ত। ক্রোধরূপে যার আপনার হৃদয় অধিকার ক'রেছিল, মহা-পুরুষের কৃপায় আজ সেই পরম রিপু বহির্গত হ'ল। ধন্য বীতশোক—বুদ্ধদেবের কৃপায় তুমি সত্যই মৃত্যুঞ্জয়!

অশোক। বৎস বীতশোক, তোমার অনুরোধ আমি উপেক্ষা ক'রেছিলেম—রোষান্ধ হ'য়ে জৈন-হত্যায় নিরস্ত হই নাই। তুমি নিজ শোণিতদানে শোণিত-প্রবাহ নিবারণ ক'রেছ, জগতে তুমিই ধন্য! মন্ত্রীবর, দ্রুতগামী দূতের দ্বারা রাজ্যময় প্রচার করুন—হত্যাকাণ্ড নিবারিত হ'ক। রাজ্যে কোথাও কুটীর না থাকে, কোথাও অন্নাভাব না হয়—ভাণ্ডার হ'তে অকাতরে অর্থ বিতরিত হ'ক। এ ব্যক্তির দীনতা দূর করুন।

জৈন। মহারাজ, আমায় উপদেশ দেন, আজ হ'তে আমি জৈন নই, আমি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রলেম। যে ধর্ম্মে এরূপ আত্মত্যাগ, সে-ই সনাতন ধর্ম্ম।

উপগুপ্ত। মহারাজ, মহাপুরুষের প্রভাব দেখুন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্তূপ-সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রান্তরমধ্যে রাজসভা

অশোক, রাধাগুপ্ত, বৌদ্ধগণ, সভাসদ্‌গণ ও বিদেশীয় রাজদূতগণ

১ বৌদ্ধ। মহারাজ যে বিরাট্ সভা সংযোজন ক'রে ধর্ম্ম-সংস্কারপূর্ব্বক বৌদ্ধ-ত্রিপিটক স্থাপন ক'রেছিলেন, এতে চিরদিনের জন্য আপনি বৌদ্ধগণের কৃতজ্ঞতাভাজন। বৌদ্ধগণ আজ হ'তে মহারাজকে সঙ্ঘাধিপতি ব'লে সম্ভাষণ ক'চ্ছে। মহারাজ, বিদায় হ'লেম। আশীর্ব্বাদ করি, সদনুষ্ঠান আপনার চির-সঙ্কল্প হ'ক।

অশোক। আপনাদের আশীর্ব্বাদই শ্রেয়ঃ কার্য্য-সাধনের মূলভিত্তি।

[বৌদ্ধগণের প্রস্থান।

রাধাগুপ্ত। মহারাজ! মিসর, গ্রীস, সিরিয়া, সিংহল, তাতার প্রভৃতি সুদূর জনপদ হ'তে ও অন্যান্য বহু প্রদেশের রাজদূত নিজ নিজ প্রভুর অনুরোধ মহারাজকে জ্ঞাপন ক'রবার নিমিত্ত উপস্থিত। সমস্ত রাজেন্দ্রবর্গেরই বাসনা—মহারাজের সহিত যে বন্ধুত্ব-সূত্রে তাঁরা আবদ্ধ, তা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী হ'ক এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারার্থ যে বৌদ্ধ-ভিক্ষু তথায় প্রেরিত হ'য়েছেন, তাঁরা অল্পসংখ্যক—বিস্তৃত রাজ্যে সকল স্থানে তাঁদের প্রচার-কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না; এবং সেই সকল রাজেন্দ্রবর্গ বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ নানাবিধ উপঢৌকন মহারাজের নিকট প্রেরণ ক'রেছেন।

অশোক। সম্ভ্রান্ত দূতমণ্ডলী, আপনা-দিগের মহারাজগণের বদান্যে আমি পরম আপ্যায়িত! তাঁদের প্রেরিত উপঢৌকন সকল তাঁদের মঙ্গলার্থে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের কার্য্যের নিমিত্ত প্রেরিত হবে, এ অপেক্ষা এই সকল উপঢৌকনের সদ্ব্যবহার অসম্ভব। তাঁদের সদিচ্ছা-সংপূরণের নিমিত্ত অচিরে বহুসংখ্যক প্রচারক প্রেরিত হবে।

মিশর-রাজদূত। মহারাজের যশঃ-সৌরভ অধিক বা সৌজন্য অধিক, আমি দাস মাত্র—তা প্রকাশ ক'র্‌তে অক্ষম!

গ্রীক-দূত। মহারাজ, মিশরাধিপতির দূত

মহাশয় আমাদিগের মনোভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত ক'রেছেন।

অন্যান্য দূতগণ। সত্য সত্য!

অশোক। মন্ত্রীবর, রাজদূতগণের আতিথ্য-সৎকারের প্রতি আপনি পূর্ণ লক্ষ্য স্থাপন ক'রেছেন, সন্দেহ নাই।

মিশর-দূত। হ্যাঁ মহারাজ, আমি দূত-বর্গের মুখপাত্র হ'য়ে নিবেদন ক'চ্ছি যে, রাজ-বদান্যে আমরা সকলেই পরিতৃপ্ত। পরিশেষে আমাদের সমবেত নিবেদন যে, আমরা সমস্ত রাজ্য পর্য্যটন ক'রে বিস্মিত হ'য়েছি—পাটলি-পুত্র হ'তে শতমুখে বিস্তৃত পথসকল সমস্ত রাজ্য এক বন্ধনে স্থাপন ক'রেছে! রাজ্যের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে গমন, পল্লী হ'তে পল্লী-অন্তরে গমনের ন্যায় সুগম। শত শত কূপ পথিকগণকে শীতল বারি প্রদান ক'চ্ছে। বৃক্ষশ্রেণী ছায়া দান ক'রে স্নিগ্ধ ক'চ্ছে। চিকিৎসালয় প্রতি স্থানে জন-দুঃখ-মোচনার্থ মুক্তদ্বার এবং যাহা উপন্যাসেও কল্পিত হয় না—পশুপক্ষী এবং ক্ষুদ্র জীব-গণের জন্যও সুশিক্ষিত চিকিৎসকসকল নিয়োজিত। দুষ্প্রাপ্য ঔষধ প্রত্যেক স্থানেই সুলভ। নানাস্থান হ'তে আহরিত বীজোৎপন্ন বৃক্ষলতা প্রতি চিকিৎসালয়ের পার্শ্বে উপবনের শোভা ধারণ ক'রেছে। রাজ্যের চতুঃসীমান্ত বন্য প্রদেশেও জীবহিংসা রহিত। পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয়। বনবাসীরাও ধর্ম্মনীতি-দীক্ষিত। সহস্র সহস্র স্তূপ, বিহার ও উচ্চশির স্তম্ভসকল ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য যেন স্বর্গ-বাসী কোন দেবশিল্পী-নির্ম্মিত। রাজাদেশ-প্রচারের উপায়ও অতি অদ্ভুত মস্তিষ্কে আবিষ্কৃত—পর্ব্বত-গাত্রে, স্তম্ভ-গাত্রে যেন রাজাদেশ অক্ষয় কীর্ত্তি-স্বরূপ সুন্দর অক্ষরে খোদিত। এতদ্দ্বারা প্রত্যেক প্রজা রাজাদেশ অবগত—সমস্ত রাজ্যে এক ভাষায় কথোপ-কথন ও ভাব প্রকাশ। কি অদ্ভুত কৌশলে এই বিরাট্ রাজ্য একভাষী হ'য়েছে, তাহা নির্ণয় ক'র্‌তে বুদ্ধি পরাজিত। এ সকল যদি স্বচক্ষে না দৃষ্টি ক'র্‌তেম, অতি সত্যবাদীর বর্ণনায়ও বিশ্বাস স্থাপন হ'ত না। আমরা সকলে এক-বাক্যে উচ্চ ধ্বনিতে বলি—মহারাজের জয় হ'ক, মহারাজ দীর্ঘজীবী হ'ন।

অশোক। দূতবর, আমি অকপটচিত্তে আপনাদের নিকট প্রকাশ ক'চ্ছি, এ সমস্তই ভগবানের কার্য্য। আমাদ্বারা নয়—ভগবানের কৃপায় সাধিত হ'য়েছে এবং সেই ভগবৎ-কৃপা অচিরে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলে ব্যাপ্ত হবে। আপনারা নিজ নিজ ভূপালকে আমার ভ্রাতৃ-সম্বোধন জ্ঞাপন ক'র্‌বেন। এ ভ্রাতৃভাব ভগবানের করুণায় স্থাপিত হ'য়ে জননী মেদিনী বিদ্বেষশূন্য হ'ন ও মানবমণ্ডলী এক পরিবারের ন্যায় বাস করুক। সভা ভঙ্গ হ'ক, আপনারা বিশ্রাম করুন।

[প্রণামপূর্ব্বক দূতগণের প্রস্থান।

মন্ত্রীবর, আপনাদেরও বিশ্রামের সময়, আমিও বিশ্রামের অবকাশ গ্রহণ করি। (ভূতলে উপবেশন)

রাধাগুপ্ত। কি করেন, মহারাজ!

অশোক। কার্য্যান্তে বিশ্রামের প্রয়োজন হ'য়েছে।

আকাল। মহারাজ তো শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমনের নিয়ম ক'রেছেন। কিন্তু একবার আমার রাজবুদ্ধির পরীক্ষা ক'র্‌বার ইচ্ছা হ'চ্ছে —দেখি কতদূর দৌড়। বলুন, যদি এক ব্যক্তি সমস্ত রাজ-নিয়ম ভঙ্গ করে, তারে কি সাজা দেবেন?

অশোক। আমার তোমার মত বুদ্ধি নাই। তোমার নিকট শিখি, তোমার বুদ্ধিতে কি হয়, বল দেখি?

আকাল। রাজা ক'রে দেওয়া।

রাধাগুপ্ত। তাহ'লে তো বড় কঠোর দণ্ড হ'ল, আকাল?

আকাল। মন্ত্রীম'শায় কি বুঝ্‌বেন বলুন? কি পাকা বুদ্ধি দিয়েছি, তা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাধাগুপ্ত। তুমিই ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দাও না?

আকাল। শুনুন! কারাবদ্ধ ক'র্‌লেন, আগুনে পোড়ালেন, জলে ডোবালেন, বিষ খাওয়ালেন, ছাল খুল্‌লেন—খানিক ধড়ফড় ক'রে ফুরিয়ে গেল, আর তো নয়? আর মহারাজের মত রাজা হ'তে গেলে—প্রথম বাপে খ্যাদাবে, ভাই প্রাণবধের চেষ্টা ক'র্‌বে, মা আগুন খেয়ে যাবেন; এক স্ত্রী নিরুদ্দেশ

হবেন, আর এক স্ত্রী হল্‌দে কাপড় প'রে দেশে দেশে ঘুর্‌বেন; এক ছেলে এক মেয়ে যাবেন কি না বিভীষণের দেশে—লঙ্কায়! আর এক পুত্র—রাজা হ'তে গিয়ে দোরে দোরে সস্ত্রীক গান ক'রে বেড়াবেন আর ভিক্ষান্নে উদর পূরণ ক'রবেন। আর স্বয়ং আহার-নিদ্রার সাবকাশ নাই—কোথায় থাম তুল্‌বেন, কোথায় বাটালি দে' হরফ বসাবেন, আর দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে ঘুরে ঘুরে দেখ্‌বেন কে কোথায় কি খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে! এতেও নিস্তার নাই—ঝড়ে কোন্‌ পাখীটার ডানা ভেঙ্গেছে, কোন্‌ গরুটার পা ফুলেছে, এই আজীবন তদারক ক'র্‌বেন! বাবা, কি ঘুরুনি! যদি জুতো পায়ে না থাক্‌ত, এতদিন হাঁট্‌তে চ'ল্‌তেম।

অশোক। কেন তুই আমার সঙ্গে ঘুরেছিস?

আকাল। গেরো কি এক রকম থাকে, মহারাজ, তা'হলে কি রাজভৃত্য হই!

অশোক। ইচ্ছা ক'র্‌লেই তো চ'লে যেতে পার।

আকাল। ঐ হল্‌দে কাপড় আর নেড়া মাথা নির্ব্বংশ না হ'লে পার্‌ব না। ঐ যে ছোঁড়া আস্‌মানে ঝুলে সেদিন কি বলে দিলে, সে দিন থেকে আমিও বিগ্‌ড়ে গেছি।

দেবীর প্রবেশ

দেবী। মহারাজ, দাসীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অশোক। শুভে, এখন তো আমি সিংহাসনে নাই, এখন আমার পার্শ্বে উপবেশন কর।

দেবী। মহারাজ, আপনার পার্শ্বে উপবেশন ক'র্‌বার উপযুক্ত হ'লে অবশ্যই ব'স্‌তেম।

অশোক। ভাল, তোমার যেরূপ অভিরুচি! তোমার পুত্র-কন্যার সংবাদ কি?

দেবী। সেই সংবাদই দাসী রাজ-চরণে নিবেদন ক'র্‌তে উপস্থিত। মহেন্দ্র যে আপনার ঔরসজাত পুত্র, সিংহলে সে তা প্রকাশ ক'র্‌তে সক্ষম হ'য়েছে। তারই উপদেশে সিংহলরাজ তিষ্য মহারাজের আদর্শে সমস্ত সিংহলে ধর্ম্ম-প্রচার, স্তূপ, স্তম্ভ ও বিহার নির্ম্মাণ ক'রে সিংহলদ্বীপ জম্বুদ্বীপের ন্যায় ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে পরিণত ক'রেছেন। মহারাজের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা পাটরাণী অনুলাকে দীক্ষিতা ক'রেছে। প্রতি অন্তঃপুরে বুদ্ধদেবের অর্চ্চনায় অন্তঃপুর-বাসিনীগণ নিযুক্তা।

অশোক। দেবি, আনন্দ সংবাদ! তোমার গর্ভের উপযুক্ত সন্তান! তুমি ভাগ্যবতী, নচেৎ পরম ভাগবত-ভক্ত সারিপুত্রের অস্থির উপর স্তূপাবরণ প্রদানে যশস্বী হ'য়েছ? চন্দ্র-সূর্য্য সে স্তূপ চিরদিন দেখ্‌বে। এখন কোন্‌ দেব-কার্য্যে নিযুক্তা আছ?

দেবী। দাসী মহারাজের সহধর্ম্মিণী, মহারাজের কার্য্যে সামান্য সহায় মাত্র। আমি আমার সেই ইষ্টদেবের কার্য্যে নিযুক্ত আছি। আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করি। সর্ব্বস্থানে মহারাজের কার্য্য সুসম্পাদিত দর্শনে আত্ম-শ্লাঘায় বিভোর হই। ভাবি যে, এই কীর্ত্তিমান্‌ পুরুষের পাদস্পর্শে আমার অধিকার আছে।

অশোক। ধন্য তুমি!

দেবী। যদি প্রসন্ন হ'য়ে থাকেন, দাসীর একটি দান গ্রহণ করুন।

অশোক। এ আবার কি রহস্য! তুমি ভিক্ষুণী, তুমি আমায় কি দেবে?

দেবী। কোন এক উচ্চমনা রমণীর উচ্চ আশা—মহারাজের কার্য্যে নিযুক্তা হয়। সে অতি হীনকুলে প্রতিপালিতা। তার উচ্চ আশা—মহারাজের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা, পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করা, ভোজন-পাত্র মার্জ্জন করা। যদিচ অভাগিনীর শ্রবণ-শক্তি আছে, কিন্তু, কি জানি গুরুদেব কেন অভাগিনীকে বাক্‌শক্তি-বর্জ্জিতা ক'রেছেন। কথা বোঝে, উত্তর প্রদানে অক্ষম।

অশোক। কোথায় সে রমণী?

অবগুণ্ঠনাবৃতা পদ্মাবতীর প্রবেশ ও অশোককে প্রণাম করণ

মন্ত্রীবর, কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখুন! যদি বর্ণ মলিন না হ'ত, আমার পদ্মাবতী ব'লে ধারণা হ'ত।

আকাল। (স্বগত) আমার পাকা ধারণা হ'য়েছে।

অশোক। তুমি আমার সেবা-প্রার্থী?

পদ্মাবতী। (প্রণাম করণ)

অশোক। এমন নীচ কার্য্যের প্রার্থী কেন?

পদ্মাবতী। (দুই হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন-পূর্ব্বক পুনরায় বক্ষে স্থাপন)

দেবী। মহারাজ, ও ইঙ্গিত ক'রে জানাচ্ছে —দেবকৃপায়।

অশোক। মন্ত্রীবর, বোধ হয় কাঙ্গাল—ভোগ-বাঞ্ছা অতৃপ্ত, উচ্ছিষ্ট রাজ-খাদ্য প্রয়াস করে! (রাধাগুপ্তের প্রতি) চলুন। (আকালের প্রতি) আকাল, এ'র স্থান নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিও তো।

রাধাগুপ্ত। মহারাজ, রাজপুরে চণ্ডাল-কন্যার কোথায় স্থান হবে?

দেবী। মন্ত্রীবর, মহারাজ বৌদ্ধ-ভিক্ষু—মহারাজের জাতিবিচার কি? আপনি তো অবগত আছেন, স্বয়ং বুদ্ধদেব চণ্ডাল-গৃহে আতিথ্য স্বীকার ক'রেছিলেন।

অশোক। দেবি, আমার আহার হয় নাই, এস, একত্রে ভোজন ক'রব।

দেবী। আমি প্রসাদ-প্রার্থী হ'য়েই এসেছি।

[আকাল ও পদ্মাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আকাল। দাঁড়া বেটী দাঁড়া, আমার কথায় চ'লতে হবে—রাজার হুকুম তো শুনলি? দেখ্ বেটী, সব তফাতে গিয়েছে, কেউ শুনতে পাবে না। ছেলের কাছে মা লুকুতে পারে না, অন্ধকারে গায়ে হাত দিয়েই ঠাওর পায়, মা কি না। বল্ দেখি, ব্যাপারখানা কি?

পদ্মাবতী। বাবা, আমি জানি নে। গুরু-দেব ব'লেছেন, কোন এক দুশ্চরিত্রা রাজার অমঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত রাজপুরে অবস্থান ক'চ্ছে। আমাদ্বারা সে অমঙ্গল নিবারিত হবে —এ নিমিত্ত তাঁর আজ্ঞায় এসেছি।

আকাল। মা, মন অন্তর্য্যামী! ঐ আশঙ্কাই আমার দিবা-রাত্র। আমার ধারণা, ঐ দুশ্চারিণী সুসীমের উপপত্নী ছিল, মহারাজকে প্রতারণা ক'রে রাজমহিষী হ'য়েছে। কিন্তু কিরূপে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন ক'রেছে, আমি বুঝতে পারি নে। মায়ে-বেটায় নিত্য কি ক'রে দেখা হবে, আমি সংবাদ পাব কি ক'রে?

পদ্মাবতী। আমি উচ্ছিষ্ট দ্রব্য নিয়ে অন্তঃপুর হ'তে বহির্গত হব, তুমি সে সময় উপস্থিত থেক'।

আকাল। (উচ্চৈঃস্বরে) কোথাকার আবাগের বেটীকে নিয়ে এল গো, ভাল যন্ত্রণা—এ চাঁড়ালের মেয়েকে কোথায় রাখি! (নিম্নকণ্ঠে) এস মা--

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

স্তূপ সম্মুখস্থ পথ

মার ও তৃষা

মার। ডরে হায় অন্তর শুখায়,
বুঝি, মম অধিকার যায়—
দুরন্ত অশোক—অসম্ভব তার পরাভব!
করিলাম প্রতারণা যত,
সবই হত, অজানিত কি মহা প্রভাবে!
বার বার পাপ-পঙ্কে করি নিমগন,
কিন্তু, হায়, বিফল যতন!
পুনঃ পুনঃ হইল উত্থান
শতগুণে নির্ম্মলতা লভি—
অগ্নিতাপে কাঞ্চন যেমতি।
অহো, মর্ম্মঘাতী কি দারুণ ব্যথা—
শত শত ধর্ম্মস্তূপ বিহার নির্ম্মিত!
হের যেই স্তম্ভ সম্মুখে উত্থিত,
এইমত অভ্রভেদী স্তম্ভসারি কত—
যেন বক্ষোপরি স্থাপিত আমার!
বিপুল ধরায় আর নাহি হিংসা-দ্বেষ—
হেরি, হিংস্র জন্তুগণ
জীবহিংসা ক'রেছে বর্জ্জন—
অশোকের দুরন্ত শাসনে!

তৃষা। পিতা, চিন্তা কর দূর,
চিত্তহরা আছে রাজপুরে।
মায়াজাল করিয়া বিস্তার
সে মজাবে অশোকে নিশ্চয়।

মার। নীলাম্বরে ক্ষুদ্র মেঘ মাত্র চিত্তহরা!
কিন্তু,
মলয় মারুত সম অহিংসা বহিছে—
কেমনে সে ক্ষুদ্র মেঘে গগন ব্যাপিবে?
কিন্তু সাগরে নিমগ্নজন ধরে ক্ষুদ্র তৃণ।
নিয়োজিত কর কোন অনিষ্ট সাধনে—
কোপে যাহে বিনাশি তাহায়

লিপ্ত হয় নারী-হত্যা-পাতকে অশোক,
মহা ইষ্ট হইবে সাধন।
তৃষা। চিত্তহরা আশ্রিতা তোমার—
চাহ তার জীবন সংহার?
মার। আশ্রিত আমার!
ভেবেছ কি মনে তুমি বন্ধু আমি কার?
তুই দ্বিচারিণী—
কভু তুষ্ট রুষ্ট কার প্রতি—
পাপাচারে সহায় যেমন,
পুণ্যকার্য্যে উত্তেজনা দানিস্ তেমন!
নহে তোর মত আমার প্রকৃতি!
নর-নারী শত্রু মম, মিত্র কেহ নয়।
যারে প্রয়োজন
করি তার সাহায্য গ্রহণ,
পরিশেষে দানি স্থান নরক দুস্তরে।
যাও ত্বরা যথা চিত্তহরা;
কুনালের অনিষ্ট সাধনে
ক'র প্রবর্ত্তিত তারে।
দেখি, যদি মনস্কাম পূর্ণ হয় তায়।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর

শয্যায় উপবিষ্ট অশোক—সম্মুখে উপগুপ্ত

অশোক। প্রভু, এই তো আমার দেহ দিন দিন রোগে জীর্ণ। আর কতদিনে আমার হৃদয়ে সেই মহাজ্ঞানারুণ-জ্যোতি-প্রভাবে হৃদ্‌পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'য়ে বুদ্ধদেবের আসনের উপযুক্ত হবে?

উপগুপ্ত। বৎস, সমস্তই সময় সাপেক্ষ। যেদিন তোমার দেহে মার সমূলে নির্ম্মূল হবে, সেই দিন সেই মহাজ্যোতি দর্শন পাবে।

অশোক। প্রভু, এক্ষণে মার কিরূপে আমার দেহে অবস্থান ক'চ্ছে?

উপগুপ্ত। বৎস, মোহবীজ এখন' নির্ম্মূল হয় নাই। সেই বীজে বহুশাখাবিশিষ্ট মহা-পাপবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, দেহাভিমান প্রভৃতি মোহবীজোৎপন্ন রিপুর প্রতি সাবধানে লক্ষ্য রাখ্‌বে।

অশোক। প্রভু, বীতশোকের মৃত্যুতেও কি ক্রোধের শান্তি হয় নাই?

উপগুপ্ত। এক রিপু বহু রিপুর জনক। অবশ্যই ক্রোধ শান্ত হ'য়েছে।

অশোক। প্রভু, আপনি উদ্ধার করুন, আমি নিজ চেষ্টায় অক্ষম।

উপগুপ্ত। বৎস, অদ্ভুত এ নর-শরীর, এর চেষ্টায় সকলই সম্পন্ন হয়। মনুষ্য স্বয়ং আপনার উদ্ধারকর্ত্তা। বারবার নিষ্ফল হ'লেও চেষ্টায় বিরত হ'য়ো না। মঙ্গলদাতা অচিরে তোমার মঙ্গলবিধান ক'র্‌বেন।

পদ্মাবতীর প্রবেশ ও উপগুপ্তকে প্রণাম করণ

সাধ্বি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক!

অশোক। প্রভু, দেখ্‌ছি এ চণ্ডালিনীর আপনার পাদস্পর্শের অধিকার আছে।

উপগুপ্ত। মহারাজ, এর ন্যায় পুণ্যবতী রমণী ভারতবর্ষে দুর্লভ।

অশোক। প্রভু, আমারও এর প্রতি এরূপ ধারণা। আমি এর নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। দিবা-রাত্র আমার সেবায় নিযুক্ত। যদিচ এরূপ লজ্জাশীলা যে, আমি এর মুখমণ্ডল কখন' দেখি নাই, কিন্তু আমার কোন প্রকার সেবায় এ কুণ্ঠিতা নয়। অন্য দাস-দাসীকে আমার বস্ত্রাদি স্পর্শ ক'র্‌তে দেয় না, পাছে আমার গ্রহণীরোগে তাদের ঘৃণার উদ্রেক হয়। বোধ হয়, এর সেবা ব্যতীত এতদিনে আমি মৃত্যু-মুখে পতিত হ'তেম। দিবসে সেবা, সমস্ত রাত্রি আমার পরিচর্য্যার নিমিত্ত জাগরিত থাকে। প্রভু, সত্যই অদ্ভুত রমণী!

তিষ্যরক্ষিতাবেশী চিত্তহরার প্রবেশ

চিত্তহরা। মহারাজ, এই ঔষধ নিন। আমি কয় দিন অনুপস্থিত ছিলেম, মহারাজের মনে কি উদয় হ'য়েছে জানি না। কিন্তু কঠোর দেব-সেবার ফলে এই দণ্ডেই আরোগ্য লাভ ক'র্‌বেন। ঔষধ সেবন করুন।

অশোক। (ঔষধ গ্রহণ করিয়া) এ কি—এ যে পলাণ্ডু!

উপগুপ্ত। মহারাজ, পলাণ্ডু জ্ঞান কর্‌-বেন না; এ ঔষধ—সেবন করুন।

অশোকের ঔষধ সেবন করণ

চিত্তহরা। মহারাজ, এ ঔষধ দেব-প্রদত্ত, এখনই ঔষধের গুণ উপলব্ধি ক'র্‌বেন।

উপগুপ্ত। মহারাজ, বিশ্রাম করুন, আমি আসি। [উপগুপ্তের প্রস্থান।

চিত্তহরা। দাসীকেও মাৰ্জ্জনা আজ্ঞা হয়, দেব-পূজায় গমন ক'র্‌ব।

অশোক। যাও সাধ্বি, আমার নিদ্রাকর্ষণ হ'চ্ছে, আমার শরীরের যন্ত্রণার অনেক উপশম বোধ হ'চ্ছে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিত্তহরার (তিষ্যরক্ষিতা) কক্ষ

চিত্তহরা ও তৃষা

চিত্তহরা। ওষুধ খেয়েছে—খেয়েছে। চাঁড়াল মাগী রইল, আমি পালিয়ে এলুম। তুমি ব'লেছিলে, ওষুধের গুণে কৃমি নির্গত হবে, আমার মনে হ'তেই ঘৃণা বোধ হ'তে লাগ্‌লো। শুভক্ষণে মাগীকে পাওয়া গিয়েছে! না হ'লে এই কুৎসিত কুরূপ, গ্রহণীরোগগ্রস্তের কাছে থেকে দাসী দ্বারা সেবা করাতে হ'তো। এক একবার ঘরে যাই, তা না স্নান ক'রে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ যায় না! আর ঐ মাগী দু'হাতে সেবা করে। মাগো—চণ্ডালগুলোর কি ঘৃণা নাই! এখন কি ক'র্‌ব, বল? কি ক'রে কুনালকে পাব? তাকে না পেলে আমার সকলই বিফল!

তৃষা। তুমি যদি তার নিমিত্ত এত ব্যাকুলা, তাকে তক্ষশিলায় যেতে দিলে কেন?

চিত্তহরা। আমি যেতে দিয়েছি? সে আমার নিকট থেকে দূরে থাক্‌বার জন্য তক্ষশিলার অধিকার নিয়েছে। বল বল—কি উপায়ে তাকে পাব? যার জন্য এই কুৎসিত রাজার আলিঙ্গন সহ্য ক'রেছি, তারে না পেলে তোমাদের আর কোন কথা শুন্‌ব না। তোমার বাপকে আমি মিথ্যাবাদী জান্‌ব। তার জন্য আমার শিরায় শিরায় শত-অগ্নি-স্রোত! একবার ক্রোধ হয়, আবার তার মুখ মনে পড়ে—প্রাণ গ'লে যায়! মনে হয়, তক্ষশিলায় গিয়ে আবার তার পায়ে ধ'রে বলি যে, আমার প্রাণ রাখ, অবলাকে বধ ক'র না। কিন্তু ভয় হয়, সে নিষ্ঠুর, তার দয়া নাই। যে দিন রাজা তাকে তক্ষশিলায় পাঠায়, আমি কি না ক'রেছি! নারীর লজ্জা-মান সব বিসর্জ্জন দিয়ে তার পায়ে ধ'রেছি।

তৃষা। তবে তার মমতা ত্যাগ কর। তুমি তার কুনালের মত চক্ষু দেখে মুগ্ধ—সেই চক্ষু যা'তে উৎপাটিত হয়, সেইরূপ যত্ন কর। তা'হলে আর তোমার তা'র প্রতি আসক্তি থাকবে না। তোমার অন্তর্দাহ নিবারিত হবে।

চিত্তহরা। অ্যাঁ—চক্ষু! ঠিক ব'লেছ—ঠিক ব'লেছ! তার চক্ষু দুটী উৎপাটন ক'র্‌ব। তার চক্ষুই আমার শত্রু, সে চক্ষু কাকের উদরে যাবে। ঠিক ব'লেছ! ঠিক ব'লেছ! কিন্তু কি ক'রে ক'র্‌ব—রাজার প্রিয় পুত্র।

তৃষা। তুমি রাজার প্রতি ঘৃণায় তার মন ভোলাবার জন্য সেরূপ যত্ন কর না! তুমি মায়াজাল বিস্তার ক'রে তারে মুগ্ধ কর, অনায়াসেই পার্‌বে।

চিত্তহরা। এখন আর হয় না! ও "বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব" ক'রেই উন্মত্ত।

তৃষা। কেন চিন্তা ক'চ্ছ? তোমার ঔষধে রাজা আরাম হবেন। তুমি পুরস্কার স্বরূপ সাত দিন রাজ্যভার গ্রহণ কর।

চিত্তহরা। তার পর?

তৃষা। তুমি রাজার নামাঙ্কিত মোহর দিয়ে তক্ষশিলায় দু'খানি পত্র লিখ্‌বে—একখানি রাজকর্ম্মচারীদের আর একখানি তা'রে। কি লিখ্‌তে হবে, আমি ব'লে দেব। তুমি আগে রাজার নিকট রাজ্যভার গ্রহণ করো।

চিত্তহরা। কিন্তু তোমায় তো বল্‌লুম, রাজার আর আমার প্রতি সে ভাব নাই। আমি যে ধৰ্ম্ম-পিপাসু হ'য়ে রাজার নিকট এসেছিলুম -এ কথা বোধ হয় আর বিশ্বাস করে না।

তৃষা। তারও উপায় আমি ক'চ্ছি—যা'তে রাজার নিশ্চয় ধারণা জন্মে যে, তুমি দেবপ্রিয়।

চিত্তহরা। কি ক'রে?

তৃষা। গয়ায় বোধিবৃক্ষ আছে। প্রবাদ—সেই বৃক্ষের মূলে বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ ক'রেছেন। সেইজন্য রাজাদেশে প্রত্যহ সহস্র কলসী দুগ্ধ তার মূলে ঢালা হয়, প্রত্যহ সমারোহে পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্য দিয়ে পূজা হয়। আমি সেই বৃক্ষে মন্ত্রপূত ক'রে একটী সূতা বেষ্টন ক'রে দেব। তা'তে সেই বৃক্ষ দিন দিন শুষ্ক হবে। কিন্তু সেই সূতাটী কেটে দিলেই আবার সেই বৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় সজীব হবে। তুমি সেই

সূত্র ছেদন ক'রে গাছটী পুনর্জ্জীবিত ক'র্‌লেই রাজা তোমায় পরম ধার্ম্মিকা বিবেচনা ক'র্‌বেন, আর পূর্ব্বের অধিক তুমি আদরণীয়া হবে। যাও, অগ্রে রাজ্যভার গ্রহণ কর। পরের কথা পরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর

অশোক ও পদ্মাবতী

অশোক। তুমি কি কোন দেবী! চণ্ডালিনী-বেশে কৃপা ক'র্‌বার নিমিত্ত উপস্থিত হ'য়েছ? তোমার ঋণ আমার ইহজীবনে পরিশোধ হবে না।

পদ্মাবতী। (ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করিয়া পদতলে পতিতা হওন)

অশোক। না না, তুমি দাসী নও, তুমি গুরুদেবের কৃপাপাত্রী—আমার মস্তকের মণি! সত্যই তোমার ন্যায় রমণী জম্বুদ্বীপে বিরল। তোমায় দেখে আমার নানাভাবের উদয় হয়। এক একবার ভ্রম হয়—বুঝি অভাগিনী পদ্মাবতী আমার পাপাচার দৃষ্টে নির্জ্জনে কোন কুটীরবাসিনী ছিল, দুঃখতাপে এরূপ মলিনা হ'য়েছে। তুমি চণ্ডাল-গৃহে পালিতা হ'তে পার, কিন্তু কদাচ চণ্ডাল-ঔরসে তোমার জন্ম নয়।

চিত্তহরার প্রবেশ

চিত্তহরা। মহারাজ, কেমন?

অশোক। আশ্চর্য্য ঔষধ! অগণ্য কৃমি নির্গত হ'য়েছে। আমার রোগের যন্ত্রণা মাত্র নাই, তবে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল।

চিত্তহরা। (পদ্মাবতীর প্রতি) তুমি এখন যাও। ক'দিন দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রেছ, একটু বিশ্রাম করগে। আমি রাজার কাছে আছি।

[পদ্মাবতীর প্রস্থান।

মহারাজ, যদি আরোগ্য লাভ ক'রে থাকেন, দাসীকে পুরস্কৃত করুন।

অশোক। আমিই তোমার নিকট বিক্রীত, আর কি পুরস্কারের তুমি প্রার্থী? তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই।

চিত্তহরা। আমি সপ্তাহ মহারাজের নিকট রাজ্যভার প্রার্থনা ক'চ্ছি।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা, তোমার ব্যবহারে দিন দিন আমি বিস্মিত হ'চ্ছি! আমার ধারণা ছিল যে, তুমি ধর্ম্মপিপাসায় আমায় বরণ ক'রেছ। ভেবেছিলুম, সস্ত্রীক বুদ্ধদেবের কার্য্যে দিবারাত্র নিযুক্ত থাক্‌ব। আমি রাজ-ভিক্ষু, তুমি রাজভিক্ষুণী হবে। কিন্তু সে ধারণা আমার দিন দিন অপসৃত হ'চ্ছে। যে দিন তুমি আমার সঙ্গে রাজ্য-পরিদর্শনে যেতে অসম্মতা হও—ব'লেছিলে, অন্তঃপুরবাসিনীর অন্তঃপুরেই কার্য্য, পর্য্যটন কার্য্য নয়—আমার তখনই মনে সন্দেহ হ'য়েছিল। আমার এখন মনে হয়, তোমার ভোগ-বাসনা অতৃপ্ত। ভোগের নিমিত্ত রাজ-গৃহে আগমন ক'রেছ।

চিত্তহরা। মহারাজের তিরস্কার—আমার শিক্ষা। অবশ্যই আমার ত্রুটি আছে, নচেৎ মহারাজ কেন তিরস্কার ক'র্‌বেন। কিন্তু যে নিমিত্ত দেবসেবা পরিত্যাগ ক'রে রাজ-কার্য্য-ভার-গ্রহণ বাসনা ক'রেছি, অনুমতি হ'লে শ্রীচরণে নিবেদন করি।

অশোক। কি বল?

চিত্তহরা। মহারাজ, আপনি রাজভিক্ষু। ভিক্ষুর কর্ত্তব্য ও রাজার কর্ত্তব্য— উভয় কর্ত্তব্যই আপনার। আপনার পিতামহ-স্থাপিত ও আপনার বাহুবলে বর্দ্ধিত এই বিশাল সাম্রাজ্য যা'তে স্থায়ী হয়, যা'তে ভিন্নদেশে ভিন্ন রাজ্যেশ্বর হ'য়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব না হয়, যা'তে এক পরিবারের ন্যায় সমস্ত জম্বুদ্বীপ পাটলিপুত্রের অধিকার স্বীকারপূর্ব্বক শান্তিলাভ করে, এই বৃহৎ কার্য্য যদি মহারাজের কর্ত্তব্য-কার্য্য হয়, তাহ'লে—দাসীকে মার্জ্জনা ক'র্‌বেন—সে কার্য্যে মহারাজের ত্রুটি হ'চ্ছে।

অশোক। কেন?

চিত্তহরা। মহারাজ, দেহ চিরস্থায়ী নয়। আপনার অবর্ত্তমানে এ বিপুল রাজ্যভার কার উপর ন্যস্ত ক'র্‌বেন? পাটরাণীর একমাত্র পুত্র ভাবী সিংহাসন-অধিকারী কুনাল দূর তক্ষশিলায় থেকে কিরূপে রাজকার্য্যে দীক্ষিত হবে? মহারাজ যখন কুনালকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন, দাসী নিষেধ ক'রেছিল, মহারাজ তা গ্রাহ্য করেন নাই। বলেন—তক্ষশিলায়

রাজকার্য্য শিক্ষা করুক। কিন্তু সে শিক্ষার পরিচয় মহারাজ নিজমুখে দিয়েছেন। কুনাল সপত্নীক ভিক্ষার নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে গান করে।

অশোক। কিন্তু তুমি সে ভিক্ষুকের প্রেমের রাজ্য স্থাপন দেখ্‌লে কদাচ এ কথা ব'ল্‌তে না। তথায় রাজদণ্ডের প্রয়োজন নাই। শান্তি-রক্ষকের প্রয়োজন নাই। কুনালের শিক্ষায় তক্ষ-শিলাবাসী পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাবে অবস্থান ক'চ্ছে।

চিত্তহরা। মহারাজ, আমার সন্দিগ্ধ চিত্ত। আমার মনে হয়, তক্ষশিলাবাসীরা জানে যে, কুনাল মহারাজ অশোকের বাহুবল-রক্ষিত, সেই ভয়ে কুনালের বশীভূত। কিন্তু যেদিন সে ভয় দূর হবে, প্রেমের বশ্যতাও বর্জ্জন ক'র্‌বে। সাধারণ মানব-চরিত্রে এইরূপ আমার ধারণা। শাসন ও প্রেম রাজকার্য্যে উভয়ই প্রয়োজন।

অশোক। তোমার মন্তব্য কি?

চিত্তহরা। আমার মন্তব্য কতদূর আমার মুখে শোভা পাবে জানি না। পদ্মাবতী জীবিতা থাক্‌লে তাঁর শোভা পেত। আমি বিমাতা, আমার পুত্র নাই, আমার কুনালের জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল! আমি রাজ্যভার পেলে যেরূপে হয়, তারে গৃহে আন্‌ব।

অশোক। ভাল, তোমার যেরূপ অভিরুচি! আমি রাজ্যভার তোমায় সপ্তাহের জন্য প্রদান ক'চ্ছি। কল্য আমি গয়াধামে গমন ক'র্‌ব, বহু-দিন বোধিবৃক্ষ দর্শন করি নাই, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

[অশোকের প্রস্থান।

তৃষার প্রবেশ

তৃষা। এই পত্র শোন'—"কুনাল, তুমি রাজ-মহিষীর সহিত দুর্ব্ব্যবহার ক'রেছ; হয় মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রে তাঁর কৃপালাভ কর, নচেৎ নিজহস্তে চক্ষু উৎপাটনপূর্ব্বক তক্ষ-শিলা হ'তে দূর পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস কর।" আর এই পত্র তক্ষশিলার কর্ম্মচারীদের উপর—"পাষণ্ড কুনালের চক্ষুদ্বয় উৎপাটনপূর্ব্বক রাজ-সমীপে প্রেরণ কর', আর দুষ্টকে তক্ষশিলা হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দূর পর্ব্বত-শৃঙ্গে স্থান দিও।" এস, রাজার নামাঙ্কিত মোহর দিয়ে পত্র প্রেরণ কর।

চিত্তহরা। যদি সে চক্ষু উৎপাটন করে, এ কথা গোপন থাক্‌বে না। তাহ'লে আমার প্রাণবধ হবে।

তৃষা। চিন্তা ক'র না, রাজা স্বয়ংই ম'র্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

তক্ষশিলা—রাজকক্ষ

কুনাল ও কাঞ্চনমালা

কাঞ্চন। কুসুম সুন্দর যদি নয়,
কেন তায় পুজে দেবতায়?
ভোজ্য বস্তু সুস্বাদু সকল
দেবতার পদতলে কি হেতু অর্পিত?
দেবমূর্ত্তি সুন্দর গঠন কোন্‌ প্রয়োজন—
নর-দৃষ্টি যদি নাথ, প্রয়োজনহীন?
আমি তো তোমায়
কুসুমমালায় সাজায়ে জুড়াই প্রাণ!
অঙ্গের সৌরভে গরবে উথলে হৃদি!
শ্রবণবিবর মধুস্বরে তৃপ্ত মম!
প্রসাদ অমৃত হয় জ্ঞান,
স্পর্শে হয় স্বর্গ অনুভব!
হয় হ'ক নশ্বর এ সব,
তোমা ছাড়া নিত্য সুখ নহি অভিলাষী।

কুনাল। অন্তরের ফুলরাজি দেখ নাই ধ্যানে,
তাই তব নশ্বর কুসুমে অনুরাগ।
প্রকৃতির শোভা যা নেহার—
অস্ফুট অন্তর-ছবি মাত্র সে সুষমা;
নয়ন, শ্রবণ, নাসিকা, রসনা
কিম্বা স্পর্শেন্দ্রিয়—
অংশে অংশে করে মাত্র সুখ অনুভব।
পঞ্চসুখ একত্র মিলিত—
বর্দ্ধিত সহস্রগুণে—
সমাধিস্থ পুরুষের হয় উপভোগ।
সে সুখ-আশায়, নশ্বর ইন্দ্রিয়-লালসায়,
মুগ্ধ নহে চিত্ত মম।
নশ্বর এ দেহে তব কেন অনুরাগ?
এস, বসি দোঁহে ধ্যানে—
ধ্যান সংমিলনে
উভয়ে অনন্তে যাই মিলি।

কাঞ্চন। নিয়ত অনন্ত ভাবে তুমি মোর হৃদে,
সান্ত নহে—অনন্ত সে ভাব!
অন্তরে বাহিরে সমভাবে সে ভাব বিহরে—
ধ্যানে বা নয়নে পার্থক্য না হেরি নাথ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি হৃদয়-ঈশ্বর।

দূতের প্রবেশ

কুনাল। কে তুমি?

দূত। পাটলিপুত্র হ'তে মহারাজের পত্র এনেছি।

কুনাল। (পত্র মস্তকে স্পর্শ করিয়া পাঠ-পূর্ব্বক) এতদিনে মহারাজের কৃপায় আমার মমতা দূর হ'লো।

কাঞ্চন। কি পত্র?

কুনাল। এই দেখ। (পত্র প্রদান)

কাঞ্চন। (পত্র পাঠ করিয়া) নাথ, নাথ, তুমি তো কারো নিকট দোষী নও। তবে কেন মহারাজ লিখেছেন, তুমি মহারাণীর নিকট অপরাধী।

কুনাল। মহারাণী আমার শিক্ষার জন্য মহারাজকে এইরূপ ব'লেছেন। সকলে বলে—আমার নয়নদুটী সুন্দর। সেইজন্য বোধ হয় আমার চক্ষের উপর মমতা আছে। রাজরাণীর কৃপায় সে মমতা আমার দূর হবে।

দূত। কুমার, মহারাজের আদেশে আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি, আপনি পাটলিপুত্র যেতে প্রস্তুত?

কুনাল। না। (প্রণামান্তর দূতের প্রস্থানোদ্যোগ) যাবেন না। আপনি রাজদূত—আমার পূজ্য। আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।

দূত। আমার বহুকার্য্য, মার্জ্জনা ক'রবেন।

কুনাল। আপনি কি উত্তর ল'য়ে পাটলিপুত্র গমন ক'র্বেন? তবে যদি কৃপা ক'রে আমার নিকট পুনর্ব্বার আসেন, আমি কোন উপঢৌকন রাজরাণীর নিকট প্রেরণ ক'র্ব।

দূত। যে আজ্ঞা। [দূতের প্রস্থান।

কাঞ্চন। নাথ নাথ, তুমি কি তোমার চক্ষু উৎপাটন ক'র্বে?

কুনাল। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, সহধর্ম্মিণী, কর্ত্তব্যে বাধা দিও না।

কাঞ্চন। প্রভু, প্রভু, এ ছল! কদাচ এ মহারাজের পত্র নয়। কে ও দূত—এমন বিকট আকৃতি তো আমি কখন' দেখি নাই! আস্‌বামাত্র আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠেছে।

কুনাল। দূত যেই হ'ক, এ মহারাজের নামাঙ্কিত পত্র, আমি কদাচ রাজাদেশ লঙ্ঘন ক'র্ব না।

কাঞ্চন। চল, আমরা পাটলিপুত্রে যাই। মহারাজকে বলি, তুমি নিরপরাধ।

কুনাল। এ তো আমার অপরাধের দণ্ড নয়, এ আমার শিক্ষা। পাটলিপুত্র যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কাঞ্চন। নাথ নাথ, কি ব'লছ! কি সর্ব্বনাশ ক'র্বে?

কুনাল। সর্ব্বনাশ নয়। বার বার গর্ভযন্ত্রণা, মৃত্যুযন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভ ক'র্ব।

কাঞ্চন। নাথ, দাসীর বুকে কেন শেলাঘাত করেন?

কুনাল। প্রিয়ে, মন বাঁধ। উচ্চ কার্য্যের সহায় হও। আমার আদেশ, আমার মিনতি।

কাঞ্চন। তবে আমার চক্ষু উৎপাটন করো।

কুনাল। প্রিয়ে, তুমি আমার সেবা ক'র্তে ভালবাস, মঙ্গলময় তোমায় সম্পূর্ণ সেবার সুযোগ দিচ্ছেন। তুমি ক্ষোভবশতঃ অন্ধ হ'লে এ অন্ধের সেবা তো হবে না। শান্ত হও।

কাঞ্চন। (নীরবে রোদন)

কুনাল। প্রিয়ে, রোদন ক'র না। কারা আস্‌ছেন।

অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া কাঞ্চনমালার প্রস্থান

মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারিগণের প্রবেশ

কি মন্ত্রীমহাশয়, আপনারা বিষণ্ণ কেন?

মন্ত্রী। কুমার, দেখুন, এ কঠোর আজ্ঞা কে প্রতিপালন ক'র্বে? এ নিশ্চিত কোন শত্রুর প্ররোচনায়—নতুবা রাজা ক্ষিপ্ত। (কুনালের হস্তে আদেশ-লিপি প্রদান)

কুনাল। (লিপি পাঠ করিয়া) পত্র তো মহারাজের নামাঙ্কিত।

মন্ত্রী। হ'ক নামাঙ্কিত! রাজা স্বয়ং এসে আদেশ দিলেও আমরা এ কঠোর কার্য্যে প্রস্তুত নই।

কুনাল। রাজ্য-পরিচালনায় অনেক কঠোর কার্য্যের প্রয়োজন হয়, এ তো মন্ত্রীম'শায় অবগত আছেন।

মন্ত্রী। না, এরূপ কঠোর কার্য্যের প্রয়োজন হয় না। এ রাজকার্য্য নয়—এ বাতুলতা।

কুনাল। ছিঃ ছিঃ, ওরূপ ব'ল্‌বেন না।

মন্ত্রী। ব'লব না কি? আমরা বিদ্রোহী হ'তে প্রস্তুত। এ কার্য্য ক'র্‌বার আগে নিজের চক্ষু উৎপাটন ক'র্‌ব, স্ত্রীর চক্ষু উৎপাটন ক'র্‌ব, পুত্রের চক্ষু উৎপাটন ক'র্‌ব, বাহু ছেদন ক'র্‌ব। এই প্রেমিক পরমপুরুষের চক্ষু উৎপাটন—এ কথা শ্রবণেও পাতক আছে! আমরা একমতে দৃঢ়বাক্যে ব'ল্‌ছি, আমরা এ পত্রের আদেশ পালন ক'র্‌ব না।

কুনাল। মন্ত্রীবর, আপনাদের বিদ্রোহাচরণের প্রয়োজন হবে না, নিশ্চিন্ত হ'য়ে গৃহে যান।

মন্ত্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ, মহারাজ—আপনার উপর আমাদের কিরূপ শ্রদ্ধা—তা পরীক্ষা ক'র্‌বার জন্য পত্র দিয়েছেন। বোধহয়, আপনার নিকট অপর পত্রে মনোভাব ব্যক্ত ক'রেছেন যে, তিনি পরীক্ষার নিমিত্ত পত্র প্রেরণ ক'রেছেন।

কুনাল। যদিচ পত্রের মর্ম্ম ওরূপ নয়—আপনারা নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবাসে যান।

সকলে। জয় কুমার কুনালের জয়! জয় ধর্ম্মপ্রচারক কুনালের জয়! জয় প্রজাপালক কুনালের জয়! জয় মানববন্ধু কুনালের জয়! জয় পরম শিক্ষাদাতা কুনালের জয়!

[মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

দূতের প্রবেশ

দূত। আমি অদ্যাই প্রত্যাগমন ক'রব। কি উপঢৌকন আছে, দিন।

কুনাল। আমি আস্‌ছি—অপেক্ষা করুন।

[কুনালের প্রস্থান।

দূত। উঃ, বুদ্ধ এরে দিবারাত্র কোলে ল'য়ে অবস্থান ক'চ্ছে! এ কি উচ্চ মানব-প্রকৃতি! এ কি দেহের মমতা-বিসর্জ্জন! এর নরকেও তো শান্তি ভঙ্গ হবে না। বুদ্ধ নির্ব্বাণ-লাভ ক'রে একেই কি বোধিসত্ত্ব প্রদান ক'র্‌বে!

উৎপাটিত চক্ষুদ্বয় কৌটায় লইয়া অন্ধ কুনালের প্রবেশ

কুনাল। মহাশয়, গ্রহণ করুন।

[কৌটা লইয়া দূতের প্রস্থান।

কাঞ্চনমালার পুনঃ প্রবেশ

কেমন, তুমি প্রস্তুত?

কাঞ্চন। আমি দাসী। তোমার যা আজ্ঞা তাই হবে। কিন্তু কোথায় যাবে?

কুনাল। প্রিয়ে, অন্ততঃ ছদ্মবেশে এ পুরী পরিত্যাগ করা বিশেষ প্রয়োজন। আমি রাজাদেশে চক্ষু উৎপাটিত ক'রেছি। আমায় এ অবস্থায় দেখে সকলে রাজদ্রোহী হবে। আজ গভীর রাত্রে আমরা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বেশে নগর হ'তে বহির্গত হব। জেন, প্রিয়ে, সে বেশ ছদ্মবেশ নয়, আজ হ'তে ভিক্ষা আমাদের জীবিকা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর

চিত্তহরা ও তৃষা

চিত্তহরা। তোমাদের কথায় আর আমার বিশ্বাস নাই। তোমরা আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে। আমি পত্র প্রেরণ ক'রে ছদ্মবেশে স্বয়ং তত্ত্ব নিতে গিয়েছিলুম। কুনাল চক্ষু উৎপাটন ক'রে গভীর নিশীথে সস্ত্রীক তক্ষশিলা পরিত্যাগ ক'রে কোথা চ'লে গিয়েছে। রাজ-কর্ম্মচারীরা চতুর্দ্দিকে তার অনুসন্ধান ক'চ্ছে। আমার পত্র ল'য়ে রাজার নিকট উপস্থিত হবার পরামর্শ ক'রেছে। তাদের মনে দৃঢ় ধারণা যে, পত্র জাল। সংবাদ পেলেই রাজা আমার প্রাণবধ ক'র্‌বে। কুনালকেও পেলুম না। —আমার প্রাণবধও হবে।

তৃষা। তুমি রাজার প্রাণবধ ক'রে সুখে রাজ্যভোগ কর।

চিত্ত। মুখের কথা তো ব'ল্‌লে! আমি রাজপুরী ছিলেম না, এ সংবাদ পেয়ে রাজা আমার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট।

তৃষা। শোন'! আমি গয়ায় মন্ত্রপূত সূত্র দ্বারা বোধিবৃক্ষ বেষ্টন ক'রে এসেছি, বৃক্ষ শুষ্ক হ'চ্ছে। সে সূত্র অপর হস্তে ছেদিত হবে না। তুমি এই অস্ত্র নাও। এই অস্ত্র দ্বারা সূত্র ছেদিত হ'লেই বৃক্ষ হ'তে বহু শাখা নির্গত হ'য়ে বৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হবে। তখন তুমি রাজাকে যা ব'লবে, রাজা শুন্‌বে। তুমি ব'লবে

—"আপনার রোগের শেষ আছে, এই ঔষধ সেবন করুন—তাহ'লে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ ক'র্বেন ও দীর্ঘজীবী হবেন।" রাজা ম'লে তুমিই রাজরাণী, আমরা তোমায় সাহায্য ক'র্ব। আর তোমায় বাধা দেয় কে! এই অস্ত্র নাও, আর এই বিষ নাও। তুমি আমাদের অবিশ্বাস কর! অচিরে বুঝ্বে, তুমি আমাদের আপনার লোক। আর ভাণ্ডার তো তোমার হাতে—ভাণ্ডারের ধন বিতরণ ক'রে সেনাদের বশীভূত কর'। আর রাজার বিরোধী লোক অনেক আছে, নানাপ্রকার উৎসব ক'রে তাদেরও বশে আন', তাহ'লেই রাজ্য তোমার। এক অশোককে ভয়, সে ম'লে কে আর তোমায় বাধা দেবে?

[তৃষার প্রস্থান।

চিত্তহরা। আমার ভয়ে প্রাণ কাঁপ্ছে! এর মুখের ভাব দেখে বোধ হয়, যেন আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ ক'চ্ছে। আমি ওদের আপনার লোক! ওরা তো দানব-দানবী—ভূত-প্রেতিনী! কি ব'লে গেল! অদৃষ্টে যা থাকে হবে, তক্ষশিলার সংবাদ না আস্তে আস্তে রাজাকে বিষ দেব।

[চিত্তহরার প্রস্থান।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মাবতী। কি হবে, কি ক'রবে! কুনাল সম্বন্ধে কি ব'ল্লে বুঝ্তে পারলুম না। নিশ্চয় বাছার কোন অনিষ্ট সাধন ক'রেছে। রাজাকে বিষ দেবার কথা কি ব'ল্লে! আমি আকালকে সমস্ত কথা বলি, সে যদি কোন উপায় ক'রতে পারে। [প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-সম্মুখস্থ পথ

পর্ব্বতগাত্রে অশোকের 'আদেশ' খোদিত
কয়েকজন পথিকের প্রবেশ ও 'আদেশ' পাঠকরণ

দেবীর প্রবেশ

দেবী। (স্বগত) আমার প্রাণ কেন আজ এত ব্যাকুল হ'চ্ছে! আমার প্রাণের ভিতর যেন হাহাকার-ধ্বনি উঠ্ছে! যেন "কুনাল কুনাল"—ব'লে আমার প্রাণ কাঁদছে! বাছার কি কোন অমঙ্গল হ'ল! আমি তো স্থির থাক্তে পাচ্ছি নে!

১ পথিক। ওরে ওরে! এ'কে জিজ্ঞাসা করি আয়—

২ পথিক। ও মেয়েমানুষ—ভিক্ষুণী। ও কি ব'লবে?

১ পথিক। আরে, না না, উনি সর্ব্বস্থানে ঘুরে বেড়ান। লোককে বুঝিয়ে দেন, এর মর্ম্ম কি।

২ পথিক। ইনি কে?

১ পথিক। জিজ্ঞাসা কচ্ছি, দাঁড়া। (অগ্রসর হইয়া) হ্যাঁ মা, এই পর্ব্বতের গায়ে কি লেখা?

দেবী। মহারাজ পর্ব্বতগাত্রে খোদিত ক'রে প্রজাদের আদেশ দিয়েছেন যে—সকলে দানধর্ম্ম আচরণ ক'রে ইহকাল ও পরকালের কার্য্য কর। উচ্চ-নীচ সকলেই মুক্তির অধিকারী। কঠোর আত্মত্যাগই সাধন। এ সাধন—হীন অপেক্ষা উচ্চ ব্যক্তির কঠিন।

১ পথিক। মা, আমরা ব্যাপারী, দেশ-বিদেশে বেড়াই; সকল জায়গাই তোমাকে দেখি। যেখানে যেখানে এম্নি সব লেখা আছে, তুমি বুঝিয়ে দাও। তুমি কে মা?

দেবী। আমি রাজদাসী, আমার এই কার্য্য।

২ পথিক। ওঃ, খুব পাকা পাকা কথা সব রাজা লিখে দেয়! আমরা কি সব বুঝ্তে পারি? তবে এই বুঝি—এক মুঠো থাকে, কেউ খেতে চায়, আধ মুঠো দিয়ে খাব।

দেবী। বাবা, ক্রমে সব বুঝ্বে।

৩ পথিক। কি ক'রে লিখ্লে?

দেবী। (স্বগত) না, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছিনে। আমার আরও প্রাণ আকুল হ'চ্ছে! কোথাও নির্জ্জনে ব'সে ধ্যান করি।

[দেবীর প্রস্থান।

অন্ধ কুনালের হস্ত ধরিয়া কাঞ্চনমালার প্রবেশ

উভয়ের গীত

কুনাল। মানস-সরে চিত-কমল-কলি,
জ্ঞানারুণ হেরি হাসে।
কাঞ্চন। হৃদয়চাঁদ মম অন্তরে বাহিরে,
চিত-কুমুদিনী সনে বিহরে বিলাসে॥
কুনাল। নশ্বর নয়ন নাহি আর কাজ,
কাঞ্চন। শত আঁখি পেলে মম হেরি হৃদিরাজ;
কুনাল। পূর্ণ পূর্ণ কিবা নির্ম্মল জ্যোতি,

কাঞ্চন। পূর্ণ পূর্ণ প্রাণ—পাশে প্রাণপতি,
কুনাল। মুক্ত মুক্ত—গেল বন্ধন-পাশ,
কাঞ্চন। পতি-পদ-আশ,
সোহাগে প্রাণ বাঁধা পতি-প্রেম-ফাঁসে।
উভয়ে। মাধুরী-সাগরে অন্তর ভাসে॥

জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ

বৃদ্ধা। আহা, কার বাছারে! আহা, দুটি চক্ষু নাই! বুঝি খায় নাই—রোদে রোদে ঘুরে ঘুরে বাছাদের মুখ দুখানি শুকিয়ে গিয়েছে। আহা বাছারা, আমাদের বাড়ীতে এসে একটু জিরুবি? আয়, খুদ কুড়ো যা ঘরে আছে, খেয়ে যাবি।

কুনাল। চল, মা দয়াময়ি!

১ পথিক। ওগো ওগো, পয়সা নেবে? আমরা দিচ্ছি—এই নাও।

কাঞ্চন। না বাবা, আমরা ভিক্ষু, আমাদের উদর পূর্ণ হ'লেই যথেষ্ট, আর আমাদের প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধা। এস, বাবা, এস!

[বৃদ্ধার পশ্চাৎ কুনালের হস্ত ধরিয়া কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

২ পথিক। দেখ্, বড় ঘরের ছেলে—বড় ঘরের মেয়ে! এখন এই সব হ'য়েছে। যে-সে ভিখিরী হ'লে কি পয়সা ছাড়ে!

দেবীর পুনঃ প্রবেশ

দেবী। নিশ্চয় কুনালের কণ্ঠস্বর! (পথিকগণের প্রতি) বাবা, এইখানে কে গান ক'চ্ছিল নয়?

১ পথিক। হ্যাঁ মা! একটি অন্ধ বেটাছেলে আর তার সঙ্গে একটি টুকটুকে মেয়ে। আমরা পয়সা দিতে চাইলুম,—নিলে না। এক বুড়ী তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।

দেবী। তারা কোন দিকে গেল, বাবা, কোন দিকে গেল?

নেপথ্যে কুনালের সঙ্গীত

কায়-বাক্য-মন নহে তো আমারি
সকলই তোমারই—
বারি সনে কবে মিশাইবে বারি!

দেবী। ঐ যে আমার কুনাল—ঐ যে আমার কুনাল!

[বেগে দেবীর প্রস্থান।

২ পথিক। আহা, এই মাগীর বুঝি কেউ হবে রে! চল চল, দেখিগে।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

বুদ্ধগয়া—শুষ্ক বোধিবৃক্ষ-সম্মুখ

অশোক, বৌদ্ধগণ, রাধাগুপ্ত ও পারিষদগণ

অশোক। আমরা নিষ্ফল তিন দিন অনাহারে প্রার্থনা ক'চ্ছি, বৃক্ষ দিন দিন অধিক শুষ্ক হ'চ্ছে! অবশ্য রাজ্য কোন মহাপাপে কলুষিত। রাজার পাপেই রাজ্য কলুষিত হয়। এর কি প্রায়শ্চিত্ত! আপনারা আজ্ঞা করুন।

১ বৌদ্ধ। মহারাজ, অকারণ কেন আত্ম-নিন্দা ক'চ্ছেন? আপনি রাজর্ষি, পরম নির্ম্মল —এর কোন গূঢ় তত্ত্ব আছে, গুরুদেব উপগুপ্তের নিকট তাঁর শিষ্যেরা গিয়েছেন, অচিরে তাঁরে ল'য়ে হেথা উপস্থিত হবেন।

অশোক। মন্ত্রীবর, রাজ্যে প্রচার কর, যে এই বোধিবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত ক'রবে, আমি তা'রে রাজ্যেশ্বর ক'রব। জগতে যে যে প্রিয় বস্তু তার প্রার্থনা—সমস্তই তা'রে প্রদত্ত হবে।

চিত্তহরার প্রবেশ

এ কি, তুমি হেথায় কেন? সংবাদ পেলেম, তুমি অতি দুর্নীত কার্য্য ক'রেছ। আমার অনুপস্থিতিতে নগরে কুৎসিত উৎসবাদি সম্পন্ন হ'য়েছে। সেনাদের ভাণ্ডার হ'তে ধন বিতরণ ক'রেছ, তারা রাজমন্ত্রীদের উপেক্ষা করে। তুমি গুপ্তবেশে যথায় ইচ্ছা গমন কর, তোমার বিরুদ্ধে এ সকল কি সংবাদ?

চিত্তহরা। মহারাজ, আমার কার্য্য—আমি কার্য্যে পরিচয় প্রদান ক'রব। সমস্ত কার্য্যই দেবাদেশে ক'রেছি—দেবতার প্রসাদে আমি এই জীর্ণ বোধিবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত ক'রব। এই দণ্ডেই বৃক্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা বহু নবশাখা বিস্তার ক'রে আমার নিন্দুকের মস্তক অবনত ও আমার প্রতি দেব-কৃপা সপ্রমাণ ক'রবে। এই সূত্ররূপ বৃক্ষনাশক কীট অপর অস্ত্রে ছেদিত

হবে না,—যদি কার' ইচ্ছা হয়, পরীক্ষা করুন।

অশোক। না, না, পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। তুমি বৃক্ষ সজীব কর, আমারও প্রাণদান কর।

চিত্তহরার সূত্র কর্ত্তন এবং বৃক্ষের পুনজ্জীবিত হওন

সকলে। ধন্য রাজরাণী ধন্য!

চিত্তহরা। মহারাজ, দেবাদেশে আমি অর্থ ব্যয় ক'রেছি—নিন্দুকেরা অপবাদ দিয়েছে। দেব-কৃপায় আমি আর এক পরম রত্ন প্রাপ্ত হ'য়েছি। মহারাজের এখনও পীড়া উপশম হয় নাই, পীড়ার শেষ আছে। এই ঔষধসেবনে রোগ হ'তে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ ক'র্‌বেন আর প্রজার সুখবর্দ্ধনের নিমিত্ত দীর্ঘজীবী হবেন। কার্য্যান্তে দাসী রাজচরণে বিদায় গ্রহণ ক'র্‌বে।

নেপথ্যে কুনালের গীত

শ্বাস-বায়ু, তুমি জীবন প্রাণ,
নাথ, হর অহমিতি অভিমান;
ধায় ধায় চিত উধাও ধায়ে,
চাহে চাহে—যায় বিশ্বে মিলাইয়ে;

অশোক। এ কে গান ক'চ্ছে—যেন কুনালের কণ্ঠস্বর অনুমান হ'চ্ছে। মন্ত্রীবর, দেখ—গায়ককে সত্বর হেথায় ল'য়ে এস!

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

চিত্তহরা। (স্বগত) আর বিলম্ব নয়, কুনাল এসেছে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, মহারাজ, ঔষধ সেবন করুন।

অশোক। প্রিয়ে, বোধ হয় তোমার কুনাল আস্‌ছে।

চিত্তহরা। মহারাজ, মহারাজ, শুভক্ষণ ব'য়ে যাচ্ছে, আর এক মুহূর্ত্ত গত হ'লে ঔষধের ফল হবে না।

ঔষধ প্রদানোদ্যতা

বেগে আকালের প্রবেশ

আকাল। দুষ্টা, বারবিলাসিনি! (চিত্তহরার হস্ত হইতে ঔষধ কাড়িয়া লওন)

অশোক। আকাল, আকাল, তুমি কি ক্ষিপ্ত? রাজ্ঞীকে কি ব'ল্‌ছ?

আকাল। মহারাজ, এ বারবিলাসিনী, আপনার ভ্রাতা সুসীমের উপপত্নী ছিল। এ বিষ। মহারাজকে বিষ দিয়ে মহারাজের প্রাণ নষ্ট ক'র্‌তে এসেছে।

চিত্তহরা। মহারাজ, এত অপকলঙ্ক আমার অদৃষ্টে ছিল! আমাকে বিদায় দিন, আমি চ'ল্‌লুম।

আকাল। মহারাজ, যেতে দেবেন না, দুষ্টার প্রাণদণ্ড করুন।

চিত্তহরা। মহারাজ, কত অপমান সহ্য ক'র্‌ব?

অশোক। প্রিয়ে, স্থির হও! দোষীর সমুচিত দণ্ড এখনই বিধান হবে। (আকালের প্রতি) তুমি কিরূপে জান্‌লে—এ বিষ?

আকাল। মহারাজ, এ দুষ্টা—পিশাচিনীর সখী। পৈশাচিক কুহকে বোধিবৃক্ষ শুষ্ক হ'য়েছিল, পৈশাচিক শক্তিতে পুনজ্জীবিত হ'য়েছে।

অশোক। এ সংবাদ তুমি কিরূপে অবগত?

আকাল। যে চণ্ডালিনী আপনার পরিচর্য্যা ক'রেছিল, সে সমস্ত পরামর্শ শুনেছে, তার নিকট আমি শ্রবণ ক'রেছি।

চিত্তহরা। মহারাজ, বিচার করুন, বাক্-শক্তি নাই। আমি চ'ল্‌লুম।

গমনোদ্যতা

আকাল। মহারাজ, ধরুন, আমি প্রমাণ দিচ্ছি। আপনি আমার জীবন দান ক'রেছিলেন, সেই জীবন আপনাকে পুনরর্পণ ক'চ্ছি। আমার মৃত্যুতে আপনি পিশাচিনীর হস্ত হ'তে মুক্তিলাভ করুন।

বিষ পান

অশোক। আকাল, আকাল, বিষ যদি তো কেন পান ক'র্‌লে?

আকাল। নচেৎ মহারাজ, এ পাপিনীকে অবিশ্বাস ক'র্‌তেন না। আমার কণ্ঠস্বর রোধ হ'চ্ছে; মহারাজ—বিদায়—

আকালের পতন

চিত্তহরা। মহারাজ, এ আমার শত্রুর ছল। আমার সঙ্গে এত শত্রুতা, এ স্থলে আমি আর থাক্‌ব না।

গমনোদ্যতা

অশোক। কদাচ যেতে পাবে না। বিষ বা আকালের কপটতা—পরীক্ষিত হোক্।

রাধাগুপ্ত ও পশ্চাৎ কুনালকে লইয়া কাঞ্চনমালার প্রবেশ

কুনালের গীত

কায়-বাক্য-মন নহে তো আমারি
সকলই তোমারই—
বারি সনে কবে মিশাইবে বারি!
শ্বাস-বায়ু তুমি জীবন প্রাণ,
নাথ, হর অহমিতি অভিমান;
ধায় ধায় চিত উধাও ধায়ে,
চাহে চাহে—যায় বিশ্বে মিলাইয়ে;
বিস্তৃত জীবন, বিস্তৃত প্রাণ-মন,
ভুবনবিহারী, শুদ্ধ বোধোদয় মোহ-তমোহারী
মাগে ভিখারী!

দেবীর প্রবেশ

দেবী। মহারাজ, আপনার পুত্র, পুত্রবধূকে গ্রহণ করুন। বাছারা পথে পথে ভিক্ষা ক'রে উদর পূরণ ক'রেছে। হা অদৃষ্ট!

অশোক। এ কি দেবি! আমার কুনালের এ দশা কেন? (কুনালের প্রতি) বাবা কুনাল, তোমার এ দুর্দ্দশা কে ক'রেছে?

তক্ষশিলা হইতে প্রেরিত দূতের প্রবেশ

দূত। কঠিন পিতৃ-আজ্ঞায়! (পত্র প্রদান)

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! দুশ্চারিণী, এ তোরই কার্য্য।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মাবতী। বাবা, বাবা—কুনাল, তোমার এ দশা হ'লো! আমি কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রবো! আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিলুম, সেই জন্য কি আমার আর মুখ দর্শন ক'রবে না! বাবা, বনবাসে তোমার ওই অলোক-সুন্দর মুখমণ্ডল মনে ক'রে জীবন ধারণ ক'রেছি। তোমায় রাজ্যেশ্বর দেখ্‌বে—যেদিন তোমায় প্রসব ক'রেছি—সেই দিন থেকে আমার সাধ—সে সাধে কেন বজ্রাঘাত হ'লো! বাবা, তোমায় অন্ধ দেখে এখনও আমার চক্ষু উৎপাটিত হ'লো না! বাবা, বাবা, কুনাল, আমার অঞ্চলের নিধি, এ কি হ'লো!

অশোক। এ কি, পদ্মাবতী! আমি এতদিন তোমায় চিনেও চিন্‌তে পারি নাই!

কুনাল। মহারাজ, বনে চণ্ডালগৃহে বাস ক'রে জননী আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্রকে ধাত্রীরূপে পালন ক'রেছিলেন। সেই পালনের নিমিত্তই অজ্ঞাতবাস ক'রেছেন। ইনি আমার গর্ভধারিণী, তদপেক্ষা মহাত্মা ন্যগ্রোধের ধাত্রীজননী!

অশোক। দেবি, তোমার আত্মত্যাগের তুলনা হয় না! তুমি চণ্ডালিনীবেশে এই পাপিনীর কিঙ্করী হ'য়ে রাজগৃহে বাস ক'রেছ! (কুনালের প্রতি) বাবা কুনাল, তোমার স্ত্রৈণ পিতার কি প্রায়শ্চিত্ত, বল?

কুনাল। পিতা, আমি জড়চক্ষুহীন, কিন্তু বুদ্ধদেবের কৃপায় আমার দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত! অলীক দৃষ্টির পরিবর্ত্তে দেবদৃষ্টি লাভ ক'রেছি। সমস্তই বিমাতার কৃপায়!

অশোক। মন্ত্রি, এই পাপিনীর কি শাস্তি বিধান কর? কিরূপে এর প্রাণদণ্ড করা উচিত?

কুনাল। মহারাজ, দাসকে ভিক্ষা দিন, প্রাণদণ্ড হ'লে পরম-প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপে বঞ্চিত হবে। অভাগিনীকে অনুতাপের সময় দিন!

অশোক। না, বৎস, তোমার ন্যায় দেবত্ব আমার লাভ হয় নাই।

চিত্ত। (বিষের মোড়ক বাহিরপূর্ব্বক সেবন করিয়া) কুৎসিত রাজা, তুই আমায় কি দণ্ড প্রদান ক'রবি? আমার নিকট এখনও ঐ তীব্র বিষ ছিল—আমার যন্ত্রণার এখনই অবসান হবে। তুই যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ কর। (কুনালের প্রতি) কুনাল, তোর দয়া আমার পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা! তুই আমায় উপেক্ষা ক'রেছিলি, তোর চক্ষুউৎপাটন ক'রে শাস্তি দিয়েছি। কিন্তু দেখ্‌ছি, সে তোর শাস্তি নয়। মৃত্যুর পর যদি আস্‌বার উপায় থাকে, আমি তোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরে দেখ্‌ব—কিসে তোর শাস্তি হয়। (পতন ও মৃত্যু)

দেবী। মহারাজ, সাধ্বী রাজ-কুল-বধূকে আশীর্ব্বাদ করুন। কি যত্নে তোমার অন্ধপুত্রের সেবা ক'রেছে—আমার কণ্ঠে বাগ্‌দেবী এলেও বর্ণনা ক'র্‌তে অক্ষম হব।

অশোক। দেবি, আমি এই সাধ্বী জননীর কি পুরস্কার দেব—মা'র আমার চিত্ত-প্রসাদ

পুরস্কার! মাগো, তোমার স্বামী অন্ধ, তুমি রাজরাণী হবে না—এই খেদে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে!

কাঞ্চন। পিতা, আক্ষেপ ক'র্বেন না! পতিপ্রেমে আমি ইন্দ্রাণী অপেক্ষা বৈভবশালিনী। আমি পরম সম্পদ্ পতি-সেবার অধিকার প্রাপ্ত হ'য়েছি, আমি অন্য সম্পদ্ প্রার্থী নই।

পদ্মাবতী। (কাঞ্চনমালাকে আলিঙ্গন করিয়া) মা, মা আমার!

উপগুপ্তের প্রবেশ

অশোক। গুরুদেব, গুরুদেব! দেখুন, কত দিনে আমার শাস্তির অবসান হবে! ধিক্ রাজ্য, অশোক নামে ধিক্! বীতশোকের ছিন্ন মস্তক দেখেছি, রাজরাণীকে বনবাসিনী ক'রেছি, আজ আমার বংশধর কুনাল চক্ষুহীন! পরমসুহৃদ্ প্রভুভক্ত আকাল বিষপানে মৃত! প্রভু, আমি কি ক'রে জীবন ধারণ ক'র্ব!

উপগুপ্ত। মহারাজ, দেহীর ধৈর্য্যাবলম্বনই শান্তির একমাত্র উপায়। সংসার যদি কণ্টক-শয্যা না হ'ত, কে নির্ব্বাণ-কামনা ক'র্ত? মহারাজ, প্রভুর পরম কৃপায় সংসার বিষবৎ জ্ঞান হয়। আকাল, ওঠ'! তোমার রাজভক্তির আদর্শ-প্রদান সম্পূর্ণ হয় নাই।

আকাল। (ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া) প্রভু, আবার ফেরালেন! আস্তে আস্তে দিব্বি আলো দেখ্তে দেখ্তে যাচ্ছিলুম!

উপগুপ্ত। বৎস, অচিরে নর-চক্ষে দিব্য-জ্যোতি দর্শন ক'র্বে! বৎস কুনাল, বুদ্ধদেব তোমার যেরূপ অন্তরে দর্শন দিচ্ছেন, জড়-দৃষ্টিতেও সেইরূপ দর্শন দেবেন, সেই জন্য তোমার কুনাল-চক্ষু পুনরায় প্রাপ্ত হও।

পদ্মাবতী। কৃপাময়, নিরানন্দ হৃদয়ে আনন্দদাতা!

অশোক। প্রভু, প্রভু, যদি কৃপা ক'রেছেন, আর আমায় রাজকার্য্যে লিপ্ত রাখ্বেন না। কুনালকে সিংহাসন প্রদান ক'রে দাসকে আপনার পদ-সেবায় নিযুক্ত করুন।

কুনাল। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন, আমি ভিক্ষুব্রত অবলম্বন ক'রেছি, সে ব্রত ভঙ্গ ক'র্বেন না।

উপগুপ্ত। মহারাজ, পাটলিপুত্রে চলুন।

অশোক। প্রভু, আর আমার সিংহাসনে ইচ্ছা নাই।

উপগুপ্ত। কুনালের পুত্র সম্প্রীতিকে সিংহাসনে অভিষেক ক'রে যেরূপ ইচ্ছা ক'র্বেন। (চিত্তহরাকে নির্দ্দেশ করিয়া) এ হত-ভাগিনী রাজ-গলে মাল্য প্রদান ক'রেছিল, এর সংকারের আজ্ঞা দিন।

আকাল। প্রভু, কৃপা ক'রে একবার বাঁচিয়ে দিন—বেটীর চক্ষু-লজ্জা হয় কিনা, দেখি।

উপগুপ্ত। বৎস, এ পাষাণীকে মার নরকে ল'য়ে স্থান দিয়েছে। পাপিনীর প্রাণ আর দেহে নাই।

আকাল। বেটীকে নিয়ে মার বেটাও ত্রাহি ত্রাহি ডাক্বে! ভাল, প্রভু, ও তো মারের সহ-চরী, মার কেন ওকে নরকে দিলে?

উপগুপ্ত। নরক মারের রাজ্য—মার স্বয়ং নরকবাসী—সমস্ত পাপীর উপর তার অধি-কার। প্রজাবৃদ্ধির জন্য মানবকে প্রতারিত করে। চলুন, মহারাজ, বিলম্বের প্রয়োজন নাই। [রাধাগুপ্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দুইজন মার-অনুচরের প্রবেশ

১ চর। মন্ত্রীমহাশয়, আমরা সংকার ক'র্ব।

রাধাগুপ্ত। কি পুরস্কার প্রার্থনা কর?

২ চর। কার্য্য শেষ ক'রে পুরস্কার গ্রহণ ক'র্ব—আপনি যান।

রাধাগুপ্ত। (স্বগত) ও বাবা, এরা কে! যে হ'ক, আমি নিশ্চিন্ত। [রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

মারের প্রবেশ

মার। ল'য়ে যাও, রাখ অস্থি নরকের দ্বারে।

[শব লইয়া মার-অনুচরদ্বয়ের প্রস্থান।

বোধিবৃক্ষ,
তব মূল কলুষিত করিব নিশ্চয়—
রহ রহ, সময়সাপেক্ষ মাত্র তাহা।
তব মূল শান্তিময় স্থান না রহিবে—
হিন্দুসনে মহা দ্বন্দ্ব বৌদ্ধের বাধিবে।
কিন্তু এই নিদারুণ খেদ,
নির্ম্মূল না হবে কোন কালে—
লঙ্কাদ্বীপে শাখা তব যত্নে আরোপিত।
যাক্, যা হবার হবে!

উপস্থিত উপায় কি করি?
পরাভব নেহারি শিহরি,
তবু নাহি ক্ষমা দিব রণে।
দৃঢ় দুর্গ আছে মম অশোক-হৃদয়ে—
অহঙ্কার—রাজ্য-অহঙ্কার তার মনে!
তবে কি হেতু নিরাশ—
অহঙ্কার কে পারে ত্যজিতে?
করে যদি সসাগরা ধরণী প্রদান,
শতগুণে অহঙ্কার হবে বলবান্,
পাবে তায় কিরূপে নিস্তার?
না না, ভয় হয়,
অলক্ষিত কি আছে আশ্রয়—
যাহে পদে পদে পরাজয় মম।
থাকে যেবা থাকুক আশ্রয়—
অহঙ্কার দুর্ম্মদ সহায় মম।
কি হেতু সংশয়,
কি হেতু আশঙ্কা আর?
রণজয় নিশ্চয় হইবে। [প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—অশোকের কক্ষ

রাধাগুপ্ত ও আকালের প্রবেশ

রাধাগুপ্ত। আকাল, সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে, দেখ্‌ছ না?

আকাল। ম'শায়, আমার সর্ব্বও কখন ছিল না, নাশও কার নাম জানি না।

রাধাগুপ্ত। ব্যঙ্গ ক'র না, মহারাজ স্বর্ণ-পাত্রে ভোজন ক'র্‌তেন। প্রতিদিন সে স্বর্ণ-পাত্র সঙ্ঘকে পাঠিয়েছেন।

আকাল। আজ্ঞে হ্যাঁ! তারপর বুদ্ধি ক'রে মহারাজকে রৌপ্য-পাত্রে আহার ক'র্‌তে দিয়ে-ছিলেন। তাও বন্ধ ক'রে লৌহ-পাত্রে দিয়ে-ছিলেন। তারপর মৃত্তিকাপাত্র দিয়েছেন।

রাধাগুপ্ত। তোমার মতন তো দায়িত্বহীন আমরা নই। মহারাজ পৌত্রকে রাজ্য অর্পণ ক'রেছেন। ভাণ্ডারের সমস্ত অর্থ যদি বৌদ্ধ-সঙ্ঘের জন্য ব্যয় ক'র্‌বেন, রাজকোষ শূন্য হ'লে রাজ্য চ'ল্‌বে কি প্রকারে?

আকাল। যা ক'র্‌বার তা তো ক'রেছেন, এখন আমায় ব'ল্‌ছেন কি?

রাধাগুপ্ত। এখন' রাজাকে ক্ষান্ত কর।

আকাল। আর কি ক্ষান্ত ক'র্‌ব, আজ্ঞা করুন! ভূমি-শয্যা, মৃত্তিকা-পাত্রে আহার, পীতবস্ত্র পরিধান, আর কি বাসনা আছে বলুন?

রাধাগুপ্ত। চুপ কর!

অশোকের প্রবেশ

অশোক। আকাল, যদি কেউ আমার আজ্ঞাবাহী থাকে—এই আমার হস্তস্থিত অর্দ্ধ আমলকী যেন সঙ্ঘকে প্রদান করে। তুমি জান', আর আমার কিছুই নাই। এই অর্দ্ধ আমলকী আমার সম্বল। যদি আজ্ঞাবাহী কাকেও না পাও, তুমি স্বয়ং এ কার্য্য ক'র।

আকাল। মহারাজ, এ কাজের লোকের ভাবনা কি? মন্ত্রীম'শায় মাথায় ক'রে দিয়ে আসবেন। ভিক্ষুরাও বুঝ্‌বে যে, রাজার কাছে আর পাওনা-থোওনা কিছু নাই।

রাধাগুপ্ত। মহারাজ, কেন এরূপ আজ্ঞা ক'চ্ছেন? আমরা আপনার আজ্ঞাবাহী র'য়েছি।

আকাল। দিন, মহারাজ, মন্ত্রীম'শায়ের আর ক্লেশের আবশ্যক নাই, আমিই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অশোক। ব'ল', সঙ্ঘের যেন সকলে এর এক এক অংশ গ্রহণ করেন—আমার আর কিছুই নাই।

আকাল। (স্বগত) দশহাজার ভিক্ষু—বখ্‌রা ক'র্‌তে বড় প্যাঁচ প'ড়্‌বে।

[আকালের প্রস্থান।

উপগুপ্তের প্রবেশ

অশোক। প্রভু, আজও কি মারের অধিকার আমার অন্তরে আছে? এত যন্ত্রণাতেও কি আমার ভোগের অবসান হয় নাই?

উপগুপ্ত। মহারাজ, যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ হবেন না। বটবৃক্ষের মূলের ন্যায় পাপবৃক্ষ হৃদয় অধিকার করে। স্থান-খনন ব্যতীত যেমন সেই দৃঢ়মূল বট নির্ম্মূল হয় না, অন্তরে আঘাত ব্যতীত পাপের মূলও নির্ম্মূল হয় না।

অশোক। রাধাগুপ্ত, এখন তোমাদের মহারাজা কে?

রাধাগুপ্ত। মহারাজ বিদ্যমান র'য়েছেন।

অশোক। সত্য ব'ল্‌ছ?

রাধাগুপ্ত। দাস তো কখন' মিথ্যা বলে না।

অশোক। এখন' আমি রাজা?

আকালের পুনঃ প্রবেশ

রাধাগুপ্ত। হ্যাঁ, মহারাজ!

অশোক। তবে আমি তোমার সম্মুখে বৌদ্ধ-সঙ্ঘকে সসাগরা পৃথিবী দান ক'র্‌লেম।

রাধাগুপ্ত। প্রভু, প্রভু, আপনারাই রাজ্য স্থাপন ক'রেছিলেন, আপনারাই রাজ্য নষ্ট ক'র্‌লেন।

উপগুপ্ত। মন্ত্রীবর, বৌদ্ধ-সঙ্ঘ লোভী নয়। আমি সেই সঙ্ঘের প্রতিনিধিস্বরূপ যুবরাজ সম্প্রীতিকে চারি কোটি স্বর্ণ মুদ্রায় রাজ্য বিক্রয় ক'চ্ছি। এর কারণ শুনুন! মহারাজ শতকোটি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্ঘে প্রদান ক'রতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। তন্মধ্যে ছিয়ানব্বই কোটি প্রদান ক'রেছেন, অবশিষ্ট মুদ্রা প্রদানে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ক। আকাল, পদ্মাবতী প্রভৃতিকে ল'য়ে এস। [আকালের প্রস্থান।

রাধাগুপ্ত। ভাণ্ডার শূন্য—এত স্বর্ণমুদ্রা কিরূপে প্রদান করি! কোন বন্ধু রাজার সাহায্য ভিন্ন সম্ভব নয়। দেখি কিরূপ হয়।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

পদ্মাবতী, দেবী, কুনাল, কাঞ্চনমালা প্রভৃতিকে লইয়া আকালের প্রবেশ

উপগুপ্ত। মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দেবার আজ্ঞা মন্ত্রীর প্রতি প্রদান ক'র্‌লেন না?

অশোক। প্রভু, আপনার কৃপায় আমার দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত। আমি বুঝেছি—রাজ্য, ধন, কীর্ত্তিকলাপ কিছুই আমার নয়, সকলই বুদ্ধদেবের—আমি নিমিত্তমাত্র ছিলেম।

উপগুপ্ত। মহারাজ, আপনার অন্তর হ'তে কাম-ক্রোধাদি রিপু দারুণ পরীক্ষায় ইতি-পূর্ব্বে বহির্গত হ'য়েছিল। যখন রাজ্যদান ক'র্‌লেন, তখনও দান-গৌরব আপনার অন্তঃকরণে ছিল। সে গৌরবের অধিকারী 'মার'। সে গৌরব পরিত্যাগ ক'রেছেন, বুঝেছেন—আপনি নিমিত্তমাত্র। এক্ষণে বুদ্ধদেবকে দর্শন ক'র্‌বার দৃষ্টি আপনার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত—জ্যোতির্ম্ময়কে দর্শন করুন! মা পদ্মাবতী, মা দেবি, তোমাদের কার্য্য পূর্ণ, তোমাদের যশোগাথায় ধরণী ব্যাপ্ত হবে। পতির সঙ্গে একত্রে দর্শন করো। বৎস কুনাল, তুমি দিব্যচক্ষে সস্ত্রীক দিবারাত্র প্রভুকে দর্শন ক'চ্ছ, তথাপি নর-চক্ষে দর্শন কর, এ নিমিত্ত চক্ষু প্রাপ্ত হ'য়েছ। আকাল, তুমি প্রভুর দর্শনে ত্রিকালজ্ঞ হ'য়ে প্রভুর ধর্ম্ম প্রচার কর। তোমার আত্ম-ত্যাগী সাধনের তুলনা হয় না। মন্ত্রীকে ব'ল যে, বৌদ্ধ-সঙ্ঘ লোভী নয়। অংশে অংশে ক্রমে ক্রমে অর্থ প্রেরণ ক'র্‌বেন। সঙ্ঘের অর্থের নিমিত্ত চিন্তিত হবার প্রয়োজন নাই। মহারাজকে প্রতিজ্ঞা হ'তে মুক্ত ক'র্‌বার জন্য সঙ্ঘ মুদ্রা গ্রহণ ক'র্‌বেন। সকলে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করো।—

পট পরিবর্ত্তন

শূন্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রকাশ
সম্মুখে মার করজোড়ে দণ্ডায়মান

উপগুপ্ত। মার, এইবার আমি তোমার উপদেশ গ্রহণ ক'র্‌ব। প্রভুর ইচ্ছায় কার্য্য বর্জ্জন ক'রে নির্ব্বাণকামনায় ধ্যানস্থ থাক্‌ব।

মার। তিরস্কার ক'র্‌বেন না, আমি পরাজিত। নির্ম্মল হৃদয়ে আমার অধিকার নাই। জয় বুদ্ধদেবের জয়!

সকলে। জয় বুদ্ধদেবের জয়! জয় ধর্ম্মের জয়!! জয় সঙ্ঘের জয়!!!

সমবেত সঙ্গীত

মরি ভুবনমোহন মূরতি—
হরে ভ্রান্তি-তিমির চরণ-মিহির-জ্যোতি!
বিমল বদনমণ্ডলে করুণার্ণব উথলে,
হেরি পরশে পুলক মানব-হৃদয়-কমলে;
দীন-শরণ গতি, স্মরণে অমল মতি,
অবনী, তপন, ব্যোম, সমীরণ, নিয়ত
করিছে আরতি!

যবনিকা পতন

বাসর

[আর্য্যরাজ-মহিমা-কীর্ত্তিত গীত-প্রধান নাটক]

(১১ই পৌষ, ১৩১২ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

বিক্রমাদিত্য (উজ্জয়িনীর রাজা)। মন্ত্রী (বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রী)। গঙ্গাধর (দরিদ্র ব্রাহ্মণ)। বিষ্ণুপদ (গঙ্গাধরের পুত্র)। শূরধ্বজ (চিত্রকূটের রাজা)। অধ্যাপক (শূরধ্বজের কন্যার শিক্ষক)। জগন্নাথ (অধ্যাপকের দৌহিত্র)। বিধাতাপুরুষ, পুরোহিত, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, নবরত্ন, ইতরজাতীয় পুরুষ, সন্ন্যাসী ও শিষ্যদ্বয়, ষষ্ঠীদেবীর শিশুগণ, বালকগণ, বাদ্যকারগণ, ভারবাহকগণ, ব্যাধগণ, প্রতিবাসিগণ, সৈন্যগণ, হিজড়াগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

রাণী (রাজা শূরধ্বজের স্ত্রী)। বিম্বাবতী (রাজা শূরধ্বজের কন্যা)। ব্রাহ্মণী (গঙ্গাধরের স্ত্রী)। সুমতি (বিষ্ণুপদের স্ত্রী)। সরস্বতী, ষষ্ঠীদেবী, পুরোহিত-পত্নী, অধ্যাপক-পত্নী, সূতিকার ঝি, জনৈক স্ত্রীলোক, ইতরজাতীয় স্ত্রী, সরস্বতী-সঙ্গিনীগণ, বিম্বাবতীর সখীগণ, পল্লীবাসিনীগণ, ব্যাধপত্নীগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

দৃশ্য—ভারত-মানচিত্র

সমবেত সঙ্গীত

জয় জয় ভারতজননী।
বিহঙ্গ-কূজিত, ষড়ঋতু-শোভিত,
ধ্বনিত বেদগীত, ধরিত্রী-মুকুটমণি॥
রত্ন-আকর ফেনিল নীলসাগর-বিধৌত-চরণ,
মলয়া চঞ্চল তরুরাজি অঞ্চল,
বিচিত্র ফুলদল-ভূষণ;
ক্ষীরধার তব পয়োধর-নিঃসৃত,
পবিত্র স্রোত শত বক্ষে প্রবাহিত,
যুক্ত মুক্তধারে ত্রিবেণী,
যজ্ঞসূত্রোপম গঙ্গা সুরধুনী॥
স্বর্ণশস্যপ্রসূ শ্যামলা, বিন্ধ্যাচলশ্রেণী মেখলা,
কীর্ত্তিমালিনী, ধর্ম্মভালিনী, যজ্ঞধূম-কুন্তলা;
শক্তিদাত্রী, বীরধাত্রী, শুভ্র হিমাদ্রি-কিরীটিনী॥
জ্বাল ধূপ দীপ, কর অর্ঘ প্রদান,
সমস্বরে তোলো মঙ্গলতান,—
কর শঙ্খধ্বনি, ভারত নন্দন-নন্দিনী,
উঠ গভীর জয়-রবে প্রতিধ্বনি॥
ভক্তি-কুসুম কর অর্পণ চরণে,
জয় মা, জয় মা, বল সবে সঘনে,
দূরিত পাপ, দূরিত তাপ,
আর্য্যরাজ পুনঃ আর্য্য-সিংহাসনে;
প্রসীদ মাতঃ, সুদিন আগত,
বিগত নিবিড় তমসা রজনী॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পল্লী-পথ

সন্ন্যাসিবেশে বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী

বিক্রম। মন্ত্রী, আশ্চর্য্য দেখ, ভারত কিরূপ দুর্দ্দশাপন্ন। রাজধানী হ'তে একদিনের মাত্র পথ এসেছি, এখানকার সাধারণ লোকে জানে না যে, কে তাদের রাজা। পুনঃ পুনঃ রাজা পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে; আজ একজাতীয় শক রাজা, কাল একজাতীয় শক রাজা, মধ্যে কয়দিন হিন্দুরাজা। প্রজাদের উপর নিয়তই দৌরাত্ম্য—করবৃদ্ধি। কিন্তু রাজা কে, রাজপুরুষগণ কে, তারা অবগত নয়।

দ্রষ্টব্য। *চিহ্নিত গীতগুলি অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হয়।

মন্ত্রী। মহারাজ, সত্যই আশ্চর্য্য! মহারাজের রাজ্যাভিষেকে নগরে উপর্য্যুপরি সপ্তাহ আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত, কিন্তু রাজধানীরও সমস্ত ইতরলোক অবগত নয়, যে অনার্য্য শক পরিবর্ত্তে, আর্য্যরাজা ভারতের সিংহাসনে।

বিক্রম। মন্ত্রী, এর কারণ আমার অনুমান হয়, যে শক অধিকারে—শক, হূন বা অপরাপর বিদেশীয় অধিকারে, বিদেশী লোকই রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হ'য়েছিল, সেইজন্য প্রজারা রাজকার্য্যের কোন সংবাদই অবগত ছিল না। কর প্রদান ক'র্‌তো, জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারে না, এই জন্য বহু পীড়িত হ'য়েও নীরবে সকলই সহ্য ক'রেছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, বিচিত্র এই—সিংহাসনে স্থাপিত হ'য়ে, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে, রাজদণ্ড করে ল'য়ে, প্রজার মঙ্গলে যে রাজার মঙ্গল, এ কথা কিরূপে বিস্মৃত হতো! কিরূপে বিস্মৃত হতো, যে ভগবান্ প্রজাপালনের নিমিত্ত সিংহাসন প্রদান ক'রেছেন, প্রজাপীড়নের নিমিত্ত নয়! কিরূপে বিস্মৃত হতো, যে রাজ্যের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিতে রাজার উন্নতি, প্রজার অভাব মোচনে রাজকোষের অভাব মোচন হয়, এ সকল রাজনীতি কি নিমিত্ত তাদের অগোচর ছিল?

বিক্রম। মন্ত্রী, তারা বিদেশী। তাদের ধারণা ছিল যে, বাহুবলে রাজ্য অধিকার ক'রেছে, ঈশ্বর-কৃপায় নয়; তাদের ধারণা ছিল, লুণ্ঠনের নিমিত্ত তারা আগত, পালনের নিমিত্ত নয়; তাদের ধারণা ছিল, প্রজা-শোষণ করাই তাদের মঙ্গল, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে নয়। পরদেশ হ'তে অর্থ ল'য়ে স্বদেশের পুষ্টিসাধন ক'র্‌বে, পরদেশের শিল্প-বাণিজ্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য স্থাপন ক'র্‌বে,—এই তাদের সঙ্কল্প। বিজিত রাজ্যের প্রজা কৃতদাস, তাদের সেবা ক'র্‌বে, অপর কার্য্যে সে প্রজার অধিকার কি? এই নিমিত্ত তদ্দেশীয় কর্ম্মচারীরা রাজকার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌তো। তাদের রাজ-নীতি ধর্ম্ম-নীতি নয়, এই নিমিত্ত তাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই যে, বিজিত রাজ্যের প্রজা বিনষ্ট হ'লে, যে স্বার্থের জন্য প্রজা পীড়ন ক'র্‌ছে, সেই স্বার্থেরই ব্যাঘাত। বাণিজ্যাদি নষ্ট হ'লে প্রজা ধনহীন হবে, কি লুণ্ঠন ক'র্‌বে? দারুণ পীড়নে ধ্বংস হ'লে, কে তাদের দাসত্ব ক'র্‌বে? প্রজারা রাজভক্ত হ'লে, তাদের হ'য়ে অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক তাদের শত্রুদমন ক'র্‌বে, এ সকল উচ্চ রাজনীতি, তাদের রাজনীতির অন্তর্গত নয়। আর্য্য ও অনার্য্য রাজার প্রভেদ এই।

মন্ত্রী। মহারাজ, যথার্থ আজ্ঞা ক'রেছেন।

বিক্রম। এখন দেখ, শক-বিরুদ্ধে রণশ্রমে আমাদের শ্রম অবসান হয় নাই। রাজ্যে সমস্তই বিশৃঙ্খল। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য লুপ্তপ্রায়, আর্য্যশাস্ত্র, আর্য্যশিক্ষায় উৎসাহ নাই; বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার সহিত শকভাষা মিশ্রিত, সকলেই বিপরীত নিয়মে পরিচালিত। আমরা যেন দেখি, ক্ষেত্রসকল শস্যশীর্ষে তরঙ্গায়িত, শিল্পিগণ রাজপ্রসাদ লাভের প্রত্যাশায় পরস্পর প্রতিযোগিতায় দিবারাত্র উৎসাহিত, যেন দূর অনার্য্য-দেশে আমাদের শিল্প-বিনির্ম্মিত বস্ত্রাবরণ, উচ্চ শিল্প-কৌশলে আদরে গৃহীত হয়। পুনর্ব্বার প্রভাত-সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টা-নিনাদে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত হয়, যেন বেদমন্ত্র পাঠে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান দ্বারা মঙ্গল ধূমে দিক্ আচ্ছন্ন করে, যেন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা অমিশ্র স্রোতে প্রবাহিত হয়, আর্য্যভূমি যেন পুনরায় আর্য্য-শ্রী ধারণ করে।

মন্ত্রী। মহারাজের সাধু কামনা অসম্পূর্ণ থাক্‌বে না।

পুঁথি-কক্ষে বালকগণের প্রবেশ

গীত

ঝাড়বো চাঁটি পণ্ডিতের মাথায়,—
ছেড়ে ছুটোছুটী ঘোড়ালুটী, প'ড়বো?
এত নাইক দায়!
একবার ম'লে হয় বাবা, দেখে নিই বাবা,—
মার কথাতে প'ড়তে যাব, নই এমন হাবা!
করি পুঁথি ফাঁৎরা ফাঁক্,
মজা মেরে বেড়াই ভাই দিন রাত,
গিলে খাবায় খাবায় ভাত;
ছেড়ে উল্‌টো লাথি, ভাঙ্গবো ছাতি,
যে বেটা পড়াতে চায়।

[বালকগণের প্রস্থান।

বিক্রম। বালকদের কি উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা দেখ! বিদ্যালয়ে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার সহিত বালকগণের নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠিত হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করা অগ্রেই কর্ত্তব্য।

জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ

দেখ দেখ, ঐ স্ত্রীলোক রোদন ক'রচে কেন? (অগ্রসর হইয়া) বাছা তুমি কাঁদ্‌চো কেন?

স্ত্রীলোক। আর কি ব'লবো বাবা! মেয়েটীর সাত দিন জ্বর। কাল ক'বরেজ ডেকেছিলুম, ঘটী-বাটী বেচে কাল দর্শনী দিয়েছি আর ঔষধ এনেছি। আজ তাঁর কাছে গেলুম, তিনি এলেন না, ঔষধ দিলেন না। কি ক'র্‌বো, বিনা ঔষধপত্রেই মেয়েটী মারা যাবে।

মন্ত্রী। তুমি কেঁদো না, এই অর্থ গ্রহণ করো, তোমার কন্যার চিকিৎসা ক'রো।

স্ত্রীলোক। বাবা, তোমরা সন্ন্যাসী, তোমাদের অর্থ নেব কেন?

বিক্রম। তুমি গ্রহণ করো, এতে দোষ হবে না। আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, তোমার কন্যা আরোগ্য লাভ ক'রবে। সন্ন্যাসীর দান অগ্রাহ্য ক'রো না। (অর্থ প্রদান)

স্ত্রীলোক। বাবা, ধর্ম্মে পতিত হবো না তো?

বিক্রম। না। তুমি শীঘ্র কবিরাজের স্থানে গমন করো।

স্ত্রীলোক। বাবা, তোমরা কি রাম-লক্ষ্মণ, দীনের দুঃখ মোচন ক'রতে বেরিয়েছ!

[স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, দেখ আর্য্যধর্ম্মের প্রভাব দেখ। এখনো দীনের আবাসে ধর্ম্ম অবস্থান ক'চ্ছেন। কিন্তু আর্য্য-নিয়ম আর কবিরাজদের মধ্যে নাই। শক-নিয়মে জীবন-প্রদায়িনী বিদ্যা ব্যবসায়ে পরিণত। মন্ত্রী, সমস্ত ভারতভূমে যা'তে আর্য্য-নিয়ম পুনঃস্থাপিত হয়, সে নিমিত্ত সচেষ্ট হওয়া আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। দেখ দেখ—কে এ ব্রাহ্মণ! অতি বিষণ্ণ, যেন দুঃখ-ভারে অবসন্ন হ'য়েছে।

গঙ্গাধর ব্রাহ্মণের প্রবেশ

মন্ত্রী। ঠাকুর, তুমি বিষণ্ণ কেন?

গঙ্গা। আর বাবা, কি ব'লবো বলো!

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, সমস্ত বৃত্তান্ত বল, তোমার দুঃখের অবসান হবে। প্রণাম ক'রো না, আমাদের দ্বাদশবর্ষ প্রণাম গ্রহণে নিষেধ।

গঙ্গা। বাবা, দুঃখের কথা কি শুনবে? আমার আবার পুত্র সন্তান হয়েছে!

বিক্রম। ঠাকুর, তোমার কি এরূপ অবস্থা যে সন্তান প্রতিপালনে অক্ষম, সেই নিমিত্ত পুত্রের জন্মে বিষণ্ন হ'য়েছ?

গঙ্গা। না বাবা, যদিচ আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যথাসাধ্য সন্তান প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ নই।

বিক্রম। পুত্রমুখদর্শন বহুপুণ্যে হয়, তবে কেন নিরানন্দ?

গঙ্গা। বাবা, আমার পুত্রমুখ দর্শন বহু পাপের ফল। ক্রমে ক্রমে চারিটি পুত্র যমকে দিয়েছি। এটি পঞ্চম, এর অগ্রজদের যে দশা হ'য়েছে, এরও সেই দশা হবে।

বিক্রম। ঠাকুর, তুমি গ্রহশান্তি ক'রেছ?

গঙ্গা। যথাসাধ্য ক'রেছি।

বিক্রম। কোন কি অনিয়ম হয়?

গঙ্গা। আমি ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা ক'রে থাকি, পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যা কথা কই না, যথানীতি আর্য্য-নিয়ম পালন করি। কিন্তু কি ফল হবে! অকালমৃত্যুর কারণ—রাজার পাপ!

বিক্রম। তুমি রাজাকে এ সংবাদ দিয়েছিলে?

গঙ্গা। রাজাকে সংবাদ দিয়ে কি হবে? শক রাজা! বর্ব্বর শক, হূন, ম্লেচ্ছ, এ সব রাজারা কি অকালমৃত্যু নিবারণ ক'রবে? দুর্ভিক্ষ নিবারণ ক'রবে? জলকষ্ট নিবারণ ক'রবে? আমাদের মহাপাপ, তাই পাপ রাজার রাজ্যে বাস ক'চ্ছি। ভারতের কি সে দিন আছে, যে অনাবৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ হবে; অকালমৃত্যু নিবারণের নিমিত্ত যজ্ঞধূমে গগন-মণ্ডল আচ্ছাদিত হবে; ভারতের কি সে দিন!

মন্ত্রী। সে কি ঠাকুর, তুমি কি কোন সংবাদ রাখ না? অনার্য্য শক পরাজিত হ'য়েছে, বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে।

গঙ্গা। কি সংবাদ রাখ্‌বো বল? রাজায়-প্রজায় কর নেওয়া-দেওয়া সম্বন্ধ; আর কি সংবাদ আছে যে সংবাদ রাখ্‌বো। আর্য্য রাজা হ'তো, ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিয়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হ'তো, রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি

থাক্‌তো, রাজা কুটীরে কুটীরে ভ্রমণ ক'রে প্রজার দুঃখ অনুসন্ধান ক'রতো, তা হ'লে সংবাদ পেতেম।

মন্ত্রী। ঠাকুর, এখন আর শক রাজা নয়।

গঙ্গা। শক রাজা না হন, তার মাসতুতো ভাই ঠক এসে রাজা হ'য়েছেন। ভারতবাসীর যে দুঃখ—সেই দুঃখ।

মন্ত্রী। ঠাকুর, সংবাদ শোনো,—আর্য্য-কুলোদ্ভব মহারাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে, প্রজার কোন কষ্ট থাক্‌বে না।

গঙ্গা। সে বুঝ্‌তেই পেরেছি। যদি আর্য্যবংশীয় রাজা হতেন, তা হ'লে আমার পুত্রগণের অকাল-মরণ তাঁর অগোচর থাক্‌তো না। তিনি ছদ্মবেশে আমার কুটীরে এসে সংবাদ নিতেন।

বিক্রম। আমি নিশ্চয় জানি, রাজা নানা-স্থানে ছদ্মবেশে ভ্রমণ ক'র্‌ছেন।—আমরাও রাজ্যে আর্য্যধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত হয়,—এই নিমিত্ত ভ্রমণ ক'র্‌ছি। তোমার পুত্রের কত বয়স?

গঙ্গা। আর বয়স কি—কাল ষেটেরা পূজা।

বিক্রম। তবে ঠাকুর, তুমি ষষ্ঠীপূজার আয়োজন করো।

গঙ্গা। আর আয়োজন কি ক'রবো। আমি দরিদ্র, সেরূপ দক্ষিণা দিতে পারি না, পুরোহিত ঠাকুর আস্‌বেন কি না জানি না। আর ভাব্‌ছি, ষেটেরা পূজা ক'রে কি ফল? চারটির বেলা তো ক'রে দেখলুম, মা ষষ্ঠী তো মুখ তুলে চান না।

মন্ত্রী। না ঠাকুর, তোমার নিয়ম পালন করা উচিত। পণ্ডিতেরা ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রেখে কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করেন।

গঙ্গা। হ্যাঁ হ্যাঁ, যথাকথা ব'লেছেন—যথা-কথা বলেছেন! ভাব্‌ছি পুরুতঠাকুর কি আস্‌বেন? তাঁদের এখন বড় বড় খাঁই, বড় বড় যজমান হ'য়েছে।

মন্ত্রী। সে কি, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর অল্পেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

গঙ্গা। বাবা, তোম্‌রা সন্ন্যাসী, কোন নির্জ্জন গুহায় ব'সে তপ করো, সকল সংবাদ তো রাখ না। অনার্য্য শক-প্রভাবে ব্রাহ্মণ নষ্ট হ'তে আরম্ভ হয়েছে,—ব্রাহ্মণ আর অল্পে সন্তুষ্ট নয়। যদি ব্রাহ্মণ না নষ্ট হ'তো, তা হ'লে কি রাজ্যে শক রাজা হয়? ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হ'য়েই সকল নষ্ট হ'য়েছে। তা কালের কুটিল গতি কে নিবারণ ক'র্‌বে!

মন্ত্রী। ঠাকুর, তুমি সংবাদ দাও, তিনি না পৌরোহিত্য করেন, অপর ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আমরা এনে দেবো।

গঙ্গা। আচ্ছা, আমি ধাত্রীকে দিয়ে সংবাদ পাঠাচ্ছি।

বিক্রম। কি অরিষ্টে তোমার পুত্র নাশ হয়, আমি দেবদেবীর কৃপায় অবগত হ'য়ে, কাল সন্ধ্যার পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বো, আর সে অরিষ্ট মোচনের যথাসাধ্য চেষ্টা ক'র্‌বো, কৃতকার্য্য হব সন্দেহ নাই। তুমি চিন্তা ত্যাগ করো; তোমার পত্নীও অবশ্য চিন্তান্বিতা, তাঁরেও আশ্বস্তা করো।

গঙ্গা। বাবা, বাবা, আমার পুত্র কি রক্ষা পাবে?

বিক্রম। কেন চিন্তা ক'রছেন, দৈবানুকূল্যে সকলই হয়। যান, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

[গঙ্গাধরের প্রস্থান।

মন্ত্রী, আমার পুত্র সন্তান হ'লে যেরূপ উৎসব হ'তো, এ ব্রাহ্মণবাড়ী সেইরূপ উৎসবের আয়োজন করো। বাদ্যকার, হিজড়া প্রভৃতিকে সংবাদ দাও, ব্রাহ্মণবাড়ীতে এসে আনন্দ করে। অগ্রে সকলকে তাদের আশাতীত অর্থ দিও, নচেৎ তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরে যেতে সম্মত হবে না। ষষ্ঠী-পূজার উপকরণ প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ করো। ব্রাহ্মণের নিকট আমরা কে, যেন প্রকাশ না পায়।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হবে। (স্বগত) দরিদ্র ব্রাহ্মণ সহসা বাদ্যকার প্রভৃতিকে দেখে বিস্মিত হবেই, নিশ্চয় তাড়াবার চেষ্টা ক'রবে। তাদের এম্‌নি ক'রে শিক্ষা দিতে হবে, যে ব্রাহ্মণ তাড়ালেও তারা গীতবাদ্যে ক্ষান্ত না হয়। নিকটেই বাদ্য-কারের আলয় দেখে এসেছি, অগ্রে তাদের সংবাদ দিই।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিক্রম। ব্রাহ্মণকে তো আশ্বাসিত ক'র্‌লেম, এখন এ দায়ে কিরূপে উদ্ধার হবো! ব্রাহ্মণের

সন্তান না রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে শাপগ্রস্ত হ'ব। ভগবতী ষষ্ঠীদেবী ব্যতীত এর আর কিছু উপায় দেখিনে। আমি নিৰ্জ্জনে একবার মার স্মরণ করিগে। এই অকালমৃত্যুর যদি প্রতীকার ক'র্‌তে না পারি,—আমার আর্য্য-বংশে জন্ম বিফল, আর্য্যসিংহাসনে উপবেশন বিফল, আর্য্য-মুকুট ধারণ বিফল;—প্রাণত্যাগ ব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত নাই। মার শরণাপন্ন হই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গাধরের বাটীর প্রাঙ্গণ

গঙ্গাধর ও সূতিকার ঝি

গঙ্গা। যা মা যা, একবার পুরুত-ঠাকুরকে ব'লে আয়, যে কাল ষেটেরা পুজো ক'র্‌তে হবে।

ঝি। না, আমি যেতে পার্‌বো নি, মাগী লাকনাড়া দেই, সইতে লার্‌বো। মিন্সে কি জানে নেই যে, খকা হইছে। যে দিন খকা হয়, তার পর-দিনকেই আমি আঁতুড় খেটে লাইতে যাচ্ছিনু, ভাব্‌নু, পুরুত-বাড়ী খবর দেই। মাগী অম্‌নি হাঁকারে এলো। বলে,—"বড় বিয়ে, তার দু'পায়ে আলতা।"

গঙ্গা। তুই তো খবর দিয়ে আয়, আমাদের কাজ তো করি।

ঝি। সে যাবো এখন গো—যাবো এখন। আমি এত বেলায় যেতে পারবো নি। আমায় এখন ছেলেকে তাপ দিতে আছে। কাট আনিগে।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। কৰ্জ্জ তো না ক'র্‌লে নয়, যেমন ক'রে হোক ষষ্ঠীপুজোর নিয়ম রক্ষা তো ক'র্‌তে হবে। ষষ্ঠী-মার্কণ্ডের জোড় সাড়ীতেই যা হাতে আছে—সব ফুরোবে। ষোড়শ মাতৃকা পুজায় সতরখানি সাড়ীর বদলে তো একখানা সাড়ী দেওয়া চাই। তৈল, হরিদ্রা, তাম্বুল, গুবাক, তিল, যব, সর্ষপ,—ঊনকুটী চৌষট্টি সবই তো চাই, নইলে পুরুতঠাকুর অগ্নিমূৰ্ত্তি হবেন। এ ক'মাসই টানাটানি যাচ্ছে, এখন তো টোলের তেমন নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ নাই।

বাদ্যকারগণের প্রবেশ ও বাদ্যকরণ

ওরে, এ বাড়ী নয়—এ বাড়ী নয়।

বাদ্য। ঠাকুর, আমরা দম্‌ খাবো নি। সে হুঁস ক'রে দিয়েছে, তুমি ব'লবে,—"এ বাড়ী নয়"। ওরে বাজা—বাজা—

বাদ্য ও নৃত্য-গীত

ওরে নন্দরাণীর কোলে কেলে ছেলে।

গঙ্গা। তোর নন্দরাণীর গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ রে বেটা! বেরো এখন।

বাদ্য। তা ঠাকুর, এখন বেরুচ্ছি নি, আমরা এখন ভোরপাটি লাচ্‌বো গাইবো। আমাদের ও পাড়ায় জাতভাইদের খবর দি'ছি, তারাও এই লাচ্‌তে আস্‌ছে।

গঙ্গা। বেরো বেটা, মস্‌করা পেয়েছ?

বাদ্য। মস্‌করা তো হবেই—সে ব'লেছে, তুমি খুব ঝাঁজ্‌বে।

বাদ্য ও নৃত্য-গীত

ঘর আলো এ কালো মাণিক,
কোথায় রাণী পেলে॥

গঙ্গা। ওরে কে—কে? কে তোদের পাঠিয়েছে?

বাদ্য। ঠাকুর, যেন চেন নি যেন? লাও—লাও, তুমি ঝাঁজো—আমরা ছেলের কল্যাণ গাই। শুনেছি—শুনেছি—তুমি যত ঝাঁজবে, ছেলের তত পরমাই বাড়্‌বে। ওরে বাজা—

নৃত্য-গীত

কেলে সোণার হেরে চাঁদবদন,
স্তনে ক্ষীর ঝরে লো সই ফেরে না নয়ন,
ঘরে যেতে সরে না আর মন;

গঙ্গা। ওরে থাম বেটা—থাম্‌, এ বাড়ী নয় রে বেটা—এ বাড়ী নয়, নেচে কি কর্‌বি বেটা—একটা কাণাকড়িও পাবি নি যে রে বেটা!

নৃত্য-গীত

ওরে নন্দরাণীর কোলে কেলে ছেলে।
ঘর-আলো এ কালো মাণিক,
কোথায় রাণী পেলে॥
কেলে সোণার হেরে চাঁদবদন,
স্তনে ক্ষীর ঝরে লো সই ফেরে না নয়ন,
ঘরে যেতে সরে না আর মন;

শুয়ে মায়ের কোলে যেন বলে,
"তুলে আমায় নাও না কোলে"!
নয়ন মেলে মুখ পানে চায়,
মা ব'লে যেন খেলে॥

গঙ্গা। হ্যাঁ বাবা, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, আমি তো কিছু দিতে পার্‌বো না, আমার উপর এ উপদ্রব কেন ক'চ্ছ বাবা!

বাদ্য। ঠাকুর, আমরা হদিস পেয়েছি— হদিস পেয়েছি—এই লাও আবার ঝাঁজো, ঐ হিজ্‌ড়েরা আস্‌ছে, ওদের সঙ্গে আবার আমরা লাচ্‌বো। সাতদিন সাতরাত্রি ঘুমুবে তা মনে করো নি, আমরা একশো ঘর ঢুলি আছি, সব দু'ঘড়ি ক'রে লেচে যাবো।

গঙ্গা। বাবা, তোমাদের সঙ্গে কি দুষমণি ক'রেছি বাবা! আমায় কি বাস্তুছাড়া ক'র্‌বে?

হিজড়াগণের প্রবেশ

হিজড়া। বালাই—বালাই, খকা বেঁচে থাক —খকা বেঁচে থাক! [হিজড়াগণের নৃত্য-গীত পশ্চাতে বাদ্যকারগণের বাদ্য ও নৃত্যকরণ।]

গীত

পাঁচ পোয়াতির আশিস্‌ নিয়ে
খোকা আছে ভালো।
খোকা কোল করেছে আলো,
মায়ের কোল করেছে আলো॥

গঙ্গা। ও বাছা—ও বাছা, শোনো না— শোনো না, আমার কথাটা বুঝে, তারপর যত পারো নাচগান ক'রো। এই তো বাড়ী-ঘর-দোর দেখ্‌ছ, এ বাড়ীতে কি বিদায় পাবে, যে ঝাঁক বেঁধে এসেছ?

হিজড়া। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এইটে ছেলের বাপটা! ও মানা কর্‌তে থাক্‌বে—মানা কর্‌তে থাক্‌বে। আমরা গান ধরি, মানা করো ঠাকুর—মানা করো।

গঙ্গা। আচ্ছা বাবা,—তবে খুব গাও বাবা —খুব গাও। ও ঢুলির পো, তোমার গানটা আমায় শেখাও, আমিও তোমাদের সঙ্গে চেঁচাই।

বাদ্য। দেখ্‌ছিস—দেখ্‌ছিস, ঠিক ব'লে দিয়ে ছ্যাল, শুধু ঝাঁজ্‌বে নি—কত রকম কর্‌বে!

ব্রাহ্মণের অবাক হইয়া উপবেশন

গীত

পাঁচ পোয়াতির আশিস্‌ নিয়ে
খোকা আছে ভালো।
খোকা কোল করেছে আলো,
মায়ের কোল করেছে আলো॥
চেয়ে দেখ্‌ সোণার চাঁদে,
দেয়লা করে হাঁসে কাঁদে,
খোকা খেল করে, মায়ের দেল ভরে,
খোকা খেল করে কত ছাঁদে;
নিতে আলাই বালাই হিজড়া এলো,
জোড়া জোড়া টাকা ফ্যালো,
খোকাকে যে খোঁড়ে,
তার মুখখানা হোক কালো,
তার মুয়ে আগুন জ্বালো॥

গঙ্গা। এইবার বাবা, আমি বাড়ী ছেড়ে চল্লুম।

পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার-ভূষিতা হইয়া সূতিকার ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। (প্রণাম করিয়া) বাবা, আশীর্ব্বাদ করো।

গঙ্গা। কে মা মহিষমর্দ্দিনী এলে—তুমিও কি নাচ্‌বে না কি?

ঝি। না বাবা, এইবের পুরুত-বাড়ী খপর দিতে যাচ্ছি।

গঙ্গা। কে, আঁতুড়ের ঝি! হ্যারে, তুই এ সব কোথা পেলি?

ঝি। আর কেন ঢাক্‌ছো বাবা—গাঁ-ময় কথা রটেছে বাবা, যকের দৌলত পেয়েছ বাবা। ছেলের কল্যাণে দু-হাতে বিলুচ্ছো, মুখে ব'লতে নেই ব'লে বলছো নি। আমি পুরুত বাড়ী চলনু।

[প্রস্থান।

দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ভারবাহকগণের প্রবেশ

১ বাহক। ওগো যেটারা পুজোর সামগ্রী-পত্র কোথা রাখবো গো?

গঙ্গা। কোন্‌ বাড়ীতে এসেছ তা ঠিক জানো? গঙ্গাধর শর্ম্মার বাড়ী এসেছ ঠিক জানো? এই বাড়ী—ঠিক জানো?

২ বাহক। ঠাকুর খুব মস্‌করা করে—খুব মস্‌করা করে! কোথায় রাখবো ঠাকুর বলো।

গঙ্গা। বাবা, আর তো আমার বলাবলির ভেতর নাই। তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করো।

একজন স্ত্রীলোকের সোণার বট লইয়া প্রবেশ

স্ত্রীলোক। আয় রে সব আয়—আমি সব রাখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, এই ষষ্ঠীর সোনার বট-গাছ কেমন হয়েছে বল? কেমন মাণিকের ফল-গুলি ফলেছে বল?

গঙ্গা। না—ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছি। সন্ন্যাসীও মিছে, এরা সবও মিছে, খুব অঘোরে নিদ্রা এসেছে। এই যে দাঁড়িয়ে রয়েছি?—নিদ্রায় দাঁড়িয়ে রয়েছি! এই যে চেয়ে রয়েছি—ঘুমচোখে চেয়ে আছি!—এ যে জাগবার জো নাই দেখ্‌ছি। ও বাবা স্বপ্নের ঢুলী, স্বপ্নের ঢোল তো খুব জোরে বাজাও, স্বপ্নের দু' ফোঁটা সর্ষের তেল আমার চোখে দাও তো—ঘুম ভাঙ্গাই।

বাদ্য। ঠাকুর খুব মস্‌করাবাজ!

সন্ন্যাসিবেশে মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। (বাদ্যকার প্রভৃতির প্রতি) তোমরা এখন যাও, ঐ মাঠে আটচালা বেঁধেছি, গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করগে। (হিজড়াদের প্রতি) তোমরাও যাও বাছা, ব্রাহ্মণবাড়ীর প্রসাদ পেয়ে যেও। কাপড়ের গাদা রয়েছে, যার যা পছন্দ নিয়ে যাও। আর তোমাদের যে যেখানে আছে খবর দাও, রোজ যেন এম্‌নি আনন্দ হয়।

[বাদ্যকার, হিজড়া প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

গঙ্গা। আপনি এসে তো উদয় হয়েছেন, আপনার সে গুরুজি কোথায়?

মন্ত্রী। তিনি আসনে আছেন।

গঙ্গা। এক্ষণে আমার উপায় কি বল? আমার ছেলে তো তিনি রক্ষা ক'রবেন, এখন আমায় তুমি রক্ষা করো।

মন্ত্রী। কেন ঠাকুর, কি হ'য়েছে?

গঙ্গা। আর কি হ'তে বল? বামুনের ছেলে, আস্তাকুড় হাঁট্‌কালে তবে খুসী হবে? কি কীর্ত্তিটা সব হ'চ্ছে? আমি ঘুমিয়েছি—কি জেগেছি—কি ক্ষেপেছি—এই একটা ঠিক ক'রে ব'লে, যেখানে তোমার ইচ্ছা গমন করো। আর তোমার এই সোণার বট, মাণিকের ফল সব সরিয়ে ফেল।

মন্ত্রী। ঠাকুর, কি কথা ব'ল্‌ছ?

গঙ্গা। বাবা, বল্‌বার কথা আর কি আছে? আমার বাড়ীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বাদ্যি, ঝাঁকে ঝাঁকে হিজড়ে, ভারে ভারে সব সামগ্রী, সোণার বটগাছ, মাণিকের ফল, না ক্ষেপ্‌লে তো এ সব হয় না!

মন্ত্রী। ঠাকুর, সন্দিহান হয়ো না। আমার গুরুদেব অসামান্য ব্যক্তি, তাঁরই কৃপায় এ সব মাঙ্গলিক আয়োজন হয়েছে, আপনি চিন্তা দূর করুন। আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, দেব-কৃপায় অসম্ভব কি? স্থির হোন, স্থির হ'য়ে সমস্ত আয়োজন করুন।

গঙ্গা। অ্যাঁ—অ্যাঁ, সত্যই কি অদৃষ্ট প্রসন্ন—সত্যই কি অদৃষ্ট প্রসন্ন!

মন্ত্রী। প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছেন। যান, ব্রাহ্মণীকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করান। নিষেধ কর্‌বেন, সন্ন্যাসীকে না প্রণাম করেন. আপনি জানেন, তিনি দ্বাদশ বর্ষ কা'রো প্রণাম গ্রহণ ক'র্‌বেন না। কিছু চিন্তা ক'র্‌বেন না, সকল শুভ হবে। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রামপ্রান্তে ষষ্ঠীতলা

পদ্মপুষ্প সংগ্রহ করিয়া দুইজন ইতর-জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের প্রবেশ

উভয়ের গীত

পু। এ ফোটা ফুলের মতন লো তোর
মুখখানা।
স্ত্রী। রাখ্‌ তোর মন ভোলান, কদর তোর
আছে জানা॥
পু। ভেকো হয়ে মুখ পানে তোর
সদাই লো তাকাই
স্ত্রী। পথের মাঝে কি করে ছাই,
দ্যাখ্‌ দিনি বালাই;
পু। ভেসে যাই সুখসাগরে তোর হাসি দেখে,
স্ত্রী। ঢের জানি তোর ন্যাকাপনা,
দে মেনে রেখে;
উভয়ে। তোর কখন হাসি কখন ফাঁসি,
পিরীতটে তোর দোটানা॥

পুরুষ। ওরে, একটা ফুল—এক টাকা দেবে ব'লেছে।

স্ত্রী। গাঁয়ে এম্‌নি দুটো একটা ষষ্ঠী-পুজো হয়, তা হ'লে ভোর বছর খাট্‌তে হয় নি।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ

বিক্রম। হ্যাঁ বাপু, এ বনে ষষ্ঠীতলা কতদূর?

পুরুষ। এ'জ্ঞে, এই বটগাছটী দেখ্‌ছেন, এইটীকেই ষষ্ঠীতলা বলে। দেখ্‌ছেন নি, ঐ সিন্দুর লেপা রয়েছে।

বিক্রম। আচ্ছা বাবা, তোমরা এসো,—এই মোহরটী নিয়ে যাও।

পুরুষ। হ্যাঁগা, এটী দিলে না কি?

বিক্রম। হ্যাঁ বাবা।

পুরুষ। হ্যাঁগা, তোম্‌রা কি লোক গো—কি জাত গো?

স্ত্রী। আয়—আয়, তোকে তো বলনু, ওরা যক। তুই চ'লে আয়—চ'লে আয়, এখানে আর থেকে কাজ নি। [উভয়ের প্রস্থান।

বিক্রম। মা গণেশজননী, তুমি ষষ্ঠীরূপে সন্তান পালন করো, বড় দায়ে তোমার শরণাপন্ন হ'য়েছি, রাঙ্গাপদে সন্তানকে স্থান দাও, নচেৎ মা, সকলই নষ্ট হয়। নারায়ণী, জগৎপালিনী, জগদ্ধাত্রী, সৃষ্টি-প্রকাশিনী জননি! আর্য্যকুলের মর্য্যাদা রক্ষা করো। ব্রাহ্মণ আমার কথায় আশ্বাসিত, আমি রাজকর্ত্তব্য স্মরণ ক'রে আশ্বাস প্রদান ক'রেছি। মা, যখন রাজ্য প্রদান ক'রেছ, রাজ্যে অকাল মৃত্যু নিবারণ করো, নচেৎ মা তোমার সম্মুখে জীবন বিসর্জ্জন দেবো। ব্রাহ্মণের যদি আশ্বাস ভঙ্গ হয়, করুণাময়ী, পুণ্যময়ী ভারতভূমির আর্য্যগৌরব বিনষ্ট হবে, রাজধর্ম্ম লোপ হবে। দেবী, করুণাময়ী, দীন সন্তানকে করুণা করো।

দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্॥
পট্টবস্ত্রপরিধানাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং
বিচিন্তয়েৎ॥
জয় জয় জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবিকে॥

পট-পরিবর্ত্তন

শিশুগণবেষ্টিতা ষষ্ঠীর আবির্ভাব

গীত

কেঁদে শিশু আসে অবনী
রাখেন পায়ে স্নেহময়ী ষষ্ঠী জননী॥
অনাথ নিরাশ্রয়, পদে পদে ভয়
অসময়ে সদয়া মা অভয়া বরাননী॥
হেরে মায়ের বিচিত্র অঞ্চল,
শিশু হেসে ঢল ঢল,
ছলে মা, না দেখা দিলে কেঁদে হয় বিকল;
হেসে কেঁদে বাড়ে কায়া, খেলেন তাই
সনাতনী॥

। বৎস, তুমি আমার নিকট কেন এসেছ, আমা হ'তে ব্রাহ্মণের কি উপায় হবে? পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত আমার অধিকার; আমি পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত লালন-পালন করি। পঞ্চবর্ষের পর ব্রাহ্মণের পুত্রহানি হয়।

বিক্রম। তবে, মা, কি উপায় হবে?

ষষ্ঠী। তুমি কল্য রাত্রে সূতিকাগারের দ্বারে জাগ্রত থেকো। বিধাতাপুরুষ পুত্রের ললাটে জীবনের ফলাফল লিখ্‌বেন; কি অরিষ্ট, তাঁর নিকট অবগত হ'তে পার্‌বে।

বিক্রম। মা, আমি সামান্য ব্যক্তি, দেবদর্শন কিরূপে পাবো?

ষষ্ঠী। তুমি তেজস্বী রাজচক্রবর্ত্তী, তুমি দ্বারদেশে থাক্‌তে বিধাতাপুরুষ তোমায় লঙ্ঘন ক'রে গৃহে প্রবেশ ক'রতে পার্‌বেন না। আমার বরে তুমি তাঁর প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দর্শন ক'র্‌বে।

বিক্রম। বিধাতাপুরুষ যদি অরিষ্টই লেখেন, সে অরিষ্ট কিরূপে খণ্ডন ক'র্‌বো? শাস্ত্রে বলে, বিধিলিপি খণ্ডন হয় না।

ষষ্ঠী। তুমি বিধাতার নিকট জিজ্ঞাসা ক'রো, কিরূপে তা খণ্ডন হবে। তিনি যদি কোন উপায় না করেন, ব্রাহ্মণের সন্তান যদি সত্যই কালগ্রাসে পতিত হয়, তুমি সে মৃতশরীর দগ্ধ ক'র্‌তে দিও না। কপালমোচন দেবদেব মহাদেবের কৃপায় তুমি তারে পুনরুজ্জীবিত ক'র্‌তে সক্ষম হবে।

বিক্রম। মা, একটী সংশয় মোচন করুন।

শাস্ত্রে বলে, যথানিয়মে যদি পুত্র পালিত হয়, যথানিয়মে যদি পুত্রের সমস্ত দৈবকার্য্য সম্পন্ন হয়, তা হ'লে অকালমৃত্যু হয় না। এ ব্রাহ্মণ দেখলেম ধর্ম্মনিষ্ঠ, তবে কেন তার এরূপ অনিষ্ট হ'চ্ছে?

ষষ্ঠী। বৎস, এখন কি যথানিয়মে কোন কার্য্য হয়! দৈবকার্য্য কে ক'র্‌বে? ব্রাহ্মণ অতি বিরল,—অধিকাংশই লোভী, শ্রমকাতর, অনাচারী, তাদের দ্বারা দৈবকার্য্য কিরূপে হবে? আমার পূজাই ভারতবর্ষে প্রায় লোপ হলো। নিষ্ঠাচার হ'য়ে, উপবাসী থেকে, পূজা করে, এমন ব্রাহ্মণ কয়জন আছে? বৎস, শাস্ত্র মিথ্যা নয়, মানুষই মিথ্যাবাদী। অনাচারে দেবকার্য্য কিরূপে সম্ভব? একটী সদ্‌ব্রাহ্মণ অনুসন্ধান ক'রে, আমার পূজা সমাধা করো। আমার পূজার ত্রুটিতে আমি কুপিত হই না, আমার পালন ভার, আমি পালন করি, কিন্তু ধর্ম্ম কুপিত হয়।

বিক্রম। জয় মা সৃষ্টিপালিনী নারায়ণী!

[ষষ্ঠীর অন্তর্ধ্যান।

মা'র বরে অবশ্যই কৃতকার্য্য হবো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পুরোহিতের বাটী

পুরোহিত ও পুরোহিত-পত্নী

পুরো। হেউ, আজ মৎস্যের ঝোল অতি উত্তম রন্ধন ক'রেছ। আজ আর তাম্বুল চর্ব্বণ ক'র্‌বো না।

পত্নী। কেন গা, এত রস কেন? ঐ গঙ্গাধর বামুনের বাড়ী যাবে বুঝি?

পুরো। হ্যাঁ, একবার যেতে হবে বই কি?

পত্নী। কেন, কেউ খবর দিয়েছে না কি?

পুরো। আরে সেই ছেলে হবার পরদিন দাই মাগী তোর সামনেই তো খবর দিয়ে গেল। আজ আবার ভোরে এক বেটা ব'লে গেল। আজ কর্ম্মভোগ আছে, কি ক'র্‌বো।

পত্নী। তোমার সখ! তাঁতী বউ বলে গেল, নূতন তাঁত ক'রেছে, তাতে একটা ফোঁটা দেবে, তা হ'লেই নূতন তাঁতের ধুতিচাদর পেতে, তা মনে ধ'র্‌লো না। দশকড়া দক্ষিণে পাবেন, সেইখানে যাবেন। খবরদার মিন্সে, যেতে পাবি নি। বড় বড় ক'রে ব'কে সমস্ত রাত ঘুমুবে না, খালি নস্যি নেবে, আর নাক ঝাড়্‌বে, আর আমি শুদ্ধ ঘুমুতে পার্‌বো না।

পুরো। সে বেটা যখন ভোরে খবর দিতে এসেছিল, তুই কেন আমায় ডেকে দিলি? কেন বল্লি নি, যে বাড়ী নাই।

পত্নী। ও মা, সেই হোমরা-চোমরা মিন্সে গঙ্গাধরের বাড়ী থেকে খবর দিতে এসেছিল? আমি কি অত জানি! আমি মনে ক'র্‌লুম, কোন বড়মানুষ লোক বুঝি কি ব'ল্‌তে এসেছে।

পুরো। তবে দ্যাখ, ভূতোকে দিয়ে ব'লে পাঠা, আমার পেটের পীড়া হ'য়েছে।

পত্নী। ভূতো এখন কোথা খেল্‌তে গেছে। না গেলেই হলো, অত খবর পাঠাতে হবে না।

পুরো। আঃ, যা ব'লেছ, যেতে গা সরে না। সংক্ষেপে যে ক্রিয়া সার্‌বো, তার জো নাই, খুঁটিয়ে সব মন্ত্র আওড়াতে হবে। আরে বেটা মন্ত্র পড়বো কি, দক্ষিণে দেখেই গায়ে জ্বর আসে।

পত্নী। তাঁতী বউয়ের বাড়ী যাও না? আজ্‌কের বাজারে দেশী তাঁতের ধুতি চাদর দিতে চাচ্চে, তা মন উঠ্‌ছে না। সব বামুন যজমান ক'রেছেন। ও বছর থেকে একটা নৎ চেয়ে আস্‌ছি, তা আজও মুরোদ হলো না।

পুরো। আরে নাও নাও, জোলার দান কি গ্রহণ ক'র্‌তে পারি? তা হ'লে জাতে ঠেল্‌বে।

পত্নী। তোমার এক কথা, কত লোকে রাত্রে লুকিয়ে নিয়ে এলো। তাদের জাতে ঠেল্‌লে না?

পুরো। তাদের সব বড় বড় যজমান, তাদের জাতে ঠেল্‌বে কে? আমি গেলে, এখন তারাই আমায় জাতে ঠেল্‌বে।

পত্নী। ও তাঁতী বউ ব'লেছে, কারুকে ব'ল্‌বে না।

পুরো। ব'ল্‌বে না, দোর থেকে বেরুতে না বেরুতে ঢাক পিট্‌বে।

পত্নী। তবে যাও, দশ কড়া কাণা কড়ি গুণে নিয়ে এসো।

পুরো। ঐ এক বালাই! মড়াণ্ডে পোয়াতির

পো, ওর আবার কল্যাণ কি? ঐ দ্যাখ্, আবার দাই মাগী ডাক্‌তে আস্‌ছে।

পত্নী। মর মিন্সে, বাহাত্তুরে হ'য়েছে! অমন গয়নাগাঁটী কাপড়চোপড় প'রে গঙ্গাধরের বাড়ী থেকে ডাক্‌তে আস্‌ছে!

পুরো। ওরে হ্যাঁরে হ্যাঁ, সেই মাগী। ওদের এমন কাপড়-চোপড় গয়না-গাঁটী আছে।

সূতিকার ঝিয়ের প্রবেশ

গীত*

যদি যকের ছেলে হয় ঘরে ঘরে।
নিত্যি পরি নূতন সাড়ী, কই নি কথা গুমরে॥
খোকা থাক্ বেঁচে, আমি রেখেছি এ'চে,
খোকার ভাতে গয়নাগাঁটী নে যাব বেছে;
আঁতুড়ের ঝি, ব'লবে কে কি,
আসবো নেবো জোর করে॥
মিন্সে কত মুখনাড়া দেয়, দেখ্‌বো এখন তাই,
এক কথা কয়,—দশ কথা শোনাই;
মান ক'রে, আড়ঘোম্‌টা টেনে,
বা'রকে চ'লে যাই;
আর না কি স'য়ে থাকি,
শাসিয়ে রাখি গা-জোরে॥

পুরো। ও বাছা, তুমি ডাক্‌তে এসেছ? আমার তো বাছা বড় পেটের পীড়া, এই আবার পেট কুন-কুন ক'রে আস্‌ছে।

ঝি। ওগো, পেট কুনুতে হবে নি গো—পেট কুনুতে হবে নি! আজ যা পাবে দশ বছর চাল কিন্‌তে হবে নি, দশ বছর কাপড় কিন্‌তে হবে নি, আর মোহরের ডাঁই দক্ষিণে পাবে।

পত্নী। শোন্ বাহাত্তুরে মিন্সে! তোর পেট কুনুচ্চে, আজ ম'লেও তোমায় যেতে হবে। হাঁরে আঁতুড়ের ঝি, কোথায়—কোথায়? কোন্ বড়লোকের আঁতুড়ে সেঁদিয়েছিস্?

ঝি। আর কোথায় যাব গো, ঐ গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়ী আঁতুড়ে আছি।

পুরো। ঐ শোন্ মাগী শোন্! এখন পেট কুনুবে কি না বল?

ঝি। ওগো শোনো, আর পেট কুনিয়ে কাজ নি। এখন কি আর সে গঙ্গাধর ঠাকুর আছে? যকের ধন পেয়ে ফেঁপে উঠেছে! এই দেখ না, আমায় এই সোণা-দানা, এই কাপড় দিয়েছে।

পত্নী। সে কি লো—সে কি লো, সত্যি না কি?

পুরো। ব্যাপারখানা কি বল্ দেখি বুঝি?

ঝি। আর বুঝবে কি? কাল দু' মিন্সে যক এলো, ঘড়া ঘড়া মোহর ঢাল্‌তেছে, আর যে পাচ্চে কুড়ুচ্চে। লাচ্চে, গাচ্চে, ঢুলুকি বাজাচ্চে, আর মুটো মুটো টাকা পাচ্চে।

পত্নী। তা যকে টাকা দিচ্ছে কেন বল্ তো?

ঝি। দেখ, সাত কাণ ক'রো নি, যক শুনলে আমায় আস্ত রাখ্‌বে নি। আমি বামুনের ছেলেকে তাপ সেঁক দিয়ে পেছু ফিরে শুয়েছি, ঘুমে থেকে উঠে দেখি, যে আর সে বামুনের ছেলে নেই, যকের ছেলে খেল্‌চে।

পত্নী। সে কি লো?

ঝি। হ্যাঁ গো—ওরা জাতহরণী, জান নি? জাতহরণীতে ছেলে বদ্‌লে নে যায়।

পুরো। আরে সত্যি না কি?

ঝি। আরে চলো কেন্না, দেখ্‌বে। ষষ্ঠী পুজোর সোনার বটগাছ ক'রেছে, তাতে মাণিকের ফল ঝুল্‌ছে; ষষ্ঠীমার্কণ্ডের বারাণসী কাপড়ে—দু'টো পাহাড় হয়; দক্ষিণে সাত ঘড়া মোহর।

পত্নী। ও মিন্সে, চল—চল, আর দেরী করিস্ নি।

পুরো। বামনি—বামনি, আমায় ধরে নে চল্, আমার গা টল্‌ছে। ওরে আবাগী—সোণার বটগাছ—সোণার বটগাছ, তা'তে আবার মাণিকের ফল ঝুল্‌ছে!

পত্নী। হ্যাঁ গা—এবার নৎ দেবে তো?

পুরো। ও আগাবী! দেবো—দেবো, চোখে—কাণে—ঠোঁটে—নাকে যত পারিস্ পরিস্।

ঝি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বল্‌তে ভুলনু,—ষষ্ঠীর গয়নার ডাঁই ক'রেছে, দু' ঝোড়া নৎ রেখেছে।

পত্নী। ও মিন্সে—ও মিন্সে, আমায় ধর—আমারও গা টল্‌ছে।

ঝি। ওগো, ধরাধরি ক'রে এসো গো—ধরাধরি ক'রে এসো।

তিনজনের গীত*

পুরো। ধর্‌না আমায় পড়ি যে ঢ'লে॥
পত্নী। আমার ভারি ঘোর গেলেছে,
গা মাথা টলে।
ঝি। অম্‌নি গা টলে, ট'লে ট'লে
এসেছি চ'লে॥
পত্নী। দেখ্‌তে পাইনে পথ,
ওরে ঝোড়া ঝোড়া নৎ,
পুরো। সোণার বটে, মাণিকের ফল,
মোহরের পর্ব্বত,
ঝি। এসো দু'পা পথ, ঝর্‌ছে নোলা.
মোণ্ডালুচি গিল্‌বে গে কৎ কৎ;
সকলে। চলে যায় মজায় মজায়,
যকের পুজো রোজ হ'লে॥

[তিনজনের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পথ

নারীগণ

১ নারী। ওলো, চল—চল, গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়ী চল. যকের ষষ্ঠীপুজো দেখ্‌বি চল।

সকলের গীত

শুন্‌ছি না কি যকের ছেলে মোহর দুদ তোলে।
হাঁস্‌লে মোহর, কাঁদ্‌লে মোহর,
মোহর নাকি গায়ে চলে॥
গড়ায় মোহরের ঘড়া, পড়ে মোহরের ঝোড়া,
আঁতুড়ে মোহরের ছড়া,
তোড়া তোড়া মোহর নাকি আঁতুড়ের চালে
ঝোলে॥
মেজেতে মোহর পাতা, মোহর গাঁথা
ছেলের কাঁথা,
পুড়িয়ে মোহর কাজল পরায়,
মোহরের কাজলনতা;
খাচ্ছে মোহর, মাখ্‌ছে মোহর.
মোহরের বাতি জ্বলে॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গঙ্গাধরের বাটী

বিক্রমাদিত্য, মন্ত্রী ও নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণের প্রবেশ

বিক্রম। কি মহাশয়, আপনার পূজা কি সমাপ্ত হ'য়েছে?

ব্রাহ্মণ। না, আমার ভ্রম হ'চ্ছে, কোন্‌ বাটীতে এসেছি! আপনি ব'লেছিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পূজা ক'র্‌তে হবে, কিন্তু এ তো দেখ্‌ছি, কোন রাজচক্রবর্ত্তীর পূজা। তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসেছি, আপনি কার পূজার জন্য আমায় আহ্বান ক'রেছেন?

বিক্রম। কেন ব্রাহ্মণ, এ দরিদ্রের কুটীর দেখ্‌ছেন না?

ব্রাহ্মণ। কিন্তু এ রাজসিক উদ্‌যোগ কিরূপে হ'লো? আমি সমস্ত অবগত না হ'য়ে ক্রিয়ায় নিযুক্ত হ'তে পারি না।

মন্ত্রী। কেন ঠাকুর, আপনার এতে ক্ষতি কি? যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থে এরূপ আয়োজন ক'রে থাকেন, মহাশয়েরই তো বিশেষ প্রাপ্য হবে।

ব্রাহ্মণ। তুমি কে হে? আমি ব্রাহ্মণ, আমায় প্রলোভিত কর্‌বার চেষ্টা করো? যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি আয়োজন ক'রে থাকেন, তা' হলে এ ব্রাহ্মণের গুরু-পুরোহিতের এ সকল প্রাপ্য, আমি এ সকল গ্রহণ ক'র্‌বো না।

মন্ত্রী। এ'র পুরোহিত তো পূজা কর্‌বার উপযুক্ত নন। অভুক্ত হ'য়ে পূজা ক'র্‌তে হয়, ইনি ভুক্ত।

ব্রাহ্মণ।। এমন স্থলে আমি প্রতিনিধি মাত্র।

বিক্রম। প্রতিনিধিরও তো প্রাপ্য আছে।

ব্রাহ্মণ। অবশ্য, যা তিনি স্বেচ্ছায় দেবেন, কিন্তু এ স্থলে আমি তাও গ্রহণ ক'র্‌তে অক্ষম। আমি প্রতিশ্রুত, কেবল মাত্র হরিতকী গ্রহণ ক'রে, ব্রাহ্মণের কার্য্য সম্পন্ন ক'রবো।

বিক্রম। কেন ব্রাহ্মণ, আপনার তো নিতান্ত দীন অবস্থা। একটী মাত্র ভগ্ন কুটীর, এ সকলের অংশ গ্রহণ ক'র্‌লে আপনার সঙ্কুলান হবে, তবে কেন অসম্মত হ'চ্ছেন?

ব্রাহ্মণ। বাপু, তুমি যে আমায় প্রলোভিত ক'চ্ছ, এরূপ বোধ হয় না। ব্রাহ্মণের আচার তুমি অবগত নও। ব্রাহ্মণের জীবন ধারণ,

কর্ত্তব্যপালনের নিমিত্ত, সঙ্কুলান-ভার ঈশ্বরের। ঈশ্বর-কৃপায় আমার সঙ্কুলান হয়, আমার অপর উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই।

বিক্রম। আচ্ছা ঠাকুর, তবে হরিতকীই গ্রহণ ক'র্‌বেন। এক্ষণে যান, পূজা সম্পন্ন করুন।

ব্রাহ্মণ। উত্তম—উত্তম। বুঝলেম—বুঝলেম, আপনি বিচক্ষণ—আপনি বিচক্ষণ; আমায় পরীক্ষা ক'র্‌ছিলেন—আমায় পরীক্ষা ক'র্‌ছিলেন! অন্যায় আদেশ কেন ক'র্‌বেন? তবে চল্লেম, পূজা আরম্ভ করিগে।

বিক্রম। যে আজ্ঞে।

[নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ ব্রাহ্মণকে কোথায় পেলেন?

বিক্রম। প্রাতে এ'র অনুসরণ ক'রেছিলেম। দেখ্‌লেম, প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন ক'রে ভিক্ষায় বেরুলেন। তিনটী মাত্র ব্রাহ্মণ-গৃহ ভ্রমণ ক'র্‌লেন। সে সব গৃহস্বামীরা সপরিবারে আহূত হ'য়ে এখানে উপস্থিত, সুতরাং ভিক্ষা পেলেন না! কুটীরে ফিরে এসে, নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হলেন। আমি সেই সময়েই এ'কে পূজা কর্‌বার নিমিত্ত ব্রতী ক'রেছি।

মন্ত্রী। মহারাজ, এইরূপ ব্রাহ্মণের প্রভাবেই আজও আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মলোপ হয় নাই।

বিক্রম। মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ কিরূপ পূজা করে —দেখ্‌তে আমার বড় কৌতূহল হ'চ্ছে, আমি পূজা-স্থানে চল্লেম।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

পুরোহিত ও তৎপত্নীর প্রবেশ

পুরো। কে কোথা গো, আমরা এলেম।

পত্নী। দেখ্‌ছিস্ — দেখ্‌ছিস্ — বাড়ী কেমন সাজিয়েছে দেখ্‌ছিস্?

পুরো। সাজাবে না, যকের পূজো! চুপ, ঐ যক বেটা বুঝি রয়েছে।

মন্ত্রী। আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়!

পুরো। পূজার লগ্নবিচার ক'র্‌তে বিলম্ব হলো, অনেক অঙ্ক পেতে শুভলগ্ন নির্ণীত হ'য়েছে। উপযুক্ত সময়ে এসে উপস্থিত হ'য়েছি।

মন্ত্রী। (পুরোহিতের প্রতি) ঠাকুর, উপবাসী আছেন না কি?

পুরো। থাক্‌বো না বাবা! যজমানের পুত্রের কল্যাণ চাই নে? আমরা কি সে ব্রাহ্মণ, যে মাছ-ভাত খেয়ে পূজো ক'র্‌বো?

মন্ত্রী। তা তো হবে না। আমাদের ষষ্ঠী পূজা না খেয়ে হবে না। মাছের ঝোল ভাত, রান্না আছে, খেয়ে চলুন।

পত্নী। ও বাবা যক, কেন মিন্সের ঢং শোন! আমি কি যকের নিয়ম জানি নি? আমি সকালে ওরে মাছ-ভাত খাইয়েছি।

পুরো। অ্যাঁ, আজ খেয়েছি না কি—আজ খেয়েছি না কি!

পত্নী। মর মিন্সে, গপ্ গপ্ ক'রে গিল্লি নি? পান না খেয়ে মুখ পুড়িয়ে এসেছেন? যকের পূজো, মচ্ মচ্ ক'রে পান চিবোবে, তবে যকের ষষ্ঠী পূজো হবে—কেমন বাবা যক?

মন্ত্রী। আর এই বিধানটী জানো না মা, ঘুমুতে ঘুমুতে আমাদের পূজা ক'র্‌তে হয়।

পত্নী। জানি বই কি বাছা—জানি বই কি? মিন্সেকে বল্লুম, কম্বলখানা নিয়ে চল্—যকের পূজো, শুয়ে শুয়ে পূজো ক'র্‌তে হবে।

পুরো। বাবা, আমার ভূমিশয্যায় নিদ্রা হয় —ভূমিশয্যায় নিদ্রা হয়।

বিক্রমাদিত্য ও গঙ্গাধরের প্রবেশ

বিক্রম। আজ সূতিকাগারের দ্বারে আমি শয়ন করবো—কেমন আপনি সম্মত তো?

ব্রাহ্মণ। বাবা, নিন্দা হবে না তো—নিন্দা হবে না তো?

বিক্রম। নিন্দা কিসের?—সন্ন্যাসীর কোন স্থানে গমনের নিষেধ নাই।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা বাবা, নিন্দা না হ'লেই হলো—নিন্দা না হ'লেই হ'লো। তুমি মহাপুরুষ, তা বুঝতে পেরেছি! ব্রাহ্মণী বলছিলো —ব্রাহ্মণী বলছিলো, তাই কথাটা বল্লেম।

মন্ত্রী। প্রভু, ইনি মাছ-ভাত খেয়ে এসেছেন, শুয়ে শুয়ে যেটেরা পূজা কর্‌বেন।

বিক্রম। কই, ইনি তো উপবাসী দেখছি!

পত্নী। ও বাবা যক, আমি মাছ-ভাত খাইয়ে এনেছি, তবে আর বলছি কি?

পুরো। তাম্বুল চর্ব্বণ করি নাই—তাম্বুল চর্ব্বণ করি নাই, তাই মুখ শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে।

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, তুমি আহার ক'রে পূজা কর্‌তে এসেছ! এই কি তোমার পৌরোহিত্য? আমি এখন বুঝ্‌লেম, কেন ব্রাহ্মণের পুত্র রক্ষা পায় না। যাও, তোমার পূজা করবার প্রয়োজন নাই। তুমি এরূপ ব্রাহ্মণ, রাজা বিক্রমাদিত্য জান্‌লে, তাঁর রাজ্যে স্থান পেতে না।

পত্নী। ও সর্ব্বনাশীর বেটা, একদিন উপোস কর্‌তে পার না? ও বাবা যক, কি হবে বাবা, আমার নতের যে বড় সখ বাবা!

বিক্রম। চিন্তা নাই।

মন্ত্রী। আপনি নিদ্রাপটু, ভূমিশয্যায় নিদ্রা যেতে পারেন, অত ক্লেশের প্রয়োজন নাই, গৃহে গিয়ে শয্যায় শয়ন করুন! নিষ্ঠাবান্ উপবাসী ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা হ'চ্ছে।

পুরো। কি পুরোহিত বর্জ্জন—পুরোহিত বর্জ্জন?

বিক্রম। পুর-হিত বর্জ্জন হচ্চে কই—পুর-অহিত বর্জ্জন হচ্ছে। তা তোমার চিন্তা নাই, পূজা অন্তে তোমার যা প্রাপ্য, তোমার গৃহে প্রেরিত হবে।

পুরো। প্রতিনিধির সঙ্গে দশ আনা ছয় আনা বখ্‌রা।

বিক্রম। যাও ঠাকুর, তা অপেক্ষা অধিক পাবে, ব্রাহ্মণ তোমার ন্যায় লোভী নন।

পত্নী। তা এখন আমরা নেই বাড়ী গেলুম, খোকাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে, সব শেষেই যাবো।

পুরো। হাঁ, হাঁ।

বিক্রম। কেন ক্লেশ কর্‌বেন, গৃহে যান। ঠাকুর, আর কদাচ এমন গর্হিত কার্য্য করো না।

মন্ত্রী। এখন শক রাজা নয়, আর্য্য রাজা। তোমার ব্যবহার রাজার নিকট প্রকাশ হ'লে, রাজনীতি-অনুসারে দণ্ডনীয় হবে।

পুরো। কেন বল্‌ দেখি মাগী, বিষ্ঠা রন্ধন করেছিলি?

পত্নী। তুই গিল্লি কেন রে মিন্সে?

[পুরোহিত ও তৎপত্নীর প্রস্থান।

বিক্রম। (মন্ত্রীর প্রতি) যাঁরা পূজা দেখতে এসেছেন, তাঁদের বিদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে?

গঙ্গা। হ্যাঁ বাবা, ঐ যে তাঁরা আনন্দ ক'রে আস্‌ছেন।

বিক্রম। তবে বোধ হয় পূজা সমাপ্ত হয়েছে। চলুন, আমরা যাই। (মন্ত্রীর প্রতি) তুমি আশ্রমে সংবাদ দাওগে, আজ রাত্রে আমি এই স্থানেই অবস্থান কর্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

পল্লিবাসিনীগণের প্রবেশ

গীত*

থাকুক ছেলে মায়ের কোল জুড়ে।
মায়ের কোল আলো ক'রে,
খেলে ছেলে আঁতুড়ে॥
মাথার কেশ যত, ছেলের পেরমাই হোক্‌ তত,
দিন দিন গড়ুক বাছা নোর ভাঁটার মত;
ষষ্ঠীর দাস ষেঠের বাছার আলাই বালাই
যাক্‌ পুড়ে॥
কমলা সদয় হ'য়ে, এসেছেন বাছার পয়ে,
মায়ের কৃপায় যে যত চায়, নিয়ে যায় ব'য়ে;
হে'সে মা ব'সেছেন ঘরে,
হাঁসছে তাই দীনের কুঁড়ে॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

সূতিকা-গৃহ

গৃহমধ্যে গঙ্গাধর-পত্নী ও দ্বারদেশে বিক্রমাদিত্য

বিক্রম। মা, আপনি অসঙ্কুচিত চিত্তে নিদ্রা যান, আমি আপনার সন্তান, ষেটারা পূজার নিয়ম পালন ক'রে জাগরিত থাক্‌বো।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার সন্তান রক্ষা পাবে তো?

বিক্রম। অবশ্যই মা ষষ্ঠীর কৃপায় রক্ষা হবে। আপনি গৃহ-দ্বার আবরণ করুন্। (ব্রাহ্মণীর দ্বার অবরোধ করণ) রজনী গভীরা, জনরব বিলুপ্ত, নিদ্রার অঙ্কে জীবকুল মগ্ন, কেবল হিংস্রক পশু জাগ্রত। এক একবার পেচকের শব্দ মাত্র—অপর শব্দ স্তব্ধ। শুনে-ছিলেম, বিধাতাপুরুষের আগমনের পূর্ব্বে সূতিকাগারে যারা জাগ্রত থাকে, তারা নিদ্রিত হয়। কি আশ্চর্য্য, আমারও নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে!

বোধ হয়, বিধাতাপুরুষ আগতপ্রায়। ঐ যে ধীরে ধীরে কে পুরুষ আস্‌ছে! জয় মা ষষ্ঠী-দেবী! চিনেছি, উনিই বিধাতা-পুরুষ! ফিরে গেলেন যে—ঐ আবার আস্‌ছেন।

বিধাতা-পুরুষের প্রবেশ

বিধাতা। মহারাজ, পথ দেন।

বিক্রম। আপনি কে?

বিধাতা। আমি বিধাতা-পুরুষ, সন্তানের ভাগ্যলিপি লিখতে এসেছি।

বিক্রম। ভগবান্ দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। কি লিখবেন, যদি কৃপায় আজ্ঞা করেন।

বিধাতা। এখন আমি অবগত নই, আমার অপরিবর্ত্তনশীল লৌহলেখনীতে অদৃষ্ট কারণে কি লিপিবন্ধ হবে, তা আমার অগোচর।

বিক্রম। ভগবান্, কিরূপ আজ্ঞা কর্‌ছেন? আপনিই অদৃষ্টের কর্ত্তা! অদৃষ্ট কারণ শ্রীমুখে কি শুন্‌লেম? কৃপা ক'রে আমায় যদি বোঝান। অদৃষ্টের কর্ত্তা বিধাতা, বিধাতার নিকট অদৃষ্ট কি?

বিধাতা। মহারাজ! মায়াপ্রভাবে কলেবর ধারণ, দেব-কলেবরেও মায়ার প্রভাব! কি কর্ম্ম-সূত্রে কি কার্য্য সম্পন্ন হয়, তা মহামায়ার মায়ায় আবৃত। জান্‌বেন,—সে সমস্ত বিধাতারও গোচর নয়। সময় ব'য়ে যাচ্ছে, পথ দেন।

বিক্রম। ভগবান্, আমি কি নিমিত্ত হেথায় উপস্থিত, তা আপনার অগোচর নয়। আমার প্রার্থনা,—এই জাত-সন্তানের ললাটে কি লিপিবন্ধ কর্‌বেন, আমার নিকট জ্ঞাপন করেন।

বিধাতা। মহারাজ, আপনি ষষ্ঠীদেবীর প্রিয়। আমি অঙ্গীকার কর্‌লেম,—এই বালকের অদৃষ্ট আপনার নিকট প্রকাশ ক'র্‌বো। পথ মুক্ত করুন।

বিক্রম। যে আজ্ঞে!

বিধাতা-পুরুষের গৃহপ্রবেশ

কি আশ্চর্য্য! মায়ার অদ্ভুত প্রভাব;—বিধাতারও অজ্ঞেয়। আমরা ক্ষুদ্র মানব। মহা-মায়া, তোমায় নমস্কার!

বিধাতা-পুরুষের পুনঃপ্রবেশ

বিধাতা। মহারাজ, পথ ছাড়ুন।

বিক্রম। কি লিখলেন, আজ্ঞা করুন।

বিধাতা। এই বালক অতি সুবোধ, নিষ্ঠা-বান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ হবে, কিন্তু বিবাহের রাত্রে ব্যাঘ্রের দ্বারা নিহত হবে।

বিক্রম। ভগবান্, এ দাসের উপায় কি? আমি রাজা, ব্রাহ্মণের নিকট তাঁর পুত্রের অকালমৃত্যু নিবারণ কর্‌বো—প্রতিশ্রুত। আপনার দর্শন লাভ ক'রেও যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌তে অক্ষম হই, মৃত্যু ভিন্ন অপর প্রায়শ্চিত্ত আর আমার নাই। করুণাময়, দাসের প্রতি কৃপাকটাক্ষে উপায় বিধান করুন।

বিধাতা। এই লৌহনির্ম্মিত লেখনীর লিপি কখনও খণ্ডন হবে না; বিবাহ-রাত্রে ব্রাহ্মণপুত্রের কালদর্শন হবেই। তবে সে সময় যদি কেউ কপালমোচন মহাদেবের কৃপায় এই শ্লোক আবৃত্তি কর্‌তে পারে, ব্রাহ্মণসন্তান পুনর্জ্জীবিত হবে। ষষ্ঠীদেবীর আজ্ঞায় এই ভূর্জ্জপত্রে লিখে এনেছি, গ্রহণ করো। (ভূর্জ্জ-পত্র প্রদান)

বিক্রম। ভগবান্, প্রণাম। কৃতার্থ হলেম।

[বিধাতা-পুরুষের প্রস্থান।

(শ্লোক পাঠ)—

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ
দৈবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি॥*

অতি যত্নে শ্লোক রক্ষা কর্‌তে হবে, কি জানি যদি বিস্মৃত হই। প্রভাত নিকট।

ব্রাহ্মণী। (সূতিকা-গৃহ হইতে) বাবা, আছেন কি? আমার সন্তানের কি উপায় হবে?

* লব্ধব্য যে ফল নর পাইবে নিশ্চয়।
নিবারণে দেবতার সাধ্য তাহা নয়॥
সে হেতু না করি ক্ষোভ না মানি বিস্ময়।
ললাট-লিখন কভু অন্যথা না হয়॥

বিক্রম। চিন্তা দূর করুন, নিশ্চয় হবে।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার মৃ জীবন সঞ্চার ক'র্‌লে।

গঙ্গাধরের প্রবেশ

গঙ্গা। বাবা, কার্য্যসিদ্ধ হয়েছে?

বিক্রম। হ্যাঁ, কিন্তু এক কথা—এই সন্তানের বিবাহের দিন আমায় সংবাদ দেবেন।

গঙ্গা। আপনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, আপনার তত্ত্ব কোথায় পাবো?

বিক্রম। রাজাকে সংবাদ দিলেই আমাকে সংবাদ দেওয়া হবে।

গঙ্গা। আপনি কে?

বিক্রম। দেখছেন তো সন্ন্যাসী।

গঙ্গা। পূর্ব্বাশ্রমে আপনি কি ক্ষত্রিয় ছিলেন? অনবনত মস্তক, প্রশান্ত ললাট, নয়নকোণে বীরব্যঞ্জক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ওষ্ঠাধর, শত্রুভীতিকর প্রশস্ত বক্ষ, বিশাল বাহু, করে অস্ত্রধারণের চিহ্ন, ধনুর্জ্যা-ঘর্ষণচিহ্ন—ব্রাহ্মণের পুষ্পচয়নোপ-যোগী কোমল হস্ত নয়,—সগর্ব্ব পদবিক্ষেপ, সমস্তই বীরপুরুষের লক্ষণ—এ সমস্তই তো ক্ষত্রিয়ের পরিচয়!

বিক্রম। আপনার অনুমান সত্য হ'তে পারে।

গঙ্গা। যখন আমায় নমস্কার ক'র্‌তে নিবারণ করেছিলেন, তখন আমি অবসন্ন ছিলেম, স্বরূপ বুঝ্‌তে পারি নাই। সন্ন্যাসীর ব্রাহ্মণের নমস্কার গ্রহণে কোন সময়েই নিষেধ নাই, তখন আমার এ অনুমিত হয় নাই। শাস্ত্রে রাজচক্রবর্ত্তীর যে সব লক্ষণ—আপনার ললাটে, অঙ্গে—সে সমস্তই প্রকাশিত। ষষ্ঠীপূজায় যা আয়োজন হয়েছে, রাজচক্রবর্ত্তী ভিন্ন কারো দ্বারা এরূপ আয়োজন সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণের নিকট প্রতারণা কর্‌বেন না। বলুন—আপনি কে?

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমিই বিক্রমাদিত্য।

গঙ্গা। জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়! ভারতে সুদিন উদয়, আর্য্যরাজা আবার ভারত-সিংহাসনে। আদিত্যপ্রতাপ বিক্রমাদিত্য উদয়। ভারতে নিশ্চয় অকালমৃত্যু রহিত হবে। মহারাজ দীনের কুটীরে দীনের ন্যায় অবস্থান করেছেন। জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়! এসো, কে কোথায় আছ, দীনের কুটীরে রাজ-দর্শন ক'রে কৃতার্থ হও। বল, জয় বিক্রমা-দিত্যের জয়!

পল্লীস্থ স্ত্রী-পুরুষগণের প্রবেশ

সকলে। জয় বিক্রমাদিত্যের জয়!

গীত

ভুবন-পূজ্য আর্য্যরাজ্য শৌর্য্য-বীর্য্য-ভূষণ,
পুণ্যক্ষেত্র একচ্ছত্র ধন্য আর্য্য-আসন;
বিক্রমাদিত্য নৃপতি।
মেঘমাল সরস বরষে ক্ষেত্র-শস্যশালিনী,
ধীর পবনে দুলিছে কুসুম সরসী
সরোজ-মালিনী; রাজ্যে লক্ষ্মী-সরস্বতী॥
উথলিত পূত বেদধ্বনি, প্রভাত-সন্ধ্যা-গগনে,
স্বর্ণবর্ণ অনলশিখা আহুতি হবি-গ্রহণে;
ভারতে শান্তি বসতি।
দুর্জ্জনগণ শমন দণ্ড নরবর কর-চালনে,
দয়াধার বহে শতধারে, প্রজাপুঞ্জ পালনে;
উদিত আদিত্য জ্যোতি॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উজ্জয়িনী—বিক্রমাদিত্যের উদ্যান

বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী

ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীগণের প্রবেশ

স্ত্রী-পুরুষগণ।

পরি লতাপাতা বনে ফুল তুলি।
বনে মন খুসী কেমন, তাই বনে বুলি॥

স্ত্রীগণ।

পাতা ফুঁড়ে সুরজ আসে,
চিকি মিকি খেলে ঘাসে
ঘাস যেন হাসে;
ঘাসের ফুল খেলে দুলি দুলি॥

পুরুষগণ।

ডালে যে চিড়িয়া ডাকে,
সাতনলায় ধরি তাকে,
গুল্‌তি ঝাড়ি ময়ূরের ঝাঁকে;

বাঘা ভাল, যারে তীর ত্যাগি,
ওমনি হয় দাগী,

স্ত্রী-পুরুষগণ '
গিয়ে তেড়ে, হেম্‌ড়ে প'ড়ে,
মিন্সে-মাগী ছাল খুলি॥

১ ব্যাধ। কি রাজা, আবার কি জানোয়ার মার্‌বার হুকুম দিবি বল? বাঘের তো ঝাড় মেরেছি, এবার কি ভাল মার্‌বার হুকুম হবে?

মন্ত্রী। তোরা সব বাঘ মেরেছিস্‌? বনে আর তো বাঘ নাই?

২ ব্যাধ। যদি বিশ কোশের বিচে একটা বাঘের ডাক কেউ শোনে, আমার নাকটা উৎরে নিস্‌।

মন্ত্রী। কিন্তু আজ যদি সহরে বাঘ আসে?

১ ব্যাধ। বিধাতা-পুরুষকে বাঘ গড়্‌তে হবে, তবে বাঘ আস্‌বে, নইলে বাঘের মুখ কেউ দেখবে না।

বিক্রম। আর বিধাতাই যদি বাঘ গ'ড়ে পাঠায়, তোরা মার্‌তে পার্‌বি?

১ ব্যাধ। বিধাতার বাবা বাঘ হ'লে মার্‌বো!

বিক্রম। আচ্ছা যা, যে বাড়ীতে আমার সৈন্যেরা পাহারা দিচ্ছে, সেই বাড়ীতে খুব সতর্ক হ'য়ে থাক। আজ যদি কেউ বাঘ দেখতে না পায় কিম্বা যদি বাঘ এলে, সেই বাঘ তোরা মার্‌তে পারিস্‌, তা হ'লে আর তোদের ব্যাধের কাজ কর্‌তে হবে না।

১ ব্যাধ-প। তুই তো বড় রাজাটা রে! শিকার কর্‌বে না তো কি কাম কর্‌বো? শিকার না খেল্‌লে আমরা বাঁচি?

বিক্রম। আচ্ছা, তোরা যে যা চাস্‌—পাবি।

১ ব্যাধ। এ কথাটা ভাল। ঐ বাড়ীখানা আমাদের দিবি?

বিক্রম। দেবো।

২ ব্যাধ-প। বাড়ী নিয়ে কি কর্‌বি মিন্সে? রাণীর মত গয়না নেব।

বিক্রম। সাতদিন যে যা গয়না চাস্‌—দেবো। যা, খুব সতর্ক হ'য়ে থাক্‌গে যা।

২ ব্যাধ। ভালো—ভালো!

সকলে। জয় রাজাটার জয়—জয় রাজাটার জয়!

বিক্রম। মন্ত্রী, এদের নিয়ে যাও। এরা যেন বাসর ঘর বেষ্টন ক'রে থাকে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ!

[ব্যাধগণকে লইয়া মন্ত্রীর প্রস্থান।

নবরত্ন—কালিদাস, বররুচি, অমরসিংহ, বরাহমিহির, ধন্বন্তরি, শঙ্কু, ক্ষপণক, বেতালভট্ট ও ঘটকর্পরের প্রবেশ

বিক্রম। আস্‌তে আজ্ঞা হয়। (বরাহমিহিরের প্রতি) পণ্ডিতবর, সেই কন্যার জন্মপত্রিকা কিছু নির্ণয় ক'রে দেখলেন?

বরাহমিহির। মহারাজ, অতি কঠিন সমস্যা! যদি জ্যোতিষ সত্য হয়, আর এই জন্মপত্রিকায় কোন দোষ না থাকে, এ কন্যা বিবাহের রাত্রে বিধবা হবে। কিন্তু এ কন্যা সতী, কোষ্ঠীর ফল দেখ্‌ছি, পাঁচটী পুত্রের জননী হবে। এর মীমাংসা ক'র্‌তে দরিদ্র ব্রাহ্মণ অক্ষম।

বিক্রম। আপনারা কি বলেন—এ সমস্যা কিছু পূরণ কর্‌তে পারেন?

বররুচি। প্রস্তর সলিলে ভাসে,
গ্রহ নিভে নীলাকাশে,
মৃত যদি সঞ্জীবিত হয়।
তবে, নৃপ, গণনায় জন্মায় প্রত্যয়॥

কালিদাস ব্যতীত সকলে। কবিবর ভবভূতি যথার্থ বলেছেন,—এ সমস্যা আমাদের দ্বারা পূরণ হয় না।

বিক্রম। কবিবর কালিদাস কি বলেন?

কালি। রামেশ্বর শিব বলে,
শিলা ভেসেছিল জলে,
প্রলয়ে গ্রহের জ্যোতি নিভিবে নিশ্চয়।
মৃত সঞ্জীবিত হয়, কথা অসম্ভব নয়,
কপালমোচন নাম দেব-মৃত্যুঞ্জয়॥
ধর্ম্মে যার সদা মতি, কৃপাবান্‌ পশুপতি,
পূর্ণকাম শিব নাম শিব শিবময়।
যম যাঁর পদাশ্রিত, মৃত হবে সঞ্জীবিত
কৃপায় তাঁহার, ইথে আছে কি বিস্ময়॥

বরাহমিহির। সাধু! সাধু! মহারাজ, মীমাংসা হয়েছে। বিবাহরাত্রে এর পতির প্রাণ-

নাশ হবে নিশ্চয়, কিন্তু কোন রাজচক্রবর্ত্তীর তপোবলে, দেবদেব কপালমোচনের কৃপায়, এ'র পতি পুনর্জ্জীবিত হবে। বৃহস্পতির শুভ-ভাবে আমার সম্পূর্ণ অনুমিত হ'চ্ছে।

ক্ষপণক। মহারাজ, কন্যার বিষয় কেন এত তত্ত্ব কচ্ছেন? আমি বৃথা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে এ কথা জিজ্ঞাসু নই।

বিক্রম। এক ব্রাহ্মণের চারিটী পুত্রের অকাল-মৃত্যু হয়। যখন পঞ্চম সন্তান জন্মায়, আমি সূতিকাগারের দ্বারদেশে ষেটেরা পুজোর দিন অবস্থান ক'রে, বিধাতাপুরুষের দ্বারা জাতকের ললাট-লিপি অবগত হই। বিধিলিপি এই যে, বিবাহের দিন বাসরে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হবে। কিন্তু আমা দ্বারা সঞ্জীবিত হওয়া সম্ভব—ভাগ্যবলে ষষ্ঠীদেবীর নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হয়েছি। অদ্য এই কন্যার সহিত এই ব্রাহ্মণ-কুমারের বিবাহ। সেই নিমিত্তই, এই জন্মপত্রিকার ফল জান্‌বার ইচ্ছা করেছি।

ক্ষপণক। মহারাজ, এই ব্রাহ্মণপুত্রকে যে রাজচক্রবর্ত্তী পুনর্জ্জীবিত কর্‌বেন, তিনি যে রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য, এ আমার অনুমিত হয়েছিল। কিন্তু মহারাজ, বিধিলিপি খণ্ডনের নিমিত্ত যে ব্যাধের দ্বারা ব্যাঘ্র বিনাশ করেছেন, এটী যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। হিংসার দ্বারা মঙ্গলকার্য্য সম্পাদিত কর্‌বার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত নয়। 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম!' যথাজ্ঞান নিবেদন কর্‌লেম।

বরাহমিহির। প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।

গঙ্গাধরের প্রবেশ

বিক্রম। যা বিধি হয় করুন, আমার এখনি যেতে হবে।

গঙ্গা। মহারাজ আসুন, বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হয়েছে।

বিক্রম। আপনি অগ্রসর হোন, আমি এখনি যাচ্ছি। বাসরে কারো যেন গমন-অধিকার না থাকে। সভা ভঙ্গ হোক্‌। আপনারাও প্রস্তুত হোন, বিবাহস্থলে উপস্থিত থাক্‌বেন।

[নবরত্নের প্রস্থান।

বিধিলিপি যদি মিথ্যা না হয়, বিধাতার বাক্যও মিথ্যা নয়। সেই শ্লোক আবৃত্তিতে ব্রাহ্মণ-কুমার অবশ্যই পুনর্জ্জীবিত হবে। "লব্ধ-ব্যমর্থং লভতে"—চিন্তার কারণ কি? শ্লোক বিস্মৃত হই,—সম্পুটে বিধাতাপ্রদত্ত লিপি যত্নে স্থাপিত আছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলবন

সরস্বতী ও সঙ্গিনীগণ

সঙ্গিনীগণের গীত

শুভ্রবরণা, শশিশেখরা, শ্বেত-সরোজবাসিনী।
দিব্যাম্বরা বিমল-কমলকামিনী, বিভাষিণী॥
বিদ্যাদাত্রী বিদ্যা-প্রার্থী-হৃদি-শতদল-আসিনী,
বীণাবর-রঞ্জিত-কর, গঞ্জিত-বিধুহাসিনী॥
বাগ্‌বাণী, বেদপাণি, বেদধ্বনি-ভাষিণী,
বাদ্যগান তানমান, বন্দিনী বিলাসিনী,
জ্ঞানোজ্জ্বল ত্রিনয়ন ঝল, অজ্ঞান-তমঃ-নাশিনী।
চরণ অমল কিরণদানে মুদিত-চিত-বিকাশিনী॥

বিধাতার প্রবেশ

সর। পিতা, এতদিনে কি কন্যাকে মনে পড়েছে?

বিধাতা। আরে নাও—নাও বাছা—সে সব কথা হবে, বড় বিপদ্‌!

সর। সে কি? আপনি বিধিদাতা, আপনার বিপদ্‌?

বিধাতা। আরে বাছা, জেনে শুনে তুমি যদি অমন করো, দাঁড়াই কোথায়? জান না কি—"মহামায়ার ফাঁদে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাঁধা প'ড়ে কাঁদে!" এখন তুমি না মুখ রাখলে তো বিধিলিপি খণ্ডন হয়।

সর। সে কি পিতা! বিধিলিপি কি খণ্ডন হয়?

বিধাতা। আরে ষষ্ঠী বেটীর বরে তারই তো জোগাড় দেখ্‌ছি!

সর। সে কি?

বিধাতা। আর সে কি! এক ব্রাহ্মণের ছেলের অদৃষ্টলিপি লিখে এই ফ্যাসাদ!

সর। এ কিরূপ আজ্ঞা কচ্ছেন?

বিধাতা। আর গ্রহের কথা বল কেন? আমি ছেলেটার অদৃষ্ট লিখতে যাচ্ছি, দেখি আবাগের বেটা বিক্রমাদিত্য সূতিকাগারের দ্বারদেশে শুয়ে। বেটা আমার জন্য ওত পেতে ছিল,

ষষ্ঠীর বরে চিনে ফেল্‌লে! দোর ছাড়ে না, এ দিকে সময় বয়ে যায়, ঠাক্‌রুণের কৃপাপাত্র—লঙ্ঘন ক'রে যেতে পারি না। ব্যাটা নাছোড়, কি লিখবো ব্যাটাকে বল্‌তে হবে। কি করি মা—স্বীকার পেলেম।

সর। কি লিখলেন?

বিধাতা। লিখলেম, ছেলেটাকে বের রাত্রে বাসর ঘরে বাঘে খাবে।

সর। আহা, পিতা, কেন এমন লিখলেন?—আপনার দয়া হ'লো না?

বিধাতা। তুমি জেনে শুনে ন্যাকা হও, তোমায় আর কি বলবো! আমি তো কলম টানি—কর্ম্মফলে হাত চলে—আমার কি দোষ বল?

সর। তা একটু সাম্‌লে লিখতে তো হয়।

বিধাতা। সাম্‌লাবো! তবে এখন অসামাল কিসে?

সর। তারে বাঘে খেয়েছে?

বিধাতা। বাঘে খেয়েছে! বাঘের বংশ নিপাত হয়েছে! বিক্রমাদিত্য বেটা শিকারী দিয়ে সব বাঘ মেরেছে! সৃষ্টিরক্ষার জন্য এক জোড়া বাঘ নিয়ে নিবিড় পর্ব্বত-গুহায় রেখে দিয়েছি।

সর। তবে আর কি—তাকে দিয়েই বামুনের ছেলেকে খাওয়াও না?

বিধাতা। হ্যাঁগা, তুমি এই দুঃখের সময় নানা ফেরাক্কা তুল্‌ছ? আর কি বলবো বল! আবাগের বেটা রাজা কি বাসরে বাঘ যাবার যো রেখেছে? পাথরের বাড়ী করেছে, তারই ভেতর বাসর; চারদিকে পিপ্‌ড়ের মত পাহারা; শিকারী বেটারা ধনুকে তীর জুড়ে ব'সে আছে, পাখীটা ওড়বার যো নাই; আর ঐ রাজাটা অস্ত্র নিয়ে বাসরের দোরে পাহারা দিচ্ছে। এখন কি করি?

সর। আপনিই কেন অলক্ষিতে বাসরে প্রবেশ ক'রে বাঘ হ'য়ে তারে বধ করুন না!

বিধাতা। আরে এ দিকেও কলম ডেলেছি! তাইতেই প্যাঁচে পড়েছি, নইলে কেমন রাজার বেটা রাজা দেখতেম, ছাদ ভেদ ক'রে প্রবেশ কর্‌তেম। এ তো আর সাম্‌নে দিয়ে যেতেম না, যে ষষ্ঠীর বরে দেখবেন।

সর। আবার কি কলম ডেলেছেন?

বিধাতা। বালতি-বাম্‌নি-বেটী কন্যার অদৃষ্টে লিখেছি, যে তার দোষে তার পতির মৃত্যু হবে। এখন তার দোষ না পেলে তো বাঘ হ'য়ে মার্‌তে পারি না।

সর। আমায় কি কর্‌তে বলেন?

বিধাতা। মা, তুমি দুষ্টা-সরস্বতীরূপে বাসরে কন্যার কণ্ঠে ব'সে বরকে জিজ্ঞাসা করাও—'বাঘ কিরূপ'? আর বরের বুদ্ধিভ্রংশ ক'রে, তার দ্বারা ব্যাঘ্রমূর্ত্তি চিত্রিত করাও। আমি সেই অংকিত ব্যাঘ্রে আবির্ভূত হ'য়ে ব্রাহ্মণ-বালককে বধ কর্‌বো।

সর। বাবা, বড় নিষ্ঠুর কর্ম্ম! বিনা অপ-রাধে কিরূপে এ কার্য্য করবো?

বিধাতা। কেন—অপরাধ বর্ত্তে নাই? বরের জীবনরক্ষার নিমিত্ত রাজার দ্বারা ব্যাঘ্রকুল বিনষ্ট হয়েছে! হিংসার ফলে প্রতিহিংসা, সেই প্রতিহিংসায় বিপ্রপুত্র নাশ হবে।

সর। পিতা, আপনি বিধি দিচ্চেন—আমার দোষ নাই!

বিধাতা। বিধি দেবো না তো কি কলমটা ভাঙ্‌তে বলো? ফলাফল না লিখে কি সৃষ্টিটা নাশ করতে বলো?

সর। পিতা, এবার থেকে একটু সাম্‌লে লিখো। কচি মেয়ে বিধবা করা, একটী ছেলে মার কোল থেকে কেড়ে নেওয়া, বুড়ো বাপকে কাঁদিয়ে উপযুক্ত ছেলেটীকে সরিয়ে দেওয়া, ও সব গুলো আর লিখো না।

বিধাতা। তবে রে আবাগের বেটী, দোষ চাপাচ্ছো আমার ঘাড়ে! কুমতি দিয়ে পাপ করাবে তুমি, আর দোষ দিচ্ছ আমায়! নাও, নাও—সময় হয়েছে, শীঘ্র এসো। একবার ষষ্ঠী বেটীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো, সে বেটী আবার না রুষ্টা হয়। [বিধাতার প্রস্থান।

১ সঙ্গিনী। দেবী, অতি নিষ্ঠুর কার্য্য!

সর। শুনলে তো স্বয়ং বিধাতা কর্ম্ম-সূত্রে আবদ্ধ। কর্ম্ম-সূত্রে আমিও বাধ্য; সকলই মহামায়ার প্রভাব!

সঙ্গিনীগণের গীত*

খেল' মা ভাল খেলা ভুলিয়ে রাখ' মোহিনী।
ছায়া কি কায়া তুমি অনাদি-প্রবাহিণী॥
মা তোমার অসীমপথে, বিহার কর' সময়-রথে,
ছায়ায় কায়া গড়েছ মা ভ্রমের জগতে;

আলো কি তুমি তম, অনিল অনল ধরা ব্যোম,
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালপুরী, তুমি ছায়িনী॥
কে তোমায় চিন্‌তে পারে,
যে বলে পারে, সেই তো নারে,
এই দেখি, এই হও মা লুকি মোহের আঁধারে;
মা তোমার মোহের ফাঁদে, ধর্‌লে আকার
প'ড়ে কাঁদে,
বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত মা অনন্ত-
সোহিনী॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

সৈন্যগণের প্রবেশ

১ সৈন্য। চল—দ্রুতপদে চল—বিবাহের লগ্ন উপস্থিত। মহারাজের আদেশ, আমাদেরও বিবাহবাড়ী বেষ্টন ক'রে থাক্‌তে হবে।

নেপথ্যে ভেরী নিনাদ

২ সৈন্য। চল—চল, ঐ ভেরী নিনাদ হচ্ছে।

সকলের গীত

চিরপবিত্র কর্ম্মক্ষেত্র কীর্ত্তিমালী ভুবনে।
রব গভীর আর্য্যভেরী কম্পিত অরি শ্রবণে॥
দাম্ভিক-দম বীরদম্ভ, ধ্বনিত দূর গগনে,
ধ্বজ বিশাল জয় গৌরব—সঞ্চালিত পবনে;
(নমি) স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি চরণে—
চলে চঞ্চল পদে আর্য্যসেনা, তূর্য্যনাদ সঘনে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বাসর-গৃহ

গৃহে পাত্র-পাত্রী—দ্বারে বিক্রমাদিত্য

বিক্রম। আমার স্বয়ং বাসর-গৃহে থাকা উচিত ছিল। অলক্ষিতে যেন দেব-সমাগম অনুমান হ'চ্ছে। হোক্ বিধিলিপি! প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ, চতুর্দ্দিকে সতর্ক প্রহরী, দ্বার-দেশ স্বয়ং রক্ষা কচ্ছি,—ব্যাঘ্র কখনই প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু,—বরকন্যা পরস্পর আলাপ কচ্ছে।

সুমতি। তুমি চেঁচিয়ে বলো, আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

বিষ্ণু। রাজা দোরে রয়েছেন, কথা শুন্‌তে পাবেন।

সুমতি। তার পর—

বিষ্ণু। কোন রকমে আমায় বাঘে না আক্রমণ কর্‌তে পারে, সেই জন্যই এই প্রস্তরের বাড়ী, চতুর্দ্দিকে প্রহরী, অন্য কারোর উপর ভার না দিয়ে, রাজাও তাই স্বয়ং দ্বার রক্ষা কচ্ছেন।

সুমতি। হ্যাঁগা—বাঘ কি রকম?

বিষ্ণু। আজ ও সব কথা থাক, আমার নাম কর্‌লে ভয় হয়।

সুমতি। বল্‌লে তো বাঘ বনে থাকে, তোমার এখানে এত ভয় কিসের?

বিষ্ণু। না—না, আমার কেমন বুক কাঁপে।

সুমতি। নাও—বলো।

বর। বাঘ বড় ভয়ানক! দেখতে কি রকম জানো, বেরালের মত।

সুমতি। ওমা—এরই এত ভয়! বেরালে কি কর্‌বে গো?

বিষ্ণু। না—না, বেরাল কেন? বেরাল ছোট, সেগুলো বড়—সে ভয়ঙ্কর!

সুমতি। কত বড়ই বেরাল!

বিষ্ণু। বেরালের ছোট মুখ—সে বৃহৎ মুখ! বৃহৎ দন্ত—বৃহৎ চক্ষু—যেন দব্ দব্ ক'রে জ্বল্‌ছে!

সুমতি। হ'লেই বা বৃহৎ চক্ষু—আমি এক চড়ে মেরে ফেল্‌তে পারি।

বিষ্ণু। মেরে ফেল্‌তে পার না, মুখ দেখলে দাঁতকপাটী যাও।

সুমতি। সে তোমাদের দেশে বেরাল দেখলে দাঁতকপাটী যায়। আমি অমন খেতে খেতে কত বেরালের মুখ ছেঁচে দিয়েছি।

বিষ্ণু। মুখ ছেঁচবে? তবে দেখবে কেমন মুখ:—এই তোমায় দেখাচ্ছি, কাজললতাখানা দাও।—(গৃহের দেওয়ালে ব্যাঘ্র চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিয়া) এই ল্যাজটী—এই চারটী পা —এই থাবাগুলি—এই ধড়—

সুমতি। তবে যে বল্‌ছো—বেরাল?

বিষ্ণু। বেরালের মত রকম না?

সুমতি। আমি বুঝ্‌তে পারি নি।

বিষ্ণু। ন্যাকা! এই দেখ—মুখ দেখ, এই একটী একটী দাঁত, এই চোখ, এই মুখের হাঁড়োল—(চিত্রিত ব্যাঘ্র সজীব হইয়া বিকট-নাদে বিষ্ণুপদকে আক্রমণ করিল) মহারাজ, রক্ষা করো—(বিষ্ণুপদের পতন ও ব্যাঘ্রের অন্তর্দ্ধান)

সুমতি। ওগো সর্ব্বনাশ হলো—সর্ব্বনাশ হলো!

বিক্রম। এ কি ব্যাঘ্রের নিনাদ!

নেপথ্যে। বাঘ এয়েছে—বাঘ এয়েছে!

বিক্রম। (বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া) কই কোথা ব্যাঘ্র?—এ কি ব্রাহ্মণকুমার মৃত! এই যে রক্তধারা, মস্তকে ব্যাঘ্র-নখ-চিহ্ন!

গঙ্গাধর, গঙ্গাধর-পত্নী, মন্ত্রী ও নবরত্নের প্রবেশ

ব্রাহ্মণী। কি হলো—কি হলো?

গঙ্গা। আর কি হলো! ব্রাহ্মণী স্থির হও —বিধিলিপি পূর্ণ হয়েছে—দেখছো না, বাছার মস্তকে ব্যাঘ্রের নখচিহ্ন!

বিক্রম। (সুমতির প্রতি) মা, বলো—ব্যাঘ্র কোথা গেলো? রোদন সম্বরণ করো—বলো, তোমার স্বামীর মৃত্যু কিরূপে হলো?

সুমতি। মহারাজ, অভাগীর ভাগ্যদোষে, এই চিত্রিত ব্যাঘ্র সজীব হ'য়ে আমার স্বামীকে আক্রমণ করেছে।

বিক্রম। বুঝ্‌লেম, বিধাতার ছলনা;—কিন্তু তোমারই প্রদত্ত মন্ত্র-প্রভাবে আমি পুনর্জ্জীবিত করবো। এ কি! শ্লোক বিস্মৃত হলেম না কি? এই যে সম্পুট-মধ্যে শ্লোক লেখা আছে। (পরিচ্ছদ হইতে সম্পুটস্থ জীর্ণ ভূর্জ্জপত্র বাহির করিয়া) এ কি, ভূর্জ্জপত্র কীট দ্বারা বিনষ্ট! কেবল 'লব্ধব্য' এই কথাটী নষ্ট হয় নাই। মা জগদ্ধাত্রী, তোমার মনে এই ছিল মা, আমার মস্তকে এই কলঙ্ক অর্পণ করলে, রাজা হ'য়ে অকালমৃত্যু নিবারণ করতে পারলাম না, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে আশ্বাস দিয়ে নিরাশ করলেম!

গঙ্গা। মহারাজ, ক্ষুব্ধ হবেন না। আমার অদৃষ্টফল, আপনার ত্রুটি হয় নাই। দৈবলিপি পূর্ণ হলো! নচেৎ চিত্রিত ব্যাঘ্র কি সজীব হয়!

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য!

ব্রাহ্মণী। বাবা কোথায় গেলে—দুখিনী মাকে ফেলে কোথায় গেলে? হায় অভাগা, অভাগিনীর জঠরে কেন আসিস্? রাক্ষসীর নিকট কেন আসিস্? সন্তানঘাতিনীকে কেন মা বলিস্? কি হলো—কি হলো, ওরে বড় আশায় বড় সাধ ক'রে যে তোর বিবাহ দিয়েছি, বড় সাধ ক'রে বউ এনেছি। বাবা, ওঠো, চাঁদ-মুখে একবার মা বলো; তুমি তো সুবোধ, আমি ডাক্‌লে যেথায় থাকো, মা ব'লে ছুটে এসো, আজ কেন উত্তর দিচ্ছ না?

সুমতি। মা—মা, কেন কালসাপিনীকে ঘরে এনেছিলে? আমিই বাঘ দেখতে চেয়েছিলুম, তাই এই সর্ব্বনাশ হলো! উনি নিষেধ করেছিলেন, স্বামীর নিষেধ শুনি নাই। আমি মহাপাতকিনী, আমার বুদ্ধির দোষেই সর্ব্বনাশ হ'লো!

গঙ্গা। হা দূরদৃষ্ট! বড় আশা করেছিলেম।

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমিই আশায় নিরাশ করেছি। আমার কথামত সকল কার্য্যই করেছেন, আর একটী কথা রক্ষা করুন্। আমি সমস্ত অবস্থা বুঝেছি, আমার পাপেই এই সর্ব্বনাশ! পণ্ডিতবর ক্ষপণক, বুঝ্‌লেম 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম!' আপনি যথার্থ আজ্ঞা করেছেন। আমি ব্যাঘ্র হিংসা করেছিলেম, সেই হিংসা-কীট, সঞ্জীবনী-মন্ত্র-লিখিত পত্র রেণুবৎ ক'রেছে। পশু হিংসা না ক'রে, হোমাদি কার্য্য আমার উচিত ছিল। ভিষক্‌রত্ন ধন্বন্তরি, দেখুন আপনার চিকিৎসা-প্রভাবে এই ব্রাহ্মণ-কুমার কি সঞ্জীবিত হ'তে পারে?

ধন্বন্তরি। না মহারাজ, ঔষধ-প্রভাবে মৃত সঞ্জীবিত হয় না। ব্যাঘ্র-নখাঘাতে মস্তিষ্ক ভেদ হয়েছে, আমার দ্বারা উপায় হবে না।

বিক্রম। নবরত্নই উপস্থিত আছেন, এই 'লব্ধব্য' শ্লোক পূরণ কর্‌তে আপনাদের মধ্যে কেহ কি সক্ষম? পণ্ডিতবর বররুচি কি বলেন?

বররুচি। মহারাজ, এ শ্লোক পূরণে আমি সক্ষম নই। এ শ্লোক পূরণ আমার অধিকার-বহির্ভূত।

বিক্রম। আপনাদের মধ্যে যদি কেহ শ্লোক পূরণে সক্ষম থাকেন, আমায় এই মহাদায় হ'তে

উদ্ধার করুন। কবিবর কালিদাস, লোকে আপনাকে বাগ্‌দেবীর বরপুত্র ব'লে ব্যাখ্যা করে, আপনিও নীরব দেখছি।

কালিদাস। মহারাজ যে সময়ে 'লম্বব্য' উচ্চারণ করেছেন, সেই সময় হ'তেই, আমি শ্লোক পূরণের চেষ্টা কর্‌ছি। কিন্তু আমার শক্তি জড়িত, দেবী বাগ্‌দেবী এ স্থলে আমার প্রতি প্রসন্না ন'ন। আমার একমাত্র অনুমান, সরস্বতী-অংশে কোন রমণী ভিন্ন, এ শ্লোক পূর্ণ হবে না।

বেতাল। মহারাজ, বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন এ শ্লোক পূরণ হবে না।

বরাহমিহির। কবিবর কালিদাস যেরূপ আজ্ঞা করলেন, আমার গণনায়ও সেইরূপ সিদ্ধান্ত। কোন রাজকন্যার দ্বারা এই শ্লোক পূরণ হবে।

গঙ্গা। মহারাজ, বৃথা প্রয়াস কেন পাচ্ছেন? আমার দুর্ভাগ্য, আপনি কিরূপে খণ্ডন কর্‌বেন?

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমায় এক ভিক্ষা দেন। যদি আমার ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম হয়, যদি পূর্ব্ব-পুরুষগণের কুসন্তান আমি না হই, যদি আমার তর্পণ পিতৃলোকের গ্রাহ্য হয়, আমি আপনার মৃতসন্তান ল'য়ে যাই, সঞ্জীবিত ক'রে এনে দেব;—ততদিন শ্রাদ্ধাদি কোন কার্য্য সম্পন্ন না হয়। বিধাতা-পুরুষ, বুঝেছি, তোমারই ছল, তোমার লিপি পূর্ণ হয়েছে! কিন্তু এখন আমি পরীক্ষা কর্‌বো, যে ভগবান্ কপালমোচন আর্য্যভূমিতে বিরাজিত কি না? ব্রাহ্মণ, মা ব্রাহ্মণ-পত্নী, জননী ব্রাহ্মণ-পুত্রবধূ, সকলে আশীর্ব্বাদ করুন—আমি কৃতকার্য্য হবো।

গঙ্গা। মহারাজ, মৃত্যুমুখ হ'তে কেউ কখনো প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন, অহেতুক কেন ক্লেশ স্বীকার করবেন?

বিক্রম। দ্বিজোত্তম, শক-কলুষিত আর্য্য-ভূমে আমি নরপতি, এই নিমিত্ত আমার কথায় অবিশ্বাস কচ্ছেন, এই নিমিত্ত পূর্ব্বতন রাজ-কীর্ত্তি বিস্মৃত হচ্ছেন, এই নিমিত্ত আমি শপথ-পালনে অক্ষম হবো,—এইরূপ বিবেচনা কচ্ছেন, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ আমার ফলবতী হবে না—বৃথা ক্লেশ পাবো—আশঙ্কা কচ্ছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, এখনও পবিত্র আর্য্য-ভূমির পবিত্র আচরণ বিলুপ্ত নয়, এখনও পূতসলিলা সুরধুনী আর্য্য-ভূমে প্রবাহিতা, এখনও হিমাদ্রি, কৈলাসশেখর শিরে ধারণ ক'রে আছেন, এখনও তীর্থস্থান মাহাত্ম্য-শূন্য নয়, এখনও আপনার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আর্য্য-ভূমিতে বেদধ্বনি কচ্ছেন;—আমিও আর্য্য-সন্তান ব'লে আত্মশ্লাঘা করি, আর্য্য-পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ ক'রে তাঁদের পদানুসরণ কর্‌বো আশা করি, তাঁদের জলপিণ্ডাদি দান আকাঙ্ক্ষা করি; আমিও পূর্ব্বতন আর্য্য-রাজগণের ন্যায় ব্রাহ্মণের পদ-ধূলি মস্তকে ধারণ, মুকুট ধারণ অপেক্ষা গৌরবব্যঞ্জক বিবেচনা করি, শকের কুৎসিত কীর্ত্তির কুৎসিত ফল সমূলে উচ্ছেদ কর্‌বো—ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করি। দ্বিজোত্তম, আমার কার্য্যে সাহায্য প্রদান করুন, আমার উদ্যমে উৎসাহ প্রদান করুন, রাজার কর্ত্তব্য-কার্য্যসাধনে সুযোগ দেন। আমি উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় আপনার নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী, আমায় বিমুখ কর্‌বেন না। যদি করেন, এই দণ্ডে, যে অসি ব্রাহ্মণ-কুমারকে রক্ষা কর্‌তে অসমর্থ, সেই অসি দ্বারা হৃদয় দ্বিখণ্ড কর্‌বো, ছার প্রাণের আর প্রয়োজন বিবেচনা কর্‌বো না! আজ্ঞা দেন, নচেৎ আপনার সম্মুখে আত্মঘাতী হবো!

গঙ্গা। মহারাজ, স্থির হোন, আমি সম্মত।

বিক্রম। আপনার পত্নী ও পুত্রবধূকে ল'য়ে যান। দেবী জগদ্ধাত্রীর কৃপায় আপনার পুত্রকে জীবিতাবস্থায় এনে আপনাদের ক্রোড়ে অর্পণ কর্‌বো।

ব্রাহ্মণী। মহারাজ, আমার যে ঘরশূন্য হলো!

বিক্রম। মা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কলঙ্ক অবশ্যই মোচন হবে, আপনার পুত্র পুনর্জ্জীবিত হবে। ব্রাহ্মণ, এ'দের এ স্থান হ'তে ল'য়ে যান।

সুমতি। মহারাজ, আমার কলঙ্ক কিসে মোচন হবে? আমি যে পতিঘাতিনী!

বিক্রম। মা, শোকার্ত্ত শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত থাকো। তোমার ললাটের সিন্দুর মলিন হয় নাই। তোমার এয়োস্ত-প্রভাবে তোমার

মৃতপতি জীবিত হবে। যাও মা, এ স্থানে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মণী। কি হলো—কি হলো! বাছাকে কি আমি যমকে দিতে স্বহস্তে সাজিয়ে দিলুম! বাবা, ওঠো, তোমা বিনা আর যে আমার কেউ নাই, আমি শূন্য ঘরে কি ক'রে থাক্‌বো?

গঙ্গা। স্থির হও—স্থির হও! রাজ-আজ্ঞা আমাদের পালন করা কর্ত্তব্য। চলো, বৃথা রোদনের ফল নাই।

[গঙ্গাধর, গঙ্গাধর-পত্নী ও সুমতির প্রস্থান।

বিক্রম। পণ্ডিতবর বেতালভট্ট, আপনি যথার্থ গণনা করেছেন; প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন, প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত শ্লোক পূরণ হবে না। আপনারা আসুন; মন্ত্রী অপেক্ষা করো।

[নবরত্নের প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, আজ হ'তে রাজ্যভার তোমার, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ এই মুকুট ধারণ করো, আর আমার নামাঙ্কিত এই রাজ-অঙ্গুরী গ্রহণ করো, নবরত্নের সহিত পরামর্শ ক'রে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'রো। যদি ব্রাহ্মণ-কুমারকে পুনর্জ্জীবিত কর্‌তে পারি, প্রত্যা-গমন করবো।

মন্ত্রী। মহারাজ, হস্তীর ভার মূষিক কেমন ক'রে বহন কর্‌বে?

বিক্রম। মন্ত্রী, আমার শপথ শুনেছ, আর উপায় নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ মুকুট আমার মস্তকে শোভা পাবে না। অনুমতি করুন, মুকুট সিংহাসনে স্থাপন ক'রে, মন্ত্রীর ন্যায় কার্য্য করি।

বিক্রম। তোমার রাজভক্তিতে তৃপ্ত হলেম। ধন্বন্তরি যে তৈল প্রস্তুত করেছিলেন, তদ্দ্বারা মৃত-শরীর বিনষ্ট হয় না। সেই তৈল, আর একটী ঢোলক ল'য়ে অদূরে বটবৃক্ষতলে এসো। আমি এই মৃতদেহ তৈলাক্ত ক'রে, ঢোলকের মধ্যে আবৃত রেখে বহন ক'র্‌বো।

মন্ত্রী। মহারাজ, মিশরদেশীয় তৈল পরীক্ষিত; সে তৈলপ্রভাবে মিশরবাসিগণ তাদের সামাজিক রীতি-নীতি অনুসারে, আত্মীয়ের মৃতশরীর রক্ষা করে। সে তৈল পরীক্ষিত, সেই তৈল ব্যবহার তো যুক্তিযুক্ত? রাজ-আজ্ঞায় সে তৈল ক্রয় করা হ'য়েছে, কিরূপ অনুমতি করেন?

বিক্রম। ভিষকরত্ন ধন্বন্তরিরই তৈল প্রয়োজন। মিশরদেশীয় তৈলপ্রভাবে অঙ্গের অস্থি, মাংস, ত্বক্ প্রভৃতি রক্ষিত হয়, কিন্তু উদরস্থ নাড়ী ও মজ্জা রক্ষিত হয় না। ধন্বন্তরির প্রস্তুত তৈলের প্রতি সংশয় করা উচিত নয়। তিনি শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে তৈল প্রস্তুত করেছেন, সে তৈল অবশ্য ফলপ্রদ। সর্ব্বাপেক্ষা মন্ত্রী, মা ষষ্ঠীর কৃপার উপর আমার সমস্ত নির্ভর। তাঁরই আদেশ অনুসারে, দেবদেব কপালমোচনের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেম। এখন বাবার মনে যা আছে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, হীনের ন্যায় কুৎসিত ঢোলক বহন ক'র্‌বেন?

বিক্রম। ঢোলক বহন ক'র্‌বো—দুই কারণে। প্রথমতঃ, ঢোলকের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণকুমারের দেহ রক্ষিত হ'লে বায়ু প্রবেশ ক'রে দেহ নষ্ট করতে পার্‌বে না। দ্বিতীয়তঃ, ঢোলক বাদ্য ক'রে "লব্ধব্য" নাম উচ্চারণ কর্‌বো, শব্দে লোক আকর্ষিত হবে; কেহ যদি শ্লোক পূরণ কর্‌তে পারে।

মন্ত্রী। মহারাজ, কোথায় গমন কর্‌বেন?

বিক্রম। জানি না। ব্রাহ্মণ-অস্থি দ্বাদশ বৎসর বহন কর্‌বো। যদি সত্যই শক-প্রভাবে কপালমোচন মহাদেব ভারত হ'তে অন্তর্হিত না হ'য়ে থাকেন, ব্রাহ্মণ-কুমারকে পুনর্জ্জীবিত কর্‌বো, নচেৎ জীবন বিসর্জ্জন দেব।

সুমতির পুনঃ প্রবেশ

সুমতি। এই যে নাথের পাদুকা রয়েছে, এই পাদুকা আমার সম্বল। রাজ-আজ্ঞা হেলন কর্‌বো না, এই পাদুকা পূজা ক'রে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত কর্‌বো। কে যেন আমায় বল্‌ছে, আমি বিধবা নই—সধবা। এই পাদুকা ল'য়ে সধবার আচারে আমার পতির কল্যাণ কর্‌বো। সতীপুর-নিবাসিনী সতীরাণী দক্ষ-সুতা-সঙ্গিনী সতী-সীমন্তিনী আমার সীমন্তের সিন্দুর রক্ষা করো। শুনেছি, সতীত্ব-প্রভাবে সাবিত্রী দেবীর মৃতপতি পুনর্জ্জীবিত হয়েছে। সতীর পদ-ধ্যানে যেন আমার সধবার আচার বিফল না হয়। মা কুমতি-সুমতিদাত্রি!

আমার কুমতিতে পতির অকল্যাণ হ'য়েছে। লজ্জা রাখ মা,—আমি অনাথিনী পতিহারা! অন্তর্য্যামিনী, আমার অন্তরের ব্যথা বোঝো!

গীত*

কলঙ্কিনী পতিঘাতিনী।
ধরণী ধরে কি হেন মতিহীনা অভাগিনী॥
শমনে ডাকিয়ে ঘরে, পতিরে দিয়েছি ধ'রে,
সিন্দুর মুছেছি শিরে নিজ করে, সীমন্তিনি!
মৃতপতি, পতিব্রতা পেয়েছ সাবিত্রী মাতা,
এসো সতী, হর ব্যথা, দাসী পতি-ভিখারিণী॥

পাদুকা বক্ষে লইয়া ধ্যানমগ্না

সতীরাণী ও সতীসঙ্গিনীগণের শূন্যে আবির্ভাব

সতী-সঙ্গিনীগণের গীত

হয়ো না বিষাদিনী, ফিরে পাবে মৃতপতি।
সদয়া তোমার প্রতি পতিপ্রাণা ভগবতী॥
সতী রাণী শিবজায়া, রাখ্‌বেন তোমার পতির কায়া,
সতীর ব্যথায় ব্যথিত মাতা,
উদয় দক্ষসুতা সতী॥
শমন কি শক্তি ধরে, তোমার পতির জীবন হরে,
কপালিনীর বরে সদয় কপালমোচন পশুপতি॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিত্রকূট রাজ-প্রাসাদ—বিম্বাবতীর পাঠাগার

অধ্যাপক ও জগন্নাথ

জগ। দাদা, এখানে তুমি আমায় এক দিনও আনো নি। রাজসভায় নিয়ে গিয়েছিলে, সে খুব সাজান বটে, কিন্তু এর কাছে লাগে না।

অধ্যা। নে, এখানে বর্ব্বরতা করিস্ নে।

জগ। তোমার সব কথাতেই দাব্‌ড়ি, আমি দিদিমাকে তাই বলেছিলেম যে, আমি দাদার সঙ্গে যাবো না।

অধ্যা। মূর্খ, চুপ কর্‌বি?

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমায় মুখ্যু মুখ্যু করো, কিন্তু কত কবিতা শিখেছি জানো? একটা কবিতা রচনা করেছিলেম, কবিতাটা ভুলে যাচ্ছি, তার ভাব যদি শোনো—তুমি হাঁ ক'রে থাক্‌বে। ভাব শোনো.—'হে চন্দ্রবদনি, তোমার মুখ-সুধা ক্ষরে ক্ষীরোদ-সমুদ্র তরঙ্গিত হ'য়ে, তন্মধ্যে পূর্ণচন্দ্র প্রবেশ করেছিলেন।' হুঃ হুঃ—কালি-দাসের বাবাও এ-ভাব আন্‌তে পার্‌বে না।

অধ্যা। দাদা, রাজ-আশ্রয়ে প্রতিপালিত হচ্ছি, যে ডালে দাঁড়িয়ে আছ, সে ডালটী কেটো না। নাতবউ হ'লে যত কবিতা পারো, রচনা ক'রো। তোমায় স্বেচ্ছায় হেথা আন্‌তেম না,—রাজকন্যা নিত্য অনুরোধ করেন, তাই তোমায় সঙ্গে এনেছি। ক্ষণকাল একটু শান্ত হও, চিরদিনের অন্নস্থান ঘুচিও না।

জগ। দাদা, কবিতা নইলে জগন্নাথ এক দণ্ড থাক্‌তে পারে না, আমার পেট ফুল্‌চে।

অধ্যা। গৃহে গিয়ে তৈল-বারি লেপন ক'রো; শান্ত হও।

জগ। আমি তো দিদিমাকে বলি, তোমার সাম্‌নে আমোদ কর্‌বার যো নাই।

অধ্যা। দাদা, এখান হ'তে গিয়ে যত পারো, আনন্দ ক'রো। আমি প্রবাসে চল্লেম, আর তো নিষেধ ক'র্‌তে আস্‌বো না! তবে এইটী ক'রো, ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যাঘাত ক'রো না।

জগ। দাদা, তুমি মিছিমিছি আমায় বকো, এই তে আমার বড় ব্যাজার ধরে। তোমার ঐ ন্যায়ের কিচ্‌কিচি আমার ভাল লাগে? আমি তোমার পাঠ-ঘরের ধার দিয়ে চলি? কারোকে শেখাচ্ছো 'স্ববর্ণে নাক দীর্ঘ', কারো সঙ্গে ক'র্‌ছ—'তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল'; দুটো একটা কবিতা শেখাতে, তা' হলে সেখানে ব'স্‌তেম। আমার কবির প্রাণ!

অধ্যা। ভায়া, এ ভ্রম তো অনেকবার স্বীকার পেয়েছি।

বিম্বাবতী ও সখীগণের প্রবেশ

চুপ্ কর।

সখীগণের গীত

থাকে হায় মাধুরী কোথায়?
ধরি ধরি ধর্‌তে নারি,
এই আসে এই কোথায় যায়॥
থাকে স্পর্শে কি স্বরে, কিবা আলোয় বিহরে,
রসে ভাসে কিবা ফেরে সৌরভের ভরে;

গোধূলি কি থাকে ঊষায়,
রবি শশী তারার বিভায়,
কখন হেসে ফুলে বসে,
কখন খেলে মেঘমালায়॥

বিম্বা। গুরুদেব, আজ একটী নূতন শিবের গান শিক্ষা দেন।

অধ্যা। মা, কিছুদিন তোমাকে নূতন পাঠ দিতে পারবো না। মহারাজ তাঁর রাজ্যের সমস্ত চতুষ্পাঠী পরিদর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ কর্‌ছেন। রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের সভায় শীঘ্রই ছাত্রদের পরীক্ষা হবে, সেই নিমিত্ত ছাত্রগণকে পরীক্ষা ক'রে নানাস্থান ভ্রমণ কর্‌বো। অপর ব্যক্তিকে তোমার শিক্ষার ভার দিয়ে যেতেম, কিন্তু তোমরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা, তোমাদের পাঠ দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধান কর্‌বার সময় পেলেম না। তোমরা পরস্পর আলোচনা ক'রো।

বিম্বা। যে আজ্ঞে। ইনি কে?

অধ্যা। মা, এইটী আমার গলগ্রহ! জান তো আমি পুত্রহীন। একমাত্র কন্যা—এই পুত্রটী প্রসব ক'রে—পরলোক গমন করেছে। নিতান্ত মেধাহীন; নানাপ্রকার চেষ্টায় শিক্ষিত ক'র্‌তে পারি নাই। তোমরা নিত্য এরে দেখবার জন্য অনুরোধ করো, কিন্তু আনি নাই, তার কারণ —তোমাদের নিকট চপলতা ক'র্‌বে!

জগ। দেখ' দাদাম'শায়, দিদিমার সাক্ষাতে যা বলো, তা বলো। তুমি কি বল্‌ছো?—আমি এদের কবিতা পড়াতে পারি।

অধ্যা। তা দাদা, স্থির হও। (বিম্বাবতীর প্রতি) দেখলে মা, এই জন্য সঙ্গে নিয়ে আসি নে। কাল তোম্‌রা নিতান্তই প্রতিশ্রুত ক'রে লয়েছ, তাই এনেছি। আমি চল্লেম।

বিম্বা। প্রণাম।

অধ্যা। চির-সুখিনী হও। আয় জগন্নাথ।

জগ। দেখ গা, দাদাম'শায়ের কথা শুনো না, ওঁর ঐ কিচিমিচি ব্যাকরণ না শিখলে আর পণ্ডিত হয় না। আমার কবিতায় খুব অধিকার, আমার নাম জগন্নাথ কবিরত্ন; আমি পরিচয় দেবো।

অধ্যা। নে—নে, আর পরিচয় দেয় না; পরিচয় পেয়েছে। আয় আমার প্রবাস যাবার উদ্যোগ ক'রে দিবি চল্।

জগ। আমি তোমার তল্‌পি বাঁধতে পার্‌বো না।

অধ্যা। মা, একটী কথা,—সে'বার প্রবাসে গিয়েছিলেম, তুমি নিত্যই রত্নাদি নানাবিধ দ্রব্য গৃহিণীর নিকট প্রেরণ কর্‌তে। তা মা, আমি টুলো ব্রাহ্মণ, সে সব রত্নাদি রাখবার স্থান কোথায়? রাজ-কৃপায় আমার কোন অভাব নাই।

বিম্বা। কেন প্রভু, গুরুপত্নীর নিকট যৎ-কিঞ্চিৎ পাঠাতে নিষেধ কচ্ছেন কেন?

অধ্যা। মা, তুমি তো শাস্ত্র জানো, ব্রাহ্মণের লোভ হওয়া উচিত নয়। তুমি যা দিতে ইচ্ছা করো, বাবা উমানাথের পূজায় দিও, তাতেই জানবে, আমার গ্রহণ করা হবে, তাতেই আমার তৃপ্তি লাভ হবে, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। একেই মা ধনাকাঙ্ক্ষা প্রবল, বাল্যাবধি সে আকাঙ্ক্ষা দমনের চেষ্টা করি, বৃদ্ধকালে সে জঞ্জাল যেন না উপস্থিত হয়। বিশেষ ছাত্রদের পরিমিতাচারী হওয়া উচিত, তোমার দানে নিত্য চর্ব্ব্যচোষ্য ভোজনে, পাঠে অলস হবে। (জগন্নাথের প্রতি) এসো ভাই এসো, আমার যাত্রার সময় উপস্থিত।

জগন্নাথের জোরে হাত ধরিয়া
অধ্যাপকের গমনোদ্যোগ

জগ। (বিম্বাবতীর প্রতি সঙ্কেতে) আমি আস্‌ছি। [উভয়ের প্রস্থান।

১ সখী। ও যাবার সময় কি ইঙ্গিত ক'রে গেল? ও কি বর্ব্বর না কি?

বিম্বা। বিকলমস্তিষ্ক। নচেৎ গুরুদেব ওঁরে শিক্ষা দিতে পারেন নাই!

১ সখী। আচ্ছা সখি, এ ক'দিন তুমি কি ভাব?

বিম্বা। দ্যাখ্ ভাই! পিতা, মাতার সঙ্গে আমার বিবাহের পরামর্শ কর্‌ছেন, অন্তরাল হ'তে শুনলেম। কিন্তু যে সকল রাজাদের কথা বলছিলেন, তাদের গুণের পরিচয় শুনে আমার হৃদ্‌কম্প হলো। বুঝলেম—একমাত্র বিক্রমাদিত্যই অদ্ভুত গুণসম্পন্ন। পিতার ইচ্ছা, বিক্রমাদিত্য আমায় গ্রহণ করেন। কিন্তু পিতার আশঙ্কা যে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী, পিতা করপ্রদ রাজা, হয় তো তিনি আমার পাণিগ্রহণ কর্‌তে সম্মত হবেন না।

২ সখী। ও মা, এমন ভাবনাও শুনি নাই!

বিম্বা। সখি, কি বলছ? চিরদিন যার দাসী হ'য়ে থাক্‌বো, সে যদি বর্ব্বর হয়, এ অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা স্ত্রীলোকের আর কি আছে? যত রাজার কথা শুন্‌লেম, সকলে কেবল আমোদপ্রিয়, মৃগয়াপ্রিয়, কেউ বা শক-বিদ্যায় কতক পারদর্শী, একমাত্র বিক্রমাদিত্যই ভক্তির উপযুক্ত।

১ সখী। তা তুমি অত ভাবছ কেন? তোমার রূপ-গুণের পরিচয় পেলে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য মুগ্ধ হবেন, কখনই তোমার পাণি-গ্রহণে অসম্মত হবেন না।

বিম্বা। তুমি কি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পরিচয় জান না?

১ সখী। জানি, কিন্তু তোমায়ও প্রত্যক্ষ কর্‌ছি। শুনেছি তাঁর নবরত্নের সভা, কিন্তু এরূপ নারীরত্ন যে তাঁর গৃহে নাই, এ কথা নিশ্চয়।

বিম্বা। গুরুদেব বলেন, আজকের তিথিতে উমানাথের পূজার বড় মাহাত্ম্য।

২ সখী। হ্যাঁ, আজ পূজা করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। পূজা ক'র্‌বে?

বিম্বা। বেশ তো।

জগন্নাথের পুনঃপ্রবেশ

জগ। দেখ, আমার কথার ঠিক আছে কি না দেখ। আমি ইসারা ক'রে ব'লে গেলুম আস্‌ছি, এই এসেছি।

১ সখী। তা আপনার কথা কি মিথ্যা হয়?

জগ। আমি রোক্‌ ক'রে এসেছি। দাদা-ম'শায় ব'লে গেলেন, আমি মূর্খ, আমি তোমাদের সাক্ষাতে পরিচয় দেবো যে, আমি কত বড় কবি। দাদা ম'শায়ের কি জানো, কটমট শাস্ত্র পড়িয়ে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, কাব্যরস আস্বাদন কর্‌তে পারেন না। যতদিন তিনি প্রবাসে থাকেন, ততদিন আমি তোমাদের কবিতা শিক্ষা দেবো। তিনি ফিরে এলে, তোমরা কবিতা রচনা ক'রে তাঁকে শোনাবে, তিনি অমনি তাক্‌ হ'য়ে যাবেন;—তখন বুঝবেন, জগন্নাথ কবিরত্ন কত বড় দিগ্‌গজ শর্ম্মা!

১ সখী। বটে বটে!

জগ। এখন তো দাদা ম'শায় চ'লে গেছেন, এখন তো এসে ব্যাঘাত দিতে পার্‌বেন না, আর হাত ধ'রে টেনে হিড় হিড় ক'রে নিয়ে যেতেও পার্‌বেন না। আমি হাত ছাড়াতে পার্‌তেম; বুড়ো মানুষ বলে কিছু বল্লুম না—এখন আমার কবিতার ছটা একবার শোনো—

মৈনাক শিখর, ক'সে দিল রড়,
কুচকুম্ভ হেরে তোর॥
বনে ময়াল সাপ, ছাড়ে গিয়ে হাঁপ,
করাল বেণীর তাপে—

উহুঁ 'তোর' সঙ্গে মিল হলো না;—
গর্জ্জন, গর্জ্জন, ফোঁস, ফোঁস—'অজগর'!

এইবার মিল হয়েছে।—

মৈনাক শিখর, ক'সে দিল রড়,
কুচকুম্ভ হেরে তোর।
বনে ময়াল সাপ, ছাড়ে গিয়া হাঁপ,
অজগর॥

একটা কথা কম হ'চ্ছে।—

মৈনাক শিখর, ক'সে দিল রড়
কুচকুম্ভ হেরে তোর।
বনে ময়াল সাপ, ছাড়ে গিয়ে হাঁপ,
ফোঁস ফোঁস অজগর॥

এইবার ঠিক হয়েছে। তার পর—
তোর নিতম্ব বিশাল।
'শাল' এর সঙ্গে মিল দিতে হবে—
তমাল কি তাল॥
এমনি নিতম্ব গুরু—
না, ও যে 'ভুরু'র সঙ্গে মিল হবে; হয়েছে—
নিতম্ব গুরু, রামধনু ভুরু,
'চরু' কথাটা দিতে পার্‌লে অনুপ্রাসের ছটা হতো—
ক্ষীণ কটি কেশরী গর্জ্জন।

দ্যাখো, এ সকল উপমা আমার আপ্‌না হ'তে ওঠে!

১ সখী। চমৎকার—চমৎকার!

জগ।

চমৎকার মুক্তাহার
শুক্তির জঠরে যেমন।
তেম্‌নি চন্দ্রবদনী
তোমাদের দন্তগুলন॥

ভাব কি বুঝ্‌লে বল দেখি?

১ সখী। ও সব ভাব কি আমরা বুঝ্‌তে পারি?

জগ। তোমরা কি? কার সাধ্য বোঝে! কবিতা যদি বোঝা গেল, তার নাম কি কবিতা? শুধু সরস অনুপ্রাসের ছটা, আর শব্দের ঘোর ঘটা চল্‌বে,—যেমন ঝমর ঝমর, ভ্রমর ভ্রমর, কোমর কোমর, তবে তো কবিতা!

১ সখী। আপনি খুব কবি—খুব কবি!

জগ। আর সঙ্গীতেও সেইরূপ। একটা শুনবে না কি? হ্যাঁ—

অ্যা—সা—

লুম তা ধুম গুড়ুম গুম
নি ধা সা নি পা—

এর নাম আলাপ। বিদ্যা দা—দা—দামিনী—

২ সখী। এ বুঝি ধ্রুপদ?

জগ। হাঁ অর্থাৎ ধ্রুবপদ। এই পদ—দা—দা—পদ অর্থাৎ পায়চালি কর্‌চে। (পায়চালি করণ)

২ সখী। হাঁ ঠাকুর, খেয়াল কি রকম?

জগ।

ফুলধনু—এ ধনু—সে ধনু
রুণু—রুণু—রুণু—
এ ধনু—এ ধনু—এ ধনু
ফুলধনু—ফুলধনু—
কোদণ্ড ধনু—কোদণ্ড ধনু—
ধনু—ধনু—তীর—কটাক্ষ—
ও—ও—ও—

দেখ, এ সকল ভারি অঙ্গের গান। তোমাদের টপ্পা শিক্ষা দেবো।

সা দে হোঁ তু দি তু দি—মুদিনী—

এ সব শেখো, শিক্ষা দিতেই এসেছি।

বিম্বা। ঠাকুর, আজকে আমরা শিবপূজায় যাবো। কাল হ'তে আমরা আপনার কাছে পাঠ গ্রহণ কর্‌বো।

জগ। বেশ তো—বেশ তো—চল না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাই।

বিম্বা। আজ আর কেন যাবেন, কাল আপনাকে প্রণামী দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ কর্‌বো। আজ এখন আসুন, প্রণাম।

জগ। আজই কেন দাও না—আজই কেন দাও না?

২ সখী। শুদ্ধাচারে প্রণাম কর্‌বো।

বিম্বা। আপনি আসুন।

জগ। চল্লেম—চল্লেম; তোমাদের নিকট হ'তে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

১ সখী। কি কর্‌বেন, প্রহরীরা রাজ-কন্যাকে নিতে আস্‌বে, আপনাকে চেনে না, আর তারা বিদেশী লোক, কথাও বোঝে না, যদি চোর ব'লে ধ'রে ফেলে? আমাদের কথায় ছেড়ে দেবে না।

জগ। অ্যাঁ। সত্যি নাকি—সত্যি নাকি?—তবে আসি। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) কল্য যেন এরূপ ব্যাঘাত না থাকে।

২ সখী। না, মহারাজকে আমরা ব'লে রাখ্‌বো, তিনি প্রহরীদের হুকুম দেবেন, কাল আর তারা কিছু বল্‌বে না। যান—যান—তাদের আস্‌বার সময় হলো।

জগ। বেরোবার সময় তো কিছু বল্‌বে না?

১ সখী। না, সে ভয় নাই, আপনি আসুন।

জগ। তবে চল্লুম—চল্লুম।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

বিম্বা। কি উৎপাত!

২ সখী। সখি, বরের ভাবনা ভাব্‌ছিলে, এই তো হর-পূজা না কর্‌তেই বর দেখ্‌ছি।

বিম্বা। ওর চরিত্র ভাল নয়, ওকে আর আস্‌তে দেওয়া হবে না। কাল প্রণামী পাঠিয়ে দিয়ে আস্‌তে বারণ ক'রে দেবো। ওর মুখের ভাব দেখেছিস্? হাঁ ক'রে আমাদের মুখের পানে চেয়ে রইলো।

১ সখী। দেখ্‌বো না কেন, গা'বার সময় কত চোখ ঠেরে ভঙ্গী কর্‌লে, কত ভাগ্যে এমন কবি-গুরু পাওয়া যায়!

বিম্বা। যা বল্‌লি।

সখীগণের গীত

ভাল জুটেছে গুরু।
ফচ্‌কে মাণিক, মুচ্‌কে হাসে, কুঁচ্‌কে দু'ভুরু॥
রসের সাগর রসেতে টস্ টস্,
রস বেয়ে যায় দু'কস,
কথায় কথায় ঝ'রে পড়ে রস;
ছবড়ি দাঁতে রসের মাতে কস ধরেছে দু'পুরু॥

বিদ্যা এক ভুঁড়ি, পেটে কাটে বড়্‌বড়ি,
ধোপার বাড়ী মেলে না জুড়ি;
বাঁধা ছিল, ছাড়া পেয়ে চরা করেছে সুরু॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিত্রকূট—শিবমন্দিরের সম্মুখস্থ পথ

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ

বিক্রম। নানা স্থান ভ্রমণ কর্‌লেম, কিন্তু কই—কৃতকার্য্য তো হলেম না। দিবারাত্রি 'লব্ধব্য—লব্ধব্য' বল্‌ছি, কিন্তু কেউ তো এই 'লব্ধব্য' শ্লোক পূরণ ক'র্‌তে পার্‌লে না। যদি পরমায়ু প্রদানের শক্তি থাক্‌তো, আমি এই দণ্ডে প্রদান কর্‌তেম। না, এখন মরণ কামনা কর্‌বো না। দ্বাদশ বৎসর পদব্রজে ভ্রমণ করি; যদি মনোরথ পূর্ণ না হয়, বিপ্রকুমারের সৎকার ক'রে, অগ্নিতে প্রবেশ কর্‌বো। ভগবান্‌, কেন আমায় রাজসিংহাসন প্রদান করেছ! বিভীষণের দিব্য কি আমা হ'তে প্রমাণ হবে! তিনি, 'কলির রাজা হবেন' কি আমায় লক্ষ্য ক'রে দিব্য করেছিলেন! রাজ্যলাভ কি পাপসঞ্চয় কর্‌বার জন্য হয়েছে। রাজার তো কোন কর্ত্তব্য কার্য্যই কর্‌তে পার্‌লেম না। শকদলিত রাজ্যে ধর্ম্ম লুপ্ত, কর্ম্ম লুপ্ত, বাণিজ্য লুপ্ত, শিল্প লুপ্ত, কৃষি লুপ্ত, বিপ্রকুমারের অকালমৃত্যু!

সন্ন্যাসী ও শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ

গীত

ভস্মভূষিত সিত-কলেবর,
সিত-বিভাসিত হসিত অধর,
সিত কুণ্ডল দল দল শ্রবণ।
শুভ্র আয়ুধধর, শুভ্র বৃষভ' পর,
সিত-কপাল করতল শোভন।
গঙ্গা-ফেন-সিত, জটা-বিলম্বিত,
শেখর শিশুশশী-সিত-কিরণ॥
শিব শুভ্রময়, ভব-পাপ-ক্ষয়,
কুরু ভব-বন্ধন মোচন॥

সন্ন্যাসী। দেখ, আমি যেন দেখ্‌ছি, যে বাবা নর-কলেবর ধারণ ক'রে, এই ভাবে দেবভাষায় নিজ স্তুতিগান কর্‌ছেন।

১ শিষ্য। (স্বগত) দেখ গাঁজাখুরি! (প্রকাশ্যে) প্রভু, আজ্ঞা কর্‌ছিলেন, মহাদেব সকলই পারেন, কিন্তু সংশয় হচ্ছে, অসম্ভব কিরূপে সম্ভব হবে?

সন্ন্যাসী। কি অসম্ভব—একটা বল?

১ শিষ্য। ধরুন, যা হয় একটা অসম্ভব।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা, তোমার হ'য়েই আমি একটা অসম্ভব কল্পনা কর্‌ছি; ধরো, রাজা বিক্রমাদিত্য ঢুলী হ'য়ে এইখানে উপস্থিত হয়েছে।

২ শিষ্য। ঐ দেখুন প্রভু, একটা ঢুলী দাঁড়িয়ে।

সন্ন্যাসী। সহসা যদি ঐ ঢুলী, রাজা বিক্রমাদিত্য হয়, এ একটা অসম্ভব।

২ শিষ্য। (সহাস্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

সন্ন্যাসী। এই মুহূর্ত্তেই এই অসম্ভব—সম্ভব হ'তে পারে।

১ শিষ্য। না গুরুদেব, এ ঠিক অসম্ভব নয়। হয় তো ঐ রাজা বিক্রমাদিত্য, ছদ্মবেশে ঢুলী হ'য়ে রয়েছে।

সন্ন্যাসী। আরও অসম্ভব কল্পনা করি। বাবার পুরোহিতের মুখে শুন্‌লেম, রাজকন্যা আজ পূজা করতে আস্‌বে; ধরো, ঐ ঢুলীর গলায় যদি রাজার সেই কন্যা বরমাল্য প্রদান করে?

১ শিষ্য। এও অসম্ভব নয়। কল্পনা কর্‌লেই হয়, এই ঢুলী রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজকন্যা ওঁর প্রার্থী—বরমাল্য দিয়েছে।

সন্ন্যাসী। তারপর শোনো;—কন্যা একটী শ্লোক বল্‌লে, সেই শ্লোক একটী মন্ত্র হলো, সেই মন্ত্রে মরা মানুষ বাঁচলো,—এটী অসম্ভব জ্ঞান করো? আমি কিছুই বিস্মিত হবো না, যদি এই যে অসম্ভব কল্পনা কর্‌লেম, এই স্থানে পূর্ণ হয়। বাপু, শিক্ষার আর আমার কাছে অধিক কিছু নাই, জেনো—সকলের মূল—বিশ্বাস। আমি চল্লেম।

২ শিষ্য। কখন দর্শন পাবো?

সন্ন্যাসী। ইচ্ছা হ'লেই পাবে। (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) বাবা, কেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চ? তোমার কর্ত্তব্য করো, কর্ত্তব্য কার্য্য কর্‌তে কুণ্ঠিত হয়ো না। কেমন জান? রাজকর্ত্তব্য দোষীর প্রতি দণ্ড বিধান করা—ব্রাহ্মণ হ'লেও

তার প্রতি উচিত বিধান করা—কৌশল দ্বারা কৌশল নিবারণ করা। এইখানে থাকো, ঢোল বাজাও, বাবাকে শোনাও।

[প্রস্থান।

বিক্রম। (স্বগত) কে এ সন্ন্যাসী, আমায় এইখানে থাক্‌তে আদেশ দিয়ে আশ্বাস প্রদান কর্‌লেন? রাজকর্ত্তব্যের কথা কি বল্‌লেন?

১ শিষ্য। কি এক বেটা বুজরুকের পেছনে ঘুর্‌ছিস্ আর আমাকেও ঘোরাচ্ছিস্? ও বেটা আবার সোণা কর্‌তে জানে! ও বেটার সব কথাতেই এক 'বিশ্বাস'!

২ শিষ্য। নারে—ও দম্‌বাজি খেল্‌ছে.—এই দাঁড়া না, ভুগিয়ে আদায় কর্‌ছি।

১ শিষ্য। আরে তুই যেমন খেপেছিস্? বেটা বলে, গাঁজা খাই নি, কিন্তু আমাদের চেয়েও গাঁজাখোর। গাঁজাখুরি ঝাড়্‌লে দেখেছিস্? রাজা বিক্রমাদিত্য এসে দাঁড়িয়ে আছেন, রাজকন্যা এসে মালা দেবে, শ্লোক বল্‌বে, মন্ত্র হ'বে, মরা মানুষ বাঁচ্‌বে!

২ শিষ্য। তুই তো আমায় নিয়ে এসেছিলি। বল্লি,—উমানাথের মন্দিরে মস্ত কে এক সন্ন্যাসী এসেছে, হরিতাল ভস্ম কর্‌তে জানে, সোণা কর্‌তে জানে।

১ শিষ্য। আমি তো ভাই যেদিন থেকে ওর মুখে 'বিশ্বাস' শুনেছি, সেই দিন থেকে বল্‌ছি, 'চলো—সরে পড়ি।' এ বেটার সঙ্গে ঘুরে কি কম লোকসান করেছি?

২ শিষ্য। শোন্ না—এক কৌটা হরিতাল ভস্ম ওর কাছে আছে, আমি নিরিবিলি খেতে দেখেছি।

১ শিষ্য। তুমিই ঠাওর রেখেছ, আমি বুঝি ঠাওর রাখি নি? সে বুঝি হরিতাল ভস্ম?—জগন্নাথের আট্‌কে প্রসাদ!

২ শিষ্য। আঃ ছ্যাঃ! তবে বেরিয়ে পড়ি চ'।—(বিক্রমাদিত্যের প্রতি) কি বল হে বিক্রমাদিত্য?

বিক্রম। লক্ষধব্য!

১ শিষ্য। রাজকন্যা তোমায় বরমাল্য দিতে আস্‌ছে।

বিক্রম। লক্ষধব্য!

২ শিষ্য। দেখ্, কাশীধামে গিয়েছিলেম, সেখানে এই পাগ্‌লাকে দেখেছি।

১ শিষ্য। আমিও সেতুবন্ধ রামেশ্বরে ওকে দেখেছি।

২ শিষ্য। আচ্ছা, তুমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চ কেন? তোমার বাড়ী কোথায়?

বিক্রম। সেই সেথায়।

১ শিষ্য। তোমার কে আছে?

বিক্রম। লক্ষধব্য—লক্ষধব্য! (স্বগত) বাবা, তুমি সন্ন্যাসীর বেশে আশ্বাস প্রদান করেছ, তুমি সন্ন্যাসীর বেশে এই স্থানে থাক্‌বার আদেশ প্রদান করেছ, তুমিই মৃত সঞ্জীবিত হবে, আজ্ঞা করেছ, আমার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হবে। পূজার ফুল সংগ্রহ ক'রে আনি, রাজকন্যাকে দেবো।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

২ শিষ্য। উন্মাদ—পাগল!

১ শিষ্য। নে, তামাসা রাখ, এখন কি কর্‌বি বল? এ বেটার সঙ্গে তো ঘুরে ঘুরে ক'দিন মাটী হলো।

২ শিষ্য। একটা ফন্দি তো কিছু কর্‌তে হবে?

১ শিষ্য। রাজকন্যা পূজা কর্‌তে আস্‌বে শুন্‌ছি, এখান থেকে কিছু ঠকিয়ে নিলে হ'তো না।

২ শিষ্য। নারে, ধরা পড়ে যেতে হবে। চল—পালাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উমানাথের মন্দির

বিম্বাবতী ও সখীগণের প্রবেশ

সখীগণের গীত

মরি মরি কেরে বালিকে।
বিভূতি-বিভূষণা সোণার চাঁপার কলিকে॥
ভেসে যায় নয়ন-জলে, বববোম্ সদাই বলে,
বেলপাতা দেয় বাবার মাথায়, গঙ্গাজল ঢালে;
কে ক্ষেপা মেয়ে, আছে স'য়ে,
আগুন জেবলে চৌদিকে॥
ক্ষেপী পূজে দিগম্বর, ডাকে কোথায় আছ হর,
যোগিনী যোগাসনে, মাগে যোগীবর;
ছিল গৌরীবালা, ভেবে ভোলা
হৃদয়-তাপে কালীকে॥

১ সখী। হ্যাঁ লো, প্রহরীদের মন্দিরের বাইরে রেখে এলি কেন?

বিম্বা। এ দেবস্থান, হেথায় আমরা রাজ-কন্যা নই। বাবার স্থানে দীনদরিদ্র পর্য্যন্ত সমান, হেথায় প্রহরীর প্রয়োজন কি? বাবাই আমাদের রক্ষক।

ফুল লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য!

বিম্বা। এ কে লো?

১ সখী। দেখ্, বুঝি তোর বরাতে বিক্রমাদিত্য এলো!

বিম্বা। কেন, তোর বরাতেও তো হ'তে পারে।

১ সখী। আমি তো বিক্রমাদিত্যের জন্য হেদুই নি।

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিম্বা। আহা দিব্যি ফুলগুলি, বেচে না? বাবার পূজার উপযুক্ত ফুল!

২ সখী। ও ঢুলী—ও ঢুলী, এই ফুল-গুলি আমাদের দেবে?

বিক্রম। তোম্‌রা বাবার পূজা কর্‌বে ব'লেই তো ফুল এনেছি। এই নাও—এই নাও।

বিম্বা। কি নেবে?

বিক্রম। কি, বাবার পূজার ফুলের দাম নেব? লব্ধব্য—লব্ধব্য!

বিম্বা। তুমি কে?

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিম্বা। কোথায় থাকো?

বিক্রম। লব্ধব্য!

২ সখী। কুমারী, ঠাউরে কি দেখ্‌ছ—ও একটা পাগল।

বিম্বা। কি আশ্চর্য্য, এমন রূপবান্ পুরুষ তো আমি কখনো দেখি নি। রাজা বিক্রমাদিত্য যে এ অপেক্ষা অধিক রূপবান্ আমার কল্পনা হয় না।

১ সখী। না! বাবা উমানাথ তোমার পূজার আগেই বিক্রমাদিত্যকে এনে দিয়েছে।

বিম্বা। সখি, পরিহাস রাখো। কোন উচ্চ-কুলোদ্ভব, তার আর সন্দেহ নাই, দৈব-বিড়ম্বনায় এ দশা হয়েছে। বার বার 'লব্ধব্য—লব্ধব্য' কি বল্‌চে? লব্ধব্য শব্দের অর্থ—অদৃষ্টে যা ফল আছে। এ কি কোন লব্ধব্য ফলে বঞ্চিত হ'য়ে 'লব্ধব্য—লব্ধব্য' কর্‌ছে? পূজা-অন্তে যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি—দেখ্‌বো। রাজ-বৈদ্যকে দেখাবো, যদি কোন উপায় হয়।

১ সখী। সত্য কুমারী, রূপবান্ পুরুষ বটে! (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? রাজকুমারী বল্‌ছেন, তোমায় নিয়ে যত্ন ক'রে রাখবেন।

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিম্বা। তোমার কোন কি উৎকট মনো-বেদনা আছে? তুমি 'লব্ধব্য' কি বল?

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিম্বা। তুমি কি কোন মনস্কামনা ক'রে বাবার নিকট এসেছ? স্বরূপ উত্তর দিচ্ছ না কেন? তুমি তো আমাদের কথা বুঝতে পাচ্ছ।

বিক্রম। পূজা দেখবো—লব্ধব্য।

বিম্বা। আচ্ছা পূজা করি, তুমি ব'সো।

১ সখী। দেখ—শোনো,—ইনি রাজকন্যা, তোমার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে, আমাদের না বলো, এঁ'র নিকট বল্লে, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হবে।

বিক্রম। তাইতে এসেছি—লব্ধব্য।

১ সখী। শোনো, তোমার কাছে এসেছে।

বিম্বা। যদি আমাদের সঙ্গে যাও, তা হ'লে তুমি যা চাবে, দেবো।

বিক্রম। যা চাই, টের পাবে—লব্ধব্য।

বিম্বা। (স্বগত) পাগল কি না—আমার সন্দেহ হ'চ্ছে। বোধ হয়, কি মানস ক'রে বাবার নিকট এসেছে। (প্রকাশ্যে) আয় ভাই, পূজা করি।

সকলের মহাদেবের স্তব-গান

জলধর জিনি জটাজাল গঙ্গাজল ধবল।
বিষমোজ্জ্বল ত্রিনয়ন ঝল, চন্দ্রভাল বিমল॥
অস্থিদাম দলমলদল, ঢল ঢল রজ অচল,
ফণা-ফণ্ণ-ফণি-মণ্ডিত-কণ্ঠ-নীল-গরল,
অম্বর দিগ বরভয়-হর-কর লোহিত কমল;
উমেশ ঈশ আশুতোষ কুরু মানস সফল॥

বিম্বা। কই, তোরা বাবার কাছে কামনা কর্‌লি নি?

১ সখী। কামনা করেছি। কামনা এই— মহারাজ বিক্রমাদিত্য তোমার পতি হোন, আমরা তোমাদের দু'জনের সেবা করি। পরস্পর এই কামনা ক'রে আমরা এসেছি। তুমি নির্জ্জনে পূজা করো, আমরা আস্‌ছি।

বিম্বা। সখি, আমার একটী কামনা ছিলো, দু'টী কামনা হলো। যেন রাজা বিক্রমাদিত্য আমার পতি হন, আর তোরা যেন আমার সপত্নী হোস্‌। যেমন ভগ্নীর মত আছি, তেমন ভগ্নীর মতন চিরদিন থাক্‌বো।

১ সখী। ওঃ! আমাদের শুদ্ধ বর জোটাতে এসেছ? চল্‌ ভাই, উনি সম্বন্ধ করুন্‌।

[সখীগণের প্রস্থান।

বিম্বা। বাবা উমানাথ, আমার পূজা গ্রহণ করো। আমার মনস্কামনা পূর্ণ করো। দেবদেব, তুমি শচীকে ইন্দ্র দিয়েছ, লক্ষ্মীকে বিষ্ণু দিয়েছ, আমারও মনোমত বর দাও,—এই বিল্বদল গ্রহণ করো, রাজা বিক্রমাদিত্য যেন আমার স্বামী হন। (শিবলিঙ্গোপরি বিল্বপত্র প্রদান ও পত্রের নিম্নে পতন।)

বিক্রম। (শিবলিঙ্গ হইতে বিল্বপত্র পড়িতে দেখিয়া) তথাস্তু!

বিম্বা। এ কি! শুনেছি, কলিতে বালক আর পাগলের মুখে দৈববাণী হয়। বাবা কি এই পাগলের মুখে আমায় বর দিলেন? এই যে বাবার মাথায় ফুল পড়লো! তবে কি সত্যই বাবা কৃপা ক'র্‌লেন!

বিক্রম। বাবা কৃপা কর্‌বেন না! তবে কি কর্‌তে এসেছি। লব্ধব্য—লব্ধব্য।

বিম্বা। পাগল, তোর মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক।

জগন্নাথের প্রবেশ

ইনি আবার কি কর্‌তে এলেন?

জগ। হাঃ — হাঃ — হাঃ! ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েছি। (বিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া) এ কে? কে রে বেল্লিক, দূর হ!

বিম্বা। ওকে কিছু বল্‌বেন না—ওকে কিছু বল্‌বেন না।

জগ। ও থাক্‌লে যে আমার কার্য্য হবে না।

বিম্বা। কেন হবে না—ও পাগল, ও কোন কথাই বোঝে না।

জগ। কেমন রে, কোন কথাই বুঝিস্‌ না তো?

বিক্রম। লব্ধব্য।

জগ। শোন্‌—শোন্‌, আমি যা এই নবযুবতীকে বল্‌বো, তা তো বুঝতে পারবি না?

বিক্রম। লব্ধব্য।

বিম্বা। ও কিছুই বোঝে না, কি বলবেন —বলুন।

জগ। ভাল তবে শোনো, এইবার তো শুদ্ধাচারে আছ, আমাকে যে প্রণামী দেবে বলেছিলে?

বিম্বা। কি চান—বলুন?

জগ। যত রত্ন আছে, তার যে সেরা রত্ন— তাই চাই। প্রতিজ্ঞা করো—দেবে?

বিম্বা। কি রত্ন—বলুন? আমার নিকট সে রত্ন না থাক্‌লে কিরূপে দেব?

জগ। তুমি অনায়াসেই দিতে পার্‌বে।

বিম্বা। এমন কি রত্ন—বলুনই না?

জগ। আগে তুমি এই ব্রাহ্মণের সম্মুখে— বাবার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করো।

বিম্বা। আচ্ছা, যদি আমার অসাধ্য না হয়, প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম।

জগ। যদি সাধ্য হয়, দেবে?

বিম্বা। দেবো।

বিক্রম। যদি বাবা না বিরূপ হন।

বিম্বা। (স্বগত) পাগল যথার্থ বলেছে।

জগ। দেবে বলো?

বিম্বা। হ্যাঁ, যদি বাবা না প্রতিরোধ করেন।

জগ। বাবা প্রতিরোধ করেন, সে আমি বুঝ্‌বো, তোমার দোষ থাক্‌বে না, বলো— দেবে?

বিম্বা। দেবো।

জগ। এই প্রতিজ্ঞা কর্‌লে?

বিম্বা। ব্রাহ্মণ, কেন বার বার বল্‌ছো— আমি প্রতিশ্রুত।

জগ। আমায় বর-মাল্য প্রদান করো।

বিম্বা। ঠাকুর, কি বল্‌ছ? পিতা জানলে সর্ব্বনাশ হবে। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়-কন্যা।

জগ। কেন, বুড়ো ব'লে গিয়েছে ব'লে

আমি সত্য সত্য কি মূর্খ? ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বর্ণে বিবাহ কর্‌বার অধিকার আছে।

বিম্বা। কিন্তু পিতা জান্‌লে কি বল্‌বেন?

জগ। কেন ভাবছো, বিবাহ হ'লে তো আর ফিরবে না! আমি খুব রসিক, আমার সহিত দিবারাত্র—কাব্যালাপে পরমসুখে কাট্‌বে।

বিম্বা। বাবা উমানাথ, কি সংকটে ফেল্‌লে! আমি যে তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা-বন্ধ হলেম! বাবা, আশা দিয়ে নিরাশ কর্‌লে! তোমার পুষ্প পেয়ে ভেবেছিলেম, বিক্রমাদিত্য স্বামী হবে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞায় আবন্ধ হলেম! যদি প্রতিজ্ঞা পালন করি, পিতার কোপে হয় তো ব্রহ্মহত্যা হবে; প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌লে নরকস্থ হ'তে হবে। বাবা উমা-নাথ, এ সংকটে তুমি উদ্ধার করো!

জগ। বুড়োর কথায় তোমার মন চটে আছে, বুঝতে পাচ্ছি। একদিন আমার রসিকতা স্থির হ'য়ে শুন্‌লেই মুগ্ধ হ'য়ে যাবে,—তখন আমায় বল্‌বে—'ঠাকুর, কৃপা ক'রে আমায় চরণে স্থান দিয়ে বেশ করেছ।'

বিম্বা। তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না, রাজ-কোপে সর্ব্বনাশ হবার সম্ভাবনা। রাজা কারও কথা শুন্‌বেন না। এক গুরুদেবের কথা মানেন। তিনি ফিরে আসুন, তিনি মহারাজকে বোঝালে যেরূপ হয় হবে।

জগ। সে বুড়ো রাজী হবে না, আমায় বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দেবে, আমি তাকে জানি। হুঁ হুঁ, আমি ফাঁকে পড়বার ছেলে নয়। তুমি ফাঁকি দিচ্ছ। প্রতিজ্ঞা করেছ—প্রতিজ্ঞা করেছ! গোপনে মালা দিলে রাজা কি ক'রে টের পাবে?

বিম্বা। গোপনে কি ক'রে মালা দেবো? এখনি সখীরা আস্‌বে।

জগ। তার কি কাটান মন্ত্র নেই? তবে শোনো—আজ রাত্রে শুভলগ্ন আছে। আমি দুই প্রহর রাত্রিতে এসে মন্দিরে প্রবেশ ক'র্‌বো, তুমি গোপনে এসে বরমাল্য দিও। তারপর ভট্‌চাজ এলে রাজাকে বোঝাবে।

বিক্রম। আচ্ছা ঠাকুর যদি ভুলে যায়, মন্দিরে না আসে, তা হ'লে তুমি কাকে বে ক'র্‌বে? তোমার প্রতিজ্ঞা কি ক'রে থাকবে? বলো,—'ঠাকুর, তুমি যদি মন্দিরে থাকো, তবেই আমার প্রতিজ্ঞা, না থাক্‌লে নয়।'

জগ। পাগ্‌লা, কি বলছিস্‌?

বিক্রম। লম্বধব্য।

বিম্বা। (স্বগত) পাগলকে কি মহাদেব শিখিয়ে দিচ্ছেন!

বিক্রম। হুঁ—হুঁ,—লম্বধব্য।

বিম্বা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! পাগল যা বল্‌ছে, তাই বলি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঠাকুর, আজ রাত্রে যদি তুমি মন্দিরে উপস্থিত থাকো, তা হ'লে বিবাহ ক'র্‌বো, নচেৎ আর আমি প্রতিজ্ঞায় বন্ধ নই।

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই—তাই। থাক্‌বো না—সুসজ্জিত হ'য়ে, অলকাতিলকা কেটে এসে, রাজহংস যেমন জলধরের প্রতীক্ষা করে;—চাতকের স্থলে রাজহংস কেন বল্লুম জানো? চাতক হলো ক্ষুদ্র পাখী, তেমন শোভাযুক্ত নয়। আমি এরূপ সজ্জা করবো যে শোভা দেখেই মুগ্ধ হবে।

বিম্বা। না না, ঠাকুর, অন্ধকারেই থেকো, নইলে কেউ দেখে ফেল্‌বে।

জগ। হুঁ—হুঁ, অন্ধকারে থাকবো না তো কি আলো জেব্‌লে ব'সে থাক্‌বো? আমার কি ভয় নাই! তবে আমি চল্লুম, নটবর বেশ ধারণ করি গে।

বিম্বা। কিন্তু ঠাকুর, যেন মন্দিরে উপস্থিত থেকো, নইলে আমি প্রতিজ্ঞায় আবন্ধ থাক্‌বো না: দেখো যেন মালা নিয়ে না ফিরি।

জগ। যদি না থাকি, তা হ'লে এই পাগলা ব্যাটার গলায় মালা দিও।

বিক্রম। লম্বধব্য—লম্বধব্য। (স্বগত) রাজ-কুমারী আমার প্রার্থী হয়েছেন, বাবার মস্তক হ'তেও ফুল প'ড়েছে, কিন্তু এই পাষণ্ড এ'রে মজাবার প্রয়াস পাচ্ছে, এর উদ্দেশ্য বিফল করা রাজকর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী বোধ হয়, এই পাষণ্ড ব্রাহ্মণের কথাই ইঙ্গিতে আমায় ব'লে দিয়েছেন, —তবে কেন সন্দিহান হ'চ্ছি।

জগ। তবে চল্লুম—চল্লুম, কথা তো রইলো?

বিম্বা। কিন্তু ঠাকুর, যতদিন না গুরুদেব ফিরে আসেন, এ কথা প্রকাশ করো না, তা হ'লে তোমার প্রাণবধ হ'বার সম্ভাবনা।

জগ। না—না, অত কাঁচা পাও নি। কেমন বুদ্ধি! কেমন বাগিয়ে তোমায় প্রতিজ্ঞা ক'রে নিয়েছি! চল্লুম—চল্লুম! [জগন্নাথের প্রস্থান।

বিম্বা। এ কি! বাবার মাথার ফুল পড়লো!—তা কি বিফল হলো? অদৃষ্ট খণ্ডন কে করবে! কেমন লম্বব্য?

বিক্রম। কেন—বাবা।

বিম্বা। (স্বগত) এ পাগলা কি বলে! সখীরা আস্‌ছে, কারেও কিছু প্রকাশ করা হবে না। রাত্রে কি ক'রে আস্‌বো? মাকে বল্‌বো, আজ রাত্রে নিশা-পূজা কর্‌বো মানস করেছি। তারপর প্রহরীদের যেমন মন্দিরের বাইরে রেখেছি, সেইরূপ রেখে এসে মালা দিয়ে যাবো। গুরুদেব এসে যা হয় কর্‌বেন।

বিক্রম। ভাবছো কেন গো—বাবার কথা মিছা হয়? তবে তুমি এত শাস্ত্র পড়লে কি? আমি—পাগল মানুষ—বিশ্বাস করি, আর তুমি বিশ্বাস করো না? লম্বব্য—লম্বব্য!

বিম্বা। (স্বগত) কে এ পাগল! এর কথায় যে প্রাণ শীতল হয়। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

বিক্রম। যাবো, বরাবর তোমার সঙ্গে থাক্‌বো। একটা সিন্দুক আমাকে দেবে?

বিম্বা। দেবো। সিন্ধুক কি ক'র্‌বে?

বিক্রম। ঢোল রাখবো। বেশ ভাল সিন্দুক?

বিম্বা। আচ্ছা দেব—চলো। (উমানাথের প্রতি) বাবা, তোমার মনে যা আছে, তাই হবে।

গীত

অপরাধী বুঝি চরণে
কলঙ্কিনী মনে মনে হ'তে হলো জীবনে॥
বরি হেন হীনপতি, মনে কিসে রব সতী,
পতিপদে মতিগতি রাখিব হে কেমনে॥
হ'লে কলুষিত মন, দিব প্রাণ বিসর্জ্জন,
বরিব, রাখিব পণ তব পদ শরণে॥
শিরে গঙ্গা তরঙ্গিণী, পূজে তারে কলঙ্কিনী,
কারে কবে অভাগিনী, ব্যথা রবে মনে মনে॥

[বিক্রমাদিত্যকে লইয়া বিম্বাবতীর প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অধ্যাপকের বাটী

সজ্জিত জগন্নাথ

জগ। এই তো সুন্দর অলকাতিলকা হয়েছে। নয়ন দু'টী একটু ছোট—তা ভঙ্গী কর্‌লেই সুন্দর হবে। তাম্বুলে জিহ্বা জড়িত হওয়ায় শীষ দেওয়াটা ভাল হয় না। শীষটা নাগরালির একটা প্রধান লক্ষণ! বংশীধারীর যেমন বংশী ছিল, কলিতে তেম্‌নি শীষ! ওঃ টিকীটা বড় বেপালট করেছে, রাজ-জামাতা হ'লেই অগ্রে টিকী কর্ত্তন, তখন কোন্‌ বেটা কি বলে! কাপড়খানা একটু খাটো—হোক্‌, শ্রীকৃষ্ণ যে ধড়া প'রে বেড়াতেন।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ

বিক্রম। ওগো, আমি এয়েছি।

জগ। কেন রে বেটা—কেন রে?

বিক্রম। রাজকন্যা পাঠিয়ে দিলে।

জগ। কেন—কেন, কি বলেছে?

বিক্রম। তুমি কিসে যাবে?

জগ। কেন রে বেটা—পদব্রজে যাবো।

বিক্রম। যে প্রহরীরা রাজকন্যার সঙ্গে আস্‌বে, তারা যে চোর ব'লে ধর্‌বে।

জগ। অ্যাঁ, তবে কিসে যাবো—তবে কিসে যাবো?

বিক্রম। আমায় তাই বল্লে।

জগ। কি বল্লে—কি বল্লে?

বিক্রম। বল্লে—ঠাকুরকে মাথায় ক'রে নিয়ে আয়।

জগ। মাথায় ক'রে গেলে তো প্রহরীরা দেখ্‌তে পাবে।

বিক্রম। না গো—সিন্দুক পাঠিয়ে দিয়েছে, এই সিন্দুক মাথায় ক'রে নিয়ে যাবো।

জগ। তোরে প্রহরীরা কিছু বল্‌বে না?

বিক্রম। আমি যে চাকর হয়েছি।

জগ। কই সিন্দুক কই?

বিক্রম। এই যে এনেছি।

জগ। রাজার বাড়ীর সিন্দুক বটে! ওরে, সিন্দুকের ভেতর যাবো, হাঁপাবো যে?

বিক্রম। সিন্দুকে ছে'দা ক'রে দিয়েছে;—আর এইটুকু যাবে বই তো নয়?

জগ। হ্যাঁ রে—আমার চেহারাটা কেমন হ'য়েছে?

বিক্রম। ভাল নয়।

জগ। অ্যাঁ, বেটা তোর পছন্দ নাই!

বিক্রম। তারা চূড়ো পাঠিয়ে দিয়েছে।

জগ। অ্যাঁ, সত্যি না কি—সত্যি না কি?

বিক্রম। এই দেখ না?—এই ধড়া পাঠিয়ে দিয়েছে, এই বাঁশী পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আমায় সাজিয়ে দিতে বলেছে!

জগ। তুই বেটা আমায় সাজাবি কি?

বিক্রম। আমায় সাজাতে শিখিয়ে দিয়েছে।

জগ। তবে ব্যাটা সাজা!

বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক জগন্নাথের
রাখালবেশে সজ্জিত হওন

বিক্রম। ওগো, তোমার দিদি-মা আস্‌ছে।

জগ। ওরে বেটা কি সাজালি, দিদি-মা দেখে কি বলবে?

বিক্রম। কি আর ব'ল্‌বে, তুমি হামা টান্‌তে থাক্‌বে, ব'ল্‌বে গোপাল-ভাব।

জগ। বেশ বলেছিস্‌ বেটা — বেশ বলেছিস্‌।

অধ্যাপক-পত্নীর প্রবেশ

অধ্যা-পত্নী। জগন্নাথ,—ওমা—এ কি!

বিক্রম। (জনান্তিকে) হামা টানো—হামা টানো।

অধ্যা-পত্নী। হ্যাঁ রে—এ কি করেছিস্‌?

বিক্রম। (জনান্তিকে) ননী চাও, মাখন চাও—হামা টান্‌তে থাকো।

জগ। (হামা টানিয়া) ননী দে—

অধ্যা-পত্নী। নে—নে—ননী খাস্‌ এখন। ছোঁড়ার রোজ রোজ এক একটা নূতন ঢং!

জগ। আজ আমার কৃষ্ণ-ভাব—নটবর-ভাব!

বিক্রম। (জনান্তিকে) পায়ের উপর পা দিয়ে দাঁড়াও, বাঁশী ধ'রে 'আবা আবা' করো।

জগ। (মুখে হাত দিয়া) আবা—আবা।

অধ্যা-পত্নী। শোন্‌ এখন, ছাত্রেরা ন্যায়-রত্নের মেয়ের বে'তে কন্যা-যাত্র গেছে। আমিও সেথায় যাচ্ছি, ভারি লগ্নে বে', খাওন-দাওন কর্‌তে ভোর হ'য়ে যাবে। তুই কোথা নিমন্ত্রণে যাবি বল্‌লি, পারিস্‌ তো সকাল সকাল ফিরিস্‌, নইলে ভাল ক'রে দোরতাড়া দিয়ে যাস্‌।

জগ। যাও—যাও, খুব রাজী আছি—খুব রাজী আছি।

অধ্যা-পত্নী। এ মিন্সেকে আবার কোথা থেকে এনেছিস্‌?

জগ। কেন? এ আমার ছিদেম সখা।

অধ্যা-পত্নী। তা গরু চরাও—আমি চল্লুম।

[অধ্যাপক-পত্নীর প্রস্থান।

বিক্রম। ওগো, ঐ আরতির শাঁক বাজ্‌ছে, পুরুতঠাকুর পুজো ক'রে চ'লে যাবে।

জগ। বটে—বটে, তবে আমি সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করি।

বিক্রম। তা করো।

সিন্দুক-মধ্যে জগন্নাথের প্রবেশ

জগ। আচ্ছা, তুই আস্তে আস্তে তোল্‌।

বিক্রম। দাঁড়াও, তালা বন্ধ করি। (তথা করণ)

জগ। তোল্‌—

বিক্রম। এই তুল্‌চি।

জগ। ওরে বেটা, কোথা যাচ্ছিস্‌—কোথা যাচ্ছিস?

বিক্রম। চেঁচিও না। আমি দেখে আসি, তারা এলো না কি। ঠিক সময়ে নিয়ে যাবো।

জগ। তবে এখন খুলে দে—তবে এখন খুলে দে। ওরে বাবারে কে আছিস রে? ওরে বাবারে আজকে টোলে যে কেউ নেই রে!

বিক্রম। (স্বগত) না বড় চীৎকার কর্‌চে। আজ বড় সুলগ্ন, বিবাহের সংখ্যা অধিক, রাস্তায় বড় লোক-সমাগম, এখানে কেউ শুন্‌তে পাবে, আমি রন্ধনশালায় রেখে চাবি দিয়ে যাই।

জগ। খুলে দে বাপ—আমায় খুলে দে।

বিক্রম। চল না গো—এই মাথায় ক'রে নিয়ে যাই।

[সিন্দুক লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য*

পথ

নারীগণের প্রবেশ

গীত

আজ যদি না পোহায় নিশি, সাধ মেটাই
জেগে বাসর।
বর এসেছে সারি সারি ছড়াছড়ি বাসর ঘর॥
নিত্যি থাকি কত স'য়ে,
পেট ফোলে—না কথা ক'য়ে,

ভাতার দেখে ঘোমটা দিয়ে স'রে যাই,
যেন সে পর॥
হাসি যদি দেখেন মুখে,
শেল বাজে শাশুড়ীর বুকে,
নাক নাড়া দেন পড়্সী ডেকে,
ননদ ছুঁড়ী তার উপর॥
হেসে হেসে ঠসক্ ক'রে,
কর্‌বো সোহাগ রসের ভরে,
সোহাগের বাসর ঘরে, আজ রেতে,
পর নয় তো বর॥
[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

উমানাথের মন্দির

বিক্রমাদিত্য

বিক্রম। বাবা দেখো, বড় আশা করেছি, নিরাশ না হই। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, বালিকা পুত্রবধূটী আমার আশ্বাসে আশ্বাসিত হ'য়ে, জীবন ধারণ কচ্ছে। কপালমোচন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো!

বিম্বাবতীর প্রবেশ

বিম্বা। (স্বগত) এই যে উপস্থিত হয়েছেন। টোপর বোধ হচ্ছে না? (প্রকাশ্যে) আপনি এসেছেন?

বিক্রম। হুঁ।

বিম্বা। মালা নেন—(মাল্য প্রদান)

বিক্রম। লব্ধব্য।

বিম্বা। এ কে—লব্ধব্য! তুমি হেতায়?

বিক্রম। হ্যাঁ।

বিম্বা। লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ
দৈবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচ্যামি ন বিস্ময়ো মে
ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি॥

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য—

[বিক্রমাদিত্যের বেগে প্রস্থান।

বিম্বা। কে এ পাগল?—এ কি বেশধারী? আমি তো এর গলায় মালা দিয়ে ক্ষুব্ধ নই! আমার হৃদয়ে যেন মহাদেব বলচেন, 'এই তোর স্বামী'। 'লব্ধব্য' কি আমার হৃদয় অধিকার করেছিল? আমার যেন আনন্দ হ'চ্ছে—এই আমার স্বামী। একেই যত্ন কর্‌বো, এ বাবা উমানাথের দান, আমার মাথার মণি! গুরুদেব এলে সকল অবস্থা তাঁর নিকট প্রকাশ কর্‌বো। মহারাজ আমায় ত্যাগ করেন, পাগলকে নিয়ে ভিখারিণী হবো। কোথায় গেল—কোথায় গেল? (নেপথ্যে ঢোলের শব্দ) এখানেই কোথায় আছে, গৃহে নিয়ে যাই। আনন্দে আমার মন পরিপ্লুত হ'চ্ছে। এ কি, আমার মন—আমি আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

গীত*

কেমন এ মন কে জানে।
তন্ত্রিত যন্ত্রিত কিবা অজানিত তানে॥
মাধুরী উজান চলে, হৃদয় হিল্লোলে দোলে
ভুবনে মাধুরী উথলে;—
ভাসাইয়ে কুলমান, ভেসেছে পাগলপ্রাণ,
অবশে পাগল সনে ভেসেছে মাধুরী টানে॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

গঙ্গাধরের বাটী

গঙ্গাধর ও গঙ্গাধর-পত্নী

ব্রাহ্মণী। কই, আজও তো আমার বাছা ফিরে এল না? আজও যে আমার ঘর অন্ধকার রইলো?—তবে কেন এখনও প্রাণ গেল না? তবে কেন এখনো আশাপথ চেয়ে রয়েছি? আর কি আমার বাছাকে পাবো না?

গঙ্গা। ব্রাহ্মণী, কি আশ্চর্য্য! সমস্ত জেনে শুনে তবু তো আশা বিসর্জ্জন দিতে পার্‌ছি না। জানি, শমনের মুখ হ'তে কেউ কখনও ফিরিয়ে আন্‌তে পারে না! তবু কেন রাজার কথায় প্রত্যয় ক'রে প্রাণধারণ ক'রে আছি। কই মর্‌বার সাধ তো এখনও হয় না।

ব্রাহ্মণী। পোড়া প্রাণে দেহের মমতা বড়! নইলে কেন জীবনধারণ ক'র্‌ছি, কেন মুখে অন্ন দিচ্ছি? কেন অনশন ব্রত করি নি? আর বৃথা আশা—সংসারে আর প্রয়োজন কি? এ যে আমার শ্মশান জ্ঞান হচ্ছে! আর কেন ঘরে রয়েছ? চলো বউমাকে ওঁর বাপের বাড়ী রেখে আমরা কোন বিজন স্থানে বাস করি;—এ যন্ত্রণা আর কতদিন সহ্য কর্‌বো!

গঙ্গা। সবই সত্য, তবু আমি আশা বিসর্জ্জন দিতে পাচ্ছি নে। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে, বাবা আমার আস্‌ছে, প্রতি পদশব্দে মনে হয়, সে বুঝি আমার এলো;—রোজ প্রাতে উঠে মনে হয়, বাছা আমার এয়েছে।

ব্রাহ্মণী। মিথ্যা — মিথ্যা — সবই — মিথ্যা! আমাদের অদৃষ্টে দেবতা মিথ্যা, হোম মিথ্যা, পাথরের বাড়ী মিথ্যা, রাজার আশ্বাস-বচন মিথ্যা, রাজার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা! মিথ্যা জন্মগ্রহণ ক'রেছিলুম—সকলি মিথ্যা হলো! আর আশা ধ'রে থেকো না, চলো—আজই বিদায় হই।

সুমতির প্রবেশ

সুমতি। বাবা, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়েছে, আসুন, আপনাকে স্নান করিয়ে দিই। আপনার আহার না হ'লে মা তো আহারে বস্‌বেন না। মা, তুমি ওঁকে আজ্ঞা দিতে বলো, আমি ওঁকে স্নান করিয়ে দিই।

ব্রাহ্মণী। মা, তুমি বালিকা, কেন বৃথা ক্লেশ করো, তোমায় দেখে শতগুণে শোক উথ্‌লে ওঠে। কেরে অভাগিনী! নইলে অভাগিনীর ঘরে কেন এসেছিস্? আহা! মা, কেন ক্লেশ কচ্ছ? তোমার কোমল শরীর, কত সয়? আমি পাষাণী, আমার সকল সহ্য হয়!

সুমতি। বাবা, মা, আমায় দেখে স্থির হ'ন। আমি তোমাদের কন্যা, আমি কোথায় দাঁড়াবো? আমায় কে দেখ্‌বে? মা, আমার অন্তর বল্‌ছে আমি কখনও বিধবা হবো না, ছার বিধবা-জীবন কখনও বহন কর্‌বো না! রাজা বিক্রমাদিত্য বলেছেন, আমার ললাটের সিন্দুর মলিন হয় নাই। আমি নিত্য সীমন্তে সিন্দুর দিই। আমার স্বামী মূর্চ্ছিত, তাঁর অমঙ্গল হয় নাই, তা হ'লে আমি অন্তরে বুঝতে পার্‌তেম, ধার্ম্মিক রাজা কখনও অনাচার দেখতেন না, আমায় বল্‌তেন—'বিধবার আচার করো'। মা, তুমিও ওঠো। বাবাকে স্নান করিয়ে দিই, উনি পূজা করুন্, তারপর তুমি স্নান করো। বাবা আজ্ঞা করুন, নৈলে অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বো না।

গঙ্গা। ও মা—মা, তোর কথায় মন যে বড় আশ্বাসিত হয়, আর কতদিন আশা ধ'রে থাক্‌বো!

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ, আমি আপনাদের সন্তান। রাজার আমার প্রতি আদেশ, যতদিন না তিনি ফিরে আসেন, আপনাদের না ক্লেশ হয়। দাস-দাসী নিযুক্ত ক'র্‌তে আপনারা নিষেধ করেছেন, তাই পারি নাই। আপনাদের ক্লেশ হ'লে রাজার নিকট অপরাধী হবো।

গঙ্গা। রাজ-কৃপায় আমার কোনও অভাব নেই, কিন্তু তত্রাচ দেখুন, আমার পুরী অন্ধকার।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার যে সকলি শূন্য হ'য়ে রয়েছে, সে নাই, আমি যে সব শূন্যময় দেখ্‌ছি! আমার যে সব মনে পড়্‌ছে! এইখানে হামা দিত, ওইখানে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে প'ড়ে গিয়েছিল, এইখানে আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে আস্‌তো, পাঠশালা হ'তে এইখানে দাঁড়িয়ে মা ব'লে ডাক্‌তো, ওইখানে বর সাজিয়েছি, এইখানে দাঁড়িয়ে বিদায় দিয়েছি, আর তো বাছা এলো না! পাষাণে নির্ম্মিত, তাই এত তাপে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয় নাই। বাবা, আমি যে, উপযুক্ত ছেলে বাসরে যমকে দিয়েছি।

মন্ত্রী। মা, কেন শোকাচ্ছন্ন হ'চ্ছেন? ব্রাহ্মণ, আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, রাজা বিক্রমাদিত্য মিথ্যাবাদী নয়। যদি উপায় না থাক্‌তো, তিনি বৃথা আশ্বাস দিতেন না।

গঙ্গা। বাবা, আমি কি ভাগ্যহীন! পুত্র-হীন হয়েছি, বালিকা পুত্রবধূ দিবারাত্র আমা-দের জন্য ক্লেশ কর্‌ছে,—রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্য আমার অদৃষ্ট-দোষে দেশে দেশে ভ্রমণ কচ্ছেন;—আমার ন্যায় হতভাগ্য ভারতে আর দ্বিতীয় নাই!

সিন্দুক লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ

বিক্রম। না ব্রহ্মণ, তুমি ভাগ্যবান্,—তোমার ভাগ্যে আমি ভাগ্যবান্! আমার সকল কথাই পালন ক'রেছ;—আমার শেষ কথা এই,—তোমার পুত্রবধূকে বাসরের বেশে ভূষিত করো, আর তোমার ব্রাহ্মণী যে বেশে পুত্র—পুত্র-বধূকে বরণ করেন, সেই বেশে মাঙ্গলিক সামগ্রী ল'য়ে আসুন।

গঙ্গা। ও ব্রাহ্মণী। বাবা—বাবা,—আমার পুত্র কোথায়?

বিক্রম। মা, এখনি পাবেন। ব্রাহ্মণ, আপনি বিজ্ঞ, কুটিল লোকের জিহ্বা অতি বিষাক্ত। আমি সকলের সম্মুখে প্রমাণ কর্‌বো, যে তোমার সেই মৃতপুত্রই জীবিত হয়েছে। আমি যেরূপ বল্লেম, করুন। ব্রাহ্মণীকে পুত্রবধূ সুসজ্জিত ক'রে আনতে বলুন।

গঙ্গা। যাও ব্রাহ্মণী, রাজ-আজ্ঞা পালনীয়। রাজার আশ্বাসে জীবনধারণ ক'রে আছি, এখনই সকল আশা পূর্ণ হবে, নয় নৈরাশ্য-সাগরে ঝাঁপ দেব।

সুমতি। এস মা, রাজা কখনই মিথ্যাবাদী নন। [ব্রাহ্মণী ও সুমতির প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, তোমায় পত্রে যেরূপ আদেশ করেছি, বোধ হয় সেইরূপ করেছ?

মন্ত্রী। হ্যাঁ মহারাজ, গ্রামের সকলকে সংবাদ দিয়েছি; বিশেষ বিবাহ রাত্রে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অনেকেই আগতপ্রায়।

প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ

বিক্রম। (ব্রাহ্মণের মৃতদেহ সিন্দুক হইতে বাহিরে আনিয়া) সকলে দেখুন, এই সেই ব্রাহ্মণকুমার কি না?

সকলে। হ্যাঁ মহারাজ!

গঙ্গা। মহারাজ—এ যে মৃতপুত্র!

বিক্রম। চিন্তা দূর করুন্।

শ্লোক পাঠ

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ
দৈবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি॥

বিষ্ণুপদ। মহারাজ, রক্ষা করুন্!

বিক্রম। ভয় কি?

ব্রাহ্মণী ও তৎপশ্চাতে সুমতির প্রবেশ

ব্রাহ্মণী। বাবা—বাবা! (বিষ্ণুপদকে জড়াইয়া ধরণ)

বিক্রম। মা, তোমার পুত্র-পুত্রবধূ বরণ ক'রে ঘরে তোল'।

গঙ্গা। মহারাজ বিক্রমাদিত্য, আমি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ; বলেছিলাম, রাজার পাপে, আমার পুত্রগণের অকালমৃত্যু হয়েছে। আমি তখন জানি না যে, আর্য্যকুলতিলক রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে, ইতিপূর্ব্বেও জানি না, যে আর্য্য-রাজগণের ঈদৃশী মহিমা! রাজ্যেশ্বর যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তার প্রমাণ একমাত্র মহারাজ! মৃতপুত্র সঞ্জীবিত করেছেন।—সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি কর! জয় আর্য্যরাজের জয়! জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়!

সকলে। জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়!

বিক্রম। তোমরা আমার জয় গান ক'রো না। জননী, আর্য্যধাত্রী পুণ্যবতী ভারতমাতার জয়-গান করো, আমি তোমাদের সেই জয়-গানে যোগদান করি। আবার আর্য্যধামে আর্য্য রীতি-নীতি প্রচার হোক্, জননীর পুণ্যবলে আর্য্য-ভূপতিগণ প্রজাপালনে সক্ষম হোক্। জয় ভারতের জয়!

সকলে। জয় ভারতের জয়!

গীত

জয় জয় ভারতমাত জয়া, মা শ্যামা ভগবতী!
দেখ' মা থাকে যেন তোমার পদে মতি-গতি॥
জননী ভুবনমোহিনী, তীর্থকায়া কীর্ত্তি-
দায়িনী,
বাল্মীকি ব্যাস গায় মা তোমার
পুরাকাহিনী,
সাম গানে তপোবনে নিত্য তোমার
আরতি॥
কর মা নরত্ব প্রদান, দে মা শক্তি মাতৃভক্তি,
করি গুণগান,
গগনে সমীরণে উঠুক ঐক্যতান;
শুনি আর্য্য ভেরি কাঁপুক অরি,
পূজ্য বীর-প্রসূতি॥

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান

সুসজ্জিত বিক্রমাদিত্যের চিত্রপট স্থাপিত
বিম্বাবতীর সখীগণ

গীত

দেখ্‌বো কেমন করে লো গুমোর।
যেখানে মন টানে সই, কই থাকে আর নারীর
জোর॥

যারে প্রাণ বিলিয়ে দেছে, যেচে কাছে সে
এসেছে,
ওলট-পালট কি হয় কি হয়, ভয় ঘ্চে গেছে;
ছবি সরম ঢাকা, প্রাণে আঁকা, ভাঙ্গবে
গ্মরের কদর॥
কথা কবে ছবি নীরবে, মনের আটক তখন
কি রবে,
বিভোর আঁখি মনের কথা নীরবে কবে;
ছলা কার থাকে লো আর,
অন্রাগে যে বিভোর॥

১ সখী। বিক্রমাদিত্যের ছবি তুই কোথায় পেলি?

২ সখী। ঘটক এনেছে, আমি রাণী-মা'র কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।

১ সখী। রাজকুমারী ছবি দেখেছে?

২ সখী। দেখ্বে না কেন লো?—আমি ছবি এনে দেখাতে গেলেম, ঢং ক'রে ম্খ ফিরিয়ে নিলে।

১ সখী। হ্যাঁ ভাই, এখন বিক্রমাদিত্যের কথা তুল্লে বেজার হয় কেন বল্ দেখি?

২ সখী। ওলো আমাদের কাছে চাপা দেয়। শিবপ্জা ক'রে এসে ব্লি ধরেছে দেখিস্ নি —'আমি বে' কর্বো না।'

১ সখী। বোধ হয় মনে করে, যে আমাদের বল্লে ব্ঝি মহাদেবের বর বিফল হবে। স্স্বপ্নের কথা প্রকাশ করে না জানিস্ নি? ঐ রাজকুমারী আস্ছে, আমরা স'রে থাকি আয়। এই সাজান বিক্রমাদিত্যের ছবি দেখে কি করে—আড়াল থেকে দেখি।

২ সখী। কই সে লেখা কাগজখানা উপরে মেরে দিলি নি?—"প্রাণেশ্বরি, দেখ—আমি বিক্রমাদিত্য, তোমার আশায় উপস্থিত হয়েছি, আমায় বরমাল্য দাও।"

১ সখী। এই যে লো ছবির মাথার উপর রয়েছে। ঐ আস্ছে লো—আস্ছে, সরে আয়।

[সখীগণের প্রস্থান।

বিম্বাবতীর প্রবেশ

বিম্বা। এ কার ছবি? বোধ হয় বিক্রমাদিত্যের ছবি। সখী এই ছবিই আমায় দেখাতে এসেছিল বটে। এই যে পরিহাস ক'রে লিখেছে, "বরমাল্য দাও।" সখীরা তো জানে না যে, পাগল আমায় পাগল ক'রে পালিয়েছে। শ্ন্ছি রাজা বিক্রমাদিত্য, আমায় বিবাহ কর্তে আস্বেন। কি সর্ব্বনাশ হ'লো! পিতাকে কি বল্বো? আর উপায় নাই, সকল কথা প্রকাশ ক'র্বো। লম্বব্যের গলায় মালা দেওয়া অবধি কায়মনোবাক্যে তার দাসী হয়েছি। তার গলায় মালা দেওয়া দ্রদৃষ্ট বোধ হয় নাই, সৌভাগ্য মনে হয়েছে। যতই সে ম্খ মনে পড়ে, ততই মনে হয়, আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! যতই তার শিব-ভক্তি স্মরণ হয়, ততই ভাবি, সে থাক্লে তাকে নিয়ে পরম স্খী হতেম।

১ সখী। (অন্তরাল হইতে) ওলো ছবির দিক্ থেকে ফিরে ব'সে রইলো যে?

২ সখী। (অন্তরাল হইতে) বোধ হয়, আমরা রয়েছি—টের পেয়েছে। চল আমরা যাই, ততক্ষণ ফ্ল তুলি গে। ও এক্লা ব'সে ঠাট্ কর্গ।

বিম্বা। সেই পাগলের ম্খে যে জ্যোতি দেখেছিলেম, সে জ্যোতিতে পাগলকে মলিন-বেশে যে স্ন্দর দেখেছিলেম, বোধ হয় সে সৌন্দর্য্যের সহিত রাজভূষায় বিক্রমাদিত্যেরও তুলনা হয় না। সে পাগল যদি ফিরে আসে, রাজ-সংসার পরিত্যাগ ক'রে, তার সঙ্গে কুটীর-বাসিনী হ'য়েও, তার পদসেবা কর্তে পার্লে পরম স্খে থাক্তেম। পাগলের কি শিব-ভক্তি! তার ম্খে এমন শিবের কথা শ্নেছিলেম, যে মনে হয়েছিল, এ পাগল নয়, নিশ্চয় শিবের বরপ্ত্র।

গীত

এ সময়ে সে আছে কোথায়।
পাগলে পাগল ক'রে চলে গেছে ঠেলে পায়॥
পাগলেরি অভিলাষী, পাগলের আশে ভাসি,
হইতে কুটীরবাসী, তারি সনে প্রাণ চায়॥
জীবন-যৌবন-মান, চরণে করেছি দান,
ত্যজি কুল-অভিমান, বিমোহিত চিত ধায়॥
আমোদে বিষাদ-মাথা, মনে মন আছে ঢাকা,
সতী-হৃদে পতি আঁকা, সে ছবি কি মোছা যায়॥

সখীগণের প্রবেশ

বিম্বা। হ্যাঁ লো, তোরা কোথা গিয়েছিলি?

১ সখী। কেন, তোমার ইষ্ট-দেবতার পূজার ফুল আন্‌তে গিয়েছিলেম।

বিম্বা। সে কি লো?

২ সখী। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?—এ কি দেখ না?

বিম্বা। কি দেখ্‌বো, বিক্রমাদিত্যের ছবি! সখি, তোমায় বার বার মিনতি কচ্ছি, আর ও কথা ব'লো না।

২ সখী। হ্যাঁ লো—আমাদের সঙ্গে আর কেন ঠাট কচ্ছিস্? সে দিন আমাদের ব'লে ক'য়ে বর নিতে গেলি, তার পর থেকে বিক্রমাদিত্যের কথা তুল্লে বেজার হ'স! মনে কর্‌ছ—আমাদের কাছে প্রকাশ ক'র্‌লে সুস্বপ্ন ফল্‌বে না; ফলেছে লো—ফলেছে!

সখীগণের গীত

বিমলা রাজবালা হর পূজে পেয়েছে বর।
ফুটলে কলি আসে অলি সৌরভে সে পায় খবর॥
মন টানে যায় যেখানে, মনের টানে সে তা জানে,
প্রাণের কথা প্রাণে প্রাণে, পার হ'য়ে গিরি-সাগর॥
হ'য়ে সই পিপাসিনী, বারি চায় চাতকিনী,
শুনে গগনে তার করুণবাণী, উদয় নবীন জলধর॥

১ সখী। তুমি কি ভাব্‌ছ, আম্‌রা মিথ্যা বল্‌ছি? যার চিন্তায় দিন দিন মলিন হ'চ্ছ, আহার নাই, নিদ্রা নাই, মুখে হাসি নাই, সে নিধি তোমার হাতে না এলে কি আমরা পরিহাস কর্‌তেম?

বিম্বা। কি হয়েছে বল্ তো?

২ সখী। এখন পথে এসো।

বিম্বা। কেন—কি হ'য়েছে?

১ সখী। ওলো বলিস্ নে—এখন আমরা গুমোর করি আয়।

বিম্বা। বল—বল, কি হ'য়েছে?

২ সখী। এখন সাদা পথে চলো—অত ঢং কর্‌ছিলে কিসের?

বিম্বা। না—না, বলো—বলো।

১ সখী। রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে মহারাজ ঘটক পাঠিয়েছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য বলেছেন, 'আমার সৌভাগ্য, আমিও তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ জন্য দূত প্রেরণ কর্‌ছিলেম। যখন আপনি সম্বন্ধ এনেছেন, আমি স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হব।' বোধ হয়, আজই উপস্থিত হবেন। এ ছবি আমরা কোথায় পেলেম? মহারাজ আপনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঐ দেখ, মহারাজ ও রাণীমা আস্‌ছেন, ওঁদের কাছে শোনো।

রাজা শূরধ্বজ ও রাণীর প্রবেশ

শূর। মা, এতদিনে তোমাদের শিবপূজা করা সার্থক হ'লো। রাজা বিক্রমাদিত্য তোমার পাণিগ্রহণের জন্য এসেছেন। উদ্যানবাটীতে তাঁর স্থান দিয়েছি। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলেন, 'যদি আপনার কন্যা আমায় মনোনীত করেন, তবেই পাণিগ্রহণ কর্‌বো; আর যদি আমায় মনোনীত না করেন, তা হ'লে কি ক'রে বিবাহ হবে?' আমি কথা শুনে হেসে উঠ্‌লেম; আমি বল্লুম,—'আমি জানি—তার মনোনীত'। মহারাজ বিক্রমাদিত্য আহ্লাদের সহিত উত্তর ক'র্‌লেন,—'তবে মহারাজ, বিবাহের উদ্যোগ করুন্।' তুইও বাছা,—এতদিন লেখা-পড়া শিখালেম,—রাজাকে মনের ভাব প্রকাশ ক'রে, একটী কবিতা লেখ্। পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে শুনেছি, তুই কবিতা রচনায় অতিশয় সুনিপুণা! একি গো, তুই এই আহ্লাদের সংবাদে মাথা হেঁট ক'রে রইলি যে!

রাণী। মাথা হেঁট কর্‌বে না? আমি বল্লুম, তোমায় আস্‌তে হবে না, আমি গিয়ে সব বল্‌ছি। মাথা হেঁট করবে না তো কি? তুমি যেমন আহ্লাদে নাচো, ওরা তেম্‌নি তোমার সাম্‌নে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌বে বুঝি? ঐ দেখ্‌ছো, রাজা বিক্রমাদিত্যের ছবি ফুল দিয়ে সুসজ্জিত ক'রে রেখেছে।

শূর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, পেটের ছেলে—পেটের ছেলে, তুমিও যে আমিও সে, তা আর লজ্জা কি—তা আর লজ্জা কি, তা আমি চল্লুম—তা আমি চল্লুম! মা, সুন্দর ক'রে কবিতাটী লিখো। রাজ-সভায় কালিদাস, বররুচি প্রভৃতি বড় বড় কবি আছেন, যেন তাঁরা প্রশংসা করেন।

রাণী। হ্যাঁ গা—তুমি যাও না গা।

শূর। এই যাচ্চি—যাচ্চি, রাজা মেয়েকে

শিব-মন্দিরে ছদ্মবেশে দেখেছেন, দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

রাণী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হ'য়েছেন—হ'য়েছেন, তুমি যাও।

শূর। রাজ্ঞী, বড় আনন্দ—বড় আনন্দ! রাজা বিক্রমাদিত্য জামাতা হবে! (সখীগণের প্রতি) মা, এইবার তোমাদের নৈপুণ্য বুঝবো, দেখ্‌বো কন্যাকে কেমন সুসজ্জিত করো।

[শূরধ্বজের প্রস্থান।

রাণী। দেখ্ মা, রাজা কবিতা লিখ্‌তে বলুন। তুই বিবাহের পর যা হয় করিস্। বিদ্যাই শেখো—আর যাই ক'রো—পুরুষকে কবিতা লেখা আমাদের পক্ষে বাচালতা! সে কি —তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন?

বিম্বা। মা,—

রাণী। কি রে, কি হ'য়েছে বল্ না। চুপ ক'রে রইলি কেন? আয়, আমার ঘরে আয়।

[বিম্বাবতীকে লইয়া প্রস্থান।

১ সখী। দেখ্‌ছিস্ ভাই, ঢং দেখ্‌ছিস্?

২ সখী। না ভাই, ঢং নয়, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে।

১ সখী। তুই আবার আর এক নেকী, বুঝতে পাচ্চেন না! আনন্দ-অশ্রু।

২ সখী। না ভাই, তা নয়।

১ সখী। তবে কি, তোমার কথাটা শুনি?

২ সখী। দ্যাখ্ ভাই, সেই যে 'লব্ধব্য' পাগ্‌লা এসেছিল, তার ঢোলের এক পিঠ ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেই ছেঁড়া ঢোলটা যত্ন ক'রে নিয়ে এসেছে; নিয়ে শয্যা-গৃহে রেখেছে। দিনের বেলায় লুকিয়ে রাখে, রাত্রে সেই ঢোলটী সুসজ্জিত ক'রে, শয্যায় নিয়ে শোয়; আমি এক দিন দেখেছি।

১ সখী। তোর এক কথা! সে রাজার মেয়ে, কি একদিন কি খেয়াল চেপেছিলো।

২ সখী। আচ্ছা, বিক্রমাদিত্যের ছবি, এমন ক'রে সুসজ্জিত ক'রে রাখ্‌লুম, সে দিক্ পানে পেছু ফিরে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো?

১ সখী। তোরে তো বল্লুম, আমরা অন্তরালে ছিলেম, টের পেয়েছিল। হ্যাঁ রে, নারী হ'য়ে নারীর ছল জানিস্ নি? এখন চল, ভাল ক'রে রাজকন্যাকে সাজিয়ে দিইগে চল।

সখীগণের গীত*

নারী হ'য়ে বুঝলি নি লো নারীর ছল।
শরমের মরম কথা গোপন কিসে রাখ্‌বে বল?
স'পেছে জীবন যারে, অভিমান দিতে নারে,
নইলে কি মান রাখ্‌তে পারে,
পুরুষ তো সই নয় সরল।
নারী কি ছল সাধে শেখে,
ছল ক'রে মন বুঝে দেখে,
মনে মন রাখে ঢেকে, ছল বিনা নাই নারীর বল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অধ্যাপকের বাটী

অধ্যাপক ও অধ্যাপক-পত্নী

অধ্যাপক-পত্নী। আমি বিবাহ-বাড়ী যাবার সময় ব'লে গেলেম, যে ছাত্রেরা নিমন্ত্রণে গেছে, আমিও বাড়ীতে থাক্‌বো না, তুইও যদি বেরিয়ে যাস্, ভাল ক'রে দোর-টোর বন্ধ ক'রে যাস্। ছোঁড়া চুড়ো প'রে, ধড়া প'রে হামা টান্‌তে টান্‌তে এসে বল্লে, 'ননী দে।' আমি ভাব্‌লুম, আমি দিদিমা ব'লে বুঝি আমার সঙ্গে তামাসা কচ্ছে; বে'-বাড়ী চ'লে গেলেম। ভোরে ফিরে এসে দেখি, ছাত্রেরা সব ধ'রে রয়েছে, আর উন্মাদ পাগল, ধেই ধেই ক'রে নাচ্চে, আর ব'ল্‌ছে,—'লব্ধব্য—লব্ধব্য!'

অধ্যা। কোথায় গেল?

অধ্যা-পত্নী। ঐ যে আস্‌ছে।

জগন্নাথের প্রবেশ

জগ। রাধে—রাধে, তুমি কি বংশী-ধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছ না? এখনো কেন মালা দিতে আস্‌ছো না?

অধ্যা। এই যে দেখ্‌ছি কবিরত্ন প্রেমের তুফান তুলেছেন, তোমার এতটা প্রেম উথ্‌লে উঠ্‌লো কিসে?

জগ। দাদা, প্রাণ গেল—প্রাণ গেল! রাজকন্যা—রাজকন্যা! ওরে বেটা লব্ধব্য—ওরে বেটা লব্ধব্য!

অধ্যা। ও আবাগীর পুত, রাজকন্যা—রাজকন্যা কি বল্‌ছিস্?

পত্নী। হ্যাঁ গো, একবার বলে রাজার জামাই, একবার বলে 'লব্ধব্য'।

অধ্যা। আর দেখ্‌ছ কি! আরে বেল্লিক, কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ ধর্‌লো কেন?

জগ। আমায় বরমাল্য দিয়েছে। আবা—আবা ধর্বলি, তাক্‌তা থৈ থৈ! ঐ লব্ধব্য—ঐ লব্ধব্য!

অধ্যা। কি তোর গুষ্ঠীর মাথা আমায় ভেঙ্গে বল্‌তে পারিস্? একটু স্থির হ' না, কি হয়েছে বল্ না?

পত্নী। আহা ওকে আর মুখ ঝাম্‌টা কেন দিচ্চ বল? বাছাকে বুঝি কে কি গুণগান করেছে!

অধ্যা। আর গুণগান কর্‌তে হয় না, ওঁরই গুণে থৈ পায় না। সে রাত্রে কি কোথাও গিয়েছিল?

পত্নী। বলেছিল তো যাবো।

জগ। দাদা, রাজকন্যা—রাজকন্যা! প্যারী—প্যারী, কোথায় গেলে—কোথায় গেলে? আমি যাব কি ক'রে, প্রহরীরা চোর ব'লে ধর্‌বে। লব্ধব্য—লব্ধব্য। কি হলো—কি হলো! রাধে—রাধে, দেখে যাও—আমি ধুলায় লোটাচ্ছি।

অধ্যা। কোন্ রাজকন্যা?

জগ। কেন এই রাজকন্যা! বরমাল্য—বরমাল্য, প্রণামী—প্রণামী, শিবের কাছে প্রতিশ্রুত—শিবের কাছে প্রতিশ্রুত। দাদা, আমার রাধা কোথায়, আমার প্যারী কোথায়, আমার চন্দ্রাবলী কোথায়, আমার ললিতা কোথায়? দেখ দেখ, লব্ধব্য—লব্ধব্য, আমায় বেঁধে ফেল্‌বে—সিন্দুকে পুরবে, আমি যাবো না, ধ'রে ফেল্‌বে।

পত্নী। হ্যাঁ গা, এ কি বাই?

অধ্যা। ঢেঁকী বাই! সে দিন রাজকন্যার নিকট ল'য়ে গিয়ে সর্ব্বনাশ করেছি, তাদের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে উন্মাদগ্রস্ত হয়েছে।

জগ। দাদা—দাদা, রাজার জামাই—রাজার জামাই, না না, লব্ধব্য—লব্ধব্য।

অধ্যা। হ্যাঁ রে 'লব্ধব্য' কি? রাজকন্যা তোর 'লব্ধব্য' কি? ছেঁড়া চেটায় শুয়ে, এ কি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছিস? স্থির হ'না।

জগ। প্রাণ যে ধৈরজ মানে না গো!

অধ্যা। জগন্নাথ, একটু ধৈর্য্য ধরো আর কর্‌বে কি? এখন চল্লেম; রাজা ধূলো পায়েই যেতে আদেশ দিয়েছেন। রাজবৈদ্যকে আনি, যদি কিছু উপায় হয়।

জগ। যেয়ো না—যেয়ো না, বুক ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল! রাজ-জামাতা—রাজ-জামাতা!

পত্নী। ভাই, তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজ-জামাতা কেন বল্‌ছ? রাজা শুন্‌লে কি বল্‌বেন!

জগ। না না—লব্ধব্য—লব্ধব্য।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

অধ্যা। কোথায় গেল—কোথায় গেল?

পত্নী। কোথাও যাবে না, চুপ ক'রে রান্না-ঘরের এক কোণে গিয়ে ব'সে থাক্‌বে।

অধ্যা। যাক্, এখন রাজবাড়ী হ'তে আসি।

পত্নী। আমি মিষ্টি ক'রে জিজ্ঞাসা করি, 'কেন অমন কচ্ছিস?' তা বলে কি জানো—'দিদিমা, পাগ্‌লামি কচ্ছি সাধে! রাজকন্যাকে বে' কর্‌তে গিয়েছিলেম,—রাজা জান্‌তে পার্‌লে আমায় মেরে ফেল্‌বে।' একি বাই?

অধ্যা। কুসন্তান, ত্যাগ করাই উচিত ছিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর

শূরধ্বজ

শূর। রাজা বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর হবো! কি আনন্দ—কি আনন্দ!

রাণীর প্রবেশ

এই যে রাজ্ঞী, এসো—এসো! দেখ, আমার অভ্যর্থনায় মহারাজ যে সন্তুষ্ট, সে কথা কি ব'লবো! নগরসজ্জা দেখে আনন্দ করেছেন, উদ্যানবাটী দেখে আনন্দ করেছেন, আর যখন গিয়ে বল্লেম, আমার কন্যা কবিতা প্রেরণ কর্‌বে, তখন আর আনন্দের পরিসীমা রইলো না! মহারাজ বলেন—

রাণী। স্থির হও,—কথা শোনো!

শূর। আর শোনাশুনি কি? কল্যই বিবাহের আয়োজন! আমি পণ্ডিত মহাশয়কে

আস্‌তে বলেছি। তিনি কি কি মাঙ্গলিক কার্য্য কর্‌তে হয়, করুন্‌। আর দেখ—নগর যে সুসজ্জিত কর্‌বো, তা আমার মনেই আছে, মর্ত্ত্যে অলকা-ভুবন কর্‌বো, আর রাজদানে, রাজ্যে দরিদ্র রাখ্‌বো না।

রাণী। মহারাজ, সর্ব্বনাশ!

শুর। রেখে দাও সর্ব্বনাশ! ভাণ্ডার লুটিয়ে দেবো, কেবল তোমার আর আমার পরিধান-বস্ত্র রাখ্‌বো, আর সব দান কর্ব্বো। একি যে সে আনন্দের কথা!

রাণী। মহারাজ, শোনো।

শুর। শুনবো কি—শুন্‌বো কি? রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী, বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর।

রাণী। এ দিকে মহা বিপদ উপস্থিত!

শুর। কি—কি, বিপদ কি?

রাণী। মহারাজ, স্থির হও।

শুর। কি—কি, স্থির হবো কি? কি বিপদ বলো না?

রাণী। তোমার কন্যা বিবাহিতা।

শুর। রাজ্ঞী, আনন্দের সময় কি পরিহাস করো?

রাণী। মহারাজ, কন্যার সম্বন্ধে কি এরূপ পরিহাস করা যায়?

শুর। তবে কি—তবে কি বল্‌ছ?

রাণী। সত্যই বিবাহিতা।

শুর। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ!—বিক্রমাদিত্য বিবাহ কর্‌তে নগরে অতিথি। কন্যা কুলে কলঙ্ক দিয়ে গোপনে বিবাহ করেছে? কি হবে! উমানাথ কি বিষম সংকটে ফেল্‌লেন! আমি সমাজে কি ক'রে মুখ দেখাবো! এর অগ্রে আমার মৃত্যু কেন হলো না? কি হলো—কি সর্ব্বনাশ! রাজগৃহে এরূপ কলঙ্কের কারণ কে? তার এখনই প্রাণবধ কর্‌বো, তার মৃতদেহের সহিত কুল-কলঙ্কিনী কন্যাকে দগ্ধ কর্‌বো। কি হলো—কি সর্ব্বনাশ হলো! রাজ্ঞি, সত্য বল্‌ছো, এখনো আমার প্রত্যয় হচ্ছে না। সমস্ত ঘটনা বলো।

রাণী। মহারাজ, একজন পাগল "লব্ধব্য" ব'লে ঘুরে বেড়াতো, তারই গলায় কন্যা মালা দিয়েছে।

শুর। একি! একি রহস্য—একি পরিহাস! এ অসম্ভব কথা কেন বল্‌ছ?

রাণী। মহারাজ, কোন পাষণ্ড ব্রাহ্মণের ছলে, কন্যা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'য়ে, শিবমন্দিরে তারে বিবাহ কর্‌তে যায়। সে ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে সে স্থলে এক পাগল উপস্থিত ছিলো, তারই গলায় মালা প্রদান ক'রেছে।

শুর। সে ব্রাহ্মণ কে? সে পাগল কোথায়?

রাণী। সে পাগল নিরুদ্দেশ। তোমার নাম ক'রে, তার অনুসন্ধান কর্‌তে মন্ত্রীকে আদেশ দিয়েছি।

শুর। সে কপট ব্রাহ্মণ কে? বল—বল? কে সে ব্রাহ্মণ-কুলাধম দেখি।

রাণী। মহারাজ, শান্ত হোন, যেই হোক্‌—সে ব্রাহ্মণ।

শুর। হোক্‌ ব্রাহ্মণ, তার প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান ক'র্‌বো। বল—বল—সে কে?

অধ্যাপকের প্রবেশ

ঠাকুর, এসেছেন—আর কি দেখ্‌ছেন, সর্ব্বনাশ!

অধ্যা। মহারাজ, কি হয়েছে?

শুর। আর কি হবে,—আমার কুল গেল, মান গেল, রাজা বিক্রমাদিত্যের কোপে বা সর্ব্বস্ব যায়।

অধ্যা। কেন মহারাজ, সহসা এমন কি ঘটনা উপস্থিত হলো?

শুর। এই রাজ্ঞীর নিকট শুনুন, একটা পাগলের গলায় আমার কন্যা বর-মাল্য দিয়েছে।

অধ্যা। সে পাগল কোথায়?

শুর। নিরুদ্দেশ।

অধ্যা। (স্বগত) যা ভেবেছি তাই। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, কোন বিশেষ রহস্য আছে।

শুর। আর রহস্য কি, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কোপে আমার সর্ব্বনাশ!

অধ্যা। সে চিন্তা করবেন না, ঘটনা যদি সত্য হয়, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এরূপ অবুঝ ন'ন, যে যুবতী কন্যার চপলতার নিমিত্ত আপনাকে দোষী কর্‌বেন। কি ঘটনা যদি আমার নিকট বর্ণনা করেন, প্রতিকারের মন্ত্রণা করা যায়।

শুর। এই শুনুন, রাণীর নিকট শুনুন, যাঁর সুলক্ষণা কন্যা, তাঁর নিকট শুনুন।

রাণী। কোন এক ব্রাহ্মণকুমার, আমার কন্যার নিকট প্রণামী গ্রহণচ্ছলে প্রতিশ্রুত ক'রে

লন, যে শিব-মন্দিরে উপস্থিত হ'য়ে, আমার কন্যা তাঁর গলে বরমাল্য প্রদান করে।

অধ্যা। (স্বগত) দেখ—দেখ, ভেড়ের কাজ দেখ! (প্রকাশ্যে) তার পর মা—তার পর?

রাণী। তার পর শুনলেম—অন্ধকার মন্দিরে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, তাঁর পরিবর্ত্তে 'লম্ধব্য' নামে একজন উন্মাদ সেথায় ছিল, ভ্রমবশতঃ বিম্বাবতী তাঁরই গলে বরমাল্য প্রদান করে। মালা দেবার পরই সে 'লম্ধব্য' পলায়ন করেছে।

অধ্যা। (স্বগত) ঐ আবাগের ব্যাটাই 'লম্ধব্য' সেজেছিল। ভাবলে যদি—কন্যা রাজার নিকট প্রকাশ করে, দণ্ড পাবে, কে না কে 'লম্ধব্য'—তার তত্ত্ব হবে না। ঠিক ঠাউরেছি, ঐ অকালকুষ্মাণ্ডই বটে।

শূর। আর কি ভাবছেন? ভেবে কি কূল-কিনারা আছে?

অধ্যা। সে লম্ধব্য কোথায়?

রাণী। তার আর উদ্দেশ নাই।

অধ্যা। বিশেষ তত্ত্ব লওয়া হয়েছে কি?

রাণী। কন্যা—গোপনে বিস্তর অর্থ পুরস্কার দিয়ে, লোক দ্বারা অনেক অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু পায় নাই। মন্ত্রীও অনুসন্ধান কচ্ছে।

শূর। আর কি জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? রাজ-চক্রবর্ত্তীর কোপে আমারই সমূলে বিনাশ।

অধ্যা। মহারাজ, রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ-চক্রবর্ত্তী সত্য, কিন্তু যদি সে 'লম্ধব্য' ব্রাহ্মণ হয়, আর তাঁকে যদি আপনার কন্যা বরমাল্য প্রদান ক'রে থাকেন, তাতে আপনার কুল-গৌরব ব্যতীত কলঙ্ক নাই।

শূর। ব্রাহ্মণ কোথায়?—পাগল—পাগল!

অধ্যা। মহারাজ, বিশেষ তত্ত্ব তো কিছু অবগত হওয়া যায় নাই। রাজকন্যা দর্শনে মুগ্ধ হ'য়ে, হয় তো কোন ব্যক্তি পাগলের ভাণ ক'রে বরমাল্য গ্রহণ করেছিল, এক্ষণে রাজভয়ে ছদ্ম-বেশ পরিত্যাগ ক'রে গোপনে অবস্থান কচ্ছে।

রাণী। শুনলেম, সে একজন ঢুলী।

শূর। ওরে কি সর্ব্বনাশ হ'লো—কি সর্ব্বনাশ হ'লো! ঢুলীর গলায় বরমাল্য দিলে! ঢুলী জামাই, মুচী বেয়াই, ম্যাথরাণী বেয়ান! এত দুর্গতি আমার অদৃষ্টে ছিল!

অধ্যা। মহারাজ, স্থির হোন। রাজ্ঞী, বিনা কারণে এ সব তত্ত্ব লই নাই। এ পাগল ব্রাহ্মণ-কুমার হওয়াই সম্ভব।

শূর। সে কিরূপ? সে লম্ধব্যকে কি আপনি জানেন? সে কি ব্রাহ্মণ?

অধ্যা। মহারাজের নিকট সবিশেষ বল্‌তে পারলেম না, সম্ভবতঃ সে ব্রাহ্মণ।

শূর। তিনি না হয় ব্রাহ্মণ হ'লেন,—এখন বিক্রমাদিত্যের কোপে কি ক'রে নিস্তার পাই? তিনি বিবাহের লগ্ন স্থির করতে বলছেন।

অধ্যা। আমি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত হ'য়ে যেরূপ কর্ত্তব্য, করবো। মহারাজও তাঁর নিকট গমন করতে প্রস্তুত হোন। আমি বিক্রমাদিত্যের নিকট গমন করেছি সংবাদ পেলে, মহারাজ গিয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করবেন। কন্যাকে সঙ্গে ল'য়ে যাবেন। কোন চিন্তা নাই,—আমি ব্রাহ্মণ, আশ্বাস দিচ্ছি।

শূর। সর্ব্বনাশ হ'লো—সর্ব্বনাশ হ'লো! মহানন্দে—নিরানন্দ! অমৃতে—হলাহল!

অধ্যা। মহারাজ, এরূপ উদ্বিগ্ন হ'লে কোন ফলই হবে না, স্থির হোন। যদি ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত সত্যই বিবাহ হ'য়ে থাকে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এরূপ নীচচেতা নন যে, আপনার কোন অনিষ্ট করবেন। (স্বগত) আমার মাথাতেই কলঙ্কের বোঝা উঠলো, আর দুখিনী রাজকুমারীরই দুর্ভাগ্য! আহা! অবলার যে সর্ব্বনাশ হবে, নইলে রাজদণ্ডে এই ব্রাহ্মণকুল-কলঙ্ককে দণ্ডিত করতেম। যাই, স্বরূপ অবস্থা অবগত হ'য়ে, বিক্রমাদিত্যকে আবেদন করি, স্বয়ং পাষণ্ডকে ল'য়ে তথায় উপস্থিত হই। বিক্রমাদিত্যের দ্বারা কদাচ অন্যায় বিচার হবে না।

রাণী। প্রভু, কি হবে?

অধ্যা। মা, স্থির হও। মহারাজ, চিন্তার কোন কারণ নাই।

[অধ্যাপকের প্রস্থান।

শূর। ভট্টাচার্য্য বল্লেন, চিন্তার কোনও কারণ নাই। চিন্তার সাগর—কোন দিকে কূল নাই!

রাণী। মহারাজ, আপনার শ্রীমুখেই শুনেছি, অদৃষ্ট লঙ্ঘন হয় না। যা অদৃষ্টে ছিল

—হ'য়েছে, তবে কেন এরূপ চঞ্চল হচ্ছেন? শান্ত হোন।

শূর। আমার অদৃষ্টে এরূপ হ'বে, আমি এ স্বপ্নেও জানি নে। রাজ্ঞী, কত সাধ করেছি, বড় আশায় নিরাশ হলেম! ভেবেছিলেম, ভারতবর্ষে সর্ব্ব-প্রধান করপ্রদ রাজা হবো, ভেবেছিলেম, বিম্বাবতী বিক্রমাদিত্যের মহিষী হবে, ভেবেছিলেম, গৌরবের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ কর্‌বো, সবই বিফল! এখন রাজ-কোপে নিস্তার কিরূপে পাবো, তার উপায় দেখি না।

রাণী। অধ্যাপক অবশ্যই কিছু স্থির করেছেন।

শূর। স্থির করেছেন আমার মাথা আর মুণ্ডু! ওঃ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কি সামান্য অপমান হবে! সে অপরাধ কি মার্জ্জনা কর্‌বেন।

রাণী। যা হবার হ'বে, অধ্যাপক যেরূপ বল্লেন, করুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান-বাটী

বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজকন্যা কিরূপ সতী পরীক্ষা কর্‌বো। 'লব্ধব্য' জ্ঞানে আমায় বর-মাল্য দিয়েছে। সে কথা গোপন রেখে যদি আমায় বিবাহ কর্‌তে চায়, অবশ্য রাজ-অন্তঃপুরে গ্রহণ কর্‌তে আমি বাধ্য, কিন্তু তিনি বিশুদ্ধচিত্ত নন, এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, অধ্যাপকের দৌহিত্রকে কেন পরীক্ষা ক'র্‌বেন?

বিক্রম। অধ্যাপকের আবেদন-পত্রে প্রকাশ হচ্ছে, যে অধ্যাপকের সম্পূর্ণ ধারণা—তার দৌহিত্রকেই রাজকন্যা বরমাল্য প্রদান করেছেন। তাঁরও সে সন্দেহ দূর হওয়া আবশ্যক। নচেৎ কুলোকেরা বল্‌তে পারে যে, কন্যার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আমি অধ্যাপকের দৌহিত্র-পত্নীকে গ্রহণ করেছি। সে বর্ব্বর এখন কি ব'লে শোনা যাক্।

মন্ত্রী। ঐ আস্‌ছে।

বিক্রম। তুমি পরীক্ষা করো।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রবেশ

অধ্যা। মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। তিনি এখনই আস্‌বেন।

অধ্যা। রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়েছেন?

মন্ত্রী। হ্যাঁ, আপনার আবেদন-পত্র রাজার নিকট পাঠ করেছি। আবেদন-পত্রে ব্যক্ত, আপনি প্রবাস হ'তে গৃহে প্রত্যাগমন ক'রে আপনার দৌহিত্রকে উন্মাদ অবস্থায় দেখ্‌লেন। এখন যে উন্মত্ত নয়, তার প্রমাণ?

অধ্যা। সে কথাও আবেদনে প্রকাশ করেছি, ভয়ে উন্মত্ততার ভাণ করেছিল। যদি কথা স্বরূপ না হতো, লোক-সমাজে কলঙ্ক-ভার গ্রহণ ক'রে, এ সমস্ত মহারাজের নিকট প্রকাশ কর্‌তেম না।

মন্ত্রী। আপনার কলঙ্ক কিসের?

অধ্যা। কলঙ্ক নয়? আমি প্রবাসে যাবার দিন দৌহিত্রকে রাজকন্যার নিকট ল'য়ে যাই। প্রবাস থেকে এসে আমিই প্রকাশ কচ্ছি যে, কৌশলে আমার দৌহিত্র রাজকন্যা বিম্বাবতীর মাল্য গ্রহণ করেছে। লোকে সহজেই সন্দেহ কর্‌তে পারে, এ সমস্তই এই বৃদ্ধ লোভী অধ্যাপকের মন্ত্রণা। কিন্তু আমার কলঙ্ক হোক, উপায় নাই। আমি এ সমস্ত প্রকাশ না কর্‌লে মহারাজ বিক্রমাদিত্য আমাদের রাজার উপর কুপিত হবেন, আমার ছাত্রীর কুলটা অপবাদ হবে, রাজকুলে কলঙ্ক থাক্‌বে, তাই ভাব্‌লেম, কলঙ্ক-পশরা আমিই মস্তকে ধারণ কর্‌বো। মন্ত্রী ম'শায়, শাস্ত্র কখনো মিথ্যা নয়,—কুসন্তানকে গৃহে স্থান দেওয়া অকর্ত্তব্য। এই পাষণ্ড দৌহিত্রকে বর্জ্জন না ক'রে এইরূপ জনসমাজে অপদস্থ হ'লেম।

মন্ত্রী। ভাল, এখন কিরূপে বুঝবো যে—উন্মাদ নয়?

অধ্যা। এই ক্ষণেই আপনার উপলব্ধি হবে যে—উন্মাদ নয়, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। (জগন্নাথের প্রতি) দ্যাখ্ কোন ভয় নাই, রাজার নিকট স্বরূপ বৃত্তান্ত বলিস্। মহারাজ অতি

ধার্ম্মিক। যদি তোর কথা সত্য হয়, রাজকন্যার প্রতি কৃপা ক'রে, তোকে মার্জ্জনা ক'র্‌বেন, আর রাজকন্যাকেও পাবি, কিন্তু মিথ্যা বল্লে রাজকোপে দণ্ডিত হবি।

জগ। না—না, তুমি রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করো, সে আমায় বরমাল্য দিতে চেয়েছিল।

মন্ত্রী। তিনি বরমাল্য দিতে চেয়েছিলেন, —তুমি মন্দিরে উপস্থিত হ'য়ে বরমাল্য গ্রহণ করেছিলে কি?

জগ। হ্যাঁ—না—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

অধ্যা। ভয় কি, স্বরূপ বল। ঘটনাটা কি জানেন মন্ত্রীম'শায়, এ মূর্খ ভয়ে পাগল-বেশে তথায় উপস্থিত হয়েছিল। মাল্য প্রদানের পর আরও ভয় হলো, তাই পলায়ন করেছিল।

মন্ত্রী। এরূপ কি ম'শায়ের নিকট ব্যক্ত করেছে?

অধ্যা। ও মূর্খ, ও কি সমস্ত গুছিয়ে বল্‌তে পারে? আমি অনুমান ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, ও সমস্ত কথাতে সায় দিয়েছে।

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি বোকা বামুন, সব বল্‌তে পারি নাই।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ

অধ্যা। মহারাজের জয় হোক্‌!

জগ। (স্বগত) ও বাবা, এ সেই লক্ষব্যের মত।

বিক্রম। আচ্ছা, এখন তুমি বল, কি হয়েছিল?

অধ্যা। মহারাজ, আমি নিবেদন কচ্ছি।

বিক্রম। না, ওঁর নিকট না শুন্‌লে সুবিচার হবে না, আপনি ক্ষান্ত হোন।

অধ্যা। বল্‌ না রে বল্‌ না। (স্বগত) কি বল্‌বো, তোরে দণ্ড দিলে যে রাজকুমারীর কষ্ট হবে, নচেৎ এইক্ষণেই তোরে রাজদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌তেম। (প্রকাশ্যে) বল্‌—তোর গলায় মালা দিলে, তারপর কি কর্‌লে?

জগ। অ্যাঁ—অ্যাঁ, কখন?

বিক্রম। তুমি ভয়ে ছুটে পালালে?

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মহারাজ, হ্যাঁ—হ্যাঁ।

বিক্রম। তারপর কি হলো, তারপর কোথায় গেলে?

জগ। বাড়ীতে গিয়ে শুলুম।

বিক্রম। সত্য?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি তত্ত্ব লয়েছি, একটা সিন্দুকের ভেতর লুকিয়ে ছিলেন।

বিক্রম। এই তো মিথ্যা বল্‌ছ? সিন্দুকের ভেতর লুকিয়েছিলে, আর বল্‌ছ বাড়ীতে এসে শয়ন করেছ।

জগ। সিন্দুকের ভিতরে এসে শয়ন করেছিলুম।

মন্ত্রী। শুন্‌লুম, সে সিন্দুক কুলুপ-আবদ্ধ ছিল। কে বদ্ধ করেছিল?

জগ। আমি করেছিলুম—আমি করে-ছিলুম।

বিক্রম। দেখুন ব্রাহ্মণ, কি রূপ মিথ্যাবাদী। বল্‌ছে, সিন্দুকের ভেতর শয়ন ক'রে, নিজেই কুলুপ বদ্ধ করেছে।

অধ্যা। মহারাজ, রাজদর্শনে ওর মস্তিষ্ক বিকল হ'য়ে যাচ্ছে।

বিক্রম। না, ও মিথ্যা বল্‌ছে, স্বরূপ বৃত্তান্ত এখনই শুনবেন। (উচ্চকণ্ঠে) 'লক্ষব্য'! 'লক্ষব্য' তোমায় আবদ্ধ করেছিল।

জগ। ও বাবারে—সেই 'লক্ষব্য' রে!

বিক্রম। স্বরূপ যদি না বলো, তোমার প্রতি গুরুতর দণ্ড আদেশ হবে। আর সত্য বলো, মার্জ্জনা কর্‌বো।

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ মহারাজ! আমি বে' কর্‌তে যাবার জন্যে সাজ্‌চি-গুজ্‌চি, লক্ষব্য সিন্দুক কাঁধে ক'রে এলো, বল্লে, সিন্দুকে ক'রে রাজকন্যা যেতে বলেছে। আমায় চুড়ো পরিয়ে, ধড়া পরিয়ে সিন্দুকে সাঁদ করালে, তারপর কুলুপ দিয়ে হে'সেল ঘরে রেখে পালালো।

বিক্রম। তুমি কিরূপে মুক্ত হ'লে?

জগ। তারপর খানিক রাত্রে এসে সিন্দুক খুলে দিলে, আমি বেরিয়ে এলুম, বল্লে, "আমি ভূত—আমি ভূত" তারপর সিন্দুকটা নিয়ে পালালো।

অধ্যা। মহারাজ, অতি ভীরু, তাই বাল্যাবধি হীন-মস্তিষ্ক; রাজসমীপে ভয়ে কি আবল-তাবল ব'ক্‌ছে।

বিক্রম। না ব্রাহ্মণ, এইবার স্বরূপ বল্‌ছে। সমস্ত প্রমাণ এখনি পাবেন। মন্ত্রী, এ'দের দু'জনকে অপর স্থানে লয়ে গিয়ে অধ্যাপকের পরিচর্য্যায় লোক নিযুক্ত করো।

মন্ত্রী। আসুন ঠাকুর।

অধ্যা। মহারাজ, যেন সুবিচার হয়। আমাদের রাজার কোন দোষ নাই। যদি মহারাজের বিচারে কুলাঙ্গার রাজকন্যার স্বামী না হয়, এর পাপের সমুচিত দণ্ড দেবেন, ব্রাহ্মণ ব'লে মার্জ্জনা করবেন না।

বিক্রম। চিন্তা দূর করুন, কখনই অবিচার হবে না।

[মন্ত্রী, অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রস্থান।

প্রহরিবেশে রাজ-অমাত্যের প্রবেশ

অমাত্য। মহারাজ, রাজা শূরধ্বজ রাজ-দর্শনে আগত।

বিক্রম। সত্বর সমাদরের সহিত ল'য়ে এসো। (স্বগত) এইবার আর এক অভিনয়।

[অমাত্যের প্রস্থান।

শূরধ্বজের প্রবেশ

আসতে আজ্ঞা হয়—আসতে আজ্ঞা হয়! আসন গ্রহণ করুন।

শূর। রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী, আমি অপরাধী, আপনার সম্মুখে আসন গ্রহণের উপযুক্ত নই।

বিক্রম। সেকি কথা বলছেন—সে কি কথা বলছেন—বিবাহের দিন স্থির কি হয়েছে?

শূর। মহারাজ, অধ্যাপক কি আপনার নিকট আসেন নাই?

বিক্রম। এসেছিলেন,—তিনি এক ভণ্ড বর্ব্বর দৌহিত্রের সহিত সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

শূর। তবে কি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হন নাই?

বিক্রম। কি বৃত্তান্ত আজ্ঞা করুন।

শূর। আমার কন্যা বিবাহিতা।

বিক্রম। সে কি! আমার সহিত প্রতারণা?

শূর। আমি অপরাধী, কিন্তু আমার জ্ঞান-কৃত অপরাধ নয়।

বিক্রম। তবে কিরূপ?

শূর। আমার কন্যাকে ল'য়ে এসেছি, তার নিকট শ্রবণ করুন।

মন্ত্রীর প্রবেশ

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজা কি বলছেন শুনছো? আমার নিকট ঘটক প্রেরণ ক'রে, এখন বলছেন তাঁর কন্যা বিবাহিতা!

মন্ত্রী। সে কি মহারাজ?

শূর। আমার কন্যা উপস্থিত আছেন—শুনুন!

বিক্রম। তিনি কি সভায় আসতে প্রস্তুত?

শূর। হ্যাঁ মহারাজ, আমি নিয়ে আসছি।

[শূরধ্বজের প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজকুমারী সতী, নচেৎ অলক্ষিতে মালা দেবার কথা প্রকাশ করতেন না। আরও একটু দেখা যাক। পরীক্ষা করা যাক্, উপস্থিত প্রলোভন কিরূপ পরিত্যাগ করেন!

বিম্বাবতীকে লইয়া শূরধ্বজের পুনঃ প্রবেশ

মহারাজ, আপনার কন্যা পরমাসুন্দরী! বোধ হয়, আমায় এর উপযুক্ত বিবেচনা না ক'রে, এরূপ কৌশল কচ্ছেন।

শূর। মহারাজ, আপনি ন্যায়বান্, ধার্ম্মিক, রাজচক্রবর্ত্তী, সমস্ত সদ্‌গুণ-বিভূষিত, আমায় বাতুল কেন কল্পনা কচ্ছেন? মহারাজকে পরি-ত্যাগ ক'রে অপর পাত্রে অর্পণ করবো, কদাচ কি এরূপ সম্ভব!

বিক্রম। তবে কি? মন্ত্রী, এ'দের জিজ্ঞাসা করো।

মন্ত্রী। আপনি কি বিবাহিতা?

বিম্বা। হ্যাঁ।

বিক্রম। মন্ত্রী, জিজ্ঞাসা করো, কোন্ ভাগ্যবান্‌কে বরণ করেছেন?

বিম্বা। মহারাজ, একজন অভাগা। কিন্তু তিনিই আমার প্রাণেশ্বর।

বিক্রম। তিনি কোথায়?

বিম্বা। মালা অর্পণের পর তিনি কোথায় চ'লে গেছেন, আর তাঁর উদ্দেশ নেই।

বিক্রম। তাঁর নাম কি?

বিম্বা। মহারাজ, তা জানি নি। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা ক'রলে বলতেন, 'লক্ষব্য',—আবাস জিজ্ঞাসা ক'রলে বলতেন, 'লক্ষব্য',—তাঁর সকল কথাতেই 'লক্ষব্য'।

বিক্রম। তবে তাঁকে কোথায় পেলেন?

বিম্বা। মহারাজ, উমানাথের মন্দিরে পূজা কর্‌তে গিয়েছিলেম, সেইখানে তাঁর দর্শন পাই।

বিক্রম। উমানাথের মন্দিরে কেন গিয়েছিলেন?

বিম্বা। সে দিন শুভদিন, শুনেছিলেম, সে দিন পূজা কর্‌লে, বাবার কৃপায় মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

বিক্রম। কি কামনা করেছিলেন? নীরব কি নিমিত্ত? বোধ হয় কোন বাঞ্ছিত পাত্রের কামনা করেছিলেন?

মন্ত্রী। প্রকাশ করুন, নচেৎ স্বরূপ অবস্থা কিরূপে প্রতীয়মান হবে?

শূর। বল মা—বল, রাজচক্রবর্ত্তীর আজ্ঞা, আমি তোমার পিতা, আমার আজ্ঞা; স্বরূপ বলো, লজ্জা নাই।

বিম্বা। বাচালতা মার্জ্জনা হয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের কামনা করেছিলেম।

বিক্রম। ওঃ! সেইখানেই কি অধ্যাপকের দৌহিত্রকে বিবাহ কর্‌বেন প্রতিশ্রুত হন?

বিম্বা। হ্যাঁ মহারাজ।

বিক্রম। তার পর?

বিম্বা। অর্দ্ধরাত্রে প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য বরমাল্য ল'য়ে উপস্থিত হই। তথায় ব্রাহ্মণ ছিলেন না, অন্ধকারে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে 'লম্বধ্বজের' গলায় মালা প্রদান করি।

বিক্রম। ওঃ—এ বিবাহ বিবাহই নয়। যখন আপনি শিবমন্দিরে আমার কামনা করেছিলেন, তখন আপনি আমারই পত্নী।

বিম্বা। মহারাজ, কিরূপ আজ্ঞা কচ্ছেন? আপনি কি দ্বিচারিণীকে গ্রহণ কর্‌বেন?

বিক্রম। তুমি নারী-রত্ন, দ্বিচারিণী কি!

বিম্বা। মহারাজ, ক্ষমা করুন। আপনি রাজচক্রবর্ত্তী, আর্য্য-কুলোদ্ভব মহাত্মা,—আর্য্য-নারীর রীতিনীতি মহারাজের অগোচর নয়। আমি কায়মনোবাক্যে সেই 'লম্বধ্বজের' পত্নী। আপনার পত্নী হ'বার নিমিত্ত ভারতে শত শত রমণী আমার ন্যায় শিব-পূজা কচ্ছে, কিন্তু মহারাজ, আমার স্বামী 'লম্বধ্বজ'—দেবদেব মহাদেব নির্দিষ্ট করেছেন, নচেৎ তাঁর সম্মুখে 'লম্বধ্বজ'কে বরমাল্য প্রদান কর্‌তেম না। আমি আর্য্য-মহিলা, স্বামীর পদাশ্রিতা। স্বামীই আমার সর্ব্বস্ব, সতীত্ব আমার ভূষণ, পতিসেবা আমার কার্য্য। আমি পতির কৃতদাসী, আমি স্বাধীনা নই,—মহারাজকে গ্রহণ কিরূপে করবো?

বিক্রম। আমি রাজা, আমি বল্‌ছি, আমায় গ্রহণে তোমার কোন দোষ হবে না।

বিম্বা। মহারাজ রাজা সত্য, কিন্তু নারীর কর্ত্তব্য নারীর নিকট। 'লম্বধ্বজ' আমার পতি, অপর পতিকে বরণ ক'র্‌তে জীবন থাক্‌তে পার্‌বো না। পিতা অজ্ঞাতে মহারাজকে আবাহন ক'রে এনেছেন। পিতাকে মহারাজ অপরাধী কর্‌বেন, সেই নিমিত্তই এই লজ্জা-সূচক বিবরণ মহারাজের নিকট ব্যক্ত কর্‌লেম।

বিক্রম। মহারাজ, আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন, আমি গ্রহণ কর্‌বো।

শূর। মহারাজ, পিতা হ'য়ে, আপনার আশ্রিত রাজা হ'য়ে, কিরূপে এই অধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্ত হবো?

বিক্রম। উঃ এত অপমান! কিরূপে উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন কর্‌বো! মন্ত্রী, যেথায় পাও, সেই 'লম্বধ্বজের' অনুসন্ধান করো, যদি পাওয়া যায়, এই কন্যার সম্মুখে তার প্রাণবধ ক'রো, এই আমার আজ্ঞা। আমি চল্লেম, রাজাকে বোঝাও, আমার বড় অপমান হবে।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ, কেন অমত কচ্ছেন? সে বিবাহ বিবাহই নয়, আপনি মহারাজকেই কন্যা সম্প্রদান করুন। পুরাণে শুন্‌তে পাই, গান্ধারী দেবীকে ছাগের সহিত বিবাহ দিয়ে, গান্ধার-রাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সমর্পণ করেছিলেন, তাতে শাস্ত্রে কোন দোষ হয় নাই।

শূর। মন্ত্রীবর, বিক্রমাদিত্য রাজার ক্রোধের আশঙ্কায়ও এ কার্য্য আমার দ্বারা হবে না।

বিম্বা। মন্ত্রী মহাশয়, রাজা বিক্রমাদিত্য প্রতাপশালী, কিন্তু আমার তনু ত্যাগ নিবারণ কর্‌তে পার্‌বেন না। আমার সম্মতি ব্যতীত, কখনই বিবাহ হবে না।

নেপথ্যে। লম্বধ্বজ ধরা পড়েছে—লম্বধ্বজ ধরা পড়েছে।

একদিকে 'প্রহরী'-বেশধারী দুইজন অমাত্যের সহিত 'লক্ষবব্য'-বেশধারী বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ও অন্য দিকে অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রবেশ

বিম্বা। (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) এই আমার প্রাণেশ্বর!

বিক্রম। লক্ষবব্য—লক্ষবব্য!

জগ। ও দাদা গেলুম—ও দাদা গেলুম, এই ব্যাটা 'লক্ষবব্য', আমায় আবার সিন্দুকে পুর্‌বে!

বিক্রম। লক্ষবব্য—লক্ষবব্য।

মন্ত্রী। (বিম্বাবতীর প্রতি) আপনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পরিবর্ত্তে এই নীচ ব্যক্তিকে গ্রহণ কর্‌বেন?

বিম্বা। মন্ত্রীবর, নীচ বল্‌বেন না, ইনিই আমার ইষ্টদেবতা।

মন্ত্রী। যদি না এর পরিবর্ত্তে বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করেন, রাজ-দণ্ডে এর প্রাণদণ্ড হবে।

বিম্বা। রাজা যদি অন্যায় করেন, আর্য্যমহিলা কদাচ ধর্ম্ম বিসর্জ্জন ক'র্‌বে না। রাজার উপর অধিকার নাই। যদি বিনা অপরাধে এ'র প্রাণদণ্ড হয়, আমি সহগমন ক'র্‌বো।

বিক্রম। লক্ষবব্য—লক্ষবব্য, আমি মর্‌তে পার্‌বো না গো! তুমি যে বর চেয়েছিলে—বিক্রমাদিত্য পতি হোক্, মহাদেব আশীর্ব্বাদ ক'রে মাথা থেকে ফুল দিয়েছিলেন। সেই যে আমি 'তথাস্তু' বল্লুম।

শূর। হে উমানাথ, আমার অদৃষ্টে এই ছিল, বর দিয়ে বিমুখ হ'লে!

অধ্যা। মহারাজ, স্থির হোন্, উমানাথের বর বিফল নয়। মন্ত্রী মহাশয়, এ লক্ষবব্যের পরিচয় আমি পেয়েছি।

বিক্রম। ওগো, তুমি বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করো না?

বিম্বা। স্বামী, ইষ্টদেব, কিরূপ আজ্ঞা কর্‌ছেন? প্রভু, জীবনে-মরণে আমি আপনার আশ্রিতা, আমায় কেন পায়ে ঠেল্‌ছেন? আমি যে শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করেছি!

মন্ত্রী। ভণ্ড, তুই যাদুকর; তুই এই রাজকন্যাকে যাদু করেছিস্, এই ব্রাহ্মণ-কুমারকে যাদু করেছিস্, রাজকুলে কলঙ্ক দিয়েছিস্।

জগ। হ্যাঁ মন্ত্রী ম'শায়—হ্যাঁ মন্ত্রী ম'শায়, বেটা বড় পাজী!

অধ্যা। চুপ বর্ব্বর।

মন্ত্রী। শোন্ দুরাচার, তোর এখনই প্রাণদণ্ড হবে। যদি জীবনের আশা করিস্; রাজকুমারীকে যাদু-মন্ত্র কর। তোর যাদু-প্রভাবে ইনি বিক্রমাদিত্যকে ত্যাগ ক'রে, তোরে গ্রহণ কচ্ছেন।

বিক্রম। হ্যাঁ গা, তুমি বিক্রমাদিত্যকে চাও না?

বিম্বা। কেন এরূপ দুর্নীত বাণী বল্‌ছেন! আপনি যে হোন, আপনার কথায় বুঝেছি, আপনি শিবভক্ত। হ'তে পারেন—আপনি পাগল, কিন্তু পাগল ভোলার পাগল! পাগল ভোলা তাঁর পদাশ্রিত গৌরীকে পদে স্থান দিয়েছেন, আপনি কেন আমার প্রতি কঠোর বাণী বল্‌ছেন? স্বামী হ'য়ে যদি এরূপ আজ্ঞা করেন, দেবদেব মহাদেবের অমর্য্যাদা হবে, শিবরাণীর অমর্য্যাদা হবে, সতীর অমর্য্যাদা হবে, আমায় পায়ে রাখুন।

বিক্রম। কেন গো তুমি বিক্রমাদিত্যকে ত্যাগ কচ্ছ?

বিম্বা। বার বার কেন এমন নিষ্ঠুর বাক্য বল্‌ছেন, বার বার কেন হৃদয়ে শেলাঘাত কচ্ছেন, বার বার কেন নিজ পত্নীকে অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিচ্ছেন! আপনি আমায় ত্যাগ করেন করুন, কিন্তু আপনি আমার ত্যজ্য নন্, জীবনে-মরণে ত্যজ্য নন্, আমার ইষ্টদেবতা! আমি ইষ্টদেবতার ধ্যানে, ইষ্টদেবতার পদ স্মরণ ক'রে, ছার দেহ বিসর্জ্জন দেবো, কদাচ কলঙ্কিত হবো না।

মন্ত্রী। দুরাচার, এ সমস্তই তোর যাদুপ্রভাব:—এখনি রাজকন্যাকে যাদু-মন্ত্র কর।

বিক্রম। আমি কি কর্‌বো? এ যে বিক্রমাদিত্যকে চায় না। কেমন গা, না?

মন্ত্রী। এখনও ছলনা! (অসি নিষ্কাসন)

বিম্বা। মন্ত্রী মহাশয়—মন্ত্রী মহাশয়, অগ্রে আমার শিরশ্ছেদ করুন।

মন্ত্রী। কুমারী, আপনি ভ্রমে পতিত? রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যকে পরিত্যাগ কচ্ছেন! ভারতের ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ কচ্ছেন! ভাল তাই

যেন কর্‌লেন, সম্মুখে স্বামীর প্রাণবধ, সতী হ'য়ে কিরূপে দেখ্‌ছেন?

বিম্বা। মহাশয়, সতী-রাণী মা জানকী আমার আদর্শ। স্বর্ণলঙ্কা রাবণের ঐশ্বর্য্য প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই, নাগপাশে আবদ্ধ রামচন্দ্রকে দেখে সতীত্ব বিস্মৃত হন নাই। অন্যায় করেন, আমি অবলা, আমার উপায় নাই, কিন্তু পতির অনুসরণ করা আমার সাধ্য। সতীর কর্ত্তব্য সতী জানে, সে কর্ত্তব্যের উপদেশ আপনি দেবেন না। আমার নিকট বিক্রমাদিত্যের রাজমুকুট তুচ্ছ, ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ, ভারতবর্ষ তুচ্ছ? যে চরণ সর্ব্বস্ব করেছি, সেই আমার সর্ব্বস্ব! মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে আমি তৃণ জ্ঞান করি।

বিক্রম। (বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া) তবে মহারাজ শূরধ্বজ, আমার অপরাধ নেই, আপনার কন্যা আমায় গ্রহণ কর্‌বেন না, আমি উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন করি।

সকলে। জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়!

বিম্বা। (স্বগত) বাবা উমানাথ, তোমার বিচিত্র লীলা!

বিক্রম। (বিম্বাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রাণেশ্বরি, শিব-বর বিফল নয়। তোমার সতীত্ব-প্রভাবে, আমি মৃত ব্রাহ্মণকুমারকে সঞ্জীবিত করেছি। বিধাতা-দত্ত 'লব্ধব্য' শ্লোক বিস্মৃত হ'য়ে, সেই শ্লোক পূরণ আশায় দেশে-দেশে ভ্রমণ কর্‌তেম। সে শ্লোক তোমা দ্বারা পূরণ হয়েছে! আদ্যোপান্ত বিবরণ তোমার নিকট বল্‌বো। জেনো, ব্রাহ্মণের নিকট তুমি আমায় ঋণে মুক্ত করেছ, জেনো সেই ঋণে আমি তোমার নিকট ঋণী! 'লব্ধব্য' রূপে তোমার নিকট থাক্‌বো প্রতিজ্ঞা করেছিলেম্, সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রবো, জীবন থাক্‌তে বিচ্ছেদ হবে না। মুখ তুলে চাও, 'লব্ধব্যের' মুখের পানে চাইতে দোষ নাই।

শূর। আমার কি ভাগ্য—কি ভাগ্য! রাজ-রাজেশ্বর বিক্রমাদিত্য আমার জামাতা। ওরে কে আছিস্, নগরে উৎসব ক'র্‌তে বল। ভাণ্ডার শূন্য ক'র্‌বো, নগরে দরিদ্র রাখ্‌বো না! হুলু-ধ্বনি দে, শঙ্খধ্বনি কর! রাজ্ঞী—রাজ্ঞী, বিক্রমাদিত্য জামাতা—বিক্রমাদিত্য জামাতা!

[শূরধ্বজের প্রস্থান।

গঙ্গাধর, গঙ্গাধর-পত্নী, বিষ্ণুপদ ও সুমতির প্রবেশ

গঙ্গা। মহারাজ, আমরা পুত্র-পুত্রবধূকে ল'য়ে দম্পতিমিলন দেখ্‌তে এসেছি। মহারাজ জানেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজরাজেশ্বর, ব্রাহ্মণের অকপট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন্। (বিম্বাবতীর প্রতি) মা রাজরাণী, তুমি শক্তিরূপিণী—রাজ-শক্তি—তোমার শক্তিপ্রভাবে প্রজাপুঞ্জ পালিত হ'য়ে যেন প্রতি গৃহ আনন্দপূর্ণ হয়, যেন আর্য্যরাজ-যশোজ্যোতি শরচ্চন্দ্রের ভাতির ন্যায় ভুবনে বিভাসিত হয়।

গঙ্গা-পত্নী। মা রাজরাণী, পতির আদ-রিণী হও, পতিভক্তি তোমার হৃদয়ে চির বিরা-জিত থাকুক;—এর অধিক আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।

বিষ্ণু। মহারাজ, মা রাজলক্ষ্মী, তোমরা এই ব্রাহ্মণের জীবন দান করেছ, এ জীবন রাজ-কল্যাণে চির সমর্পিত। ব্রহ্মণ্যদেব আমার সহায় হ'য়ে, তোমাদের চিরকল্যাণ সাধন করুন্!

সুমতি। মহারাজ, আমার এই সিন্দুরের কৌটা এনেছি। তোমাদের মহিমায় মৃত পতি ফিরে পেয়েছি। আমার ললাটের সিন্দুর যেমন উজ্জ্বল করেছ, মার কপালে এই সিন্দুর পরাও, দাক্ষায়ণী সতী-রাণীর কৃপায়, যেন এই সিন্দুর ঊষার ন্যায়, মা'র ললাটে দীপ্তিমান্ হয়। মা জান না, আমার কুমতিতে অঙ্কিত ব্যাঘ্র, সজীব হ'য়ে আমার পতিকে আক্রমণ করেছিল;—সেই মূর্চ্ছিত পতি, তোমাদের মহিমায় ফিরে পেয়েছি।

সকলে। জয় রাজদম্পতির জয়!

বিক্রম। প্রিয়ে, আজ আমরা অমূল্য যৌতুক লাভ করেছি। ব্রাহ্মণ সপরিবারে আশীর্ব্বাদ করেছেন, আমাদের মস্তকে মুকুট অপেক্ষা এ আশীর্ব্বাদ শোভাময়। ব্রাহ্মণ-পরিবার জয়-ধ্বনি করেছেন, ভারতে জয়ধ্বনি নিশ্চয় উত্থিত হবে।

বিম্বা। মহারাজ জানেন, আমি ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণের চিরসেবিকা।

অধ্যা। মা, এ তোমারই উপযুক্ত কথা, আমার বিদ্যাদান সার্থক।

জগ। (স্বগত) তাই মালা দেবে পণ করে-

ছিল, আমি ভেবেছিলেম, আমার রসিকতায় ভুলে প্রেমে পড়েছে।

অধ্যা। বর্ব্বর, ব্রাহ্মণ-কুলাধম, রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। শৃগাল হ'য়ে সিংহের দ্রব্য প্রয়াস করেছিলি!

জগ। (বিম্বাবতীর প্রতি) মা, এই কাণ মল্‌ছি, নাক মল্‌ছি। (অধ্যাপকের প্রতি) দাদা, আমার খুব আক্কেল হয়েছে।

বিক্রম। হে অধ্যাপক, আপনি কলঙ্কের ভয় করেছিলেন। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, আপনি যথার্থ সত্যানুরাগী ব্রাহ্মণ,—নিজ কলঙ্ক উপেক্ষা ক'রে, সত্য প্রচার কর্‌বার প্রয়াস পেয়েছেন;—আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠা ভারতে ব্রাহ্মণের আদর্শ।

অধ্যা। মহারাজের জয় হোক্‌। মহারাজ, বিম্বাবতী আমার ছাত্রী নয়—কন্যা। এ সংবাদ ব্রাহ্মণীকে না দিয়ে একা কত আনন্দ কর্ব্বো! মহারাজের জয় হোক্‌!

বিক্রম। মন্ত্রীবর, ব্রাহ্মণ-সেবায় তুমি সম্পূর্ণ পটু। এই আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ-পরিবারের পরিচর্য্যার ভার তোমায় আর অধিক কি দেব,—মনে রেখো, এ'দের কৃপায় আমি রাজ-কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হয়েছি।

মন্ত্রী। আসুন, আমরা যাই, রাজদম্পতি বিশ্রাম করুন। (রাজ-দম্পতির প্রতি) মহারাজ, মহারাজ্ঞী,—আদেশমত বাচালতা-অভিনয় করেছি, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়। মা, আমি আপনার বাচাল সন্তান।

[সকলের প্রস্থান।

সখীগণের প্রবেশ

১ সখী। কি লো, লক্ষধব্য ভাল—না বিক্রমাদিত্য ভাল?

২ সখী। কি লো—কি লো, বিক্রমাদিত্যের নাম কাণে তুল্‌তিস নি, বিক্রমাদিত্যের ছবি দেখাতে গেলেম, ফিরে চাইলি নি, এখন যে বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে বাসর ক'রে বাঁয়ে দাঁড়িয়েছিস্‌? রাজাকে আমরা নেব, তুই এই 'লক্ষধব্যে'র ঢোল নিয়ে শুগে যা।

১ সখী। মহারাজ, রোজ এই ঢোলটী ফুল দিয়ে সাজিয়ে, কোলে ক'রে নিয়ে শুতেন। উনি এই ঢোল নেন, আপনাকে আমরা নিয়ে বাসর করি।

বিক্রম। আমি তো তোমাদেরই, তোমাদের নিয়ে বাসর করবো ব'লেই তো এসেছি। ব্রাহ্মণ-কুমারের বাসরে ব্রাহ্মণহত্যা দেখেছিলেম, তোমাদের আশ্রয়ে এই সাধের বাসরে আমার সেই মহাপাপ মোচন হলো। আমি তোমাদের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ।

১ সখী। মহারাজ, 'লক্ষধব্য' রাজাকে বিশ্বাস কি বলুন? রাজকুমারীকে ফেলে পালান, তা আমরা কোন ছার!

২ সখী। আবার পালাবে কোথা লো? ধরা পড়েছে, বেঁধে রাখ্‌বো।

বিক্রম। আমি ত বাঁধা দিয়েছি, আর বাঁধ্‌বে কেন!

সখীগণের গীত

পাগ্‌লী পেয়েছে পাগলে।
পুজে পাগ্‌লা হরে দেছে মালা,
পাগ্‌লী পাগলের গলে॥
পাগ্‌লী-পাগল যুগলমিলন,
এ কেমন পাগল করে মন,
সাম্‌লে থাকিস, দেখিস্‌,
রাখিস্‌, প্রহরী নয়ন;
কত ছল জানে পাগল,
পাগ্‌লী নে না যায় চ'লে॥

যবনিকা পতন

'বাসরের' একটী পরিত্যক্ত দৃশ্য

[গ্রন্থকার এই নাটকের জন্য একটী পল্লী-পথের দৃশ্য লিখিয়াছিলেন। অভিনয়ের সময় সংক্ষেপার্থে দৃশ্যটী রিহারস্যালকালীন পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এ নিমিত্ত নাটকেও ইহা ছাপা হয় নাই। অশিক্ষিতা গ্রাম্য রমণী-চরিত্রের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য ইহাতে পরিস্ফুট হওয়ায়, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের শেষ বয়সের নিত্য-সহচর, "গিরিশচন্দ্র" গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহা সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। "রূপ ও রঙ্গ" পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। দৃশ্যটী স্থায়ী রাখিবার নিমিত্ত "গিরিশ-গ্রন্থাবলী"তে পুনর্মুদ্রিত হইল। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

পল্লী-পথ

পথি-পার্শ্বে প্রথমা রমণী গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, এমন সময়ে দ্বিতীয়া রমণীর প্রবেশ

২ রমণী। ওলো কি ভাব্‌ছিস!

১ রমণী। আর দিদি, মনের দুঃখে ব'সে আছি। এমন হতচ্ছাড়া মিন্সের হাতে পড়েছিলুম,—একটা সাধ নেই!

২ রমণী। কেন-লা—কি হয়েছে?

১ রমণী। দ্যাখ্‌ ভাই, শুনুচি রাজা সখ ক'রে এক বামুনের ছেলেকে বাঘে খাওয়াবে। তা সেজে-গুজে মিন্‌সেকে বল্‌লুম, "আমি কখনো বাঘে খাওয়া দেখি নি, আমি দেখ্‌তে যাব—নিয়ে চল।" তা—তাঁর কথা কাণে তোলা হ'ল না, চ'লে গেলেন।

২ রমণী। আমিও ভাই, কত সাধ ক'রেছিলুম! আহা বামুনের ছেলেকে বাঘে খাবে, তার মা-মাগীকে গিয়ে খবর দেব, ব'লবো—"ও বাম্‌নি ও বাম্‌নি, তোর ছেলের খবর এয়েছে।" মাগী বল্‌বে,—"কি খবর এয়েছে মা?" আমি বলবো,—"তোর ব্যাটাকে বাঘে খেয়েছে।" মাগী অম্‌নি আছাড় খেয়ে পড়্‌বে,—ধরাধরি ক'রে তুল্‌বো, মুখে জল দেবো, খানিক হাত-পা ছড়িয়ে মাগীর সঙ্গে কাঁদবো। তা মিন্‌সের জ্বালায় কি কিছু হবার যো আছে?

১ রমণী। এই বোঝো বোন, এমন ক'রে ঘর করা যায়? তুইও মিন্‌সের সঙ্গে যেতিস্‌, বামুন মিন্‌সেকে ধরতিস্‌। তা পোড়া কপাল—কথা মনে ধ'রলো না।

২ রমণী। মিন্‌সেগুলোর কোন সাধ নেই লো—কোন সাধ নেই।

১ রমণী। বলবো কি বোন, এই রাজারামের মা'র রাজারাম বিদেশে চাকরী ক'রতে গিয়ে মলো। ঐ মিন্‌সেই মাসীর বাড়ী থেকে ফিরে এসে আমায় খবর দিলে। আমি রাত পুইয়েছে কি না পুইয়েছে, মুখে জল দিই নি, ভোর থেকে হাটে গিয়ে ব'সে রইলুম; মনে ক'রলুম, মাগী হাটে আস্‌বে, তখন খবর দেব। দেখ্‌লুম—মাগী আস্‌ছে; চোখ ডব্‌ডবাচ্চি,—মনে ক'রলুম—ছুটে গিয়ে বলি। ও মা, মিন্‌সে না কোত্থেকে এসে হাত ধ'রে হিড়্‌হিড় ক'রে ঘরে টেনে আন্‌লে।

২ রমণী। বোন, সেই বরাত কি ক'রেছ যে, ব'সে গিয়ে দু'দণ্ড কাঁদ্‌বে? বরাত বলি মিতিন গিন্নীর! ঐ যে ভূতোর মা'র ভূতোকে যখন সাপে খেয়েছিল, তিন দিন খেয়ে-দেয়ে গিয়ে মাগীর সঙ্গে কেঁদে এলো। আর মিতিন গিন্নীর ভাতার মিতিন গিন্নীর সঙ্গে গিয়ে ভূতোর বাপের মাথায় কলসী কলসী পানা-পুকুরের জল ঢাল্‌লে, ভূতোর বাপের সেই রেতেই জ্বর হ'লো।—সাত দিন পেরুলো না, বিকার হ'য়ে ম'লো।

১ রমণী। দিদি, বল্‌তে নেই, ভূতোর বাপ যে দিন মরে, আমাদের মিন্সে বাড়ী ছিল না—হাটে গিয়েছিল। ছুটে ভূতোর মায়ের কাছে গিয়ে পড়লুম, কিন্তু দিদি, তেমন সুখ হলো না! ব'লবো কি, মাগীর চোখে এক ফোঁটা জল নেই। কাঁদ্‌লে না কাট্‌লে না—জবুথবু হয়ে মুখ পুড়িয়ে ব'সে রইল; আমি তবু দু'বার ডুক্‌রে কেঁদে উঠেছিলুম। বল্লুম—"ওরে ভূতোরে—ওরে ভূতোর বাপরে! কোথা গেলিরে!" তা হতচ্ছাড়ি মাগী মুখ গোঁজ ক'রে ব'সে রইলো।

২ রমণী। আমরা যে সব জানি নি। মিতিন গিন্নী হতো তো দেখ্‌তিস্‌—কেমন না কাঁদতো। ঐ যে থাকী যখন রাঁড় হ'লো, মিতিন গিন্নী বাপের বাড়ী ছিল, একমাস পরে এলো। বাড়ীতে এসে খবর পেয়ে ধুলো পায়ে ছুটলো।

দ্যাখে—ছুঁড়ী কাঁদে না, অমনি চোখ মুছতে লাগলো, আর কেমন বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলো, "আহা বাছা তোর কপালে এত ছিল গা, এই কচি বয়সে রাঁড় হলি! আহা জামাই তো নয়—যেন চাঁদ; মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো কইতো, যেন মধু ঢেলে দিত! জামাইএর মতন জামাই, গাঁয়ের সেরা জামাই ছিল—" ঐ গোটা-কতক ফোসফুঁসিয়ে নিঃশ্বেস ফেলে দু'কথা না ব'লতে ব'লতে ছুঁড়ী অম্‌নি বুক চাপ্‌ড়ে আছাড় খেয়ে প'ড়লো। মাগী ধ'র্‌লে—মুখে জল দিলে; তারপর বাড়ীতে এসে পা ধুলে।

মিতিন গিন্নীর প্রবেশ

এই আস্‌ছে—জিজ্ঞেস কর।

১ রমণী। মিন্সের জ্বালায় আমরা কি পাঁচটা দেখেছি শুনেছি যে শিখ্‌বো। মিতিন গিন্নী কম তো কম একশোটা মরা খবর দিয়েছে।

মিতিন। ওলো আর দেখ্‌ছিস কি—দেখ্‌-ছিস কি,—ভাতার পুত সামলা। কালুরায়, দখিণ রায়—এক ঝাঁক উড়ো বাঘ ছেড়েছে। ছেলে-পুলে দেখ্‌ছে, আর জোয়ান বেটা ছেলে দেখ্‌ছে, ছোঁ মেরে নে ডালে ব'সে ছিঁ'ড়ে ছিঁ'ড়ে খাচ্চে।

২ রমণী। ও মা—বলে কি গো—বলে কি গো! কাদের ছেলে ধ'রে নিয়ে গেল গো?

মিতিন। কার ছেলে তা কি চিনি? তাহ'লে কি আর হেথায় থাকি,—এতক্ষণ তার মার কাছে কাঁদ্‌তে যেতুম।

একজন পুরুষের প্রবেশ

পুরুষ। ও মিতিন—ও মিতিন, চলো চলো—বাঘের বিয়ে দেখ্‌বে চলো।

মিতিন। বাঘের বিয়ে কি?

পুরুষ। কেন—আমাদের হরে দেখে এলো। রাজা বাঘের বিয়ে দেবে। তবে আর পাথরের বাড়ী করেছে কি ক'রতে—জান না? এতক্ষণ বাঘ টোপর মাথায় দিয়ে চতুর্দ্দোলায় উঠ্‌লো। খুব ধুমের বিয়ে। চলগো চলো—দেখে আসি।

১ রমণী। ও মা বাঘের বিয়ে! আমি বলি বাঘে খাওয়াতে বামুনের ছেলে এনেছে।

২ রমণী। ওলো, লুকো—লুকো—সান্ত্রী আস্‌ছে।

পুরুষ। তা ভয় কি, এ তো রাজা বিক্রমা-দিত্যের সান্ত্রী। এ তো আর শক রাজার সান্ত্রী নয় যে ধ'রে জাত খাবে।

মিতিন। আঁ সান্ত্রী কোথায়? মড়ারা আমায় দেখ্‌লেই ধ'র্‌বে, আমায় দেখ্‌লেই ধ'র্‌বে।

পুরুষ। হ্যাঁ ধ'র্‌বে,—বুড়ো হ'য়ে রূপ উথ্‌লে প'ড়চে কি না!

মিতিন। ও মা, কোথা লুকোবো, কোথা লুকোবো—

পুরুষ। ভয় কি গো—ভয় কি!

[স্ত্রীগণের প্রস্থান।

সান্ত্রীরা ধ'র্‌বে কি, রেতের বেলায় সাম্‌নে দেখ্‌লেই তাদের দাঁতকপাটি লাগ্‌বে।

[প্রস্থান।

মনের মতন

[মিলনান্ত নাটক]

(৭ই বৈশাখ, ১৩০৮ সাল, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

মির্জ্জান (বাদ্‌সা)। কাউলফ (মির্জ্জানের সেনাপতি ও বন্ধু)। সায়েদ খাঁ (ধনাঢ্য বণিক্)। টাহার (সায়েদ খাঁর পুত্র)। নেহার (টাহারের বন্ধু)। সমরকন্দাধিপতি (গোলেন্দামের পিতা)। কাজি (সমরকন্দের বিচারক)। বণিক্ (সমরকন্দাধিপতির বন্ধু)। ফকীর, দূত, ভৃত্যদ্বয়, প্রহরী ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

গোলেন্দাম (বেগম)। দেলেরা (কাউলফের প্রণয়িনী)। সানিয়া (দেলেরার ধাত্রী)। পরিয়া (গোলেন্দামের সখী)। মনিয়া (দেলেরার সখী)। সখীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দেলেরার কক্ষ

দেলেরা, সানিয়া ও সখীগণ

সানিয়া। হ্যাঁলো, তোর কি হ'য়েছে? তুই দিন-রাত রাস্তা-পানে চেয়ে থাকিস্, খাস্ নে শুস্ নে, তুই কার ভাব্‌না ভাবিস্? কারো সাথে তোর দোস্তি হ'ল নাকি? দ্যাখ্—সাম্‌লে চল। শুন্‌চি, তোর বাপ সওদাগরি হ'তে ফিরে আস্‌চে। টাহারের বাপ টাহারকে নিয়ে এসেছে, তোর সঙ্গে সাদি দেবে।

দেলেরা। আমি টাহারকে সাদি ক'র্‌ব না।

সানিয়া। ও কি কথা লো—ওকি কথা? তুই কি সব কথা শুনিস্ নে?

দেলেরা। কি শুন্‌বো?

সানিয়া। টাহারের বাপ আর তোর বাপ দু'জনের ছেলে বেলা থেকে বড় দোস্তি। তারা হাতে হাত দিয়ে কিরে খেয়েছে যে, তোর সঙ্গে টাহারের বে হবে। এখন তুই কি কথা ব'লছিস্? টাহারকে আমি দেখেছি খুবসুরৎ, —কেন তারে সাদি ক'র্‌বি নে? তোর বাপকে কি ব'লে বোঝাবি? আর বোঝালেই বা শুন্‌বে কেন? সে কি আপনার জবান মিছে ক'র্‌বে?

দেলেরা। তা যা হয় হবে, আমি টাহারকে সাদি ক'র্‌বো না।

সানিয়া। কেন, তার অপরাধ কি?

দেলেরা। তুই দেখেছিস্?

সানিয়া। দেখেছি, দেখেছি—ওই তো বাদ্‌সার সেনাপতি।

দেলেরা। যদি দেখে থাকিস্, তবে আর টাহারের কথা আমার কাছে তুলিস্‌নে। আমি রাস্তায় কেন চেয়ে থাকি জানিস্? কাউলফ কখন যাবে—দেখি। টাহারের কথা কি ব'ল্‌ছিস্ —স্বর্গের দূত এলে আমি চাই নে। আমি চাই কাউলফকে—সেই আমার স্বামী। আমি স্বামী ছেড়ে কি দোস্‌রা পুরুষকে সাদি ক'র্‌বো?

সানিয়া। ওলো সর্ব্বনেশে কথা বলিস্‌নে। তোর কিসের স্বামী? এক দিন রাস্তায় যেতে দেখেছিস্ বই তো নয়।

দেলেরা। আমি দেখেছি—দেখে ম'জেছি, আর আমার উপায় নাই! আমি মনে মনে তারে মন দিয়েছি। আমি মনে মনে শপথ ক'রেছি, তাঁরে ছেড়ে কারেও সাদি ক'র্‌বো না। তারে পাই ভাল. নচেৎ জলে ঝাঁপ দেব। তোরে আমি কেন ডেকেছি—জানিস্?

সানিয়া। কেন?

দেলেরা। ছেলে বেলা থেকেই আমার মা নাই, তুই আমায় মানুষ ক'রেছিস্। এখন তুই আমার প্রাণ বাঁচা।

সানিয়া। সে কিরে, সে কিরে—তুই কি কথা বলিস্! আমি কি ক'র্‌বো?

দেলেরা। তুই সব পারিস্। আমার আর কে আছে বল্? আমি আর মনের কথা কারে আমারজানাব? দ্যাখ্—দ্যাখ্—চেয়ে দ্যাখ্—ওই জান পায়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে!

সানিয়া। ও কি কথা বলিস্?—আমার কাজ নয়—আমি পার্‌বো না!

দেলেরা। তবে তোর সাম্‌নে আমি জহর খাব।

সানিয়া। কি সর্ব্বনেশে কথা ব'ল্‌ছিস্,—বুঝ্‌ছিস্? শুন্‌ছি, আজ টাহার তোকে দেখ্‌তে আস্‌বে। তোরই কাছে তো টাহারের বাপ বাঁদী পাঠিয়ে খবর দিয়েছে যে, টাহারকে তোরে দেখ্‌তে পাঠাবে। কখন আস্‌বে তার ঠিক নেই। কে দেখ্‌বে কে শুন্‌বে!

দেলেরা। আমি টাহারের সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো না।

সানিয়া। সে বাড়ীতে আস্‌বে—তারে কি ব'লে ফেরাব? তুই মাঝে মাঝে বাড়ীতে পুরুষ আনিস্, এ কথাও কাণাঘুসা উঠেছে। তুই যে আমোদ ক'র্‌তে আনিস্—তা তো লোকে বোঝে না, লোকে দুষ্য ভাবে।

দেলেরা। লোকে ভাবুক—আমি তো সাঁচ্চা আছি।

সানিয়া। আর এইবার যে কাঁচ্চা কাজ ক'চ্ছ? কাউলফকে ঘরে ডাক্‌ছ।

দেলেরা। ভয় কি? আমার পাকা স্বামী আছে।

সানিয়া। এ বুড়ো বেটীর মাথা খাবে, তবে নিশ্চিন্ত হবে—না? আমার কথা তুই শোন্, কাউলফের দরদ ছেড়ে দে।

দেলেরা। কাউলফকে ছেড়ে দেব? তা কেমন ক'রে পার্‌বো! ঐ চেয়ে দ্যাখ্—জানের কাটারি, মরি মরি!—

সাচ্চি বলি সানিয়া তোরে,
মেরি জান দেওয়ানা ওরি তরে।
চেয়ে দ্যাখ্ এই দুনিয়া 'পরে—
যেন চাঁদখানি প'ড়েছে ঝ'রে!
আমায় কিনে নে—ওরে এনে দে,
নইলে জান বাঁচে না যে,
আছি বহুত সামারে,
আর পারি নে—তারে এনে দে!

সানিয়া। আরে ছি ছি ছি!—বলিস্ কি? তাও কি হয়! এ হামার কাম নয়। ভেজ দোস্‌রা বাঁদী। তোর বাপ এসে শুন্‌বে,—আমায় খাড়া খাড়া কবরে ডাল্‌বে। সে কিরে খেয়েছে, তোর সাথে টাহারের সাদি দেবে। সমুজে চল,—নইলে গিরবি ফেরে। তুই এমন সেয়ানা, হাসাস্ নে দুনিয়া। তোর বাপ গিয়েছে সওদাগরিতে দু'দিনের তরে,—আজ ফেরে কি কাল ফেরে।

দেলেরা। ওলো মরম-ব্যথা বুঝ্‌লি নি
তুই নারী হ'য়ে,
কলিজায় আগুন নিয়ে, কত দিন আর
থাক্‌বো স'য়ে!

দেখেছি যে দিন হ'তে,—
আর তো আমার নইক আমি,
আমি ওর পায়ের বাঁদী,
ও বিনা কেউ নয়কো স্বামী।
বলিস্ কি ম'জে যেতে বাওরা হ'তে,
কেন, কিসে আমার অত,—
কে ছাড়ে দেল পিয়ারা,
বল না কথা নারীর মত!
মনের মতন রতন পেলে, কে কোথা
বল সমুজে চলে,
কে কোথা মনের লহর বাঁধ্‌তে পারে
আট্‌কে ঠেলে?

সানিয়া। আচ্ছা, তুই তো ওরে চাস্ ও যদি তোরে না চায়—তোরে যদি দরিয়ায় ভাসায়? মরদ্‌কে তো জানিস্ নে, ওদের আগাগোড়া সয়তানী আমি পছানি, বেইমানি ক'রে যাবে ফেলে, ভাস্‌বি তখন অকূল জলে!

দেলেরা। যা হয় হবে,—ভেবে দোস্তি করে কে কবে? প্রাণ যারে চায়, তার লোটায় পায়;—এখন বাঁচা আমায়,—নইলে জান্ যায়!

সানিয়া। তাই তো লো তাই তো,—ভেবে পাই না কিছু থাই তো! এখন দেখি বেয়ে চেয়ে—একবার যাইত। আমি আন্‌ছি, দেখিস্ হ'স্ নে হাল্কা, মরদের প্রাণ বড় পল্কা! তবে যদি থাক্‌তে পারিস্ গুমরে,—কতক রাখ্‌তে পার্‌বি ধ'রে। আল্‌গা হ'লেই মরদ বসে পেয়ে। মন খুলিস্ বুঝে,—সমুঝে, র'য়ে স'য়ে! মরদ বড় বেইমান,—বড় বেইমান!—আমি বড় হ'য়েছি হায়রাণ!

দেলেরা। তুই যা,—তুই যা—তুই ভাবিস্ নে। থাক্‌বো গুমরে,—ফেরাব পায় পায়,—দেখি আমায় চায়, কি না চায়। হ্যাঁলো তোরই তো বনেয়া, তুই কি চিনিস্ নে আমায়?

সখীগণের গীত

সখীগণ। খাল কেটে লো নোনা জল এনে,
আখেরে কি হয় কে জানে!
সব দিকে হ'ত ভালাই—
থাক্‌লে পরে বুঝে মেনে॥
সব দিকে হ'তো ভালাই, থাক্‌লে পরে
বুঝে মেনে!
দেলেরা। নে মেনে নে, মিছে বকিস্‌নে—
তারে দে এনে, নইলে বাঁচি নে,
আঁখিবাণে জান বিঁধেছে, বুঝ্‌ মানি
বল কেমনে?
সখীগণ। আঁখিবাণে জান বিঁধেছে,
বুঝ্‌ মানি বল কেমনে॥
আর কি হবে ভেবে, যাই চ'লে তবে,
বেগানায় ভালবেসে, অকূলে গেছিস্‌ ভেসে,
কে জানে কি হবে শেষে,...
দেলেরা। যালো যা—যালো ত্বরা, হ'য়েছি
আপনহারা,
বুঝ গিয়েছে মন ম'জেছে,...পিরীত-
ডুরি প্রাণ টানে।
সখীগণ। বুঝ্‌ গিয়েছে মন ম'জেছে,
পিরীত-ডুরি প্রাণ টানে॥

[দেলেরা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দেলেরা। কি হবে—কে জানে,—অকূলে তো ভাস্‌লেম! যা ব'ল্লে সানিয়া—তা তো বড় মিছে নয়। মানুষের জিবে জিবে ছুট্‌বে,—চারদিকে কথা রট্‌বে। বাপ যদি টের পায়—তা হ'লেই তো ম'জলুম। যা হবার হবে, আর মিছে ভেবে কি ক'র্‌বো! এদিকেও ম'রেছি, ওদিকেও ম'রেছি,—না হয় কাউলফকে নিয়ে ম'রবো।

দেলেরার গীত

আমার অগাধ জলে জাল ফেলা,
পারি হারি ভুলতে নারি খেলে দেখি এ খেলা!
রতন পাই পাব, নইলে জলে ঝাঁপ দেব,
থাক্‌তে সাগর, তীরে কেন নুড়ি কুড়াব।
যে ঢেউ দেখে পায় ভয়, রত্ন তার তরে তো নয়,
হয় বা না হয়, যা হয় হবে, শেষ দেখে যাব,
যৌবনে সাধের মেলা—সাধ ক'রে নি এই বেলা।

[দেলেরার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

সখীগণ সহ সানিয়ার প্রবেশ

সখীগণের গীত

চল্‌ চল্‌ হিঁয়া নেহি ইয়ার।
কভি সেকে কমিনা, দেল লেনা দেনা,
কভি দেনে লেনে সেকে বিন্‌ দেল্‌দার॥
আও আও আও,
জোয়ানি মুল লে যাও,
আগর রহে নজর, দেখো বড় জবর,
ঢুঁড়িয়া চল্‌দে হিঁয়া ক্যা ইয়ার মিলে,
মাঙ্গে দেলকি পিয়ারা কাঁহা অ্যায়সা পিয়ার॥

সানিয়া। মেঘ না চাইতেই জল! ওই লো ওই—দেলেরার নাগর কাউলফ আস্‌ছে—ধরা দেওয়া হবে না। ছলে বলে কৌশলে—যেমন ক'রে হ'ক—দেলেরার ঘরে নিয়ে যাই চল্‌।

কাউলফের প্রবেশ

কাউ। আপনারা কে?

সানিয়া। আমি কে, না এরা কে?

কাউ। তুমিও কে—এরাও কে?

সানিয়া। আমি হ'চ্চি পরীর রাণী।

কাউ। বাধিত হ'লেম চাঁদ!—এরা কারা?

সানিয়া। আমার আগে আগাগোড়া পরিচয় নাও।

কাউ। এক পরিচয়ে তো সব মালুম হ'য়ে গিয়েছে।

সানিয়া। এক কথায় কি মালুম ক'র্‌বে? আমার বয়স কত শুন্‌বে?

কাউ। যা থাকে অদৃষ্টে, ব'লে যাও শুনি।

সানিয়া। বছর আঠার।

কাউ। আর কি কি ব'ল্‌বে ব'লে ফেলে, তার পর এদের পরিচয় দাও।

সানিয়া। আমি কি করি শুন্‌বে?

কাউ। আমি তো ব'লেছি, আমি মরিয়া হ'য়েছি, তুমি যা ব'ল্‌বে—তাই শুন্‌বো।

সানিয়া। তবে শোন—আমি আস্‌মানে ঘুরি।

কাউ। আর কি ছুঁচো ধ'রে খাও?

সানিয়া। না, শিশির খাই।

কাউ। শিশির তো জল খাও, আর ভোজন হয় কি? দু'চারটে জোনাক্ ধ'রে খাও?

সানিয়া। থাকি কোথা জান?

কাউ। সে তো দেখেই ঠাওর পেয়েছি, সেওড়া গাছে।

সানিয়া। না, রাঙা মেঘের উপর।

কাউ। আর ম'র্‌বে গো-ভাগাড়ে।

সানিয়া। না—বিল্‌কুল ম'র্‌বোই না।

কাউ। তা ব'ল্‌তে পার—নইলে হাড় জ্বালাবে কে?

সানিয়া। আমি কি হাড় জ্বালাই? প্রাণ শীতল ক'রে দিই।

কাউ। বরফ ক'রে তো তুলেছ। আর বেশী শীতল না ক'রে একটু গরমে দাও। এরা কে পরিচয় দাও না?

সানিয়া। আরে ছ্যা—ছ্যা!

কাউ। অপরাধী হ'লেম কিসে?

সানিয়া। এদের পরিচয় চাও!

কাউ। না হয় ঝক্‌মারি ক'রেছি! তুমিই কেন ব'লে ফেল না?

সানিয়া। বাপ্‌রে, আমার গর্দ্দান কাট্‌লেও না।

কাউ। দেখ বুড়ো চাঁদ, তুমি রসিকা বটে বুঝ্‌তে পেরেছি, তা কৃপা ক'রে পরিচয়টা দাও না, তাতে কেউ বদ্‌রসিক ব'ল্‌বে না। বলি এ চাঁদের হাট নিয়ে রওনা হ'চ্চো কোথায়?

সানিয়া। ওলো দ্যাখ্ দ্যাখ্—ঘোমটা খুলে দ্যাখ্, চাঁদের গাদা দাঁড়িয়ে দেখ্!

কাউ। বুড়ো চাঁদ, তুমি রসিকা বটে। কিন্তু একটু দোষ প'ড়েছে, অন্ততঃ তো শতাবধি বৎসর রসিকতার তুফান চালাচ্চ। ক্রমে রস ম'রে তো চিটে গুড় দাঁড়িয়েছে। এখন স্বয়ং আসরে না নেবে, এদের মধ্যে বেছে গুছে একজনকে একটিনে কাজ চালাও।

সানিয়া। ওলো দ্যাখ্ দ্যাখ্, এ বুড়ো কি ব'লে দ্যাখ্। আমায় ব'ল্‌ছে—বুড়ী! ড্যাক্‌রা—কানা নাকি? আমি এমন রসনাগরী!—চক্ষের মাথা খেয়ে বুঝি দেখ্‌তে পায় না!

কাউ। বুড়ো চাঁদ, ঘাট হ'য়েছে!—এবার থেকে তোমায় ছুঁড়ী ব'ল্‌ছি। সুন্দরি! আমার প্রপিতামহ আমলের ছুঁড়ী! তুমি আমার ঠাকুরদাদার মনোমোহিনী নাগরী! আমি তোমার নাগর খাড়া আছি, কিন্তু তোমার সখীদের কথা কইতে বল।

সানিয়া। চল্ লো চল্।

কাউ। কেন বুড়ো চাঁদ, আমার প্রতি এত বিরূপ কেন? এই তো বুড়ো-কটাক্ষ হেনে আমায় দেখ্‌ছিলে। এখন যখন হুজুরে হাজির হ'য়েছি, তখন আর এত তাড়না কেন?

সানিয়া। কি কি—তুমি কি ব'ল্‌ছ?

কাউ। বেশী নয়, জিজ্ঞাসা কচ্চি—তোমরা কে?

১ সখী। কি বল—আমরা ইন্দ্রের অপ্সরী!

কাউ। স্বর্গের অপ্সরী হ'লে হ'তে পার, কিন্তু বাবা মর্ত্তের কাটকুড়নি!

সানিয়া। ওলো চ'লে আয়—চ'লে আয়। ও বুড়ো হ'য়েছে, বাহাত্তুরে ধ'রেছে, ওর কি নজর আছে, তা হ'লে আমায় বলে বুড়ী।

কাউ। তোমার নাগরগিরির আজও সখ আছে নাকি?

সানিয়া। ভোরপুর—প্রাণটা হামাগুড়ি দিচ্ছে, বুকের ভেতর ঢেউ খেল্‌ছে। তবে তোমার ও চেহারা পছন্দ হয় না।

কাউ। আহা চোখে জাল প'ড়েছে কিনা,—তাই ঠাওর-টাওর হয় না।

সানিয়া। তোমার রীত-চরিত্র ভাল নয় দেখ্‌ছি। তুমি পরপুরুষ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা ক'চ্ছ কেন বল দেখি?

কাউ। কে জানে—কেন ঝক্‌মারি ক'রেছি।

সানিয়া। তাই বল।

কাউ। এ রূপসীর পাল কোথায় নিয়ে যাচ্চ বল দেখি?

সানিয়া। কি! রূপের গরবেই যে ফেটে ম'র্‌ছ দেখ্‌তে পাই।

কাউ। এতক্ষণ ফেটে ম'র্‌তুম, কেবল তোমার রূপ দেখে প্রাণ রেখেছি। তোমার রূপালি চুলে প্রাণ তিন পাক খেয়েছে। তোমার কোঁক্‌ড়া চামড়ায় প্রাণে গাম্‌ছা মোড়া দিচ্চে, তোমার তোব্‌ড়া বদনে মন্‌টা তুবড়ে ব'সে গেছে; আর যে টুকু বাকী ছিল, বিশাল গলার ঝঙ্কারে কোটরে সেঁদিয়েছে।

সানিয়া। কোটরেই থাক নাকি?

কাউ। কাকের ডাক সইতে পারি না, তাই কোটরে থাকি।

সানিয়া। তুমি কি প্যাঁচা?

কাউ। প্যাঁচা কেন—বোঁচার বোঁচা, তো নইলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কই।

সানিয়া। তুমি কি চাও?

কাউ। জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলেম, রওনা হ'চ্চো কোথায়? মরিচ সহরে লোকের কি দরকার হ'য়েছে?

সানিয়া। বড় যে ঠাট্টা হ'চ্চে, সুন্দরী কখন' দেখেছ?

কাউ। এই যে দেখ্‌ছি।

সানিয়া। সুন্দরী কখন' দেখেছ? জারী ক'র না। না দেখে থাক—দেখাতে পারি।

কাউ। বটে, এত দূর—তবে দেখাও।

সানিয়া। আমার সঙ্গে এসো।

কাউ। কোথায় যেতে হবে?

সানিয়া। সেইটী কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'ত্তে পার্‌বে না।

কাউ। একটা আঁতের কথা খুল্‌বে, এরা কারা ব'ল্‌বে? ব'ল্‌তে কি, দু-চারখানা তাজা চিজও আছে দেখ্‌ছি।

সানিয়া। তবু ভাল—তোমার যে একটু পছন্দ হ'লো।

কাউ। তা ব'লে তোমায় পছন্দ হয় না।

সানিয়া। তোমার পছন্দও চাই নে।

কাউ। বলি আসল কথাটী ভাঙ্‌চ না কেন? এদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

সখীগণের গীত

মরমে আছি মরে, মনের কথা কই নে কারে।
পাই যদি মনের মত, মনের জ্বালা
দেখাই তারে॥
সাধে বাদ সাধ্‌লে বিধি,
মন পেলে না মনের নিধি,
কে বোঝে দারুণ ব্যথা,
বুক ফেটে যায় ব'ল্‌তে কথা,
ফেটে যেত পাষাণ হ'লে, স'য়ে আছি
নারী ব'লে,
কেউ করে না প্রাণের দরদ, বেচা-কেনা
হাট বাজারে॥

কাউ। (স্বগত) গানের ভাব কি? আহা! এরা কি বাঁদী? "বেচা-কেনা হাট-বাজারে" কি ব'লচে। (প্রকাশ্যে) তুমি কি এদের বেচ্‌তে নিয়ে যাচ্চ?

সানিয়া। এ্যাঃ—তুমি নেহাত নাবালক দেখ্‌ছি!

কাউ। বেকুবীটা কি হ'লো?

সানিয়া। মেয়ে মানুষকে কি কেউ কিন্‌তে পারে মনে ক'রেছ? কেনা দেয় তো কেনে! মেয়ে মানুষ পয়সায় কেনা-বেচার ধার ধারে না, আজও তুমি এ কথা জান না?

কাউ। প্রাণের ধার মেয়ে মানুষ ধারে না—পয়সার ধারই ধারে।

সানিয়া। তোমার তবে ঢের পয়সা দেখ্‌ছি।

কাউ। সে কথা থাক্‌, এদের তুমি বেচ্‌বে?

সানিয়া। না।

কাউ। কেন?

সানিয়া। খুসী।

কাউ। এমন কি খুসী?

সানিয়া। খুসী—খুসী,—তার আর এমন তেমন কি?

কাউ। একটু গরখুসী যদি হও, তা হ'লে বাধিত হই।

সানিয়া। আরে আমার মাণিকের টুকরো, তোমার উপর কি গরখুসী হওয়া যায়?

কাউ। আহা, এমন মুখ থাক্‌তে ঘরে আগুন লাগে, তোমার মুখে লাগে না?

সানিয়া। এ বয়সে কি আর মুখে আগুন লাগাবার জায়গা আছে? যখন জায়গা ছিল, তখন মুখ পুড়িয়েছি।

কাউ। অনুগ্রহ ক'রে এদের বেচ না?

সানিয়া। এ যে খোকার বায়না নিলে দেখ্‌ছি। ভাল, তোমার কি এক্‌টীতে হবে না?

কাউ। এদের একটীতে একশো। কিন্তু আমার ইচ্ছা, এদের কিনে নিয়ে ছেড়ে দিই, এদের যেথা ইচ্ছা যাক্‌। আহা এমন সুন্দরী, আজীবন বাঁদীগিরি ক'র্‌বে, আমার প্রাণে সহ্য হয় না! (সখীগণের প্রতি) ও ফুলের হার, তোমরা শোন না, আমার পানে একবার চেয়ে দেখ না, মনের মতন তো চাও? দেখ না, মনের মতন হই কি না?

সখীগণের গীত

বল না কিন্‌বে কি দরে?
এ হাটে কেনা বেচা যতন আদরে॥
চোখে চোখে দর কসাকসি,
সওদা হ'লে চাঁদ বদনে বিকাশে হাসি,
কি হয় শেষাশেষি—
যে জানে সেই তো জানে ব'ল্‌বো কি বেশী—
বিকিয়ে গিয়ে কেনা বেচা জানের কদরে,
সওদাগরি প্রেমের নজরে॥

সানিয়া। এদের টাকায় আমি বেচি না। যদি কেউ প্রাণ দেয়, তবে তারে বেচি।

কাউ। বুড়ো বিবি, আমার তো একটী প্রাণ, কুচি কুচি ক'রে এক এক টুক্‌রো এক এক চাঁদের হাতে দিয়ে ছেড়ে দাও।

সানিয়া। আমার খদ্দেরের অভাব নেই।

মনিয়া। তোমার প্রাণের টুক্‌রায় আমাদের দরকার নাই।

কাউ। জিতা চাঁদ, ফের জিতা! যখন অধীনের প্রতি সদয় হ'য়ে কথা ক'য়েছ, তোমরা কে বল?

মনিয়া। আমাদের যদি পরিচয় চাও, তবে আমাদের সঙ্গে আস্‌তে হয়।

সানিয়া। আমার সঙ্গে এসো, এর চেয়ে ভালো ভালো জিনিষ দেখাচ্ছি, যেটি পছন্দ হবে, কিনে নিও।

কাউ। ব'ল্‌চো, ভাল মেয়ে মানুষ দেখাবে, —না রাজী হ'য়ে করি কি?

সানিয়া। আমাদের সঙ্গে মেয়ে সেজে যেতে হবে; পুরুষ যাবার হুকুম নেই, তা হ'লে গর্দ্দানা যাবে। কেমন, রাজী? আমার সখী হ'বে?

কাউ। চোক-কাণ বুজে, মরি-মারি ক'রে সখা পর্য্যন্ত হ'তে পারি, সখী কি ক'রে হব বল?

সানিয়া। মেয়ে মানুষ না সাজ্‌লে দরোয়ান আমাদের পথ ছেড়ে দেবে না।

কাউ। এ যে দরোয়ানজীর বড় আব্‌দার।

সানিয়া। এ রাজী হও তো হও, নইলে পথ দেখ। তুমি কি মনে ক'চ্ছ এরা বাঁদী—বাঁদী কিন্‌তে নিয়ে যাচ্ছি?

কাউ। এ যে তোমার জুলুম। মেয়েমানুষ হই কি ক'রে বল? তবে যদি তুমি জিনির রাণী হও, দু'একটা মন্ত্র ঝেড়ে ভোল বদলে দাও, তবেই হয়।

সানিয়া। তবে পথ দেখ, আমরা চল্লুম।

কাউ। আচ্ছা চল জিনির রাণী! সখী—সখীই সই। কিন্তু মেয়ে সাজিয়ে একখানা আয়না দিও,—মেয়ে সেজে গোঁফওয়ালা সুন্দরীটে একবার দেখে নেব। বুড়ো ইয়ার, তোমার হাতে আজ প্রাণ স'পেছি, যা ইচ্ছা কর। যা থাকে কপালে, জান কবুল বুড়ো বিবি! চল, এই তোমার পেছু নিলুম।

সখীগণের গীত

বিকিয়ে কিনে সওদা এনে হ'ল দায়।
বুঝি কি যাদু জানে, ধরা দিয়ে ধ'র্‌তে চায়॥
কি হয় কে জানে, প্রাণের বেড়ী মানা না মানে,
কুল-মান ভাসিয়ে দিয়ে কি হবে কিনে,
শেষে সারা হ'য়ে মানের দায়ে, ফির্‌তে
না হয় পায় পায়।
মরি ভেবে কি হবে কবে, অকূলে না যাই
ভেসে কূল কিসে রবে,
দেখিস্‌ খুব সাম্‌লে চলিস্‌,
মজাতে না মজিয়ে যায়॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সায়েদ খাঁর কক্ষ

সায়েদ খাঁ ও টাহার

টাহার। বাবা, তোমায় নেহাত ভোগা দিয়েছে। দেলেরা বেটী বেজায় বদ্‌খত শুনেছি। বেটী বনের বছরের বুড়ী, ওর সঙ্গে বে দিলেই পুত্র-শোক পাবে, আমি জানে বাঁচ্‌বো না।

সায়েদ। তোকে এ সব মিছে কথা কে ব'লেছে বল্‌তো?

টাহার। বাবা, সুন্দরীর কথা তার সখীর মুখে শুনেছি। তার কথায় এক প্রকার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটেছে। বেটী বট্‌ঠাকুরদাদার ভাত রাঁধ্‌তো, তুমি একথা ঠিক জেনো।

সায়েদ। আমার বন্ধুর মেয়ে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তুই এ সব কথা কি ব'ল্‌ছিস্‌? আমি

বন্ধুর কাছে দিব্যি ক'রেছি, তোর সঙ্গে তার বে দেব। তুই বে না ক'ল্লে আমি তেজ্য পুত্র ক'র্‌বো।

টাহার। বাবা, কাজিকে ডেকে আমায় কোতল ক'রে ফেল। সেই তো মরণ আছেই, বেটীর সঙ্গে চার চক্ষের চাওয়াচায়ি হ'লেই তো ঘুরে প'ড়ে ম'র্‌তে হবে। তার চেয়ে একটু ধীরে সুস্থে মরি।

সায়েদ। ও আবাগের ব্যাটা, অমন ক'চ্চিস্‌ কেন? আমি যে, চক্ষে দেখে পছন্দ ক'রেছি।

টাহার। বাবা, তোমার চক্ষের দুশো বাহবা! ও বাবা, মাইরি বাবা—তোমার পায়ে ধ'রে ব'ল্‌ছি বাবা—সে বেটী আই ঠাক্‌রুণ। আমার সঙ্গে এসো—দেখাচ্চি! দেখ্‌লেই তোমার গর্ভ-ধারিণীকে মনে প'ড়ে, ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌বে।

সায়েদ। তোর সঙ্গে কেউ প্রতারণা ক'রেছে। তুই গিয়ে তারে দেখে আয়। আমি তোরে পাঠাব মনে ক'রে দেলেরার কাছে বাঁদী পাঠিয়েছি যে, তুই আজিই সেথা যাবি।

টাহার। বাবা, আমি সেথা যেতে পার্‌বো না। বেটী ঘাড় ধ'রে বে ক'রে ফেল্‌বে।

সায়েদ। আরে এমন উল্লুক পুতও হ'য়েছিলি? তুই পরিচয় দিয়ে যেতে না চাস্‌, ছদ্মবেশে "দরোয়ান্‌" হ'য়ে তারে দেখে আয়।

টাহার। বাবা, তুমি ভারী বদিয়াতী সুরু ক'ল্লে।—তোবড়া ভাগাড়ে মাগীর জন্যে আমায় রামসিং সাজাবে?

সায়েদ। তোরে দেলেরাকে বে ক'র্‌তেই হবে।

টাহার। ভগবান্‌, অনাথের মুখ পানে চাও। বেটী যেন রাতারাতি ওলাউঠা হ'য়ে মরে।

সায়েদ। দ্যাখ্‌—এখনই তোর জবাব চাই, বে ক'র্‌বি কি না বল? একবার ভেবে নে, তার পর ঠিক্‌ বল।

টাহার। আচ্ছা বাবা, তুমি একটু স'রে দাঁড়াও, আমি একটু দম ছাড়ি।

[সায়েদ খাঁর প্রস্থান।

নেহারের প্রবেশ

নেহার। কিরে কি ভাব্‌ছিস্‌?

টাহার। তোর গলা ধ'রে একবার কেঁদে দেশত্যাগী হই দাদা! বাবা জেদ্‌ ক'রে ধ'রেছে, দেলেরার সঙ্গে আমার বে দেবে।

নেহার। দ্যাখ্‌—আমি কিন্তু শুনুলুম, দেলেরা সুন্দরী।

টাহার। শুনেছ, খুব ক'রেছ—তুমি দাদা আমার বাপের বিষয় নাও—আর দেলেরাকে বে কর।

নেহার। কথাটা শোন্‌ না। আমি দেলেরার বাড়ীর দোরগোড়ায় চার্‌ পাঁচ দিন ঘুর্‌ছি। যে গান-বাজ্‌নার আওয়াজ পেলেম,—ভাই, সে তো বুড়ো-বুড়ীর কারখানা নয়। যুবতী কণ্ঠে গানে প্রাণ ভরিয়ে দিলে।

টাহার। ঝাঁকে ঝাঁক কোকিল বাচ্চা ধরা আছে বুঝি?

নেহার। তুই আমার সঙ্গে আয়, তোর চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটুক।

টাহার। বাবা যে শাসন শাসিয়েছে, তাতে আমার যমের ভয় ছুটে গিয়েছে। আমার জানকে এখন থোড়াই দেখ্‌ছি!

নেহার। চল্‌ না কেন, দেখেই আসি।

টাহার। বাবা—বাবা—

সায়েদ। (প্রবেশ করিয়া) কিরে—কিরে—চেঁচাচ্ছিস্‌ কেন?

টাহার। বাবা, তুমি খবর পাঠাও, আমি বেটীকে দেখে এসে তোমার কথার জবাব দেব।

সায়েদ। বেশ কথা, আমি এখনি খবর পাঠাচ্চি, আজই দেখ্‌তে যা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দেলেরার বাটীর অভ্যন্তর

দর্পণ হস্তে নারীবেশে কাউলফ ও সানিয়া

কাউ। বুড়ো মিঞা না বুড়ো চাঁদ, বহুত আচ্ছা তোমার বাহাদুরী। বড় খুবসুরৎ ক'রে ছেড়ে দিয়েছ। এখন আর কি তোমার মাল-মসলা আছে—বা'র কর ধাড়ী যাদুকরী!

সানিয়া। আর কি বা'র ক'র্‌বো?

কাউ। আমি তো নাগরী, দুটো একটা নাগর টাগর বা'র কর।

সানিয়া। বলতো আমিই নাগর হ'তে পারি।

কাউ। তা হ'য়ো এখন বড় রাস্তায় গিয়ে। রকম সকম দেখাবে ব'ল্লে—কই দেখাও।

সানিয়া। আমার ভয় হ'চ্ছে, তুমি ভাল মানুষ নও।

কাউ। মানুষ আর কেমন ক'রে বল? তোমার মন্ত্রের চোটে ত নারী হ'য়েছি।

সানিয়া। দেখো—বেলেল্লাগিরি ক'র্‌বে না তো?

কাউ। তোমার চক্রে প'ড়ে যে বেলেল্লাগিরি ক'রেছি, তার চেয়ে আর কি ক'র্‌বো বল? ছিলেম সেনাপতি—এখন আয়না হস্তে পতি অন্বেষণ ক'চ্চি।

সখীগণের প্রবেশ ও গীত

নারী হেরে নারীর মন ভোলে
দেখ্‌লো কে এলো কি ছলে।
ঘন ঘন মুখের পানে চায়,
নয়ন দু'টি সাধে ভেসে যায়,
যেন লোটাতে চায় পায়,
ছল ক'রে চাঁদ ফাঁদ পেতেছে, যেন পড়িস্‌ না ঢ'লে॥
দেখিস্‌ হুঁসিয়ার, ওলো সাম্‌লে থাকা ভার,
নারী সেজে নারী মজায়, ভালয় ভালয় আয় চ'লে॥

১ সখী। ওলো ওলো, কে এলো—কে এলো?

২ সখী। ওলো তাই তো লো, মেয়ে সাজা কি হলো এলো?

কাউ। হলো আর কেমন ক'রে? তোমাদেরই মত কুলবালা তো দেখ্‌ছো?

৩ সখী। তুমি কে? বলি কথা কইচ না যে? এই মেয়ে মানুষের মহলে পুরুষ মানুষ কেন এলে বল দেখি? কথা কও না যে?

কাউ। তাই তো আমি কে? কোত্থেকে এসেছি—আচ্ছা বল দেখি?

৩ সখী। আচ্ছা তো, তুমি কে, আমরা ব'ল্‌বো?

কাউ। মাইরি চাঁদ, আমি গুলিয়ে গেছি! —কি ছিলেম, কোথায় ছিলেম, মেয়ে ছিলেম কি পুরুষ ছিলেম, কি ক'র্‌তে এসেছি, সব গুলিয়ে গেছি!—এ সুন্দরীর মাঠে হারিয়ে গেছি!

৩ সখী। সত্যি?

কাউ। ও সত্যি-মিথ্যে সব গুলিয়ে গিয়েছে। আমি যে আমি—তা ভুলে গেছি। আমি জেগে আছি কি ঘুমুচ্চি, তা জানি না। এমন যে কখন' হয় তা স্বপ্নেও জানি নে। তারপর হুজুরে হাজির আছি! এক একবার বুকের উপর চরণ দিয়ে চ'লে যাও!—গুলিয়ে গেছি চাঁদ, গুলিয়ে গেছি, আমাতে আমি আর নাই।

২ সখী। তুমি তো বড় বেহায়া।

কাউ। তুমি অমনি ঘুরে নাচ্‌বে, আর আমায় হায়া রাখ্‌তে বল? আমার যে নানা বেহায়া হয়নি—এই ঢের। তুমি দমক দিয়ে নাচ্চ, এ দেখে কোন ব্যাটা হায়া রেখেছে তা জিজ্ঞাসা করি? আমি বেহায়া! আমার চোদ্দপুরুষ বেহায়া, নইলে তোমাদের পাল্লায় পড়ি।

১ সখী। তুমি বড় মোহিত হ'য়েছ?

কাউ। মোহিত কি ব'ল্‌ছ?—হিতাহিত আর জ্ঞান নাই চাঁদ!

১ সখী। কাকে দেখে মোহিত হ'য়েছ?

কাউ। কাকে দেখে হইনি বল আগে?

২ সখী। তুমি এমন সুপুরুষ, আমাদের দেখে কি মোহিত হও?

কাউ। সুপুরুষ আর কেন বল, সু-নারী বল?

২ সখী। তা তুমি নারী হও আর পুরুষ হও, বল—আমাদের দেখে মোহিত হ'য়েছ?

কাউ। আমি তো আমি—আমার চাচা মোহিত হয়।

২ সখী। ব'ল্‌বে তো বল, নইলে আমরা চ'ল্লুম।

কাউ। যেও না যেও না—এখনি খুন হবো, এখনি পাহারাওয়ালায় বাড়ী ঘেরাও ক'র্‌বে।

২ সখী। তুমি ভারি জোচ্চোর।

কাউ। কবুল।

২ সখী। তুমি বদ্‌মায়েস।

কাউ। কবুল।

২ সখী। তোমার কাছে আমরা থাক্‌বো না।

কাউ। এইটী বেজায় ব'ল্লে!

২ সখী। তুমি কাকে চাও, সেইটী তোমার কাছে থাকুক, আর আমরা চ'লে যাই।

কাউ। একে একে বুকের উপর দাঁড়াও, আমি ঠাউরে বলি।

২ সখী। এ্যাঁ—তোমার সব চতুরালি!

কাউ। তোমাদের নয়নের কারিকুরীতে ছুরি মেরেছে চাঁদ! তোমায় সত্যি বলি, আমার হাড় কালি। খালি একবার মুখপানে চাও—আমি তর্ হ'য়ে আছি। (সানিয়ার প্রতি) বুড়ো জিনি, এইবার এইগুলো উৎরে নিলে বাঁচি। কি বল, হুকুম তো?

সানিয়া। আচ্ছা, কুচ্ পরোয়া নেই,—মরদ হো যাও।

কাউ। সাবাস! এবার মন্ত্র ঝাড়, আর ফিতে খুলে দাও।

সানিয়া। নারী ছিল দ্যাখ্ দ্যাখ্ লো,
এবার হবে মস্ত হুলো;—
ই'দুর নাদী মাখিয়ে মুখে,
দুটো ফ'ু নাকে ফ'ুকে,
গ'ুফো নারী পুরুষ করি।
কালা ধলা জিনি এসে,
কাঁধের উপর চেপে ব'সে,
মুখ টিপে ধর হে'সে হে'সে,
মেয়ের চটক যাবে খ'সে,
লঙ্কার ঝাঁজে মরুক কেসে।
দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ লো তোরা,—
পুরুষ হ'লো ছিল নারী।

কাউ। আর লঙ্কা পোড়াবে কেন জিনি, আমি অম্নি কাস্ছি। যে রূপসীর ফাঁসী দিয়েছ, আর দত্যি-দানা কেন ঘাড়ে চাপাবে? অম্নিই তো খুব জখম হ'য়েছি। (পুরুষ বেশ ধারণ) বাহবা চটকদার যাদুকরী! এবার যাও, বড় রাস্তায় গিয়ে নাগরী হও।

দেলেরার প্রবেশ

সখীগণের গীত

বড়িয়া মুস্কিল হি'য়া আগিয়া কোন্?
নেহি জানা পয়ছনা এ চোরেগা মন।
নয়না কাটারীকো সমঝ্লে ধার,
বহুত হ'ুসিয়ার, এ বহুত দাগাদার;
দেখ জান্কী না লেকে ভাগে, বহুত খবরদার
সম্ঝো আপনা বেগানা এহি নেহি আপন্।
বেগানা নেহি আপন্ শোন্—শোন্—শোন॥

কাউ। (দেলেরাকে দেখিয়া স্বগত) একি, এ যে কবির ধ্যানের মুর্ত্তি! এ যে আমার স্বপ্নের ছবি, আমি কি সত্যই কোন কুহকে আচ্ছন্ন হ'য়েছি,—বুঝি কি কোন কুহকিনী,— মানবীতে কি এত রূপ সম্ভব! মরি মরি— নয়ন ভ'রে গেল, হৃদয় ভ'রে গেল,—রূপ-সাগরে আমি ডুবেছি! মাধুরী—মাধুরী—সকলই মাধুরীময়! ভুবন মাধুরীময়!

১ সখী। ও সই, এ দাঁত ছিরকুটে ম'র্বে নাকি?

দেলেরা। চুপ কর, অনেক যত্নে পাখী ধরা প'ড়েছে।

২ সখী। গলায় ফাঁস বেশী ক'রে টেন না, —পাখীর প্রাণ—ফস্ করে মরে যাবে।

দেলেরা। তুইও যেমন, ও পুরুষের মন,— কখন কেমন কে জানে।

১ সখী। আর জানাজানিতে কাজ নেই,. দম কি রেখেছে? দেখ্ছো না—বেদম হ'য়ে প'ড়েছে।

২ সখী। ওহে বেগানা, তুমি আমাদের কি ব'ল্ছিলে?

কাউ। কিছু না—কিছু না, একটু স'রে দাঁড়াও।

১ সখী। বুকের উপর না আমাদের দাঁড়াতে ব'ল্ছিলে?

কাউ। আচ্ছা দাঁড়াও — দাঁড়াও — আমি ঠাউরে নিই। ও বিবি, ও সুন্দরি, ও চাঁদ, তুমি একটু এগিয়ে এসো না? মুখে একটু জল-ছিটে দাও না?

১ সখী। দাঁড়াও, আম্রা আগে এক এক সখী তোমার বুকের উপর দাঁড়াই। (দেলেরার প্রতি) তুই স'রে যা লো স'রে যা।

কাউ। উনি না স'রে, তোমরা একটু স'রে পড় না।

১ সখী। চল্ লো চল্, তবে আম্রা সব স'রে যাই।

২ সখী। আয় লো।

কাউ। তোম্রা তো অনেকক্ষণ ঘেরে ঘুরে ছিলে। উনি এই এলেন, ও'কে একটু আমার কাছে ব'স্তে বল না।

দেলেরা। তোমার কাছে ব'সে কি হবে?

কাউ। দেখই না কেন—কি হয়? আমার প্রাণ যায় যায় হ'য়েছে।

১ সখী। আহা হা!—তবে আমি কাছে যাই।

কাউ। কেন চাঁদ, আর ভঙ্গি ক'চ্চ? যেমন নারাজ ছিলে, তেমনি নারাজ থেকে যাও না। ও'রে একটু কাছে পাঠিয়ে দাও না?

২ সখী। ওলো যাস্‌নে যাস্‌ নে—ও বড় বদ্‌ লোক! এই আমাদের ডাক্‌ছিল—ব'ল্‌ছিল, বুকে দাঁড়াও। আবার এখন ব'ল্‌চে, স'রে যাও।

কাউ। যা ব'লেছি ব'লেছি! একটু ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে নাও। ও সুন্দরি—সুন্দরি, কাছে এস, নইলে মরি!

দেলেরা। কেন, তোমার কাছে যাব কেন?

কাউ। কেন যাবে তা কি তুমি জান না? —জান! আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'র না। আমার কি চক্ষু নাই? আমি কি মানুষ নই? তোমার ছবি রাখ্‌বার আমার হৃদয়ে কি স্থান নাই? তোমার ভুবনমোহিনী রূপের ছটায় মুগ্ধ না হয়, এমন কি কেউ আছে? সুন্দরি, ছলনা ছাড়—আমার নিকটে এস।

দেলেরা। তোমার কাছে যাব, গেলে তুমি কি ভাব্‌বে?

কাউ। কি ভাব্‌বো, পৃথিবীতে স্বর্গ পেয়েছি ভাব্‌বো—মানব-জনম সার্থক ভাব্‌বো! নিষ্ঠুর হ'য়ো না—দূরে থেক' না। তুমি কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না—আমার অন্তরে কি হ'চ্চে! যখন দেখা দিয়েছ, এস কাছে এস, কথা কও—প্রাণ জুড়াও!

দেলেরা। তুমি কি ব'ল্‌চো, তা তুমি বুঝ্‌ছ না। আমি কুলকামিনী, তা কি তুমি জান না?

কাউ। আমি কিছুই জানি না,—আমি উন্মাদ হ'য়েছি এই জানি.—আমার বোঝ্‌বার শক্তি কই যে বুঝ্‌বো? যখন তুমি আমায় এনেছ, তখন যে পায়ে স্থান দেবে—এই আমি জানি। বিধাতা তোমায় কোমলতায় গ'ড়েছে, তোমার হৃদয় কঠিন, আমি কখনও বুঝ্‌বো না। ছিঃ ছিঃ, এখনও দূরে রইলে? এখনো কাছে এলে না? না এসো, অনুমতি দাও—আমি তোমার কাছে যাই।

দেলেরা। না না আমি যাচ্চি (নিকটে আসিয়া) কি ব'ল্‌বে বল?

কাউ। কিছুই ব'ল্‌বো না, তোমায় দেখ্‌বো। তুমি কি বল শুন্‌বো, তোমার পায়ে ফির্‌বো।

১ সখী। তুমি কত লোকের পায়ে ফির্‌বে?

কাউ। ব্যঙ্গ ক'রো না। যখন ব্যঙ্গের সময় ছিল, তখন ব্যঙ্গ ক'রেছি। আর আমার ব্যঙ্গের শক্তি নাই. আমি আত্মহারা। আমার জীবনের সুখ-দুঃখের মাঝে সন্ধিস্থল উপস্থিত।

দেলেরা। তুমি ওরূপ কথা ছাড়। আমার কথা শোন—এসেছ, এস আমরা আমোদ করি। ব'স—আনন্দ কর, পান কর। কিন্তু অন্য ভাবে কথা ক'য়ো না।

কাউ। ভাল, তোমার যা অনুমতি—তাই ক'র্‌বো। কিন্তু আমার অন্তরে অন্যরূপ ক'র্‌বে। পিপাসী হৃদয় তোমায় চাচ্চে, আমি কেমন ক'রে নির্ব্বাণ ক'র্‌বো? আমার দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা কেমন ক'রে শীতল ক'র্‌বো? আমার অন্তর ব'ল্‌ছে. তুমি আমার সর্ব্বস্ব! কি ব'লে অন্তরকে শান্ত ক'র্‌বো? ভাল, কথায় না ব'ল্‌তে বল, ব'ল্‌বো না। কিন্তু এই আমার মিনতি, আমার মনের ব্যথা বুঝ।

দেলেরা। তুমি আমার কথা শোনো।

কাউ। বল, আমি সহস্র কর্ণে শুন্‌বো—প্রতি লোমকূপে শুন্‌বো! বল—বল—কি ব'ল্‌বে বল?

দেলেরা। প্রতারকেও তো অবিকল তোমার মত ব'ল্‌তে পারে?

কাউ। হ'তে পারে। কিন্তু তুমি কি আমায় দেখ্‌ছো না—তোমার মাধুরীময়ী দৃষ্টি কি আমার হৃদয় ভেদ ক'ত্তে পাচ্চে না? আমি প্রতারক, এ কথা কি সত্যই তোমার মনে উদয় হ'চ্চে? পরীক্ষা ক'র্‌বে—কর! কি পরীক্ষা চাও বল, আমার একদিকে স্বর্গ আর একদিকে নরক, আমার কোথায় স্থান, তাই তোমার মুখে শুনি। কি কঠিন পরীক্ষা আছে বল?

দেলেরা। ব'ল্‌বো, এখন নয়।

কাউ। তুমি আশা দিচ্চ, আমি আশা ধ'রে থাক্‌বো। আমি আমার মন জানি, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব। এমন কঠিন পরীক্ষা কিছুই নাই, যাতে আমি পরাঙ্মুখ হব। দেখ' —যেন আমি আশায় নিরাশ না হই।

দেলেরা। তুমি কে?

কাউ। আমার নাম কাউলফ্‌—আমি

বাদসার সেনাপতি। কিন্তু জাঁহাপনা আদর ক'রে আমায় বন্ধু বলেন। স্বর্গীয় বাদসার কার্য্যে আমি নিযুক্ত হই। তাঁরই আশীর্ব্বাদে তাঁর শত্রু জয় ক'রেছিলেম। নিজগুণে তিনি চিরদিন আমায় পুত্রের ন্যায় পালন ক'রেছিলেন। মৃত্যু-কালে আমাকে সাহাজাদা মির্জ্জানের হস্তে সমর্পণ ক'রে যান; এ নিমিত্ত বাদ্‌সা মির্জ্জান আমায় ভ্রাতার ন্যায় দেখেন।

দেলেরা। হ্যাঁ, তুমি যে ব'ল্লে, বাদসা তোমায় ভায়ের মতন দেখেন, বাদসার অন্দর-মহলে যাও?

কাউ। হ্যাঁ।

দেলেরা। বাদসার প্রধানা বেগম শুনেছি—গোলেন্দাম। তারে তুমি দেখেছ?

কাউ। দেখেছি।

দেলেরা। তিনি কেমন দেখ্‌তে?

কাউ। যতদিন তোমায় দেখি নাই, মনে ক'র্‌তুম—তিনি বড় সুন্দরী। আজ আর তা মনে করি না।

দেলেরা। আমি কে—জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে না?

কাউ। তুমি দেবী, স্বর্গের হুরি। আমি তোমার অন্য পরিচয় চাই না।

দেলেরা। আমি যদি দুশ্চারিণী হই?

কাউ। তুমি যে হও, আমার হৃদয়ের পূজার বস্তু।

দেলেরা। ও বুঝেছি বুঝেছি, যারে দেখ—তারে দেখেই এরূপ মুগ্ধ হও—নয়? নচেৎ আমার পরিচয় চাচ্চ না কেন?

কাউ। তুমি নারী-রত্ন! কি পরিচয় দেবে দাও। প্রাণেশ্বরি! (আলিঙ্গন করিতে উদ্যত)

দেলেরা। একি? ছিঃ ছিঃ—একি তোমার রীত! [দেলেরার প্রস্থান।

কাউ। যেও না যেও না, ক্ষমা কর। (স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান) (স্বগত)

দেখি বা এমন, জাগিয়ে স্বপন,
চ'লে গেল তবু একি এ ঘোর!
কি হ'লো কে এল, কোথা চ'লে গেল,
মোহিনী-সুরায় চিত বিভোর!
কুহকীর মায়া, কুহকের কায়া,
কুহক-তুলিতে নয়ন আঁকা!
চকিতে দেখিতে, মিশাল চকিতে,
রহিল মোহিনী হৃদয়ে মাখা!

১ সখী। দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ? এস, দেলেরার কাছে নিয়ে যাই।

কাউ। তুমি আমার হৃদয়ের সখী।

১ সখী। এঃ—মনে থাক্‌লে হয়! এস।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দেলেরার কক্ষ

টাহার ও নেহার

টাহার। বাবা মনে ক'রেছে—আমি বোকা ছেলে, আমি সেয়ানার যাসু। টাকার জন্যে এক বেটী কাল পেঁচীকে ধ'রে বে দেবে, তাতে আমি রাজী নই। গুলজার মেয়েমানুষ চাই। মেয়েমানুষ বুকে ব'সে দেল্‌খোস ক'রে দেবে না?

নেহার। তা তুমি দেল্‌খোস ক'র্‌বে, আমায় গাওয়া দিতে আন্‌লে কেন ভাই? তোমার প্রেমে যে জরজর ক'রে তুল্লে। দিন কতক ঢেউ তুল্লে, দেলেরা যেন পরীজাদ, এখন ব'লছিস্—মাম্‌দোর বাচ্ছা।

টাহার। তুই আমার প্রাণের দোস্ত, যখন যা শুনেছিলুম—ব'লেছি। বাবা ব'লেছিল—'পরীজাদ'! ব'লেছিলেম—'পরীজাদ'। এখন শুন্‌চি—ধাড়ী মাম্‌দোর বাচ্ছা, তাই ব'ল্‌ছি। তোরে কিন্তু, যেমন দেখ্‌বি, বাবাকে ঠিক্‌ঠাক্‌ ব'ল্‌তে হবে।

নেহার। ওরে মাল আছে, মাল আছে—গানের ঝঙ্কার শুন্‌ছিস্ নি?

টাহার। বেটী পাপিয়া পুষেছে। বাঁদী বেটী তো বসিয়ে গেল, এখনও কই যে কেউ উঁকি-ঝুঁকি মারে না।

নেহার। ক'নে সেজে-গুজে বেরুবে না?

মনিয়ার প্রবেশ

মনিয়া। আপ্‌নারা কে?

নেহার। তুমি কে?

মনিয়া। আমি দেলেরার সখী।

টাহার। সখী কেন—তিনি নিজে উঁকি ঝুঁকি দিন না, আমরা তাঁকে দেখ্‌তে এসেছি।

মনিয়া। আপ্‌নারা কে—আগে পরিচয় দিন।

টাহার। কেন—আমি টাহার, আমার বাবার চিঠি পাও নি? দেলেরা আস্‌তে ব'লেছে, তবে এসেছি। অম্‌নি এসেছি! নাও নাও—তোমার সখীকে ডাক, তোমার কাছে নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় দিচ্ছি নি।

মনিয়া। আপনি টাহার? কখনই নয়! তিনি মহা সৌখিন পুরুষ, দুবেলা মুর্গীর নাদীতে মুখ সাফ করেন, মুখে চূণ মাখেন। তিনি মহা রসিক পুরুষ, খালি নাচেন আর হাঁসেন। তিনি ভারি গুণবান্—দেদার খরসান তামাক খান আর কাসেন।

টাহার। ওরে, বেটী বলে কি! বাবা বেটা পাগ্‌লা গারদে ছেড়ে দিলে না কি?

নেহার। ওরে রসিকতা ক'চ্চে—রসিকতা ক'চ্চে।

টাহার। এ যে বেজায় রসিকতা বাবা, বেটী মুখে মুর্গীর নাদী মাখাতে চায়!

নেহার। চেপে যা না, চেপে যা না। (মনিয়ার প্রতি) ইনিও মুখে মুর্গীর নাদী মাখেন।

মনিয়া। কচু পোড়া খান?

টাহার। খাই রে বেটী খাই, এখন তোর নানিকে ডাক্ না—দেখে স'রে পড়ি।

মনিয়া। আমড়া গাছের ডাল ধ'রে ঝোলেন?

টাহার। ঝুলি।

মনিয়া। কাঁচ তেঁতুল পাতা চিবোন?

টাহার। তোর গুষ্টির মাথা চিবুই। এখন ডাক্‌বি কি না বল? না ডাকিস্—সাফ্ জবাব দে, পাশ কাটাই।

সানিয়ার প্রবেশ

সানিয়া। কই কই, আমার প্রাণেশ্বর কই?

টাহার। ও বাবা!

সানিয়া। হৃদয়েশ্বর, হৃদয়ে এসো।

টাহার। নেহার, দেখ্‌ছিস্ কি? এখুনি খুন-খারাপি হবে।

সানিয়া। হৃদয়-কান্ত, জীবিতেশ্বর!—

টাহার। খপরদার বেটী, স'রে দাঁড়া।

নেহার। ওরে টাহার, স'রে পড়ি আয়, বেটী আমার পানেও চাচ্চে।

সানিয়া। প্রাণেশ্বর, আমার চন্দ্রবদন দেখ,—এই দেখ, এক দিকে গোঁফ এ'কেছি।

নেহার। ওরে সত্যি, বেটী একদিকে গোঁফ এ'কেছে।

সানিয়া। দেখ প্রাণেশ্বর, এ গালে চেয়ে দেখ।

টাহার। ওরে সিঁদুর মেখেছে, বেটী শেতলার মামী।

সানিয়া। আবার প্রাণেশ্বর, আমার রসভরা রসনা দেখ—

নেহার। টাহার, সাম্‌লা, বেটী কাম্‌ড়াবে।

সানিয়া। আর দেখ প্রাণনাথ, চুলে ঝাঁপা বেঁধেছি দেখ।

টাহার। বেশ দেখেছি বাছা—বেশ দেখেছি। (গমনোদ্যত)

নেহার। (দোর ঠেলিয়া) ওরে পালাবি কোথা? বেটী দোরে শিক্‌লি দিয়েছে।

সানিয়া। ভয় কি বঁধু, আমার হৃদয়-কপাট খোলা আছে। প্রাণেশ্বর, যদি বল তো এখনি আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকার সাক্ষী ক'রে, তোমার বন্ধুর ঘাড়ে চ'ড়ে তোমায় সাদি করি।

মনিয়া। (নেহারের প্রতি) ওহে ঘোড়া হও—ঘোড়া হও।

নেহার। হ্যাঁ গা বাছা, তোমরা কে? তোমরা কি উপদেবতা? তা বক্‌রা-বক্‌রী, মোর্‌গা-মুরগী যা চাও—তাই দিচ্চি:—দোরটা খুলে দাও, হাওয়ায় গিয়ে হাঁফ্ ছাড়ি।

মনিয়া। (নেহারের প্রতি) আমার সখীর প্রাণেশ্বরের বন্ধু, তুমি ঘোড়া হও—নিদেন বেড়াল হও। আমার সখী ঘোড়ার মাংস বড় ভালবাসে।

সানিয়া। (মনিয়ার প্রতি) সহচরি, আলো নিবিয়ে দাও।

নেহার। তোবা, তোবা! টাহার, তোর পিরীতে প্রাণ খোয়ালেম।

টাহার। মাসীমা, দোর খুলে দাও। (মনিয়ার আলোক নিবান)

উভয়ে। ওরে বাপ্ রে, ওরে মাসী রে!

অন্ধকারে দেলেরার প্রবেশ

দেলেরা। টাহার, তুমি আমায় সাদি ক'র্‌বে না?

টাহার। না ধরম্ মা, ঝক্‌মারি ক'রে এসেছি।

সানিয়া। দেখ—ধর্ম্ম সাক্ষী, তুমি দেলেরাকে ত্যাগ ক'রে চ'ল্লে?

টাহার। ধর্ম্মের সাতগুষ্টি সাক্ষী। আর যদি এ পথে চলি—আমার নাক্ কাম্‌ড়ে খেও।

নেহার। আর আমি যদি এ ধারে ঘেঁষি তো আমার গর্দ্দানা মুচ্‌ড়ে নিও।

সানিয়া। তবে সখি, দোর খুলে দাও। আমার প্রাণেশ্বর সবন্ধু বিদায় হোন।

টাহার। আর প্রাণেশ্বর কেন মাসী, ধরম ছেলে বল।

সখীগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত

ঝুমুড় নেড়ে ধর তেড়ে ঝুঁটী,
থাওয়া মাটীতে লুটোপুটী।
থেপ্‌ড়ে ব'সে চাপ্ না গর্দ্দানা,
দু'টো চোখ উপ্‌ড়ে নিয়ে ক'সে চিবো না,
ছিঁড়ে নেনা নরম্ নরম্ মাংস দু'খানা
মুড়ি দুটো খুড়ে নেত—
ঘুচুক্ বিয়ের ভিরকুটী।
আঁশ বঁটিতে আয় লো কাটি,
আমোদে হই কুরকুটী॥

দেলেরা। তবে টাহার, ত্যাগ ক'রে চ'ল্লে?

টাহার। বাবা ব'লে।

মনিয়া। (নেহারের প্রতি) তুমিও চ'ল্লে?

নেহার। হ্যাঁ ধরম্ চাচীর ঝি? এই নাকে খৎ দিয়ে।

(নেহার ও টাহারের দ্রুত প্রস্থান এবং অপরদিকে সানিয়ার প্রস্থান।

১ সখী। রঙ্গময়ি, এ তো এক রঙ্গ হ'লো। আর ওদিকে আর এক রঙ্গ হ'চ্চে। তুমি রাগ ক'রে চ'লে এসেছ, কাউলফ যে কি হ'য়েছে, তা তোমায় কি ব'ল্‌বো। তার মুখ দেখে আমাদের প্রাণ কেমন ক'চ্চে!

দেলেরা। দ্যাখ্ দেখি—দু'বার আমায় আলিঙ্গন ক'র্‌তে এলো।

১ সখী। রঙ্গিণী লো রঙ্গিণী—তার অপরাধ কি বল দেখি? তোমার রূপ দেখে আমরাই উন্মত্ত হই। ভাগ্‌গিস্ পুরুষ নই, তা' হলে এতদিন কবে ম'র্‌তুম।

দেলেরা। ম'রে ভাস্‌তিস্ লো ভাস্‌তিস্।

১ সখী। ভাসি না ভাসি, ভাজা খোলার খই হ'তুম বটে।

দেলেরা। আর সেই খই দই দে খাইয়ে তোরে ঠাণ্ডা ক'র্‌তুম।

১ সখী। তা কাউলফকে ঠাণ্ডা কর।

দেলেরা। আচ্ছা, তোরা ব'ল্‌ছিস্—তারে ডাক্।

১ সখী। রসবতী লো রসবতী—ঠোসাকি আমার! আম্‌রা কিনা তারে ডাকিয়েছি, আমরা কিনা তার জন্যে রাস্তার পানে চেয়ে থাক্‌তুম, আমরা কি না আহার-নিদ্রা ছেড়ে, দিন রাত্তির তার জন্যে ভাব্‌তুম!

দেলেরা। তবে যা, আমি—

১ সখী। আচ্ছা তাই তাই, আমরা ব'ল্‌ছি, তারে ঠাণ্ডা কর। কাউলফ কেঁদে চ'লে যাবে, উনি রাত্তিরে প'ড়ে কাঁদ্‌বেন—সে ভাল হবে।

কাউলফের প্রবেশ

কাউ। দেলেরা দেলেরা, আমায় মার্জ্জনা কর, আমি পাগল, আমি কি ক'রেছি জানি না! তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি গোলাম, গোলামের পদে পদে অপরাধ!

দেলেরা। আমি কুলস্ত্রী, তোমায় বার বার ব'লেছি।

কাউ। আমি—আমার জেনে ধ'র্‌তে গিয়েছি।

দেলেরা। তবে এখন আমি তোমার নই।

কাউ। তুমি আমারই ঈশ্বরী, আমি তোমার গোলাম, তোমার হুকুম শুন্‌বো। আবার যদি অপরাধ করি, আবার মার্জ্জনা চাব। তুমিও মার্জ্জনা ক'র্‌বে। গোলামকে পায়ে ঠেল্‌বে কেমন ক'রে?

দেলেরা। একটী সত্যি কথা বলো।

কাউ। মার্জ্জনা ক'রেছ?

দেলেরা। আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্চি—আগে বল।

কাউ। কি বল?

দেলেরা। গোলেন্দাম কেমন সুন্দরী?

কাউ। তুমি তো বার বার জিজ্ঞাসা ক'রেছ, আমি বার বার উত্তর দিয়েছি যে, বেগম সাহেবকে যখন প্রথম দেখি, তখন আমি মনে ক'রেছিলেম, জগতের রৌসন! ধর্ম্মপরায়ণা—

গুণবতী, এমন আর হয় না। কিন্তু আজ আমার আর সে ভাব নাই। আমি তোমায় দেখেছি, তোমার সঙ্গে কথা ক'য়েছি, তোমার গুণের পরিচয় পেয়েছি।

দেলেরা। তা বেশ। এখন বল, তারে তুমি ভালবাস কেমন?

কাউ। ছিঃ ছিঃ, ও কি কথা ব'ল্‌ছ?—বাদসা কৃপা ক'রে আমায় অন্দর-মহলে যেতে দেন।

দেলেরা। নইলে, আর তুমি তাঁর সঙ্গে আলাপ কর কি ক'রে। তুমি চতুর, তুমি তো আর সব ব'ল্‌বে না!

কাউ। তুমি বল, আমায় মার্জ্জনা ক'রেছ?

দেলেরা। তোমায় মার্জ্জনা ক'র্‌তে নেই, আর আমার মার্জ্জনাতেই বা তোমার দরকার কি? তবে তুমি ব'ল্‌ছ, আমি তোমায় ব'ল্‌ছি—মার্জ্জনা ক'রেছি।

কাউ। তুমি কথার ভাবে আমায় ব'ল্‌চ যে, আমি অপর স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রণয় করি। কিন্তু শোন, আমি আজীবন সৌন্দর্য্যের ধ্যানে জীবন অতিবাহিত ক'রেছি। কিন্তু আমার ধ্যানের মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই। এই জন্যে কারও সঙ্গে কখনও প্রেমালাপ করি নাই, ভেবেছিলেম—এক রকমে জীবন কাটিয়ে দেব।

১ সখী। তবে বাঁদী টাঁদী কেনেন?

কাউ। না—তখন তোমাদের বাঁদী মনে ক'রে কিন্‌তে চেয়েছিলেম, তার কারণ—বাঁদীকে দেখ্‌লে আমি প্রাণে বড় বেদনা পাই। ভাবি, এরা পরাধীনা—স্বাধীন প্রেমালাপে বঞ্চিতা। তাই ভেবেছিলেম, তোমাদের কিনে নিয়ে স্বাধীনতা দেব।

১ সখী। তবে মেয়ে সেজে এখানে এসেছিলে কেন?

কাউ। ব'ল্‌লেম তো—আমার সুন্দরী দেখ্‌বার বড় সাধ। বৃদ্ধা ব'লেছিল—সুন্দরী দেখাবে। আমি সুন্দরী দেখ্‌বার আশায় এসেছিলেম।—আমি ধ্যানের ছবি দেখ্‌লেম।

দেলেরা। তা এখন ঘরে যাও, রাত অধিক হ'য়েছে।

কাউ। তুমি বিদায় দিচ্চ—আমি যাচ্চি, কিন্তু আশায় প্রাণ বেঁধে,—যেন আশায় বঞ্চিত না হই। আর কি কখনও দর্শন পাব?

দেলেরা। কাল সানিয়া তোমায় নিয়ে আস্‌বে, দেখো—ভুলে থেকো না। যেখানে আজ ছিলে, কাল সেখানে এসো।

কাউ। ভুলে থাক্‌বো? কি জানি—তুমি কি বল আমি বুঝ্‌তে পারি না। তোমার কথা শুনে আমার ব্যথা লাগে! আমার প্রতি তোমার ভাব যেমন হয় হোক, কিন্তু আমি যে তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, এই কথা তুমি বুঝো—এই আমার প্রার্থনা।

দেলেরা। আচ্ছা, কাল এসো—তার পর বুঝ্‌বো। [কাউলফের প্রস্থান।

সই, সই, কি বুঝ্‌লি,—ও কি আমার হবে? যে ওরে দেখ্‌বে, সেই-ই মন-প্রাণ সমর্পণ ক'র্‌বে। ওরে দেখে যে মুগ্ধ না হয়, তার নারীর হৃদয় নয়। আমি তো ম'জেইছি, আর কত নারী যে ম'জেছে তা আমি জানি নে!

দেলেরার গীত

মনের মতন নয়ত পোড়া মন।
যতনে রতন এনে ক'রেছিলো অযতন॥
আদরে আনিয়ে ঘরে, কাঁদায়েছি অনাদরে,
রহে রতন যতন-আদরে;
এলো সে সোহাগ ভরে, ব্যথা দিয়েছি অন্তরে,
সাধিতে কেঁদেছে কত, ভেসে গেছে দু'নয়ন॥
করিয়ে মানের কান, করিয়াছি অপমান,
একি লো মনের ছলা, মন নয় মনের মতন॥

সখীগণের গীত

সই সই, গেল যামিনী।
বিনোদে বিদায় দিয়ে ব্যাকুলা কামিনী॥
হেরিয়ে অরুণ-রাগ, বাড়িল সোহাগ-রাগ,
হৃদে উঠে অনুরাগ লাজে মলিনী।
বিষাদ বদনে মাখা, বিষাদ নয়নে আঁকা,
হাসিতে বিষাদ ঢাকা, সয় ব্যথা সোহাগিনী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাউলফের কক্ষ

মির্জ্জান ও কাউলফ

মির্জ্জান। বাঃ—এক্‌লা মজা ক'র্‌বে? আমায় আজ নিয়ে চল।

কাউ। না—না, তা হবার যো নাই।

শন্‌লেন তো গোপনে মেয়ে মান্‌ষ সাজিয়ে নে যায়।

মির্জ্জান। ওড়না কাঁচুলীতে যদি তোমার গায়ে ফোস্কা না পড়ে, আমার গায়ে প'ড়্‌বে না। ভয় কিহে—আমি কেড়ে নেব না।

কাউ। মাপ করুন।

মির্জ্জান। আপনি মাপ করুন। বাদ্‌সা হ'য়েছি ব'লে আমাদের কি আর ইয়ারকি দেবার সখ নেই। তুমি কি চতুর! এদিকে মেয়ে মানুষের মুখ দেখ না, নাচ হ'লে উঠে যাও, আর লুকিয়ে বাঁদী কিন্‌তে গিয়ে সারারাত ডুবে জল খেয়ে এলে। আমায় নিয়ে যাবে তো চলো; নইলে আমি সব কথা গোলেন্দামকে ব'লে দেব। ব'ল্‌বো—"দেখ গোলেন্দাম, তোমার বন্ধু মেয়ে মানুষের মুখ দেখেন না, কিন্তু এদিকে লুকিয়ে বাঁদী কিন্‌তে গিয়ে বাঁধা প'ড়েছেন।"

কাউ। সে আমি কিনে ছেড়ে দেব ব'লে কিন্‌তে গিয়েছিলেম।

মির্জ্জান। হ্যাঁ—কিনে ক'ল্‌জের উপর ছেড়ে দেবে, ছাতির উপর লুট্‌বে। যাও—যাও, তোমার লুকোচুরি খেলা আমি এত্‌দিনে বুঝে নিয়েছি। তাই তো বলি, যুবা পুরুষ—এত্‌দিন আওরাৎ ভিন্ন থাকে।

কাউ। সত্য ব'ল্‌চি।

মির্জ্জান। আমিই কি মিথ্যা ব'ল্‌চি! নিয়ে যাবে কি না বল, নইলে আমি গোলেন্দামকে গিয়ে বলিগে, যে তোমার সখের কাউলফ সাহেব—যিনি মেয়ে মানুষের মুখ দেখেন না,—পিরীতের ফাঁদে প'ড়ে, সারারাত জেগে, চোখ রাঙ্গা ক'রে, ফোঁস ফোঁস সাপের মত নিশ্বাস ফেলে, ঘন ঘন চেয়ে দেখ্‌ছেন, কখন সূর্য্য অস্ত যায়—কখন মাসুকের কাছে পোঁছোবেন। এই আমি ব'ল্‌তে চ'ল্লেম।

কাউ। বেগম সাহেবকে ব'ল্‌বেন না. আমায় বড় লজ্জা দেবেন, দোহাই জাঁহাপনা!

মির্জ্জান। আর জাঁহাপনা! জাঁহাপনায় জাঁহাপনা ভোলেন না। ভাল চাও তো সঙ্গে নিয়ে চলো. নইলে আমি ব'ল্‌তে চ'ল্লুম।

কাউ। দু'জনে গেলে যেতে দেবে না। আমায় এক্‌লা আস্‌তে বিশেষ ক'রে ব'লেছে। আপনাকে ব'লেছি, যদি টের পায়. তা হ'লেও মুস্কিলে প'ড়্‌বো। দেলেরা বড় অভিমানিনী, তা হ'লে আমায় মাপ ক'র্‌বে না—একেবারে ত্যাগ ক'র্‌বে।

মির্জ্জান। আচ্ছা, একটা উপায় করা যাক্‌ এসো। আমি তোমার সঙ্গে গোলাম হ'য়ে যাব।

কাউ। রসুল আল্লা—কি আজ্ঞা ক'র্‌চেন? আমি জিভ্‌ কেটে ফেল্‌বো, তবু জাঁহাপনাকে গোলাম ব'লে পরিচয় দিতে পার্‌বো না। স্বর্গীয় বাদসা—যিনি আমার পিতা অপেক্ষাও বড়, তাঁর কোপে আমি ভস্মীভূত হ'য়ে যাব।

মির্জ্জান। রাখ রাখ—তোমার চতুরালী রাখ। আমি তোমার দোস্ত, বাদ্‌সা নই। যদি দোস্ত—দোস্তের গোলামী ক'র্‌তে স্বীকার না পায়—সে আর দোস্ত কি? আর আমি এ গোলামী ক'চ্চি নি, আমি ইচ্ছা ক'রে গোলাম সাজ্‌ছি—এতে তোমার আপত্তি কি? তবে ফাঁকী দিতে চাও—দোসরা বাৎ। কিন্তু আমি তোমায় ছাড়্‌চি নি, ফাঁকে প'ড়্‌চি নি—নইলে তোমার পেছুনে পেছুনে যাব। দেলেরার সঙ্গেও দোস্তি ছোটাব, আর গোলেন্দামকে ব'লেও লজ্জা দেব। তোমার গোলাম সাজ্‌বো—এতে আর দোষ কি? আমার যদি বক্‌তে ও রকম দেলেরা জোটে, তোমায় গোলাম সাজাব; ব্যস্‌—শোধ যাবে। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে;—চল, তয়ের হইগে।

কাউ। যেমন হুকুম। কিন্তু যদি টের পায়, আমার সে পথ বন্ধ হবে।

মির্জ্জান। ভয় নেই—ভয় নেই, আমি সে পথে কণ্টক হব না।

কাউ। আপনি দায়ী?

মির্জ্জান। স্বীকার।

গোলেন্দামের প্রবেশ

গোলেন্দাম। কাউলফ, কাল তুমি কোথায় ছিলে? হিন্দুস্থানের আমদানী থেকে, সওদাগর তিনটি ডাব বাদ্‌সাকে সওগাদ দিয়েছিল। আমি তোমার জন্যে স্বহস্তে রন্ধন ক'রে, সেরাজী সরাপের সঙ্গে সেই ডাবের জল খাওয়াব ব'লে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাই। বাদসা আমায় ব'ল্লেন, তুমি বাড়ী নাই। অধিক রাত্রে আবার লোক পাঠিয়েছিলেম। কাল কোথায় ছিলে?

কাউ। আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

গোলে। কই, রাত্রে তোমার তো কখন' কোন প্রয়োজন থাকে না!

মিজ্জান। রাত্রে তুমি তো তোমার বন্ধুর কাছে থাক না, কোন খবরও রাখ না,—উনি হ'চ্চেন নিশাচর!

গোলে। সত্যি নাকি কাউলফ? কোন ভাগ্যবতীর প্রতি সদয় হ'য়েছ না কি?

কাউ। জাঁহাপনার যা ইচ্ছা হয় ব'ল্‌তে পারেন, কিন্তু বেগম সাহেব আমায় জানেন।

গোলে। তোমায় জান্‌বো কি ক'রে বল? পুরুষের মন পড়া—বড় সিদে নয়। সে তোমার বাদ্‌সাকে দিয়ে জানি।

মিজ্জান। আর রমণীর মন ফটিক জল, সে আমি বেগম সাহেবকে দিয়ে জানি।

গোলে। জানই তো,—এখন এসো—সেরাজি কার্ফা খোলা র'য়েছে; ডাবের জল কড়া হ'য়ে যাবে।

মিজ্জান। কি বল কাউলফ?

কাউ। বেগম সাহেব, আজ মার্জ্জনা করুন।

মিজ্জান। ঐ দেখ, বোঝ,—এখন আর তোমার সে কাউলফ নাই।

গোলে। কি কাউলফ, তুমি আস্‌বে না?

কাউ। বেগম সাহেব, আপনার আজ্ঞা আমি ঠেল্‌তে পারি নে,—আপনি যদি অনুমতি দেন —আমার বিশেষ প্রয়োজন।

গোলে। এমন কি প্রয়োজন?

কাউ। বাদ্‌সানন্দ জানেন।

মিজ্জান। হ্যাঁ গোলেন্দাম, আজ তুমি ক্ষমা কর, কাল সকালে তোমার অতিথি হব।

গোলে। কাউলফের সঙ্গে তুমি যাবে না কি?

মিজ্জান। হ্যাঁ।

গোলে। তবে কাউলফ একা নয়,—তুমিও তার সঙ্গে নিশাচর হবে?

কাউ। আমরা এলুম ব'লে।

গোলে। তবে আমি উদ্যোগ ক'রে রাখি, তোম্‌রা কাজ সেরে এসো।

কাউ। আমরা একজন ফকীরের কাছে যাচ্ছি, কি জানি কত বিলম্ব হয়। আপনি উদ্যোগ ক'রে ব'সে থাক্‌বেন?

গোলে। যতই বিলম্ব হোক্‌। তুমি কি আজ নূতন জান্‌লে যে, তোমাদের জন্য বিলম্ব করা আমার আনন্দ।

কাউ। ফকীর খানার উদ্যোগ ক'র্‌বে ব'লেছে।

গোলে। সে কি—কে ফকীর, যার-তার খানা খেও না—বাদ্‌সাকে খেতে দিও না।

মিজ্জান। সে একজন জ্যোতিষী। তার কাছে গোণাতে যাচ্চি, কাউলফের কার সঙ্গে প্রেম হবে!

গোলে। কাউলফের প্রাণে আবার প্রেম!—ও লড়াই ক'র্‌বে—প্রেমের কি ধার ধারে?

মিজ্জান। সত্য গোলেন্দাম, বিশেষ কার্য্য; নচেৎ তোমার অনুরোধ কি ঠেলে যেতেম?

গোলে। আচ্ছা, যাও। আমি ডাব তিনটে বাঁদীদের খেতে দেব।

কাউ। বেগম সাহেব, রাগ ক'র্‌বেন না, কাল সকালে আপনার অতিথি হব।

গোলে। দেখো—কাল যদি নিরাশ হই, তোমার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি থাক্‌বে না।

[গোলেন্দামের প্রস্থান।

কাউ। বেগম সাহেব আমায় ভাইএর মত স্নেহ করেন, নেহাৎ অসভ্যের কাজ হ'লো।

মিজ্জান। কাউলফ, আমি জান্‌তেম—তোমার মুখ হ'তে মিথ্যা কথা বেরোয় না, কিন্তু পিরীতে সব শিখিয়েছে দেখ্‌ছি।

কাউ। সত্য, আমার লজ্জা হ'চ্চে। আমার ইচ্ছা হ'চ্চে, বেগম সাহেবকে গিয়ে সব বলি, কিন্তু তিনি ক্ষুণ্ণ হবেন। স্ত্রীলোকের জন্য তাঁর কথা ঠেল্‌লেম!

মিজ্জান। বেগম সাহেব ক্ষুণ্ণ হ'লে তোমার কি এসে যাবে বল? এদিকে দেলেরা পথপানে চেয়ে আছে।

কাউ। না, আমি সব কথা খুলে ব'লে মার্জ্জনা চাই।

মিজ্জান। না হে না—প্রেমে এমন দু-একটা মিছে চলে। কাল এই কথা নিয়ে খুব আমোদ হবে। তুমি আজ সব কথা ব'ল্লে—তোমায় ছেড়ে দেবে,—আমায় ছেড়ে দেবে না। চল, তোমারও সময় হ'য়ে এলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

ক্রোড়-পট

নহবৎখানা

ফকীর

সন্ধ্যাসূচক গীত

গিয়া দিন চলা, ক্যা সাথ লিয়া—
কুছ মালুম হ্যায়?
লিয়া লিয়া পরমায়ু লিয়া,
কাঁহা গিয়া—কোই পাত্তা বাতায়!
আজ দিন গিয়া ভাই,
দিন্‌কা চিজ কুছ মুল লিও,—
ক্যা আজকা দিন বরবাদ দিও,
দুনিয়াকি কাম্‌মে ঘুম্‌তে রহো
আয়েগা দিন সো ভুল গিও;
যো গিয়া সো গিয়া ঘুমে নেহি.
আবি সামার না হুঁসিয়ার রহি,
ছোড়্‌না ঘোর, খাড়া হ্যায় চোর.
চোর নিঁদিয়া লাগায়, চোর নিতি চোরায়!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দেলেরার বাটী

নাচঘর

দেলেরা, কাউলফ ও গোলামবেশী মির্জ্জান

দেলেরা। ইটি কে?

কাউ। ইটি এক জন।

দেলেরা। এক জন কি?

কাউ। এ—এ আমার—

দেলেরা। সানিয়ার কাছে শুনুলুম—গোলাম। তোমার হ'য়ে বাঁদী কেনে না কি?

কাউ। না—না—

দেলেরা। সরাপ টরাপ দিতে পারে?

কাউ। তা পারে।

দেলেরা। শুনুলুম ওর মরীচ সহরে বাড়ী। ও আমাদের কথা বোঝে তো? এস গোলাম, এদিকে এস—ব'সো। (মির্জ্জানের নিকটে আগমন) এই যে বেশ কথা বোঝে। তবে যে সানিয়া ব'লছিল—কথা বোঝে না।

কাউ। একটু একটু বোঝে—একটু একটু বোঝে।

দেলেরা। গোলাম, তুমি কথা বুঝ্‌তে পার?

মির্জ্জান। কো জেরাক্ সান্‌ডি।

দেলেরা। ও কি ব'ল্লে—বুঝিয়ে দাও।

কাউ। বল্লে,—'বুঝ্‌তে পারি, ব'ল্‌তে পারি না।'

দেলেরা। আমাদের মদ দিতে পার্‌বে?—মদ দাও।

মির্জ্জান। জ্যারাক্ দে ফোঁ।

কাউ। (দেলেরার প্রতি) ব'ললে—'হ্যাঁ, পারবো।'

দেলেরা। তুমি মদ খাও?

মির্জ্জান। স্যাম্বক্।

কাউ। ব'ল্লে, 'খাই।'

দেলেরা। ওরে তুমি মদ খেতে দাও নাকি?

কাউ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—পুরোন লোক—পুরোন লোক।

দেলেরা। তবে কাছে ব'স্‌তে দাও বোধ হ'চ্চে। (মির্জ্জানের প্রতি) এস গোলাম, কাছে ব'সো। (হস্ত ধরিয়া উপবেশন করান)

কাউ। ওকি ক'চ্ছো—ওকি ক'চ্ছো?

দেলেরা। বাঃ—তোমার এমন রসিক গোলাম, আমার মুখপানে চেয়ে র'য়েছে। তুমি একটু সর দেখি,—এখনি বোল ফুটে আমার সঙ্গে পিরীত ক'র্‌বে এখন। (মির্জ্জানের প্রতি) কেমন হে গোলাম,—পিরীত ক'র্‌তে পার্‌বে?

মির্জ্জান। পুর্দ্দা পুর্ব্বা।

দেলেরা। এইবার ব'ল্‌ছে শোন,—পিরীত ক'র্‌তে পার্‌বে!

কাউ। না না, ওকি ব'ল্‌ছো? ও ব'ল্‌ছে, 'ওকি কথা বলেন?'

দেলেরা। তুমি ওর কথা ভাল বোঝ না। (মির্জ্জানের প্রতি) কি ক'রে পিরীত ক'র্‌বে?

মির্জ্জান। চক্কা চুম্বু।

দেলেরা। ঐ দেখ ব'ল্‌ছে, "চুমো খাবে।"

কাউ। না না ব'ল্‌চে—"ঠাকুরুণ, অমন কথা কি ব'ল্‌তে আছে?"

দেলেরা। তুমি ভাল বোঝ না। (মির্জ্জানের প্রতি) কি ক'রে চুমো খাবে?

মির্জ্জান। হাম্বা হম্বু!

কাউ। ও ব'ল্‌চে,—"ও কথা ব'লো না—ও কথা ব'লো না।"

দেলেরা। ব'ল্‌বো না কি? ও ব'ল্‌ছে,—

"হুম্ ক'রে এসে হাম ক'রে চুমো খাবে।"—কেমন না গোলাম?

মির্জ্জান। টঙ্গা জঙ্গী।

দেলেরা। ওই শোন, ব'ল্‌ছে,—"তুমি তো মনের কথা জান!" তা দেখ, আমার আজ সখ হ'য়েছে—ঐ গোলামের সঙ্গেই পিরীত কর্‌বো। আমি ওকে নিয়ে আর এক ঘরে যাই, না হয় তুমি উঠে যাও। তুমি উঠ্‌লে না?—তবে এস গোলাম!

মির্জ্জান। গাল্‌মে গুল্‌মি।

দেলেরা। কি ব'ল্লে,—তোমার গলা জড়িয়ে ধ'র্‌বো? চল ও ঘরে চল, তুমি যা ব'ল্‌বে—তাই শুন্‌বো। ওঠ না—

মির্জ্জান। (রোদন স্বরে) মিন্‌টা মুন্‌টী।

দেলেরা। তোমার মুনিব না ব'ল্লে উঠ্‌বে না? (কাউলফের প্রতি) তুমি এই গোলামটী আমায় দাও, আমি পুষ্‌বো—ভালবাস্‌বো, দাড়ী ধ'রে আদর ক'র্‌বো।

কাউ। ব'সো—ব'সো, আমোদ কর।

দেলেরা। আমার এ গোলামটী বড় সখ হ'য়েছে।

কাউ। আজ তুমি কি হ'য়েছ?

দেলেরা। পীরিতবাজ। আমার নাম দেলেরা, দিল্ যা চায়—তাই করি। আজ আমার গোলামের উপর মন ছুটেছে, তোমায় ভাল লাগ্‌চে না।

মনিয়া ও সখীগণের প্রবেশ

মনিয়া। কি লো—কি লো—আজ গোলাম নিয়ে ভাস্‌বি না কি?

দেলেরা। ওলো, এ বড় প্রেমের গোলাম। তুই এর সঙ্গে প্রেম ক'র্‌বি? কিন্তু ভাই, গোলামের আমার উপর ভারী পছন্দ, তোরে পছন্দ করে কি না করে! আজ আমি গোলামকে নি, তুই কাউলফকে নে।

মনিয়া। দাঁড়া, তোর কথায় আমি হরতনের গোলাম ছেড়ে দেব। ও গোলাম, তোমার আমাকে পছন্দ হয়?

মির্জ্জান। চট্টা চট্টি।

দেলেরা। ব'ল্‌ছে,—"তোর উপর আমি চটা।" শুন্‌ছিস্, তুই কাউলফকে নে।

মনিয়া। তবে এসো ভাই কাউলফ, এসো।

কাউ। দেলেরা, আমি গোলামকে সঙ্গে এনেছি ব'লে তুমি কি বেজার হ'য়েছ? ও গোলাম বই ত নয়।

দেলেরা। আমি গোলামের সঙ্গে প্রেম ক'র্‌বো ব'লে, তুমি কি বেজার হ'চ্চ? ও গোলাম বই তো নয়।

কাউ। রসবতী রঙ্গিণি, আজ খুব রহস্য ক'চ্চ দেখ্‌ছি।

দেলেরা। কেন রসিকবর, তোমার কি স'চ্চে না? তা সোক্ বা না সোক্—আমার কি! তুমি কাল যখন মন-প্রাণ আমার পায়ে রেখে গিয়েছ, তখন তোমার গোলামও যে—আমারও গোলাম সে।

কাউ। আমার প্রাণ তো তোমার পায়ে ঢেলেইছি।

দেলেরা। তবে আজ আমার প্রেমে এই গোলামটীকে রেখে যাও।

কাউ। রসের তরঙ্গ একটু থামাও না।

দেলেরা। কি ক'রে থামাই বল? গোলামী প্রেমের পবন যে জোরে ব'চ্ছে।

মনিয়া। কাউলফ, তুমি কিন্তু ভাই, ওর সঙ্গে কথা ক'য়ো না,—আজ তুমি আমার। তুমি আমার সঙ্গে এসো, ও গোলাম নিয়ে থাকুক।

কাউ। (দেলেরার প্রতি) গোলামের উপর যদি তোমার এত সখ,—তবে আমি যে গোলামের গোলাম।

দেলেরা। আমি গোলামের গোলাম চাইনে, আমি গোলামই চাই!

মনিয়া। আমায় নেবে তো নাও, নইলে আজ শুধুমুখে ব'সে থাক্‌তে হবে। দেলেরার আজ গোলামের ঝোঁক ধ'রেছে। আর দ্যাখ না কেন, —আমি তো আর মন্দ নই—কাল আমায় বুকের উপর দাঁড়াতে ব'ল্‌ছিলে! আজ দেলেরাকে পাচ্চ না, ওর যেদিকে ঝোঁক, সেই দিকেই ছোটে। ও আজ রঙের গোলাম পেয়েছে, ছাড়্‌বে কেন?

সখীগণের গীত

রঙের বিবি রঙের গোলাম ধ'রেছে।
রঙিলা রঙের খেলা, রঙ দিয়ে রঙ ক'রেছে॥
গোলামের কপাল বড় জোর,
রঙের বিবির প'ড়েছে নজর,

রঙের বিবির রঙিল রঙে আজ্‌কে জবর ঘোর;
দেখো খুব সম্‌জে দেখো,
রঙের খেলা শিখ্‌বে শেখো,
তোমায় আর চায় না বিবি,
গোলামে মন হ'রেছে॥

দেলেরা। গোলাম, তুমি সরাপ দাও, আমরা পান করি। (কাউলফের প্রতি জনান্তিকে) কাউলফ, আমার একটী বিদ্যা আছে জান?—আমি সরাপ প'ড়ে দিয়ে বিদেশী লোককে আমাদের ভাষা শেখাতে পারি।

কাউ। তোমার নয়নায় যে যাদু আছে, সে যাদুতে সব শেখে।

দেলেরা। না না—দেখ না। গোলাম, আমাদের মদ দাও।

মিজ্জান। দরিয়া ধুঙ্গা।

দেলেরা। দ্যাখ্‌, ওর কথা বুঝেছি—দরিয়ার মত ঢেলে দেবে। নাও, ঢাল। (সখীগণের প্রতি) আয় লো, গোলামের হাতে সরাপ খাবি।

মনিয়া। তোর আঁট্‌বে তো?

দেলেরা। এ প্রেমের গোলাম, প্রেমের সুধা সবাইকে সমান বেঁটে দেবে।

সখীগণের গীত

প্রেমের গোলাম প্রেমে হুঁসিয়ার।
জানে বেশ বাঁট্‌তে সুধা,
কম হবে না পেয়ালা কার॥
গোলাম অনেক ঠেকেছে,
গোলামী ক'রে শিখেছে,
যা শিখেছে, তা মনে রেখেছে,—
সবাই সুধা সমান পাবে,
গোলাম আজ মাতিয়ে যাবে,
দিয়ে প্রেমের সেলামী, গোলাম করে গোলামী,
গোলাম ঢাল্‌তে জানে প্রেমের সুধা,
পেয়েছে এ সুধার তার॥

দেলেরা। তোমার গোলাম খুব তরিবৎ বটে। আমায় একে দাও।

কাউ। তোমারই তো—নাও না। (মিজ্জানের প্রতি) কেমন রে, দেলেরা তোরে চাচ্চে—তুই এখানে থাক্‌তে পার্‌বি?

মিজ্জান। হুকুয়ি কু।

দেলেরা। ও কুকুর ডাক্‌লে কেন জান,—খুব মিঠে হ'য়ে থাক্‌বে। তোমায় আমার সঙ্গে থাক্‌তে হবে না। রোজ মনিবের সঙ্গে আস্‌বে —আর মদ ঢেলে দেবে।

মিজ্জান। ক্যা-কাকু—ক্যা কাকু।

দেলেরা। আর কুকুর ডেকো না, আমাদের মত কথা কও। আমি তোমায় খুব ভালবাস্‌বো।

কাউ। গোলাম, এদিকে আয়। দেলেরার কুশল কামনা ক'রে এই মদিরা পান কর।

দেলেরা। আমি গোলেন্দাম আর কাউলফের প্রেমে এই গুলসরাপ পান করি। (কাউলফের প্রতি) তুমিও পান কর, যেন গোলেন্দামের প্রতি তোমার যে প্রেম-অভিলাষ আছে, তাহা পূর্ণ হয়।

কাউ। ছিঃ ছিঃ, ও কি কথা ব'ল্‌ছ?

দেলেরা। তুমি এ পেয়ালা নেবে না?—গোলাম, তুমি নাও তো,—বল, "গোলেন্দামের প্রতি কাউলফের যে প্রেম-অভিলাষ আছে, তা যেন পূর্ণ হয়।"

কাউ। ছিঃ ছিঃ—বেগমের নাম নিয়ে এরূপ বিদ্রূপ ক'রো না। আমি তাঁর দাসানুদাস। এরূপ মন হ'লে যেন ঈশ্বর আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করেন।

দেলেরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুল হ'য়েছে বটে—ভুল হ'য়েছে বটে। তুমি ব'ল্‌তে বারণ ক'রেছিলে—তুমি ব'ল্‌তে বারণ ক'রেছিলে।

কাউ। ছিঃ ছিঃ দেলেরা, এরূপ কুৎসিৎ পরিহাস করো না!

দেলেরা। তুমি অত ভয় পাচ্চ কেন? কাল যাদের সাক্ষাতে ব'লেছ, তারা ছাড়া আর তো কেউ নাই। তবে তোমার গোলাম,—সে তো তোমার লোক, সে কখনই প্রকাশ ক'র্‌বে না। আর "কাকু—দুন্দা—সুন্দা" এ কথা কে বুঝবে বল? তোমার স্বচ্ছন্দে যেমন আমোদ-আহ্লাদ চল্‌চে—তেমনিই চল্‌বে।

কাউ। তুমি এমন কথা মুখে এনো না, তা হ'লে আমি এখান হ'তে চ'লে যাব।

দেলেরা। কেন হে কেন—এ কথা মুখে আন্‌বো না কেন? তোমায় মুখে তুলে খাওয়ায়, ভাল সামগ্রী তোমায় না খাওয়ালে তার প্রাণ

ঠাণ্ডা হয় না—তোমায় এক দণ্ড না দেখ্‌লে অধীরা হয়, লোক পাঠায়,—আরো যে কাল কত কি ব'ল্‌লে? (মনিয়ার প্রতি) কি লো কি মনিয়া, বল্‌ তো, আমার সব মনে প'ড়্‌ছে না।

মনিয়া। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সে প্রেমের তুফান চলে।

কাউ। (উত্থিত হইয়া) আমি তবে এ স্থান হ'তে যাই।

মির্জ্জান। কাউলফ্‌!

কাউ। জনাব!

দেলেরা। এ কি! বাদ্‌সা নাকি?

মির্জ্জান। হ্যাঁ আমিই সেই প্রতারিত ব্যক্তি।

দেলেরা। জনাব, আমি মিথ্যা পরিহাস ক'রেছি। হুজুর যে কাউলফের বন্ধু—এ কথা আমি বুঝেছিলুম। এক্‌লা না এসে ও যে বন্ধু সঙ্গে ক'রে এসেছে, আমি এ নিমিত্ত বিরক্ত হ'য়েছিলেম। তাই এইরূপ পরিহাস ক'রেছি। আমায় মাৰ্জ্জনা করুন।

মির্জ্জান। সুন্দরি, তুমি চুপ কর—তোমার বাদ্‌সার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রো না। কাউলফ, তুমি কি ছিলে স্মরণ আছে কি?

কাউ। জাঁহাপনা, সমস্তই স্মরণ আছে।

মির্জ্জান। না, তোমার স্মরণ নাই। তুমি স্বর্গীয় বাদ্‌সার নিকট পরিচয় দিয়েছিলে যে তুমি বণিক্‌-পুত্র, ফকীরের কৃপায় তোমার জন্ম হয়। অল্প বয়সে মাতৃ-পিতৃহীন হও। কুচক্রীর কুচক্রে সৰ্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পথের ভিখারী হ'য়েছিলে।

কাউ। জাঁহাপনা, সমস্তই স্মরণ আছে।

মির্জ্জান। না, তোমার স্মরণ নাই,—দয়ার্দ্র স্বর্গগত বাদ্‌সা, ভিখারীকে রাজপুত্র ক'রেছিলেন।

কাউ। জাঁহাপনা, আমার উপর কেন কঠিন হ'চ্চেন!

মির্জ্জান। শোন,—তুমিও রাজ্যের শত্রু সংহার ক'রে বাদসাহের আমা অপেক্ষা প্রিয়-পাত্র হ'য়েছিলে। সেই সময় সেনাপতি ছিলেন না,—তোমার বাহুবলেই রাজ্য রক্ষা হয়। সেই নিমিত্ত বাদ্‌সা আমা অপেক্ষা তোমায় স্নেহ ক'র্‌তেন। মৃত্যুকালে তোমায় আমার হস্তে স'পে যান। তুমি বাদ্‌সার স্নেহ ভুলেছ, কিন্তু আমি পুত্র হ'য়ে সে মহাত্মার বাক্য কেমন ক'রে বিস্মৃত হব?

কাউ। জনাব, আমি নিরপরাধী। আমি মিথ্যা বলি নি।

মির্জ্জান। তুমি মিথ্যা কথা জান, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাদ্‌সার অন্দরে তার পরিচয় দিয়েছ। তুমি বিস্মৃত হ'য়েছ, আমি বিস্মৃত হই নি। আমি মানুষ, ক্রোধ এখনও পরাজয় ক'র্‌তে পারি নি।

কাউ। জনাব, যে শাস্তি হয় দেন—আমি নিরপরাধী।

মির্জ্জান। হ'তে পার, কিন্তু এই অপরিচিত-পুরুষ-সঙ্গরত যুবতীগণের সমক্ষে কি বেগম গোলেন্দামের নাম ক'রেছিলে?

কাউ। জনাব, দেলেরা আমায় জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, যে গোলেন্দাম বেগম কিরূপ রূপবতী? তাই—

মির্জ্জান। বুঝ্‌লেম, কিন্তু তুমি অবশ্যই ব'লেছ যে, গোলেন্দামের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, নচেৎ এই যুবতীরা কখনও তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তো না যে, গোলেন্দাম কিরূপ রূপবতী। বেগমের অন্তঃপুরে যে চন্দ্র-সূর্য্য প্রবেশ করে না, একথা এরা অবশ্যই জানে। তুমি যে এই আমোদরতা যুবতীগণকে গোলেন্দামের কথা ব'লেছ,—এতে কি তুমি অপরাধ স্বীকার কর? বাদ্‌সার কৃপায় যে গোলেন্দাম বিবিকে দেখেছ, এ কথা প্রকাশ করায় তুমি কি অপরাধ বোধ কর? নীরব রইলে যে?

কাউ। জনাব, আমি অপরাধী। মদিরায় উন্মত্ত হ'য়ে রূপমোহিনীতে ভুলে—

মির্জ্জান। স্বীকার ক'র্‌লে — তুমি অপরাধী, অপরাধের দণ্ড আছে। কিন্তু পিতার দ্বারা তুমি আমার হস্তে অর্পিত। পিতৃ-আজ্ঞা না লঙ্ঘন হয়, এই আমার মিনতি।

কাউ। জনাব, দাস বিদায় হ'লো।

[কাউলফের প্রস্থান।

দেলেরা। জনাব, আমি অপরাধিনী।

মির্জ্জান। তোমার অতিথি-সৎকারে আমি সন্তুষ্ট। শুনেছিলেম, তুমি কুল-স্ত্রী। যদি সত্য হয়, অপরিচিত যুবাকে রজনীযোগে গৃহে স্থান দিতে—আমার রাজ্যে আর পারবে না।

যদি কুল-স্ত্রী হও, আমার উপদেশ পালন করো। তুমি বেগমের বিষয় আন্দোলন ক'রে বিশেষ রাজভক্তি প্রদর্শন করো নাই। কিন্তু আমি মুসলমান, তোমার সঙ্গে নুন-রুটি খেয়েছি। জানত হোক্ আর অজানত হোক্, তোমার আতিথ্য স্বীকার ক'রেছি,—এজন্য দণ্ড দিলেম না। কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান! বিবি, সেলাম!

[মিৰ্জ্জানের প্রস্থান।

দেলেরা। সানিয়া, সর্ব্বনাশ! কাউলফ দেশান্তরী হ'ল, সন্দেহ নাই। তুই শীঘ্র যা, কাউলফকে খোঁজ—কোথা গেল দ্যাখ্। সানিয়া, যা যা—দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোধ হয়, এতক্ষণ সে জলে ঝাঁপ দিয়েছে, কি বিষ খেয়েছে বা বুকে ছুরি মেরেছে। দ্যাখ্—দ্যাখ্, কোথায় গেল দ্যাখ্। তারে নিয়ে আয়, নইলে আমায় হারাবি।

সানিয়া। কোথায় যাব, এ রাত্রে কোথায় তারে খুঁজ্‌বো?

দেলেরা। যেখানে হয়—যেথায় সে আছে। "কাউলফ — কাউলফ! — দেলেরা তোমায় খুঁজ্‌চে।" এই ব'লে চীৎকার কর। গভীর নিস্তব্ধ নিশীথিনী ভেদ ক'রে চীৎকার কর,— "দেলেরা তোমায় ডাক্‌ছে—দেলেরা তোমায় ডাক্‌ছে।" এ কথা শুনে সে কবর হ'তে উঠে আস্‌বে। "দেলেরা তোমায় ডাক্‌চে—দেলেরা তোমায় ডাক্‌চে" এই চীৎকার ক'রে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত কর। সে শুন্‌তে পাবে, সে আস্‌বে, সে আমায় ভালবাসে! যা যা— শীঘ্র যা!

[সানিয়ার প্রস্থান।

মনিয়া, কি হ'ল?—কি হবে!—কোথায় যাব— কেমন ক'রে প্রাণ ধ'র্‌বো? কাউলফকে আমি রাজদ্রোহী ক'রে বিদায় দিয়েছি। তারে ছেড়ে আর আমি বাঁচবো না। আর আমি রূপ-গর্ব্ব ক'র্‌বো না। আমার বেশ-ভূষা, চতুরালী, রস-ভাষ, প্রেমালাপ, আমার সকলই ফুরালো— সকলি ফুরালো—সকলি ফুরালো! কি হ'লো —কি হ'লো!—সই সই, আমার কি হ'লো? কাউলফ কোথায় গেল?

মনিয়া। সখি, তোরে উতলা দেখ্‌লে— আমাদের দেহের বন্ধন খুলে যায়, আমরা অধৈর্য্য হই। শান্ত হ',—তোরে অশান্ত দেখ্‌লে আমরা আত্মহারা হব। কি উপায় ক'র্‌বো বল্?

দেলেরা। মনিয়া, আমি খুব শান্ত—খুব ধীর, তা কি তুই বুঝতে পারিস্ নে? কাউলফকে বিদায় দিয়েছি, সে কোথায় গিয়েছে, তা জানি নে। তথাপি স্থির আছি—তথাপি প্রাণ রেখেছি! সে নাই, সে চ'লে গেছে। গভীরা নিশীথিনীতে আশ্রয়শূন্য, রাজকোপে পতিত, দেশান্তরিত কাউলফ — একাকী কোথায় বেড়াচ্চে! এখনও আমি গৃহে—এখনও রাজ-রাণীর ন্যায় সুসজ্জিতা!—এখনও আমার চৈতন্য আছে, এখনও আমি নিস্পন্দ নই! কি হ'লো—কি হ'লো—কি ক'ল্লুম!

দেলেরার গীত

এখনো তো আমায় আমি র'য়েছি,
তাহার বিরহে সখি, কি বল স'হেছি!
ভেসে সখি নয়ন-জলে, সে গেছে অকূলে চ'লে,
কিছু সে তো গেল না ব'লে,—
সাধ ছিল তার থাক্‌তে হেথা,
জানিয়ে ব্যথা কইতো কথা,
মনে মনে রইলো সে ব্যথা;
পারি লো সকলি পারি—বিদায় তারে দিয়েছি!
জানি নে তো—পাষাণ হ'য়েছি!

মনিয়া। সই, সানিয়া গিয়েছে—দেখি কি ক'র্‌তে পারে।

দেলেরা। না—না, আয়—আয়,—আমরা সকলে যাই। আমি যাই, আমার কথা না শুন্‌লে সে আস্‌বে না। সে অভিমান ক'রে গিয়েছে— সে অভিমান ক'রে গিয়েছে—আমার অযত্নে অভিমান ক'রে গিয়েছে। আমি না ডাক্‌লে আসবে না,—আমি যাই—আমি যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দেলেরার বাটীর সম্মুখ

সায়েদ খাঁ, টাহার ও নেহার

সায়েদ। কই, কোন্ বাড়ীতে ভয় পেয়েছিস্, আমায় দেখা।

টাহার। বাবা, খুব কাছিয়েছি। তুমি

সাম্‌নে এগোও, নেহারকে বল, আমার পেছনে দাঁড়াক্। বাবা, জানের যদি কদর রাখ, তো ভালয় ভালয় ফের। বড় শক্ত জায়গা বাবা, বড় শক্ত জায়গা! কেমন নেহার?

নেহার। পেছনে কার সাড়া পেলেম!

টাহার। বাবা, তবে তুমি পেছিয়ে পড়,— আগুপেছু ঘেরোয়া ক'র্‌বে।

সায়েদ। চুপ বেকুব,—কোন্ বাড়ী বল?

টাহার। বাবা, তুমি চেপে যাও, বড় বেখাপ্পা কারখানা। এই বাড়ীর দোরে এসে প'ড়েছি। নেহার, আশপাশে গাছের ডালগুলো দেখিস্। (চমকিত হইয়া) ওরে বাপ্‌রে!—ওই কি গাছ থেকে প'ড়্‌লো!

সায়েদ। পাজী ব্যাটা, গাছের পাতা খ'স্‌লো,—আর অম্‌নি চম্‌কে উঠ্‌ছেন, এমন ভীতু ছেলেও পয়দা ক'রেছি।

টাহার। বাবা, পয়দা ক'রেছ—তোমার খুব বাহবা!—কিন্তু তুমি জান না, সে পাতায় ভর ক'রে নাম্‌তে পারে। বেটীর লক্‌লকে জিভ্ তুমি দেখ নাই, আর তোমায় কি ব'ল্‌বো! আমাদের তিন মিঞাকেই সাপ্‌টে নেবে।—কি ব'লিস্ নেহার?

নেহার। হু!

সায়েদ। বেল্‌কোপনা রাখ্—কোন্ বাড়ী বল্?

টাহার। বাবা, তুমি তো ব'ল্‌চ, দেলেরার বাড়ী চেন, দেলেরার কোন্ বাড়ী বল দেখি?

সায়েদ। তুই বল্ না,—তোরা কোন্ বাড়ী গিয়েছিলি?

টাহার। তোমার সখের দেলেরার তো ঐ বাড়ী? ঐ বাড়ীতেই গিয়েছিলেম। ঐ ফটক দিয়েই প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

সায়েদ। কখনই তোরা ও বাড়ীতে যাস্ নি!

টাহার। নয়তো নয় বাবা,—তুমি তো ফটক চিন্‌লে,—তুমি গিয়ে ফটকে ঘা দাও, আমরা দু'জনে স'রে পড়ি। তারপর তোমার বুড়ো হাড় ব'লে যদি খানিক চিবিয়ে ফেলে দেয়, সেইটুকু কুড়িয়ে নে গোর দেব। বাবা, তোমার কালরাত্তির পুইয়েছে। আর কি দেখ্‌ছ, আল্লার নাম নিয়ে দোরে গিয়ে ঘা দাও।

নেহার। টাহার, দৌড় দে—দৌড় দে,—কি যেন উস্‌খুসনি শুন্‌চি।

টাহার। কই—কোন্ দিকে? বাবা—ঐ শোন!

সায়েদ। তোরা আয় তো—কে তোদের ভয় দেখিয়েছে দেখি।

টাহার। বাবা, শোন, অত গরম হ'য়ো না। যতক্ষণ না দোর ডিঙ্গিয়ে সে বেটি এসে না পড়ে, ততক্ষণ তোমায় দু'টো হিত কথা বলি, কাণে তোলো। মা যে আমায়, তোমার হাতে হাতে স'পে দিয়েছিল গো!—এ দুষ্‌মনি কেন ক'র্‌বে। তোমার মউত ঘুনিয়েছে তা বুঝ্‌তে পেরেছি। কেন বাবা, আমায় সাথী ক'র্‌বে?—কুপুত্তুর ব'লে ক্ষেমাঘেন্না ক'রে ছেড়ে দাও! নেহার,—আছিস্?

নেহার। টাহার, বন্ধুত্ব ছোটে ছুটুক— আমি চ'ল্লেম! বাবা ঢের স'য়েছি, তোর দস্তিতে আচ্ছা নাকাল হ'য়েছি! খাঁ সাহেব, বাপ-পোয়ে ফটকের ভেতর চ'লে যাও—আমার ছুটি।

টাহার। দোহাই নেহার—দোহাই নেহার!— এবার বন্ধুত্বের কাজ কর,—বাপের কাছ হ'তে ছাড়িয়ে নে যা!

হঠাৎ দ্বারোদ্ঘাটন এবং দেলেরা, মনিয়া ও সানিয়ার বাহির হওন

দেলেরা। সখি, বারণ ক'রো না, সে চ'লে গেছে,—আমি আর ঘরে থাক্‌বো না।

টাহার। ও বাবাগো!

নেহার। ও খাঁ সাহেব গো!

সানিয়া। দেলেরা, চুপ!—সায়েদ খাঁ। (সায়েদ খাঁর প্রতি) সায়েদ খাঁ, সেলাম। খাঁ সাহেব, বড় সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। টাহার ম'শায় দেলেরাকে ত্যাগ ক'রে গিয়েছেন। আপ্‌নি তো পূর্ব্ব-কথা সব জানেন, যে অজ্ঞান-অবস্থায় টাহার আর দেলেরার বিবাহ হ'য়ে গিয়েছে। দেলেরার বাপ তো ঝোঁক ধ'র্‌লে আর ছাড়্‌তেন না। কথা প্রকাশ ক'র্‌তে দিব্যি ছিল, সেইজন্য ম'শায়ও প্রকাশ করেন নি, আমিও প্রকাশ করি নি। প্রকাশ্য বিবাহ, দশ জনকে জানাবার জন্যে। কিন্তু যখন টাহার ম'শায় ত্যাগ ক'রেছেন, তখন তো আর টাহার-দেলেরার মিলন হ'তে পারে না।

সায়েদ। হ্যাঁ রে—ত্যাগ ক'রেছিস্ কি রে?

টাহার। হ্যাঁ বাবা, 'ধরম মাসী' ব'লে, 'বাপ্ বাপ্' ডেকে পালিয়েছি!—কেমন নেহার?

নেহার। হুঁ।

সায়েদ। হ্যাঁরে উল্লুকের বাচ্ছা, একবার চেয়ে দ্যাখ্ তো, এরে ত্যাগ ক'রে এলি?

টাহার। প্রাণের দায়ে ক'রেছি বাবা, কসুর মাপ কর। কেমন নেহার?

নেহার। হুঁ।

সায়েদ। তাই তো—তাই তো, তোমার নাম কি? শোন না বুড়িয়া, এখন কি করা যায়?

সানিয়া। আমার নাম সানিয়া।

সায়েদ। তাই তো ধুনিয়া! কি রকম করা যায়—কি রকম করা যায়?

সানিয়া। আপনাকে আমি কি ব'ল্‌বো! মুসলমানের রীতি-নীতি তো জানেন। তবে যদি এমন জোটাজোট ক'র্‌তে পারেন, যে, আর কেউ বিবাহ ক'রে দেলেরাকে ত্যাগ ক'রে যায়, তার পরে টাহার সাহেব নিকা ক'র্‌তে পারেন।

সায়েদ। তাই তো—তাই তো!—কি করি—কি করি!—চলো—তোমাদের সমরকন্দে নিয়ে যাই,—সেথায় যা হয় ক'র্‌বো—একটা লোক খুঁজ্‌বো। তা পয়সা ছাড়্‌লে এমন লোকও পাওয়া যাবে, যে, পয়সার খাতিরে বিবাহ ক'রে ছেড়ে চ'লে যাবে।

টাহার। বাবা, যাবে কোথা? বুড়ী বেটী পেটে পুর্‌বে।

নেহার। ঠিক!

সায়েদ। চুপ! এখানে আর আমাদের থাকা উচিত নয়। আমার বন্ধুর ইচ্ছা যে, দেলেরা মাকে সমরকন্দের মোকামে নিয়ে যাই। সমস্ত বিষয়-আসয়েরও ভার আমার উপর দিয়েছেন।—মা দেলেরা, তুমি প্রস্তুত হও। কালই আমরা যাত্রা ক'র্‌বো। (টাহারের প্রতি) হ্যাঁরে, চোখ থাক্‌তে তুই এমন সুন্দরীকে ত্যাগ ক'র্‌লি?

টাহার। (দেলেরাকে দেখিয়া) এ কি বাবা—বুড়ো সয়তান্‌নি? এ কি চেহারা বার ক'র্‌লে? জান্ যায়, সেও কবুল—আমি একে বে' ক'র্‌বো! উঃ চেহারায় মেজাজ তর ক'রে দিলে—কি বলিস্ নেহার?

নেহার। তাই তো!

টাহার। কেমন বিবি,—আমি কি তোমায় ত্যাগ ক'রেছি? ঐ সয়তান্‌নির ছানাকে মাসী ব'লে ত্যাগ ক'রেছি। তুমি কল্‌জের ধন, কল্‌জেয় এসো!—কি বলিস্ নেহার?

নেহার। হুঁ।

টাহার। তুই হুঁ-হুঁই ক'চ্চিস্—দুটো কথা ফুটেই বল না? আমি কি এ সোণার চাঁদকে ছাড়্‌তে পারি?

নেহার। না।

সায়েদ। হ্যাঁ মা, তোমাকে কি ও ত্যাগ ক'রেছ?

সানিয়া। বলো বলো, কেঁদো না,—মনের দুঃখ চেপে রেখো না,—মনের আগুনে পুড়ে ম'রো না! আহা, বিরহ-জ্বালায় বাছা আমার কেমন হ'য়েছে।

দেলেরা। হ্যাঁ, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে উনি আমায় ত্যাগ ক'রেছেন।

সায়েদ। ওরে বেকুব, ওরে বেল্লিক! ওরে বেইমান—ওরে কাফের! তুই মটুকের জহরত পায়ে ঠেলে এসেছিস্? হ্যাঁরে নেহার, তুইও তো সঙ্গে ছিলি,—বেকুবকে একটু আক্কেল দিলি নি?

নেহার। খাঁ সাহেব, ওরা কখন কি সাজে! ঐ বটে, কিন্তু আর এক ধরণে এসে হানা দিয়েছিল। ওর পাশে যে দাঁড়িয়ে, ওর হাতে ধামা ছিল—চাপা দিত।

টাহার। দিত—দিত! বাবা—দোহাই বাবা,—সাদী দাও। জান খোয়াই সেও কবুল! সুন্দরি, ঘোড়া চড়্‌বে?—আমি ঘোড়া হ'চ্চি। ধামা চাপা দেবে?—আমি ধামা চাপা থাক্‌চি। ও বুড়ো বেটী যদি কাবাব বানায়—তাতেও আমি রাজী আছি। সুন্দরি, তুমি একবার হেসে কথা কও, একবার আমার কাছে এসো।

দেলেরা। আপনি ত্যাগ ক'রেছেন যে?

টাহার। ঝক্‌মারি ক'রেছি, বাপের সঙ্গে যা নয় তাই ক'রেছি, তুমি ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে নাও,—তোমার পায়ের গোলাম আমি!

নেহার। টাহার, তুই এতদিনে প্রাণ খোয়ালি!

টাহার। খোয়াই—খোয়াব,—তোর বাবার কি? সুন্দরি, তুমি কাছে এসে দাঁড়াও,—আমি খানিক প্রাণ ঠাণ্ডা করি। বাবা, তুমি বেশ বাবা!

আমি মাতৃদুগ্ধের সহিত পেয়েছি। বাদসার অন্তঃপুরে সে শিক্ষা দৃঢ়ীভূত হ'য়েছে। বাদসা মির্জ্জান আমার ঈশ্বর—এই জানি। এই ধারণায় আমার আপাদমস্তক পূর্ণিত,—অপর চিন্তার স্থান আমার হৃদয়ে নাই।

মির্জ্জান। গোলেন্দাম, সন্দেহ অতি ভীষণ কাল সর্প।

গোলে। তোমার সঙ্গে চার চোখে চাওয়া-চায়ি অবধি, তোমার মূর্ত্তি আমার অন্তঃকরণে বিরাজিত। সন্দেহের ছায়াও কখনো আমার মনক্ষেত্রে পড়ে নাই। সন্দেহ কেমন তা আমি জানি না।

মির্জ্জান। অতি ভয়ঙ্কর সর্প! তার স্পর্শে বিষ,—নিঃশ্বাসে বিষ, তার দংশনের তো কথাই নাই! অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে। তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—তোমার মুখভাব দেখে—তোমার কথা শুনে তোমার সরলতাপূর্ণ নয়ন-ভাবে সে কাল-সর্পের জ্বালা আমার হৃদয় হ'তে দূর হয় নি। কলঙ্ক—রাজপুরে কলঙ্ক!—কাউলফ যে তোমার দর্শন পেয়েছিল, সে আমার দোষে। কিন্তু কি ক'রে সন্দেহ-ফণীর বিষাক্ত-বেষ্টন হ'তে মনকে মুক্ত ক'র্‌বো? আমি মিথ্যা কথা ব'ল্‌বো না, মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে তোমার কাছে আসি নি। তুমি নির্দ্দোষী, তুমি পতিপ্রাণা, তুমি সত্যবাদিনী—তোমায় দেখে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু কাউলফ কি সাহসে সেই বারবিলাসিনীদের সমক্ষে তোমার নাম উচ্চারণ ক'রেছিল? কেন বা তোমার কথা সেই মদ্য-পায়ী বেশ্যার সহিত আলোচনা হ'য়েছিল? এ কি! এ কি!—হাটে-বাজারে তোমার নাম উচ্চারিত হবে? এতে তুমি দোষী, তোমার রূপ দোষী, কাউলফ দোষী, আমি দোষী! দোষীর দণ্ড দেওয়া, রাজার কর্ত্তব্য;—বংশের গৌরবের নিমিত্ত কর্ত্তব্য—সিংহাসনের সম্মানের নিমিত্ত কর্ত্তব্য,—মুসলমানের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে কর্ত্তব্য।—দোষীর আমি দণ্ড দেব।

গোলে। বাদসা, বাঁদী উপস্থিত আছে। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী।—বোধ হয় সন্দেহ-ফণীর বিষাক্ত-বেষ্টন হ'তে আমি তোমায় মুক্তি দিতে পার্‌বো। আমার মৃত্যু-আজ্ঞা দাও। মানব-কল্পনায় যতদূর কঠোর নিয়মে মৃত্যু হ'তে পারে—সেই আজ্ঞা দাও। এইমাত্র দাসীর মিনতি, সে সময় তুমি আমার সম্মুখে থেকো। তা হ'লে তুমি আমার মুখে দেখ্‌তে পাবে, যে মির্জ্জান ব্যতীত গোলেন্দামের আর কেউ ছিল না! তা হ'লে তুমি জান্‌তে পার্‌বে যে, মানব—কঠোর কল্পনায় এতদূর মৃত্যু-যন্ত্রণা সৃষ্টি ক'র্‌তে পারে নাই, যে, যে যন্ত্রণার তাড়নে তোমার সম্মুখে গোলেন্দামের মুখ মলিন হবে! তুমি আলিঙ্গন ক'র্‌লে যে মুখভাবে মুগ্ধ হ'য়ে, তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি,—সে ভাবের যদি কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখ, তা হ'লে সন্দেহকে স্থান দিও।—নচেৎ আমার মৃত্যুর পর কালসর্পকে পদদলিত ক'রো। মির্জ্জান—বাদসা—রাজকুলতিলক!—তুমি অনেক কথা জান, অনেক বিষয় বোঝ—কিন্তু তুমি নারী নও। নারীচক্ষে তোমার মূর্ত্তি তুমি কখনো দেখ নাই, তা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তে, যে তুমি যার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ ক'রেছ,—তার তোমা ভিন্ন আর কেউ নাই। বাদসা, জাঁহাপনা,—দোষীর দণ্ড-আজ্ঞা দেন।

মির্জ্জান। গোলেন্দাম, আমিই দোষী, দণ্ড আমিই নেব—তোমায় দেব না।

গোলে। দণ্ড তুমি নেবে?—আমায় দণ্ড দেবে না? এ অপেক্ষা দাসীর গুরুতর দণ্ড,··· বাদসা, তোমায়—তোমার কোন মন্ত্রী শেখাতে পার্‌বে না!

মির্জ্জান। আমি তোমায় বিশ্বাস ক'চ্চি—কিন্তু আমি আপনাকে মার্জ্জনা ক'র্‌তে পাচ্চি নে। কাল খাঁর বংশে আমি এরূপ কুলাঙ্গার যে, তাঁর পুত্রবধূর কাছে একজন বর্ব্বরকে পাঠিয়ে, হাটে-বাজারে রাজপুরের কলঙ্ক-গান র'চে দিয়েছি,—এ অপরাধের শাস্তি আছে,—সে শাস্তি আমি গ্রহণ ক'র্‌বো।

গোলে। বাদ্‌সা—জাঁহাপনা!

মির্জ্জান। চুপ কর, তোমার বাদসা আজ্ঞা ক'চ্চে। তুমি স্বীকার ক'রেছ—তুমি বাঁদী—তোমার মতামত কিছুই নাই। তোমার বাদসা দোষীর দণ্ড দেবে, তার তুমি সাহায্য কর,—প্রতিরোধ করবার চেষ্টা পেয়ো না। আমি তোমার অন্তঃপুরে আস্‌বার আগে যখন সন্দেহ-তাড়নে দগ্ধ হ'চ্ছিলেম, আমার মনে হ'চ্ছিল যে, বাদসাও মানুষ, তারও শিক্ষার

প্রয়োজন। বেতনভোগী শিক্ষকে আমায় শিখিয়েছে। আমার দোষ আমার সমক্ষে ব'ল্‌তে সাহস করে নি। রাজমন্ত্রী সভয়ে আমায় যুক্তি প্রদান করে; সকলে সেলাম দেয়—বাদসা বলে। কিন্তু সংসার কি নিয়মে চ'ল্‌ছে, প্রজার অবস্থা কি?—প্রেমের কথা শুনেই থাকি, শুন্‌তে পাই—সংসার প্রেম-বন্ধনে স্থাপিত, কিন্তু এ সত্য কি না, তা জানি নে। আমার অনুভব হ'য়েছে—আমিও মানুষ, মৃত্যুর পর সামান্য ব্যক্তির ন্যায় আমারও সকল ফুরোবে। শাস্তি ব্যতীত আমোদপ্রিয় মন, আয়াসসাধ্য শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করে না। আমি গুরুতর আঘাত পেয়েছি, আমি সংসার দেখ্‌বো। যদি সন্দেহের বিষবেষ্টন হ'তে ত্রাণ পাই, তা হ'লেই ফির্‌বো,—নচেৎ তোমার সঙ্গে আমার এই দেখা। তুমি উত্তর ক'চ্চ না কেন?

গোলে। উত্তর—কি উত্তর!—বাদসা আমায় ত্যাগ ক'রে যাবেন—স্বামী আমায় ত্যাগ ক'রে যাবেন! আমার এম্‌নি কুক্ষণে জন্ম যে, বাদসাকে সিংহাসনচ্যুত ক'র্‌বো, স্বামীকে দেশত্যাগী ক'রে সংসারে ভাসিয়ে দেব। মিজ্জান, এখনও কথা ক'চ্চি, তুমি উত্তর দিতে ব'ল্‌ছ ব'লে উত্তর দিচ্চি। মিজ্জান, তুমি আমায় কারে দিয়ে যাচ্চ? কোথায় যাচ্ছ? আমি তোমার অর্দ্ধ-অঙ্গ!—আমায় ফেলে যাবে, তোমার শিক্ষা পূর্ণ হবে না। মিজ্জান, রাজ-কুলে কলঙ্কের হেতু আমি!—এ সাজা ভিন্ন কি আমার অপর সাজা নাই? তুমি আমায় ত্যাগ ক'রে যাবে, মনে করো না—তোমার বিরহে আমি ম'র্‌বো! তা হ'লে তুমি আমায় যে শাস্তি দেবে মনে ক'রেছ, তা তো পূর্ণ হবে না। তুমি সংসার-সাগরে ভাস্‌বে—আমি ম'রে নিশ্চিন্ত হব—এ কল্পনা আমার স্বপ্নে উপস্থিত হবে না। মিজ্জান, তুমি চ'লে যাবে, যদি মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, আমি তারে সকাতরে ব'ল্‌বো যে, আমার স্বামীকে তুমি এনে দাও, আমি তাঁরে দেখে তোমার সঙ্গে যাব। মিজ্জান, তোমার সমক্ষে ঈশ্বরের নামে শপথ ক'চ্চি যে, তোমার মন হ'তে সন্দেহ দূর ক'রে, যতদিন না 'গোলেন্দাম' ব'লে আদর ক'রে আমায় আলিঙ্গন কর,—তত দিন অস্ত্রে, অনলে, গরলে, ব্যাধি-তাড়নে, দৈব বিড়ম্বনায় আমার মৃত্যু নাই। বাদসা, তুমি শিক্ষার্থী হ'য়ে সংসারে ভাস্‌বে—সে শিক্ষা সতী নারীর নিকট নিয়ে চ'লে যাও। তুমি প্রেম দেখ নাই,—প্রেমের প্রভাব দেখে চ'লে যাও। তুমি সন্দেহ-গরলে জর্জ্জরীভূত,—সন্দেহ দূর ক'রে যাও। তোমার নিকট অস্ত্র আছে, আমায় বধ কর। আমার মৃতমুখ দর্শনে সতী কি—তা জান্‌বে! প্রেম-বন্ধনে সংসার চলে, তা জান্‌বে, তোমার অন্তরে সন্দেহ থাক্‌বে না।—রাজ-পুরের কলঙ্ক মোচন হবে।

মিজ্জান। গোলেন্দাম, অধিক ব'লো না, আমায় বিদায় দাও। তোমার স্বামীর আজ্ঞায় নিরস্ত হও। বাদসার আজ্ঞায় এই অঙ্গুরী গ্রহণ কর, এই অঙ্গুরী যার অঙ্গুলীতে থাক্‌বে, আমাদের কুলাচারে,—সেই বাদসা। এই অঙ্গুরী-প্রভাবে আজ হ'তে তুমি বাদসা! আমি চ'ল্লেম, বাধা দিও না।

গোলে। মিজ্জান!—

মিজ্জান। আবার কি? তুমি না ব'ল্লে, আমি নারী নই, এ নিমিত্ত সতীর হৃদয় বুঝি নাই। তুমিও পুরুষ নও, এ নিমিত্ত আমার হৃদয় বুঝ্‌তে পাচ্চ না। আমি মুসলমান, বাদসার অন্তঃপুরে পরপুরুষকে আমিই ডেকে দিয়েছি, আমার বুদ্ধির দোষে বাদসার অন্তঃ-পুরে কলঙ্ক রটনা হ'য়েছে। আমার কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? আমি মুসলমান, আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে পরাঙ্মুখ! তোমার বাদসার, তোমার স্বামীর—রাজভক্ত হ'য়ে, পতিপ্রাণা হ'য়ে—এই অপবাদ কি তুমি সহ্য ক'র্‌তে প্রস্তুত? তা হ'লে আবার আমার সন্দেহ, গাঢ় বেষ্টনে আমায় ধারণ ক'র্‌বে!—গোলেন্দাম, আমি চ'ল্লেম। যদি কখনও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়,—ফিরে এসে যদি দেখি যে, সতীর ন্যায় পতির আজ্ঞা পালন ক'রে প্রজার মঙ্গল সাধন ক'রেছ, আবার গোলেন্দাম ব'লে তোমার মুখ-চুম্বন ক'র্‌বো। নতুবা এই বিদায়ই—বিদায়।

গোলে। তোমার আজ্ঞা পালন ক'র্‌বো। কিন্তু তুমি কোথায় যাবে—কি অবস্থায় থাক্‌বে?—তোমার কথায় বুঝেছি—এই অঙ্গুরীই বাদসা। তোমার প্রজা আমি পালন ক'র্‌বো,—তোমার মত পুত্রবৎ পালন ক'র্‌বো।

কিন্তু বাদসা,—আমিও তোমার প্রজা,—আমার রক্ষার ভার কার উপর? একটী কথা বল—আশা দাও—সেই আশা ধ'রে আমি জীবিত থাকি। সতী পতিকে পায়—এ শাস্ত্রের কথা—লোকের কথা, এই ধারণায় সংসার চ'ল্‌চে। আমি সতী, আমার পতিকে কি জন্মের মত বিদায় দেব? বল—আবার দেখা হবে?

মিজ্জ্র্জান। তুমি যদি সতী হও,—শাস্ত্রের মর্ম্ম যদি সত্য হয়, সতী-পতিতে যদি বিচ্ছেদ না হয়, তুমি তোমার সতীত্বের উপর নির্ভর ক'রে আশা কর। আমি চ'ল্লেম,—কোথায় যাচ্চি জানি নে। আমি নিরাশ-সাগরে ভেসেছি!—তোমায় আশা দেব কেমন ক'রে! গোলেন্দাম,—বিদায়! [মিজ্জ্র্জানের প্রস্থান।

গোলে। মৃত্যু!—ম'লেই তো ফুরোয়! ম'র্‌বো না। আশা ক'র্‌বো না কেন? মিজ্জ্র্জানের সঙ্গে কে আমার বিচ্ছেদ ঘটাবে? মিজ্জ্র্জান কোথায় আছে, কেমন আছে, রোজ আমার মনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো। আমার নির্ম্মল মন, অসত্য কখনো জানে না—সত্য উত্তর দেবে। কুলের কলঙ্ক আমিই মোচন ক'র্‌বো। আমি বেগম,—রাজ্যভার আমার। মিজ্জ্র্জানের রাজ্য দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব।

পাব—নিশ্চয়ই পাব। বাদসা, তুমি চ'লে গেলে—কিন্তু তোমার তত্ত্ব নিতে নিষেধ কর নাই। তুমিই বাদসা—আমি নই। যতদিন বাদসাই আমার থাক্‌বে,—তুমি ভিখারী থাক্‌লেও বাদসার কর্ম্মচারীরা তোমার শুশ্রূষা ক'র্‌বে। বাদসার কর্ম্মচারী, আমি তো বাদসার কর্ম্মচারী—আমি তোমার তত্ত্বাবধারণ ক'র্‌বো। মিজ্জ্র্জান, এক মুহূর্ত্তও আমি তোমার বিরহ সহ্য ক'র্‌বো না। তোমার বিরহে আমি জীবন-ধারণ ক'র্‌তে পার্‌বো না।—বৃথা চেষ্টা কেন ক'র্‌বো? তোমার আজ্ঞা কিরূপে লঙ্ঘন ক'র্‌বো? আমি প্রজাপালন ক'র্‌বো,—তোমারও অনুসরণ ক'র্‌বো—দেখ পারি কি না! (নেপথ্যে চাহিয়া) পরিয়া!

নেপথ্যে পরিয়া। বেগম সাব!

পরিয়ার প্রবেশ

পরিয়া। গোলেন্দাম—সখি! তোমার এ কি ভাব?

গোলে। মন্ত্রীকে রাজসভায় উপস্থিত হ'তে বল!

পরিয়া। যাচ্চি। এ কি!

গোলে। আমি অভাগিনী! সবই শুন্‌বে, আজ্ঞা পালন কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্তর

কাউলফ ও ফকীর

কাউ। ফকীর, আত্মহত্যায় পাপ আছে?

ফকীর। তুমি পাপ মনে ক'রেই আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসেছ, নচেৎ জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে আসতে না। কি পাপ, কি পুণ্য, তা যদি আমি সব জান্‌তেম—তা হ'লে পাপ-পুণ্যের পার হ'তেম, আমার ঈশ্বর-লাভ হ'তো। আমি পাপ-পুণ্যের সীমা স্থির ক'র্‌তে পারি নাই। তবে কতকটা আমার অনুভূতি হ'য়েছে যে, পুণ্য-কার্য্যের কল্পনা ও অনুষ্ঠানে আত্মপ্রসাদ, আর পাপ সর্ব্বদাই সন্দেহ-জড়িত। ঈশ্বরকে ডাকা—পাপ কি পুণ্য—এ কথা আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এস নি,—এ কল্পনার সঙ্গেই আত্ম-প্রসাদ। আত্মহত্যা পাপ কি না, সে কথা সন্দেহই তোমায় ব'লে দেবে, আমায় জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন।

কাউ। বুঝ্‌লেম—পাপ।

ফকীর। পাপ—তুমি তা বুঝেছ, আর তুমি আত্মহত্যা ক'র্‌বে না, তাও আমি বুঝেছি। মানুষ ঝোঁকের উপর আত্মহত্যা ক'র্‌তে পারে, পাপ-পুণ্য বিচার ক'রে আর পারে না।

কাউ। ফকীর, তুমি আমার অবস্থা জান না। আমি আমার বাদসার নিকট অপরাধী, বন্ধুর নিকট বিশ্বাসঘাতক।

ফকীর। শোন,—ফকীরী কেন নেয়,—তা কি তুমি জান? বলবান্ ইন্দ্রিয় আছে, রক্ত-মাংসের দেহ আছে, ভোগ-ইচ্ছা আছে,—তথাপি যে কেন ফকীরী নেয়, তা বুঝ্‌তে পার? না—তুমি জান না। এক কথায় ব'ল্‌বে,—ঈশ্বর-লাভের আশায়। কিন্তু কথাটা শুনেছ মাত্র—ঈশ্বর পরম বস্তু, কথার কথা শুনে রেখেছ। সুখে কেন বিরক্তি জন্মে তা জান না,—ফকীর

জানে। ত্রিতাপদহনে মানব তাপিত, কল্পনা-সৃজিত অবস্থায়ও ত্রিতাপদহনের ত্রাণ নাই। এই বিবেক অবলম্বনে, এই ত্রিতাপ-তাড়নে ইন্দ্রিয়-প্রলোভন উপেক্ষা করে, শোণিত-অস্থি পদদলিত করে, ভোগত্যাগী যোগী হয়। তুমি কি দুঃখের পরিচয় দিতে চাও, যে ভোগত্যাগী ফকীর আমি জানি নি? যদি দুঃখের সাগর না জান্‌তেম, যদি এক ঈশ্বরই সার বস্তু প্রতি-লব্ধি না হ'ত, তা হ'লে কি বিলোলাক্ষী বামার কটাক্ষ—হৃদয় বিদ্ধ ক'র্‌তো না? তা হ'লে কি স্বর্ণ ঝন্‌ঝনার মধুর রব আমার কর্ণ বিমোহিত ক'র্‌তো না? তা হ'লে কি সম্পদ, গৌরব, মানের অদ্ভুত মোহিনী আমায় মুগ্ধ ক'র্‌তো না? দুঃখের সংসারে দুঃখ পেয়েছ, ফকীরকে অধিক পরিচয় কি দেবে? আগুনে হাত পোড়ে নি, যদি এ সংবাদ দিতে পারতে, তবে নূতন সংবাদ বটে,—নচেৎ আগুনে হাত দিয়ে হাত পুড়েছে,—এ সংবাদ আমায় আর কি জানাবে? তুমি যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসেছ, তার উত্তর দিয়েছি। আবার উত্তর দিই শোন,—জলে ঝাঁপ দিলেই ম'র্‌তে পার্‌বে, কিন্তু মৃত্যু উপস্থিত হ'লে একদণ্ডও জীবিত থাক্‌তে পার্‌বে না। যে কাজ ক'র্‌লে আর ফির্‌বে না—একটু বিচার ক'রো। কাজ ক'রে ফেল্লেই হয়, কিন্তু যে, কার্য্যের পরিণাম ভাবে, সে পাপ করে না এই আমার ধারণা। তুমি যাও, তোমার উত্তর তো পেয়েছ।

কাউ। এত কষ্টেও আমার অন্তঃকরণে দাগা যাচ্চে না। আমি ভুলেও ভুল্‌তে পাচ্চি নি, আমার সর্ব্বনাশের হেতু হ'য়েও, আমার প্রাণের সহিত জড়িত। ভোল্‌বার যো নাই, ত্যাগ কর্‌বার যো নাই,—জীবন বিসর্জ্জন ভিন্ন উপায় নাই। ফকীর, আমার অশান্ত প্রাণে শান্তি দাও, আমার হৃদয় হ'তে সে ছায়া দূর কর। ফকীর, আমায় চরণে আশ্রয় দাও,—ফকীর, আমি বড় যন্ত্রণা পাচ্চি—আমায় রক্ষা কর।

ফকীর। যন্ত্রণার হাত হ'তে নিস্তার পেতে চাও,—তা'হলে মানব-জন্ম ধারণ ক'রেছ কেন? প্রস্তর হ'তে পার্‌তে,—তা'হলে কোন যন্ত্রণাই উপভোগ ক'র্‌তে হ'তো না। মানব-জীবনে যন্ত্রণাই বন্ধু। দুঃখকে আদর ক'রে যদি সুখকে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌তে পার,—তা'হলে দেখ্‌বে, যাকে তুমি সুখ বল, সে বাঁদীর মত তোমার পেছনে পেছনে ঘুর্‌চে। আর দুঃখই তোমায় নিত্যানন্দ ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যাচ্চে। বোধ হয়, তোমার হৃদয়ে প্রেমের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হ'য়েছে, বিরহ-জ্বালায় দগ্ধ হ'চ্চ! কোন রমণীর ছবি তোমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত—তারে তুমি ত্যাগ ক'র্‌তে পাচ্ছ না। তোমার চঞ্চল হৃদয়—যাহা কখনও এক বস্তুতে স্থির হয় নাই, সামান্য একটী রমণীর ছবি ধারণ ক'রে একাগ্র হ'য়েছে। একাগ্রতা অনেক সাধনের ফল। ভাগ্যক্রমে তুমি পেয়েছ,—দুঃখ বিবেচনা ক'রো না। সোণা তাতে গলে—তবে গড়ন হয়। যদি মনকে গড়তে চাও, তাপকে ভয় ক'রো না। যাও, আমার কাছে আর তোমার কার্য্য নাই।

কাউ। ফকীর—ফকীর! তোমার কথায় আমার মনের আবরণ দূর হ'য়েছে। দুঃখকে আমি হৃদয়ে ধারণ ক'রেছি, দুঃখকে বন্ধু ব'লে আমি হৃদয়ে স্থান দিলেম, কিন্তু প্রেমে নয়—ঘৃণায়। যত দিন জীবিত থাক্‌বো, রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হব না। কি আশ্চর্য্য, এখনও সেই ছবি, এখনও সেই প্রতিমূর্ত্তি আমার নয়ন-সম্মুখে বিরাজিত! কি দারুণ বন্ধন! মন না বায়ুর ন্যায় চঞ্চল,—মনের সে চাঞ্চল্য কোথায়? ঐ তো এক ছবি নিয়ে দিবারাত্র আছে। ঐ এক ছবিতে মন জড়িত, মন আবদ্ধ, মনের গতিশক্তি রহিত। কোথায় যাব? ম'র্‌বো না—দেলেরাকে ভাব্‌বো, দেলেরাকে নিয়ে থাক্‌বো। দুঃখ আমার জীবনের সাথী, দেলেরা আমার জীবনের সাথী, দেলেরাকে নিয়ে থাক্‌বো—দুঃখ নিয়ে থাক্‌বো! ফকীর, সেলাম।

[কাউলফের প্রস্থান।

ফকীর। যদি কেবল ধ্যান-ধারণা ফকীরের কার্য্য হ'তো, তা'হলে যদি অনশন বা অর্দ্ধাশন হয়—তাতেই সুখ ছিল। কিন্তু হে গুরুদেব, তোমার কঠোর উপদেশে আমি বুঝেছি যে, আত্মত্যাগে মানব-কষ্ট দূর করাই ফকীরের কার্য্য, এই সাধনাই ঈশ্বরের কার্য্য। সাধনা দুঃখময়—সাধনা শান্তিময়।

গোলেন্দামের প্রবেশ

গোলে। ফকীর, সতীকে কি পতির বিরহ অনুভব ক'র্‌তে হয়? পতি ছাড়া, যে জীবন

ধারণ ক'র্‌তে পারে,—সে কি সতী? যাই হোক, আমি কুলাচার ত্যাগ ক'র্‌বো। ফকীর, কুলাচার-ত্যাগিনীর প্রায়শ্চিত্ত কি,—আমি তোমার কাছে জান্‌তে এসেছি।

ফকীর। অনল তাপিত দ্রবময়ী কাঞ্চনের ন্যায় সতীত্ব। সে বিশুদ্ধ কাঞ্চনে মলা স্পর্শ করে না। প্রায়শ্চিত্তের নাম দণ্ড গ্রহণ করা। উত্তাপিত দ্রবময়ী কাঞ্চনে আর অধিক তাপ কি প্রবেশ ক'র্‌বে? সতীত্ব পরম রত্ন যার আছে, মা—তার আর পাপ-পুণ্য নাই।

গোলে। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য, তবে কি আমি মির্জ্জানকে ভালবাসি নি! পাপ-পুণ্যের বিচারের জন্য ফকীরের কাছে এসেছি কেন? পাপ হয়, পুণ্য হয়,—আমি স্বামীর অনুগামিনী। মির্জ্জান পথে পথে বেড়াবে—আর আমি কেমন ক'রে গৃহে থাক্‌বো? মির্জ্জান পথে আর আমি সিংহাসনে, কল্পনাতেও এ একটা রহস্য বটে! মির্জ্জানের আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে পারি নি,—কি ক'র্‌বো? পাপ হয় হবে,—পাপের ভয়ে আমি মির্জ্জান'কে ছাড়্‌বো না। বাদসাই—অঙ্গুরী, অঙ্গুরীই—বাদসা থাক্‌বে। যেথায় মির্জ্জান—গোলেন্দামও তথায়, তার অন্যথা হবে না। মির্জ্জান,—তোমার আজ্ঞা-পালনে আমি চেষ্টা ক'র্‌বো, কিন্তু তোমার সঙ্গে ফির্‌বো। দোষী কর'—সাজা দিও, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পার্‌বো না। (প্রকাশ্যে) ফকীর—সেলাম। [গোলেন্দামের প্রস্থান।

ফকীর। নারীর আকর্ষণ অতি মুগ্ধকর! গুরুদেব, কত পুণ্য-ফলে তোমার দর্শন পেয়েছিলেম। নারীর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি কি একবারও ঈশ্বরকে ডাকতে পার্‌তেম? ঈশ্বর, তোমার সাধনাও শান্তি। সাধন অবস্থাতেও ঘোর মায়াজাল হ'তে নিষ্কৃতি। ঈশ্বর, তুমি ধন্য,—দেখা দিয়ে আমায় ধন্য কর!

মির্জ্জানের প্রবেশ

মির্জ্জান। ফকীর, সংসার ভাল কি ফকীরী ভাল?

ফকীর। সংসারের নিম্ন চরম সীমা দারিদ্র্য, ঊর্দ্ধ চরম সীমা বাদ্‌সাই। দুই সীমারই অবস্থা আমি অবগত নই। আমি বাল্যাবধি এই অবস্থাপন্ন। বল—"ফকীর—ফকীর!" ফকীরীর চরম সীমায় শুনেছি ঈশ্বর-প্রাপ্তি। ঈশ্বরের অনুভূতি হ'য়েছে, ঈশ্বর-লাভ হয় নাই; লাভ হ'লে আর তোমার সঙ্গে কথা কইতে পার্‌তেম না। তিনি দেখা দেন—আবার লুকোন, আবার দেখা দেন—আবার লুকোন। —আমার সাধন-অবস্থা। আমার কার্য্য—সাধনা, লাভ তাঁর ইচ্ছা। আমি সাধক, সুতরাং ফকীরীর চরম সীমা পর্য্যন্ত দেখি নাই। তোমার কথার উত্তর এই, আমি ফকীরী জানি নে। সংসার ভাল কি না? সংসার কি—কেমন?—তা কখনো দেখি নি। তার ভাল-মন্দও জানি নে। তুমিও যখন জিজ্ঞাসা ক'চ্চ,—"সংসার ভাল না ফকীরী ভাল?" তাতে বোধ হ'চ্চে,—তুমিও দুটোর একটাও জান না। দেখে শেখে—ঠেকে শেখে। জান্‌বার ইচ্ছে থাকে, চল—সংসার দেখিগে। —দেখেই শিখি বা ঠেকেই শিখি। যদি শিক্ষা হয়—পরম লাভ। শিক্ষার্থী হ'য়ে জীবন যায় —হানি নাই। তোমার কি দেখ্‌বার সাধ—ফকীরী না সংসার? আমার ধারণা, একটা দেখ্‌লেই দুটো দেখা হয়। চল না কেন, সংসার দেখে আসি।

মির্জ্জান। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে?

ফকীর। কেন, বিস্মিত হ'চ্চ কেন?

মির্জ্জান। আমি কে তা জান?

ফকীর। যেই হও—একজন সন্তাপিত ব্যক্তি। মানব-সন্তাপ দূর করা ফকীরের সাধন।

মির্জ্জান। আমি সন্তাপিত—তুমি কেমন ক'রে বুঝ্‌লে?

ফকীর। তোমার প্রশ্নে বুঝেছি। সংসারে অধীর হ'য়ে তবে ফকীরের কাছে এসেছ।

মির্জ্জান। আর কি কখন' তুমি কোন সন্তাপিত ব্যক্তি দেখনি? তার সঙ্গে তো তুমি যাও নি,—আমার সঙ্গে যাবে কেন?

ফকীর। সংসারে সন্তাপিত অনেক দেখেছি। ফকীরী নিয়েও আমি তো ভগবানের সংসার ছাড়া নই। তোমায় ব'লেছি, সন্তাপ দূর করাই ফকীরের সাধন। সংসারে সাধ্যমত সন্তাপ দূর ক'র্‌বো সংকল্প ক'রেছি, কিন্তু সঙ্গী পাই নাই। তোমার সংসার দেখ্‌বার সাধ হ'য়েছে—মন হ'য়েছে—চল যাই।

মির্জ্জান। তুমি একেবারে আমার সঙ্গে যাবে?

ফকীর। কেন, বিস্ময়ের কারণ কি? দেখে বোধ হ'চ্ছে, তুমি সংসারী। তুমি যদি সকলই ত্যাগ ক'রে, ফকীরের কাছে আস্‌তে পেরে থাক,—আমি কিসে আবদ্ধ আছি, যে তোমার সঙ্গে যেতে পার্‌বো না?

মিজ্জান। ফকীর, আমার অন্তরের সেলাম গ্রহণ কর। তোমার চরণে আমার মনপ্রাণ অবনত। আমি বাদসা ছিলেম, বিস্তৃত রাজ্য ছিল, হৃদ্‌বন্ধু ছিল, প্রণয়িনী পত্নী ছিল: যে সকল প্রলোভনে সংসার প্রলোভিত—আমার সকলই ছিল। কিন্তু সন্দেহ-দংশনে যাহা অমৃতময় ছিল, তাহা বিষময় হ'য়েছে—সেই নিমিত্ত তোমার শরণাপন্ন। আমি ঢের ফকীর দেখেছি, কিন্তু তাদের ফকীরী দেখে, আমার সংসার-আসক্তি আরও বৃদ্ধি হ'য়েছিল। সে ফকীরী নয়—সংসার-সুখ-আশায় ফকীরী। তুমি যথার্থ ফকীর। ফকীর, তুমি কি আমায় কৃপা ক'র্‌বে?

ফকীর। আমি জানি নে। কৃপা-অকৃপা আমার আয়ত্তাধীন নয়। আমার কৃপা-অকৃপায় তোমার লাভালাভ নাই। যদি সংসার দেখ্‌তে চাও, চল,—আমি তোমার সাথী। তুমি যদি প্রস্তুত থাক, আমিও প্রস্তুত। (স্বগত) এ যে দেখ্‌ছি বাদসা মিজ্জান! বাদসা মিজ্জান পরম ধার্ম্মিক। ইনি ফকীরী নিলে সংসারে বিস্তর হানি। এ'র সঙ্গে ফিরে দেখি,—যদি পুনর্ব্বার এ'রে সিংহাসনে বসাতে পারি—তা হ'লে সমাজের পরম মঙ্গল।

মিজ্জান। ফকীর, এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সমরকন্দ মঠের অভ্যন্তর

গোলেন্দাম ও পরিয়া

গোলে। (স্বগত) কতদিন—কতদিন আর
বহিব এ ভার—
প্রাণনাথ, এস' ত্বরা।
জেনে শুনে কেন হে নিদয়,
জান' তো নিশ্চয়—
বিরহে অধীরা মম প্রাণ!
অদর্শনে রহিব কেমনে?
মোর তরে তুমি হে কাতর—
কহিছে অন্তর,
ভালবাস দাসী পদাধীনা—
তবে কেন আছ ভুলে?
আশে প্রাণ কতদিন ক্ষীণ কায় রবে!
চাহে প্রাণ,—ভাঙ্গি এই মৃত্তিকা-পিঞ্জর
যাইতে তোমার পাশে—
আশায় ভুলা'য়ে রাখি তারে,
আর ভুলে থাকে বা না থাকে।
প্রেমময়! আশ্রিতা—বঞ্চিতা নাহি হয়!
তাহে তব কলঙ্ক রটিবে,
কবে সবে কঠিন তোমারে।
(প্রকাশ্যে)
কেমন, পরিয়া, রাজ্যের সমস্ত মঙ্গল তো?

পরিয়া। হ্যাঁ বেগম সাহেব, সমস্ত মঙ্গল। সখি, তুমি এখানে এ অবস্থায় কেন? তোমার স্বামীর কি দেখা পেয়েচ?

গোলে। আমার স্বামী ফকীর, আমার আর কি অবস্থা হবে বল? আমার স্বামী সমরকন্দে এসেছেন: কাউলফ আর দেলেরা এইখানে আছে, আমরা যদি কোন উপায়ে কাউলফের সঙ্গে দেলেরার বিবাহ দিতে পারি, তা হ'লে বোধ হয় বাদসার মনের সন্দেহ দূর হয়। বাদসার মনে সন্দেহ হ'য়েছে যে, কাউলফ আমার অনুরাগী: দেলেরার সঙ্গে বে' হ'লে সে সন্দেহ যাবে। আমি দেলেরাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি: সে কাউলফকে ভালবাসে কি না আমি এখনই জান্‌তে পার্‌বো। তুই যদি কোন উপায়ে কাউলফকে রাজী ক'রে তার সঙ্গে বে' দিতে পারিস্‌, তা হ'লে বাদসার মনের সন্দেহ যাবে,—আমায় একজন ফকীর ব'লে দিয়েছেন। এই সঙ্ঘটন আম্‌রা যদি ক'র্‌তে পারি, তা হ'লেই সকল দিকে মঙ্গল হয়।

পরিয়া। কিন্তু আমরা এই সব যোগাযোগ ক'র্‌তে ক'র্‌তে, যদি বাদ্‌সা এ দেশ থেকে চ'লে যান?

গোলে। না—তা তিনি যেতে পার্‌বেন না। আমার অনুরোধে আমার পিতা সমরকন্দ-ঈশ্বর, রাজ্যে প্রচার ক'রেছেন যে, আমার মঠে অতিথি-সেবা না নিয়ে, কেউ এ সহর পরিত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বেন না। তাঁকে তিন দিন এ মঠে এসে

থাক্‌তেই হবে। আর বাদসা কখন' রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে লোককে কুশিক্ষা দেবেন না।

পরিয়া। দেলেরা কি কাউলফকে ভালবাসে?

গোলে। সম্পূর্ণ ভালবাসে। আমি তার ধাত্রী সানিয়ার কাছে শুনেছি: কিন্তু কাউলফের দেখা পাই নাই, তার মন বুঝ্‌তে পারি নাই। তোরে এই সংঘটনটী ক'র্‌তে হবে, বোধ হয় কাউলফও ভালবাসে। এই নগরে সে পাগলের ন্যায় বেড়িয়ে বেড়ায়, উচ্ছিষ্ট অন্ন কুড়িয়ে খায়। বোধ হয়, দেলেরার বিরহে তার এই দশা।

পরিয়া। আচ্ছা, আমি তার কাছে পুরুষ-বেশে গিয়ে তার মন বুঝ্‌বো। কিন্তু দু'জনের বিবাহ দিয়ে দেবে কেমন ক'রে? তোমার বাপ্‌কে ব'লে? শুনেছি, টাহার ব'লে এক ব্যক্তি, তার সঙ্গে দেলেরার অজ্ঞান-অবস্থায়, তাদের উভয়ের পিতার সম্মতিতে বিবাহ হ'য়েছিল। এখন দেলেরা সেই টাহারের পিতার বাড়ীতেই আছে। তুমি কিরূপে বিবাহ দিয়ে দেবে?

গোলে। তুই কাউলফের মন বোঝ্। এক-জন বিবাহ ক'রে দেলেরাকে যদি প্রত্যাখ্যান ক'রে যায়, তা হ'লে টাহার দেলেরাকে পুনর্ব্বার বিবাহ ক'র্‌তে পার্‌বে। টাহারের বাপও সেইরূপ একজন ব্যক্তি খুঁজ্‌চে, কিন্তু দেলেরা পরমা সুন্দরী, তাই ভয় ক'র্‌চে, যে বিবাহ ক'রে যদি কেউ দেলেরাকে প্রত্যাখ্যান না করে, তা'হলে দেলেরা তার হবে। কিন্তু কাউলফ দরিদ্র-অবস্থায় বেড়াচ্চে, সে বিবাহ ক'র্‌বে ব'ল্‌লে, আর সে সন্দেহ থাক্‌বে না। তাকে অর্থ দিয়ে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌তে সম্মত ক'র্‌বে। তুই কাউলফের মন বুঝে দেখ্, আমিও এখনই দেলেরার মন বুঝে দেখ্‌বো।

পরিয়া। আচ্ছা, আমি পুরুষ-বেশে তার সঙ্গে দেখা ক'রে তার মন বুঝ্‌বো, বিবাহ ক'র্‌তেও রাজী ক'র্‌তে পার্‌বো। কিন্তু যদি টাহারের বাপের টাকার লোভে সে প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে যায়, তা হ'লে তো বাদ্‌সার মনের সন্দেহ যাবে না।

গোলে। তুই কি মনে ক'রিস্, যে ভাল-বাসে—সে প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে যেতে পারে? কাউলফকে আমি জানি, সে অতি উচ্চহৃদয় ব্যক্তি, সে সামান্য অর্থলোভে কখনই পরিত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বে না। তুই প্রেমিকের প্রাণ জানিস্ নি। সে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বে, তবু তারে ছেড়ে যাবে না। তুই কোনরূপে এই জোটা-জোট কর।

পরিয়া। তুমি কি তোমার পিতার সঙ্গে দেখা ক'রেছ?—সমরকন্দ-ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছ? তিনি কি সকল অবস্থা জানেন?

গোলে। দেখা ক'রেছি,—কিন্তু তিনি চিন্‌তে পারেন নি,—আমায় উদাসিনী বিবেচনা ক'রেছেন। আর আমার কথায় প্রত্যয় ক'রে, আমার ইচ্ছামত রাজ্যে ঘোষণা দিয়েছেন। আয়, আম্‌রা স'রে থাকি—কে আস্‌ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দেলেরা ও সখীগণের প্রবেশ

দেলেরাকে বেষ্টন করিয়া সখীগণের গীত

সুখের স্বপন যার ভেঙ্গেছে,
সে আসে ফকীরের ঘরে।
ফকীরী নয়ত তারি, মন ঘোরে তার
সুখের তরে॥
আশা যে ধ'রে থাকে, আশা যে যত্নে রাখে,
প্রেম-রতনে যত্নে ঢাকে,
প্রেমের আশা তার তো পোরে॥
মন যার অবিশ্বাসী, সে তো নয় প্রেম-পিয়াসী,
যে জন প্রেমের অভিলাষী, বিরহে সে কি ডরে?

[এক জন ব্যতীত সকল সখীর প্রস্থান।

দেলেরা। তোম্‌রা কি গান ক'র্‌লে?

সখী। শুন্‌লে তো,—যদি তোমার মনের মতন কথা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আর কি কথা আছে? আমাদের উদাসিনীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি এসে উত্তর দেবেন। আর যদি তোমার মনের মতন কথা না হ'য়ে থাকে—চ'লে যাও, এখানে থেকে তোমার কিছু ফল হবে না।

দেলেরা। উদাসিনী কোথায়?

[সখীর প্রস্থান।

গোলেন্দামের প্রবেশ

গোলে। আচ্ছা, আমি তোমার কথা সব জানি। কাউলফকে যদি তুমি না পাও, তা হ'লে

কেন টাহারকে বিবাহ কর না? টাহার তো তোমার ছলনায় ত্যাগ ক'রেছিল,—তোমায় জেনে তো তোমায় ত্যাগ করে নি! দেশাচারে টাহার তোমায় ত্যাগ ক'রে, তোমায় বিবাহ ক'র্‌তে পার্‌চে না। কিন্তু টাহারের পিতার ধনলোভে, তোমায় বিবাহ ক'রে, কেউ না কেউ তোমায় ত্যাগ ক'রে যেতে সম্মত হবে;—তখন তুমি কি ক'র্‌বে?

দেলেরা। তবে কি গান আমায় শুনালে? গানের অর্থমত তো তোমার কথা নয়! যেদিন আমি নিশ্চয় জান্‌বো যে, টাহার আমার স্বামী হবে, সেদিন আমি প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো। এখন প্রাণ রেখেছি, কাউলফকে পাবার আশায়। আমার মনে হয়,—আমি যেমন তার জন্যে ব্যাকুলা,—সেও আমার জন্য সেইরূপ ব্যাকুল। মনস্তাপে কোথায় কে'দে বেড়াচ্চে জানি নে। আমার মনে ধারণা, সে আমা ছাড়া জানে না। আমি তারে দেশান্তরিত ক'রেছি, আমার জন্য সে সর্ব্বত্যাগী। যদি তারে না পাই, তার উদ্দেশে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে অনুতাপ অবসান ক'র্‌বো। আমি তার আশায় জীবিত আছি।

গোলে। আর সে যদি তোমায় না চায়?

দেলেরা। আবার আমার সন্দেহ হ'চ্চে, তুমি সত্য উদাসিনী? যদি উদাসিনী হও, কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ? কি, সে আমায় চাইবে না? বোধ হয়, তুমি আজীবন সর্ব্বত্যাগিনী। আমায় সে চায় না,—এ কথা আমি মনে স্থান দিয়ে জীবিতা থাক্‌বো, সে কি কখন' হয়? তা' হলে আমি এত অধীরা হ'তেম না, তা হ'লে আমি তারে চাইতেম না। আমার সে মুখ অহর্নিশি মনে পড়ে, আমি তার ধ্যানে জীবন অতিবাহিত ক'র্‌তে পার্‌তেম না! চায় না?—আমি চক্ষের উপর দেখ্‌চি, সে আমায় চায়। আমি অন্তরে-অন্তরে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, —কোথায় নির্জ্জনে সে আমার ধ্যান ক'র্‌ছে। সে আমার জীবনসর্ব্বস্ব—আমি তার জীবন-সর্ব্বস্ব। এ যদি মিথ্যা হয়, তাহ'লে জান্‌বো, সংসারে খোদার কোপ-দৃষ্টি প'ড়েছে। সংসারে প্রেমের বন্ধন নাই, সংসার ছিন্নভিন্ন হ'য়েছে—সংসার প্রেমশূন্য!

গোলে। তোমার কথা কি সত্য? তোমার কি বিশ্বাস, তোমার আশা পূর্ণ হবে?

দেলেরা। অবিশ্বাস কেন ক'র্‌বো? অবিশ্বাসের নাম মৃত্যু,—অবিশ্বাসের অর্থ আর আমার নিকট অপর কিছু নাই। কে জীবন ছাড়্‌তে প্রস্তুত বল? আমি আশা ক'র্‌বো না? —আশা আমার প্রাণ! নচেৎ ম'লেও আমার অনুতাপানলে পরিত্রাণ নাই—মৃত্যুতেও যন্ত্রণা দূর হবে না। তারে পেলেম না, এ বেদনা আমার যাবে না।

গোলে। তুমি তারে পাবার কি উপায় ক'রেছ?

দেলেরা। উপায় আপনিই হবে। আমি উপায়ে তারে দেখি নি—সে দেখা দিয়েছিল। আমি তারে কোন উপায়ে ভালবাসি নি—ভাল-বেসেছি। সে আমার—উপায় ক'রে জানি নি—জেনেছি। যা হবার হ'য়েচে—যা হবার হবে। ভালবাসা—ভালবাসা পায়। কোন উপায়ে বুঝি নি—বুঝেছি। উপায় আপনি হবে। আমি উপায় ক'র্‌তে পার্‌লে এতদিন ক'র্‌তেম, কিন্তু আমার উপায় নাই। আমি পরাধীনা—পর-বাসে পরের স্বেচ্ছাধীনা।

গোলে। আচ্ছা, আমি যদি কোন উপায় ক'র্‌তে পারি? কিন্তু দেখ', ঠিক বুঝে ব'ল, —যে যারে চায়, সে তারে পায়—এ কথা কি সত্য? সে তোমায় ফেলে চ'লে গিয়েছে—তবু তুমি সত্য তারে পাবে? চাইলে পায়—এ কথা কি তোমার নিশ্চয় ধারণা? দেখ, তোমার কথা মিথ্যা হ'লে—তোমার উপায় হবে না। সত্য বল' —আমি উদাসিনী—আমার কাছে মিথ্যা ব'ল্‌তে নাই। আশা কি ফলবতী হয়? আশার ধন কি পাওয়া যায়? যদি সত্য হয়—উপায়ের চেষ্টা করি,—বৃথা চেষ্টা ক'রে কি কর্‌বো বল?

দেলেরা। এ কথা তুমি আমার মুখে শুনে বুঝ্‌তে পার্‌বে না। যদি তোমার জান্‌বার প্রয়োজন হয়, যদি আশা তোমার জীবনের সার হয়, আশা ধ'রে জীবিত থাক,—তাহ'লে আপনার মনকে জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর পাবে,—আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হবে না। তোমার মনই তোমায় বিশ্বাস দেবে—তোমার মনই তোমায় আশা ধ'রে থাক্‌তে ব'ল্‌বে। আর যদি বিশ্বাস না হয়, যদি নিরাশ হও,—জীবন-ভার ব'য়ে কি ফল বল? আশা হারিয়ে কেন মাটীর

দেহ বইবে? যদি কোন দাগা পেয়ে থাক, আশা ধ'রে রাখ,—আশা-হারা হ'লে আর প্রাণ ধ'র্‌তে পার্‌বে না!

গোলে। তোমার কথা আমি বিশ্বাস ক'র্‌লেম,—তুমি আমার সই।

দেলেরা। কই সই, তুমি তো তোমার পরিচয় দিলে না?

গোলে। আমার পরিচয় তুমি পাবে। যদি দেবতা সদয় হন, যদি মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তা হ'লে তোমায় পরিচয় দেব। এখন জেনে রাখ', আমি তোমার মতন কাঙালিনী—আমি উদাসিনী নই। আমি তোমার মুখে তোমার কথা শুন্‌বো, তোমার কথায় আমার হৃদয়ের বল বাড়্‌বে,—এই জন্য কৌশল ক'রে তোমায় আনিয়েছি। আমি আমার সখী দ্বারা তোমায় ব'লে পাঠিয়েছি যে, এখানে এলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তুমিও আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে এসেছ,—বুঝ্‌বো তোমার বিশ্বাসের বল। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌তে পারি—তা হ'লে আমারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। বোধ হয়—খাঁ সাহেবের কাছ থেকে তোমায় নিতে এসেছে—ঘণ্টার নিনাদ শুন্‌তে পাচ্চি। আমি অন্তরালে যাই।

[গোলেন্দামের প্রস্থান।

টাহার ও নেহারের প্রবেশ

নেহার। কেন, এখানে কি ক'র্‌তে এলে?

টাহার। ও আমার জন্যে পাগল। এইখানে এক জন মজনুম আছে, সে গুণে ব'ল্‌তে পারে। তাই জান্‌তে এসেছে, কতদিনে ওর আমার সঙ্গে বিয়ে হবে। তাই বাবা এখানে পাঠিয়েছে।

নেহার। তা তুই আমাকে নিয়ে এলি কেন?

টাহার। তোরে দেখাতে—প্রেমের ঢেউ-তুফান দেখাতে। বাবা বিশ্বাস করে না যে ভাল-বাসে। তুই দেখে বাবাকে গিয়ে বল্‌ যে, ও আমার জন্যে মরে।

নেহার। ঐ তো দেলেরা,—তোকে দেখে তো মুখে কাপড় দিয়ে ফিরে দাঁড়াল।

টাহার। আরে বুঝিস্‌ নি, বুঝিস্‌ নি। আমি বাব্‌রি চুল বাগিয়ে, তাজ মাথায় চড়িয়ে এসেছি, বেটী দেখে পাছে ঘুরে পড়ে, তাই মান ক'রে দাঁড়িয়েছে। কেমন, দেখ্‌চিস্‌! বাবাকে বলিস্‌—ভালবাসে না?

নেহার। তোর মুখে ও ঝাড়ু মারে।

টাহার। যা দূর হ! তোর পিরীতের ধাতই নয়। মেয়ে মানুষ মান ক'র্‌বে, ঘুরে দাঁড়াবে—তা না হ'লে মজা কি হ'ল! ঐ দেখ্‌—দেখ্‌চে আড়ে আড়ে।

নেহার। তোর মুখে বাঁ পায়ের লাথি ঝাড়ে।

টাহার। আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার ইয়ার্কি ছুট্‌ল। তুই এমন বেরসিক জান্‌লে, তোর সঙ্গে আমি ফিরতেম না। ওঃ—আমার কি ইয়ার গো! পিরীত চেনেন না! বল্‌বি কি না বল—ভালবাসে। আমার সঙ্গে যদি ইয়ার্কি চাস্‌, নিদেন মিছেমিছি ক'রে বল—ভালবাসে।

নেহার। আচ্ছা, তুই ওর সঙ্গে কথা ক'—শুনি।

টাহার। চোখে দেখ্‌লি আর শুন্‌বি কি? তবু তোর আক্কেলের জন্য দুটো কথা ক'চ্চি। দেলেরা!—ঐ দেখ্‌ সাড়া নেই। আবার ডাক্‌তে বলিস্‌?—দেলেরা! ফের সাড়া নেই।

নেহার। তোর প্রেমে কি ধুঁক্‌চে না কি, যে কথা কইতে পার্‌চে না? আরে বুঝিস্‌ নে কম্‌বক্‌ত, ও তোকে চায় না।

টাহার। চায় না? উঃ তোর কথায় চায় না! ও চুপ ক'রে আছে আমার প্রেমের টক্কর দেবে কিসে!—কি বল' দেলেরা?

দেলেরা। আমি ধর্ম্মের স্থানে এসেছি, এখানে তুমি বিরক্ত ক'র্‌তে এসেছ কেন?

টাহার। ওই শোন্‌, ওই পিরীতের কোপ, আমার উপর অভিমান ক'রেছে।

নেহার। তোর গর্দ্দানায় কোপ দেবে আঁচ্‌চে।

টাহার। যা তুই দূর হ! দিন কতক দোস্তি ক'রে পিরীত শিখে তারপর আমার কাছে ইয়ার্কি দিতে আসিস্‌। (দেলেরার প্রতি) দেখ' দেলেরা, কি ক'র্‌বো বল—দেশাচার! একবার ত্যাগ ক'রেছি, আর এক জন কেউ বে' ক'রে, তোমায় ত্যাগ না ক'র্‌লে তো তোমায় বে' ক'র্‌তে পারি নি। বেল্লিক বেটা কাজি বে' দেবে না। তোমারও প্রাণের ব্যথা বুঝ্‌বে না, আমারও প্রাণের ব্যথা বুঝ্‌বে না। বাবা যোগাড় ক'রে

একটা পাত্তর নিয়ে আস্‌চেন. সে টাকা পেয়ে তোমায় ছেড়ে চ'লে যাবে, তারপর আর কি,—দু'জনে প্রেমের তরঙ্গ!

দেলেরা। বুঝেছি—এখন তুমি যাও।

টাহার। ওই শোন্ শোন্,—পিরীতবাজ প্রাণ, মোলাম কথার মোলাম জবাব দিলে। এখন বল্, ভালবাসে কি না?

নেহার। ওরে মুখপোড়া! তোরে তাড়াচ্চে—বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ নে?

টাহার। হ্যাঁ দেলেরা, তুমি তাড়াচ্চ?

দেলেরা। হ্যাঁ—তুমি যাও।

টাহার। ভালবাসার তাড়ান—কেমন?

দেলেরা। ধর্ম্মের স্থানে এয়েছি,—আর কেন বিরক্ত ক'র্‌ছ? তুমি যাও।

টাহার। যাব কোথা বল'? আমি নিতে এয়েছি। তোমায় সঙ্গে নিয়ে তবে যাব।

দেলেরা। তুমি যাবে তো যাও, তা না হ'লে আবার আমি তেম্‌নি হব। আমি হি হি ক'রে হাস্‌ব—যাও ব'ল্‌ছি।

টাহার। তোমার প্রেমের এমন বিদ্‌কুটে হাসি কোথা পেলে বল' দেখি? এ পিরীত ছাড়া হাসি যে, এর নাম ছেঁচ্‌ড়া হাসি! একে কি বলে পিরীত?

নেহার। ও পিরীতের পয়জার রে মুখ্যু—ও পিরীতের পয়জার!

টাহার। তোর সঙ্গে আমি কথা ক'চ্চি নি—যার সঙ্গে আমি কথা কচ্চি, সে কি বলে আগে বলুক। ওঃ—ওর গোঁপ দেখে যেন আমি প্রেম ক'চ্চি। উনি কথার উত্তর দিতে এলেন!

দেলেরা। তুমি কি কথায় বুঝ্‌বে যে, আমি তোমায় ঘৃণা করি,—কি কথায় বুঝ্‌বে যে, তোমার স্পর্শ, অঙ্গার অপেক্ষা অসহ্য,—কি কথায় বুঝ্‌বে যে, তোমার দৃষ্টিতে আমার দেহ জ্ব'লে যায়,—কিসে বুঝ্‌বে যে, জীবন থাক্‌তে আমি তোমার হব না? যাও, চ'লে যাও, না যাও—আমি চ'ল্‌লেম।

[দেলেরার প্রস্থান।

নেহার। এই তো পিরীত ছোর্‌কুটে গেল!

টাহার। খুব ক'ল্লে!—কিন্তু আমার প্রাণে যে প্রেমের তুফান তুলে দিলে, তার কি ক'ল্লে? আমি বুঝেও বুঝি না যে, ও আমায় ভালবাসে না।—বাবা! এমন চিজ আমি ছাড়্‌বো, প্রাণ থাক্‌তেও না। বিয়ে ক'র্‌বোই ক'র্‌বো। তার পর প্রেম করে—ভাল, নইলে বেটীকে দু'পায়ে ঠেল্‌বো। ওগো, কে হাত গুণ্‌তে জান'—বল তো কি ক'রে আমি দেলেরাকে পাব? যদি পাই, জোড়া বোক্‌রী তোমার দরগায় বলি দিয়ে যাব, এই মানত ক'চ্চি।

পরিয়ার প্রবেশ

পরিয়া। একজন পাগল আছে—তার সঙ্গে দেলেরার বে' দাও।

নেহার। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি। সে পথে পথে এঁটো ভাত খেয়ে বেড়ায়, সে ভারি গরীব।

টাহার। ব'ল্‌ছিস্ তো,—সে ব্যাটা যদি না ছেড়ে যায়?

পরিয়া। তার মেয়ে মানুষের উপর ভারি ঘেন্না।

টাহার। ও—দেলেরাকে দেখ্‌লে, ঘেন্নাপিত্তি সব ছোরকুটে যাবে।

নেহার। টাকায় সব হয় রে—টাকায় সব হয়।

টাহার। আচ্ছা আয়, যা থাকে কপালে—বাবাকে ব'লে অর্দ্ধেক বিষয় বেচাব।—দেলেরাকে পাইয়ে দে, কত টাকা ছাড়্‌তে বলিস্ বল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

কাউলফ

কাউ। না—ভোল্‌বার কিছুতেই যো নেই, ভুল্‌তে চাইনে,—ভুল্‌বো কেমন করে? জ্ব'ল্‌তে চাই—জ্ব'ল্‌চি! পাতার শব্দে মনে হয়—সে আস্‌চে, পবন বইলে মনে হয়—সে আস্‌চে, চোকের উপর—সেই ছবি! কাণে তার মধুর স্বর, পালাব কোথায়? আপনার কাছ থেকে কোথায় পালাব! সে আমার অন্তরে অন্তরে,—কবরে ভুল্‌বো কি না জানি নে!

মির্জ্জান ও ফকীরের প্রবেশ

মির্জ্জান। (স্বগত) বাদসা হ'য়ে ফকীর হ'লেম, তবু তো জ্বালা গেল না!—এ দারুণ সন্দেহের হাত কি এড়াতে পার্‌বো? এই তো

কাউলফ! এর সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখি, এ কার জন্যে উন্মত্ত হ'য়ে বেড়াচ্চে! দেলেরার জন্যে কি?—না গোলেন্দামের জন্যে? এর সঙ্গে কথা ক'য়ে, এর মনের ভাব বুঝে দেখি। যদি সন্দেহের হাত এড়াতে পারি, তবেই আবার গোলেন্দামের সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব, নচেৎ এ জীবনে ফকীরের বেশই আমার সাথী। (প্রকাশ্যে) তুমি কে?

কাউ। তুমি কে?

মির্জ্জান। দেখ্‌চো ফকীর!

কাউ। দেখ্‌চো ভিখারী!

মির্জ্জান। তুমি কি কর?

কাউ। তুমি কি কর?

মির্জ্জান। আমি সংসার দেখে বেড়াই।

কাউ। আমি আপ্‌নার মনের খোয়ার দেখে বেড়াই।

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মির্জ্জান। আচ্ছা তোমায় যদি কেউ বড় লোক ক'রে দেয়, বড় লোকের ঘরে সাদি দিয়ে দেয়, রাজার আদরে থাক।—

কাউ। তা হ'লে কি করি জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ? তিন সেলাম্‌ ঝেড়ে সরি।

মির্জ্জান। কেন এসব তুমি চাও না?

কাউ। না—মনের খোয়ার দেখ্‌তে চাই।

মির্জ্জান। এর চেয়ে আর কি খোয়ার দেখ্‌বে? পথে পথে ভিক্ষা ক'রে খাচ্চ, আর খোয়ার কি হবে?

কাউ। তুমি ফকীর, সংসার দেখ নাই! সংসারী হ'লে বুঝ্‌তে, যে আশায় আশা বাড়ে; —যত খোয়ার হ'চ্চে, খোয়ারের আশা তত বাড়্‌চে।

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মির্জ্জান। তুমি কখন' প্রণয়ে প'ড়েচ?

কাউ। তোমার কিছু আমার প্রতি দরদ দেখ্‌চি যে? কিছু দরদি ফকীর তুমি!—তা আমায় ছেড়ে যদি একটী মেয়ে মানুষকে দরদ জানাতে পার, তা হ'লে তোমার দুনিয়া দেখার সাধ মেটে। দেখে আর কি শিখ্‌বে, হাড়ে হাড়ে ঠেকে শিখে যাও। দুনিয়ায় নারী কেন এসেছে জান? (অন্যমনস্কভাবে) আহা নারী! সংসারে এসেছ—বেশ ক'রেচ! তোমায় না পেলে সয়তান কি ক'রে ভোলাত? দোজক্‌ কি ক'রে ভর্ত্তি হ'ত? খোদাকে ভুলে কে সংসার ক'র্‌ত? এসেছ—বেশ ক'রেচ, সংসার বেশ মাতিয়ে রেখেচ। সকলকে উন্মাদ ক'রেচ, তবে আমিই ধরা প'ড়েছি!

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মির্জ্জান। তোমার কথার আভাষে অনুমান হয়, তুমি কুচরিত্রাকে প্রেম অর্পণ ক'রেছিলে, সেই জ্বালায় জ্ব'ল্‌চ। হয় তো সেই কুটিলার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে, কোন বন্ধুর নিকট বিশ্বাস-ঘাতক হ'য়েচ - সেই অনুতাপে দগ্ধ হ'চ্চ। হয় তো কোন কুলে কলঙ্ক অর্পণ ক'রেচ, তাই তোমার এ দশা। নচেৎ এত অনুতাপ তোমার কেন?—এ দশায়ও তোমার অনুতাপানল শীতল হ'চ্ছে না কেন?

কাউ। হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিক্‌ বুঝেছ, ঠিক্‌ বুঝেছ! দংশেছে—দংশেছে—বুকের উপর দংশেছে! মাতার নামে কলঙ্ক দিয়েছি, বন্ধুর মনে আঘাত দিয়েছি। ঘৃণা ক'রেচে, পায়ে ঠেলেচে, তার জন্য দেশত্যাগী, পথের ভিখারী, তবু তারে ভুলি নি। ভুল্‌তে চাই নি, জ্ব'ল্‌তে চাই—জ্ব'ল্‌তে চাই! বাঃ—বাঃ—কি খেলারে! —নারী! নারী! কি তোর চোখের খেলা! কি তোর কথার ছলা! কি চাতুরীতেই তোর গড়ন। যে বিধাতা তোরে গ'ড়েচে, সে তোরে এখন বুঝ্‌তে পারে কি না জানি নি। বাঃ—বাঃ -কি যাদু! কি মোহিনী!!

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মির্জ্জান। শোন, শোন,—মার নামে কলঙ্ক অর্পণ ক'রেছ কি? সত্য বল, যে তোমায় মার ন্যায় যত্ন ক'রেছে, তার প্রতি কি তোমার ঘৃণিত দৃষ্টি প'ড়েছিল? মদিরার ঝোঁকে তাকে কি তুমি হাটে-বাজারে কলঙ্কিনী ব'লে পরিচয় দিয়েছিলে? সত্য বল, তারে কি তুমি এখনও ভালবাস? তার ছবি নিয়ে কি তুমি উন্মাদ?

কাউ। কি, কি, সে মাতৃছবি—সে দেবছবি —যদি আমি মনে স্থান দিতে পার্‌তেম, দেবী-সেবা, মাতৃসেবায় যদি রত থাক্‌তেম, দেবীর নিকট মিথ্যাবাদী হ'য়ে, দেবীকে প্রতারণা ক'রে —দেবীর মানা অবহেলা ক'রে, যদি সেই কুটিলার নিকট না যেতেম, তা হ'লে কি আমার এ দশা হ'ত। কিন্তু তবু ভুলি নি, তবু ভুল্‌বো না, ভুল্‌তে ইচ্ছাও নাই।

ফকীর। (স্বগত) ঠিক্।

মিজ্জর্জান। (স্বগত) নিশ্চয় এ দুরাশয়
চিনেছে আমায়।
ছলে চায় জন্মাতে প্রত্যয়—
মাতৃজ্ঞান করে গোলেন্দামে!
কিন্তু পুনঃ হয় সংশয় উদয়—
সত্য কিছু বুঝিতে না পারি।
আসিয়াছে মম অধিকার ত্যজি,
শোনে নাই গোলেন্দাম সিংহাসনে?
আছে তারি ধ্যানে,
তারি কোন তত্ত্ব নাহি রাখে?
দারুণ সংশয়! দারুণ সংশয়!
গোলেন্দামে যবে মনে হয়,
মুখ-ভাব হইলে উদয়—
সংশয় পলায় দূরে।
কিন্তু দারুণ কলঙ্ক!
কলঙ্ক,—কলঙ্কহীন পুরে।
বেজেছে অন্তরে, আর না ফিরিব দেশে।
ফকিরী আমার, এ জীবনে সার—
কিন্তু কই? তারে তো ভুলিতে নারি।
দিবস-শর্ব্বরী অন্য মনে আছি
তারি ধ্যানে!
সত্য কয় কাউলফ নিশ্চয়,—
ভুলিবার নয়—ভুলিবার বৃথা আকিঞ্চন!

কাউ। কিহে, তোমারও যে ভাব লাগ্‌লো! যদি চোট লেগে থাকে, ফকিরী ক'রে ঘুরে-ফিরে জ্বালা জুড়োবে না,—ও কথা আমার পরিষ্কার জানা, তুমিও পরিষ্কার জেনে নাও।

মিজ্জর্জান। তুমি যারে ভালবাস,—তা যদি ব'ল্‌তে পারি?

কাউ। পার—পার্‌বে। আমার তাতে আর বেশী কি ক'র্‌বে বল? আমার মনকে কাম্‌ড়ে ব'সে আছে, আমি তো জানি! তোমার বলায় আর কি ক'ম্‌বে বা'ড়্‌বে?

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মিজ্জর্জান। তুমি দেলেরাকে ভালবাস?

কাউ। আরও কিছু বুজরুকী তোমার থাকে, জাহির ক'রে চ'লে যাও।

মিজ্জর্জান। তবে কি তুমি তারে ভাল-বাস না?

কাউ। কি করি—আমি তা জানি নে, কিন্তু জ্বলি যে, তাই জানি। এর নাম যা হয় তাই।

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মিজ্জর্জান। (স্বগত) না ঠিক্ হল না, বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। যদি দেলেরাকে ভাল-বাস্‌তো—তার নাম শুনে অস্থির হ'ত, আমার কাছে তার সংবাদ জান্‌তে চাইতো। না—মিছে কেন মনের যাতনা বাড়াই? মার্জ্জনা ক'রেছি—বধ ক'র্‌বো না। গোলেন্দামের ছবি এর অন্তরে র'য়েছে!

কাউ। ভেবে কিছু ঠিক করা যায় না চাঁদ! ভেবে কিছু ঠিক হবে না! থই পাবে না—থই পাবে না! আমিও ঢের ভেবেছি, জুড়'তে যদি চাও, জুড়'বার ওষুধ কোথায় পাও দেখ, আমার কাছে নাই—থাক্‌লে তোমায় দিতেম।

ফকীর। (স্বগত) ঠিক।

মিজ্জর্জান। শোন, শোন—আমি সব বুঝেচি, গোলেন্দাম তোমার প্রণয়ের পাত্রী।

কাউ। কি—কি বল্লি দুরাচার! কে তুই?—ফকীর, তুমি যে হও, তোমার মুখে এক পবিত্র মূর্ত্তি অঙ্কিত, তাইতে তুমি এমন কথা মুখে এনে আমার কাছে নিস্তার পেলে! নতুবা যম হ'লেও তোমার নিস্তার ছিল না। গোলেন্দাম আমার মা। ফকীর! তুমি এমন কথা মুখে এনো না।

ফকীর। কেন, তুমি কি ক'র্‌তে? আমরা দু'জনে—তুমি একা কি ক'র্‌তে?

কাউ। বৃথা দর্পে নাহি প্রয়োজন,
ছিল দিন, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা বাজিত শ্রবণে—
একতান যন্ত্র ধ্বনি জিনি।
তোমা সম শত জনে
রোধিতে নারিত অস্ত্র মম।
যাও চ'লে মঙ্গল-কামনা যদি থাকে,
উন্মাদে ক'রো না উত্তেজনা।
অনেক সহেছি,
শব-দেহে কেন আর কর অস্ত্রাঘাত?
দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত বদনে তব!—
ছিল মূর্ত্তি আরাধ্য দেবতা,
সেই হেতু পেয়েছ নিস্তার!
নাহি হায় সেদিন আমার,
আরাধ্য দেবতা প্রতিকূল।

[কাউলফের প্রস্থান।

মিজ্জর্জান। ফকীর! তুমি ওর কথা শুন্‌লে?

ফকীর। সমস্তই শ্নেছি।

মিজ্জা্ন। তোমার কি বোধ হয়, প্রতারণা ক'র্লে?

ফকীর। দ্ঃখের ভয়ে লোক প্রতারণা করে। লজ্জার ভয়ে, প্রাণের ভয়ে, মানের ভয়ে,—লোক প্রতারণা করে। এ ব্যক্তি যে ভয়ের বাহিরে গিয়েছে, এর মনে আশার ছায়াও নাই।

মিজ্জা্ন। আচ্ছা, তুমি কি সংসার দেখ্লে?

ফকীর। আমি কিছ্ন ন্তন দেখ্লেম না। কি ফকীর, কি সংসারী—সকলকেই শিক্লী বে'ধে ঘোরাচ্চে। কারও লোহার শিক্লী, কারও সোণার শিক্লী। শিক্লী বাঁধা উভয়েই।

মিজ্জা্ন। আমি তো দেখ্চি সমস্তই প্রতারণা।

ফকীর। যদি নিশ্চয় জেনে থাকেন, সমস্তই প্রতারণা; যদি ব্ঝে থাকেন, আপনার মন আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেনি, সকল কথা স্বর্প ব্ঝিয়েছে, যদি নিরপেক্ষ হ'য়ে দেখে থাকেন—সকলই ছল, দ্ষ্টির উপর সন্দেহের ছায়া পড়েনি, তাহ'লে আপনার সংসার দেখা হ'য়েছে, আর ন্তন কি দেখ্বেন?

মিজ্জা্ন। যদি দেলেরার সঙ্গে এরে একত্রে দেখ্তে পাই, তা হ'লে এর মনোভাব ব্ঝ্তে পারি। এক দিন সায়েদ খাঁর গ্হে অতিথি হ'য়ে শ্নেছি, যে দেলেরা এইখানে আছে। যদি দেলেরার সঙ্গে কাউলফের সাক্ষাৎ হয়, তা' হ'লে ব্ঝ্তে পারি—কাউলফ কার প্রেমাসক্ত। কিন্তু তাতে কি সন্দেহের হাত হ'তে ম্ক্তি পাব? দেখি, দেলেরার সঙ্গে যাতে এর সাক্ষাৎ হয়, সেই চেষ্টা করি।

ফকীর। আপনার যের্প অভির্চি। এখন কোথায় যেতে চান?

মিজ্জা্ন। কোথাও না!—দ্র হোক আর জোটাজোট ক'রে কি হবে? এ গোলেন্দামেরই অন্রক্ত নিশ্চয় ব্ঝেছি। বধ ক'র্বো না—বধ ক'র্বো না—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি—বধ ক'র্বো না—পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্বো না।—জ্ব'ল্বো—জ্ব'ল্বো!—জ্বালার হাতে তো নিস্তার নেই। তবে পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে কেন মহাপাতকী হব! মার্জ্জনা ক'রেছি—মার্জ্জনা করেছি। (ফকীরের প্রতি) আপনি কোথায় যেতে বলেন?—কোথায় যাবেন?

ফকীর। আপনার সঙ্গে আমি এসেছি। আপনি যথায় যাবেন, আমি সেখানে যাব। যাওয়া-আসা ঠিকানা ক'রে ফকিরী নিই নি।

ফকীরের গীত

লাগা রহো মেরি মন,
পরম ধন কি মিলে বিন্ যতন।
যাঁহা ভাসাওয়ে হ্য়াই ভাস্কে চল্না,
কব আঁধিয়া উঠে, উস্কা ক্যা ঠিকানা,
মগন রহেকে আপনা সামাল্না—
হরদম উঁসিপর, নজর ফেল্না,
ওহি হ্যায় দোস্ত্ আওর কাঁহা মিলে কোন্।
ওহি আপনা, সব্‌ভি বেগানা,
সমজ্ লেনা কো আপন,
এক হ্যায় উও পরম ধন॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্ম্খ

কাউলফ

কাউ। একি! আমি কি দেখ্চি? একি স্বপ্ন? সেই সব,—তারাই সব! কিন্তু উল্টে গেছে—উল্টে গেছে। সেই বাদ্সার চেহারা, কিন্তু ফকীরের ম্খে।—উল্টে গেছে, উল্টে গেছে। কি ওলট্-পালট্ খাওয়াচ্চে বাবা! সেই বেগমের স্বর, কিন্তু রাজপ্রে নয়—মোসাফের-খানায়। বাঃ—বাঃ কি ওলট্-পালট্! সেই দেলেরার কথা, সেই কথাই চারিদিকে। তার কথা এক দিন শ্নেছিলেম। সে এমন রাস্তায় না—সে এমন রাস্তায় না। সকলই ওলট্-পালট্! সকলই ওলট্-পালট্ খেয়েছে—খাড়া থাকি কেমন ক'রে! কি করি?—দেখ্চি, দ্নিয়ায় ঐ ভাবনার চাইতে আর ভাব্না নেই। কি করি—কি করি? দেলেরাকেই ভাবি। ভাব্চি আর ভাব্বো কি?—দেলেরায় ডুবে আছি!

টাহার ও নেহারের প্রবেশ

নেহার। আমি এই পাগ্‌লার কথা ব'লেছিলেম। এ বেটা বে' ক'রে ছেড়ে যেতে পারে। আর শুনেছিস্ তো—এর মেয়ে মানুষের উপর ভারি ঘেন্না। ও টাকার জন্যে বে' ক'র্‌বে, তার পর বল্‌চি—নিশ্চয় ছেড়ে পালাবে। তা হ'লেই তোর কাজ হবে। কাজিই হুকুম দিয়েছে তো, একজন বে' ক'রে ছেড়ে গেলে, তুই বে' কর্‌তে পার্‌বি।

টাহার। কাজি তো সোজা হুকুম দিয়েছে। এখন দেলেরাকে বে' ক'রে ছেড়ে যায় কে? ঐ পাগ্‌লাটার কথা বল্‌চিস্? ও এক রকমের পাগল আছে,—দেলেরাকে দেখে আর এক রকমের পাগল হবে।

নেহার। আচ্ছা, দেখাই যাক্ না কেন।

টাহার। আচ্ছা, দেখ্ তুই। আচ্ছা, সত্যি বল্ দেখি, তারে ছাড়া সোজা?

নেহার। তা বটে ভাই, বেটীর চেহারা বড় জবর।

টাহার। এই বোঝ্, তা নইলে বাবা ব'লে ছিল, নেহারের সঙ্গে বে' দিই, নেহার ত্যাগ করুক। আমি ব'ল্‌লুম, "বাবা, কেন বন্ধু বিচ্ছেদ ক'র্‌বে, নেহারের বাবারও সাধ্য নেই, ছেড়ে যায়।"

নেহার। আচ্ছা, বেটী সত্যি পেত্নী নয় তো? আমার ভয় হয়, মানুষের অমন রূপ হয়?

টাহার। পেত্নী হোক, জিনি হোক্, আর যেই হোক,—পেত্নী হয়, না হয় ঘাড় ভাঙ্‌বে। কিন্তু আমি প্রাণ থাক্‌তে ছাড়্‌তে পার্‌বো না, তোকে পরিষ্কার ব'ল্‌লুম।

নেহার। আচ্ছা, দেখি না পাগ্‌লা বেটা রাজী হয় কি না।

টাহার। দেখ্‌তে চাস্—দেখ্। যদি রাজী হয়, কিন্তু বে' দিতে হবে অন্ধকারে, বেটীর চেহারা দেখ্‌তে দেওয়া হবে না।

নেহার। ওরে ও পাগ্‌লা! ও পাগ্‌লা! শোন্ না!

কাউ। তুমি তো পাগল নও ঠিক জান! সবাই পাগল! যে মেয়ে মানুষের সংশ্রবে থাকে, সেই পাগল, যে মেয়ে মানুষ দেখেছে, এক দিক্ দিয়ে না এক দিক্ দিয়ে, তার ঘাড়ে পাগ্‌লামো চেগেছে। কেউ পিরীতে পাগল, নয় পিরীতের গরল খেয়ে পাগল, পাগল হ'তেই হ'বে বাবা! জিনিষের গুণ যাবে কোথা? পাগ্‌লামি কারও বাপেও এড়ায় নি, নইলে আজীবন খেটে এক মাগীর পায়ে সর্ব্বস্ব ঢেলে যাবে কেন?

টাহার। ওরে নেহার, এ ব্যাটা পিরীতের চাঁও! ও ব্যাটা বেটীকে দেখ্‌লে ছেড়ে যাবে না।

কাউ। ছেড়ে যাবো, কাকে ছেড়ে যাবো? প্রাণ ছাড়্‌তে প্রস্তুত আছি, তবু তাকে ছাড়তে পার্‌ব না। নাও, নাও, আমি বুক পেতে আছি, ছুরী মেরে আমার প্রাণ নাও, তাকে ভুলিয়ে দাও, তবে তোমায় দোস্ত জান্‌বো।

টাহার। ওরে নেহার, দেখ্‌ছিস কি?—ওর দোস্তির যে তুফান, বেটা প্রাণ ছাড়্‌বে, তবু তাকে ছাড়্‌বে না।

কাউ। না—না, কেন ছাড়্‌বো? জ্বালায় যে সুখ আছে, সে যে জ্ব'লেছে, সেই জানে। তারে ভেবে সুখ, তার কথা ক'য়ে সুখ, তার আশায় সুখ, সে মুখ অন্তরে আঁকা, এ কে ছাড়্‌বে? কেন ছাড়্‌বে, এ জ্বালাই যে তার জীবন!

টাহার। ও নেহার! এ ব্যাটা তাকে দেখেচে, নইলে এমন ক্ষেপন ক্ষেপে? আমার আশা আছে, এ ব্যাটা নিরাশ হ'য়ে অমন ক'চ্চে।

নেহার। আচ্ছা দেখি না কেন, আমরা তো পরামর্শই ক'রেছি, অন্ধকারে বে দেবো, দেখা শোনা হবে না তো।

টাহার। নেই দেখ্‌লে,—কথা শুন্‌বে, ফুলের মত গায়ে হাত দেবে—গায়ের খোস্‌বো শুঁক্‌বে। আমি তোরে দিব্বি ক'রে ব'ল্‌চি, নিশ্চয় তাকে দেখেচে।

কাউ। দেখেচি! তাকে দেখ্‌লে ভোল্‌বার যো নেই,—তার কথা শুন্‌লে ভোল্‌বার যো নেই,—তার গন্ধ শুঁক্‌লে ভোল্‌বার যো নেই, —তার নিশ্বাস লাগ্‌লে ভোল্‌বার যো নেই।

টাহার। তুই যা ব্যাটা, তুই দূর হ' ব্যাটা, তাকে দেখেচিস্ ব্যাটা! বে করা তোর কর্ম্ম নয় ব্যাটা, আমাকে মজাতে এসেছিস্ ব্যাটা,—পাগ্‌লামো ক'র্‌বার আর জায়গা পাস্‌নি? এ সহর ছেড়ে যা ব্যাটা, আমার বক্‌তে নুড়ো দিতে এসেচিস্ ব্যাটা! ওরে নেহার, স'রে আয়,

ব্যাটা সন্ধান পেলে সিঁদ কাট্‌বে। ব্যাটা দাগা পেয়ে ভারি দাগাবাজ হ'য়েচে, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

কাউ। এই যে, তুমিও পাগল দেখ্‌তে পাচ্চি। কি মোহিনী! অদ্ভুত মোহিনী!—দেখে, শুনে, ঠেকে, জেনে, কিছুতে বোঝা যায় না!—প্রাণ ছেয়ে রেখেচে। রাগের মুখ মনে পড়ে, হাসির মুখ মনে পড়ে, ঘৃণা মনে পড়ে, আদর মনে পড়ে, সকলেতেই মোহিনী—সকলেতেই মোহিনী! খুব খেলা—খুব খেলা! সকলেই ওলট্-পালট্ খাচ্ছে—সকলেই ওলট্-পালট্ খাচ্ছে! তবে আমি ধরা প'ড়েচি—এই লোকে পাগল বলে।

টাহার। দেখেচিস্—খুব ক'রেচিস্ ব্যাটা, চ'লে যা ব্যাটা, তোর মত পাগ্‌লামো আমিও ক'র্‌তে পারি ব্যাটা, তবেরে ব্যাটা! নেহার—তুই ব্যাটার ব্যাটা, যদি ওর সঙ্গে কথা ক'স্! —ও দাগাবাজ ব্যাটা—বাট্‌পাড় ব্যাটা—খুন খারাপি ক'র্‌বে ব্যাটা। ব্যাটা ঠিক্ দেখেচে,—চ'লে আয়, চ'লে আয়।

। নেহারকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

বালকবেশে পরিয়ার প্রবেশ

পরিয়া। শুন্‌তে পাই, রাস্তায়-ফেলা অন্ন কুড়িয়ে খাও, তোমায় গৃহে অতিথি হ'তে ব'ল্লে, হওনা! মঠে মঠধারীরা, সরাইয়ে সরাইয়ের অধ্যক্ষেরা, তোমায় যত্নে রাখ্‌বার চেষ্টা করে। সুখে থাক্‌লে থাক্‌তে পার, পথে-পথে কেন ঘুরে বেড়াও?

কাউ। খুসী, তার উপর কথা আছে? জবাব তো পেলে, চ'লে যাও।

পরিয়া। আর আমি যদি তোমার সঙ্গে থাকি?

কাউ। তা হ'তে পারে, তোমার দুস্‌মনের মত চেহারা বটে। তোমার নারীর মত অবয়ব, নারীর মত কথা, নারীর মত ধরণ-ধারণ!—তবে বাবা, আর নকলে কি ক'র্‌বে বেশী? জাত সাপে চুটিয়েচে, তোমার বিষে আর কিছু হবে না!

পরিয়া। তবে তোমার সঙ্গে রইলুম।

কাউ। কেন, তোমার মতলবটা কি শুনি? মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চলে না, তা কি তুমি জান না? তুমি তো একটা নাচাবার মত বাঁদর খুঁজ্‌চো? কার জন্যে খুঁজ্‌চো জানিনি। তা এখানে কেন, আর কোথাও যাও, আমি তো অষ্টপ্রহর নাচ্‌চি, আমায় আর কি নাচাবে বল? কিন্তু দেখো ছোক্‌রা, সাম্‌লে চ'লো—তোমায় কেউ না দড়ি ধ'রে নাচায়।

পরিয়া। বিষে বিষক্ষয় হয় তা জান?

কাউ। হ'তে পারে বাবা, কিন্তু সে এ বিষ নয়। আদত টিপ্ ছোবল, এ ছোবলের বিষ কি ওঠে? কে কত ছোব্‌লাবে!

পরিয়া। আচ্ছা, আমি যদি তোমার বিষ তুলে দিতে পারি?

কাউ। তুমি যদি আস্‌মানে ওড়াতে পার, বল? তুমি যদি বল, চাঁদ চিবুতে পারি,—তুমি যদি বল, তারা খাও,—তুমি যদি বল, মেয়েমানুষকে সরল ক'র্‌তে পার,—আমার তো বিশ্বাস জন্মাবে না চাঁদ!

পরিয়া। আচ্ছা, তুমি দেখই না কেন?

কাউ। এই তো দু'চোক্ চেয়ে আছি, কি দেখাবে দেখাও।

পরিয়া। তুমি বে ক'র্‌বে?

কাউ। ধর' ক'ল্লেম, তার পর?

পরিয়া। যদি বে করো তো যারে চাও—তারে পাও।

কাউ। হাঁ—হাঁ—আবার বেইমানের বেইমান হই, আবার বাদ্‌সার প্রাণে তলোয়ারের চোট দিই! দেশত্যাগী হ'য়েচি, এইবার জমিন ছেড়ে যাই! ও সব সখে এস্তফা দিয়েছি চাঁদ,—তুমি পথ দেখ।

পরিয়া। আমি তোমার বে দেওয়াব।

কাউ। পার—ভাল, আমার বাপের কাজ ক'র্‌বে।

পরিয়া। আচ্ছা, কেন ঘুরে ঘুরে বেড়াও? টাকা পাবে,—রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্চ,—অট্টালিকায় থাক্‌বে, মান্য-গণ্য হবে।

কাউ। আর ও খেলা, যদি খেলে এসে থাকি ছোক্‌রা? মান্য-গণ্য ছিলেম, রাজার দোস্ত ছিলেম, অট্টালিকায় বেড়াতেম, ফল হ'য়েছে কি জান?—যে মার মতন আমায় যত্ন ক'র্‌তো, তার নামে কলঙ্ক দিয়েছি,—অন্নদাতা রাজার প্রাণে গরল ঢেলে দিয়ে এসেছি,—বন্ধুর প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, সে সখ আর নেই! কে

জানে—তোমায় এত কথা কেন ব'ল্‌চি? যদি দরদ ক'রে এসে থাক, চ'লে যাও। আমায় দরদ ক'রে কি ক'র্‌বে?—আমি দরদের বা'র।

পরিয়া। আমার একটা উপকার কর।

কাউ। কি, বে ক'রে?

পরিয়া। হাঁ।

কাউ। আচ্ছা, কার সঙ্গে বে দেবে—নিয়ে এস, আমি দাঁড়িয়ে আছি।

পরিয়া। আচ্ছা, বে ক'রে কি ক'র্‌বে?

কাউ। তুমি ব'লে দাও, তুমি কি ক'র্‌তে বল, শুনি। আমার কাজ শুধু বর হওয়া—বাকী কাজ তোমার।

পরিয়া। আচ্ছা, তুমি স্বীকার পাও অন্ধকারে বে ক'র্‌বে।

কাউ। আমার আর আলো-আঁধার কি চাঁদ।

পরিয়া। আচ্ছা, বে ক'রে—তার পরদিন তাকে ছেড়ে চ'লে যাবে?

কাউ। যদি পাল্লায় না পড়ি।

পরিয়া। পাল্লায় না পড় কি?

কাউ। ও একটা আছে, ছোক্‌রা! যদি ঠেক' তো শিখ্‌বে। এখন তোমায় ব'ল্‌চি, ছেড়ে চ'লে আস্‌বো,—পারি না পারি, সে আমার হাত নয়।

পরিয়া। আমি মনে ক'রেছিলুম, তুমি প্রেমিক,—একের ধ্যানেই আছ, আর কেউ তোমার মন হরণ ক'র্‌তে পারে না।

কাউ। ছোক্‌রা, তুমি জান না,—তুমি মেয়েমানুষকে চেন না, ওরা অঘটন ঘটাতে পারে। সে যদি এসে দাঁড়ায়, আমার পাগ্‌লামো এক তুড়িতে চ'লে যায়। সে আমায় ছাড়েনি, সে আমার সঙ্গে আছে; কি জানি -ক'নে হ'য়ে যদি গ্রেপ্তার করে! একবার ছুব্‌লেছে, আবার যদি ছোব্‌লায়?

পরিয়া। আচ্ছা, তারে যদি তুমি পাও, তারে কি তুমি নাও না? তুমি যেমন জ্ব'ল্‌চো, সে যদি তোমার জন্যে তেম্‌নি জ্বলে,—তা হ'লে তুমি কি সান্ত্বনা কর না? যদি একবার অপরাধ ক'রে থাকে, তার কি মার্জ্জনা নেই?

কাউ। তুমি কি ব'ল্‌চো ভাই জানিনে,—অত বুঝ্‌তেও চাইনে। বে ক'র্‌তে ব'ল্‌চো—রাজী আছি। ছাড়্‌তে পারি ছাড়্‌বো, নইলে এখনও যে দশা—তখনও সেই দশা! কিন্তু তোমার কথায় আমার আশা বাড়্‌চে,—আমি আশা ধ'রেই আছি। বে ক'রে ছাড়্‌তে পারি ছাড়্‌বো, না পারি—আমি কি ক'র্‌বো, আমার তো হাত নেই।

পরিয়া। তোমার কোথায় দেখা পা'ব?

কাউ। এই যেখানে দেখা পেয়েছ।

পরিয়া। একটী গান শুন্‌বে?

কাউ। সে তোমার কৃপা,—আমি তো গাইবো না।

পরিয়ার গীত

যে জন যারে চায়, সেই তো তারে পায়।
হাওয়া ধ'রে নইলে কেন ফেরে দুনিয়ায়॥
দুনিয়া সুখের শুন্‌তে পাই,
যদি না পাই যারে চাই,
কিসের মিছে দুনিয়াদারি কেন ঘুরি ছাই!
তা'তো না সুখের দুনিয়া,
সুখের জিনিষ মিল্‌বে সুখে, পেছ্‌পা
হ'য়ো না,
সাগর থেকে মাণিক নিতে,
তুফান দেখে কে ডরায়,
সুখের দুনিয়ায় তার কি সুখ পোষায়॥

কাউ। ছোক্‌রা, তুমি আজও পাগল হওনি কেন বল দেখি?

পরিয়া। পাগল হইনি কি ক'রে জান্‌লে? পাগল না হ'লে তোমার সঙ্গে কথা কই?

কাউ। আচ্ছা, তোমার দেখে শেখা কথা, না ঠেকে শেখা কথা?

পরিয়া। আমি দেখেও শিখেছি, ঠেকেও শিখেছি। শিখেছি কি জান?—পরকে দিয়ে সুখ, পরের সুখে সুখ। আপনার সুখের প্রত্যাশা ক'র্‌লে, অনেক দুঃখ পেতে হয়।

কাউ। ছোক্‌রা, তোমার কথা আমি শুন্‌বো। যদি আমায় তোমার দরকার হয়, মোসাফেরখানায় আমার দেখা পাবে। তোমার কথা শুন্‌তে আমার বড় সখ হ'য়েছে,—তোমার কাছে কিছু শেখ্‌বার সখ হ'য়েছে। এমন দুনিয়া যদি তুমি দেখে থাক,—তুমি ছোক্‌রা, বহুৎ আচ্ছা ছেলে! এই ওলট্‌-পালটের মাঝে তুমিই একমাত্র খাড়া আছ। আর সব ওলট্‌-পালট্‌ খাচ্চে—আর সব ওলট্‌-পালট্‌ খাচ্চে!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সানিয়ার বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান

টাহার ও নেহার

নেহার। তোর সঙ্গে তো ঘুরে ঘুরে আমি হায়রান হ'লেম। তোর এক ছটাক সরাপের মায়া আমায় ছাড়্তে হ'লো! তোর দোস্তিতে তো খুব নাকাল হ'লুম। দুটো একটা কাঁচা-পাকা মুখ দেখা যায়, এই খাতিরে ঘুরি; তা না হ'লে তুই যে নচ্ছার—তোর সঙ্গে আমি এক দণ্ড থাক্‌তেম না।

টাহার। চল্ না—দুটো কাঁচা-পাকা মুখই তো দেখাতে এনেচি। এই বাড়ীতে দেলেরা বেটীর সখীদের বাবা রেখে দিয়েচে। একত্রে থাক্‌তে দেয়নি, পাছে কুমন্ত্র ফোঁকে। চল্ না —খানিক ইয়ার্কি দিয়ে আসি।

নেহার। সেই সিঁদুর-মাখা বুড়ো ইয়ার আছে?

টাহার। তা থাক্‌লেই বা—ভয় কি? সে বড় ইয়ার।

নেহার। আমার ভয় নেই। বেটীকে দেখ্‌লে তোর পিরীতের পাখ্‌না ঝ'রে যাবে!

টাহার। নে—নে, ন্যাক্‌রা করিস্ নি; সে তো আর সত্যি পেত্নী নয়।

নেহার। পেত্নীর কি আর ল্যাজ বেরোয়? তুই রোজা ডাক্, ওর জোড়া পেত্নী যদি কোন ব্যাটা বা'র ক'র্‌তে পারে, আমি তোর হাতের দুশো জুতো খেয়ে বা'র হব।

টাহার। চল্ না, খানিক মজা ক'রে আসি।

নেহার। মজা ভেট্‌কে উঠ্‌বে!—তোর মতলবখানা কি?

টাহার। ওরে তুই শুনেছিস্ তো, সেই পাগ্‌লা ব্যাটার সঙ্গে বাবা দেলেরার বে দেবেই। কিন্তু আমার ধোঁকা হ'চ্চে—ব্যাটা যে পিরীতের চাঁও, ব্যাটা একবার কাছে ব'সে গায়ে হাত দিলেই আর স'র্‌বে না, যদি না সরে—এই বেটীদের ছেড়ে দিলেই বাপ বাপ ক'রে পালাতে পথ পাবে না।

নেহার। হ্যাঁ, তুই একটা মতলববাজ বটে। দু'শ চাবুকে যা না হ'তো, ঐ বুড়ী বেটীকে ছেড়ে দিলেই তাই হবে! সেই রকম ঝাঁপা প'র্‌তে বলিস্।

টাহার। তুই যাচ্চিস্ যে?

নেহার। আমি বেটীদের সাম্‌নে কিছু ধোঁকা খাই চাঁদ! আমার ইয়ার্কি বেষ্মতেলোয় উঠ্‌বে। বেটীরে যদি আবার হুঙ্কার দিয়ে বলে যে, ঘোড়া হ',—আমি হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়ে চার পায়ে ছুট্‌বো।

টাহার। আরে না—না, এখন কত খাতির জানিস্?

নেহার। আচ্ছা, তোর খোয়ারটাও দেখি! তোর সঙ্গে আমারও খোয়ার আছে।

টাহার। (দরজায় আঘাত করিয়া) সানিয়া —সানিয়া!

সানিয়া। (নেপথ্যে) কে গা—দোর ঠেলা-ঠেলি করে?

নেহার। ঐ শোন্, তুই মন্ত্র শিখেছিস্, এক ফুঁয়েই নাবিয়েছিস্।

টাহার। আমি টাহার।

সানিয়া। (নেপথ্যে) কে টাহার সাহেব! আসুন—আসুন! কি ভাগ্যি! তা আমি সেজে-গুজে বের'বো, না অম্‌নি বের'বো?

নেহার। তুমি অমনি বেরিয়ে পড় চাঁদ! অম্‌নিতেই আঁত্‌কে উঠ্‌বো এখন!

সানিয়ার দ্বার-উদ্ঘাটন ও প্রবেশ

নেহার। (টাহারকে অগ্রসর করিয়া দিয়া) টাহার, সামাল।

টাহার। দেখ' সানিয়া, তোমায় একটী উপকার ক'র্‌তে হবে। এক ব্যাটাকে ভয় দেখাতে হবে।

সানিয়া। ওমা! কুলনারী, ভয় দেখাব কেমন ক'রে গো?

নেহার। প্রেম ক'রে গো—প্রেম ক'রে! সেই যেমন—সেই ঝাঁপা প'রে, গালে সিঁদুর মেখে, আমাদের তাড়া লাগিয়ে ছিলে! তার আধা-আধি রকমের প্রেমের তুফানেই কাজ হবে।

টাহার। এ কাজটী তোমায় ক'র্‌তেই হবে।

সানিয়া। তবে সব সখীদের ডাকি, তারা কি মত করে।

নেহার। আর ডাকাডাকিতে কাজ নেই, তারা তোমার বনেয়া—খুব মজবুত আছে! আম্‌রা যে দেখ্‌ছ' মেড়াকান্ত, তার উপর মেড়াকান্ত সে ব্যাটা,—সে ব্যাটা আবার পাগল!

সানিয়া। না—না, আমায় সবাইকে ডাক্‌তে হবে। ওলো—আয় না লো—আয়!—টাহার ম’শায় কি ব’ল্‌চেন শোন্‌।

সখীগণের প্রবেশ ও গীত

এই এলুম চ’লে, ছিলুম সবাই এদিক
ওদিকে
কেউ ধ’রেছি সাপের ছানা,
কেউ পুষেছি টিক্‌টিকে॥
ওড়ে আর্‌শোলা, দেখি দুবেলা,
প্রাণসই হইলো উতলা,
ক’রেছে ঝালা-পালা, ব’ল্‌ব কি তোকে!
কেলে হুলো বাড়ায় নুলো চিক্‌ চিকে,
ওম্‌নি চোক ঘুরিয়ে হাসি সখি,
ফিক্‌ ফিকে॥

নেহার। দেখ, এম্নি টিক্‌টিকে পুষে জেঁকে জুকে এলেই—ব্যস্‌—প্রেমের চূড়ান্ত হ’য়ে যাবে। টাহার, তুই খুব মতলববাজ!

মনিয়া। কি হ’য়েছে লো, কি হ’য়েছে শুনি? টাহার গুণমণি, অনেকদিন দেখিনি তোমার চন্দ্রবদনখানি।

নেহার। সে ভালই ক’রেছ—সে ভালই ক’রেছ;—এখন কথাটা কি শোন না।

সানিয়া। ওলো, আমাদের আবার প্রেম ক’র্‌তে হবে।

মনিয়া। সই—সই! প্রেম না ক’রে আর বাঁচি কই? এস টাহার শশি, তোমার বুকের উপর বসি।

নেহার। টাহার!—আমি চ’ল্লুম—আমার খুসী। বেটী বুকে ব’স্‌তে চায় শুনেছি?

মনিয়া। সাধে ব’স্‌তে চাই? প্রেমের জ্বালায় ব’স্‌তে চাই—পিরীতে আই-ঢাই খাই।

টাহার। ওগো, এখন না—এখন না, কাল সকালে আই-ঢাই খেও, যত পার প্রেম ক’রো। সে বেটা আমার চেয়েও বোকা। বেটাকে যদি তাড়াতে পার, এক এক ছড়া হার—এক এক জনকে দেব।

সখীগণের গীত

যদি প্রেম ক’র্‌তে বল প্রেম করি।
মনে হায় হয়গো সদাই,
ঘাড়টা তার চেপে ধরি॥
যদি কেউ চার পায়ে হাঁটে,
বুঝ্‌বো রসিক সে বটে,
দেখি কে প্রেমিক পুরুষ—
চট-পটে, গট-গটে, কট-কটে,
যে অন্তরম্ভা আড়ে গেলে খুব সে’টে,—
আ মরি, নাগরী, তার তরে, প্রাণ সরে,
ক’রে ফেলি ঝক্‌মারি,
পারি তো তেড়ে ধরি, নয় সরি॥

মনিয়া। এস—তোম্‌রা কে প্রেম ক’র্‌বে এস!

নেহার। সে আজ না—কাল, সে আজ না—কাল। কাল খুব প্রেম হবে—কাল খুব প্রেম হবে।

টাহার। দেখ’ সানিয়া, কথা রইল, এম্‌নি ক’র্‌লেই হবে আর কি! তুমি মনিয়া ছেড়ে দিলেই কিস্তি মাত্‌ ক’র্‌বে।

নেহার। মনিয়া, যদি এই ঢং-ঢাং গুলো ছাড়, তোমার চোকে কতক লজ্জা তো আছে; আমায় আধ গ্রেপ্তার ক’রেছ কিন্তু তোমার আচরণে তো ঘেঁষবার যো নেই বাবা! নইলে নিরিবিলি দুটো কথা ব’ল্‌তুম।

টাহার। এই তো দেখ্‌ছি তোর কতক পিরীত হ’য়েছে।

নেহার। পিরীত হয়, কিন্তু ওর আচরণে যে পিরীত ইস্তফা দিয়ে যায়।

টাহার। সানিয়া—সানিয়া, তবে কথা রইলো।

সানিয়া। হ্যাঁ—তা—যা—ব’ল্‌ছেন।

[টাহার ও নেহারের প্রস্থান।

সানিয়া। ওলো, তোর বরাত ফিরেছে, তোর উপর নেহার ছোঁড়ার চোক প’ড়েছে।

মনিয়া। আমিও তো ওকে চাই, মনের সুখে রাত দিন নাচাই।

সানিয়া। কিন্তু দেখ্‌, এদিকে সর্ব্বনাশ—দেলেরার বর জুটেছে! টাকার লোভে সে বে’ ক’রে ছেড়ে যাবে, আর টাহারের সঙ্গে জোর ক’রে বে’ দেবে,—তাহ’লে দেলেরা বাঁচ্‌বে না। একজন উদাসিনী এসেছেন, আজ রাত্রে আমরা তাঁর কাছে যাব; তিনি যদি কোন উপায় ক’র্‌তে পারেন তো হয়। শুনেছি, তিনি অনেকের ভাল ক’রেছেন।

[মনিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মনিয়ার গীত

সাদা কথা ব'ল্‌বি মন আমায়?
এই বাঁদরটাকে প্রাণটা কিসে চায়!
মনের খেলা বোঝা ভার,
নারীর মনের খুব বেশী বাহার,
নারী কখন্‌ কিসে কার,
সে তো মন জানে না তার,
কেউ সিংহী পোষে শিক্‌লি বেঁধে,
বাঁদর নিয়ে কেউ নাচায়।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দরদালান

সায়েদ খাঁ ও টাহার

টাহার। খবরদার, একদম্‌ আলো না থাকে। বাবা, তোমার লোককে সব সতর্ক ক'রে দাও, নইলে খুন-খারাপি হবে। ঐ বর ব্যাটার খানা-তল্লাসি করাও—চক্‌মকি-টক্‌মকি কাছে না রাখে।

সায়েদ। আরে নে—নে, অমন ক'চ্চিস্‌ কেন?

টাহার। তুমি বোঝ না বাবা, ও চক্‌মকির আলোতে বেটীকে দেখ্‌লে—ও পাগ্‌লার মুণ্ডু ঘুরে যাবে বাবা! তোমায় বাবা ব'লে তাই কিছু বলিনি,—তুমি তার সঙ্গে যে রকম কথা কও, আর কেউ ও রকম কথা কইলে, তার মাথা ভেঙ্গে দিতুম। আমার প্রাণে সয় না বাবা—আমার প্রাণে সয় না বাবা! কাজি সাহেবের পায়ে ধ'রে এই বাসর ঘরটা মোকুব ক'রে দাও। ওঃ—ভোর রাত বেটা কাছে ব'সে থাক্‌বে, ব্যাটা বেটীর গায়ে হাত দিলেই আমার বক্‌তে পয়জার!

সায়েদ। বেটা তোর খালি বেল্‌কোপনা।

টাহার। বাবা, দরদি বাবা হোতে তো প্রাণের দরদ বুঝ্‌তে। এই বুক্‌টো ধড়্‌ ফড়্‌ ক'চ্চে—হাত দিয়ে দেখ।

কাজি, কাউলফ, দেলেরা ও পরিয়ার প্রবেশ

কাজি। খাঁ সাহেব, বিবাহ হ'য়ে গেছে। প্রথামত বাসরে আজ রাত্রিযাপন ক'র্‌তে দেন, কাল আপনার অঙ্গীকার মত অর্থ দিয়ে বিদায় দেবেন।

টাহার। কাজি সাহেব, ঐ বাসরটা মোকুব করুন—বাসরটা মোকুব করুন। আজ রাতারাতি বিদেয়—যা দেবার কথা, তার ডবল দেন। ব্যাটা কাছে একবার ব'স্‌লে আর ছাড়্‌বে না। তুমি জান না কাজি সাহেব, ব্যাটা পিরীতবাজ।

কাজি। কি পাগলের মত কথা ক'চ্চ! শাস্ত্র কখন লঙ্ঘন হ'তে পারে না।

টাহার। কাজি সাহেব, এখনও পাগল হই নি, এই ভোর রাত ভেবে ভেবে পাগল হব।

কাজি। (কাউলফের প্রতি) মহাশয়, কাল প্রাতে আপনি পুরস্কার নিয়ে একে ছেড়ে যাবেন—কেমন?

কাউ। কাজি সাহেব, আমার উকীলকে জিজ্ঞাসা করুন। ছোক্‌রা তুমি তো উকীলি ক'চ্চ, কি ক'র্‌তে হবে ব'লে দাও। আমি তো বর খাড়া আছি, আমার কাজ আমি ক'রেছি, বাকী কাজ তুমি কর।

পরিয়া। কাজি সাহেব, কেন ভাব্‌ছেন? ও পাগ্‌লা কোন দিকে চ'লে যাবে।

টাহার। পাগল ক'রে যাবে ছোক্‌রা—পাগল ক'রে যাবে! তুমি বোঝ না, ও পিরীতের লাট্টু, পিরীতের ঝোঁকেই র'য়েচে।

কাজি। খাঁ সাহেব, কোন ভয় নাই। দেখ্‌লেম উন্মাদ, বোধ হয় পুরস্কারও চাইবে না। তবে যা দিতে অঙ্গীকার ক'রেছেন, ওঁর ছোক্‌রাকে দেবেন।

টাহার। ছোক্‌রা, তুমি যা চাও দেব, ভোরের বেলা তুমি বেটাকে সরিয়ে নিয়ে যেও কিন্তু!

কাজি। চলুন — বর-ক'নে বাসর ঘরে থাকুক—আমরা বিদায় হই।

টাহার। বেটা বুকে শেল মার্‌বে,—ভোর রাত কাটাবে! [কাজির প্রস্থান।

সায়েদ। (কাউলফের প্রতি) চল বাবা, ঘরে।

[সায়েদ খাঁ, দেলেরা ও কাউলফের প্রস্থান।

টাহার। ছোক্‌রা—ছোক্‌রা!

পরিয়া। আর আমি যদি ছুক্‌রি হই?

টাহার। আরও বাহবা, ঠিক্‌ ঠিক্‌ জোটা-জোট ক'রেছ, কিন্তু ভাই, শেষ রেখো।

পরিয়া। আর আমার মন যে তোমার উপর ম'জেছে!

টাহার। সে তোমার মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ ক'র্‌বো। একবার দেলেরা বেটীর সঙ্গে বে' হ'লে, আমি দশ ইয়ার নিয়ে দেদার ইয়ার্কি দেব। ঐ এক বেটীর পায়ে বাঁধা থাক্‌বো? সে পাত্র আমায় পাও নি! তবে কি জান ভাই—না বিবি—বড় ঝোঁকটা প'ড়ে গিয়েছে, বেটীর নয়নার ভারি জুত দেখেছ তো!

পরিয়া। তা হ'লে কি তুমি আর আমার পানে চাইবে?

টাহার। চাইবো, তোমার মাথায় হাত দিয়ে ব'ল্‌চি—চাইবো। তুমি যদি মেয়েমানুষ হও তো খুব জুতের মেয়েমানুষ বটে, তবে ও বেটীর মতন নয়। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বই ক'র্‌বো, দুটো দিন সবুর কর।

পরিয়া। আমায় ভালবাস্‌বে?

টাহার। সাফ্‌ কথা ব'লচি চাঁদ—আমি ভালবাসার ধার ধারিনি। এ বেটীর মতন কত বেটীর ঝোঁকে প'ড়েছি, কিন্তু এটা কিছু বাড়াবাড়ি রকম—বুঝ্‌লে? তার উপর বেটীর বাপের বিষয়টা হাতে লাগ্‌বে—এই ডবল দাঁওয়ে ফির্‌চি। হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি বাপের বেটা—সেয়ানা আছি, বুঝ্‌লে? কিন্তু তোমার মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ ক'র্‌বো, স্বীকার পেলেম।

পরিয়া। আচ্ছা, আমি আশা ক'রে রইলুম।

টাহার। এই চার পাঁচ দিন সবুর কর, বাপের ব্যাটা—একই কথা। [পরিয়ার প্রস্থান।

টাহার। ছোঁড়া যদি ছুঁড়ী হয় তো খুব জুত্‌সই বটে। আমায় পছন্দ হ'য়েছে—হবে না—জুত্‌সই দেখেছে কেমন—কিন্তু আজ রাতটে কোন রকমে কাটাতে পার্‌লে হয়। ব্যাটা পাগ্‌লামোর ঝোঁকে যদি গায়ে হাত দেয়—তবেই গেচি! [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

সমরকন্দ

বাসরঘর

কাউলফ ও দেলেরা

কাউ। (স্বগত) কোথায় আছি? হ্যাঁ বর আমি—বাসর! কিন্তু এখানেও তো সেই ঢেউ—সেই দেলেরা। কে বাবা! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কে? এও যে বাবা বুক-ফাটা নিশ্বেস—এ তো ফাঁকা রকম নয়! বোধ হ'চ্চে—ক'নে! অবশ্যি জোরবরাতে ক'নে,—নইলে আমার সঙ্গে জোট-পাট খেত না। পরের কথায় কাজ নেই বাবা, আপনার কথা নিয়েই থাকি।

দেলেরা। (স্বগত) জীবন বহিল এক স্রোতে,
পরিণাম কে জানে কোথায়?
মৃত্যু বিনা কোথায় আশ্রয়!
নিজ করে ধ'রে ছুরী বিঁধেছি হৃদয়—
ভাবিলে উপায় কিবা হবে!
একি হ'ল—কূল নাহি কোন দিকে!
বিনা হৃদয়ের ধন,
পরে দেহ করিবে স্পর্শন,
বিনা মৃত্যু-আলিঙ্গন—
নিস্তার কোথায় আর!
হব দ্বিচারিণী, প্রাণ তুচ্ছ গণি,
এই খেদ মনে, পুন দেখা নাহি তার সনে—
নারিলাম মার্জ্জনা চাহিতে।
কেন ভাবি,—সে তো সদাশয়,
ক্ষমা মোরে ক'রেছে নিশ্চয়।
আহা, অহঙ্কারে বিদায় দিয়েছি তারে—
ছি ছি এ জ্বালা কি মরণে জুড়াবে?
আশা প্রতারণা, জীবন ছলনা,
প্রেমে গড়া নহে এ সংসার;—
নহে কেন প্রাণধন সর্ব্বস্ব আমার—
এত দিনে আমার না হ'ল!
আশার ছলনা, মিথ্যা প্রতারণা,
ছি ছি কেন আশা ধ'রে—
এত দিন রেখেছি জীবন!

কাউ। (স্বগত) বাবা, আবার সেই বুক-ভাঙ্গা নিশ্বাস! একি ব্যাটাছেলে ক'নে? নারীর প্রাণে কি এমন ব্যথা হয়—যাতে এমন নিশ্বেস পড়ে! একি কারেও ছোব্‌লাতে পায় নি ব'লে গর্জ্জাচ্চে নাকি? বাবা, মেয়ে মানুষের প্রাণে তো প্রেম নেই—তবে সবই সুন্দর—সবই সুন্দর! ব্যাটাছেলের আর উপায় নেই। দেখ্‌লেই ম'জ্‌তে হবে। একি, বিবির ব্যাপারটা কি! যদি মেয়ে মানুষ কারুর পিরীতে প'ড়ে থাকে, এও এক নূতন রকমের ওলট্‌-পালট্‌। ভাল, ভাবটাই নি—একটা কথা কই। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা, কে তুমি ভাগ্যবতী ক'নে—এক পাশে প'ড়ে নিশ্বেস ঝাড়্‌ছো? যদি আমার মতন

তোমার বরাত হয়, এস না—দু'টো কথা কই—রাতটা তো কাটাতে হবে!

দেলেরা। (স্বগত) একি—এ কার স্বর! (বুকে হাত দিয়া) স্থির হও—আশা, স্থির হও! আশা! আবার তোমার একি খেলা?

কাউ। কেন চাঁদ, সাড়া দিচ্ছ না কেন? আজ তো তোমার বর,—দু'টো কথারও তো এক্তার রাখি!

দেলেরা। তুমি কে?

কাউ। (স্বগত) কে—এ—না—তার স্বর তো অষ্ট প্রহরই শুন্‌চি! বাবা, প্রাণের ধোঁকা দেখেছ, এই আঁধার ঘরে দেলেরাকে পাব মনে ক'চ্চি!

দেলেরা। নীরব হ'লে যে? কথার উত্তর দিলে না?

কাউ। কি উত্তর দেব বল? আমি কে জিজ্ঞাসা ক'চ্চ?—অনেক ঠাউরে ব'ল্‌তে হয়। এখন একটা পাগল, ধ'রে এনে বে' দিয়েছে। আমার কিছু নূতন নেই, বরং তুমি কে বল, দু'টো শুনি।

দেলেরা। কেন, তুমি তো পাগল নও—বেশ কথা ক'চ্চ।

কাউ। আমার প্রাণটা কেমন হ'য়ে উঠেচে! তোমার নিজের স্বরে কথা ক'চ্ছ—না আর কারুর স্বর শিখেচ? ঠিক তোমার মত অম্‌নি স্বর আমি শুনেচি। সেই স্বর আমি অষ্ট প্রহর শুন্‌চি! তোমায় দেখ্‌তে পাচ্চি নি, তোমায় জানি নি, কিন্তু তোমার স্বরে যে চক্ষের উপর একটী ছবি এসে দাঁড়াচ্চে, সে অতি সুন্দর—অতি মনোহর! সে ছবি যদি তুমি দেখ্‌তে পেতে, তুমিও মোহিত হ'তে! আমি মোহিত হ'য়ে আছি—পাগল হ'য়ে আছি। ভুলি নি, ভুলি নি, জ্ব'ল্‌চি—তবু ভুলি নি। সে ভোল্‌বার নয়—ভোল্‌বার নয়।

দেলেরা। আমার কথা শুন্‌বে?—আমিও পাগলিনী। আমার হৃদয়ের মণি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, অযত্ন ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি, তারে সর্ব্বত্যাগী ক'রেছি, তার আর দেখা পাই নি। তার চরণে মার্জ্জনা চেয়ে ম'র্‌বো—সে অবকাশও আমার হয় নি; তবু আশা ধ'রে এতদিন ছিলেম। আমার নাম—অভাগিনী দেলেরা।

কাউ। কি—কি!—তুমি দেলেরা—দেলেরা! কাউলফের সর্ব্বস্বধন দেলেরা! সত্য বলো, সত্য বলো, আমি বড় জ্ব'ল্‌চি,—আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রো না।

দেলেরা। তুমি যদি সত্য কাউলফ হও, তুমি কি বুঝ্‌তে পাচ্চ না, আমি দেলেরা কি না? তুমি কি বুঝ্‌তে পাচ্চ না যে, একজন অভাগিনী তোমার সঙ্গে কথা ক'চ্চে? আমি যদি দেলেরা নই, এমন অভাগিনী আর কে আছে! কাউলফ-হারা আর কে হ'য়েছে? আমি চিন্‌তে পেরেচি, তুমি কাউলফ! তুমি কেন আমায় চিন্‌তে পাচ্চ না?

কাউ। প্রাণেশ্বরি—প্রাণেশ্বরি! তুমি কাছে এস। কাল রজনী পোহাবে, আমায় তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেবে। এস, কাছে এস।

দেলেরা। কে তোমায় তাড়াবে? কে তোমায় আর আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে! তবে তুমি যদি মার্জ্জনা না কর—তুমি যদি পায়ে ঠেলে চ'লে যাও, আমি দ্বিচারিণী হবো না, আমি তখনি তোমার পায়ে প্রাণ রেখে দেখাব যে, আমার ভালবাসার কম নেই। তোমায় দুঃখ দিয়েছি না জেনে—সুধায় গরল উঠ্‌বে, তা জানি নি। পরিহাস ক'র্‌তে গিয়ে সর্ব্বনাশ ক'রেছি। আমি নারী,—তুমি আমায় মার্জ্জনা কর।

কাউ। মার্জ্জনা? দেলেরা, তুমি কি এখন' আমার মন বুঝ্‌তে পার নি? তুমি কি জান না, কি নিয়ে আমি রাস্তায় রাস্তায় বেড়াই? দেলেরা! তোমার ধ্যান, তোমার ছবি, তোমার কথা, তোমার চিন্তা,—তোমা ছাড়া পাগলের আর কি আছে? আমি সর্ব্বত্যাগী, কিন্তু তোমায় এক মুহূর্ত্তের জন্য ত্যাগ করি নি।

দেলেরা। তবে তুমি আর আমায় ছেড় না। কাজি! কাজির কি সাধ্য যে পতি-পত্নী ভেদ করে? তুমি আমায় ছেড় না, আমি তোমার সঙ্গে পথে পথে বেড়াব। আমার পিতৃ-সম্পত্তির প্রয়োজন নাই, আমার কিছুই প্রয়োজন নাই—আমার প্রয়োজন তুমি,—তোমায় পেয়েছি, আর আমি ছাড়বো না।

কাউ। তবে আমিও শপথ ক'চ্চি, আমার প্রাণ থাক্‌তে আমিও তোমায় ছাড়্‌বো না।

এতে কাজির কোপে—রাজার কোপে—আমার প্রাণ যায়—সেও স্বীকার।

দেলেরা। কিন্তু প্রভাত নিকট, এখনি এদের লোক তোমায় নিয়ে যেতে আস্‌বে। তুমি কি ব'ল্‌বে?

কাউ। ব'ল্‌বো, আমার প্রাণেশ্বরী আমি ফিরে পেয়েছি, আমার প্রাণ থাক্‌তে ছেড়ে যাব না।

দেলেরা। কাজির কোপে যে প'ড়্‌বে?

কাউ। কাজি দণ্ড দিতে পার্‌বে, কিন্তু কোরাণের নিষেধ, বিবাহ রদ হবে না। শাস্ত্র-মত বিবাহ হ'য়েচে, তুমি আমার পত্নী। তুমি যদি আমার হও, কে তোমায় আমার কাছ থেকে নেবে?

দেলেরা। আমি তোমার। যা হয় হবে,—তুমি পায়ে ঠেল' না!

কাউ। প্রাণেশ্বরি!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সমরকন্দ—বাসর-ঘর

কাউলফ ও দেলেরা

কাউ। কই—পালাবার তো কোন উপায় নাই। প্রভাত নিকট,—এস, তোমায় একবার জন্মের শোধ দেখি,—আহা কি সুন্দর! দেখি, দেখি, অনিমিষ নেত্রে দেখি! বোধ হয় রাজ-দণ্ডে কাল প্রাণ যাবে। প্রাণ যায় যাবে, তবু আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পার্‌বো না। আমার প্রাণ থাক্‌তে তোমায় ত্যাগ ক'রেছি, এ কথা আমার জিহ্বায় আস্‌বে না।

দেলেরা। কাউলফ! তুমি যেথা, আমি সেথা। যদি রাজদণ্ডে তোমার প্রাণ যায়, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী,—স্বামী-অনুবর্ত্তিনী হ'ব। কাউলফ! জীবনে-মরণে আর আমাদের কেউ ছাড়াতে পার্‌বে না! এস, আমরা ঘরের মধ্যে যাই। কে আস্‌ছে—বোধ হয় টাহারের দূত। এস—এস, ঘরে এস! যতক্ষণ একত্রে থাকি, ততক্ষণই ভাল।

উভয়ের গৃহমধ্যে প্রবেশ

টাহারের ভৃত্যদ্বয়ের প্রবেশ

১ ভৃত্য। ওহে বাপু—ওহে বাপু! ওহে লাট! ওহে হাকিম! ওহে বর! দোর খোল,—দোর খোল হে—দোর খোল!'—

২ ভৃত্য। ম'রে ঘুমুচ্চে।

১ ভৃত্য। ওহে, আয়েসে ঘুমুচ্চে—আয়েসে ঘুমুচ্চে!—তোমার আমার মতন নয় তো, ভোর রাতটে টানা আর পড়েন!

২ ভৃত্য। যা বল্লি ভাই! ব্যাটা রাস্তার ভিখিরী, ওর বরাতে এক রাত্রি মজাও চ'ল্লো, আবার ছালা-ভরা মোহর নিয়ে যাবে।

১ ভৃত্য। ওহে ওঠো না, নাগরালী রাখ না! উঠ্‌বে? না উঠ্‌বে না—বল?

টাহার ও নেহারের প্রবেশ

টাহার। বাবা! এমন ছ'মেসে রাত্রি আমার বাবার জন্মে দেখি নি—ভোর আর হয় না।

নেহার। তুই খুব জ্বালাতন ক'রেছিস্ বটে, তুই ভোর রাতটা জ্বালাতন ক'রেছিস্,—এই ভোর হ'লো—এই ভোর হ'লো! আর লোকগুলোকে খালি ছুটোছুটি ক'রিয়েছিস্! এখনও সুর্য্যি ওঠে নাই।

টাহার। ওরে ব্যাটারা, দাঁড়িয়ে র'য়েছিস্ কি—দোর ঠ্যাল্ না।

১ ভৃত্য। হুজুর! সেই ইস্তক্ দোর ঠেলাঠেলি ক'চ্ছি, কেউ সাড়া দেয় না।

টাহার। সাড়া দেয় না কিরে? ওর বাবা সাড়া দেবে,—সাড়া দেবে না? মস্করামো!—ঠ্যাল্—ঠ্যাল্—দোর ঠ্যাল্।

১ ভৃত্য। ওগো ওঠো না গো—ওগো ওঠো গো!

টাহার। জোরে ধাক্কা দে না ব্যাটা,—ভাঙ্গে ভাঙ্গ্‌বে,—তোর বাবার দোর তো ভাঙ্গবে না। ও নেহার, ব্যাটা মাল নিয়ে সট্‌কেছে! ওরে, দোর খোল্ না,—ন্যাক্‌রা পেয়েছিস্—না? রোদ উঠে প'ড়্‌লো, ওঁর বাসরের সখ্ আর মিট্‌ল' না! নাগরের আর গুজর হ'চ্ছে না! ও দেলেরা!—ও দেলেরা! তুমিই উঠে দোরটা খুলে দাও না? ব্যাটা জানালা গ'লে পালাল না কি? দোর খোল্,—দোর খোল্—ওরে,

তোর সাত গুষ্টির পায়ে পড়ি—দোর খোল্। বাবা—বাবা! খিল দিয়ে এক ফ্যাসাদ দেখ!

নেহার। তুমি কেমন মানুষ হে? সাড়া দাও না—ওঠ না।

টাহার। বাবা—বাবা! খুনোখুনি হয় দেখসে,—দোর ভাঙ্গ্।

[দোর ভঙ্গ করণ।

ওরে নেহার! সর্ব্বনাশ ক'রেছে,—দেখে ফেলেছে।

সায়েদ খাঁর প্রবেশ

সায়েদ। কিরে—কিরে? গাধার মতন চেঁচাচ্ছিস্ কেন?

টাহার। বাবা! আমার বক্তে নুড়ো দিয়েছে গো,—বেটা দেখে ফেলেচে!—ঐ দেখ, বেটা মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সায়েদ। মহাশয়, আসুন—বহির্ব্বাটীতে আসুন, রাত্রে কোন কষ্ট হয় নাই? (স্বগত) ক্ষেপা বেটা করে কি?—মুখ চেয়েই যে রইল!

টাহার। (ভৃত্যদ্বয়ের প্রতি) ওরে বেটারা, দেখ্ছিস্ কি? ধর্ বেটারা,—টেনে সরিয়ে নে বেটারা! নেহার—নেহার!—বেটার চোখ্ টিপে ধর।

কাউ। দেলেরা—দেলেরা!—এই তো সময়, —এই তো কালপ্রভাত উদয়!—কি হবে—কে জানে!

দেলেরা। যাই হোক—জীবনে মরণে আমি তোমার।

টাহার। বাবা, দেখ্ছো কি?—খুন-খারাপি হবে,—বেটা প্রেমালাপ্ ক'র্চে!

নেহার। টাহার, সানিয়াদের ছেড়ে দে—সানিয়াদের ছেড়ে দে! আর উপায় নাই।

টাহার। যাবিনি বেটা,—দাঁড়া বেটা! সানিয়া—সানিয়া! বাবা, বাবা হ'য়ে এমন দুস্মন হ'তে হয়? যদি বাপ হ'তে চাও, তবে আজ দেলেরাকে যেমন ক'রে হোক্, আমায় দিইয়ে দাও;—নইলে বাপ-বেটায় আজ ফারখত।

সায়েদ। একি? পলক পড়ে না! অনিমিষ-নেত্রে চেয়ে র'য়েছে। কি, ছেড়ে যাবে না নাকি?

নেহার। খাঁ সাহেব, দেখ্ছো কি—ও ছাড়্বে না।

সায়েদ। না না—পাগ্লামোর ঝোঁকে ও অমন ক'চ্চে।

টাহার। প্রাণের ঝোঁকে বাবা—প্রাণের ঝোঁকে,—পাগ্লামোর ঝোঁকে নয়। তুমি যে বুড়ো হ'য়েছ বাবা, চোখ দুটো লজ্জিত, বুঝ্তে পার্‌চ না, বাবা! তুমি টেনে নিয়ে এস বেটাকে।

নেহার। ওরে, তোর দেলেরাও যে ভাবে গদগদ।

টাহার। দাদা, তুই আমায় ধর্। ও বেটীর ঢং দেখে আমার বুক শুখুচ্চে।

নেহার। দাঁড়া, সানিয়া বেটীদের দলবল শুদ্ধ ডেকে আনি।

[নেহারের প্রস্থান।

সায়েদ। দেলেরা—দেলেরা!—তুমি চ'লে এস।

দেলেরা। কোথায় যাব? উনি না ত্যাগ ক'র্‌লে, আমি কেমন ক'রে অন্যের কাছে যাব? এখন উনি শাস্ত্রমত আমার স্বামী; উনি ত্যাগ করুন,—আমি আপনাদের কাছে যাই।

সায়েদ। কিহে, তুমি ত্যাগ ক'রে এস না!

কাউ। ত্যাগ?—কাকে ত্যাগ ক'র্‌বো?—কোথায় যাব? কাকে ছেড়ে যাব?—দেলেরাকে? —আমার প্রাণসর্ব্বস্বকে? আমার সহ-ধর্ম্মিণীকে? আমার অন্তরের দেবীকে? আমার ধ্যানের ছবি ত্যাগ ক'রে যেতে ব'লছেন? না না, আমা হ'তে হবে না,—এ জীবনে আমার তা হবে না।

সায়েদ। ম'শায় কৌতুক ক'র্‌ছেন বুঝেছি, —কৌতুক ক'র্‌ছেন বুঝেছি।

কাউ। কৌতুক কি ব'ল্ছেন!—আপনি কৌতুক ক'র্‌ছেন,—তাই আমায় পরিত্যাগ ক'র্‌তে ব'ল্ছেন।

নেহারের সহিত সখীগণের প্রবেশ

সখীগণের গীত

বুঝি ধরা দেছে—নইলে কে ধরে।
মেলে নিধি আপনি যদি, পায় না যতন-কদরে॥
নয়ন-বারি বইলে কানে কান,
অকূলে ভাসে যখন প্রাণ,
আপন ভারে অতল জলে ডোবে অভিমান,

(তখন) মনে মনে প্রেমের কথা,
টান প'ড়ে যায় অন্তরে।
প্রেমে যে সইতে পারে, সেই যেন সই
প্রেম করে॥

নেহার। ওরে টাহার! এ যে ভোল ফেরালে?

টাহার। পাগলা বেটা পিরীতের চাঁওরে—পাগলা বেটা পিরীতের চাঁও!

মনিয়া। সখী দেলেরা!

দেলেরা। সই—সই,—আনন্দের সময় নয়! কি হয় জানি নে,—যদি পেয়ে আবার হারাতে হয়।

সায়েদ। একি! তোমাদের এ কি ব্যবহার?

সানিয়া। খাঁ সাহেব, টাহার ম'শায় আমাদের নৃত্য-গীত ক'র্‌তে ব'লে এসেছিলেন।

টাহার। ব'লেছিলুম বেটী—এমনি ক'রে নাচ্‌তে ব'লেছিলুম বেটী? নেহার তো সাক্ষী আছে,—বলুক নারে বেটী! এম্‌নি ক'রে নাচ্‌লে কি সেদিন মাসী ব'লে পালাইরে বেটী? ওরে বেটী!—তোর বাপ বেটী—তোর সাত পুরুষ বেটী! নেহার, কি দাগাবাজ বেটী!

নেহার। আরে, বেটীরা ঘুরপাক দিয়ে প্রাণ মুচ্‌ড়ে নিলে। এখন এক বেটীও খিঁচুলে না। (স্বগত) ওঃ—মনিয়া বেটী যদি পিরীত করে তো পিরীত-বাজ, বেটী গির্‌গিটে, আরশোলা না ধরে তো, বেটীকে নিয়ে মজা ওড়াই।

সায়েদ। আশ্চর্য্য ক'রেছে!—তুই এদের নাচ্‌তে আস্‌তে ব'লে এসেছিস্‌,—তবে তুই বেটাই পিরীত বাঁধিয়েছিস্‌। তো বেটার আগাগোড়া দেলেরাকে বে' ক'র্‌তে মতলব নেই, তা আমি বুঝেছি।

টাহার। বাবা, বেজায় বুঝেছ বাবা! আগে ছিল না বাবা,—এখন বে ক'র্‌তে খুব মতলব বাবা,—তুমি এখুনি বে দাও বাবা।

সায়েদ। এর অবশ্য মর্ম্ম আছে। বাসর-ঘরে যখন সখীদের নিয়ে আমোদ ক'র্‌তে ব'লে এসেছিস্‌,—তোর কিছু মতলব আছে—আমি বুঝেছি।

টাহার। বুঝেছ—তোমার নানীর মাথা বুঝেছ বাবা,—আর তোমার বাবার দাড়ী বুঝেছ বাবা! তুমি ওকে তাড়াও বাবা, এখুনি আমি বে না করি তো তোমার বাবার বাবার দিব্যি!

সায়েদ। দেলেরা, তোমায় টাহার অযত্ন করে, বটে?

দেলেরা। খাঁ সাহেব, আমি আপনার আজ্ঞাধীনা,—আমার আবার যত্ন-অযত্ন কি?

সায়েদ। বুঝেছি।

টাহার। একদম্‌ বোঝ নি বাবা। বেটী কাছে গেলে ফিরে চাইত না,—বাবা, এই নেহার আছে, জিজ্ঞাসা কর' বাবা। বেটী আমায় দেখ্‌লে মুখ ঢাকা দেয় বাবা! আমার চোখে যেন আগুন আছে, ওর রাঙ্গা গাল জ'লে যাবে। তুমি বাবা, হ'য়ে বাদিয়াতি ক'রো না বাবা! তুমি ঐ বেটাকে তাড়াবার যোগাড় কর,—এদিক্‌ ওদিক্‌ বুঝ না। দেলেরাকে দাও,—তোমার সাম্‌নে ওর পায়ের চুট্‌কী হ'য়ে ঘুর্‌ছি।

সায়েদ। মহাশয়, আপনি অঙ্গীকার পালন করুন।

কাউ। কোন্‌ অঙ্গীকার পালন ক'র্‌বো বলুন? যে কথা আমি বলি নি, তাই পালন ক'র্‌তে বলেন বা ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে, খোদা সাক্ষী ক'রে যে দেলেরাকে আমি সহধর্ম্মিণী ক'রেছি—তাই পালন ক'র্‌তে বলেন?

সায়েদ। ইস্‌! তোমার পাগ্‌লামোর ভেতর এতদূর শয়তানি ছিল? তুমি পাগলের ভাণ ক'রেছিলে!—সে ছোক্‌রা তোমার কে?

টাহার। বাবা, সে ছুক্‌রী,—ছুক্‌রী!—সে আমায় দেখে মেতে উঠেছে। বাবা, দুনিয়া শুদ্ধ মজিয়ে বেড়াই, এ দেলেরা বেটীর কিছু ক'র্‌তে পার্‌লুম না।

সায়েদ। তোমার হ'য়ে সে ছোক্‌রা কথা ক'য়েছে, তার কথায় তুমি বাধ্য,—নচেৎ কাজির নিকট তুমি দণ্ড পাবে। কাজি স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষী, তাঁরই মতে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি।

কাউ। দণ্ড দেওয়া আপনাদের অধিকার,—কিন্তু আমার অধিকার আমার দেলেরার উপর। কি দণ্ড দেবেন দিন, কিন্তু দেলেরার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ক'র্‌তে পার্‌বেন না।

টাহার। বেটা! জল্‌বিচুটী লাগাব বেটা,

নাই কুণ্ডলে ঘুর্‌ঘুরে ছেড়ে দেব বেটা! বোল্‌তার চাকে বেঁধে দেব বেটা!

সায়েদ। তবে চল—কাজির কাছে চল। তিনি যা বিচার করেন—তাই হবে। দেলেরা, তুমি অন্তঃপুরে যাও।

কাউ। আমি প্রস্তুত।

[নেহার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মনিয়ার প্রবেশ

মনিয়া। কি সাহেব! আমায় চিন্‌তে পার? তোমায় টাহার সাহেব ডাক্‌তে পাঠিয়েছেন।

নেহার। চিন্‌তে বেশ পারি, একটু মোলাম কথা কইবে, কি ঘোড়া ক'র্‌তে চাইবে?

মনিয়া। মোলাম কথাও কইব,—ঘোড়া চড়্‌তেও চাইব।

নেহার। তোমার কিছু হাড়ভাঙ্গা রকম পিরীত। পাঁচ ইয়ার যে রকম প্রেম করে,—এস না কেন, তাই করি। আমি তোমায় চোখ ঠেরে ব'ল্‌বো—'প্রাণেশ্বরি!'

মনিয়া। আমিও তোমায় চোখ ঠেরে ব'ল্‌বো—'গির্‌গিটে ধরি!'

নেহার। গিরগিটে আর কেন ধ'র্‌বে? আমার গলা ধর না! শোন না—বড় মজা হবে।

মনিয়া। তুমি তো ব'ল্‌বে—'প্রাণেশ্বরি', আমি কি ক'র্‌বো?

নেহার। তুমি 'প্রাণনাথ'—'প্রাণেশ্বর'!—আর অত বাঁকাবাঁকিতে না যাও,—আমি ব'ল্‌বো —'মনিয়া,'—তুমিও ব'ল্‌বে 'নেহার'।

মনিয়া। তুমি আমায় আদর ক'র্‌বে?

নেহার। খুব! তুমি কাছে এস না,—আদরের ঢংটা একবার দেখ না!

মনিয়া। হিঃ হিঃ—তুমি আদর ক'র্‌বে?

নেহার। অমন দাঁত বার ক'র না,—তা হ'লে যেমন তফাতে আছ,—তেম্‌নি থাক।

মনিয়া। আচ্ছা, তুমি আমায় আদর ক'র্‌বে, —যা ব'ল্‌বো, তা শুন্‌বে?

নেহার। যা ব'ল্‌বে, — গোলাম হ'য়ে শুন্‌বো।

মনিয়া। আচ্ছা, তবে ঘোড়া হও।

নেহার। ওঃ, বেটীর ঘোড়া বাই।

মনিয়া। দাঁড়াও না—দাঁড়াও না—আদর ক'র্‌বে না?

নেহার। দূর তোর—বে-রসিক মেয়েমানুষ! দরদী হল না।

[নেহারের প্রস্থান।

মনিয়া। দাঁড়াও না—দাঁড়াও না—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ

গোলেন্দাম ও কাজি

গোলে। কাজি সাহেব! আপনার চরণে একটী নিবেদন, আমি উদাসীন বালক;—আমার যা মনে উদয় হ'য়েছে,—আপনাকে বলা আমার কর্ত্তব্য। শুন্‌লেম, এক ব্যক্তি বিবাহ ক'রে পত্নী পরিত্যাগ ক'রে যেতে চেয়েছিল,—এখন সে যেতে চায় না, এই জন্য তার দণ্ড হবে। কিন্তু, প্রতারণা ক'রে থাকে, তারে দণ্ড দেন,—একজনের অপরাধে দুজনের দণ্ড দেবেন না। আপনি বিচার ক'রে দেখুন,—যদি দোষী ব্যক্তির পত্নী তাকে ভালবেসে থাকে, প্রত্যাখ্যান ক'ল্লে সে যদি ব্যথা পায়,—একজনকে দণ্ড দিয়ে তার ধর্ম্মপত্নীর প্রাণে ব্যথা দেবেন না। সে তার স্বামী জেনেছে,—স্বামী ব'লে বরণ ক'রেছে,—স্বামী ত্যাগ ক'র্‌লে বড় যন্ত্রণা, আমি তা জানি। আপনি ন্যায়বান্‌, আপনার চরণে আমার এই মিনতি।

মির্জ্জান ও ফকীরের প্রবেশ

গোলে। (স্বগত) এই যে আমার প্রাণেশ্বর! আবার দেখা হবে মনে ছিল না। জানিনা, অদৃষ্টে কি আছে।

কাজি। মহাশয়, এই বালক উদাসীন এসে, এক কথা তুলেছে।—ব'ল্‌ছে—স্বামী ত্যাগ ক'র্‌লে পত্নীর মনে ব্যথা লাগে। এর অনুরোধ যে, এই দোষী ব্যক্তির স্ত্রী যদি তাকে চায়,—তা হ'লে স্ত্রীর মনে ব্যথা দেওয়া আমার উচিত নয়। আমি কথার উত্তর পাচ্ছি না।

গোলে। ও'রাও উত্তর পাবেন না,—আমি অতি ন্যায্য কথা ব'লেছি। পুরুষে বুঝ্‌তে পারবে না যে, ত্যাগ ক'রে গেলে, অবলার মনে কি ব্যথা লাগে? আমিও বুঝ্‌তুম না,—কিন্তু আমার এক ভগ্নীর দশা দেখে বুঝেছি যে,

স্ত্রীলোকের স্বামী ত্যাগ ক'রে যাওয়া অপেক্ষা আর যন্ত্রণা নাই।—আমি তাই কাজি সাহেবকে অনুরোধ ক'র্‌তে এসেছি।

মির্জান। বালক! তুমি কি জান যে, স্বামী কেন পত্নীকে ত্যাগ করে? বড় ব্যথা পেয়েই ত্যাগ করে—সন্দেহের তাড়নায় ত্যাগ করে, অন্তরের জ্বালায় ত্যাগ করে, কলঙ্ক-কালিমা মেখে ত্যাগ করে।

গোলে। আপনি বোধ হয় পুরুষের-অবস্থা জানেন। কি জ্বালায় ত্যাগ করে—আমি জানিনি। স্বামী ত্যাগ ক'র্‌লেন, কিন্তু পতি-প্রাণা সরলা, তার কি অবস্থা আপনি জানেন কি? পতি, কলঙ্ক-ভয়ে,—পতি, যন্ত্রণা-ভয়ে ত্যাগ ক'র্‌তে পারেন,—কিন্তু সে অভাগিনী—তার উপায় কি? পতিপ্রাণা তার প্রাণেশ্বরকে কেমন ক'রে ত্যাগ ক'র্‌বে? তার উপর যদি বিনা অপরাধে ত্যাগ করে, সে কি দারুণ জ্বালা, তা কি জানেন? সে—যে বোঝে, সে সন্দেহ ক'রে কলঙ্ক-ভয়ে আপনার সহধর্ম্মিণী ত্যাগ ক'র্‌তে পারে না। পরের জ্বালা পরে বোঝে না, তাই বুঝি ত্যাগ করে!

মির্জান। কি ব'ল্‌চো? তুমি কে?

গোলে। ফকীরের পরিচয় নাই, তা' তো আপনি ফকীর—জানেন। ফকীরের পরিচয় ফকীর। জন্ম, কর্ম্ম, নাম, ধাম—সকল ভোল্‌বার জন্য ফকিরী নেয়,—আপনি ফকীর, আপনাকে নূতন কি ব'ল্‌বো? আমি সকল ভোলবার জন্য ফকিরী নিয়েছি,—আপনি কি নিমিত্ত ফকিরী নিয়েছেন তা জানি না। তা হ'লে বোধ হয়, আমি কে, একথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেন না।

মির্জ্জান। আমিও তো ভোল্‌বার জন্য ফকিরী নিয়েছি, আমার অনেক ভোল্‌বার কথা আছে,—সেই জন্য ফকিরী নিয়েছি।—কিন্তু বালক, তুমি কি জন্য ফকিরী নিয়েছ?—তুমি কি ভুল্‌তে চাও? তুমি কি এ বয়সে কোন মর্ম্ম-ব্যথা পেয়েছ?

গোলে। ঠেকে শেখে, আর দেখে শেখে। আমি আমার ভগ্নীর দশা দেখে শিখেছি যে, ভোলাই ভাল। তাই ভুল্‌তে চেষ্টা ক'চ্ছি। আহা, অভাগিনীর দশা আপনি দেখেন নি; অভাগিনী—স্বামি-সোহাগিনী হ'য়ে—স্বামি-বিরহে কাঙ্গালিনী। স্বামী ধ্যান—স্বামী জ্ঞান—স্বামী কোথায়—জানে, স্বামীকে দেখ্‌তে পায়—কিন্তু তাঁর চরণে স্থান পায় না। উন্মাদিনী দিবানিশি ব্যথিতা,—জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, এক ধ্যানেই জীবন অতিবাহিত ক'চ্ছে। আমি সেই পাগলিনীর দশা দেখে, প্রেমিকার দশা বুঝেছি,—তাই কাজি সাহেবকে অনুরোধ ক'র্‌তে এসেছি। আপনারাও আমার হ'য়ে অনুরোধ করুন যে, অভাগিনী দেলেরা, অতুল ঐশ্বর্য পরিত্যাগ ক'রে, পথের ভিখারীর সঙ্গে পথে পথে ফির্‌তে চাচ্ছে,—এতে যেন অভাগিনী বঞ্চিতা না হয়।

মির্জ্জান। তোমার ভগ্নীকে বিনা দোষে তাঁর স্বামী পরিত্যাগ ক'রেছেন?

গোলে। যদি পতি-সেবা করা দোষ হয়, যদি পতির আজ্ঞা পালন করা দোষ হয়, যদি পতির আদরের জিনিষকে আদর করা দোষ হয়, যদি পতিপ্রাণা হওয়া দোষ হয়,—তা হ'লে আমার ভগ্নী দোষী। তার আর অপর দোষ নাই। কিন্তু মহাশয়—হয় তো স্ত্রীলোকের ব্যথা বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। আমার ভগ্নীর দুর্দ্দশা বুঝ্‌তে পার্‌বেন কি না জানি না।

মির্জ্জান। তুমি বালক,—তুমি পুরুষের ব্যথা জান না। কে ত্যাগ ক'র্‌তে পারে? কে ভুল্‌তে পারে? যন্ত্রণায় কাছে যায় না—এই মাত্র, কিন্তু এক দণ্ডের জন্য ভুল্‌তে পারে না—ভুল্‌তে পার্‌লে, ত্যাগ করায় সুখ ছিল বটে; কিন্তু ভোল্‌বার যো নাই, ভোল্‌বার নয়—অভাগা কি ক'র্‌বে? সন্দেহ বড় নিবিড় মেঘ—তার হৃদয় দিবানিশি আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। আহা! যদি সে মেঘ তার হৃদয় হ'তে একবার সরে, আবার যদি প্রেমশশী উদয় হয়, অভাগার যে কি আনন্দ, সে অভাগাই ব'ল্‌তে পারে, একথা যে জানে—সেই জানে।

গোলে। সন্দেহ, হৃদয়ে যত্ন ক'রে ধ'রে রেখে, নিজ সহধর্ম্মিণী অপেক্ষা সন্দেহকে প্রিয় ক'রে—কার সন্দেহ দূর হয়? সন্দেহ একবার হৃদয়ে স্থান পেলে, আপনার রাজ্য গ'ড়ে নেয়। সন্দেহ-তিমিরে লোক আত্মহারা হ'য়ে হিতাহিত দেখ্‌তে পায় না। নচেৎ কি নারীর সরল প্রাণে ব্যথা দিতে পার্‌তো?—ফকীর, কদাচ মনে করো না। তোমার কথা শুনে বোধ হ'চ্ছে,—

তুমি কোন সন্দেহ-জড়িত ব্যক্তিকে দেখেছ। তারে যদি তুমি আমায় দেখিয়ে দাও তা হ'লে আমি তারে বলি যে, সে যেন তার প্রণয়িনীর সরল বদন মনে করে,—সে যেন সেই বিদায়ের চক্ষের জল মনে করে, সে যেন তার বিবশা দশা একবার ভাবে, সে যেন মনে করে যে, তা'র বিরহে অভাগিনী সর্ব্বত্যাগিনী।

মির্জ্জান। থাক্, ও কথায় আর আবশ্যক নাই।

গোলে। তবে আপনি অনুরোধ করুন, দেলেরা যাতে পতি পায়, আমার কথা বিশ্বাস করুন যে, স্বামী ত্যাগ ক'ল্লে বড় যন্ত্রণা।

কাজি। বালক, তুমি কি দেলেরার কথা জান?

গোলে। কাজি সাহেব, তাকে ডেকে তারই মুখে শুনুন।

কাজী। কয়েদীকে আন।

[একজন প্রহরীর প্রস্থান।

ফকীর! আমি দোষীর প্রতারণার নিমিত্ত, পঞ্চাশ বেত দন্ড দিয়েছি,—সে তো দেলেরাকে কোন-মতে ত্যাগ ক'রতে চায় না। দেলেরাকে কোথায় রাখ্‌বো, কিছুই স্থির ক'র্‌তে পাচ্ছিনে;—এ গুরুতর বিষয় আমার দ্বারায় বিচার হবে না। সাহানসাকে জানাতে হবে;—তাঁর যেরূপ আজ্ঞা হয়, সেরূপ ক'র্‌বো। উপস্থিত আপনারা থেকে এই বিচার করুন যে, বন্দী যদি দেলেরাকে না পরিত্যাগ করে, রাজার হুকুম অবধি দেলেরাকে স্থান দেব?

ফকীর। দেলেরার কথা না শুনে, আপনি স্থির ক'র্‌তে পার্‌বেন্‌ না।

কাজি। যথার্থ আজ্ঞা ক'রেছেন,—আমি দেলেরাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি।

কাউলফের প্রবেশ

কাউলফ! তোমার প্রতারণার নিমিত্ত,—তোমার পঞ্চাশ বেত সাজা হ'য়েছে—বেত্রাঘাতে মুমূর্ষু হ'য়ে প'ড়েছিলে,—কিন্তু তোমার সাজার অবসান হয় নাই। আমি স্বয়ং কিছু নির্ণয় ক'র্‌তে পাচ্ছিনে,—রাজাকে এ সংবাদ জানাতে হবে। কিন্তু এখনও যদি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে যাও,—তোমায় আমি নিষ্কৃতি দিই;—নচেৎ তোমার জীবন-দন্ড হ'তে পারে।

কাউ। কাজি সাহেব! বার বার প্রাণের ভয় আমায় কেন দেখান? আমি প্রাণের জন্য কাতর নই। আজীবন আমার প্রাণকে তৃণ জ্ঞান ক'রেছি। প্রতারণা কি? ভালবাসায় প্রতারণা নাই, ভালবাসায় জীবন অর্পণ, প্রতারণা নাই! আমার ধ্যানের বস্তু পেয়েছি, তারে ত্যাগ ক'রে যাব? জীবনে কি নিয়ে থাক্‌বো? বৃথা জীবনে আমার ফল কি? যদি দেলেরা আমায় ত্যাগ করে, বিনা আপত্তিতে চ'লে যাব। কিন্তু সে আমার, সে কখনই আমায় ত্যাগ ক'র্‌বে না। সে আমার, আমি তার সর্ব্বস্ব,—সে আমায় ছেড়ে কখনও থাক্‌বে না।—লোহার পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখ, তার প্রাণ আমার সঙ্গে ফির্‌বে,—মরণে সে আমার সঙ্গে যাবে,—তবে আর আমার জীবন-মরণে ভয় কি?

মির্জ্জান। তুমি রাস্তার ভিখারী, আর দেলেরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী,—সে তোমার জন্যে সর্ব্বত্যাগিনী হবে—এই তোমার বিশ্বাস?

কাউ। আমি যে দেখেছি! প্রত্যক্ষ কথা বিশ্বাস ক'র্‌বো না? দেলেরা যে এখনও আমার সাম্‌নে উপস্থিত র'য়েছে,—এখনও ব'ল্‌ছে, "প্রাণেশ্বর, তুমি আমায় ত্যাগ ক'রে যেও না।" এই যে—এই যে,—চতুর্দ্দিকে ব'ল্‌ছে—দেলেরা আমার,—আমি তার। সত্য—সত্য, প্রত্যক্ষ কথা! প্রত্যক্ষ কথা বিশ্বাস ক'র্‌বো না? সে প্রাণ আমার নয়, তা হ'লে রাস্তার ভাত কুড়িয়ে খেতেম না।

গোলে। দেখুন,—বুঝুন,—এরও পুরুষের প্রাণ। কিন্তু সন্দেহ স্থান পায় না। পুরুষ হ'লেই যে সন্দেহ করে—তা নয়, তবে যার যেমন মনের গঠন, সে সেইরূপ ভাবে।

টাহার ও দেলেরার প্রবেশ

টাহার। দেখ চাঁদ, ভরা ডুবি ক'রো না। আমি তোমায় ফুলের মতন ক'রে রাখ্‌বো। আমার সঙ্গে যে তুমি ভাল ক'রে আলাপ কর না,—তা হ'লে আমার যত্নে এত দিন ভুল্‌তে। ও ব্যাটার মায়া এক দম কাটাও।

কাজি। দেলেরা, মা! তুমি বল,—তুমি কি এই বাতুল রাস্তার ভিখারীকে চাও?

দেলেরা। ধর্ম্ম-অবতার! আর কাকে চাইবো? আমার আর কে আছে? স্বামী ত্যাগ করেন ক'র্‌বেন, কিন্তু আমার জীবন থাক্‌তে আমি ত্যাগ ক'র্‌বো না। উনি ত্যাগ করেন, আমি ও'র পেছনে পেছনে যাব,—ও'রে যত্নে ভোলাবার চেষ্টা পাব—আমার ক'র্‌বার চেষ্টা পাব। চেষ্টা পাব কি কাজি সাহেব! ও যে আমার—আমার সর্ব্বস্ব ধন! আমার হৃদয়-রত্নে আর আমায় বঞ্চিত ক'র্‌বেন না। আমি ভিখারীর সঙ্গে ভিখারিণী হব,—আমি রাজ-রাণী হ'তে চাই নি। কাজি সাহেব, আমার স্বামীর মানা, নচেৎ আমি ব'ল্‌তে পারতেম, উনি রাস্তার ভিখারী নন। কেন ওঁর দুর্দ্দশা হ'য়েছে তা জানি, কে দুর্দ্দশা ক'রেছে তা জানি। সে কথা স্মরণ হ'লে আমার বুক ফেটে যায়। কাজি সাহেব, আমায় কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন? আমার স্বামীর পায়ে আমি দাসী, এই আমার উত্তর।

টাহার। ও বেটী হতচ্ছাড়ী! ও বেটী ডাইনি! এই যে ক্ষীর ছানা দিয়ে এতদিন পুষ্‌লুম।

কাজি। চুপ কর, নইলে শাস্তি পাবে। (দেলেরার প্রতি) তোমার স্বামীর প্রাণদণ্ড হ'তে পারে তা তুমি জান? তখন তুমি কোথায় যাবে?

দেলেরা। কাজি সাহেব! জীবনে-মরণে আমাদের বিচ্ছেদ হবে না। স্বামীর প্রাণে আমার প্রাণ জড়িত;—যদি রাজরোষে স্বামীর প্রাণ যায়, আমারও প্রাণ তার সঙ্গে যাবে। কাজি সাহেব, আমাদের স্বর্গের বাঁধন মানুষে খুল্‌তে পারবে না।

কাজি। ফকীর সাহেব, এদের এখন কোথায় স্থান দিই?

গোলে। কাজি সাহেবের যদি অনুমতি হয়, আমাদের মঠে স্থান দেন। আপ্‌নি প্রহরী রাখ্‌তে চান—রাখুন। কিন্তু এদের জন্য আমি দায়ী,—এরা পালাবে না। যখন ব'ল্‌বেন, এনে হাজির ক'র্‌বো।

কাজি। জমাদার! এদের ফকীরের সঙ্গে মঠে পাঠিয়ে দাও। সতর্ক প্রহরী রাখ,—না পালায়। আপনি এদের নিয়ে যান।

গোলে। আমার সঙ্গে এস।

[গোলেন্দাম, দেলেরা, কাউলফ ও জমাদারের প্রস্থান।

টাহার। কাজি সাহেব, এই বিচার ক'র্‌লে কাজি সাহেব? এম্‌নি ক'রে আমার মাথা খেলে কাজি সাহেব! হন্দ নাকাল, পিরীতে হন্দ নাকাল হ'লেম।

কাজি। বর্ব্বর, দূর হও।

টাহার। যাচ্ছি কাজি সাহেব! তোমার বিচারকে সেলাম কাজি সাহেব!

[টাহারের প্রস্থান।

কাজি। ফকীর সাহেব, আপনাদের অনু-মতি হয় তো আমি রাজ-দর্শনে যাই,—আমি বিষম সমস্যায় প'ড়েছি। আপনারা অতিথি হবেন অঙ্গীকার ক'রেছেন, আমার গরীবখানায় বিশ্রাম করুন। [কাজির প্রস্থান।

মির্জ্জান। ফকীর! ও বালক কে? আমি যেন কোথাও দেখেছি,—স্বর যেন পরিচিত,—যেন ভগ্নীর কথার ছলে, আমায় তিরস্কার ক'র্‌লে। যেন সমস্ত ওর নিজের কথা। ফকীর, আমি অস্থির হ'চ্ছি—তুমি আমায় উপায় ব'লে দাও। আমি কি সত্যই পতিপ্রাণার প্রাণে ব্যথা দিয়ে এসেছি? সেই মুখ মনে প'ড়্‌ছে,—সেই চক্ষের জল মনে প'ড়্‌ছে,—তবু একি, কেন এ প্রাণের আবেগ? আহা! অবলা বালিকা—নিরপরাধে যদি যন্ত্রণা দিয়ে এসে থাকি! নিশ্চয় মদিরায় মত্ত হ'য়ে গোলেন্দামের নাম—কাউলফ দেলেরার কাছে ক'রেছিল;—কিন্তু গোলেন্দাম বড় যত্ন ক'র্‌তো,—অত যত্ন কিসের? স্বামীর বন্ধু—অত যত্ন! না—না,—গোলেন্দামের সঙ্গে কাউলফের প্রণয় ছিল,—এখন দেলেরাকে দেখে ভুলেছে। গোলেন্দাম অপেক্ষা দেলেরা সুন্দরী, সুন্দরী দেখে ব্যভিচারীর মন ট'লে থাকে। মদিরায় উন্মত্ত হ'য়ে গোলেন্দামের নাম ক'র্‌তে সাহস হ'ল! দেলেরা ঈর্ষ্যাবশে গোলে-ন্দামের কথা তুলেছিল,—অহেতু কেন ঈর্ষ্যা ক'র্‌বে? না—না,—এখনও না—এখনও কিছু স্থির ক'র্‌তে পার্‌ছি না। কাউলফ দেলেরাকে একত্রে দেখেও স্থির ক'র্‌তে পার্‌ছিনে। ফকীর—ফকীর! বড় যন্ত্রণা!

ফকীর। এখনও কি বোধ হয় আপনার—সংসারে সবই প্রতারণা? এই যে বাতুল আর দেলেরার ব্যাপার দেখ্‌লেন, এতে কি আপনার প্রতারণা আছে বোধ হয়? আমার বোধ হয়, সংসারে প্রতারণাও আছে, সরল ভাবও আছে। সংসারে সুখ—বিশ্বাস, দুঃখ—সন্দেহ। যার বিশ্বাসী হৃদয়,—সে ফকীর হোক—আর সংসারী হোক—দুঃখের তরঙ্গ এক রকম কাটিয়ে যায়। কিন্তু যার মনে সন্দেহ, সে দুঃখের তরঙ্গে ওঠে নাবে। দুঃখের তরঙ্গ তাকে নিয়ে খেলা করে, তার অসুখের জীবন।

মির্জ্জান। সত্য!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সায়েদ খাঁর বাটীর সম্মুখ

টাহার ও পরিয়া

টাহার। ছোক্‌রা, ছোক্‌রা! এস, বিয়ে দিয়ে কি ফ্যাসাদ বাধালে বল? বেটী তো বেহাত হ'ল—ব্যাটা বেত খেয়েও তো ছাড়্‌তে চাচ্ছে না। সত্যি বল দেখি, তুমি ছোক্‌রা না ছুক্‌রী? যদি ছুক্‌রী হও, একটু পিরীত কর। বেটী বড় দাগা দিলে—বড় দাগা দিলে!

পরিয়া। তুমি দু'টো পিরীতের কথা কও।

টাহার। আমার প্রেমে পিত্তি প'ড়ে গিয়েছে চাঁদ; কথা বড় বেরোচ্ছে না!—পিরীত বড় আন্‌তে পাচ্ছিনি। শালাকে কুচি কুচি ক'রে কাটি, এই খালি মনে হ'চ্ছে!—দেলেরা বেটীকে বাঁদী ক'রে নিয়ে বেড়াই, এই খালি মনে হ'চ্ছে।

পরিয়া। আচ্ছা,—আমি পিরীতের কথা বলি।

টাহার। আচ্ছা বল।

পরিয়া। তোমায় ভালবাস্‌বো,—তোমার মুখ মুছিয়ে দেব,—তোমার চুল আঁচড়ে দেব,—তোমায় বাতাস ক'র্‌বো—তোমার মুখে মুখে সদাই থাক্‌বো।

টাহার। থেক' ভাই। এই দেলেরা বেটীকে জব্দ ক'র্‌তে পার?

পরিয়া। আর জব্দ কি ক'র্‌বে বল? পথের ভিখারীর সঙ্গে ভিখারী হ'য়ে বেড়াবে।

টাহার। উঁহু—বেটীর গুমোর ভাঙ্‌বে না।

পরিয়া। নেই ভাঙ্গ্‌লো! তুমি তো আর তাকে ভালবাস না?

টাহার। ভালবাসি!—বেটীর মুখে পয়জার মারি। কিন্তু বেটীর বড় জুতসই নয়না,—ঐতে ম'রে আছি!

পরিয়া। তবে আর তোমার কাছে থেকে কি ক'র্‌বো বল? তুমি যে আর তাকে ভুল্‌তেই পার্‌ছ না।

টাহার। আচ্ছা! তুমি মেয়ে মানুষ সাজ্‌লে দেখায় কেমন?

পরিয়া। বেশ দেখায়—বেশ চমৎকার দেখায়!

টাহার। যদি তোমায় বেশ দেখায়,—তবে আমি তোমার পিরীতেই ডুব্‌বো।

পরিয়া। দেলেরাকে ছাড়্‌বে বল?

টাহার। ওকে তো ছেড়ে দেবই—পেলেও ছেড়ে দেব। বেটী আমায় ভালবাসে না, আমি এমন সোণার চাঁদ পুরুষ, কেমন না?

পরিয়া। মরি—মরি!

টাহার। এই দেখ, বেটীর নজর নেই, চিন্‌তে পার্‌লে না।

পরিয়া। কিন্তু আমার নজরে তুমি খুব লেগেছ।

টাহার। তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?

পরিয়া। তোমাদেরই বাড়ী। মনিয়াকে ডেকে দিতে পার?

টাহার। আচ্ছা তুমি দাঁড়াও,—আমি ডেকে দিচ্ছি।

[টাহারের প্রস্থান।

পরিয়া। বাঁদর খেলাতে গিয়ে, বাঁদর আঁচ্‌ড়ে দিলে নাকি? কি রসিক পুরুষই মন—বেছে নিচ্চ? এ তো আর খেলা নয়, এ যে আঁতের খেলা হ'য়ে দাঁড়াল!

নেহার ও মনিয়ার প্রবেশ

মনিয়া। তোরে ব'ল্‌তেই হবে, বল্‌—বল্‌ আমায় ভালবাসিস্‌?

নেহার। কোন্‌ শালা ভাঁড়ায়, সত্যি ব'ল্‌ছি—ভালবাসি। তুই যে এক একবার ভয় দেখিয়ে বেখাপ্পা ক'রে ফেলিস্‌!

মনিয়া। আমি ভয়ও দেখাব, তুই ভালও বাস্‌বি।

নেহার। তোর দুটো রকম পার্‌বো না।

মনিয়া। তোরে পার্‌তেই হবে।

নেহার। আচ্ছা, তুই কেন খিঁচুনি-মিচুনিটে ছাড়্‌ না, তাহ'লে তো—সোণার চাঁদ মেয়ে মানুষ হ'তে পারিস্‌।

মনিয়া। আচ্ছা, তুই আমায় কাঁধে কর,—তা হ'লে আমি খিঁচুনি ছাড়ি।

নেহার। তোর ঘোড়া রোগ ছাড়্‌বে না, আমি চ'ল্লুম।

[নেহারের প্রস্থান।

পরিয়া। মনিয়া, এখন বাদ্‌সাকে চিনেছ?

মনিয়া। চিনেছি।

পরিয়া। আমি তোমার সখীর সঙ্গে কাউলফের মিলন ক'রে দিয়েছি। যাতে কাউলফের প্রাণ রক্ষা হয়, তা ক'র্‌বো। আমি দেলেরাকে শিখিয়ে দিয়ে এসেছি,—কাল বিচার-স্থানে কাউলফ যেন বলে, যে কাউলফ কোর্জণ্ডি নগরের সদাগরের পুত্র। সেই সদাগরের সঙ্গে রাজার বড় বন্ধুত্ব। নচেৎ রাজ-কোপে কালই তার প্রাণদণ্ড হবে। রাজসভায় এরূপ ব'ল্লে, দিন কতক পরিত্রাণ পাবে। যতদিন না কোর্জণ্ডি নগর থেকে রাজার দূত ফিরে আসে, তত দিন নিরাপদে থাক্‌তে পার্‌বে। এর ভেতর একটী উপায় তোমায় ক'র্‌তে হবে। গোলেন্দাম বেগমকে ত্যাগ ক'রে বাদ্‌সা বিবাগী হ'য়েছেন, —শুনেছ? তুমি যদি গোলেন্দামের সঙ্গে বাদ্‌সার পুনর্ম্মিলন ক'র্‌তে পার—তা হ'লে কাউলফ-দেলেরার উপায় হয়। বাদ্‌সা সমরকন্দ-ঈশ্বরের কাছে ব'লে, উপায় ক'র্‌বেন।

মনিয়া। বেগম সাহেব কোথা?

পরিয়া। আমাদের মঠে যে উদাসিনীকে দেখেছ,—সেই গোলেন্দাম বেগম! রাজরাণী উদাসিনী—তুমি উদাসিনীকে আবার রাজরাণী ক'র্‌বে।

মনিয়া। কি ক'রে ক'র্‌বো?

পরিয়া। সে তুমি জান।

[পরিয়ার প্রস্থান।

মনিয়া। নেহার—নেহার, শোন্‌—আর ভয় দেখাব' না,—এদিকে আয়। আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবি চল্‌।

নেহারের প্রবেশ

নেহার। তুই যদি ভয় না দেখাস্‌, তোর সঙ্গে আমি যমের বাড়ী যেতে রাজী আছি,—আর কি ব'ল্‌বো।

মনিয়া। না, তোকে ভয় দেখাবো না,—খুব ভালবাস্‌বো! আচ্ছা, আমি তোকে একটা কথা শিখিয়ে দিই, তুই ক'র্‌তে পার্‌বি?

নেহার। তুই ভয় না দেখালে,—আমি সব পার্‌বো।

মনিয়া। না—শোন্‌।

নেহার। যেতে যেতে গির্‌গিটে পুষ্‌বি নে?

মনিয়া। না।

নেহার। আর্‌শোলা ধ'র্‌বি নে?

মনিয়া। না।

নেহার। বেঙাচি চিবুবি নে?—তোর ঘেন্না করে না, ঐ কথাগুলো মুখে আনিস্‌?

মনিয়া। খুব ঘেন্না করে।

নেহার। তবে কি ব'ল্‌বি বল্‌?

মনিয়া। একটু হিঃ হিঃ ক'রে হেসে ব'ল্‌বো—না অম্‌নি ব'ল্‌বো?

নেহার। না—না, তোর হাস্‌তে হবে না, অম্‌নি বল।

মনিয়া। আয়—তবে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মঠের অভ্যন্তর

সমরকন্দাধিপতি ও গোলেন্দাম

সমরকন্দাধিপতি। মা, তুমি এ দুর্জ্জনকে কেন স্থান দিয়েছ? এ অতি কপট ব্যক্তি। এই দেলেরা আমার এক বন্ধুর কন্যা,—আমার কন্যা গোলেন্দামের সহিত একত্রে খেলেছে। এই দুর্জ্জন প্রতারণা ক'রে, তার পাণিগ্রহণ ক'রেছে। খাঁ সাহেব পরম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আমার বন্ধুর বন্ধু, তার সঙ্গে প্রতারণা ক'রেছে,—রাজদণ্ডে ওর প্রাণবধ হবে। আজ রাত্রে তুমি ওরে আশ্রয় দিয়েছ,—নচেৎ অদ্যাই ওর প্রাণনাশ হ'তো।

কাউলফের প্রবেশ

সমরকন্দাধিপতি। তুই কে?

কাউ। (স্বগত) দেলেরা, তুমি মিথ্যা

ব'ল্‌তে ব'লেছ,—আমার আর উপায় নাই! তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী, কায়মনোবাক্যে আমি তোমার! তুমি যা ব'ল্‌তে ব'লেছ, তার অন্যথা ক'র্‌বো কেমন ক'রে? তোমার অনুরোধ আমি রাখ্‌বো। দেলেরা আমার সর্ব্বস্ব, আমি মিথ্যা ব'লবো। ভগবান্‌, যদি অপরাধ হয়—মার্জ্জনা ক'রো,—আমি আমার নই।

সমরকন্দাধিপতি। উত্তর ক'চ্চ না?

কাউ। সাহানসা! এই হীন অবস্থায় আমি আত্মগোপন ক'রেছিলেম। আমি কোর্জণ্ড নগরের সওদাগরের পুত্র। সওদাগরিতে এসেছিলেম, পথে দস্যুরা সমস্ত লুটে নিয়েছে। লজ্জায় পিতৃস্থানে ফিরে যেতে পারি নাই, ভিক্ষুকের অবস্থায় সাহানসার নগরে ছিলেম।

সমরকন্দাধিপতি। এ কথা কি সত্য? এ কথা আগে পরিচয় দাও নাই কেন? তা হ'লে তোমার বেত্রাঘাত হ'তো না। কিন্তু সত্য-মিথ্যা অনুসন্ধান ক'র্‌বো; যদি সত্য হয়, তুমি রাজ-বন্ধুর সমাদর পাবে। কিন্তু যদি মিথ্যা হয়—এখনও বল—এখনও দেলেরাকে ছেড়ে চ'লে যাও, তুমি নিষ্কৃতি পাবে, নচেৎ তোমার শূল-দণ্ড হবে।

কাউ। সাহানসা, আমি যথার্থ ব'লেছি।

সমরকন্দাধিপতি। দেখ্‌চি, তুমি ম'র্‌তে প্রস্তুত। তোমার সৌভাগ্যে বা দুর্ভাগ্যে আমার বন্ধুর পত্র আমি আজ পেয়েছি, তিনি ত্বরায় সমরকন্দে উপস্থিত হবেন। আপাততঃ আমার বন্ধুর পুত্রের ন্যায় আদরে থাক, বিচার পরে হবে।

[সমরকন্দাধিপতি ও গোলেন্দামের প্রস্থান।

দেলেরার প্রবেশ

দেলেরা। আমি কালসাপিনী, বার বার তোমায় মজালুম। বোধ হয়, তোমার জীবনের কণ্টক হ'য়ে আমি জ'ন্মেছিলেম। কি ক'ল্লেম, শেষ মিথ্যা কথা শিখিয়ে পতিঘাতিনী হ'লেম!

কাউ। দেলেরা — দেলেরা!—কেন কাঁদ? কে'দ না—কে'দ না, চাও—চাও—প্রফুল্ল বদনে চাও, আমি একমুহূর্ত্ত দেখে শত জীবন বিসর্জ্জন দিতে কাতর নই!

গোলেন্দামের প্রবেশ

দেলেরা। সখি, সখি! সর্ব্বনাশ হ'ল,—আর তো কোন উপায়ই দেখ্‌চিনে; তুমি বাঁচাও—ও পাগল, আমার জন্যে পাগল। সন্ন্যাসিনি, আমায় সাহানসার কাছে নিয়ে চল। আমার কথায় তুমিও সাক্ষী দিও। আমি সাহানসাকে জানু পেতে জানাব যে, আমার জন্যে ও উন্মাদ। উন্মাদের সত্য-মিথ্যা নাই, আমি ওর সর্ব্বনাশ ক'রেছি, আমি ওরে কাঙ্গাল ক'রেছি, —শেষে ওর প্রাণবধ ক'র্‌লেম! ও পাগল—ও পাগল—ওর অপরাধ নাই। সাহানসাকে মিনতি ক'রে ব'ল্‌বো—আমায় দণ্ড দেন। আমিই সকল অনিষ্টের মূল। চল—চল সখি, সাহানসাকে মিনতি করিগে চল।

কাউ। দেলেরা, কেন আমায় ব্যাকুল ক'র? জীবনে-মরণে আমি তোমার। তুমি জেন'—আমাদের প্রেমের স্থান আছে,—আমাদের মিলনের স্থান আছে। যদি লোকের চক্ষে বিচ্ছেদ হয়, তার জন্যে কেন ভাব? আমরা অনন্ত কাল অবিচ্ছেদে থাক্‌বো। আমি এ ধর্ম্মমন্দিরে, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে সত্য ব'ল্‌ছি, আমাদের কখন' বিচ্ছেদ হবে না!—দেলেরা, তুমি কে'দ না।

গোলে। সখি, তুমি ভেব না। বাদ্‌সার দুহিতা গোলেন্দাম আমায় ভগিনীর ন্যায় দেখেন,—আমার অনুরোধ তিনি ঠেল্‌বেন না, —তিনি তাঁর পিতার নিকট মার্জ্জনা চাইবেন।

কাউ। কে? কে? মা গোলেন্দাম! আহা তাঁর চরণে বিদায় নিয়ে আস্‌তে পারিনি, আমার এই খেদ রইল। মা উদাসিনী, আপনি যদি মার দেখা পান—ব'ল্‌বেন যে, তাঁর ছেলে কোন অপরাধ করেনি।

দেলেরা। সখি, গোলেন্দামের নাম কুক্ষণে আমি অভাগিনী বাদ্‌সার নিকট ক'রেছিলেম। আমি বাল্যকালে তাঁর নাম জান্‌তেম, তিনি আমার বাল্যসখী,—আমি জান্‌তেম—তিনি পরমাসুন্দরী, তাই ঈর্ষ্যাবশে সে কথা বাদ্‌সার নিকট উল্লেখ ক'রেছিলেম—এই তার বিষময় পরিণাম। সখি, আমায় যে আপনার ক'রেছে, —তারে আমি আজীবন যন্ত্রণা দিলেম।

গোলে। ভেব না;—গোলেন্দাম সাহানসার

অন্তঃপুরে আছেন, তিনি তোমার স্বামীর জন্য মাৰ্জ্জনা চাইবেন। সাহানসার তিনি একমাত্র সন্তান, সাহানসা তাঁর কথা কখন' ঠেল্‌বেন না।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মোসাফেরখানা

মিৰ্জ্জান, মনিয়া ও নেহার

মিৰ্জ্জান। বাপু, তুমি কি চাও?

নেহার। আমি বড় গুছিয়ে ব'ল্‌তে পার্‌বো না,—ঐ ছুঁড়ী বেশ ব'ল্‌তে পার্‌বে। তবে মোটের মাথায় একটী মেয়ে মানুষের কাছে তোমায় যেতে হবে। তোফা মেয়ে মানুষ, পছন্দ না হয়—চ'লে আস্‌বেন।

মিৰ্জ্জান। বাপু, আমি ফকীর, আমি সেখানে যাব কেন?

নেহার। তোমার পায়ে পড়ি চল। তুমি গেলে আমার এই মেয়ে মানুষটা হাতে লাগে। ফকীর সাহেব, একটু বন্ধুর কাজ কর।

মিৰ্জ্জান। আমি ফকীর, আমি স্ত্রীলোকের কাছে যাব না।

মনিয়া। আপনার কি এত ফকিরী অভিমান? যদি কেউ দারুণ যন্ত্রণায় প'ড়ে—দারুণ দুঃখের অবস্থায়—অনাথিনী-কাঙ্গালিনী অবস্থায়—তোমায় ডাকে, তার বেদনা মোচন করা কি তোমার ফকিরীতে নাই? তোমার ফকিরীতে কি বলে—স্ত্রীলোকের দুঃখ দুঃখ নয়?

নেহার। বাহবা—ফকীর চাঁদ! ফকীর চাঁদ, দুটো শিখে যাও!—সাবাস মনিয়া—সাবাস্‌!

মিৰ্জ্জান। যার নিমিত্ত আমায় ডাক্‌তে এসেছ, তিনি কি পীড়িতা?

মনিয়া। পীড়িতা?—মৰ্ম্ম-পীড়িতা, স্বামী-পরিত্যক্তা, উদাসিনী, সন্ন্যাসিনী, বিহ্বলা—উন্মাদিনী!

নেহার। তাই তো, তাই তো! এইবার ফকীর, লাগ না? ফকীর, কথা কাটাকাটিতে পার্‌বে না,—নইলে আমার পছন্দ হয়? ফকীর! ফকীর! সুড়্‌ সুড়্‌ ক'রে চ'লে এস। পার্‌বে না, পার্‌বে না,—কথার চোটে পার্‌বে না।

মিৰ্জ্জান। ইনি কে? এ'র কিছু মস্তিষ্ক চঞ্চল বোধ হ'চ্ছে! এ'রে সঙ্গে এনেছ কেন?

নেহার। হ্যাঁ, হ্যাঁ! এইবার আমি ব'ল্‌তে পারি। জান ফকীর, ওর জন্যে আমি মরি। তোমরা দু'জনে ওর সঙ্গে আমার বে' দিয়ে দাও।

মিৰ্জ্জান। আমরা দু'জনে? আমার সঙ্গে যে ফকীর থাকেন, তিনি?

নেহার। না—না—যার কাছে নিয়ে যাব,—সেই উদাসিনী! সেই মজনু—সে হাত গুণ্‌তে জানে। সে ঐ নূতন মঠে থাকে।

মিৰ্জ্জান। (মনিয়ার প্রতি) তুমি না কোন দুঃখিনী রমণীর কাছে আমায় নিয়ে যাবে ব'ল্‌চো? তুমি কি আমায় নূতন মঠের উদাসিনীর কাছে নিয়ে যেতে চাও? কিন্তু তুমি ব'ল্‌লে—মৰ্ম্ম-পীড়িতা,—তুমি কি ফকির্‌ণীর কথাই ব'লেছ?

মনিয়া। হ্যাঁ, আমি সেই ফকির্‌ণীর কথাই ব'ল্‌ছি। ফকীর, আশ্চর্য্য হবার তো কিছু কথা নয়। মৰ্ম্ম-পীড়িতা ফকির্‌ণীও হ'তে পারেন, ফকীরও হ'তে পারেন। একথা যদি না জানেন, আমার মুখে শুনে শিখুন।

মিৰ্জ্জান। তোমার উদ্দেশ্য কিছু বুঝ্‌তে পারচি না। তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

মনিয়া। তিন জনের জীবন দান দিতে।

নেহার। আর আমাদের বিয়ে দিতে।

মিৰ্জ্জান। এও কি তোমার প্রয়োজন?

মনিয়া। হ্যাঁ। যদি পবিত্র প্রেমের মিলন দেখি—যদি তিনটী প্রেমিক প্রাণ অকূলে কূল পায়—যদি প্রেমের খেলা সুখময় বুঝ্‌তে পারি—তা হ'লে তোমার পদধূলি নিয়ে, আমি এই পাগলের গলায় বরমাল্য দেব।

নেহার। পাগল কি বাবা চিরকাল ছিলেম? নয়না মেরে পাগল ক'রে দিলে,—আপনার দোষটী ব'ল্‌চ না!

মিৰ্জ্জান। চল, আমি যেতে প্রস্তুত।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মঠের সম্মুখ

টাহার ও পরিয়া

টাহার। না, তুমি দিব্যি ছুঁড়ী! দূর কর, —ও দেলেরা বেটীকে চাইনি—ও পথে পথে ঘুরুক!

পরিয়া। তুমি কি আমায় সত্যি চাও, না—দু'দিন বাদে পায়ে ঠেলে যাবে?

টাহার। না ছুক্‌রী।

পরিয়া। তোমার তো আজ এর ওপর মন, কাল ওর উপর মন?

টাহার। ঐ রকমই মনটা বটে;—এক জনের উপর বসেনি, রূপের ঝোঁকে গিয়ে টাকা খরচ ক'রেছি। কিন্তু দেখ' ছুক্‌রি, আমি দরদ পাইনি। কিন্তু তুমি সে রকম নও, ঠাট্টাটা-তামাসাটা ঝাড়' বটে, উল্লুক বানিয়ে দাও, বুঝ্‌তে পারি; কিন্তু দেখ, তোমার মুখে দরদ দেখি, চ'খে দরদ দেখি, কথায় দরদ দেখি,—এমন দরদ আমি কোথাও পাইনি।

পরিয়া। কেন, তোমায় কি কেউ দরদ করেনি?

টাহার। ব'লেছি তো, অমন ঢংএর মুখ মোছান, তা ঢের মুছিয়েছে, বাতাস ক'রেছে, গা টিপেছে, পা টিপেছে—কিন্তু সে এ রকম নয়।

পরিয়া। তুমি দেলেরাকে চাও না?

টাহার। অন্য কেউ হ'লে, আমি দম ঝেড়ে ব'লে দিতুম,—না। কিন্তু তোমার সাক্ষাতে তা পার্‌বো না। তোমায় চাই, কিন্তু একদিন মনে হ'চ্ছে, বেটীকে মাথায় ক'রে এনে, পায়ে ক'রে থেৎলে বেটীর গুমোর ভেঙ্গে দি। তারপর বলি, 'যা বেটী যা—তোর বাবার কাছে চ'লে যা।'

পরিয়া। ওঃ—তোমার এমন সব মতলব? তুমি আমায়ও কোন্ দিন ফেলে পালাবে!

টাহার। মাইরি ব'ল্‌ছি না—মাইরি ব'ল্‌ছি না;—তোমায় বুঝিয়ে দিলুম, বোঝ না কেন? কিন্তু বেটীকে একবার জব্দ ক'র্‌বার মন আছে।

পরিয়া। তুমি যদি ঐ মন ছাড়,—জব্দ ক'র্‌বার মন যদি ছেড়ে দাও—আমি তোমায় খুব ভালবাসি। তুমি আমায় ভালবাস,—কিন্তু যাকে ভালবাস না—সে যদি তোমায় জব্দ করে, তোমার ব্যথা লাগে কি না বল দেখি? হ্যাঁ বুঝ্‌বো, তোমার কেমন দরদী প্রাণ।

টাহার। না—না, তুমি ভালবেস'। ও মন থেকে ছেড়ে দেব।

পরিয়া। দেব না!—তোমায় দর্‌বারে কাল ব'ল্‌তে হবে যে, তুমি দেলেরাকে চাও না,—দেলেরা যেখানে ইচ্ছা যাক্।

টাহার। আচ্ছা, তুমি খুব ভালবাস্‌বে?—কেমন—ভালবাস্‌বে?

পরিয়া। এই দেখ, তোমার পানে এম্‌নি ক'রে চেয়ে হাস্‌বো।

টাহার। বেশ—বেশ। যাক্ বেটী জাহান্নমে। বাঃ—বাঃ—তুমি বেড়ে চাও—বেশ ছুক্‌রী—তোমার চোখে দরদ দেখেছি—আমি রাগ ভুলে গেছি!

পরিয়া। আচ্ছা এস,—দেলেরা আর সেই পাগলের সঙ্গে আজ রাত্রে আমোদ ক'র্‌বে, তা যদি পার, তা হ'লে আমার বিশ্বাস হবে, যে কাল তুমি সাহানসার কাছে ব'ল্‌বে—যে তুমি দেলেরাকে চাও না।

টাহার। আচ্ছা চল। দেখ, এক একবার রাগের যদি ঝাঁকি মারে, তুমি অম্‌নি ক'রে আমার পানে চেও—ব্যস্!—প্রাণ গলিয়ে দেব। ব'ল্‌বো যে, যা ব্যাটা দেলেরাকে নিয়ে যা।

[উভয়ের প্রস্থান।

মির্জ্জান ও গোলেন্দামের প্রবেশ

মির্জ্জান। একটী স্ত্রীলোক আর এক ব্যক্তি, তার মস্তিষ্ক কিছু চঞ্চল বোধ হ'ল—কিন্তু দেখ্‌লেম—উভয়েই উভয়ের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী,—তাদের অনুরোধ যে আপনি আর আমি উভয়ে মিলে তাদের বিবাহ দিই। তাদের অনুরোধে এলেম, আর ভাব্‌লেম যে, তিন দিন এই মঠে থেকে সাহানসার আজ্ঞা প্রতিপালন ক'রে স্থানান্তরে চ'লে যাই। কিন্তু তুমি যে ভাগ্যহীন দম্পতীর কথা ব'ল্‌ছিলে,—তারা কোথায়? আমার তাদের মুখে, তাদের দুঃখের কাহিনী শুন্‌তে বড় ইচ্ছা!

গোলে। আজ তারা আনন্দে মত্ত আছে।

মির্জ্জান। সে কি? কাল প্রাণদণ্ড হবার আশঙ্কা—আজ আনন্দ ক'চ্চে!—

গোলে। আমার কথামত আনন্দ ক'চ্চে। কি জানি, আমার পাগলের মন—আজ ভোরে স্বপ্ন দেখেছি, যেন প্রেমময় ঈশ্বরের দূত এসে আমায় ব'ল্‌ছেন—"যদি এই ধর্ম্মস্থানে—যদি আজ অকপটে আনন্দ-উৎসব হয়,—যদি পরস্পরের মনের দুঃখ অকপটে জানায়, তা হ'লে মঙ্গল হয়।" তাই সকলে অকপটভাবে আনন্দ ক'চ্চে। কাল্‌কের কথা ভাব্‌ছে না। প্রেমিকের প্রাণ, মিলনের সময় ভাবে না। প্রভু, আপনার মনে মলা নাই, আপনার অন্তর-বাহ্য সমান, আপনি আমার হ'য়ে আনন্দ করুন—দেব-আজ্ঞা প্রতিপালিত হোক্। আপনি নির্ম্মলচিত্ত, আমায়ও নির্ম্মল করুন। আমি বড় ব্যথিতা!

মির্জ্জান। ফকিরী নিয়ে যদি আপনার মর্ম্ম-ব্যথা থাকে, আমারও মর্ম্ম-ব্যথা আছে—আমিও অকপটচিত্ত নই, আমার হৃদয় দেখাবার নয়—আমার হৃদয় সন্দেহপূর্ণ—আমিও প্রেমে ব্যথা পেয়েছি। এ দুঃখের কাহিনীতে আমারও সেই প্রেমের কাহিনীর উদ্দীপন হ'চ্ছে।

গোলে। ফকীর! যদি তোমার দুঃখ থাকে, আমায় দাও। আমি দুঃখ বইতে জন্মগ্রহণ ক'রেছি—আমি দুঃখ বই! তুমি বল, তোমার কি মর্ম্ম-ব্যথা? তোমার ব্যথা আমায় দাও,—তুমি আজ রাত্রে আনন্দ কর—এই আমার মিনতি। তুমি আনন্দ ক'র্‌লে সকল মঙ্গল হবে। আমার প্রেম-স্বপ্ন সম্পূর্ণ হবে।

মির্জ্জান। উদাসিনি, তুমি কারে আমোদ ক'র্‌তে ব'ল্‌ছো জান না!—কোন্ অভাগার সঙ্গে আমোদের কথা ক'চ্চ জান না! বিশেষ তোমার স্বর শুনে, আমার অন্তরে যে কি উদয় হ'চ্চে—তোমায় কি ব'ল্‌বো? অম্‌নি মধুর স্বর আমি শুনেচি,—কিন্তু চ'লে এসেছি—চ'লে এসেছি। বিনা অপরাধে চ'লে এসেছি—কলঙ্কের ভয়ে চ'লে এসেছি। ভেবেছি—সয় সোক্ আমার উপর দিয়েই সোক্!—অকলঙ্ক পিতৃকুলে না কলঙ্ক অর্পিত হয়। তুমি জান না—আমার অবস্থা বোঝ না। ভাল, তুমি এ বিবাহের কথা জান কি? সাহানসার মুখে শুনেছি যে, ঐ রমণী সাহানসা-দুহিতার বাল্য-সহচরী ছিল, একি সত্য কথা?

গোলে। আমি সে কথা আপনি জানি।

মির্জ্জান। আমি বড় অভাগা, তোমার যদি দুঃখের ভার আমায় দিতে পার—দাও, তুমি আনন্দ কর।

গোলে। তুমি কি আমার দুঃখের ভার নেবে—পার্‌বে? দেখ,—অঙ্গীকার কর।

মির্জ্জান। ধর্ম্মস্থানে অঙ্গীকার ক'র্‌তে পারিনি। আমার প্রাণ কেমন হ'য়েছে—এস, আনন্দ করি এস। যে যে আনন্দ ক'র্‌বে—আসুক! এস, আজ আনন্দে রাত্রি প্রভাত করি! যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, আমার পক্ষেও সত্য হ'তে পারে,—আমারও কলঙ্ক দূর হ'তে পারে। আমিও আমার প্রাণপ্রিয়াকে পেতে পারি।

গোলে। এস ফকীর, আনন্দ করি।

সখীগণ, টাহার, নেহার প্রভৃতি সকলের প্রবেশ

সখীগণের গীত

রম ঝমকে ঝমকে পিয়ালা
ঝমকে চমকে চলি হেলা দোলা খেলা॥
তর্ তর্ তর্ তর্ ঘুমে,
বদন ঘন ঘন পবন চুমে,
রুমে ঝুমে, রুমকি ঝন রণ ঝন রণ—
আঁখি ঝিমিকি মাতোয়ারা, দেল ভরপুরা,
রাগ রঙ্গে চলে মেলা॥

মির্জ্জান। সন্ন্যাসিনি! যদি আজ্‌কের রজনী সত্য হ'তো, যদি আমরা অভাগা অভাগিনী না হ'তেম,—যদি মনের মলা দূর ক'র্‌তে পার্‌তেম,—বোধ হয়, ফকিরী নিয়ে পৃথিবীতে সুখ ছিল।

গোলে। এ সুখে কি ঈশ্বর আমাদের বঞ্চিত ক'র্‌বেন? কখনই না। সন্ন্যাসি, তোমার মনেও ব্যথা থাক্‌বে না,—আমার মনেও ব্যথা থাক্‌বে না,—কখনই না!—

মির্জ্জান। ব্যথা কেমন ক'রে যাবে? এ যাবার নয়! শোন', আমাদের পাশে ব'সে কে কথা ক'চ্চে।

কাউ। দেখ দেলেরা, মৃত্যুতে আমার আর একটী লাভ হবে। আমার মাকে আমি কলঙ্ক-সাগর হ'তে উদ্ধার ক'র্‌তে পারবো। বাদ্‌সা মির্জ্জান যেখানে থাকুন, তিনি যদি আমার মৃত্যু-কাহিনী শোনেন, তাঁর মনেও শান্তি হবে! আমি সাহানসার কাছে কোন কথা গোপন ক'র্‌বো না। আমি মৃত্যুকালে ব'ল্‌বো যে, গোলেন্দাম আমার মা! এ কথায় যে অবিশ্বাস ক'র্‌বে,—আমি ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে ব'ল্‌বো, যেন সে আমার দশা প্রাপ্ত হয়।

মির্জ্জান। উদাসিনি, উদাসিনি আমি থাক্‌তে পার্‌লেম না। আমি চ'ল্লেম—আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে—উদাসিনি, জান না, আমার অন্তরে দাবানল জ্ব'ল্‌ছে! নিব্বে না, নিব্বে না—প্রতি বায়ুতে ঘৃতাহুতি দিচ্চে! নিব্বে না—শীতল হবে না! জ্বালা জুড়াবে না!—

[মির্জ্জানের প্রস্থান।

গোলে। পরিয়া, চ'লে গেল!

মনিয়া। ফকীরের জন্য আমি দায়ী। ফকিরুণি, কিছু ভাব্‌বেন না। আমি কৌশল ক'রে এনেছি, আমিই এনে দেব- আমি এই ধর্ম্মমন্দিরে শপথ ক'চ্চি।

নেহার। হ্যাঁ ফকিরুণি! ও খুব বাগাতে জানে,—খুব বাগিয়ে এনেছে!—আবার ব'লেছে—তোমরা ফকীর-ফাকিরণীতে আমাদের বে দিয়ে দেবে—তাইতে সুড়্ সুড়্ ক'রে চ'লে এসেছিল।

গোলে। কেরে—কেরে—আমার প্রাণ-জুড়ান কথা কইলি? কেরে, আমায় আশা দিলি? কে তুই? আয়—একবার তোরে আলিঙ্গন করি।

দূতের প্রবেশ

দূত। উদাসিনি, সেলাম! সাহানসার আজ্ঞায় আমি কয়েদী আর তার স্ত্রীকে নিতে এসেছি। প্রভাত হ'য়েছে—তাদের যেতে অনুমতি দিন।

গোলে। চল, আমি তাদের নিয়ে যাচ্চি।

কাউ। দেলেরা! দেলেরা!—

দেলেরা। কাউলফ! কাউলফ!—কি হবে?

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

দরবার

সমরকন্দাধিপতি, মির্জ্জান ও কোজণ্ডি নগরের বণিক

সমরকন্দাধিপতি। ইনিই কোজণ্ডী নগরের বণিক্। এ'র পুত্র নাই।

মির্জ্জান। তা আমি জানি।

সমরকন্দাধিপতি। তবে কি ব'ল্‌ছেন—মার্জ্জনা?—

মির্জ্জান। সাহানসা! এ প্রেমে উন্মত্ত হ'য়েছে, এর হিতাহিত বিচার-শক্তি কিছুই নাই।

সমরকন্দাধিপতি। সে অপরাধ আমি মার্জ্জনা ক'র্‌তে চেয়েছিলেম।—কিন্তু ধর্ম্ম-স্থান কলুষিত ক'রেছে—আমি মার্জ্জনা ক'র্‌লে মিথ্যার প্রশ্রয় দেব। ন্যায়বান্ ঈশ্বরের উপর চেয়ে আপ্‌নার অনুরোধ রাখ্‌তে পার্‌লেম না—ক্ষমা করুন।

কাউলফ, দেলেরা, নেহার, টাহার, সায়েদ খাঁ ও ফকীরের প্রবেশ

সমরকন্দাধিপতি। আমি সকল অবগত হ'য়েছি,—তোমার নাম কাউলফ, বাদ্‌সা মির্জ্জানের সেনাপতি ছিলে। অতি গুরুতর অপরাধে তুমি বহিষ্কৃত হও,—তার পর এই প্রতারণা, ধর্ম্মগৃহ কলুষিত ক'রেছ।

গোলেন্দামের প্রবেশ

গোলে। পিতা, পিতা!—হুকুম দেবেন না, কন্যাকে মার্জ্জনা করুন। এ অভাগার প্রাণদান দিন!

সমরকন্দাধিপতি। কে তুমি?

গোলে। আমি আপনার অভাগিনী কন্যা গোলেন্দাম।

সমরকন্দাধিপতি। গোলেন্দাম! তুই যখন ছদ্মবেশে আমার নিকট আসিস্, তখনই ভেবেছিলেম—তুই কে! তোর গলার স্বরে—তোর অবয়বে, তখনি আমার সন্দেহ হ'য়েছিল। কিন্তু দেখ্‌লেম,—তোর ফাকিরুণীর বেশ—আমি কিছু ব'ল্‌তে পারলেম না। দেখ্‌ছি—প্রতারণাই তোর

জীবন। গোলেন্দাম, তুই কাউলফের প্রাণ ভিক্ষা ক'র্‌তে এসেছিস্‌? শ্বশুরকুলে কলঙ্ক দিয়ে, —পিতৃকুলে কলঙ্ক অর্পণ ক'র্‌তে এসেছিস্‌?

গোলে। পিতা, কি ব'ল্‌ছেন? আমি কদাচ কলঙ্কিনী নই। কাউলফ আমার পুত্র,—আমায় ও জননী জ্ঞান করে, এ কথা সত্য—আমি বাদ্‌সার নিকট, পিতার নিকট মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌ছি। পিতা, আমি কলঙ্ক অর্পণ ক'র্‌বো? কখন' না!—আমার পতি ধ্যান জ্ঞান, পতি-শোকে আমি উদাসিনী—আমার পতি-আরাধনা আজীবন ব্রত। নিশ্চয় জান্‌বেন,—আমি রাজ-কুলে কলংক অর্পণ ক'র্‌বো না। যদি ধর্ম্ম থাকেন, যদি আমি পতিপ্রাণা হই,—যদি এই দণ্ডে সে প্রমাণ আমি দিতে পারি, তবে আমি প্রাণ রাখ্‌বো, নচেৎ এখনি আপনার সমুখে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো।

কাউ। সাহানসা! মৃত্যু-আজ্ঞা দেন,—আমি মরণ সময়ে ব'লে যাই যে, গোলেন্দাম আমার মা! জাঁহাপনা, রাজ-আজ্ঞার নিমিত্ত আমি প্রস্তুত।

মির্জ্জান। গোলেন্দাম! গোলেন্দাম! প্রাণেশ্বরি—তোমায় বড় যন্ত্রণা দিয়েছি—আমায় মার্জ্জনা কর। কাউলফ মৃত্যুকালে কি বলে—এই শোন্‌বার জন্য আমি অপেক্ষা ক'র্‌ছিলেম। তাই এতক্ষণ হৃদয়েশ্বরীর চরণে মার্জ্জনা চাই নি! কিন্তু আর লুকোতে পার্‌বে না, মার্জ্জনা কর।

গোলে। প্রভু! প্রভু! দাসীকে কি ব'ল্‌ছেন, দাসীর অপরাধ হয়!

সমরকন্দাধিপতি। কে? বাদ্‌সা মির্জ্জান?

গোলে। হাঁ পিতা—এই নিদর্শনস্বরূপ বাদ্‌সাই অঙ্গুরী দেখুন।

সমরকন্দাধিপতি। বাদ্‌সা, আপনি স্বয়ং উপস্থিত। আপনি বিচার করুন,—আমি দায়ে খালাস।

মির্জ্জান। দেলেরা! তোমার বাল্যসখীকে আলিঙ্গন কর। কাউলফ, আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বে কি? ভাই, এস—একবার আলিঙ্গন কর।

নেহার। মনিয়া, মনিয়া!—এইবার ফকীর-ফকিরণীকে ব'লে আমরাও জোড়া হই।

টাহার। বেশ ব'লেছিস্‌ নেহার;—তোর আক্কেল হ'য়েছে। এস পরিয়া, আমরাও দু'জন ফকীর-ফকিরুণীর পায়ে সেলাম দিই।

মনিয়া। ফকীর সাহেব! এই ভাল্লুকটার গলায় মালা দিই?

মির্জ্জান। দাও,—চিরসুখিনী হও।

টাহার। ফকিরুণি, আমরা?

গোলে। পরিয়া, কি বলে লো? শোন্‌ না।

পরিয়া। আর ব'ল্‌বো কি? এই বাঁদরটা পুষ্‌বো।

কাউ। দেলেরা—দেলেরা! তুমি আমার?

দেলেরা। তুমি আমার!

টাহার। দেলেরা, আমার প্রাণ যেমন সুখ-সাগরে ভাস্‌ছে, তোম্‌রাও দু'জনে তেমনি সুখ-সাগরে ভাস'। আমি প্রাণ খুলে ব'ল্‌ছি।

কাউ। (টাহারের প্রতি) ভাই! ভাই! আমায় কি মার্জ্জনা ক'র্‌বে?

টাহার। একদম ভুলে গেছি,—তোমার কাছে পিরীত শিখে নিয়েছি। আমি আমার মনের মত পেয়েছি। বাবা, তুমি দেলেরার টাকার জন্যে ভেব না,—তোমার বাঁদর ছেলে মানুষ হ'য়ে গেল। বাবা, মনটা বড় পরিষ্কার হ'য়েছে —তুমিও পরিষ্কার মনে সবাইকে আশীর্ব্বাদ কর।

সায়েদ। বাদসা! সমরকন্দাধিপতি!—আপনারা সাক্ষী হোন, আমি কাউলফ আর দেলেরাকে অন্তর থেকে আশীর্ব্বাদ ক'চ্চি। পরিয়া, মা, তুমি আমার কুলের রত্ন!—তুমি আমার ঘরে ব'সে ঘর আলো কর। নেহার, তুই আমার ছেলের মত, তুইও আজ পরম রত্ন পেয়েছিস্‌! সকলে সুখে থাক, আমি বৃদ্ধ—আশীর্ব্বাদ করি।

কোর্জণ্ড-বণিক। বাদসানন্দ! বেগম সাহেব! সমরকন্দ-ঈশ্বর! সমাগত প্রজাগণ! সকলে শোন,—কাউলফ আমায় পিতা ব'লেছে;—আমি অপুত্রক,—আমি ওর পিতা! আমি কোর্জণ্ড নগরের বণিক,—এ নগরে সুন্দর বাণিজ্য ক'রে গেলেম। পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে ঘরে যাই।

সমরকন্দাধিপতি। বাদ্‌সা! আপনার আজ্ঞায় আমি প্রচার করি—সকলে আনন্দ কর; আজ

পরমানন্দের দিন—সকলে আনন্দ কর, বাদ্‌সার আজ্ঞা।

মির্জ্জান। ফকির্‌ণি! সংসার সুখের! তোমার প্রেমের স্বপ্ন সত্য!

গোলে। ফকীর, আমার আজীবনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে কেন?

ফকীর। বাদ্‌সা, তুমি পরম ধার্ম্মিক। তোমায় আমি চিন্‌তেম, তোমার ফকিরী গ্রহণে সংসারে পরম অমঙ্গল হবে! ভেবেছিলেম—তোমার সঙ্গে ফিরে যদি তোমার সন্দেহ দূর ক'র্‌তে পারি, তা হ'লে মানবহিতকর কার্য্য হবে। মানবের হিতসাধন ফকীর ও সংসারী উভয়েরই কার্য্য। ঈশ্বর-কৃপায় আমার কার্য্য সাধন হ'য়েছে—তুমি সিংহাসনে ব'সেছ, খোদা তোমায় বাদ্‌সাই দিয়েছেন— বাদ্‌সাই কর। আমি ফকীর—ফকিরী করিগে। বাদ্‌সা, বুঝ্‌তে পেরেছ—সংসার সুখের করা যায়। হৃদয়ে সন্দেহ না থাক্‌লে, ভগবানের সংসার—প্রেমের সংসারস্বরূপ জ্ঞান হ'লে,—কার্য্যের নিমিত্ত কার্য্য ক'র্‌লে—পরহিত সাধন ক'র্‌লে—ফকীর আর বাদ্‌সাই দুই-ই সমান!

মির্জ্জান। ফকীর, তুমি আমার গুরু!—শিক্ষাদাতা,—তোমার চরণে শত শত সেলাম।

ফকীর। (গোলেন্দামের প্রতি) বেগম সাহেব, বিদায়।

গোলে। ফকীর! তোমার কৃপায় হৃদয়েশ্বর ফিরে পেয়েছি; দাসীর সেলাম গ্রহণ করুন।

ফকীর। (কাউলফের প্রতি) কাউলফ,—সংসারে সুখ-দুঃখ উভয়ই আছে। হেথা দুঃখের ভয় পাওয়া—হীনতার পরিচয়।

কাউ। হ্যাঁ ফকীর সাহেব!—তোমার চরণ-কৃপায় আমি বুঝেছি। সেলাম! আজ সকলেই মনের মতন!

টাহার। পরিয়া আমার মনের মতন!

সখীগণের প্রবেশ ও গীত

মনের মতন যে পেয়েছে সে জানে।
আমোদের ঢেউ চলে কানে কানে।
যে মনের মতন চায়,
ক'র্‌লে যতন মনের মতন পায়,
না পেলে রতন কেন ডুব্‌বে দরিয়ায়;
যে চেয়েচে, যে স'য়েচে—সে পেয়েচে,
পায়, সরল প্রাণে যে জন খোঁজে,
মনের কথা যে মানে।
চ'লে যায় স্রোতে ভেসে,
যেদিকে তার মন টানে॥

যবনিকা পতন

মিলন মালা

[গীতিনাট্য]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

লাক্ষাদ্বীপাধিপতি। মালদ্বীপাধিপতি। লহরকুমার (লাক্ষারাজ-তনয়), মন্ত্রী, নাবিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

বরুণা, তরুণা (মালদ্বীপরাজ-তনয়াদ্বয়)। প্রবাল, শৈবাল (মালদ্বীপরাজ-তনয়াদ্বয়ের সখীদ্বয়)।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মালদ্বীপ—সাগরকূল

কূলে তরুণা, বরুণা ও সখীগণ

পোতারোহণে লহর

মেঘ—ত্রিতালী

লহর। অশান্ত সাগর ঘোর রণরঙ্গ,
ঊর্ধ্ব জটাঘটা গরজে তরঙ্গ।
বেলা বিচঞ্চল, সাগর দল বল,
প্রবল পবন বহে ঝড়দল সঙ্গ।
মেঘ করাল, দামিনীমাল,
নিবিড় আঁধার মৃদু হাসি
বিশ্ববিনাশী,
অশনিশ্রেণী, মহী কম্পিত অঙ্গ,
ধারা প্রচণ্ড ধরাধর খণ্ড,
ভূতদ্বন্দ্বে কত ভ্রূকুটি ভ্রূভঙ্গ।
বরুণা। একি একি একি, দেখ দেখ সখি!
অকূল পাথারে দেখলো তরী!
বুঝি নিরুপায়, গেল গেল হায়,
সাধ হয় কূলে আনি লো ধরি।
তরুণা। রঙ্গে ভঙ্গে খেলে তরঙ্গে,
তুলিছে ফেলিছে হেলায় যেন,
আকুল অকূলে ঘুরে ফিরে বুলে,
গ্রাসিল সলিলে বুঝি বা হেন!
প্রবাল। দেখ লো সজনি, ভাসিল তরণী,
ডুবিল ডুবিল না দেখি আর!
বরুণা। শুন শুন ধ্বনি, সিন্ধুনাদ জিনি
গগন ভেদিয়ে ঐ হাহাকার।
শৈবাল। তরঙ্গের বলে কূলে আসে চলে,
এল এল কূলে নাহিক ভয়।
বরুণা। তরী চূড়া 'পরে, দেখরে দেখরে,
তরুণা। অভয় হৃদয়, উন্মাদ নিশ্চয়,
শূন্যে ক্ষণ হেরে দামিনী খেলা:
কভু বা সাগরে চাহে প্রীতিভরে,
আদরে নেহারে সলিলে মেলা।
ভূতদ্বন্দ্ব মাঝে অটল বিরাজে,
বরুণা। বিধি প্রতিকূল ডুবিল তরী!
সাগরে গ্রাসিল কেহ না উঠিল,
অভাগা উন্মাদ আমরি মরি!
তরুণা। কে যেন ভাসিছে কে যেন আসিছে,
চল চল কূলে চল লো সই,
প্রবাল। ওই ওই ওই, দেখ দেখ সই,
তরঙ্গ ঠেলিয়া আসিছে ওই!

নট-মল্লার—ত্রিতালী

সকলে। দেখ লো দেখ লো সখি বিরহে
বিলাসে।
নীল সলিল মাখে, নীল সলিলে ঢাকে,
নীল ফেনিল মাঝে ভাসে।
রঙ্গে ভঙ্গে তরঙ্গ নর্ত্তন,
হেলা খেলা তরঙ্গ মর্দ্দন,
তরঙ্গনিকর, বাহক অনুচর,
তরঙ্গবাসী তরঙ্গে আসে।
বরুণা। আহা!—
কোথায় আরোহিগণ, রে সলিল অচেতন,
প্রাণে তোর নাহি দয়া মায়া।
রতন গহ্বরে ধর, পুন কেন রত্ন হর!
শৈবাল। উন্মাদ বা জলবাসী হের
তোলে কায়া।

দেশ—একতালা

সকলে। মগ্ন মনে চাহে শূন্য পানে।
শূন্যভরে, বুঝি মেঘোপরে,
সাধ সমীর সনে পুন বিহরে,
নীরব তানে উন্মত্ত প্রাণে।
না জানি হৃদয়-মাঝে বাজে কিবা তান,
ভোরা কার ভাবে শুনে সমীরণে গান;
সোহাগ ভরে
দামিনী সনে হাসে, ভাষে আদরে,
মধুর প্রাণে, কিবা মধুর পানে।

দেশ—ঝাঁপতাল

লহর। গরজ গরজ ঘোর গভীর সাগর,
নিবিড় জলদমালা গরজ গভীরে।
কঠোর কুলীশ স্বন, শুন শুন সমীরণ,
গরজ ভীম বল সলিল অধীরে।
নর্লাক নর্লাক খেল নীরদ-বিলাসী,
আঁধার ঘোর হের নিবার লো হাসি,
তব রূপ দামিনী, প্রাণ প্রয়াসী,
মম হৃদি আগার ঘোর তিমিরে।
তরুণা। চল দেখি সখি কেবা এই জন,
বরুণা। একেলা অকূলে ঠেকেছে দায়,
তরুণা। চল সুধাইব কি ভাবে এমন,
বরুণা। পারি যদি কিছু করি উপায়।

জজ্-মোল্লার—একতালা

লহর। অচল সাগর, অসীম ব্যোম,
আঁধার হের হৃদয়াগার।
বালু বেলা 'পরে, এই অভাগারে
হের যদি কেহ আর।
দেখ দেখ চেয়ে, অভাগা হৃদয়ে
ধুধু ধুধু ধুধু জ্বালা,
কলঙ্ক কণ্ঠমালা,
কত কালি প্রাণে তার।

কেদারা—ত্রিতালা

সকলে। কাঁদায়ে কারে, বল কার তরে,
এলে অকূল পারে।
বসি বেলা 'পরে বল নেহার কারে,
কিবা রত্ন হের তুমি রত্নাকরে,
মোহিনী নিরখ কিবা শূন্য 'পরে,
ঘোর তিমির মাঝে কিবা তার বাজে
তব হৃদি মাঝারে।

জলধর-কেদারা—আড়াঠেকা

লহর। যদি গরল প্রাণে, সুধা মাখা বদনে,
ছলনা কি রাখে ঢাকি নারী নয়নে।
যদি গরল ভরা, তবু প্রাণ ভোরা,
মন চুরি মাধুরী, মোহিনী-তোরা,
প্রাণে জ্বলি, মুখ হেরিলে ভুলি,
উঠে আশ প্রাণে, কত সাধ মনে।
বরুণা। শুন হে বিদেশী! যে হও সে হও,
বিপদে পতিত তোমারে হেরি,
তরুণা। দেখিয়াছি সবে শিখরে বসিয়া
ঘোর ঝটিকায় ডুবেছে তরী,
যদি মহাশয়, অন্য নাহি ভাব,
অতিথি স্বীকার যদি হে কর,
এস মোর সনে, অদূরে আলয়,
মতিমান্, মম বচন ধর।

হাম্বির—ত্রিতালী

লহর। মরাল-গঞ্জিনী, নিবিড়-নিতম্বিনী,
রঙ্গিণী সঙ্গিনী, সাগর পারে।
ঝন রন নূপুর, হিয়া বাজে দূর দূর,
বিকাশে বালুকা বেলা মেদিনী হারে।
ধীর চঞ্চল চরণ চলে;
গুরু ঊরু 'পরে বেণী পড়িছে ঢলে;
যেন কহিছে ছলে, বেণী দুলিয়ে বলে,
'ধরা মাঝে বল নারি বাঁধিতে কারে।'

হামির—তাল ফেরতা

বরুণা। ফুল্ল চিত, আনন্দ গীত,
আহা জ্ঞানহারা।
সখীগণ। চল সখী ত্বরা ত্বরি, প্রবল ধারা।
তরুণা। নাহি বিপদ মানে, মগন তানে
সরল প্রাণ খুলে কহিছে গানে।
সখীগণ। ঝরে প্রবল ধারা, চল গো ত্বরা,
তিমিরে সমীরে কেন হও গো সারা।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাগরকূলের অপর পার্শ্ব

নাবিকগণ

মিশ্র

নাবিকগণ। হৈ-হৈ-হৈ!
জমী দোলেনা চল্‌তে ঘুরি,
হেথা বালি ভারি,
চলা কারিকুরি।

চোরা বালি যখন কোসে ঢাস্‌বে,
জল বালি খেয়ে খকর্‌ কাশ্‌বে,
আর ভাসবে না রে, আর ভাসবে না রে,
চপ্‌ চপ্‌ চপ্‌ চল্‌ সারি সারি,
বালি ঝুঝি ঝুরি।

১ নাবিক। আহা রাজপুত্তুর লাফিয়ে পড়ল আগে,
সে মুখখানি ভাই প্রাণে জাগে।
২ নাবিক। ডুবে দূরে গিয়ে ভাস্‌ল যেন?
৩ নাবিক। সাঁতরে যাবে ডুববে কেন?
সামনে চড়া তায় না উঠে,
আর এক দিকে যাবে ছুটে।
১ নাবিক। ঐ মালিম ভেড়ো ইচ্ছে করে ডুবুলে,
ঠিক হতো আছাড় দিলে মাস্তুলে।
৩ নাবিক। মন্ত্রী মহাশয় এনেছে ধরে চুলে,—
১ নাবিক। শালা ছে'দা খুলে পালাচ্ছিল আগে,—
২ নাবিক। গাটা আমার ফুলছে রাগে,
কোন শালা না নিদেন দু কীল দাগে
৩ নাবিক। চল রে চল, ওদিকপানে মন্ত্রীর দল।

['হৈ হৈ হৈ...' ইত্যাদি গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

বরুণা, তরুণা ও সখীগণ

পিলু—জলদ একতালা

সকলে। ধু ধু ধু ধায় চাতকিনী দূরে দূরে।
অনিলে ডোবে ওঠে, ধু ধু ছোটে;
স্বর্ণবাসে ঊষা হাসে,
দেখে আঁখি পুরে।
রাঙ্গা মেঘমালা, হেরি বাড়ে জ্বালা,
ধু ধু ধায়, নিচে ফিরে না চায়,
পাখী পাখা মেলি
সোণা মেখে কত করে কেলি;
পাখী পুলকে গায়,
গায় শূন্যভরে, কত মধুস্বরে।

লহরের প্রবেশ

পিলু—যৎ

লহর। তরুণ কিরণ খেলে কুসুমদলে,
চলে প্রবাসী চলে,
তিমির যামিনী তার রহিল মনে।
বরুণা। শুন হে বিদেশী! বাসি মনে ভয়,
কোথায় যাইবে তুমি,
অকূলে ঠেকিয়ে উঠিয়াছ কূলে,
বান্ধববিহীন ভূমি।
রাজার নন্দিনী, বরুণা, তরুণা
এই পরিচয় শুন,
কহ মহাশয়, কিবা পরিচয়,
প্রকাশিয়া নিজ গুণ।

মুলতানী—ত্রিতালী

লহর। কভু কুঞ্জবনে বসি চন্দ্রাননে,
কাকলী লহরী ঢালি উথলিত প্রাণ;
মৃদু মৃদু স্বরে ভাষি, ফুলকলি সম্ভাষি,
কহিত অনিল আসি খোল লো বয়ান;
শুনিয়াছি প্রেমকথা ধারা নয়নে,
গিয়েছে সে দিন শুধু আছে স্মরণে।
তরুণ কিরণ খেলে...ইত্যাদি
তরুণা। রহ এই স্থানে, শুন হে বিদেশী,
পরিচয় তুমি না দেহ যদি,
যে অবধি তব না মিলে আলয়,
হেথায় কৃপায় থাক হে সাধি।

পিলু—আড়াঠেকা

লহর। কলঙ্ক-মালা পরি কণ্ঠোপরে,
কহিব কারে,
হৃদয়াগারে কত অনল ঝরে।
যাইব বনে, জ্বালা কব গহনে,
কহ চন্দ্রাননে, হেথা রহি কেমনে।
তরুণ কিরণ খেলে...ইত্যাদি
[লহরের প্রস্থান।
বরুণা। কহিল বিদেশী গলে কলঙ্ক-মালা,
না জানি হৃদয়ে কিবা নিদারুণ জ্বালা।
তরুণা। বান্ধবহীন তবু অটল প্রবাসে,
উচ্চ আশ বাস ললাট প্রকাশে,
সাগর তীরে একা আঁধারে হাসে;

বরুণা। জ্ঞান জ্যোতিঃ হারা বিষম নিরাশে।
কহ লো সজনি, দেখিতে কাহারে
বিদেশী কোথায় যায়।
তরুণা। কালি হতে তুমি বিদেশী লইয়ে
ঠেকিয়াছ ঘোর দায়!
বরুণা। দেখেছ দেখেছ বসনবিহীন
পড়িয়াছে নিরুপায়।

চিত্রা গৌরী—জলদ একতালা

সকলে। কলি কাঁপিল লো
অলি বুঝি এলো।
রাঙ্গা হাসি কলি হাসিল লো।
নীরবে নাগরে আদর করে,
দোলে সোহাগ ভরে,
মধু উথলে অধরে নাহি ধরে,
কুসুম সঙ্গিনী, ঊষা বিনোদিনী,
রাঙ্গা হাসি হেসে রাঙ্গা ঢালিল লো।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সলিল-আশ্রম

বরুণা

বরুণা। আসে মোর বর কি হবে হায়;
ভাবি নিরন্তর, কাঁপিছে অন্তর,
মজেছি মজেছি, পাগলে ভজেছি,
ফাঁদে পড়িয়াছি, ঠেকেছি দায়;
তারি কথা মনে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
সে বিধুবদনে, নিয়ত হেরি;
ফণিনী আসিল, কুসুমে পশিল,
হৃদয়ে কাটিল, মরমে মরি;
কি করি কি করি, পিতা মাতা অরি,
কিসে প্রাণ ধরি, কে বোঝে জ্বালা;
প্রাণ নাহি চায়, ভজিব তাহায়,
কেমনে গলায়, দিব গো মালা।

তরুণা ও সখীগণের প্রবেশ

তরুণা। শুন লো নাগরী, সাজাইয়া তরী
নাগর আসিছে ভেসে;
নাগর রসিয়ে, রাখিস কসিয়ে
মন বাঁধা হাসি হেসে।
বরুণা। তুমি নিও ভাই,
তরুণা। আমি নাহি চাই, তোমারি কানাই
প্রবাল। আসিতেছে লহরকুমার।
বরুণা। মুখে হাসি ধরে না যে আর!
যদি নাগরে লো এত সাধ,
নাগর তোমার।
তরুণা। কাজ নাই নাগরী আর,
নাগর পেলে প্রাণ কি ছার।

ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

বরুণা। রস নাগরী লো, নাগর তোরে দিব;
যদি যত্নে রাখ নাহি কথা কব।
যত্ন বিনা নাগর রবে না,
অভিমানে কথা কবে না,
নাগর চলে যাবে, ফিরে চাবে না,
মনে না ধরে তো ফিরে নিব,
নাগর ফিরে নিব।
প্রবাল। যেমন তেমন নাগর নয়,
লাক্ষাদ্বীপের রাজ-তনয়।

ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

সকলে। বয়ে প্রেমের তরি আমার নাগর
আসে।
প্রেমনীরে আমার নাগর ভাসে।
নাগর গুণমণি, নারীর হৃদি-মণি,
নাগর এলে হেসে হেসে বস্‌বে পাশে।
তরুণা। আসছে নাগর, দিলুম খবর
আমায় কিছু দাও,
বরুণা। বলেছি তো নাগর দিব
নাগর যদি চাও।
ওলো গেছি ভুলে,—
আসিনি সারি তুলে।

[বরুণার প্রস্থান।

প্রবাল। দেখি দেখি সখী কোথায় যায়,
শৈবাল। আসছে নাগর মনের মতন,
নাগরী কি ফিরে চায়।

[সখীগণের প্রস্থান।

ইমন—ত্রিতালী

তরুণা। সহিতে দহিতে বুঝি হয়েছে নারী।
চাহে পাগলে পাগল চিত কেমনে বারি।
"তরুণ অরুণ খেলে কুসুমদলে"

মন মোহিল, দহিল কহিল ছলে,
চিত চঞ্চল জ্বলে হৃদে গরল-বাতি,
প্রাণ বিকাতে চাহে তারি প্রণয়ে মাতি;
ধরি ধরিতে নারি, মন ফিরাতে হারি,
ছি ছি পাসরি কিসে ওঠে সাগর বারি।

প্রবাল ও শৈবালের প্রবেশ

প্রবাল। অপূর্ব্ব কাহিনী, নৃপতি-নন্দিনী,
বর সহ নাকি ডুবেছে তরি।
যারা ডুবেছিল, সকলি উঠিল,
শৈবাল। ডুবিল কুমার আ মরি মরি!
তরুণা। কহ লো কোথা তুমি পাইলে কথা?
প্রবাল। মন্ত্রী তাহে ছিল, সে কূলে উঠিল
সভায় কহিল আসি,
লাক্ষাদ্বীপরাণী, দুষ্টা ব্যভিচারিণী,
কহিবারে ভয় বাসি।
খলমতি রাজরাণী, রাজারে কহিল বাণী,
"শুন শুন রাজামহাশয়,
প্রেমআশে মম বাসে, আজিকে কুমার আসে,
দুরাচার তোমার তনয়।
যদি না প্রত্যয় কর, আমার বচন ধর,
যে মালা দিয়েছ উপহার,
কোন মানা নাহি মানে, বসন ধরিয়া টানে,
খুলে নিয়ে পরেছে সে হার॥"
শৈবাল। প্রেম-আশে ডেকেছিল,
আপনি সে মালা দিল,
বিপরীত কহিল সকলি।
প্রবাল। মাতৃজ্ঞানে সে কুমার,
গলে নিল ফুলহার,
সরল অন্তরে গেল চলি।
তরুণা। বল বল সখী রাজার কুমার
হেন অপবাদ ঘটিল তার!
শৈবাল। বিমাতার ছি ছি হেন আচার!
প্রবাল। রাজা পুত্রে ডাকি কয়,
রাজা পুত্রে ডাকি কয়,
"আজি হতে নহ তুমি আমার তনয়।
তোর গলে ফুলহার, তোর গলে ফুলহার,
কলঙ্কের মালা জ্বালা পাবি
দুরাচার।"
শৈবাল। ভগ্ন তরী সাজাইয়া,
পুত্রে দিল পাঠাইয়া,
তরুণা। কি হেতু সে দিল প্রাণ দান?
প্রবাল। হাস্যানন কবি রবি,
মনোবিমোহন ছবি,
কুমার প্রজার ছিল প্রাণ।
তরুণা। তাই ভয়ে বধিল না তায়,
শুনি কাঁপে কায়, ধিক্ বিমাতায়।
প্রবাল। ভগ্ন তরী জলে ভাসে,
স্নেহে মন্ত্রী সাথে আসে,
উপদেশে নাবিক প্রধান,—
তরুণা। বর আসে এই জানি,
প্রবাল। দেশে রটাইল রাণী,
তাই ওঠে হেন বাণী,
তরুণা। নাবিক কি করিল বিধান?
প্রবাল। ঝটিকায় ছিদ্রদ্বার,
খুলে দিল দুরাচার,
পলাইল ক্ষুদ্র তরী লয়ে।
তরুণা। কেমনে জানিলে হেন
রাজা দেছে ক'য়ে?
প্রবাল। মন্ত্রী ধরে তারে সভায় দিল,
তরুণা। সেও কি আসিয়ে এ কূলে উঠিল?
রাজার কুমার ডুবিল জলে।
প্রবাল। ঝড়ে প'ড়ে গেল জলে,
উঠিল না আর তাহা দেখেছে সকলে।
তরুণা। পাগল আমার, পাগল আমার,
স্থির হও প্রাণ, নাহি ভাঙ্গ হৃদাগার।
বর আসে হেথা কিসে হইল প্রচার?
প্রবাল। বিবাহ সম্মতি
লইবারে রাজদূত গিয়েছিল তথি,
ছল ঢাকিতে নৃপতি, ছল ঢাকিতে নৃপতি,
পত্র হেথা পাঠাইয়া দিল দ্রুতগতি।
তরুণা। শেষে বল কি হ'ল, নাবিক?
প্রবাল। রাজ আজ্ঞা দেখাইল কব কি অধিক।
শৈবাল। চল চল চল চল লো ধনি,
না জানি কি করে প্রাণসজনি!
[সখীগণের প্রস্থান।

পরজ-বাহার—একতালা

তরুণা। কবি রবিছবি হেরেছি বয়ানে,
আশ কেন বিকাশ প্রাণে,
মাধুরী নিবাসী বেদনা জানে না,
বুঝে না বুঝে না, নারীর ব্যথা।
সে কভু বুঝে না, সে কভু জানে না,
সাগরে সমীরে যে কহে কথা।

কেন কেন কহ কাঁপিছে হৃদি,
সাগর মাঝারে রতন নিধি,
কেমনে আনিব, কেমনে পাইব,
থাক থাক থাক মন মান রাখ,
সরমে ঢাক না মরমে গাথা।

[তরুণার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপত্যকাস্থিত উদ্যান

বরুণা

বসন্ত—একতালা

বরুণা। ধিকি ধিকি ধিকি জ্বলিছে অনল,
কেন এ জ্বালা মরমে চাপি।
প্যাখীকুল স্বরে পরাণ শিহরে,
অনিল বহিলে কেন গো কাঁপি।
কি যেন কি যেন, মনে হয় হেন,
এল এল এল, চলে গেল কেন,
হৃদয় মাঝারে কত কথা কই,
মনে মনে সখি, কত জ্বালা সই,
মান করে মানা, কেমনে যাব,
সাধিব কেমনে, কেমনে পাব,
নাহি সহে আর, হয় বা প্রচার
অনল কেমনে বসনে ঝাঁপি।

তরুণার প্রবেশ

তরুণা। দিদি শুনেছ সকলি?
বরুণা। ধিক্ সেই বিমাতারে বলি।
তরুণা। বুঝি দিদিরে বিকল
করিয়াছে আমারি পাগল!
দিদি সুধাই তোমায়, দিদি সুধাই তোমায়,
দিন দিন কেন তোরে হেরি শীর্ণকায়।
যদি ঠেকে থাক দায়, বল না আমায়,
কয় দিন দেখি তোমা শূন্যমনা প্রায়।
আমি ভগিনী তোমার, আমি ভগিনী
তোমার,
কি জ্বালা তোমার, মোরে দেহ দুঃখভার,
রেখ না গোপনে জ্বালা, স'য়ো নাকো আর।
বরুণা। কিবা সুধাও আমায়, কিবা সুধাও
আমায়।
তরুণা। বুঝিয়াছি হায়!—
পাগলিনী প্রাণ, পাগলপানে ধায়।
কহি সাবধান তরে, কহি সাবধান তরে,
স্বেচ্ছায় গরল আনি রেখো না অন্তরে।
দিদি জেনো এই স্থির, দিদি জেনো এই
স্থির,
পাগলে দেখেছি আমি লক্ষণ কবির;
কবি কারো সেতো নয়, কবি কারো সেতো
নয়,
বজ্র ধরে, খেলা করে, করি তারে ভয়।
ধরি নারীর হৃদয়, ধরি নারীর হৃদয়,
দেখিয়াছি নারী-ধরা ফাঁদ সুধাময়;
জেনো কাহারো সে নয়,
জেনো কাহারো সে নয়,
ফুল সনে ঘনবনে যাহার প্রণয়;
আমিও নারী দিদি খুলিছি হৃদয়।
বরুণা। জানি লো সকলি, ভুলিতে নারি
সে যদি না চায়, আমি তো তারি;
জ্বলি জ্বলি জ্বলি, ভুলিতে না চাই,
জ্বলি যত, তত হৃদয়ে লুকাই:
যাই যাই যাই, পুন ফিরে চাই,
তারি ধ্যান বিনা প্রাণে কিছু নাই;
ধাই ধাই, মনে প্রবোধ মানে না,
সরম আসিয়ে করে গো মানা।
তরুণা। দেখ দিদি হ'ল গোধূলি বেলা,
উপবনে চল করিগে খেলা।
বরুণা। যাও তুমি আমি যেতেছি পরে।
তরুণা। একেলা বসিয়ে কাঁদিবে ঘরে?
বরুণা। না লো না, ডেকেছেন মা।
তরুণা। যেও কথা শুনে মাথার কিরে;
না যাও এখনি আসিব ফিরে।—
আগুন নেভে না নয়ননীরে।

[তরুণার প্রস্থান।

বরুণা। যাইব দেখিব, সাধ পুরাইব,
যা আছে কপালে ঘটিবে ছাই,
করি কত মানা, প্রাণ তো মানে না,
কলঙ্ক হইবে, বহিব তাই।

[বরুণার প্রস্থান।

তরুণার প্রবেশ

তরুণা। এখন কাঁদিছে বসিয়ে একা?—
কোথা গেল দিদি না পাই দেখা!
পাগলের কাছে একা কি গেল?
জেনেছে আলয় স্মরণে এল।

ছায়ানট—মধ্যমান

আমি যে জ্বালা সহি কাহারে কহি,
মনোমোহন নয়ন পরাণে জাগে।
যেন সাধ ধরে, কলঙ্কের ডরে,
প্রাণ মন মোহিল, ধীরে ধীরে কহিল,
রঞ্জিত বদনরাগে।
কিবা সঙ্গীত সরস ভাষে,
প্রমদা প্রাণ মাতে, বিকাশে আশে,
কিবা রমণী হৃদয় ফাঁদ গঠিত সোহাগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন

লহর

বেহাগ—আড়াঠেকা

লহর। কলঙ্ক ধর, কহ শশধর,
কভু কাঁদে কি হে পরাণ তোমারি?
হেরি সুন্দরী সহচরী তারকাহারে,
বিহর বিতর সুধা রজতধারে,
হেরি কালিমা চন্দ্রমা হৃদিমাঝারে,
কহ শশী মনাগুন কেমনে বারি!
তব সাগর অম্বর চলেছ ভেসে
দেশে দেশে,
ঢেকেছ কালিমা রেখা সুধার হাসে:
রেখা সুন্দর, সুন্দর সকলি নেহারি,
কলঙ্ক ধরি বুঝি ভুলিতে পারি,
সুধাকর পেলে তব সুধার ধারি।

বরুণার প্রবেশ

বেহাগ—ত্রিতালী

বরুণা। সুধা নির্ঝর ঝর ঝর মধুর স্বরে,
গগন গহন শূনে সোহাগভরে,
সুধা কাননে ঝরে।
ললিত গীত চিত বিমোহিত বিচলিত,
সুধা উথলে স্বরে, গগনোপরে,
শুনে চাঁদে চকোরে।

বেহাগ—ত্রিতালী

লহর। মধু কে দিল স্বরে, সাধ করে,
স্বর-মাধুরী কে দিয়েছে রমণী তোরে?
শিখালে মোরে, বাঁধা জনম তরে;
ভালবাসি, অভিলাষী
ডরি কালিমা রেখা মম হৃদয়োপরে।

বেহাগ—ত্রিতালী

বরুণা। বল না বল না কি মন বেদনা,
মনোব্যথা ভাল ললনা সহে।

কানেড়া—আড়াঠেকা

লহর। ধু ধু ধু হৃদয় দহে
সাধে অপবাদ,
অনল উথলে, অনল ক্ষরে,
কলঙ্ক রেখা শশী একেলা পরে,
কলঙ্ক রেখা নাহি তারকা ধরে,
হৃদে অনল ক্ষরে, নাহি সুধা ঝরে।

[লহরের প্রস্থান।

নাবিক-বালকবেশে তরুণা ও
সখীগণের প্রবেশ

লগ্নী—দাদ্রা

সকলে। ধীরে ধীরে মোরা তীরে খেলি,
তরি দোলে।
ঢেউয়ে টানে যত ফিরি তত,
না জেনে অকূলে যাইনে চলে।
লহরে লহরে মন ভুলে
তবু ফিরি কূলে
কেঁদে কেঁদে ফিরি, প্রাণ টলে,
তরি দোলে,—
কূলে চলতে নারি তাই পড়ি ঢলে।
তরুণা। কহ লো নাগরি কহ লো কথা,
ফিরে চাও ধনি খাও লো মাথা;
মান ক'রে কেন বদন ঢাকো,
দিয়ে মুখসুধা পরাণ রাখো।
বরুণা। তরুণ নাবিক তোমারে হেরি,
ব্যথা কি বুঝিবে তাইতো ডরি:
ধীরে ধীরে তুমি ভাস হে কূলে,
মন প্রাণ মম ভাসে অকূলে।
তরুণা। মৃদু মধু যবে মারুত পাব,
কূলে কি রহিব অকূলে যাব।

বরুণা। সুবাতাসে তবে ভাসাবে তরি?
যেও না অকূলে নিষেধ করি।
তরুণা। একা কেন বনে কহ নাগরি।
বরুণা। খুঁজিয়ে নাগরে নে যাব ধরি।
তরুণা। রাখ পরিহাস কহি লো তোরে,
না জেনে মজিলে পড়িবে ঘোরে।

কুকুভা—মধ্যমান

বরুণা। বুঝায়ে বারিতে নারি,
মাতুয়ারা প্রাণ তারি,
কহে আশা ছল ভাষা,
মন মাতে নাহি পারি।
আমার আমার বলে বার বার,
আঁখি বারিধারা হৃদয়ে বহে,
মরম দহে, কতই সহে,
তবু পোড়া প্রাণ 'আমার' কহে,
ছি ছি ধিক্ জনম নারী।
কহ লো তরুণা কেন এ সাজে।
তরুণা। ভুলাইতে তব হৃদয়রাজে।
ছলে যদি পারি লব পরিচয়,
গুণমণি তব কেবা মহাশয়।
ছলে লো সজনি, ভাসায়ে তরি,
মনচোরা তোর আনিব ধরি।
বলেছিলে দিবে নাগর মোরে,
পারি যদি ধরি দিব লো তোরে।
সাজ লো সজনি সাজ এ সাজে,
কবে কথা, বাধা দেবে না লাজে।
ভুলাইতে তোর রসিকরাজে,
চল লো নাগরি নাগর সাজে।

কামোদ—জলদ-একতালা

সকলে। নাগর মিলে নাগর ধরিতে যাই,
দেখি পাই কি না পাই লো।
চল ভাসিয়ে তরি ধীরে বাই লো।
নবনাগর হেরে, নাগর চাবে ফিরে,
নইলে দিব কিরে;
সেধে কইব কথা, লাজ মানা তো নাই লো;
ধীরে বাই লো,
পাই কি না পাই দেখি তাই লো।

[সকলের প্রস্থান।

অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

মালদ্বীপরাজ ও লাক্ষাদ্বীপরাজ

লা-রাজ। শুন হে রাজন্, কহি বিবরণ,
আপন নন্দন ফেলেছি জলে;
কুলটা ব্যভার, হয়েছে প্রচার,
কি কহিব আর যে জ্বালা জ্বলে।
কুমার আমার, অতি সদাচার,
রীতি কুলটার বুঝিনু ক্রমে;
শেল বাজে বুকে শুনি লোকমুখে,
বনে মনোদুখে তনয় ভ্রমে।
মা-রাজ। ধর হে বচন, না কর রোদন,
বিধাতা লিখন, দুষিবে কারে;
শুন মহামতি, নিয়তির গতি,
কাহার শকতি, বল হে বারে।
মৃত কি জীবিত না জানি নিশ্চিত,
যে হয় বিহিত করিব ত্বরা।
লা-রাজ। যা হয় বিধান, কর মতিমান্,
আকুল পরাণ, আঁধার ধরা!

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। জীবিত জীবিত প্রভু তোমার তনয়,
দেখ হয় নয়।
আমি দেখিয়াছি বনে,
আমি দেখিয়াছি বনে,
মালা নিয়ে খেলে তব দুহিতার সনে।
লা-রাজ। ওহে কি বল কি বল,
ওহে কি বল কি বল!
মা-রাজ। মম দুহিতার সনে, খেলিতেছে বনে!
লা-রাজ। ত্বরা দেখি গিয়ে চল,
ত্বরা দেখি গিয়ে চল,
মন্ত্রী। দোঁহে বনে করে গান,
দোঁহে বনে করে গান,
পবিত্র-প্রণয়-নীরে বিকসিত প্রাণ।
মা-রাজ। ভাল খেলা আজি মদন খেলিল,
কন্যাপণে মম কুমার মিলিল,
বিলম্ব কি হেতু করিছ বল,
চল সখা তবে ত্বরিত চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাগরকূল

লহর আসীন

তরণী আরোহণে নাবিক-বালকবেশে

বরুণা, তরুণা ও সখীগণের প্রবেশ

ভৈরবী—যৎ

সকলে। খেলি কূলে খেলি,
কালি অকূলে ভেসে যাব।
যাব যাব কূলে ফিরে চাব,
বনফুলে মালা গেঁথে নিব,
যে চাবে মালা তারি গলে দিব।
মোরা ঢেউয়ে নাচি, মোরা ঢেউয়ে ভাসি,
কূলে ফুল হাসে, তাই তীরে আসি,
বনফুল বিনা কিবা রতন পাব।
তরুণা। কহ মহাশয় কে তুমি পুলিনে,
বিজনে কেন হে বসিয়ে একা;
বসিয়া কি আশে, কোথা তব ঘর
কি হেতু উত্তর না দেহ সখা?

ভৈরবী—যৎ

লহর। গাঁথ নবীন কলি, মালা পরহে গলে,
মালা নবীন হলে দিও ভাসায়ে জলে।

ভৈরবী—যৎ

সকলে। হের নবীন মালা, যদি সাধ কর
মালা ধর, মালা গলে পর,
আজি খেলি মিলে,
কালি যাব চলে।

ভৈরবী—যৎ

লহর। ছিল নবীন মালা, হের মলিন গলে,
তাপে শুকালো কলি, জ্বলে হৃদয় জ্বলে।

ভৈরবী—যৎ

সকলে। কি মনোবেদনা বল বল বল,
যদি হে বিদেশী, সাথে চল চল।
শুন গুণমণি, বাহিব তরণী
তোমারে লয়ে;
কেন বনে বস, এস এস এস,
পুলিনে কেন হে যাতনা সয়ে।

।—যৎ

লহর। নব রাগে যবে ফুটিল কলি,
"মনসাধে" কত করেছি কেলি।
নাহি সেই দিন, গিয়েছে চলি;
আর না খেলি,
হৃদয়-কুসুম আর না বিকাশে নবীনদলে।

মাল-রাজ, লাক্ষা-রাজ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

মা-রাজ। ভাল ভাল ভাল নাবিক বালক
জনকে ভুলায়ে চলেছ ছলে,
কালি ভেসে যাবে অকূল জলে?

ভৈরবী—দাদ্‌রা

সকলে। ওলো কেমনে বদন তুলি, মরি লাজে,
ছি ছি গঞ্জনা লাঞ্ছনা প্রাণে বাজে!
প্রবাসী সনে ভ্রমি বনে বনে
ছি ছি একি সাজে।
লা-রাজ। লহরকুমার! কুমার আমার,
ক্ষম অপরাধ চল রে চল.
শুন বাপধন, খুলেছে নয়ন.
বুঝেছি জেনেছি নারীর ছল।

ভৈরবী—যৎ

লহর। নমি চরণতলে,
নবীন মালা মাতা প্রসাদ দিল,
মলিন মালা আজি হের গো গলে!
আজি নিভিল জ্বালা
মলিন মালা আজি ভাসাব জলে।
মা-রাজ। নিধি পেয়েছি খুঁজে
ফিরি নাহি দিব,
কুমারীপণে আমি কুমারে নিব।
আজি হতে বরুণা আমার
দুহিতা তোমার,
কুমার আমার আজি লহরকুমার।

ভৈরবী—দাদ্‌রা

সকলে। মধু ঝরিল রে, মন পুরিল রে,
মধুযামিনী মধুর হাসে,
মধুর লহর চলে, প্রাণ ভাসে,
মধু কুসুমবাসে
মধু কাননে লতা সনে

অনিল ভাষে
মধু-সাগরে রে, মধু উজান চলে।

ভৈরবী—যৎ

লহর। নিশির শিশির হের কুসুমদলে,
লহরে লহরে ভেসে লহর চলে,
তিমির যামিনী আজি জাগিছে মনে;
ওলো চন্দ্রাননে,
বালা ঘুচিল জ্বালা, ফেলি মলিন মালা,
কাঁদিয়া পেয়েছি আমি সখা বিজনে!
তারে ভালবাসি,
তারি তরে আমি সলিলে ভাসি,
সখা সকলি জানে, সখা বিরাজে প্রাণে,—
বিরাজে সকাশ প্রেম কমলদলে!
পিতা বিদায় মাগি, নমি চরণ তলে,
কলঙ্ক মালা মম আছিল গলে,
যাই মলিন মালা আজি ভাসায়ে জলে,
সখা হৃদিকমলে!

[নৌকারোহণে প্রস্থান।

সকলে। কি হ'ল কি হ'ল তীর বেগে গেল
দেখিনে আর!
লা-রাজ। হায় হায় কোথা গেল কুমার আমার!
মা-রাজ। শীঘ্র লয়ে তরি, চল গিয়ে ধরি।

[নৃপতিদ্বয় ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

পাহাড়ী-ভৈরবী

সকলে। দেখি রে দেখি রে মলিন মালা;
বরুণা। দেখি মালা কত জ্বালা!
সকলে। মলিন হয়েছে ব'লে,
তাই কি হে কাঁদাইলে,
ফুলমালা কুলবালা!

যবনিকা পতন

হীরক জুবিলী

[ভিক্টোরিয়া মহোৎসব]

(৭ই আষাঢ়, ১৩০৪ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

রাজা। বণিক্। নট। পুরোহিত। কৃষক। বঙ্গবাসী। মাতাল। মুটে। দ্বীপান্তর-প্রত্যাবৃত্ত পুরুষ। নাগরিকগণ। চারণগণ। বন্দিগণ। উড়িয়াগণ। সাড়ীওয়ালা। বইওয়ালা। বরফওয়ালা। ছুরিকাঁচি-ওয়ালা। ঔষধ-বিক্রীওয়ালা। তেলওয়ালা। সাবানওয়ালা। পাহারাওয়ালা। খবরের কাগজওয়ালা ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

গ্রাম্য স্ত্রী। নাপিতনী। ফুলওয়ালী। চুট্‌কীওয়ালী। মিসিওয়ালী। খিলিওয়ালী। বন্দিনীগণ। নাগরিকাগণ। দ্বীপান্তরপ্রত্যাবৃত্তা স্ত্রী ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য

বিজয়-তোরণ

নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ

মঙ্গল-গীতি

রাণীকুল-রাজরাণী তুমি মা জননী।
করুণা-বিভায় দীপ্ত মুকুটের মণি॥
পুতলি খেলার ছলে,
শিখেছ মা বাল্যকালে,
প্রেমময়ী পালিতে গো নন্দন-নন্দিনী॥
স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস,
করিতেছে সুপ্রকাশ,
তোমার মার্জ্জনা-গুণ ও মা বরাননী।
ওয়েলিংটন্ লৌহ-হৃদি,
বিগলিত তদবধি,
দণ্ড-আজ্ঞা নিতে যবে আইল সেনানী।
যোদ্ধা বধ-আজ্ঞা চায়,
উথলিত করুণায়,
লিখিল মার্জ্জনা-আজ্ঞা সুবর্ণ-লেখনী॥
পেয়ে মা গো অধিকার,
ব'লেছিলে বার বার
ধরিব ধরার ভার কেমনে রমণী।
দুস্তর সংসার ঘোরে,
প্রজাগণ সকাতরে,
তুলিবে গগনভেদী হাহাকার-ধ্বনি।
বালিকা মুকুট ধরি,
প্রজার মঙ্গল স্মরি,
ঝরিল করুণা-বারি কমলনয়নী॥
মঙ্গল কামনা করি,
মঙ্গলা ভুবনেশ্বরী,
শান্তি-নিকেতন তব সাগর ধরণী।
কভু পিতা করে রোষ,
মাতৃ-পদে নাহি দোষ,
অকৃতি সন্তানে মাতা চির-হাস্যাননী॥
অকৃতি এ বঙ্গবাসী,
তাই চির অভিলাষী,
কাল-স্রোতে রহে মাতৃজীবন-তরণী।
মাতৃ-রাজ্যে সূর্য্য প্রায়,
নাহি যেন অস্ত যায়,
ভিক্টোরিয়া যশঃ-প্রভা জিনি দিনমণি॥

[নাগরিকাগণের প্রস্থান।

জনৈক মাতালের প্রবেশ

মাতাল। হ্যাঁ বাবা, তোমাদের দলেরই জিত হ'লো বুঝি?

১ নাগরিক। জিত কি?

মাতাল। তোমরা তো কবির দলের দোয়ার?

১ নাগরিক। এ কি বলে!

(মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষাট বৎসর রাজ্যকাল পূর্ণ হওয়ায় 'ডায়মণ্ড জুবিলী' উৎসব উপলক্ষে 'নটের রাজভক্তি উপহার' স্বরূপ এই গীতিনাট্যখানি রচিত হয়।)

মাতাল। কেন বাবা আর আমায় ভাঁড়াচ্ছ? আমার খুড়োরও পাঁচালীর দল ছিল।

২ নাগরিক। এ একটা মাতাল।

মাতাল। হ্যাঁ বাবা, একটু খেয়ে থাকি; তা বাবা তোমরা না খেয়ে কিসের ফুর্তি ক'চ্ছো? কবির দলেরও দোয়ার নও, অথচ রাস্তায় চিতেন ধ'রেছ, ব্যাপারটা কি বল দেখি? আমি তো বলি মেয়ে-কবি।

৩ নাগরিক। সে কি, তুমি কিছু জান না! মহারাণী ষাট বৎসর রাজ্যেশ্বরী হ'য়েছেন, তাঁরই উৎসব।

মাতাল। হ্যাঁ বাবা, মনে পড়েছে, একটা নূতন পরব উঠেছে, আজ আপিসে ছুটী দিয়েছে বাবা; এ হীরামণি পরব না কি বাবা? বড় খোঙারি হ'য়েছে, মেজাজটা ঠিক ক'রতে পাচ্ছি না।

৩ নাগরিক। ঐ যে তোমায় ব'ল্লুম, মহারাণীর ষাট বৎসর রাজ্য হ'লো।

মাতাল। আচ্ছা, এ পরব তো বছর বছর চ'ল্‌বে?

১ নাগরিক। আর তুমিও যেমন, মাতালের সংগে কি ব'ক্‌ছো?

৩ নাগরিক। কেন হে, আজ মহোৎসব, সকলেই আমোদ করুক।

২ নাগরিক। কিসের মহোৎসব, তা তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে; ব'ল্‌লে চাঁদা দিতে—চাঁদা দিলুম, গাইতে ব'ল্‌লে—গাচ্ছি।

৩ নাগরিক। কি হে, তুমি এমন কথা মুখে আন! ভারত-সন্তান ব'লে পরিচয় দাও, আর মাতৃরাজ্যে বাস ক'র্‌ছো, অতুল সুখ-সম্ভোগ ক'র্‌ছো, তাঁর রাজ্য ষাট বৎসর পূর্ণ হ'লো, এতে ব'ল্‌ছো—কিসের উৎসব!

মাতাল। না, এদের পাঁচালীর দল, এ ছড়া কাটাচ্ছে, বেশ ভাই!

৩ নাগরিক। চুপ ক'রে রইলে যে, উত্তর কর্‌ছো না?

২ নাগরিক। ভাই, নগদা-নগদি কিছু পাই তো বুঝি, কিছু খেলায়ৎ পেলুম, বক্‌সিস পেলুম, না হয় একটা ট্যাক্স উঠে গেল, তা নইলে উত্তর কি দেব বল?

৩ নাগরিক। ভাই, রাগ করো না, স্বার্থপর হ'য়েই আপনার সর্ব্বনাশ আমরা কচ্ছি, নচেৎ আমরা কি সুখেই না থাক্‌তে পারতুম; এই ভারতবর্ষে যারা বলিষ্ঠ, তারাই আমাদের বাঙ্গালী ব'লে ঘৃণা ক'রেছে, এখনও ঘৃণা করে; কিন্তু দুর্ব্বল ব'লে আমরা মাতৃরাজ্যে কি আদর না পেয়েছি! যখন কোম্পানীর রাজ্য, তখনও মাতৃরাজ্য, তাঁরা মহারাণীর দাস ছিলেন; কিন্তু তাঁরা মহা যত্নে রাণীর দীন প্রজাদের পালন ক'রেছেন। মনে ক'রে দেখ, বাঙ্গালী ডাক্তার হবে বলে যখন মড়া চির্‌তে রাজি হলো, তার সম্মানের জন্য কেল্লা থেকে তোপ হ'য়েছিল। মহাত্মা রাণীর কর্ম্মচারিসকল কত যত্নে শিক্ষা দিয়েছেন, তা স্মরণ ক'রে দেখ; যখন অবোধ সিপাই ভ্রমবশতঃ বিবি-বালক হত্যা ক'রেছিল, তখন ইংরাজেরা উন্মত্ত হ'য়ে প্রতিশোধ দিয়েছিল, তথাপি বাঙ্গালীর প্রতি অসীম দয়া প্রকাশ ক'রেছিল। কানপুরের নারী-বালক-হত্যা দেখে যখন ক্রোধান্ধ, তখনও যে বাড়ীতে "Calcutta Babus" লেখা ছিল, সে বাড়ীতে ইংরাজ-সৈন্য প্রবেশ করেনি,··· অনেক বিদ্রোহী সেই সব বাড়ীতে লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা ক'রেছে। মহারাণীর দয়া দেখ,—তিনি ভারতের ভার বিদ্রোহের পর প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ ক'র্‌লেন; তাঁর অভিপ্রায় যে, স্বয়ং প্রজার ভার গ্রহণ করেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, অবশ্যই তাঁর কালো ছেলের প্রতি অত্যাচার হ'য়েছে, এই জন্যই তিনি স্বয়ং ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন; ঘোষণা দেন যে, সাদা কালো প্রভেদ থাক্‌বে না।

২ নাগরিক। আচ্ছা ভাই, কি ক'র্‌তে হবে, বল।

মাতাল। ওহে, ছড়া-কাটিয়ে, ওহে ছড়া-কাটিয়ে, ঠাক্‌রুণ-বিষয় তো হ'লো, এখন একটা বিরহের ছড়া কাটাও। দেখ বাবা, বড় খোঙারি হ'য়েছে, ব'ল্‌তে পার, যদি নেশাটা ভাঙটা করি, রাস্তায় গড়াগড়ি দিই, তা হ'লে পাহারাওয়ালা ধ'র্‌বে না তো শুনেছি, তা সত্যি কি?

৩ নাগরিক। না, তুমি আজ প্রাণ ভ'রে আমোদ কর।

মাতাল। বাহবা বাহবা কি মজা, বছর বছর এই পরব হবে তো বাবা?

৩ নাগরিক। বছর বছর কেন?

মাতাল। কেন বাবা, এ বচ্ছর ষাট বচ্ছর রাজ্য হ'লো, আর বছর ষেটের কোলে একষট্টি বচ্ছর হবে, এক বছর বাড়লো, ডেড় দিন পরব হওয়া উচিত, ফিরে বছর দু'দিন, এম্নি বছর বছর পরব বেড়ে যা'ক্।

২ নাগরিক। শোন হে, তোমার ইয়ার কি ব'ল্‌ছে।

মাতাল। কেন বাবা, কি বেঠিক ব'ল্‌ছি বল? রাণী বেঁচে থাকুন, আর রাজ্য ক'র্‌তে থাকুন, আর রোজ রোজ পরব হোক; আর আমি জয় ভিক্টোরিয়ার জয় ব'লে ঢক্ ঢক্ ক'রে তাঁর হেল্‌থো খাই।

৩ নাগরিক। এস, আমরাও বলি সকলে— জয় ভিক্টোরিয়ার জয়!

সকলে। জয় ভিক্টোরিয়ার জয়!

৩ নাগরিক। হ্যাঁ হে, তুমি না বল যে সাদা কালো প্রভেদ আছে? কিন্তু এই উপযুক্ত সময়, আজ এস, আমরা জগৎকে দেখাই, যদিচ আমরা বিজিত, কিন্তু রাজভক্তিতে আমরা তাঁর শ্বেত সন্তান অপেক্ষা ন্যূন নই। সমস্ত সভ্য জাতির সম্মুখে প্রকাশ করি যে, আমরা ভারত-সন্তান; আমরা দিল্লীশ্বরকে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ব'লে ডাক্‌তেম। যে মানীকে মান দেয়, সে আপনার পরিচয় দেয় যে, সে নিজে মহামানী। মহামানী রাজরাণী, যাঁকে সমস্ত সভ্য স্বাধীন রাজগণ সম্মান করেন, তাঁকে সম্মান ক'রবার আজ সুযোগ পেয়েছ, এমন সুযোগ আর কখনও হয়নি, এ সুযোগ আর পাবে কি না, তা জানিনে। এস সকলে মিলে মহোৎসব করি, ভারতের উপযুক্ত মহারাণীর মহাপূজা করি।—

চিরদিন গর্ব্ব তব ভারত-সন্তান।
রাজভক্ত নাহি কেহ তোমার সমান॥
উদয় হে শুভদিন,
রাজা প্রজা ধনী দীন,
একপ্রাণ একতান কর জয় গান।
দেবীপূজা কর, রাখ ভারতের মান॥

মাতাল। বাবা, একটা টপ্পা ধর।

৩ নাগরিক।
প্রাচীন বচন শুনি আছে পূর্ব্বাপর।
বলিবারে দিল্লীশ্বরে জগত-ঈশ্বর॥
জননী রমণী-মণি,
অতুলনা যাঁরে গণি,
প্রীতি-উপহারে পূজে শ্রেষ্ঠ নরবর।
ভারতে সে মহাপূজা হোক শ্রেষ্ঠতর॥

মাতাল। বাবা, ছড়া ছাড়, একটা গান ধর।

৩ নাগরিক।
সূর্য্য অস্ত নাহি যায় অধিকারে যাঁর।
প্রবল শাসন মানে ভীম পারাবার॥
নানা দেশে নানা ভাষে,
যাঁর গুণগান ভাষে,
যাঁহার গৌরব সম চন্দ্র পূর্ণিমার।
তাঁরই গানে হোক ধন্য ভাষা বাঙ্গালার॥

মাতাল। দোহাই বাবা, বিরহ গাও।

৩ নাগরিক।
করুণা প্রতিমা বামা শান্তির আধার।
রাণীগুণ নারীগুণ একত্রে বিহার॥
মঙ্গলা মঙ্গলময়ী,
প্রেমময়ী বিশ্বজয়ী,
অরি-মুখে ন্যায়-গুণ যাঁহার প্রচার।
সসাগরা ধরা ডরে শান্তির আগার॥

মাতাল। ক্ষমা দাও চাঁদ, ক্ষমা দাও, সুর ফেরাও।

৩ নাগরিক।
শ্বেতাঙ্গ সমান হ'তে সাধ যার মনে।
এস হই সমতুল ভক্তি প্রদর্শনে॥
সাদা কালো ভেদ আর,
নাহি হেরে ত্রিসংসার,
ভ্রাতৃভাবে এস সবে উৎসব-মিলনে।
ভিক্টোরিয়া-জয়-ধ্বনি উঠুক গগনে॥

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

মাতাল। ছিঃ ইয়ার, পালিয়ে গেলে? বিরহ গাইলে না বটে, কিন্তু খুব আমোদ ক'রে চ'লেছে। আজ কি পরব ব'লে গেল,—ভ্যালা মোর বাপ রে, মনে প'ড়েছে, আজ ছুটী, নূতন পরবটার নাম মনে আস্‌ছে না, কি হীরে—হীরে—হীরেই বটে বাবা; পরব তো নয়, যেন হীরেবুলবুলী পাখী। আর বল না দুর্গোৎসবের উপর না? দেখ না, পাহারাওয়ালা ধ'র্‌বে না, দেদার খাও। ঐ যে আমোদ ক'র্‌তে ক'র্‌তে একদল মাতাল আস্‌ছে, আসুক বাবা, দলে মিশে যাব।

গান করিতে করিতে কতকগুলি উড়ের প্রবেশ

উড়েগণ। গীত

সেমতি আউ কি হেবে, সেমতি আউ কি হেবে।
এমতি হেবে কেবে, এমতি হেবে কেবে।
এ ধেইতা, এ ধেইতা, এ থু।
মজা কিড়ি কিড়ি ভাত খাউচি,
গ্যাস জ্বাড়ি কিড়ি টকা পাউচি,
১ উড়ে। মু সর্দ্দার বেহাড়া—
২ উড়ে। মু চপরাসী—
৩ উড়ে। মু বাট খুঁদিছি—
৪ উড়ে। মু জড় আনুছি—
সকলে। করুচি মেমো কঁধা,
পিনুচি নুগা সদা,
এ ধেইতা, এ ধেইতা, এ থু॥
চলুছি বলুছি হ্যাই হ্যাই হ্যাই, ইয়া—
উড়াকা বলবে কেই,
ডাকিব পয়াড়াওলা নলীস ঠুসি দেইবে।
এ ধেইতা, এ ধেইতা. এ থু॥

১ উড়ে। হঃ সন্দাড়, রাণীটা মোচ রাখুচি?

সর্দ্দার উড়ে। মোচ রাখুচি. একি বঙ্গাড়ী? মুখ সফা রাখুচি।

১ উড়ে। ঝুটী রাখুচি?

সর্দ্দার উড়ে। ঝুটী রাখুবিনি, থরকাটি কিড়ি ঝুটী রাখুচি।

১ উড়ে। ভাত খাউচি?

সর্দ্দার। হ; পকাড়।

১ উড়ে। নুড় দিউচি?

সর্দ্দার উড়ে। নুড় দিবিনি, ততুড় দিউচি, নুড় দিউচি, সিঙ্গিম্যাচড় ঝোড় দিউচি।

১ উড়ে। দুধ খাউচি?

সর্দ্দার উড়ে। দুধ খাউবিনি, ডেড় ছটাক।

১ উড়ে। তেড় মাখুচি?

সর্দ্দার উড়ে। তেড় মাখিবিনি. হিলিদ্রা পিসি কিড়ি।

১ উড়ে। পনিকি চাপিছি?

সর্দ্দার উড়ে। কঁধা কে করিবে? পনিকি চাপিবাকু এ্যাঠি আসিবে।

১ উড়ে। হঃ. রাণীটা বড়া ভল্লা রাণীটা, মু কঁধা করিব।

সকলে। কঁধা করিব কঁধা করিব, জয় রাণী ভিটোকিড়িয়াকু জয়!

মাতাল। একি বাবা. উড়ে ব্যাটারা মদ ধ'রেছে নাকি, হুঁ মদ ধ'রেছেই বটে; এইবার ব্যাটারা মানুষের মত হবে, আর তো বাবা ইয়ার কারুকে দ্যাখ্‌ছি না. এই ব্যাটাদের সঙ্গেই ইয়ারকি দিই। উড়ে চাঁদ. উড়ে চাঁদ, মদ ধ'রেছ বাবা? বেশ ক'রেছ. বেশ ক'রেছ।

সর্দ্দার উড়ে। ক'ড় কৌছুন্তি বাবু? মু কঁধা করিবিনি, আজ পরব. জুজুবাড়ী।

মাতাল। হ্যাঁ তো বাবা. আজ পরবই তো বাবা. তা এস না, এক গেলাস মদ খাই গে।

সকলে। আরে থু থু থু!

মাতাল। আহা, এস না হে এস না. এক গেলাস খাবে এস না।

সর্দ্দার উড়ে। বাবু. মুখ সামার কিড়ি কিড়ি বাত বলিবিনু. বাবু অছিতো ঘরকু অছি. মু উড়া অছি তো উড়া অছি, রাণীর হুকুম. তু যেমতি মু তেমতি।

মাতাল। হ্যাঁ বাবা. ঢং রাখ না বাবা. আমি কি আর বুঝতে পাচ্ছিনে. ভোর রাত্তিরে মদ টেনেছ।

সর্দ্দার উড়ে। দেখিব তু আমকো জানিতে নেই হ্যায়. দোই কোম্পনী বাহাদুড়, মাতাড় আউছি. মাতাড় আউছি।

মাতাল। ধর শালাদের—ধর শালাদের।

সর্দ্দার উড়ে। বাপ্পল. বাপ্পল, পড়াওলা, পড়াওলা— [উড়েগণের প্রস্থান।

জনৈক মুটে ও চুট্‌কীওয়ালীর গান করিতে করিতে প্রবেশ

গীত

মুটে। অইছে নয়া পরব বিবিজান।
চুট্‌কীওয়ালী। তাইতে তো মুঞে তুলে.
দিইছি তোরে ছাঁচি পান॥
উভয়ে। চল্ চল্ গাঙ্গের ধারে যাই,
চ্যানির থাবা জলে ফ্যালে আঁজলা দুই
আয় খাই;
মুটে। কি বল, জিল্‌পি লেবা?
চুট্‌কীওয়ালী। তুমি খাবা আমায় দেবা,
উভয়ে। শানের ঘাটে ঠ্যাস মেরে চল,
দিতি থাকি হুকায় টান।

মাতাল। উঃ মুটে ব্যাটা ভারি ইয়ারকি ক'রছে, আমি কাছে ঘেঁষলেই কি জানি বাবা উড়ে ব্যাটাদের মতন স'রে পড়বে, তফাৎ থেকে একটু ইয়ারকি দেখি, চক্ষু জুড়ুক।

চুট্‌কীওয়ালী। হ্যাদে, রাণীটারে, দ্যাখছিস্‌?

মুটে। হুঃ দ্যাখছিনি, মুই লাটসাহেবের গরে মোট বইতেছি!

চুট্‌কীওয়ালী। তবে যে শুনুছি, সে বেলাতে থাহে?

মুটে। বেলাত আর কোনে, লাট সাহেবের গর দেহেছিস্‌?

চুট্‌কীওয়ালী। চেতলায় কাঁটা কর্‌তি যাইয়ে একবার দেহেলেম্‌।

মুটে। ঐ গম্বুজটা দেহেছি উরির তলে বেলাত।

চুট্‌কীওয়ালী। হ্যাদে, রাণীটা কি কর্‌তি থাহে?

মুটে। কি করে শুন্‌বি? হাঁ করি বসি থাহে, আর মাথার উপর তেলের জ্বালা ঢাল্‌তিছে, আর দু'জন পর্‌মিটের মুটে চ্যানির গাদা মুখ্রে ঠাস্‌তিছে।

চুট্‌কীওয়ালী। আর খাতিছে?

মুটে। গ'ক গ'ক গিল্‌তিছে।

চুট্‌কীওয়ালী। জিল্‌পি খাতিছে?

মুটে। জিল্‌পি খাবে, তোর মতন ছোট লোক পেয়েছিস্‌? নাকের মধ্যে গুঁজ্‌তিছে, আর সাম্‌নে ভাসা ত্যালে লুচি ভাস্‌তিছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখ্‌তিছে, আর দু' সম্বুন্ধি বামুন ছাক্‌তিছে, বলতিছে—নগদা মুটেদের দাও; আর নগদা মুটেরা মোট মোট লুচি গরে আন্‌তিছে।

চুট্‌কীওয়ালী। আহা, এমন রাণীটে মুই দ্যাখ্‌লাম নারে, মনে বড় খ্যাদ রইলো!

মাতাল। আরে বাহবা বাহবা ক্যাবাত হ্যায়, রাস্তায় নইলে ইয়ারকি, পদী বেটীকে বলি, তা শুন্‌বে না।

মুটে। হ্যাদে, চল্‌ চল্‌ মাতাল অইয়ে সুমুন্দি সরকার আস্‌তিছে, এহুনি মোট বইতে বল্‌বে, আজ ঝুবিলি পরব, মোট বইবে কেডা?

[মুটে ও চুট্‌কীওয়ালীর প্রস্থান।

মাতাল। অহে শোন না, শোন না, পালাও কেন? নেড়ি, যাস্‌নে যাস্‌নে, মাথা খাস্‌।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নগরস্থ ভবন—অন্তঃপুর

নাগরিকাগণ ও গ্রাম্য স্ত্রীর প্রবেশ

নাগরিকাগণ। গীত

মরি মুকুট পরি মায়ের কোলে তেমনি কুমারী।
কুটীরে কুটীরে ফেরে দুখহারী কে নারী॥
ধ'রে পতির গলা প্রেম বিহ্বলা,
ঘরণী ঘরের আলো এ শশিকলা;
পতিপ্রাণা উপাসনা পতি হৃদি বিহারী॥
বুকের ছেলে দেয় পতির কোলে,
প্রেমময়ী জননী ঐ রাণীকে বলে;
শেখে অবোধ শিশু দয়ার খেলা মায়ের বদন নেহারি॥
যে হিন্দুর মেয়ের বিধবা বে দাও,
চাও চাও বারেক দেখে যাও,—
দেখ পতির ধ্যানে ধরার রাণী—
বুক বেয়ে বহে বারি॥

১ নাগরিকা। হ্যাঁ দিদি, শুনেছি বাদ্‌শাজাদী যেন হিঁদুর মেয়ে।

২ নাগরিকা। হিঁদুর মেয়ের বাড়া, তা নইলে কি রাজলক্ষ্মী অচলা থাকেন।

১ নাগরিকা। তুই তাঁর কথা কিছু বল্‌ না ভাই।

২ নাগরিকা। আমি ব'ল্‌ছি, কিন্তু তোরা ভক্তি ক'রে শোন, তাঁর কথা ব'ল্‌লেও ফল, শুন্‌লেও ফল। এখনকার মেয়েরা সব মেম হ'তে চান, আরে বেহায়া,—বাদ্‌শাজাদী কি মেম নন, মেম যদি হবি, তাঁর মতন হ।

১ নাগরিকা। তিনি বড় ভাল—না?

২ নাগরিকা। ভাল ব'লে ভাল, লক্ষ্মী-অংশে জন্ম, ছেলেবেলা মা'র মুখে শুনেছিলেন, সত্যি কথা কইতে হয়, সেই অবধি তাঁর মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা কখনও বেরোয় নি। তাঁর মা একদিন তাঁর গুরুমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, যে, "হ্যাঁগা, ভিক্টোরিয়া কি আজ দুরন্তপনা করেছে," তা তাঁর গুরুমা ব'ল্লেন যে, 'একবার

দুরন্তপণা ক'রেছে;' তিনি ব'ল্লেন, "না গুরুমা, আমি তো দু'বার দুরন্তপনা ক'রেছি।"

গ্রাম্য স্ত্রী। হ্যাঁগা ব'ল্‌লে গা? তার মা মাগী গালে ঠোনা দিলে না?

২ নাগরিকা। না, না, শোন না, কত আদর ক'র্‌লে।

গ্রাম্য স্ত্রী। হ্যাঁগা, তাঁর মা ভাল গিন্নী ছিলেন, না? মায়ের ভয়েই তো ছেলে মিছে শেখে।

২ নাগরিকা। মিথ্যা নয়, তিনি যে রাণী হবেন, তাঁরে কেউ বলেনি, তাঁর যখন বার বচ্ছর বয়েস, তখন তিনি শুন্‌লেন; কিন্তু এমনি ধীর বুদ্ধি নারায়ণ দিয়েছেন, যে, তিনি বুঝ্‌লেন, রাণীর যেমন ঐশ্বর্য্য, তেম্‌নি শক্ত কাজ, সকলের উপর প্রজা-রক্ষার ভার ভারি শক্ত।

গ্রাম্য স্ত্রী। আহা, যা ব'ল্‌লে মা, আমার কোলে ক'র্‌তে সাধ হ'চ্ছে।

১ নাগরিকা। হ্যাঁগা, কত বছরে রাণী হ'লেন?

২ নাগরিকা। উনিশ বছরে. — তিনি ঘুমুচ্ছেন, তাঁকে ডেকে তুল্‌লে। যখন শুনলেন, তিনি রাণী হবেন, তখন তিনি সজল নয়নে তাঁর পুরোহিতকে ব'ল্‌লেন যে, পুরোহিত ম'শাই, আমার জন্য পুজা-অর্চ্চনা করুন, এই মহাভার যেন আমি বইতে পারি। তাঁরা ভগবান্‌কে ডাক্‌লেন, ভগবান্‌ও শুনেছেন, নইলে এমন সুখের রাজ্য হয়।

গ্রাম্য স্ত্রী। দেখেছ, ঠেকার হ'লো না, আর আমাদের শ্যামীর মা'র জামাই একটা ডিপ্‌টী হ'য়েছে, শ্যামীর আর অহংকারে ভুঁএে পা প'ড়ছে না, আর ইনি রাজ্যি পেলেন গা— বল কি!

৩ নাগরিকা। একা লক্ষ্মীর অংশে কেন ব'লছো দিদি? লক্ষ্মী সরস্বতী—দু'জনেরই অংশে।

গ্রাম্য স্ত্রী। হ্যাঁগা, রাণী হ'য়ে দান-ধ্যান কিছুই করেন নি?

২ নাগরিকা। সামান্য দান তো তিনি চির-দিনই করেন, কুটীরে কুটীরে ফেরেন, রুগীর বিছানায় বসেন, দরিদ্রের চোখের জল মুছান, কিন্তু রাণী হ'য়ে তাঁর প্রথম দান জীবন-দান। তাঁর সেনাপতি কোন একজন দোষীর প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা সই করাতে আসেন। রাণী জিজ্ঞাসা করেন, 'এ কি!' সেনাপতি উত্তর ক'র্‌লেন যে, —"এই দুর্ম্মতির প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, মহা-রাণী, আজ্ঞা দিন।" রাণী আজ্ঞা ক'ল্লেন, "প্রাণদণ্ড! সে কি! এ ব্যক্তির কি কোনই গুণ নাই?" সেনাপতি ব'ল্লেন. "সামাজিক সৌজন্য আছে শুন্‌তে পাই, কিন্তু অপর কোন গুণ নাই।" রাণী তাইতে ব'ল্লেন. "সামাজিক-সৌজন্য এ মহৎ গুণ" তৎক্ষণাৎ সুবর্ণ লেখনী সুবর্ণ অক্ষরে দণ্ডাজ্ঞার উপর মার্জ্জনা আজ্ঞা অঙ্কিত ক'ল্লেন। এইরূপ শত শত জীবন-দান, অশিক্ষিত জাতিকে বিদ্যাদান, পৃথিবীকে শান্তিদান, মহারাণীর নিত্য ক্রিয়া।

৩ নাগরিকা। হ্যাঁ দিদি, তাঁর বে' হলো কার সঙ্গে? নামটা কি শুনেছিলুম, ভুলে গেছি।

২ নাগরিকা। জারমানির একজন রাজ-পুত্রের সঙ্গে, তাঁর নাম আলবার্ট।

গ্রাম্য-স্ত্রী। তা সে রাজপুত্র দেশে নিয়ে গেল?

২ নাগরিকা। না, না, সে রাজপুত্রই তাঁর দেশে রইলেন। তিনি একজন জমীদারের মতন বই তো নয়, রাণীর মতন তো অত বড় রাজা ছিলেন না।

গ্রাম্য স্ত্রী। বুঝেছি ঘরজামায়ে রইলো, ন্? হ্যাঁগো, তবে তাঁর স্বামীকে তো হেনস্তা করেন নি?

২ নাগরিকা। না না, পতিপ্রাণা—স্বামি-অন্তপ্রাণ। আর স্বামীও তেমনি রূপে গুণে।

গ্রাম্য স্ত্রী। এখানকার মেয়ে হ'লে স্বামীকে গোলামের মতন ক'রতো; অম্‌নিতেই তো বিবিদের ভুঁএে পা পড়ে না. তার পর যিনি বাপের বিষয় আনেন, তিনি তো কাণে ধ'রে ওঠান আর বসান, এক্‌লা শুতে পারেন না ব'লে ঘরের ভেতর যায়গা দেন।

১ নাগরিকা। হ্যাঁ দিদি, দু'জনে খুব ভাব হ'য়েছিল?

২ নাগরিকা। যেন হরগৌরী: একত্রে বেড়াতেন, একত্রে গান ক'র্‌তেন, ছবি আঁক্‌তেন, উনি বই প'ড়ে তাঁকে শুনাতেন, তিনি বই প'ড়ে ওঁকে শুনাতেন।

১ নাগরিকা। হ্যাঁগা, রাণীর ছেলে-মেয়ে ক'টি?

২ নাগরিকা। রাণীর ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী-লাভ; ছেলেতে মেয়েতে নয়টি, পাঁচটি মেয়ে. আর চারটি ছেলে। রাণীর মা যেমন তাঁকে মানুষ ক'রেছিলেন—তেম্‌নি ক'রে তিনি আর তাঁর স্বামী. ছেলে-মেয়ে মানুষ ক'রেছিলেন।

গ্রাম্য স্ত্রী। মায়ে-বাপে না দেখ্‌লে কি ছেলে মানুষ হয়?

১ নাগরিকা। হ্যাঁগা, এঁ'র স্বামী আজও বেঁ'চে আছেন?

২ নাগরিকা। না দিদি, ভগবান্‌ রাজা প্রজা দু'জনের মাথায়ই বজ্রাঘাত করেন! তিনি বিধবা, কিন্তু তাঁর মত বৈধব্য-আচার কেউ কখনও দেখে নি; যদিচ তিনি রাজ-কার্য্য ক'র্‌তেন. কিন্তু বহুদিন কোন উৎসবে আস্‌তেন না: প্রজারা অনেক কেঁ'দে কেটে আবার তাঁরে সে অবস্থা ত্যাগ করিয়েছে।

গ্রাম্য স্ত্রী। আর এখানকার মিন্‌সেগুলো বলে কি না—হি'দুর বিধবার বে দাও।

৩ নাগরিকা। আচ্ছা ভাই, তিনি তো আমাদের দেশে কখনও আসেন নি, তবু না কি শুনেছি. তিনি আমাদের দেশের কথা বেশ জানেন।

২ নাগরিকা। জানেন বই কি. তাঁর আমাদের প্রতি বড় মায়া, আমাদের হিন্দুস্থানী অস্ত্রধারী তাঁর শরীর-রক্ষক। রাজরাণী হ'য়ে পরিশ্রম ক'রে আমাদের ভাষা শিখেছেন: তাঁর প্রিয় রাজ-প্রাসাদের একটী মহল ভারতবর্ষের ছবি. ভারতবর্ষের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাজান। এই দেশেরই একজন কারিকর গিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে. সেখানে একটীও বিলিতি জিনিষ নাই।

গ্রাম্য স্ত্রী। হ্যাঁ গা, সত্যি? ও মা দেখ. আর আমাদের বাবুদের বৈঠকখানায় সব বিলিতি সাজ-সরঞ্জাম; ঠাকুর দেবতার ছবি রাখ. ও মা তা নয়, দেখেও শেখেন না গা!

৩ নাগরিকা। বাদশাজাদী আমাদের সকলের মা। এস ভাই, আমরা সকলে জগৎ-মাতার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি অক্ষয় অমর হ'য়ে রাজ্য করুন। মার চেয়ে স্নেহময়ী কেউ নাই. সকলে মা'র রাজ্যে সুখে বাস করি। আমরা হিন্দু, মা'র পূজা বড় ভালবাসি, তাই আমাদের অদৃষ্টে ভগবান্‌ রাণীর রাজ্য দিয়েছেন।

পুরোহিত, নাপ্‌তিনী, সাড়ীওয়ালা ও
মিসিওয়ালীর প্রবেশ

গীত

পুরোহিত। নতুনং পরবং চমৎকার
নতুনং ঢং পূজার।
নাপ্‌তিনী। আয় লো দিবি পরুবে আলতার
বাহার॥
সাড়ীওয়ালা। নয়া সাড়ি কাপড়,
মিসিওয়ালী। নয়া মিসি লেবে গো,
মিসি বড়া জবর;
সকলে। খুব গুল্‌জার—খুব গুল্‌জার॥
পুরোহিত। পূজাং কল্লে নতুনং,
হবে কল্যাণং, রবে যৌবনং;
নাপ্‌তিনী। পরুবে আলতা দিলে পায়,
সোণা উথ্‌লে প'ড়বে গায়;
সাড়ীওয়ালা। নয়া সাড়ি কাপড়ে,
মিন্‌সেরে বাঁধবি ঘরে;
মিসিওয়ালী। নিলে নতুন মিসি,
ফুট্‌বে মধুর হাসি;
সকলে। পরব মজাদার—মজাদার॥

পুরোহিত। তোম্‌রা কে গো কে গো, গোল ক'রো না. পূজার সময় ব'য়ে গেল. সর সর সর।

নাপ্‌তিনী। কে রে ড্যাক্‌রা বামুন? এ নতুন আল্‌তা শীগ্‌গির শীগ্‌গির পর।

সাড়ীওয়ালা। দেখেন মা ঠাক্‌রুণ, বড় জবর সাড়ীকাপড় মা ঠাক্‌রুণ।

মিসিওয়ালী। মিসি লে, মিসি লে, মিসি-ওয়ালী দাঁড়াবে না, চল দেবে।

সকলে। আরে সর সর সর। (সকলে টানাটানি)

পুরোহিত। আরে না করু টানাটানি. না করু টানাটানি।

২ নাগরিকা। পুরুত ঠাকুর, এস. পূজা ক'র্‌বো।

১ নাগরিকা। নাপ্‌তিনি, আয়, আল্‌তা প'র্‌বো।

৩ নাগরিকা। আয়, নূতন সাড়ী নেব।

গ্রাম্য স্ত্রী। আয় লো, মিসি দাঁতে দেবো।

সকলে। জয় জয় ভিক্টোরিয়ার জয়!

[নাগরিকাত্রয় ও গ্রাম্য স্ত্রীর প্রস্থান।

গীত

মিসিওয়ালী।

তুসে দোস্তি মেরি ম্যায় তুঝে পছানি।

সাড়ীওয়ালা।

নাপ্‌তিনি কেজিয়া কাজ কি তোর সাথে,
তোর নয়না দুটি বেজেছে আঁতে;

নাপ্‌তিনী। মুখপোড়া কি ব'ল্‌ছে শোন,
আমায় এমন বলে কেন,
ওর সাড়ী কি ছুঁই গো আমি
নবীন নাপ্‌তিনী॥

পুরোহিত। হবে জানাজানি,

মিসিওয়ালী। নাহি কর বেইমানি;

সাড়ীওয়ালা। আরে এস জানি,

নাপ্‌তিনী। করবে কাণাকাণি,

সকলে। দেরেন তা দেরেনা
নাদের দের্‌ দের্‌ দানি তোম্‌ দেরেদানি॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—কেরাণী-বারিকের সম্মুখস্থ রাস্তা

চারণগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ

গীত

জয় স্তম্ভিত সাগর, নতশির ভূধর,
প্রবল প্রভাব বিভাশালিনী গো।
জয় নলিনী-নয়না বামা, করুণা নিরুপমা,
শান্তি-প্রতিমা প্রেম-মালিনী গো॥
জয় উন্নত অবনত, ইঙ্গিতে নৃপ কত,
সত্য-ন্যায়-ব্রত ঈশ্বরী গো।
জয় সুশীলা-নন্দিনী, পতিপদ-বন্দিনী,
স্নেহময়ী জননী শুভঙ্করী গো॥
জয় বিদ্যা-বিধায়িনী, অন্ন-প্রদায়িনী,
মঙ্গল-বাদিনী দ্বন্দ্বহরা।
জয় হৃদয়-বিকাশিনী, সুমধুর-ভাষিণী,
মৃদুমৃদু-হাসিনী বিম্বাধরা॥

বইওয়ালার প্রবেশ

বইওয়ালা। এক এক পয়সা—এক এক পয়সা,
খাঁটী গাওয়া নয়কো ভয়সা।
জুবিলীর বই—জুবিলীর বই,
ছড়ায় ছড়ায় ফুট্‌ছে খই।
হীরে জুবিলীর ভারী ধূম,
কলু-বৌয়ের হয়নি ঘুম।
রাণী ক'রলেন রাজ্যিপাট,
গুণ্‌তিতে বছর ষাট।
ভারত-ভরা সুখের হাট,
চাক-চমকে চিকণ ঠাট।
গাদা গাদা সাধ্‌ছে চাঁদা,
দিচ্ছে কালা খাচ্ছে সাদা।
যে জুবিলীর ভূঁইকম্প,
ঘুরিয়ে দিতো লম্ফ-ঝম্প।
বৌ ঠাক্‌রুণরা সব পয়সা ছাড়,
হে'সেল ছেড়ে শুয়ে শুয়ে পড়।

[প্রস্থান।

বরফওয়ালার প্রবেশ

বরফওয়ালা। চাই জুবিলীর বরফ,
নাও গরম গরম কর পরব।
আছে পিঁপড়ের ঠাং, স্যাওলা, পানা,
শুকিয়ে গেছে বাদার খানা;
এ বরফ দিলে মুখে, টাক্‌রায় ঠেকে,
দেখ চেখে, ব'সো তাল ঠুকে;
যদি গালে দাও রুকে—
মেজাজ চ'ড়্‌বে, ঝুঁকে পড়্‌বে,
কেল্লায় হবে তোপ।
চাই জুবিলীর বরফ, চাই বরফ॥

[প্রস্থান।

ছুরি-কাঁচিওয়ালার প্রবেশ

ছুরি-কাঁচিওয়ালা। চাই জুবিলীর ছুরি-কাঁচি,
ধ'রবে মশা কাট্‌বে মাছি।
ম'র্‌বে ছারপোকার গুষ্ঠি,
থাক্‌বে না ভূত-পেত্নীর দৃষ্টি;
হবে দিল দরিয়া, দু'দিনে হিষ্টিরিয়া;
দাঁতে ঠেক্‌লে লাগ্‌বে দাঁতি,
ভাঙ্‌বে ঘরের দা আর জাঁতি;
তবু দাঁতি খোলে কি না খোলে;
তবে যদি নাকে দিস্‌ জুবিলীর কাঁচি,

হবে দুটো হাঁচি।
চাই জুবিলীর ছুরি-কাঁচি॥

[প্রস্থান।

ফুলওয়ালীর প্রবেশ

ফুলওয়ালী। চাই জুবিলীর বেলফুল—
আদা মূল।
ঘোড়া চ'ড়ে টেনিস্ খেলে—
তাঁবুর ভেতর হুলস্থুল॥
ভুর্‌ভুরে গন্ধ, ক'র্‌বে পছন্দ,
যে ব'লবে মন্দ,
তার দু'টি চোখ হবে অন্ধ;
এ ফুল খোঁপায় দিয়ে,
দু'জনে থাক মজগুল হ'য়ে;
কালো হবে সাদা চুল,
থাক্‌বে এ কুল ও কুল,
যে মাগী না নেবে সে ড্যাম ফুল।
চাই জুবিলীর ফুল—আদা মূল॥

[প্রস্থান।

ঔষধ-বিক্রীওয়ালার প্রবেশ

ঔষধ বিক্রীওয়ালা। চাই জুবিলীর
ব
খেলে বড়ী—হবে ছুঁড়ী।
রুগীর উদুরি, আমার
ছড়ি ঘড়ি॥
নে তাড়াতাড়ি, নইলে হবে কাড়াকাড়ি,
আমি যেই তাই এ বড়ী অল্প দরে ছাড়ি॥
ঘটী বাটী বাঁধা দে, কলের বড়ী নে,
আয় দৌড়াদৌড়ি, নৈলে খাবি হাত ছড়ি।
চাই জুবিলীর জ্বরান্তক বড়ী॥

[প্রস্থান।

তেলওয়ালার প্রবেশ

তেলওয়ালা। জুবিলীর তেল, জুবিলীর তেল,
মাখ্‌লে পাবি আক্কেল।
ক'রলে খোঁপার চাষ,
ডিগ্‌বাজী দে এসে পাশ;
মাথা হবে যেন লোহার ভাঁটা,
চুল বেরুবে কাঁটা কাঁটা;
লাগ্‌লে তেলের কস, নাক ঝ'র্‌বে টস্‌টস্;
মরবি ঢোক্ কাসে, নয় ঝুল্‌বি ফাঁসে;
পরক ক'রে দেখে নে, একটু নাকে দে;
দেখ্‌বি মামীর মার খেল,—
নাও জুবিলীর তেল॥

[প্রস্থান।

সাবানওয়ালার প্রবেশ

সাবানওয়ালা। চাই জুবিলীর সাবান,
যেন এগারো ইঞ্চি থান,—
পঞ্চানন্দের পঞ্চবাণ।
মাখ' চোখ-কাণ বুজে,
ডুব দাও ঘাড় গুঁজে;
খুব সাবধান, যাবে একটা নাক কি কাণ;
শীগ্‌গির নে, আর পাবিনে:
যদি বেঁচে যাস্ এ সাবান মেখে,
যমে তোর দেখা পাবে না ডেকে;
যদি মারে শানে আছাড়,—
শান ফেটে হবে খান খান।
চাই জুবিলীর সাবান॥

[প্রস্থান।

কাগজওয়ালার প্রবেশ

কাগজওয়ালা। বঙ্গ দর্প বঙ্গ দর্প,—
জুবিলীর বঙ্গ দর্প, ফণাধরা ঢোঁড়া সর্প
এক এক আদ্‌লা—এক এক আদ্‌লা,
কি গীরিষ্যি কিবে বাদ্‌লা।
আছে জুবিলীর ছবি,
এ'কেছেন উকীল কবি;
জবর জবর—খুব জরুরি খবর,
টুর্‌কীতে বিউলো কুত্তি,
ক্যামেস্কাট্‌কায় মেনির কবর।
আছে জুবিলীর হিন্দু ধর্ম্ম,
বেহ্ম সাঁপের গুহ্য মর্ম্ম:
উঁচু মেজাজে থাকি,
এমন ছোট লোক নই যে—
বাঙ্‌লার খবর রাখি।
রাস্তায় কাদা কি ধুলো,
সম্পাদক মুড়ি দিয়ে শুলো;
ওলাউঠোর লেগেছে ধুম,
প্লেগের অষুধ গরম গরম;
দেখ অ্যাডভার্টাইজ্‌ম্যাণ্ট,
বিক্রী হাণ্ড্রেট পার্শেন্ট:
ভাল ভাল আছে গাল,

যে কাগজ না নেয় সামাল সামাল!
রসিকতাটি মুড়ো ঝ্যাঁটা,
আদ্‌লা ছাড় নৈলে বাদ্‌বে ল্যাঠা।

[প্রস্থান।

খিলিওয়ালীর প্রবেশ ও গীত

খিলিওয়ালী। চাই জুবিলীর পানের খিলি।
এ খিলি—খেলি কি মলি॥
ঠোঁট্‌ দু'টি হবে টুক্‌টুকে,
রাখ্‌বে চোখে চোখে,—
ভাগ্যিস্‌ তুই এলি, তাই এ খিলি পেলি;
দিইনি কারে, মনের কথা খুলে বলি।
চাই জুবিলীর পানের খিলি॥

[প্রস্থান।

পাহারাওয়ালা ও দ্বীপান্তর প্রত্যাবৃত্ত জনৈক পুরুষ ও স্ত্রীর প্রবেশ

পাহারাওয়ালা। আরে মিঞা, তোম কব্‌ আয়া?

পুরুষ। আরে ভাই, তোম্‌তো ও বরষ কেলাপানি চালান দিয়া, আর বক্তের কথা ব'ল্‌বো কি, হুসিয়ার সাহেবডার পায়ে ধরেছি, তবু রেহাই দিয়ে ছারান দিলে!

স্ত্রী। বল্‌লাম, মোরা যাব না, তা শুন্‌লে না।

পাহারাওয়ালা। আরে এ বিবি কোন্‌ মিঞা, এ বিবি কোন্‌?

পুরুষ। আরে পাহারোলা সাহেব, চিন্‌ছো না,—ও মোর এক চালানি, ছিল খুনী আসামী। একডা চ্যাংড়ার গলায় ছিল চাঁদির চাকা, ছিনিয়ে নিয়ে দিছিল তারে কুয়ায় ধাকা। মোর খাজনা লুটের যে দিন মাম্‌লা হয়, সে দিন ও জাহাজ চড়বার হুকুম পায়। মোরা এক চালানি, এক জাহাজে গিয়েলাম।

পাহারাওয়ালা। তোম্‌ লোক্‌কো ছোড় দিয়া কাহে?

স্ত্রী। মোরা এক জাহাজে গিয়েলাম, এক চালানি, দু'জনে খুব দোস্তি, মুই গিয়েলাম কড়ি কুড়ুতি।

পুরুষ। আর বক্তের কথা বল্‌বো কি,—মুই মচ্ছি ধর্‌তি গিয়েলাম, সাহেবডা জালি-বোট ওল্‌টালো দেখ্‌লাম, দু'জনে সেঁত্‌রে গে সাহেবডারে তোল্লাম, এই ছারান পেলাম।

পাহারাওয়ালা। তোম্‌লোক আবি ক্যা করোগে?

স্ত্রী। কারুর লেড়কী উড়কী পাই, গর্দ্দানা টেপ্‌কে গহনা ছেনাব।

পুরুষ। মুই বাপ-দাদার কাম কর্‌বো, খাজনা লুটবো।

স্ত্রী। পাহারোলা সাহেব, সকলে ফুর্‌তি কর্‌তিছে, তোমার ফুর্‌তি দ্যাখ্‌তিছিনি যে?

পাহারাওয়ালা। আউর ক্যা শুনগে নানী, ঘুম ঘুমকে হায়রাণ হুয়া! চোট্টা লোক বোলে আজ ফুর্‌তিকা রোজ, চুরি নেই করেগা; মাতোয়ালা পাকড়নেকো হুকুম নেই, ডান্ডা নেই দেনে শেক্তা, সামারকে ঘর পোঁছানে হোতা। বদবক্ত! বদবক্ত! আউর বখ্‌রা-বখ্‌রি বাবুলোক সব বাগিচামে লেগিয়া, কা কাজি-হাউস্‌ লে যাগা ভাই!

পুরুষ। একডা কাম ঠ্যাউরেছি, মোরা দু'জনে চুরি করি, পাহারোলা সাহেব, তোম পাক্‌ড়াও।

পাহারাওয়ালা। বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা, তোমলোক এলেমদার হো।

গীত

পুরুষ। ভাবিস্‌নে এক চালানি,
ফিরতি জাহাজ পোঁছে দেবে।
স্ত্রী। দ্যাখ্‌ তুই ঠাউরে ম্যানে,
এক সাথে কি মোদের লেবে॥
পাহারাওয়ালা। ক্যা পরোয়া,
ওহি হোগা, ক্যা পরোয়া।
পুরুষ। মজাতে আন্ডামানে,
দু'জনে খাটব' অ্যানে,
উভয়ে। রতি কি চাই এহানে,
ছাড়ান দিলে করবো কি, দ্যাখ্‌ দেখি;
ফির্‌তি মোদের দ্যাখ্‌বে যাবে,
সাহেবডা খুব জব্দ হবে,
আর কি হবে—আর কি হবে॥
পাহারাওয়ালা। তোম্‌লোক এলেমদার হো,
আরে বাহোবা বাহোবা,
বেহেতর আচ্ছা হুয়া—ক্যা পরোয়া॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লন্ডন—উইন্ড্‌সর ক্যাসেলের সম্মুখ

কল্পনায় লক্ষ্য করিতেছে, অনুভব করিতে হইবে

রাজা ও বন্দিগণের প্রবেশ

বন্দিগণ। গীত

জয় রাজ-রাজেশ্বরী কনক-আসনে।
ভক্তি-উপহারে হের পূজে তোমায়
নৃপগণে॥
বরাননি, তব বরে, বসি সিংহাসনোপরে,
সাধ সদা অসি করে পূজি জীবন অর্পণে॥

রাজা। মা! আজ শুভ দিনে সন্তানের কামনা পূর্ণ কর; বর দাও, যেন অরির সম্মুখীন হ'য়ে তোমার কার্য্যে বুকের রক্ত দান ক'র্‌তে পারি। তুমিই মাথায় মুকুট পরিয়েছ, এ মস্তক তোমার; তোমার প্রয়োজনে দিব, এই একমাত্র হৃদয়ে উচ্চ বাসনা; মা, আশা পূর্ণ কর। কেন মা দুর্গ-নির্ম্মাণ? কেন এত বেতন-ভোগী গোরা সৈন্য? কেন অর্থ ব্যয়? চেয়ে দেখ--বলবান্ রাজভক্ত রাজপুত-সন্তান দণ্ডায়মান, চেয়ে দেখ, রণব্রত রাজবৎসল শিখ, মারহাট্টা, মুসলমান, মান্দ্রাজী, পার্শি—অসি করে দণ্ডায়মান। দুর্গের প্রয়োজন নাই, আমরাই তোমার—দৃঢ় প্রাচীর। তোমার শিক্ষা, তোমার নামে রণ-দীক্ষা; ভুবনে কে এমন অস্ত্রধারী আছে যে, এ প্রাচীর ভেদ ক'র্‌তে পারে। আমরা একতাহীন, কিন্তু তোমার নাম দৃঢ় একতা-বন্ধন। যদি প্রয়োজন হয়, জগজ্জন দেখ্‌বে যে, ভারতে ভিক্টোরিয়ার অধিকার আক্রমণ বাতুলের স্বপ্ন মাত্র। মা! অস্ত্রধারী সন্তানের কামনা পূর্ণ কর, ভারত-রক্ষার অধিকার দাও, 'জয় ভিক্টোরিয়া' ব'লে প্রাণ দিই। [সকলের প্রস্থান।

বন্দিনীগণের প্রবেশ

বন্দিনীগণ। গীত

তব নন্দন বন্দিনী জননি!
বণিক্ প্রিয় তব, বণিক্ বৈভব,
নেহার উৎসব, নেহার রতননয়নী।
তব অধিকারে, নাহি ডর কারে,
সাগর ভূধরে কেহ নাহি বারে,
যথা তথা বসে বিপণি॥

বণিকের প্রবেশ

বণিক্। বণিক্-জননি! বণিকের মনোবাসনা পূর্ণ কর। নানাদেশী নানাভাষী ভারতে বাণিজ্যের মেলা ক'রেছে, ভারত-অর্জ্জিত বাণিজ্য-অর্থে নানাদেশ ধনী,—কিন্তু সে বাণিজ্যের উপস্বত্ব ভারত-সন্তান ভোগী নয়! বড় ভাইয়ের উন্নতি দেখে ছোট ভাইয়ের উচ্চ আশা হয়, সে উচ্চ আশা প্রশংসনীয়। সে মনোবাসনায় চালিত হ'য়ে আমাদের রাজ-সমীপে আবেদন যে, তোমার শ্বেত সন্তানের ন্যায় আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমরা প্রস্তুত ক'র্‌তে শিখি। মা, মনের দুঃখ আর কারে জানাব, ভারতে কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ অভাব! লবণ-সমুদ্র-বেষ্টিত ভারত লবণের জন্য লিবারপুলের ভিক্ষুক! যে ভারতে প্রস্তুত কাপড় পূর্ব্বতন জগদ্বিখ্যাত রোমে বিক্রয় হ'য়েছে, সেই ভারত এখন বিদেশের নিকট বস্ত্রের নিমিত্ত অধীন। ভারতেও মা তোমার ধন-ভাণ্ডার হোক; ভারতবর্ষ ও ইংলন্ড উভয়েই তোমার, তবে ভারত কেন ধনী নয় মা! সভ্যজগৎ দেখুক, যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আশ্রয়ে ভারতও সভ্য; সভ্যজগৎ শিখুক, যে কিরূপে তাদের অধিকারের শিক্ষা দিতে হয়। সকলে ঈর্ষ্যায় যেন ভারত-সন্তানের প্রতি দৃষ্টি করে। জয় ভিক্টোরিয়ার জয়! দীন ভারত যেন ধনী অপেক্ষাও ধনী হয়। ভিক্টোরিয়ার ভারত-ভাণ্ডার যেন সসাগরা ধরণীর রত্নে পরিপূর্ণ হয়। মা, শিক্ষা দাও, বিস্তর পথ প্রস্তুত ক'রেছ, নানা স্থানে গিয়ে তোমার গৌরব প্রদর্শন করি। জয় ভিক্টোরিয়ার জয়! [বণিকের প্রস্থান।

বন্দিনীগণ। গীত

লুণ্ঠিত পদতলে শ্যামলা মেদিনী।
প্রতিমা মোহিনী কমলা কামিনী॥
চাহ বিমলা, সুজলা সুফলা কর মা ধরণী।
রাখ আনন্দে সন্তানে আমোদিনি।

কৃষকের প্রবেশ

কৃষক। মা, হলজীবী দীন প্রজার প্রতি চাও,—আমরা উপায়বিহীন, অর্থহীন, দীন, আমাদের প্রতি করুণাকটাক্ষ কর! ভারতের

শস্য ভারতে রাখ,—দেখ মা, জগতের শস্য-ভাণ্ডার ভারতে আজ দুর্ভিক্ষ! অপর দেশের শস্য ভারতে আস্‌ছে, তবে আমাদের অর্দ্ধাশন হ'চ্ছে! দেখ মা, আমরা অন্নহীন, আমাদের আশ্রয়দাতা ভূম্যধিকারীরাও অর্থহীন, দীন, দৈন্য-দশায় পতিত! যাঁরা আমাদের সন্তানের ন্যায় পালন ক'রতেন, তাঁরা বিব্রত! অন্নহীন, বস্ত্রহীন, বলহীন, উৎসাহহীন! আমাদের ন্যায় দীন-সন্তান আর তোমার অধিকারে নাই। করুণাময়ি! করুণা কর, তোমার কমলা-অংশে জন্ম, অকূল পাথারে ডুবে মরি, কৃপা ক'রে উদ্ধার কর! জয় ভিক্টোরিয়ার জয়!

[কৃষকের প্রস্থান।

বন্দিনীগণ। গীত

তোল ধ'রে মা হাতে।
চ'ল্‌তে শিখি নি, চলি তোমার ছায়াতে॥
নামে তোমার—শৃঙ্খল খসে,
করুণা—হীনে পরশে;
বলহীন চিরদিন, ভরসা রাখি তোমাতে॥

বঙ্গবাসীর প্রবেশ

বঙ্গবাসী। মাগো! তুমি ভাষা শিখিয়েছ, আধ আধ ব'ল্‌তে শিখেছি। তুমি রাজকার্য্য দিয়েছ, তোমার শিক্ষামত চালাচ্ছি; তুমি মা বিস্তর দিয়েছ, উৎসাহ দিয়ে শিখিয়েছ, তুমিই সাহস দিয়ে কার্য্যে বসিয়েছ। করুণাময়ি, করুণা-বচনে প্রকাশ ক'রেছ,—তোমার সাদা কালোয় ভেদ নাই; তাইতে আশা প্রবল হ'য়েছে। তোমার শ্বেত সন্তানের মত হবো, তোমার শ্বেত সন্তানের কার্য্য পাবো, তোমার শ্বেত সন্তানের সহিত মন্ত্রণাগৃহে ব'সে ভারতের উন্নতিসাধন ক'র্‌বো; তোমার শ্বেত সন্তানের পাশে পাশে অস্ত্রধারণ ক'রে রণক্ষেত্রে তোমার অরির সম্মুখীন হবো, হীন হ'য়েও বড় আশায় আশ্বাসিত হ'য়ে আছি। কার্য্যের ভার দিয়ে কার্য্য শিখিয়েছ, সেইরূপ উচ্চ হ'তে উচ্চতর কার্য্যে ভার দিয়ে আমাদের কার্য্য-শিক্ষার পথ খুলে দাও; জগতে জানে—তোমার বাঙ্গালীর প্রতি বড় করুণা; জগৎ দেখুক, যে বাঙ্গালী নব অভ্যুদয়ে কত উন্নত। বালক সন্তান শত অপরাধে অপরাধী হয়, জননী মার্জ্জনা করে; জননী জানেন, যে বালক সন্তান মা ভিন্ন জানে না, বাঙ্গালীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মহারাণী ভিন্ন জানে না সত্য—সত্য—সত্য। বাঙ্গালী পিতা-মাতার পুণ্যময় শ্রাদ্ধক্রিয়া ক'র্‌তে ব'সে আগে ভূস্বামীর নামে রাজভাগ উৎসর্গ করে। মহারাণী বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসা; নইলে বাঙ্গালী অতি পীড়িত, বলিষ্ঠ-তাড়িত, স্বল্প-জীবী, ঘৃণ্য, লাঞ্ছিত, দীন। করুণাময়ি! করুণা কর, করুণা ভাষে বড় আশা দিয়েছ,—আশা পূর্ণ কর। জয় ভিক্টোরিয়ার জয়!

[বঙ্গবাসীর প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

জুবিলী-দৃশ্য

রাজ-রাজেশ্বরী-দর্শন

নটের প্রবেশ

নট। মা, তোমার ভারতের নাট্যশালা দেখ। পুরাবৃত্ত পাঠে সংস্কৃত নাটক দৃষ্টে জানা যায় যে, একদিন ভারতে নাটকের মহাগৌরব ও অভিনয়ের বিশেষ আদর ছিল, কিন্তু আজ তোমারই সময়ে তোমারই রাজ্যাধিকারে নাটক ও নাট্যশালা পুনর্জ্জীবিত। আজ এই হীরক জুবিলীতে 'তারা রঙ্গালয়'-বিহারী—দীন নটের আনন্দ উপহার গ্রহণ কর।

বন্দিনীগণ। গীত

সাধ করে মা, করি তোমার গুণ-গান।
ফির নেচে গেয়ে, চেয়ে থাকি করুণা-মাখা
বয়ান॥
থাকি সোণার স্বপনে,
কত আশা উঠে গো মনে,
থাকি গো সদাই মত্ত, ভ্রমি মা স্বর্গ মর্ত্ত্য
হেরি মানব মনের তত্ত্ব, মানস-নয়নে
কেন বিভোর থাকি কে জানে,—
(আজ) জয় ভিক্টোরিয়ার ধ্বনি উঠুক
একতান॥

যবনিকা পতন

যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপন চুম্বন

পুরুষ-চরিত্র

মুরারি বাবু (জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি)। মথুর বাবু (মুরারি বাবুর বন্ধু)। গদা (মুরারি বাবুর ভৃত্য)।

স্ত্রী-চরিত্র

বসন্তকুমারী (মুরারি বাবুর স্ত্রী)।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুরারি, মথুর ও বসন্তকুমারী আসীন

মু। (স্বগত) আবার এয়েচে বেটা. (প্রকাশ্যে) মথুর বাবু আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

ম। আজ্ঞে, আজ্ঞে—

(নেপ)। দেখগা, সমাজে যদি যাও, তো তাড়াতাড়ি যাও. না হয় এখন কার সংগে কথা কয়ে দেরি করে রাত ১২টার সময়—

মু। আমি আজ যাব না।

ব। আমার উপর রাগ করে বোল্‌চো. যদি না যাও. তবে আমি আজ খাব না।

মু। বুঝেচি বুঝেচি গো!

ব। যা, বুঝে থাক, আমার কাছে এসো না!!

মু। (যাইতে উপক্রম)

ব। একটা কথা শুনে যাও;—

মু। তুমি তো তাড়াতে পাল্লেই বাঁচ, আর কেন আমায় ডাক্‌চো।

ব। আমার ঐ অপরাধে কি একটা কথা শুনতে পার না?

মু। আচ্ছা, শুনেই যাই, তুমি কি বল।

গদার প্রবেশ

গ। (স্বগত) তোর কথা শুন্‌বে, তুই কোন্ ছার!

ব। দেখ একটা কথা বলে যাও—তুমি শীগগির শীগগির আস্‌বে? না এস, নেই—নেই, আমি আর এক জনকে বলে রাখ্‌ব।

মু। আর এক জনকে খুঁজতে হবে না. মথুর এসেচে।

ব। মথুর বাবু এয়েচেন, (মথুরের প্রতি) আপনি অমন করে দাঁড়িয়ে আচেন! দেখতে পাইনে, আসুন না? (স্বামীর প্রতি) তুমি যাও —(স্বামীর গমনোদ্যম) শোনো, একটা কথা বলি, শীগগির শীগগির আস্‌বে কি না? না-- তুমি আস্‌বে না. এসো না—

মু। রাগ কচ্চ কেন?

ব। রাগ কিসের. তোমার যা ইচ্চে তাই কোরবে. আমার রাগ কিসের. কিন্তু যদি মথুরকে সংগে করে নিয়ে যাও—

মু। ভদ্দর লোক এসেচে!!—তার ওপোর আমি বার বার বোলেচি—আমি ঘরে না থাকি. আমার মাগ তোমায় Receive কোরবে।

ব। (স্বগত) তুমি বল্লে তাই!! (প্রকাশ্যে) নাথ! তুমি কি জান না, যে তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখ দেখতে পাইনে, তোমার অনুরোধে আমি অনেক কোরেচি, আরও বল তো মথুরকে আমি মাথায় করে রাখব, কিন্তু আর তোমার কথা শুন্‌বো না—

মু। আমার ওপোর রাগ কচ্চ?

ব। না, তুমি বোল্‌চো আর তোমার আমি কোন কথা শুন্‌বো না—তুমি যাও,—এক্ষুণি যাও,—

মু। আমায় তাড়াচ্চ কেন?

ব। না. তুমি যাও.—এখনি যাও।

মু। আচ্ছা আমি যাচ্চি, কিন্তু তুমি মথুরকে অনাদর করো না।

ব। (স্বগত) শেখালে বাড়ার ভাগ!! (মৌনাবলম্বন)

মু। দেখ আমি কথা দিয়ে এসেচি. সমাজে যাব।

ব। আমি বল্‌চি, তুমি যাও না।

মু। তবে চল্লেম।

ব। যাও, এস! (স্বামীর প্রস্থান)। মথুর বাবু জানো তো, ও বোকা. ওরে শীগ্‌গির তাড়ান যায় না।

ম। জানি! কিন্তু আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

গ। (স্বগত) দাঁড়িয়ে যদি আমার পা ধরে যেতো কোন্ শালা কথা কইতো।

ব। গদা কথা শুনচিস্ নি, চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্।

গ। (স্বগত) শুনেচি, কিন্তু গদার মতন বুঝতে কোন শালা নেই।

[গদার প্রস্থান।

ম। দেখ, গদা বেটা কি মনে করে?

ব। মনে কে না করে?

ম। আমি দিন কতক আসা বন্ধ করি।

ব। লাভের মধ্যে অমার প্রাণে ব্যথা; নিন্দেতে ঘুচবে না।

স্বামীর পুনঃ প্রবেশ

মু। (স্বগত) দেখ; বাবা, দুজনে খুব কাছাকাছি বসেচে।

ব। মথুর বাবু চৌকি নিয়ে আসুন না, কাছে এসে একটু বসুন না।

ব। সমাজ শেষ হয়েচে, এসেচ?

মু। না, আমি এখনও যাই নি।

ব। দেখে যাও, তোমার ইয়ারের খাতির হচ্চে কি না?

মু। (স্বগত) তবে যাই, কিন্তু বাবা প্রাণটা কু গাচ্চে; গতিক ভাল নয়, কি হয় কি জানি, আজ যাব না। আমি বিষি মুদিনীর ওখান থেকে তামাক খেয়ে ফের আস্‌চি।

[প্রস্থান।

ম। দেখ তোমার স্বামী বড় শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসচে, কিছু সন্দেহ করে থাক্‌বে।

ব। সন্দেহ ওর মনে: তাতে তোমার আমার ক্ষতি কি?

স্বামীর পুনঃ প্রবেশ

ব। কি গো আজ রাত তিনটে করবে, আমি বুঝতে পেরেচি; আমি কিন্তু আজ ততক্ষণ —আমি কিন্তু একলা থাক্‌বো না, বাপের বাড়ী চলে যাব!!

মু। (স্বগত) বেটী! আমি কিছু বুঝতে পারি তোর বাবার সাধ্য বাপের বাড়ী যায়!! একেবারে হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকিয়ে আছে।

ব। দেখুন মথুর বাবু, কোন্ ধর্ম্ম ভাল, কি ধর্ম্ম ভাল, আমি একবার দেখাই, আপনার কোলে একবার শুই।

ম। (জনান্তিকে) ওরে একি কচ্চিস্?

ব। (জনান্তিকে) দেখ না। (স্বামীর প্রতি) হ্যাগা চুমোয় দোষ আছে?

মু। (স্বগত) এখন ঠেকাঠেকি? আগে জানলে এমন ধর্ম্মের চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করতুম: কোন্ শালা জানে এমন হিঁড়িক, সাম্‌নে কোলে শোবে, আবার জিজ্ঞাসা কচ্চে চুমো খাবে কি না? আমি যদি কোন কথা কই, তবে বদ রসিক হলেম।

ব। মথুর বাবু, চলো না গা, ঐ কৌচের উপর একটু বসি গে।

মু। (স্বগত) বুঝেচি বাবা, জায়গা একটু ফারাক হবে বটে!!

ব। হ্যাঁগা তুমি দাঁড়িয়ে রয়েচ কেন, বসো না।

মু। দেখে শুনে বসে গেছি, আর বাড়াবাড়ি কাজ নাই।

ব। ও কি কথা গা, কখনও কি তুমি বসোনি।

মু। বসেচি, কিন্তু এমন বসা বসিনে।

ব। বসেচি বসেচি কচ্চো, দাঁড়িয়ে থেকে বসাটা কি তোমার বাই হয়েচে নাকি?

মু। কোন্ শালা ভাঁড়ায়, আমার চোদ্দ পুরুষ থাক্‌লে বোসে যেত; (স্বগত) আমি কি সাধে বসি, এই মথরো শালা যে আমায় বসায় (উপবেশন)।

ব। দেখ তোমার মিছে কথার চেয়ে তোমার সত্তি কথা মিষ্টি।

মু। কেন?

ব। অত করে ধরলেম, তুমি বল্লে সমাজে যাব, কিন্তু গেলে না এর চেয়ে মিষ্টি আর কি? মথুর বাবু আমার মাথা ধ'রেচে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুই।

মু। বাবা রে, এ যে কিছু বুঝতে পাচ্চি নি, বড় ঝামেলায় পড়ে গেলেম।

ব। হ্যাঁ গা আমি মথুর বাবুকে বল্লেম তা তুমি কি কোল পাত্তে পাল্লে না।

মু। (স্বগত) দেখ বেটীর মায়া কান্না দেখ,

(প্রকাশ্যে) বলি দোল গোবিন্দের দোল। ওমন কোল পাবে কোথায়?

ব। গোবিন্দ কি তোমাদের সমাজে আছে? দেখ দেখ কে ভাল, কি ভাল?

মু।. বাপের সঙ্গে—ঝকমারি; করেছিলেম, বাবা বেটী খালি ঐ বেটার আড়ালে গিয়ে লুকুচ্চে।

ব। কি গা তুমি কি বল্‌চো?

ম। (জনান্তিকে) আজ আসি—দেখচো বাড়াবাড়ি।

মু। বলচি কি জান, আমার গুষ্টির একটি পিণ্ডি।

ব। (জনান্তিকে) দাঁড়াও না, বেটার দৌড়-খানা দেখি? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ গা, তুমি পিণ্ডি পিণ্ডি কেন কচ্চ গা? আমার পিণ্ডি চট্‌কাবে!! তা বুঝেচি। মথুর বাবু আপনি বাড়ী যান?

মু। গদা তামাক দে, মথুর বাবু তামাক খেয়ে যাবেন।

গ। হ্যাঁ, হ্যাঁ যাচ্চি—যাচ্চি।

ব। না, আপনি কখন যেতে পাবেন না, আপনি বসুন।

ম। (তামাক লইয়া) তামাক খেয়ে যাবেন! তোর সাত গুষ্টির জাত কুল খেয়ে যাবেন হত-ভাগা, তুই বুঝেচিস্ কি?

ব। মথুর বাবু কথা শুন্‌বেন না?

গ। (স্বগত) ওর বাবা শুন্‌বে, ও তো ছেলেমানুষ।

মু। আচ্ছা মথুর বাবু, তুমি বোস আমি সমাজে যাব।

ব। এত রাত্রে আর সমাজে যেতে হয় না?

গ। (স্বগত) বলি, আপনি যাচ্চ যাও না কেন—আবার ঝ্যাঁটা খেয়ে যাবে।

ব। মুখ গোঁজ করে রয়েচ যে, যাও, তোমার সঙ্গে আর—আর কথা নেই।

মু। (স্বগত) হে ভগবান, গলাধাক্কাটা দিলে গা, যাই—চলে—যাই—

[প্রস্থান।

ব। গদা দাঁড়িয়ে কেন রে?

গ। (স্বগত) না, আর দাঁড়াব কেন? (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে এই ছুট মাচ্চি।

ব। ছুট মারবি কেন? আমি কি তাই বোল্‌চি?

গ। না বলেন নি,—(স্বগত) আমার তো আর তোমার কর্ত্তার মতন ঝ্যাঁটা খাবার সাধ নেই, আমি পালাচ্চি।

ব। আচ্ছা গদা তুই এত দিন আচিস্, আমার কাছে তো কিছু চাইলি নি—

গ। (স্বগত) (হিঃ হিঃ হিঃ) ইচ্ছে কচ্চে, ছুটে গিয়ে দোরটা বন্ধ করে দশটা মোথরো ঘরে আনি। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে চাই নি, আপনি কি তা দেবেন না?

ব। এই নে যা, এই ১০টা টাকা নিয়ে যা—

গ। (স্বগত) মথুর বাবু চিরজীবী হোন। (প্রকাশ্যে) বলি সদর দোরটা কি দিয়ে আস্‌বো?

ব। না রে!

গ। (স্বগত) কর্ত্তা শালা বার পাঁচ ছয় বার আনাগোনা কোরবে, এ বেশ জানে।

স্বামীর পুনঃ প্রবেশ

মু। আমার লাঠিগাছটা কোথায়?

গ। (স্বগত) তোমার মাথায়!

ব। তোমার লাঠি কোথায়? আমি কি জানি? আমি কি তোমার লাঠির খবর রাখি?

মু। (স্বগত) একটু তফাৎ তফাৎ হয়ে বসেচে, এক বার সমাজটা না বেড়িয়ে এলেও তো নয়। (প্রকাশ্যে) আমি চল্লুম। (গমনোদ্যম)

গ। (স্বগত) বলি ঝ্যাঁটাগাছটা আন্‌বো নাকি? কর্ত্তা না মার খেলে যাবে না।

[মুরারির প্রস্থান।

ম। দেখ আজ অনেকবার আসা যাওয়া কচ্চে, আমি যাই—

ব। আজ একটা হেস্তনেস্ত হোগ না—

ম। না, বোধ হয় ফের আস্‌বে।

ব। তা তো আস্‌বেই, চল ছাতে যাই।

ম। না—না, এইখানে বোসো, জান্‌তে পাল্লে আমার বড্ড নিন্দে হবে।—নেহাৎ যদি বস্‌তে হয়, বেটা এখনও আসা যাওয়া কর্চ্চে, তুমি একটা মজা কর।

ব। ও যেই আস্‌বে, তুমি ঝড়াস করে মূর্চ্ছা যেও?

গ। (স্বগত) ভ্যালা মোর বাবা রে, তা নইলে কি তোর সঙ্গে মিল খায়।

ম। দেখ আমিও অমনি ও বেটাকে দেখে হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ, করে উঠবো; দেখ গদা সব জানে, ওকেও বলে দেওয়া যাক্, যাতে ও বেটা ঐ রকম করে, (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে গদা!

গ। আজ্ঞে—

ম। তুই বোক্‌সিস পেয়েচিস্।

গ। আজ্ঞা হ্যাঁ (স্বগত) আবার—যেন কিছু পাব? বোধ হচ্চে।

ম। আমরা কি বোলচি বুঝতে পেরেচিস্।

গ। আজ্ঞা হ্যাঁ, মোণ্ডা খাব—কলা খাবো।

ম। তুই একটু পাবি না।

গ। না তেমন বরাৎ নয়।

ম। শোন? বেটা কি বলে।

ব। তুমি সে বান্দা আমার তাতে যে লাঞ্ছনা হবে তা আমি জানি।

ম। চাকরের খোসামোদে বুঝি শোদ গেল না।

ব। কখন যদি মথুর হতে পারে,—শোদ যায়।

ম। পিরীত রাখ, এখন কাজের কথা কও? (প্রকাশ্যে) দেখ গদা, হাঁউ মাঁউ খাঁউ কত্তে পারবি।

গ। না বাবু আপনি কোরবেন হাঁউ মাঁউ খাঁউ, আমি দোরে দাঁড়িয়ে বোলবো "মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ পাঁউ"।

ব। গদা তুই যে বাড়িয়ে উঠচিস্।

গ। বাড়িয়ে তুল্লে রে!!

ম। আহা চুপ কর না।

নেপথ্যে—স্বামীর গলাধ্বনি

ম। গদা দেখিস্।

গ। আমায় শেখাতে হবে না।

স্বামীর প্রবেশ

ব। বাবা রে মা রে গেলুম রে (মূর্চ্ছা) ওগো কে গো এমন বিকট মূর্ত্তি মানুষ কখন তো দেখিনে গো।

গ। ওরে হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ, দশ দশ দশ টাকা পাঁউ।

মু। কি রে গদা, দশ দশ টাকা পাঁউ কি রে?

গ। তবে রে শালা সব কথা তোমায় বলি, আর আমায় বোক্‌সিস ফাঁক যাগ। ধর শালাকে চেপে, মার লেঙ্গি।

উভয়ের পতন

মু। ওরে ছেড়ে দে গদা, ছেড়ে দে।

গ। তোর বাবাকে ছাড়িনে। ওগো এখন তোমরাও টেনো আমি বেটাকে চেপে ধোরেছি, তিন তিন মাস মাইনে দাওনি, দশ দশ টাকা!! ধর—শালাকে চেপে, জোর কোরে চেপে ধ'রেচি, ওগো ওটোনা, আমি যখন লেঙ্গি দিয়ে ফেলেচি ওর বাবাও হাত ছাড়াতে পারবে না, রোস্ তো শালার চোক দুটো চেপে ধরি।

ব। কি রে গদা, কি রে গদা ও কেও!—কেও!—কেও।

গ। ওগো শালা বড় কামড় দিয়েচে গো। (ক্রন্দন)

ব। ছেড়ে দে ছেড়ে দে কেও, ও গদা কি কারিস্ সর্ব্বনাশ কোরেচিস্ কর্ত্তা যে—

মু। আর কর্ত্তার নেই বাবা, একবার ছেড়ে দিতে বল—

ব। ওরে গদা ছেড়ে দে?

মু। (উঠিয়া) তোমার মনে এই ছিল—

ব। (স্বগত) আর ঢের—আছে—(প্রকাশ্যে) কি গা—আমায় ধর—বলি এসব কি—আমায় ধর গো, আমার গা কাঁপচে।

মু। আর ধরাধরি কাজ নেই বাবা, আমি নাকখৎ দিয়ে চলে যাচ্চি—

ম। মশাই করেন কি, মশায় করেন কি, এ আলোটার কেমন দোষ!! বোধ হয় তেলে কি আছে—আমি দেখলাম যেন আপনি বিভীষণ এলেন, আর আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

মু। বলি বাবা কেমন হনুমানটি লেলিয়ে দিয়েচো।

ম। আমার অপরাধ কি বলেন—

মু। তবে রে শালা তোমার অপরাধ কি?

ব। আমার আবার গা কাঁপচে।

মু। বলি—ও শালা গদা, ও বেটীর গা কাঁপচে, তুই শালা আবার লেঙ্গি মারবি নাকি।

ব। না মশাই ও আলোর দোষ, ও গদা তুই—আলোটা বাইরে নে যা—

মধু। বাবা! তুমি এখানকার কর্ত্তা তোমার যা ইচ্ছে তাই কর—

ম। মশাই ইচ্ছে আর কি, দেখতে পাচ্চেন মেয়ে মানুষটি অস্থির হোয়েচেন।

মধু। বাবা তুমিও অস্থির হয়েচ, তা নৈলে আলো নিয়ে যেতে বল, গদা তুই দশটা লেঙ্গি মার, আলো নিয়ে যাস্ নি, ও লেঙ্গির চোদ্দ পুরুষ, ওগো এই জান্‌লা দিয়ে যে চাঁদের আলো আস্‌তো গা, আজ কি চাঁদটাও লুকিয়েচে—

ব। (স্বগত) সহস্র চাঁদ উদয়, তুমি চাঁদ লুকিয়েচ বল—

গ। (আলো লইতে যাওন)

মধু। ও গদা তোর পায়ে পড়ি, আলো নিস্ নি, লেঙ্গি মাত্তে হয় তো মার, আচ্ছা আলো থাক, আমি বেরিয়ে যাচ্চি।

[প্রস্থান।

ব। দেখ ফের আস্‌বে।

গ। আর দুটো টাকা দেও, আমি ঝ্যাঁটা পিট্‌বো—

ম। গদা আলোটা নিয়ে যা।

[প্রস্থান।

নেপ। ও রে বাবা রে! ওরে চক্ চক্ শব্দ হচ্চে, ওরে চুমোর ডাকে যে প্রাণ বাঁচে না রে।

ব। ওখানে মর না।

স্বামীর প্রবেশ

মধু। ওরে আলোটা জ্বাল্ না, চক্ষু কর্ণের বিবাদ মেটাই।

গদার ঝ্যাঁটা লইয়া প্রবেশ

গ। বলি ও শালা চোর, এখনও তোমার বিবাদ মেটেনি (প্রহার)।

ব। ও গদা করিস্ কি।

গ। খুব কোর্‌বো, শালার আক্কেলকে মারি ঝ্যাঁটা, দাঁত ছিরকুটে পোড়লো, আলো নেবালে, আমায় দশ টাকা বক্‌সিস্ দিলে, তবু ও বলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মেটাই—তবে রে শালা (প্রহার)।

মধু। ও গদা ঝ্যাঁটা থামা আক্কেল পেয়েছি।—

গ। আলো নিবিয়ে আক্কেল দিতে পাল্লে না, ঝ্যাঁটার চোটে আক্কেল হোলো, সব মিছে।

মধু। ওরে আক্কেল হোয়েচে।

ম। মশাই কি বোক্‌চেন।

গ। আক্কেল পাচ্চে পাগ না, তোমার এত তাড়া কিসে পল্লো।

ব। গদা চুপ কর না।

গ। আরে না না বোঝ না, আক্কেল পাবে।

মধু। ঝ্যাঁটায় ছেড়েছে বিষ ওরে বাপ ধন।

ম। যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপন চুম্বন।

যবনিকা পতন

দেবেন্দ্র চক্রবর্তী, অজ্ঞাত, অজ্ঞাত, অবিনাশ মুখোপাধ্যায়, (সিঁথির) মহেন্দ্র কবিরাজ, বিজয় মজুমদার,
(×) দানা কালী, দেবেন্দ্রনাথ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ,
তারক দত্ত, অক্ষয় মাস্টার, গিরিশচন্দ্র, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, মহেন্দ্র মাস্টার

ভোটমঙ্গল

বা

সজীব পুতুলো নাচ

[সাময়িক ব্যঙ্গ-নাট্য]

(২২শে আশ্বিন, ১২৮৯ সাল, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

দৃশ্য

পুতুলো নাচের ঘর

নাচওয়ালাগণ উপস্থিত, কালুয়ার প্রবেশ

গীত

ঝাড়ু লাগাতা হাম যাঁহা যাতা,
নাম মেরা কালুয়া,—
হাম অনারারি, নেহি ভাতা পাতা,
খাতা হাম হালুয়া।
যাঁহা তলাও রহেতা, হুয়া জরিমানা,
বাগিচা রাখনে মানা,—
ছোটী ছোটী সব নর্দ্দামা থা,
সরাপ পিকে গিরনে মুস্কিল হোতা,
শোনেকো জ্যাগা কুচ থোড়ি মিলতা,
ছোটী নর্দ্দামা হাম বুজায় দিয়া,
হোড় চলতা, পায়ের ঢলতা,
মজেমে গিরতা দল্ দলুয়া।

নাচ-ও। তুমি কে গো?
কালুয়া। পি—পি—পি।
নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার ঝাঁটা হাতে, ঝাঁট দে বেড়াও পথে পথে?
কালুয়া। পি—পি—পি।
নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি মেতর,—তোমার ভারি জোর, তুমি চ'লে গেলে পাশ দেয় সকলে —পইস্ পইস্ পইস্?

ভুলুয়ার প্রবেশ

গীত

নেহি করেগা মেতরকা কাম লেগা কমিসানি,—
বোলা হাম্‌কো মেরা রূপী জানী।
ভোট আলবৎ লেগা, যো নেহি দেগা,
মেরা গোস্যা হোগা;
হাম্ পচাশ রূপেয়া দেতা খাজানা,
সরাপ পিকে কেৎনা জরিমানা;
বহুৎ রোজসে কর্‌তা হ্যায়, হাম কাপ্তানী।

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো?
ভুলুয়া। পি—পি—পি।
নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার নাম ভুলুয়া, তোমার ভাই কালুয়া, তোমার জানী রূপী,— সরকার থেকে পেয়েছ লাল টুপী? এবার কমিসানি নেবে, না ভোট পেলে ঘরে ময়লা দেবে?
ভুলুয়া। পি—পি—পি।
নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার গোস্যা বড়, তোমায় দেখে সবাই জড়সড়?
ভুলুয়া। পি—পি—পি।
নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার জানীর সঙ্গে বড় দস্তি, নতের জন্য করে কুস্তি, তার বড় মুস্তি?
ভুলুয়া। পি—পি—পি।

মেতরাণীর প্রবেশ

গীত

হামকো নত দেনে হোগা,
নেই তো ঝুম্‌কা,—
নেই তো ছোড়ি চলা যাগা তুম্‌কা।
মালুম হুয়া তেরা বেইমানী,
তোম্‌সে নাহি পিগে হাম্ সরাপ-পানি,
মেতরাণী লা'ও যাকে দুম্‌কা॥

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো?
মেত। পি—পি—পি।
নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার নাম রূপী, তোমার খসম পেয়েছে রাঙা টুপী? তুমি নথ্

না পেলে যাবে চ'লে? নিদেন ঝম্‌কো ঢেঁড়ি,
দেবে পাড়ি,—চ'ল্‌বে না আর ময়লার গাড়ী?

জল-গাড়ীওয়ালার প্রবেশ

গীত

ছিটাতা মিঠা পানি, মিলা গাড়ী-ঘোড়া,
মুঝ্ পর হুকুম হ্যায় বহুত কড়া।
যব পানি লেগা,
যেস্‌কা সাদা ধুতি, ওস্‌কো ছিটায় দেগা,
রেণ্ডী দেখ্‌নেসে পিছে তাগা:
হুকুম হ্যায় রোখ্‌নে জুড়ি,
হাম্‌কো তোম্ জান্‌তা থোড়ি;
পানি ছিটানে বহুত হ্যায় পিনে থোড়া।

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো?

জল-গা। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি সরকারী লোক, লোকের কাপড় ভিজাতে ভারি ঝোঁক, রাস্তায় হোক বা না হোক?

জল-গা। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার রোকা ঘোড়া—দেখ্‌লে বুড়ো মড়া—তার পড়ে ঘাড়ে, দাঁড়াও না কখন পথ ছেড়ে?

জল-গা। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বেড়ে, বেড়ে, বেড়ে।

জল-গা। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, কাম সারা হ'লো, সব

[নাচওয়ালা ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

পুরোহিত, কোচম্যান, খানসামা, দাওয়ান, উমেদার, মোসাহেব, কৰ্জ্জকারক ও গুরুর প্রবেশ

গীত

পুরোহিত। বাঁচি যদি ক'র্‌বো পুরুতগিরি,
পায় গিয়েছে ছড়,—

কোচম্যান। ছোড়েগা কোচমানী,
ভোট জুলুম কি জড়!

খানসামা। তামাক সেজে আর রাত জেগে,
ঝক্‌মারি চাকরী পড়ি ভেগে,

দাওয়ান। থাক্ দাওয়ানী পারি নি আনাগোনা,
ভোট ভোট ভোট খালি টানা;

উমেদার। বাবা উমেদারী কামে গড়।

মোসাহেব। মোসাহেবী চলে না আর,
হলো হাড়্‌ডি সার,

কর্জ্জকারক। বাবা কুক্ষণে নিয়েছি ধার;
শালা ভোটের তরে, দিলে গালে চড়।

গুরু। বেল্লিক কথা, ভোট পাব কোথা,
রোদে চ'লে ধল্লো মাথা:
বিদায় নিতে গেছি দায় পড়ে,
গুরুগিরি এবার দেব ছেড়ে,
করে রাস্তা হড়্ হড়,
নিজে গাড়ীতে হাড়ীতে পড় তোরা পড়।

নাচ-ও। (পুরোহিতের প্রতি) ও গো, তুমি কে গো?

পুরো। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, ছাড়্‌বে পুরুতগিরি, তোমার উপর জুলুম ভারি, পুজো হোক্ বা না হোক্, গিন্নীর ধ'রেছে রোগ, বলে ভোট ভোট ভোট, নইলে এই পুজোয় দেখাবে এক চোট, বল দেখি বাপু, কোথায় ক'র্‌বে জোটা-জোট?

পুরো। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বইঠ্—বইঠ্—বইঠ্। (কোচ-ম্যানের প্রতি) ও গো, তুমি কে গো?

কোচ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি ছেড়ে দেগা কোচমানী, সময় পাও না খেতে পানি? জানী তোমার অম্বল রেঁধে কাঁদে, এই ভোটের জ্বালায় প'ড়েছ বড় ফাঁদে?

কোচ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বাবা যে টানা-পড়েন, ঘোড়া নাদে, সইস তল্পী বাঁধে!

কোচ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বইঠ্—বইঠ্—বইঠ্। (খানসামার প্রতি) ও গো, তুমি কে গো?

খান। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি খানসামা, এনাম পেয়েছ ছেঁড়া জামা, আর পার না, ভোর রাতই আনাগোনা, তাদের তো আর তামাক সাজ্‌তে হয় না, তোমাদের ছোট খোকা নেছে ভোটের বায়না?

খান। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কৰ্ত্তা গিন্নীর চড়া হুকুম, রেতে

কারো নাইকো ঘুম, বৈঠকখানায় রাত দিন লোকের ধুম?

খান। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বইঠ্—বইঠ্—বইঠ্। (দাওয়ানজীর প্রতি) ও গো, তুমি কে গো?

দাও। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি দাওয়ানজী, ক'চ্চো ভাগ্‌চি ভাগ্‌চি; কর্ত্তা ভারী রাগী, নিশ্বেস ফেল্‌তে দেয় না; একে ঘুচে গেছে পাওনা, রেওৎরা হ'য়েছে স্যায়ানা, তার উপর এই পড়েন আর টানা?

দাও। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কাজ নাই তোমার আর, বয়েস তো হ'য়েছে, হও দক্ষিণমুখো রওনা, না একটু ব'স্‌বে?

দাও। পি—পি—পি।

নাচ-ও। মোটা পেট, কোমরের কসি একটু ক'স্‌বে? বইঠ্—বইঠ্—বইঠ্। (উমেদারের প্রতি) ও গো, তুমি কে গো?

উমে। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি উমেদার, মনে মনে ভাবছো হবে পগার পার? তোমার উপরেই জবরদস্তি,—সার হ'য়েছে চামড়া অস্থি, আর গস্তে যেতে পার না, কিন্তু না গেলেই না?

উমে। পি—পি—পি।

নাচ-ও। ক'র্‌চো উমেদারী, যদি পাও চাক্‌রী? এখন বাজার গরম ভারি, যে দিন আন্‌লে ভোট তো ভাল, নইলে জুতোর চোটে প্রাণ গেল?

উমে। পি—পি—পি।

নাচ-ও। আবার বড়-বৌ নেছে বায়না?—তবে তো না ক'ল্লেই না! বইঠ্ যাও—বইঠ্ যাও—বইঠ্ যাও। (কর্জ্জকারকের প্রতি) ও গো, তুমি কে গো?

কর্জ্জ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি কর্জ্জ ক'রে প'ড়েছ ভারি ঘোরে, চাই দশটা ভোট, ঘুরে ঘুরে হ'য়েছ দড়া; বড় কর্ত্তা ব'লেছে, নইলে সুদ ছাড়বে না এক কড়া?

কর্জ্জ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমার লাঞ্ছনা ঘরে পরে, চড় খেয়েছ ভোটের তরে, আহা! এমন জায়গায়ও ধার নেয়, ঘাম ছুটেছে গায়। বইঠ্—বইঠ্—বইঠ্। (মোসাহেবের প্রতি) ও গো, তুমি কে গো?

মোসা। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি মোসাহেব, এবার পাচ্ছো বেগ; আর চলে না, সব কাপড়ই ময়লা হ'লো? কোথা চড়তে জুড়ী, না হেঁটে প্রাণ গেল—এমন বদ্‌ইয়ার ভোটও এল!

মোসা। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বাবুর কাপড় প'র্‌তে পাও না, খানার নাই ঠিকানা, তুমি ভোট কুড়ুচ্চো এ দিকে, ও দিকে ব্রাণ্ডির বোতল উঠ্‌লো?

মোসা। পি—পি—পি।

নাচ-ও। আ গেল, চাকরগুলো একটু লুকিয়ে রাখে না গা। বইঠ্ যা, বইঠ্ যা, বইঠ্ যা। (গুরুর প্রতি) ও গো, তুমি কে গো?

গুরু। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি গুরু। তোমার বুদ্ধি ভারি সরু; কিন্তু এবার প'ড়েছ ফেরে, কত ঢেউই তুলছে বাবা! ভোট নিয়ে এলো কে রে? উঠ্‌লো খৃষ্টানী ধাঁজ, সে ছিল ভাল। ব্রহ্ম-ঢেউ চ'লে গেল,—উঠ্‌লো আবার ভোট, এ আবার কি নতুন ধর্ম্ম উঠলো গা?

গুরু। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বিদেয় এক চেটে আটক, ভাব্‌ছ দেশে সর্‌বে একচোট, না হয় যাও দক্ষিণমুখে, উত্তরে ভারি শুকো; তোমার নস্যির ডিপে, খাও না হুঁকো?

গুরু। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বইঠ্ বইঠ্ বইঠ্।

বাইজীর প্রবেশ

গীত

রুমি ঝুমি পায়েলা বোলে,—
পিয়ালা পিয়া পিয়া, গোলাবী আঁখি ঢুলে।
জেরাসে মজা চলা, ইসারা হেলা দোলা,
গোলোলা মালা দেগা পিয়া গলে।

নাচ-ও। ও গো, তোমরা কে গো?

বাইজী। পি—পি—পি।

১ নাচ। কি ব'ল্লে, তোমরা বিল্লিওয়ালী ছাই?

২ নাচ। দূর পোড়ারমুখো—দিল্লীওয়ালী বাই। এবার প্রাইস্ বড় হাই—শীগ্‌গির কেউ পাবে না ঘাই।

বাইজী। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, বাগানে নাচ হবে, লোক দেখ্‌তে যাবে; অমনি ভোট লিখে নেবে, তোমরা রওনা হ'য়েচ তাই?

বাইজী। পি—পি—পি।

নাচ-ও। যে ব'ল্‌বে ভোট দেব না, তার গালে দেবে ঠোনা, যাচ্ছো তাড়াতাড়ি, দাঁড়িয়ে আছে গাড়ী?

খেলোয়াড়দ্বয়ের প্রবেশ

গীত

দোনো ভাই দোস্তিমে হোগা লড়াই,—
উহে জুলুমদার, হাম বোলে সাফাই।
নেই সমুজে হ্যায় বেকুব খাড়া,
মেরা যেত্তে থা ভোট সব দিহি কাটাই।

নাচ-ও। তোমরা কে গো?

খে-দ্ব। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমরা দু' ভাই, আপোসে ক'র্‌বে লড়াই, চেগে উঠেছে ভোটের বাই, তুমি ব'ল্‌চ গৌর, ও ব'ল্‌চে নিতাই? তা মিটিয়ে ফেল না ছাই।

খে-দ্ব। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কভি নেই—লাগাবে গরম চাঁটি, একান্তই লাগ্‌বে, রগ্ তাগ্‌বে?

খে-দ্ব। পি—পি—পি।

নাচ-ও। তেরা নাক না তোড়ে, মেরা টিকি না ওড়ে, তেরা কাণ না কাটে, মেরা গোঁপ না ছাঁটে!

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

কতিপয় পুত্তলিকার প্রবেশ

গীত

দেখ্‌ছি এবার প্রাণ বাঁচা ভার,
ছার ভোটের তরে।
ঐ জুটে পুটে আস্‌ছে ছুটে,
লুকুই গিয়ে অন্দরে।
খিল্ দে এ'টে দিস্ নে রে সাড়া,
না হয় বলিস্ ম'রেছে মড়া,
ঘুচ্‌বে বালাই বলিস্ সাফাই,
জেলে নে গেছে ধ'রে।
তবু যদি বাড়াবাড়ি পেড়াপীড়ি হয়,
কালী কলম বের করে তুই দেখাবি রে ভয়,
দিবি তাড়া, ব'ল্‌বি দাঁড়া,
ভোট লেখাব জোর করে।

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। ভোট লেখাব, পালা পালা পালা! দল বে'ধে সব আস্‌বে মেলা, পালা পালা পালা!

গীত

না হ'লে নয় কমিসনার দেখ্‌ছি যে বাজার,—
হবে সহর মাটী, বস্‌চি খাঁটি,
টেক্‌স বাড়া হবে ভার!
রেতে দিনে চ'ল্‌বে জলের কল,
আলো হবে গলি, কোথা হোঁচট খাবে বল?
চ'লবে না ঢল রাস্তা জুড়ে,
থাক্‌বে না আর এ বাহার।
নূতন বাড়ী হবে না আর মাঠ,
থাক্‌বে না জ্বর ওলাউঠো উঠ্‌বে বার্ণিংঘাট,
সুদ পাবে না সহর জুড়ে,
ঘুচবে মিউনিসিপাল ধার!
সুদু সুদু কোমর কি আঁটি,
হাত তুল্‌বে ভোট দেবে গে আট্‌কাবে ঘাঁটি;
কে করে আস্থা, চালায় রাস্তা,
বস্তি করে ছারখার।
শিখেছে বিলাতী কারসাজি,
দেখে নেব আবার ভোটবাজি,
বুদ্ধি মস্ত, ক'র্‌ছি কস্ত,
দোস্তর মুখে দিব খার।

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি গয়লা-পাড়ার গোপাল, চাল্‌বে এক চাল; কমিসানি নেবেই নেবে, বে-আইনি ক'ল্লে ঘানি দেবে; তোমার সঙ্গে কে?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। 'সবে ধন,' উনি ১ নম্বর সুরকি কুট্‌তে বিলক্ষণ; ঘুমুচ্ছিলেন সরষের তেল

দিয়ে, তাই প'ড়েছেন পেছিয়ে; আর কে চ'লেছে মাদা মাদা?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। ১১ নম্বরে ভুটে গাধা. প'ড়েছে পাছে; দুটো খায়, একটা নাচে।

[পুত্তলিকাগণের প্রস্থান।

অপর একদল পুত্তলিকার প্রবেশ

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, বেঁধেছ ভোটের মোট, লাগিয়েছ এক চোট; কমিসনার হবে, কি ব'ল্বে?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। হাত তুল্‌বে কার দিকে?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। দেখ্‌বে, যে দিকে কানাই বলাই, বেশ ঠাউরেছ ভাই, তোমার মতনই কমিসনার চাই।

উক্ত দলের প্রস্থান ও অপর দলের প্রবেশ

নাচ-ও। ও গো, তোমরা কে বল গো?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমাদের আইন প'ড়ে মুখ ভারি সাফাই; হ্যাঁ, হ্যাঁ, নইলে কি কমিসনিতে লাফাই; তোমরা কোন্ দিকে ভাই?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কারো দিকেই নাই, দুটো পয়সায় একটা টাইটেল চাই?

উহাদের প্রস্থান ও অন্যদলের প্রবেশ

নাচ-ও। ও গো, তোমরা কে গো?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমরা বড়লোক, ধ'রেছ ঝোঁক? ঠোক তাল ঠোক; সেই তো উকীলপাড়ায় যাও, ঘরের খাও; কি ক'র্‌বে ছাই, মিটিংয়ে গে তুল্‌বে হাই। [প্রস্থান।

উহাদের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। তুমি কে গো, ভোট বড় পাও নি বটে, তবু রাখ্‌চো পেন্টলেন এঁটে?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। আঁচ্চো যাবে কোটে, কমিসনার তো না হ'লেই নয়, সহরটা মজে যায়।

উহাদের প্রস্থান ও অপরদলের প্রবেশ

নাচ-ও। তোমরাও সব হাত তোল্‌বার দল, টাকা আছে ক'রেছ আচ্ছা কল।

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। হাজার হোক্, পড়া-শুনা তো ক'রেছ, বাবুর ক্লাসের পরিচয়টা দেবে, ক' ঢোক খাবে?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। তিন ঢোক্, তবে তাল ঠোক।

উহাদের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমরা ডাক্তার, ফেলে ক্যাপ দেবে সামলার বাহার,—তোমরা কার?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানাই তো যার, কথায় কাজ নেই আর।

উহাদের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি কানাই, তোমার বড় ঘাই, প্রজার মুখে দিয়ে ছাই, টাইটেল নির্ঘাত চাই?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। শিখেচ ফুস্-মন্তর, যত বড়লোক সব তোমার যন্তর; তুমি ধন্যি ছেলে! কোথায় দড়ি পেলে? ধেনু বাঁধ্‌তে কানুর যোড়া নাই।

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। ভোট তোমার একচেটে; ভাব্‌ছ কিন্তু তোমার বলাই গেছে গোঠে, পাছে মারা যায় মাঠে।

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। বটে, বটে, বটে।

উহাদের প্রস্থান ও নাপ্তিনীর প্রবেশ

নাপ্তিনীর গীত

আমি কুণিকাটা রসের নাপ্তিনী,—
ছোঁড়াকে ব'লবো এবার করে যেন কমিসানি।
ন-পাড়ার গিন্নী মাগী,
গাল দিয়েছে গতরখাগী,
নাইকো কড়ি কিন্‌তে দড়ি,

কিসের জারি জানি নি।
ছোঁড়া যদি কাজটা পেতো,
বাড়ীর উপর রাস্তা যেতো,
এমন তো হ'চ্ছে কত,
ব'লেছে ভূতী মিতিনী॥

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো?

নাপ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি নাপ্তিনী, তোমায় দেখ্‌লেই বলে, কেটে দে নখ, নখ-কুণি, তুমি ক'চ্চো ফর্‌ ফর্‌, রেগে চ'লেছ ঘর?

নাপ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। মিন্‌সে যদি হয় কমিসনার, বড় বাড়ী রাখ্‌বে না আর, বাড়ীর উপর চালাবে রাস্তা, আছে ব্যবস্থা, ব'লেছে বুদ্ধির ধুচুনি, তোমার ভূতী মিতিনী।

নাপ্তিনীর প্রস্থান ও অপর পুত্তলিকার প্রবেশ

নাচ-ও। গড ড্যাম রেণ্ডি, কোন হ্যায়, কুচ্‌ পরওয়া নেই—ড্যাম ফুলি ড্যাম, তোমরা কে গা?

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তোমাদের আছে লক্ষণ, আগে ব'ল্‌তে মোচার ঘণ্ট, এখন বল গুণ্টন; আগে ব'ল্‌তে কলা, এখন বল কেলা, বুঝেছি, আর ব'ল্‌তে হবে না মেলা—ড্যাম ফুলি ড্যাম, খেলে কত হ্যাম, তবু হ'লো না ম্যাম!

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। সদাই আঁটা পেন্টুলন, কাজ-কর্ম্ম নাই তেমন, আবল তাবল ব'ক্‌তে পাও না, যাও না মিটিংয়ে যাও না,—কিছু না হোক নামটা হবে, কাঁহাতক্‌ আর এক্‌লা ব'সে খাবি খাবে।

পুত্ত। পি—পি—পি।

নাচ-ও। গট হ'য়ে আছ ব'সে, তোমার ভোট দিক্‌ এসে, তোমাদের ইংরাজী খুব সড়-গড়, এই ভোট প'ড়্‌ল তড়তড়; ড্যাম ফুলি ড্যাম!

পাদ্রী সাহেবের প্রবেশ

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো?

পাদ্রী। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি ভুষুণ্ডি, এখন ধ'রেছ ঠণ্ডি; মিটিং ক'র্‌বে ঘ্যান ঘ্যান, শত্রু মিত্র দেবে পিট্‌টান? ভাষায় বিদ্যা বড্‌ড দর, কোন্‌ কথায় কি গোড়া, তা ক'রেছ সড়গড়; দেখ্‌ছ ঠিক ফাদার থেকে বাবা, মাদার থেকে মা; ভোটের কি রুটি গা।

পাদ্রী। পি—পি—পি।

নাচ-ও। ফোর্ট থেকে ভোট; ফোর্ট মানে কেল্লা, ফোট মানে চাঁপা-কলা; বোঝ না কেন, কেউ পেয়েছে বার শো, আর যে বড় ডাক্তার সাহেব—পেয়েছে পাঁচটা পোড়া খ'য়ের মো।

একজনের প্রবেশ

নাচ-ও। ও গো, তুমি কে গো?

এক-জ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে তুমি গো বেচারা, তোমার বাড়ীর চারিদিকে নার্‌কেল-চারা? তোমার কি, তুমি বুদ্ধির ঢেঁকি, কারুকে কি অন্যায় ক'র্‌তে দাও! আইন জান, জারি ক'রে দেখ—যদি ভোট পাও।

এক-জ। পি—পি—পি।

নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি মর্ত্ত্যে থেকে স্বর্গে যেতে, আট্‌কে গিয়েছে অর্দ্ধেক পথে? তুমি কলির হরিশ্চন্দর, তোমার লেক্‌চার বড় সুন্দর, পেয়েছ ঠিক অন্দর—ড্রেণ ক'রেছ ভেয়াস কি বাল্মীকি, ম্যাকেভিলি বা কণিকী; তোমার ধান ভান্‌তে শিবের গীত, বাহাবা তোমারই জিত!

সমবেত গীত

শুন্‌লে পরে সখের ভোট-মঙ্গল,—
বৌ-বেটা সব ঠাণ্ডা থাকে
ঘুমিয়ে বাঁচে ছেলের দল।
দলাদলি ঢলাঢলি উঠে গিয়েছে,
ভোট নামে কোট গায়ে দিয়ে,
সেই এল কে'চে;
এবার ইংরাজী ধাঁজ কড়া মেজাজ,
সহর জুড়ে বাজলো ঢোল।
রোকের চোটে আপন পর নাই ভেদ,
হ'ল যজ্ঞ বন্ধুমেধ,
বড় ধুম জ্বল্লো আগুন, ঘুচ্‌লো মনের খেদ;
দিগ্বিজয়ী যজ্ঞ বটে বুঝ্‌বে এবার ফলাফল।

যবনিকা পতন

সপ্তমীতে বিসর্জ্জন

[পূজার পঞ্চরং]

(২২শে আশ্বিন, ১৩০০ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পঞ্চরঙ্গের পাত্রপাত্রী

পুরুষ-চরিত্র

গোবর্দ্ধন। উকীল। মামা। খোকাবাবু। সাতকড়ি। খানসামা। প্যালারাম। দালাল। ধনী। গোঁসাই।

স্ত্রী-চরিত্র

বিরাজ। বিরাজের মা।

আদালতের বেলিফ। ওয়ারেন্টের আসামী। বাজীকর ও বাজীকরী। বেহারা ও বেহারাণী। চুড়ীওয়ালা ও চুড়ীওয়ালী। কাপড়ওয়ালা। খোস্‌বোওয়ালা। জরি-ফিতেওয়ালা। গাউন-বডীওয়ালা। নাগরিক ও নাগরিকাগণ। ঢুলী ও কাঁশীদার। সাহেব ও মেম। ইয়ারগণ। যাত্রাওয়ালাগণ (অধিকারী, নন্দঘোষ, যশোদা, রাধা, কৃষ্ণ, বলরাম, রেবতী ও দোহারগণ)। সার্জ্জন। জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণ। মিলিটারি লেডী ব্যান্ড রমণী ও পুরুষগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

পুরুষ ও রমণীগণ

গীত

রমণীগণ। সই লো, সাজো সমরে,—
দেখি, এই পূজোতে মিন্‌সে কি করে।
পুরুষগণ। রাগ ক'র না চন্দ্রাননি,
আছি যোড়করে।
১ রমণী। শাড়ীর মুখে ঝ্যাঁটার বাড়ি,
আমার গাউন চাই,
১ পুরুষ। তাই হবে লো তাই;
২ রমণী। হ্যামিল্টনের নেক্‌লেস এবার,
তারাহারের মুখে ছাই,
২ পুরুষ। তাই হবে লো তাই;
৩ রমণী। কাউরে ঢোলের আওয়াজ
বেজায় তালা ধ'রে যায়,
পূজোর ক'দিন ষ্টিমলঞ্চে বেড়াব গঙ্গায়,
৩ পুরুষ। দু'জনে সাম্‌নে ব'সে
ফুর্‌ফুরে হাওয়ায়;
৪ রমণী। আমায় কিনে দাও টমটম,
গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে রাখ্‌বো খানিক দম,
গো-টু-হেল্ বাঙ্গালীটোলা
পূজোর ভিড় কি কম?
৪ পুরুষ। পাশাপাশি ব'সে দু'জন
যাব রমারম্;
সকলে। পূজোটা কেটে যাবে আমোদের ভরে।
[সকলের প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্য

নূতন বাজারের রাস্তা

এক দিক দিয়া ধনী, উকীল, দালাল ও অপর দিক দিয়া খোকাবাবু ও ঠিকুজী হস্তে খান্‌সামার প্রবেশ

খান্‌সামা। খোকাবাবু সাবালক হ'য়েছে, কে হ্যান্ডনোটে ধার দেবে দাও, এই ঠিকুজী দেখে নাও।

দালাল। কত টাকা নেবেন? পাঁচশো টাকা কমিসন দিতে হবে। পঁচিশ পার্শেন্টের দরে এক মাসের সুদ আগাম। দালালী বিশ পার্শেন্ট; গদিয়ানী আর উকীল খরচা। টাকা চান্ ত' আসুন,—ধনী, উকীল প্রস্তুত, এই সঙ্গে আছে; হ্যান্ডনোট লেখা আছে, সই করুন—এই কলম নেন্।

উকীল। এই হিসাবে দেখুন,—পাঁচশো টাকা কমিসনে গেল, এক মাসে সুদ আড়াই শো টাকা গেল, এই হ'লো সাড়ে সাতশো; আর দু'শো দালালী—এই সাড়ে নশো; হাজারের

পঞ্চাশ টাকা হাতে আছে, আর আপনার ঘড়ী ঘড়ীর চেন দিলেই উকীল খরচা মিট্‌বে।

খোকা। আচ্ছা, এই ঘড়ী-ঘড়ীর চেন নাও; নিদেন প'চিশটে টাকা আমায় দাও।

ধনী। লোকসান হ'লো—লোকসান হ'লো, তা নাও—নাও, কোত্থেকে আদায় হবে, তা বুঝতে পাচ্ছিনি! ফের দরকার হয়, এইখান থেকেই নেবেন, এত কম সুদে আর কোথাও পাবেন না।

খানসামা। এ ঘর তোমার বাঁধা রইলো।

দালাল। এই দুটো টাকা তুমি ব'খ্‌শিস্ নাও, বাবুকে নিয়ে এস ফের।

ধনী। তবে এস, টাকা দিই গে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রবেশ

উভয়ের গীত

উভয়ে। দেখে যাও ভানুমতীর খেল,
খুসী হবে দেল্।
পুরুষ। আমি করি বাঁশবাজী,
স্ত্রী। আমি সব কাজে কাজী, মাত করি বাজী,
উভয়ে। এস হে, সখের বাজী দেখ্‌তে কেরাজী,
স্ত্রী। মিন্‌সে কত খাবে ডিগ্‌বাজী,
পুরুষ। ভানুমতী মুচ্‌কে হেসে
ছোটাবে আক্কেল।

আদালতের বেলিফ ও জনৈক ওয়ারেন্টের আসামীর প্রবেশ

আসামী। বুঝেছ বেলিফ সাহেব! আমি পালাবার ছেলে নই। অমন কতবার ধার ক'রেছি, কতবার জেলে গেছি। আমার সঙ্গে আসুন—পুজোর বাজারটা ক'রে আমি তোমার সঙ্গে জেলে যাচ্ছি; বেশী সওদা কিছু নেই, এই ধর কোম্পানীর ওখান থেকে টাকা শ' চেরেকের কাপড় নেব—এই বডি-টডি জোড়া কতক জুতো, এই এক জায়গা থেকেই সব সওদা হবে। দরওয়ানের কাছ থেকে দু'টাকা ধার ক'রে তোমায় মদ খাইয়ে দেব এখন। হ্যাঁ, আর একবার তোমায় এসেন্সওয়ালার দোকানে দাঁড়াতে হবে, সেখান থেকেও বিল সই ক'রে টাকা শ' দুইয়ের এসেন্স নিতে হবে, গোটা চার পাঁচ টাকা নগদও ধার পাব, তাতে তোমার গাড়ী-ভাড়া টাড়ী-ভাড়া সব হবে এখন। আমি বছর বছর জেলে অমন যাই, তুমি কিছু ভেব না। আর দেখ, তুমি নূতন এয়েছ, আলাপ ছিল না, এখন হামেসাই দেখাশুনো হবে; আম-ওয়ালার ধার আছে পাঁচশো, গয়লার সাড়ে চার শো, হোটেলওয়ালার পঞ্চাশ, মাসে তোমায় দু'বার নিদেন ওয়ারিণ নিয়ে আস্‌তে হবে, ক্রমে আলাপ হোক, আমি কেমন মানুষ, তুমি বুঝতে পারবে।

বেলিফ্। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছে বুঝেছে, আপনি বোনেদী আদ্‌মী, কর্‌জা তো ক'র্‌তেই হোয়। দেখ বাবু, হাম্‌কো একটো কোর্ত্তা চাই।

আসামী। তা চল না, দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

বেহারা ও বেহারাণীর প্রবেশ

উভয়ের গীত

পুরুষ। বাবু লোগ ঢালেগা সরাব খালি—
থোড়া মুঝে মিলি।
স্ত্রী। হাম্‌কো না দেনেসে দেগা গালি।
পুরুষ। পিয়েঙ্গে বৈঠকে তোম্‌রা সাত,
স্ত্রী। পিয়েঙ্গে হোয়েঙ্গে নেশামে কাত,
পুরুষ। মৎ ছোড় লাথ্, উস্‌রোজ টুট্ দিয়া
দাঁত;
স্ত্রী। তোম্ দুস্‌রেসে দোস্তি কর, হাম্
ঘরুমে চলি।
পিয়েঙ্গে সরাব খালি,—
নেই লাথ্ ছোড়েঙ্গে ক্যায়সে মিলি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন ও গণেশের মুখোস মুখে দিয়া প্যালারামের প্রবেশ

গোব। বলি হ্যাঁরে, এখনও মুখোসটা মুখে রেখেছিস্ কেন?

প্যালা। কেন, দু'ধারি পাওনাদার জানিস্ নি? আর বছর কি তুই কাপ্তেনী ক'রিছিলি? আমি সম্বচ্ছরটা চালিয়ে এসেছি, এই ভাদ্দর মাসে গোলাপীর ঝাঁটা খেয়ে বেরিয়েছি বই ত নয়?

গোব। হ্যাঁরে, দিদিমা সব টাকা দিয়েছে?

প্যালা। কোথায় দেছে? এই তিন শো টাকা দেছে।

গোব। তুই শালা তবে ভালো ক'রে গণেশ সাজ্‌তে পারিস্‌নি!

প্যালা। আর কি ক'রে সাজ্‌ব বল? দুটো হাতও বেঁধেছিলুম, মুখোসটাও মুখে দিয়েছিলুম, পেটে সিঁদুরও মেখেছি।

গোব। তুই ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পারিস্‌ নি?

প্যালা। তুই যেমন শিখিয়েছিস্‌, তেম্‌নি ব'লিছি।

গোব। কি ব'লেছিস্‌, বল্‌ দেখি?

প্যালা। ব'ল্লুম—'গোবর্দ্ধনের দিদিমা! কৈলাস থেকে মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন, তোমার বাড়ী পূজো।'

গোব। দিদিমা কি ব'ল্লে?

প্যালা। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'ল্লে, আর কি ব'ল্‌বে?

গোব। তারপর কি বল্লি বল্‌?

প্যালা। তারপর বল্লুম, 'টাকা দাও, গোবর্দ্ধনকে প্রতিমে গ'ড়তে দিতে হবে।'

গোব। দিদিমা কি ব'ল্লে?

প্যালা। আরে, সে বুড়ীকে কি আর তুই জানিস্‌ নি? সে কি টাকা ছাড়্‌তে চায়?

গোব। তুই সে সিঁদুরমাখা বিল্বিপত্র আর জবাফুল বুঝি দিস্‌ নি?

প্যালা। দিলুম না? বল্লুম,—'মা তোমায় এই প্রসাদী বিল্বিপত্র আর জবাফুল পাঠিয়ে দিয়েছে।'

গোব। তুই ভাল ক'রে ব'ল্‌তে পারিস্‌ নি।

প্যালা। তুই বেইমান, তোকে কি ব'ল্‌বো বল্‌? আমি যা গণেশগিরি ক'রে এলেম, তা সত্যিকার গণেশের বাবার সাধ্যি নেই যে করে; তুই যদি দেখ্‌তিস্‌ ত তাক্‌ হ'তিস্‌! শুঁড় নেড়ে ব'ল্লুম যে, পুজোর সমস্ত টাকা যদি গোবর্দ্ধনের হাতে জমা কর, তবে মা আস্‌বেন, নইলে আমি চ'ল্লুম। তা বুড়ী সমস্ত টাকা ছাড়্‌তে কিছুতেই রাজী না, ব'ল্‌লে—অর্দ্ধেক আজ নাও, নবমীপুজোর দিন অর্দ্ধেক দোব।

গোব। তবে পুজোর খরচ চ'লে কি করে?

প্যালা। আরে, তার জন্যে ভাবিস্‌ নি! যখন নূতন মেয়েমানুষ রেখেছিস্‌, দু' তিন শো টাকার জিনিষ ধারে চ'ল্‌বে।

গোব। তা দেখ্‌, জোগাড় দেখ্‌।

কাপড়ওয়ালা, খোস্‌বোওয়ালা, জরি-ফিতেওয়ালা ও বডি-গাউনওয়ালার প্রবেশ

কাপ-ও। ও গণেশ-মুখো বাবু! কাপড়-চোপড় কিছু কিন্‌বেন কি?

প্যালা। হ্যাঁ, এই বাবুর মেয়েমানুষের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও,—ভাল বেনারসী, ভাল বোম্বাই।

কাপ-ও। আজ্ঞে গণেশ-মুখো বাবু! কোন্‌ ঠিকানায়—কোন্‌ ঠিকানায়?

প্যালা। ৩২ নম্বর তাঁবাগাছী পাঠিয়ে দাও, সেইখানেই টাকা পাবে, আবার ব্যাঙ্ক বন্ধ হ'য়ে যাবে, নোট ভাঙ্গাতে চ'ল্লুম।

[কাপড়ওয়ালার প্রস্থান।

খোস-ও। এসেন্স, ল্যাভেণ্ডার, আতর, গোলাপ কিছু চাই কি?

গোব। হাঁ, ৩২ নম্বর তাঁবাগাছী, কাল সকালে টাকা, এখন নোট ভাঙ্গাতে যাচ্ছি।

[খোসবোওয়ালার প্রস্থান।

জরি-ও। রিবিন্‌ জরি-টরি কিছু চাইনে?

প্যালা। আহা, ৩২ নম্বরে পাঠাও না, যা পাঠাবে।

[জরি-ফিতেওয়ালার প্রস্থান।

গাউন-ও। গাউন-বডি-টডি?

প্যালা। তাঁবাগাছা ৩২ নম্বর।

[গাউনওয়ালার প্রস্থান।

এই নে, তুই কাল সকালে ব'সে দু' হাজার টাকার জিনিষ নিস্‌!

গোব। টাকা ত দিতে হবে?

প্যালা। দূর শালা, নতুন মেয়েমানুষ রেখেছিস্‌, আবার টাকা দিতে হবে! ঐ কিপ্‌টে ব্যাটারা যারা ভয়ে ভয়ে নগদ কেনে, তারা কল্‌কেতার সহরে ধার পায় না। তুই যত টাকার জিনিষ ধার চাস, আমি কলকেতার সহর থেকেই দিয়ে দিচ্ছি। টাকা ছাড়া যা চাস, আমি কলকেতার সহর থেকেই দিয়ে দিচ্ছি। ওরে প্রমদাদাস বাবাজী আর মামাকে তাঁবাগাছীতে দেখ্‌লুম।

গোব। তবে বুঝি, বিরাজের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে; ঐ গোঁসাই ব্যাটা ধাড়ী সয়তান, চল, রুজু ক'রে দেখা যাবে এখন। এইবার চল, বিরাজের মার পুজোর চাল-ডাল কিনি গে, বেটী বায়না নিলে দুর্গোপুজোর!

প্যালা। আরে তোফা, বিসর্জ্জনের দিন অবধি বাঁধা রোশ্‌নাই চ'লবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চুড়ীওয়ালা ও চুড়ীওয়ালীর প্রবেশ

উভয়ে। গীত

ঘর ঘর ঘুম্‌কে বেচ্‌তা চুড়ী।
যো চুড়ী পিনে ও হাঁকে জুড়ী॥
চুড়ী যব্‌ হাত্‌ মে বাজে ঠুন্‌ঠুন্‌,
শোন্‌নেসে আদ্‌মী হো যায় খুন,
কেত্তা কহেঙ্গে চুড়ীকা গুণ,—
চুড়ী পিন্‌লেসে বুড়ীয়া হো যায় ছুঁড়ী॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

জল সইতে কতিপয় নাগরিক, নাগরিকা, ঢুলী ও কাঁশীদারের প্রবেশ

সকলে। গীত

মরি হে পুরুত্‌ পিসি, ছিরির কি গঠন।
খৃষ্টমাসের উইল্‌সনের কেক্‌খানি যেমন॥
ছিরির গুঁড়ি লাগ্‌লে পরে গায়,
রূপের ছটা উথ্‌লে প'ড়ে যায়,
বুক্‌নিওয়ালা ছিরি—যেমন বে'টে
গিরি গোবর্দ্ধন॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বিরাজের দরদালান

গোঁসাই, মামা, বিরাজ ও বিরাজের মা'র প্রবেশ

গোঁসাই। এই যে বিরাজ এসেছেন, তোমার যে রসিক নাগর আন্‌বের আমার মনস্থ ছিল, এনেছি; এর সঙ্গে প্রেম ক'ল্লে কৃষ্ণ-রাধার প্রেম হবে।

বিরাজ। ও মা, পোড়া কপাল আর কি! বলি দাদা গোঁসাই, কোত্থেকে তুমি নিমতলার ঘাটের মড়া তুলে এনেছ বল ত? মা গো,—আমার রসিক পুরুষে কাজ নেই!

মামা। গোঁসাইজি, তুমি যে ব'লেছিলে, প্রেমিকা?

গোঁসাই। পরম প্রেমিকা! এ সব কথা ত তুমি বুঝবে না, এ সব গুহ্য তত্ত্ব! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন রাধার সাক্ষাৎ হয়, ভাগবতে একটা শ্লোক আছে—"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপদ্‌কালে হ্যুপস্থিতে"—শ্রীকৃষ্ণকে ঐরূপেই রাধা সম্ভাষণ ক'রেছিলেন।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, আর তোমার ভাই কাজ নেই, ওরে যেতে বল ভাই, আমার মাথা ঘুরুছে। ভাই, খান্‌কী-বাড়ীতে কার্ত্তিক পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, সরস্বতী পুজোই হয়, আমি ঠাউরেছি, দুর্গো পুজো ক'র্‌বো; তার জন্যে আমার মাথা ঘুরুছে।

গোঁসাই। বল কি, দুর্গো পুজো ক'র্‌বে? আহা হা! রাধাবল্লভ কি তোমায় সুমতিই দিয়েছেন!

বিরাজ। পুজো ক'র্‌ব কি গো, আমি ঠাকুর আন্‌তে পাঠিয়েছি।

মামা। বিরাজ!

বিরাজ। আপনি পরশু দিন আস্‌বেন, তখন কথা কব।

মামা। বিরাজ, আমি প্রেমিক পুরুষ, তোমাকে প্রেম দিতে এসেছি।

বিরাজ। দেখুন, আমার এখন মাথা নানান্‌ জ্বালায় ঘুরুছে, তা পরশু নয়, আজ হ'লো কি বার?—আপনি শুক্রবারের দিন আস্‌বেন।

মামা। বিরাজ, আমি শুনেছিলেম, তুমি প্রেমিকা।

বিরাজ। গোঁসাই দাদাঠাকুর, তুমি কেমন মানুষ গা? এই জ্বালাতন ক'র্ত্তে লোকটা নে এলে? আমি মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—সাত জ্বালায় জ্বল্‌ছি।

গোঁসাই। তা তুমি একটু শীতল হও, উনি ব'সছেন।

বিরাজ। না ভাই, শুক্রবারের দিন সঙ্গে ক'রে নে এস, আজকালের কথা নয়।

মামা। হায় হায়, পঞ্চাশ বৎসর কেটে গেল, তবু প্রেম বিলুতে পার্‌লেম না।

গোঁসাই। তা দেখ বিরাজ, তুমি পাঁচ কাজের মানুষ, পাঁচ কাজে যাও, আমরা এইখানে ব'সে একটু রাসলীলার আলোচনা করি। ভেবে-ছিলেম,—বিরাজ, তোমায় একটু গুহ্য-তত্ত্ব ব'ল্‌ব; কি জান—শ্রীকৃষ্ণ একটু মধুপান ক'র্‌তেন আর গোপিনী-বিহার ক'র্‌তেন। এ

সব গুহ্য কথা, তোমায় কোন দিন ব'লব—কোন দিন ব'লব।

মা। দেখুন গোঁসাই বাবা, আজকের মতন আপনারা আসুন, ওর মেজাজ বড় ভাল নেই, ও এক রকমের মানুষ, জানেন ত? বাবা, কিছু মনে ক'র না, ও তোমারই হবে, তবে ও খেপার মতন, আমি কি ব'লব বল?

বিরাজ। মা, তোর সব কথাতে কথা, ও আসুক না আসুক, তোর তাতে কি?

মা। মান ক'চ্ছিস্,—কর মা! তোর ও মনের কথা বুঝেছে, আপনি আস্‌বেন—ঐ যে বল্লে শুক্রবারের দিন আস্‌বেন।

বিরাজ। মা, তুই দুর্গো পুজো ক'র্‌বি, না এই ক'র্‌বি?

মা। ওরে বাছা, ঘর-দোর ক'র্‌তে গেলে সবই চাই—এ-ও চাই, ও-ও চাই।

গোঁসাই। শোন, রাস-রসামৃত তখন ছিলেন মদ, এ সব গুহ্য-তত্ত্ব তোমরা বুঝবে না, তোমরা ছেলেমানুষ, তোমার মা বুঝবেন।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, সমস্ত দিন আজ মদ খাচ্ছি ভাই, আর এখন মদ খেতে ভাল লাগ্‌বে না; তোমার অনুরোধে এক গেলাস খাই। এখন তুমি ওকে নিয়ে চ'লে যাও।

গোঁসাই। দেখ্‌লে, দেখ্‌লে, প্রগল্‌ভা প্রেমিকা, একেই বলে রাস-রসামৃত, পরেও গুহ্য-তত্ত্ব আছে।

বিরাজ। দেখ ভাই, আমার নেশা হ'য়েছে। সাতক'ড়ে ব্যাটাকে ঠাকুর আন্‌তে পাঠালেম, এখনও এলো না।

মামা। বিরাজ, একটী প্রেমতত্ত্ব গাইব, শুনবে কি?

বিরাজ। দেখ ভাই, আমার জ্বালাতনের শরীর, শুক্রবারের দিন তুমি গেয়ো, আমি শুন্‌বো।

গোঁসাই। আজকেই শুনে যাও বিরাজ, শ্রীকৃষ্ণ ত দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'র্‌লেন!

মা। আহা!

বিরাজ। মা, তুই আমার হাড় জ্বালালি!

মা। ওরে, উপদেশ-কথা ক'চ্ছে—শোন! সকাল থেকে ত মদ খাচ্ছিস্, না হয় এক গেলাস খেলি ব'সে!

বিরাজ। এই তোমার ব'সে মাথা খাই, দাও ত দাদাঠাকুর, এক গেলাস! দেখ মা, এই জন্যেই সাতকড়েকে আসতে দিই নে। একটা ঠাকুর আন্‌তে পাঠালুম, দেড় ঘণ্টায় ফিরলো না।

চালচিত্তির লইয়া সাত প্রবেশ

সাত। এই নাও, ঠাকুর, ঠাকুর! তোমার চালচিত্তির ঘাড়ে ক'রে এনেছি।

বিরাজ। ঠাকুর? ও মা দেখ্‌ দিকি, একে তুই বাড়ীতে আসতে দিস্? বলে—এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাক্, পান খেয়ে যাক্। আমি হ'লে খেংরা মারতুম! একটা ঠাকুর আন্‌লে না গা?

সাত। তোমার যে বেজায় আব্‌দার! দুর্গা খুঁজ্‌লুম; নিদেন—গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, তা কি সপ্তমীর রাত্রে পাওয়া যায়?

বিরাজ। পাওয়া যায় না মুখপোড়া?

মা। ওরে, পায় নি ব'লেই ত চালচিত্তির-খানি এনেছে, ওকে কেন গাল্ দিচ্ছিস্?

বিরাজ। চালচিত্তির নিয়ে তুই ধুয়ে খা! বেদানার বাড়ী সরস্বতী পুজো হ'লো, সেদিন —ধুমধাম্ বাজ্‌না, নেত্যগোপাল মুখুয্যে আমায় কত টিট্‌কিরি দিয়ে গেল।

মা। তা না হয়, এ বচ্ছর নেই দুর্গোৎসব হ'লো।

গোঁসাই। সে কি, মানস ক'রেছে, দুর্গোৎ-সব হবে না? শোন, এ সব শাস্ত্রের মর্ম্ম ত কেউ বোঝে না! এই চালচিত্তির আর একটী কার্ত্তিক হ'লেই চৈতন্যচরিতামৃতের মতে, যা বেদের ওপর—দুর্গোৎসব হয়।

বিরাজ। হাঁ গোঁসাই দাদা, হয় না কি?

গোঁসাই। বিরাজ, রাস-রসামৃত পান কর, আমি বুঝিয়ে দেব। ন'দে থেকে ভট্‌চায্যি এনে দেখ, কে আমায় হটায়! এ সব গুহ্য কথা, নিত্যানন্দ এই পুজোই ক'রেছিলেন,—কার্ত্তিক আর চালচিত্তির। বিরাজের মা! পুজো কর ত —কার্ত্তিক আর চালচিত্তির পুজো কর, এমন শুদ্ধ পুজো আর হবে না, নিত্যানন্দ ক'রেছিলেন।

মা। বাবা, এই পাগ্‌লা মেয়েটাকে বোঝাও।

গোঁসাই। বিরাজ, যাচ্ছ যাও! একটু রাস-রসামৃত পান ক'রে ইচ্ছে হয় ত যাও! বড় শুদ্ধ

পুজো, শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরে কার্ত্তিক আর চালচিত্তির পুজো ক'রেছিলেন। নাও, রাস-রসামৃত পান কর।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, যদি পাঁচ জনে নিন্দে করে তো তোমারই একদিন আর আমারই একদিন!

গোঁসাই। এ সব গুহ্য ব্যবস্থা!

বিরাজ। না, ঐ যে বেদানার মা এসে নাক নাড়া দেবে, আমি তা সইব না।

গোঁসাই। কার সাধ্য! তুমি একটা কার্ত্তিক এনে ফেল, আমি একবার দেখে নি। পাঠাও তো—আমার বাড়ীতে একবার পাঠাও তো। থাক্—আমি কাল সকালে আন্‌বো, পুঁথিগুলোর নাম ভুলে গেছি, রাস-রসে মুগ্ধ কিনা বিরাজ!

সাত। বিরাজের মা! ন'দের টোল থেকে দাঁয়েরা এই ব্যবস্থা এনেছে, দেবকণ্ঠ পদরত্ন তাতে নাম সই ক'রে দিয়েছে। কার্ত্তিক আর চালচিত্তিরতে যেমন শুদ্ধো পুজো হয়, এমন আর কিছুতেই নয়! গোঁসাইজি, সুধু চালচিত্তির নিয়ে সার', কার্ত্তিক বাজারে নেই!

বিরাজ। মুখপোড়া, একটা কার্ত্তিক খুঁজে পান না, আর আমার ঘরে ব'সে পান খাবেন, তামাক খাবেন!

মা। তুই বাপু ওকে গাল্ দিস্ কেন? আহা, বাছা চালচিত্তির ঘাড়ে ক'রে এনেছে, আর কার্ত্তিক থাকলে আন্‌তো না?

বিরাজ। মা, তোর সঙ্গে আমার ব'ন্‌বে না।

গোঁসাই। রাস-রসামৃত পান কর—রাস-রসামৃত পান কর।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, না হয় এক গেলাস খেলুমই।

সাত। তোমার অন্যায় রাগ, কার্ত্তিক, গণেশ, নন্দী, ভৃঙ্গী—কোন শালাকে কি আমি ছাড়ান দিতুম? তোমার বাড়ীতে এনে ফেল্‌বো, সাতকড়ি এমন ভেবো না!

মামা। বিরাজ, দুর্গোৎসব প্রেমের, প্রেমের দুটো কথা ত শুন্‌লে না!

বিরাজ। ভাই, তুমি শুক্রবারের দিন এসে ব'লো, আমি বড় ঝঞ্ঝাটে আছি। দাদাঠাকুর, বেদানার মা এবার জগদ্ধাত্রী পুজো ক'রবে, তুমি যেমন ক'রে পার, কর।

গোঁসাই। ভয় কি, আমি আছি, তোর দুর্গোৎসবের ভাবনা কি? একটা কার্ত্তিক খাড়া কর।

বিরাজ। এই দেখ্ দিকি পোড়ারমুখো! দাদা গোঁসাই, সাতকড়ি পাতি পাতি ক'রে খুঁজে এলো, কার্ত্তিক পাওয়া গেল না। এখন কি হয় বল দেখি দুর্গোপুজোর?

গোঁসাই। সাতকড়ি, তুমি কি জান্‌বে, চৈতন্য চিন্ময়ে লেখা আছে—কার্ত্তিক আর চালচিত্তির!

মা। তুই শোন্ না কেন—গোঁসাই বাবা যা বলে, তা শোন্ না কেন? ওর ওপর কি কেউ মত দিতে পারবে?

বিরাজ। হ্যাঁ দাদা গোঁসাই, কার্ত্তিক ত পাওয়া গেল না, কি হবে?

গোঁসাই। সে জন্য চিন্তা নাই। (মামার প্রতি) দেখুন, আপনি পরম প্রেমিক, কার্ত্তিক হ'য়ে প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করুন! দেখ বিরাজ, রামলীলে দেখেছ ত?—রাম-লক্ষ্মণ পুজো করে। এমন গোঁসাই আমায় পাও নি, একটা অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেব! এই যে প্রেমিক পুরুষ আছেন, একে পুজো কর।

মামা। ম'শায় কি ব'ল্‌ছেন?

গোঁসাই। কার্ত্তিক হ'য়ে প্রেমিকার পুজো গ্রহণ করুন। শোন বিরাজ, ইনিই তোমার কার্ত্তিক হবেন।

মামা। ম'শায়, কার্ত্তিক হব কি রকম?

গোঁসাই। প্রেম করেন ত এইরূপই করুন, নিত্যানন্দবিলাসে লেখা আছে।

মা। দেখ বাবা, খানিক কার্ত্তিক হ'য়ে ব'স্‌বে বই ত নয়! ঘাড়-চালাচালি ক'র নি, মেয়ে আমার আব্‌দার নিয়েছে।

বিরাজ। বাবু, তোমার সঙ্গে একটা সাফ্ কথা ব'লে দিলুম, শুক্রবারের দিন দেখা ক'র্‌বো, কার্ত্তিক হও ত হও, নইলে আমার পরিষ্কার কথা—তোমার সঙ্গে এই দেখা।

সাত। দেখ, কার্ত্তিক বাজারে পাওয়া গেল না, আপনি না হ'লে মেয়েমানুষের মন ভুলবে না।—আমি ওর মেজাজ জানি! তবে ময়ূর চান, —আর বছরকার কার্ত্তিকের ময়ূরের পেখম আছে, গরু-বাঁধা খোঁটাটাও আছে, ঠিক ঠাক ময়ূর হবে এখন।

গোঁসাই। প্রেম করুন, কার্ত্তিক হোন্।

মামা। গোঁসাইজি, প্রেমের কথা যে দুটো একটা হবে, ব'লেছিলে?

গোঁসাই। ময়ূরের পিঠে ব'সে হবে, ভাব্‌ছ কেন? সমস্ত রাত্ আছে, আমি কি তোমার হুইস্কির বোতল ঝক্‌মারি ক'র্‌তে এনেছি? ময়ূরের উপর ব'সে প্রেমের তুফান উঠে যাবে এখন।

বিরাজ। মশাই যদি অনুগ্রহ ক'রে এসেছেন, শুনেছি, আপনি প্রেমিক পুরুষ, আমার বাড়ীর কার্ত্তিকটী হ'লে আমার মুখটী থাকে।

মা। বল্‌না লো, দুটো মিষ্টি ক'রে বল্ না? আহা, এইবার বাবা ঘেমেছে!

বিরাজ। ভাই, পিরীত ক'র্‌বে কিনা, বল?

মামা। হ্যাঁ।

বিরাজ। কার্ত্তিকটী হ'য়ে আমার মুখটী রক্ষে কর! বেদানার মার সঙ্গে আমার টক্করা-টক্করী, তুমি আমার মুখ রাখ্‌বে কিনা, বল?

মামা। তুমি যা ব'ল্‌বে, তাই ক'র্‌বো।

গোঁসাই। বিরাজ, অমন প্রেমিক পুরুষ তুমি পাবে না! তুমি আর বছরের পাগ্‌ড়ীটি নে এস, আর তোমার যদি ঢাকাই কাপড় না থাকে, ডুরে পাছা পেড়ে হ'লেও চ'ল্‌বে।

বিরাজ। হ'রে হাতীপেড়ে ঢাকাই খানা কুঁচিয়ে রেখেছে, দাদা ঠাকুর, তাতে চ'লবে না?

গোঁসাই। বেজায় চ'ল্‌বে! আমার মনে ছিল না,—'হাতী-পাড়শ্চ কার্ত্তিকশ্চ' কার্ত্তিকেরই হাতীপাড়্!

বিরাজ। মা, দাদা গোঁসাই ব্যবস্থা দিচ্ছে, তুই হাতীপেড়ে কাপড়খানা নে আয়, আমার ছোট তোরঙ্গের ভেতর আছে, কৃষ্ণধন বাবু আর বছর দিয়েছিল। আর সে কার্ত্তিকের পাগড়ীটে নে আয়, উনি বসুন। বেদানার মাকে ডেকে নে আয়, জল সইতে যাবে ত যাক্। আধ ঘণ্টাটাক্ বসুন, শুক্রবারের দিন আস্‌বেন, আমি আপনার প্রেমের কথা শুনুব।

গোঁসাই। দেখুন, আপনার প্রেমে নির্ঘাত আছাড় খেয়ে প'ড়েছে।

বিরাজ। মশাই, আমার সাফ্ কথা! কার্ত্তিক সাজেন ত সাজুন, নইলে যান।

মামা। দেখ বিরাজ, তোমার জন্যে প্রাণ দেব।

গোঁসাই। বাঃ, প্রেমিক পুরুষ দেখ। ময়ূরে চড়ে উড়্‌বেন, বিরাজ আপনার প্রেমে লট্ ঘট্! প্রথম দুটো ব্যঙ্গ ক'রেছিল, যেমন শ্রীকৃষ্ণকে রাধা ক'রেছিলেন! আমার হাতে পুজো; আপনি একবার ময়ূর চেপে ব'সবেন, আধ ঘণ্টার ভেতর পালঙ্কে গে শোবেন। ওর পুজোটাও বজায় হয়, আপনাকেও প্রেমিক ব'লে জানে। বিরাজমোহিনী, দেখ, একটা ময়ূর দেখ।

সাত। মাইরি মা, তিন গেলাস হুইস্কি না খেয়ে কোন্ শালা ময়ূর সাজ্‌বে। তোমার বাড়ী তামাক সাজি, না হয় গোলাপীর বাড়ী সাজ্‌বো।

মা। বিরাজ, একটু খাইয়ে দে না? তুই মানুষটো বুঝিস্ নি? দ্যাখ্, দশ যায়গা থেকে পেন্নামী আস্‌বে! দেখ্‌লি ত বাছা, কুমুর-টুলীতে কার্ত্তিক পাওয়া গেল না!

[সাতকড়ির প্রস্থান।

মামা। ময়ূর—ময়ূর!

(নেপথ্যে সাতকড়ি)। দাঁড়াও, আর এক গেলাস হুইস্কি খেয়ে যাই।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, এ পুজো হবে ত?

গোঁসাই। এমন পুজো কেউ আর করে নি, এক হনুমান চন্দ্র ক'রেছিলেন, আর তুমি ক'ল্লে।

ঢুলীর প্রবেশ

ঢুলী। হ্যাঁগা, আর বচ্ছর কার্ত্তিক পুজোয় বাজিয়ে গেছি, আর এখন কিনা তোমার দরোয়ান বলে, আমি বাজাতে পাব না!

বিরাজ। দাঁড়া বাছা, বাজাস্ এখন! আগে কার্ত্তিক ময়ূরের ওপর বসুক।

[ঢুলীর প্রস্থান।

সাহেব ও মেমের প্রবেশ

গীত

সাহেব। এই মেলে হ'য়েছি আমরা নূতন
আমদানী।
মেম। নইলে গাউন কি কিনি,
এ খবর আগে জানি॥
সাহেব। শাড়ী প'রে গেলে পার্টী কি হয়,
মেম। তা'ত নয়, তা'ত নয়,
বিলিতি-ফেরত প্রাণে অত কি সয়!

সাহেব। ড্যাম গয়না, খালি ইয়ারিং নেক্‌লেস,
মেম। গয়না ডার্টির এক শেষ,
দেখনা ফিট্ ফাট্ বিলিতি ড্রেস,
সাহেব। বেশ্ বেশ্ বেশ্ ডিয়ার বেশ;
মানিনে গড্ আর ম্যান্, আমরা গোরা ম্যান্,
মেম। হাম লোক, সব বিবি লোক হাতে
সব ফ্যান,
উভয়ে। ক্যা মজাদার্ ক্যা কহেনা ক্যা
কারদানী॥

মা। দাঁড়া বাছা দাঁড়া, এর পর নেচো, আগে কার্ত্তিক ময়ূরের উপর বসুক।

মামা। বাজাতে বলো, ময়ূর পাঠিয়ে দাও।

ময়ূরের পেখম ধরিয়া সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ

সাত। ম'শায় তো কার্ত্তিক?

মামা। হুঁ।

সাত। আপনি মদ খান?

মামা। হুইস্কি খাই।

সাত। পিটে ব'সে খাবেন?

মামা। কেউ না টের পায় যদি।

সাত। সাফ্ খাবেন, সব্বার সাম্‌নে খাবেন, জ্যান্ত কার্ত্তিক, ভয় কি?

মামা। যদি লোকে কিছু বলে?

সাত। বিরাজের মা! আর একটা কার্ত্তিক দেখ, এ কার্ত্তিকের ময়ূর আমি হব না!

মা। কেন রে বাছা, কেন?

সাত। ও ব'লছে, হুইস্কি খাবে না।

মা। খাবে বই কি বাছা, খাবে বইকি! পেখম খুলো না বাবা,, পেখম খুলো না।

সাত। ম্যাও, বিরাজ, এক গেলাস মদ দাও।

বিরাজ। সাতকড়ি, যদি তুই হুম্‌ড়ি খেয়ে নেশা ক'রে প'ড়বি, সাত খেংরা মেরে আমি তোকে তাড়াব।

সাত। প'ড়বো না বিরাজ দিদি, আমি কার্ত্তিক নিয়ে উড়্‌ব।

মা। উড়োনি বাবা, উড়োনি, আমি পেন্নামী পাবনি।

বিরাজ। মর মাগি, ও নাকি উড়্‌তে পারে?

সাত। বিরাজ দিদি, আমার ওড়ো ওড়ো প্রাণ ক'র্‌ছে, গোঁসাইজি, হুইস্কির বোতলে আর নেই?

মামা। ভয় কি, এই ঘড়ির চেন নাও।

বিরাজ। মা, তুই জল সইতে ডাক্‌লি নে?

মা। দাঁড়া বাছা দাঁড়া, আগে ময়ূর-কার্ত্তিক ঠিক ক'রে যাই।

সাত। ম্যাও, আপনি ত কার্ত্তিক? উঠে বসুন।

গোঁসাই। ঠিক্ ঠাক্ সাজিয়ে দাও! আর বছরের পাগ্‌ড়ী মাথায় দিয়ে দাও।

বিরাজ। আপনি শুনুন, এই পাগড়ী পরুন; শুক্রবারে আপনার সঙ্গে প্রেমের কথা কইব।

মামা। দেখ, আমি যখন কার্ত্তিক হ'য়ে ব'সব, তুমি আমার পাশে দাঁড়িও, ওরির ভেতর দুটো একটা কইব।

বিরাজ। মাপ ক'র্‌বেন, আজ সাবকাশ পাব না, এক একবার এসে দাঁড়াব।

নেপথ্যে। বাজা বাজা বাজা, উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়—বাজা বাজা বাজা।

মামা। ও কে, গোবরা না?

বিরাজ। পাগ্‌ড়ী খুলো না—পাগ্‌ড়ী খুলো না।

গোবর্দ্ধন, প্যালারাম ও তাহাদের ইয়ারগণের প্রবেশ

সকলে। উরুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

গোব। ব'লেছিলুম প্যালা, কার্ত্তিক নইলে পুজো! উরুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

সকলে। উরুর ঠাকুর বিসর্জন যায়!

বিরাজ। দেখ্ গোবরা, মাতলাম করিস্ নি। দাদা গোঁসাই, পুজো আরম্ভ কর।

গোব। আরতি বাজিয়ে দে, উরুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়।

সকলে। উরুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়! আরতি বাজা, আরতি বাজা, উরুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

গোঁসাই। থাম থাম। বিরাজ, তাড়াতাড়ি আমি পুজোয় বসি; হুইস্কির বোতলটা পাশে রেখো, ফুরুলে আমি চাইব না, ফের এনে দিও।

মা। বাবা, এই ফুল নাও।

গোঁসাই। তড়ং নমঃ, খড়ং নমঃ, মাতালায় নমঃ, সোণাগাচ্ছায় নমঃ ইত্যাদি।

যাত্রাওয়ালাগণের প্রবেশ

অধিকারী। ওগো, আমরা যাত্রাওয়ালা, মওলা দেব, নবমীর দিন গাইব।

গোঁসাই। আচ্ছা, মওলা দিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ ন্যাস করি।

রাধাকৃষ্ণের প্রবেশ

গীত

রাধা। যিনি কেষ্ট তিনি তা,
তুই পায়ের ওপর দেনা পা।
কৃষ্ণ। মানময়ী রাধে,
তুই গেলাস দুই আর হুইস্কি খা॥
রাধা। চাট নে বুঝি আস্‌ছে বৃন্দে সই,
কালাচাঁদ হুইস্কি তোমার কই?
কৃষ্ণ। বগলে এই যে বোতল,
প্রেমময়ি ঢালো না!
তবে প্রিয়ে বাঁশরী বাজাই,—
রাধা। ফেল্‌ব কেসে দাঁড়াও মাধব,
হুইস্কি আগে খাই;
কৃষ্ণ। সব খেয়োনা, একটু রাখো,
শুকুচ্ছে আমার গলা॥

বলরাম ও রেবতীর প্রবেশ

গীত

বল। আমি গাঁজায় দম লাগাই,
আমি বীর বলাই।
রেবতী। তোর পিরীতে আমি মরা,
আধ ভরী টাক্ আফিং খাই॥
বল। তুষ্টু বড় ঘন দুধে আর পেলে মাখন,
রেবতী। পুরু সরে আমার বড় মন;
উভয়ে। আর রাতাবিতে খুব পটু দু'জন!
বল। আমি ভোম্ হ'য়ে গে—
রামশিঙ্গে বাজাই।
রেবতী। আমি গা চুল্‌কে তুলি হাই।

যশোদার প্রবেশ

যশোদা। হাঁরে গোপাল, তুই নাকি আব্‌দুলের বাড়ী মটন্ চপ্ চুরী ক'রে খেয়েছিস্?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ মা, পেটের জ্বালায় খেয়েছি।

যশোদা। তবে রে পাজী! (মারিতে উদ্যত)

দোহারগণ। ওমা, কর কি—কর কি, যাত্রা ভেঙ্গে যাবে—যাত্রা ভেঙ্গে যাবে!

যশোদা। রাখ তোমার যাত্রা, না হয় তোমার দলে নেই থাক্‌বো! তা ব'লে ছেলে চোর হবে?

নন্দ। কি ক'র্‌বে নন্দরাণি, কি ক'র্‌বে বল, একেলে ছেলে ত বশ নয়!

যশোদা। দেখ নন্দঘোষ, তুমি আমায় রাগিও না। ঝেঁটিয়ে তোমার বিষ ঝেড়ে দেব, তেমন মাতাল যশোদা আমায় পাওনি!

নন্দ। ইস্, সখের দলে তুমিই এক্‌লা নেশা ক'রেছ, আর ত কেউ করে নি! সখের যাত্রা, তুমিও সৌখীন যশোদা, আমিও সৌখীন নন্দ, তোমার ঝ্যাঁটার কি ধার ধারি বল, দেখি?

যশোদা। দেখ সেক্রেটারি, আজ একটা খুন-খারাপি এইখানে হ'লো ব'লে।

[ভয়ানক গোলযোগ ও যাত্রাওয়ালাগণের প্রস্থান।

সাত। কার্ত্তিক, চল, যাত্রা করি গে চল।

মামা। না ভাই ময়ুর, আমার বড্ড নেশা হ'য়েছে।

সাত। ওঃ, যাত্রাওয়ালারা বেজায় আমোদ ক'রে গেল। নাও, গোঁসাইজি, পুজো কর।

গোব। গোঁসাইজি, আরতি বাজাই, উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

গোঁসাই। পাঁটা নে এস, রন্ধন কর।

গোব। প্যালা, পাঁটা কই?

প্যালা। পাঁটা কই, পেলুম কই?

গোব। পেলি নে শালা!

প্যালা। দেখ্, মোষ বলি হ'য়ে যাক্, দু' গেলাস হুইস্কি দাও, খেয়ে জয় মা চালচিত্তির ব'লে মো'ষ বলি হয়ে যাই।

গোব। বাজা, ওরে বাজা বাজা,—উরুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

প্যালা। ব্যা ব্যা! বিরাজ, দুটী ছোলা ভাজা আর দু' গেলাস হুইস্কি দাও, তোমার নবমী পুজোর পাঁটা বলি প'ড়্‌ছি, দাঁড়াও।

সাত। বিরাজ, এখানে ময়ুরটো আছে, দেখো।

মা। আর দিস নি, আর দিস নি, ও ট'ল্‌ছে, বাবুকে ফেলে দেবে।

মামা। চুটিয়ে প্রেম ক'ল্লেম বাবা!

বিরাজ। তুমি যে প্রেমিক পুরুষ, আজ জান্‌লেম।

গোব। বিরাজ, আরতি বাজাই? উরুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

বিরাজ। দাঁড়া না পোড়ারমুখো।

গোব। দ্যাখ্, তোর পুরুতকে আরতি ক'র্‌তে বল। উরুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়! সিদে বড় বুলি ধ'রেছে!

বিরাজ। থাম থাম, গোঁসাই দাদাঠাকুর, কই, পাঁটাবলি ক'ল্লে না? ও মুখপোড়া, পাঁটা এনেছিস্?

গোব। ভয় কি বিরাজ!

প্যালা। গোঁসাইজি, সিন্দুরের টীপ্ দাও।

গোঁসাই। কার্ত্তিক-পুজোয় পাঁটাবলি কি, —এক শসা বলি—আর এক নরবলি।

বিরাজ। আমার যেমন বরাত! চালচিত্তির-ওয়ালা কার্ত্তিকের সাম্‌নে দুটো পাঁটাবলি হ'লো না!

প্যালা। ভয় কি বিরাজ! ব্যা—ব্যা, খাঁড়া নে এস।

বিরাজ। মা, মা, মিতিনদের বাড়ী থেকে দৌড়ে খাঁড়াখানা নে আয়।

মা। ওরে, এত রাত্তিরে তারা কি দেবে রে বাছা!

বিরাজ। তুই ডাব কাটা দা-খানা নে আয়।

প্যালা। ব্যা ব্যা!

সকলে। জয় মা চালচিত্তির!

১ ইয়ার। খাঁড়া নিয়ে এস, খাঁড়া নিয়ে এস।

মা। বিরাজ, গোল বাধালি, বলি হ'তে দিস্‌নি।

বিরাজ। বেটী প'ব্‌রি খানকী কি না?

মা। তুই সতীর মেয়ে, তুই চুপ্ মেরে বোস, ওরা যে রক্তারক্তি ক'র্‌বে।

প্যালা। ব্যা—ব্যা! বলি কর না বাবা, উঠে গিয়ে হুইস্কি খাই।

মা। বাবা, আর খাঁড়ায় কাজ নেই, এই ঝাঁটাগাছটা নাও, আমি আল্‌তা গুলে আন্‌ছি, ঢেলে দিও, রক্ত হবে এখন।

১ ইয়ার। বলি গোবর্দ্ধন, তুই কি নূতন রকম ক'ল্লি বল দেখি? পাঁটাবলি ত ফি দুর্গোৎসবে হয়, কার্ত্তিক বলি দিতে পারিস্ ত দেখি, একটা পুজো ক'র্‌লি বটে! আমি চট্ ক'রে মল্লিকদের বাড়ী থেকে খাঁড়াখানা আন্‌ছি।

মামা। সাতকড়ি, এ ঘরে আর দোর আছে? —স'ট্‌কে পড়ি! শালারা ব'ল্‌ছে,—কার্ত্তিক বলি দেবে!

সাত। ভয় কি, দু'গেলাস হুইস্কি খেয়েই তোমায় পিঠে ক'রে নে উড়্‌চি।

মামা। দেখ, খিড়্‌কির পেছন-দোর দে আমায় পিঠে ক'রে নে বেরিয়ে পড়, বড্ড বেজায় মাতাল হ'য়েছে, গোবরা গুণ্ডটা ভারী পাজী।

সাত। রাত ঢের হ'য়েছে, এখন আর হুইস্কি পাবে না, এইখান থেকে দু'গেলাস খেয়ে যাও।

প্যালা। ব্যা—ব্যা! বাবা, ঘুমিয়ে প'ড়েছিলেম, কেউ ডেকে দিতে নেই? এ সব শালারাই যে প'ড়ে! ব্যা ব্যা, ওঠ্ শালারা ওঠ্।

সকলে। জয় মা চালচিত্তির, উরুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

মা। হ্যাঁ বাপ্ হ্যাঁ, এই ঝাঁটাগাছটা নাও, কাটো।

সকলে। জয় মা চালচিত্তির! (বলি)।

সাত। আর তোমায় পিঠে ক'রে থাক্‌তে পাল্লুম না, কাদা-মাটীতে আমায় নাচ্‌তে হবে।

মা। এমন কি কারুর বলি হয় গা?

সকলে। কাদামাটীর নৃত্য ও গীত

ওমা চালচিত্তির, তুমি বেটী বেজায় পাঁটা-খোর।
কড়্‌মড়িয়ে হাড় ভেঙ্গে খাও,
দাঁতের কি তোর জোর॥
ময়ূর ময়ূর পেখম ধর, পাঁটার নাড়ী খাও,
কার্ত্তিক দাদা মিট্‌মিটে নাও,
হাঁ কর ভাই, ফুল্‌কো যদি চাও,
ধান্যেশ্বরী দেব তোমায় সবুর কর,
হ'লো ভোর;
যত চাও, তত পাবে হ'য়ে থেকো নেশায় ভোর॥

প্যালা। ব্যা—ব্যা! চল, বিসর্জ্জন চল! দেখ, কার্ত্তিককে ময়ূরের সঙ্গে বাঁধ, আর গোঁসাইজীকেও জড়িয়ে নাও, নৌকো ক'রে বাচ্ খেলিয়ে ঢেলে দিও।

গোঁসাই। এ বিধি চৈতন্য-চরিতামৃতে নেই।

প্যালা। দেখ গোঁসাইজি, গোবর্দ্ধনের একটা কীর্ত্তি থেকে যাক্, বাগবাজারের ঘাটে পাথর আছে; দুটী দুটী পাথর কার্ত্তিকের আর তোমার পায়ে বেঁধে, বাচ্ খেলাতে

খেলাতে মাঝ-গঙ্গায় ছেড়ে দেব, টপ্ ক'রে ডুবে যাবে, কিছু ভয় ক'র না।

মামা। এদিক্ দে আর দোর-টোর নেই ?

গোঁসাই। বেল্‌কুল না।

মামা। বড় ফ্যাঁসাদে ফেল্লে!

সকলে। উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

মা। বাবা, ভাসান কাল সকালে দিও, আজ সব শোওগে যাও।

মামা। কাল সকালে আমি আস্‌ব, এক রকম ক'রে বা'র করে দাও।

সকলে। উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়! জয় মা চালচিত্তির!

মা। ওরে, সপ্তমী পুজোর দিন বিসর্জ্জন দিবি কি?

সাত। মা, তুমি জান না, এ সংক্ষিপ্তসার পুজো। আমি আজ না ভাসান গেলে উড়্‌তে পার্‌ব না, আমি ফের কার্ত্তিক কাঁধে ক'র্‌ছি; তোলো, ওঠাও।

মামা। সাতকড়ি, তোর পায়ে পড়ি, পা-টা ছেড়ে দে, শালারা এখনি গঙ্গায় চোবাবে। আমি মোটা মানুষ সাঁতার জানি নে, টপ্ টপ্ ডুবে যাব।

সাত। আমি ময়ূর হ'য়ে উড়ে তোমায় কাঁধে ক'রে তুল্‌ব।

সকলে। বাঁধ, বাঁধ, উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

প্যালা। তোলো তোলো, ভাসান দে, গোবর্দ্ধন গেল কোথা?

মামা। শালারা সব মাতাল হ'য়েছে, মারি চোঁচা দৌড়।

গোব। (পলায়নোদ্যত মামাকে ধরিয়া) কে বাবা তুমি কার্ত্তিক-পুরুষ! ফিরে চল, জম্‌কাল ভাসান দিতে হবে; মকির মা দুর্গা হবে ব'লেছে, নিরী লক্ষ্মী, গিরি সরস্বতী, কার্ত্তিক পাচ্ছিলুম না—তুমি আছ, গণেশ আমি আছি, হয় সাতকড়ে নয় প্যালা সিঙ্গি, চল বাবা, আজ মজার তুফানে ভাসান যাই চল; মামা, তুমি বেড়ে কার্ত্তিক।

মামা। শালারা চিনেছে; বাবা, এই পায়খানা থেকে এসে তোমাদের সঙ্গে ভাসান যাচ্ছি।

গোব। মামা, তুমি ভাসান থেকে এসে পায়খানায় যেও, নয় ময়ূরের পিঠে পেট খোলসা ক'র; সাতকড়ি বড় সাদা লোক, তোমায় জাপ্‌টে ধ'রে গঙ্গায় উলে যাবে।

মামা। পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা!—

পাহারাওয়ালা, সার্জ্জন প্রভৃতির প্রবেশ

১ পাহা। এ বাড়ীমে খুন হুয়া, হাম্ লোক জান্‌তা হ্যায়, নরবলি হুয়া।

মামা। না বাবা, সে ব্যাটা ঝাঁটা খেয়ে উঠে গিয়েছে, এখন আমায় ভাসান দেয়, তুমি সাম্‌লাও।

২ পাহা। এ এক্‌ঠো মাতোয়ারা হ্যায়।

মামা। বাবা, দু'গেলাস হুইস্কি খেয়েছিলেম বটে, ময়ূর চেপেই নেশা ছুটে গেছে; বাবা, ভাসানের ভয়ে পালাচ্ছি, জেলে দাও, গঙ্গায় চুবিও না বাবা!

১ পাহা। তোম্ খুন কিয়া।

মামা। কোন্ শালা কিয়া, বিরাজের মা ঝাঁটা মারা, আর আল্‌তা গুল্‌কে ঢাল দিয়া।

২ পাহা। তোম্ কোন্ হ্যায়?

মামা। বাবা, পিরীত ক'র্‌তে এসে ফ্যাঁসাদে প'ড়ে গেছি। ভোর রাত্ সাতকড়ি ব্যাটার পিঠে ব'সে, দুশো মশার কামড় স'য়ে এখন বাবা প্রাণের দায়ে পালাচ্ছি।

১ পাহা। সাতকড়ি তোমারা কোন্ হ্যায়?

মামা। আমার চৌদ্দ পুরুষ হ্যায়, আর যে গোবর্দ্ধন যো হ্যায়, আমার বাবার বাবা হ্যায়, শালা যে এখানে আসে যায়, কোন্ শালা জান্‌তো! বাবা, নাকে খৎ, সাফ্ বেরিয়ে যাচ্ছি। জমাদার সাহেব, পাগ্‌ড়ী কি দেখ্‌ছ?

বিরাজ। ওলো, কার্ত্তিক পালালো—কার্ত্তিক পালালো, ধর্ ধর্ ধর্! তোমার জন্যে নরবলি দিলুম, সপ্তমীতে দশমী ক'র্‌লুম, তোমার কি এই প্রেম? একবার না হয় গঙ্গায় বাচ্ খেলে ডুব্‌তে। এখনও এস, বাচ্ খেল ত খেল; দেখ, তোমার সঙ্গে অন্য হিসেব নাই, বন্ধুত্ব হিসেবই আছে, তুমি যদি এ ব্যবহার কর, তা হ'লে ভাই, শুক্রবারের দিন আমাদের বাড়ীতে এস না। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, এক দিন না হয় গঙ্গা-জলে ম'লেই। এই কি তোমার প্রেম?

মামা। দেখ, এই বিসর্জ্জনটা মাপ কর,

তারপর বুকের রক্ত দিতে হয়, তোমার জন্যে দেব।

বিরাজ। এই বিসর্জ্জন গিয়ে এই শুক্রবারে আস্‌তে হয় এস, নইলে তোমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।

সার্জ্জন। দেখ চৌকিদার, এস্‌কো পাকড় লেও, বহুত্‌ পিরীতসে এস্‌কো বাত হোতা হ্যায়।

১ পাহা। এ ত মহীন বাবুকা মামা হ্যায়, হাম্‌কো তাজ্জব মালুম হুয়া, এ কার্ত্তিক হোকে নিক্‌লা।

গোব। মামা মামা, শীগ্‌গির এস; দুর্গা, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সব পাওয়া গিয়েছে, এক চোরা—আর সিঙ্গি। তুমি সিঙ্গি সাজো, আমি চোরা হ'য়ে দাঁড়াই।

প্যালা। কিছু ভেব না, কিছু ভেব না, চোরা পেয়েছি।

মা। ও মা, কি সর্ব্বনাশ, গোঁসাই বাবার টিকি ধ'রেছে!

বিরাজ। ঐ আরতির বাজ্‌না বেজেছে, নইলে তোমার সঙ্গে আমার এই দেখা।

মামা। বিরাজ, আমায় জলে চোবাবে না ত?

বিরাজ। দেখ ভাই, একবার ভাসান তোমায় যেতেই হবে। জলে চোবাক্‌ আর নাই চোবাক্‌।

সকলে। উরুর্‌ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

গোব। সিঙ্গি পাওয়া গিয়েছে; মামা, তোমায় কার্ত্তিক হ'তে হবে।

মামা। বাবা, ঐ কাজটা আমায় মাপ ক'রতে হবে।

গোব। মামা, খুনখারাপি হব। তুমি না কার্ত্তিক সাজ্‌লে আমার বিসর্জ্জন হবে না।

সকলে। উরুর্‌ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

গোব। মামা, পাঁচ ইয়ারের অনুরোধ এড়াতে পারব না, চালচিত্তিরের খোঁটায় বেঁধে তোমায় বিসর্জ্জন দিতেই হবে।

মামা। (ভেউ ভেউ রোদন)

গোব। মামা, কাঁদ আর যাই কর, তোমায় ভাসান যেতেই হবে।

মামা। বাপ রে, আমি তার জন্যে কাঁদি নি, আমি ম'রব আর ঐ যে অষ্টমী পুজোর দিন প্রেমদাস গোঁসাই সংকীর্ত্তন নাচ্‌বেন, এ আমার প্রাণে সইবে না।

গোব। ওর বাবার সাধ্যি কি নাচে, আজই ওকে ভাসান দেব।

গোঁসাই। চৈতন্য-চরিতামৃতে নেই।

প্যালা। (গোঁসাইজির টিকি ধরিয়া টান)

গোঁসাই। নিত্যানন্দ-বিলাসেও নেই, টিকি ছাড়।

প্যালা। টিকি ছাড়লে চোরা পাই কোথা বল?

বিরাজ। গোঁসাই দাদাঠাকুর, তোমার পায়ে ধর্‌ছি, আজকের রাতটার মতন চোরা হ'য়ে আমার মান বাঁচাও।

গোব। দেখ মামা, তোমার ভাগ্‌নে-বউ আস্‌তে ব'লেছে শুক্রবারের দিন, তোমার মনের কি কথা বুধবারের দিন ব'লে যেও।

বিরাজ। দেখ—পাঁচ ঝঞ্ঝাটে ছিলুম, এক-বার না হয় কার্ত্তিক কি সিঙ্গি বিসর্জ্জনই যাও না!

মামা। থিয়েটারের সিঙ্গি?

বিরাজ। আবার সিঙ্গি কোথায়? তুমি কি সত্যি সিঙ্গি হবে।

মামা। আমি পার্‌বো না; সাফ্‌ কথা।

গোব। পার্‌বে না কি, পারবে না বল্লেই পার্‌বে না, উঠাও।

গোঁসাই। টিকি ছেড়ে দে বাবা, বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে ভাসান যাচ্ছি।

সকলে। জয় মা, চালচিত্তির উঠাও! বাজা বাজা—উরুর্‌ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

মিলিটারী লেডী-ব্যান্ডের প্রবেশ

গীত

মিলিটারী লেডী ব্যান্ড সখের।
সৌখীন সব পেটেন, চাঁদা দেছে ঢের॥
ছড়ি টানি নয়না হানি এমন কে আছে—
এ টানে যাবে যে বেঁচে,
মোহিনী তান শুনে কে ফেরে না পাছে—
সখের মিলিটারী নারী সখের লোকের কদরের॥

সকলে। জয় মা, চালচিত্তির উঠাও, বাজা বাজা—উরুর্‌ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

যবনিকা পতন

ঝাঁসীর রানী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মোরোপন্ত। বিধাতার কি বঞ্চনা! যেদিন লক্ষ্মী পুত্র প্রসব করলে, সেই দিন ভেবেছিলাম —ঝাঁসীর সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হবে না। কিন্তু দুর্দ্দৈব! তিন মাস গত হতে না হতে উপর্য্যুপরি বজ্রাঘাত! রাজপুত্রের অকাল মৃত্যু, পুত্রশোকে মহারাজ শয্যাগত, দত্তকপুত্র গ্রহণ ও চতুর্থ দিবসে মহারাজের স্বর্গলাভ! আমি তো একেবারে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েছি।

গণপত। কেন সাহেব, আশঙ্কার কারণ কি? দত্তকপুত্র গৃহীত হয়েছে। মেজর ইলিশ, কাপ্তেন মার্টিন প্রভৃতি সাহেবেরা কোম্পানীর পক্ষ হতে উপস্থিত থেকে দত্তক-গ্রহণ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। মহারাজের উইল অনুসারে দত্তক-পুত্রের সিংহাসন হবে, আর মহারাণী লক্ষ্মীবাই তার অছি। এ অবস্থায় রাজকার্য্য সুসম্পন্ন হবার তো কোন বাধা বিঘ্ন দৃষ্ট হয় না।

রঘুনাথ। আপনি একজন সুযোগ্য অমাত্য, উপস্থিত কি ইংরাজের কুটিল রাজনীতি আপনি অবগত নন? সেতারায় দত্তক গৃহীত হয়েছিল, তথাপি বড়লাট ডালহাউসি সাহেব সেতারা ইংরেজরাজ্যভুক্ত করেছেন। রাও সাহেবের আশঙ্কা—পাছে ঝাঁসীর অবস্থা সেতারার ন্যায় হয়!

শ্রীমন্ত রাও। ঝাঁসীর অবস্থা সেতারার অবস্থা হতে স্বতন্ত্র। রঘুনাথ সিংহ মহাশয় কি বলেন?

রঘুনাথ। রাও সাহেবের আশঙ্কা অমূলক নয়। দেশমুখ সাহেব যে নিদ্রিত! ও মশায়, ও মশায় পাশ ফিরে শয়ন করুন!

রামচন্দ্র। আজ্ঞে ভারতবর্ষে দুটি কার্য্য প্রশস্ত—আহার ও নিদ্রা। যদি জোটে আহার, তা'হলে নিদ্রার জন্য ভাবনা নাই। নিদ্রা শয্যাতেও হয়, ভূমিতেও হয়। দিব্য রাজসভা—নিদ্রার তো উপযুক্ত স্থানই।

রঘুনাথ। নিদ্রার জন্য এত কষ্ট করে রাজ-সভা পর্য্যন্ত আগমন করেছেন কেন? দেশমুখ সাহেবের গৃহে তো উত্তম শয্যা আছে।

রামচন্দ্র। আছে সত্য; তবে রাণীমা আহ্বান করেছেন।

রঘুনাথ। নিদ্রার জন্য আহ্বান করেছেন তো বোধ হয় না।

রামচন্দ্র। না; কিঞ্চিৎ বাগ্‌বিতণ্ডার জন্য সকলেই তো অবগত আছেন, বাক্‌পটুতা দাসের নাই।

রঘুনাথ। মহাশয়ের এ দীনতা কেন?, বাক্‌পটুতা ও বাক্‌তীব্রতা মহাশয়েরই তো বিশেষত্ব।

রামচন্দ্র। সে মহাশয় নিজগুণে যা বলেন।

মোরো। হে অমাত্যবর্গ, আমার মিনতি সকলে বিশেষ মনোযোগী হউন। মহারাণী সভা সমাবেশের আদেশ দিয়েছেন। মহারাণীর অভিপ্রায়, তিনি দত্তক-পুত্রের অছি-স্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এ কার্য্য কি যুক্তি-সঙ্গত? আমার মতে যুক্তিসঙ্গত নয়। বড়-লাটের নিকট মহারাজের পত্র প্রেরিত হয়েছে, সে পত্রের উত্তর প্রতীক্ষা করা উচিত। মহা-রাজের পত্রের মর্ম্ম বোধহয় সকলে অবগত আছেন।

রঘু। ইংরাজ সরকারে মহারাজের দুই-তিনখানি আবেদন প্রেরিত হয়েছে। সকল আবেদনেরই প্রায় এক মর্ম্ম সত্য, তথাপি মহারাজের মৃত্যুর পূর্ব্বে যে আবেদন লিখিত হ'য়েছে, তার মর্ম্ম, মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সভায় জ্ঞাপন করুন—এই আমার নিবেদন। উপস্থিত সেই পত্রেরই উত্তর আমরা প্রতীক্ষা করছি।

মোরো। পত্রের মুসাবিদা তো সকলে উপস্থিত থেকেই হয়েছিল।

রাম। আজ্ঞে দাস তখন নিদ্রিত ছিল।

রঘু। এখন তো জাগ্রত, আর বধিরও নন; এখন শ্রবণ করুন।

রাম। যখন মহাশয় আজ্ঞা কচ্ছেন, আমি বাধ্য।

রঘু। একটু চক্ষু উন্মীলন ক'রে বাধ্য হন।

রাম। যে আজ্ঞে!

মোরো। পত্রের মর্ম্ম এই ইংরাজ বাহাদুরের সহিত ঝাঁসীর সন্ধির দ্বিতীয় সূত্রে ঝাঁসীর রাজবংশীয় ধারা সিংহাসনে অক্ষুণ্ণ রাখবেন—প্রতিশ্রুত। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সম্মুখে শাস্ত্র অনুসারে দত্তক-পুত্র গৃহীত হয়েছে। দত্তক-পুত্র ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় পিন্ড ও সম্পত্তির অধিকারী। এই নিমিত্ত কোম্পানী বাহাদুরের নিকট আবেদন যে মহারাজের শেষ ইচ্ছামত দত্তক-পুত্রকে যেন সিংহাসন প্রদান করা হয় এবং মহারাণী লক্ষ্মীবাই তার প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

গণপত। রাও সাহেব, এ পত্র-সম্বন্ধে উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রশ্ন কি?

রঘু। রাণী সভা আহ্বান করেছেন, রাজকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হবে, সভায় তা স্থিরীকৃত করা কর্ত্তব্য।

মোরো। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, উপস্থিত রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কতদূর সঙ্গত! আমার বিবেচনায় কলকাতা হ'তে পত্রের উত্তর প্রতীক্ষা করা উচিত।

লক্ষ্মীবাই-এর প্রবেশ

লক্ষ্মী। পিতা, রাও সাহেব, পত্রের কি উত্তর প্রত্যাশা করেন?

মোরো। মহারাজের বিনয়-নম্র পত্রে বড়লাট বাহাদুর অবশ্যই মহারাজের ইচ্ছামত অনুমতি প্রদান করবেন—এইরূপ তো আমার প্রত্যাশা।

লক্ষ্মী। সেই প্রত্যাশায় কি পত্র প্রেরণ করেছেন?

মোরো। মহারাজের আদেশ-মতই পত্র প্রেরিত হয়েছে।

লক্ষ্মী। আপনারা রাজঅমাত্য, মহারাজের এইরূপ রাজনৈতিক বিরুদ্ধ আদেশের বিরুদ্ধে কেহ কি প্রতিবাদ করেছিলেন? মহারাজের মৃত্যু-শয্যা হইতে আদেশ—যে অবস্থায় মানসিক তেজ শিথিল হয়—সেই অবস্থায় আদেশ! হিন্দু-নীতি-বিরুদ্ধ আদেশ! এ আদেশ যদি পালিত না হতো, মহারাজ স্বর্গ হতে আশীর্ব্বাদ করতেন।

মোরো। ন্যায্য কার্য্যে মহারাণীর নিকট এরূপ তিরস্কৃত কি নিমিত্ত হচ্চি?

লক্ষ্মী। কি নিমিত্ত? পিন্ডারী যুদ্ধে সাহায্য করায় বড়লাট বেন্টিং সাহেব স্বর্গত রামচন্দ্র রাওকে ছত্র চামর প্রদান-পূর্ব্বক মহারাজা উপাধি দ্বারা ঝাঁসীর অধিকারী স্বীকার করেন। সে অধিকার পুরুষানুক্রমে অক্ষুণ্ণ থাকবে এইরূপ সন্ধির সর্ত্ত। তবে এক্ষণে দত্তক-পুত্র সম্বন্ধে সিংহাসন-প্রাপ্তির অনুমতি কি নিমিত্ত যাচিঞা করা হল? এই যাচিঞাতেই একরূপ স্বীকার করা হয়েছে যে সেই সন্ধির মর্ম্ম বলবৎ নাই। রাও সাহেব, ঝাঁসীর মহারাণী অন্যায় তিরস্কার করে না।

সকলে (রামচন্দ্র দেশমুখ ব্যতীত)। হাঁ, হাঁ, ন্যায্য কথাই আজ্ঞা করেছেন। ত্রুটি হয়েছে! ত্রুটি হয়েছে!

লক্ষ্মী। দেশমুখ সাহেব কি ত্রুটি স্বীকার করেন না? নীরব কি নিমিত্ত?

রামচন্দ্র। মা, দাস তীক্ষ্ম তরবারি ধারণে অভ্যস্ত, তীক্ষ্ম মেধাবী অভিমান দাসের নাই। দাস এইমাত্র জানে যে, সিংহাসনের অধিকার অনধিকার অস্ত্রমুখে মীমাংসা হয়—তর্কে মীমাংসা হয় না।

লক্ষ্মী। দেশমুখ সাহেব, আপনার তরবারির ন্যায় আপনার বুদ্ধি তীক্ষ্ম। ভাল, ইংরাজ বাহাদুর যদি পত্রের উত্তরে বলেন, যেরূপ সেতারায় বলেছেন যে, দত্তক-পুত্র অগ্রাহ্য, ঝাঁসী ইংরাজ অধিকার করবেন; এরূপ অবস্থায় আপনাদের মতামত কি?

রঘুনাথ। ইংরাজ বলবান্।

লক্ষ্মী। বলবানের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই বিসর্জ্জন দেওয়া যুক্তিযুক্ত—এই কি আপনাদের অভিপ্রায়?

মোরো। ধর্ম্ম বিসর্জ্জন কেন? এতে ধর্ম্মাধর্ম্মের কি প্রশ্ন আছে?

লক্ষ্মী। আছে; ধর্ম্ম-মতে দত্তক-পুত্র পিন্ডাধিকারী ও সম্পত্তির অধিকারী। ইংরাজ যদি আজ সম্পত্তির অধিকার স্বীকার না করেন। ঝাঁসী ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হ'লে, ইংরাজ-চক্ষে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই সমান হবে,

ইংরাজের খানার জন্য রাজ্যে গোহত্যা হবে। মাংসাহারী পক্ষী, ইংরাজ চর্ব্বিত অস্থি মন্দির চূড়ায় ব'সে আহার করবে। দেবদেবী মিথ্যা—ইংরাজ পাদ্রী মন্দির সম্মুখে প্রচার করবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ খ্রিশ্চিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ না করায় অনন্ত নরকাগ্নিতে দগ্ধ হচ্চেন, মুক্ত-কণ্ঠে বলবে। সভাস্থ সকলে রাজনীতি-বিশারদ—আমার বর্ণনা কি অলীক বলেন?

মোরো। উত্তর অপেক্ষা করা কি মহারাণীর অমত?

লক্ষ্মী। আপনারা সকলে রাজঅমাত্য রাজনীতি-বিশারদ, কি উত্তর আসবে, আপনারা কি জ্ঞাত নন? মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্য গ্রহণ, বর্ম্মদেশে অঙ্গচ্ছেদ, সেতারা অধিকার উপর্য্যুপরি এই সকল কার্য্য সম্মুখে দর্শন করে, এখনো পত্রের কি উত্তর হবে, আপনারা অবগত নন? পত্রের উত্তর আসবে—ঝাঁসী ইংরাজের রাজ্যভুক্ত।

মোরো। যদি সেইরূপই হয়, উপায় কি?

লক্ষ্মী। সেই কথাই আজ আমাদেরও এই সভায় জিজ্ঞাস্য।

মোরো। মীমাংসার বিষয় তো অধিক নাই! ভারতবর্ষে ইংরাজ শক্তিই প্রভুশক্তি, সে শক্তির বিরোধী হওয়া আর ঝাঁসী ভস্মীভূত করা একই কার্য্য।

লক্ষ্মী। ভারতবর্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপন যে, ধর্ম্মরক্ষার্থ ক্ষুদ্র ঝাঁসী জীবন দানে পরাঙ্মুখ হয় নি!

মোরো। এতে সমস্ত ঝাঁসী যে একমত হবে, এ আমার অনুমান হয় না।

রাম। দুই একটি অখদ্যে অবদ্যে হ'তে পারে! মৃত্যুর মতন মৃত্যু হ'লে ঘুমিয়ে বাঁচা যায়।

লক্ষ্মী। পিতা, আজ আমরা শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ করলেম; কলিতে দুই জাতি মাত্র ভারতবর্ষে আছে! হীন ব্রাহ্মণ ও হীন শূদ্র। নচেৎ উচ্চ সিংহনাদে গগন স্পর্শ করতো। পত্রের উত্তরই অপেক্ষা করা হোক। পিতা, রামচন্দ্র যখন জানকীকে বনবাস দেন, গর্ভবতী সতী আত্মহত্যায় বিমুখ হন, আজ আমারও সেই দশা। মহারাজ দত্তক গ্রহণ করেছেন, নচেৎ কাশীধামে প্রায়োপবেশনই আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। [লক্ষ্মীবাই-এর প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। দেশমুখ সাহেব তো বেশ ধুনার গন্ধ দেন!

রাম। তাই তো, সভায় আসা তো আমার ভাল নয়। তা বেশ, এখন সুযোগ হয়েছে—অনুমতি হয় তো গৃহে গমন করি।

রঘু। রাও সাহেব, মহারাণী অন্যায্য কথা বলেন নাই।

মোরো। মহাশয়, যেদিন ইংরেজ ভারতে পদার্পণ করেছেন, ন্যায্যান্যায্য সেইদিনই ভারতে লুপ্ত। আসুন, এস্থলে আমাদের আর কার্য্য নাই। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতোপরি চিন্তামগ্না লক্ষ্মীবাই

লক্ষ্মী। আমি কে? কি নিমিত্ত এই পুণ্য-ভূমি ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করেছি? সামান্য মহারাষ্ট্র রমণী, মহারাষ্ট্র রাজগৃহবাসিনী, পতিহীনা বিধবা, দত্তক-পুত্রের জননী—এই কি আমার সীমা? তবে এ হৃদয়ে উত্তেজনা কেন? ক্ষুদ্র দেহে উদ্দীপনা ধরে না! কি চাই, কি নিমিত্ত ব্যাকুলা? হৃদয় বেগে কি নিমিত্ত এই গভীর নিভৃত পর্ব্বতশিখরদেশে আরোহণ করেছি? উন্মত্ত বায়ুর ঝঙ্কার, গম্ভীর মেঘ-গর্জ্জন, নিবিড় তমসা রজনী, ঘোর ঝিল্লীরব—আমার হৃদয়-তন্ত্রীতে যেন একতানে বাদিত হচ্ছে। কেন? কেন? আমি রমণী—পতিহীনা অনাথিনী—তবে কেন হৃদয় এমন উদ্বেলিত?

ক্ষিপ্ত দৈবজ্ঞের প্রবেশ—পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইজন প্রহরীর প্রবেশ

১ প্রহরী। আরে, যাও কোথা?

দৈব। আমার কাজে যাচ্ছি। তোদের কাজ তোরা করগে যা! রাণীমা, রাণীমা, ছেড়ে দিতে বল।

লক্ষ্মী। প্রহরী, নিরস্ত হও! কে তুমি?

দৈব। তাই তো, কে আমি? ঠিক তো জানি না। তোর ছেলে।

লক্ষ্মী। এস বৎস! এই বিজন পর্ব্বত-প্রদেশে তোমার ন্যায় বিকলমস্তিষ্কই আমার প্রকৃত সঙ্গী! এস!

দৈব। না, দুটো কথা বলে যাবো।

লক্ষ্মী। কি বলবে?

দৈবজ্ঞ। ভাবছিস মা—ভাব। ভাবতেই ভারতে জন্মেছিস। তোর মাথায় ভাবনার বোঝা। তোর রাজ্যের ভাবনা, প্রজার ভাবনা, রাজার দত্তক-পুত্রের ভাবনা, ভাবতেই তোর জন্ম। তুই নিশ্চিন্ত হ'বি মনে করেছিস? তোর হৃদয় না শান্ত হোলে কে তোরে শান্ত করবে? তোর আপনার শোণিত-ধারায় তোর হৃদয় শান্ত হবে।

লক্ষ্মী। তুমি কে? দেখছি ক্ষিপ্ত, কিন্তু ক্ষিপ্ত নও। শুনেছি কলিতে বালক ও ক্ষিপ্তের মুখে দৈববাণী হয়।

দৈবজ্ঞ। দৈববাণীই তো, আমি দৈবজ্ঞ। মনে করো মা যখন বিঠুরে বালিকা বয়সে নানাসাহেবের সঙ্গে খেলা করতে, তখন তোমার খেলার পুতুল ছিল—তলোয়ার। তখন এই পাগল বলেছিল—তুমি রাজমহিষী—রাজরাণী। এখন বলে যাচ্চে তুমি গৌরবিণী। পরম তেজস্বিনী জগৎ-আরাধ্যা মহারাণী। মনে রেখো! মনে মনে রেখো। আমার কথা ফুরুল—আমি চল্লেম।

লক্ষ্মী। শোনো, শোনো।

দৈবজ্ঞ। শুনবো কি? আমার কি শুনবার যো আছে! আমি এখন ঘুরবো—কত ঘুরবো তার কি আর ঠিকানা আছে? ঘুমোবার যো নাই। ঘুমুলে পাগলামো ছেড়ে যাবে। বাবা! তা'হলে কি আর বাঁচবো?

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। সত্যই পাগল। কিন্তু এ দৈববাণীও সত্য। আমি রাণী। এ ঝাঁসী আমার। রাণীর অনেক কার্য্য, বুঝেছি। সেই কার্য্য করতে আমার জন্মগ্রহণ। শান্তি! ক্ষুদ্র হৃদয় শান্তি-প্রয়াসী। আমার শান্তি কোথায়? আমার শান্তি মৃত্যুতে।

হীরাবাই-এর প্রবেশ

কি হীরা, তুমি হেথায় কেন?

হীরা। কেন দিদি, আমি তো তোমার সঙ্গে থাকতেই ভালবাসি।

লক্ষ্মী। না, আমার সঙ্গ তোমার ভাল নয়।

হীরা। তবে আর কার সঙ্গ করবো? তুমি তোমার পতিকে আমায় দিয়েছিলে, তোমার ঈর্ষাশূন্য হৃদয়। আমি পুত্রবতী হব, তুমি সতত কামনা করতে। তুমি আমার সপত্নী নও; জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তোমার সেবা আমার জীবনের ব্রত। আমি তোমার দাসী। দাসী চিরদিনই রাজরাণীর সঙ্গী।

লক্ষ্মী। হীরা, আমরা রাজরাণী ছিলাম। কাল কি হয়, জানি না। ঝাঁসী আমাদের ছিল, কাল হয়ত ইংরাজের কর-কবলিত হবে। হয়ত রাণী ঝিন্দনের ন্যায় নির্ব্বাসিত হবো। ইংরাজের রাজ্য-লিপ্সা সমস্ত ভারত অধিকার না ক'রে তৃপ্তিলাভ করবে না।

হীরা। আমি অত জানি না, আমার জানবার প্রয়োজনও নাই। তুমি যেথায় থাকো, সেইখানেই তুমি আমার রাজরাণী। আমি দাসী, তোমার সঙ্গে থাকবো।

লক্ষ্মী। বুঝলেম—তুমিও আমার ন্যায় অভাগিনী। অশান্ত হৃদয় তোমার আনন্দপ্রিয়। আমার ন্যায় দুঃখই তোমার চিরসঙ্গিনী। আমার ন্যায় দুঃখের সহিত সংগ্রামই তোমার জীবনের চিরব্রত।

হীরা। দিদি, আমি একটি কাজ করেছি। অকাজ কি সুকাজ, জানি না। যদি অকাজ হয়, তুমি আমায় মার্জ্জনা করো।

লক্ষ্মী। কি কার্য্য?

হীরা। আমি একজন অপরিচিত ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে, তোমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ করিয়ে দেবো। সে ব্রাহ্মণ-কুমার মাতৃ-সম্বোধন ক'রে আমার নিকটে এই প্রার্থনা জানিয়েছে। আমায় প্রতিজ্ঞা মুক্ত করবে?

লক্ষ্মী। এ কি! এর জন্য এত মিনতি কেন?

হীরা। কেন? চন্দ্র-সূর্য্য যা'কে কখনো দেখে নাই, সেই ঝাঁসীর রাণীর নিকট এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ-কুমারকে আনবো, একি আমার সামান্য স্পর্দ্ধা!

লক্ষ্মী। যখন সে ব্রাহ্মণ আমার ভগ্নীর দর্শন পেয়েছে, তখন আমার দর্শন পাবে—এ বিচিত্র কি?

হীরা। মন্দিরের একপার্শ্বে সে লুক্কায়িত ছিল, প্রহরীরা তাকে লক্ষ্য করে নাই।

লক্ষ্মী। কোথায় সে ব্রাহ্মণ-কুমার?

হীরা। এখানেই আছে।

লক্ষ্মী। নিয়ে এসো।

হীরা। সে একা তোমায় দর্শন করবে।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, তাই হোক।

[হীরাবাই-এর প্রস্থান।

এও এই বাতুল দৈবজ্ঞের ন্যায় বিচিত্র সংঘটন।

ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রবেশ

ব্রাহ্মণ। জয় মা রাজ-রাজেশ্বরী!

লক্ষ্মী। তুমি কি ব্রাহ্মণ-সন্তান? আমায় প্রণাম করো না।

ব্রাহ্মণ। তুমি আমার মা। মাকে প্রণাম করবো না কেন?

লক্ষ্মী। তুমি কে?

ব্রাহ্মণ। আমি বাল্যকালে মাতৃহীন, ইংরাজি বিদ্যায় দীক্ষিত, ধর্ম্মত্যাগী, পিতার অকাল মৃত্যুর কারণ।

লক্ষ্মী। হেথায় কি নিমিত্ত এসেছ?

ব্রাহ্মণ। অধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করবো ব'লে · পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধের অধিকারী বলে।

লক্ষ্মী। তোমার কথা তো আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

ব্রাহ্মণ। আমার তর্পণ জলের দ্বারা হবে না--আমার শোণিত দ্বারা করতে হবে। আমার পিণ্ডদান তণ্ডুল দ্বারা নয়—আমার অস্থি-মাংসে।

লক্ষ্মী। এও কি বাতুল!

ব্রাহ্মণ। আমার উপস্থিত প্রয়োজন শুনুন। ঝাঁসী ইংরাজ দুই-একদিনে অধিকার করবে। সর্ব্বগ্রাসী বড়লাট ডালহাউসি স্থির করেছেন —দত্তক-পুত্র সিংহাসন পাবে না, কিন্তু রাজার নিজ সম্পত্তি দত্তক-পুত্রের হবে। তার নাবালক অবস্থায় ইংরাজ সেই সম্পত্তির অছি হবে। নগদ অর্থ, রাজ-অলঙ্কারাদি ইংরাজ-ভাণ্ডারে জিম্মা থাকবে। আপনার স্বামীর উইল-মত আপনি তার অছি, ইংরাজ তা মঞ্জুর করবে না।

লক্ষ্মী। তুমি সামান্য ব্রাহ্মণ-কুমার। এ-সংবাদ তুমি পেলে কোথায়?

ব্রাহ্মণ। আমি কোন্ জাতি-উদ্ভব জানেন কি? জানেন না। সে জাতির নাম শুনলে আপনার মনে ঘৃণার উদ্রেক হবে। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় সেই জাতিই ইংরাজের দক্ষিণ হস্ত। হায়, ইংরাজী বিদ্যা নয়—আসুরিক মন্ত্র। সেই আসুরিক মন্ত্রে দীক্ষিত। আমার জাতির গৌরব—ইংরাজের অনুকরণ, ইংরাজী বেশ-ভূষা, ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী পান-আহার, ইংরাজী চাল-চলন। আমার জাতি ভারতের সমস্তই ঘৃণা করে। ভারতের দেব-দেবী ঘৃণা করে, আচার-ব্যবহার ঘৃণা করে, ভারতবাসীকে ঘৃণা করে। তাদের মতে সমস্ত দেশে ইংরাজের অধিকার হলেই ভারতবাসীর চরম মঙ্গল। আমি বাঙ্গালী। রাজনৈতিক সমস্ত [illegible] বাঙ্গালী নকল করে। ঝাঁসী ইংরাজ হস্তগত করবে—এর কাগজ-পত্র সব প্রস্তুত হয়েছে।

লক্ষ্মী। তোমার এই সংবাদ? এ সংবাদ আমি কতক অবগত। তোমার অপর কিছু প্রয়োজন আছে কি?

ব্রাহ্মণ। আছে। আমি ক্রিশ্চান হতে গিয়ে-ছিলাম, সেই শোকে আমার পিতার মৃত্যু হয়। যখন তিনি মুমূর্ষু, আমি তাঁকে দেখতে যাই; তিনি আমায় তিরস্কার ক'রে বলেন—'কুলাঙ্গার; তুই আমার মৃত্যুর কারণ হলি। তুই ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেছিস, পিতৃলোক তোর প্রত্যাশী ছিল, কিন্তু সেই প্রত্যাশা তুই রহিত করলি! তোর জলপিণ্ড পিতৃলোক গ্রহণ করবে না, আমিও গ্রহণ করবো না।' আমি মিনতি করে বললুম,—আমি তো ক্রিশ্চিয়ান্ হই নাই। তিনি উত্তর করলেন, 'তুই ব্রাহ্মণ, ক্রিশ্চান ঘরে বাস করেছিস। যদি এই কঠোর পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে সক্ষম হোস, তখন তোর জলপিণ্ড গ্রহণ করবো! এখন আমার অগ্নিক্রিয়ায় তোর অধিকার নাই। দূর-হ আমার অন্তিমকালে তোর পাপমূর্ত্তি আমার সম্মুখ হ'তে অন্তর্হিত কর।' পিতার মৃত্যু হ'লো, আত্মীয়েরা সৎকার করলে, আমি অগ্নিদানে সাহসী হলেম না।

লক্ষ্মী। তুমি আমার নিকট কি প্রার্থী, তা তো বুঝলেম না।

ব্রাহ্মণ। আমি হৃদয়-তাপে দেবস্থান, তীর্থ-স্থান ভ্রমণ করলেম, সন্তপ্ত হৃদয় কোনরূপেই শান্ত হ'লো না। একদিন কালীঘাটে মার সম্মুখে আত্মবলিদান দেব, এই মানসে উপস্থিত

হই। একব্যক্তি—দেখতে যেন বাতুল—কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ; নচেৎ তিনি আমার হৃদয়ভাব কিরূপে অনুভব করলেন! তিনি বল্লেন—আত্মহত্যায় প্রায়শ্চিত্ত হয় না, প্রায়শ্চিত্ত জন্মভূমির কার্য্যে। প্রতি হিন্দু জন্মভূমিকে উপেক্ষা করে দিন দিন আত্মহত্যা করছে। যা ঝাঁসীতে যা! রাজরাণীর আশ্রিত হয়ে জন্মভূমির কার্য্য শিক্ষা কর। আমি সেই শিক্ষার্থ আপনার শরণাপন্ন।

লক্ষ্মী। কি কার্য্য চাও?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা পালন।

লক্ষ্মী। বড় কঠিন কার্য্য। বিনা বাক্যে আজ্ঞা পালনে তৎপর হয়—এরূপ লোক আমি অতি অল্পই দেখেছি।

ব্রাহ্মণ। আমায় পরীক্ষা করুন।

লক্ষ্মী। উত্তম।

ব্রাহ্মণ। মা, আমার একটি কৌতূহল জন্মেছে। আমি ভেবেছিলাম, আমার অগ্রে আপনাকে এ সংবাদ কেহই দিতে পারবে না। যদিচ লাট সাহেব স্থির করেছেন, ঝাঁসী করগত করবেন, কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে এখনো স্থির হয় নাই। এ সংবাদ আপনি কিরূপে অবগত হলেন?

লক্ষ্মী। কেহই সংবাদ দেয় নাই; আমার অনুমান।

ব্রাহ্মণ। অনুমান!

লক্ষ্মী। অনুমান অতি সহজ। আমি ডালহাউসি-চরিত্র অবগত। তাঁর রাজ্যলিপ্সা কিরূপ প্রবল পঞ্জাব অধিকারে, বার্ম্মারাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করে কুক্ষিগত করায়, সেতারা গ্রহণে ঝাঁসীর প্রতি যে কি ব্যবহার করবেন, তা' অনুমান করা বিশেষ বুদ্ধিশক্তির পরিচয় নয়। তুমি কিরূপে ঝাঁসীতে থাকতে ইচ্ছা কর? কোনও পদাভিষিক্ত হবার ইচ্ছা আছে কি?

ব্রাহ্মণ। না মা, তাতে আমার প্রতি লোকের দৃষ্টি পতিত হবে। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—দেবালয়ে থাকবো। জানবেন, আপনার কার্য্য দিবারাত্র আমার ইষ্টমন্ত্র হবে।

লক্ষ্মী। তোমায় অদ্যই কার্য্যভার প্রদান করব। এস!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সদাশিব ও শুকলাল

শুক। দেখুন, দেখুন! কেমন তুলসী চড়িয়েছি, দেখুন! পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া আর তিন দিন বাদেই অক্কা!

সদা। আর ও না হয় মলো, আমি তক্‌তো পাবো তো?

শুক। এই আয়নায় মুখখানা একবার দেখুন, তা' হলেই বুঝতে পারবেন। ধিক্ ধিক্ করে বেমালুম কপালে রাজদণ্ড উঠছে!

সদা। (আয়না লইয়া) কই?

শুক। এক চোখ বুজে দেখুন। কুস্তি লড়তে গিয়ে ঢুঁ মেরে কপালের হাড় শক্ত হয়েছে; নইলে এতক্ষণ তালের শোঁটার মতন রাজদণ্ড ঠেলে উঠত!

সদা। একটু যেন ভ্রূর মাঝখানে দেখা দিয়েছে, নয়?

শুক। একবার করে দেখা দিচ্চে, আর ঘাপটি মারছে!

সদা। ও কথা আমি ভাল বুঝিনে, পুষ্যিপুত্তুরকে মারবে কবে বল?

শুক। মারবো আর কি! ও তো মরে রয়েছে। আর দু' ঝাড় বিল্বপত্র চড়ান, আর ওর যে যেখানে আছে, মুখে রক্ত উঠে মরা!

সদা। যাক্! এখন আপদ চুক্‌ল।

উমেশচন্দ্রের প্রবেশ

উমেশ। মশায়, মশায়, যদি পোষ্যপুত্র না-মঞ্জুর করতে পারি, কি দিবেন, বলুন। ইনি কে?

শুক। আজ্ঞে আমি একজন ব্রাহ্মণ, অল্পে সন্তুষ্ট। হাত ঝাড়া কিছু পেলেই খুসী। আপনি পুষ্যিপুত্তুর না-মঞ্জুর করবেন, আর আমি শিবের মাথায় বেলপাতা চড়িয়ে পুষ্যিপুত্তুরের গোণাগুষ্টি মারবো। কি বলবেন বলুন না, বলুন না। আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, আপনা হতেই কাজ ফতে হবে!

উমেশ। এখন আমায় কি দিবেন বলুন। আমি পোষ্যপুত্র না-মঞ্জুর করে দিচ্ছি।

সদা। না-মঞ্জুর হবে?

উমেশ। আরে মশাই, আইনের তর্কে কি

না হয়? নয়কে হয় হয়, হয়কে নয় হয়। দুই দরখাস্ত তৈরী করে রেখেছি! ষ্ট্যাম্পটা কিছু বেশী পড়বে। একখানা দশ হাজার, একখানা পাঁচ হাজার, আর আমায় কি দিবেন্ বলুন।

শুক। আহা, মশায় দেখছি, বেলপাতা চড়ানোর অপেক্ষা আর রাখলেন না। ষ্ট্যাম্প কাগজেই বেলপাতার বাবা হবে।

সদা। পুষ্যিপুত্তুর না-মঞ্জুর হবে, তা তো বুঝলাম। এখন আমার গদি পাবার কি হবে?

শুক। সে হবে। বাবু যখন মন করছেন, তখন আর যায় কোথায়!

উমেশ। দু' কাজ একেবারে সারতে বল্‌ছেন?

শুক। একেবারে বই কি, আর দু'বার করে কেন?

উমেশ। কি জানো ঠাকুর, তায় খরচ কিছু বেশী।

সদা। কত? দশ হাজার? বিশ হাজার?

উমেশ। দশ-বিশ হাজারের কর্ম্ম নয়। দু-বিশ হাজারে দুটো শূন্যি দেন।

শুক। তা তো নয়ই, তা তো নয়ই। মশায় দেখছি আপনার হাত ঝাড়লে পর্ব্বত।

উমেশ। দেখুন, যদি গদি চান, পাঁচ লাখের কম কিছুতেই নয়। যেখান দিয়ে ইংরেজ চলে, সেখানকার মাটি হাঁ করে। এই ধরুন না রেসিডেন্ট সাহেবকে খাওয়াতে হবে। আর লাট সাহেবের পেট তো সমুদ্র বল্লেই হয়।

সদা। এত রোপেয়া কোথায় পাব?

শুক। সে কি, ও আপনাকে পেতেই হবে।

উমেশ। সে মশায় একবার কপাল ঠুকে দেখতেই হবে। নগদ ঘরে না থাকে, আমি মর্টগেজি দিয়ে টাকা তুলে দিচ্চি। আপনার যে সম্পত্তি। বিশ লাখ চান—বিশ লাখ পাবেন।

শুক। আমি চল্লুম, আমি চল্লুম। সিংহাসন ফরমাস দিই গে। ও পুরোণো সিংহাসনে মহারাজের বসা হবে না। (উমেশকে) মশায়, আপনার হাত ঝাড়লে পর্ব্বত।

উমেশ। তা দেবে বৈ কি! ও ছাতাও পুরোণো, চামরও পুরোণো, তা-ও ফরমাস দিতে হবে।

শুক। আমি ফরমাস দিতে উঠবো না, বসে আর একটু শুনবো।

উমেশ। আর কি শুনবেন? কথা তো এই চুকে গেল।

শুক। আরে এ পর্য্যন্ত তো শুনলুম, এখন আপনার উকিল সাহেবের মেহনওয়ানা কত দিতে হবে, তা তো শুন্‌লুম না।

উমেশ। সে আর কত! লাখ দেড়েক হলেই ঢের হবে।

শুক। তবে তো মহারাজ চুট্‌কীতে মেরে দিলেন।

সদা। রোপেয়ার ওয়াস্তে নয়—রোপেয়ার ওয়াস্তে নয়! রোপেয়া তো হাতের ময়লা বৈ ত নয়। আমি ষ্ট্যাম্প রোপেয়া ভেজবো। পুষ্যি-পুত্তুর না-মঞ্জুর কর। একটু ছাতি বাড়ুক।

শুক। ঐ দুই কাজ একেবারে চুকিয়ে ফেলুন, একেবারে চুকিয়ে ফেলুন। বাবু যখন মন করেছেন, ভাবুন যে তক্‌তায় বসেছেন।

উমেশ। না না, তুমি বোঝ না ঠাকুর! উনি অবিশ্বাস করছেন—উনি অবিশ্বাস করছেন। আগে পুষ্যিপুত্তুর লওয়া না-মঞ্জুর হোক, উনি শুনুন—তারপর আপনা হতেই টাকা ছাড়বেন।

সদা। হাঁ, ঐ বাতটাই ভাল। ঐ বাতটাই ভাল। আপনি যান; আমি আজই টাকা ভেজ্‌ছি। [সদাশিবের প্রস্থান।

শুক। মশায়, আপনার হাত ঝাড়লে পর্ব্বত। আমার কপালে যেন নুড়ি ঠেকাবেন না।

উমেশ। না হে, না। একলা খেলে যে পেট ফেটে মরে যাব।

শুক। ওর সিকি কিন্তু আমার বলে রাখছি; নইলে বেলপাতা দিয়েই সারবো।

উমেশ। সে কি! তা কি হয়? কত খরচ করতে হবে।

শুক। দেখুন মশায়, আপনিও মুন্সোবিদে করতে করতে খবর রেখেছেন, আমিও বেল-পাতা চড়াতে চড়াতে খবর রাখি—লাটসাহেব পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া না-মঞ্জুর করবে। রাজ-তক্‌তার টাকাটা শিগ্‌গির শিগ্‌গির বার করা চাই। সেটা আমা হতেই বেরুবে, জানবেন। আমি একদিন ধ্যানে বসে মুন্সোবিদেও ওড়াতে পারি, আর রাজতক্‌তাও গড়তে পারি। আপনিও কলির বামুন—আমিও কলির বামুন।

উমেশ। তা ঠাকুর এক আঁচড়েই বুঝেছি। টাকাটা যাতে শিগ্‌গির শিগ্‌গির পাঠায়, তার জোগাড় কর।

শুক। আমার সিকি তো? তাহলে—

উমেশ। তা' ঠাকুর আটকাবে না—তা' ঠাকুর আটকাবে না।

শুক। তা' হলে ষ্ট্যাম্পের টাকাটা সিকি বাদ আজই বাড়ীতে বসে গুণে নেবেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

লক্ষ্মীবাই ও হীরাবাই

হীরা। রহ তুমি শোকাচ্ছন্ন দিবস-রজনী,
এ নহে উচিত ভগ্নী তব!
এ দুর্দ্দিনে পুরবাসিগণে
আছে সবে তব মুখ চাহি;
রাজরাণী হ'লে উদাসিনী,
রাজ্য হবে ছারখার।
মহা ভার মস্তকে তোমার,
সপ্তমবর্ষীয় শিশু দত্তক-কুমার,—
স্বর্গগত মহারাজ,
তোমা বিনা কে তাহারে করিবে পালন?
রাজ্য বিশৃঙ্খল,
প্রজাপুঞ্জ সকলে বিফল,
অকূলে সোণার রাজ্য করো না নিক্ষেপ!
কর্ত্তব্য-বিমুখ তুমি নহ কদাচন,
তবে কেন এ ভাব তোমার?
শোকে নাহি ফিরে মৃত জন।
। শোক! শোক নাহি অন্তরে আমার।
হেরি মাত্র অদ্ভুত কুহক।
ভাবি ইহা সত্য কি স্বপন?
শাস্ত্রে কহে পুণ্যধাম এ ভারতভূমি,
কিন্তু হেরি অধর্ম্মের লীলাস্থল।
অভাগী ভারতভূমে ম্লেচ্ছ বলবান্,
ম্লেচ্ছ-কূট-নিয়ম-অধীন,
স্মৃতি-কর্ত্তা ম্লেচ্ছ এ ভারতে,
ম্লেচ্ছ স্মার্ত্ত বিস্মিত দত্তক-গ্রহণ,
দেবার্চ্চনা ম্লেচ্ছের নিয়মে,
রাজ-অভিষেক-কার্য্য ম্লেচ্ছের অধীন,
ম্লেচ্ছ-দাস বলবান্ অস্ত্রধারিগণ,
ম্লেচ্ছের প্রসাদ-আশ করে নরপতি!
আছিলেন রামচন্দ্র সম্রাট যথায়,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ
প্রজা যেথা করিল পালন,
শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি যে ভারত—
ম্লেচ্ছ তথা অধিকারী।
ভাবি তাই,
স্বপ্ন কিবা সত্য হেন হেরি!

হীরা। বৃথা আন্দোলন ভগ্নী কর পরিহার!
অনিবার্য্য কালের প্রভাব।
কালের প্রভাবে হেথা ম্লেচ্ছ অধীশ্বর।

লক্ষ্মী। তবে কোন্ হেতু মুখাপেক্ষী
পুরবাসী মম?
কি নিয়মে করিব বা প্রজার পালন?
কি নিয়মে বিশৃঙ্খলা করিব দমন?
শৃঙ্খলা স্থাপিত হবে কলিকাতা হ'তে।
কলিকাতা হ'তে হবে প্রজার পালন।
অনাথিনী বিধবা রমণী
কি ভার আমার কহ?

হীরা। সপত্ন না করি জ্ঞান তোমা;
চিরদিন স্নেহময়ী ভগ্নী সম তুমি।
তব স্নেহ বলে চাই বুঝিতে তোমায়,
যদি তুমি না কর উপায়,
নিশ্চয় হইবে ঝাঁসী ইংরেজ অধীন।

লক্ষ্মী। হইবে? হইবে? কি প্রলাপ—
হইয়াছে ইংরেজ অধীন।
সবে ভিক্ষাপ্রার্থী ইংরেজ চরণে।
গেছে কর্ম্মচারিগণ
লাটের সদন
সিংহাসন করিতে প্রার্থনা—
করযোড়ে দরবারে জানাতে মিনতি—
কৃপায় করুন লাট দত্তক মঞ্জুর!
কিন্তু হায়!
কৃপায় কোথায় কেবা পায় রাজ্যধন?
সর্ব্বগ্রাসী করিয়াছে বদন ব্যাদান।
বণিকের ধন-লিপ্সা প্রবল অনল,
নয়ন-সলিলে তাহা না হয় নির্ব্বাণ।
রাজরাণী বলে আর না সম্ভাষ মোরে।
অনাথিনী, অভাগিনী ইংরেজের দ্বারে।

হীরা। ঝাঁসী গ্রাসে যদি দুরন্ত ইংরেজ,
তথাপি কার্য্য বহু তব।
আছে সন্তানের সুশিক্ষার ভার,
আছে রাজপরিবার

পালন সবার তব পরে।
লক্ষ্মী। কিবা শিক্ষা দানিব কুমারে?
উচ্চ শিক্ষা ভারত মাঝারে—
পদানত হইবার ইংরেজের দ্বারে।
ক্ষাত্রয়-কুমার
নাহি আর তরবারি তার!
যদি কভু ধরে অসি করে,
ধরিবে সে স্বজাতির সংহারের তরে
ইংরেজের আধিপত্য করিতে বিস্তার।
পরিজন করিব পালন,
তাহে ধন প্রয়োজন;
ভিখারিণী ইংরেজ অধিনী,
আমা হতে সম্ভব কিরূপে?
হীরা। অবস্থা যদ্যপি ভগ্নী ভীষণ এমন,
কি কর্ত্তব্য আমা সবাকার?
দেহ আজ্ঞা, জ্যেষ্ঠ তুমি,
সেইমত করি আচরণ।
লক্ষ্মী। প্রজ্বলিত অনল শিখায়
দেহ-বিসর্জ্জন—
একমাত্র পরিত্রাণ ম্লেচ্ছের নিগ্রহে।
হায়! আজ কোথা সে ভারত?
কোথা সে ক্ষাত্রয়-কুল?
কোথা সেই বীরের হুঙ্কার?
কোথা সেই অস্ত্রের ঝঙ্কার?
কোথা উত্তেজনা
কোথা-ধর্ম্ম-স্থাপন কামনা?
বদ্ধ, বদ্ধ সবে দাসত্ব-শৃঙ্খলে
হল যদি ভৃগুরাম পুনঃ আবির্ভাব,
কাপুরুষ ভারত নির্ম্মূল যদি হয়,
হ'তে পারে সুদিন উদয়,
হ'তে পারে ধর্ম্ম-সংস্থাপন,
নহে নহে গিয়াছে সকলি।
ম্লেচ্ছ পদানত এই পাপাত্মাগণে।
ভাবি তাই, কিবা হেতু জন্মেছি কামিনী?
অসি কি ধরিতে নারি করে?
নাহি কি শকতি দুষ্ট দানব সংহারে?
নহে কি হেতু এ জীবন ধারণ?
কেন রাজরাণী সম্বোধন করে লোকে মোরে?
ধরিব, ধরিব অসি, যেবা হয় শেষে—
রাজরাণী—কেন র'ব হীন ম্লেচ্ছ বশে?
হীরা। শুন ভগ্নী, আমি চির সঙ্গিনী
তোমার।
ঠাকুরাণী যে পথগামিনী,
দাসী যাবে সেই পথে।
হেন যদি সংকল্প তোমার,
কেন তবে রহ ভগ্নী দুশ্চিন্তা-মগন?
অসি ধরি, এস করি অরি-বিনাশন।
লক্ষ্মী। এস ভগ্নী,
অনলে ঝম্পন, কিম্বা কৃপাণ-ধারণ।
রাখি মান,
নহে করি প্রাণ বিসর্জ্জন।

দামোদর রাও-এর সহিত কাশির প্রবেশ

কাশি। হাঁ গা রাজরাণি, পরের ছেলে বলে কি এমন হেনস্তা করতে হয় গা? বাছা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে, ভয়ে কাছে আসতে পারে না। ও মা! এমন করে কি দিন রাত্তির নিঝুম মেরে ব'সে থাকে গা? আমাদের কি মিন্সে মরে নি, আমরা কি কাঁদি নি, চোখের জলে না উনুনে ফুঁ দিতে পারি নি? তিন দিন রুটি গড়ে খাই নি! কিন্তু বাপু, এমন তো কখনো দেখি নি!

হীরা। কাশি, কি বলছিস্?

কাশি। বলছি আর কি! ছেলেটা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে। আমি কত শিখুই, চেঁচিয়ে কাঁদ্—বায়না নে, বল—'সিংহাসনে আমায় বসাও'—তা কথা কি কাণে করে! বলে—মা রাগ করবেন। কিসের এত রাগ গা! ছেলে ফুকো-মুখী হয়ে বেড়াচ্চে! ছোট রাণীমা, আপনি বোঝান, ছেলেকে সিংহাসন দিন, ধুমধাম করে অভিষেক করুন! ভাববার দিন, কাঁদবার দিন তো পড়েছে। আর ছেলেও দেখ। মার গিয়ে হাত ধর।

দামোদর। মা তো আমায় ডাকেন নি, আমি কেমন করে যাবো?

লক্ষ্মী। এস বাবা, এস।

কাশি। বল, বল, বায়না নাও। বল, সিংহাসন আমায় দাও।

লক্ষ্মী। কাশি; আমি অভাগিনী, সিংহাসন কোথায় পাব? কেন আমার হৃদয়-অনলে ঘৃতাহুতি দিস? আহা অভাগা, কেন আমায় মা বলতে এসেছিস?

দামোদর। না মা, আমি তো আসতে চাই নি। দাইমা বল্লে 'চ'। আপনি রাগ কর্‌বেন না মা!

লক্ষ্মী। না, বাবা না। আমি রাগ করবো কেন? (ক্যাশির প্রতি) কাশি, সিংহাসন দেব? কোথায় সিংহাসন? যদি সিংহাসন গঠিত হয়, সে আমার অস্থিতে, আমার শোণিতে অভিষেক। ঝাঁসীর রাজ-সিংহাসন ম্লেচ্ছ পদাঘাতে চূর্ণ। (হীরাবাই-এর প্রতি) ভগ্নি, এখন আমি বুঝতে পেরেছি, যখন গর্ভবতী মা জানকীকে রামচন্দ্র বনে পাঠান, কেন তিনি জীবন বিসর্জ্জন করেন নি! মহারাজ চলে গেলেন; কেন আমায় এ দারুণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করলেন! আহা, কে অভাগা এ অভাগিনীকে মা বলে' এসেছে? মহারাজ রাজ-সিংহাসন দিতে এনেছিলেন, আর আমি আজ পথের ভিখারিণী, সন্তানের হাত ধরে পথে পথে বা ফিরি!

[দামোদর রাওকে ক্রোড়ে করিয়া লক্ষ্মীবাই ও হীরাবাই-এর প্রস্থান।

কাশি। না,—রাণী মাগি ক্ষেপে গেছে! তবু যদি আমাদের মতন একলা মিন্সের একলা মাগি হতিস্! একশোটা সতীন, সেই ভাতারের জন্য এত শোক! বলে রাজাদের ছেলে হয় না। ছেলে হবে কি? কার পেটে ছেলে সেঁধোবে, খুঁজে পায় না—বাঁশ বনে ডোম কাণা হয়! সত্যি সত্যি রাবণ তো নোস্ রে বাপু!—এই অনাচারে অনাচারে যোয়ান বয়সেই অক্কা পায়। এই আমাদের ঘরের মিন্সেরা তিনটে মেগের মাথা খেয়ে তবে একটাকে রাঁড়ি করে। আর গণ্ডা গণ্ডা ছেলে বেড়ায়, একটু ডাল পায় না যে রুটি দিয়ে খাবে! ছেলেরও বরাত চাই আর রাজারও বরাত চাই! দেখি, এখন রাণী মাগি কোথায় গেল। যখন ছেলেটাকে কোলে নিয়েছে, একটু রাগ ঠাণ্ডা হয়েছে। আহা, বাছাকে যদি একদিনও সিংহাসনে দেখে মরি, তা হলেও জীবন সার্থক হয়। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা গভর্ণমেন্ট হাউস

কেরাণী ও খিদমদগার

কেরাণী। কি খিদমদগার! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্চে যে!

খিদ। আরে বাবুজি, ক' রাত ধরে জাগ্‌তিছি, একবার চোখের পাতা এক করবারে পাই নি। এই আমরা দশ জন আছি, দশ জনাই হয়রান্ হতেছি। বাবু, কোথায় একটা লড়ুই বাধবে শিগ্‌গির।

কেরাণী। কিসে জানলে?

খিদ। লাট সাহেব যখন রাত জাগতি থাকে, তখন জান্‌বা যে লড়ুই বেদেছে কি বাদ্‌লো! এই ক' ক্ষেপ দেখলাম। এই রাত জাগ্‌তিছে—রাত জাগ্‌তিছে, ঐ শিখেদের ছাওয়ালটা গোলাপ সিংকে ধরে আনলে। ফের রাত জাগ্‌তিছে—রাত জাগ্‌তিছে—ঐ খাঁদা রাজার দেশটা ছিনিয়ে নিলে।

কেরাণী। খাঁদা রাজা কি হে?

খিদ্। ঐ যে রেংগুন না কি কয়! ফের কাগজ নিয়ে ঘাঁটতি লাগলো, আর সেক্রেটারী সাহেবের সাথ সাতারা সাতারা করতে লাগলো। শুনলাম কেডার গালে চড়টা দিয়ে ছিনিয়ে নেচে।

কেরাণী। রাত জেগে কি করে?

খিদ। খানা চুকে গেল, সাহেব সুবো সব চলে গেল। ও এক তসবির নিয়ে বসলো। সে তসবিরে লাল কালির যেই দাগ দিছে, তখনি জানবা যে কোন আবাগীর পোর কপাল ভাঙচে।

কেরাণী। তসবির কি হে?

খিদ। বড় পেয়ারের তসবির! তারে ম্যাফ কয়।

কেরাণী। ম্যাফ কি হে?

খিদ। বাবু, এংরাজি জানচো—ম্যাফ জান না? ও ভাল তসবির। যত সাহেব সুবো সব পছন্দ করে। শোন্‌লাম সেই তসবিরের মধ্যি গাঙ আছে, এই কোলকাতাটা তারি মধ্যি আছে।

কেরাণী। বলি গাঙে জল আছে নাকি?

খিদ। আরে জল কনে? খালি কালির ডোরা মারতিছে, কালির ফুটকি মারতিছে, তারে বল্‌তিছে সহর। পেন্সিলের গুরা ছরাই দিচে, তারে বল্‌তিছে পাহাড়। আর কেবলই তেকিয়ে তা' দেখতিছে। এখন একটা বুলি ধরেচে—ঝাঁসী, ঝাঁসী। ভেবলাম্ বুঝি কে একটা ম্যাম খানা খাতি আসবে। এখন শুনচি,

কোন্ আবাগীর বেটির কপালে লুড়ো জ্বালবে। চাচার মুখে শোনলাম্, সেই আবাগীর বেটি দরবার করবার লেগে একটা মেড়ুয়াবাদী পাঠাবে।

কেরাণী। দরবারে কি হবে?

খিদ। ঐ লুড়ো পুড়াইয়ে মুখে ধরবে, আর কি হবে? ওটার নাম ডালহাউসি ও গাঁকে গাঁ, মুলুককে মুলুক বরবাদ দেয়। ওর সাথে দরবার করা চানা-খেগোর কাজ নয়। তোপ দাগ্তি পারতিস্ তো দরবার করতিস্; নইলে কিসির দরবার! বাবু চল্লাম চল্লাম, মোর বিলখানা দাও! ঐ টিপিনের ঘণ্টা দিতেছে।

কেরাণী। বাবা, ঝাঁসীর কাগজ পিসে বুড়ো আঙ্গুলে খিল ধরে গেল! যাই তামাক টেনে আসি, আজই আবার বুন্দেলখণ্ডে despatch পাঠাতে হবে। ওঃ, কত ডেস্পাচই বুন্দেলখণ্ডে গেল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা

ডালহাউসি। আপনি বুদ্ধিমান্, অবশ্যই সমস্ত হাল বুঝিয়াছেন।

রামচন্দ্র। আজ্ঞে হুজুর, কোলকাতায় আমাদের মেড়ুয়াবাদী বলে। আমরা ছোলা খাই, বুদ্ধি-সুদ্ধি নাই, তবে হুজুরের কথা বুঝলেও বুঝেছি, না বুঝলেও বুঝেছি।

সেক্রেটারি। আপনি লাট সাহেবের সহিত ও কিরূপ কথা কহিতেছেন।

রাম। আজ্ঞে, সত্য কথা।

ডাল। আপনি কিরূপ বলিতেছেন? আপনার বাক্য তো আমার সমঝ্ হইতেছে না।

রাম। আজ্ঞে, হুজুরের আজ্ঞা যদি না বুঝি, তোপ দিয়ে বোঝাবেন! আর যদি বুঝি, সেও তোপ দেগে ঝাঁসী অধিকার করবেন। তবে কি জানেন হুজুর, আমার মেধা কম, ঠিক ঠাক বুঝতে পারি নি।

ডাল। (স্বগত) Shrewd Rascal! (প্রকাশ্যে) অতি সহজ কথা কাউন্সিলে স্থির হইয়াছে, ঝাঁসীর মহারাজের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে দত্তক গ্রহণ হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে তিনি দত্তক গ্রহণ করিবেন, একথা কখনও প্রকাশ করেন নাই। পীড়িত অবস্থায় তাঁর মস্তিষ্ক স্থির ছিল কিনা, তাহা অশিক্ষিত হাকিমদের বাক্যে বিশ্বাস করা যায় না।

রাম। আজ্ঞে হুজুর, সুশিক্ষিত মেজর ইলিস্ ও কাপ্তেন মার্টিন প্রভৃতি উৎসবের দিন উপস্থিত থেকে ছুরি কাঁটা দিয়ে খানা খেয়ে এসেছেন। হুর্‌রে হুর্‌রে ব'লে হাত-তালি দিয়েছেন। তাঁরা উপস্থিত থেকে সন্দেহ করেন নি যে মহারাজের মস্তিষ্ক বিকল। তবে হুজুরের দরবারের সদস্যেরা সন্দেহ কচ্চেন? এ সন্দেহ তো ঠিক বুঝতেই হবে। না বুঝে আর আমার উপায় নাই হুজুর।

ডাল। দত্তক গ্রহণ ঠিক হইলেও সেই দত্তক-পুত্র গদী পাইতে পারে না। দত্তক-ছেলে-গুলো রাজ্য বরবাদে দেয়, ঝাঁসী বরবাদে যাইতে বসিয়াছে; ফের দত্তক-ছেলে ঝাঁসীর গদীতে বসিলে ঝাঁসী জ্বলিয়া যাইবে। এই নিমিত্ত সভায় স্থির হইয়াছে, রানী annually ষাট্ হাজার টাকা পেনশন্ পাইবেন; দত্তক-ছেলে নামঞ্জুর করিতেছি না, রাজার Private Property দত্তক-পুত্র পাইবে। গবর্ণর তার Executor হইবে। মৃত রাজার দত্তক-ছেলের হাতে পিণ্ডি পাইতে চান—খান, আমরা আপত্তি করিতেছি না। আমরা কারও ধর্ম্মের উপর আঘাত করি না।

রাম। লাট বাহাদুর, যদি কৃপা করে দত্তক-পুত্র মঞ্জুর করে থাকেন, যদি সেই পুত্র পিণ্ডাধিকারী স্বীকার করে থাকেন, তবে সিংহাসনের অধিকারী কি নিমিত্ত হবে না? রাজার সিংহাসন ছিল, তাঁর পূর্ব্বপুরুষ ভরতপুর যুদ্ধে ইংরেজের সাহায্য করায় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিং ঝাঁসীতে উপস্থিত হ'য়ে তাঁকে রাজা স্বীকার করে সিংহাসনে অভিষেক করেন, আর তাঁর বংশাবলী তাঁর সিংহাসনের অধিকারী হবেন, এইরূপ মর্ম্মে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

ডাল। হাঁ, হাঁ! হামরা তা জানে। লেকেন তাঁর বংশের ধারা তো ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

রাম। তবে ভেঙ্গেছে!

ডাল। আপনি স্বীকার করেন না?

রাম। আজ্ঞে কি করে স্বীকার করবো?

রাজারই স্বর্গলাভ হয়েছে, দত্তক-পুত্র জীবিত রয়েছেন তো!

ডাল। দত্তক-ছেলেকে কি সেই বংশের ছেলে বলিব?

রাম। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র মত বংশের পুত্র বটে! যে ধর্ম্মের উপর হুজুর এইমাত্র আজ্ঞা করলেন, আঘাত করেন না।

ডাল। দেখুন, আপনি না বোঝেন, আমি দুঃখিত। আমি আইনের অধীন, কাউন্সিলে যাহা স্থির হইয়াছে, তাহার বিরোধী হইতে পারি না। রাণী আবেদন করিয়াছেন, রাজাও মৃত্যুশয্যায় দত্তক-পুত্রকে সিংহাসন দিতে অনুরোধ করিয়া আবেদন করিয়া গিয়াছেন। সত্য, কিন্তু আমি অন্যায় কিরূপে করিব?

রাম। আজ্ঞে না, অন্যায় কার্য্য তো আপনার দ্বারা হতেই পারে না। তা' হলে, এতদিন শিখেরা পাঞ্জাবে অন্যায় অধিকারী থাকতো, বর্ম্মায় রাজারই অন্যায় অধিকার থাকতো, সাতারায় দত্তক-পুত্র অন্যায়রূপে সিংহাসন পেতো। হুজুরের যে খুব ন্যায়-বিচার—এ কথা এদেশের লোক আজ হাড়ে হাড়ে বুঝছে! রাজা রণজিৎ সিংহ ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এ সব লাল দাগ কিসের?" একজন সভাসদ্ উত্তর দেন, "ও ইংরেজ অধিকার।" তাতে মহারাজ রণজিৎ সিংহ বলেন—"সব লাল হো যাগা।" গভর্ণর সাহেবই সব লাল করে যাবেন দেখছি।

সেক্রে। আপনার বাক্য অসম্মানসূচক।

রাম। সাহেব, শুনেছি, মিথ্যে বল্লে আপনারা তাকে গুলি করেন, সেটা বুঝি সভার বাইরের কথা! সভায় সত্য কথা বলা বুঝি অসম্মান করা? তবে কিরূপে সম্মানসূচক উত্তর প্রদান করতে হয়, শিখিয়ে দিন, আমি সেইরূপ উত্তর প্রদান করে চলে যাই।

সেক্রে। লাটসাহেব যাহা বলিতেছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত।

রাম। আজ্ঞে লাটসাহেব যাহা বলিতেছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত।

সেক্রে। আপনি ব্যঙ্গ করিতেছেন।

রাম। আজ্ঞে, ন্যায়-বিচারে...

সেক্রে। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না।

রাম। আজ্ঞে না।

সেক্রে। অপর যোগ্য ব্যক্তির এ কার্য্যভার লইয়া আসা উচিত ছিল।

ডাল। Tell him please, I must abide by the decision of the Council.

রাম। যে আজ্ঞে, এবার আবার হাঁটু গাড়বো তো?

সেক্রে। আপনি অসভ্য।

রাম। আজ্ঞে, পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি, আমি মেড়ুয়াবাদী।

সেক্রে। কোন সভ্য ব্যক্তির সভায় আসা উচিত ছিল।

রাম। আজ্ঞে, তাহলে এই বাঙ্গলাদেশ থেকে একজন বাঙ্গালী নিতে হতো, আমাদের দেশে সব এই রকম অসভ্য। যে কথা না বোঝে, সে কথা তারা বুঝতে পারে না বলে। আমি আগে যদি এত জানতেম, তাহলে দেশ ছেড়ে পালাতেম; তবু কোলকাতায় আসতেম না।

ডাল। শুনেন, মহারাণীকে বলিবেন আমরা ভারতবর্ষের ভালাইএর নিমিত্ত রাজ্যগ্রহণ-পূর্ব্বক অশিক্ষিত ভারতবাসীকে শিক্ষিত ও সুসভ্য করিব। সেই নিমিত্ত আমরা ঝাঁসী অধিকারে আনিব।

রাম। আজ্ঞে দোহাই হুজুর, এইবার আমি জলের মত বুঝতে পেরেছি।

ডাল। বুঝিয়াছ?

রাম। আজ্ঞে হাঁ! প্রজাদের চারিগুণ কর বৃদ্ধি হবে, খুব সুখে থাকবে। অসভ্য লোকেরা চাপকান পাগড়ি ছেড়ে হ্যাট কোট পরবে, মোটা মোটা মাহিনায় সাহেবেরা সব রাজকার্য্য করবে, অসভ্যগুলো সব বিদেয় হবে, আর রাজ্যে জয় জয়কার পড়ে যাবে। ঝাঁসী নেবেনই নেবেন—তা' রাণী কাঁদাকাটা যা খুসী করুন। ডালহাউসির প্রস্থান।

সেক্রে। লাটসাহেব খুব রাগিয়াছেন।

রাম। আজ্ঞে, তাতো স্বচক্ষেই দেখলাম।

সেক্রে। আপনি বড় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন।

রাম। তা তো বটেই! গালে চড়টা মেরে রাজ্য কেড়ে নিচ্চেন, উহু করেছি—অন্যায় ব্যবহার নয়?

সেক্রে। তোমরা আপনার ভালোই বোঝ না।

রাম। মরি, মরি সাহেব। কি কথাই বল্লেন। এইবার ভাবে আমার কান্না আসছে।

সেক্রে। আইসেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ম্যালকম। হামি দুঃখের সহিত গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহাউসির হুকুম প্রচার করিতে আসিয়াছি। তাঁহার হুকুম—অদ্য হইতে কেল্লায় ঝাঁসীর পতাকা নামাইয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পতাকা উড়িবে। তিনি টেলিগ্রাফে হুকুম পাঠাইছেন। মহারাণী বুদ্ধিমতী; ভরসা করি লাটের হুকুম উপেক্ষা করিবেন না।

লক্ষ্মী। হাঁ সাহেব, সম্পূর্ণ ভরসা করিতে পারেন। আমি দুর্ব্বল বিধবা রমণী, আমার দত্তক-পুত্র বালক, ইংরেজ বলবান্—এতে অভরসার কারণ কিছুই নাই।

ম্যাল। রাণীর কথায় বুঝিলাম যে, লাট সাহেবের হুকুম-পালনে রাণী সম্মত।

লক্ষ্মী। না, এরূপ অসঙ্গত কেন বুঝলেন? আমি অত্যন্ত অসম্মত। তবে ইংরেজ বলবান্, অন্যায়পূর্ব্বক আমার অধিকার হ'তে বহিষ্কৃত করে দেবেন। আমার উপায় নাই; সুতরাং বহিষ্কৃত হতে বাধ্য।

ম্যাল। অন্যায়পূর্ব্বক কেন বলিতেছেন? গভর্ণর জেনারেলের সভার বিচারে স্থির হইয়াছে, ঝাঁসী ইংরেজের; সেই নিমিত্ত ইংরেজ অধিকার করিবে।

লক্ষ্মী। বিচারে নয় সাহেব।—অবিচারে। যদি সুবিচার করতেন, তা হলে ইংরেজের স্মরণ হতো যে, যখন ভরতপুর যুদ্ধে ইংরেজ বিপন্ন, তখন ঝাঁসীর পূর্ব্বতন অধিকারী রাজা রামচন্দ্র রাওয়ের সৈন্য ও অর্থ সাহায্যে সর্দার নানা-পণ্ডিতের আক্রমণে লর্ড ক্যাম্বরমিয়ার নিস্তার পান। সেই নিমিত্ত ঝাঁসীর সহিত ইংরেজ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। সন্ধির দ্বিতীয় মর্ম্ম ঝাঁসীর সিংহাসনে রামচন্দ্র রাওয়ের বংশধরগণের অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে।

ম্যাল। হাঁ, এরূপ আছে; লেকেন সে রাজবংশের তো উত্তরাধিকারী নাই। Late রাজা একটা পুষ্যি ছেলে লইয়াছিলেন।

লক্ষ্মী। আমাদের শাস্ত্রমত দত্তক-পুত্র পুত্রের ন্যায় পিণ্ডাধিকারী ও সম্পত্তির অধিকারী।

ম্যাল। পিণ্ড দিতে চায়, দিবে। লাট সাহেব আপত্তি করিতেছেন না। লাট সাহেব বলিতেছেন, দত্তক-ছেলে বরবাদ দেয়। ঝাঁসী রাজ্য বরবাদ যাইতেছে; ইংরাজ না রাখিলে সব খারাপি হবে। সব দিক্ ভালো করিবার জন্য গভর্ণর জেনারেল সব ঝাঁসী হস্তগত করিবেন।

লক্ষ্মী। সাহেব, শুনেছি ইংরেজরা বলে, তারা সত্যবাদী ন্যায়বান,, তাদের সুবিচার জগৎ-প্রসিদ্ধ; কিন্তু সে কথা আজ কেমন করে বিশ্বাস করব? যদি রাজকার্য্যে আপনারা সত্যবাদী হতেন, যদি ন্যায় অনুরূপ বিচারে সন্ধি পালন করতেন, যদি বলদর্পিত হয়ে উপকার বিস্মৃত না হতেন, তা'হলে দত্তক-পুত্রগণের নামে এরূপ মিথ্যা অপবাদ দিতেন না যে দত্তক-পুত্রেরা রাজ্য নষ্ট করে। কদাচ বলতেন না যে ঝাঁসী সুশাসিত নয়, কদাচ বলতেন না যে ঝাঁসী-রাজ্য বিনষ্ট হচ্চে। কদাচ বলতেন না যে, ইংরেজ শাসনে ভারতবাসীরা উন্নতি লাভ করে। ডালহাউসি সাহেবের রাজ্য-লিপ্সা প্রবল, তাই পঞ্জাব অধিকার করেছেন, বর্ম্মারাজ্য ছেদ করে ব্রিটিশ-কবলিত করেছেন, সেতারার সিংহাসন শূন্য করেছেন,—সেই লোলুপ দৃষ্টি আজ ঝাঁসীতেও নিক্ষেপ করেছেন।

ম্যাল। রাণীর সহিত তর্ক করিতে আমার অধিকার নাই, গভর্ণর জেনারেলের হুকুম পালন করিতে আসিয়াছি।

লক্ষ্মী। আমার ঝাঁসী আমি দেব না।

ম্যাল। আপনার নিকট এরূপ অবিবেচনার বাক্য প্রত্যাশা করি নাই। যদিচ দুঃখিত হইব, আজ্ঞা পালনে আমি বাধ্য। অদ্যই কামান গর্জ্জনে ঝাঁসী অধিকার প্রচার হইবে। অদ্যই ঝাঁসী দুর্গে ইংরেজ পতাকা উড়িবে।

লক্ষ্মী। আর আমি যদি দুর্গ ত্যাগ না করি।

ম্যাল। ইংরেজের অতিথি হইবেন। সম্মানের সহিত থাকিবেন।

লক্ষ্মী। না সাহেব, সে সম্মানের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সাহেব শোনো, ঝাঁসী আমার, একদিন আমারই হবে। ইংরেজ সম্মুখে আমি

—ঝাঁসী আমার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার বলে একদিন প্রমাণ করব। আজ আমি দুর্গ হ'তে বহিষ্কৃত হলেম, আজ ঝাঁসীর পতাকা পতিত হলো, কিন্তু যদি ইংরেজ পদার্পণে ন্যায়, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব, ভারতে বিলুপ্ত না হয়ে থাকে, তা'হলে আবার একদিন ঝাঁসীর দুর্গে পতাকা উড্ডীয়-মান হবে, আবার একদিন রাণী-রূপে আমি ঝাঁসীর সিংহাসনে উপবেশন করে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করবো।

ম্যাল। সে অবশ্য সুখের বিষয় হইবে।

লক্ষ্মী। তবে আজ যা করতে এসেছেন, তাই করে সুখী হোন। তাই করে দেখুন, ইংরেজের অবিচারে অনাথা বিধবারা কিরূপে গৃহত্যাগিনী হয়, অসহায় বালক কিরূপে রাজ-সিংহাসনে বঞ্চিত হয়! ইংরেজ অধিকারে রাজ্যে কিরূপ হাহাকার উঠে, শুনুন! কতশত লোকের অশ্রুজল পতিত হয়, দেখুন। সাহেব, শুনতে পাই, তোমরা ধর্ম্মনিষ্ঠ, অনাথ-রক্ষক বলে আত্মশ্লাঘা করে থাক, কিন্তু সেরূপ চরিত্র তোমাদের কবে ছিল, জানি না। তবে যা দেখছি, তা'তে তোমাদের অনাথ-পীড়ক, দুর্ব্বল-পীড়ক, অত্যাচারী, পরস্বলোলুপ স্বার্থপর বণিক্ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

ম্যাল। আপনি কোন্ সময় দুর্গ পরিত্যাগ করবেন, স্থির করিয়াছেন?

লক্ষ্মী। এখনই। আপনার আসবার শুভ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই সকলকে দুর্গ ত্যাগ করে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে বলেছি। আপনাদের সুবিচার কিরূপ হবে, তা আমাদের কলিকাতার কর্ম্মচারীর নিকট হতে সংবাদ পেয়েছি। আর ডালহাউসি সাহেবের চরিত্র বুঝে অনুমানও করেছিলেম। ঐ অনাথ অভাগা পুত্র আসছে, আমি এখনই তারে লয়ে বহির্গত হচ্ছি।

দামোদর রাও ও কাশির প্রবেশ

দামোদর। মা, আপনি আমায় ডেকেছেন?

লক্ষ্মী। হাঁ বাবা, চল—

কাশি। মহারাণী, সাহেব কি কুমারকে রাজা করতে এসেছেন?

লক্ষ্মী। না—পথের ভিখারী করতে। রাজ-রাণীকে আবাসচ্যুত করতে—রাজ্য গ্রাস করতে! এস বাবা!

দামো। কোথায় যাব?

লক্ষ্মী। রাজপথে! রাজগৃহে স্থান আছে কিনা জানি না।

ম্যাল। রাজগৃহে কেন স্থান নাই? সেলাম মহারাণী!

লক্ষ্মী। অনাথাকে ব্যঙ্গ কেন সাহেব! তোমাকে শত শত সেলাম, লাট সাহেবকে শত শত সেলাম, ইংরেজ নামে শত শত সেলাম।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

১ম। মামু, এ সুম্বুন্দি য়্যাংরাজ কি না খায়, কইতে পারিস?

২য়। ও এংরাজি মেজাজ বুঝবি কি বল? সুম্বুন্ধি কাগের সুক্তো খায়, শিয়ালটার জিব খায়, গিরগিটি ভাজি খায়, চিলগুলোন শুনেছি টক বানায়, আর ছুঁচোর কাবাব!

১ম। ওয়াক্ ওয়াক্! হাঁ মামু, গা ঘিন্-ঘিন্ করে না?

২য়। ও এংরাজি মেজাজ কি বুঝবি? গা ঘিন্ ঘিন্ করলি পানি না নিয়ে কাগজ দিয়ে সারতি পারে?

১ম। না, তুই ঝুট্ বলছিস্। ছুঁচো কি খাতি পারে?

২য়। যে সুম্বুন্ধি হারামখোর, সে ছুঁচো খাবে, কিসির কথা! দু' দিনের জন্যি রাজ্যটা পেতাম তো সুম্বুন্ধির হারাম খাওয়াটা বা'র করতাম।

১ম। আজ কিসির লাচ হবে মামু?

২য়। ঐ যে গালে চড়ডা দিয়ে কেল্লা দখল করেছে, তাইতে খানা দিবে, তাইতে লাচ হবে, সরে পড় সরে পড়! ঐ সব হুল্লো হুল্লো করে সাহেব বিবি আসতিছে।

(নেপথ্যে) হিপ্ হিপ্ হুররে!

সাহেব বিবির প্রবেশ, নৃত্য গীত

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সেনাপতি। মহারাণী, ইংরেজ বাহাদুর আমাদের জবাব দিয়েছেন। অনেক দিন মহা-রাণীর নিমক খেয়েছি, তাই শেষ দর্শন করতে এসেছি।

লক্ষ্মী। সেনাপতি, প্রত্যেক সেনাকে বল,

আজ আমি অনাথিনী, সেনারা আমার পুত্র-বিশেষ! পুত্রকে মাতা হতে বিচ্ছিন্ন করলে যেরূপ মাতার হৃদয়ে আঘাত লাগে, সেইরূপ আঘাত আমার হৃদয়ে। কিন্তু আমি উপায়হীনা। ইংরেজের আজ্ঞায় বাধা প্রদান করি, এরূপ আমার বল নাই। তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে, আমার সহিত মরণে প্রস্তুত?

সেনা। মা, সকলেই প্রস্তুত; কিন্তু তাতে ফল কি হবে?

লক্ষ্মী। হাঁ, কি ফল হবে কেবল এই কথাই ঝাঁসীতে শুনেছি! আমিও সকলের কথায় ভাবছি, কি ফল হবে? এইরূপ ফলাফল বিচার আজ সমস্ত ভারত ব্যাপ্ত। কিন্তু যদি শাস্ত্র সত্য হয়, পুরাণ সত্য হয়, তবে বলব ভারতে এরূপ ফলাফল বিচার আগে ছিল না। ভারতবাসীর মান-রক্ষার চেষ্টা ছিল, ফলাফল বিচার ছিল না। আজ ইংরেজের তোপ-ধ্বনিতে সকলেই বিজ্ঞ, সকলেই ফলাফলদর্শী। কিন্তু দূরদর্শী ভারত উপস্থিত ফলাফল বিচার করছে, শেষ ফলের প্রতি লক্ষ্য থাকলে অন্য মত স্থির করতো। তাহলে বুঝতো, কুক্কুর অপেক্ষা হীন জীবন-ভার বহন করতে হবে, তাহলে বুঝতো, হিন্দু নাম ভারতে বিলুপ্তপ্রায় হবে, তাহলে বুঝতো, বংশধরগণ অর্দ্ধাশনে দিনপাত করবে: তাহলে বুঝতো, দেব মন্দির ম্লেচ্ছ নিয়মে চালিত হবে, তাহলে বুঝতো, বিবাহে, শ্রাদ্ধে যাগযজ্ঞ ব্রতানুশীলনে ম্লেচ্ছ নিয়ম প্রবল হবে; তাহলে বুঝতো, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ অধর্ম্মের বিলাসভূমি হবে।

সেনা। মা, আপনার কি আজ্ঞা বলুন!

লক্ষ্মী। আমার আজ্ঞা? আজ আমি কে? কি আজ্ঞা দিব? কেন অকারণ নরহত্যার পাতকে লিপ্ত হব? কিন্তু সত্যই যদি আজ্ঞা চাও, তবে প্রস্তুত থেকো! আমার হৃদয় বলছে—একদিন আমি আজ্ঞা প্রচার করবো, আমার আজ্ঞায় শত শত তরবারি কোষমুক্ত হবে। আমার সিংহনাদে ব্রিটিশ সিংহ কম্পিত হবে। সদর্পে উড্ডীন ইংরেজ-পতাকা ভূমিশায়ী হবে। আজ আজ্ঞা প্রদানের দিন নয়।

সেনা। মা, আজ্ঞা প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করবো।

রঘুনাথ সিংহ, পুরাতন ভৃত্য গণপত রাও, শ্রীমন্ত রাও প্রভৃতির প্রবেশ

রঘুনাথ। মহারাণী, আজ আমরা কর্ম্মচ্যুত। আমাদের কার্য্যে ঝাঁসীর অবনতি ঘটেছে, সেই নিমিত্ত ইংরেজ বাহাদুর কার্য্যভার গ্রহণ করে ঝাঁসীর উন্নতিসাধন করবেন। স্থূলে বেতনভোগী ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হয়েছেন, ঝাঁসীর অকর্ম্মণ্য অল্প সৈন্যের পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য দুর্গে রাখা হয়েছে, এ সমস্তের ব্যয়ভার ঝাঁসীর অর্দ্ধ রাজকরের অধিক গ্রাস করবে। তবে ইংরেজ বাহাদুর বলছেন, ঝাঁসীর মঙ্গলের জন্যই এ সমস্ত আয়োজন। ঝাঁসীর মঙ্গলের নিমিত্ত কুক্কুরের ন্যায় তাড়িত হলেম।

গণপৎ। কিন্তু ঝাঁসীর রাজকার্য্য ব্যতীত তো অপর কার্য্য শিক্ষা করি নাই। রাণীর চরণে আমাদের নিবেদন—যদি কখনও প্রয়োজন হয়, সন্তানগণকে স্মরণ করবেন।

লক্ষ্মী। বৎস, এ সকল সংবাদ আমার নূতন নয়। আমি মনে মনে নিশ্চয় জানতেম, ডালহাউসি সাহেব পোষ্যপুত্রকে গদী দিবেন না। মহারাজের শেষ পত্র ডালহাউসি সাহেবের নিকট প্রেরণ না করে—আর যদিও প্রেরিত হয়েছিল, সে পত্রের উত্তর প্রত্যাশা না করে, কুমারকে গদী দেওয়া উচিত ছিল। গদী রক্ষা করার উপায় নির্দ্ধারণ করা উচিত ছিল। আমি সেই প্রস্তাবই সভায় উপস্থিত করায় সকলেই অসম্মতি প্রকাশ করেছ। সকলেই বলেছ—ইংরেজ বলবান্। বলের দ্বারা তাদের নিরস্ত করবার উপায় নাই। কিন্তু তখন বুঝা কর্ত্তব্য ছিল যে, মান অপেক্ষা প্রাণ বড় নয়, ইংরেজ ইংরেজ-কর্ম্মচারী দ্বারা রাজ্য শাসন করবে, পূর্ব্বস্থাপিত রাজসভা দ্বারা নয়। যদি আমার কথা না উপেক্ষা করতে, তা' হলে রাজ্য রক্ষা হ'তো কিনা জানি না: কিন্তু চিরস্থায়ী সম্মান স্থাপিত হতো নিশ্চয়। বর্ত্তমান হীনবীর্য্য ভারতবর্ষে এক উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হতো। পরাজয়ের মধ্যে ভারতবাসী দেখতো যে ইংরেজের অবিচার অত্যাচার ঝাঁসী সহ্য করে নাই। ঝাঁসীর রাণী অমাত্যপরিবেষ্টিত হ'য়ে সমরশায়িনী হয়েছে। ভারতবাসী দেখতো,

ঝাঁসীর প্রজাগণ অধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। সুযোগ উপেক্ষা করেছ, এখন আর আমার কাছে কি আজ্ঞা প্রত্যাশা করো? রাজ-কার্য্যে কি পুনঃ নিযুক্ত হবে, আশা কর? যাও, যদি সুদিন হয়, অবশ্যই সংবাদ দিব! কিন্তু জেনো, উদ্যোগী পুরুষই সুদিন প্রাপ্ত হয়, বীর্য্যবান্‌ই সুদিন প্রাপ্ত হয়। ঝাঁসী ক্ষুদ্র, ভারত ক্ষুদ্র নয়। যেখানে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য, সেইখানেই হাহাকার। যদি কার্য্যভার চাও, এখনই গ্রহণ কর। জনে জনে দেশ পরিত্যাগ কর! দেশে দেশে ভ্রমণ করে ইংরেজের অত্যাচার ঘোষণা কর, নিজ উৎসাহে সকলকে উৎসাহিত কর! যদি সাহস থাকে, মহাকার্য্যে ব্রতী হও! নচেৎ রমণীর নিকটে বসে বৃথা রোদন কর। আর কি উপায় আছে? যদি মহারাজ আমায় দত্তক-পুত্রের ভার দিয়ে হস্ত-পদ বন্ধন না করতেন, তাহলে যখন ম্যালকম সাহেব ঝাঁসীর পতাকা অবনত করে ইংরেজ পতাকা স্থাপন করতে এসেছিল, তখনই এই ক্ষীণ নারীহস্তে তার প্রাণবিয়োগ হতো। যাও বৎস, আর আমার নিকট উপস্থিত থেকে আমায় মর্ম্মপীড়িতা করো না।

শ্রীমন্ত। মা, ভারতে সকল রাজা সকল উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তি ইংরেজের অধীন,—ইংরেজকে ভয় করে। তারা কি আমাদের কথায় উত্তেজিত হবে?

লক্ষ্মী। না, তারা নয়। তাদের উপর ভারতের আশা-ভরসা নাই। তারা ইংরেজের রাজ-প্রসাদ-প্রত্যাশী। ইংরেজ-কোপে তাদের সর্ব্বনাশ হবে, তারা বিবেচনা করে। বিলাস তাদের জীবন; মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে রেসি-ডেন্টের পদানত হয়ে বিলাস সম্ভোগে মগ্ন। কিন্তু যারা দীন হীন, যারা পেটের দায়ে ইংরেজের পক্ষ হ'য়ে অস্ত্রধারণ করেছে, যাদের শ্রম-আর্জ্জিত অর্থ ইংরেজ অপহরণ করছে, যাদের জীবনে সুখের আশা নাই, তাদের নিকট প্রচার করো যে তাদের দৈন্য-দশার কারণ ইংরেজ; তাদের বোঝাও যে, শোষক ইংরেজ তাদের অর্দ্ধাশনের কারণ, তারা ইংরাজচক্ষে কুক্কুর বিড়ালের চেয়ে হীন। সেনাদের বোঝাও, তাদের শোণিত-ব্যয়ে ইংরেজ সর্ব্বজয়ী, তাদের বাহুবলে ইংরেজ যশস্বী। অথচ তাদের উচ্চ পদের আশা নাই, তাদের দীনতা মোচনের আশা নাই। তাদের পেট-ভাতা ডাল-রুটি আর যুদ্ধে জীবন-দান। কার্য্য—স্বদেশী হত্যা, পরিণাম—ধর্ম্ম বিসর্জ্জন।

শ্রীমন্ত। মা, আমাদের কথায় বুঝবে কেন?

লক্ষ্মী। বুঝালেই বুঝে। বক্তৃতায় নয়, তাদের সমদুঃখী হলে বোঝে। তাদের আত্মীয় করে নিলে বোঝে। তাদের মনুষ্যের আসন দিলে বোঝে। জেনো, আত্ম-ত্যাগই একমাত্র বুঝাবার উপায়। যদি আত্মত্যাগী হতে পারো, তাদের বুঝান কষ্টসাধ্য হবে না। এস—

রঘুনাথ। মা, পারি যদি আপনার উপদেশ গ্রহণ করবো।

লক্ষ্মী। এস বৎস, মা কালী তোমাদের সদিচ্ছা দৃঢ় করুন।

সকলে। জয় মহারাণীর জয়!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মোরোপন্থ। মা, তোমায় বলতে আমার শঙ্কা হচ্ছে, কিন্তু উপায় নাই।

লক্ষ্মী। পিতা, অধিক দুঃসংবাদ কি দিবেন? আমি সকল প্রকার সংবাদ শোনবার জন্যই প্রস্তুত।

মোরো। না মা এরূপ কঠিন সংবাদের জন্য তুমি প্রস্তুত নও! ইংরেজ রাজ্য অপহরণ করেও তৃপ্ত নয়—

লক্ষ্মী। সমস্ত এক কথায় প্রকাশ করুন।

মোরো। ইংরেজ কর্ম্মচারী রাজগৃহে প্রবেশ করে রাজার সম্পত্তি নিয়ে যেতে আসবে! তারা বলে যে রাজার সম্পত্তি রাজার দত্তক-পুত্রের, সে সম্পত্তি তাদের জিম্মায় থাকবে। আজই তারা আসবার জন্য প্রস্তুত। আমি এই কঠিন সংবাদ দিতে ভীত হচ্ছিলেম।

লক্ষ্মী। পিতা, অন্য ভয়ের কারণ নাই। কন্যার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন।

মোরো। মা, কি বলছ?

লক্ষ্মী। তাই শুধু বলছি যে, আমি অসি হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান হবো। যে ম্লেচ্ছ দ্বারে প্রথম পদার্পণ করবে, তার শিরশ্ছেদন করবো।

হীরাবাই-এর প্রবেশ

হীরা। দিদি, আমি তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকতে প্রস্তুত। কিন্তু তুমি নিরস্ত হও!

লক্ষ্মী। কি বল ভগিনী? অন্তঃপুরে ম্লেচ্ছ প্রবেশ করবে, আর আমি নিরস্ত হবো? রাজকুল কলঙ্কিত হবে, ঝাঁসীর রাজবংশের কথা উল্লেখ করে লোকে উপহাস করবে, অসূর্য্যম্পশ্যা রাজরাণীগণ ম্লেচ্ছের সহিত এক আবাসে অবস্থান করবে,—এ সকল ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেছে, আর আমি সহ্য করব না।

হীরা। দিদি, তবে কি নিমিত্ত দুর্গ পরিত্যাগ করেছ? কি নিমিত্ত অসি হস্তে দুর্গদ্বারে দণ্ডায়মান হও নাই? সে সময় আমায় কি নিমিত্ত নিরস্ত করেছ? কি নিমিত্ত স্বামীর অধিকার ম্লেচ্ছের হস্তে পরিত্যাগ করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছ? প্রতিশোধের নিমিত্ত ক্ষান্ত হও! একজন ইংরেজ বধে এ দারুণ মনস্তাপ নির্ব্বাণ হবে না। প্রতিশোধ প্রতিশোধের নিমিত্ত নিরস্ত হয়!

লক্ষ্মী। হীরা, তুমি ক্ষিপ্তা।

হীরা। না দিদি, ক্ষিপ্তা নই; তোমার ন্যায়ই বীরাঙ্গনা। পিতা যান! ইংরেজকে লয়ে আসুন। কুণ্ঠিত হবেন না। আমি বলছি, দিদি আমার কথা অন্যথা করবেন না। আপনার কোনও আশঙ্কা নাই। আমিও দিদির পার্শ্বে অসি হস্তে আজই দণ্ডায়মান হতেম, কিন্তু আজ নয়! আপনি ইংরেজকে আনুন।

মোরো। মা, কি বল?

লক্ষ্মী। আপনি যান। আমার ভগ্নী আমা হতে পৃথক্ নয়।

মোরো। মা, অবস্থা অনুসারেই কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

হীরা। আমরা সেইরূপেই করেছি। সেইরূপেই করবো।

[মোরোপন্থের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। হীন প্রতিহিংসা। কি বলছিস্?

হীরা। হাঁ, প্রতিহিংসার কথাই বলছি। যেদিন তোমার নিকট উপদেশ পেয়েছি, সেদিন হ'তে আমার নূতন জন্ম। সেদিন হ'তে আমার নূতন উদ্যম। ইংরেজ অর্থ নিতে আসবে, আমি সকল অর্থ গোপন করেছি। অতি সামান্য অর্থই রাজভাণ্ডারে আছে। দুর্গ হতে অস্ত্র শস্ত্র, কামান প্রভৃতি রজনীযোগে এনে অতি গুপ্তস্থানে স্থাপন করেছি। ভারতে শীঘ্র ইংরেজ বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হবে।

লক্ষ্মী। হীরা, বোধহয় তুমি এক ক্ষিপ্ত দৈবজ্ঞের কথায় এইরূপ বিশ্বাস করো। আমি তাকে জানি। সে আমার বালিকাকালে গণনা করে বলেছিল যে আমি বৈধব্য অবস্থায় ঝাঁসীর রাজরাণী হবো। তার গণনার ফল দেখ—আজ আমি ভিখারিণী।

হীরা। দিদি, রাজরাণীই হবে! নিশ্চয় হবে। অতি গুহ্য সংবাদ, তোমায় গোপনে বলবো, আমি দেবীর নিকট স্বপ্নে বর পেয়েছি। দেবী-বাক্য কখনও বিফল হয় না।

লক্ষ্মী। দেবী বাক্য? দেবী পাপ-ভারাক্রান্ত ভারত পরিত্যাগ করেছেন। ওঃ এত অপমান! হায়! আমার জীবন এখনও কেন আছে!

দামোদর রাও-এর প্রবেশ

দামো। মা মা, সাহেব আসছে কেন? আবার কি আমাদের তাড়িয়ে দেবে?

হীরা। না, বাবা না। দিদি, গুরুতর অপমান সত্য। কিন্তু সহ্য করো। কুমারের মুখ চেয়ে সহ্য করো, আমার মুখ চেয়ে সহ্য করো! ঝাঁসীর মুখ চেয়ে সহ্য করো। আমি তোমায় বৃথা আশ্বাস প্রদান করছি না। যদি আমার আশা বিফল হয়, যেন তোমা দ্বারা আমি পরিত্যক্ত হই। এ অপেক্ষা কঠিন দিব্য আমি জানি না।

ম্যালকম, সদাশিব, মোরোপন্থ প্রভৃতির প্রবেশ

ম্যাল। সেলাম মহারাণী।

লক্ষ্মী। মৃতকে সেলাম কেন সাহেব? লুণ্ঠন করতে এসেছেন, লুণ্ঠন করুন।

ম্যাল। লুণ্ঠন! কি বলিতেছেন? লাট সাহেব আপনার পুত্রকে কুমার উপাধি দিয়াছেন। আপনার স্বামীর নিজ সম্পত্তি ও অলঙ্কারাদি রাজকুমারের। উনি সাবালক হইলে পাইবেন। সে সম্পত্তি কোম্পানীর নিকট জিম্মা থাকিবে।

মোরো। কিন্তু স্বর্গতঃ রাজার যে ঋণ আছে, তা কিরূপে পরিশোধ হবে? তা রাণীর নিকট প্রকাশ করুন!

ম্যাল। সে আপনাকে তো পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি—রাণীকে বুঝান নাই? রাণী বার্ষিক ষাট হাজার টাকা পাইবেন! আমরা পাওনা-দারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া দিব, তাহা হইতে শোধ দিবেন!

লক্ষ্মী। রাজকার্য্যে ঋণ হয়েছে। আপনারা রাজ্যগ্রহণ করলেন, ঋণ পরিশোধ করবো আমি? কি চমৎকার সুবিচার! ভাল তাই হবে! বন্দোবস্তের প্রয়োজন নাই, আমার স্ত্রী-ধন হ'তেই শোধ যাবে। আর আপনাদের বার্ষিক ষাট হাজার টাকা,—আপনাদের ঝাঁসী শাসনের নিমিত্ত বড় বড় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করতে হবে, বড় বড় সৈনিক নিযুক্ত করতে হবে,—ও টাকা সেই কার্য্যেই থাক। প্রজার শোণিত-শোষিত অর্থে আমি জীবিকানির্ব্বাহ করবো না। যে কার্য্যে এসেছেন, সেই কার্য্য করুন!

ম্যাল। আমরা ন্যায্য কার্য্যে আসিয়াছি, কুমারের সম্পত্তি রক্ষা করিতে আসিয়াছি! কুমার নাবালক, আমরা না সম্পত্তি রক্ষা করিলে কে করিবে?

লক্ষ্মী। সাহেব, আপনারা স্বদেশে কি এই-রূপে নাবালকের সম্পত্তি রক্ষা করেন? স্বদেশে কি এইরূপে নাবালকের উপর মাতা অপেক্ষা আপনাদের দরদ বেশী! স্বদেশে কি পরের সম্পত্তি অপহরণ করে ঋণ-ভার তার মস্তকে চাপাইয়া দেন? না—এরূপ ন্যায়-বিচার, এরূপ সম্পত্তি রক্ষার বিধান শুধু এই ভারতবর্ষে! এ পুরী অনাথিনী-পূর্ণ, হেথায় এরূপ সাধুতা প্রকাশে বাধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। হেথায় অস্ত্রধারী সম্পত্তি-রক্ষক নাই, হেথায় সাধু কার্য্যে কামান গর্জ্জনে প্রতিরোধ প্রাপ্ত হোন না। হেথায় আপনাদের অস্ত্র তীক্ষ্ম, কামান গম্ভীরনাদী। কাজেই এ নির্ব্বীর্য্য স্থানে যথেচ্ছচারিতাকে আপনারা সাধুতা ঘোষণা করেন—

ম্যাল। (স্বগতঃ) The barking bitch. (প্রকাশ্যে) সদাশিব সাহেব, আইসেন—ভাণ্ডার দেখাইয়া দিবেন।

হীরা। খুল্লতাত কি ভাণ্ডার দেখাতে এসেছেন?

সদা। এই সাহেব নিয়ে এলো মা—সাহেব নিয়ে এলো মা! কি করি বল?

হীরা। উত্তম! সাহেবকে নিয়ে যান।

[সাহেব, সদাশিব ও মোরোপন্থের প্রস্থান।

দামো। মা, সাহেব আমাদের বাড়ীর ভেতর কোথায় গেল?

লক্ষ্মী। হীরা, উত্তর দাও! বল—আমাদের বাড়ী নয়; সাহেবদের বাড়ী সাহেবেরা এসেছে। দয়া করে আমাদের থাকতে দিয়েছে।

দামো। তবে চল মা, আমরা এখান থেকে যাই।

লক্ষ্মী। আর কোথায় যাব? হীরা আমার অগ্নিতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা হচ্চে।

হীরা। না দিদি, তুমি তো বলেছ, অগ্নিতে প্রবেশ বা করাল কৃপাণ ধারণ।

লক্ষ্মী। কৃপাণ ধারণ? সে শক্তি দুর্ব্বল নারী হস্তে কোথায়? যদি সে শক্তি থাকতো, তাহলে আজ তোমার কথাতেও নিরস্ত হতেম না, পবিত্র রাজপুরী ম্লেচ্ছ পদার্পণে কলঙ্কিত দেখতেম না। সন্তানের মায়ায় আবদ্ধ থাকতেম না। যদি বীরাঙ্গনা হতেম, বীরাঙ্গনার ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতাম। জগদম্বে, দিন কি দিবে না মা!*

[প্রস্থান।

* অসম্পূর্ণ

গিরিশচন্দ্রের গদ্যরচনা

স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন

['সাহিত্য' মাসিক-পত্রিকায় (মাঘ, ১৩১৫) প্রথম প্রকাশিত।]

আমার আক্ষেপ, পীড়িত হইয়া বন্দী অবস্থায় গৃহে আবদ্ধ থাকায়, আমি নবীনচন্দ্রের শোক-সভায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না। কয়েকদিন পূর্ব্বে রামমোহন লাইব্রেরীর সভ্যগণের উদ্যোগে একটি শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতেও যোগদান করিতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। ইহা আমার সামান্য ক্ষোভের বিষয় নয়। নবীনচন্দ্র আমার পরম বন্ধু ছিলেন। যিনি সেই উচ্চচেতা কবির সহিত কখনও আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, নবীনচন্দ্রের হৃদয় অমৃতের খনি ছিল; সেই আলাপের দিন তিনি কখনও জীবনে বিস্মৃত হইবেন না।

এই মরালস্বভাব কবির চক্ষে কখনও কাহারও দোষ দৃষ্ট হইত না। তিনি রসাস্বাদী ছিলেন; রস আস্বাদন করিতেন, দোষ দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার কবিত্বশক্তি তাঁহার ভাষাতেই কতক পরিমাণে বর্ণিত হয়,—

"সেই পিকবর কল, উছলে যমুনা-জল,
উছলিত ব্রজে শ্যাম-বাঁশরী যেমন,—"

ভাষার ছটায় ভাব-ঘটায় নবীনচন্দ্রের কবিতা অতি উচ্চশ্রেণীর, সে পরিচয় দিবার যোগ্যতা ও আবশ্যকতা আমার নাই। সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সহিত পরিচিত, এবং ভাবুকমণ্ডলী অদ্য তাহার পরিচয় সভাস্থলে উপযুক্ত বক্তৃতায় প্রদান করিবেন,—সন্দেহ নাই। যে সময়ে নবীনচন্দ্রের কাব্য প্রথম প্রকাশিত হইল, তখন লোকে যেমন মাইকেলকে বাঙ্গালার মিল্‌টন বলিত, তেমনই নবীনচন্দ্রকে বাঙ্গালার বাইরণ নামে বর্ণনা করিত। কিন্তু আমি বলিতাম, নবীনচন্দ্র—নবীনচন্দ্র। তাঁহার ভাষা ও ভাব-সমষ্টির সম্মিলন আমার অতুলনীয় জ্ঞান হইয়াছিল। সে সকল কথার উল্লেখ আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। নবীনের কাব্য বঙ্গভূমে নবীনকে চিরদিন নবীন রাখিবে। সময়ে রুচির স্রোত তরঙ্গিত হইয়া চলে। এক সময় উচ্চ তরঙ্গশিখরে নবীনের কাব্য উঠিয়াছিল; এক্ষণে অপর তরঙ্গের খেলা দেখিতে পাই; কিন্তু আবার যে সেই বৃহৎ তরঙ্গের উত্থান হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ণচন্দ্র মেঘে আচ্ছাদিত হইতে পারে, কিন্তু মেঘ স্থায়ী নয়—চন্দ্র স্থায়ী।

এই শোক-সভায় নবীনচন্দ্রবিরহে শোকার্ত্ত ব্যক্তি অনেকেই উপস্থিত আছেন। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ও তাঁহাদের ন্যায় শোকার্ত্ত। যেদিন নবীনচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম আলাপ, সেই দিন হইতে তাঁহার সহিত যতদিন একত্র বসিয়াছি, প্রতিদিনই আমার স্মৃতিতে জাগরিত। তিনি যখন রেঙ্গুনে, তথা হইতে আমায় পত্র লিখিতেন, সে পত্রের মাধুর্য্য বর্ণনাতীত। পীড়িত অবস্থায় তাহা পাঠ করিয়া কতদিন শান্তি উপভোগ করিয়াছি। আমি ভাবিতাম, যদি বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সহিত একত্র কালযাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার বার্দ্ধক্য সুখে অতিবাহিত হইবে। আমার এই মনের সাধ পত্রের দ্বারা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। তৎপূর্ব্বে তিনিও প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, আমাকে তিনি রেঙ্গুনে পাইলে দুই মাস আবদ্ধ রাখিয়া একখানি নাটক লিখিয়া লইবেন। আমার মনে মনে কল্পনা ছিল যে, তাঁহার অভিপ্রায় মত একখানি নাটক লিখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব। মানব-হৃদয়ে আশার তরঙ্গ উঠে, আবার অতলে ডুবিয়া যায়। আমারও আশা অতলে ডুবিয়াছে, নবীনচন্দ্র আর নাই!

নবীনচন্দ্র বঙ্গের কবি; কিন্তু আমার আত্মীয়—পরম সুহৃৎ—শুভাকাঙ্ক্ষী। যতদিন তাঁহার সহিত একত্র বসিয়াছি, সে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। সে সমস্ত ঘটনাই তাঁহার মধুময় হৃদয়ের

পরিচায়ক, কিন্তু তাহার বর্ণনায় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পায়। তিনি তো কাহারও দোষ দেখিতেন না। দেখা হইলেই আমার সুখ্যাতি করিতেন। আমি তাঁহার কাব্য শুনিতে চাহিতাম, তিনি আমার গান আবৃত্তি করিতেন। আমার সুপরিচিত যখন যাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নিকটই আমার সংবাদ লইয়াছেন, এবং আমার সম্বন্ধে শত প্রশংসা-বাক্য লিখিয়াছেন। আমার উপর তাঁহার স্নেহের একটি পরিচয় দিই:—কোনও এক সময়ে আমি থিয়েটারে অভিনয় করিব, বিজ্ঞাপিত হয়; কিন্তু থিয়েটারের দিন প্রাতে বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে, অসুস্থতা-নিবন্ধন আমি সেদিন অভিনয় করিতে পারিব না। নবীনচন্দ্র তখন কলিকাতায়। বেলা ৩টার সময় আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত, অতি ব্যাকুল, চুপি চুপি নিম্নতলে ভৃত্যের নিকট সন্ধান লইতেছেন—কিরূপ আছি। আমি উপরে ডাকিলাম। আমি বসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেছি, কিন্তু তাঁহার উদ্বেগ শান্ত হয় না। এই কথা স্মরণ হয়, এবং মনে আবেগ উঠে যে, এমন বন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা হইল না।

প্রেমিক নবীন চিরদিন প্রেমে উন্মত্ত। নবীনচন্দ্র প্রেমিক বৈষ্ণব কবি। কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন থাকিতেন। থিয়েটারে কোনও কৃষ্ণবিষয়ক প্রসঙ্গ হইলে উন্মত্ত হইয়া যাইতেন, নাটক-কারের প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরিত না,—বলিতেন, নাটক-কার তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে কখনও বিষয়-আবর্জ্জনা পতিত হইত না। সংসারে মুক্ত পুরুষ, প্রেমই তাঁহার জীবন। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, উপেক্ষা—তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে কখনও স্থান পাইত না। ভাবুক তাঁহার কাব্যে পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে দেখিবেন,—প্রেমের অনন্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। জন্মভূমির প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় প্রেম ছিল, তাহা তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধে' প্রকাশ। যদিচ তাঁহার সিরাজ-চরিত্র মসীলিপ্ত, তথাপি সেই দুর্ভাগ্য যুবকের জন্য তিনিই প্রথম অশ্রুধারা বর্ষণ করেন। কারাগারে সিরাজের খেদোক্তিতে পাষাণ বিদীর্ণ হয়। মোহনলালের খেদ,—

"কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্রকিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও অহে দীনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির-বিষাদ-রজনী!"

ইত্যাদি বঙ্গভাষায় অতুলনীয়। জন্মভূমির জন্য অনেক শোকোক্তি দেখিতেছি, কিন্তু এরূপ গভীর মর্ম্মভেদী শোকধ্বনি বিরল। ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনয়ের নিমিত্ত তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধ" নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করি। এক দিন তিনি অভিনয় দেখিতে যান। অভিনয়ান্তে তিনি বলেন, "দেখিতেছি, তুমি 'ধারাপাত' নাটক করিতে পার।" আমি উত্তর করিলাম, "হয় তো পারি, যদি নবীনচন্দ্র সে ধারাপাত লেখেন।"

নবীনচন্দ্র সংগীত অতি অল্পই রচনা করিয়াছেন। কিন্তু যদি—

"কেন দুখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল!
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল?
ডুবিলে অতল জলে, প্রেমরত্ন তবে মিলে,
কারো ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারো কলঙ্ক
কেবল।"

ইত্যাদি তাঁহার সংগীত-রচনার আদর্শ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সংগীত যে কাব্যের ন্যায় উপাদেয় হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই গীতটি সম্বন্ধে আমার "সিরাজদ্দৌলা" নাটক-পাঠান্তে তিনি যে আমায় একখানি পত্র লেখেন, তাহার এক স্থলে উল্লেখ আছে,—"আমি নব-যুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক-সংগীত প্রথম সংস্করণ 'পলাশীর যুদ্ধে' দিয়াছিলাম। শোকের সময় সংগীত মুখে আসে কি না—বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেইজন্য আমি সংগীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখিলাম, তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ।"

নবীনচন্দ্র করুণ রসে সিদ্ধ কবি ছিলেন। "ভ্রমের ঝর ঝর রব বিপুল ঝঙ্কার"ও শোনা যায়। সকল রসেরই উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু করুণ রসে একবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাঁহার স্বর্গগমনেও সেই করুণ প্রবাহ প্রধাবিত! যোগ্য ব্যক্তির পরলোকগমনে কর্ত্তব্যবোধে শোক-সভার অধিবেশন হয়। কিন্তু নবীনচন্দ্রের বন্ধুগণের হৃদয়ে দারুণ

শোক-শেল বিদ্ধ। তিনি কীর্ত্তিমান, তিনি কবি,—তাঁহার যশঃসৌরভ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।—কেবল এই সকল আন্দোলনে তাঁহার বন্ধুগণের হৃদয় শান্ত হইবে না। নবীনচন্দ্রের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের ন্যায় তাঁহার বন্ধুবর্গেরও সেই আনন্দমূর্ত্তি সর্ব্বদা মানসক্ষেত্রে উদিত হইবে; তাঁহার অকপট সরল মধুর আলাপ ভুলিবার নয়; ইহজীবনে তাঁহারা ভুলিবেন না। তাঁহাদের নিকট নবীনচন্দ্রের প্রসঙ্গ সর্ব্বদাই উঠিবে। কাল সকলই হরণ করেন, কিন্তু যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, নবীনচন্দ্রের যশঃসৌরভ হরণ করিতে পারিবেন না। নবীনচন্দ্র গিয়াছেন, কতদিনে তাঁহার অভাব পূর্ণ হইবে—কে জানে।*

নবীনচন্দ্র

['সাহিত্য' মাসিক-পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৩১৫) প্রথম প্রকাশিত।]

নবীনচন্দ্রের শোক-সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় আমি আক্ষেপ করিয়াছিলাম, এবং আক্ষেপ-উক্তি লিখিতে লিখিতে এই কবির সম্বন্ধে যাহা মনে উদিত হইয়াছিল, তাহাই বলিয়াছি। তাহা যে মুদ্রিত হইবে, আমার অনুমিত হয় নাই। সে ক্ষুদ্র পত্রে আমার হৃদয়ের কথা কিছুই বলা হয় নাই। সেই পত্রের শেষে নিম্নলিখিত শোকোচ্ছ্বাস যোগ করিয়া দিলে বাধিত হইব। সৌভাগ্যক্রমে আমার যতদিন এই কবিবরের সহিত একত্র বসিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলাম, এবং যত তাহা স্মরণ করি, হৃদয়ে আঘাত লাগে যে, কি প্রকৃত বন্ধু হারাইলাম। নবীনের আত্মজীবনবৃত্ত প্রাপ্ত হইয়া ভাবিয়াছিলাম যে, আমার অনুসারে তাঁহার কাব্যের ও তাঁহার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ঘটিল না। আমি পীড়িত হইলাম, এবং বহুদিন রুগ্‌ণ-শয্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে অনেক সময় তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রশংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু প্রতিবারেই সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে। আমি প্রশংসা করিলেই তিনি বলিতেন, 'তুমি যে আমার কবিতাপাঠে আনন্দ পাইয়াছ, ইহা অপেক্ষা আমার প্রশংসা কি করিবে!' এই বলিয়া বাধা দিতেন। ভাবিয়াছিলাম, পত্রে লিখিলে সে বাধা দিতে পারিবেন না। কিন্তু আমার সে কল্পনা রাবণের স্বর্গের সিঁড়ির ন্যায় কল্পনাতেই রহিয়া গেল।

কোনও কোনও সমালোচকের নিকট শুনিতে পাই, নবীনবাবুর "পলাশীর যুদ্ধ"ই ভাল, অপরাপর কাব্য তাদৃশ সুন্দর নয়। অবশ্য সমালোচক তাঁহার রুচি অনুসারে বলিয়াছেন। হয়তো সাধারণ পাঠক নবীনের পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় তাঁহার অন্যান্য কাব্যের আদর করেন না, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অন্যান্য কাব্যের সমুচিত দোষ-গুণ বিচার হয় নাই। কবির জীবনে যদি একখানি কাব্যেরও আদর হয়, তাহা সামান্য ভাগ্যের কথা নয়। অনেক উচ্চ কবিরও বহু কাব্যের আদর নাই। কিন্তু নবীনের অপর কাব্যগুলি বঙ্গ-সাহিত্যে কোন্ স্থান অধিকার করিবে, তাহার মীমাংসা পরবর্ত্তী সময়ে হইবে, বর্ত্তমানে হইতে পারে না। কোনও উচ্চশ্রেণীর কাব্যের সম্যক্ আদর কবির জীবিত অবস্থায় হয় না, হইতে পারে না। সাময়িক দৃষ্টির অতিরিক্ত দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কবি উচ্চাসন প্রাপ্ত হন না। তাঁহার মনোভাব সময় অতিক্রম করিয়া যায়; তিনি সাময়িক স্রোতে চালিত হন। তাঁহার হৃদয়ে নব নব ভাব প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। চিন্তাই তাঁহার জীবন। হৃদয়ের গভীর স্তর হইতে তাঁহার কবিতা-প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হয়। সুতরাং সাধারণ পাঠকে সেই সুস্বাদু বারির আস্বাদনে সমর্থ হন না। হৃদয়ের গভীর স্তরে নামিয়া তাহা পান করিতে হয়। এ

* ২০শে মাঘ, মঙ্গলবার, ষ্টার থিয়েটারে নবীনচন্দ্রের শোক-সভায় পঠিত।

নিমিত্ত অনেক সময়েই উচ্চ কবির কাব্য অর্থ-শূন্য বলিয়া প্রথমে অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। প্রকৃত কবির আর এক বাধা, ভাবুকমাত্রেরই রচনা একরূপ হয় না। নব রস সমানভাবে আস্বাদন করিতে পারেন, এরূপ মহাত্মা উচ্চ কবির ন্যায় অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেন। অনেক ভাবুক, যে কাব্যের রস তাঁহার মনোমত নয়, তাহার আস্বাদ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন না। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রই প্রত্যেক সুন্দরীকে সুন্দরী দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার মনোমত সুন্দরী একজনমাত্র হয়। সকল সৌন্দর্য্যই তাঁহার অনুভূত হয়, কিন্তু কোনও এক বিশেষ সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয় অধিকার করে। সেইজন্য ভাবুকের মনোমত রসের কাব্য না হইলে, তিনি তাহার যোগ্য প্রশংসা করেন না। তৃতীয় বাধা, প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষ্যা; শ্রেণীবিশেষের পক্ষপাতী নীচতাপূর্ণ সমালোচনা। সকলের উপর বাধা, দোষ ধরিলেই বিজ্ঞ হওয়া যায়, এই প্রকার সামান্যচেতা সাধারণের ধারণা। কালে ধীরে ধীরে সেই উচ্চ কবির ভাবসকল ছড়াইয়া পড়ে; ভাবুক ব্যক্তির ব্যাখ্যাও তাহার সহায়তা করে। তখন আর সাহিত্যিকের ঈর্ষ্যাবোধ নাই, নীচ সমালোচকও জলবুদ্বুদের ন্যায় কাল-স্রোতে বিলীন হইয়াছে। তখন সে কাব্যের আদরের আর সীমা থাকে না। কিন্তু সে আদরে কবির কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার আত্মপ্রসাদলাভ হইয়াছিল, অবশ্য ইহা সাধারণ ভাগ্য নয়; কিন্তু তাঁহার যশোলিপ্সা পূর্ণ-মাত্রায় তৃপ্ত হয় না। তিনি হৃদয়ে সত্যের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন বটে, এবং সত্যের মূর্ত্তি কালে গুপ্ত থাকিবে না, ইহাও তিনি মনে-জ্ঞানে জানিয়া যান; কিন্তু সেই উজ্জ্বল মূর্ত্তি তিনি সকলকে দেখাইয়া যাইতে পারিলেন না, ইহা ক্ষোভের বিষয়। তিনি আত্মপ্রসাদে তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু ক্ষোভ—তাহাতে সন্দেহ নাই। এ ক্ষোভ নবীনের হইয়াছিল কিনা, জানি না: কিন্তু তাহার জন্য আমার ক্ষোভ আছে। যদি শক্তি থাকিত, তাঁহার কবিতা সমালোচনা করিয়া সাধারণকে তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য্য দেখাইবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু যখন সে শক্তি আমার নাই, তখন আমার আক্ষেপ বৃথা। তবে প্রাণের উচ্ছ্বাসে দুই একটি কথা বলিতেছি। আমার মনে হয়, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ কবির গভীর ধ্যানের ছবি, তাঁহার ভক্তিস্রোতও তাঁহার ধ্যানের কৃষ্ণের চরণ ধৌত করিবার উপযোগী নির্ম্মল। শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ নবীনের কাব্যে পাঠ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে কপিধ্বজ রথে শ্রীকৃষ্ণসারথি পার্থ-রথীকে গীতা বলিতেছেন, তাহার ছবি আমার মানসক্ষেত্রে উদিত হইয়া-ছিল। ভদ্রার্জ্জুনের প্রেমানুরাগ নির্ম্মল প্রেম-তুলিকায় চিত্রিত। শরশয্যায় যোগারূঢ় ভীষ্মদেব কবির কুহকে, স্বর্গীয় জ্যোতির্ম্মালায় মানস-ক্ষেত্রে উদিত হন। তাঁহার সকল চিত্রই প্রকৃত চিত্রকরের চিত্র। তাঁহার কাব্যের যে যে স্থান আমার মনোহর বোধ হইয়াছে, তাহা সমস্ত উদ্ধৃত করিলে 'সাহিত্যে' স্থান সঙ্কুলান হইবে না। তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, গভীর আধ্যাত্মিক ভাবসকল যে এরূপ সরল ভাষায় বর্ণিত হইতে পারে, তাহা নবীনের কাব্য পাঠ না করিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না।

তাঁহার কাব্য-বর্ণিত আর্য্য ও অনার্য্য এবং কৃষ্ণদ্বেষী ব্রাহ্মণ লইয়া অনেক কঠোর লেখনী চালিত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, নবীনচন্দ্র বৈষ্ণব কবি, তাঁহার নিষ্ঠাভক্তি, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের শূলধারী মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। মুরলীধর তাঁহার ইষ্টদেব, অন্য মূর্ত্তি তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিত না, এবং কৃষ্ণদ্বেষীকে ব্রাহ্মণ হইলেও চণ্ডালের ন্যায় হীন জ্ঞান করিতেন। ইহা বৈষ্ণব কবির দোষ নয়—গুণ। মহান্ত নরোত্তম দাস প্রভৃতির কবিতাপাঠে তাহা উপলব্ধ হয়। নিষ্ঠাভক্তি বৈষ্ণবের জীবন। পুরাণে শুনি, খগরাজ গরুড় নারায়ণের করে ধনু ছাড়াইয়া বাঁশী দিয়া-ছিলেন, এবং রুদ্রাবতার বীর হনুমান্ বাঁশীর পরিবর্ত্তে ধনু দিয়া হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়া-ছিলেন। নিষ্ঠাবান্ নবীনচন্দ্র তাঁহার আর্য্য অনার্য্য লইয়া নিন্দা উচ্চপ্রশংসা-জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

প্রেমিক নবীন জগৎপ্রেমে মগ্ন ছিলেন। ধরায় এক সংসার হউক, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় এক রাজার শাসনে থাকুক, হিংসাদ্বেষ

পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য পরস্পরের বন্ধু হউক, 'একমেবাদ্বিতীয়ং'-জ্ঞানে পরপীড়ন আত্ম-পীড়ন অনুভব করুক, ধরায় স্বর্গ বিরাজিত হউক, প্রেমিক নবীন—এই ধ্যানে বিভোর ছিলেন। আপনার বক্তৃতায় তাঁহার মৃত্যু-বর্ণনায় আমার বোধ হইয়াছিল যে, নবীনচন্দ্র সাত্ত্বিজানক প্রেম লইয়া ইষ্টদেবদর্শনে গিয়াছেন। নবীন তাঁহার ইষ্টস্থানে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার শোক ইহজীবনে ভুলিবে না।

কবিবর রজনীকান্ত সেন*

কথা আছে, মানব-জন্ম দুর্লভ, বিদ্যালাভ সুদুর্লভ এবং কবিত্ব সুদুর্লভ হইতে সুদুর্লভ। কিন্তু আবার প্রবাদ, বাগ্‌দেবীর বরপুত্রের প্রতি কমলা বিরূপা। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমস্ত জীবন এবং কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শেষ অবস্থা—এই প্রবাদের প্রমাণস্বরূপ। বিদেশী কবির জীবনী হইতে এরূপ দৃষ্টান্ত শত শত উদ্ধৃত করা যায়। আমাদের দেশের উদীয়মান কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেনের উপস্থিত শোচনীয় অবস্থা এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

এই স্বভাবকবির পূর্ব্ব-জীবনের বিষয় আমি অবগত নহি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে পূর্ণিমা সম্মিলন উপলক্ষে গমন করি। তথায় এক স্থানে বসিয়া কোকিল-ঝঙ্কারবৎ স্বর-লহরী আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। মধুর কণ্ঠে হৃদয়-উচ্ছ্বাসে তান উঠিতেছে। স্বর লক্ষ্য করিয়া গায়কের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে, একটি যুবাপুরুষ ভাবে বিভোর হইয়া স্বয়ং হারমোনিয়ামে সঙ্গত করিয়া "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।" গানটি গাহিতেছেন। মুগ্ধ হইলাম,—পুনঃপুনঃ গায়ককে প্রশংসা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। আমি যতবার প্রশংসা করি, প্রশংসা গ্রহণ স্বরূপ বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানে আমায় নমস্কার করেন; কিন্তু অবিরাম সুরতরঙ্গ চলিতে লাগিল। সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গের ন্যায় সঙ্গীত থামিল। ক্রমে পরিচয় পাইলাম, যুবার নাম রজনীকান্ত সেন, তিনি রাজ-সাহীতে ওকালতি করেন। কিন্তু বাক্যে পরিচয় অপেক্ষা তাঁহার উদারতা, স্বদেশ-প্রিয়তা এবং প্রতিভার পরিচয় তাঁহার স্বরচিত গীতি-ধ্বনিতে পাইয়াছিলাম। তদবধি আমি তাঁহার একজন একান্ত গুণান্ধ।

কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার কোন স্বজাতি বন্ধুর নিকট সংবাদ পাইলাম যে, তিনি গণ্ড-মালা রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার নিমিত্ত মেডিক্যাল কলেজে অবস্থান করিতেছেন। ব্যথিত হইলাম; কিন্তু আমি সামাজিক হিসাবে বিশেষ পরিচিত নহি; এই দুঃসাধ্য রোগগ্রস্ত অবস্থায় সাক্ষাৎ করা যদি বিরক্তিকর হয়, এই আশঙ্কায় ইচ্ছা সত্ত্বে তাঁহার নিকট যাইতে বিরত রহিলাম। প্রায়ই সংবাদ পাই, পীড়া উপশম হইতেছে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য তাঁহার শ্বাস-নালীতে অস্ত্র করিয়া ছিদ্র রাখিতে হইয়াছে:—শ্রবণে একরূপ আতঙ্ক জন্মিল। তাহার পর তাঁহার যে আত্মীয়ের নিকট রোগের সংবাদ পাইয়াছিলাম, তিনি আমার বাটীতে আসিয়া বলেন যে, রজনীবাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক; এবং যাহাতে আমি সাক্ষাৎ করি, এজন্য তাঁহাকে পত্রদ্বারা বিশেষরূপ অনুরোধ করিয়াছেন। এই অনুরোধ আমার প্রবল ইচ্ছা চরিতার্থের সুযোগ প্রদান করিল।

মেডিক্যাল কলেজে যাইতে যাইতে পথে ভাবিতেছিলাম যে, রোগ-তাড়নায় পূর্ব্ব-পরিচিত যুবার কান্তি অতি মলিন অবস্থায় শয্যাশায়িত দেখিতে হইবে। কিন্তু—তথায়

* ২৬শে শ্রাবণ, ১৩১৭ সাল মিনার্ভা থিয়েটারে কবিবরের সাহায্য-রজনী উপলক্ষে গিরিশচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহা নাট্য-মন্দিরে (১ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৭ সাল) প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই কবিবর ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। [সু. ঘোষ]

উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, দারুণ রোগে যদিও সেই জন-মনোহর শ্রী নাই, কিন্তু এ কঠোর অবস্থায়ও শান্ত পুরুষ কিছুমাত্র বিচলিত নন। যখন তিনি একখানি চিত্রিত কম্বল আমাদের আসনের নিমিত্ত দুইজন যুবার সাহায্যে পাতিয়া দিলেন, তখন আমি ও আমার সহিত একজন ডাক্তার ছিলেন, আমরা উভয়েই চমৎকৃত! তাঁহার অভ্যর্থনায় আমি ব্যস্ত হইলাম। আমি অতি ত্রস্তে বসিলাম, নচেৎ তিনি বসেন না। তাঁহার শয্যায় কাগজ-পত্র দেখিয়া বুঝিলাম ও তথায় একটি যুবার নিকট শুনিলাম যে, তিনি কবিতা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন।

এ অবস্থায় পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে আমার কষ্ট বোধ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাতে তো অসুখ বৃদ্ধি হইতে পারে?" তাহাতে তিনি পেন্সিলে লিখিয়া উত্তর করিলেন, তাঁহার এই এক শান্তির উপায় আছে।

ভাবিলাম,—হায় বঙ্গমাতা! তোমার এ কোকিলের কেন কলকণ্ঠ রুদ্ধ হইল! তাঁহার নিকট দুইজন যুবক ছিলেন। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর রজনীবাবু পেন্সিলে লেখেন ও তন্মধ্যে একজন যুবা তাহা পাঠ করিয়া আমায় শুনান। সেই যুবা আমায় পরিচয় দিলেন,—তিনি রজনীবাবুর ছাত্র, তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করেন। কার্য্যে তাহাই দেখিলাম। উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় স্বরূপ আমায় তিনি এরূপ উচ্চ প্রশংসার সহিত নমস্কার করিলেন যে, অতি অপ্রতিভভাবে আমাকে প্রতিনমস্কার করিতে হইল।

রজনীবাবুর সহিত আলাপ করিতে করিতে আমার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইল যে, এই দুঃখের অবস্থাতেও কবি মঙ্গলময়ের মঙ্গলপ্রদ শ্রীচরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ভগবান্ "সর্ব্ব মঙ্গলালয়" দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়াছেন।

"আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া, দর্প করেছ চূর।" গানটী আমার স্মরণ নাই, সেই গানটী উক্ত যুবকের মুখে শুনিয়া আমি বুঝিলাম যে, গানে তাঁহার হৃদয়ের অকপট বিশ্বাস অঙ্কিত। কাঙ্গাল হওয়ায় তাঁহার আনন্দ। তাঁহার দেহাধিভাব এখনও যে লুপ্ত হয় নাই, এই তাঁহার খেদ। ইহা সামান্য লক্ষণ নয়, ইহা মোক্ষলুব্ধ চিত্তের খেদ। তিনি স্বহস্তে লিখিয়া "অমৃত" নামে তাঁহার এক-খানি কবিতা পুস্তক আমায় উপহার দিলেন। বালক-শিক্ষাপ্রদ "অমৃতের" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা-গুলিতে সাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেখিলাম না। অন্যান্য অনেক কবিতারই আবৃত্তি শুনিলাম, বুঝিলাম যে, স্বভাব-প্রদত্ত প্রতিভা লইয়া কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক কবিতাতেই তাঁহার হৃদয়ের নির্ম্মলভাব প্রতিফলিত এবং সকল কবিতাই বাগাড়ম্বরে অনাবৃত। সেই স্বভাবকবির শোচনীয় অবস্থা মর্ম্মে লাগিল। ভাবিলাম, কি অভিশাপে বঙ্গজননী এ রত্নহারা হইতে বসিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট বার বার তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করিলাম। কিছুক্ষণ আলাপের পর বিদায় লইলাম।

যিনি এই কঠিন পীড়া-শায়িত কবিকে না দেখিয়াছেন, তিনি আমার বর্ণনায় বুঝিতে পারিবেন না যে, ঈশ্বরে চিত্তার্পিত কবি কিরূপ অবিচল ও প্রশান্ত চিত্তে কবিতাগুচ্ছ রচনা করিতেছেন। দেখিলে বুঝিবেন যে, যাঁহারা ঐশ্বরিক শক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসেন, তাঁহাদের মানসিক গঠনও স্বতন্ত্র। এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। গাড়ীতে আসিতে আসিতে বুঝিলাম, আমার সহযাত্রী ডাক্তারও সমভাবাপন্ন হইয়াছেন।

সম্প্রতি পণ্ডিতাগ্রগণ্য, উদারহৃদয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কবির প্রাত্যহিক চিকিৎসা-উপযোগী ব্যয়ের উল্লেখ করিয়া মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়গণকে রুগ্ণ কবির নিমিত্ত একটী সাহায্যরজনীর প্রস্তাব করেন। কর্তৃপক্ষীয়গণ কখনও কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ নন,—আনন্দের সহিত এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। অভিনেতা ও অভিনেত্রী-গণ বার বার যেরূপ শুভকার্য্যে প্রাণপণ করিয়া থাকেন, এবারও আনন্দের সহিত সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কবি কিরূপ জন-প্রিয়, তাহা সহৃদয় দর্শকবৃন্দের সমাগমেই প্রকাশ। ঈশ্বর-কৃপায় কবি আরোগ্য করুন, সকলেরই এই প্রার্থনা।

পরিশেষে সবিনয় নিবেদন, যদি অপ্রাসঙ্গিক হয়, শ্রোতৃবৃন্দ মার্জ্জনা করিবেন। যাঁহারা রঙ্গালয়ের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট, আমরা বারাঙ্গনা লইয়া থিয়েটার করি, এই নিমিত্ত আমরা ঘৃণ্য। সখের থিয়েটারে যেরূপ বালক লইয়া স্ত্রীচরিত্র অভিনয় হয়, তাহা কেন করি না? কিন্তু বিবেচনা করুন, ভদ্রবংশীয় বালক লইলে বালকের ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল হইবে না। ইহার বিষময় ফল ইংরাজ-রঙ্গালয়ের ইতিহাসে বিবৃত। দ্বিতীয় চার্লসের সময় ইহাতে কিরূপ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা শিক্ষিতমণ্ডলীর অবিদিত নয়। যাত্রার দলে ছেলে লইয়া অভিনয় সুসম্পন্ন হয় না, তাহা যাত্রাতেই প্রকাশ। সকল অভিনেত্রীর চরিত্র যে কোন' রঙ্গালয়ে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল, তাহা কেহ দেখাইতে পারিবেন না।

পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে ইহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় চরিত্রশীলা অভিনেত্রীর অনুসন্ধান হইতেছে। কিন্তু তাহার ফলও যে কিরূপ হইবে, এখনও তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই; অনেকেই সুফলের প্রতি ঘোর সন্দিহান। আমাদের দেশে ভদ্র মহিলা লইয়া অভিনয়ের প্রস্তাব প্রলাপ মাত্র। কোন মান্যগণ্য সুরুচি-সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তির রঙ্গালয়ের প্রতি অমিশ্রিত বিদ্বেষ প্রদর্শন,—মার্জ্জনাশীল হৃদয়ের পরিচয় নয়। যে রঙ্গালয় তাঁহার চক্ষে চরিত্রহীন ব্যক্তির আরাম স্থান, সেই রঙ্গালয়ই সদনুষ্ঠানের সাহায্য করিতে কখনই পরাঙ্মুখ নয়। দুর্ভিক্ষে, অনাথ-চিকিৎসায়, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠায়, কন্যাদায়ে, মহাপুরুষগণের স্মৃতি-রক্ষায়,—বার বার সাহায্যরজনী রঙ্গালয় দিয়াছে।

যে সকল সদাশয় দর্শকবৃন্দ আনন্দসহকারে রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন, তাঁহাদিগকে আমরা নমস্কার করি। কিন্তু যাঁহারা কতকগুলি সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া রঙ্গালয়কে সর্ব্ববিষয়ে হীন বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন যে, একবার নিরপেক্ষভাবে আমাদের আবেদন বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

আমার সবিনয়ে তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহারা কি রঙ্গালয় তুলিয়া দিতে বলেন? বা, কিরূপ ব্যবস্থা করিলে রঙ্গালয় তাঁহাদের মনোমত হয়, বলিয়া দিন।

আর একটী আবেদন,—মেয়ে কীর্ত্তনীর মজলিস, নাচের বৈঠকখানা, রাস্তার ধারে দোতালা বারান্দাওয়ালা বাড়ী নির্ম্মাণ, পানের খিলির দোকান—যথায় এক পয়সায় দুইটী পান বিক্রয় হয়, এ সমস্ত অপেক্ষা—যথায় কলা-বিদ্যার চর্চ্চা হয়, যথায় দর্শককে ভক্তিরসে দ্রব হইতে দেখা যায়, যথায় জগৎপূজ্য চরিত্রের আলোচনা হয়,—এরূপ স্থান তাঁহাদের চক্ষে দূষ্য কেন? এ সকল কথা যিনি প্রগল্‌ভতা বিবেচনা করেন, পুনর্ব্বার অবনত-মস্তকে তাঁহার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

সমাজ-সংস্কার

['জন্মভূমি' মাসিক-পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩১৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

সম্মতি আইন লইয়া আমাদের হিন্দুসমাজে নানা আন্দোলন হইয়াছিল; আইন প্রভাবে আমাদের ধর্ম্মের উপর আঘাত হইতেছে, এই আমাদের আন্দোলন। গর্ভাধান-সংস্কারে ব্যাঘাত ঘটিবে, ইহাই আমাদের আপত্তির কারণ, কিন্তু উক্ত আন্দোলনে অনেকে (যাঁহাদের আচার-ব্যবহার দর্শনে আমরা কখন অহিন্দু বলিতে পারি না।) যোগদান করা দূরে থাকুক, তাঁহারা এই আইনটি বিধিসংগত ভাবিয়াছিলেন। দেশকাল প্রভেদ না হইলে সকল হিন্দুই একমত হইতেন নিশ্চয়।

শাস্ত্রে আছে, গর্ভাধান-সংস্কার না হইলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, কিন্তু আন্দোলনকারীরা বলিতেন, এ স্মৃতির নিয়ম উপস্থিত সময়ের

নিমিত্ত নহে; যে সময় ব্রহ্মচর্য্য প্রবল ছিল, এ নিয়ম সেই সময়ের নিমিত্ত। উপস্থিত সময়ে যখন ঘৃণিত বারবিলাসিনীগণ এত প্রবল, আর যখন বিজ্ঞান গর্ভাধান-সংস্কারের বিরোধী, তখন সম্মতি আইন প্রচার হওয়াই মঙ্গল। বৈজ্ঞানিকের মতে অপরিস্ফুট আধারে উত্তম সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, আর দেখা যায়, বালিকা অবস্থাতেই স্ত্রীধর্ম্ম হইতেছে, এ অপরিস্ফুট অবস্থায় সন্তান হইলে সন্তান হীনবল হইবে, সেই কারণে রজঃস্বলা হইলেই যে গর্ভাধান-সংস্কার হওয়া উচিত, ইহা কদাচ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। এরূপ বিরোধী আন্দোলনে প্রমাণ করে যে, দেশ কাল পাত্র অনুসারে (শাস্ত্রেই বিধি আছে) শাস্ত্রীয় নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; উপস্থিত অবস্থায় স্থূল দৃষ্টিতে অনুমান হয় যে, বুঝি বা কতক শাস্ত্রীয় নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইলে ভাল হইত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিবেচনায় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত। উচিত বা অনুচিত, এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি; কারণ উচিত-অনুচিত স্থির করিতে হইলে বিস্তার বহুদর্শন প্রয়োজন। যাঁহারা বিধবা-বিবাহের অতিশয় বিপক্ষ, বাল-বিধবা দর্শনে তাঁহাদের হৃদয়ও দ্রব হয়, কিন্তু যাঁহারা পক্ষ, তাঁহারা দয়ার পরবশ হইয়া একেবারে স্থির করেন, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া প্রয়োজন স্থির করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে; এ বিষয় স্থির করিতে হইলে অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত, ইহাতে কুমারী-বিবাহে কিছু হানি হইবে কি না। সে হানি সামান্য বা অধিক? বহুদিনের সংস্কারবশতঃ সকলেরই মনের ধারণা হওয়া সম্ভব যে, কুমারীর সহিত বিবাহ হইলেই ভাল হয়। যাহার একবার বিবাহ হইয়াছে, তাহার সহিত বিবাহ হওয়া যেন একটা ঘৃণার কথা। যতগুলি বিধবা-বিবাহ হইয়াছে, তাহার অনেকস্থলে বিবাহ হইবার প্রলোভন ছিল; কেহ বলিতে পারেন, কুমারীর বিবাহেরও তো প্রলোভন আছে, প্রলোভনের বশীভূত হইয়া অনেকেই তো পুত্রের বিবাহ দেন। সত্য, প্রলোভনের বশীভূত হইয়া বরকর্ত্তা পাত্রী স্থির করেন বটে, কিন্তু প্রলোভন না থাকিলেও তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে বাধ্য।

বিধবা-বিবাহের প্রলোভন এ প্রলোভন হইতে স্বতন্ত্র। এ স্থলে বিচার করিতে হয়, সামাজিক একটা গোলযোগ উঠিবেই উঠিবে। পাত্র তাহার মূল্য একদফা ধরিয়া লন, তারপর লাভালাভ বিবেচনা। সমাজ কিছু বলুক বা না বলুক, একজন একটা বিধবাকে যে স্ত্রী বলিয়া ঘরে আনিবেন, তাহার দাম কি? অনেক স্থলে বিধবা-বিবাহ করিয়া বর যেন শ্বশুরের মাথা কিনিয়া বসেন; এরূপ বিধবা-বিবাহ স্থলে অনেক বিড়ম্বনা সম্ভব। যাঁহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষ, তাঁহারা দেখান, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় ভ্রূণহত্যা ও ব্যভিচার প্রভৃতি অনেক দুষ্ক্রিয়া প্রবল হয়। বিধবা-বিবাহ পক্ষপাতী অনেকের মনে এইরূপ ধারণা, অনেক বিধবার দৈহিক নির্ম্মলতা থাকিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ মানসিক নির্ম্মলতা অতি বিরল। সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা যে বিরল, ইহা অতি সত্য; ইহা পুরুষ এবং স্ত্রী, উভয়ের পক্ষেই। কেবল বিধবা কেন, সধবার পক্ষেও কলুষচ্ছায়া হৃদয়ে পড়ে না, এরূপ আদর্শ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু বলবান্ হৃদয় সে ছায়া দূর করিতে সক্ষম। বিধবার মনে কখন কখন শরতের মেঘের ন্যায় কুচিন্তা উদয় হয় বলিয়া যদি বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে আমরা মানবী-দেহে অনেক দেবী-দর্শনে বঞ্চিত হইতাম। এরূপ দেবীর অভাব সমাজের সাধারণ ক্ষতি নহে। যাঁহারা বিধবা-বিবাহের বিশেষ পক্ষ, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি অসহায় বাল্যকাল স্মরণ করেন, বেশ-ভূষা-বর্জ্জিতা স্নেহময়ী দেবীমূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইবে। যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, নভেলে বর্ণিত বা বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ভিন্ন সে দেশে তাদৃশী দেবী-প্রতিমা দেখিতে পাইবে না; সে সকল প্রদেশেও দেখিবেন যে, যাঁহারা চির বৈধব্য অবলম্বন করেন, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সমাজ-পূজ্য। আমাদের দেশে পুরুষের দুই বিবাহ হইবার কোন বাধা নাই, তথাপি যিনি দুইবার বিবাহ করেন,

তাঁহাকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়, বন্ধু-বান্ধবেরও প্রচ্ছন্ন শ্লেষ সহিতে হয়। আমরা বিধবা-বিবাহের পক্ষ বা বিপক্ষ নহি, সমাজ যদি সঙ্গত বিবেচনা করেন, আমরাও সঙ্গত বিবেচনা করিব। যদিও আজকাল আমাদের সমাজবন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়াছে, তথাপি সমাজের সামাজিক ক্ষমতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সমাজ-সংস্কারক যদি কেবল দয়ার বশীভূত হইয়া এবং হেথায় হোথায় ভ্রূণ-হত্যা দেখাইয়া বিধবা-বিবাহ অতি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, সেরূপ সমাজ-সংস্কারের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।

রাজ-করুণায় অনেকে সমাজ-বিরোধী কার্য্য করিয়া সমাজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবেন না ইহা ভাবিয়া যিনি সমাজকে উপেক্ষা করেন, তিনি যে আচারভ্রষ্ট, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

সমাজের নিয়ম রক্ষা সকলেরই কর্ত্তব্য। সামাজিকতা মানুষের লক্ষণ; ইহার প্রতি উপেক্ষায় নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়। আমরা যদি আত্মসমাজ উপেক্ষা করি তাহা হইলে আমরা পৃথিবীতে সম্মান হারাইব। সভ্য দৃষ্টিতে যে যে সমাজ কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সে সমাজকে উপেক্ষা করিতে নিরপেক্ষ ন্যায়বান্ রাজাও কুণ্ঠিত হন। সমাজের সামাজিক আবেদন সুসভ্য রাজাকেও শুনিতে হয়। আমরা অনেক স্থলে সমাজবন্ধন লঙ্ঘন করিয়া, আমাদের রাজার চক্ষে সম্মানভাজন নহি, আমাদের সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও সমাজ-বন্ধনের শিথিলতাবশতঃ রাজদ্বারে সমাজের কথা জোর করিয়া বলিতে পারেন না। আপনাদের সমাজ-বন্ধন কোথায়?—একথা বলিয়া অনেককে উপেক্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে। যে যে স্থলে আমাদের সমাজবন্ধন দৃঢ়, সেই সেই স্থল স্পর্শ করিতে কেহই সাহস করেন না; অতি দীন-দরিদ্র কুলস্ত্রীর পাল্কী হাইকোর্টে উঠিতে দিতে হয়; উৎকলের এক দেব-মন্দিরদ্বারে পাণ্ডারা একজন পদস্থ রাজপ্রতিনিধিকে জুতা খুলিতে বলে, সামাজিকতা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। কথা উঠিতে পারে, তবে উন্নতি কিরূপে হইবে? আমরা বলি, সংস্কার মন্দ হইলেও এক দিনে তাহা দূর হইতে পারে না। উপস্থিত ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে হইলে সংস্কারক মহাশয়েরা সকলের মত গ্রহণ করুন; কোন্ দিকে কিরূপ ক্ষতি হইবে, কোন্ দিকে ক্ষতি হইবে না, তাহা গভীর চিন্তা ও বহুদর্শিতায় স্থির করুন: যাঁহারা যে সংস্কারের বিরোধী, যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা তাঁহারা সে বিরোধ ভঞ্জন করুন। আপত্তি করিতে পারেন, এরূপ নির্ব্বোধ ব্যক্তি আছেন, যিনি কোন রকমে বুঝিবেন না; অবশ্যই বুঝিবেন। যিনি বুঝিবেন না, শাস্ত্র তাঁহার বিরোধী হইবে। দেশ-কাল-পাত্র-বোধ যাঁহার নাই, তিনি সমাজের যোগ্য নন। শাস্ত্র দৃঢ় বাক্যে বলিয়াছেন, দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া সমাজ-সংস্কার করা উচিত, এবং চিরদিনই সেইরূপে সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। দ্বাপরের নিয়ম কলিতে নাই। শাস্ত্রকার অবস্থা বুঝিয়া তাহা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র অনুচিত কার্য্যের বিরোধী, উচিত কার্য্যের বিরোধী নয়।

স্ত্রী-শিক্ষা

(সামাজিক প্রবন্ধ)

['নাট্যমন্দির' মাসিক পত্রিকায় (২য় বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৮ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

যে বঙ্গমহিলা বিদ্যাবতী হন, দুর্ভাগ্য-বশতঃ সমাজ তাঁহার প্রতি কটু-কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন। সমাজ তাঁহাকে অশেষ দোষের আধার বিবেচনা করেন—তাঁহার চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গী সকলই সমাজের ঘৃণিত,—সমাজের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা বিড়ম্বনা। আশ্চর্য্য! শিক্ষায় সমাজ, শিক্ষাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। শিক্ষা—শিক্ষাই,—শিক্ষা কখনও বিড়ম্বনা হয় না,—

শিক্ষার অভাবই বিড়ম্বনা। আধুনিক শিক্ষা—পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা ব্যতীত অপর কিছুই নয়। বাঙ্গালা ভাষাও পাশ্চাত্ত্য-ভাবে পরিপূর্ণ। বঙ্গমহিলা বাঙ্গালা বা ইংরাজিবিদ্যা যাহাই লাভ করুন, তাহাতে পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যালাভ করেন মাত্র। পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যার সহিত প্রাচ্য-বিদ্যার প্রভেদ, ধরণে—মূলে নয়। দেবী সরস্বতী শুভ্রবরণা, শ্বেতপদ্মাসনা, বীণাযন্ত্রধারিণী পূর্ব্বেও — পশ্চিমেও — কেবল পরিচ্ছদের প্রভেদ। পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যায় ধর্ম্ম-দীক্ষা ও বৈষয়িক দীক্ষা স্বতন্ত্র। প্রাচ্য দীক্ষায় বিশেষতঃ হিন্দু দীক্ষায় এক ধর্ম্ম-দীক্ষা আছে, আর সমস্ত দীক্ষাই তাহার অন্তর্গত। পাশ্চাত্ত্য দীক্ষায় বঙ্গমহিলা কেবল বৈষয়িক দীক্ষাই পান; ধর্ম্ম-দীক্ষার অভাব রহিয়া যায়। এই ধর্ম্ম-দীক্ষার অভাবই লক্ষ্য করিয়া সমাজ শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, কিন্তু বোঝেন না—সে অভাবের নিমিত্ত সমাজ দোষী, শিক্ষা দোষী নয়। একটু স্থির চিত্তে বিচার করিলে, সমাজ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, হিন্দু-সমাজ-স্রষ্টা শিক্ষিতা হিন্দুমহিলার কোলে স্তন্যপান করিয়া নিদ্রা যাইতে যাইতে কৃষ্ণের সহস্রনাম শুনিয়া শিক্ষিতা ঠাকুমার কাছে গল্পচ্ছলে রাম-চরিত, যুধিষ্ঠির-চরিত শ্রবণ করিয়া বলবান্ হৃদয় লাভে সমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন। শিক্ষিতা পিতামহী, শিক্ষিতা মাতা, শিক্ষিতা ভগিনী ও শিক্ষিতা সহ-ধর্ম্মিণীর শিক্ষায় তিনি সমাজ-স্রষ্টা। মাতৃ-দুগ্ধের সহিত ধর্ম্ম-শিক্ষা পাইয়া স্বেচ্ছায় কখনও অধর্ম্ম কথা উচ্চারণ করিতে পারেন নাই, চেষ্টায় কখনও পর-অহিত সাধনে সমর্থ হন নাই,—স্বার্থ-তাড়নে পরধন অপহরণে সমর্থ হন নাই,—সঞ্চয়ী হইবার চেষ্টা করিয়াও ভিখারীকে বিমুখ করিতে সক্ষম হন নাই। ধর্ম্ম-শিক্ষা—অস্থির সহিত, মজ্জার সহিত, শিরার সহিত, শোণিতের সহিত এক হইয়া তাঁহাকে সমাজ-স্রষ্টা করিয়াছে। তিনি সৃষ্টি করিব বলিয়া সমাজ সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির আদর্শে সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, অতি কদাচারী ব্যক্তিও তাঁহার ধর্ম্মজ্যোতিঃ-প্রভাবে চরণে আসিয়া অবনত হইয়াছে, কঠোর হৃদয়ে দয়া প্রবেশ করিয়াছে, দুঃশীলা শান্ত সহধর্ম্মিণী হইয়া কুলব্রতে নিযুক্তা। ইন্দ্রিয়-প্রবলা বিধবা তাঁহারই উচ্চ আদর্শে ব্রহ্মচারিণী। বালিকা তাঁহারই মিষ্ট উপদেশে বাল্য-চপলতা পরিহারপূর্ব্বক মাতার নিকট কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান—দীক্ষার্থী। চঞ্চল বালক, সমবয়স্কের সহিত বিদ্যানুশীলনে রত, পরস্পর কলহ করে না, প্রহারের ভয় নয়—অন্য কোনও ভয় নয়,—ভয়, পাছে সেই শিক্ষিতা, স্ত্রী-দীক্ষিত সমাজ-স্রষ্টা মনঃক্ষুণ্ণ হন। শিক্ষিতা স্ত্রী-দীক্ষার সমাজ এতদূর বলশালী। শিক্ষার অভাবই ঘৃণ্য, শিক্ষা ঘৃণ্য নয়। সমাজ অন্য কিছুই নয়, আমরা সকলে মিলিয়াই সমাজ। যদি পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা ধর্ম্ম-শিক্ষা ব্যতীত সুফলপ্রদ না হয়, সে ধর্ম্ম-শিক্ষা বালিকাকে কে দিবে? পাঠক! যোড় হস্তে বিনয় বচনে আপনার নিকটে নিবেদন,—আপনাদের মধ্যে কয়জন কার্পেট জুতা নির্ম্মায়িত্রী বালিকা অপেক্ষা সত্যবাদিনী বালিকার আদর করিয়াছেন? কয়জন পিতা—বিশ্রাম সময়ে স্বীয় কন্যার মুখে "কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা" শ্লোক না শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনাম বলিতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন? কয় জন স্বামী স্বীয় পত্নীকে কন্যার ধর্ম্মোন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিয়াছেন? যদি নিজ নিজ গৃহে এ কার্য্য না করিয়া থাকেন, তবে একত্র মিলিয়া একজন প্রগল্‌ভা কুমারীকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। যে শিক্ষার অভাব—তাহার পূরণ করুন,—শিক্ষার দোষ দিবেন না।

বহুদিন নয়, মুসলমান আসিবার কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষরে, জাপানে "প্রণব" ক্ষোদিত হইয়াছে। যদি আধুনিক জাতীয় নাশকারী কুসংস্কার উপেক্ষা করিয়া কালা-পানির ভয় পরিহারে জাপানে যান, দেখিতে পাইবেন,—যে বাঙ্গালা অক্ষরেই "প্রণব" ক্ষোদিত বটে। ফিলিপাইন ও জাভায় বাঙ্গালী-পুত্রকে চিনিতে পারিবেন, যে বাঙ্গালী এখন শান্সী চড়িতে ভয় পায়। বহু দিন নয়, সিরাজদ্দৌলার আমলে বীরপুরুষ বাঙ্গালী দাম্ভিক ইংরাজ-সৈন্যকে স্তম্ভিত করিয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী দিবে। বহুদিন নয়,—ইংরাজ আমলেই বাঙ্গালী—"আমি বাঙ্গালী"

বলিয়া স্বদেশের আদর করিত. বহু দিন নয়, পঞ্চাশ বৎসর গত মাত্র, বাঙ্গালী নির্ম্মিত বস্ত্রে ইংরাজ রাজমহিলা ভূষিতা হইতেন। বহুদিন নয়,—পঞ্চাশবর্ষ অপেক্ষা ন্যূন গত-মাত্র, এক পল্লীতে বাঙ্গালীর পরস্পর সদ্ভাব ছিল,—একের বিপদ বা সম্পদে—পল্লীর বিপদ্ বা সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইত। বহু দিন নয়,—বাঙ্গালী মুরুব্বি মানিত, মুরুব্বির কর্ণে হুঁকার ধ্বনি প্রবেশ করিলে লজ্জিত হইত। বহু দিন নয়—মৃতব্যক্তির সংকারের নিমিত্ত সমস্ত পল্লী অগ্রসর হইত, পত্নীর বা পুত্র-বধূর—মৃত দেহ সংকার আশঙ্কায়—গর্ভ-ছলনা হইত না, কিন্তু কিছুই আর নাই। বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে—বাঙ্গালী সর্ব্ব-স্বান্ত হইয়াছে।

কিন্তু একটী রত্ন বাঙ্গালীর গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হয় নাই,—এ রত্ন নারীরত্ন। যাহারা পতির সহিত সহমরণে যাইত, তাহারা আজও আছে;—প্রকাশ্যে পতির সহিত আইন-ভয়ে দগ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু পতি আর বাঁচিবে না নিশ্চয় জানিয়া বিনা রোগে বস্ত্রাচ্ছাদনে, ধরণীশয়নে মৃত্যু-মুখে পতির অগ্রগামিনী হয়। অতি প্রগল্‌ভাও পরপুরুষ দর্শনে মস্তক অবনত করেন। ইংরাজী নভেলের 'হিরোইন' বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজিতা। যে কুৎসিত লম্পট, পত্নীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বার-বিলাসিনীর গৃহে লাঞ্ছনাভাজন হইয়া বাস করে, সেও আজও জানে যে, সে পত্নী তাহার প্রত্যাখ্যানে রন্ধন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে বটে, তথাপি দারুণ সংক্রামক বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া পরিত্যক্তা দুঃখিনীর নিকট আশ্রয় পাইবে, শত শত দুর্ব্ব্যবহার করিয়া সীতা-সাবিত্রী-আদর্শ-দীক্ষিতা দুঃখিনী পরিত্যক্তা মর্ম্মপীড়িতা রমণী যে তাহাকে আশ্রয় দিবে, এ বিশ্বাসে সন্দেহ জন্মে না,—এই নারীরত্ন বাঙ্গালীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সেই গৃহলক্ষ্মী সন্তাপিতা হইয়াও চঞ্চলা হন না।

আশ্চর্য্য, সমাজ কালে শিক্ষা অভাবে যাহাতে সেই কুলদেবী প্রেতিনী হন, এই চেষ্টায় তাহাকে শিক্ষা দিতে অসম্মত। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় যত দোষই থাকুক, নীতিশিক্ষা দানে পরাঙ্মুখ নহে। পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, স্বাধীনতার পক্ষপাতী —অনর্থাচারের নয়। স্বাধীনতার উপদেশ দেয়, আপনার ভার কাহাকেও দিব না, আপনার সংসার আপনি রক্ষা করিব,—আপনার সন্তানের নিমিত্ত আপনি দায়ী, আপনার ধর্ম্মকর্ম্ম, ভরণপোষণ—আপনার দ্বারাই নির্ব্বাহ করিব। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় এই স্বাধীনতা শেখায়। বাঙ্গালী মহিলা এ স্বাধীনতা নূতন শিখিতেছে না,—প্রপিতামহী ধারাক্রমে তাঁহার প্রপিতামহী হইতে ধারাবাহী এই স্বাধীনতা শিখিয়া আসিতেছে। সেই শিক্ষা-বলে আজও দেখা যায় যে, অসূর্য্যম্পশ্যা বাঙ্গালী নারী দুর্দ্দিনে নিপতিতা হইয়া পরগলগ্রহ অবস্থাকে ঘৃণা করিয়া পরগৃহে সামান্য রন্ধনকার্য্যে নিযুক্তা। বাঙ্গালীর ঘরে গিন্নী নাই, এই একটী প্রধান অভাব। গিন্নীর কার্য্য অনেক ছিল—যাহা অদ্যাবধি কোনও সুশিক্ষিত ব্যক্তি করিতে পারেন না। গিন্নী অতি সুশিক্ষিতা ছিলেন, কত আয়ে কত ব্যয় করিতে হয়, তিনি জানিতেন। তাঁহার গুণে, চাকরী যাইলেই ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ বা জেলে যাইতে হইত না। কি নিয়ম পালনে বালক নীরোগ হইয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহা গিন্নী সম্পূর্ণ জানিতেন। গিন্নীর প্রভাবে পঞ্চাশ টাকা মাহিনার অর্দ্ধেক বা অর্দ্ধাংশ ডাক্তারকে বা ডাক্তারখানায় দিতে হইত না। গিন্নী জানিতেন, পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া কিরূপে আপনার করিতে হয়; কিরূপে স্বামীকে ভক্তি দেখাইয়া স্বামী-সোহাগিনী হইতে হয়—গিন্নী জানিতেন—কি নিয়মে দাসদাসীকে পরিবারস্থ করিয়া তাহাদের নিজগৃহ ভুলাইয়া দিয়া তাঁহার গৃহে গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করাইতে হয়। গিন্নীর শিক্ষায় ভৃত্য, প্রভুর নিমিত্ত প্রাণ দিতে সঙ্কুচিত হইত না। গিন্নী জানিতেন,—কিরূপে নাতি-গুলিকে মানুষ করিতে হয়, কালে সেই নাতিগুলিই দশকর্ম্মান্বিত। গিন্নী শিক্ষিতা, এ শিক্ষায় যিনি শিক্ষা না বোঝেন, অক্ষর শিক্ষা যাঁহার শিক্ষা বোধ, তিনিও গিন্নীর সমস্ত পরিচয় পাইয়া বুঝিবেন যে, গিন্নী অক্ষর জানিতেন—বুঝিবেন যে, কর্ণ দিয়া হউক,—বা চক্ষু দিয়া হউক, গিন্নী অক্ষরের

মর্ম্ম জানেন। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত তো তাঁহার কণ্ঠস্থ বটেই, এ ব্যতীত সাধু-সেবায় গিন্নী ষড়্‌দর্শনে শিক্ষিতা হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন কোন্ স্থানে চাউলের কি দর, বস্ত্রের কি দর,—কখন চাউল কিনিলে সুবিধা—এ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা, তিনি একজন ব্যবসায়ীকে দিতে পারিতেন। দৈব-বিপাকে উপার্জ্জনকারীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার সংসার একেবারে নিরাশ্রয় হইত না। তিনি সাময়িক শিল্পকার্য্য সকলই জানিতেন,—চিকিৎসা-বিদ্যায় টোট্‌কা-টাট্‌কি ঔষধ ব্যবহারে তিনি সুনিপুণ বৈদ্যের সমকক্ষ। তিনি উপার্জ্জন করিতে জানিতেন, জমা-খরচ জানিতেন, বৃহৎ আয়ে সংসার চালাইয়াও ব্যয় সঙ্কুলানপূর্ব্বক স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সুশৃঙ্খলে সংসার রক্ষা করিতে পারিতেন। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় অবশ্য রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শিখায় না। কিন্তু যে বিবির অনুকরণ ঘৃণ্য বলিয়া সমাজ, শিক্ষিতা বালিকাকে তিরস্কার করে, সে বিবির কার্য্য কেবল বেশভূষা নয়। যে বেশভূষা সমাজ দেখিতে পায়, তাহা বিবির নিজের নিমিত্ত নহে,—স্বামীর প্রীত্যর্থে। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সুসজ্জিতা ও হাস্যমুখী দেখিবেন, এই নিমিত্ত সুসজ্জিতা হইয়া হাস্যমুখে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। এ কি রন্ধন-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া? তাহা নয়। আয় বেশী নয়, —বাবুর্চ্চি নাই,—তাঁহারই যত্নে স্বামীর নিমিত্ত সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। রীত্যনুসারে স্বামীর সহিত একত্রে ভোজন করেন বটে,—কিন্তু সে সময় দৃষ্টি ভোজনের উপর নয়, একত্রে বসিয়া তিনিই পরিবেশন করিতেছেন, কোন্ বস্তুর অভাব হইতেছে, কাঁটা চাম্‌চে দ্বারা স্বামীর পাতে দিতেছেন। ছেঁড়া ষ্টকিং তাঁহার শিল্পকৌশলে নূতন হইয়াছে, সার্ট কাটিয়া রাখিয়াছেন, আগামী কল্য দর্জ্জির বাড়ীর অপেক্ষা সুন্দর সার্ট প্রস্তুত হইবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র বাগানে যে সকল সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে, সাহেব দেখিবেন —তাহা কুসুমতত্ত্ববিদ্ পত্নীর যত্নে। এই নিমিত্তই সাহেব বিবিকে এত সম্মান করেন: নচেৎ সাহেব একটা বাঁদর নয়,—একটা অন্য-চারিণী নারীর অত আদর করে না।

উপরোক্ত আদর্শে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা নীতিবিরুদ্ধ শিক্ষা নয়;—কিন্তু হিন্দু-হৃদয় নীতি-গঠিত নয়—ধর্ম্ম-গঠিত;—ধর্ম্মের অন্তর্গত নীতি। ধর্ম্ম-ভিত্তি হৃদয়ে না থাকিলে, কেবল নীতি-শিক্ষা ফলপ্রদ হয় না। কতক আচারভ্রষ্টও হয়—অনুকরণ আসিয়া পড়ে। বাহ্যিক দৃশ্যে হিন্দুর চক্ষে বিবির আচার সঙ্গত নয়; সুতরাং ইংরাজী শিক্ষায় বাঙ্গালী মহিলার ইংরাজী অনুকরণে আচার কতকটা অমঙ্গল হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাতে ঘৃণার কারণ নাই। যাহা অসঙ্গত, তাহা বালিকার পিতা মাতা, যুবতীর স্বামী, সদুপদেশ ভিন্ন দেশের আচার-ব্যবহারের পার্থক্য বুঝাইয়া আচার-ব্যবহারের উপ-যোগিতা বুঝাইয়া, বিজাতীয় আচারের অনুপ-যোগিতার দোষ বুঝাইয়া বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সুশিক্ষিতা কুললক্ষ্মী গৃহে স্থাপিত করিতে পারেন। আবার দেখিতে পান যে, শিক্ষিতা গৃহিণীর অভাবে গৃহে বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে, সেই গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়াছেন,—আবার সংসার সেইরূপ সুশৃঙ্খলায় আবদ্ধ। সমাজ বুঝিতে পারিবে, স্ত্রী-শিক্ষা দোষের নয়, শিক্ষার অভাবই দোষ।

বলা হইল যে, ধর্ম্ম-শিক্ষা বঙ্গ-মহিলার প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় অনুকরণাদি দোষেরও আশঙ্কা আছে। তবে সে শিক্ষা দিই কেন? বৈষয়িক শিক্ষা ও নীতি-শিক্ষার প্রয়োজন, এ কথা সকলেই বলিবেন। গৃহে ধর্ম্ম-শিক্ষা পাইলে, বৈষয়িক ও নীতি-শিক্ষায় অমৃত ফল ফলিবে,—বিদ্যালয়ে কন্যা সেই সকল শিক্ষা পাইতেছে, নচেৎ মহাশয়কে সেই সকল শিক্ষা দিতে হইত। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষক আপনার গুরুভারের অনেক লাঘব করিয়াছে। সুযোগ্যা নীতিশালিনী বৈষয়িক গৃহিণী পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার ফল। গৃহধর্ম্ম শিক্ষায় সেই ফল ঐহিক ও পারমার্থিক অমৃত দানে সক্ষম হইবে।

সমাজ, নব্য বঙ্গ মহিলার নবপরিচ্ছদ দেখিতে পারে না। সেমিজ, বডি প্রভৃতি সমাজে ঘৃণিত। কিন্তু—কেন? তাহা বোঝা

ভার! রমণী মাত্রেই বেশ-ভূষা-প্রিয়। যে সময়ে যেরূপ বেশ-ভূষা প্রচলিত, তাহা পরিধানে দোষ কি? প্রপিতামহীর পরিচ্ছদে এখনকার মাতা আচ্ছাদিতা নহেন; সুসজ্জিতা করিয়া কন্যাকে মাতা, জামাতার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দোষ ভাবেন না। তবে পুত্রবধূ সুসজ্জিতা হইয়া পুত্রের নিকট গেলে এতটা উদ্বিগ্নের কারণ কি? বহু পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত আলোচনা ব্যতীত আমরা স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ক যাহা যাহা স্পর্শ করিয়াছি, তাহা সম্যক ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। স্থানাভাবে আমাদের মন্তব্য সংক্ষেপে সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। শিক্ষিতা অশিক্ষিতা উভয় রমণী সুবেশা হইতে যত্ন করে, তাহা দোষের নয়, গুণের। সুবেশা রমণীর যতই দোষ দেখুন, গৃহ-কার্য্যে যতই আলস্য দেখুন,—সংসারে একটী পরম উপকার করিয়াছেন বুঝিতে পারিবেন। সুবেশা পুত্রবধূ—যাহার আচরণে গৃহস্বামী ক্ষুব্ধ, গৃহিণী ক্ষুব্ধা,—স্থিরচিত্তে চিন্তার দ্বারা উভয়েই বুঝিতে পারিবেন যে, সেই পুত্রবধূ তাহার পুত্রকে দারুণ ব্যভিচার-দোষে রক্ষা করিয়াছে। যে গৃহস্বামী, দেব-কন্যার ন্যায় পুত্রবধূ ঘরে আনিয়া, নিত্যই চক্ষের উপর দেখিতেছেন যে, পুত্র স্বীয় সুন্দরী পত্নীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, প্রেতিনীর আবাসে যায়, অতিকুৎসিতা কুচরিত্রার দাস, তিনি যদি তাঁহার পুত্রের সংশোধন চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পুত্রবধূটিকে সুবেশা ও শিক্ষিতা করিতে হইবে। যে প্রেতিনীর প্রেমে তাঁহার পুত্র মাসে সহস্র মুদ্রা অপব্যয় করিতেছে, সেই প্রেতিনীর ন্যায় কুরূপা গৃহস্থের গৃহে নাই। দু'একটা রসের কথা শিখিয়া বেশ-ভূষার পারিপাট্যে, সেই কুৎসিতা কুরূপা—সেই পুত্রকে পায়ে পায়ে ঘুরাইতেছে। আরও দেখিতে পাইবেন, যে পুত্র ও পুত্রবধূর নব্য আচারে গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বার বার তাহার নিকট মনোবেদনা জানাইয়াছেন, যে পুত্রবধূর কথা তিনি প্রতিবেশীর নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "মেয়েটী ঘরে আনিয়া নিয়তই জ্বালাতন হইতেছেন, বউ নয় তো—বিবি! কেবল আয়না, বুরুশ ও নভেল লইয়াই আছেন"; তিনি দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার পুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধূটী বৈধব্য অবস্থায় অসতী হইবার আশংকা দূরে থাকুক, দিন দিন মলিন হইয়া পতির সহগমনে অগ্রসর হইতেছে। বিরহজনিত দারুণ পীড়ায় যদি মৃত্যুমুখে অব্যাহতি পায়, দেখিবেন তখন আর তাহার সে বেশ-ভূষার পারিপাট্য নাই। সুবেশা বিবি এখন ব্রহ্মচারিণী—এরূপ ব্রহ্মচারিণী তাঁহার গৃহে তিনি বহুদিন দেখেন নাই। চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বুঝিতে পারিবেন যে, পুত্রবধূটী পতিপ্রাণা। বিবিয়ানা সাজ—বাহ্যিক আবরণ মাত্র ছিল। স্বামীর তৃপ্তির নিমিত্ত, স্বামীকে গৃহে রাখিবার নিমিত্ত, স্বামীর প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া বিবিয়ানা ভাণ করিয়াছিল।

বধূ যদি এরূপ সচ্চরিত্রা, এরূপ পতি-প্রাণা,—তবে পুত্রের জীবিত অবস্থায় সংসার-কার্য্যে কি নিমিত্ত বিরক্তি প্রকাশ করিত? কেন, বুঝিলেই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার গৃহিণী পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া আপনার মেয়ের মত যত্ন করিতে পারেন নাই। সেই নিমিত্তই সে শাশুড়ীকে যত্ন করে নাই। দেখিয়াছে, গৃহিণীর স্বীয় কন্যা সুসজ্জিতা হইয়া বেড়ায়। জামাই আসিলে অতি আগ্রহের সহিত গৃহিণী কন্যা-জামাতা যাহাতে অনেক সময় একত্রে সহবাস করে, তাহার নিমিত্ত উদ্যোগী, কিন্তু সে সুবেশা হইয়া স্বামীকে গৃহে আবদ্ধ রাখিলে গৃহিণী দারুণ বিরক্তা। কন্যার সহিত ব্যবহারে এই প্রভেদ দেখিয়া পুত্রবধূটিও শাশুড়ীকে যত্ন করিতে শেখে নাই। তিনি (গৃহস্বামী) বুঝিবেন যে, তাঁহার গৃহিণী আমাদের বর্ণিত 'গিন্নী'র মত 'গিন্নী' নয়। হিন্দুগৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহার গৃহিণীর অনেক ত্রুটি ছিল। পুত্রবধূটিরও এই নিমিত্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটি ঘটিত।

এদিকে আবার পুত্রকেও পর করিয়াছিলেন। সুন্দরী পত্নীকে পুত্রটী ভালবাসিত, কিন্তু নিত্য দেখিত,—মা বা ভগিনী কেহই তাহাকে যত্ন করে না, গোবর নেদী দিয়া, ধোঁয়ার গন্ধ গায়ে মাখিয়া, বেশ-বিন্যাস না করিয়া—মলিন বসনে যাহাতে তাহার শয্যাপার্শ্বে আসে,—তাহার মাতা ও ভগিনীর তাহাই চেষ্টা ছিল। একখানি পুস্তক না পড়ে, একটু আমোদ-

আহ্লাদ না করে, ভগিনী ও মাতার ইহাই ইচ্ছা। ত্রুটি হইলে উপদেশ নাই, কেবলই তিরস্কার। নিত্য সজল নয়নে গভীর রাত্রে তাহার নিকটে আইসে। এ সকল পুত্রের সহ্য হয় নাই। সেমিজ, বডি কিনিয়া দিয়াছে, আতর এসেন্স কিনিয়া দিয়াছে, নভেল কিনিয়া দিয়াছে, আমোদ-উপযোগী ক্রীড়ার বস্তু কিনিয়া দিয়াছে। সুসজ্জিতা হইতে উপদেশ দিয়াছে,—মাতৃবাক্য এবং ভগিনীবাক্য তাচ্ছিল্য করিতে উপদেশ দিয়াছে। সুসজ্জিতা হইয়া তাহার নিকট নভেল পড়িতে বলে, উত্তম তাস লইয়া তাহার সহিত বিন্তি খেলে—লাজ-লজ্জায় পড়িয়া কখনও গৃহকার্য্যে গেলে বিরক্তি প্রকাশ করে। এ অবস্থায় দোষ ঘটিলে চমৎকৃত হন কেন? এ সকল দোষ শিক্ষার নহে —শিক্ষার অভাবের দোষ।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর গৃহে স্ত্রী-পুরুষের স্বর্গীয় সরস প্রেমালাপ অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "বিষবৃক্ষে" শ্রীশ-চন্দ্র স্ত্রৈণ অপবাদ অখ্যাতি বিবেচনা না করিয়া সুখ্যাতিভাবে গ্রহণ করিয়া নিন্দুকের নিমিত্ত ভোজ-আয়োজনের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কমলমণি রসিকা কম নন, সুবেশাও বটেন; কিন্তু দাম্পত্য-প্রেমচিত্র দর্শনে এখন গৃহশূন্য পিতামহ মুগ্ধ হইবেন। সর্ব্ব গুণ-যুক্তা বুড়ী কিরূপ রসিকা ছিলেন, তাঁহার মনে পড়িবে। পিতামহ লম্পট নন—এখন সমাজ স্ত্রৈণ বলিলেও বলিতে পারেন।

স্ত্রী-শিক্ষা যে আজকাল প্রচলিত তাহা নহে, বহু দিন ভারতবর্ষে আছে। কবিতা, অঙ্ক-শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিবে। বৌদ্ধ-ইতিহাসে শিক্ষিতা স্ত্রীর কথা পত্রে পত্রে। ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্বতন পুরুষেরা আমাদের অপেক্ষা মহা হিন্দু ছিলেন, কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষায় ঘৃণা করিতেন না,—শিক্ষার অভাবই ঘৃণ্য। অশিক্ষিতা মাতা, শিশু সন্তানকে শিক্ষিত করিতে পারে না, এই বঙ্গ-দেশের প্রধান বিড়ম্বনা।

পরিচ্ছদের প্রতি বিরক্তির কথা বলিতে বলিতে আমাদের একটী গল্প মনে পড়িল। কোন একটী কলিকাতাস্থ যুবক, পূর্ব্বে অঞ্চলে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরিবার পরমা-সুন্দরী, যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। যুবা যুবতীকে দেখিতে শ্বশুরালয়ে গেল। সাধ করিয়া উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কার, এসেন্স, ফিতে, চুলের কাঁটা—যাহা কলিকাতায় চলন, সঙ্গে লইল। শ্বশুরগৃহে রজনীতে যখন লাবণ্যবতী পত্নী তাঁহার শয্যাগৃহে আসিল, তখন যুবা পূর্ব্ববঙ্গ-প্রচলিত উঁচু খোঁপা খুলিয়া, কেশ হইতে দড়ি দড়া বাহির করিয়া ফিতা দিয়া স্বহস্তে কেশবিন্যাস করিয়া সোণার কাঁটা কেশে দিয়া দিলেন; হস্তের শঙ্খবলয় খুলিয়া সুন্দর বলয় পরাইয়া দিলেন; স্বহস্তে সুন্দর আভরণে ভূষিতা করিলেন, মোটা শাড়ী বদলাইয়া নূতন সৌখিন পরিচ্ছদে ভূষিতা করিলেন। একে সুন্দরী, সুন্দর বসন-ভূষণে সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। পতির এই সকল কার্য্যে সুন্দরী মৌনা। প্রাতঃকালে যুবতীর মাতা অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিয়া কন্যার শয়ন-গৃহের দ্বারে উপস্থিতা। কলিকাতার জামাই না জানি কন্যার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, কন্যা শয়ন-গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। কন্যার বেশ-ভূষার পরিবর্ত্তন দেখিয়া মাতা চমৎকৃতা ও বজ্রাহতা! মাতা কন্যার গলা জড়াজড়ি করিয়া রোদন করিতে করিতে চীৎকার করিয়া উঠি-লেন,—"ওরে লটী সাজাইয়া দিছেরে,—লটী সাজাইয়া দিছে!"

উপসংহারে আবেদন, স্বামীর সহিত আলাপে স্ত্রীর, স্পষ্টাক্ষরে বলিলে দোষ হয়, বেশ্যার ন্যায় আচরণ কর্ত্তব্য। ইহা হিন্দুশাস্ত্র, যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী শিক্ষিতা স্ত্রীকে ঘৃণা করেন। এই শাস্ত্র অবহেলাই বঙ্গ-যুবকবৃন্দের ব্যভিচারের কারণ। এই শাস্ত্র অবহেলনে শতশত বঙ্গ-যুবক, কুরূপা বেশ্যার লাঞ্ছনায় প্রেমজ্ঞানে আবদ্ধ। যদি কোন স্থানে ত্রুটি হইয়া থাকে, বিষয় বড় বৃহৎ—পাঠক মার্জ্জনা করিয়া উপদেশ দিবেন। আমরা বলিয়াছি, আমরা শিক্ষার্থী,—শিক্ষক নয়।

গরুড়

পুরাণে শুনি, গরুড় মাতার দাসত্ব মোচন করিবার নিমিত্ত সুধা আনিতে যাত্রা করেন, পথে দেবসেনার সহিত ঐরাবত আরোহণে ইন্দ্র বিরোধী হন; মাতৃবৎসল বিহঙ্গরাজ বজ্রধারী ইন্দ্রকে জয় করেন, বজ্রাঘাতে একটি মাত্র পালক খসে; চক্রধারী বিষ্ণু তাঁহার গতিরোধে সক্ষম হন না। একটি রূপক হউক বা সত্য হউক, আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই, যে বীরপুরুষ, মাতৃভূমির নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করেন, তাঁহাকে পরাজয় করা সহজ নয়। গ্যারিবল্‌ডি একটি উদাহরণ। ইতিহাস বলে, যখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিতেন, তখন তাঁহার আপাদমস্তক অরিশোণিতে পরিপ্লুত হইত, দুর্গম রণসন্ধি-মাঝে শত্রুর অস্ত্র স্পর্শ করিত না, মাতৃভূমির দুঃখে একান্ত বিকল, সেই দুঃখই তাঁহার সহায়, অপর কাহারও সাহায্য প্রতীক্ষা করিতেন না। জননীবৎসল কৃষক জগন্মান্য গ্যারিবল্‌ডি হইয়াছিলেন।

গ্যাম্বেটা আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! ইনি একজন দোকানদারের পুত্র, আইন-ব্যবসায়ী; কিন্তু একান্ত জন্মভূমি-বৎসল। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি বিশেষ গুণসম্পন্ন ছিলেন না; কিন্তু মহা গুণসম্পন্ন হইয়াও কেহ ইঁহা অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে পারেন নাই। যখন সম্রাট্ সৈন্য সিডনসমরে পরাজিত হইল; মেটজ বিপক্ষ পদে লুটিতে লাগিল, প্যারিস লৌহ-বেষ্টনে আবদ্ধ ও অনল-বর্ষণে জর্জ্জরীভূত, এই ক্ষুদ্র বণিক্-কুমার কি কার্য্যই না সম্পন্ন করিয়াছেন! ফ্রান্স যখন অস্ত্রধারী-রহিত, গ্যাম্বেটার উৎসাহে মন্ত্রবলে সেনা সৃজন হইল; কঠিন জার্ম্মাণ হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। সমস্ত ফ্রান্স নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল। যুদ্ধবিদ্ ব্যক্তিমাত্রেরই মত যে, প্যারিস যদ্যপি কুলাঙ্গার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত না হইত, প্যারিস-রক্ষকেরা মরণে কৃতসঙ্কল্প থাকিত, তাহা হইলে জীনাজয়ী ফ্রান্সকে বিসমার্কের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইত না। সন্ধি-স্থাপনের পর সকলেই ভাবিল, ফ্রান্স আর ইউরোপের প্রাধান্য পাইবে না, কিন্তু মাতৃমন্ত্র-দীক্ষিত গ্যাম্বেটা অচিরে আশার বিপরীত কার্য্য সম্পাদন করিল। অগ্নি হইতে ফিনিক্স পক্ষী যেমন নব কলেবর ধারণ করিয়া উঠে, গ্যাম্বেটার মন্ত্রবলে ফ্রান্স সেইরূপ উঠিল। সভয়ে জার্ম্মাণী দেখিতে লাগিল, ফ্রান্স আর ঋণগ্রস্ত নয়, লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারী তাহার রক্ষার্থ প্রাণ দিতে উৎসুক। ফ্রান্সের রাজনীতি, সমস্ত ইউরোপের ঈর্ষার কারণ হইল।

অসামান্য রণকৌশলসম্পন্ন প্রুসিয়া বিনা-যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়াছিল; জয়ী বীরদম্ভে নিয়ম করিয়া দিলেন, প্রুসিয়া চল্লিশ সহস্র অস্ত্রধারী ব্যতীত রাখিতে পারিবে না। যখন ওয়াটারলুর পূর্ব্বে ইংরাজ সৈন্যের সহিত ব্লুচারের সৈন্য সখ্যতাভাবে হস্ত ধারণ করে, তখন প্রুসিয়ার অত্যন্ত দৈন্যদশা। সেনার জুতা নাই, তাহাতে নেপোলিয়ানের লৌহনিয়মে রণক্ষেত্রে অতি অল্প সেনা আসিতে প্রস্তুত; প্রুসিয়ার সে একদিন! মাতৃমন্ত্রবলে আজি তার সকলই বিপরীত। সমস্ত প্রুসিয়া কৃতসংকল্প হইল যে, পাঁচ বৎসর সকলেই অস্ত্র ধারণ করিবে।

গোপনে গোপনে প্রুসিয়া কি ভয়ানক হইয়া উঠিল! অষ্ট্রীয়ার ডরে সদাই কম্পিত, সেই অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া কামানের বজ্রনাদে সন্ধির নিয়মাবলী লিখাইল! মাহবায়ু যেরূপ প্রবল বেগে বহিয়া যায়, দৃঢ় দুর্গপরিবেষ্টিত ফ্রান্সের উপর জার্ম্মাণ সৈন্য সেইরূপ রহিল।

'মাতৃমন্ত্র ইউরোপে ফলে, এমত নহে। বিপদ্-দীক্ষিত আকবর, রাণা প্রতাপের সিংহনাদে কম্পিত হইতেন। রাণা একজন মাতৃ-উপাসক। ইতিহাসে শুনি, তাঁহার জয় অপেক্ষা পরাজয় গৌরববর্দ্ধিনী! যখন সমস্ত রাজপুতানা আকবরের সিংহাসনতলে যুগলকরে দণ্ডায়মান, তখন পুরুষসিংহ রাণার সিংহনাদ আরাবলী পর্ব্বত শুনিতেছে। দৃঢ় অস্ত্রধারী যবন-রক্ষিত দুর্গসকল একে একে পদানত হইতেছে। সভয়ে আকবর সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন। ইহা সকলেই সেই মাতৃমন্ত্রের ফল। শতদ্রুসলিল কম্পিত করিয়া

ভীষণ সিংহনাদ উঠিল—পাণ্ডু-গণ্ড ইংরাজ শুনিল! দেখিতেছি, এ মন্ত্রহীন ভারতবর্ষেরও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, কেহই ঈদৃশ হীন নাই, যিনি মনে করিলে, এ মন্ত্র না গ্রহণ করিতে পারেন। তবে কি নিমিত্ত আমরা আপনাকে হীন বিবেচনা করি? সিদ্ধ মন্ত্র রহিয়াছে, হায়! কেহ গ্রহণ করিতে নাই!

পুরুষ অংশে নারী অভিনেত্রী

['রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্রিকায় (২রা চৈত্র, ১৩০৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

যেরূপ বালক দ্বারা স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় ভাল হয় না,—পুরুষ-চরিত্রের অভিনয়ও সেইরূপ স্ত্রীলোক দ্বারা অসম্পূর্ণ হয়, তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করাই এবার আমাদের অভিপ্রায়। বালকের অংশ অভিনেত্রীকে দিতে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা বাধ্য হন, যথা পঞ্চম-বর্ষীয় ধ্রুবের অংশ (part) বালকের উপর অর্পিত হইলে, বালকের তাহার নিজের অংশ বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। ১৫।১৬ বৎসরের যুবতী, খর্ব্বাকৃতি হইলে, তাহাকে বালক সাজান যায় এবং বালকের অংশ তাহাকে বুঝাইয়া দিবার সুবিধা হয়। বালক অপেক্ষা বালিকা কার্য্যকুশলা হইয়া থাকে। যে সময় বালক, নগ্ন অঙ্গে ছুটাছুটি করে, সে বয়সের বালিকা দ্বারা কতক পরিমাণে সামান্য সামান্য কার্য্য হইয়া থাকে। সেই জন্যই 'সরলা'র গোপালের অংশ, 'প্রফুল্ল'র যাদবের অংশ, 'ধ্রুব', 'প্রহ্লাদ' প্রভৃতি বালকের অংশ, বালককে দিলে ভাল হইবে না বিবেচনায়, নাট্যশিক্ষকেরা বালিকারে দেন। বালিকার কিঞ্চিৎ বয়সাধিক্য হইলেও, বালক-পর্য্যায় বালক অপেক্ষা ছোট দেখায়। কৃশকায় খর্ব্বাকৃতি বালিকা ১২।১৪ বৎসর বয়স হইলেও বালকসাজে—৭।৮ বৎসরের দৃষ্ট হয়। দর্শকের চক্ষে বালক বলিয়া যাহারা অনুভূত হয়, অথচ অপেক্ষাকৃত বালকের বয়সের পরিপক্কতা ও বালিকাজনিত কর্ম্মপটুতায়, স্বীয় অংশে বালিকা, বালক অপেক্ষা ধারণা করিতে পারে। এই সকল কারণেই পাশ্চাত্ত্য নাট্যাধ্যক্ষেরা বালকের অংশে যৌবনে পদার্পিতা কুমারীকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু নায়িকার অংশে পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে বালক কখনও নিয়োজিত হয় না। নায়কের অংশ কখন কখন সুদক্ষ অভিনেত্রী গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু সে অংশে পুরুষ অভিনেতার মত কখনই কেহ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য প্রদেশেও যেরূপ—বাঙ্গালায়ও সেইরূপ।

বাঙ্গালায় যখন 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় হয়, যদিচ পুরুষ-বেশধারিণী লব্ধপ্রতিষ্ঠা অভিনেত্রী ভাবুকবৃন্দের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিল, যদিও অভিনয় দর্শনে তাহার হীনাবস্থা ভুলিয়া, অনেক সাধুব্যক্তি ভাবাবেশে তাহার পদধূলি লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যদিও অপর সাধারণ তাঁহার সহিত গভীর গর্জ্জনে হরিনামের ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল, তথাপি সে অভিনয় পুরুষোপযোগী হয় নাই। যখন প্রেমভাবে "হা কৃষ্ণ!" বলিয়া অভিনেত্রী তাহার আশ্চর্য্য অভিনয়-কৌশল প্রদর্শন করিত, অনেকেই বিমুগ্ধ হইতেন, তথাপি বিগ্রহ-মূর্ত্তি অনুকরণেও অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শনে, অভিনেত্রী নারীভাব গোপন করিতে পারে নাই। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা সুন্দর হইয়াছিল বটে, নির্দ্দোষ বলিলেও হয়; কিন্তু বলিষ্ঠ-হৃদয় যুবা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতেছে,—কৃষ্ণকে 'হা প্রাণেশ্বর!' বলিয়া পঞ্চম পুরুষার্থের পরিচয় দিতেছে (যার পর পুরুষার্থ আর নাই) তাহা সুকৌশলা অভিনেত্রীর অভিনয়ে প্রকাশ পায় নাই। কথায়, নয়নভাবে যেন কোন নারী মায়িক সংসারে কোনও মায়িক নায়কের বিরহে কাতরা,—ইহাই প্রকাশ পাইত। যদি ধর্ম্ম-ভাবগঠিত হিন্দুর হৃদয় না হইত, তাহা হইলে এই মায়িক ছায়া বিসদৃশ হইবার সম্ভাবনা ছিল। নাটককার নারী-উপযোগী কথাবার্ত্তা সংযোজিত করিতে

বাধ্য হন। মধুরভাবে ঈশ্বরকে 'প্রাণেশ্বর' বলিয়া ডাকিয়া,—মহাপ্রভু অনেকের প্রাণেশ্বর। এ মায়িক ভাব নয়, ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব অর্পণ—অতি শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ—যার পর নাই সেই পুরুষার্থ। মায়িক কথায় সে ভাব ব্যক্ত হয় বটে, কারণ অন্য কথা নাই, কিন্তু মধুরভাবে ভাবুক পুরুষকে, জগজ্জন পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখিবেন,—বিলাসিনী নারীভাব তাহাতে কিছু নাই। ঈশ্বর—ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বর স্বয়ং। এই মধুরভাবাপন্ন পুরুষকে দেখিলে, এই গভীরভাব হৃদ্‌পদ্মে অধিষ্ঠিত হইবে। মায়িক ভাবের হেতায় স্থান নাই। কিন্তু উল্লিখিত সুদক্ষ অভিনেত্রীর অভিনয়েও নারীভাব বিলুপ্ত হয় নাই। বক্তৃতার স্বরলহরী, নারী-কণ্ঠে সঞ্চালিত। আশ্চর্য্য রমণী, আশ্চর্য্য শক্তিতে গৌরাঙ্গের অভিনয় করিতেছে, ইহাই সকলে দেখিতেছে! পরম পুরুষকারসম্ভূত, সর্ব্বত্যাগী, বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক সন্ন্যাসী দৃষ্ট হয় নাই।

'শ্রীমন্ত'-চিত্রে নাটককারকে সতর্ক হইতে হইয়াছে। উদ্ধত বালক মাতৃ-কলঙ্কে ক্ষুব্ধ, নিরুদ্দেশ পিতার উদ্দেশ-প্রার্থী। বালক-হৃদয়ে বীর সংকল্প,—এ সকল স্থান নাটককার স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র, তাহা দর্শকের সম্মুখে আনিতে সাহস করেন নাই। নাটককার জানিতেন, কোমলভাষিণী, ধীরগামিনী নারীকে এ অংশ অভিনয় করিতে হইবে। পিতৃস্নেহের কথা শ্রীমন্তের অংশে অনেক আছে বটে, কিন্তু পিতার উদ্দেশে সজ্জিত তরীতে সেকেন্দার সা যেমন এসিয়ায় ঝম্প প্রদানে উৎসাহশীল হইয়াছিলেন, পিতৃ-উদ্দেশে তরণী আরোহণে সে উদ্যম অঙ্কিত করিতে নাটককার সাহস করেন নাই। নাটককার জানিতেন, এ অংশ নারীতে অভিনয় করিবে। চণ্ডীর ছলনায় যখন শ্রীমন্তের তরণী প্রায় জলমগ্ন, তখন গ্রন্থকার শ্রীমন্তের মুখে নারী-উপযোগী খেদোক্তি দিয়াছেন। পিতৃ-উদ্দেশে সমুদ্রগমন বিফল হইল। নিরুদ্দেশ পিতার উদ্দেশ হইল না, পুত্রোচিত কার্য্য জীবনে অসম্পন্ন রহিল; এরূপ খেদোক্তির পরিবর্ত্তে গ্রন্থকার, বালক-শ্রীমন্তকে নিজ প্রাণভয়ে ভগবতীর শরণাগত করিয়াছেন। এই অভিনয়স্থলেও দর্শকবৃন্দ রমণীকণ্ঠে কাতর সংগীত শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দুর হৃদয় ভক্তিভাবে ভরিয়া গিয়াছিল; কিন্তু পিতৃ-উদ্দেশে অকূলে ভাস-মান বালকদেহে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা ও বীরত্ব লক্ষিত হয় নাই, মশানেও তাই। সেখানেও নারী-শ্রীমন্ত জানিয়া গ্রন্থকার মৃত্যু-উপেক্ষী যুবাকে শিরশ্ছেদী কোটাল বেষ্টনে অকম্পিত দেখাইতে পারেন নাই। মশানেও প্রাণভয়ে কাতরতা লক্ষিত। অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হইয়া-ছিল; সকলেই বলিয়াছিলেন,—"মেয়েটী বেশ গায়, গান শুনে ভক্তিভাবের উদয় হয়।" কিন্তু অভিনয়ে দৃঢ়সংকল্প বালক-শ্রীমন্ত নাই।

এ স্থলে পুরুষের অভিনয় স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনীত হওয়াতে যে দোষ ঘটিয়াছিল, তাহা নাটককার বা অভিনেত্রীর দোষে নয়; যাহা হইবার নয় তাহা হয় নাই। পুরুষের অংশ যে নারীর দ্বারা হইতে পারে না, বার্ণহার্টের হ্যাম্‌লেট অভিনয় তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ।

কিছুদিন পূর্ব্বে ম্যাডাম বার্ণহার্ট ফরাসী ভাষায় সেক্‌সপিয়রের হ্যামলেট অনুবাদে, হ্যামলেটের অংশ (part) অভিনয় করিয়া-ছিলেন। বার্ণহার্ট একজন শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রী। হ্যামলেট অভিনয়ের সমালোচনা বিস্তর হইতে লাগিল। প্রায় সমালোচক মাত্রেই তাঁহার পক্ষপাতী। প্রায় সকলেই তাঁহার নামে মুগ্ধ। যে ভাবে বার্ণহার্টের নাম সমালোচনা-পত্রে উল্লিখিত হয়, তাহাতে বোধ হয়, বার্ণ-হার্টের প্রতিমা, সমালোচকেরা দেবীর ন্যায় পূজা করেন।

তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনায় স্তম্ভের পর স্তম্ভ পরিপূরিত হয়। সকলেই তাঁহার অভিনয়োপযোগী ছদ্মবেশ অতি আশ্চর্য্য বোধ করেন। ছদ্মবেশ আশ্রয়ে কবি-কল্পিত ছবি যেন দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করেন; বালিকা হইতে প্রৌঢ়া স্ত্রীমূর্ত্তি অনায়াসে ধারণ করেন। চঞ্চলা চপলা যুবতী—স্থিরা, ধৈর্য্যশালিনী, অধীরা ক্রীড়াপ্রিয়া, উদ্ধতস্বভাব-সম্পন্না বালিকা বা মাতার অঞ্চলধারিণী গৃহিণী-অনুকারিণী ধীরা সুশীলা কন্যা, বিরক্তা প্রৌঢ়া, প্রবীণা গভীরা গৃহিণী বার্ণ-হার্ট যেন যাদু-প্রভাবে কেবল পরচুলা ও

পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে স্বীয় মূর্ত্তিতে সমস্ত ছবি প্রদর্শন করিতে পারেন। কথা কহিবার অগ্রেই—অঙ্গ-সঞ্চালনের অগ্রেই একেবারে সমস্ত দর্শক দেখিতে পাইবে, ধীরা বা অধীরা, ক্রীড়ারতা বা গম্ভীরা,—সকল দর্শকের হৃদয়ে বার্ণহার্টের আগমনে—একই ছবি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার পর হাব-ভাব। সমালোচক বলেন যে, যখন মুখভাবে,—অঙ্গ-সঞ্চালনে প্রেম-ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিত, তখন অঙ্গভঙ্গী এমন কি অঙ্গুলী-সঞ্চালন, পদ-নিক্ষেপ, অবস্থান, দৃষ্টি, এমন কি পরচুলেও পরিচ্ছদ যেন সেই প্রেমভাবাপন্ন হইবে। বদন-রাগ কথায় কথায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে; হৃদয়ের অনুরাগ প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বিস্ফারিত হইতেছে। সকলের সম্মুখে আশ্চর্য্য প্রেমিকা,—তাহা ভুলিবার নয়, অভিনয় বলিয়া বোধ করিবার নয়। সে এক চমৎকার মূর্ত্তি, প্রেমের আদর্শ ছবি! এই প্রেমিকার ঘৃণা, ঈর্ষা, প্রতিবিধিৎসা-কল্পনা, তৎক্ষণাৎ মুখের কথার সহিত দর্শকসমক্ষে বিভাষিত; এইরূপে একবাক্যে তাহার প্রশংসা। কিন্তু নারী হইয়া পুরুষের অংশ গ্রহণে, সমালোচকবৃন্দ, বার্ণ-হার্টের প্রবেশে রাজপুত্র হ্যামলেটকে দেখিতে পান নাই। এই আশ্চর্য্য ছদ্মবেশ সাহায্যেও যে একজন স্ত্রীলোক, পুরুষ সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে আসিয়াছে, সমস্ত নাটক অভিনয়ের কোনও অঙ্কে তাহা গোপন করিতে বা দর্শকচক্ষে ক্ষণিক বিভ্রম জন্মাইতে সক্ষম অভিনেত্রীও অক্ষম হইয়াছিল। ইহাতে কেবলমাত্র প্রকাশ পায়, যাহা হইবার নয়, তাহা হয় নাই। পুরুষের দ্বারা নারী-চরিত্র অভিনয় বা নারীর দ্বারা পুরুষ-চরিত্র অভিনয় সুসম্পন্ন হইবার নয়, এই নিমিত্ত বার্ণহার্টেরও অভিনয় হয় নাই।

রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ মাত্রই হ্যামলেট-বার্ণহার্টকে দর্শক দেখিলেন,—যে একটী রমণী বালকের ভাণ করিতেছে, বালকের সাজ সাজিয়াছে, বালকের মত চঞ্চল,—বালকের মত দুষ্ট, একটী রমণী বালকের মত ক্রীড়াকলাপ দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছে। বালক—সেক্স-পিয়ার-প্রণীত হ্যামলেট নয়। ফরাসীভাষায় অনুবাদিত হ্যামলেট গ্রন্থে, হ্যামলেট-সজ্জিত নারী, বেশ হাবভাবের সহিত বক্তৃতা করিতে পারে। নারীদলে বদনে সেক্সপিয়ারের অনেক ভাব অঙ্কিত হয়—কিন্তু নারী ভাবে। পুরুষ মূর্ত্তিতে সেই সকল ভাবের ছবি যিনি দেখিয়াছেন, নারী-বদনে তাহার অনুকরণ দর্শনে সেই ভঙ্গীর ছায়া পান মাত্র।

কোন সমালোচক বার্ণহার্টের এই অভিনয় —অভিনেতা বুথ সাহেবের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বুথ-সাহেবের হ্যামলেট ও বার্ণহার্টের হ্যামলেট, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রভেদ। প্রথমেই রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বার্ণহার্ট, বিষাদের ভাণ করিয়াছিলেন—বুথের হ্যামলেটের ছবিতে বিষাদভাব গোপনে, বিশেষ গোপন-আয়াসে অন্তরের বিষাদ মূর্ত্তি বদনে আরও দৃঢ়রূপে প্রকটিত। যে সময়ে হ্যাম্‌লেট বলেন যে, তাঁহার বিষাদ দর্শকের দৃষ্টির নিমিত্ত নয়, দীর্ঘশ্বাস —মলিন পরিচ্ছদ—বিষণ্ণ বদন পর্য্যন্ত মানুষ অভিনয় করিয়া দেখাইতে পারে, তাঁহার বিষাদ আন্তরিক, এ সকল সেক্সপিয়ারের ছত্র,—গভীর বিষাদ-ছায়ায় শ্রোতাকে আচ্ছন্ন করে; কিন্তু বার্ণহার্টের বিষাদ যেন শ্লেষভাবে মাতাকে তীব্রবাণে তিরস্কার করিতেছে—তাহাই বোঝায়, অন্য কোন গভীর বিষাদভাবের ছায়া পড়ে না। বার্ণহার্ট স্বয়ং জানিতেন যে, পুরুষস্বরে গভীর বিষাদ ছবি, তিনি প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। সেই নিমিত্ত তীব্র রমণীসুলভ শ্লেষ বচনে অনুবাদিত ছত্র উচ্চারণ করিয়া-ছিলেন৷ বার্ণহার্ট সুদক্ষ অভিনেত্রী, তাঁহার স্বরের শক্তি, মোহিনী মূর্ত্তি, অঙ্গ-চালন-পটুতা, কি কার্য্যের উপযোগী—তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত। সে জন্য গাম্ভীর্য্যের স্থানে তীব্রতা আনিয়াছেন। 'তিনি তাঁহার নিজ অংশ বোঝেন না' বলা ধৃষ্টতা জ্ঞানে, সমালোচক তাহার আভাসমাত্র দেন নাই। যোগ্য সমালোচক বুঝিয়াছেন, যে নারী হইয়া পুরুষ-হ্যাম্‌লেট যতদূর করা সম্ভব, তাহা বার্ণহার্ট মৌলিক কৌশলে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং ততদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন,—অধিক নয়। পরে যখন পৃথিবীর সমস্ত ভোগই তিক্ত, হ্যামলেট সন্তপ্ত প্রাণে অনুভব করিতেছেন, তখন বুথ সাহেব—মুখভাবে দীর্ঘশ্বাসে বা হৃদয়বিপ্লবব্যঞ্জক অঙ্গ-সঞ্চালনে কবি-কল্পিত

ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নয়; কথায় উচ্চারণই আশ্চর্য্য,—সে স্বর যাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত, সে অঙ্গ-সঞ্চালন, মুখভাব না দেখিয়াও বিষাদপূর্ণ সেক্সপিয়ারের হ্যামলেটকে মানসনেত্রে অবলোকন করিত, কিন্তু প্রত্যক্ষ বার্ণহার্ট-হ্যামলেট দর্শনে সে ভাবের গভীরতা দর্শকের অনুভূত হয় নাই। এস্থলে বার্ণহার্ট বিপদ্‌স্পৃষ্ট নারী মাত্র, নরসুলভ বিষাদ-গাম্ভীর্য্যহীনা।

তুলনায় সমালোচনার স্থানাভাবে অধিক বর্ণনা করিতে পারিলাম না। ওফিলিয়ার সহিত প্রেমালাপ, সমালোচক বলেন, বার্ণহার্টের কতক স্বাভাবিক হইয়াছিল বটে, কিন্তু নারীর উচ্চ বক্ষ গোপন করিবার তাহার চেষ্টাও লক্ষিত হইয়াছিল। নারীর নারীত্ব গোপন একবারও হয় নাই। "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে"—পুরুষের অভিনয় পুরুষ ব্যতীত, নারীর অভিনয় নারী ব্যতীত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার যিনি আশা করেন, কার্য্যস্থলে তাঁহার আশা নিষ্ফল হইবে সন্দেহ নাই।

কোন কোন সমালোচক, যাত্রার দলের দোয়ারের দৃষ্টান্ত দিয়া বালককে স্ত্রীলোকের অংশ দিতে বলেন। বোধ হয়, তাঁহারা কখনও যাত্রা দেখেন নাই। যদি দেখিতেন, ধর্ম্মের দোহাই দিয়াও, রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদিগকে নিন্দা করিতেন না। কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়, কখন কখন বালক লইয়া অবৈতনিক অভিনয় করিয়াছেন, সে অভিনয় যদি তাঁহাদের ভাল লাগিয়া থাকে, তাহা কিরূপে ভাল লাগিল, সে কথা তাঁহারাই বলিতে পারেন। সাধারণ দর্শক তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি করিবে না —নিশ্চয়।

ন্যাসান্যাল থিয়েটার সম্প্রদায় হাবড়ার চিকিৎসালয়ের সাহায্যে টাউন হলে একবার অভিনয় করেন। তখন বালকে নারীর অংশ লইত। একটি বয়স্থা কুমারী তাহার অভিভাবকের সহিত অভিনয় দেখিতে উপস্থিত হন। সরলাকুমারী তার রক্ষককে জিজ্ঞাসা করেন, "অমন কঠিন-গঠন স্ত্রীলোকসকলকে নাট্য-সম্প্রদায় কোথায় পাইল? একটু একটু যেন গোঁপ উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, এরা সব কোথায় থাকে?" সরলা বালিকা,—বালিকার চক্ষেও অস্বাভাবিক কার্য্য বিদসৃশ হইয়াছিল। যাঁহারা এইরূপ অভিনয়ের পক্ষপাতী, তাঁহাদের মত তাঁহাদেরই মধ্যে থাকা ভাল। নচেৎ অভিনয়ের উন্নতি বঙ্গদেশে কোন কালে সম্ভবপর হইবে না; এবং যে সকল বালক দুর্ভাগ্যক্রমে অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদেরও এই জীবনে, পুরুষদেহে নারী হইয়া জীবিত থাকিতে হইবে। আমরা ইহার প্রমাণ দিতে পারি, কিন্তু নামধাম উল্লেখ করিয়া, কৈশোর অবস্থায় যাহারা নারীর অভিনয় করিয়া বয়সে নারীভাবাপন্ন আছে, তাহাদের সাধারণ সম্মুখে আনিতে আমরা অসম্মত। বুঝিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাল্যসংস্কার দূর হওয়া সুকঠিন। কেহ না বোঝেন—আমরা নিরুপায়।

অভিনেত্রী সমালোচনা*

['রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্রে (৯ চৈত্র, ১৩০৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

যাঁহারা সামান্যা বনিতাকে অভিনয়-কার্য্যে নিযুক্ত করা অনিবার্য্য বিবেচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ অভিনেত্রীগণের দোষ দেখাইয়া রঙ্গভূমির অধ্যক্ষদিগকে তিরস্কৃত করেন। মোটের মাথায় তাঁহাদের কথা এই যে, অভিনেত্রীরা অভিনয়কালে হাবভাব প্রদর্শন ও দর্শকের প্রতি অপাঙ্গ নিক্ষেপে তাহাদের মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা পায়।

* কোনও এক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 'রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্রে (৯ চৈত্র, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ) 'রঙ্গালয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। গিরিশচন্দ্র এই প্রবন্ধটি লিখিয়া তাহার প্রতিবাদ করেন।—সম্পাদক (দে. ভ.)

ইহাতে অভিনয়-কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, মাধুর্য্য নষ্ট ও রস-ভঙ্গ হয়,—তন্ময়ত্ব দূর হয়। চরিত্রবান্ দেখিয়া স্কুলে বালক ভর্ত্তি করিতে হয়, কেন তথাপি কোনও 'হেডমাষ্টার' চুরি বা চুরি অপেক্ষা শত গুণে ঘৃণিত দোষ বিদ্যালয় হইতে নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হন নাই। অভিনেত্রীদিগের মধ্যে যে কখনও কখনও দোষ দেখা যায়, তাহা বিচিত্র নয়। কিন্তু সে দোষ সংশোধনের উপায় ব্যক্তিগত দোষ লক্ষ্য করিয়া অধ্যক্ষদিগের গোচর করা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। অভিনয়ের রসভঙ্গ হওয়া, দর্শকের তন্ময়ত্ব দূর হওয়া—কখনও নাট্যাধ্যক্ষদিগের বাঞ্ছনীয় নহে। যদি ব্যক্তিগত দোষ কাহারও কাহারও লক্ষ্য হয়, অধ্যক্ষদিগকে তাহা জানাইলে তাহারা পরম বাধিত হইবে। অভিনয়-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, অধ্যক্ষদিগের লাভ; নির্দ্দোষ অভিনয় দেখাইবার অধ্যক্ষদিগের সম্পূর্ণ প্রয়াস। যদি সমস্ত দোষ সংশোধন করা অধ্যক্ষগণের আয়াস-সাধ্য হইত, তাহা হইলে যে অধ্যক্ষেরা সে বিষয়ে যত্নবান হইতেন না—এরূপ বিবেচনা করা সমালোচকের কখনও যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিছু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে 'হেডমাষ্টার' যেমন স্কুলের দোষ সমূলে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন, অধ্যক্ষেরা রঙ্গালয় নির্ম্মল করিতেও সেইরূপ যত্নশীল।

ব্যক্তিগত অভিনেত্রীর দোষ অধ্যক্ষদিগের অজ্ঞাতসারে কখনও কখনও হইয়া থাকে—ইহা আমরা স্বীকার পাই। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রীর যে সে দোষ নাই, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। সমালোচক বলেন যে, হাবভাব ও অপাঙ্গ নিক্ষেপে রসভঙ্গ হয়, কিন্তু অনেক কঠিন কঠিন নাটকে যে সেরূপ রসভঙ্গ হয় নাই, তাহা সংবাদপত্রের স্তম্ভে ভূরি ভূরি প্রকাশ পায়। উচ্চশ্রেণীর নায়িকার অংশ যাহাদের অভিনয় করিতে হয়, তাহাদের সেরূপ দোষ থাকিলে কখনও তাহারা সংবাদপত্র ও সাধারণের নিকট যেরূপ উচ্চ প্রশংসা পাইয়াছে, তাহা পাইত না।

দর্শকের দোষে, বাঙ্গালার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের সহযোগী অভিনয়কারীর প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, দর্শকের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে হয়,—যদি কেহ বিদ্যার অনুরোধে দর্শকের দিকে না চান, তিনি তাহা হইলে 'এনকোর'-'এক্সেলেন্ট'-উচ্চারী, করতালি-প্রদানকারী দর্শকের ঘৃণার ভাজন হন। অতএব দর্শকের তুষ্টির জন্য (দুর্ভাগ্যবশতঃ সেরূপ দর্শকই অধিক), দর্শকের তৃপ্তির নিমিত্ত সকলকেই দর্শকবৃন্দের প্রতি ফিরিয়া অভিনয় করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী যে কাহারও প্রতি চাহিবেন, ইহা বিচিত্র কি? কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বহিশ্চক্ষু দৃষ্টিহীন রাখা বড় কঠিন। সাধারণের পক্ষে কঠিন, 'হেডমাষ্টার' সমালোচকের পক্ষেও কঠিন। যিনি পারেন,—তিনি যোগী, তিনি ত্রাটক-সাধনে সিদ্ধ হইয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অভিনেত্রীরা যে দর্শককে দেখেন, ইহাই লক্ষ্য করেন,—কিন্তু অভিনেতারও যে সে দোষ থাকা সম্ভব; কিন্তু কই, তাহা তো কখনও দোষের বলিয়া উল্লেখ হয় নাই। মনের গঠনে, নারীর সহজ দৃষ্টি—অপাঙ্গ নিক্ষেপ বলিয়া অনেক সময় অনুভূত হইয়া থাকে। ব্যভিচারীর নিকট সতীর দৃষ্টিও কুদৃষ্টি জ্ঞান হয়, তাহাতেও তাহাদের মনোহরণ হয়, (যথা সীতার দৃষ্টিতে রাবণ)। অনেক কুলনারী, যাঁহারা পর-আলিঙ্গন ঘৃণিত জ্ঞানে বলাৎকারভয়ে মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়াছেন, ব্যভিচারী তাহারও দৃষ্টিতে মোহিত হইয়াছে। যাহারা ব্যভিচারী, তাহারা কামের পরামর্শে—"কুৎসিত যে জন, রতিপতি ভাবে আপনায়।" তাহাদের মনে মনে ধারণা যে, রমণীমাত্রেই তাহাদের জন্য ব্যাকুলা। রমণী-কটাক্ষ সে পুরীষপূর্ণ উর্ব্বর ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়।

প্রকৃতি, গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে ভূষিতা। সেই গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য, উভয় ভাব উপলব্ধি করিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। কবি গাহয়াছেন,—

"ফুলকুল আঁখি বিনোদন—
যুবতী যৌবন যথা।"

যুবতীর যৌবন সুন্দর, কবি বিমল চক্ষে দেখিয়া বিমল কুসুমের সহিত তুলনা

করিয়াছেন। ভগবতী মদনকে লইয়া মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের নিমিত্ত সুসজ্জিতা,—কবি মহাদেবকে ও মহাদেবীকে "জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ" বলিয়া সাধকের চক্ষে দেবীর কুসুম-নির্ম্মিত মেখলা, মদনের ফুলশরাসনের দ্বিতীয় গুণস্বরূপ দেখিয়াছেন। কামগন্ধহীন রাধার রূপে কবি উন্মত্ত, কবি মাধুর্য্য দেখিতে শিখিয়াছেন; এবং সেই মাধুরী-উপাসনায় মধুময় চিত্ত লাভ করিয়া মধুর কবিতা-প্রবাহে ভাবুককে ভাসাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালা দেশে মাধুরী উপাসনা বিরল। ফুল সুন্দর, নির্ঝর সুন্দর, চন্দ্র, তারা, ঊষা প্রভৃতি সুন্দর বলা যায়। কিন্তু রমণী সুন্দরী, এ-কথা অতি সাবধানে বলিতে হয়। সিদ্ধ কবি গাহিয়াছেন,—

"মা, কিবা রূপ, জগতমোহিনী!"

কিন্তু অনেকে, তাঁহার "মা সুন্দরী" বলিতে সঙ্কুচিত হন। ইঁহারাই রঙ্গালয়ে নারীর কুটিল কটাক্ষ অধিক পরিমাণে দেখিয়া থাকেন। ঝিলমিলওয়ালা-গৃহস্থের অন্দরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইঁহারাই পথে চলেন। গ্রহণের সময় গঙ্গার ঘাটে ইঁহাদেরই দেখা যায়। ইঁহাদেরই নিমিত্ত স্ত্রীলোকেরা শীত-কালে প্রাতঃস্নানে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তনে সাহস করে না। এক ব্যক্তি একজন ব্রহ্মচারীকে বৃন্দাবনে বলে, "ব্রহ্মচারিজি, বৃন্দাবনে বড় ব্যভিচার!" ব্রহ্মচারী উত্তর করেন,—"ভাই, ও দেখ্‌না হোয়, তো তোমরা কল্‌কাত্তা জানেসে বহুত দেখ্‌ পড়েগা, রাধা-কিষণজী দেখ্‌নে হোয়, তো বৃন্দাবনমে দেখো।"—রঙ্গালয়েও যাঁহারা তীব্র অনুসন্ধানে রমণীর কুটিল কটাক্ষ দেখেন, তাঁহাদেরও আমরা একথা বলি, যে কুটিল কটাক্ষ দেখিতে হইলে রাস্তাঘাটে যথায় তথায় দেখিতে পাইবেন; তন্নিমিত্ত টিকিট কিনিয়া অর্থব্যয়ের আবশ্যক নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই সকল রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী-দিগকে দেখিয়া "মা আনন্দময়ী" বলিয়া প্রণাম করিতেন, এবং কোন এক ভাগ্যবতীর বুকে হস্ত দিয়া বলিয়াছিলেন, "মা, তোমার চৈতন্য হোক্‌!" কোন নাট্যাধ্যক্ষ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস চাওয়ায়, তিনি তাহাকে রঙ্গালয়ের কার্য্য করিতে আদেশ দেন এবং উৎসাহ প্রদানে বলেন, "তুমি যে কার্য্য করিতেছ, তাহাতে সাধারণের বিশেষ মঙ্গল।"

তিনি সাধু, তাঁহার দৃষ্টি তো নির্ম্মল হইবেই। শ্রদ্ধাস্পদ মহারাজা স্যার যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর, হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রমাধব ঘোষ, এন. ঘোষ, কে. জি. গুপ্ত, আর. সি. দত্ত, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও তাঁহাদের সমকক্ষ লোকেরা রঙ্গালয়ে আসিয়া কেবল রমণী-কটাক্ষ দেখিয়া যান নাই। তাঁহাদের প্রশংসাপত্র যাহা আমার নিকট আছে, তাহা দ্বারা আমরা এই কথা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত।

আর একটি কথা। হাবভাবশালিনী কুটিল-কটাক্ষী সাজিয়া সেক্সপীয়র রচিত 'ক্লিওপেট্রা' অভিনয় করিতে হয়; সেই অভিনয়ে যদি প্রতি দর্শক হাবভাব ও কুটিল কটাক্ষ দেখিতে না পান, তাহা হইলে ঐ উচ্চশ্রেণীর নাটকাভিনয় অসম্পূর্ণ হয়। ভুবনবিজয়ী এন্টনী-বিমুগ্ধ-কারিণীর কটাক্ষ দেখিলে না জানি আমাদের সমালোচকেরা কি বলেন? সমালোচকেরা প্রায় ইংরাজী অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া, বাঙ্গালা রঙ্গালয়কে ঘৃণা করেন। কিন্তু যিনি কলিকাতায়ও ইংরাজী অভিনয় দেখিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের ছিদ্র অনুসন্ধানী হইলেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, তিনি যাহাকে হাব-ভাব কুটিল-কটাক্ষ বলেন, তাহা বাঙ্গালা রঙ্গালয় অপেক্ষা ইংরাজী রঙ্গালয়ে শতগুণে দৃশ্যমান।

উপরে বলিয়াছি যে, রমণী-মাধুর্য্য গ্রহণে শিক্ষার প্রয়োজন। অনেক যুবা বিবাহের পর সমবয়স্কের নিকট তাহার বাসর-ঘরের গল্প করে। বাসর-ঘরে সাবিত্রী-আদর্শ-দীক্ষিতা সতীনারীও দেশাচারে বরের আদরের নিমিত্ত বাসরে উপস্থিত হন; কিন্তু এত শিক্ষার দোষ যে, অনেক যুবা অসম্মানের সহিত তাহাদের কথা সমবয়স্কের নিকট গল্প করে। তাহাদের চক্ষে যে রঙ্গালয়ে কুটিল-কটাক্ষ ছড়াছড়ি যাইবে, তাহা বিচিত্র কি!

মাধুরী-উপাসনা ভাগ্যের ফল। ইহাতে পরমার্থ লাভ হইয়া থাকে। একটি গল্প আমাদের মনে পড়িল। এক রাজার একটি উপ-পত্নী ছিল; সেই নারী তাহার সখীর সাহায্যে

রাজার যত্ন উপেক্ষা করিয়া রাজার এক বন্ধুকে আদর করিত। রাজ-বন্ধুর কুৎসিৎ কার্য্যে রাজ-মন্ত্রী ও রাজ-সেনাপতি সহকারী ছিল। রাজার এক জন প্রিয় ভৃত্য এ কার্য্যের ঘটক হয়। রাজা এসব বৃত্তান্ত জানিয়া বড় বেদনা পান। রাজা ক্ষমাশীল খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। দোষী-দিগকে বহিষ্কৃত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু মনের জ্বালা যায় না। একজন চিত্রকরকে ডাকিয়া বলেন,—"একখানি যিশুখৃষ্টের ছবি চিত্রিত করিয়া দাও।" রাজার আন্তরিক বাসনা —দেবমূর্ত্তি ধ্যানে, উপপত্নীর পাপ-ছবি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবেন। যথাসময়ে চিত্রকর যিশুখৃষ্টের ছবি আনিল, অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি দর্শনে রাজা মুগ্ধ হইলেন। চিত্রকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ছবি কি তুমি কল্পনা-প্রভাবে অঙ্কিত করিয়াছ, বা কোন সুন্দর আদর্শে তোমার কল্পনা প্রস্ফুটিত হইয়াছে?" চিত্রকর সবিনয়ে উত্তর করিল,—"মহারাজ, কল্পনা-প্রভাবে নয়—আদর্শে।" রাজা উত্তর করিলেন,—"এ আদর্শ কোথায় পাইলে?" চিত্রকর বলিল, "মহারাজ, যদি অভয় দেন তো বলি।" রাজা অভয় দিলেন। চিত্রকর বলিতে লাগিল,—"চিত্রিত যিশুর অঙ্গসৌষ্ঠব ও নয়নভাব—মহারাজের কৃতঘ্ন বন্ধুর আদর্শে, বদনরাগ—বিম্বাধরা সেই ঘৃণিত উপপত্নীর, তাহার দূতী সহচরীর কুঞ্চিত কেশদাম, মন্ত্রীর উন্নত ললাট, সেনাপতির বাহুদ্বয় ও ঘটক-ভৃত্যের পদ-আদর্শে দেবমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছি।"

মাধুরী-উপাসক চিত্রকর কুৎসিতাচারী ব্যক্তির অবয়ব হইতে মাধুর্য্য গ্রহণে, দেব-ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তুলিতে প্রদর্শন করিয়া-ছিল। যিনি মাধুরী-উপাসক হইবেন, তিনি ঐ চিত্রকরের ন্যায় পরম সুন্দর ঈশ্বর-মূর্ত্তি হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে পারিবেন।

একজন বেশ্যার বাটির সম্মুখে একজন সাধুর আস্তানা ছিল। রজনীযোগে বেশ্যার কয়জন উপপতি আসিত, তাহা তিনি ঢিল রাখিয়া গণনা করিতেন আর ভাবিতেন, "কুৎসিতা এত উপপতিকে ঘরে স্থান দিল!" এদিকে বেশ্যা অনুতপ্ত হৃদয়ে চিন্তা করিত,—"আমারই বাড়ীর সম্মুখে সাধু দেব-সেবায় নিযুক্ত, আর আমি এই কদর্য্য কার্য্যে দেহ অপর্ণ করিতেছি!" উভয়ের একসঙ্গে মৃত্যু হইল। সাধুর দেহ চন্দনকাষ্ঠে দগ্ধ হইল, আর বেশ্যার দেহ শৃগাল-কুক্কুরে খাইল। কিন্তু যম-দূত সাধুর আত্মাকে বাধিয়া লইয়া চলিল, আর বেশ্যার আত্মা বিষ্ণুদূতের দিব্য বিমানে যত্নে স্থাপিত হইয়া বিষ্ণুলোকে চলিল। সাধু জিজ্ঞাসা করিল, "একি অত্যাচার!" যমদূত উত্তর দিল, "ধর্মরাজের নিরপেক্ষ চক্ষে বেশ্যার উপপতি গণনায় তোমার বেশ্যাবৃত্তি করা হইয়াছে; অতএব নরকে তোমার স্থান। আর উপপতি-সঙ্গেও বারাঙ্গনা ভাবিত, তুমি ঈশ্বর-উপাসনা করিতেছ; ঘৃণিত কার্য্য করিয়াও বেশ্যার ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের সেবা করা হইয়াছে। সেই নিমিত্ত সে বিষ্ণুলোকে গেল। স্থূল দৃষ্টিতে তোমার সাধুর শরীর ছিল, সে শরীর চন্দনকাষ্ঠে দগ্ধ হইয়াছে; বেশ্যার অপবিত্র শরীর কুক্কুর-শৃগালে খাইয়াছে। ন্যায়বান্ ঈশ্বরের রাজ্যে অন্যায় কার্য্য হয় নাই।"

আমরা এই নিমিত্ত বলি যে, রঙ্গালয়ে আসিয়া যিনি রাম, সীতা, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি দেখিবার সাধ করেন, তাহা তিনি পাইবেন। কিন্তু যাঁহার কুটিল-কটাক্ষের প্রতি দৃষ্টি, তাঁহার হৃদয় সেই কুটিলার ন্যায় হইবে। সমস্তই ভাব-জগৎ ভাব মাত্র। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যেমনি ভাব, তেমনি লাভ।"

উপসংহারে আমরা আর একটি কথার উল্লেখ করিব। পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ খেতরীর রাজার সভায় উপস্থিত হন। কালোয়াতি সঙ্গীত-অন্তে, একজন 'বাঈ' রাজসভায় গান করিতে আসে। বিবেকানন্দ স্ত্রীলোকের গান শুনিতেন না, বিশেষ ঐরূপ স্ত্রীলোকের গান। রাজা মিনতি করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, অনুরোধ করিলেন, "একখানি গান শুনিয়া যান।" বাঈজি গান ধরিলঃ

"প্রভু মোর অবগুণ চিত না ধর।
সমদরশি হ্যায় নাম তোমার॥
এক লোহ পূজামে রহত হ্যায়,
এক রহো ঘর ব্যাধক পরো।
পরলোক মন দ্বিধা নাহি হ্যায়,
দুহুঁ কাঞ্চন করো॥"
(দ্বিতীয় কলিটি আমাদের স্মরণ নাই)

সমস্ত গানটির ভাব এই যে, হে প্রভু! তুমি সমদর্শী, নির্গুণ ও ভগবান্‌কে সমান চক্ষে দেখিয়া থাক,—যেরূপ পরশমণি, দ্বিধা না করিয়া ব্যাধ-গৃহে লোহ ও পূজা-গৃহে লোহ, স্পর্শমাত্র সোনা করিয়া দেয়। নদীর নিৰ্ম্মল বারি বা মলা-ধৌত নালার জল—গঙ্গাদেবী সমভাবে গ্রহণ করিয়া লন, আর দুই জলই গঙ্গাজল হইয়া যায়।

তানলয় গঠিত, ভাবপূর্ণ সুকণ্ঠে গীত সঙ্গীত শ্রবণে বিবেকানন্দের চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল,—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "ধিক্ আমার সন্ন্যাস-অভিমানে! এখনও 'এ ঘৃণিত' 'এ মান্য' আমার বোধ আছে।" তদবধি সেই বাঈকে বিবেকানন্দ 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং যখন খেতরীতে যাইতেন, খেতরীর রাজাকে অনুরোধ করিতেন,—"আমার মাকে ডাক, আমার গান শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে।" 'বাঈ' পরম শ্রদ্ধার সহিত গান গুনাইত, বিবেকানন্দ মুগ্ধ হইতেন।

পরিশেষে, আমাদের উক্ত গানের ভাবে সাধারণের নিকট সমিনতি নিবেদন—হে রসিকবৃন্দ, আপনারা অগুণ-বিচারী, নালার জল গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়া গঙ্গাজল হইয়া যায়, পরশমণি স্পর্শে ব্যাধগৃহের লোহও কাঞ্চনে পরিবর্ত্তিত হয়; সাধু-সঙ্গে কুচরিত্রা সন্ন্যাসিনী হন; ভগবদ্ভক্ত হরিদাসকে ছলনা করিতে গিয়া বেশ্যা মোহিনী পরমা বৈষ্ণবী হইয়াছিল। আমাদেরও আশা, সদাশয় ব্যক্তির পদার্পণে রঙ্গালয় পবিত্র হইবে ও ঘৃণিতা অভিনেত্রীরাও স্বীয় শিল্পানুরাগিণী হইয়া মাতৃদুগ্ধে-পরিপুষ্ট বৃত্তি পরিহারপূৰ্ব্বক সাধুজনের কৃপার ভাজন ও প্রশংসার পাত্রী হইবে। আর সমালোচকের প্রতি সবিনয় নিবেদন,—যাহারা ঘৃণিত, তাহাদের সাধারণের সমক্ষে আরও ঘৃণিত বর্ণে চিত্রিত না করিয়া, রঙ্গালয়ের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া, কিরূপে দোষ দূর হয়, তাহা নাট্যাধ্যক্ষদিগকে উপদেশ দিবেন। এইটুকু বুঝুন যে, কৰ্ম্মকৰ্ত্তা তাহার দইয়ে কত জল আছে তাহা জানে, সন্দেশে কত চিনি—তাহাও অবগত। সমালোচকের প্রবন্ধে ও সংবাদপত্রে, তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। কি উপায়ে দধিতে জল না দিতে হয়, চিনির সন্দেশ ভোক্তার পাতে না দিতে হয়, তাহা বলিয়া দেন। বেশ্যাকে নিন্দা করা কঠিন কাৰ্য্য নয়। যাহাদের বেশ্যালয়ে বাস, তাহারাও বেশ্যার দোষ বর্ণনা করিয়া সংবাদপত্রের বহুস্তম্ভব্যাপী প্রবন্ধে মৌখিক ঘৃণা প্রদর্শন করিতে পারে। সংশোধনের চেষ্টা স্বতন্ত্র; সেখানে ঘৃণা নাই—দয়া; দোষ অনুসন্ধান নাই—গুণ গ্রহণ; অকৰ্ম্মে—কোমল তিরস্কার; সুকৰ্ম্মে—উৎসাহ প্রদান। মাতৃস্নেহ হৃদয়ে ধরিয়া, মাতৃদুগ্ধে অৰ্জ্জিত সংস্কার দূর করিতে পারিবেন—পাণ্ডিত্য বা বিজ্ঞতার পরিচয়ে পারিবেন না।

কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয় : ভূমিকা*

['নাট্য-মন্দির' মাসিক-পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩১৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

আমার প্রিয়তমা ছাত্রী—সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনীর নাম, যাঁহারা আমায় ভালবাসেন, এবং আমার রচিত নাটকাবলী পাঠ করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হন, সেই সকল মহাত্মাদিগের নিকট সম্পূর্ণ পরিচিত। "কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়," সে কথা সহজে ও সরল ভাষায় বুঝাইতে হইলে, বিনোদিনীর জীবনের কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করি। তাহার সৰ্ব্বতোমুখী প্রতিভার নিকট আমি সম্পূর্ণ-

* 'নাট্য-মন্দির'-এ প্রকাশিত অভিনেত্রী বিনোদিনী-রচিত 'কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়?' প্রবন্ধের ভূমিকা।—সম্পাদক (দে. ভ.)

রূপে ঋণী, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। আমার "চৈতন্যলীলা", "বুদ্ধদেব", "বিল্বমঙ্গল," "নল-দময়ন্তী" প্রভৃতি নাটক, যে সর্ব্বসাধারণের নিকট আশাতীত আদর লাভ করিয়াছিল, তাহার আংশিক কারণ, আমার প্রত্যেক নাটকে শ্রীমতী বিনোদিনীর প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ ও সেই সেই চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন। অভিনয় করিতে করিতে সে তন্ময় হইয়া যাইত, আপন অস্তিত্ব ভুলিয়া এমন এমন একটি অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত, সে সময় অভিনয়—অভিনয় বলিয়া মনে হইত না, যেন সত্য ঘটনা বলিয়াই অনুভূত হইত। বাস্তবিক সে ছবি এখনও আমার চক্ষের উপর প্রতিফলিত রহিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর অভিনেত্রী হইতে কেমন করিয়া সে অতি উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল, কিরূপ সাধনা, কিরূপ প্রাণপণ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া সে সমগ্র বঙ্গবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা জানিবার বিষয় হইতে পারে। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ যদিও বহুদিন যাবৎ কোনও রঙ্গালয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, কিন্তু সে যে সুনাম—যে সুযশ—যে সুখ্যাতি—যে আদর—যে আপ্যায়ন সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিল, আদর্শ অভিনেত্রী বলিয়া সকল অভিনেত্রীর জিহ্বায় আজ পর্য্যন্ত যাহার নাম উচ্চারিত হয়, সুবিখ্যাত "ভারতবাসী" পত্রিকায় রঙ্গালয় সম্বন্ধে যাহার পত্রাবলী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, বঙ্গরঙ্গভূমীর সে যে একটি স্তম্ভস্বরূপ ছিল, এবং সে স্তম্ভচ্যুত হইয়া দেশীয় রঙ্গমঞ্চ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, এ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি অভাগিনী পীড়িতা হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং জগদীশ্বরের কৃপায় কথঞ্চিৎ রোগমুক্ত হইয়া সে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করে, "সংসারের পান্থশালা হইতে বিদায় লইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। রুগ্ণ, আশাশূন্য, দিন যামিনী এক ভাবেই যাইতেছে; কোনরূপ উৎসাহ নাই, নিরাশার জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া অপরিবর্ত্তিত স্রোত চলিতেছে। আপনি আমাকে বার বার বলিয়াছেন, যে ঈশ্বর বিনা কারণে জীবের সৃষ্টি করেন না, সকলেই ঈশ্বরের কার্য্য করিতে সংসারে আসে, সকলেই তাঁহার কার্য্য করে, আবার কার্য্য শেষ হইলেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আপনার এই কথাগুলি কতবার আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু আমার জীবন দিয়া আমি তো বুঝিতে পারিলাম না, যে আমার দ্বারা ঈশ্বরের কি কার্য্য হইয়াছে, আমি কি কার্য্য করিয়াছি, এবং কি কার্য্য করিতেছি? আজীবন যাহা করিলাম, ইহাই কি ঈশ্বরের কার্য্য? কার্য্যের কি অবসান হইল না?" আমি তাহাকে উত্তর দিই, "তোমার জীবনে অনেক কার্য্য হইয়াছে, তুমি রঙ্গালয় হইতে শত শত ব্যক্তির হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিয়াছ। অভিনয়স্থলে তোমার অদ্ভুত শক্তির দ্বারা যেরূপ বহু নাটকের চরিত্র প্রস্ফুটিত করিয়াছ, তাহা সামান্য কার্য্য নয়। আমার "চৈতন্যলীলা"য় চৈতন্য সাজিয়া বহু লোকের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস তুলিয়াছ ও অনেক বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছ। সামান্য ভাগ্যে কেহ এরূপ কার্য্যের অধিকারী হয় না। যেসকল চরিত্র অভিনয় করিয়া তুমি প্রস্ফুটিত করিয়াছিলে, সেসকল চরিত্র গভীর ধ্যান ব্যতীত উপলব্ধি করা যায় না। যদিচ তাহার ফল অদ্যাবধি দেখিতে পাও নাই, সে তোমার দোষে নয়—অবস্থায় পড়িয়া; কিন্তু তোমার অনুতাপের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে অচিরে সেই ফলের অধিকারী হইবে।" পরিশেষে তাহার চঞ্চল চিত্তকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য, আমি তাহাকে তাহার "নাট্যজীবনী" লিখিতে অনুরোধ করি। বিনোদিনী সে কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছে। নিম্নে তাহার স্বরচিত নাট্য জীবনে প্রয়োজনীয় অংশসকল মুদ্রিত হইল। অনাবশ্যকবোধে কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়—তাহা আর আমায় নূতন করিয়া লিখিতে হইবে না। বিনোদিনীর "নাট্যজীবন" উক্ত প্রবন্ধের সম্যক উদ্দেশ্য সাধন করিবে।

অভিনয় ও অভিনেতা

অভিনয় সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বলেন, কবির ন্যায় অভিনেতা জন্মগ্রহণ করেন—শিক্ষায় গঠিত হন না। কবি ও অভিনেতার উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু কেবল উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াই কবি বা অভিনেতা হওয়া যায় না। অভিনেতার অভিনয়োপযোগী আকার স্বভাব-প্রদত্ত। উপন্যাসে নায়ক বর্ণনায় দেখা যায়, নায়ক অঙ্গসৌষ্ঠববিশিষ্ট, অনেক সময়েই দীর্ঘকায়, প্রশস্তললাট, উজ্জ্বলচক্ষু, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ওষ্ঠাধরযুক্ত, পীনবাহু, বিশাল-বক্ষ ইত্যাদি। উপন্যাস-বর্ণিত নায়কের কণ্ঠস্বর পুরুষোচিত সুমিষ্ট হইলেই চলে, কিন্তু উপন্যাসের নায়ক রঙ্গমঞ্চে আসিয়া উচ্চকণ্ঠ না হইলে চলিবেই না। উপন্যাসের নায়কেরও বীরকণ্ঠের আবশ্যক, কিন্তু শুধু বীরকণ্ঠ হওয়া রঙ্গমঞ্চের নায়কের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কারণ নিম্নকণ্ঠে বিরলে পরামর্শ দূরস্থ শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতে হইবে, উচ্চকণ্ঠে সৈন্যকে উৎসাহ প্রদান ব্যতীত নায়িকার সহিত নায়কের মৃদু প্রেমকথা শুনিতেও দর্শক উপস্থিত থাকেন। রঙ্, পরচুলা প্রভৃতির সাহায্য অভিনেতা পান বটে, কিন্তু কাঠামটা এক রকম উপযোগী না থাকিলে সুনিপুণ বহুরূপীর শিল্পেও তাঁহার নায়কত্বের অধিকার হইবে না। স্বভাব তাহাকে নট করিয়া না গড়িলে চলিবে না। কুরূপ নায়কের দৃষ্টান্ত যে নাই তাহা নয়, যথা—ভিক্টার হিউগোর "Black Dwarf of Notre Dame"এর নায়ক। বর্ণিত আছে—উক্ত নায়ক কুৎসিতের রাজা বলিয়া আমোদপ্রিয় যুবকেরা তাঁহাকে লইয়া সমারোহে রাজপথে ভ্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু এরূপ নায়ক আর খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

গুরুগম্ভীর ভূমিকায় (serious part) উপযোগী আকারের যেরূপ আবশ্যক, হাস্য-রসাত্মক ভূমিকায়ও সেইরূপ। তবে এ ভূমিকায় বেশকারীর নিপুণতার সাহায্য অনেক পাওয়া যায়। তথাপি মুখভঙ্গি প্রভৃতি স্বভাবদত্ত হইলে, উৎকৃষ্ট হয়। উচ্চদন্ত হাস্যরসে বিশেষ উপযোগী। যথাযোগ্য আকার কণ্ঠস্বর প্রভৃতি অভিনেতার অবশ্য প্রয়োজন বলিয়াই অনেক রঙ্গালয়-প্রবেশ-প্রার্থীর আবেদন রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ গ্রাহ্য করিতে পারেন না। যাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আবেদন করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিজ নিজ শিক্ষার পরিচয় দেন, কিন্তু তাঁহারা একথা বুঝেন না যে, কেবল শিক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নহে। কণ্ঠস্বর ও আকারাদিগত ত্রুটী অভিনেতার পক্ষে বিষম অন্তরায়। এই কারণেই পূর্ব্ববঙ্গের বা রাঢ় অঞ্চলের উচ্চারণ কলিকাতার রঙ্গালয় প্রবেশের একটী বিশেষ বাধা।

স্বভাবের দান ছাড়া অভিনেতার শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। নটের কার্য্য—"To give to airy nothings a local habitation and a name. কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। আন্তরিক ও বাহ্যিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য্য হয় না—যে ভূমিকা অভিনয় করিবে, তাহা নট বুঝিতে পারে না।"*

নাট্যকার যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, নট তাহা অনন্যমনা হইয়া চিন্তা করেন। সে চরিত্র যদি স্বয়ং নাটককার তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, তথাপি নটের চিন্তা ফুরায় না। নাটককার যে ভাবাপন্ন হইয়া নাটক লিখিয়াছিলেন, নাটকীয় চরিত্র বুঝাইবার কালে তিনি সে ভাবাপন্ন নহেন, কিন্তু নটকে চিন্তাযোগে সেই ভাবাপন্ন হইতে হইবে। অনেক সময়ে নটকর্তৃক নাটকীয় চরিত্রের অনুভূতিতে (conception) নাটক-কারকে চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—ভিক্টার হিউগো একখানি নাটক লিখেন। যে রঙ্গালয়ে ইহার অভিনয় হইবার কথা হইতেছিল, তাহার প্রধান অভিনেত্রীর

* মৎপ্রণীত 'বঙ্গনাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' নামক প্রবন্ধের ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। [গি. ঘোষ]

মতে নাটকখানি ভাল হয় নাই, কিন্তু তথাপি নাটকের মহলা (rehearsal) চলিতে লাগিল। উক্ত অভিনেত্রীর ভূমিকা (part) ব্যতীত সকল ভূমিকাই উৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। অভিনেত্রী ভাবিল যে নাটকের ত কেহ নিন্দা করিবে না, আমিই নিন্দাভাজন হইব। তখন সে অভিনেত্রী নিজের ভূমিকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিল। তাঁহার অভিনয় দেখিয়া ভিক্‌টার হিউগো চমৎকৃত! তিনি দেখিলেন যে সে চরিত্র সম্বন্ধে অভিনেত্রীর কল্পনা এত উচ্চ যে তিনি স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সধবার একাদশীর 'জীবনচন্দ্রের' অভিনয় দর্শনে প্রতিভাবান্ নাটককার দীনবন্ধু মিত্র তদভিনেতা অর্দ্ধেন্দুকে 'আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা *"Improvement on the author"* বলিয়া যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ভিক্‌টার হিউগো কর্ত্তৃক উক্ত অভিনেত্রীর প্রশংসার অনুরূপ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত র'র ভূমিকায় নটগুরু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আভাস পাওয়া যায়, যেন মধুসূদন নিজ নাটকের রচনা উক্ত নটের নিকট যাচাই করিয়া লইতেছেন।

নটের কল্পনা যে সামান্য নয়, তাহা বহু-দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যায়। নাটকের চরিত্র লইয়া নট, তচ্চরিত্র প্রস্ফুটনে কিরূপ পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে উপযুক্ত হইবে ও শিল্প দ্বারা নিজ অবয়বে কিরূপ পরিবর্ত্তনই বা আবশ্যক, তাহা দর্পণ সাহায্যে স্থির করেন। চরিত্র সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা করাতেই অভিনেতার কার্য্যের অবসান হয় না। তাঁহার অবয়ব স্বেচ্ছানুসারে চালিত হওয়া চাই। শুনা যায়, জগদ্বিখ্যাত অভিনেতা সার্ হেন্‌রি আর্‌ভিং ফরাসী মন্ত্রী 'রিশলু'র ভূমিকার অভিনয়ে রাজার সম্মুখে নিজ মৃত্যু যেন আসন্ন দেখাইতেন। কিন্তু রাজা 'রিশলু'কে মার্জ্জনা করিয়া চলিয়া যাইবার পরেই শত্রুদমনোৎসুক আর্‌ভিং-রিশলু ভীষণ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইতেন। সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়, ভারতের সীমান্ত যুদ্ধে (চিত্রল-সমরে) আর্‌ভিং দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিরূপে গুলির আঘাতে সতেজ সৈনিক মৃত হইয়া পড়ে। তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও সে সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই; তাঁহাকে অভ্যাস করিতে হইয়াছিল—রক্তোৎফুল্ল বীরমদোজ্জ্বল মুখ-মণ্ডল কি প্রকারে সহসা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায় ও তাহাতে মৃত্যুর ছায়া পতিত হয়। দেহের উপর এরূপ আধিপত্য লাভ অল্প অভ্যাসের কার্য্য নহে। কল্পিত চরিত্রের সহিত আপনাকে মিলাইয়া ধ্যান করা, চরিত্রের অনুরূপ কথা কওয়া, তাহার হাবভাব আনা—নটের অতি কঠোর সাধন।

কেবল হস্ত ও মস্তক সঞ্চালনই হাবভাব নহে। সৈনিক পুরুষ কথা কহিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে তরবারি-মুখে ব্যূহ-রচনা চিত্রিত করিতেছে; মালিনী কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলি-ভঙ্গিতে মালা গাঁথে; কেরাণী কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে অঙ্গুলি দিয়া কি লেখে; প্রেমিক মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সুন্দর বস্তু দেখিয়া অন্য-মনা হয়; বেদিয়া চলিতে চলিতে ডিগবাজী খায়, গায়ক শিস্ দেয়, বাজিয়ে অঙ্গ বাজায়—এই সকলের প্রতি অভিনেতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য—যেন অভিনয়কালে এই সকল ভাবভঙ্গী স্বভাব-প্রসূত বলিয়া দর্শক মনে করেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গ-রঙ্গালয় হইতে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ন্যাসান্যাল থিয়েটারে *নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে বীরেন্দ্রসিংহের ভূমিকায় মরুদেশের রাজদূতের সহিত ধনদাসের বাদানু-বাদের মাঝে দাঁড়াইয়া যখন ভূমিস্পর্শী পিধান দ্বারা ব্যূহ রচনা করেন, তখন ভাবুক দর্শক তাঁহার সে কার্য্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় বেলবাবু (যিনি কাপ্তেন বেল নামে পরিচিত) "ধীবর ও দৈত্য" নামক নাটকে ধীবরের ভূমিকায়, দৈত্যকে কৌশলে পিপের মধ্যে আবার প্রবেশ করাইয়া—পিপের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া—যখন তাহার উপর বসিতেন, আর দৈত্য 'আমায় খুলিয়া দাও' বলিয়া অনুনয়-বিনয় করিতে থাকিত, তখন রোষাবিষ্ট বেল মস্তক চালিয়া বলিত—"কভি নেই" এবং নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, তাহার জাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে কি না। জেলে না হইলে এরূপ

অবস্থায় জালের প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখে না—দৈত্য পাছে বাহির হয়, এই ভয়েই বিব্রত থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে, সহৃদয় দর্শক বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের অভিনয়ের অনেক স্থলে প্রশংসা করিয়াছেন। কাশিমবাজারে 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয়ের কথা উল্লেখ করিতেছি। যখন যোগেশ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে,—পথিকের নিকট মদের পয়সা প্রার্থী, স্ত্রীকে রাস্তায় পড়িয়া মরিতে দেখিয়াছে ও বলিয়াছে "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!"—তাহার পর ভগ্নহৃদয় ও মদে জীর্ণ 'যোগেশ' সাজিয়া যখন আমি বাহির হইয়াছিলাম ও পা টানিয়া চলিয়াছিলাম, তখন আমার এই গমনভঙ্গী কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী লক্ষ্য করেন। অভিনয়-শেষে তিনি কাশিমবাজারের ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত এক ব্যক্তির নাম করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি কি না? আমি 'না' উত্তর করায়, মহারাজ বলেন—"আপনার চলন ঠিক তাহারই অনুরূপ হইয়াছিল।" এই প্রশংসায় আমার আত্মতৃপ্তি জন্মিয়াছিল, কারণ আমি যাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহা লক্ষিত হইয়াছিল।

নটের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া বড় অল্পায়াস-সাধ্য নহে। যাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত ধ্যান-ধারণা-শক্তি নাই, তাঁহার রঙ্গালয়ে প্রবেশ বিড়ম্বনা। তিনি সুপাঠক হইলে যথাযোগ্য উচ্চারণের সহিত দর্শক-সমীপে নিজ ভূমিকা বুঝাইয়া পাঠ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা অভিনয় নহে। অভিনয়ের পন্থা কঠোর—কুসুমাবৃত নহে। নটের কণ্ঠস্বর লইয়া কাজ। অতএব যে কার্য্যে কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়, তাহা বিষবৎ পরিহার্য্য। অন্তর্দৃষ্টি করিতে হইলে অন্তর্বৃত্তিসকল তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে, দৃষ্টিতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটে। এই বিশ্লেষণ কার্য্যে মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা বুঝিয়া আপনার মনোবৃত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিলে কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হয়। ভূমিকা কোথায়ও ক্ষুন্ন থাকিলে তাহা অভিনয়কালে অক্ষুন্ন করিয়া প্রদর্শন করা যায় কি না, সে বিষয়ে নিয়ত চেষ্টা না করিলে, নট নাটককারের যোগ্য ভাবপ্রকাশক হন না—প্রকৃত বন্ধুজ্ঞানে নাটককার তাঁহাকে অভিবাদন করেন না। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। মাইকেল মধুসূদন রামকে ভীরুরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই নিমিত্ত 'মেঘনাদ বধ' উচ্চকাব্য হইয়াও হিন্দুর নিকট দূষণীয় হইয়াছে। নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'মেঘনাদ বধ' নাটকে রামের ভীরুতা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে হয়। যখন নৃমুণ্ডমালিনী রামকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করেন, তখন রামকে দৃপ্তস্বরে বলিতে হয়—

"জনম রামের, রমা, রঘুরাজকুলে
বীরেশ্বর"—ইত্যাদি।

তার পর যখন বিভীষণ বলেন—

"দেখ
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি! দেখ দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামাদলে কে আঁটে সমরে
ভীমরূপা, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ কুল-অরি!"

তদুত্তরে রাম উপেক্ষাব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করেন—

"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর! যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি"—
ইত্যাদি।

এই ঈষৎ হাস্যে নট প্রকাশ করিতে চাহেন যে রাবণের সহিত যুদ্ধার্থে অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘন-পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়াছি—রমণীর বীরত্ব আর কি দেখিব। কিন্তু রামের ভীরু স্বভাব উক্ত কাব্যে এত স্থানে প্রকাশিত যে, তাহা ঢাকিবার জন্য নটের এ কৌশল কতদূর সফল হয়, তাহা বলা যায় না।

অনেক সময়ে নাটক প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্ত, নট কৌশল করিয়া নাটকীয় কথার এরূপ বিকৃত উচ্চারণ করেন যে তাহা শ্রোতার কাণে লাগে। যে অংশটী ঐরূপ বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়, তাহার প্রতি দর্শকের লক্ষ্য পড়ে। দর্শকের পক্ষে এইরূপে আকর্ষণ করিতে না পারিলে নটের কার্য্য সম্পন্ন হয় না। যেখানে নাটকের কোন পংক্তিতে একটী বিশেষ ভাব আছে, সেখানে সেই ভাবটী দর্শক যদি লক্ষ্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে নট

অভিনয়ে যে প্রণালীতে চলিতেছেন, তাহা দর্শক বুঝিতে পারিবেন না। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইয়াগো (Iago)-র ভূমিকা অভিনয়ে কোন নট এইরূপ অভিনয় করেন, যেন ইয়াগো বিনা কারণে, কেবল মাত্র তাহার স্বভাব দোষে ওথেলোর (Othello) অনিষ্ট-করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিভাবান্ অন্য এক নটের অভিনয়ে প্রকাশ পাইত— ইয়াগো যেন ঈর্ষ্যাবশতঃ সমস্ত অনিষ্ট করিয়াছে। ইয়াগো বলিতেছে—

"I hate the Moor;
And it is thought abroad
That 'twixt my sheets'
He has done my office :
I know not if't be true;
But I for mine suspicion in that kind
Will do as if for surety.

—মূরের প্রতি আমার বিদ্বেষ; এমন একটা কথাও আছে যে, সে আমার শয্যা কলুষিত করিয়াছে। সত্য কি না জানি না, কিন্তু এই সন্দেহের ছায়াটুকু ধ্রুব সত্য মনে করিয়াই আমি প্রতিহিংসা সাধন করিব।" ইয়াগোর এই উক্তিটুকু বলিবার কালে উল্লিখিত নট '*twixt*' (my sheets) শব্দটী ভাণ করিয়া ভুলিয়া যাইতেন এবং তৎপরিবর্ত্তে *between* উচ্চারণে ছন্দঃপতন করিয়া এই বিশেষ কথাটির প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। এরূপ কৌশল সুবক্তাকেও কখন কখন করিতে হয়। যে সকল নটের কল্পনা ছিল যে, স্বভাবজাত দুর্বৃত্তিবশতঃ ইয়াগো ওথেলোর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাঁহাদের অভিনয়ে প্রকাশ পাইত, যেন ওথেলোকে যন্ত্রণা দেওয়া তাহার আমোদ-প্রদ কার্য্য ছিল। যেমন নিষ্ঠুরভাব ব্যক্তি কোনও প্রকার শত্রুতা না থাকিলেও পরকে দুঃখ দিয়া বা পরের দুঃখ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু ঈর্ষ্যাজনিত শত্রুতাচরণ অন্য প্রকার। কীন্ (Kean) কর্ত্তৃক এই ইয়াগো অভিনয়ে প্রকাশ পাইয়াছিল, কুটিল-স্বভাব ব্যক্তি সামান্য সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কিরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুতা সাধন করে এবং তাহার সন্দেহ-সৃষ্ট শত্রুর যন্ত্রণায় সে রোষের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ উল্লসিত হয়। ইয়াগোর উল্লিখিত দুই প্রকার অভিনয় লইয়া নানা বাদানুবাদ থাকিলেও শেষোক্ত প্রথাটী প্রতিভা-বান্ নট কর্তৃক নাটকীয় চরিত্র প্রস্ফুটনের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত।

অভিনয়কালে প্রকৃত নট কখনও অবহেলার সহিত অভিনয় করিবেন না। ভাবুক দর্শক থাকুক বা নাই থাকুক, অভিনেতার দক্ষতা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা উচিত। সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার ছাত্র-গণকে বলিতেন—"যেমন সভাই হউক, তুমি অনাস্থার সহিত গান করিও না। সে আসরে একজনও সমজদার থাকিতে পারেন—তাঁহাকে ব্যথা দিও না। সেই একজনের তৃপ্তি তোমার আশাতীত পুরস্কার জ্ঞান করিবে।" সঙ্গীতা-চার্য্যের এই অমূল্য উপদেশ নটের প্রতিও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

রঙ্গালয়ে শুনা যায়, অমুক ব্যক্তি এই ভূমিকা (part) 'জ্বালাইয়া দিয়াছে'—অর্থাৎ সে ভূমিকা ঐ ব্যক্তির দ্বারা এত উৎকৃষ্ট অভিনীত হইয়াছে যে, তাহা অন্য ব্যক্তি গ্রহণ করিলে তুলনায় তাঁহাকে অতিশয় নিন্দনীয় হইতে হইবে। ইহা নটের যোগ্য কথা নহে। যে কোন ভূমিকা যতই উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত হউক না কেন, সে ভূমিকা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ প্রকৃত নটের পক্ষে নিন্দার কথা। এই নিন্দা অপেক্ষা অভিনয় করিতে গিয়া নিন্দনীয় হওয়া শ্রেয়ঃ। ভূমিকাটি সুন্দররূপে অভিনয়ের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা নটের নিতান্ত কর্ত্তব্য। দাবা খেলোয়াড়েরা বলিয়া থাকেন— ভাবিলেই চাল বাহির হয়। আমরা নট, আমাদের কার্য্যও সেইরূপ—ভাবিলেই চাল বাহির হয়। মিস্ সিডন্স্ (Miss Siddons) এর 'লেডী ম্যাক্‌বেথ' অভিনয় জগদ্বিখ্যাত। 'হ্যাম্‌লিট'এর মমতাহীন লেখনীতেও সে অভিনয়ের সুখ্যাতি ধরে না। কুমারী সিডন্স্ দীর্ঘকায়া ছিলেন—লেডী ম্যাক্‌-বেথের কঠোর অংশ অভিনয়ের উপযুক্ত করিয়াই যেন তাঁহার সে গঠন। তিনি এই ভূমিকা যে ভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাতে দর্শক বুঝিলেন যে লেডী ম্যাক্‌বেথ অতি উৎকট চরিত্র। তাঁহার সে অভিনয় দর্শনে বহুদিন ধরিয়া লোকের এই ধারণা ছিল যে,

সে চরিত্র লইয়া রঙ্গমঞ্চে আর কেহই দাঁড়াইতে পারিবেন না। ইহার পর কয়েক বৎসর রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিয়া কুমারী সিডন্স্ যখন বৃদ্ধাবস্থায় লেডী ম্যাক্‌বেথরূপে পুনরায় দর্শকসমীপে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার যৌবনের অভিনয়ের সহিত তুলনায় হ্যাজ্‌লিট্ তাঁহার নিন্দা করেন, কিন্তু সে নিন্দাও অনেকের পক্ষে উচ্চ প্রশংসা।* মিস্ সিডন্স্-এর পর অধুনা সারা বার্ণহার্ট (Sara Barnhardt—যাঁহাকে লোকে, Divine Sara বলে) লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সারার 'লেডী ম্যাক্‌বেথ' দর্শনে ম্যাক্‌বেথের চরিত্র দর্শকের মনে ভিন্নরূপ অঙ্কিত হইল। দর্শক দেখিল—যেন স্বামী-অনুরাগিনী, স্বামীর উচ্চপদাকাঙ্ক্ষিণী প্রেমিকা রমণী রঙ্গমঞ্চে বিচরণ করিতেছেন। সে স্বার্থ-ত্যাগিনীর স্বামীর স্বার্থই স্বার্থ। স্বামীর যে উচ্চকামনা ছিল—তাহা সে জানিত; পতির আজীবনের বাসনা পূর্ণ হউক—এই উদ্দেশ্যেই সে পতিকে উত্তেজিত করিয়াছে এবং অনুতাপ-দগ্ধ স্বামীকে অনুতাপিনী স্বপ্নাবস্থাতেও স্নেহভরে সান্ত্বনা দিয়াছে। পতিদুঃখে দুঃখিনী

"Fie my Lord, fie, a soldier afraid? What need we fear, who knows it, when none can call our power to account?" ছিঃ প্রভু ছিঃ—তুমি যোদ্ধা হ'য়ে ভয় পাও? যে জানে জানুক, কিসের ভয়? আমাদের শক্তির বিরোধী হ'য়ে কে দোষী ক'রতে সাহসী হবে?

পরে আবার পতিকে সান্ত্বনা দিতেছে—"I tell you yet again Banquo's buried. He cannot come out of his grave." আমি তোমায় ব'লছি—ব্যাঙ্কো কবরে—গোর থেকে উঠে আসতে পারবে না। স্বপ্নাবস্থায় এই সকল অতি মধুর সান্ত্বনাবাক্যে সারা-লেডী ম্যাক্‌বেথ বলিয়াছিলেন।

শেষে বলিতেছে — "Come, come, come, come, give me your hand, what's done, cannot be undone. To bed, to bed, to bed." এসো, এসো আমার হস্তধারণ করো, যা হয়েছে—তা আর ফিরবে না—শয্যায় চলো—শয্যায় চলো।

শেষের এই স্থলে সারার অংগভংগীতে দর্শক দেখিত, যেন প্রেমিকা অতি যত্নে ভয়-কম্পিত পতির হস্ত ধারণ করিয়া শয্যায় লইয়া :। এই উদাহরণে বুঝা যায় যে, লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকার কল্পনা উক্ত দ্বিতীয় প্রকার উচ্চ কল্পনা হইতে পারে। সিডন্স্ ও সারা উভয়েই প্রশংসার যোগ্য। সিডন্স্ লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা "জ্বালাইয়া দিয়াছে" প্রতিভাশালিনী সারা এ কথা বলেন নাই। তবে লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা লইয়া এই তর্ক চিরকালই চলিতে পারে—সেক্‌সপিয়রের স্বকৃত কল্পনা সারা সিডন্স্‌এর অনুরূপ?

আমাদের এদেশে 'রামলীলা'য় বৎসর বৎসর যেমন রাম লক্ষ্মণ বদল হয়, বিলাতে 'রোমিও জুলিয়েট'ও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি বৎসরই নূতন রোমিও জুলিয়েট ভূমিকায় একটি নূতন প্রকার পরিবর্ত্তন করে। এই নূতনত্ব কেবলমাত্র নটের চিন্তাশক্তিফলপ্রসূত। প্রতি বৎসরেই ওই দুই ভূমিকা "জ্বলিয়া যায়"; কিন্তু আবার প্রতি বৎসরই দর্শকজন-মনোহারী নূতন অভিনয় হইয়া থাকে।

বিলাতী রঙ্গালয়ের ইতিহাসে আছে, ব্যারী নামে এক ব্যক্তি গ্যারিকের ছাত্র ছিলেন। তিনি গ্যারিকের দ্বারা এরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন যে, দর্শকবৃন্দ তাঁহাকে গ্যারিকের তুল্য অভিনেতা মনে করিতে লাগিল। প্রশংসায় গর্ব্বিত হইয়া ব্যারী গ্যারিককে ত্যাগ করিয়া গেলেন; গ্যারিক চিন্তিত, ব্যারীকে কিরূপে

*মিস্ সিডন্স্ সম্বন্ধে এরূপ একটী গল্প আছে। লেডী ম্যাক্‌বেথ অভিনয়ের পর তিনি দর্শক-বৃন্দের এতই প্রশংসাভাজন হন ও তাঁহার যশ এতই বিস্তৃত হইয়াছিল যে, একদিন তিনি সজ্জিত হইয়া যানারোহণে যখন রঙ্গালয়ে আসিতেছিলেন, তখন জনৈক বিখ্যাত চিত্রকর পথিমধ্যে তাঁহার গাড়ী থামাইলেন। তাহাতে সিডন্স্ জিজ্ঞাসা করেন—"কেন তুমি আমার গাড়ী থামাইলে, তুমি কে?" চিত্রকর উত্তর দিলেন—"আমি চিত্রকর, আপনার সজ্জিত মূর্ত্তি নিকটে দেখিবার জন্যই গাড়ী থামাইয়াছি।" মুগ্ধনেত্রে চিত্রকর সে মোহিনীমূর্ত্তি দেখিলেন;—ঈষৎ হাসিয়া অভিনেত্রী তখন রঙ্গালয়ে গেলেন।

পরাজিত করিবেন। বহুচিন্তার ফলে তিনি শেষে ব্যারীকে পরাজিত করেন। লোকে গ্যারিকের ও ব্যারীর পার্থক্য লিয়ার (Lear)-এর অভিনয়ে বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া বলিতে লাগিল—"For Barrie we have laughter, for Garrick only tears"—ব্যারীকে দেখিয়া হাসি আসে—অশ্রু কেবল গ্যারিকের জন্যই। অভিনয়ের পার্থক্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। King Learএ আছে—"That she may feel how sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child." কৃতঘ্ন কন্যা Gonerilকে লক্ষ্য করিয়া Lear এই অভিসম্পাত করিতেছেন—"তাহার যেন কুসন্তান জন্মে, কৃতঘ্ন সন্তানের জ্বালা সর্পদংশন অপেক্ষা কত যে তীব্রতর, তাহা যেন সে অনুভব করিতে পারে।" গ্যারিক "That she may feel" ইত্যাদি বাক্যটী একবার খাদে বলিয়া ওই পংক্তিটী পুনর্ব্বার অতি তীব্রসুরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে, গ্যারিক ব্যারীর জয়-পরাজয় এই অভিনয় ভঙ্গীতেই দর্শক বুঝিতে পারিয়াছিল। আর একস্থলে যখন প্রান্তর মধ্যে ঝঞ্ঝা-বাতাক্রান্ত লিয়ার—ভূতম্বন্দ্ব লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"I tax not you, you elements with unkindness; I never give you Kingdom, called you children, you owe me no subscription."

তথায় গ্যারিকের অভিনয় এমনই হৃদয়ভেদী হইয়াছিল যে, ব্যারী গ্যারিকের পার্থক্য সম্বন্ধে দর্শকবৃন্দের পূর্ব্বোক্ত মত (For Garrick only tears) বর্ণে বর্ণে অন্বর্থ হইয়াছিল।

উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত ভূমিকা যে চিন্তার দ্বারা উৎকৃষ্টতর অভিনীত হইতে পারে, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত আমাদের বঙ্গরঙ্গালয় হইতেও দেওয়া যাইতেছে। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভীমসিংহের অভিনয়ে "মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ—এখনি তাহাকে বধ করিব"—এই অংশে মানসিংহ পদটী একই সুরে তিনবার উচ্চারিত হইত। পরবর্ত্তী অভিনেতা কর্ত্তৃক এ অংশের অভিনয় এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইল—প্রথম মানসিংহ এরূপভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, যেন নামটী ক্ষিপ্ত ভীমসিংহের মস্তিষ্কে দুঃস্বপ্নের ছায়ার ন্যায় পতিত হইল, দ্বিতীয় মানসিংহের উচ্চারণে বোধ হইল যেন সেই ছায়া কিঞ্চিৎ দীপ্তি পাইয়াছে—যেন কি দুর্ঘটনা স্মরণ হইতেছে; তৃতীয়বারে ক্ষিপ্ত রাজার স্মৃতিপটে শত্রু মানসিংহ সুস্পষ্ট দাঁড়াইল: এই শেষের মানসিংহ দেখিবামাত্র অসি মোচনপূর্ব্বক ভীমসিংহ তাহাকে বধ করিতে ছুটিল। এই ভীমসিংহের ভূমিকার আর একস্থলে রাজা ক্ষিপ্ত অবস্থায় বলিতেছেন—"কে ও? মহিষী যে। তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছ?" এই অংশ প্রথমে কাঁদিতে কাঁদিতে অভিনীত হইত; পরিবর্ত্তিত অভিনয়ে কান্না ছিল না। কৃষ্ণা যেন কোথায় গিয়াছে—রাজা প্রিয় দুহিতাকে খুঁজিতেছেন, এইরূপ ভাবেই অভিনীত হয়। পরিবর্ত্তিত অভিনয় পূর্ব্বের রোদন অপেক্ষা হৃদয়ভেদী হইয়াছিল।

যখন প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাসান্যাল থিয়েটার ত্যাগ করিয়া আমি ষ্টার থিয়েটারে আসি, তখন প্রতাপচাঁদের থিয়েটারে মহেন্দ্রলাল বসু মৎপ্রণীত 'সীতার বনবাস' নাটকে লক্ষ্মণের ভূমিকা অভিনয় করিতেন। ষ্টারে 'সীতার বনবাস' অভিনয় আরম্ভ হইলে, অমৃতলাল মিত্র লক্ষ্মণের ভূমিকা গ্রহণ করেন। উভয়েরই অভিনয় উৎকৃষ্ট হইলেও অমৃতলালের অভিনয়ে একটু বিশেষ পার্থক্য দেখা গেল। লক্ষ্মণ 'আসিবামাত্র হঠাৎ যখন রামের মুখে শুনিলেন—"সীতা দুষ্টা নারী, তাহাকে বনে রাখিয়া আইস"—তখন অমৃতলাল-লক্ষ্মণ অমনি বসিয়া পড়িলেন; অমৃতলালের এই নূতন অভিনয়টী দর্শকের বড়ই মর্ম্মভেদী হইয়াছিল।

বেঙ্গল থিয়েটারে যখন 'মেঘনাদ বধে'র অভিনয় হইত, তখন রামের ভূমিকা মেঘনাদের তুলনায় দর্শকের চক্ষে নিকৃষ্ট বোধ হইত। কিন্তু ন্যাসান্যাল থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয়ে রামের ভূমিকা সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও মেঘনাদের ভূমিকার প্রায় সমতুল্য হইয়াছিল।

গোপাল নামে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে একজন অভিনেতা মাইকেলের "বুড়ো শালিকের

ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে গদা খানসামা সাজেন। এই খানসামা-অভিনয়কালে সিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দু তাঁহাকে খানসামাগিরি শিক্ষা দিতেছিলেন—ইহাতে গদা চটিয়া আগুন; তিনি বলিলেন, "কর্ত্তাবাবু, তোমার কোন পুরুষে খানসামাগিরি জানে না, তুমি খানসামাগিরি আমায় কি শেখাতে এসেছ?—আমরা সাত-পুরুষে খানসামা।" সে সময়ে যদি মাইকেল হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইতেন, তবে তিনি গদার মুখে এই অভিনব কথাগুলি শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া ভাবিতেন,—এ আবার কোন্ "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" অভিনয় হইতেছে! গোপালের এই গদার অভিনয় অন্য সকল গদা হইতে পৃথক হইয়াছিল এবং ইহা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, তাঁহাকে সকলে 'গদাগোপাল' বলিয়া ডাকিত। তিনি পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীর প্রহসনে মুন্সেফের ভূমিকা পাইয়াছিলেন। এই মুন্সেফের ভূমিকা তৎপূর্ব্বে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দু অভিনয় করিয়া "জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন" বটে, কিন্তু 'গদাগোপাল' স্বীয় নিপুণতায় এ ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুর পার্শ্বে দাঁড়াইবার সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়েও সুধীগণ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, একই ভূমিকা শ্রেষ্ঠ অভিনেতাগণ স্ব স্ব প্রথায় সুন্দর অভিনয় করিয়া থাকেন। উক্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে—"অমুক অভিনেতা এই ভূমিকা জ্বালাইয়া দিয়াছে"—এরূপ কথা সমীচীন নহে।

একই ভূমিকা যে দুই ভাবে অভিনীত হইতে পারে, তাহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ পূর্ব্বোক্ত 'সিডন্স্' ও 'সারা'র লেডী ম্যাক্‌বেথ। এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একটী বৈদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় যশস্বী নাট্যকার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার একস্থানে বলেন যে "To be or not to be that is the question, etc etc." হ্যামলেটের এই অংশটুকু দুই ভিন্ন রঙ্গালয়ে দুইজন ভিন্ন অভিনেতা ভিন্নরূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। একজন ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে—আর একজন চিন্তামগ্ন—ধীরভাবে। রায় মহাশয় বলেন যে, উভয় নটই কৃতী; তবে এই দুই নটের দুই প্রকার আখ্যার মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে কেন স্থির করিতে পারেন নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। হ্যামলেট সম্বন্ধে হাজ্‌লিটের "Character of Shakespear's plays" নামক প্রবন্ধে আছে এবং অধিকাংশ সমালোচকেরই মত এই যে "It is not a character marked by strength of will or even of passion, but by refinement of thought and sentiment," অর্থাৎ এই চরিত্রে ইচ্ছাশক্তির বল বা মনোবৃত্তির বেগ নাই। মার্জ্জিত ভাব ও চিন্তাই ইহার বিশেষত্ব। সুতরাং এই চরিত্র বিশ্লেষণের সার্থকতা—"To be or not to be etc."—এই স্বগত উক্তিতে যেরূপ পরিস্ফুট, অন্য স্থলে সেরূপ নহে। হ্যামলেট বলিতেছে—"জীবন ধারণ কিম্বা বিসর্জ্জন—ইহাই ত সমস্যা আমার। মৃত্যু—হয়ত সে নিদ্রামাত্র। কিন্তু স্বপ্ন যদি রহে সে নিদ্রায়—ঐ ত হতেছে ভয়।" হ্যামলেট নির্জ্জনে তন্ন তন্ন করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার উত্তর বিচার করিতেছে। অতএব হ্যামলেটের এ ভূমিকায় যে অভিনেতা ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করে, সে ব্যক্তি—আমাদের রঙ্গালয়ে যাহারা বীররসে তর্জ্জন গর্জ্জন ও করুণরসে পুরুষের ভূমিকায় স্ত্রীলোকের ন্যায় হাউ হাউ করে, তাহাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীস্থ অভিনেতা বলিয়া উক্ত হইতে পারে। সে যে আদৌ সেক্‌সপিয়ার বোঝে নাই—ইহা নিশ্চিত হইতে নিশ্চিততর।

একই অংশের বিভিন্নভাবে অভিনয় সম্বন্ধে দেশীয় রঙ্গালয় হইতে পুনশ্চ একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। নটশ্রেষ্ঠ অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষার প্রশংসা কথনে উক্ত রায় মহাশয় অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় "বিল্বমঙ্গল" নাটক হইতে একটী দৃষ্টান্ত দেন। নাটকের এক স্থলে চিন্তামণিকে লক্ষ্য করিয়া বিল্বমঙ্গল পুনঃ পুনঃ বলিতেছে—"তুমি অতি সুন্দর,—অতি সুন্দর!" পূর্ব্বে একজন অভিনেতা এই "অতি সুন্দর" ছত্রটী উত্তরোত্তর

উচ্চকণ্ঠে বলিতেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কর্ত্তৃক শিক্ষিত নট এইস্থলে উচ্চকণ্ঠে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিম্নকণ্ঠ করিয়া আনিত। রায় মহাশয় বলেন, অর্দ্ধেন্দু কৃত এই পরিবর্ত্তন বড়ই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু আমি বিনীত-ভাবে বলিতেছি, তাঁহার এই মতের সহিত আমার অনৈক্য আছে। রায় মহাশয় বলেন যে উত্তরোত্তর চীৎকারে কামভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু ক্রমে নিম্নকণ্ঠে বলিলে কামভাব বর্জ্জিত হয়, সেইজন্য দ্বিতীয় প্রকারের অভিনয় তাঁহার চক্ষে সুন্দর। আমার মতে এ স্থলে কামপ্রভাব প্রকাশই নটের উচিত। ক্রমে কণ্ঠ-স্বর বৃদ্ধি করিলে প্রদর্শিত হয় যে, সরল-হৃদয় কুহকিনীর রূপজালে জড়িত হইয়াছে। সেই মায়াজাল ছিন্ন করিবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। প্রথম "অতি সুন্দর" আছে—"নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও" এই কথার পর। দ্বিতীয়বারে আছে—"চিন্তামণি আমি উন্মাদ, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!" তৃতীয়বারে এইরূপ—"নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী, কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!" বিল্বমঙ্গল 'অতি সুন্দর' বলিয়া চিন্তামণির রূপের প্রশংসা করিতেছে না—বলিতেছে—এ রাক্ষসীর মায়াজাল, দৃশ্যে সুন্দর, কিন্তু ঘৃণিত! কাম-দৃষ্টিতে সুন্দর, কিন্তু বস্তুতঃ রাক্ষসীর রূপ। কণ্ঠস্বর ক্রমে নিম্ন করিয়া আনিলে প্রকাশ পাইত, অতি সুন্দর রূপ দর্শনে রূপের পূজা অন্তরে বিকাশ পাইয়াছে; কিন্তু বিল্বমঙ্গলের রূপ পূজা করিবার অবস্থা নয়। এতদিন সে পূজা করিয়াছে, এখন সে ঘৃণা করিতে চায়। বিল্বমঙ্গলের তখন উৎকট অবস্থা, উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে "অতি সুন্দর—অতি সুন্দর" আবৃত্তি করিলে সে অবস্থা প্রকাশ পায়। কামশূন্য রূপপূজা সাধনার চরম—যে চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিল্বমঙ্গল রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি দর্শনে "আহা" বলিয়াছিলেন। কামভাব প্রকাশ হওয়াতে বিল্বমঙ্গল ছোট হয় না। কাম ঈশ্বরে অর্পিত হইলে ভাবের অত্যুৎকৃষ্ট ভাব—মধুর ভাব লাভ হয়। বৃন্দাবনে গোপীদের এই ভাব লাভ হইয়াছিল। ভাগবতে আছে—"গোপ্যঃ কামাৎ"—গোপীরা কামের দ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন—কামই শ্রীরাধার অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের জনক। রায় মহাশয় বক্তৃতার বিদ্যাপতি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়া কবির প্রশংসা করেন, তাহার ভাব কামজনিত এই অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের অন্তর্গত।*

শুনিতে পাই, বিল্বমঙ্গলের এই স্থল নিম্ন সুরে অভিনয় করাতে খুব করতালি পড়িয়াছিল। উচ্চ সুরে অভিনয় করিলে যদি করতালি না পড়ে, আর নিম্ন সুরে ঘন করতালি পড়িতে থাকে, তবে প্রকৃত নটের তাহা উপেক্ষা করা উচিত। 'মেঘনাদ বধে'র অভিনয়ে যদি কেহ পরীক্ষা করেন, তবে দেখিবেন যে, মন্দোদরীর নিকট বিদায় লইবার সময়ে মেঘনাদ তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে খুব করতালি পড়িবে। কিন্তু এরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন প্রকৃত নটের ঘৃণার সহিত ত্যাজ্য। তর্জ্জন গর্জ্জন বীররসব্যঞ্জক নহে—অভিনয়ে বীররসের অপর লক্ষণ। কৃত্তি-বাসের রামায়ণে বীরবাহু-বধের পর আছে—

"বাপের অবস্থা দেখি হইল অস্থির।
বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের নীর॥
মেঘনাদ বলে, পিতা ভাবি তাই মনে।
নিস্তার না দেখি নরবানরের রণে॥

*এইস্থলে রায় মহাশয় ভ্রমক্রমে Burnsএর নাম না লইয়া Shelleyর কবিতার সহিত বিদ্যাপতির কবিতার তুলনা করিয়া বিদ্যাপতিকে উচ্চাসন দেন। কিন্তু Shelleyর কবিতা ও বিদ্যাপতির কবিতা সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীর—Shelley কঠোর; সমালোচক বলেন—Shelleyর ভাব তারার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ; কিন্তু তারার শোভা যেমন অন্ধকারে, Shelleyর ভাবের দীপ্তিও তেমনি দুর্ভেদ্য তমোময় পটের উপরে।

যে দেশে রাধাকৃষ্ণ নাই, সে দেশে বিদ্যাপতি হয় না। Burns বিদ্যাপতি নয়, তিনি বিদ্যাপতির অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর কবি। Burns গাহিয়াছেন—

"Had we never loved so blindly
Had we never loved so blindly,
Never met—or never parted,
We had ne'er been broken-hearted."—

বৈষ্ণব-কবি রচিত এই ভাবের গান বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভিখারীদিগকে গাহিতে শুনা যায়।

লুকায়ে থাকিলে আগুন দেয় ঘরে।
মরি বাঁচি বারেক দেখিব যুদ্ধ করে॥"

আবার কাশীদাসের মহাভারতে সুভদ্রাহরণ-স্থলে যাদবগণকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিয়া অর্জ্জুন সারথি দারুককে বলিলেন—

"ফিরাও দারুক রথ—ডাক ক্ষত্রগণে।
না দিয়ে প্রবোধ তারে যাইব কেমনে॥"

কিন্তু যে রথ হইতে কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিবেন, সে রথ কৃষ্ণভক্ত দারুক ফিরাইতে অসম্মত হইয়া যখন বলিল—

"গোবিন্দ অধিক দেখ গোবিন্দের সুত"

তখন অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—

"কৃষ্ণপুত্র আসুক আপনি কৃষ্ণ আইসে।
কিম্বা ভীম যুধিষ্ঠির সমরে প্রবেশে॥"

উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলি অতি উচ্চ বীররস-ব্যঞ্জক। এসকল স্থলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে রঙ্গালয় করতালি-ধ্বনিতে ফাটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই করতালি-প্রত্যাশী নট নট-নামের যোগ্য থাকেন না।

বিল্বমঙ্গলের উক্ত অংশ অভিনয়ে হয়ত কথিত প্রকার উত্তরোত্তর নিম্নসুরে "অতি সুন্দর—অতি সুন্দর" আবৃত্তি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি হইতে অপেক্ষাকৃত মধুর হয়, কিন্তু তাহাতে বিল্বমঙ্গলের চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে না। নাটকেও পরে প্রকাশ আছে, বিল্বমঙ্গল চিন্তা-মণিকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াও কামের হাত এড়াইতে পারেন নাই, সুতরাং স্থানীয় একটু মাধুর্য্যের অনুরোধে চরিত্র ক্ষুণ্ণ করা নটের কর্ত্তব্য নহে। কবি বলেন—

"It not an eye or a lip
we beauty call,
But the joint result add the
full force of all."

অর্থাৎ কেবল সুন্দর চক্ষু বা সুন্দর ওষ্ঠ থাকিলে যে সুন্দর হয় তাহা নহে, সমস্ত অঙ্গের সুসম্মিলন দেখিয়াই আমরা সুন্দর বলি।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় বুঝিয়াছিলাম যে, মৎকর্ত্তৃক অর্দ্ধেন্দুর প্রশংসা কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন নিন্দা জ্ঞান করিয়াছেন।* তাঁহাদের ধারণা, আমি যেরূপ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় বর্ণন করিয়াছি, তাহা প্রকৃত নয়। তাঁহাদের এরূপ ধারণা বোধ হয় আমার দোষেই হইয়া থাকিবে, বুঝিবা তাঁহাদের মস্তিষ্ক-উপযোগী ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হয় নাই। তাঁহারা বলিতে চান যে যখন অর্দ্ধেন্দু তাঁহার ভূমিকা লইয়া তন্ময় হইতেন, তখন তিনি আদৌ অর্দ্ধেন্দু থাকিতেন না; যদি তাঁহাদের বোধ থাকিত যে, ঠিক তন্ময় হইলে অভিনয় হয় না, তাহা হইলে তাঁহারা এরূপ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। মদ খাইয়া মাতাল মাতলামোতে তন্ময় হয়, কিন্তু সে মাতাল মাতালেরও অভিনয় করিতে পারে না—নট মনকে যেন দুই খণ্ড করিয়া অভিনয় করেন—এক খণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপর খণ্ড সাক্ষীস্বরূপ দেখে যে, তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কিনা—নাটকের কথা ভুল হইতেছে কিনা—প্রতিযোগী অভিনেতা (co-actor) ঠিক চলিতেছে কিনা—যদি সে তাহার ভূমিকা ভুলিয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কিনা—রঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দর্শক শুনিতে পাইতেছে কিনা?—এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিদ্যাবলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙ্গে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশে অভিনয় চলে, সে অংশের তন্ময়ত্ব প্রয়োজন, মনের যে অংশ সাক্ষীস্বরূপ থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ, তন্ময় অংশই অধিক। কিন্তু হাস্যরসের অভিনয়ে কখন কখন সাক্ষী-অংশ বেশী হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে এই অংশ বেশী থাকিত। একটী

* অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুর তিন দিন পরে মিনার্ভা থিয়েটারে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে আমি যে প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহাতে বলিয়াছিলাম—"অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই:—অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু বাবু আসিয়াছেন...দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা তাহা নয়...অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে (সেইরূপ) আমরা অর্দ্ধেন্দুকে দেখি এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটকবর্ণিত চরিত্রের ঠিক উপলব্ধি হয়..."বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটকুলচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর" নামক পুস্তিকা (৭—১০ পৃষ্ঠা)।

প্রকৃত ঘটনার দৃষ্টান্ত দিতেছি। অর্দ্ধেন্দুর পক্ষপাতী জনৈক অভিনেতার মুখে শুনিয়াছি —কোন এক ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু 'হরে চাকর'কে ডাকিলে জনৈক দর্শক উত্তর দিল—"আজ্ঞে যাই"; অর্দ্ধেন্দু তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বলিলেন— "ও গুওটা, তুমি ওখানে ব'সে আছ"—এ উত্তর অর্দ্ধেন্দুর মনের সাক্ষী অংশ দিয়াছিল—তন্ময় অংশ নয়। এরূপ দৃষ্টান্ত অর্দ্ধেন্দুর প্রত্যেক অভিনয় হইতেই দেওয়া যায়। অন্য অভিনেতার পক্ষে এরূপ রহস্যকরণ দোষের হইত, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর এরূপ অসাধারণ অর্দ্ধেন্দুত্ব অনেক সময়েই দোষের না হইয়া গুণের হইত—কারণ অর্দ্ধেন্দুকে লোক অর্দ্ধেন্দু দেখিতে ভালবাসিত। অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি এখানে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, তাহা যদি আমার অপর পক্ষ না বুঝেন, তবে তাঁহারা অভিনয় বিষয়ে কিছু পাঠ করিবেন—অন্ততঃ 'Recent Actors' নামক পুস্তকে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা প্রশংসা—প্রচ্ছন্ন নিন্দা নয়।

অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সম্বন্ধে জনৈক সমালোচকের মুখে আর একটী নূতন কথা শুনিলাম—তাহা এত বৎসর অর্দ্ধেন্দুর সহিত বেড়াইয়া জানিতে পারি নাই। তিনি কাহাকে নাকি বুঝাইয়াছিলেন যে, অভিনয়কালে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে বাঙ্গালায় কবিতা পাঠ ত সুন্দর হয়ই, গদ্য পাঠও ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে সুন্দর হইয়া থাকে। কখনও গুরু-গম্ভীর ভূমিকায় 'দীন' অর্থে দরিদ্র, দিবা নয়, ইহা বুঝাইবার জন্য দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকেও ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কথা কহিতে প্রায় দেখা যায় না। বরঞ্চ কোন আঘাত লাগিলে বৈপরীত্যই দেখা যায়। 'দীনহীন' শব্দটী তখন দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয় না— 'দিনহিন' এইরূপ হ্রস্বই উচ্চারিত হইয়া থাকে। অভিনয় স্বভাবের ছবি—এইরূপ দীর্ঘ উচ্চারণে অভিনয়—বিসদৃশ হইবে। বলেন্দ্রসিংহ ভীমসিংহের ভাই হইলেও তাঁহার মুখে "এইবারে দূত মহাশয়" এরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বজায় রাখা চলিবে না। রাণীর কথাতেও চলিবে না, কৃষ্ণকুমারীর কথাতেও চলিবে না। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সাধুভাষায় লিখিত, তাহাতেও ওরূপ উচ্চারণ চলে না, চলিত ভাষায় যাহা লিখিত, তাহাতে ত চলিবেই না—আর কবিতায়—

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ।"

এই সুললিত ছন্দ, 'নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী' ইত্যাদি রূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কেমন সুন্দর হইবে, তাহা পাঠক একবার পড়িয়া দেখুন।

সংস্কৃত রচনায়—হ্রস্ব-দীর্ঘ যাহার জীবন— তাহাতেও পাঠ সুললিত করিবার জন্য কখন কখন হ্রস্ব-দীর্ঘ বর্জ্জন করিতে হয়, যথা ছন্দোগ্রন্থ "পিঙ্গলসূত্রে" উদাহৃত "তং প্রণমামি বালগোপালম্" এই স্থলে 'গোপালের' 'গো' দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। উক্ত গ্রন্থে ইহার বিশেষ সূত্র আছে। সংস্কৃত নাটকের যে সকল ভূমিকা প্রাকৃত ভাষায় লিখিত, তাহা অভিনয়কালে কখন কখন হ্রস্ব-দীর্ঘ বর্জ্জন করিয়া অভিনয় করিতে হয়। বাঙ্গালা নাটকে অবশ্য ক্বচিৎ কোন ভূমিকায় স্থল বিশেষে স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। যথা— ভীমসিংহের ক্ষিপ্তাবস্থায় আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া—"রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে এই প্রচন্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে চামুণ্ডারূপে গর্জ্জন কচ্চেন!" ইত্যাদি স্থলের অভিনয়কালে। কিন্তু তাই বলিয়া যত্রতত্র বর্ণে বর্ণে হ্রস্ব-দীর্ঘ লক্ষ্য করিলে চলে না।

উক্ত সমালোচক মহাশয় আমায় অভিনয়-শিক্ষার পদ্ধতির জন্য আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া কয়েকজন অভিনেত্রীর অভিনয়ের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। তৎসঙ্গে প্রতিভাশালী স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্রের উপরও তীব্র কটাক্ষ আছে; কিন্তু বর্ত্তমান রঙ্গালয়ে অমৃতলালের পদতলে বসিয়া শিক্ষা লাভের যোগ্য ব্যক্তি কয়জন আছেন, তাহা আমি জানি না। আর একটী কথা চলিয়া আসিতেছে যে, অর্দ্ধেন্দু ও আমার শিক্ষাপ্রণালী পৃথক্। উক্ত সমালোচকের মতে আমার শিক্ষার সুর অস্বাভাবিক। অর্দ্ধেন্দুর

শিক্ষা সুরবর্জ্জিত—স্বাভাবিক। সমালোচক মহাশয় যদি বুঝিতেন যে, স্বভাব আমাদের কথা কহিবার জন্য ছন্দ দিয়াছেন ও ভাব প্রকাশের জন্য সুর দিয়াছেন,—সমস্ত কথাই ছন্দে, সমস্ত ভাবই সুরে গ্রথিত হয়, এবং ছন্দ ও সুর কলাবিদ্যাবলে সুন্দররূপে পর পর সজ্জিত হইয়া কবিতার ছটা হয় ও গানের সুর হয়, আর নট ভাব প্রকাশক সুরেই অভিনয় করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ের আলোচনায় বৃথা কাগজ-কালী ব্যয় করিতেন না এবং কণ্ঠস্বরও নষ্ট করিয়া বেড়াইতেন না। বোধ হয় সমালোচক মহাশয়ের ধারণা—গদ্যে যাহা রচিত হয়, তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে—গদ্য স্বাভাবিক নয়। ছন্দোবন্ধে আমরা কথা কহি—সুতরাং ছন্দোবন্ধই স্বাভাবিক। সুরে আমরা ভাব প্রকাশ করি, অতএব সুরই স্বাভাবিক। তবে সুর বেশী মাত্রা করিলে তাহা ঢং হয়, আর অর্দ্ধেন্দুর অশিক্ষিত অনুকরণকে ভাঁড়াম বলে। নাটক শিক্ষার প্রণালী দুই প্রকার হয় না। কোন এক নাটক দুইজন নট দুই ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, দুই ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ দুই নট সেই নাটক একভাবে গ্রহণ করেন, তবে ব্যাখ্যা একরূপই হইবে, তাহাতে দুই প্রণালী হইতে পারে না। ব্যাখ্যার ভুল হইতে পারে—কল্পনা অনুসারে অর্থাৎ যিনি যেরূপে নাটকের ভাব কল্পনা করিয়াছেন—তদনুসারে। কিন্তু ব্যাখ্যার বৈচিত্র্যকে শিক্ষার প্রণালী বলে না। আমরা যে ছন্দে কথা কহি ও সুরে ভাব প্রকাশ করি, ইহা ভাবিয়া বুঝিতে হয়। যদি কেহ তাহা না বুঝিতে পারেন, তবে তাঁহার নিমিত্ত আমাকে কি দায়ী হইতে হইবে? কলাবিদ্যা ভাবুকের, সকলের নয়।

নটের আর একটী বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। রঙ্গালয়ের চিত্রকর যে সকল দৃশ্যপট চিত্রিত করেন, নিকটে তাহা ঠিক বোঝা যায় না; অনেক সময় 'পোঁচড়া' টানা মনে হয়, কিন্তু দর্শক দূর হইতে চিত্রকরের কৌশল বুঝেন ও প্রশংসা করেন। দূর হইতে দেখিবার জন্য সেগুলি চিত্রিত হইয়াছে। নট মুখে রং মাখেন, কিন্তু দৃশ্যপটের ন্যায় নিকটে তাহা কদর্য্য দেখায়। যখন মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম 'ম্যাক্‌বেথ' অভিনয় হয়, তখন সুযোগ্য বেশকারী পিম্‌সাহেব আসিয়া রং মাখান, নিকটে তাহা অতি কদর্য্য বোধ হইত, কিন্তু দূর হইতে অন্যরূপ দেখাইত—কৃষ্ণবর্ণ নটকেও গৌরবর্ণ মনে হইত—অস্বাভাবিক বোধ হইত না। বর্ণ সমাবেশের ন্যায় অভিনয় সম্বন্ধেও দূরে উক্তি ও নিকটে উক্তিতে প্রভেদ আছে। কথা দূরে শুনাইবার জন্য কৌশলের প্রয়োজন আছে। সে কৌশল মহলা দিবার সময়ে কঠোর বোধ হয়। যিনি এই কৌশল জানেন না, তিনি শিখাইবার সময় অভিনয় স্বাভাবিক করিবার জন্য যাহা শিখাইতে চেষ্টা করেন, তাহাতে অভিনয় হয় না। যেমন সরু কাজ রঙ্গালয়ের দৃশ্যে চলে না, সেইরূপ রঙ্গমঞ্চের মন্ত্রণা দৃশ্যে, মন্ত্রণা পরামর্শাদি স্বভাবতঃ চুপি চুপি করা হইলেও, নটের পরামর্শ চুপি চুপি করিলে চলিবে না। যাহাতে দূরস্থ দর্শক শুনিতে পায়, এরূপ কণ্ঠস্বর ব্যবহার করিতে হইবে—rehearsalএ তাহা শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হইবেই। প্রেমিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সখীকে মনোবেদনা জানাইতেছে—অভিনেত্রী তাহা দর্শককে শুনাইবে—দীর্ঘশ্বাস যে পড়িয়াছে, তাহা অন্ততঃ নিকটস্থ দর্শক শুনিবে, আর দীর্ঘশ্বাসজনিত মাংসপেশী সঞ্চালন ত প্রত্যেক দর্শক দেখিবেই। নট-নটীর এইরূপ অভ্যাসের সময় নিকটে থাকিলে তাহাদের কার্য্য অস্বাভাবিক বোধ হইবে কিন্তু দর্শকশ্রেণীর মধ্যে বসিয়া দেখিলে ওরূপ বোধ হয় না। যিনি অভিনয় শিক্ষা দিবেন, শিক্ষার্থীকে তাঁহার ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। শিক্ষার সময় অনেক কৌশলই নিকট হইতে অস্বাভাবিক মনে হইবে কিন্তু ঐ সকল কৌশলই রঙ্গালয়ের উপযোগী। বৈঠকখানার অভিনয় ও রঙ্গালয়ের অভিনয়ে অনেক পার্থক্য। স্বভাব—স্বভাব—স্বভাব বলিয়া যে সমালোচক চীৎকার করেন, তিনি Shakespeare-এর স্বগত উক্তিগুলিকে (soliloquies) কিরূপ স্বাভাবিক মনে করেন? কেহ ত কাহাকেও শুনাইয়া মনের কথা বলে না। আবার শুনাইয়া না বলিলেও হ্যামলেটের "To be, or not to be—that

is the question" ইত্যাদির ন্যায় উচ্চ অংশ-সকল Shakespeare-এর অভিনয় হইতে বাদ পড়িবে। রঙ্গালয়ের অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, যিনি বিচার করিতে চান, তাঁহার শিক্ষিত-দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত, নচেৎ কাগজ কলম পাইয়াই অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক বলা বিড়ম্বনা মাত্র।

নটের আর একটী লক্ষ্যের বিষয় আছে। যাহার সহিত তিনি অভিনয় করিতেছেন, তাহার বিকাশ হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন-রূপে তাহাকে বাধা প্রদান করিলে নাটকের যে কত ক্ষতি হয়, তাহা কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। 'রাণাপ্রতাপ' নাটকে পৃথ্বীরাজের ভূমিকা হাস্যরসাত্মক ও যোশী-বাইএর ভূমিকা গুরুগম্ভীর। একবার এই নাটকের অভিনয়ে পৃথ্বীরাজের ভূমিকায় নট হাস্যরস প্রবল করিবার চেষ্টা করায়, যোশী-বাইএর অভিনয়ে বিশেষ বাঁধা ঘটিয়াছিল। এই প্রকার বাধা প্রদানে নট যে কেবল নাটক নষ্ট করেন তাহা নহে, ইহা তাঁহার হৃদয়েরও প্রশংসনীয় পরিচয় নয়। আবার সেই নট যাহাকে দাবাইয়া আত্মবিকাশের চেষ্টা করেন, সে যদি তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট অভিনেতা হয়, তবে রঙ্গালয়ে তাঁহার এ দোষ অমার্জ্জনীয়। নাটকের প্রত্যেক ভূমিকা যাহাতে বিকাশ পায়, তাহার প্রতি যত্নবান্ হওয়া নটের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

অভিনয়ের প্রতি নটের প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা আবশ্যক। অর্দ্ধেন্দুর এই অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, রঙ্গালয়ে অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলে তিনি তাহার তর্ক-বিতর্কে এমনই মগ্ন হইতেন যে, আহারাদির কথা এক প্রকার ভুলিয়াই যাইতেন। সেস্থলে উপস্থিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের কাহারও পলাইবার উপায় থাকিত না। অর্দ্ধেন্দু তাহাদের সকলকে আটক করিয়া অভিনয় বিষয়ক তর্কবিতর্ক শুনাইতেন। অভিনয় সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দুর এই আদর্শ অনুরাগ আলোচনা করিয়া অনুরাগ শিখিতে হয়—তাঁহার অভ্যাস দেখিয়া নটের কার্য্য অভ্যাস করিতে হয়। দেহের উপর আধিপত্য থাকা যে নটের প্রয়োজন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয়ে যে অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুর 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' দেখিয়াছেন, তাঁহার স্মরণ হইবে যে, আহারান্তে জল-পান কালে 'বিদ্যাদিগ্‌গজে'র গলার নলী এরূপভাবে সঞ্চালিত হইতেছে যেন "গজপতি" সত্যই জলপান করিতেছেন। অভিনেতা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এ সামান্য কার্য্যও কিরূপ অভ্যাস-সাপেক্ষ। বস্তুতঃ অর্দ্ধেন্দু-শেখরের নাট্যজীবন নটের আদর্শ।

অভিনয় সম্বন্ধে এত বলিবার কথা আছে, অভিনয়প্রিয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে এত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন এবং বিষয়টী সুধীগণের এতই আলোচনার যোগ্য যে, তৎসম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে এই এক প্রবন্ধে কিছুই বর্ণিত হয় নাই বলিলেও চলে। এক প্রবন্ধে এই বিশাল বিষয়ের সকল কথা বিবৃত করা অতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষেও দুঃসাধ্য। কারণ রঙ্গভূমি পৃথিবীর ক্ষুদ্র অনুরূপ—সমস্ত পৃথিবী একটী রঙ্গালয় বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন যে—তিনি অভিনয়ে যোগদান করিতেন এবং নটের কার্য্য যদিও উপস্থিত ক্ষেত্রে সকলের নিকট সম্মানের নয়, তথাপি কালে অভিনয় কার্য্যের গরিমা প্রকাশ পাইবে এবং সর্ব্ব-সাধারণে নটের আদর করিবে। সভাপতি মহাশয়ের একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু সে আদরলাভের পথ-পরিষ্কার বর্ত্তমান নটমণ্ডলী—আমাদিগকেই করিতে হইবে। অভিনয় কার্য্যের কেন, কোন কার্য্যেরই আদর প্রথমে হয় না। এই ইংরাজি চিকিৎসা, যাহার ইদানীং এত পূজা, আমরা বালককালে শুনিয়াছি, তাহা "মানুষ খুন" করা নামে অভিহিত হইত। উপস্থিত ক্ষেত্রে যে নটের আদর নাই তাহার কারণ—সাধারণ যাত্রা পাঁচালীতে ভাঁড়াম ও কুৎসিৎ রুচি দেখিয়া অনেক মনে করেন, সাধারণ অভিনয়ও ঐ শ্রেণীর। কিন্তু যদি আমরা রঙ্গালয় হইতে বুঝাইতে পারি যে সমস্ত কলাবিদ্যার উন্নতি রঙ্গালয় দ্বারাই হইতেছে—কবি নাটক লিখিতেছেন, নট তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, গায়ক সুর সৃষ্টি করিতে-

ছেন, চিত্রকর তুলি ধরিয়াছেন, ভাস্কর রঙ্গস্থল সুসজ্জিত করিতেছেন, বৈজ্ঞানিকও যোগদান করিয়া অবাস্তবে বাস্তব-ভ্রম উৎপাদন করিতেছেন—যদি আমরা দেখাইতে পারি, রঙ্গালয় হইতে সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যার উন্নতি হইতেছে, যদি আমরা বুঝাইতে পারি যে, অভিনয়-বিদ্যাও অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় জাতীয় সভ্যতার পরিচয়স্থল—তবে নট সুধীজনসমাজে তাঁহার যোগ্য মর্য্যাদা—তাঁহার আজীবন পরিশ্রমের পুরস্কার—তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার সিদ্ধি অবশ্যই লাভ করিবেন।

অভিনেতার ধ্যান

আমরা "বহুরূপী" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে, যে ভূমিকা যাহার আকারের উপযোগী, সেই ভূমিকাই তাহার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যথা, লম্বোদর, স্থূল, কুৎসিৎ, উচ্চদন্ত ব্যক্তি হাস্যরসের ভূমিকায় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারে, কিন্তু গভীর রসের ভূমিকায় (serious part) সাফল্য লাভ তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলাও অত্যুক্তি নহে। সে ব্যক্তি ভূমিকার ভার গ্রহণে অদ্বিতীয় হইতে পারে, হয়তো কাহাকেও শিক্ষা প্রদানে সক্ষম, যে শিক্ষা-বলে ছাত্র অত্যুৎকর্ষ লাভ করিবে, তথাপি স্বয়ং তাহার সে ভূমিকা গ্রহণ করা চলিবে না। দৈহিক অন্তরায় কলাবিদ্যায় দূর হইবে না। কিন্তু এমন ভূমিকাও অনেক আছে, যাহা সচরাচর দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, এ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর উপযোগী নহে,—কিন্তু সেই ভূমিকা সাধারণ-চক্ষে তাহার অনুপযোগিতা বোধ হইলেও বিশেষ ক্ষমতাশালী অভিনেতা বা অভিনেত্রী তাহা তাঁহার উপযুক্ত করিয়া লইতে পারেন। একটী সাধারণ ভ্রম আছে—যেন মাধুর্য্য দুর্ব্বলতার চিহ্ন, সুঠামগঠন শ্রমশীল কার্য্যে অক্ষম, এই ভ্রমবশতঃই অনেক সময়ে আমরা বলিয়া থাকি যে, এ ভূমিকা এ ব্যক্তির উপযোগী নহে; কিন্তু অভিনয়-কলাবিদ্যায় সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি দেখিতে পান যে, সাধারণ-চক্ষে যাহার কোন ভূমিকা গ্রহণে অন্তরায় জ্ঞান হইতেছে, তাহা অন্তরায় না হইয়া অনেক সময়ে সেই অংশের নূতন বিকাশ প্রদান করে। অভিনয় ও নাটকের কথা হইলেই প্রথমে সেক্সপিয়রের নাম উঠে। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা সেক্সপিয়রের চরিত্র হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

"মার্চ্চেণ্ট অফ্ ভিনিস"এর পোর্সিয়ার চরিত্র তিন অবস্থায় তিন রূপ। প্রথম যখন ব্যাসানিও সিন্ধুক খুলিয়া তাহার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবে যে, সে পোর্সিয়াকে পাইবে কি না, সে সময়ে প্রেমিকা সরলা—যাহার প্রতি হৃদয় আকর্ষিত, সে তাহার হইবে কি না—এই ভয়ে অভিভূতা ব্যাকুলবিহ্বলা যুবতী। কিন্তু যথায় আণ্টানিওর পরীক্ষা হইতেছে, তথায় আইনজ্ঞ পোর্সিয়ার আর সে ভাব নাই। গম্ভীর মুখকান্তি তীব্রদৃষ্টি হাবভাবে লোকের উপর আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম, যাহার বুদ্ধিশক্তি বলে "সাইলকের" কুটীলতাপূর্ণ ষড়যন্ত্র বিফল হইল—এ আর এক ভাবের পোর্সিয়া। আবার যখন স্বামীর নিকট যে অঙ্গুরী উকীলবেশে ছলপূর্ব্বক লইয়াছেন, সেই অঙ্গুরী লইয়া স্বামীর সহিত রসপ্রসঙ্গকারিণী পোর্সিয়া—পোর্সিয়ার অপর ছবি। এক্ষণে কিরূপ গঠনের অভিনেত্রীর পোর্সিয়ার ভূমিকা হওয়া উচিত, তাহা হয়তো বিভিন্নরূপে স্থিরীকৃত হইবে। কেহ প্রেমিকা পোর্সিয়ার ভাবে বিভোর হইয়া মাধুর্য্যসম্পন্না কৃশাঙ্গী কৃশোদরী পোর্সিয়া স্থির করিবেন। কেহ বা "আদালত-দৃশ্যে" বিমুগ্ধ হইয়া দীর্ঘাকার পুরুষোপযোগী অবয়বসম্পন্না পোর্সিয়া মনোনীত করিবেন এবং কেহ বা রসিকা, নাতিদীর্ঘ-নাতিক্ষুদ্র-দেহী স্বামী-মনোহারিণী চতুরা পোর্সিয়ার ছবি হওয়া উচিত স্থির করিবেন। কিন্তু কলাবিদ্যাবিদ্ অভিনেত্রী এই ত্রিবিধ আকারের যে আকারসম্পন্নাই হউন, পোর্সিয়ার ভূমিকায় যশস্বী হইতে পারিবেন। ব্যাণ্ডম্যান সম্প্রদায়ের মিস বুডে (Miss Budet) যখন পোর্সিয়া সাজিয়া দর্শকের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"By my tooth, Nerrissa"—দর্শকের মনে হইল যে, পোর্সিয়ার অপর আকার হওয়া কোনরূপেই উপযুক্ত নহে। কিন্তু পোর্সিয়ার ভূমিকায় এলেন টেরির বহুচিত্র আছে, তাহা দেখিবামাত্র মনে হয় যে, এলেন টেরি ব্যতীত পোর্সিয়া হওয়া আর কাহারও উচিত নহে।

কিন্তু এলেন টেরি স্বয়ং বলেন যে, ঐ ভূমিকায় যিনি মিস্ মার্লোকে দেখিয়াছেন তাঁহার বোধ হইবে যে, যেন সেক্‌সপিয়ার মিস্ মার্লোকে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রত্যেক দৃশ্যে প্রত্যেক অবস্থায় মিস্ মার্লো যেন কবিকল্পনা-প্রসূত পোর্সিয়া। বেশ, চলন-বলন, ভাবভঙ্গী সমস্তই পোর্সিয়ার, মিস্ মার্লোর চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই। মার্লোর পোর্সিয়া অভিনয় কলা-বিদ্যার্থীর আদর্শ। এলেন টেরি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। অথচ এলেন টেরির পোর্সিয়াও দর্শককে মুগ্ধ করিয়াছিল। মিস্ মার্লো তাঁহার চক্ষে প্রশংসাভাজন, তিনিও বহু দর্শকের চক্ষে সেইরূপ প্রশংসাভাজন হন।

উক্ত অভিনেত্রীত্রয়ের আকার যদিচ ভিন্ন, তথাপি এক ভূমিকায় তাঁহারা তিন জনেই কি প্রকারে এতাদৃশ কৃতিত্ব লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার কারণ কলাবিদ্যা-সমালোচক অনুমান করেন যে, কবির চিত্র প্রকৃতি অনুসারে কল্পিত হয় এবং সেই কল্পনা (ধ্যানই কলাবিদ্যায় উৎকর্ষ লাভের একমাত্র উপায়), ধ্যান দ্বারা অভিনয়কালীন হৃদয়ে আকার সম্পন্ন হয়, তাহার হাবভাব চালচলন সমস্তই অনুভূত হয়। তাহার সহিত একরূপ কথা চলে। সেই ধ্যান-গঠিত মূর্ত্তির ছবির সহিত আপনাকে মিলাইয়া সেইরূপ সজ্জিত হইয়া—সেইরূপ হাবভাবসম্পন্ন হইয়া—রঙ্গমঞ্চে কলাবিদ্যাবিদ্ অবতরণ করেন। নাটক-চিত্রিত এক চরিত্র অপর অভিনেতা যেরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহা যিনি রঙ্গস্থলে উপস্থিত, তাঁহার হৃদয় ছবির সহিত পার্থক্য থাকিলেও তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন না; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ছবি তাঁহার পক্ষে তৃপ্তিকর। যখন তিনি নিজে অভিনয় করিয়াছেন, তখন দর্শক মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাঁহার হৃদয়ের ছবির অনুরূপ হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বিমুগ্ধ হন না, তবে তাঁহার চিত্তের অনুরূপ না হইলে ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। কিন্ত যখন সেই অভিনেতা অপর কোন কলাবিদ্যাবিদ্ অভিনেতাকে অভিনয় করিতে দেখেন, তখন তিনি অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইবার অবসর পান।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে মিস্ সিডন্‌সের "লেডী ম্যাক্‌বেথের" অভিনয় উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার আকার দীর্ঘ ছিল, দেখিলেই তেজস্বিনী রমণী অনুমান হইত, অনেকেরই ধারণা, সেই কারণেই লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা উচ্চাভিলাষিনী রমণীর ন্যায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এ ধারণা অতি অমূলক, কারণ "ফেটাল ম্যারেজ" নামক নাটকে তিনি প্রথম যশস্বিনী হন। সে নাটকে তাঁহার ভূমিকা প্রেমিকা নায়িকার ছিল। নায়ক তাঁহাকে বিবাহ করায় ধনী পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, তাঁহাকে রাখিয়া যুদ্ধে গিয়াছে; নায়িকার নিকট সংবাদ আসিল—নায়ক যুদ্ধে পতিত; নিরুপায় হইয়া নায়িকা শ্বশুরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেল, আশ্রয় না পাইয়া নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন; তখন তাহার প্রেমাসক্ত অপর ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তুমি কি করিবে?" নায়িকা উত্তর করিলেন,— "Do —do nothing!" অর্থাৎ কি করিব—কিছুই নয়। এই একটী ছত্র এইরূপ ভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, যাহাতে সমস্ত দর্শক মুগ্ধ এবং মিস্ সিডন্‌সের যশও দৃঢ়মূল হইল।

আমরা তাঁহার "লেডী ম্যাক্‌বেথের" কথা বলিতেছিলাম; এই ভূমিকায় তাঁহার নাম আজও অতি উজ্জ্বল। তিনি একভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি একটী মন্তব্য (note) রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সারা বার্ণহার্ট পান; এবং সেই মন্তব্য অনুসারে 'সারা' অভিনয় করিয়াছিল। পূর্ব্ব-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, সারা বার্ণহার্টের "লেডী ম্যাক্‌বেথ" প্রেমিকারমণী, স্বামী-সোহাগিনী, স্বামীর সাহায্যকারিণী। মিস্ সিডন্‌সের অভিনয়ের এক ভাব ছিল, এই স্বতন্ত্র অভিনয় দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত! এখন তর্কের বিষয়, সারা বা সিডন্‌স্ কাহার অভিনয় উৎকৃষ্ট? এস্থলে বিচার্য্য যে, সিডন্‌স্ অন্যমত অভিমত লিখিয়া গিয়া কেন ভিন্নরূপে অভিনয় করিয়াছিলেন?—তাহা মীমাংসা করিব—আমরা এরূপ স্পর্দ্ধা করি না; কিন্তু আমাদের ধারণা—যখন ভোজের অন্তে ম্যাক্‌বেথ ও লেডী ম্যাক্‌বেথের কথা-বার্ত্তা হইতেছে, যেরূপ স্নেহপূর্ণ ভাবে লেডী ম্যাক্‌বেথ, ম্যাক্‌বেথের সহিত কথা কহিতেছে,

তাহাতে প্রেমিকা লেডী ম্যাক্‌বেথ উজ্জ্বল হয়। কিন্তু যখন Out—out ye damn'd spot" বলিয়া হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে পাপ-তাড়নায় নিদ্রিত অবস্থায় লেডী ম্যাক্‌-বেথ দর্শকের সম্মুখীন হন, তখন পাপীয়সী লেডী ম্যাক্‌বেথের ছবি সম্পূর্ণ সার্থকতা করে। যাহা বলিয়াছি তাহাতে প্রকাশ যে, এক চরিত্রের কল্পনা এতদূর ভিন্ন হইতে পারে,—ধ্যানের কার্য্য ধ্যানের দ্বারাই সফলতা লাভ করে।

অহঙ্কার অভিনেতার ধ্যানের প্রধান অন্তরায়। সারা বার্ণহার্ট তাঁহার আত্ম-জীবনীতে তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিনয় শিক্ষা হইত, শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর রঙ্গালয় নিযুক্ত করিত। অভিনয়ের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার দিন উপস্থিত। সারা ও তাঁহার সহযোগিনী অপর বালিকা পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কোনও এক ভূমিকায় সারা ভাবিয়াছিলেন যে, সে ভূমিকায় তিনি সর্ব্বপ্রথমা হইবেন এবং পদক পাইবেন। এ সম্বন্ধে এতদূরে নিশ্চয় হইয়াছিলেন যে, তিনি সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন, পদক লইতে তাঁহাকে নিশ্চয় ডাকিবে। কিন্তু ডাক হইল—তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর। সারা মর্ম্মাহত হইলেন। মনে হইল—পরীক্ষক-গণ পক্ষপাতী। গৃহে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কোথায় তাঁহার ত্রুটী। এইতো যেরূপে যে পংক্তি উচ্চারণ করা উচিত, তাহা তিনি করিয়াছেন,—হস্ত সঞ্চালন, মুখভঙ্গি দর্পণে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কোনও দোষ নাই। যেরূপভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই-রূপ হইয়াছে, তবে কিরূপে তাঁহার প্রতি-দ্বন্দ্বিনী ইলাইজা তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন? চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হঠাৎ উদয় হইল যে, তিনি ঠিক বলেন, হস্তপদ সঞ্চালন করেন,—কিন্তু তাঁহার হৃদয় ভাবহীন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর আবৃত্তি ভাবপূর্ণ। ভাবের দ্বারাই শ্রেষ্ঠতালাভ হয়। তিনি কিছুদিন পরে পরীক্ষকগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার উক্ত ভূমিকা আর একবার পরীক্ষিত হয়। তিনি পুরস্কারপ্রার্থিনী নন, তবে কতদূর শিখিয়াছেন, তাহা তিনি পরীক্ষা করিতে চান। পরীক্ষকেরা স্বীকার করিলেন। সারা আবৃত্তি করিলেন। পরীক্ষকগণ চমৎকৃত! সেই দিনই তিনি রঙ্গালয়ের কার্য্যে অভি-নেত্রীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বেশভূষা সম্বন্ধে সারা বলেন যে, যোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে তাহার ইচ্ছানুরূপ বেশভূষা করিতে দেওয়া রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের অতি কর্ত্তব্য। উদাহরণস্বরূপ বলেন, তাঁহার শিক্ষার সময় কোনও এক হাস্যোদ্দীপক ভূমিকা হইবে। পরীক্ষক মাত্রেরই ধারণা যে এ ভূমিকায় কেহই তাঁহার প্রতি-দ্বন্দ্বিনী হইতে পারিবে না। সারার অভিনয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে নিশ্চয়। গৃহ হইতে সারা বেশভূষা করিয়া আসিবেন। তাঁহার মাতা অতি ব্যস্ত, সারা দীর্ঘকেশী ছিলেন। তাঁহার কেশ-বিন্যাস কিরূপ হইবে, পূর্ব্বরাত্রি হইতে আন্দোলন হইতেছে। সারার মাতাও দীর্ঘকেশী ছিলেন; কোনও এক ব্যক্তি তাঁহার কেশবিন্যাস করিয়া দিত। তাহাকেই ডাকা হইল। বিন্যাস-কারী আসিয়া গম্ভীরভাবে সারাকে বসাইয়া একবার এদিকে ঘাড় ফিরাইয়া লয়, একবার ওদিকে ঘাড় ফিরাইয়া লয়, একবার ঘাড় উঁচু করে, একবার ঘাড় নিচু করে। তাহার পর সারা বলেন, পঞ্চ ঝুঁটী বাঁধিয়া দিয়া কেশ-বিন্যাস শেষ করিল। তাহার মাতার প্রশংসার অবধি নাই—চমৎকার হইয়াছে, কিন্তু সারা দর্পণে মুখ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সারা বলেন, আমায় এক জন্তু সাজাইয়া দিয়াছে। পরীক্ষার্থে গিয়া রোদন সংবরণ করিতে পারেন না। তথায় গিয়া অন্যরূপ কেশবিন্যাস হইল বটে, কিন্তু প্রথমে মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ায় তাঁহার অভিনয় কিছুই হইল না।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিজ বেশ মনোনীত করিতে দেওয়া উচিত সত্য, কিন্তু যদি অযোগ্য অভিনেতা বা অভিনেত্রী এরূপ প্রশ্রয় পায়, তাহা অতি দোষের হইয়া উঠে। রক্ষক বা দাসী সাজিয়াছে—অযোগ্য ব্যক্তি রাজরাণীর পোষাক মনোনীত করিবে, তাহার ভূমিকার ধ্যান নাই, কিসে তাহাকে ভাল দেখায় —সেই চেষ্টাই তাহার বলবতী হইবে। যোগ্য অধ্যক্ষই বুঝিতে পারিবেন, কাহাকে নিজের

পরিচ্ছদ মনোনীত করিতে দেওয়া উচিত, এবং কাহার আকাঙ্ক্ষা দমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে অধ্যক্ষ রঙ্গালয়ের উন্নতি করিতে চান, তাঁহার প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে, কোন্ পরিচ্ছদ তাহার ভূমিকার উপযুক্ত, সে বিবেচনা করে। পরিচ্ছদ নির্ণয় করিতে গিয়া অভিনেতার কতকটা ধ্যানের কার্য্য হইবে, অসংগত ইচ্ছা দমিত হইবে। কেবল নিপুণ কলাবিদ্যা-বিদ্ ব্যক্তিই আপন পরিচ্ছদ নির্ব্বাচিত করিতে পারে—অশিক্ষিত ব্যক্তির তাহা বিড়ম্বনা।*

বহুরূপী বিদ্যা

(Make-up)

['নাট্য-মন্দির' মাসিক পত্রিকায় (১ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

কিম্বদন্তী আছে যে, কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলে, "সীতার প্রতি যখন তোমার অনুরাগ, তুমি রাজরূপ ধরিয়া তাহার মন হরণ করিলে না কেন?" রাবণ উত্তর করিলেন, "আমি এরূপ কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু যে রূপ ধারণ করিতে হয়, সে রূপ ধ্যানের প্রয়োজন; নচেৎ সে রূপ ধারণ করা যায় না। রাম রূপ ধারণ করিতে গেলে রামের ধ্যানের প্রয়োজন, কিন্তু রামরূপ ধ্যান করিলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরবধূ-সঙ্গ-প্রয়াস করিব কি?" কথাটি হয়ত শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ প্রকাশ করে, বহুরূপী নটের কার্য্যেও বিশেষ উপদেশপ্রদ। মিনার্ভা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোক-সভায় পঠিত যে প্রবন্ধ "অর্চ্চনায়" "অভিনয় ও অভিনেতা" —নামে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে অভিনেতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, অভিনেতা যে ভূমিকা করিবেন, কেবল সে ভূমিকা বুঝিলেই অভিনেতার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে ভূমিকার ধ্যান অভিনেতার প্রয়োজন; যে ধ্যানমুগ্ধ হইয়া অভিনেতা অনেক সময়ে নাটককারকে মুগ্ধ করিয়াছেন। অনেক সময়ে অভিনয়কালীন নাটককার অভিনয় দর্শনে বুঝিয়াছেন যে, তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি বোঝেন নাই, অভিনয় দর্শনে তাহা বুঝিলেন। "অভিনয় ও অভিনেতা" প্রবন্ধে তাহার দৃষ্টান্তও আমরা দিয়াছি। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যে নাটককার লিখিয়াছেন অথচ বোঝেন নাই কিরূপ? তাহার কারণ এই, যে তন্ময় অবস্থায় তিনি লিখিয়াছেন, তাহার পর সে অবস্থা তাঁহার স্মরণ থাকে না। অভিনেতার তন্ময়ত্বে নাটককার তাঁহার তন্ময়ত্ব প্রত্যক্ষ করেন, এই তাঁহার চমৎকৃত হইবার কারণ। বলিয়াছি, ভূমিকা (part) বুঝিলেই অভিনেতা হয় না, নাটককার সকল সময়ে অভিনেতা নয়। সেক্‌সপীয়র 'হ্যামলেটের' ghost মাত্র সাজিতে পারিতেন। কেবল ভূমিকা বুঝিয়া নয়, কেবল মানসিক ধ্যানে নয়, ধ্যানস্থ ছবি তাঁহার দেহে পরিণত করিয়া অভিনেতাকে অভিনয় করিতে হয়। তাঁহার মাংসপেশীসকল ইচ্ছামত চালিত হওয়া চাই, —প্রেমিকের প্রেমিকা দর্শনে তাঁহার প্রেমভাব বদনে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক; কাহাকেও বা মৃত্যু-শয্যায় ন্যায় দর্শক দেখিবে। যে ভাবের অভিনয় হইতেছে, সেই ভাব সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাইবে। এ সকলে বেশের (make up) সাহায্য অত্যাবশ্যক। কোন যুবা বেশের সাহায্য ব্যতীত বৃদ্ধ সাজিতে পারে না, প্রৌঢ়াবস্থার অভিনেতাকে সাজের সাহায্য ব্যতীত প্রণয়মুগ্ধ যুবা দেখাইবে না। অভিনেতা ধ্যানে নিজ ভূমিকানুসারে প্রত্যেক ভূমিকার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে না শিখিলে তিনি ভ্রম উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। গদাধারী ভীমের বেশ, ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের

*এই প্রবন্ধ 'অর্চ্চনা' মাসিক পত্রিকায় (৬ষ্ঠ বর্ষ, আষাঢ় ও ভাদ্র, ১৩১৬ সাল) প্রথম প্রকাশিত হয়। শেষাংশ (অভিনেতার ধ্যান) "নাট্য-মন্দির" মাসিক পত্রিকায় (১ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল) প্রথম বাহির হয়।

সাজিবে না; শত্রুসংহারকারিণী এলোকেশী দ্রৌপদীর বেশভূষা মলিনবসনা জানকী হইতে বিস্তর প্রভেদ হইবে। অবশ্য এক ব্যক্তির সকল ভূমিকা শোভা পায় না। যথা—কোন স্থূলকায় খর্ব্বাকৃতি লম্বোদর ব্যক্তি হাস্যরস উদ্দীপনের বিশেষ উপযুক্ত। সুন্দর সুগঠন পুরুষ নায়কের উপযুক্ত, অবশ্য খর্ব্বাকার কখনও দীর্ঘাকার হয় না, স্থূলদেহ কখনও সুঠাম হয় না। কিন্তু সুঠাম দেহ যাহা অভিনেতার হওয়া উচিত, তাহা বেশ-সাহায্যে বিকৃত করা যায়; এবং যদি আকারে বিশেষ অন্তরায় না থাকে, রূপবান্ পুরুষ না হইলেও তাহাকে রূপবান্ সাজান যায়। কিন্তু প্রত্যেক অভিনেতাকে প্রত্যেক ভূমিকায় বুঝিতে হইবে, কিরূপ সজ্জা তাঁহার ভূমিকার উপযোগী হয়। প্রেমিক-উপযোগী সরল সুঠাম কোমল বাহু—সব্যসাচি অর্জ্জুনের চলিবে না। ধনগুর্ণ ঘর্ষণে কঠিন হস্ত, যাহা শঙ্খ দ্বারা আবরিত করিয়া অর্জ্জুনকে বিরাট গৃহে অজ্ঞাতবাস করিতে হইয়াছিল, তাঁহার সে রমণী-চিত্তাকর্ষক বীরমূর্ত্তি একরূপ এবং পঞ্চবাণধারী মদন মূর্ত্তি অন্যরূপ—বেশের সাহায্যে তাহা দর্শক দেখিবে। কোন্ ভূমিকায় কি বেশের প্রয়োজন, তাহা রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী, ম্যানেজার বা নাটককার অপেক্ষা অভিনেতার বোঝা আবশ্যক। দর্পণ-সাহায্যে কল্পনায় তাহার কিরূপ মূর্ত্তি হওয়া উচিত, তাহা অভিনেতাই অবগত। অবশ্য নাট্যকার একরূপ ধারণা করিয়া লিখিয়াছেন, তিনি 'খড়ির আদরা' আঁকিয়াছেন, রং ফলাইতে হইবে অভিনেতাকে, ছবিকে প্রাণ দিতে হইবে অভিনেতাকে, ইহা অভিনেতার ধ্যানের প্রাণ, অন্যে তাহা জানে না।

পাশ্চাত্ত্য বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয়ে দেখা যায় যে, ধ্যান-অনুসারে বেশের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যথা—Mrs. Siddons-এর Lady Macbeth-এর বেশ এবং Sara Barnhardt-এর Lady Macbeth-এর বেশ ধ্যানানুসারে প্রভেদ। মিসেস্ সিডন্সের Lady Macbeth উগ্রস্বভাব, স্বামিসঞ্চালনকারিণী, ক্রূরকর্ম্মা নারী-মূর্ত্তি। বার্ণহার্ট (Barnhardt)-লেডী ম্যাক্‌বেথ স্বামী অনুরাগিনী মূর্ত্তি। তিনি সিংহাসন প্রয়াসী নন; মিসেস সিডন্স্ উচ্চাভিলাষী সিংহাসন প্রয়াসী। আমাদের যে প্রবন্ধ "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উল্লেখ করিয়াছি যে, এদেশে 'রামলীলা'তে প্রতি বৎসর যেরূপ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বদল হয়, বিলাতে সেইরূপ প্রতি বৎসর রোমিও জুলিয়েট বদল হয়। কিন্তু প্রতি বৎসরে প্রত্যেক রোমিও জুলিয়েটই কোন না কোন প্রকার নূতন ভাবে দর্শকের সম্মুখীন হয়। প্রত্যেক রোমিও জুলিয়েটের ধ্যান পরস্পর স্বতন্ত্র এবং সেই ধ্যানানুসারে তাঁহাদের পরিচ্ছদও পরিবর্ত্তিত হয়; নতুবা দর্শক নূতনত্ব দেখিত না।

অভিনেতার ধ্যানের মূর্ত্তি অভিনেতার প্রকৃত মূর্ত্তি নয়। সাজের সাহায্যে তাঁহার শরীরে ধ্যানের মূর্ত্তি যতদূর প্রকাশ পায়, নিশ্চয় তাঁহাকে তাহা করিতে হইবে। রং পরচুলা, মোম ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির সাহায্যে এতদূর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভব যে, পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তিতে পরম আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে চেনা যাইবে না। একজন সুন্দর পুরুষ কাফ্রী সাজিয়াছে, কালো রংএ রং ঢাকিয়াছে। নাকের অগ্রভাগ দড়ি দিয়া তুলিয়া দড়ির রংএর সহিত মিলাইয়া দিয়া কাফ্রির নাসিকা করিয়াছে, গালের হাড় মোম দিয়া উঁচু করিয়াছে, মোম দিয়া ঠোঁট পুরু করিয়াছে, কোঁকড়া পরচুলা পরিয়াছে, পোষাকও কাফ্রীর মত। কাফ্রীর চলন অনুকরণ করিয়াছে; ইহাতে সহজে তাহাকে চেনা কোন রকমেই যায় না।

অভিনেতা কুরূপই সাজুক বা সুরূপই সাজুক, এমন কি ভিখারী সাজিলেও যে সাজে দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক হয়, সে সাজ পরিহার্য্য। কেননা দর্শক আমোদ করিতে আসিয়াছে, গলিত কুষ্ঠরোগী ভিখারী দেখিয়া তাহার আমোদের নিতান্ত ব্যাঘাত হইবে। এ আবার এক তর্কের স্থল: কেহ বা বলিবেন, "স্বাভাবিক দেখান উচিত।" কিন্তু যদি বোঝেন, কলাবিদ্যা ও স্বভাব এক নয়, কলাবিদ্যা-বলে স্বভাবছবি হৃদয়ে উদয় করিয়া দেয় মাত্র, কলাবিদ্যা আনন্দপ্রদ, যদি ইহা সকলে বুঝিতেন, তাহা হইলে 'স্বাভাবিক' 'স্বাভাবিক' বলিয়া এত চীৎকার করিতেন না।

চিত্রকরের ন্যায় অভিনেতারও রং বোঝা আবশ্যক। চিত্রকর যেমন তাঁহার অঙ্কিত ছবি কোথা হইতে দর্শক দেখিবে, তাহা লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ রং দেন, অন্যাবস্থায় তাঁহার ছবি দেখিলে তাঁহার চিত্র-বিদ্যা সেরূপ বোঝা যায় না। অভিনেতাও সেইরূপ দর্শক যাহাতে তাহার সজ্জিত-রূপের ছবি সম্পূর্ণ পায়, সেই অনুসারে রং মাখিবেন। দৃশ্যপট দিনের বেলায় দেখিলে এ কথা স্পষ্টরূপ প্রকাশ পাইবে। রজনীতে দূর হইতে দর্শক দেখিবে, চিত্রকর সেইভাবে লিখিয়াছেন। দৃশ্যপট দীপালোকে দূর হইতে ভ্রমোৎপাদন করে, দিবালোকে মোটা মোটা রংএর দাগ দেখা যায়। অভিনেতাকেও রং মাখিবার সময় বিবেচনা করিতে হইবে যে, বৈঠকখানায় যেরূপ পাউডার মাখিয়া সুন্দর হইলে চলে, রঙ্গমঞ্চ হইতে সেরূপ চলিবে না। বেশী করিয়া লাল রং তাহার গালে দিতে হইবে, তবে গোলাপ-আভার ন্যায় দূর হইতে দেখাইবে। ক্ষুদ্র চক্ষু বৃহৎ করিয়া দিতে হইবে বা চক্ষু কোঠরগত করিতে হইলে চোখের কোলে বেশী করিয়া কালো রং দেওয়া আবশ্যক। দোকানে পরচুলা ভাল দেখিয়া লইলে চলিবে না, পরচুলা তাহারই উপযুক্ত হওয়া উচিত। ভূমিকা (part) অনুসারে বৃহৎ ললাট বা ক্ষুদ্র ললাট হওয়া তাহার প্রয়োজন, তাহাকে প্রয়োজন-অনুসারে ফরমাস দিতে হইবে, ভাল পরচুলাটী দেখিয়াই পরিলে চলিবে না। আমরা দেখিতে পাই, যদি কেহ পরের দেখিয়া চুল ফেরান, তাহাতে অনেক সময়ে কদর্য্য দেখায়; কিন্তু যদি নিজের আকার অনুসারে অনুকরণ না করিয়া যে ভাব তাঁহাকে শোভা পায়, সেইভাবে চুল ফেরান, তাহা হইলে সুন্দর দেখায়। অতএব কিরূপ পরচুল ও পরিচ্ছদে তাঁহাকে ভাল দেখাইবে, তাহা অভিনেতার বিশেষ বোঝা আবশ্যক।

নাটকের ভাল ভূমিকা লইয়া সকলেই কাড়াকাড়ি করে। কিন্তু কোন্ ভূমিকা তাহার শোভা পাইবে, বেশভূষা করিলে সে ভূমিকায় তাহাকে কিরূপ দেখাইবে, ইহা বিবেচনা না করিয়া যদি ম্যানেজারের প্রতি কেহ ক্রুদ্ধ হন, তাহা যে কেবল অসংগত হইবে—তাহা নয়, তিনি যে ভূমিকা না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তাহা পাইলে দর্শককে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য যে, কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া কল্পনারাজ্যে দর্শককে আনা তাহার কার্য্য। সেই কার্য্যের সহায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান; দ্বিতীয়—ধ্যানানুসারে অভ্যাস; তৃতীয়—সজ্জা। তৃতীয় হইলেও সজ্জার স্থান সামান্য নয়। তিনি অভিনয় করিতে না পারিলেও যদি তিনি ভূমিকানুসারে ঠিক সাজিতে পারেন, তাহাতেও ভূরি ভূরি প্রশংসা-ভাজন হইবেন। অভিনেতার কার্য্য যিনি সামান্য জ্ঞান করেন, তিনি ধ্যানাভ্যাস ও সাজের কথা কিছুই বুঝিবেন না, যিনি বুঝিবেন তাঁহার জন্যই প্রবন্ধ লিখিলাম। যিনি না বুঝিবেন, তিনি যেন বৃদ্ধ বলিয়া আমায় মার্জ্জনা করেন।

নৃত্য

['রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক-পত্রিকায় (৩০ চৈত্র, ১৩০৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

আমরা যখন যে ভাবে থাকি, অঙ্গভঙ্গীও তদনুরূপ হইয়া থাকে। রাগের সময় অঙ্গের কাঠিন্য ও দ্রুতসঞ্চালন, বিরহে অঙ্গ অবসন্ন ও মৃদুসঞ্চালিত, ঘৃণায় মুখবিকার ও তীব্র-ভঙ্গী ইত্যাদিরূপে ভাবভেদ অনুসারে অঙ্গ-ক্রিয়াও সেই ভাবের অনুযায়িনী হইয়া থাকে। আনন্দে অঙ্গের ভাব, নৃত্যে পরিণত হয়। বাল্যকাল হইতে আমরা নৃত্য করিতে জানি। মাতার মুখ চাহিয়া আনন্দে মাতিয়া শিশু নাচিতে থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় নাচের শক্তি থাকে না বলিয়া দেহনর্ত্তনেই হৃদয়ের আনন্দ-ভাব প্রকাশ পায়। শোকে যেমন অঙ্গের মালিন্য

উপলব্ধি হয়, আনন্দে সেইরূপ অঙ্গসৌষ্ঠবের বিকাশ হয়। আনন্দহিল্লোলে ভাব যেমন হৃদয়ে দুলিতে থাকে, অঙ্গও সেইরূপ তরঙ্গায়িত হয়। ভাবের প্রভাবে পদবিক্ষেপের একটি নিয়মিত প্রবাহ দেখা যায়, তাহাই মার্জ্জিত হইয়া তালের সৃষ্টি। তালে তালে আনন্দ-নর্ত্তনে সুন্দর অঙ্গ, দর্শকের চক্ষে দ্বিগুণ সুন্দর অনুভূত হয়। নাচের কৌশলে যে পরিমাণে সৌন্দর্য্য বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে দর্শক নাচের প্রশংসা করিয়া থাকে। নৃত্য মানবের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও এখন বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। নৃত্য-বিদ্যায় কতকগুলি নিয়ম হইয়াছে, যে নিয়ম অবলম্বনে নাচের উদ্দেশ্য সফল হয়—অর্থাৎ অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দর প্রদর্শিত হয়। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কাহারও এই বিদ্যাশিক্ষায় হানি নাই। রীতিমত শিক্ষা না করিলেও স্বভাবসিদ্ধ আনন্দবৃত্তির প্রভাবে কতক শিখিবে। মনোহর-কান্তি পুরুষকে যেমন নৃত্যের সময় আরও মনোহর দেখায়, রূপবতী রমণীও সেইরূপ নাচিতে নাচিতে আরও মনোহারিণী হয়। নৃত্যকারিণী রমণী যদি দর্শকের মনে সুন্দর ছবি দিতে পারে, যদি সৌন্দর্য্যে বিমোহিত করে, হৃদয়ে আনন্দস্রোত ঢালে, তবে তাহার নৃত্য করা সার্থক।

নাচ দেখিবারও দৃষ্টি চাই, মধুকর মধু আকর্ষণ করে, কেন না, সে মধু আকর্ষণের শক্তি রাখে। সেইরূপ নৃত্য হইতে সেই নৃত্যের মাধুরী আকর্ষণ করিয়া হৃদয়কে আনন্দময় করিয়া তুলিতে শক্তির প্রয়োজন। সুন্দর সদাই সুন্দর ও মনোহর, তাহাতে ঘৃণার বস্তু কিছুই নাই; তথাপি অভ্যাসদোষে মনোহারিণী রমণী বলিতে সমাজ সঙ্কুচিত হন। অভাগিনী রঙ্গাঙ্গনারা এই সঙ্কোচপাকে পড়িয়াছে। যদি কেহ অসতর্কতাবশতঃ রঙ্গমহিলার গান শ্রবণে বা নৃত্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মনোমোহিনী বলেন, তৎক্ষণাৎ সতর্ক বন্ধুর তীব্র পরিহাসে তাঁহাকে লজ্জিত হইতে হয়। কেননা, ঘৃণিতভাবে মত্ত থাকিয়া তাঁহাদের সতর্ক বন্ধুরা বোঝেন, মনোমোহিনী অতি ঘৃণিত কথা। নৃত্য-কৌশল শিখাইতে হইলে, শিক্ষককে অঙ্গসৌষ্ঠব-বিকাশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়; সুতরাং রঙ্গমহিলার ভাব-ভঙ্গী প্রদর্শনে সতর্ক-জিহ্বার বাহ্যিক বক্তৃতায় মহাদোষাকর হইয়া উঠে।

আপাততঃ অশ্লীল বলিয়া একটা কথার বড় জোর। নির্ম্মলচিত্ত পিতা-পিতামহের কাছে সেকালে অশ্লীল কথা ছিল না—এখনই কেবল অশ্লীলের প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ অশ্লীলবাদীরা যে সমস্ত কথা কন, যদি অশ্লীল কথার ফলে, হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তি জাগরিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে কথাকে শ্লীলতা-পূর্ণ বলেন, তাহার অর্দ্ধেক অশ্লীল! ময়ূর-পঙ্খীর ঢং-ঢাঙে যাহার মনে পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক না হয় ঐ কুৎসিতবেশা খড়ের-বাঁড়া-মস্তকে ধারিণী যাহার পাপ-তৃষা উদ্রেক করিতে পারে, শ্লীলতা-অশ্লীলতার কথা তাহার নিকট উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার মতি সর্ব্বদা সঙ্কটাপন্ন—তাহার সাবধান হওয়া উচিত।

পূর্ব্বে মহানবমীর দিন বাড়ীর অপাপ-বিদ্ধ বৃদ্ধ কর্ত্তা, ছেলে-ছোকরা লইয়া কাদা-মাটীতে আমোদ করিতেন। কিম্বদন্তী আছে, আমরা যাহাকে এখন অশ্লীল বলি, সেই অশ্লীলতাপূর্ণ পদ ভবানীভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন। ভাবের প্রভাবে মহানবমী সঙ্গত গীতের চরণ সিদ্ধকবির কণ্ঠ হইতে বাহির হয়। পরে ভয় আসিল,—ভবানীসম্বন্ধে এমন কথা বাহির হইয়াছে। পদ পরিবর্ত্তিত হইয়া গীত হইল—

"মা তারিণি গো শঙ্করী ভবানী তোমার নাম।"

ভাবের পদ ছিল—

"মা তারিণি গো শঙ্কর ভিখারী
তোমার না—।"

শোনা যায়, পদ-পরিবর্ত্তনে দৈববাণী হইয়াছিল,—"রামপ্রসাদ, আগে যা গাহিয়াছিলি—গা।"

উচ্চশিল্পামোদী ইয়ুরোপে সম্প্রতি একজন উচ্চ শিল্পকর কামের ছবি প্রস্তরে খোদিত করিয়াছেন। মূর্ত্তি একটি পরমাসুন্দরী রমণীর। রমণী নগ্না, কিন্তু হাব-ভাব এত ঘৃণার উদ্দীপক যে, সে মূর্ত্তি-দর্শনে কাম-ভাব ব্যভিচারি-হৃদয় পরিত্যাগ করে। মূর্ত্তির প্রভাব দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা এরূপ বর্ণিত

হইয়াছে যে, যদি কোন নীচাশয় শবালিঙ্গনে সক্ষম হয়, মূর্ত্তি-দর্শনে তাহারও মনে ঘৃণার সঞ্চার হইবে। আমরা সে মূর্ত্তি দেখি নাই; কিন্তু এরূপ ঘৃণিত মূর্ত্তি খোদিত করা সম্ভব, ইহা মেরী কোরেলীর পুস্তক পাঠে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। মেরী কোরেলী আশ্চর্য্য রমণী. আশ্চর্য্য প্রতিভার বলে. বাক্য-বিন্যাসের আশ্চর্য্য কৌশলপ্রভাবে পরমা-সুন্দরীকে বিশ্ব-সুন্দরী অথচ ঘৃণিতা করিয়াছেন। "সরোজ অফ সেটান্", "ভেন্-ডেটা", "ব্যারাব্বাস" প্রভৃতি পুস্তক জনমনো-মোহিনী মেরী কোরেলীর উল্লিখিত আশ্চর্য্য শক্তির প্রমাণ। আবার ব্যারাব্বাসে আর একটি অদ্ভুতশক্তি। যখন সুন্দরীরূপে রমণী বর্ণিতা হইতেছে, তখন অতি ঘৃণ্যা; কিন্তু যখন দুঃখের মালিন্য আসিয়া পড়িল, তখন সেই রমণী অতি সুন্দরী, পরমাসুন্দরী: পরম-সুন্দর যিশুর পায়ে প্রাণ দিয়াছে। এই সকল উচ্চপ্রতিভাশালী ব্যক্তি শ্লীলতা অশ্লীলতা বুঝাইতে সক্ষম। এমিলে জোলা একজন এই শ্রেণীর ব্যক্তি। রমণ বর্ণনা করিয়া কুৎসিত কার্য্যে বিদ্বেষভাবের আবির্ভাব করিয়াছেন। জোলা অশ্লীল নন. সকল ভাষায় তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদ হয় এবং সকল সভ্যজাতি তাঁহার অদ্ভুতশক্তি স্বীকার করেন। শ্লীলতা, অশ্লীলতাপূর্ণ বাক্‌বিতণ্ডা কেবল শ্লীলতা-শূন্য অপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করে।

সুন্দর নাচে অশ্লীলতা নাই। যাঁহারা নৃত্য ভালবাসেন না, তাঁহাদের সহিত নাচের কথা চলে না। কিন্তু যাঁহাদের চক্ষে রমণীর সুন্দর নৃত্য দূষ্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তাঁহারা যে পুরুষের সুন্দর নৃত্য দূষ্য জ্ঞান কেন না করেন. তাহা বলিতে পারি না। তাঁহাদেরই কুলমহিলা দেখেন. সংকীর্ত্তনে মৃদঙ্গ-তালে নৃত্য করিতে করিতে উন্মত্ত পুরুষশ্রেণী চলিয়াছে। সুন্দর সংকীর্ত্তনে সুন্দর নৃত্য হইলে, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই। তবে কেন তিনি তাঁহার কুল-স্ত্রীকে সে দৃশ্য দেখিতে নিষেধ করেন না? যদি নিষেধ না করেন, তবে রঙ্গমহিলার নৃত্য কেন দূষ্য ধরেন? পুরুষ-সংকীর্ত্তনদলে যে ব্যভিচারী নাই. এমন নয়; কেন ব্যভিচারী বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নৃত্য করে?—তবে তাহাতে দোষ নাই কেন? রঙ্গাঙ্গনে নৃত্য-শিক্ষকের সুকৌশলে মাধুরী স্ফূর্ত্তি পায় মাত্র। তবে ব্যভিচারিণীর অঙ্গস্ফূর্ত্তি-দৃষ্টে মাধুরী আকর্ষণ করিতে জানিলে ব্যভিচারিণী-বোধ থাকে না।

ইয়ুরোপে তো পুরুষ ও নারী মিলিয়া নৃত্য হইয়া থাকে। ভোজ আর বল্ (Ball), অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষে নৃত্য, একই কথা। এই ভোজ ইয়ুরোপীয় জাতির মধ্যে প্রতিদিন হইয়া থাকে। বলিবেন. ইয়ুরোপের ও কেমন এক রকম প্রথা।

কিন্তু স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া ভারতবর্ষে সাঁওতালেরা নাচে। যদি কোন কুলাঙ্গনার প্রতি কোন ব্যভিচারী কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, অব্যভিচারী সাঁওতাল তখন এক কাঁড় বিঁধাইতে চায়। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া মাদলের তালে অপূর্ব্ব নৃত্য করে। চোখের ভাব, মুখের ভাব, সুঠাম অঙ্গপ্রভা, বলিষ্ঠ দেহে সুন্দর রূপ বিকশিত হইতে থাকে। যাঁহারা সাঁওতালকে কুৎসিত ভাবেন, সে নৃত্য-দৃশ্য দেখিলে অতি সুন্দর বলিবেন। "দ্যাং ন্যাদড়-দ্যাং ন্যাদড়" মাদল বাজিতেছে, স্ত্রীপুরুষে নাচিতেছে; রঞ্জিত নয়নে, ঈর্ষ্যান্বিত পদসঞ্চালনে পরস্পর পরাজয় আশায় নৃত্য করিতেছে; ললাটে স্বেদ-বিন্দু, অলকা পবনে উড়িতেছে; অতি সুন্দর দৃশ্য—আনন্দ দৃশ্য!

হোরি উৎসবে হিন্দুস্থানে কুলবালারা নৃত্য করে। যেমন দেখিতে পান, হোরির সময় কলিকাতায় হিন্দুস্থানীরা রমণী দর্শনে ভাব-হীন উন্মত্ততা প্রকাশ করিয়া মাতিয়া থাকে; সেইরূপ কুলস্ত্রীরা স্বামীর সমক্ষে, পিতার সমক্ষে, ভ্রাতার সমক্ষে, পুরুষ দর্শনে উত্তেজিতা হইয়া নৃত্য করে; সে নৃত্য অতি সুন্দর, হৃদয়-মুগ্ধকর, কামগন্ধ তাহাতে নাই।

কাহারও মনে আপত্তি উঠিতে পারে যে, কুলস্ত্রীর কথা স্বতন্ত্র, রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা; এ দুয়ের তুলনা হইতে পারে না। সৌন্দর্য্য-প্রদর্শন বারাঙ্গনার নিষেধ। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যের মনে তাহা হয় নাই। বারবিলাসিনীর কণ্ঠ-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন তাঁহার নিকট ঘৃণিত হয় নাই। বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে,

মন্দির-রক্ষিণী নারীকণ্ঠে উচ্চ হরিধ্বনি শ্রবণে কঠোর তিতিক্ষাব্রত সন্ন্যাসী, উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতেছিলেন। গোবিন্দদাস তাঁহাকে নিবারণ করেন। নারী-দর্শন সন্ন্যাসীর নিষেধ, এই নিমিত্ত তিনি নিবারিত হন। মন্দির-রক্ষিণীকে ঘৃণিতা জ্ঞানে নয়। তাহারা সুন্দর হরিধ্বনি করিতে পারে, সে হরিনাম কীর্ত্তনে ভাণ থাকিলে, হরিপ্রেম-বিগলিত ভাণহীন মহাপ্রভুর কর্ণে কৃত্রিম স্বর প্রবেশ করিত। বেশ্যারও প্রাণ আছে, তাহারাও হরিপ্রেমে অধিকারিণী।

তিনি তাঁহার নাম বেশ্যাকেও উচ্চারণ করিতে দেন। নামের গুণে ভাণ ছুটিয়া যায়, বেশ্যার কণ্ঠও গৌরাঙ্গকে আকর্ষণ করে। বেশ্যারাও যে ভগবানের নামের অধিকারিণী, ইহা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সকলেই দেখিতে পাইবেন। বেশ্যার হস্তে চূড়া পরিবার নিমিত্ত প্রস্তর নির্ম্মিত রঙ্গলাল মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, ভক্তমালে প্রমাণ আছে। মন্দির-রক্ষিণীগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই রঙ্গমহিলা হইতে পৃথক্ নন। এ সংসারে কেহ ধরা পড়ে, কেহ ধরা পড়ে না, এই মাত্র প্রভেদ!

বেশ্যা লইয়া আমাদের অভিনয় করিতে হয়, অনন্যোপায়; ইহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি এবং অনেকেই স্বীকার করেন। সভ্য প্রদেশও এইরূপ উপায়শূন্য, তাহাও অনেকে জানেন। তথাপি উচ্চ শিল্পের উন্নতিসাধন রঙ্গালয়ে হয়, ইহা প্রায়ই সকলে স্বীকার করেন। রঙ্গালয় উঠাইতে চান, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু রঙ্গালয়ের গুণ বর্ণনা করিয়া, বেশ্যার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বপ্নাচ্ছন্ন কল্পনাজগতে বিচরণ করেন, তাঁহাদের মনোভাব কখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

নাচের সৌন্দর্য্য-বিকাশ-শক্তি, অপর শক্তি নহে। সৌন্দর্য্য-বিকাশও সাধারণ শক্তি নয়। আমরা সকলেই সৌখিন, কোন ছবি দেখাইয়া "এই রেনাল্ড্সের অঙ্কিত ছবি" যদি কেহ বলিয়া দেয়, সৌখিন পুরুষেরা অমনি বলেন—"বাঃ বাঃ!" ইঁহারা কোন্ প্রকারের সৌখিন তা জানেন? যাঁহাদের মুখে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বিশেষ তর্ক! সেই চিত্রকর রেনাল্ড্সের কল্পনা-জননী মিসেস সিডন্স্ অভিনয়কারিণী। উচ্চচেতা রেনাল্ডস্ মিসেস সিডন্স্কে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। সেই উন্মত্ততায় শত শত মনোহারিণী মূর্ত্তি অঙ্কিত। রেনাল্ডস্ জানিতেন না, মিসেস সিডন্স্ কে, তাঁহার চরিত্র কিরূপ? কেবল সুন্দর, অতি সুন্দর দেখিয়াছিলেন। সুন্দর প্রাণে সৌন্দর্য্য ধারণে রেনাল্ডস্ জগদ্‌বিখ্যাত। রেনাল্ডস্ ও মিসেস সিডন্স্ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। মিসেস সিডন্স্ সজ্জিত হইয়া রঙ্গালয়ে অভিনয়ার্থে যাইতেছিলেন; উন্মত্ত রেনাল্ডস্ তাঁহার অশ্বের বল্গা ধরিলেন। ঈষৎ হাসিয়া মিসেস সিডন্স্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আমার অশ্বের বল্গা ধরিয়াছ?" রেনাল্ডস্ উত্তর করিলেন, "সুন্দরী, তোমায় দেখিবার জন্য।" "দেখ"—বলিয়া সজ্জিতা সিডন্স্ অশ্বযান হইতে নামিয়া চিত্রকরের সম্মুখিনী হইলেন। চিত্রকর ভাবে বিভোর হইয়া চলিয়া গেলেন। সিডন্স্ও কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন।

আমরা নাচের কথা কহিতেছি। নাচ যদি মাধুরীময়ী না হয়, তাহা হইলে নাচই নয়। উচ্চশিল্পসকলেরই চরম স্থানে গতি। গান-কবিত্ব যে আদর্শ লক্ষ্য করিয়াছে, নৃত্যেরও সেই লক্ষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কথা বলিব।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী অতি কঠোর যোগী ছিলেন। তিনি মহাগৌরাঙ্গদ্বেষী; শ্লেষসূচক শ্লোক রচনা করিয়া গৌরাঙ্গকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কঠোর সন্ন্যাসী, ভাবের ধার ধারেন না। বৈষ্ণব-গ্রন্থে দেখিতে পাই, তিতিক্ষাশীল সন্ন্যাসী উপনিষৎ পড়িতেছিলেন। "সকলই মায়া" এই স্থির ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য উপনিষৎ লইয়া শুষ্ক তর্কে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। বিশ্বত্যাগী বিশ্বেশ্বরের আবাসভূমি কাশীধামে বসিয়া "সোহং তত্ত্বে" নিবিষ্ট। সম্মুখে ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন। গৌরচন্দ্রের অঙ্গ-তরঙ্গে শত শত চন্দ্র ঠিক্‌রিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে। চন্দ্র ঠিক্‌রিতেছে, পুনঃ পুনঃ চন্দ্র ঠিক্‌রিতেছে। গৌরচন্দ্রের অঙ্গ-সঞ্চালনে কোটি চন্দ্র কোটি কোটি জগৎ

ব্যাপিতেছে! শুষ্ক সন্ন্যাসী উপনিষৎ-পাঠে রত; পাঠ ছাড়িয়া চাহিলেন; আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা হইলেই দেখেন, পাঠ করিতেছেন না, নৃত্য দেখিতেছেন। গৌরচন্দ্রের নৃত্য! গৌরাঙ্গ নাচিতেছেন, গান নাই, কথা নাই! ভাবাবেশে, সন্ন্যাসিবেশে গৌর নাচিতেছেন! সন্ন্যাসী দেখিতেছেন; তাঁহার উপায় নাই, দেখিতেছেন। সৌন্দর্য্যে প্রাণ-মন সাগরজলের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত, উপায় নাই, কেবলই দেখিতেছেন! অজ্ঞাতভাবে ক্রমে দেখা প্রবল হইয়া উঠিল। ধীর সন্ন্যাসী এইবার অতি চঞ্চল। চাঞ্চল্য নিবারণে প্রাণপণ চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর না; সন্ন্যাসী ছুটিলেন, প্রাণপণে ছুটিলেন; গৌরচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন, কে জানে কেন! নৃত্যের প্রভাব এই; নৃত্য পরমানন্দদায়ক।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না দেখিলে আমরা একথা প্রত্যয় করিতাম না। কঠোর তিতিক্ষাশালী প্রকাশানন্দ যে, গৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, একথা প্রত্যয় করিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রত্যয় করিতে বাধ্য, আমরা যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নৃত্য দেখিয়াছি! "নদে টলমল টলমল করে" মৃদঙ্গ তালে গান হইতেছে, রামকৃষ্ণ নাচিতেছেন; যে ভাগ্যবান্ দেখিয়াছেন,—আমরা দর্শন করিয়াছি, আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করি,—যে ভাগ্যবান্ দেখিয়াছেন, তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, ভাব-প্রভাবে পৃথিবী টলটলায়মানা! কেবল নদে টলটল করতেছে না, সমস্তই টলটলায়মানা! যে সে নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। নাচের এতদূর শক্তি! সৌন্দর্য্য যে তাহার ভিত্তি! পরম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার যিনি উচ্চ আশা রাখেন, তাঁহাকে সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে হইবে—নিশ্চয়। কুৎসিত রঙ্গালয়ে কুৎসিত বেশ্যার যদি নৃত্যে ভাবের সৌন্দর্য্য থাকে, তাহাও উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আকৃষ্টমনে উপেক্ষা নাই; সৌন্দর্য্যে যিনি অনাকৃষ্ট, তাঁহার কৃষ্ণলাভ হয় না।

সম্পাদক

[এই প্রবন্ধটী প্রথমে 'রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্রে (২৭ বৈশাখ, ১৩০৮ সাল) প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে 'নাট্যমন্দির' মাসিক পত্রিকায় (১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল) পুনর্ম্মুদ্রিত হয়।]

পণ্ডিতেরা সংসারে যে কার্য্য যে পরিমাণে কঠিন বিবেচনা করেন, সেই কার্য্য সেই পরিমাণে সাধারণের ধারণা, যে, তাহারা বিশেষ অবগত। সাধারণ অর্থে আমরা বলিতেছি যে, সকল দেশের লোকেরই এইরূপ ধারণা; সেই ধারণা আবার বাঙ্গালা দেশে ভীষণরূপে বলবতী। বাঙ্গালা দেশে প্রায় এমন লোক পাওয়া যায় না যে, ধর্ম্মের জটিল বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক না করিয়া থাকেন। রোগ সম্বন্ধে, ঔষধ সম্বন্ধে—আমাদের বন্ধুর মধ্যে অন্ততঃ এক শত জনের ভিতর নিরানব্বই জন উপদেশদাতা। বাড়ীতে ত সমূহ বিপদ, পরামর্শদাতা দ্বারা সে বিপদ শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এ ডাক্তার ডাকুন, ঐ কবিরাজ ডাকুন, অমুক ঔষধ ব্যবহার করুন, এ চিকিৎসা ভাল হইতেছে না, যিনি যিনি চিকিৎসা করিতেছেন—তিনি রোগই বুঝিতেছেন না। এইরূপ পরামর্শে বিপন্ন ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকল হইয়া উঠে। মকদ্দমা উপস্থিত হইলে, এইরূপ আইনজ্ঞ বন্ধুর কিছুমাত্র অভাব হয় না। কাব্যের, চিত্রপটের, সঙ্গীতের, অভিনয়ের—বিচারক নন, এমন কাহাকেও খুঁজিয়া পাইবেন না; কিন্তু যদি কোন বিজ্ঞ বন্ধুকে বলেন,—"ভাই এই ঠিক্‌টে দেখ্‌'ত।" দেখ্‌বেন, সে বন্ধুর বড় ঠিক দেওয়া অভ্যাস নাই; লেখা নকল করা সম্বন্ধেও সেইরূপ; অতি সামান্য সামান্য কার্য্য যাহা দশ টাকা বেতনভোগী ব্যক্তি দ্বারা হইয়া থাকে, তাহাতে অনেকেই অপটু।

পাঠক মনে ভাবিতেছেন, যাঁহাদের মস্তিষ্ক উপরোক্ত উচ্চ বিষয় সকলে চালিত, ক্ষুদ্র বিষয় ত তাঁহাদের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পাঠক কি এই সকল পণ্ডিতদের চেনেন না? এ'রা লেখাপড়ার ধার বড় কমই ধারেন, ই'হাদের ভিতর অনেকেই দশ পনের টাকা বেতনের চাকরির উমেদার, কেবল তীক্ষ্ম বুদ্ধির প্রভাবে ঐ সমস্ত উচ্চ বিষয় অধিকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা কিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয়শ্রেণীর উপাধিধারী, তাঁহাদের স্পর্দ্ধার সীমায় আকাশ-সীমাও ন্যূন।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দা করিতেছি না, আমাদের দেশে গৌরবান্বিত যিনি হন—প্রায়ই তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, তাঁহারা আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন। আমরা যে উপাধি-বিশিষ্ট স্পর্দ্ধাবান্ ব্যক্তির উল্লেখ করিতেছি, —ই'হারা তাঁহাদের নিকট পরিচিত, অতএব উল্লিখিত সর্ব্বজ্ঞ পরম বিজ্ঞেরা যে আদর্শ স্বদেশ-গৌরব, উদয়োন্মুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি নন—ইহা আমাদের বলা বাহুল্য।

ঐ পরম বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় দিবার কারণ অনেক। প্রায়ই তাঁহারা সকলে উপজীবিকাহীন বা সামান্য বেতনভোগী। বড়লোকের তোষামোদ ও বড়লোকের প্রতিষ্ঠালাভ তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। অমূলক কতকগুলি কথায় ও অনধিকারচর্চ্চায়, অকর্ম্মণ্য জীবনে সময়াতিপাত করাও আর এক উদ্দেশ্য।

বলা হইয়াছে, সকল কঠিন বিষয়েই, ই'হাদের সম্পূর্ণ অধিকার। সুতরাং কঠিন রাজনৈতিক বিষয়েও ই'হারা বিশেষ পারদর্শী। যদি কোন রকমে একটা ছাপাখানার যোগাড় করিতে পারেন, অমনি একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাঁহার সম্পাদক হন। পূর্ব্বেই তো সব জানিতেন, পূর্ব্বেই তো সকল বিষয়ের উপদেষ্টা ছিলেন, এখন কালি-কলম ও মুদ্রাযন্ত্র পাইয়া, তাঁহাদের উপদেশপ্রদায়িনী শক্তি বড় ভীষণ হইয়া উঠিল। ইংরাজরাজ্যের সংবাদপত্রের অনেকটা স্বাধীনতা আছে, সেই স্বাধীনতা তাঁহাদের হস্তে যথেচ্ছাচারিতারূপে পরিণত হয়। এই যথেচ্ছাচারিতার প্রভাবে রাজপুরুষেরা এই স্বাধীনতাহরণসঙ্কল্প বার বার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ঐ সকল সম্পাদকের দৌরাত্ম্যে বার বার রাজনৈতিক সভায় প্রস্তাব হয় যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হওয়া অনুচিত। অনেক রাজনৈতিক রাজপুরুষের মত এই যে, বিপুল শোণিত ব্যয়ে যে স্বাধীনতা ইংলন্ড লাভ করিয়াছেন, তাহা অর্দ্ধশিক্ষিত পরাধীন দেশে কলুষিত হইয়া, হীন স্বেচ্ছাচারিতায়, সম্পাদকেরা কুৎসার অবতার হইয়া উঠিবেন—তাহা বিচিত্র নয়। এ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু হীনচেতা গ্লানি-ব্যবসায়ী সম্পাদকের দমন করিতে, অনেক রাজনৈতিক সম্পাদকের দেশ-মঙ্গলময় কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে, এই উদার বিবেচনায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দমিত হয় নাই।

সম্পাদকীয় কার্য্য যে রাজমন্ত্রীর কার্য্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়, সম্পাদকেরা যে, রাজমন্ত্রীর উপদেষ্টা, রীতি, নীতি ও ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, ইহা ইংলন্ডের সংবাদপত্রের ইতিহাসে প্রতীয়মান হইবে। আমরা সে সকল লইয়া স্থান পূরণ করিব না, কেবল রুষযুদ্ধের সময় 'টাইম্‌স্' কিরূপে চালিত হইয়াছিল, তাহাই বিবৃত করিব মাত্র।

'টাইম্‌স্' অর্থে সময়, ইংলন্ডের সংবাদপত্র 'টাইম্‌স্' সেই নামের উপযোগী হইয়াছিল। সময়ে সকল বিষয়ের মতের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, আজ যাহা ন্যায্য—কাল তাহা বিশেষ অন্যায্য বলিয়া গণিত। যথা—চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্ত-মোক্ষণ না করিলে নরহত্যা করা হয়, জানা ছিল, কিন্তু এক্ষণে রক্ত-মোক্ষণে নরহত্যা হয়, ইহাই চিকিৎসা-শাস্ত্রের মত। চোরের প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত—ইহা আইনে বলিত, কিন্তু চোরকে শিক্ষা দিতে হইবে—এখন আইনের মর্ম্ম। সংবাদপত্র 'টাইম্‌সে'র মতেরও অনৈক্য ছিল। সাধারণের মতই 'টাইম্‌সে'র মত ছিল। আজ 'টাইম্‌স্' এক কথা বলিয়াছে, পক্ষান্তরে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিবে,—যাহা সাধারণের মত, 'টাইম্‌সে'রও সেই মত।

'টাইম্‌স্' কিরূপে সাধারণের মত অবগত হইত, তাহা শুনিলে উপন্যাস মনে হয়। প্রতি রাজ্যে প্রতি রাজসভায়, প্রতি সমাজে

'টাইম্‌সে'র সংবাদদাতা ছিল। গ্রেট-বিটেনের হাটে বাজারে, ক্ষুদ্র পল্লীতে, ইতর সাধারণের মুখে, অট্টালিকায়, পণ্ডিতমণ্ডলীতে রুষ-সম্বন্ধে কিরূপ আন্দোলন চলিতেছে,—'টাইম্‌স্‌' সম্পাদক, তাঁহার সংবাদদাতাদ্বারা সমস্ত অবগত। পদস্থ বা পদচ্যুত রাজমন্ত্রীর মন্তব্য, যুদ্ধবিষয়ে সৈনিকদিগের বিরোধী মতামত, 'টাইম্‌সে'র স্তম্ভে প্রকাশিত হইত। 'টাইম্‌সে'র সম্পাদক সকলেরই বিশ্বাসভাজন: রাজদণ্ডে—অর্থ-প্রলোভনে লেখকের নাম প্রকাশ হইবে না। অতএব 'টাইম্‌স্‌' সংবাদ-পত্রে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে কেহই সংকুচিত হইতেন না। রাজমন্ত্রী প্রত্যূষে উঠিয়া 'টাইম্‌সে' দেখিতেন যে, 'টাইম্‌স্‌' কি উপদেশ দিতেছে, তিনি যে 'টাইম্‌সে' মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বা সাধারণের কিরূপ মতানুগত। 'টাইম্‌স্‌' রাজমন্ত্রীর উপদেষ্টা। 'টাইম্‌স্‌' এতদূর জনপ্রিয় হইয়া উঠিল, এত পরিমাণে তাহার গ্রাহক হইল যে, মুদ্রাযন্ত্র সকল গ্রাহকের নিমিত্ত পত্রপ্রকাশ করিতে অক্ষম হইল। একদিনে বিশ সহস্র মার্কিণ গ্রাহক ত্যাগ করিতে 'টাইম্‌সের' অধ্যক্ষেরা বাধ্য হন,—কাগজ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া যোগাইতে পারেন না। এই এক সংবাদপত্র,—এই এক সম্পাদক।

ঐরূপ প্রভাবশালী সংবাদপত্র অনেক আছে। তাহাদের বর্ণনার স্থান আমাদের স্তম্ভে অভাব। এ সম্বন্ধে একটী কথা বলিব মাত্র। 'ট্রুথ' অর্থাৎ সত্য নামক সাপ্তাহিক কাগজে, যদি কোন ভাগ্যবান্‌ ব্যবসাদার বিজ্ঞাপন দিতে সমর্থ হন, তাঁহার প্রচুর অর্থাগমের অভাব থাকিবে না। 'ট্রুথের' মত-বিরোধী অনেকে হইলে হইতে পারেন, কিন্তু 'ট্রুথে' যখন "মঙ্কি ব্রাণ্ড" সাবানের বিজ্ঞাপন আছে, তখন "মঙ্কি ব্রাণ্ড" সাবান ব্যতীত অপর সাবান ব্যবহার করা উচিত নয়, তাহা 'ট্রুথ'-সম্পাদকের পরম বিদ্বেষীও বিবেচনা করিবেন। 'ট্রুথে'র স্তম্ভে, সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত যদি কোন প্রবঞ্চকের ব্যবহার প্রকাশিত হয়, প্রবঞ্চক উকীলের চিঠি না দিলে সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত হইবে, অতএব উকীলের চিঠি দেয়, কিন্তু সেই চিঠির সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অর্থ লইয়া সম্পাদকের পদানত হইয়া থাকে। অর্থ দ্বারা, মিনতি দ্বারা, দয়ার্দ্রচিত্ত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুরোধ দ্বারা এই কথা বলাইতে চায় যে, আমরা যে সংবাদ দিয়াছিলাম, তাহা আমাদের সংবাদদাতার ভ্রমে। কিন্তু অদ্যাবধি অর্থে, অনুরোধে, মিনতিতে সত্যপ্রিয় সম্পাদককে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত করিতে পারে নাই। এই এক সংবাদপত্র—এই এক সম্পাদক।

বঙ্গদেশেও এরূপ মহানুচেতা সম্পাদকের উদ্ভব হইয়াছিল। সম্পাদক ব্যবসায়ী নহে, দেশহিতৈষী;—সম্পাদক কষ্টার্জ্জিত অর্থব্যয়ে নীলকর-পীড়িত প্রজাদিগের অন্ন যোগাইয়া প্রজাপীড়ন দমন করিয়া "হিন্দু-পেট্রিয়টের" নাম বিশ্বব্যাপী করিয়াছিলেন। আদর্শপুরুষ কৃষ্ণদাস সেই সম্পাদকীয় আসন গ্রহণে ও মহা মহা যোগ্য ব্যক্তির সাহায্যে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'কে রাজপ্রতিনিধির রাজকার্য্যে উপদেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। "রেজ এণ্ড রায়ং" সম্পাদক, যাঁহার সম্পাদকীয় ভাষা, ইংরাজ সংবাদপত্রের অনুকরণীয়, অপক্ষপাতিতা-গুণে, রেজ (ভূম্যধিকারী) ও রায়ং (প্রজা) উভয়েরই পূজ্য হন। রাজপুরুষদিগেরও বিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন। সম্পাদকীয় কার্য্য তাঁহার ব্যবসা ছিল না। শুনা যায়, রাজ-প্রতিনিধি তাঁহাকে উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাজ-প্রতিনিধিকে নিবেদন করেন, "আমি টাইটেল গ্রহণ করিলে লোকের নিকট প্রকাশ পাইবে, আমি স্বার্থচালিত হইয়া সম্পাদকীয় পদ গ্রহণ করিয়াছি। আমায় মার্জ্জনা করুন। স্বদেশহিতসাধন সম্পাদকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, স্বার্থসাধন নয়;—এই দৃষ্টান্ত স্বদেশে প্রচারিত হয়, এই আমার মিনতি। আমি উপাধি গ্রহণ করিলে তাহা হইবে না। এই জন্য রাজপ্রসাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইলাম, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।" এই এক সংবাদপত্র—এই এক সম্পাদক!

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের সম্পাদকও এইরূপ অব্যবসায়ী হইয়া সম্পাদকীয় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।—নব সাহিত্য স্থাপক বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্পাদকীয় কার্য্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: এবং যে সকল

তারকামালা বেষ্টিত হইয়া "বঙ্গদর্শনের" অতুল গৌরব, বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল উদারচেতা মহানুভবেরাও সম্পাদকীয় উদ্দেশ্যের পরিচয়দাতা। এ দরিদ্র ভারতে যদিচ কেহ বিংশতি সহস্র গ্রাহক ত্যাগ করিবার সুযোগ পান নাই, তথাচ তাঁহারা উল্লিখিত ইংলণ্ডের সম্পাদকের ন্যায় মহদাশয়, —তাহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

এই সকল সম্পাদক-প্রদর্শিত পথগামী উন্নতচেতা সম্পাদক যাঁহারা আছেন, তাঁহারা আমাদের পরম পূজ্য। এ প্রবন্ধে যাঁহারা আমাদের আলোচ্য সম্পাদক—তাঁহারা উপরোক্ত সর্ব্বজ্ঞস্পর্দ্ধাকারী 'বেকুব'। 'বেকুব' ব্যতীত তাঁহাদের অন্য নাম আর নাই।

এই সম্পাদকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীস্থ সম্পাদকেরা মনে করেন যে, তাঁহাদের মতে চালিত না হওয়ায় পৃথিবীতে এত বিশৃংখলা। সমাজ ডুবিতে বসিয়াছে, একমাত্র রক্ষার উপায়—তাঁহাদের মতাবলম্বী হওয়া ইঁহারা তাঁহাদের সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যায় বলেন যে, আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, লাট সাহেব ভাল বুঝিতেছেন না। আগাগোড়া পত্রখানি পাঠে বুঝা যায় যে, যেখানে যিনি আছেন, যাঁহার উপরে কোন কার্য্যের ভার আছে, তিনিই ভ্রমে পতিত আর তিনি কোন কার্য্য করিতেছেন না। তাঁহাদের যে নিজের কোন মতামত আছে, এমন তাঁহাদের সংবাদপত্র পাঠে কিছুই বোধ হয় না। তাঁহাদের ছিদ্রানুসন্ধানীও বলা যায় না। কারণ, আদৌ কোন বিষয়েরই কিছু জানেন না, তবে ছিদ্রানুসন্ধান করিবেন কি? তাঁহাদের উদ্দেশ্য-হীন জীবন, সংবাদপত্র লিখিয়া চরমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইঁহাদের সম্পাদক বলিতে হইবে, তাহা নইলে ইঁহারা বড় বেজার। তাঁহারা সদাসর্ব্বদা এই আক্ষেপ করেন যে দেশ উৎসন্ন গিয়াছে, নচেৎ তাঁহাদের কাগজ ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইত। ইঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে না জানি কি সর্ব্বনাশই ঘটিত!

অপর আর এক শ্রেণীর সম্পাদকের উদ্দেশ্য, —লোককে প্রশংসা বা গালাগালি দিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করা। অর্থ লইয়া অত্যাচারী লোকের পক্ষ সমর্থন, সাধুর নিন্দা করিয়া রসিকতার পরিচয় প্রদান, ইঁহারা প্রতারণার অবতার। এই হীন ব্যক্তিগণ, ভীরুস্বভাবে যত প্রকার অপকার সম্ভবে, সেই সমস্ত কর্ম্মে সুনিপুণ। আজ যাঁহার অর্থ পাইয়া বা স্বার্থসিদ্ধি কামনায় প্রশংসা করিয়াছেন,—কাল কিঞ্চিৎ স্বার্থহানি প্রযুক্ত সেই প্রশংসিত ব্যক্তির প্রতি অবাচ্য গালি বর্ষণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের তাড়নায় রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ-মাত্রেই জ্বালাতন। তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষ, সম্পর্কীয়—দূরসম্পর্কীয়—তাঁহাদের গ্রাহক ও গ্রাহকের বন্ধুবান্ধবকে যদি কোন রঙ্গালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ 'ফ্রি পাশ' দিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে ঐ কুৎসিত সম্পাদকের সংবাদপত্রের স্তম্ভের পর স্তম্ভ সেই নাট্যালয়ের নিন্দায় পরিপূরিত হইয়া থাকে। এই সকল সম্পাদকেরা প্রায়ই প্রথমে অতি হীন কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, পরে নানা উপায়ে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া ছাপাখানা করেন; -সমাজ ইঁহা-দিগকে চেনেন, বিশেষ নাম করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই।

আর এক শ্রেণীর সম্পাদকেরা অতি অল্প বয়সে স্কুল হইতে তাড়িত হইয়াছেন। ইঁহারা ভবঘুরে, যেখানে সেখানে যান। এদিক ওদিক দু'একটা ছোটখাট সমাজে গিয়াও বসেন। জ্যাঠামীতে যাহাতে সম্পূর্ণ দীক্ষালাভ হয়, সেই সকল কার্য্য দিবারাত্রি করিতে থাকেন। কেহ বা ভাগ্যক্রমে কোথাও দশ টাকা মাহিনার চাকর, কেহ বা টেলার সপ, কেহ বা হ্যান্ড-নোটের দালালি দ্বারায় জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। ইঁহারা সকল পুস্তকের সমালোচক। এটা ভাল হয় নি, ওটা ভাল হয় নি,—একথা অনবরত তাঁহাদের মুখে। রঙ্গালয়সকল উচ্ছন্ন যাইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে যদি কেউ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে রংগালয় সুচারুরূপে চলে, তাহা তিনি দেখাইতেন। অবৈতনিক নাট্যসমাজে মাঝে মাঝে অধ্যক্ষ হইয়া থাকেন ও প্রকাশ্য রঙ্গালয়-বর্জ্জিত এ্যাক্টর, এ্যাকট্রেস লইয়া বায়না লন, তাহাতে কোথাও কোথাও সাজ-পোষাক বন্ধক দিয়া প্রাণে প্রাণে বাটী ফিরিয়া আসেন। সুযোগক্রমে বা কখনও কোন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া অভিনয় করেন।

এরূপ সুযোগ পাইলে, তাঁহাদের সংবাদপত্রের স্তম্ভ ঐ নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রশংসায় অষ্টাহ মসীকৃত হয়। ইঁহারা বালক বয়সে গোঁফ কামাইয়া ও মোটা চাদর লইয়া বিজ্ঞ সাজেন। প্রত্যক্ষে কুক্কুরের ন্যায় যাঁহাদের অনুবর্ত্তী হন, পরোক্ষে তাহাদের ঘৃণিত পত্রে ঐ সকল মান্য গণ্য ব্যক্তির কুৎসা রচিত হইয়া বিক্রীত হয়। মশক-মক্ষিকার ন্যায় জন-বিরক্তিকর জীবন পর-কুৎসায় রত থাকিয়া অবসান হয়। রাজশাসন নাই, এই সকল অধমাত্মাদের প্রতি সমাজের লক্ষ্য পড়া উচিত। তাঁহারা যে স্থানীয় ব্যক্তি—সেই স্থান তাঁহাদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য। সম্পাদক বলিয়া তাঁহাদের আদর করিলে, জুয়াচোর-পাষণ্ডের আদর করা হয়। তাঁহাদের কুক্কুর-প্রকৃতি বলিলে, কুক্কুরকে গালি দেওয়া হয়। কুক্কুরেরও কৃতজ্ঞতা আছে. —ইঁহারা কৃতঘ্ন! ইঁহাদের তুলনা ইঁহারাই! কোন জন্তুর সহিত তুলনা করিলে, সেই জন্তুকে অযথা নিন্দা করা হয়।

ভারতবর্ষের পথ

বণিক্ ইংরাজ, ও ভারতসাগরে রাজ্য বিস্তার করিয়া ভা আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া গমনাগমনে অসুবিধা হয়, বেশ সোজা পথ ছিল, মাঝে খানিক বালি থাকায় হানি করিয়াছে। বাষ্পীয়যন্ত্র কার্য্যক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে নাবিকেরা বলিতেন,—লোহিত সাগরে গমনাগমন হইতে পারে না, বৎসরের মধ্যে ছয়মাস সে জল-শাখায় প্রবেশ করা যায় না ও প্রবেশ করিলে চক্রব্যূহের ন্যায় নির্গমও দুর্ঘট। কিন্তু সে আপত্তি আর নাই; এখন জ্ঞান-বলে লোহিতসাগরে গমনাগমন সহজেই হয়. নাবিক প্রধান লেপ্‌টেনেন্ট ওয়েজ হরন্,—বাষ্পীয় অর্ণবযান দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন ঐ বালুকাময় যোজন কিরূপে অতিক্রম করা যায়। দুই দিকে দুইখানি ষ্টিমার রাখিয়া কার্য্য চলিতেছে. কিন্তু বাণিজ্যের ব্যাঘাত; একবার ভূমধ্যসাগর হইতে মাল তুল, আবার জাহাজ বোঝাই কর; এই সুয়েজ যোজক কাটিলে হয় না? সোজা বুঝিলে অনেক কথা সোজায় মেটে. মানচিত্র দেখিয়া বালকে বলিবে. এই ত পরামর্শ; কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ত বালক ন'ন. অনেক আপত্তি তুলিতে লাগিলেন। তিনি কতকগুলি সোজা পথ বুঝিলেন; স্থানাভাবে পথগুলি সবিস্তার দেওয়া হইল না.—বলিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। "ভূমধ্য সাগর হইতে নীল নদে ভাসিয়া চল, তার পর কায়রোর উত্তর দিয়া খাল কাট, লোহিত সমুদ্রে পড়; যদি বল খাল কিরূপে হইবে? কেন? সেথায় ত খাল ছিল, দ্বিতীয় টলেমী কাটিয়াছিলেন।" সুবিধার পথটি বটে, কিন্তু যাঁহারা অর্থ ব্যয় করিবেন তাঁহারা তত সুবিধা বুঝিলেন না। ঐ বালু যোজকই খাল করিয়া সাগর সম্মিলন কর। "না, না, তাহা চিরস্থায়ী হইবে না; বায়ুতে বালু উড়াইয়া আবার সমস্ত বালুময় করিবে; জল জলপ্লাবন অসম্ভব।" বণিক্ বলিলেন,—"তবে কাজ নাই, যেমন চলিতেছে তেমনি চলুক।" কিন্তু উন্নতির পথ-প্রদর্শী ফরাসী বলিল.—"চেষ্টা করায় ক্ষতি কি? কাপ্তেন ভেচ্ ইঞ্জিনিয়র এম্‌লেগরের কথামত বুঝিলেন যে, লোহিতসাগর ভূমধ্যসাগর হইতে বত্রিশ ফিট ছয় ইঞ্চি উচ্চ, জলস্রোত সহজেই আনা যাইতে পারে. নিম্নের মৃত্তিকাও কঠিন, পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িবে না, স্থানে স্থানে গাঁথিলেই চিরস্থায়ী হইবে। কিন্তু তাহাতেও আপত্তি উঠিতে লাগিল। পরে রেলওয়ের কল্পনা. তুর্কির সুলতান তাহার বাদী হইলেন। কিন্তু ফরাসীরা খালের কথা ভুলিলেন না। যাহা এত দিন অসম্ভব ছিল. এম্‌ডি লেসেন্স কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ হইল; বণিক্ বলিলেন.—"তাই ত. যোগাযোগ হইল বটে, কিন্তু বাণিজ্যের অসুবিধা হইল।"

বাণিজ্যের অধিকারী তিনি ব্যতীত আর কেহই নন, কিন্তু এখন বুঝিলেন, অন্যান্য জাতি সহজে সাগর বক্ষে ভাসিয়া ভারত-

বাণিজ্যে আসিতে পারিবে। খালে ইংরাজের মন্দ হইল, ইহা লর্ড পামারষ্টনের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংস্কার।

তিনি বলেন,—"কেবল বাণিজ্যের ক্ষতি এমত নহে, রাজকার্য্যেরও বিশেষ ক্ষতি।" সমস্ত ইয়ুরোপ তাঁহার মতের পোষকতা করিতে লাগিল। ইংরাজের উন্নতি যাঁহারা ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিতেন, আহ্লাদে ভাবিতে লাগিলেন, বাণিজ্য গৌরব আর বেশী দিন নয়। কিন্তু ফল সম্পূর্ণ বিপরীত জন্মিল। ইংরাজের উৎসাহ বাড়িল, বাণিজ্যের বৃদ্ধি বই হ্রাস হইল না। লর্ড পামারষ্টনের আপত্তি কাগজে পড়িতে বেশ, কিন্তু সোজা বুঝিলে কিছু ঘোর ঠেকে। পথের সুবিধা সকলেরই হইল, এই ত সহজ জ্ঞান; কিন্তু পার্লামেণ্টারি বুদ্ধি স্বতন্ত্র,--যাহা হইতে পারে না, তাহা হইলেও হইতে পারে না, যাহা হয়, তাহা না হইলেও হয়। গত বৎসর তিন সহস্র একশত অষ্টানব্বই খানি জাহাজ ভূমধ্যসাগর হইতে লোহিতসাগরে যায়, তন্মধ্যে দুই সহস্র পাঁচ-শত পঁয়ষট্টি খানির অধিকারী ইংরাজ। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বণিক্ ফরাসীর কেবল একশত পঁয়ষট্টি খানি। বক্রী অপরাপর জাতির। লর্ড পামারষ্টন বলেন,—"বটে, বটে, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ একবার জ্বলে, কালে থাকিবে না।"

পথের সুবিধা হইল। কিন্তু ফরাসীর পথ ফরাসীর নিয়মে রক্ষিত; এ আবার কি? আর একটি খাল কাটিলে হয় না? নাও নক্সা নাও।

সুয়েজ কেনাল কোম্পানি বলেন,—"ইহা হইতে পারে না; সায়েদ পাশার নিকট আমরা অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি।" বণিক্ আপনার স্বত্ব বুঝেন, উত্তরে কোথায় পরাঙ্মুখ নন। অতি চুম্বকে বলিয়া দিলেন,—"আর যে কেহ খাল কাটিবে না, সায়েদ পাশা দত্ত দলিলে এমন কিছুই নাই। তোমরা কি পাগল! ও কথা লিখাইয়া লইবে? তখন আর কাহারও খাল কাটিবার ত সম্ভাবনা ছিল না, তোমরাও যে কৃতকার্য্য হইবে এমত জানিতে না; কেবল পরীক্ষা করিতেছিলে। তবে অমন অন্যায় কথা বলিলে কেন লিখাইবে?"

কোম্পানি বলেন—"পাকাপাকি না লিখাইয়া এত টাকা ব্যয় করিলাম? না, না, এ কথাই নয়। আর খালের অত মাশুল?" এই দেখ, ভারতবর্ষ হইতে গম আনিতে পারি না। তোমাদের নিয়মাবলী কেবল ফরাসীদের সাজে। এমন কাপ্তেন নাই যে, তোমাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট নয়; বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত আর একটি খাল হওয়া সম্পূর্ণ উচিত। আর তোমরাই বা কা'রা? ইজিপ্টের নিকট আমরাই ত অধিকাংশ অংশ খরিদ করিয়া লইয়াছি। ভাল মিটাইয়া ফেল, বিক্রয় কর। খাল তোমার বড় ভাল নয়, দুই খানি জাহাজ যাইবার অসুবিধা; চল্লিশ ক্রোশ রাস্তা স্থির জলে আট ঘণ্টায় যাওয়া সম্ভব, একদিন লাগে; বালি ভাঙ্গিয়া পড়ে, বালি জমে, আরও কত রকম হয়, এতে কি কম সাধারণ ক্ষতি? বণিকের পথটী চাই,—"যদি না বেচে?" ইজিপ্ট অধিকার কর। ইজিপ্টে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিলে, খালের উপরেও কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। এত দিন ভাল বোঝা যায় নাই, নেপোলিয়ন এই নিমিত্তই ইজিপ্ট অধিকার করিতে চাহিয়াছিল। ইজিপ্ট অধিকার করিয়া বলিব, "বেচ," যে যে স্থান অধিকার করিলে, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ সম্পূর্ণ অধিকার থাকে, সেই সেই স্থান বণিক্ অতি যত্নসহকারে অধিকার করিয়াছিলেন। জিব্রাল্টর, মাল্টা, এডেন দৃঢ় দুর্গে রক্ষিত। নেপোলিয়ন বলিতেন যে, মাল্টার পরিবর্ত্তে ফ্রান্সের বক্ষে যদি ইংরাজ স্থান চায়, তিনি দিতে প্রস্তুত। এডেন-অধিকারে বণিক্ অতি আশ্চর্য্য কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আঠার শত ছত্রিশ খৃষ্টাব্দে, সুলতান মৌসি-নবেন ফাণ্ডারবেন আবদুল কিবনেম্ বেন আবদালী এডেনের অধিকারী ছিলেন। এডেন হইতে উত্তর পশ্চিমে দশ ক্রোশ অন্তরে লাহিজ তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি জাহাজ লুটিয়া লইতেন। কোর্ট অব্ ডিরেক্টার ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাকে বলেন, এডেন হস্তগত করা চাই। সুযোগ উপস্থিত। আঠার শত সাঁইত্রিশ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে মান্দ্রাজের নবাবের 'দরিয়া দৌলত' নামে এক খানি জাহাজ, হঠাৎ এডেনের নিকট চরে আবদ্ধ হইল। তাহাতে মাল যত থাকুক বা না

থাকুক, দুই লক্ষ টাকায় 'বিমে করা' হইয়াছিল। সুলতান স্বভাব-দোষে মাল লুঠ করিলেন। এত দিন ইংরাজ রক্ষিত জাহাজে হস্তক্ষেপ করেন নাই. কিন্তু এবার লোভ সম্বরণ হইল না। ইংরাজ কুপিত হইলেন, এডেন চাহিলেন, দিল না, যুদ্ধ বাধিল। ট্রাফাল্‌গার্‌-জয়ী মানোয়ার, দস্যু-নৌকা অনায়াসেই ধ্বংস করিল। এডেন করগত হইল। "ভাল, ভাল, ইজিপ্টেও সুযোগ উপস্থিত; তথায় আরাবী বিদ্রোহী হইয়াছে।" কেহ কেহ বলিল,—"বিদ্রোহ নয়, রাজ-বিপ্লব।" দুই পক্ষ হইতেই তর্ক চলিতে লাগিল। বিপ্লব বা বিদ্রোহ হ'ক কথা এই, আঠার শত ঊনআশি খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইজিপ্টের প্রধান মন্ত্রী চেরিপ্‌ পাশা টিউফিক কেদিবের নিকট প্রস্তাব করেন যে, প্রজাদিগকে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হ'ক. কেদিব সম্মত হইলেন না, উত্তর দিলেন,—"প্রজার এখন সেরূপ অবস্থা নয়।" ইহাতে মন্ত্রী কার্য্যভার পরিত্যাগ করিলেন। রায়াজ তাঁহার কার্য্য পাইলেন। তাঁহার মতে রাজকার্য্যে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার, রাজনৈতিক বিষয়ে প্রজা হস্তক্ষেপ করিলে, ইজিপ্টের সম্পূর্ণ হানি। এই সময়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের অনুমতি ভিন্ন কেদিব কোন কার্য্যই করেন না।

প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী অধিকাংশই বিদেশী, বাৎসরিক চল্লিশ লক্ষ টাকা তাঁহাদিগের বেতনে পড়ে; জাতীয় ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত ব্যয় অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি; প্রায় বিদেশীদিগকে কর দিতে হয় না। প্রজারা অসন্তুষ্ট হইল।

একটী জাতীয় সমাজ ছিল, ইজমায়েল কেদিব সংস্থাপন করেন। আঠার শত তেষট্টি খৃষ্টাব্দ হইতে আঠার শত ঊনআশি খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইজিপ্টে তাঁহার আধিপত্য থাকে। তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতেন। কায়রোর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেই বোধ হয় অর্দ্ধ পরিমাণে ইউরোপীয় নগর, যেন ঘাড়-কামান ধুতি-পরা বঙ্গালী। চেরিপ পাশা উক্ত জাতীয় সভায় প্রধান ছিলেন, সকলেই তাঁহার মুখ চাহিতে লাগিল। সময় বুঝিয়া আরাবী পাশা, (এক জন সেনানায়ক) জাতীয় আন্দোলনের পোষকতা করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা বলেন, তাঁহার আন্তরিক কথা সেনার বৃত্তি বৃদ্ধি; অতএব, তিনি বিদ্রোহী. তাঁহাকে দমন করা উচিত। এই সকল লক্ষণ, ফরাসী রাজনৈতিক সভায় ভিন্ন অর্থ প্রাপ্ত হইল।

জাতীয় আন্দোলনে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, সকলেই সাব্যস্ত করিল। বিরোধ মীমাংসার নানা উপায় অবধারিত হইল, স্থানাভাবে বিবৃত হইল না। ইংরাজ কেদিবকে পরামর্শ দিলেন যে, রায়াজকে পদচ্যুত করিয়া চেরিপ্‌ পাশাকে পুনর্ব্বার রাজমন্ত্রী করা হউক; সেইরূপই হইল। কিন্তু ফরাসীর প্রধান গাম্বেটা ইংলণ্ডের সহিত পরামর্শ করিলেন যে, ইজিপ্ট-কার্য্যে তুর্কীকে আর হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না। এত দিন ইজিপ্ট যদিচ কর দিতেন না, তুর্কীর সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী ছিলেন। চেরিপ্‌ পাশা ইংরাজ ও ফরাসী প্রতিনিধিদিগকে বুঝাইলেন যে, তুর্কীর আধিপত্য উঠাইয়া দিলে প্রজার উপর তাঁহার প্রাধান্য থাকিবে না, তুর্কপোটির উপর প্রজাদের সম্পূর্ণ ভক্তি। কিন্তু ফরাসী ও ইংরাজ কোন ক্রমেই শুনিলেন না। 'জয়েণ্ট নোট' নামক দলিল স্বাক্ষরিত হইল, আবার ইজিপ্টের স্থানে স্থানে সভা বসিল। চেরিপ্‌ পাশা কার্য্য ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে সেনানায়ক আরাবী পাশা বলবান্‌ হইয়া উঠিলেন। এই সকল গণ্ডগোলে তুর্কীর দূত হস্তক্ষেপ করিতে আসিলেন, কিন্তু ফরাসী ও ইংরাজ তাঁহার অপমান করিলেন।

এখন আরাবী সম্পূর্ণ ক্ষমতাশালী, কেদিব অস্থির, ইংরাজ-মানোয়ার উপস্থিত। সকলেই শঙ্কায় আকুল। "এ সকল যুদ্ধ-পোত কেন? কেহই ত যুদ্ধ করিতে চায় না।" মানোয়ার হইতে তোপ গর্জ্জিয়া বলিল,—"যুদ্ধ চাও নাকি? যুদ্ধ কর, আমরা কেদিবের রক্ষার্থ আসিয়াছি।" যত দূর অনিয়মে পরিচালিত হ'ক না, শিক্ষিত সৈন্য দ্বারা অশিক্ষিত সৈন্য সহজেই পরাজিত হইল; এইরূপে ইংলণ্ড ইজিপ্ট রক্ষা করিলেন। কিন্তু অসভ্য ইজিপ্ট রক্ষিত হইতে চায় না! চারিদিক্‌ হইতে সেনা

উঠিতে লাগিল; শান্তস্বভাব কৃষী, দেশরক্ষার্থে লাঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া তরবারি ধরিল। এখন আর রাষ্ট্রবিপ্লব না বলা চলে না। অনেক অর্থব্যয় হইয়াছে, প্রাণনাশও অনেক হইয়াছে, যুদ্ধও পরিত্যাগ করা হয় না। যুদ্ধ চলিতেছে, কালে ইংরাজ জয়ী হইবেন; নীল-পরিধৌতা শস্য-শালিনী ইজিপ্ট পদানত হইবে, ইংরাজ রাজ্য করিবেন; কিন্তু মাঝে মাঝে বলিতেও ত্রুটি করিবেন না—ইজিপ্টে যুদ্ধ করা কি অসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে?